বিশ্বকোষ

আ

আ। আকার। অকার এবং অকার মিলিত (অ+অ) হইলে আকার হয়। ইহা দীর্ঘ এবং প্লুত হইয়া থাকে। বঙ্গভাষার চলিত স্বর বর্ণের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানে লিখিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত আকৃতি (া) এই রূপ। অর্থাৎ অকারে এবং সমস্ত হল্‌বর্ণে আকার যোগ করিতে হইলে (া) এই প্রকার আকৃতি লিখিত হইয়া থাকে। যেমন, অ+আকার আ ক+আকার কা ইত্যাদি। আকারের হ্রস্ব অকার। অকারে অকারে, আকারে আকারে মিলিত হইলে আকার হয়। যেমন, নব+অঙ্কুর=নবাঙ্কুর ; সুখ+আলয়=সুখালয় ; মহা+আশয়=মহাশয়। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে যে, আকার শঙ্খজ্যোতির্ম্ময় বর্ণ। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র বিরাজ করিতেছেন। ইহা পঞ্চ প্রাণময়। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

(অব্য) আপ্-ক্বিপ্ পৃ° প-লোপঃ। বাক্য। স্মরণ। অনুকম্পা। সমুচ্চয়। অঙ্গীকার। ঈষদর্থ। ক্রিয়া-যোগ। সীমা। ব্যাপ্তি।

ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্য্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।

এতমাতং ঙিতং বিদ্যাৎ বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ। (ভাষ্য)।

ঈষদর্থ, ক্রিয়াযোগ, মর্য্যাদা (পূর্ব্বসীমা) ও অভি-বিধি (শেষসীমা) এই সকল স্থলে আ-ঙিৎ হয়, অর্থাৎ উহার সঙ্গে ঙ-অনুবন্ধ থাকে। যেমন,—আঙ্। কার্য্য-কালে ঙ ইৎ হয়, তখন কেবল আকার থাকে। কিন্তু বাক্য এবং স্মরণ বুঝাইলে ঙ-অনুবন্ধ থাকে না।

ঈষদর্থে,—আ-রক্ত অর্থাৎ অল্প রক্তবর্ণ। ক্রিয়াযোগে —আহরতি। মর্য্যাদা—আসমুদ্রং রাজদণ্ডঃ, অর্থাৎ সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজদণ্ড। অভিবিধি—আসত্যলোকাদা-পাতালাৎ, অর্থাৎ সত্যলোক এবং পাতাল ব্যাপিয়া। এই সকল স্থলে ঙ-ইৎ আকার গৃহীত হইয়াছে।

প্রগৃহ্য সংজ্ঞক আ-নিপাত। উহার ঙ-ইৎ হয় না। স্মরণ এবং বাক্যপূরণে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আকার প্রগৃহ্য হয়, অর্থাৎ উহার সন্ধি হয় না,—প্রকৃতি দশাতেই থাকে। *। নিপাত একাজনাঙ্। পা ১। ১। ১৪। আঙ্-নিপাত ভিন্ন যে সকল একাচ্-নিপাত আছে, তাহাদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়।

বাক্যে,—আ এবং নু মন্যসে? আপনি এমন মনে করেন নাকি? স্মরণে,—আ এবং কিল তৎ। হাঁ সত্যসত্যই এইরূপ হইয়া থাকে। এ স্থলে বাক্য শব্দে বাক্যার্থের প্রকাশকতাকে বুঝায়, এবং স্মরণশব্দে অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত বাক্যের স্মরণকে বুঝাইয়া থাকে। এই সকল স্থলে আকার এবং একারের সন্ধি হয় নাই। কিন্তু ঙিৎ হইলে সন্ধি হইবে; যেমন—ঈষদর্থে আঙ্+উষ্ণ ওষ্ণ।

। *। আঙ্ মর্য্যাদাবচনে। পা ১। ৪। ৮৯। মর্য্যাদা এবং অভিবিধি অর্থে আঙের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। । *। পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ। পা ২। ৩।১০। কর্ম্মপ্রবচ-নীয় অপ, আঙ্ এবং পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। । *। আঙ্ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ। পা ২। ১। ১৩। মর্য্যাদা এবং অভিবিধি অর্থে আঙের পঞ্চম্যন্ত সমর্থের সহিত বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

আঃ (পুং) মহেশ্বর। পিতামহ। বাক্য। (অব্য) কোপ। পীড়া। (সবিসর্গস্তু ইতি যো নিপাতঃ স পীড়ায়াং কোপে চ বর্ত্ততে। ইতি মহেশ্বরঃ)। আঃ স্মরণেঽপাক-রণে কোপসন্তাপয়োরপীতি কোষান্তরম্। (মহেশ্বর)।

আই (দেশজ) মাতামহী। 'বিদ্যা বলে বটে আই বলিলে বিস্তর'। (বিদ্যাসুন্দর)। (অব্য) লজ্জাবোধক বাক্য। যেমন—'আই, কি লাজের কথা!

আইও (দেশজ) সধবা। বিবাহিতা স্ত্রী। এই শব্দ

'এয়ো' এই প্রকারেও লিখিত হয়; যথা—'আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়'। (বিদ্যাসুন্দর)।

আইন (যাবনিক) রাজনিয়ম। ব্যবস্থা শাস্ত্র।

আইন-ই-অকবরী। এই পুস্তক পারস্যভাষার প্রসিদ্ধ অকবরনামার তৃতীয় খণ্ড। মহাকবি শেখ আবুল ফজল ইহার রচয়িতা। ইহাতে সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালের যাবতীয় বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে অকবরের পারিবারিক ও সভার বিবরণ এবং সম্রাটের নিজের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সম্রাটের কর্ম্মচারীদের বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে শাসন ও বিচার-বিভাগের বৃত্তান্ত, ভূমি জরিপ এবং রাজস্ব নিরূপণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সামাজিক নিয়ম, বিদ্যা আলোচনার উৎকর্ষ সাধন, বিদেশীয় রাজার আক্রমণ, পরিব্রাজক, মুসলমান ফকির প্রভৃতি নানা বিষয়ের কথা আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নীতিবাক্য গ্রথিত হইয়াছে।

আইল (গ্রাম্য) এটী আলবাল শব্দের অপভ্রংশ। দুই দিকের ভূমির মধ্যস্থলে কিম্বা গাছের গোড়াতে মাটী কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া বাঁধাইয়া দিলে তাহাকে আইল কহে। ভূমির সীমা নির্দ্দেশের জন্য এবং ক্ষেতে শস্য থাকিলে লোকের যাতায়াতের জন্য আইল বাঁধাইতে হয়। বৃক্ষাদির মূলে জল সেঁচিলে যেন জল বাহির হইয়া না যায় তজ্জন্যও লোকে আইল বাঁধাইয়া দেয়।

আইবড় (দেশজ) বোধ হয় ইহা অনূঢ় শব্দের অপভ্রংশ। অবিবাহিত। যাহার বিবাহ হয় নাই।

ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে,
বিবাহের না ভাব উপায়। (বিদ্যাসু৽)

আউচ, (Morinda citrifolia) ইহাকে আইচ বা আচও বলা যায়। উদ্ভিদ্-বেত্তারা ইহার বন্যজাতীয় গাছকে Morinda tinctoria কহেন। আউচ গাছ দেখিতে অনেকটা বাসকের মত। ইহার ফুল সাদা এবং সুগন্ধ যুক্ত। আল নামে আর এক প্রকার গাছ আছে, তাহাও এই জাতীয়; কিন্তু আউচের চেয়ে বর্ণ অধিকতর গাঢ়।

আউচের কলম পুঁতিলে গাছ হয়। ক্ষেতে সারি সারি আইল বাঁধাইয়া তাহাতে কৃষকেরা কলম পুঁতিয়া দেয়। উর্ব্বরা শুষ্ক মৃত্তিকাই এই গাছের উপযোগী। ইহার গোড়ায় মধ্যে মধ্যে জলসেক করিতে হয়। গাছ পরিপক্ক হইলে তাহার মূল উঠাইয়া লয়। ফটকিরির সঙ্গে আউচে সুতা বা কাপড় ছোপাইলে পাকা রাঙা রঙ্ হয়। কস্তা সুতা এবং খেরুয়া কাপড় আউচের রঙে ছোপান। বুন্দেলখণ্ড, মান্দ্রাজ এবং বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আউচ জন্মে।

আউটরাম, Sir James Outram, Lieutenant-General G. C. B.) ইনি ভারতবর্ষের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ডার্ব্বিশায়ারের অন্তর্গত বটার্লিহলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম বেঞ্জামিন আউটরাম। প্রথমে তিনি আবার্দ্দিনের অন্তর্গত উদনীতে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর মারিস্কাল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সালে তিনি নিম্ন শ্রেণীর সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। পরে তিনি ১৩ নং বোম্বে দেশীয় পদাতিকের লেফটেনাণ্ট ও আডজুটাণ্ট হন। খন্দেশের অসভ্য ভিলদিগকে ইনি যুদ্ধকৌশলে সুশিক্ষিত করেন। অবশেষে ভিল সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি দৌঙ্গ জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি মাহীকান্তায় সুশৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাপৃত থাকেন। লর্ড কিনের সদস্য হইয়া তিনি আফগানস্থান আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি গুজরাটের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং সিন্ধুদেশের কমিশ্যনর হইয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুদেশের আমিরেরা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেনাপতি আউটরাম, সার চার্ল নেপিয়রের মন্ত্রণানুসারে তাহাদিগকে দমন করেন। পরে তিনি সেতারা এবং বরদার রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। লর্ড ডালহাউসী, আউটরামকে তথাকার রেসিডেণ্ট এবং কমিশ্যনর নিযুক্ত করিলেন।

অনেক দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া আউটরামের শরীর অসুস্থ হয়, তজ্জন্য ১৮৫৬ সালে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। কিন্তু পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে তিনি কমিশ্যনর হইয়া সেনাসঙ্গে পারস্য উপসাগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে কার্য্যসিদ্ধি হইলে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। তিনি লর্ড ক্যানিঙের পরামর্শানুসারে লক্ষ্ণৌ নগরে আসিলেন। প্রথমে হাবিলক সাহেব বিদ্রোহীদিগকে অনেকটা দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। আউটরাম আলমবাগে থাকিয়া সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে

অসংখ্য অসংখ্য বিদ্রোহী বর্ষাধারার মত গোলা গুলি বৃষ্টি করিতেছে। পরিশেষে লর্ড ক্লাইড আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন আউটরাম সৈন্য সমভিব্যাহারে গোমতী নদীর পূর্ব্বধারে গিয়া তুমুল সংগ্রাম করেন, তাহাতেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি অযোধ্যার চিফ কমিশনর হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট জেনারেল করা হয়। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সভার (Supreme Council) সদস্য হন। ১৮৬০ সালে তিনি পীড়িত হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬১-৬২ সালের শীতঋতু মিশরে অতিবাহিত হয়, শেষে অল্পকাল ফ্রান্সে অবস্থিতির পর ১৮৬৩ সালের ১১ মার্চ তিনি পারিস নগরে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার গড়ের মাঠে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাবীর আউটরাম অশ্বের উপরে নিষ্কাশিত অসি লইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আছেন, এ দিকে ঘোড়ার খুর লাগিয়া একটা কামান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আউড় (গ্রাম্য) বাঙ্গালার অনেক স্থানে খড় বা বিচালীকে আউড় কহে।

আউল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা কর্ত্তাভজার একটী শাখা মাত্র, তজ্জন্য ইহাদিগকে সহজ-কর্ত্তাভজাও কহে। ইহারা প্রকৃতি লইয়া সাধন করিয়া থাকে। এক এক জন আউলের সঙ্গে অনেক প্রকৃতি থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ বেশ্যা, কেহ বা কুলবতী। সকল জাতির প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে বসিয়া পান ভোজন করে, তাহাতে কোন জাতিবিচার নাই। কাহার স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষ গমন করিলে মনুষ্যমাত্রেরই মনে ঈর্ষ্যা জন্মে, কিন্তু আউলদের মন অত্যন্ত উদার। ইহাদের একজনের প্রকৃতি অন্য পুরুষের নিকটে গেলে কাহার মনে বিদ্বেষ জন্মে না। আউলরা দাড়ী গোঁপ রাখে না।

আউলেচাঁদ। ইনি প্রথমে কর্ত্তাভজার সৃষ্টি করেন। আউলেচাঁদের প্রকৃত ইতিহাস কিছুই জানিবার উপায় নাই, নানা জনে নানা প্রকার গল্প করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, একবার কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম, গায়ে কাঁথা, কটিতে কৌপীন পরা। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া একটা বড় তেঁতুল গাছের উপরে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে কখন গাছ হইতে নামিতেন, নতুবা দিবারাত্র সেই গাছেই বাস করিতেন। পরে কোন গৃহস্থের একটী বালকের মৃত্যু হয়। তাহার জননী পুত্রশোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তানের মৃতদেহ সেই তেঁতুলতলা দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসী সদয় হইয়া মৃত শিশুকে বাঁচাইয়া দেন। সেই পর্য্যন্ত আউলের দৈবশক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কেহ কেহ অন্য প্রকার গল্প করেন। উলাগ্রামে নাকি মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। এক দিন সে আপনার বরজে পাণ তুলিতে গিয়াছে; পাণ তুলিতে তুলিতে বরজের ভিতরে আট বৎসরের একটী বালককে দেখিতে পাইল। ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে নাকি ঐ বালককে পাওয়া যায়। বালকটী কে, কাহার সন্তান, নাম কি, তাহার নিবাস কোথায়—এ সকল পরিচয় কেহই বলিতে পারিল না, বালক নিজেও আপনার কিছুই পরিচয় দিল না। মহাদেব তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া পুত্রের মত প্রতিপালন করিতে লাগিল। এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়া দিল। কথিত আছে, পূর্ণচন্দ্র প্রায় বার বৎসর কাল বারুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন।

বার বৎসর পরে তিনি এক গন্ধবণিকের বাটীতে গিয়া দুই বৎসর থাকেন। সেখান হইতে এক জমিদারের ঘরে দেড় বৎসর বাস করেন। তাহার পর পূর্ব্ববাঙ্গালায় গিয়া দেড় বৎসর ছিলেন। পরিশেষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাতাইশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি বেজরা গ্রামে উপস্থিত হন্। সেখানে হটু ঘোষ প্রথমে তাঁহার শিষ্য হইলেন। অতঃপর ঘোষপাড়ার রামশরণ পালও তাঁহার উপদেশ পাইয়া কর্ত্তাভজা মত প্রচার করিতে লাগিলেন। আজও দোলের সময়ে তথায় মহা সমারোহে মেলা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়ে (১১৭৬ সালে) রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে আউলেচাঁদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আউলেচাঁদ, রামশরণের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার আর একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। রামশরণ পাল আপনার ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছিল। আউলেচাঁদ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে রামশরণের সঙ্গে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

আউলেচাঁদের গায়ে কাঁথা, কোমরে কৌপীন; তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান ভাবিতেন এবং সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন। ম্লেচ্ছজাতির প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল না। মুসলমানেরাও তাঁহার কাছে উপদেশ লইত। বোধ হয়, মুসলমানেরাও তাঁহাকে 'আউলে' এই নাম দিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় আউলিয়া শব্দে বুজর্গ অর্থাৎ বুজরুককে বুঝায়। প্রবাদ আছে, আউলেচাঁদ পায়ে খড়ম দিয়া গঙ্গার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেন; অনেক কুষ্ঠ আতুরকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং মৃত ব্যক্তিকেও বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। অনুমান হয়, এই সকল বুজরুকীর জন্য মুসলমানেরা তাঁহাকে 'আউলিয়া' বলিয়া ডাকিতেন।

আউলেচাঁদের অনেকগুলি নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আউলেচাঁদ, প্রভু, আউলে মহাপ্রভু, আউলে ফকির, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালি প্রভু, ফকির ঠাকুর, সাঁই, গোসাঞি এইরূপ অনেক নামে তিনি জনসমাজে প্রসিদ্ধ। কর্ত্তাভজারা বলেন, যে মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তিরোহিত হন; পরে তিনিই আবার আউলে-চাঁদ' রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সর্ব্ব প্রথমে বাইশজন লোক আউলেচাঁদের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম এই,—১ হটুঘোষ, ২ বেচুঘোষ, ৩ রামশরণপাল, ৪ নয়ন, ৫ লক্ষ্মীকান্ত, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরিঘোষ, ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দরাম, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণুদাস, ১৬ কিনু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্যামকাঁসারী, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু রুইদাস, ২১ নিধিরাম ঘোষ, ২২ শিশুরাম। (আউলেচাঁদ দোয়াগোরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার)।

এ প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, ১৭০১ শকে বোয়ালে গ্রামে আউলেচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রভু পরলোক গমন করিলে শ্যামবৈরাগী, হরিঘোষ, হটুঘোষ, কানাইঘোষ, রামশরণ পাল, ভীমরায় রজপুত, সহস্ররাম ঘোষ এবং বেচু ঘোষ এই আটজন শিষ্য বোয়ালে গ্রামে তাঁহার কাঁথার সমাধি দেন। পরে চাকদহের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে পরারি নামক গ্রামে তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া সেইখানে সমাজ দিলেন।

এখন অনেক ভদ্রলোক আউলচাঁদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুবর্ণবণিকই অধিক। অনেক বেশ্যাও এই মতানুসারে চলিয়া থাকে। আউলেচাঁদের শিষ্যদের সকলেরই একমন, সকলেই মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিতেন, তজ্জন্য এই মতাবলম্বীদের 'একমুনে'ও কহে। এবং তাঁহারা 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া আউলেচাঁদের সম্বোধন করিতেন, সে কারণ ঐ সম্প্রদায়ের লোক "কর্ত্তাভজা" নামে বিখ্যাত।

এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এল।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি, কল্যে প্রেমে টলাটল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়,
এর হুকুমে গঙ্গা শুকাল।

আউলে সম্প্রদায়ের গুরুর নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। দীক্ষা করিবার সময়ে মহাশয়, শিষ্যকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে,="গুরু সত্য"। গুরু, শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তুই এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবি?" শিষ্য উত্তর দেয়—'পারিব'। তাহার পর গুরু বলেন,—"তবে তুই মিথ্যা কথা কহিতে পারিবি না, চুরী করিবি না, পরস্ত্রীগমন করিবি না এবং আপনার স্ত্রীসঙ্গও অধিক করিবি না।" শিষ্য অঙ্গীকার করে,—"আমি করিব না"। শেষে গুরু কহেন,—"বল্ তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য"। শিষ্য তখন এই বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে,—"তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য"। মন্ত্রদান করা হইলে গুরু এই কথা বলিয়া দেন যে,—আমার অনুমতি ভিন্ন তুই এ নাম আর কাহাকে বলিস্ নে।

ক্রমে শিষ্যের মনে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিলে গুরু এই রূপ উপদেশ করেন,—"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমাছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু"।

আউলেচাঁদ মহাপ্রভু দশটী পাপকর্ম্ম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সেই দশটী পাপকর্ম্ম এই,—

তিনটী শারীরিক পাপকর্ম্ম—পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্য অপহরণ এবং প্রাণিহিংসা করা।

তিনটী মানসিক পাপ—পরস্ত্রীগমনের ইচ্ছা, পরের দ্রব্য অপহরণের ইচ্ছা এবং পরের প্রাণনাশ করিবার ইচ্ছা।

চারিটী বাচনিক পাপ—মিথ্যা কথা বলা, কটুবাক্য প্রয়োগ, অনর্থক বাক্য বলা এবং প্রলাপ বাক্য বলা।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে প্রথমে এ সম্প্রদায়ের কিছু মাত্র ব্যভিচার দোষ ছিল না। ইহাঁদের একটী প্রচলিত বচন আছে,—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা'। এই নিয়মানুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনীর মত জানিতেন এবং ভগিনী বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাদের জাতিভেদ নাই, সকলে এক সঙ্গে ভোজন ও এক সঙ্গে শয়ন করিতেন। কিন্তু এই রূপে স্ত্রীপুরুষে এক সঙ্গে বাস করিতে করিতে এখন ব্যভিচার দোষ এই সম্প্রদায়ের সাধনের একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্প্রদায়ের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করাই ইহাঁদের সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু আউলেচাঁদ নিজে মানুষ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বলেন যে, মানুষই সত্য এবং মানুষ গুরুই পরম পদার্থ। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা যেমন ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুপাত করেন এবং তাঁহাদের শরীর কম্পিত ও পুলকিত হয়, আউলে সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যেও ঠিক সেই নিয়ম আছে। রাত্রিতে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রেমালাপন ও গূঢ়সাধনের সময়ে ইহাঁদের অশ্রুপাত ও শরীর রোমাঞ্চিত এবং মোহ হইয়া থাকে।

[অন্যান্য বিবরণ 'কর্ত্তাভজা' শব্দে দেখ।]

আউলে। পাগল। নির্ব্বোধ।

আউশধান। ইহা 'আশুধান্য' এই শব্দের অপভ্রংশ। কোন কোন স্থানে ইহা বৈশাখ মাসে বোনে। কোথাও বা আউশধান আষাঢ় মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহা ভাদ্রমাসের শেষে পাকিয়া থাকে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহা মধুর, পাকে গুরু এবং ইহাতে অম্ল ও পিত্তবৃদ্ধি হয়।

আওটান। ইহা আবর্ত্ত শব্দের অপভ্রংশ। দুগ্ধাদি হাতা প্রভৃতি দ্বারা নাড়িয়া সিদ্ধ বা পাক করা।

আওড় (গ্রাম্য) যেখানে নদী বক্র হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহাকে আওড় কহে।

আওড়ান (দেশজ) আবৃত্তি করণ। 'তিনি মন্ত্র আওড়াইতেছেন' এইরূপ ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ হয়।

আওতা (দেশজ) ছায়া। আবরণ। আবৃত স্থান। যেমন —'আওতায় বৃক্ষাদি জন্মে না'।

আওতান (দেশজ) ফুল বা গাছের পাতা শুকাইবার পূর্ব্বে নম্র হইয়া পড়া। গাছে পাতা 'আউতিয়া' বা 'আওতিয়া' পড়িয়াছে, এই রূপ ক্রিয়া পদেরও ব্যবহার হয়।

আওলাত (ম্লেচ্ছ) বৃক্ষাদি সম্পত্তি।

আংটা। আগুন রাখিবার নিমিত্ত লোহার পাত্র বিশেষ বড়শীর মত বাঁকা দ্রব্য বিশেষ। আঁকড়া।

আংটী। আঙ্গুটী। ইহা অঙ্গুরীয়ক শব্দের অপভ্রংশ।

আঁক। ইহা অঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। দাগ। যেমন—'তিনি অঙ্গার দিয়া আঁক পাড়িতেছেন'। গণিতের বিষয়। যেমন—'তিনি আঁক কসিতেছেন'। অর্থাৎ হিসাব করিতেছেন।

আঁকা। চিত্র করা। যথা—'আঁকা সেই বাকা ঠাম উজ্জ্বল কজ্জলে'। কোন দ্রব্য পাক করিবার সময়ে আগুনের তাপে তাহা কিঞ্চিৎ পুড়িয়া গেলে এক প্রকার পোড়া-দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে 'আঁকা' বা আঁকাগন্ধ' কহে।

আঁকড়া। লৌহ প্রভৃতি নির্ম্মিত বড়শীর ন্যায় পদার্থ। ইহাতে কোন দ্রব্য লাগাইয়া রাখা যায়। আংটা।

আঁকড়ান (দেশ) বোধ হয় ইহা আকুঞ্চন শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ—হস্তাদির দ্বারা জড়াইয়া ধরা। তিনি তাহাকে আঁকড়াইয়া বা আঁকুড়িয়া ধরিয়াছেন, অর্থাৎ জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আঁকড়ে বা আঁকুড়ে 'ক্ষ'—এই ক্ষ যুক্ত বর্ণের এরূপ নাম হইবার কারণ এই যে, ঐ বর্ণ যেন কুণ্ডলী-আকারে কাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে।

আঁকুড় ইহা অঙ্কুর শব্দের অপভ্রংশ। যেমন—'ঘায়ে আঁকুড় পাতিয়াছে,' অর্থাৎ ঘা শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে তাহাতে নূতন মাংস গজাইয়াছে। তালের আঁকুড় অর্থাৎ তাল-আঁটীর শাঁস।

আঁকুষি। ইহা আকর্ষণী শব্দের অপভ্রংশ। কঞ্চির বা বাকারির ডগায় ছোট এক খণ্ড কাঠী বাঁধিয়া অঙ্কুশ আকার করিলে তাহাকে আঁকষী বা আঁকুষি কহে। আঁকুষি দ্বারা উচ্চ স্থান হইতে ফল, ফুল প্রভৃতি দ্রব্য টানিয়া পাড়িতে পারা যায়। আঁকুষি বড় আকারের হইলে তাহাকে হক্কা বা নগা অথবা লগা কহে।

আঁক্নী। পোলাও প্রভৃতি পাক করিবার পূর্ব্বে নানাবিধ মসলা সিদ্ধ করিয়া যে জল প্রস্তুত করা হয় তাহাকে আঁক্নী বা আঁক্নীর জল কহে। আঁক্নী প্রস্তুত করিতে হইলে সচরাচর এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়,—আদা ২ তোলা, পিয়াজ আধপোয়া, রসুন আধ তোলা, এই সকল দ্রব্য অল্প ছেঁচিয়া লইবে। ধনে ২ তোলা, গোলমরীচ ১ তোলা, কাবাবচিনি আধ তোলা, হরিদ্রা ছেঁচা ১ তোলা, কুঙ্কুম অর্দ্ধ তোলা, এই সকল

দ্রব্য কাপড়ের পুঁটুলীতে বাঁধিয়া আবৃত পাত্রের মধ্যে দুই সের জল ও এক সের মাংস ও অর্দ্ধ পোয়া বুটের ডাউলের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। বুটের ডাউলও কাপড়ের পুঁটুলীতে বাঁধিয়া রাখিবে। অনুমান এক সের জল থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই জলকে আঁকূনী কহে। ইহাতে পোলাও, খিচুড়ী, ডাল্না প্রভৃতি পাক করিলে তাহা বিলক্ষণ সুস্বাদু হয়।

আঁক্শলী (দেশজ) ঢোঁকীর মধ্যস্থলের ছিদ্র দিয়া যে কাষ্ঠদণ্ড উভয় পার্শ্বের পোয়ার উপরে থাকে। 'আক্শলী পোয়া মোনা করে মেকামেকি'। (অন্নদামঙ্গল)।

আঁখি। ইহা অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ। 'যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকে দেখ্‌তে পাই, সজল আঁখি জলধর বরণে' (হরু°)।

আঁচ। আগুনের উত্তাপ। যেমন—'অধিক আঁচ না দিলে তামা গলে না'।

আঁচড়। আঁচড়ান। নখাঘাত। কোন অস্ত্র দ্বারা অল্প আঘাত করা বা সামান্য দাগ দেওয়া। 'নখ আঁচড় লাগিল দেখ'। (বিদ্যা*)। চিরুণী দিয়া চুল মার্জ্জিত করাকে আঁচড়ান কহে।

আঁচল। ইহা অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ।

আঁচা-আঁচি। বিবেচনা করাকরি। ঠাহরান ঠাহরানি। 'কি করি দুজনে মনে করে আঁচা-আঁচি'। (বিদ্যা*)।

আঁচান। ইহা আচমন শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় অন্নাদি ভোজনের পর মুখ ধৌত করাকে আঁচান কহে।

আঁচিল। শরীরে কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ উচ্চ ব্রণের ন্যায় যে পদার্থ জন্মে তাহাকে আঁচিল কহে। স্থান বিশেষে ইহাকে আঁচুলী বলে।

আঁজনাই। চক্ষুর পাতায় ব্রণ রোগ বিশেষ। গিরগিটী জন্তু বিশেষ। [অঞ্জনিকা শব্দের অপভ্রংশ]।

আঁজলা। ইহা অঞ্জলি শব্দের অপভ্রংশ। এক আঁজলা জল।

আঁট। দৃঢ়। শক্ত। কড়াকড়।

আঁটকুড়া। যাহার সন্তানাদি নাই। অপুত্রক।

আঁটন। (দেশজ) দৃঢ়রূপে বন্ধন।

আঁটা। আঁটাল (দেশজ) দৃঢ়বদ্ধ।

আঁটি। ইহা অষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। ফলের কঠিন বীজ। তৃণাদির মুষ্টিপরিমিত গুচ্ছ। কোন স্থলে আটি-এইরূপ উচ্চারিত হয়।

আঁতুড়। ইহা অন্তরুট অথবা অরিষ্টশব্দের অপভ্রংশ। সূতিকাগৃহ।

আঁৎ। ইহা অন্ত্র শব্দের অপভ্রংশ। পেটের নাড়ীভুঁড়ী।

আঁৎকান। চমকিয়া উঠা। ভয় পাওয়া।

আঁৎমোড়া। বৃক্ষবিশেষ। (Heticteris Isora) এই গাছ অধিক বড় হয় না। ফলগুলি পিপুলের মত লম্বা ও সরু এবং তাহাতে স্ক্রুর মত পাক দেওয়া। ইহা বাঙ্গালা দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ও ব্রহ্ম দেশে জন্মে। তৈলের সঙ্গে ফল পাক করিয়া সেই তৈল কানে দিলে পূঁজ পড়া নিবারণ হয়। শিশুদের পেটবেদনা করিলে তৈলের সঙ্গে ফল ঘসিয়া পেটের উপর মর্দ্দন করিলে উপকার হইয়া থাকে। এই ফলের আকার অন্ত্রের মত মোচড় দেওয়া, তাই লোকের বিশ্বাস যে, অন্ত্ররোগে ইহা হিতকর।

আঁৎরসা। শিশুদিগের উদরাময় পীড়া।

আঁধার। ইহা অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশ।

আঁব। অম্র শব্দের অপভ্রংশ।

আঁশ। অংশু শব্দের অপভ্রংশ। শোঁয়া। শল্ক। সূক্ষ্ম তন্তু।

আঁশান অল্প শুষ্ক হওয়া। 'কাপড় আঁশাইয়া লইয়াছে।

আঁকাঁড়া, ইহা 'আকণ্ডিত' শব্দের অপভ্রংশ। চাউল ধান প্রভৃতি যাহা ঢেঁকীতে কাঁড়া হয় নাই। যে চাউল প্রভৃতির কুঁড়া প্রভৃতি পরিষ্কৃত করা হয় নাই।

আক, ইহা ইক্ষু শব্দের অপভ্রংশ।

আকজ, আকেজ, শত্রুতা। বিবাদ।

আকত্য, (ক্লী) ন কতঃ স্বচ্ছতাকারী। নঞ্-তৎ। তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অস্বচ্ছতাকারিত্ব। *। ন নঞ্ পূর্ব্বাৎ তৎপুরুষাচতুর সঙ্গত লবণ বট যুধ কত রস লসেভ্যঃ। পা ৫। ১। ১২১। চতুরাদি ভিন্ন নঞ্-তৎপুরুষের উত্তর পূর্ব্বোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয় হয় না। এখানে চতুরাদি হইয়াছে বলিয়া ষ্যঞ্ হইল। নাস্তি কতো যস্য। এই রূপ বহুব্রীহি প্রভৃতি হইলে তল্ বা ত্ব হইবে। যেমন,—অকততা। অকতত্ব। (চতুর, সঙ্গত, লবণ, বট, যুধ, কৃত, রস, লস এই কয়েকটী চতুরাদিগণ)।

আকন (পুং) আ-কন-অচ্। ঋষি বিশেষ। কর্ণাদি° ফিঞ্। আকনায়নি।

আকনাদী, (Cissampelos Pareira) পাঠালতা। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় দেখা যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাষ্ঠীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী।

আকনাদী এবং নিমুখা একই লতা কিম্বা ইহারা বিভিন্ন এ বিষয়ে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞেরা অনেক বিরোধ করিয়া থাকেন।

ইহা তিক্ত, গুরু, উষ্ণ; ইহাতে বাত, পিত্ত, জ্বর, দাহ, অতিসার শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। বৈদ্যেরা পুরাতন জ্বরে পাঠামূল ব্যবহার করেন। সাপে কামড়াইলে ইহার মূল মরীচের সঙ্গে বাঁটিয়া সেবন করিলে এবং দষ্ট স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

আকন্দ, অর্কবৃক্ষ (Calotropis gigantea. ইংরাজি Mudar) বোধ হয় ইহা অর্ক শব্দের অপভ্রংশ। আকন্দ গাছ দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্ত। নদীর ধারে বালুকাময় স্থানেই এই গাছ অধিক জন্মে। সাধারণ আকন্দ গাছের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীরকাণ্ডক, বিক্ষীর, ক্ষীরী, খর্জ্জুঘ্ন, শীতপুষ্পক, জম্ভন, ক্ষীরপর্ণী, বিকীরণ, সদাপুষ্প, সূর্য্যাহ্ব, আস্ফোতক, তুলফল, শুকফল, বসুক, আস্ফোত, গণরূপ, মন্দার, অর্কপর্ণ।

শ্বেত আকন্দের এই কয়েকটা পর্য্যায়,—অলর্ক, রাজার্ক, প্রতাপস, গণরূপী। রক্ত আকন্দের এই কয়েকটী পর্য্যায়,—বিশ্বোর, সদাপুষ্পী, রূপিকা, আদিত্যপুষ্পিকা, দিব্যপুষ্পিকা, অর্ক।

আকন্দ গাছ দুই হাত হইতে ৪। ৫ হাত উচ্চ হয়। ইহার ফুল শ্বেত ও রক্তবর্ণ। শিমুল পাকড়ার মত ইহার ফল ধরে, ফল পরিপক্ব হইলে তাহাতে উত্তম তুলা জন্মে। ইহার পাতা, ফল ও ফুল ছিঁড়িলে তাহার বোঁটা হইতে দুগ্ধের মত আটা বাহির হয়। আকন্দ গাছে প্রায় বার মাস ফুল ফুটে। ডালের ছালের নীচে রেসমের ন্যায় চিক্কণ শ্বেতবর্ণ সূতা আছে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা কটু, উষ্ণ, আগ্নেয়; ইহাতে বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রিমি প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার মূল, ত্বক্ এবং দুগ্ধ বমনকর, ঘর্ম্মকর, ধাতু পরিবর্ত্তক এবং বিরেচক। ইহার মুলের ছাল চূর্ণ ১৫। ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করাইলে রক্ত আমাশয় রোগ নিবারণ হয়। এই রোগে ইহা ঠিক ইপিকাকুয়ানার মত কার্য্য করে। অধিক মাত্রায় সেবন করাইলে বমন হয়। ২ ড্রাম শুষ্ক মুলের ছাল অর্দ্ধসের উষ্ণজলে ভিজাইয়া অর্দ্ধছটাক মাত্রায় সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ এবং কুষ্ঠরোগে উপকার করে। ইহাতে অন্ত্রের ক্রিমি, কাসি, শোথ এবং উদরী রোগও নষ্ট হয়। ইহার মুলের ছাল, ডালের ছাল, পাতা, আটা এবং ফুল সমভাগে লইয়া উত্তম রূপে পেষণ করিবে। পরে তাহাতে ছোট মটরের মত বড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। ঐ বড়ী প্রত্যহ প্রাতে একটী করিয়া সেবন করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। ইহার ফুলের চূর্ণ ২। ৩ রতি সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং সর্দ্দি ও হাঁপানীকাসি আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষত স্থানে আকন্দের আটা লাগাইলে ঘা শুকাইয়া যায়। ঘুঁটের ছাইয়ের সঙ্গে আকন্দের আটা মিশাইয়া নাস লইলে হাঁচি হয়, সুতরাং সর্দ্দিজনিত মস্তকবেদনা থাকে না। কথিত আছে যে, শ্বেত আকন্দের মূল মরীচের সঙ্গে বাঁটিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

আকন্দের আটায় গটাপার্চা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার তুলায় বালিস হয়। উহাতে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিলে ঠিক ফেলানালের মত বস্ত্র হইয়া থাকে। ঐ তুলায় উত্তম কাগজও প্রস্তুত হয়। আকন্দের ছালের সূতা বিলক্ষণ ভারসহ। ইহাতে অনেকে ধনুকের ছিলা করিয়া থাকে। আকন্দের এবং অন্যান্য সূতায় কত ভার রাখিতে পারে, সিকি ইঞ্চ স্থূল তে-খেরে দড়ীতে তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

আকন্দ	প্রায়	সের	২৭৬
শণ	„	„	২০৩
মুগরা	„	„	১৮১
কার্পাস	„	„	১৭৩
মুর্ব্বামূল	„	„	১৫৮
মেস্তাপাট	„	„	১৪৫
নারিকেল ছোবড়া ...	„	„	১১২

আকম্প (পুং) আ ঈষদর্থে-কপি চলনে-ঘঞ্। অল্পকাঁপা।

আকম্পন (ত্রি) আকম্প্যতে আ ঈষদর্থে-কপি-যুচ্। *। চলন শব্দার্থাদকর্ম্মকাদ্যুচ্। পা ৩। ২। ১৪৮। অল্পকম্পনশীল। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্, অল্প কাঁপা। আ-কপি-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। অল্প কাঁপান। আ-কপি-ণিচ্-ল্যু, (ত্রি) যে অল্প কম্পিত করে।

আকম্পিত (ত্রি) আ-কপি-কর্ত্তরি ক্ত। ঈষৎ কম্পিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ঈষৎ কম্পন। (ত্রি) ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। ঈষৎ চালিত।

আকম্প্র (ত্রি) আ-কপি-র। ঈষৎ কম্পনশীল। * নমিকম্পি ইত্যাদি রঃ। পা ৩। ২।১৬৭।

আকর (পুং) আকুর্ব্বন্তি সম্ভূয় নিষ্পাদয়ন্তি ব্যবহারং যত্র। আ-কৃ-আধারে ঘ। সমূহ। শ্রেষ্ঠ। আকীর্য্যতে ধাতবোঽত্র আ-কৄ-আধারে অপ্। ধাতু রত্নাদির উৎপত্তি স্থান। খনি। কোন দ্রব থাকিবার স্থান মাত্র। যেমন পদ্মাকর সরোবর; গুণাকর ব্যক্তি ইত্যাদি।

আকরকড়া (*Pyrethum indicum*) গুলদণ্ডী বা গুলচিনি এবং আকরকড়া বাজারে প্রায় এক বস্ত বলিয়াই বিক্রীত হয়। ইহা কশ্মীর এবং লাধকে জন্মে। ইহার মূল অল্প ঝাল, মুখে রাখিলে কাসি নিবারণ হয়। তদ্ভিন্ন ইহা শূলরোগে, বায়ুগুল্মে, মস্তকবেদনায় এবং সান্নিপাতিক জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকরিক (ত্রি) আকরে নিযুক্তঃ ঠঞ্। রত্নাদির উৎপত্তি স্থলে রাজার নিযুক্ত লোক।

আকরিন্ (ত্রি) আকরঃ উৎপত্তিস্থানমস্ত্যস্য আকরপ্রাশস্ত্যে ইনি। প্রশস্ত আকরজাত।

আকরোট, আখরোট (Aleurites moluccana) ইহা সংস্কৃত আখোট শব্দের অপভ্রংশ। এক প্রকার ফলের গাছ। ইহা পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানের পর্ব্বতে জন্মে। ফল গুলি দেখিতে প্রায় বহেড়ার মত, উপরে শিরা আছে এবং ত্বক্ বাদামের ন্যায় কঠিন। ভিতরের শাঁস তৈলাক্ত এবং খাইতে প্রায় বাদামের মত। ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং লঙ্কায় ইহার তৈল বাহির করা হয়। উহার নাম 'কেকুনা তেল'। তৈল বাহির করা হইলে খইল গোরুতে খায়। সারের জন্য উহা ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়।

আকর্ণ (অব্য) আকর্ণং কর্ণপর্য্যন্তং (আঙ্ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ। পা ২। ১। ১৩) ইতি অব্যয়ী। কর্ণ পর্য্যন্ত। আকর্ণ সন্ধান—অর্থাৎ কর্ণপর্য্যন্ত ধনুকের ছিলা টানিয়া সন্ধান। পূর্ণসন্ধান।

আকর্ণন (ক্লী) আকর্ণ ল্যুট্। শ্রবণ। শুনা।

আকর্ষ (পুং) আকৃষ্যতে হনেন আ-কৃষ-করণে ঘঞ্। পাশক। পাশা বা দাবা খেলার ছক্। পাশা খেলা। ইন্দ্রিয়। ধনুর্ধারীর ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস। ভাবে ঘঞ্। আকর্ষণ। আধারে ঘঞ্। কষ্টি পাথর। অস্ত্রাদিতে শাণ দিবার পাথর। বৃক্ষস্থং ফলপত্রাদি আকৃষ্যতে হনেন করণে ঘঞ্। অঙ্কুশাকার আঁকুষী। আকর্ষঃ শ্বেব আকর্ষশ্বঃ। সি° কৌ°। পা ৫। ৪। ৯৭ সূত্রে; আকর্ষতি কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) আকর্ষণ কর্ত্তা। যে আকর্ষণ করে। আকর্ষেণ চরতি ষ্ঠন্। (ত্রি) আকর্ষিক। আকর্ষণচারী। (স্ত্রী) আকর্ষিকী। আকর্ষণচারিণী স্ত্রী। (আকর্ষঃ পাশকে ধন্বাভাসাঙ্গে। দ্যূতইন্দ্রিয়ে। আকৃষ্টৌশারিফলকেঽপি। হেম)

আকর্ষক (পুং) আকর্ষতি সন্নিকৃষ্টং লৌহং আ-কৃষ-ণ্বুল্। চুম্বক। (ত্রি) আকর্ষণকর্ত্তা। আকর্ষে কুশলঃ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫। ২। ৬৪) ইতি কন্। আকর্ষণকুশল। যিনি ভাল আকর্ষণ করিতে পারেন। (আকর্ষাদিভ্য ইতি রেফ রহিতো মুখ্যঃ পাঠঃ। অকর্ষো নিকষঃ সি° কৌ°)।

আকর্ষণ (ত্রি) আ-কৃষ-ল্যুট। এক স্থানের বস্তুকে বলপূর্ব্বক, অন্য স্থানে টানিয়া আনা। আকৃষ্যতে হনেন করণে ল্যুট্। আকর্ষণসাধন তন্ত্রোক্ত ছয়টী কর্ম্মের অন্তর্গত বিধান বিশেষ। এই বিধান দ্বারা স্ত্রীলোক প্রভৃতির মন চঞ্চল করিয়া তাহাদিগকে কোন অভীষ্ট স্থানে আনা যায়। ত্রিপুরাসারতন্ত্রে তাহার প্রক্রিয়া এই রূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—'ওঁ শ্রীঁ ক্লী, হ্রীঁ ত্রিপুরাদেবি। অমুকীং আকর্ষ আকর্ষ স্বাহা'। এই মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিতে হয়। রক্তচন্দন এবং কুঙ্কুম দ্বারা ষট্‌কোণ চক্র আঁকিয়া হ্রীঁ এই বীজ দ্বারা পূজা করিবে। ত্রিপুরার ধ্যান এই—

ভাবয়েচ্চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাং।
বালার্ককিরণপ্রখ্যাং সিন্দূরারুণবিগ্রহাং।
পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ জপমালাঞ্চ বামকে।

এইরূপ ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা ও উক্ত মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিলে উর্ব্বশী রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরো গণকেও আকর্ষণ করা যায়।

আকর্ষণী (স্ত্রী) আকৃষ্যতে উচ্চৈঃস্থং ফলাদি নিকটং নীয়তে অনয়া আ-কৃষ-করণে ল্যুট্ টিত্বাৎ ঙীপ্। বৃক্ষ হইতে ফল প্রভৃতি পাড়িবার আঁকুষী। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিশেষ। যথা তন্ত্রসারে,—

মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যান্তু কনিষ্ঠানামিকে সমে।
অঙ্কুশাকার রূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি॥
অঙ্গুষ্ঠন্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি।
ইয়মাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণীমতা॥

অঙ্কুশাকার তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির সহিত প্রথমে কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমান রূপে ধরিয়া পরে হাতের তেলোর মধ্যস্থলে সেই অঙ্গুলি দুইটী গুটাইয়া তাহার উপরে অঙ্গুষ্ঠ দিবে। তাহারই নাম আকর্ষণী মুদ্রা। এই মুদ্রাদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আকর্ষণ করা যায়।

আকর্ষাদি। আকষাদি (পুং) আকর্ষঃ আকষঃ বা আদি-র্যস্য। বহুব্রী। কন্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিনির উক্ত শব্দের গণ বিশেষ। আকর্ষ, আকষ, ৎসরু, পিশাচ, পিচণ্ড, অশনি, অশ্মন্, নিচয়, বিজয়, জয়, চয়, আচয়, অয়, নয়, পাদ, পীঠ, হ্রদ, হ্রাদ, হ্লাদ, গদ্গদ, শকুনি, নিপাদ, দীপ, এই কয়েকটী আকর্ষাদিগণ। (পা ৫।২।৬৪ সূত্রে দেখ)।

আকর্ষিক (ত্রি) আকর্ষেণ আচরতি আকর্ষ (আকর্ষাৎ ষ্ঠল্। পা ৪।৪।৯) ইতি ষ্ঠল্। যে আকর্ষণ দ্বারা আচরণ করে। আকর্ষণ কারী। (স্ত্রী) ষিত্বাৎ ঙীষ্ আকর্ষিকী। আকর্ষণকর্ত্রী। (আকর্ষো নিকষোপলঃ। আকষাদিতি পাঠান্তরম্। তেন চরতি আকর্ষিকঃ। ষিত্বান্ ঙীষ্ আকর্ষিকী। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

আকর্ষিন্ (ত্রি) আকর্ষতি আ-কৃষ-ণিনি গুণঃ। আকর্ষণ কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ আকর্ষিণী, আকর্ষণকর্ত্রী। সংপূর্ব্বক আকর্ষিন্ শব্দ দ্বারা (সমাকর্ষিন্) দূরগামী গন্ধকে বুঝায়, কারণ সে দূরস্থ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। (সমাকর্ষী তু নির্হারী। অমর)।

আকলন (ক্লী) আ-কল-ল্যুট্। আশঙ্কা। গ্রহণ। সংগ্রহ। গণন। অনুসন্ধান। পরিসংখ্যা। বন্ধন। আকাঙ্ক্ষা।

আকলিত (ত্রি) আ-কল-ক্ত। অনুগত। অনুকৃত। গ্রথিত।

আকল্প (পুং) আকল্প্যতে আ-কৢপ-ঘঞ্। বেশরচনা। ভূষণ। অলঙ্করণ। সজ্জীভূত করা। (অব্য) কল্প পর্য্যন্ত। আকল্পং নরকে বসেৎ। স্মৃতি।

আকল্পক (পুং) আকল্প-কন্। তমঃ। মোহ। গ্রন্থি। উৎ-কণ্ঠা। হর্ষ।

আকষ (পুং) আকষ্যতে যত্র আ কষ-(গোচরসঞ্চর ইত্যাদি পা ৩।৩।১৯ সূত্রে চকারোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। চাৎ কষ ইতি সি° কৌ°) ইতি ঘ-প্রত্যয়ঃ। স্বর্ণাদি কসিবার পাথর। কষ্টি পাথর। আকষে কুশলঃ। আকষ-কন্ (ত্রি) আকষক। স্বর্ণ কষিবার হিতজনক। [আকর্ষ শব্দে সূত্র দেখ]।

আকস্মিক (ত্রি) অকস্মাৎ ইত্যব্যয়ং কারণাভাবার্থকং অকস্মাৎ কারণং বিনৈব ভবঃ বা (বিনয়াদিভ্য ষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪। ইতি ষ্ঠক্ টিলোপঃ। অকস্মাৎ জাত। হঠাৎ উৎপন্ন। (স্ত্রী) ঙীপ্ আকস্মিকী। চার্ব্বাকেরা এই জগৎকে আকস্মিক কহেন। কারণ তাঁহাদের মতে সকল পদার্থই অকস্মাৎ অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা কহেন, বনে কেহই বীজ রোপণ করে না; তাহাতে কেহ জল দেয় না, তথাপি সেই বীজ যেমন আপনি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তেমনি জগতের কোন কারণ নাই, আপনিই এক ভাবে চলিতেছে। আর অগ্নির যেমন উষ্ণতা গুণ এবং জল ও বায়ুর শৈত্যগুণ স্বাভাবিক, তদ্রূপ অন্য সকল বস্তুর গুণও স্বাভাবিক, অর্থাৎ তাহার কোন কারণ নাই।

আকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) আ-কাঙ্ক্ষ-(গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ্। অভিলাষ। ইচ্ছা। প্রতীতির শেষ না হওয়া। শ্রোতার জিজ্ঞাসা স্বরূপ।

(বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্ত পদোচ্চয়ঃ।
সাহিত্য° দ°)।

যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসত্তিযুক্ত পদ সমূহের নাম বাক্য। (আকাঙ্ক্ষা প্রতীতি পর্য্যবসান বিরহঃ। স চ শ্রোতুর্জ্জিজ্ঞাসা স্বরূপঃ। নিরাকাঙ্ক্ষস্য বাক্যত্বে গৌ-রশ্বঃ পুরুষো হস্তীত্যাদীনামপি বাক্যত্বং স্যাৎ। সাহিত্য° দ°। ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতু সম্বন্ধ বিশেষ। যে পদ ব্যতিরেকে যে পদের অন্বয় হয় না, সেই পদে সেই পদবস্তু রূপ সম্বন্ধ। একটী পদ ব্যতিরেকে অন্বয়ের অভাব। যেমন 'দাসভার্য্যা।' এই কথা বলিলে, 'কাহার দাসভার্য্যা'? এই রূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে বলিয়া অন্বয়ের অভাব হয়। পরে 'চৈত্রস্য' চৈত্রের, এই রূপ সম্বন্ধি পদের উল্লেখ করিলে তাহার সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। তখন আকা-ঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়।

আকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) আ-কাঙ্ক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত। ইচ্ছার বিষয়। যে বস্তুকে ইচ্ছা করা হইয়াছে।

আকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) আকাঙ্ক্ষিত অভিলষিত আ-কাঙ্ক্ষ-ণিনি। ইচ্ছাযুক্ত। প্রত্যাশী। (স্ত্রী) ঙীপ্ আকাঙ্ক্ষিণী।

আকাটমূর্খ। আকাটষণ্ডা। অত্যন্ত মূর্খ। অত্যন্ত গোঁয়ার। [অকাটমূর্খ শব্দ দেখ]।

আকামান। অমুণ্ডিত। যে সাপের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই।

আকায় (পুং) আ-চি-কর্ম্মণি ঘঞ্ চিতৌ কুত্বম্। চীয়মান অগ্নি। যজ্ঞের যে অগ্নিকে সঞ্চয় করিতে হয়। * । নিবাস চিতিশরীরোপ-সমাধানেষ্বাদেশ্চ কঃ। পা ৩।৩।৪১। নিবাস, চিতি (চয়ন), শরীর, উপসমাধান (রাশীকরণ), এই সকল অর্থে চি ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয় এবং আদির চ স্থানে ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ আকায় শব্দে নিবাস কহেন।

আকায়াব। ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকান

বিভাগের একটী জেলার নাম। কথিত আছে, গৌতমের জন্মের পূর্ব্বে আরাকান ও ইহার রাজধানী রামবদী বারাণশীর রাজাকে কর দিত। প্রায় ৮০০ খৃ অব্দে মুসলমানেরা আরাকান আক্রমণ করিতে আইসেন। নবম শতাব্দীতে আরাকানের রাজা বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি চট্টগ্রামে সীতাগঙ্গ নামে একটী জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আকায়াবে মহাতী নামে একটী মন্দির আছে। গলপ্পী নামে জনৈক রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের দুর্গ ছিল; তাহার পর ১৮২৫ সালে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া ইহা অধিকার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরকানবাসীরা দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে ঢাকার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির রাজারা তাহাদিগকে কর দিয়া নিষ্কৃতি পান। ইহাকেই আমরা সচরাচর মগের দৌরাত্ম্য বলি। মগেরা মেঘনা নদীর ধারে সমস্ত দেশে আসিয়া বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লইল এবং তথায় পর্ত্তুগিজদিগকে বাস করিতে দিল। এই পর্ত্তুগিজরাও অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নৌকা করিয়া সর্ব্বদাই মেঘনা নদীতে বেড়াইত এবং বণিক্, পথিক ও তীর্থযাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। কবিকঙ্কণে যে—'হারামের ডরে,' ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই হারামরা এই জলদস্যু। তাহাদের এই রূপ অত্যাচার দেখিয়া কিছুদিন পরে আরাকানবাসীরা সমস্ত পর্ত্তুগিজকে চট্টগ্রাম হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। এখান হইতে পলাইয়া তাহারা সান্তইপ দ্বীপে গিয়া বাস করে। কিন্তু তাহাদের সেনাপতি ক্রোধে আরাকান আক্রমণ করিল। আরকানের রাজা যুদ্ধে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া সান্তইপ দ্বীপ অধিকার করিলেন এবং তথাকার সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া আনিলেন।

১৬৬১ সালে শা-সুজা, অরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার রাজা শা-সুজার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহেন। শা-সুজা তাহাতে অসম্মত হন। তজ্জন্য আরাকানের রাজা, শা-সুজা ও তাঁহার পুত্র প্রভৃতিকে একটী নদীতে ডুবাইয়া মারেন।

১৭৮৪ সালে আরাকান ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়। তজ্জন্য আরাকানবাসীরা চট্টগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় লইল। ব্রহ্মবাসীরা তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগকে অনুরোধ করে, কিন্তু কেহই সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। সে কারণ ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়। পরে ১৮২৬ সালের সন্ধিসূত্রে আরাকান ও তেনাসারিম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে।

আকায়াবে জলপথেই বাণিজ্য চলে। ধান, সুপারি, পান, কলা, সরিষা, নারিকেল, নীল ও নানা প্রকার শাকসব্জী এখান হইতে অন্যত্র আনীত হয়।

আকার (পুং) আ-কৃ-ঘঞ্। মূর্ত্তি। অবয়ব সংস্থান বিশেষ। আক্রিয়তে ব্যজ্যতে হৃদ্গতোভাবোঽনেন আ-কৃ-করণে ঘঞ্। হৃদ্গত ভাব জ্ঞাপক মুখের প্রসন্নতা ও বিবর্ণতা। রূপ, হর্ষ ও দুঃখ সূচক দেহের চেষ্টা। ভাবে ঘঞ্। হৃদ্গত ভাব জ্ঞাপন। মনোগত ভাব প্রকাশ। ইঙ্গিত। তাদাত্ম্য। অভেদোপগম। সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ অভেদ স্থানীয় পদার্থ বিশেষ। বিষয়িতা বিশেষ। সাংখ্যবাদীরা বলেন, যেরূপ শরীরের পুষ্টি দ্বারা ভোজনের অনুমান হয়, যেমন মনুষ্যের ভাষা দ্বারা তাহার জন্মভূমি অনুমান করা যায়, যেরূপ সম্ভ্রম দ্বারা স্নেহের অনুমান হয়, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ আকার দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুমান হইয়া থাকে। (ত্রি) আকারে কুশলং ঠঞ্ আকারিকম্। ইঙ্গিতাদিতে নিপুণ।

আকারগুপ্তি (স্ত্রী) গুপ্তির্গোপনম্ আকারস্য মনোমতভাবস্য গুপ্তিঃ। ৬-তৎ। রত্যাদিজনিত মুখের প্রসন্নতার এবং ভয়জনিত বিষাদাদির প্রকৃত হেতু না বলিয়া অন্য হেতু বলিয়া তাহার গোপন।

আকারণ (ক্লী) আ-কৃ-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। আহ্বান। যুচ্ টাপ্ আকারণা। আহ্বান। (অব্যয়ী অব্যয়) কারণপর্য্যন্ত।

আকাল (অব্য) কাল পর্য্যন্তং (আঙ্‌মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ। পা ২।১।১৩) ইতি অব্যয়ী। পূর্ব্বদিনের যেরূপ সময়ে নিমিত্ত ঘটিয়াছে পরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত। যেমন, অককালে বিদ্যুৎগর্জনের সহিত বর্ষণ ও ইতস্ততঃ উল্কাপাত হইলে, পূর্ব্বদিনে ঐ কারণগুলি যেমন সময়ে ঘটে তৎপরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায় হয়।

নিমিত্তকালমারভ্য পরেদ্যুর্যাবৎসএব কালস্তাবদাকালং।

(স্মার্ত্ত)।

যে কালে যে কার্য্যের বিধান আছে সেই কাল

পর্য্যন্ত। যেমন ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল আছে। এখানে 'আকালং ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ' এরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইতরভাষায় দুর্ভিক্ষকেও আকাল কহে।

আকালিক (ত্রি) আকালে ভবং ঠঞ্। অসাময়িক। পূর্ব্বদিনে যেরূপ সময়ে নিমিত্ত হইয়াছে পরদিন তৎকাল পর্য্যন্ত জাত অনধ্যায়াদি।

নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জনে।

এতানাকালিকান্ বিদ্যদনধ্যায়ানৃতাবপি। মনু ৪। ১০৫।

নিমিত্তকালমারভ্য পরেদ্যুর্যাবৎ স এব কালস্তাবদাকালং তত্র ভবাঃ আকালিকা। (স্মার্ত্ত)। অকালে ভবং ঠঞ্। অসময়ে জাত বস্তু। (স্ত্রী) ঙীপ্, আকালিকী 'আকালিকীং বৃষ্টিমবেক্ষ্য গন্তা'। (স্মৃতি) আশুবিনাশী। যাহা শীঘ্রই বিনাশ পায়। বিদ্যুৎ শীঘ্রই বিনাশ পায়, এজন্য বিদ্যুৎকেও আকালিকী কহে।

।*। আকালিক ডাগন্তবচনে। পা ৫। ১। ১১৪। সমানকালাবাদ্যন্তৌ যস্যেত্যাকালিকঃ। সমান কালস্যাকাল আদেশঃ আশুবিনাশীত্যর্থঃ। পূর্ব্বদিনে মধ্যাহ্নাদাবুৎপদ্য দিনান্তরে তত্রৈব নশ্বর ইতি বা। *। আকালাদ্ ঠঞ্। আকালিকা বিদ্যুৎ। সি° কৌ°।

আকালিকপ্রলয় (পুং) প্রলয় বিশেষ। কপিলের শাপে অকালে জগৎপ্লাবন।

আকাশ (পুং ক্লী) আ সমন্তাৎ কাশন্তে দীপ্যন্তে সূর্য্যাদয়োঽত্র। আ-কাশৃ দীপ্তৌ-(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩। ৩। ১১৮) ইতি ঘ-প্রত্যয়ঃ। অথবা, ন কাশতে পৃথিব্যাদিবৎ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, কাশ-অচ্, নঞশ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। (নিঘণ্টু)

পঞ্চভূতের মধ্যে ভূত বিশেষ। শূন্য। যেখানে কিছুই নাই। চলিত কথায় আমরা কেবল উপরের শূন্যস্থানকেই আকাশ বলিয়া থাকি। ইহার অপভ্রংশে 'আগাশ' শব্দ প্রচলিত আছে। আকাশ শব্দের এই কয়েকটী পর্য্যায় দেখা যায়,—দ্যো, দ্যৌ, অভ্র, অন্তু, ব্যোম, পুষ্কর, অম্বর, নভঃ, অন্তরীক্ষ, গগন, অনন্ত, সুরবর্ত্ম, খ, বিয়ৎ, বিষ্ণুপদ, বিহায়, নাক, অনঙ্গ, নভস, মেঘবেশ্ম, মহাবিল, মরুদ্বর্ত্ম, মেঘবর্ত্ম, ত্রিপিষ্টপ।

ন্যায়মতে ইহা নিত্য, অসীম এবং অশরীরী। শব্দ ইহার বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ, এই পাঁচটী আকাশের সামান্য গুণ। কর্ণ ইহার ইন্দ্রিয়। আকাশ এক, কিন্তু উপাধিভেদে নানা প্রকার হইয়া থাকে; যেমন, ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি। বেদান্তমতে আকাশ জন্য পদার্থ।

পরব্রহ্ম। ছিদ্র। গণিতশাস্ত্রমতে আকাশ শব্দে শূন্যকে বুঝায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বাইবেলেও লিখিত আছে যে, ঈশ্বর প্রথমে আকাশের সৃষ্টি করেন। আকাশের কর্ম্ম স্থানদান করা, অর্থাৎ আকাশ না থাকিলে সেখানে কিছুই থাকিতে পারে না।

আকাশকক্ষা (ক্লী) ৬ তৎ। (Horizon) গগনান্তরাল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যে গোল পরিধি কল্পনা করা যায়। আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন নিশ্চিত করা হইয়াছে। চক্রবাড়।

আকাশকল্প (পুং) ঈশদসমাপ্তঃ আকাশঃ, আকাশ-(ঈশদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্য দেশীয়রঃ। পা ৫। ৩। ৬৭) ইতি কল্পপ্ প্রত্যয়ঃ। পরব্রহ্ম। আকাশ যে রূপ নিঃসঙ্গ, প্রধান এবং অবিনশ্বর, পরব্রহ্মও তদ্রূপ নিঃসঙ্গ, প্রধান এবং অবিনাশী, তজ্জন্য 'আকাশকল্প' শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়।

আকাশকুসুম (ক্লী) আকাশে উদ্গতং কুসুমম্। শাক° তৎ। আকাশে ফুল ফুটে না, অতএব 'আকাশকুসুম' বলিলে মিথ্যা এই রূপ বুঝায়। যেমন ঘোড়ার ডিম, আকাশকুসুমও তদ্রূপ শব্দ।

আকাশগঙ্গা (স্ত্রী) আকাশস্থা গঙ্গা। শাক° তৎ। মন্দাকিনী। আকাশ নদী প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আকাশগা (স্ত্রী) আকাশে গচ্ছতি আকাশ-গম-ড টাপ্। স্বর্গ গঙ্গা। (ত্রি) আকাশ গামী।

আকাশগামিন্ (ত্রি) আকাশে গন্তুং শীলমস্য আকাশ-গম-শীলার্থে ণিনি। আকাশগমনে ক্ষম। শূন্যচারী।

আকাশজননা (স্ত্রী) আকাশস্থা জননীব শুভপ্রদানাৎ। ছিদ্রযুক্ত প্রগণ্ডী। দুর্গের ভিতরের লোকেরা বাহিরের ব্যাপার দেখিতে পাইবে এবং শত্রুকে গোলা প্রভৃতি মারিতে পারিবে বলিয়া প্রাচীরে ছিদ্র থাকে। তাদৃশ ছিদ্রযুক্ত ভিত্তির নাম প্রগণ্ডী। বাহিরে শত্রু আসিলে নিজে তাহার মধ্যে অদৃশ্য রূপে থাকিয়া তত্রস্থ ছিদ্রদ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করিলে শত্রুর নাশ হয়, এজন্য উহার নাম আকাশজননী। মহাভারতের শান্তি

পর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে উহার বিবরণ লিখিত আছে।

আকাশপ্রদীপ (পুং) আকাশে সলক্ষ্মীক বিষ্ণোস্তোষার্থং দীয়মানো প্রদীপঃ। শাক° তৎ। সৌর কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ উচ্চ স্থানে যে প্রদীপ দেওয়া হয়। উহাকে আকাশপ্রদীপও কহে।

হেমাদ্রির আদিপুরাণে আকাশপ্রদীপের এই রূপ নিয়ম করা হইয়াছে। গৃহের নিকটে কোন প্রকার যজ্ঞিয় কাঠের পুরুষ প্রমাণ একটী স্তম্ভ পুতিবে। তাহাতে যবাঙ্গুল তুল্য ছিদ্র করিয়া দুইহাত প্রমাণ পট্টিকা লাগাইবে। তাহার পর চারিকোণযুক্ত অষ্টদলাকৃতি কর্ণিকার মধ্যে আলো দিতে হয়।

আজিকালি আকাশ প্রদীপ দিবার প্রথা অন্য রূপ হইয়াছে। গৃহস্থেরা বাটীর ভিতরে অথবা বাহিরে বড় বাঁশ পুতেন। বাঁশের ডগায় রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। তাহার পর আট-পলা ফানসের ভিতরে আলো দেওয়া হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাস আকাশ প্রদীপ দিবার নিয়ম আছে। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে ব্রাহ্মণে গাছ পূজা করেন। ইহাতে লক্ষ্মীদামোদরেরই পূজা করা হইয়া থাকে। পরে সন্ধ্যাকালে ফানসে প্রদীপ বসাইয়া দড়ী টানিয়া তাহা উপরে তুলিতে হয়। প্রদীপে তিলতৈল কিম্বা ঘৃতাদি দিবার নিয়ম আছে। অপরার্কে আকাশ প্রদীপ দিবার এই মন্ত্র লেখা হইয়াছে,—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে।

কার্ত্তিকমাসে লক্ষ্মীর সহিত দামোদরকে আমি আকাশে এই প্রদীপ দিতেছি। বেধা অনন্তকে নমস্কার।

ইহার অন্য মন্ত্রও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

নিবেদ্য ধর্ম্মায় হরায় ভূম্যৈ দামোদরায়াপ্যথ ধর্ম্মরাজে। প্রজাপতিভ্যস্ত্বথ সৎপিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্য এবাথ তমঃ স্থিতেভ্যঃ।

আকাশভাষিত (ক্লী) ভাষ-ভাবোক্ত আকাশে ভাষিতম্। ৭-তৎ। আকাশে অদৃশ্য রূপে থাকিয়া দেবতারা যে কথা কহেন। দৈববাণী। সাক্ষাৎ দৈববাণী শুনা যায় না, কিন্তু মনে মনে একটী বিষয় ভাবা যাইতেছে তাহাতে দূর হইতে যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে লক্ষ্য করিয়া, 'তাহা হইবে না বা হইবে', এইরূপ উত্তর দেন, তবে সেই বাক্য ফলিয়া থাকে। ইহাই এখনকার দৈব বাণী। ইহার নাম নরাক্ষিত। নাট্যশালায় কোন দেবতার বাক্য বলিবার সময়ে যেন দৈববাণী হইতেছে এই রূপ ভাবে নট অদৃশ্য থাকিয়া যে কথা বলেন, তাহাকে আকাশভাষিত কহে।

আকাশমণ্ডল (ক্লী) আকাশো মণ্ডলমিব। গগনমণ্ডল। আকাশের কোন আকার বা ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আকাশের মণ্ডলাকার বেষ্টন না থাকিলেও উহা গোল বোধ হয়। সেই জন্য উহার নাম আকাশ মণ্ডল হইয়াছে। নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দ গুলিও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। তন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধির অন্তর্গত চিন্তনীয় ভ্রূ মধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত বৃত্তাকার স্বচ্ছ নভোমণ্ডল।

আকাশময় (পুং) আকাশ (তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্। পা ৫।৪।২১) ইতি ময়ট্। আকাশ তুল্য আত্মা। আত্মাই ব্রহ্ম এবং আত্মাই বিজ্ঞানময়, মনোময়, বাঙ্ময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, আকাশময়, বায়ুময়, তেজোময়, জলময়, পৃথিবীময়, এই কথা শাতপত ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। শাতপত ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, আত্মায় যে এই সংসার বদ্ধ আছে তাহা বাস্তবিক নহে, কেবল উপাধি বিশিষ্ট মাত্র।

আকাশমাংসী (স্ত্রী) আকাশে জটা মাংস ইব যস্যাঃ। শাক° বহুব্রী। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। জটামাংসী।

আকাশমুখী। শৈব সম্প্রদায় বিশেষ। যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে থাকেন তাঁহাদিগকে আকাশমুখী কহে।

আকাশমূলী (স্ত্রী) আকাশ্যতে অভূমিবদ্ধতয়া প্রকাশ্যতে প্রকাশ-ভাবে ঘঞ্ তথোক্তং মূলমস্যাঃ। বহুব্রী। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। কুম্ভীকা। পানা।

আকাশযান (ক্লী) আকাশে শূন্যে যায়তেঽনেন আকাশ-যা-লুট্। ৭-তৎ। যদ্দারা আকাশে উঠা যায়। ব্যোমযান।

আকাশরক্ষিন্ (পুং) আকাশে রক্ষতি আকাশ-রক্ষ ণিনি। দুর্গের বহিঃস্থিত প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যাহারা গড় রক্ষা করে।

আকাশললিত (ক্লী) আকাশস্য ললিতম্। আকাশ হইতে পতিত জল।

আকাশবচন (ক্লী) আকাশে বচনম্। ৭-তৎ। অলক্ষ্য হইয়া দেবতারা যে বাক্য বলেন। তদনুকরণ নাটকাঙ্গে বাক্য বিশেষ। [আকাশভাষিত দেখ]।

আকাশবৎ (ত্রি) আকাশঃ শূন্যম্ অস্ত্যস্য গম্যত্বেন। আকাশ-মতুপ্ মস্য বত্বম্। আকাশগামী। (স্ত্রী) ঙীপ

আকাশবতী। আকাশগামিনী।

আকাশবর্ত্মন্ (ক্লী) আকাশে শূন্যে বর্ত্ম পন্থাঃ। ৭-তৎ। শূন্য মার্গ। আকাশ পথ।

আকাশবল্লী (স্ত্রী) আকাশস্থ বল্লী লতেব। অমরবেল লতা; আকাশবেল।

আকাশবাণী (স্ত্রী) আকাশে ভবা বাণী। শাক° ৭-তৎ। অদৃশ্য থাকিয়া শূন্য হইতে দেবতার বাক্য। [আকাশ ভাষিত শব্দ দেখ]।

আকাশবায়ু। (Atmosphere) পৃথিবীর চারিদিকে যে বাষ্পরাশি বেষ্টন করিয়া আছে তাহাকে আকাশবায়ু কহে। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীদিগের জীবন ধারণের জন্য আকাশবায়ু নিতান্ত আবশ্যক। এই বায়ুযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শব্দ চালিত হয়। ইহার দ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ লাগে এবং রৌদ্রের রূপান্তর ঘটে। আকাশবায়ু আছে বলিয়া গোধূলী সময়ে আলোর পর ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। নতুবা সূর্য্য অস্ত গেলে একেবারেই অন্ধকার হইয়া পড়িত। ইহা দ্বারা মরীচিকা প্রভৃতি অদ্ভুত ভৌতিক দৃশ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণের নিমিত্ত আকাশবায়ুর আকার ঠিক ডিমের মত। ইহার সমস্ত ভার পৃথিবীর উপরে চাপিয়া আছে। অন্য অন্য তরল বস্তুর ন্যায় ইহারও চাপের ক্রিয়া ঠিক জলের তুল্য। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্য অন্য তরল দ্রব্যের সদৃশ নহে। আকাশবায়ুর পরমাণু পরস্পর প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে। সুতরাং যে পরিমাণে প্রতিক্ষেপের জোর উপস্থিত হয়, ইহার চাপও সেই পরিমাণে অন্য অন্য তরল বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। কাজেই বাহিরের জোর দেখিয়া ইহাকে অন্যান্য তরল বস্তুর সমান বলা যায়। অতএব সমান আকারের জল এবং আকাশবায়ু লইলে বাহিরের চাপে আকাশবায়ুরই অধিক পরিবর্ত্তন হয়, জলের তেমন হয় না। তজ্জন্য উপরের চেয়ে পৃথিবীর নিকটে যে বায়ুর স্তর আছে তাহা অধিক ঘন। কারণ, অধিক উচ্চে চারিদিগের অতি অল্প পরিমিত বায়ুর চাপ লাগে, তাই উহার পরমাণুর প্রতিক্ষেপ বল ছড়াইয়া পড়ে।

বায়ু ওজন করিলে ইহার গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে বায়ুপূর্ণ একটা কাচের গোলপাত্র ওজন করিয়া পরে বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা বাতাস বাহির করিয়া দিয়া আবার সেই পাত্র ওজন করিলে আর তত ভার থাকে না। কাজেই যে পরিমাণে ভার কমিয়া যায় তাহাই বায়ুর গুরুত্ব। তাপমান যন্ত্রে ৬০° তাপ হইলে এবং বায়ুমান যন্ত্র ৩০ হইলে ১০০ ঘন ইঞ্চ পরিমিত শুষ্ক বায়ুর ওজন প্রায় ৩১.০৭৪ গ্রেণ হইয়া থাকে।

কোন দ্রব্য জলে ডুবাইয়া ধরিলে তাহার চারিদিকে জল সরিয়া যায়। আর্কিমিদিস স্থির করিয়াছেন, কোন দ্রব্য জলে ডুবাইয়া ধরিলে তাহার চারিদিকে যে পরিমাণে জল সরিয়া যায়, দ্রব্যটীর ঠিক সেই জলের পরিমাণে ওজন কমিয়া থাকে। বায়ুর পক্ষেও ঠিক সেই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়! ইহার পরীক্ষা অতি সহজেই হইতে পারে। একটী সূক্ষ্ম নিক্তির ডাণ্ডীর এক দিকে বায়ুপূর্ণ কাচপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ডাণ্ডীর অন্য দিকে ঠিক সমান ওজনের ঢক চড়াইয়া দিবে। তাহার পর ঐ নিক্তি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রে বসাইয়া সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিলে যে দিকে বৃহদাকার দ্রব্য থাকিবে অধিক ভারের জন্য নিক্তির ডাঁটা সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আকাশবায়ুর আকৃতি ডিম্বের মত; পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট উহার দুই প্রান্ত সরু ও চাপা এবং মধ্যস্থল উচ্চ। শূন্যে কত দূর পর্য্যন্ত আকাশবায়ু আছে তাহা ভালরূপ নিশ্চিত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ৫০ হইতে ১০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই বায়ু থাকিতে পারে।

বায়ুর চাপ ইহার একটী বিশেষ গুণ। জলের দমকলে এই গুণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নলের ভিতরে ডাণ্ডী উত্তম রূপে আঁটা থাকে, তাহার পাশ দিয়া বায়ু যাতায়াত করিতে পারে না। ডাণ্ডী টানিয়া উপর দিকে তুলিয়া লইলে ভিতরে ফাঁক হয়। সে সময়ে নলের বাহিরে জল উঠিয়া আসিলে তাহাতে বায়ুস্তম্ভের চাপ লাগে, সুতরাং বায়ুর গুরুত্বের জন্য উহা উপর দিকে উঠিয়া পড়ে। নলের ডাণ্ডীটী প্রায় ৩৪ ফিট্ উঠিয়া আসিলে জল উপর দিকে ঠেলিয়া উঠে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কোন বায়ুস্তম্ভের ওজন ঠিক তদনুরূপ চক্রাকার এবং ৩৪ ফিট্ উচ্চ জলস্তম্ভের সঙ্গে সমান।

জলাপেক্ষা পারা ১৩.৬ গুণ ভারী। পারদস্তম্ভের এক দিকে বায়ুর চাপ না দিলে এবং অন্য দিকে বায়ুর চাপ লাগাইলে জলস্তম্ভের চেয়ে ইহার উচ্চতা ১৩.৬ গুণ কম হয়, অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা হইয়াছে যে, ১০০ গ্রেণ শুষ্ক বায়ুতে এই সকল পদার্থ আছে, যবক্ষার ৭৬·৮৪ গ্রেণ, অম্লজান ২৩·১০ গ্রেণ এবং ক্ষারাম্ল ০·০৬ গ্রেণ।

আকাশস্ফটিক (পুং) আকাশস্য স্ফটিক ইব। করকা। চলিত কথায় ইহাকে শিল কহে। শিলের আকার স্ফটিকের ন্যায়, তজ্জন্য উহার নাম আকাশস্ফটিক হইয়াছে।

আকাশাস্তিকায় (পুং) কর্ম্মধা। অর্হৎ মতসিদ্ধ জীবভিন্ন। আবরণভিন্ন পদার্থ বিশেষ।

আকাশীয় (ত্রি) আকাশস্যেদম্। আকাশসম্বন্ধি। (ত্রি) দিগাদি° যৎ। আকাশ্য, আকাশের বস্তু। আকাঙ্ক্ষা ইদং আ-কাশী-ছ। কাশী প্রভৃতির বস্তু। আকাশস্যেদং আ-কাশ-ছ। কাশ প্রভৃতির, ইহা কেশে প্রভৃতির।

আকাশে (অব্য) আকাশ কে। নাটকাঙ্গ আকাশবাক্য। নাটকে আকাশ হইতে দৈববাণী বুঝাইবার নিমিত্ত 'আকাশে' এই রূপ উল্লিখিত থাকে।

আকিঞ্চন্য (ক্লী) আকিঞ্চনস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দরিদ্রতা।

আকিদন্তি (পুং) দেশ বিশেষ। তদ্দেশবাসী। দামন্যাদি-ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাচ্ছঃ। পা ৫। ৩। ১১৬। ইতি আয়ুধজীবি-সংঘার্থে ছ। আকিদন্তীয়। তদ্দেশীয় আয়ুধজীবিসমূহ। বহুষু ছস্য লুক্। আকিদন্তি। বহু° ব°।

আকীর্ণ (ত্রি) আ-কৄ-ক্ত। ব্যাপ্ত। বিক্ষিপ্ত।

আকুম্ (অব্য) আ-কন-বাহু° ডীমি। বর্জন। বিতর্ক।

আকুঞ্চন (ক্লী) আ-কুচি-ল্যুট্। সঙ্কোচ। বিস্তারিত নহে। কোন দ্রব্য গুটাইয়া লওয়া।

আকুঞ্চিত (ত্রি) আ-কুচি-ক্ত। আভুগ্ন। সঙ্কুচিত।

আকুল (ত্রি) আ-কুল-ক। ব্যগ্র। উদ্বিগ্ন। নিরাকুল। পর্য্যাকুল, ব্যাকুল, সমাকুল, এই সকল শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়। আকুল-কৃত্যর্থে ণিচ্ আকুলয়তি। কৃভৃস্তিষু-পরেষু অভূততদ্ভাবে চ্বি আকুলীভূত। আকুলীকৃত।

আকুলাকুল (ত্রি) আকুল-প্রকারে দ্বির্ভাবঃ। আকুল প্রকার। অত্যন্ত আকুল। *। প্রকারে গুণ বচনস্য। পা ৮।১।১২। সাদৃশ্য অর্থ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের দ্বির্ভাব হয় এবং কর্ম্মধারয়ের ন্যায় হওয়ায় পূর্ব্ব পদের পুংবদ্ভাব হইয়া থাকে।

আকুলি (পুং) আ-কুল-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। ব্যাকুলত্ব।

আকুলিত (ত্রি) আ-কুল-ক্ত। ব্যাকুলীভূত। আকুল-কৃত্যর্থে ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। আকুলীকৃত।

আকুলীকৃত (ত্রি) অনাকুলম্ আকুলং কৃতম্ আকুলম্ অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ব্যাকুলতা প্রাপিত। যাহাকে ব্যাকুল করান হইয়াছে।

আকুলীভূত (ত্রি) অনাকুলং স্বয়মাকুলং ভূতম্ আকুল-চ্বি-ভূ-ক্ত। যিনি আপনিই আকুল হইয়াছেন।

আকূত (ক্লী) আ-কূ-ভাবে ক্ত। আশয়। অভিপ্রায়। চলিত কথায় কৌতুক বা তামাসাকে আকুত কহে।

আকূণিত (ত্রি) আ-কূণ-ক্ত। ঈষৎ সঙ্কুচিত।

আকূতি (স্ত্রী) আ-কূ-ভাবে ক্তিন্। অভিপ্রায়। সংজ্ঞায়াং ক্তিন্। স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক নিজ শতরূপা নামক পত্নীতে উৎপাদিত কন্যা বিশেষ। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আকূতির উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ব্রহ্মার শরীর প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগ পুরুষ ও এক অংশ স্ত্রী। তন্মধ্যে পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার গর্ভে পাঁচটী সন্তান উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে দুইটা পুত্র ও তিনটী কন্যা। পুত্র দুইটীর নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। কন্যা তিনটীর নাম, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। পরে সেই স্বায়ম্ভুব মনু রুচির সহিত আকূতির বিবাহ দিয়াছিলেন।

আকৃতি (স্ত্রী) আক্রিয়তে ব্যজ্যতে জাতিরনয়া আ-কৃ-করণে ক্তিন্। অবয়ব সংস্থান বিশেষ। যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব গোত্ব প্রভৃতি জাতি বুঝিতে পারা যায়। আকার। ইঙ্গিতং হৃদগতো ভাবো বাহিরাকার আকৃতিঃ। সজ্জন। আকৃতি-যুক্ত। আকর মূলগ্রন্থাদি।

আকৃতিগণ (পুং) অকৃতৌ আকারে প্রসিদ্ধো গণঃ। শাক° তৎ। যাহার আকৃতি বা রূপ দেখিয়া গণ স্থির করা যায়। পাণিন্যুক্ত তত্তৎ কর্ম্মের নিমিত্ত শব্দসমূহ। যেমন পচাদিরাকৃতি গণঃ ইত্যাদি।

আকৃতিচ্ছত্রা (স্ত্রী) আকৃতিং ছাদয়তি ছদ-স্বার্থে ণিচ্ (সর্ব্বধাতুভ্য ষ্ট্রন্। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। হ্রস্বঃ ণিচ্ লোপঃ টাপ্। ৩-তৎ। ঘোষাতকী লতা। উহার পাতায় ডাঁটা ঢাকা থাকে এজন্য উহার নাম আকৃতিচ্ছত্রা।

আকৃষ্ট (ত্রি) আ-কৃষ-ক্ত। আকর্ষণযুক্ত।

আকৃষ্টি (স্ত্রী) আ-কৃষ-ক্তিন্। আকর্ষণ।

আকে (ত্রি) আঙ্ ক্রামতেঃ, (বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১৪)—ইতি আকে প্রত্যয়ে ধাতোর্লোপশ্চ নিপাত্যতে (নিঘণ্টু)। অর্ব্বাকৃগন্তা। (অব্য) অন্তিক। নিকট। দূর।

আকেকরা (স্ত্রী) আকে নিকটে করো যস্যাঃ। বক্রাক্ষি।

টেরা। নিকটের দৃষ্টি। নেত্রের বিশেষণ হইলে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়।

আকেনিপ (ত্রি) আকে নিকটে নিপততি আ-কে-নি-পত-ড। নিকটপাতি। যে নিকটে পতিত হয়। নিকট-গামী। কে আত্মনি পতন্তি অধ্যাত্মজ্ঞানে পতন্ত ইত্যর্থঃ। মেধাবী। (নিঘণ্টু)।

আকোকের (পুং) জ্যোতিষোক্ত মকররাশি।

আকোলা। বেরারের অন্তর্গত একটী প্রধান নগরী। আলা-উদ্দিন দক্ষিণদিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়া এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তথাকার হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। কিন্তু মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবেশ্বরের রাজাকে পোড়াইয়া মারেন। তৎকাল হইতে ইহা বরা-বর মোগল সম্রাট্‌দিগের অধীনে ছিল। অকবর সম্রাট্ ইহা আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন্। তাঁহার পুত্র মুরাদ মির্জ্জা সেখানে একটী রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। অকবরের মৃত্যুর পরে আবসিনিয়াবাসী মলি-কাম্বর বেরারের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে উহা পুনর্ব্বার মোগল রাজ্যের অধীন হইয়া পড়ে।

এখানে চাল, সরিষা, পাণ, সুপারি, আলু, কলা, ইক্ষু, তামাক, যব ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

আকৌশল। অকৌশল (ক্লী) অকুশলস্য ভাবঃ। অকুশল অণ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ পূর্ব্বস্য বা। অপাটব। অপটুতা। *। নঞঃ শুচীশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ কুশলনিপুণানাম্। পা ৭।৩।৩০।

আক্কারা। মহার্ঘ। দুর্ম্মূল্য।

আক্কেল (ম্লেচ্ছ) জ্ঞান। বোধ।

আক্‌চার। সর্ব্বদা। সচরাচর।

আক্তা। কোষ বাহির করা ঘোড়া প্রভৃতি পশু। দামড়া।

আক্রন্দ (পুং) আ-ক্রন্দ-ঘঞ্। চীৎকার করিয়া রোদন। আহ্বান। শব্দ। আক্রন্দ্যতে আহূয়তে আ-ক্রন্দ-কর্ম্মণি ঘঞ্। মিত্র। ভ্রাতা। আক্রন্দ্যতে পরস্পরং স্পর্দ্ধয়া আহূয়তে যত্র আধারে ঘঞ্। দারুণযুদ্ধ। দুঃখিগণের রোদন স্থান। আক্রন্দতি-অচ্। সমীপস্থ রাজার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা।

আক্রন্দন (ক্লী) আ-ক্রন্দ-ল্যুট্। চীৎকার করিয়া রোদন। আহ্বান।

আক্রন্দিক (ত্রি) আক্রন্দে রোদনস্থানে গচ্ছতি আক্রন্দ ঠক্ ঠঞ্ বা। দুঃখীর রোদন শব্দ শুনিয়া যিনি সেই স্থানে গমন করেন। (স্ত্রী) ঙীপ্ আক্রন্দিকা। রোদন স্থান গন্ত্রী স্ত্রী।

আক্রন্দিত (ক্লী) আ-ক্রন্দ-ভাবে ক্ত। ক্রন্দন। রোদন।

আক্রন্দিন্ (ত্রি) আক্রন্দতি আ-ক্রন্দ-ণিনি। রোদন পূর্ব্বক আহ্বানকর্ত্তা।

আক্রন্দে (অব্য) ক্রন্দ্যতে আহূয়ন্তে হন্তোন্যমত্র। রুদন্তি বাননে বন্ধুবিনাশহেতুত্বাৎ আক্রন্দ-আধারে-কে। যুদ্ধে।

আক্রম (পুং) আ-ক্রম-ঘঞ্। (নোদাত্তোপদেশস্য মান্ত-স্যানাচমেঃ। পা ৭।৩।৩৪) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। বল দ্বারা অতিক্রমণ। (ক্লী) ল্যুট্ আক্রমণ ঐ অর্থ। আক্রম্যতে পরলোকোঽনেন করণে ঘঞ্। পরলোক প্রাপ্তিসাধন বিদ্যা-কর্ম্মাদি। কৃতাক্রমণ। অভিভূত। ব্যাপ্ত। আগ্রহ। আক্র-মতি অভিভবতি ক্ষুধাং আ-ক্রম-অচ্। অন্ন।

আক্রান্ত (ত্রি) আ-ক্রম-ক্ত। পরাভূত। অধিষ্ঠিত। (রঘু ৪।৪ শ্লোকের টীকায় সমাক্রান্তন্ অধিষ্ঠিতম্। (মল্লি)।

আক্রান্তি (স্ত্রী) আ-ক্রম-ক্তিন্। আক্রমণ। উপরে স্থাপন দ্বারা ব্যাপ্তি।

আক্রীড় (পুং) আক্রীড্যতে হত্র। আ-ক্রীড়-ঘঞ্। ক্রীড়া-স্থান। উদ্যানাদি। (পুমানাক্রীড় উদ্যানং রাজ্ঞঃ সাধারণং বনম্। (অমর)। আক্রীড়তি। আ-ক্রীড়-কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) বিহারশীল।

আক্রীড়িন্ (ত্রি) আ-ক্রীড়-ঘিনুন্। ক্রীড়াশীল। (স্ত্রী) ঙীপ্ আক্রীড়িনী। ক্রীড়াশীল স্ত্রী।

আক্রুষ্ট (ত্রি) আক্রুশ্যতে স্ম আ-ক্রুশ-ক্ত। যাহার প্রতি আক্রোশ করা হইয়াছে। শব্দিত। নিন্দিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। পরুষভাষণ। মন্দকথন।

আক্রোশ (পুং) আ-ক্রুশ-ঘঞ্। বিরুদ্ধচিন্তা। শাপ। নিন্দা। অপবাদ। (ক্লী) ল্যুট্ আক্রোশন ঐ অর্থ। অভিষঙ্গ।

আক্রোশক (ত্রি) আক্রোশতি আ-ক্রুশ-বুঞ্। আক্রোশ-কর্ত্তা। *। দেবিক্রুশোশ্চোপসর্গে। পা ৩।২।১৪৭। উপ-সর্গের পর দেব এবং ক্রুশ ধাতু থাকিলে বুঞ্ প্রত্যয় হয়।

আক্রোষ্টৃ (ত্রি) আক্রোশতি আ-ক্রুশ-তৃচ্। আক্রোশকর্ত্তা।

আক্লী (অব্য) আ-ক্লীদ-ডী। বিকার। ঊর্য্যাদি° আক্লী-কৃ-ল্যপ্ আক্লীকৃত্য। *। ঊর্য্যাদিচ্বিডাচশ্চ। পা ১।৪।৬১। ঊর্য্যাদিগণ চ্বি প্রত্যয়ান্ত ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইহারা ক্রিয়াযোগে গতি-সংজ্ঞ হয়।

আক্লেদ (পুং) আ-ক্লিদ-ঘঞ্। আর্দ্রভাব। স্যাঁতসেঁতে।

আক্ষদ্যুতিক (ক্লী) অক্ষদ্যূতেন নির্বৃত্তং ঠক্। পাশা

খেলিতে খেলিতে যে বিরোধ জন্মে। বৈর। *। নির্বৃত্তেঽক্ষদ্যূতাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৯। নিষ্পন্ন অর্থ বুঝাইলে অক্ষদ্যূতাদি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়।

আক্ষপাটিক (পুং) অক্ষপাটে ক্রীড়াস্থানে বিচারস্থানে বা নিযুক্তঃ। অক্ষক্রীড়াধ্যক্ষ। পাশক্রীড়াধ্যক্ষ। বিচারাধ্যক্ষ। প্রাড়্‌বিবাক। রাজার প্রতিনিধি বিচারকের নাম প্রাড়্‌বিবাক্।

আক্ষপাদ (ত্রি) অক্ষপাদস্য গৌতমস্যেদং অক্ষপাদ-অণ্। গৌতমমুনির মত। অক্ষপাদেনোক্তম্ অণ্। গৌতমমুনিকৃত শাস্ত্র। গৌতম সূত্র। উক্ত শাস্ত্র পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত। তাহাতে প্রমাণ প্রমেয় আদি ষোড়শ তত্ত্ব বর্ণিত আছে। অক্ষপাদপ্রণীতং বেত্তি অণ্। ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ। নৈয়ায়িক।

আক্ষাণ (ত্রি) আশ্নোতের্লট শানচ্। (সিব্বহুলং লেটি। পা ৩।১।৩৪) ইতি বাহুলকাৎ সিপ্, উপধাদীর্ঘশ্চ, ব্রশ্চাদিষত্বে, ষঢ়োঃ কঃ সি। পা ৮।২।৪১; আদেশপ্রত্যয়য়োঃ। পা ৮।৩।৫৯; ণত্বম্। ব্যাপ্যমান। আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ। ঋক্ ১০।২২।১১। আক্ষাণে যোদ্ধৃভির্ব্যাপ্যমানে। (সায়ণ)।

আক্ষার (পুং) আ-ক্ষর-ণিচ্-ঘঞ্ ণিচ্ লোপঃ। পুরুষের প্রতি অগম্যাগমন দোষারোপ অথবা স্ত্রীলোকের প্রতি অগম্যগমনের দোষারোপ করা। আ-ক্ষর-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। (ক্লী) আক্ষারণ, আক্ষার শব্দের অর্থ। (স্ত্রী) যুচ্ টাপ্। আক্ষারণা, আক্ষার শব্দের অর্থ।

আক্ষারিত (ত্রি) আ-ক্ষর-ণিচ্-ক্ত ইট্-ণিচ লোপঃ। অগম্য স্ত্রী পুরুষ বিষয়ক অপবাদ দ্বারা দূষিত পুরুষ ও স্ত্রী।

আক্ষিক (ত্রি) অক্ষৈঃ দীব্যতি জয়তি জিতং বা অক্ষ-ঠক্। যিনি অক্ষ দ্বারা জয় করেন। যিনি অক্ষ দ্বারা জিত। *। তেন দীব্যতি ইত্যাদি পা ৪।৪।২।

আক্ষিৎ (ত্রি) আ-ক্ষি-ক্বিপ্ তুক্। আবর্ত্তমান। যিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

আক্ষিপ্ত (ত্রি) আ-ক্ষিপ-ক্ত। কৃতাপেক্ষ। যাহার সম্বন্ধে আক্ষেপ করা হইয়াছে। আকৃষ্ট।

আক্ষীব (পুং) আ-ক্ষীব-ণিচ্-অচ্ ণিচ্ লোপঃ। শোভাঞ্জনবৃক্ষ। (ত্রি) ক্ষীব-ক্ত নি° ক্তস্য ব ক্ষীবো মত্তঃ আ-ঈষৎ সম্যগ্বা ক্ষীবঃ। প্রাদি স°। অল্প উন্মত্ত। সম্যক্ উন্মত্ত। এখানে প্রাদি সমাস না করিয়া আ এই উপসর্গের পর ক্ষীব ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে 'আক্ষীবিত' এই প্রকার রূপ হইত। *। অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষীবকৃশোল্লাঘাঃ। পা ৮।২।৫৫।

আক্ষেপ (পুং) আ-ক্ষিপ-ঘঞ্। ভর্ৎসন। অপবাদ। আকর্ষণ। ধনাদি গচ্ছিত রাখা। অর্থালঙ্কার বিশেষ।

বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষপ্রতিপত্তয়ে।
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্ত গোদ্বিধা। সাহিত্যদর্পণ।

বলিবার জন্য ইপ্সিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপত্তির নিমিত্ত (বৈলক্ষণ্য সূচনের জন্য) যে নিষেধাভাস, তাহার নাম আক্ষেপ। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে কোন স্থলে সামান্য প্রকারে সকল বিষয়ের নিষেধ উক্তি থাকে। আবার কোন এক অংশের অংশান্তরে নিষেধ থাকে। ইহাতে প্রথমে এই দুইটী ভেদ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুইটী ভেদ আছে; যথা;—উক্ত বিষয়ে কোন স্থলে বস্তুরূপের নিষেধ করা হয়; আবার কোন স্থলে বস্তুকথনেরও নিষেধ হইয়া থাকে। অতএব উভয়ে দুইটী দুইটী করিয়া আক্ষেপের চারিটী ভেদ আছে। যথা,—

'স্মরশরশতবিধুরায়া ভণামি সখ্যাঃ কৃতে কিমপি।
ক্ষণমিহ বিশ্রাম্য সখে! নির্দয়হৃদয়স্য কিং বদাম্যথবা।

হে সখে! তুমি এই খানে কিছু কাল বিশ্রাম কর, কন্দর্পের শত শর দ্বারা কাতর সখীর নিমিত্ত তোমার কাছে কিছু বলিব। অথবা তুমি নির্দয়হৃদয়, তোমার কাছে আর কি বলিব।

এটী বিরহিণী সখীর নায়কের নিকটে প্রিয় সখীর উক্তি। এই শ্লোকে, 'কন্দর্পের শত শর দ্বারা কাতর' এই বাক্য দ্বারা এবং নির্দয় হৃদয় এই বাক্য দ্বারা সামান্যতঃ সূচিত সখী বিরহের বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিষয়ে অর্থাৎ এতাদৃশ বিরহে মরণেরই সম্ভাবনা এই কথা বলিব বলিয়া, পরে বলিল,—'কি বলিব' অর্থাৎ বলিব না এই বক্ষ্যমাণ বিশেষের নিষেধ হইল। কিন্তু একথা উল্লিখিত না হইলেও ইহার ভাব বুঝা যাইতেছে। ইহার নাম নিষেধাভাস।

'তব বিরহে হরিণাক্ষী নিরীক্ষ্য নবমালিকাং বিদলিতাং।
হন্ত নিতান্তমিদানীমাঃ কিং হতজল্পিতৈরথবা॥'

এটী কোন বিরহিণীর নায়কের প্রতি দূতীর উক্তি। হরিণাক্ষী (তোমার নায়িকা) তোমার বিরহে নবমালিকা পুষ্পকে বিকসিত দেখিয়া এক্ষণে নিতান্তই খেদ ও সন্তাপের বিষয় হইয়াছে, অথবা যে বাক্য বলিতে পারা যায় না সে কথায় আর প্রয়োজন কি?

এই শ্লোকে,—'তিনি আর প্রাণ রাখিবেন না,— এই অংশটুকু কথিত হয় নাই, তাহাই এখানে নিষেধা-

ভাস। এখানে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগের নিন্দাহেতু এই বাক্যটী সুহৃদের অনিষ্টজনক; ইহাই কাছে বলিতে পারা যায় না, অতএব তাহাই বন্ধুর বিশেষ।

বালঅ ণাহং দূতী তু অপিওসিত্তিণমহবাবারো।
সামরইতুজ্ঝঅসোএঅং ধম্মকৃথরং ভণিমঃ। (প্রা° ক্ল°)
বালক নাহং দূতী তস্যাঃ প্রিয়োঽসীতিনমব্যাপারঃ।
সা ম্রিয়তে ভবাযশ এবং ধর্ম্মাক্ষরং ভণামঃ'। সং ক্ল°)

এটী নায়কের নিকটে নায়িকা প্রেরিত দূতীর উক্তি,—হে বালক! আমি দূতী নহি অর্থাৎ দূতীরা যেরূপ নানা মিথ্যা প্রবঞ্চন বাক্য কহে, সেরূপ আমি নহি। নায়িকার প্রিয় হও ইহা আমার কার্য্য নহে। তবে সে মরিতেছে ইহা তোমার অপযশের কথা; তাই এই ধর্ম্ম বাক্য তোমাকে বলিতেছি।

এখানে, 'আমি দূতি নহি,' এই উক্ত বাক্যেরই নিষেধাভাস হইতেছে।

বিরহে তব তন্বঙ্গী কথং ক্ষপয়তু ক্ষপাম্।
দারুণ ব্যবসায়স্য পুরস্তে ভণিতে ন কিম্॥

এটী দূতীর উক্তি,—কৃশাঙ্গী তোমার বিরহে কি প্রকারে রাত্রিযাপন করিতে পারে, তোমার ব্যবসায় অতি ভয়ঙ্কর। অতএব তোমার নিকটে বলিয়া আর কি হইবে?

এখানে কথনেরই নিষেধাভাস হইল। প্রথম উদাহরণে সখীর অবশ্যম্ভাবি মরণই বিশেষ। দ্বিতীয় উদাহরণে অশক্য বক্তব্যত্বাদিই বিশেষ। তৃতীয় উদাহরণে যথার্থ কথনই বিশেষ। চতুর্থ উদাহরণে দুঃখাতিশয়ই বিশেষ।

নিবেশন। উপস্থাপন। অনুমান। জাতিশক্তিবাদীর মতে আক্ষেপ (অনুমান) হেতু ব্যক্তির বোধ হয়। তিরস্কারের সহিত বাক্য।

আক্ষেপক (ত্রি) আ-ক্ষিপ্-ণ্বুল্। নিন্দক। আকর্ষক। (পুং) বায়ুরোগ বিশেষ। যে রোগে হস্তপদাদির পেশীর খেঁচুনী হয়। ব্যাধ।

(আক্ষেপকোঽনিলব্যাধৌ ব্যাধে নিন্দাকরেঽপি চ। (বিশ্ব)

আক্ষেপণ (ক্লী) আ-ক্ষিপ-ল্যুট্। আক্ষেপ শব্দের অর্থ।

আক্ষৈত্রজ্ঞ্য, অক্ষৈত্রজ্ঞ্য (ক্লী) অক্ষেত্রজ্ঞ এব ব্রাহ্মণাদিঃ ষ্যঞ্ দ্বিপদবৃদ্ধি পূর্ব্বপদস্থ বা। অক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রানভিজ্ঞ। অনাত্মজ্ঞ। অনিপুণ। [অকৌশল দেখ]।

আক্ষেপিন্ (ত্রি) আক্ষিপতি আ-ক্ষিপ-ণিনি। আকর্ষণকারী। আক্ষেপঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা পর্য্যালোচনমস্ত্যস্য ইনি। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা আলোচনা করিয়া আকর্ষণ কর্ত্তা।

আক্ষোট (পুং) আ-অক্ষ-ওট। পর্ব্বতের পীলু বৃক্ষ বিশেষ আখরোট গাছ। [আকরোট শব্দ দেখ]।

আক্ষোড় (পুং) আ-অক্ষ-ওড়। পর্ব্বতের পিলুবৃক্ষ। আখরোট গাছ।

আখ্ড়া, আখাড়া। গান বা কুস্তী প্রভৃতির আড্ডা। বৈরাগী প্রভৃতির আশ্রম। দণ্ডীরা আপন আপন মঠ হইতে এক একটী নাম পান। তাঁহারা কেবল মঠেরই অন্তর্গত। কিন্তু সন্ন্যাসীরা মঠ এবং আখাড়া এই উভয়েরই অন্তর্ভূত। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের ন্যায় ইহাঁদেরও সাতটী আখাড়া আছে। যথা—নিরবাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যুনা, আনন্দ এবং বড় আখাড়া। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই ইহার কোন না কোন একটী আখাড়ার অন্তর্গত।

মঠ এবং আখাড়ার প্রভেদ এই,—মঠের মোহান্তেরা মঠসংক্রান্ত সকল বিষয়েরই কর্ত্তা। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সন্ন্যাসীদিগকে মঠে স্থান দেন, ইচ্ছা না হইলে স্থান দেন না। কিন্তু আখাড়ার তেমন নিয়ম নয়; আখাড়ার সন্ন্যাসীরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। লোকে মঠে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ায় সে বিধি নাই।

আখ (পুং) আখন্যতেঽনেন আ-খন-ড। খনিত্র। খন্তা। * খনো ডডরেকেকবকাঃ। পাতঞ্জলভাষ্য বার্ত্তিক, পা। ৩। ৩। ১২৫। খন ধাতুর উত্তর ড, ডর ইক এবং ইকবক প্রত্যয় হয়। বাচস্পতির প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদীতে—খনের্ডডর ইক ইকরকা বাচ্যা—এই রূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে। এ পাঠ ঠিক নহে। অন্যান্য সিদ্ধান্ত কৌমুদীতেও এ পাঠ নাই। ডো বক্তব্যঃ। আখঃ। ডরো বক্তব্যঃ। আখরঃ। ইকো বক্তব্যঃ। আখনিকঃ। ইকবকো বক্তব্যঃ। আখনিকবকঃ। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি পুস্তকে এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াও প্রত্যয়গুলির রূপ দর্শিত হইয়াছে।

আখণ্ডল (পুং) আখণ্ডয়তি পরবলং আ-খণ্ড-ণিচ্ বাহু° অলচ্ ণিচ্ লোপঃ। ইন্দ্র। সহস্রাক্ষ। হন্তা। (নিঘণ্টু)

আখণ্ডি (ত্রি) আ-খণ্ড-ইন্। আখণ্ডক। ভেদক।

আখন (পুং) আখন্যতেঽনেন খন-ঘ। খনিত্র। খন্তা। বৈদিক প্রয়োগে পূ° ণত্ব হয়। *। খনো ঘ চ। পা ৩। ৩। ১২৫। খন ধাতুর উত্তর করণ ও অধিকরণ বাচ্যে ঘ এবং ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

আখনিক (পুং) আখন্যতেঽনেন খন-করণে-ইক। খনিত্র।

খন্তা। (এতে খনিত্র বাচকাঃ। সি° কৌ°। পা ৩। ৩। ১২৫ সূত্রে)। আ সম্যক্ খনতি ভিত্তিং ভূমিং বা আ-খন-কর্ত্তরি ইকন্। চৌর। শূকর। মূষিক। ইঁদুর। (ত্রি) খনন কর্ত্তা। [আখ শব্দে সূত্র দেখ]।

আখনিকবক (পুং) আখন্যতে হনেন আ-খন-করণে ইকবক। খনিত্র। খন্তা। [আখ শব্দে সূত্র দেখ]। আখনতি ভিত্তিং ক্ষেত্রং বা আ-খন-কর্ত্তরি ইকবক। চৌর। শূকর। মূষিক। (ত্রি) খনন কর্ত্তা।

আখর (পুং) আখন্যতে হনেন আ-খন-করণে ডর। খনিত্র। খন্তা। মৃগব্রজ। [আখ শব্দে সূত্র দেখ]

সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যবাখরে। ঋক্ ১০। ৯৪। ৫। মৃগাণাং ব্রজ আখরঃ। (সায়ণ)।

আখরেষ্ঠ (ত্রি) আখরে স্থিত। *। স্থে চ ভাষায়াম্। পা ৬। ৩। ২০। সমাসের উত্তর পদে স্থা ধাতু থাকিলে লৌকিক ভাষায় সপ্তমী বিভক্তির অলুক্ হয় না। কিন্তু বৈদিক ভাষায় নিত্য অলুক্ হয়। 'কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ'।

আখান (পুং) আ-খন-ঘঞ্। সকল দিকে খনন। [আখন শব্দে বিকল্পের সূত্র দেখ।

আখিরি (যাবনিক) শেষ।

আখু (পুং) আখনতি আ-খন (আঙ্ পরয়োঃ খনি শৃভ্যাঃ ডিচ্চ। উণ্ ১। ৩৩) ইতি কু প্রত্যয়স্তস্য ডিত্ত্বাবশ্চ। ইন্দুর। চৌর। শূকর। কর্ম্মণি কু ডিৎ। দেবতাড় বৃক্ষ। (আখুর্হি মূষিকঃ। উণ কো°) (আখনতীত্যাখুঃ স্যাদরা হস্চ। কৃপণঃ। উজ্জ্বলদত্ত) কৃপণ।

আখুকরীষ (ক্লী) আখোঃ করীষম্। ৬-তৎ। মূষিকের শুষ্ক বিষ্ঠা।

আখুকর্ণপর্ণিকা (স্ত্রী) আখুকর্ণাবিব পর্ণান্যস্যাঃ। বহুব্রী বা কপ্। ইন্দুরকাণী লতা।

আখুকর্ণী (স্ত্রী) আখোঃ মূষিকস্য কর্ণ ইব পর্ণমস্যাঃ ঙীপ্। ইন্দুরকাণী লতা। ইহার পাতা ইন্দুরের কাণের মত।

আখুগ (পুং) আখুনা মূষিকেন গচ্ছতি আখু-গম-ড। মূষিকবাহন। গণেশ। আখুবাহন প্রভৃতি শব্দেরও ঐ অর্থ বুঝায়।

আখুঘাত (পুং) আখুং হন্তি আখু-হন্ (কৃত্যল্যুটো বহুলম্ পা ৩। ৩। ১১৩) ইতি বহুলবচনাৎ অণ্ প্রত্যয়ঃ। শূদ্রাদি নীচজাতি। অমনুষ্যেতি কিম্? আখুঘাত শূদ্রঃ। * * চোরঘাতো নগরঘাতো হস্তীতি তু বাহুলকাদণি। (সি° কৌ° ৩। ২। ৫৩ সূত্রে)

আখুটী (দেশজ) বালকের আবদার।

আখুপর্ণিকা (স্ত্রী) আখোঃ কর্ণাবিব পর্ণমস্যাঃ। শাক° বহুব্রী। বা কপ্ টাপ্ অত ইত্বম্। ইন্দুরকাণী লতা।

আখুপাষাণ (পুং) আখুনামা পাষাণঃ। শাক° তৎ। পাষাণ বিশেষ। চুম্বক পাথর।

আখুভুজ্ (পুং) আখুং ভুঙ্‌ক্তে আখু-ভুজ্-ক্বিপ্। মূষিক-ভক্ষক বিড়াল। ইগুপধাৎ ক-আখুভুজ। বিড়াল।

আখুবিষহা (স্ত্রী) আখোর্মূষিকস্য বিষং হন্তি আখু-বিষ-হন্-ড টাপ্। মূষিক বিষহর। দেবতাড় বৃক্ষ। দেবতালী লতা।

আখূৎকর (পুং) আখুভিরুৎকীর্য্যতে আখু-উদ্-কৄ-ঋদোরবিতি কর্ম্মণি অপ্। ইন্দুরের তোলা মাটী।

আখুত্থ (ত্রি) আখুভ্য উত্তিষ্ঠতি আখু-উদ্-স্থা-ক। আখু হইতে উত্থিত। আখুভব। আখুর উত্থান।

আখেট (পুং) আখেটন্তি বিভেতি প্রাণিনো হস্মাৎ আ-খিট-অপাদানে ঘঞ্। মৃগয়া। (আচ্ছোদনং মৃগব্যং স্যাদাখেটো মৃগয়া স্ত্রিয়াং। (অমর)। স্বার্থে কন্ আখেটক। মৃগয়া। কর্ত্তরি ণ্বুল্। শিকারী জন্তু। যে জন্তু অন্য জন্তুর মাংস খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

আখেটশীর্ষক (ক্লী) আখেটতে বিভেতি আ-খিট-কর্ত্তরি অচ্। আখেটং শীর্ষং যত্র বা কপ্। সুড়ঙ্গ।

আখেটিক (পুং) আখেটে কুশলঃ ঠক্। মৃগয়াকুশল কুক্কুর। শিকারী কুকুর।

আখোট (পুং) আখোটতি খঞ্জতি গতি রাহিত্যাৎ আ-খুট-অচ্। শৈলপীলু বৃক্ষ। আকরোট গাছ।

আখ্যা (স্ত্রী) আ-খ্যা-অঙ্-খ্যা ইত্যাকার লোপঃ টাপ্। সংজ্ঞা। রূঢ় নাম। বাচক শব্দ। (অথাহ্বয়ঃ। আখ্যাহ্বেচাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর)

আখ্যাত (ত্রি) আখ্যায়তে স্ম আ-খ্যা-কর্ম্মণি ক্ত। কথিত। জ্ঞানং ভাষিতমুদিতং জল্পিতমাখ্যাতমভিহিতং লপিতং। (অমর) আখ্যাতোপযোগে। পা ১। ৪। ২৯। আখ্যায়তে শব্দবোধোঽনেন আ-খ্যা-বাহু° করণে ক্ত। তিঙ্ এই প্রত্যয়। 'গ্রামং গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ তিঙের দ্বারাই শেষ হয়, এই জন্য তিঙের নাম আখ্যাত এবং তিঙন্ত পদকেও আখ্যাত কহে। (আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়া সাতত্যে। গণ সূ°। সি° কৌ°। পা ২। ১। ৭২ সূত্রে)। সতত ক্রিয়া করণ অর্থে আখ্যাতান্ত পদের সহিত আখ্যাতান্ত পদের ময়ূরব্যংসকাদি সমাস হয়।

আখ্যাতি (স্ত্রি) আ-খ্যা ভাবে ক্তিন্। কথন। কর্ম্মণি

ক্তিন্। আখ্যাত। কথিত।

আখ্যাতৃ (ত্রি) আ সম্যক্ খ্যাতি আ-খ্যা-তৃচ্। উপদেশক। যিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আখ্যান (ক্লী) আ-খ্যা-ভাবে ল্যুট্। কথন। প্রতিবচন। প্রত্যুত্তর। (বিভাষাখ্যান-পরিপ্রশ্নয়োরিঞ্ চ। পা ৩। ৩। ১১০)। পূর্ব্ববৃত্তান্তের কথন। গল্প। ইতিহাস। করণে ল্যুট্। ভেদক ধর্ম্ম। *। লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ। পা। ১। ৪। ৯০। আর্ষমহাকাব্যের অন্তর্গত সর্গ বিশেষ। যথা ভারতে রামোপাখ্যান, নলোপাখ্যান। আখ্যান অস্ত্যর্থে অর্শআদি° অচ্। প্রসিদ্ধ আখ্যান সংজ্ঞক সর্গযুক্ত আর্ষ সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদি।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ। মনু ৩।২৩২।
আখ্যানানি সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদীনি। কুল্লূ°।
স্বার্থে কন্। আখ্যানক। সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদি।

আখ্যানকী (স্ত্রী) বিষমবৃত্তবিশেষ। তাহার লক্ষণ। যথা
আখ্যানকীতৌ জগুরূ গওজেজতাবনোজেজগুরূগুরু-
শ্চেৎ। বৃত্ত° র°।

আখ্যায়ক (পুং) আখ্যায়তে কথয়তি আ-খ্যা-ণ্বুল্। যে পরের কথা অন্যের কাছে গিয়া বলে। বার্ত্তাবহ। দূত। (ত্রি) কথক।

আখ্যায়িকা (স্ত্রী) আ-খ্যা-ণ্বুল টাপ্ যুক্। গল্পকথা বিশেষ। যেমন, হর্ষচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি উপলব্ধার্থ কথা প্রসঙ্গের নাম। গল্প। (আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা। অমর)।

আখ্যায়িন্ (ত্রি) আখ্যাতি কথয়তি আ-খ্যা-ণিনি যুক্। কথক। আবেদক। দূতাদি।

আগ। বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে পিটুলী নির্ম্মিত মন্দিরের মত বরণ দ্রব্য বিশেষ। ইহাকে 'শ্রী' ও কহে।

আগ্ড়া ইহা অগ্র শব্দের অপভ্রংশ। ধান্যাদির যে শেষ ভাগ কোন কাজে লাগে না।

আগড়, ইহা অর্গল শব্দের অপভ্রংশ। দ্বারাদি বন্ধ করিবার অথবা ঢাকা দিবার ঝাঁপ। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের অবস্থা যখন মন্দ ছিল, সে সময়ে গৃহস্থেরা শয়ন গৃহেও আগড় দিতেন। এখন কেবল গোয়ালে এবং দরিদ্রের ঘরে আগড় দেখা যায়। ইহার অপর নাম টাইট বা টাটী। ইহা দর্ম্মা, খল্পা অথবা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

আগত (ত্রি) আ-গম-ক্ত। উপস্থিত। প্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। আগমন।

আগতি (স্ত্রী) আ-গম-ক্তিন্। আগমন। প্রাপ্তি।

আগত্য। আগম্য (অব্য) আ-গম-ল্যপ্। বা মালোপে তুক্। আগমন করিয়া। *। বা লপি। পা ৬। ৪। ৩৮। যপ্ পরে থাকিলে অনুদাত্তোপদেশ বন্ ও তন্ ধাতুর বিকল্পে অনুনাসিকের লোপ হয়। ইহা বিকল্প বিধি, তজ্জন্য মান্ত অনিট্ ধাতুর বিকল্পে অনুনাসিকের লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু নান্ত অনিট্ ধাতুর অনুনাসিকের নিত্য লোপ হয়।

আগন্তব্য (ত্রি) আ-গম-তব্য। আগম্য। প্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত আগমন।

আগন্তু (পুং) আ-গম-তুন্। যে সর্ব্বদা থাকে না। অতিথি। হঠাৎ উপস্থিত। স্বার্থে কন্। আগন্তুক। ঐ অর্থ।

আগন্তুজ (ত্রি) আগন্তোঃ হঠাদাগতাজ্জায়তে জন-ড। হঠাৎ উৎপন্ন রোগাদি।

আগম (পুং) আ-গম-ঘ। আগমন। (গুরুস্তবৈবাগমএব ধৃষ্টতাম্। মাঘ। ১। ৩০)। (আগম আগমনমেব। মল্লি°)। প্রাপ্তি। উৎপত্তি। আগম্যতে প্রাপ্যতেহনেন আ-গম-করণে ঘ। সামদানভেদাদি উপায়। শাস্ত্রে পরিশ্রম। (রঘু ১। ১৫ শ্লোকে, প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ। প্রজ্ঞানুরূপ শাস্ত্রপরিশ্রমঃ। মল্লি°)। আগম শব্দের অর্থ ক্রয়াদি, এই কথা ব্যবহারমাতৃকাকার এবং বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য দীপকলিকাকারের মতে সাক্ষিপত্রাদি। (আগমস্থিতি আ-সম্যগ্ গম্যতে প্রাপ্যতে স্বং ভবতি যেন ক্রয়াদিনা স আগম ইতি ব্যবহারমাতৃকা। আগমঃ সাক্ষিপত্রাদিরিতি যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা। আগমো ধনোপার্জনোপায়ঃ ক্রয়াদিরিতি মৈথিলাঃ। ব্যবহারতত্ত্বে স্মার্ত্ত)

তত্ত্ব আবেদকশাস্ত্র। শাস্ত্রমাত্র। বেদ। মন্ত্র। সর্ব্বেগত্যর্থজ্ঞানার্থাশ্চ এই নিয়মাধীন, শব্দ জন্য বোধ শাব্দ বোধের সাধন শব্দ রূপ প্রমাণ। (পুং ক্লী°) তন্ত্রশাস্ত্র। ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অনুপঘাতী অট্ ইট্ ইত্যাদি শব্দ বিশেষ।

আগমকী। আগ্মী। ক্ষুদ্রলতা বিশেষ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জ্বরাদি রোগ হইলে ইহাতে উপকার দর্শে।

আগমন (ক্লী) আ-গম-ভাবে ল্যুট্। আগতি। আসা। উৎপত্তি।

আগমনী। শারদীয় দুর্গাপূজার সময়ে ভগবতীর কৈলাস হইতে হিমালয়ে আগমন সম্বন্ধীয় গান। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, ষষ্ঠীর দিন দুর্গা কোন হাড়ীর গৃহে

আসিয়া বাস করেন। পরে সপ্তমীর দিন তিনি মাতৃগৃহে আসেন। মাতৃগৃহে তিন দিন বাস করিয়া দশমীর দিন আবার হিমালয়ে চলিয়া যান। ভগবতী সম্বৎসর কাল কৈলাসে থাকেন, এখানে মায়ের মন বুঝে না; তজ্জন্য মেনকা, দুর্গার পুনর্ব্বার আগমন সময়ে বাৎসল্যভাবে নানা প্রকার দুঃখ করেন। কখন বা তিনি গিরিরাজকে ভৎর্সনা করেন। পূর্ব্বে কবির দলে দুর্গা পূজার সময়ে আগমনী গানের সৃষ্টি হয়। তাহার পর পাঁচালীতেও ইহা প্রচলিত হইয়া পড়ে। বিজয়ার সময়ে যে গান করা হয়, তাহার নাম বিজয়া।

আগমনী যথা—

১ চিতান। গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাণী
করুণবচনে কয়।
১ পরচিতান। উমা মা-আমার স্বর্ণলতা শ্মশানবাসী
মৃত্যুঞ্জয়॥
১ ফুকা। মরি জামাতার খেদে তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ্
কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না
যে দেখে আসি।
১ মেল্‌তা। আছি জীবন্মৃত হ'য়ে, আশা পথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়া নয়ন ঝরে।
মহড়া। কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
খাদ। শুনে জামাতার দুখ্ খেদে বুক্ বিদরে।
২ ফুকা। তুমি ইন্দুবদনা, কুরঙ্গনয়নী কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকল পরা।
২ মেল্‌তা। আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে।
অন্তরা। মরি ছি! ছি! ছি! একি কবার কথা শুনে
লাজে মরে যাই, তোমা হেন গৌরী,
দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই,
মাখে অঙ্গেতে ছাই।
২ চিতান। তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা
কূলে এনে দিতে পার।
২ পরচিতান। দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ্
সে দুখ ঘুচাতে নার।
৩ ফুকা। তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা,
ভাগ্যেতে মা হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করি, শঙ্কর ভিখারী,
উপজীব্য ভিক্ষা করা।
৩ মেল্‌তা। সদা বলি মা গিরিকে, আন গে গৌরীকে,
কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে। (রামবসু)।

কোন কোন স্থলে আগমনীতে উমারও খেদবাক্য থাকে। যথা,—

রাণীকে ভৎর্সনা ছলে কহিছেন ভবানী।
হাঁগো মা, মা গো মা, তাই তোমারে গো সুধাই।
মা বাপ থাক্‌তে কি মা, কন্যার মুখ চাইতে নাই।
ইত্যাদি।

কোন স্থলে পুরবাসীদেরও উক্তি থাকে। যথা—

পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা
তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অম্‌নী রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই। ইত্যাদি।

আগমবৎ (ত্রি) আগমোঽস্ত্যস্য আগম-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বত্বম্। আগম যুক্ত। (অব্য) তত্র তস্যেব। পা ৫। ১। ১৬ ইতি বতি। বেদের ন্যায়।

আগমবৃদ্ধ (ত্রি) আগমেন শাস্ত্রালোচনয়া বৃদ্ধঃ প্রবীণঃ। ৩-তৎ। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে।

আগমবেত্তৃ (ত্রি) আগমং বেত্তি আগম-বিদ্-তৃচ্। ৬-তৎ। আগমজ্ঞ। যিনি আগম জানেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আগমবেত্রী। যে স্ত্রী আগম জানেন।

আগমবেদিন্ (ত্রি) আগমং বেত্তি আগম-বিদ-ণিনি। ৬-তৎ। আগমবেত্তা। (পুং) শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য।

আগমাপায়িন্ (ত্রি) আগমশ্চ অপায়শ্চ তৌ স্তোঽস্য ইনি। উৎপত্তি এবং বিনাশশীল। (স্ত্রী) ঙীপ্ আগমাপায়িনী।

আগমাবর্ত্তা (স্ত্রী) আগমমাত্রেণ প্রাপ্তিমাত্রেণ আবর্ত্ততে কণ্ডূয়নমস্যাঃ আগম-আ-বৃত-অপাদানে ঘঞ্। বৃশ্চিকালী। বিছাতি। ক্ষুপবিশেষ।

আগমিক (ত্রি) আগমাদাগতঃ ঠঞ্। আগমপ্রাপ্ত।

আগমিত (ত্রি) আ-গম-স্বার্থে ণিচ্ ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। অধীত। জ্ঞাত। পঠিত। প্রেরণে ণিচ্ ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। যাপিত। প্রাপিত।

আগমিন্। আগামিন্ (ত্রি) (ভবিষ্যতি. গম্যাদয়ঃ। পা ৩।৩।৩) ইতি ইনি ণিৎ। পুনশ্চ, গমেরিনিঃ। উণ্ ৪।৬, আঙি ণিৎ। উণ ৪।৭। অনন্তরনে গম্যাদী-নামুপসংখ্যানম্। বার্ত্তিক, ইতি বা হ্রস্বঃ।

আ-গম-ইনি ণিৎ। যাহা আসিবে। ভাবী।

আগর (পুং) আগরতি সিঞ্চতি জলং বর্ষায়াং প্রায়েণাত্র আ-গৃ সেচনে-আধারে অপ্। অমাবস্যা। বর্ষাকালে অমাবস্যা তিথিতে প্রায় বৃষ্টি হয়, তজ্জন্য অমাবস্যাকে 'আগর' কহে।

আগরওয়ালা। ইহাদিগকে সচরাচর 'আগরওয়ালা বেণে' কহে। বোধ হয় ইহারাই পূর্ব্বের বৈশ্যজাতি, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনু-মান করেন যে, প্রথমে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাস আগরায় ছিল, তজ্জন্য লোকে ইহাদিগকে আগরওয়ালা কহে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজপুতানার প্রান্তে আগ্রহ নামক স্থানে উগ্রসেন রাজা ছিলেন। তিনি বৈশ্যজাতীয়। ইহাঁর জ্ঞাতিদের মধ্যে কোন কোন শাখার লোকেরা শূদ্র কন্যা বিবাহ করে, তাহাতে বর্ত্ত-মান আগরওয়ালা বণিক্ জাতির উৎপত্তি হয়। শাহা-উদ্দিন-ঘোরী আগরওয়ালাদের দেশ অধিকার করিয়া লইলে তাহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে গিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল।

কথিত আছে উগ্রসেন, নাগরাজ কুমুদের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নাম মাধবী। লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদে মাধবীর গর্ভে উগ্রবল নামে এক সন্তান জন্মে। এখন-কার প্রচলিত 'আগরওয়ালা' শব্দ উগ্রবল শব্দের অপ-ভ্রংশ। লক্ষ্মীদেবী উগ্রসেনকে এই বর দিয়াছিলেন যে,—"যাবৎ তোমার বংশধরেরা দেওয়ালী পার্ব্বণ ভক্তি পূর্ব্বক সম্পন্ন করিবে, সে পর্য্যন্ত সকলের ভাণ্ডার ধন-ধান্যে পূর্ণ থাকিবে। আগরওয়ালা বণিক্‌দের মধ্যে অনেকেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী।

আগল। আগলান। রক্ষা করা। চৌকী দেওয়া।

আগবীন (ত্রি) গোঃ প্রত্যর্পণপর্য্যন্তং যঃ কর্ম্ম করোতি। আঙ্ পূর্ব্বাদেগোঃ কর্ম্মকরে হর্থে খ প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। গৃহস্থ বাটী হইতে গোরু ছাড়িয়া দিলে যে রাখাল সেই গোরু চালায় বা পালন করে। (আগবীনঃ। পা ৫।২। ১৪। আঙ্ পূর্ব্বাদেগোঃ কর্ম্মকরে খ প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। গোঃ প্রত্যর্পণপর্য্যন্তং যঃ কর্ম্ম করোতি স আগবীনঃ সিং কৌং উক্ত সূত্রে)।

আগস্ (ক্লী) এতি গচ্ছতি দণ্ডদানাৎ। ইণ-(ইণ-আগো হপরাধে চ। উণ্ ৪।২১১) ইতি অসুন্ ধাতোরাগা-দেশ্চ। অপরাধ। দণ্ড। পাপ। (পাপাপরাধয়োরাগঃ। অমর)। (আগোহপরাধদণ্ডয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত)।

আগস্কৃত (ত্রি) আগস্-কৃ-ক্ত। অপরাধী। অপরাধকারী।

আগস্তী (স্ত্রী) অগস্ত্যস্যেয়ম্ অগস্ত্য-অণ্ ঙীপ্ যলোপঃ। দক্ষিণদিক্। *। সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্য মৎস্যানাং য উপধায়াঃ। পা ৬।৪।১৪৯। সূর্য্যাদি শব্দের উপধার ভ সংজ্ঞক যকা-রের লোপ হইয়া থাকে।

আগস্তীয় (ত্রি) অগস্ত্যায় হিতং ছণ্ য লোপঃ। অগস্ত্যের হিতকারক। [যকার লোপের সূত্র আগস্তী শব্দে দেখ]।

আগস্ত্য (ত্রি) অগস্ত্যস্যেদম্ অগস্ত্য যঞ্ য লোপঃ। অগস্ত্য মুনি সম্বন্ধীয় বস্তু। দক্ষিণদিগ্ ভাগ। (পুং স্ত্রী) অগস্তে-রপত্যং গর্গাদিং যঞ্। অগস্তির অপত্য পুত্র বা কন্যা। অগস্ত্য-কথাদিং অণ্। অগস্ত্যের গোত্রাপত্য। পুত্র বা কন্যা এই উভয় স্থলেই (স্ত্রী) ঙীপ্ যকার লোপঃ আগস্তী। [যকার লোপের সূত্র আগস্তী শব্দে দেখ]।

আগা। অগ্র শব্দের অপভ্রংশ। ডগা। ধার।

আগাছা। বুনো গাছ। যে বৃক্ষাদি ফল পুষ্পাদির জন্য রোপণ করা হয় না।

আগাধ (ত্রি) অগাধঃ অতলস্পর্শ এব স্বার্থে অণ্ আদ্য-চোবৃদ্ধিঃ। অতলস্পর্শ। যাহা সহজে বুঝা যায় না।

আগান্তু (পুং) আ-গম-তুন্ নিং বৃদ্ধিঃ। অতিথি। আগন্তুক শব্দের অর্থ।

আগামক (ত্রি) আগময়তি ভবিষ্যদ্বস্তু বোধয়তি আ-গম-ণিচ্ বৃদ্ধি পৃং ন হ্রস্বঃ ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। ভবিষ্যদ্বিষয় জ্ঞাপক।

আগামিন্ (ত্রি) আগমিষ্যতি আ-গম-(আঙি ণিৎ। উণ্ ৪।৭) ইতি ইনি ণিত্বাদ্‌বৃদ্ধিঃ। আগন্তুক। ভবিষ্যৎ কালে যাহা হইবে।

আগামারা। অগামারা। আগামারা অর্থাৎ যাহার বুদ্ধির অগ্রভাগ মরিয়া গিয়াছে। যাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধার নাই। অগামারা—অজ্ঞানতা যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞান-তায় যে জড়ীভূত হইয়া আছে।

আগামুক (ত্রি) আ-গম-উকঞ্। ঞিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। আগমনশীল। *। লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন-কম-গমশৃভ্য উকঞ্। পা ৩।২।১৫৪। এই সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে উকঞ্ প্রত্যয় হয়।

আগার (ক্লী) অগ-কুটিলায়াং গতৌ ঘঞ্ আগন্তমৃচ্ছতি ঋ-অণ্। উপ০ স০। গৃহ। ঘর। ভবন্।

আগারগোধিকা (স্ত্রী) ৬-তৎ। টিকটিকি। গৃহগোধিকা।

আগারধূম (পুং) আগারং গৃহং ধূময়তি আগার-ধূম-কৃত্যর্থে-ণিচ্ অণ্ ণিচ্ লোপঃ। ঝুল। ঝুর। ৭-তৎ গৃহস্থিত ধূম।

আগনা। আঙ্গিনা। অঙ্গন শব্দের অপভ্রংশ। উঠান।

আগু। অগ্র শব্দের অপভ্রংশ। যেমন,—সে আগু আগু যাই-তেছে অর্থাৎ অগ্রে অগ্রে।

আগুড়ী। আগামী শব্দ হইতে এই রূপ হইয়াছে। আগামী। অগ্রিম। 'এই গাছে আগুড়ী ফল পাকে'—অর্থাৎ সকলের প্রথমে।

আগুন। ইহা অগ্নি শব্দের অপভ্রংশ।

আগুর্ (স্ত্রী) আ-গুর-ক্বিপ্। প্রতিজ্ঞা।

আগুরণ (ক্লী) আ-গুর-ল্যুট্ পৃ০ গুণাভাবঃ। উদ্যম। পৃ০ দীর্ঘ আগূরণ। উদ্যম।

আগুরি। এই জাতি আপনাদিগকে 'উগ্রক্ষেত্রি' বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বকালের সূত জাতি এখনকার আগুরী-দের একটী বিভাগের অন্তর্গত। মনুর মতে, ক্ষত্রি-য়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে জাত সন্তানকে সূত কহে (ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাততঃ। ১০।১১)। ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রজাত হইতে যে সন্তান জন্মে তাহাকে উগ্র জাতীয় বলা যায়। (ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র-কন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে। ১০।৯)।

মনু এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, যেমন ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার মধ্যে ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্যাতে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হয়, তদ্রূপ বৈশ্যের ঔরসে এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ হীন হয় অর্থাৎ এরূপ প্রাতলোমজ সন্তান সম্পূর্ণ নিন্দিত নহে। (মনু ১০।২৮)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান সূত জাতীয়। ইহারা এখন-কার আগুরীর একটী শাখা। এদিকে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং শূদ্রকন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহাদের নাম উগ্র। ইহারাই এখনকার প্রকৃত আগুরী। মেধাতিথি মনুর ১০।২৮ বচনের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনু-সারে আগুরীদের যজ্ঞোপবীত হইতে পারে, কিন্তু গৌতমের মতানুসারে তাহা সঙ্গত নহে। (মেধাতিথিস্তু দ্বিজত্বপ্রতিপাদকমেতৎ এবাং বচনমুপনয়নার্থমিত্যাহ। তন্ন। প্রতিলোমজাস্তু ধর্ম্মহীনা ইতি গৌতমেন সংস্কার নিষেধাৎ। কুল্লূকভট্ট ১০।২৮ মনুবচনে)। পুনশ্চ—তান-নন্তরনাম্ন ইতি যদুক্তং তৎ তজ্জাতিব্যপদেশার্থং ন সংস্কারার্থমিতি কর্ম্মচিদ্‌ভ্রমঃ স্যাৎ অত এবাং দ্বিজাতি সংস্কারার্থমিদং বচনং যে পুনরন্তে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈষামুপনয়নমস্তি। কুল্লূক ১০।৪১ মনুবচনে।

মনু লিখিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে সূত কহে। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু এবং তুর্ব্বসুর জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের বরে এই সন্তানেরা সূত জাতীয় বলিয়া পরিচিত হন নাই।

এখন বঙ্গদেশের আগুরীরা কায়স্থ এবং সদ্গোপের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকর্ম্ম করে, অনেকে আবার উচ্চপদস্থও হইয়াছেন। মনু বলেন, ক্ষত্র, উগ্র এবং পুক্কসজাতীয়েরা গর্ত্ত হইতে গোধাদি ধরে ও বধ করে। (ক্ষত্রুগ্রপুক্কসানাস্তু বিলৌ-কোবধবন্ধনম্।১০।৪৯)। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে সূত-জাতি ঘোড়া দৌঁয়াইয়া শিক্ষা দিত এবং অশ্বসারথ্য করিত। (সূতানামশ্বসারথ্যম্। মনু ১০।৪৭)। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে এক প্রকার আগুরী আছে, তাহারা বাগ্‌দী ও নিষাদের মত। অনেক স্থলে জানা শাখার আগুরীরা বিবাহের সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। ইহারা অনেকাংশে বাঙ্গালার রজপুতের তুল্য। আগুরীরা ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

আগূ (স্ত্রী) আ সম্যগ্ গচ্ছতি আ-গম-ক্বিপ্। (গমা-দীনামিতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক। পা ৬।৪।৪০ সূত্রে) ইতি মলোপঃ (ঊঙ্ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যম্ ইতি ম লোপশ্চ উকার ইতি চ। উক্ত সূত্রস্থ বার্ত্তিক দ্বয়েন ঊঙ্-গস্থ অকার লোপশ্চ। প্রতিজ্ঞা। (সম্বিদাগূঃ প্রতি-জ্ঞানম্। অমর)।

আগূর্ণ (ত্রি) আ-গুর-গূর বা ক্ত রেফাৎ পরত্বাৎ তস্য নঃ। উদ্যত। ভাবে ক্ত। উদ্যম।

আগূর্ত্ত (ত্রি) আ-গুর গূর বা ক্ত বেদে নি০ নত্বাভাবঃ। উদ্যত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। উদ্যম। *। ন সত্তনিষত্তনুত্ত প্রতূর্ত্তসূর্ত্তগূর্ত্তানিচ্ছন্দসি। পা ৮।২।৬১। বেদে নিপাতনে এই সকল শব্দের ত স্থানে ন হয় না।

আগূর্ত্তিন্ (ত্রি) আগূর্ত্তম্ অনেন ইষ্টাদি০ ইনি। কৃতোদ্যম।

আগে। অগ্রে শব্দের অপভ্রংশ। প্রথমে।

আগ্নাপৌষ্ণ (ত্রি) অগ্নিশ্চ পূষা চ দ্বন্দ্ব° আনঙ্ অগ্না-পূষাণৌ তৌ দেবতে হস্য অণ্ দ্বিপদ বৃদ্ধিঃ বাহু° নেৎ। অগ্নাপূষদেবতাক হবিঃ প্রভৃতি। যে সকল হবনীয় দ্র.ব্যর দেবতা অগ্নি এবং সূর্য্য।

।*। সাস্য দেবতা। পা ৪। ২। ২৪। তিনি ইহার দেবতা এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। *। দেবতা দ্বন্দ্বে চ। পা ৭। ৩। ২১। ঞ ইৎ, ণ ইৎ, এবং ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্ব্ব এবং উত্তর পদের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়। *। ইদ্বৃদ্ধৌ। পা ৬। ৩। ২৮। উত্তর পদের বৃদ্ধি হইলে দেবতাদ্বন্দ্ব-বিষয়ে অগ্নি শব্দ স্থানে ইৎ হয়। এই সূত্রানুসারে ইৎ হইতে পারিত, কিন্তু নিপাতনে তাহা হয় নাই। আনঙ্ হইয়াছে।

আগ্নাবৈষ্ণব (ত্রিঃ) অগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ দ্বন্দ্ব° আনঙ্ অগ্না-বিষ্ণু তৌ দেবতে হস্য অণ্ দ্বিপদ-বৃদ্ধিঃ। যে সকল হবনীয় দ্রব্যের দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু। *। ইদ্বৃদ্ধৌ বিষ্ণোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক, পা ৬। ৩। ২৮ সূত্রে। এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে ইৎ হয় নাই। অগ্নাবিষ্ণুশব্দৌ বিদ্যতে যত্র (বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫। ২। ৬১, ইতি অণ্। আগ্নাবৈষ্ণবশব্দযুক্ত অধ্যায়। আগ্নাবৈষ্ণব শব্দ-যুক্ত অনুবাক্।

আগ্নিক (ত্রি) অগ্নেরিদং বাহু° ঠক্। অগ্নি সম্বন্ধী।

আগ্নিদাত্তেয় (ত্রি) অগ্নিদত্তস্যেদম্ অগ্নিদত্ত চাতুরর্থ্যাং সখ্যাদি° ঢঞ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। আগ্নিদত্তের সমীপস্থ দেশাদি। ।*। বুঞ্ছণ্ ইত্যাদি পা ৪। ২। ৮০ সূত্রস্থ সখ্যাদিভ্যো ঢঞ্। *। অনুশতিকাদীনাঞ্চ। পা ৭। ৩। ২০। ঞ ইৎ, ণ ইৎ, ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অনুশতিকাদিগণের উভয় পদের আদ্যচের বৃদ্ধি হয়।

আগ্নিপদ (ত্রি) অগ্নিপদে দীয়তে কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদি° অণ্। অগ্নিস্থানে দীয়মান দ্রব্য। অগ্নিস্থানে কর্ত্তব্য বস্তু।

আগ্নিমারুত (ত্রি) অগ্নিশ্চ মরুতশ্চ দ্বন্দ্ব° আনঙ্। অগ্না-মারুতৌ তৌ দেবতে অস্য অণ্ দ্বিপদ বৃদ্ধিঃ (ইদ্বৃদ্ধৌ। পা ৬। ৩। ২৮) ইতি ইৎ। অগ্নি এবং মরুত দেবতাক স্তোত্র বিশেষ। যে হবনীয় ঘৃতাদির দেবতা অগ্নি এবং বায়ু। স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ।

আগ্নিবারুণ (ত্রি) অগ্নিশ্চ বরুণশ্চ দ্বন্দ্ব° ঈৎ অগ্নীবরুণৌ তৌ দেবতে অস্য অণ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ ইৎ। অগ্নিদেবতাক হবিঃ প্রভৃতি। যে সকল হবনীয় দ্রব্যের দেবতা অগ্নি এবং বরুণ।

আগ্নিবেশ্য (পুং স্ত্রী) অগ্নিবেশ্যস্য ঋষেরপত্যম্ অগ্নিবেশ্য (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যঞ্। অগ্নি-বেশ্য ঋষির পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ য লোপঃ অগ্নিবেশী। অগ্নিবেশ্য গোত্রজ কন্যা।

আগ্নিশর্ম্ম (পুং স্ত্রী) অগ্নিশর্ম্মণোঽপত্যং (বাহ্বাদিভ্য ইঞ্। পা ৪। ১। ৯৬। ইতি ইঞ্ আদ্যচ বৃদ্ধিঃ। অগ্নি-শর্ম্মার পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। ততঃ গোত্রে ফক্। আগ্নিশর্ম্মায়ণঃ অগ্নিশর্ম্মার গোত্রজ পুত্র বা কন্যা। (ত্রি) অগ্নিশর্ম্মৌ ভবঃ গহাদি° ছ অগ্নিশর্ম্মীয়। অগ্নিশর্ম্মা হইতে জাত।

আগ্নিষ্টোমিক (পুং) অগ্নিষ্টোমং ক্রতুং বেত্তি তৎপ্রতি-পাদক গ্রন্থমধীতে বা ঠক্। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞজ্ঞাত ব্যক্তি। যিনি অগ্নিষ্টোম ব্রত করিতে জানেন। যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠ করেন। অগ্নিষ্টোম গ্রন্থস্য ব্যাখ্যানঃ গ্রন্থঃ ঠঞ্। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ব্যাখ্যান গ্রন্থ। (স্ত্রী) ঙীপ্। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবৃতি। *। ক্রতূকৃথাদি সূত্রান্তাৎ ঠক্। পা। ৪। ২। ৬০। ক্রতু যজ্ঞেভ্যশ্চ। পা ৪। ৩। ৬৮। (অগ্নিষ্টোমস্য ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা আগ্নিষ্টোমিকঃ। সি° কৌ°)।

আগ্নিষ্টোমিকী (স্ত্রী) অগ্নিষ্টোমস্য দক্ষিণা (তদস্য দক্ষিণা যজ্ঞাখ্যেভ্যঃ। পা ৫। ১। ৯৫) ইতি ঠক্ ঙীপ্। অগ্নি-ষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণা।

আগ্নীধ্র (ক্লী) অগ্নিমিন্ধে অগ্নি-ইন্ধ-ক্বিপ্ অগ্নীৎ তস্য শরণং গৃহং। (অগ্নীধঃ শরণে রণ্ ভঞ্চ। বার্ত্তিক পা ৪। ৩। ১২০ সূত্রে) ইতি রণ্-প্রত্যয়ঃ। যজমানের স্থান। (পুং) সাগ্নিক দ্বিজ। (অগ্নিমিন্ধে অগ্নীৎ তস্য স্থানং আগ্নীধ্রং। তাৎস্থ্যাৎ সোঽপি আগ্নীধ্রঃ। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)। অগ্নিং ধারয়তি অগ্নি-ধৃ-মূলাদি° ক পূর্ব্বপদদীর্ঘশ্চ ততঃ স্বার্থে অণ্ ইতি বা। সাগ্নিক যজমানদ্বিজ। অগ্নীধ্র স্বার্থে অণ্। আগ্নীধ্র স্থান। (স্ত্রী) ঙীপ্। আগ্নিধ্রী। স্বার্থে গহাদি ছ আগ্নিধ্রীয়, অগ্নিস্থান (ত্রি)। বৃদ্ধাচ্ছ। আগ্নীধ্র সম্বন্ধীয়। *। অগ্নীধ্রসাধারণা-দঞ্। বার্ত্তিক, পা ৫। ৪। ২৫ সূত্রে। আগ্নীধ্র—সাধারণ। স্ত্রী-ঙীপ্ আগ্নীধ্রী, সাধারণী। বিকল্পে টাপ্ আগ্নীধ্রা শালা। সাধারণা।

আগ্নিধ্র্যা (স্ত্রী) আগ্নিধ্রস্থানমর্হতি যৎ টাপ্। অগ্নিস্থিতির যোগ্যশালা। যে গৃহে অগ্নি থাকে।

আগ্নেন্দ্র (ত্রি) অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ দ্বন্দ্ব° আনঙ্ তৌ দেবতে

অস্য অণ্। (নেন্দ্রস্য পরস্য। পা ৭। ৩। ২২) ইতি ন পরপদবৃদ্ধিঃ বৃদ্ধ্যভাবান্ ইৎ। অগ্না ইত্যাকারেণ ইন্দ্রে ঈকারস্য সন্ধিঃ। আগ্নেন্দ্র দেবতাক হবিঃ প্রভৃতি দ্রব্য। যে সকল হবনীয় দ্রব্যের দেবতা অগ্নি এবং ইন্দ্র। (স্ত্রী) ঙীপ্। আগ্নেন্দ্রী। অগ্নি ও ইন্দ্র সম্বন্ধি আহুতি প্রভৃতি।

আগ্নেয় (ত্রি) অগ্নেরিদম্ অগ্নির্দেবতা বাস্য (অগ্নেঢ'ক্। পা ৪।২।৩৩) ইতি ঢক্। যে ঘৃত প্রভৃতি অগ্নি দেবতাকে দেওয়া হয়। যে সকল হবনীয় দ্রব্যের দেবতা অগ্নি। অগ্নিসম্বন্ধি। (ক্লী) কৃত্তিকা নক্ষত্র। কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি, তজ্জন্য উহার নাম আগ্নেয়। অগ্নিনা প্রোক্তং পুরাণম্। আগ্নেয় পুরাণ। ইহাকে অগ্নি পুরাণও কহে। (স্ত্রী) প্রতিপৎ। প্রথম তিথি। প্রতিপদেরও দেবতা অগ্নি, তজ্জন্য উহার আগ্নেয় নাম হইয়াছে। স্বর্ণ। কথিত আছে যে, স্বর্ণ অগ্নির বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে, সে কারণ স্বর্ণকে আগ্নেয় কহে। (পুং) কার্ত্তিকেয়। মহাদেবের বীর্য্য অগ্নিতে পতিত হয়, তাহাতে কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম আগ্নেয়। (ক্লী) রক্ত। রক্তের উৎপত্তি জঠরানলে, সেই জন্যই হউক বা দেহস্থ পিত্ত-রূপ-অগ্নির বিকার বলিয়াই হউক রক্তের নাম আগ্নেয়। (ত্রি) অগ্নয়ে হিতং ঢক্। জঠরানলের বৃদ্ধিকর ঔষধ দ্রব্য বিশেষ। বাহ্য অগ্নি বর্দ্ধক ধূনা, রজন, জতু প্রভৃতি দ্রব্য।

যে পর্ব্বতের উপরিভাগে গহ্বর থাকে এবং তাহার গর্ভ হইতে ধাতুদ্রব ও অন্যান্য নানা প্রকার পদার্থ আগুনের সঙ্গে তেজে সেই গহ্বর দিয়া সময়ে সময়ে বাহির হয়, তাহাকে আগ্নেয় গিরি কহে। যেমন এটনা বিসুবিয়স্ প্রভৃতি।

(পুং) দেশ বিশেষ। যে দেশে স্বাভাবিক অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই দেশ। দক্ষিণাপথের নিকটে কিষ্কিন্ধ্যা দেশের সমীপস্থ মাহিষ্মতীপুর বিশিষ্ট। সেখানে অগ্নি নীলরাজের কন্যার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তথায় বাস করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নির উপাসনার মন্ত্র। (স্ত্রী) অগ্নি সম্বন্ধীয় ধারণা বিশেষ। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এই উভয়ের মধ্যদিক্। অগ্নের্ভক্তঃ ঢক্। অগ্নিভক্ত। অগ্নির অপত্য পুত্রকন্যা (ত্রি) অগ্নি হইতে আগত। (ক্লী) অগ্নিদৃষ্ট সামবেদ। (ক্লী) ভস্ম মাখিয়া স্নান বিশেষ। রাজার চরিত্র বিশেষ। (ত্রি) অগ্নৌ অগ্ন্যুদ্দীপনে সাধু ঢক্। আগুন লাগাইলে যাহা সহজে জ্বলিয়া উঠে; যেমন জতু, ঘৃত, ধুনা ইত্যাদি। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য বারণাবতে জতু প্রভৃতি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তজ্জন্য উহাকে আগ্নেয় গৃহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (কৃতং হি ব্যক্তমাগ্নেয়মিদং বেশ্ম পরন্তপ)। (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ; যেমন বন্দুক প্রভৃতি যে অস্ত্র অগ্নি-সংযোগ দ্বারা ছুড়িতে হয়, কিংবা যাহা হইতে অগ্নিময় দ্রব্য গিয়া আঘাত করে। অগ্নেরাগতঃ ঢক্। অগ্নি প্রকৃতিক কীট বিশেষ। অর্থাৎ সেই সকল কীটের প্রকৃতি অগ্নি (পিত্ত) ঐ কীট চব্বিশ প্রকার। ১ কৌণ্ডিল্যক, ২ করভক, ৩ বরটী, ৪ পত্রবৃশ্চিক, ৫ বিনাশিকা, ৬ ব্রহ্মণিকা, ৭ বিন্দল, ৮ ভ্রমর, ৯ বাহ্যকী, ১০ পিচ্চিট, ১১ কুম্ভ, ১২ বর্চ্চঃ কীট, ১৩ অরিসেদক, ১৪ পদ্মকীট, ১৫ দুন্দুভি, ১৬ মকর, ১৭ শতপাদক, ১৮ পাঞ্চাল, ১৯ পাকমৎস্য, ২০ কৃষ্ণতুণ্ড, ২১ গর্দ্দভী, ২২ ক্লীত, ২৩ কৃমি সরারী, ২৪ উৎক্লেশক। এই চব্বিশ প্রকার কীট যাহাকে দংশন করে তাহার পিত্তজ রোগ জন্মে। আগ্নায়ী দেবতা অস্য ঢক্ পুংবদ্ভাবঃ। যে স্থালী পাকের দেবতা স্বাহা।

আগ্ন্যাধানিকী (স্ত্রী) অগ্ন্যাধানস্য যজ্ঞস্য দক্ষিণা ঢক্। আগ্ন্যাধান যজ্ঞের দক্ষিণা। [আগ্নিষ্টৌমিক শব্দ দেখ]।

আগ্রভোজনিক (পুং) অগ্রভোজনং নিয়তং দীয়তেঽস্মৈ ঢঞ্। নিয়ত অগ্রভোজনদানের সম্প্রদান। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। যাহারা শ্রাদ্ধের অগ্রভোজন দ্রব্য লয়।

আগ্রয়ণ (ত্রি) অগ্রে ভবং অগ্র-অণ্ আগ্রং আগ্রং অয়নং ভোজনং শস্যাদের্যেন, শকন্ধাদিᐤ অকার লোপঃ। নূতন শস্য আনিবার নিমিত্ত সাগ্নি কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ। শস্যপাকান্তে সমাধেয় যাগবিশেষ। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

আগ্রহ (পুং) আগৃহ্য বশীভূয়তে মনো যেন আ-গ্রহ-(গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩। ৩। ৫৮) ইত্যপ্। আবেশ। আসক্তি। অভিনিবেশ। আশ্রম। অনুগ্রহ। গ্রহণ।

আগ্রহায়ণ (পুং) অগ্রহায়ণী মৃগশিরো নক্ষত্রং। মৃগশীর্ষে মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী। তয়া যুক্তা পৌর্ণমাসী। অগ্রহায়ণ মাস, চান্দ্রমার্গশীর্ষমাস।

আগ্রহায়ণক (ক্লী) আগ্রহায়ণ্যাং দেয়ম্ ঋণম্ আগ্রহায়ণী (সংবৎসরাগ্রহায়ণীভ্যাঞ্চ। পা ৪। ৩। ৫০) ইতি চাৎ বুঞ্। যে ঋণ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে দিতে হয়।

আগ্রহায়ণিক (ক্লী) আগ্রহায়ণ্যাং দেয়ম্ ঋণং আগ্রহায়ণী ঠঞ্। অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমাতে দাতব্য ঋণ। [ঠঞের সূত্র আগ্রহায়ণক শব্দে দেখ] (আগ্রহায়ণ্যশ্বত্থাট্ ঠক্ পা ৪। ২। ২২) ইতি ঠক্। আগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীযুক্ত মাস। চান্দ্রমার্গশীর্ষ মাস। মতভেদে ইহাই বৎসরের প্রথম মাস।

আগ্রহায়ণী (স্ত্রী) অগ্রে হায়নমস্যাঃ প্রজ্ঞাদি অণ্ ঙীপ্। আগ্রহায়ণী। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। অগ্রে হায়নমস্যা ইতি আগ্রহায়ণী। প্রজ্ঞাদেরাকৃতিগণত্বাদণ্। পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামিতি ণত্বম্। আগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ আগ্রহায়ণিকো মাসঃ। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে।

আগ্রহারিক (ত্রি) অগ্রহারোঽগ্রভাগো নিয়তং দীয়তে ঽস্মৈ ঠঞ্। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।

আগ্রা। (ইহা অগ্রবণ শব্দের অপভ্রংশ) উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিভাগ বিশেষ। ইহার উত্তরে মথুরা ও ইটা; পূর্ব্বদিকে মৈনপুরী এবং এটোয়া; দক্ষিণে ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র, পশ্চিমে ভরতপুর। আগ্রা, মথুরা, ফরক্কাবাদ, ইটা, এটোয়া এবং মৈনপুরী, ইহার মধ্যে এই ছয়টা জেলা আছে।

আগ্রা নগর যমুনা নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল। অকবরের পূর্ব্বে প্রথমে লোদী বংশীয় মুসলমান সম্রাটেরা এখানে অবস্থান করেন। ইব্রাহিম লোদী, বাবরের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন্। ইহার এক বৎসর পরে ফতেপুর-সিক্রিতে বাবর, রাজপুত সৈন্যকে পরাভূত করেন। ইহার পরেই আগ্রায় রাজধানী সংস্থাপিত হয়। বাবর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন, শের-শা কর্ত্তৃক পরাস্ত ও দূরীভূত হন। শেষে হুমায়ুনের পুত্র অকবর শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দিল্লি হইতে আগ্রাতে রাজধানী স্থাপিত করেন। অকবরের রাজত্বকালে এই নগরে অনেকগুলি কেল্লা ও মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে অরঙ্গজিব দিল্লিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে আগ্রা নগরের পতন আরম্ভ হইল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইহা সিন্ধিয়ার হস্তগত হয়। পরিশেষে ১৮০৩ সালে লর্ড লেক এই স্থান ইংরাজদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

আগ্রার অট্টালিকা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গির তাঁহার শ্বশুরের স্মরণার্থ একটা কবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার নাম জাহাঙ্গির মহল। মতি-মস্‌জিদ, জমা-মস্‌জিদ খাস মহল, তাজমহল প্রভৃতি অপূর্ব্ব বাটী ও কবর শা-জেহানের সময়ে নির্ম্মিত হয়।

জমা-মস্‌জিদ অর্থাৎ বৃহৎ মস্‌জিদ; ইহা শ্বেত ও রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। শা-জেহানের কন্যা জাহানারার স্মরণার্থ ইহা নির্ম্মাণ করা হয়। জাহানারা অরঙ্গজিবের ভগিনী। অরঙ্গজিব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। দিল্লির নিকটে তাঁহার কবর আছে। উহা স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত।

আগ্রার প্রসিদ্ধ দুর্গ রক্তবর্ণ পাথরে নির্ম্মাণ করা। ইহার পাঁচিল উর্দ্ধে প্রায় ৪৬ হাত, পরিধি অন্যূন দেড় মাইল। কেল্লার ভিতরে অনেকগুলি বাড়ী আছে। সর্ব্ব প্রথমে দেওয়ানী আম। ইহা অরঙ্গজিব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর দেওয়ানী খাস। ইহার পর খাসমহল। খাসমহলের দক্ষিণে জাহাঙ্গির মহল। এই অট্টালিকা সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। মতি মস্‌জিদ দেওয়ানী আমের উত্তরে। প্রবাদ আছে, এক বার সম্রাট্ মানসিংহের উপরে রুষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্য মানসিংহ কেল্লার উপর হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া নিম্নে লাফাইয়া পড়েন। নিম্নে পড়িয়া ঘোড়াটী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। মানসিংহের এই বীরত্বের স্মরণার্থ অদ্যাবধি কেল্লার পাশে একটী পাথরের ঘোড়ার মাথা পোতা আছে। আগ্রার কেল্লার কাছে এখন রেলওয়ের ষ্টেশন হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমে নয়, কেবল এ ভারতেও নয়,—তাজমহল ভুবন বিখ্যাত। পাথরের খোদাই কৌশল এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণের কারিকরির কথা বলিতে হইলে তাজমহলের নাম আগে করিতে হয়। বিচিত্র উদ্যানের ভিতরে এই মনোহর কবর। আগাগোড়া পরিষ্কার শ্বেত পাথরে নির্ম্মাণ করা। কতকাল হইল,—আজও নূতন, যেন সে দিন কে গড়িয়া দিয়াছে।

বাহির হইতে প্রথমে কিছু উপরে উঠিলে উদ্যানের দ্বার। তাহার পর নিম্নে নামিলে বাগানের জমি। সম্মুখে প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা। দুই ধারে জলপ্রণালী; বড় বড় পুরাতন আমগাছ, ফলের ফুলের নানাবিধ বৃক্ষ,—নন্দনবনের মত এই বন যত্ন করিয়া সাজান হইয়াছে। সম্মুখে তাজমহল। প্রথমে অনেকটা প্রশস্ত চতুষ্কোণ পীঠ শ্বেত পাথরে বাঁধান। ইহার চারিকোণে কলিকাতার গড়ের মাঠের মন্যুমেণ্টের মত চারিটী উচ্চ

স্তম্ভ। তাহার ভিতর দিয়া উপরে উঠিবার পথ আছে। মধ্যস্থলে তাজমহলের গুম্বজ। গুম্বজের নীচের দেউলে বহুমূল্য রত্ন বসানো,—তাহাতে কত রকম ফুল লতা পাতা কাটা। গুম্বজের ভিতর কি ভাবে আপনিই যেন গম্ভীর হইয়া আছে। ধীরে ধীরে একটী কথা কও, অমনি উপর দিকে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি তোমার সঙ্গে সাতবার কথা কহিবে। মধ্যস্থলে উজ্জ্বল শ্বেত পাথরের কবর, তাহার ধারে ধারে পাথরের রেল-গাঁথা। উপরের কবর আসল নহে। সম্মুখদ্বারের পাশ দিয়া নিম্নে নামিতে হয়। সেই খানে সম্রাট্ শা-জেহান পাশে প্রিয় মহিষী মুমতাজ মহল। সম্রাট্ প্রেয়সীর প্রণয়সিন্ধুতে ডুবিয়া প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিয়া যেন এক ঘুমেই তুজনে ঘুমাইয়া আছেন।

শা-জেহান বাদশার প্রিয়তমা মহিষী আর্জ্জিমন্দবানুর স্মরণার্থ তাজমহল নির্ম্মিত হয়। আর্জিমন্দবানুর অপর নাম মুমতাজ মহল। ১৬২৯ খৃঃ অব্দে মুমতাজের মৃত্যু হয়। তাহার পরেই এই মনোহর কবর নিম্মাণ করিতে লোক লাগিল। কথিত আছে, বিশ হাজার কারিকর একাদিক্রমে বিশ বৎসর কাজ করিয়া তাজমহল সমাপ্ত করিয়াছিল। শা-জেহানের মৃত্যুর পরে তাহাকেও মুমতাজ রাণীর পাশে সমাহিত করা হয়।

তুলা এবং লবণ আগ্রার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। কথিত আছে, এখানে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে আগ্রার ইংরাজগণকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর কর্ণেল ব্রেস্থে বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন।

আগ্রায়ণ (পুং স্ত্রী) অগ্রনাম্নঃ ঋষেঃ গোত্রাপত্যং নড়াদি° ফক্। অগ্র নামক ঋষির গোত্রাপত্য। *। শরদ্বচ্ছুনকদর্ভাদ্ভৃগুবৎসাগ্রায়ণেষু। পা ৪। ১। ১০২। অগ্রে অয়নং শস্যস্য অস্ত্যস্য অণ্। নবশস্যেষ্টি। নবান্ন নিমিত্ত সাগ্নি-কর্ত্তব্য যাগবিশেষ।

আঘট্টক (পুং) আঘট্টয়তি রোগান্ আ-ঘট্ট-ণ্বুল্। রক্ত অপামার্গ। রাঙা আপাঙ্ গাছ। (ত্রি) চালক।

আঘট্টনা (স্ত্রী) আ-ঘট্ট যুচ্ টাপ্। চালনা। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে রাখা।

আঘট্টিত (ত্রি) আ-ঘট্ট-ক্ত ইট্। চালিত।

আঘর্ষ (পুং) আ-ঘৃষ-ঘঞ্। মর্দ্দন। (ক্লী) আ-ঘৃষ-ল্যুট্ আঘর্ষণ। মর্দ্দন। ঘষা। মন্থন।

আঘমর্ষন (ক্লী) অঘমর্ষণে হিতং অণ্। পাপ নাশের হিতকর সূক্ত বিশেষ।

আঘাট (পুং) আ-হন্ কর্ত্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঞ্ পৃ° তস্য টঃ। অপামার্গ। আপাঙ্ গাছ। (ত্রি) যে আঘাত করে। নদী প্রভৃতির যে স্থানে লোক স্নান না করে, চলিত কথায় সেই স্থানকে আঘাট কহে। (আঘাট ঘাট হবে। আপথ পথ হবে। অপভ্রংশ আখ্যায়িকা।

আঘাটিন্ (ত্রি) আ-হন-ণিনি পৃ° তস্য টঃ। আঘাত কর্ত্তা।

আঘাত (পুং) আ-হন্-ঘঞ্। (হনস্তো ঽচিণ্ণলোঃ। পা ৭। ৩। ৩২। হতি নস্য তঃ (হো হন্তেঞ্ণিন্নেষু। পা ৭। ৩। ৫৪) হস্য ঘশ্চ। বধ। আহনন। তাড়ন। আধারে ঘঞ্। বধ স্থান।

আঘাতন (ক্লী) আহন্যতে হত্র আ-হন-স্বার্থে ণিচ্ তকার ঘকারে আঘাতি ততঃ আধারে ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। বধ স্থান। ভাবে ল্যুট্। হনন।

আঘার (পুং) আঘ্রিয়তে বহ্নৌ সিচ্যতে আ-ঘৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ঘৃত। ভাবে ঘঞ্। জ্বালিত অগ্নিতে বায়ু কোণ হইতে আরব্ধ করিয়া আগ্নেয় কোণ পর্য্যন্ত এবং নৈঋ্ত কোণ হইতে আরব্ধ করিয়া ঐশানী দিক্ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ধরাক্রমে ঘৃত সেচন।

আঘূর্ণিত (ত্রি) আ-ঘূর্ণ-ক্ত ইট্। চলিত। ভ্রান্ত।

আঘৃণি (পুং) 'ঘৃণি-পৃশ্নি পার্ষ্ণি-চূর্ণি-ভূর্ণি'। ঘৃ ক্ষরণ-দীপ্ত্যোঃ নি-প্রত্যয়ে গুণাভাবো নিপাত্যতে। জিঘর্ত্তি দীপ্যতে। যদ্বা, ঘৃণু দীপ্তৌ ইগুপধাৎ কিৎ (উণ্ ৪। ১১৯) ইতি ইন্ প্রত্যয়ঃ। ঘৃণিঃ দীপ্তিঃ। ক্ষরতি অনেন স্বেদাদি, দীপ্যতেঽনেন বা, ক্রুদ্ধোঽগ্নিরিব জ্বলতি-হি-প্রসিদ্ধঃ। ক্রোধঃ। আ-আগতঃ ঘৃণি দীপ্তর্যেন। আগত দীপ্তি। আগত ক্রোধ। (নিঘণ্টু)।

আঘোষণ (ক্লী) আ-ঘুষ-ল্যুট্। সকল স্থানে প্রচারের জন্য উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করা। ণিচ্ যুচ টাপ্। আঘোষণা।

আঘ্রাণ (ত্রি) আ ঘ্রা-ক্ত তকারস্য নঃ রেফাৎ পরতয়া-ণত্বম্। গৃহীত গন্ধ। যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে। তৃপ্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। গন্ধগ্রহণ। তৃপ্তি। *। নুদবিদোন্দত্রাঘ্রাহ্রীভ্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮। ২। ৫৬। এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা স্থানে বিকল্পে ন হয়।

আঘ্রাত (ত্রি) আঘ্রায়তে স্ম আ-ঘ্রা-কর্ম্মণি ক্ত বা তস্য নত্বাভাবঃ। গৃহীত গন্ধ। যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে। [ক্ত স্থানে বিকল্পে নকার হইবার সূত্র আঘ্রাণ শব্দে দেখ]। অবিষয়ীভূত। (সাচ দুগ্ধত্বনাঘ্রাত তাথ কর্ম্ম পরা। তিথি তত্ত্বে স্মার্ত্ত)।

আঘ্রেয় (ত্রি) আ-ঘ্রা-যৎ। ঘ্রাণ দ্বারা গ্রাহ্য। যাহা ঘ্রাণ করিবার যোগ্য।

আর্ঘ্যা (ক্লী) এক প্রকার মধু। যে মাছীর চাকে এই মধু হয়, সেই সকল মাছী প্রায় ভ্রমরের মত বড়, পীতবর্ণ এবং উহাদের হুল দীর্ঘাকার। বৈদ্যশাস্ত্র মতে উহা চক্ষুর হিতকর এবং উহাতে কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নষ্ট হয়।

আঙ্ (অব্য) ঋ বাহু০ ডাঙ্। প্রয়োগে তস্য ঙিত্বম্। আ-শব্দার্থ। [আ শব্দে বিবরণ দেখ]।

আঙ্কুশায়ন (ত্রি) অঙ্কুশেন নির্বৃত্তম্ অঙ্কুশ পক্ষাদি০ (পা ৪।২।৮০) ইতি ফক্। অঙ্কুশ দ্বারা নির্বৃত্তাদি। অঙ্কুশ দ্বারা নিষ্পাদিত।

আঙ্কুশিক (ত্রি) অঙ্কুশ প্রহরণমস্য ঠক্। অঙ্কুশ প্রহারযুক্ত।

আঙ্গ (ক্লী) অঙ্গ-স্বার্থে অণ্। কোমলাঙ্গ। অঙ্গাদাগতং অণ্। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অঙ্গের অধিকার বিহিত কার্য্য। (ত্রি) অঙ্গে ভবং অণ্। অঙ্গদেশজাত। অঙ্গানাং নিবাসো জনপদঃ অঙ্গাঃ বহুব০। [অবন্তি শব্দে সূত্র দেখ]। অঙ্গানাং রাজা অণ্ অঙ্গদেশের রাজা ইতি অণ্। অঙ্গানাং রাজানঃ অণ্ বহুত্বে অণোলুক্ অঙ্গাঃ অঙ্গ-দেশীয় বহুরাজা। স্ত্রিয়াং প্রাচ্যত্বাদণো ন লুক্. আঙ্গী। *। তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্। পা ২।৪।৬২। স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন বহুত্ব অর্থে রাজার্থে বিহিত প্রত্যয়ের লুক্ হয়। ।*। ন প্রাচ্য ভর্গাদি যৌধেয়াদিভ্যঃ। পা ৪।১। ১৭৮। প্রাচ্য ভর্গাদি আর যৌধেয়াদি এই সকল শব্দের পরস্থিত তদ্রাজ প্রত্যয়ের লুক্ হয় না। (আঙ্গী সি০ কৌ০ অঙ্গস্যাপত্যং অঙ্গ-অণ্। অঙ্গরাজের অপত্য। *। দ্বঞ-মগধ কলিঙ্গসুরমসাদণ্। পা ৪।১।১৭০। যে রাজা অঙ্গদেশ বা বঙ্গদেশ পালন করেন তাঁহার নাম অঙ্গ বা বঙ্গ। অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি দুইটী অচ্ বিশিষ্ট শব্দ এবং মগধ কলিঙ্গ ও সুরমস শব্দ এই সকলের উত্তর অপত্য অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

আঙ্গক (ত্রি) অঙ্গেষু জনপদেষু ভবং বুঞ্। অঙ্গদেশ জাত। অঙ্গাঃ ক্ষাত্রয়াঃ তদ্দেশ নৃপতয়োঃ ভক্তিরস্য বুঞ্। অঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় যাহার সেব্য। বহু অঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়-গণের সেবক। অঙ্গাঃ জনপদঃ ভক্তিরস্য বুঞ্। (ত্রি) বহু অঙ্গজনপদের সেবক।

আঙ্গচা। অঙ্গমোচা। গামোচা।

আঙ্গটী। ইহা অঙ্গুরীয়ক শব্দের অপভ্রংশ।

আঙ্গরাখা। অঙ্গরক্ষণী শব্দের অপভ্রংশ। জামা।

আঙ্গবিদ্য (ত্রি) অঙ্গম্ অঙ্গনামবিদ্যাং বেদ (পা০ ৪। ২।৬০ সূত্রে অঙ্গ-ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্রিপূর্ব্বাদ্বিদ্যান্তান্নেতিবক্তব্যং ইতি বার্ত্তিকেন ঠকো নিষেধাৎ অণ্। যিনি ব্যাকরণাদি অঙ্গবিদ্যা জানেন।

শিক্ষাকল্পৌ ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দসাং বিবৃতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥

শিক্ষা শাস্ত্র, কল্প শাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃসমূহ, এই ছয়টী বেদের অঙ্গ বলিয়া উহাদের নাম অঙ্গবিদ্যা। যিনি ঐ সকল বিদ্যা জানেন, তাঁহার নাম আঙ্গবিদ্য। তদ্ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঋগয়নাদি০ অণ্। অঙ্গ-বিদ্যার ব্যাখ্যান গ্রন্থ। (ত্রি) অঙ্গবিদ্যায়াং ভবং অণ্। অঙ্গবিদ্যাদি জাত সংস্কারাদি। [পা ৪।৩।৭৩। সূত্রস্থ ঋগয়নাদি গণে অঙ্গবিদ্যা শব্দ দেখ]।

আঙ্গার (ক্লী) অঙ্গারাণাং সমূহঃ ভিক্ষাদি০ অণ্। অঙ্গার সমূহ। [পা ৪।২।৩৮ সূত্রস্থ ভিক্ষাদিগণে অঙ্গার শব্দ দেখ]।

আঙ্গিক (ত্রি) অঙ্গেন অঙ্গচালনেন নির্বৃত্তম্ ঠক্। ভাবপ্রকাশক অঙ্গনিষ্পন্ন নটাদির ভ্রূবিক্ষেপাদি। আলঙ্কারিকদের মতে ভাব প্রকাশক সেই ভ্রূবিক্ষে-পাদি আঙ্গিক (অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন), বাচিক (বচন দ্বারা নিষ্পন্ন) আহার্য্য (বেশভূষা দ্বারা নিষ্পন্ন), স্বাত্ত্বিক (স্বাভাবিক নিষ্পন্ন), এই চার প্রকার। স্ত্রী-লোকদিগের হাব ভাব ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ। অঙ্গং মৃদঙ্গং তদ্বাদ্যং শিল্পমস্য ঠক্। (ত্রি) মৃদঙ্গ বাদ্যকার শিল্পী। যিনি মৃদঙ্গ বাজাইতে পারেন। *। শিল্পম্। পা ৪।৪।৫৫। শিল্প অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

আঙ্গিরস (পুং স্ত্রী) অঙ্গিরসোঽপত্যম্ অঙ্গিরস্-অণ্। অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বা কন্যা। অঙ্গিরার অনেক পুত্র সন্তান বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়; যেমন,— অঙ্গিরসঃ। কিন্তু কন্যাসন্তান বুঝাইলে লুক্ হইবে না; যথা—আঙ্গিরস্যঃ।*। অত্রিভৃগু কুৎস বশিষ্ঠগোতমা-ঙ্গিরোভ্যশ্চ। পা ২।৪।৬৫। এই সকল শব্দের উত্তর বহুবচনে গোত্রাপত্য প্রত্যয়ের লুক্ হয়। পা ২।৪। ৬২। এই সূত্র হইতে স্ত্রীলিঙ্গ বিষয়ে অপত্য প্রত্যয় লুক্ নিষেধের অনুবৃত্তি আসিতেছে। অঙ্গিরার তিন পুত্র। ১—বৃহস্পতি। ২—উতথ্য। ৩—সংবর্ত্ত। আঙ্গিরসা দৃষ্টং সাম অণ্। অথর্ব্ববেদোক্ত সূক্ত বিশেষ। অঙ্গিনাং অঙ্গানাঞ্চ রসঃ সারঃ স্বার্থে-অণ্। আত্মা।

আঙ্গিরসেশ্বর (পুং) আঙ্গিরসেন প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরঃ।

শাক° ৩-তৎ। আঙ্গিরসের প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ-শিব-লিঙ্গ বিশেষ।

আঙ্গুর (*Vitis viuifera*)। ইহা পারস্ত শব্দ। হিন্দীতে ইহাকে আঙ্গুর, দাক বা দাখ কহে। দাখ শব্দ সংস্কৃত দ্রাক্ষা শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় ইহার সরস ফলকে আঙ্গুর কহে এবং শুষ্ক ফলকে কিস্‌মিস্ ও মনক্কা বলিয়া থাকে। আঙ্গুরের এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, চারুফলা, কৃষ্ণা প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃত-ফলা, রসা।

এই লতা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিকে আপনিই জন্মে। ভারতবর্ষের মধ্যে পাটনা এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও লঙ্কায় ইহার গাছ তেজ করে না এবং ভাল ফলও ধরে না। কাবুল ও পারস্ত প্রভৃতির আঙ্গুর উৎকৃষ্ট। এই লতায় থলো থলো ফল ধরে। কাঁচা অবস্থায় উহা সবুজবর্ণ ও দেখিতে যেন দেবদারু ফলের মত। পাকিলে উহা কোমল, স্বচ্ছ, সরস এবং ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পাকা ফলের আস্বাদ অম্লমধুর। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা অতিমধুর, অম্ল, রুচি-কর, স্নিগ্ধ, এবং উহাতে শীত, পিত্ত, দাহ, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বায়ু, ক্ষত, ক্ষীণতা প্রভৃতি নষ্ট হয়। আঙ্গুরে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আঙ্গুরিক। আঙ্গুলিক (পুং) অঙ্গুলি-ঠক্ বা রত্নম্। অঙ্গুলির আকৃতি। যাহার আকার অঙ্গুলির ন্যায়।

আঙ্গুল। অঙ্গুলি-শব্দের অপভ্রংশ। আঙুল।

আঙ্গুলহাড়া (Whitlow) সচরাচর বুড়া আঙ্গুলের উপ-রের পর্ব্ব ফুলিয়া এই পীড়া জন্মে। ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। উহাতে মসিনার প্রলেপ দিয়া অল্প পূঁজ হইলেই কাটিয়া দিবে। অধিক দিন থাকিলে ভিতরের হাড় পচিয়া যাইতে পারে। এ দেশের লোকে সিমুলের কচি শাখার কাঠ বাহির করিয়া তাহার ছালের ভিতরে আঙ্গুল পুরিয়া রাখে, তাহাতে অনেকের পীড়া নিবা-রণ হয়।

আঙ্গুষ (পুং) আঙ্ পূর্ব্বাৎ ঘুষ্-কর্ম্মণি ঘঞ্। স্তোত্র। স্তোম। আঘোষ। (নিরুক্ত)। এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্র-বন্তঃ। ঋক্ ১।১০৫।১৯। আঙ্গূষেণ, আঙ্ পূর্ব্বাৎ ঘুষেঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। আঙো ঙকারলোপাভাবশ্ছান্দসঃ। ঘোষ শব্দস্য গূষভাবশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ। (ইতি সায়ন)। আঙ্ পূর্ব্বাৎ ঘুষের্ঘঞ্। আঘুষ্যতে আঘোষঃ। ঘো-কারস্য গূ-কার ভাবঃ। *। আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি। পা ৬।১।১২৬ ইতি অনুনাসিকো ব্যত্যয়েন। (নিঘণ্টু)।

আঙ্গ্য (ত্রি) অঙ্গে ভবং আঙ্গং চতুরর্থ্যাং সঙ্কাশাদি° ণ্য। অঙ্গ জাতের নিকটস্থ দেশাদি। পা ৪।২।৮০। (সঙ্কা-শাদিভ্যো ণ্যঃ। সি° কৌ°)।

আচকা। আচমকা। হঠাৎ। মূল্য বিনা।

আচকে (অব্য) আ-চক-এ, একারটী বিভক্তির প্রতিরূপ। নিরুক্তে ইহার অর্থ কামনা। 'আচকে কাময়ে' অর্থাৎ কামনা করি এই রূপ বেদদীপিকায় লটের ন্যায় বর্ত্ত-মানার্থে লিখিত হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও লিখিত আছে,—
চক তৃপ্তৌ ভ্বাদিরাত্মনেপদী, লড়ুত্তমপুরুষৈকবচনম্।

আচক্ষাণ (ত্রি) আচষ্টে আ-চক্ষ-শানচ্। ব্যাখ্যানকর্ত্তা। যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আচতুর (অব্য) চতুঃ পর্য্যন্তম্ অব্যয়ী টচ্। চারি পর্য্যন্ত। *। অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫।৪।১০৭।

আচক্ষুস্ (ত্রি) আ-চক্ষ-বাহু° উসি। আখ্যান কর্ত্তা। যিনি বলেন। *। বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।১২০।

আচতুর্য্য (ক্লী) অচতুরস্য ভাবঃ (ন নঞ্ পূর্ব্বাৎ ইত্যাদি পা ৫।১।১২১ সূত্রে চতুরাদি পর্য্যুদাসাৎ) ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অনৈপুণ্য।

আচম (পুং) আ-চম-অচ্। আচমন।

আচমকা। হঠাৎ। সহসা।

আচমন (ক্লী) আ-চম-ভাবে ল্যুট্। ভোজনের পর মুখ ধৌত করা। পূজাদির পূর্ব্বে হস্ত গোকর্ণাকার করিয়া তত্রস্থ জল তিনবার পান ও ওষ্ঠদ্বয় দুই বার মার্জ্জন পূর্ব্বক যথাস্থানে হস্ত প্রদান করা। কর্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গ বিশেষ। ক্রিয়া বিশেষ। ভরদ্বাজ মুনি আচমনের এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন,—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির পর্ব্ব গুলি সরল ও বিস্তৃত করিয়া হাত গরুর কানের মত করিবে এবং আঙ্গুলগুলি পরস্পর সংলগ্ন রাখিবে। সেই অবস্থায় একটী মাষকলাই ডোবে এতটুকু জল তাহাতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠা এই দুইটী অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, 'ওঁ বিষ্ণু', এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার জল পান করিবেন। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, তিনবার ঐরূপে জল পান করিয়া ওষ্ঠদ্বয় দুই বার মার্জ্জন পূর্ব্বক মুখের উপরে হাত দিবে। পরে একবার হাত ধুইয়া ফেলিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এই দুইটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ সংলগ্ন করিয়া নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ

ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর নাভি, বক্ষঃস্থল, মস্তক এবং স্কন্ধদ্বয়ে হাত দিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যায়;—আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার জল পান করিতে হয়। কালী ও তারা এবং বিষ্ণু পূজা পক্ষে পৃথক্ রূপ আচমনের বিধি আছে। দেবল বলেন যে, গমন করিতে করিতে বা শয়ন করিয়া অথবা কাঁপিতে কাঁপিতে কিংবা অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে কিংবা বক্ষঃস্থল দেখিয়া আচমন করিতে নাই। চুল, অধোবস্ত্রের অধোভাগ বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে না। যদি স্পর্শ করে তবে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

আচমনক (ক্লী) আচমনস্য কং জলমত্র। পতদ্‌গৃহ। পিকদানি। ডাবর। আচম্যতে হনেন করণে ল্যুট্ স্বার্থে কন্। আচমনের জলাদি।

আচমনীয় (ক্লী) আচমনায় দীয়তে বৃদ্ধাচ্ছ। আ-চম-করণে বাহু° অনীয়র্ বা। আচমনের নিমিত্ত দেয় জাতি ফলাদি চূর্ণ মিশ্রিত ছয় পল পরিমিত জল। স্বার্থে কন্, ঐ অর্থ। (আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। তন্ত্র)। কর্ম্মণি অনীয়র্, পেয় জল। স্বার্থে কন্, পেয় জল। চলিত কথায় চালিভাজা বা লুচি প্রভৃতিকে আচমনী কহে; যেমন, তিনি আচমনী খান না।

আচম্য (ক্লী) আ-চম-যৎ। আচমনের যোগ্য জলাদি। (অব্য) আ-চম-ল্যপ্। আচমন করিয়া।

আচম্বিৎ (গ্রাম্য) হঠাৎ। অকস্মাৎ।

আচয় (পুং) আ-চি-অচ্। দূরস্থ পুষ্পাদির চয়ন। দূর হইতে ফুল প্রভৃতি তুলিয়া আনা। হস্তদ্বারা চয়ন করিলে ঘঞ্ হইয়া আচায় এই প্রকার রূপ হইবে। তত্র নিযুক্তঃ আকর্ষাদি° কন্ আচয়ক (ত্রি)। চয়নে নিযুক্ত। যাহাকে পুষ্পাদি চয়ন করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আচরণ (ক্লী) আ-চর-ল্যুট্। আচার। আচরত্যনেন করণে ল্যুট্। রথ। শকট।

আচরিত (ক্লী) আ-চর-ভাবে ক্ত ইট্। আচার। ঋণীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের উপায় বিশেষ। কর্ম্মণি ক্ত। অনুষ্ঠিত।

আচরণীয় (ত্রি) আ-চর-অনীয়র্। অনুষ্ঠেয়। কর্ত্তব্য। আচরিতব্য প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আচর্য্য (ক্লী) আচর্য্যতে যত্র। আ-চর-আধারে। যৎ। গমনের যোগ্য স্থান। (চরেরাঙি চাগুরৌ। বার্ত্তিক, পা ৩। ১। ১০০ সূত্রে)। গুরুভিন্ন অর্থে আ পূর্ব্বক চর ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (আচর্য্যদেশঃ গন্তব্য ইত্যর্থঃ। অগুরৌ কিম্? আচার্য্যো গুরুঃ। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)। আচর্য্যতে কর্ম্মণি যৎ। আচরণীয় কর্ম্ম। শুভকর্ম্ম। অনিত্য অর্থ বুঝাইলে সুট্ হইয়া 'আশ্চর্য্য' এই প্রকার রূপ হইবে। *। আশ্চর্য্যমনিত্যে। পা ৬। ১। ১৪৭। অদ্ভুত অর্থে সুট্ হয়। (আশ্চর্য্যং যদি স ভুঞ্জীত। অনিত্যে কিম্? আচর্য্যঃ কর্ম্ম শোভনম্। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

আচান্ত (ত্রি) আ-চম-ক্ত। আচমনকর্ত্তা। যে জলে আচমন করা হইয়াছে। *। অনুনাসিকস্য ক্বিব্ ঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬। ৪। ১৫। ক্বিপ্ এবং ক ইৎ, ঙ ইৎ ঝলাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অনুনাসিকান্ত উপধার দীর্ঘ হয়।

আচাভুয়া (গ্রাম্য) অদ্ভুত। যাহা কখন দেখা যায় না। অসম্ভব। মিথ্যা।

আচাম (পুং) আ-চম-ভাবে ঘঞ্, বৃদ্ধিঃ। আচমন। কর্ম্মণি ঘঞ্। ভক্ষ্য বস্তু। ভক্তের মণ্ড। ভাতের মাড়। যে আমানীতে সুরা প্রস্তুত হয়।

।*। নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ। পা ৭।৩।৩৪। চিণ্ এবং কৃৎ বিষয়ে ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে মকারান্ত উদাত্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয় না। আঙ্ পূর্ব্বক চম ধাতুর বৃদ্ধি হয়। আচম গণে আচম্, কম এবং বম ধাতু গৃহীত হইয়াছে। *। অনাচমি কমি বমীনামিতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক, উক্ত সূত্রে। এই কয়েকটী উদাত্ত ধাতু লইলেও উক্ত সূত্রানুসারে কার্য্য হয় না।

আচার (পুং) আ-চর-ভাবে ঘঞ্। আচরণ। অনুষ্ঠান। নিয়ম। পদ্ধতি। চলিত কথায়, আম্র প্রভৃতি দ্রব্য নানা প্রকার মসলার সঙ্গে কুটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলে তাহাকে আচার কহে। যেমন—নেবুর আচার, আমের আচার ইত্যাদি।

আচারদীপ (পুং) আচারার্থঃ নীরাজনার্থো দীপঃ। নীরাজনের নিমিত্ত দীপ। আরুতির জন্য দীপ। রাজাদের বাজিনীরাজনার প্রদীপ।

নাগদেব ভট্ট প্রণীত আচার নির্ণয় বিষয়ের গ্রন্থ বিশেষ। ইহাতে—

আচার মাতৃকা, আত্মচিন্তন, সুপ্রভাত, মূত্রপুরীষোৎসর্গ, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, যজ্ঞোপবীত, দর্ভ,

প্রাতঃসন্ধ্যা, অভিবাদন, প্রাতঃকালের হোম, দান, মঙ্গলাবেক্ষণ, অভিবন্দন, বেদাধ্যয়ন, যোগক্ষেম, মধ্যাহ্নস্নান, সংক্ষেপ স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা, তর্পণ, জলদেবতার পূজা, প্রোক্ষণাহরণ, গৃহদেবতার পূজা, পঞ্চমহাযজ্ঞনির্ব্বপণ, ভোজন, সায়ং সন্ধ্যা, সায়ং হোম, শয়ন এবং স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি বিষয়ের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৮৫।

আচারবৎ (ত্রি) আচারঃ শাস্ত্রবিহিতানুষ্ঠানং করণীয়ত্বেন সোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বত্বম্। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান যুক্ত। (স্ত্রী) আচারবতী—অনুষ্ঠানবতী।

আচারবর্জ্জিত (ত্রি) আচারেণ বেদ স্মৃত্যাদি সদনুষ্ঠানেন বর্জ্জিতম্। ৩-তৎ। শাস্ত্রোক্ত আচার হীন। আচারহীন প্রভৃতি শব্দও এ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

আচারবেত্তৃ (ত্রি) আচারং বেত্তি বিদ-তৃচ্। আচারজ্ঞ। যিনি আচার জানেন। (স্ত্রী) ঙীপ্ আচারবেত্রী।

আচারবেদিন্ (ত্রি) আচারং বেত্তি আচার-বিদ-ণিনি। আচারজ্ঞ। যিনি আচার জানেন।

আচারবেদী (স্ত্রী) আচারস্য বেদীব। পুণ্যভূমি। আর্য্যাবর্ত্ত।

আচারাঙ্গ (ক্লী) আচারো হঙ্গমিব। দৃষ্টিবাদ। দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে অঙ্গ বিশেষ।

আচারিন্ (ত্রি) আচরতি যথাশাস্ত্রং আ-চর-ণিনি। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠাতা। যিনি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করেন।

আচারী (স্ত্রী) আ সম্যক্ চারঃ প্রসরণং (বিস্তৃতিঃ) যস্যাঃ গৌরাদিং জাতিত্বাদ্বা ঙীপ্। হেলঞ্চা লতা।

আচার্য্য (পুং) আ-চর-ণ্যৎ। গুরু। মনু বলেন, যে ব্রাহ্মণ, শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাহাকে সকল্প ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, সেই বেদ অধ্যাপকের নাম আচার্য্য। কিন্তু এখন বেদের আলোচনা নাই; তজ্জন্য বালককে যিনি উপনয়ন দিয়া গায়ত্রী উপদেশ দেন আজিকালি তাঁহাকেই আচার্য্য বলা যায়। মত সংস্থাপক শঙ্করাচার্য্যাদি। (স্ত্রী) টাপ্ আচার্য্যা। ঙীষ্ আচার্য্যস্য পত্নী আনুক্ আচার্য্যানী। এখানে নকার ণত্ব হইবে না। । * । ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযবযবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্। পা ৪।১।৪৯। ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, মৃড়, হিম, অরণ্য, যব, যবন মাতুল, এই সকল শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে আনুক্ ও ঙীষ্ হয়। (আচার্য্যাদণত্বম্। বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে। আচার্য্য শব্দের পরস্থিত নকার ণত্ব হয় না। আচার্য্যস্য স্ত্রী আচার্য্যানী। পুং যোগইত্যেব আচার্য্যা স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী। সিং কৌং উক্ত সূত্রে)। যজ্ঞাদিতে ক্রমোপদেশক যজ্ঞাদিতে যাহার পরে যাহা করা কর্ত্তব্য এই রূপ ক্রম যিনি বলিয়া দেন। যেমন বৃষোৎসর্গে ব্রহ্মা, হোতা ও আচার্য্য। (ত্রি) পূজ্যমাত্র। শিক্ষক মাত্র। ভট্টাচার্য্য। সচরাচর আমরা গণক বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আচার্য্য অথবা গ্রহাচার্য্য বলি।

আচার্য্যক (ক্লী) আচার্য্যস্য কর্ম্ম ভাবো বা (যোপধাদ্গুরূপোত্তমাদ্ বুঞ্। পা ৫।১।১৩২) এখানে আচার্য্য শব্দে উপোত্তম বর্ণ গুরু এবং য কারোপধ আছে, তজ্জন্য বুঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। আচার্য্যের কর্ম্ম। (ক্লী) ত্ব আচার্য্যত্ব। আচার্য্যের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। (স্ত্রী) তল্ আচার্য্যতা। আচার্য্যের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম।

আচার্য্যভোগীন (ত্রি) আচার্য্যভোগায় হিতং খ। আচার্য্যভোগের যোগ্য বস্তু। (আচার্য্যাদণত্বম্ বার্ত্তিক, পা ৪।১।৪৯ সূত্রে)। তজ্জন্য নকার ণত্ব হয় নাই।

আচার্য্যমিশ্র (পুং) আচার্য্যোমিশ্রঃ। অতিশয় পূজ্য।

আচিখ্যাসা (স্ত্রী) আখ্যাতুমিচ্ছা। আ-খ্যা-সন্-অ প্রত্যয়াদিতি অ টাপ্। আখ্যানের নিমিত্ত ইচ্ছা। বলিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

আচিখ্যাসু (ত্রি) আখ্যাতুমিচ্ছুঃ। আ-খ্যা-সন্-(সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) ইতি উ। আখ্যানের নিমিত্ত ইচ্ছুক। বলিতে ইচ্ছুক।

আচিখ্যাসোপমা (স্ত্রী) অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমা বিশেষ। চন্দ্রেন ত্বন্মুখং তুল্যমিত্যাচিখ্যাসু মে মনঃ, স গুণো বস্তু দোষো বেত্যাচিখ্যাসোপমাং বিদুঃ।

আচিত (ত্রি) আ-চি-ক্ত। ব্যাপ্ত। গুম্ফিত। গ্রথিত। (ক্লী) দ্বিসহস্র পল পরিমাণ। ২৫ মণ। দশভার পরিমাণ (পুং) শাকট ভার। একগাড়ি বোঝাই বস্তু। (আচিতং দশভারাঃ স্যুঃ শাকটোভার আচিতঃ। অমর)। সংগৃহীত। সঞ্চিত। ছিন্ন। গুপ্ত। আচিতং সম্ভবতি (স্বস্মিন্ সমাবেশয়তি) অবহরতি (উপসংহরতি পচতি বা) আঢ়কাচিত পাত্রাৎ (খোঽন্যতরস্যাম্ পা ৫।১।৫৩) ইতি খ ঠঞ্ বা। (ত্রি) আচিতীনঃ। আচিতিকী। আচিত পরিমাণ দ্রব্যের আপনাতে যে সমাবেশ করে, তাহার উপসংহারক। আচিত পরিমিত দ্রব্যের পাচক।

আচিতাদি (পুং) আচিত আদির্যস্য। সংজ্ঞাবিষয়ে গতিকারক উপপদ থাকিলে ক্ত-প্রত্যয় নিষ্পন্ন উত্তরপদ অন্তে-

দাত্ত হয়। কিন্তু আচিতাদি শব্দের পর হয় না। এইগুলি আচিত গণমধ্যে গৃহীত হইয়াছে—আচিত। পর্য্যাচিত। অস্থাপিত। পরিগৃহীত। নিরুক্ত। প্রতিপন্ন। অপশ্লিষ্ট। প্রশ্লিষ্ট। উপহত। উপস্থিত। সংহিতা। গো সংজ্ঞা বিষয়ে সংহিতা শব্দ অন্তোদাত্ত হয়, অন্যত্র হয় না। পা ৬।২। ১৪৬ সূত্রে।

আচূষণ (ক্লী) আ-চূষ-ল্যুট্। চোষা। ওষ্ঠাদিসংযোগ বিশেষ দ্বারা আকর্ষণ। করণে ল্যুট্। শরীরস্থ রক্ত চূষিবার শিঙ্গা। [ইহার বিবরণ অসৃক্‌মোক্ষণ শব্দে দেখ]।

আচোট। [অচোটশব্দ দেখ]।

আচ্ছদ্ (ত্রি) আচ্ছাদ্যতেঽনেন আ-ছদ-ণিচ্-ক্বিপ্ (ইস্ম-ন্ত্রন্‌ক্বিষু চ। পা ৬।৪।৯৭) ইতি হ্রস্বঃ ণিচ্ লোপ। আচ্ছাদনবস্ত্র। অ-ছদ-ঘ। (পুং) আচ্ছদ, আচ্ছাদনবস্ত্র।

আচ্ছন্ন (ত্রি) আ-ছদ-ক্ত। আবৃত।

আচ্ছা। অচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ। হাঁ, বেশ, তাই বটে। যেমন—তুমি সে খানে যেও। উত্তর—আচ্ছা, অর্থাৎ হাঁ, আমি যাইব। এই কাজ আচ্ছা হইয়াছে অর্থাৎ উত্তম হইয়াছে।

আচ্ছাদ (পুং) আচ্ছাদ্যতেঽনেন আ-ছদ-ণিচ্-করণে ঘঞ্ ণিচ্ লোপঃ। আবরণ। যদ্বারা আচ্ছাদন করা যায়।

আচ্ছাদক (ত্রি) আচ্ছাদয়তি আ-ছদ্-ণিচ্-ণ্বুল্ ণিচ্‌লোপঃ। আচ্ছাদনকর্ত্তা।

আচ্ছাদন (ক্লী) আচ্ছাদ্যতেঽনেন আ-ছদ-ণিচ-করণে ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। যে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা যায়। যেমন ঘটাচ্ছাদন। ভাবে ল্যুট্। আচ্ছাদন করা। ঢাকা দেওয়া। অপবারণ। ব্যবধান। আড়াল করা।

আচ্ছাদিত (ত্রি) আ-ছদ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আবৃত। গুপ্ত।

আচ্ছাদিন্ (ত্রি) আচ্ছাদয়তি আ-ছদ-ণিচ্-ণিনি ণিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদনকারী।

আচ্ছাদ্য (ত্রি) আচ্ছাদ্যতে আ-ছদ-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। আচ্ছাদনীয়। গোপ্য। (অব্য) আ-ছদ-ণিচ্ ল্যপ্ ণিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদন করিয়া।

আচ্ছিন্ন (ত্রি) আ-ছিদ-ক্ত। বল দ্বারা গৃহীত। সম্যক্ রূপ ছিন্ন।

আচ্ছুক (পুং) আ-ছো-বাহু° ডু সংজ্ঞায়াং কন্। আইচ্ বৃক্ষ।

আচ্ছুরিত (ক্লী) আ-ছুর-ক্ত ইট্। শব্দ মুক্ত হাস্য। নখাঘাত। নখদ্বারা বাদ্য। (ত্রি) মিশ্রিত। স্বার্থে কন্ ঐ অর্থ। স্যাদাচ্ছুরিতকং হাস নখাঘাতপ্রভেদয়োঃ। (বিশ্ব)।

আচ্ছেদ (পুং) আ-ছিদ-ঘঞ্। সমন্তাৎ ছেদন। সকল প্রকারে ছেদন। ঈষৎ ছেদন। বল করিয়া কেড়ে লওয়া (ক্লী) ল্যুট্ আচ্ছেদন ঐ অর্থ।

আচ্ছোটন (ক্লী) আ-স্ফুট-ল্যুট্। পৃ° স্ফস্য চ্ছ। অঙ্গুলি-মোটন। তুড়ি দেওয়া।

আচ্ছোটিত (ত্রি) আ-স্ফুট-ক্ত পৃ° স্ফস্য চ্ছ। মোটন দ্বারা কৃতধ্বনি অঙ্গুলি প্রভৃতি। যে অঙ্গুলি দ্বারা তুড়ি দেওয়া হইয়াছে। যে অঙ্গুলি মট্‌কাইয়া শব্দ করা হইয়াছে।

আচ্ছোদন (ক্লী) আচ্ছিদ্যতেঽত্র আ-ছিদ-ল্যুট্। পৃ° ইতওৎ। মৃগয়া। (অমরে আক্ষোদন শব্দ আছে)।

আচ্যুতদন্তি (পুং) অচ্যুতদন্তস্যাপত্যম্ অচ্যুতদন্ত-ইঞ্। আয়ুধজীবিবিশেষ। ততঃদামন্যাদি° স্বার্থে ছ। আচ্যুতদন্তীয়। এক স্থানে অনেক আয়ুধজীবিবিশেষ। [পা ৫।৩।১১৬ সূত্রস্থ দামন্যাদিগণে আচ্যুতদন্তি শব্দ দেখ]।

আচ্যুতন্তি (পুং) অচ্যুতন্তস্যাপত্যম্ ইঞ্। আয়ুধজীবি-বিশেষ। ততঃ দামন্যাদি° স্বার্থে ছ। আচ্যুতন্তীয়। একত্রস্থিত অনেক আয়ুধ জীবিবিশেষ। [পা ৫।৩। ১১৬ সূত্রস্থ দামন্যাদিগণে আচ্যুতন্তি শব্দ দেখ]।

আচ্যুতিক (ত্রি) অচ্যুতস্য ছাত্রঃ কাশ্যাদি° ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। অচ্যুতের ছাত্র। ঠঞি (স্ত্রী) ঙীষ্-আচ্যুতিকী। [পা ৪।২।১১৬ সূত্রস্থ কাশ্যাদিগণে অচ্যুত শব্দ দেখ]।

আছ্ আয়ামে (দীর্ঘবিস্তারে) ইদিৎ ভ্বাদি° সক° পর° সেট্। লট্—আঞ্ছতি। লুঙ—আঞ্ছীৎ। লিট্ আনাঞ্ছ, আঞ্ছ। লুট্—আঞ্ছিতা। কর্ম্মণি—আঞ্ছ্যতে। ণিচ্—আঞ্ছয়তি-তে। আঞ্চিছৎ-ত। সন্ আঞ্চিচ্ছিষতি। ক্বিপ্ আন্ আঞ্ছৌ। চ্ছোঃ শূড়্‌নুনাসিকে চ। পা ।৬।৪।১৯ সূত্রে অতুক্তস্যাপি গ্রহণমিতি। আন্ আ° শৌ ইত্যেকে ক্ত আঞ্ছিত। ক্ত্বা আঞ্ছিত্বা।

আছাড়। পড়িয়া যাওয়া। আঘাত। তাড়ন।

আছাড়ান। আঘাত করণ। ছাড়ান নহে।

আছোলা। যে বাঁশ প্রভৃতি চাঁচিয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। অপরিচ্ছন্ন।

আজ (ক্লী) আজ্যতেঽনেনেতি আ-অঞ্জ-ঘঞর্থে ক। ঘৃত। (ত্রি) ছাগমাংসাদি। অজ-ভাবে ঘঞ্ ন বীভাবঃ। বিক্ষেপ। চলিত বাঙ্গালায় আজ বা আজি শব্দে অদ্য বুঝায়। 'আমি আজ যাইব'।

আজক (ক্লী) অজানাং সমূহঃ বুঞ্। ছাগসমূহ।

আজকরৌণ (ত্রি) আজকেনোপলক্ষিতা রোণী নাম কাচিৎ নদী তস্যাঃ সন্নিকৃষ্ট স্থানাদি অণ্। ছাগসমূহযুক্ত নদীর নিকটস্থ দেশাদি। *। রোণী। পা ৪।২।৭৮। চতুরর্থে রোণী শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়।

আজকার (পুং) অজস্য বিষ্ণোরয়ং অজ-অণ্ আজঃ আকারঃ শব্দাদি। শিবের বৃষ। বিষ্ণু ত্রিপুরাসুর বধ কালে বৃষের আকার ধারণ ও বৃষের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর নাম আজকার হইয়াছে। বিষ্ণুর বৃষরূপ ধারণের বিষয় হরিবংশের ৩১৪ অধ্যায়ে আছে।

আজগর (ক্লী) অজগরং সর্পরূপং নহুষম্ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। অগস্ত্যমুনির শাপে সর্পরূপ প্রাপ্ত নহুষের বিবরণ বিশিষ্ট মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ। মহাভারতের বন পর্ব্বের ১৭৬ অধ্যায় হইতে ১৮০ অধ্যায়ে পর্য্যন্ত উহার বিবরণ আছে।

আজগব (ক্লী) অজগবমেব প্রজ্ঞাদ্যণ্। শিবের ধনুক। অজগবং শিবধনুঃ তৎসাদৃশ্যমস্ত্যত্র অণ্। অজগবের ন্যায় অতি কঠিন ধনুক। *। গাণ্ড্যজগাৎ সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।২।১১০। হ্রস্বদীর্ঘয়োর্যণা তন্ত্রেণ নির্দ্দেশঃ। অজগ-ব প্রত্যয়ঃ।

আজগবী। আজগুবী। আশ্চর্য্য। অপূর্ব্ব।

আজধেনবি (পুং স্ত্রী) অজৈব ধেনুরস্য পুং পুংবদ্ভাবঃ তস্যাপত্যং বাহ্বাদেরাকৃতিগণত্বাদিঞ্। ছাগী রূপ ধেনু যুক্ত মুনির অপত্য। যে মুনির গোরুর কার্য্য ছাগীর দ্বারা হয়, সেই মুনির পুত্র বা কন্যা রূপ সন্তান।

আজনন (ক্লী) আ-অভিব্যাপ্তৌ-জননম্। প্রাদি সং। বিখ্যাত জন্ম। (ত্রি) আ-বিখ্যাতং জননং যস্য। বহুব্রী। বিখ্যাতজন্মা ব্যক্তি। (অব্য) জননাৎ আ-সীমার্থে আব্যয়ী। জন্মপর্য্যন্ত।

আজনাই। অঞ্জনিকা শব্দের অপভ্রংশ। জ্যোষ্ট বিশেষ। চক্ষুরোগ বিশেষ। (Styo)।

আজন্ম। আজন্মন্ (অব্য) জন্মনঃ আ পর্য্যন্তং সীমার্থে অব্যয়ী। (নপুংসকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫।৪।১০৯) ইতি বা অচ্। জন্মপর্য্যন্ত। (আজন্মমরণান্তিকম্। স্মৃতি)।

আজন্মসুরভিপত্র (পুং) আজন্মং জন্মপর্য্যন্তং সুরভি সুগন্ধি পত্রং যস্য। বহুব্রী। মরুবক বৃক্ষ।

আজমার্য্য (পুং স্ত্রী) অজমারস্যাপত্যং আজমার—(কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য রেফাৎপরস্যাকারস্য লোপঃ। অজমারের কন্যা বা পুত্ররূপ সন্তান।

আজমীঢ় (পুং) অজমীঢ়োনাম কশ্চিদ্দেশঃ তত্র ভবঃ অণ্। আজমীঢ়দেশজাত। অজমীঢ়স্য রাজা অণ্। অজমীঢ় দেশের রাজা।

তৈঃ সৎকৃতঃ সচতানাজমীঢ়ো যথোচিতং পাণ্ডুপুত্রান্ সমেয়াৎ। মহাভারত বনপর্ব্ব ৪ অ ১০।

আজমীঢ়রাজ বিদুর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক যথোচিত সমাদৃত হইয়া পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

বহুষু রাজার্থ তদ্ধিত প্রত্যয়স্য। (তদ্রাযস্য বহুষু তেনৈবাহস্ত্রিয়াম্। পা ২।৪।৬২) ইতি লুক্। অজমীঢ়াঃ। (স্ত্রী) আজমীঢ্যঃ। এক্ষণে এই দেশের নাম 'আজমীর' হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে মালববংশীয়েরা এই দেশের রাজা ছিলেন। (ত্রি) অজমীঢ়েষু ভবঃ বুঞ্। আজমীঢ়কঃ বহুত্বযুক্ত অজমীঢ় দেশজাত।

আজমীর। রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর মাড়ওয়ার বিভাগের প্রধান নগর। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যবংশীয় অজমীঢ় রাজা এ নগর প্রথমে নির্ম্মাণ করেন। কাহার মতে মহাভারতের বনপর্ব্বে উক্ত বিদুর রাজের এই রাজ্য। কালক্রমে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। পরে ১৪৫ খৃঃ অব্দে অজয়পাল নামক জনৈক চোহান রাজা উহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

আজমীর মাড়ওয়ার প্রদেশ পূর্ব্বে চোহান বংশীয় রাজপুতদিগের অধীনে ছিল। ঐ বংশের অজয়পাল রাজা প্রথমে নাগ পর্ব্বতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়। তাহার পর তিনি তারাগড় পাহাড়ে গড়-বিতলী নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৪৫ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রকোট নামে উহার উপত্যকায় আজমীর নগর স্থাপিত হয়।

গুজরাটের সোমনাথের মন্দির লুঠ করিতে যাইবার সময়ে মামুদ আজমীরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। পথে এখানকার অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

বিশালদেব নামে আজমীরের এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। এই বংশের সোমেশ্বর রাজা, দিল্লির নৃপতি অনঙ্গপালের কন্যা রুক্মা বাইকে বিবাহ করেন। সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ আজমীর এবং দিল্লি এই উভয় স্থানের রাজা হন। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে শাহা-উদ্দিন ঘোরী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া সোমেশ্বরের পুত্র বিজয় রাজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি অল্প দিন পরেই আপনার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া

জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর রাতব-বংশীয় হিন্দু রাজগণ এখানে চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পরিশেষে অকবর বাদশা উহা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন্।

আজমীরের চোহান রাজারা অগ্নিকুল সম্ভূত। এই বংশের প্রথম রাজার নাম অনহুল। তাঁহার অপর নাম অগ্নিপাল। তিনি বিক্রমাব্দের ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে তুরস্কেরা ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পর সুবাচমল্ল। তাহার পর গুলনসুর। ইহাঁর অপর নাম অজয়পাল। তাহার পর ধোলা রায়। তৎপরে মাণিক রায়, ইনি সম্ভর স্থাপন করেন। তৎপরে হর্ষরায়। তাহার পর বীরবিলন্দু; মামুদ আজমীরে আসিলে ইনিই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিশালদেব। তৎপরে সরঙ্গদেব। তৎপরে অনহ; ইনি অনহ সাগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরে জয়পাল, অজয়দেব এবং বিশালদেব রাজা হন।

১৭২০ খৃঃ অব্দে মোগল শাসনের অবনতির প্রথম অবস্থায়, মাড়ওয়ারের রাজা অজিতসিংহ, এখানকার মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে চারিদিকে গৃহবিচ্ছেদ। তাই অজিতসিংহ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না; আজমীর মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে গিয়া পড়িল। পরিশেষে ১৮২০ সালে মাড়ওয়ার ইংরাজ অধিকারে অসিয়াছে।

আজমীরের অন্তর্গত পুষ্কর আমাদের প্রধান তীর্থস্থান। যাত্রীরা গিয়া পুষ্কর হ্রদে স্নান করেন। এই হ্রদে বিস্তর কুম্ভীর আছে। এখানে ব্রহ্মার মন্দির আর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তাহার পর সাবিত্রী পাহাড়। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে সাবিত্রী ও সরস্বতী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। সম্রাট্ অকবর আজমীরে দুর্গ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই বাটীতে জাহাঙ্গির ও শা-জেহান বাস করিতেন। এখানকার দর্গা দেখিতে অতি সুন্দর। মুসলমান এবং হিন্দু এই উভয় জাতিই ঐ দর্গাকে পবিত্র জ্ঞান করেন। শাহাউদ্দিন আজমীর আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে খোয়াজা মুয়েজিন্ উদ্দিন চিস্তি নামে এক জন ফকির এই খানে আসেন। সচরাচর তিনি খোয়াজী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দর্গা তাঁহারই গোরস্থান। প্রতি বৎসর তথায় উর্স নামে একটী মেলা হয়। উহা ছয় দিন থাকে এবং তথায় প্রায় ২০,০০০ লোক সমবেত হয়।

আজমীরে আড়্হৈ-দিনকা জনপ্রা নামে আর একটী মসিদ আছে। প্রথমে ইহা জৈনদিগের মন্দির ছিল। তাহার পর ইহা মুসলমানেরা অধিকার করিয়া লন্। আনহ সাগর হ্রদের উপরে জাহাঙ্গির শ্বেতপাথরের বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন তথায় চিফ্ কমিশনর বাস করেন।

আজয়ন (ক্লী) আ-সম্যক্ জায়তেঽস্মিন্ আ-জি-আধারে ল্যুট্। যুদ্ধ।

আজরস (অব্য) জরাপর্য্যন্তং সীমার্থে অজন্ত অব্যয়ী। জরা পর্য্যন্ত। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত। (অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫।৪।১০৭)। (জরায়া জরসচ্। সিং কৌং)। (ত্রি) আগতা জরা যস্য প্রাদি বহুব্রী অচ্ জরসাদেশশ্চ। জরাপ্রাপ্ত। প্রজাপতিরাজরসায়। ঋক্ ১০।৮৫।৪৩। আজরসায় জরাপর্য্যন্তং জীবনায়। (সায়ন)।

আজব। অদ্ভুত। আশ্চর্য্য। আজবসহর।

আজবস্তেয় (পুং স্ত্রী) অজবস্তেঃ ঋষেরপত্যং শুভ্রাদিং ঢক্। অজবস্তি নামক ঋষির পুত্র কন্যা রূপ সন্তান। [পা ৪।১।১২৩ সূত্রস্থ শুভ্রাদিগণে অজবস্তি শব্দ দেখ]। গৃষ্ট্যাদিং ঢঞ্ আজবস্তেয়। [ঐ অর্থ পা ৪। ১।১৩৬ সূত্রস্থ গৃষ্ট্যাদিগণেও অজবস্তি শব্দ দেখ]। (স্ত্রী) ঙীপ্ আজবস্তেয়ী। পুং—আজবস্তিক, স্ত্রী—আজবস্তিকী এই প্রকার রূপও চলিত আছে।

আজবাহ (ত্রি) অজো বাহ্যতেঽত্র অজ-বহ-ণিচ্ আধারে ঘঞ্। ৩-তৎ। অজবাহো নাম কশ্চিদ্দেশঃ তত্র ভবাদি অণ্। অজবাহ দেশজাতাদি। বদরিকাশ্রমের উত্তরস্থ পর্ব্বতময় উচ্চ স্থানের নাম অজবাহ। কারণ তথাকার লোকেরা ছাগের দ্বারাই ভার বহন করাইয়া থাকে।

আজবুঝ। **আজবোজ**। নির্ব্বোধ। বোকা। 'টাকা পেয়ে মুটা ভরা, হীরা পরধন হরা, বুঝিল এ মেনে আজবোজ'।

আজাড় (গ্রাম্য) শূন্য। মোচন। অবসর।

আজাতশত্রব (পুং) অজাতশত্রোরপত্যং অজাতশত্রু অণ্। যুধিষ্ঠিরের অপত্য। (পুত্র) ন জাতঃ শত্রুরস্য। অজাতশত্রু নামক কোন রাজা তাঁহার অপত্য। ভদ্রসেন নামক রাজা।

আজাতি (স্ত্রী) আ-জন্-ক্তিন্। আজনন। জন্ম। (অব্য) জাতিপর্য্যন্তং সীমার্থে অব্যয়ী, জন্ম পর্য্যন্ত। জাতি পর্য্যন্ত।

আজাদ্য (পুং স্ত্রী) অজং ছাগম্ অত্তি অজ-অদ্-অণ্। উপং সং। তস্য মুনেরপত্যং গর্গাদিং যঞ্। অজভক্ষক মুনির অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ য লোপঃ আজাদী। অজ-

ভক্ষক মুনির কন্যা।

আজান (অব্য) জনো জননমেব জন-অণ্। সীমার্থে অব্যয়ী। সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত মুখ্য। প্রকৃতি। (পুং) উৎপত্তি। মুসলমানেরা ঈশ্বরের নেমাজ করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য সাধককে মসিদে ডাকিবার জন্য কানে আঙ্গুল দিয়া ঊর্দ্ধ-মুখে উচ্চ স্থান হইতে—'আল্লা হো অকবর'—বলিয়া চীৎকার করেন। ইহার নাম 'আজান দেওয়া'। ইহা পারস্য আজাঁ শব্দের অপভ্রংশ।

আজানজ (ত্রি) আজানাং জায়তে আজান-জন-ড। সৃষ্টি-কাল পর্য্যন্তজাত বেদাদি। বেদ দুই প্রকার আজান বেদ ও কর্ম্মবেদ। সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত যে বেদ তাহারই নাম আজান। যজ্ঞাদি কর্ম্ম কালে প্রকা-শিত বেদের নাম কর্ম্ম বেদ।

আজানদেব (পুং) আজানং সৃষ্টিকালাৎ প্রভৃতি দেবঃ দেবত্বমাপ্তঃ। চিরপ্রসিদ্ধ দেব। যে দেব কর্ম্ম দ্বারা প্রকাশিত হন নাই।

আজানা (গ্রাম্য) অজ্ঞাত। যাহা জানা নাই।

আজানি (ত্রি) আ-জন-অন্তর্ভূ তণ্যর্থে ইনি। ছন্দসীতি দীর্ঘঃ। জনক জনন কর্ত্তা। অনুজাত। আজানীরুষ-সস্তে অগ্নে। ঋক্ ৩।১৭ ৩। আজানীত্বামনুজাতাঃ। পুনশ্চ—জন জননে। জনিবসিভ্যামিণ্ ইতি কর্ত্তরি ইণ্। নিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। বা ছন্দসীতি বর্ণদীর্ঘঃ তবাজানির্জনয়িত্র্যো মাতরঃ। (সায়ন)।

আজানিক্য (ক্লী) আজানৌ ভবং ঠন্ তস্য ভাবাদৌ পুরো° যক্। আজন্ম সিদ্ধ পদার্থের ভাব ও কর্ম্ম। [আজ্ঞা-নিক্য শব্দে পুরোহিতাদির সূত্র দেখ]।

আজানু (অব্য) হাঁটু পর্য্যন্ত। যেমন—আজানু লম্বিত ভুজ। অর্থাৎ হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আজানেয় (পুং) আজে বিপক্ষমধ্যে আনেয়ো যুদ্ধার্থম্। উত্তম অশ্ব।

আজায়ন (পুং) অজস্যাপত্যং নড়াদি° ফক্। অজ নামক রাজার অপত্য। অজ নামক ব্রাহ্মণের অপত্য [পা ৪।১।৯৯ সূত্রস্থ নড়াদিগণে অজ শব্দ দেখ]।

আজি (স্ত্রী) অজত্যস্যাং (অজ্যতিভ্যাঞ্চ। উণ্ ৪। ১৩০) ইতি ইণ্। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। সমর ভূমি। সংগ্রাম (আজির্যুদ্ধং। উণ কো°) আজিঃ সংগ্রামঃ (উজ্জ্বলদত্ত) সমতল ক্ষেত্র। (আজিঃ স্যাৎ সমভূমৌ চ সংগ্রামে। (মেদিনী)। (স্ত্রী) বা ঙীপ্ আজী মর্য্যাদা। (পুং) ক্ষণ। মার্গ। ভাবে ইণ্। আক্ষেপ। চলিত কথায় 'আজি' শব্দে অদ্য এই অর্থ বুঝায়।

আজিনায় (ত্রি) অজিন চতুরর্থ্যাং কৃশাশ্বাদি° ছণ্। চর্ম্মের নিকটস্থ দেশাদি। [পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ কৃশা-শ্বাদিগণে অজিন শব্দ দেখ]।

আজিরি (ত্রি) অজির চতুরর্থ্যাং সুতঙ্গমাদি° ইঞ্। অঙ্গনের সমীপস্থ দেশাদি। উঠানের নিকটস্থ স্থানাদি। [পা ৪।২।৮ সূত্রস্থ সুতঙ্গমাদিগণে অজির শব্দ দেখ]।

আজিরেয় (ত্রি) অজির শুভ্রাদি° ঢক্। উঠানে যে যে বস্তু জন্মাইয়াছে। [পা ৪।১।১২৩ সূত্রস্থ শুভ্রাদিগণে অজির শব্দ দেখ]।

আজিহীর্ষা (স্ত্রী) আহর্ত্তুমিচ্ছা আ-হৃ-সন্ ভাবে অ প্রত্য-য়াদিতি অ টাপ্। আহরণের ইচ্ছা। সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) ইতি উ আজিহীর্ষু। (ত্রি) আহ-রণ করিতে যাহার ইচ্ছা আছে।

আজীকূণ (ক্লী) আজীং কূণতি আবৃণোতি যস্মিন্। আজী-কূণ-আধারে-ক। মর্য্যাদার আবরক দেশ। ততঃ ধূমাদি° ভবাদৌ পথ্যাদৌ বুঞ্। আজীকূণিক। আজী-কূণদেশ জাত, পথ, অধ্যায়, ন্যায়, বিহার, মনুষ্য, হস্তী, গোময়। [পা ৪।২। ১২৭ সূত্রস্থ ধূমাদিগণে আজীকূণ শব্দ দেখ]।

আজীগর্ত্তি (পুং স্ত্রী) অজীগর্ত্তস্যাপত্যং অজীগর্ত্ত বাহ্বাদি° ইঞ্। আজীগর্ত্তের পুত্র বা কন্যারূপ সন্তান। [পা ৪।১।৪৫ সূত্রস্থ বাহ্বাদিগণে অজীগর্ত্ত শব্দ দেখ]।

আজীব (পুং) আজীব্যতেহনেন আ-জীব-করণে ঘঞ্। জীবনোপায় দ্রব্যাদি। উপায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন,—অন্নপ্রাশনের দিন ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার পরে তাহার সম্মুখে কাপড়, অস্ত্র, পুস্তক, লেখনী, স্বর্ণ, রূপা প্রভৃতি রাখিবে। বালক সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্যে হাত দিয়া লইবে, সেইটাই তাহার জীবনোপায় হইবে।

আ-জীব ভাবে ঘঞ্। জীবনের নিমিত্ত অবলম্বন। আজীবতি কর্ত্তরি অচ্। জীবনোপায়কারী। আজীবতি কর্ম্ম নৃপমাশ্রিত্য বা আ-জীব-অণ্। উপ° স°। যে কোন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। যে রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে।

আজীবন (ক্লী) আজীব্যতেহনেন আ-জীব-করণে ল্যুট্। বৃত্তির উপায়। জীবনের উপায়। ভাবে ল্যুট্। জীবনের নিমিত্ত উপায় গ্রহণ। (স্ত্রীণামাজীবনার্থঞ্চ। স্মৃতি)।

আজীবক। (স্ত্রী) আজীবয়তি আ-জীব-ণিচ্ ণ্বুল্ ণিচ্-

লোপঃ। জীবিকাবৃত্তি। জীবন ধারণের উপায়। আজীব-কর্ত্তরি ণ্বুল্ (ত্রি)। আজীবক। জীবনরক্ষক।

আজীব্য (ত্রি) আজীব্যতেঽনেন বাহ০ করণে ণ্যৎ। জীবনোপায় বৃত্ত্যাদি। বৃত্তির নিমিত্ত অবলম্বনীয় নৃপাদি। আজীব্য-তেঽত্র আধারে বাহ০ ণ্যৎ। আজীবনদেশ। যে দেশে জীবিত থাকা যায়।

আজুপুজু। আঁজুপুজু। দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যা-কালে বালকেরা পা-কাঠির বড় বড় তাড়া বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিয়া ঘুরাইতে থাকে। ঐ প্রজ্বলিত তাড়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলে চীৎকার করিয়া বলে—'আজু রে, পুজু রে; বুড়ো বুড়ীর পো দে আগুন রে'।

বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির আজুপুজুর মহা সমারোহ হইয়া থাকে। প্রায় চারি পাঁচ শত লোক শ্মশানে, কিংবা নদী অথবা বড় পুষ্করিণীর ধারে মিলিত হয়। তাহাদের পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তখন ঐ সকল অনার্য্যজাতি পাত-কাঠী জ্বালিয়া আপন আপন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ভোজ্য এবং পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া জ্বলন্ত পাতকাঠী নাড়িতে নাড়িতে বলে—'এয়ো জীও রে, পুও জীও রে, বুড়ো বুড়ীর পুও দে আগুন রে'। অর্থাৎ এয়ো স্ত্রীলোকেরা এবং বালকেরা জীবিত থাকুক, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদিগের পুত্রেরা মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আগুন দিউক। আমাদের আঁজু-পুজুর প্রথা অনার্য্যজাতির নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

আজূ (ত্রি) আজবতি আ-জু-ক্বিপ্ (জবতের্দীর্ঘশ্চ নিপাত্যতে। বার্ত্তিক, পা ৩।২।১৭৭। সূত্রে) ইতি দীর্ঘঃ। বেতন রহিত কর্ম্মকারক। বেগার।

আজুর্ (স্ত্রী) আ-জ্বর-ক্বিপ্ উট্। বিষ্টি। বেগার। মুকুট।

আজ্ঞপ্ত (ত্রি) আ-জ্ঞা-ণিচ্ পুক্ হ্রস্বঃ ক্ত। আদিষ্ট। যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে। *। বা দান্তশান্তপূর্ণদস্তস্পষ্ট-চ্ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭। ণিচ্ পরে নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পক্ষে 'আজ্ঞাপিত' এই প্রকার রূপ হইবে।

আজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) আ-জ্ঞা-ণিচ্ পুক্ হ্রস্বঃ ক্তিন্। আ-জ্ঞপ্-ক্তিন্ বা। আজ্ঞা। আদেশ।

আজ্ঞা (স্ত্রী) আ-জ্ঞা (আতশ্চোপসর্গে। ৩।৩।১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। আদেশ। নিকৃষ্ট ভৃত্যাদিকে কার্য্য করিতে বলা। (আজ্ঞালাভোন্মুখো দুরাৎ। ভট্টি ৪।২৪)।

আজ্ঞাকর (ত্রি) আজ্ঞাম্ আদেশং করোতি প্রতিপালয়তি আজ্ঞা-কৃ-ট। উপ০ স০। আজ্ঞয়া করোতি আজ্ঞা-কৃ-অচ্। ৩-তৎ বা। আদেশ প্রতিপালক। আজ্ঞানুসারে কার্য্য-কারী ভৃত্যাদি। (ত্রি) যিনি আজ্ঞাকারী। ঐ অর্থ। (স্ত্রী) ঙীপ্ আজ্ঞাকারিণী। ক্বিপ্ তুক্। আজ্ঞাকৃৎ।

আজ্ঞাগত (ত্রি) আজ্ঞাম্ আদেশং গতং প্রাপ্তম্। ২-তৎ। যে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। *। দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতপতিত-গতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ। পা ২।১।২৪। শ্রিত আদি সুবন্ত প্রকৃতির সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের বিকল্পে সমাস হয়। তাহার নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। ৩-তৎ। আজ্ঞা দ্বারা গত। পা ২।১।৩২।

আজ্ঞাচক্র (ক্লী) আজ্ঞাখ্যং চক্রম্। শাক০ তৎ। তন্ত্র প্রসিদ্ধ দেহস্থ সুষুম্নানাড়ীর মধ্যগত ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদল পদ্মাকার চক্রবিশেষ। ষট্চক্রের অন্তর্গত ষষ্ঠ চক্র। (মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরকানাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যানি ষট্ চক্রাণি ভিত্ত্বা। (ভূত শুদ্ধি)।

ষট্চক্রের আজ্ঞাচক্র পদ্ম দ্বিদল; তাহার একটী দলে 'হ' এবং আর একটী দলে 'ক্ষ' এই দুই বর্ণ আছে। উহা শ্বেত বর্ণ। ঐ চক্রের মধ্যে শুক্লবর্ণা, ষণ্মুখী, জ্ঞানমুদ্রা চিহ্নিতা হাকিনী শক্তি বাস করেন। আজ্ঞা-পদ্মের ধ্যান করিলে সাধক, অন্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের হিতকারী হন্।

আজ্ঞাত (ত্রি) আ-জ্ঞা-ক্ত। সম্যক্ জ্ঞাত। আজ্ঞাপ্রাপ্ত।

আজ্ঞাতীর্থ (ক্লী) ৬-তৎ। আজ্ঞাচক্র। রুদ্র যামল তন্ত্রে আজ্ঞাচক্রে মানস স্নান করিতে লিখিত আছে, এজন্য উহার নাম আজ্ঞাতীর্থ।

আজ্ঞান (ক্লী) আ-জ্ঞা-ল্যুট্। আজ্ঞা করা। মানসবৃত্তি বিশেষ। সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম, বশ, এই পনরটী আজ্ঞানের বা প্রজ্ঞানের পর্য্যায়। এগুলি অন্তঃকরণ সংজ্ঞক সকল জ্ঞানের উপলব্ধি কর্ত্তা। প্রজ্ঞান রূপ ব্রহ্মের বাহ্য ও অন্তর্ব্বর্ত্তিবিষয়াশ্রিত অন্তঃ-করণ বৃত্তি। শাঙ্করভাষ্যে ইহার এই রূপ বিবৃতি করা হইয়াছে। যথা—সংজ্ঞান সংজ্ঞপ্তি চেতনভাব। আজ্ঞান—আজ্ঞপ্তি ঈশ্বর ভাব। বিজ্ঞান—কলাদি পরিজ্ঞান। প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞপ্তি প্রজ্ঞতা। মেধা—গ্রন্থ ধারণে সামর্থ্য। দৃষ্টি—ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা। বশ—স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ক অভিলাষ।

আজ্ঞানুগ (ত্রি) আজ্ঞাম্ আদেশম্ অনুগচ্ছতি আজ্ঞা-অনু-গম-ড। ৬-তৎ। স্বামীর আদেশানুসারে গমনকারী দাসাদি। আজ্ঞানুবর্ত্তী। (ত্রি) ক্ত আজ্ঞানুগত ঐ অর্থ।

আজ্ঞানুগামিন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুগচ্ছতি আজ্ঞা-অনু-গম-ণিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারী। আদেশ ক্রমে গন্তা দাসাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্। আজ্ঞানুগামিনী।

আজ্ঞানুযায়িন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুযাতি আজ্ঞা-অনু-যা-ণিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে গমনকারী দাসাদি।

আজ্ঞানুবর্ত্তিন্ (ত্রি) আজ্ঞাং অনুবর্ত্ততে আজ্ঞা-অনু-বৃত-ণিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে বর্ত্তমান। ডাকিবামাত্র যে উপস্থিত হয়। ভৃত্যাদি।

আজ্ঞানুসারিন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুসরতি আজ্ঞা-অনু-সৃ-ণিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে কর্ম্মকারী দাসাদি।

আজ্ঞাপক (ত্রি) আজ্ঞাপয়তি আদিশতি আ-জ্ঞা-ণিচ্-পুক্-ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। আদেষ্টা। অনুমতিকর্ত্তা স্বামী।

আজ্ঞাপত্র (ক্লী) আজ্ঞাজ্ঞাপকং পত্রম্। শাক° তৎ। আদেশ-জ্ঞাপক পত্র। হুকুম নামা।

আজ্ঞাভঙ্গ (পুং) আজ্ঞায়া আদেশস্য ভঙ্গঃ স্খলনম্। আদেশের অন্যথাকরণ। হুকুম না মানা।

আজ্ঞাবহ (ত্রি) আজ্ঞাং বহতি আজ্ঞা-বহ-অচ্। আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারী দাসাদি।

আজ্ঞাসম্পাদিন্ (ত্রি) আজ্ঞাং সম্পাদয়তি আজ্ঞা-সম-পদ-ণিচ্ ণিনি ণিচ্ লোপঃ। ৬-তৎ। আদিষ্ট বিষয় সম্পাদক। যিনি আজ্ঞা প্রতিপালন করেন।

আজ্য (ক্লী) আ-সম্যক্ অজ্যতে ম্রক্ষ্যতে অনেন আ-অঞ্জ-করণে বা° ক্যপ্ ন লোপঃ। ঘৃত। হবিঃ। *। আঙ্-পূর্ব্বাদঞ্জেঃ সংজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্। অঞ্জু ব্যক্তি ম্রক্ষণাদিষু বাহুলকাৎ করণে ক্যপ্। অনিদিতামিতি ন লোপঃ। সি° কৌ°, পা ৬।১।৭১ সূত্রে।

আজ্যদোহ (ক্লী) সামবেদীয় পাঠ্য সূক্ত বিশেষ। বাম-দেব্য, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, পুরুষ সূক্ত, রুদ্র সূক্ত, আজ্যদোহ সাম, শান্তিক, ভাগুড়, পশ্চাৎ দ্বার পাল দ্বয় সামগের এই কয় গ্রন্থ পাঠ্য। তাহার মধ্যে তিন খানি দেব ব্রত সংজ্ঞক।

আজ্যপ (পুং) আজ্যং পিবতি আজ্য-পা-ক। উপ° স°। বহুব°। পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্যদিগের পিতৃদেব। যথা মহাভারত আদি পর্ব্বে—

সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ ॥ ৩।৫৭
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ ॥ ৩।৫৮।

ব্রাহ্মণের পিতৃদেব সোমপ, ক্ষত্রিয়গণের পিতৃদেব হবির্ভুজ, বৈশ্যগণের পিতৃদেব আজ্যপ, শূদ্রদিগের পিতৃদেব সুকালিন।

শুক্রাচার্য্যের পুত্র সোমপ, অঙ্গিরার পুত্র হবিষ্মৎ, পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ, বশিষ্ঠের পুত্র সুকালিন। উঁহারা আদি পিতৃদেব বলিয়া উঁহাদিগকে তর্পণ করিবার বিধান আছে।

আজ্যভাগ (পুং) আজ্যস্য ভাগঃ। ৬-তৎ। ঘৃতের এক দেশ। ঘৃতের বৈদিক আহুতি বিশেষ। অগ্নির উত্তর দিকে স্রুব দ্বারা অগ্নির উদ্দেশে দীয়মান ঋগ্বেদীদিগের আহুতি বিশেষ। তাহার দক্ষিণদিকে সোম উদ্দেশে দীয়মান আহুতিকেও আজ্যভাগ কহে। যজুর্বেদীরা অগ্নির উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধে—'অগ্নয়ে স্বাহা', 'ইদমগ্নয়ে'—বলিয়া খুরী প্রভৃতি পাত্রে যে শেষ আহুতি দেন এবং দক্ষিণ পূর্ব্বার্দ্ধে—'সোমায় স্বাহা', 'ইদং সোমায়'—বলিয়া যে শেষাংশ প্রক্ষেপ করেন, তাহারও নাম আজ্যভাগ। 'অগ্নয়ে স্বাহা' এবং 'সোমায় স্বাহা' এগুলি অগ্নিতে আহুতি দিবার মন্ত্র। 'ইদমগ্নয়ে' এবং 'ইদং সোমায়' এই দুইটী খুরিতে আজ্যভাগ রাখিবার মন্ত্র।

আজ্যভুজ্ (পুং) আজ্যং মন্ত্রেণ বিধিবদগ্নৌ দত্তং ঘৃতং ভুঙ্‌ক্তে আজ্য-ভুজ-ক্বিপ্। দেবতা। অগ্নি। যিনি হুত ঘৃত ভোজন করেন।

আঝাল। ঝাল নহে। কটুরস নহে। 'আঝালী' এপ্রকার শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যেমন আঝালী তরকারী।

আঞ্জন (ক্লী) আ-অঞ্জ-ল্যুট্। সমন্তাদভ্যঞ্জন। সকলদিকে কজ্জল। অঞ্জনায়াং ভবঃ অণ্। অঞ্জনার পুত্র হনুমান্। (ত্রি) অঞ্জনস্যেদং অণ্। অঞ্জন সম্বন্ধী। কজ্জল সম্বন্ধী।

আঞ্জনিক্য (ক্লী) অঞ্জনায় হিতং অঞ্জন-ঠন্ ততঃ পুরো° ভাবে কর্ম্মণি চ যক্। অঞ্জন সাধনত্ব। *। প্রত্যন্তপুরো-হিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮। প্রত্যন্ত প্রাতিপদি-কের এবং পুরোহিতাদি শব্দের উত্তর ভাব ও কর্ম্ম অর্থে যক্ প্রত্যয় হয়।

আঞ্জাম (পারস্য) নির্ব্বাহ। সরবরাহ।

আঞ্জনেয় (পুং) অঞ্জনায়া অপত্যং (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। অঞ্জনার গর্ভজাত হনুমান্।

আঞ্জলিক্য (ক্লী) অঞ্জলিরেব। স্বার্থে কন্ ততঃ পুরো° ভাবে কর্ম্মণি চ যক্। অঞ্জলি করা। দুইটী হাত একত্র

করা। [ষক্ প্রত্যয়ের সূত্র আঙ্গিলিক্য শব্দে দেখ]।

আঙ্গিনেয় (পুং) অঙ্গিন্যাং ভবঃ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪। ১।১২০) ইতি ঢক্। সরীসৃপ বিশেষ। আজ্ নাই। আঙ্গিনে। গিরগিটী বিশেষ।

আঙ্গিহিষা (স্ত্রী) আংহিতুমিচ্ছা আ-অন্‌হ্-সন্ অ। গমনের ইচ্ছা। [আজিহীর্ষা শব্দে অ প্রত্যয়ের সূত্র দেখ]।

আট। অষ্ট শব্দের অপভ্রংশ।

আটক। আবরণ। বাধা। অবরোধ। অসম্ভব। যেমন—তাহাকে আটক করিয়াছে। তাহার আটক নাই অর্থাৎ বাধা নাই। আটক কি? অর্থাৎ অসম্ভব কি?

পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা নগর ও দুর্গের নাম আটক। ইহা সিন্ধুনদের পূর্ব্বধারে অবস্থিত। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর এই নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কোন বিদেশীয় শত্রু যেন সিন্ধুনদের পরপার হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য এখানকার দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়। ১৮৮৩ সালে ইংরাজেরা এইখানে সিন্ধুর উপর দিয়া রেলগাড়ীর সেতু বাঁধাইয়াছেন। ঐ সেতুতে ১৩০ ফিট্ উচ্চ পাঁচটা থিলান আছে। গ্রিসের প্রসিদ্ধ বীর সেকেন্দার এইখানে সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তক্ষশীল এবং আটক একই স্থান।

আটকান। রুদ্ধ করা। বাধা দেওয়া।

আটকাল। অনুমান। আন্দাজ। যেমন—তিনি দেখিতে পান না, কেবল আটকালে আটকালে পথ চলেন, অর্থাৎ অনুমান করিয়া।

আটকুড়া (দেশজ) এই শব্দ এঁটো অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট কুড়া শব্দ হইতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র, ভরণ-পোষণ করিতে যাহার কেহই নাই। সে কারণ যে পরের উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া প্রাণধারণ করে। তজ্জন্য এই শব্দে পুত্রহীনকে বুঝায়।

আটকৌড়ে (গ্রাম্য) সন্তান জন্মিলে পর অষ্টম দিবসের লৌকিক উৎসব বিশেষ। অষ্টম দিবসের সন্ধ্যাকালে পাড়ার বালকেরা সূতিকা ঘরের উঠানে একত্রিত হয়। গৃহস্থেরা তাহাদিগকে একটী কুলা দেন। বালকেরা সেই কুলার চারিদিক্ ধরিয়া ছোট ছোট লাঠীর দ্বারা তাহাতে জোরে আঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলে,—'আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল'? এই কথা শুনিয়া সূতিকা ঘর হইতে ধাত্রী এই উত্তর দেন—'ভাল'। তখন বালকেরা কুলা বাজাইতে বাজাইতে বলে,—'ছেলের বালাই যাক্ ছেলের বাপের দাড়ী ধরে হাগো'। এই রূপে কুলা বাজাইয়া বালকেরা আটবার ঐ প্রকার প্রশ্ন করে এবং ধাত্রী আট বার তাহার উত্তর দেন। তাহার পর ভাঙ্গা কুলাটী ছুড়িয়া সূতিকা ঘর পার করিয়া বাটীর বাহিরে ফেলিতে হয়। কুলা ফেলা হইলে গৃহস্থেরা কড়ী ও আটভাজা উঠানে ছড়াইয়া দেন, বালকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া তাহা কুড়াইতে থাকে। অবশেষে গৃহিণী প্রত্যেক বালকের কোঁচড়ে আটভাজা, মিষ্টান্ন এবং কড়ী দিয়া বিদায় করেন। এই ক্রিয়ার নাম আটকৌড়ে।

সন্তান ভূমিষ্ঠের অষ্টম দিবসে এই ক্রিয়া হয় এবং ইহাতে কড়ী ছড়ান হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইহার নাম 'আটকৌড়ে' হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। বালকেরা ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে,—আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল? বোধ হয়, 'আটকৌড়ে' শব্দ 'এঁটোকুড়ো' শব্দের রূপান্তর, এবং 'বাটকৌড়ে' শব্দ 'বাটকুড়ো' শব্দের রূপান্তর। ছেলে মৃত্যুর পরিত্যাজ্য হইবে বলিয়া অনেকে সচরাচর মড়াঞ্চে পোয়াতীর পুত্রের নাম তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া পাতকুড়ো, কানি-কুড়ো ইত্যাদি রাখেন। পাতকুড়ো অর্থাৎ যে পাতের উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কানি-কুড়ো অর্থাৎ যে পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র কুড়াইয়া পরিধান করে। তদ্রূপ এঁটোকুড়ো অর্থাৎ যে কেবল উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া থাকে এবং বাটকুড়ো অর্থাৎ যে কেবল পথের পরিত্যক্ত দ্রব্য কুড়াইয়া খায়, তেমন অকিঞ্চিৎকর ছেলে কেমন আছে।

ইহাতে কুলা বাজাইবার তাৎপর্য্য এই,—বাঙ্গালা দেশে এই রূপ কথা চলিত আছে যে, অপমানপূর্ব্বক কাহাকে দূরীভূত করিতে হইলে লোকে বলে—'কুলা বাজাইয়া অথবা কুলার বাতাস দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দাও'। দীপান্বিতা অমাবস্যাতে গৃহস্থেরা কুলা বাজাইয়া আলক্ষ্মীকে বাটী হইতে দূর করিয়া দেন। তদ্রূপ এখানেও বালকেরা কুলা বাজাইয়া শিশুর বালাই অর্থাৎ অমঙ্গলকে দূর করিয়া দেয়।

আটপরে, [অষ্টপ্রহর শব্দের অপভ্রংশ] যাহা অষ্টপ্রহর ব্যবহার করা যায়। যেমন আটপরে কাপড় অর্থাৎ যে কাপড় সর্ব্বদা পরা যায়। পোশাকী নহে।

আটপলিয়া। আটটী ধার বিশিষ্ট। যেমন—আট পলিয়া ঘটী। আটটি আঁজি তোলা।

আটপিটা। যে একা আটটা পৃষ্ঠ যুক্ত অর্থাৎ যে একাকী আট জনের কাজ করিতে পারে। অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। আট্‌কপালে শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আটভাজা। খৈ, মুড়ী, চাঁড়েভাজা, তিল, ছোলা, মটর, মুগ, মাষকলাই এই আট দ্রব্য। অনেক মঙ্গল কাজে ইহার ব্যবহার আছে।

আটমিক। অটমিক। ব্রজবুলী অষ্টমী শব্দের অপভ্রংশ। 'আটমিক চাঁদ'। (বিদ্যাপতি)।

আটরূষ (পুং) অটরূষ এব স্বার্থে অণ্। বাসক বৃক্ষ। স্বার্থে কন্ প্রত্যয়ও বিহিত হয়।

আটল বাঁকা। মাছ ধরিবার বড় ঘনী বিশেষ।

আটলা। বিড়া। গুচ্ছ। আটি।

আটলাণ্টিকমহাসমুদ্র। ইহা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত। আটলাস পর্ব্বত অথবা কাল্পনিক আটলাণ্টিস্ দ্বীপ হইতে এই নাম হইয়াছে এই রূপ অনুমান হয়।

আটবিক (ত্রি) অটব্যাং চরতি ভবো বা ঠক্। অরণ্যচারী সৈন্যবিশেষ। সৈন্য ছয় প্রকার। ১-মৌল। ২-ভৃত্য। ৩-সুহৃৎ। ৪-শ্রেণী। ৫ দ্বিষদ্। ৬-আটবিক।
মৌলং ভৃত্যঃ সুহৃচ্ছ্রেণী দ্বিষদাটবিকং বলম্'।
রঘু ৪। ২৬ শ্লোঃ মল্লি০ ইতি কোষ।

আটবী (স্ত্রী) অটব্যাঃ সন্নিকৃষ্টা পূঃ অণ্। দক্ষিণদিকস্থ যবনপুরী বিশেষ।

আটা। আঠা। গঁদ। গোধূমচূর্ণ।

আটাসটা। আঁটাসেঁটা। মজবুত। দৃঢ়।

আটাশীনি। যাহাতে আটা আছে। অপক্ব।

আটাশীয়া। আটাশে। (অষ্টমাসজ শব্দের অপভ্রংশ)। যে সন্তান আট মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। অপরিপকাবস্থায় জাত সন্তান। 'আমি নই তোর আটাশে ছেলে'।

আটি। (পুং) আ সম্যক্ অটতি আ-অট্ বাহুলকাৎ ইণ্। শরারিপক্ষী। মৎস্য বিশেষ। কৃদিকারান্তত্বাৎ স্ত্রিয়াং বা ঙীপ। আটী। আটি শব্দ ছাত্র্যাদির মধ্যে পঠিত, এজন্য শালা শব্দ পরে ইহা আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে। *। ছাত্র্যাদয়ঃ শালায়াম্। পা ৬। ২। ৮৬। শালা শব্দ পরে থাকিলে ছাত্র্যাদিগণ পঠিত শব্দগুলি আদ্যুদাত্ত হয়। [উক্ত সূত্রস্থ ছাত্র্যাদিগণে আটি শব্দ দেখ]। চলিত কথায়, গুচ্ছ বা একমুষ্টি তৃণাদিকে আটি কহে।

আটিক (ত্রি) আটায় গমনায় প্রবৃত্তঃ ঠন্। গমনে প্রবৃত্ত। (ক্লী) স্বার্থে ষ্যঞ্ আটিক্য। গমনে প্রবৃত্ত।

আটিকা (স্ত্রী) আটং গমনম্ অর্হতি অণ্ ঙীষ্। গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার যোগ্য অজাতপয়োধর স্ত্রী। বালিকা। যে স্ত্রীর স্তন উঠে নাই।

আটীকন (ক্লী) আটীক্যতে ইষদ্‌গম্যতে আ টীক-ভাবে ল্যুট্। বৎসদিগের প্রথম প্রথম অল্পগতি। স্বার্থে কন্ আটীকনক ঐ অর্থ।

আটীমুখ (ক্লী) আট্যাঃ শরারিপক্ষিণ্যা মুখমিব মুখং যস্য। শক০ বহুব্রী। সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রবিশেষ।

আটেকাটে, (দেহের অষ্ট কোষ্ঠে) শরীরের আট কোষ্ঠে। সর্ব্বাঙ্গে। 'আটেকাটে দড়, ঘোড়ার উপর চড়।'

আটোপ (পুং) আ তুপ্ ঘঞ্ পৃ০ তস্য টত্বম্। দর্প। সংরম্ভ। আড়ম্বর। বায়ু জন্য উদরের শব্দ। পেট ডাকা।

আঠার। অষ্টাদশ শব্দের অপভ্রংশ।

আড়ম্বর (পুং) আ-ডবি ক্ষেপণে-অরন্। হর্ষ। দর্প। তূর্য্যস্বন। যুদ্ধকালীন ডাকা। আরম্ভ। সংরম্ভ। চক্ষুর লোম। মেঘের শব্দ। যুদ্ধ। হস্তীর গর্জ্জন। (আড়ম্বর-স্তূর্য্যরবো সংরম্ভে গজগর্জিতে। মেদিনী)। (ত্রি) মত্বর্থে ইনি আড়ম্বরিন্। তত্তদ্‌যুক্ত।

আড় (দেশজ) প্রস্থ। পরিসর। বাঁকা। নদীর আড়-পার অর্থাৎ প্রস্থদিকে পার, লম্বালম্বি নহে।

আড়কাঠা (দেশজ) ঘরের উপরে যে কাঠ বা বাঁশ প্রস্থ-দিকে লাগান থাকে। কড়ীকাঠ। আড়া।

আড়চা (দেশজ) বাঁকা। টেড়াচে।

আড়ৎ (দেশজ) গঞ্জে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য আড্ডা বা গোলা ঘর। যে ব্যক্তি আড়তের তত্ত্বাবধান করেন, তাহাকে আড়তদার কহে।

আড়রি। আড়লি। আড়ুলী। (দেশজ) নদী প্রভৃতির কিনারার উচ্চ পাড়।

আড়মাদলা (দেশজ) পরিমিতানুসারে যাহা দীর্ঘে প্রস্থে ঠিক নহে।

আড়শ। বৃক্ষ বিশেষ। অশ্বগন্ধার পরিবর্ত্তে ইহার ছাল প্রভৃতি ঔষধে ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ কহেন যে, অশ্বগন্ধা এবং আড়শ একই গাছ; কেবল স্থানভেদে ইহাদের রূপান্তর হয়।

আড়ষ্ট (দেশজ) অবশ। কঠিন। নিশ্চল। যেমন—মরিলে শরীর আড়ষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ শক্ত হইয়া যায়। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াছে।

আড়সা। আরসা। অপরিষ্কার স্থান। যে খানে জঞ্জাল ও ছোট তৃণাদি আছে। বোধ হয় ইহা অদৃশ্য শব্দের

অপভ্রংশ। জঙ্গালাদির জন্য যে স্থানের ভিতরে কি আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তজ্জন্য উহাকে আড়সা কহে।

আড়া (গ্রাম্য) বক্র। মাছ ধরিবার স্থান, 'যেমন—আড়া দেওয়া বা আড়াপাতা'। আঢ়ক শব্দের অপভ্রংশে আড়া শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন—এবার দশ আড়া জল হইবে। আড়কাঠ বা কড়ীকাঠকেও আড়া কহে।

নয় মাত্রার তাল বিশেষ। ইহাতে তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। ইহাকে আড়াঠেকাও কহে। ঠেকা—

+। ।× ১। ।× ০। । ×১।
ধি ধি তাধি, ধিতা, তিতি তা ধি,
। ×
ধি ধা ঃঃ।

আড়াআড়ি (গ্রাম্য) পরস্পর বিবাদ। পাশাপাশি।

আড়াই। (ইহা সার্দ্ধদ্বি শব্দের অপভ্রংশ) ২ $\frac{1}{2}$ দুই এবং অর্দ্ধ মিলিত সংখ্যা।

আড়াখেমটা। বার মাত্রার তাল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে ১৩ $\frac{1}{2}$ সাড়ে তেরটা তাল আছে। তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। ঠেকা—

+। । । ১। । ।
ধাগে ত্রেকেটে ধেনে, ধাগে ধাগে তেনে,
০। । । ১। । ।
তাকে ত্রেকেটে ধেনে, ধাগে ধাগে ধেনে ঃঃ।

আড়াচৌতাল। সাত মাত্রার তাল। চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক। ইহাকে ছোট চোতালও কহে। ঠেকা—

+। ১। ০। ১। ০।
ধাগে ধাধা ধিন্তা কত্তি নাধা
১। ০।
ত্রেকেট্ ধা ধিন্তা ঃঃ।

আড়ানা। জঙ্গলা রাগিণী বিশেষ। ইহা দুই প্রকার। সুঘরাই, কানাড়া ও সারঙ্গ মিশ্রিত এক প্রকার। সুরট বা মোল্লার এবং কানাড়া যোগে অন্য প্রকার। ইহাতে সারঙ্গের ভাগই অধিক। স্বরগ্রাম যথা—

নি স ঋ গ ম প ধ

আড়ানী। আড়ার্য্য। (দেশজ) বড় পাখা। ঝালরদার কাপড়ের বড় পাখা।

আড়ামোড়া। গা ভা ভাঙ্গা। গাত্রভঙ্গ।

আড়াল। অন্তরাল শব্দের অপভ্রংশ। আচ্ছাদন।

আড়ারক (পুং) অড় উদ্যমে ঘঞ্, তত আরক্। ঋষি বিশেষ। ততঃ গোত্রাপত্যাস্থ রহয়ু লুক্।

আড়ি (পুং) অড় উদ্যমে-ইণ্। স্বনামখ্যাত মৎস্যবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে আড়মাছ কহে। (পুং স্ত্রী) শরারী পক্ষী। (স্ত্রী) ঙীপ্ আড়ী। স্বার্থে কন্ আড়িক। শরারী পক্ষী। চলিত কথায় বিরোধের নাম আড়ি। প্রতিজ্ঞা। পাশার 'আড়িমারা' অর্থাৎ কোন বিশেষ দান ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট বড়ে মারা। ধান্যাদির পরিমাণ বিশেষ। চারি কাঠায় এক আড়ি। এই পরিমাণ বাচক আড়ি শব্দের আকারের একটু উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য আছে।

আড়মাড়ু (গ্রাম্য) বমনোদ্বেগ। গা-বমি বমি করা যেমন—'গাটা আড়ুমাড়ু করিতেছে'।

আড়ূ (পুং) অণ-দণ্ডকঃ (অণো ডশ্চ। উণ্ ১। ৮৬) ইতি উ ণিৎ ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ ণস্য ডশ্চ। উড়ুপ। প্লব। ভেলা। (আড়ূর্জলপ্লব দ্রব্যং। উজ্জ্বলদত্ত)। (জলপ্লবে সাধনং পুংস্ত্বথাড়ূঃ স্যাৎ। উণ্ কো০)।

আড্ডা (গ্রাম্য) বিশ্রাম করিবার স্থান। সরাই। আখাড়া।

আঢ়ক। (পুং) আঢৌক্যতে ধান্যাদেঃ পরিমাণার্থং গম্যতে আ-ঢৌক-কর্ম্মণি ঘঞ্ পৃ০ ঔকারস্য আৎ।

	৮	মুষ্টিতে	১ কুঞ্চি
	৮	কুঞ্চিতে	১ পুষ্কল
	৪	পুষ্কলে	১ আঢ়ক
মতান্তরে	১০২৪	মুষ্টিতে	১ আঢ়ক।
মতান্তরে—	১২	প্রসৃতিতে	১ কুড়ব
	৪	কুড়বে	১ প্রস্থ
	৪	প্রস্থে	১ আঢ়ক

সুশ্রুতের মতে স্বর্ণাদি ওজনের জন্য

২৫৬ পলে ১ আঢ়ক।

অর্দ্ধর্চ্চাদিগণে পাঠ হেতু ক উপধ এবং অদন্ত হইলেও ইহা পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এটী পরিমাণ-বাচক বলিয়া 'আঢ়কোব্রীহিঃ' ইত্যাদি স্থলে (প্রাতিপাদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণ বচন মাত্রে প্রথমা। পা ২। ৩। ৪৬) এই লক্ষণ দ্বারা প্রথমা হইবে। তাহার অর্থ এই, আঢ়ক রূপ যে পরিমাণ তৎপরিমিত ব্রীহি, এখানে প্রথমার অর্থই পরিমাণ। (ত্রি) আঢ়কং সম্ভবতি অবহরতি পচতি বা খ ঠঞ্ বা। আঢ়কীন। আঢ়কিক। আঢ়ক পরিমিত ধান্য স্থাপন। তাহার অবহারক পাত্র। তাহার পাচক সূদাদি। ঠঞ্ (স্ত্রী) ঙীপ্ আঢ়কিকী। আঢ়কাচিত পাত্রাৎ (খাঢ়ন্যতরস্যাম্। পা ৫। ১। ৫৩) আঢ়ক

আচিত, পাত্র এই তিন শব্দের উত্তর বিকল্পে খ প্রত্যয় হয়। পক্ষে ঠঞ্ হয়। (আঢ়কীনা আঢ়কিকী। সিং কৌং। উক্ত সূত্রে)। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত জলের আঢ়ক অঙ্ক রূপ। যেমন বর্ত্তমান ১২৯৩ সালে পঞ্চাশ আঢ়ক জল, তন্মধ্যে পঁচিশ আঢ়ক সমুদ্রে, পনর আঢ়ক পর্ব্বতে, দশ আঢ়ক পৃথিবীতে হইয়াছে। আগামী ১২৯৪ সালে এক শত আঢ়ক জল। তাহার পঞ্চাশ আঢ়ক সমুদ্রে, ত্রিশ আঢ়ক পর্ব্বতে, কুড়ি আঢ়ক পৃথিবীতে হইবে। বৃষ্টির আড়া পরিমাণ স্থির করিবার নিয়ম এই—

আড়া অর্থাৎ আঢ়ক নামক পাত্র অনাবৃত স্থানে রাখিলে সমস্ত বর্ষার বৃষ্টিতে তাহার যত আড়া জলে পূর্ণ হয়, সেবার তত আড়া জল পৃথিবীতে হইয়া থাকে।

আঢ়কজম্বু (পুং) আঢ়কমিতা জম্বুর্যস্মিন্ দেশে। বহুব্রী। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। স্থূল জম্বুযুক্ত দেশ। (ত্রি) তত্র ভবঃ বৃদ্ধাৎ প্রাচাং ঠঞ্ ছস্যাপবাদকঃ। আঢ়কজম্বুক। স্থূলজম্বুযুক্ত দেশজাত।

আঢ়কী (স্ত্রী) আঢ়কেন মীয়তে আঢ়ক-অণ্ জাতিত্বাৎ ঙীপ্। অরহর। শমাধান্য বিশেষ। [অহরর শব্দ দেখ]।

আঢ্য (স্ত্রী) আ-ধ্যৈ-ক পৃং সাধু। যুক্ত। বিশিষ্ট সম্পন্ন। ধনী। (ইভ্য আঢ্যো ধনী। অমর)।

আঢ্যকুলীন (পুং স্ত্রী) আঢ্যকুলে ভবঃ খ। আঢ্যকুলজাত। বড় বংশজাত।

আঢ্যঙ্করণ (ক্লী) অনাঢ্যমাঢ্যঙ্করোত্যনেন আঢ্য-কৃ করণে খ্যুন্ মুম্। উপং সং। যে আঢ্য ছিল না যদ্দ্বারা তাহাকে আঢ্য করা হইয়াছে। *। আঢ্য সুভগ স্থূল পলিতনগ্নান্ধপ্রিয়েষু চ্ব্যর্থেষচ্বৌ কৃঞঃ করণে খ্যুন্। পা ৩। ২। ৫৬। চ্বি প্রত্যয়ান্ত হইবে না অথচ চ্বি প্রত্যয়ের অর্থ বুঝাইবে এরূপ স্থলে আঢ্য, সুভগ, স্থূল, পলিত, নগ্ন, অন্ধ, প্রিয়, এই সকল শব্দ উপপদ হইলে কৃ ধাতুর উত্তর খ্যুন্ প্রত্যয় হয়। চ্বি প্রত্যয়ান্তের নিষেধ হইল বলিয়া 'আঢ্যীকুর্ব্বন্ত্যনেন' এখানে খ্যুন্ প্রত্যয় হইবে না। ভাষ্যের মতে এখানে ল্যুট্ প্রত্যয় হইতে পারিবে। কিন্তু কাশিকাকার তাহাতে আপত্তি করেন। খ্যুনি চ্বিপ্রতিষেধানর্থক্যং ল্যুট্ খ্যুনোরবিশেষাৎ। খ্যুনি চ্বি প্রতিষেধোঽনর্থকঃ। কিং কারণম্? ল্যুট্খ্যুনোরবিশেষাৎ। খ্যুনাযুক্তে ল্যুটা ভবিতব্যম্। (ভাষ্য)। ন চ ল্যুটঃ খ্যুনশ্চ বিশেষোঽস্তি তত্র কিং প্রতিষেধেন এবং তর্হি প্রতিষেধসামর্থ্যাৎ খ্যুনি অসতি ল্যুড়পি ন ভবতি, তেন ল্যুটোঽপ্যয়মর্থতঃ প্রতিষেধঃ। (কাশিকা)

আঢ্যচর (ত্রি) ভূতপূর্ব্বম্ আঢ্যঃ (ভূতপূর্ব্বে চরট্। পা ৫। ৩। ৫০) ইতি চরট্। যে পূর্ব্বে আঢ্য ছিল। যে ধনবান্ ছিল। (স্ত্রী) আঢ্যচরী।

আঢ্যতম (ত্রি) অতিশায়েনে আঢ্যং (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫) ইতি তমপ্। অতিশয় আঢ্য। অতিশয় ধনবান্।

আঢ্যপদি (অব্য) আঢ্যং পদং গ্রহণং যত্র। দ্বিদণ্ড্যাদিং ইচ্। ইজন্তত্বাদব্যয়ত্বম্। আঢ্যপদ প্রহরণযুক্ত যুদ্ধ। । *। দ্বিদণ্ড্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ৪। ১২৮। দ্বিদণ্ড্যাদির উত্তর ইচ্ প্রত্যয় হয়।

আঢ্যম্ভবন (পুং) অনাঢ্যম্ আঢ্যং ভবত্যনেন। আঢ্য ভূ-করণে খ্যুন্ মুম্। উপং সং। যে পূজ্য ছিল না পরে যদ্দ্বারা সে পূজ্য হয়।

আঢ্যম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অনাঢ্যম্ আঢ্যং ভবতি আঢ্য-ভূ (কর্ত্তরি) ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭ ইতি কর্ত্তরি খিষ্ণুচ্ মুম্। উপং সং। আঢ্যতা প্রাপ্ত। পূজ্য হওয়া।

আঢ্যম্ভাবুক (ত্রি) অনাঢ্যম্ আঢ্যম্ ভবতি আঢ্য-ভূ-কর্ত্তরি চ্ব্যর্থে খুকঞ্ মুম্। উপং সং। যে পূর্ব্বে আঢ্য ছিল না এক্ষণে আঢ্য হইতেছে। [আঢ্যম্ভবিষ্ণু শব্দে সূত্র দেখ]।

আঢ্যবাত (পুং) আঢ্যো বাতো যত্র। বহুব্রী। উরুস্তম্ভ রোগ বিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্র মতে, বায়ু কফ মেদো দ্বারা আবৃত হইয়া উরুদেশ প্রাপ্ত হইলে উরুস্তম্ভ জন্মে, এজন্য উহার নাম আঢ্যবাত বা উরুস্তম্ভ হইয়াছে।

আণক (ত্রি) অণকমেব-স্বার্থে অণ্। অধম। কুৎসিত। (ক্লী) পাশে শয়ন করিয়া (কাইত হইয়া) মৈথুন করা।

আনব (ক্লী) অণোর্ভাবঃ পৃথ্বাদিং বা অণ্। অণুত্ব। সূক্ষ্মতা। [পা ৫। ১। ১২২ সূত্রস্থ পৃথ্বাদিগণে অণু শব্দ দেখ]।

আণবীন (ত্রি) অণুধান্যানাং সর্ষপাদীনাং ভবনং ক্ষেত্রং বা অণু-খঞ্। শুনা ডাঙ্গা। ক্ষেত্র বিশেষ। যে ক্ষেত্রে অণুধান্য শর্ষপাদি উৎপন্ন হয়। পক্ষে যৎ অণব্য যে ক্ষেত্রে সরিষাদি অণুধান্য উৎপন্ন হয়।

আণি (পুং স্ত্রী) অণ্-ইণ্। (স্ত্রী) বা ঙীপ্ আণী। রথ চক্রের অগ্রস্থিত কীলক। খোঁটা। কোটি। সীমা।

আণীবেয় (পুং স্ত্রী) অণিরন্ত্যন্যঃ বা দীর্ঘঃ আণীবঃ ঋষি বিশেষঃ তস্যাপত্যং শুভ্রাদিং ঢক্। আণীব ঋষির অপত্য পুত্র বা কন্যা। [পা ৪। ১। ১২৩ সূত্রস্থ শুভ্রাদিগণে অণীব শব্দ দেখ]।

আণ্টাল (দেশজ) খেলিবার ভাঁটা।

আণ্ড (ত্রি) অণ্ডে ভবং অণ্। যাহা অণ্ডে জন্মে, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি। (স্ত্রী) ঙীপ্ আণ্ডী। বেদে কচিৎ টাপ্ আণ্ডা। চলিত কথায় কোন কোন জাতিরা ডিমকেও আণ্ডা কহে। (পুং) হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। আণ্ডমেব স্বার্থে অণ্। পুরুষের বৃষণ। অণ্ডকোষ। কোন কোন স্থলে লিঙ্গ ও বচনের অতিক্রম জন্য বেদে আণ্ড শব্দকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অণ্ডং বৃষণমস্ত্যস্য অণ্। অণ্ডকোষ যুক্ত। অণ্ডেন নির্বৃত্তং, অণ্ড-অণ্ অণ্ডনিষ্পন্ন কপাল রূপ আকাশলোক এবং ভূলোক। দুই খানি কপাল দ্বারা যেরূপ ঘট নির্ম্মাণ করা যায়, পরব্রহ্ম তদ্রূপ স্বপ্রসূত অণ্ডকেই দ্বিখণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা আকাশ এবং ভূলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তজ্জন্য ঐ দুই লোকের নাম অণ্ড হইয়াছে।

আণ্ডজ (পুং) অণ্ডে জায়তে অণ্ড-জন-ড স্বার্থে অণ্ অণ্ডজাত পক্ষী সর্পাদি। (ক্লী) তাহাদের শরীর।

আণ্ডায়ন (ত্রি) অণ্ডেন নির্বৃত্তং অণ্ড-পক্ষাদি° ফক্। অণ্ডনির্বৃত্ত। অণ্ডনিষ্পন্ন। [পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ পক্ষাদিগণে অণ্ড শব্দ দেখ]।

আণ্ডীর (পুং) আণ্ডমস্ত্যস্য আণ্ড-(কাণ্ডাণ্ডাদীরন্নীরচৌ। পা ৫।২।১১১) ইতি ঈরচ্। অণ্ডযুক্ত। পুরুষ। কাশিকা প্রভৃতি, 'অণ্ডীর' এই প্রকার রূপ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আণ্ডিল। আণ্ডেল, (দেশজ) অতিশয় ধনী। সম্পন্ন।

আণ্ডীবত (পুং) রাজা বিশেষ। তেন নির্বৃত্তং কণ্বাদি° ফিঞ্। (ত্রি) আণ্ডীবতায়নি। অণ্ডীবত রাজা কর্তৃক নিষ্পন্ন। [পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ কণ্বাদিগণে আণ্ডীবত শব্দ দেখ]।

আৎ (অব্য) অত-বিণ্। অনন্তর অর্থ। (পুং) অ-শব্দের পঞ্চম্যন্তের রূপ। ০। আদ্‌গুণঃ। পা ৬।১।৮৫। আকার। ০। তপরস্তৎ কালস্য। পা ১।১।৭০। কোন স্বরবর্ণের পর তকার থাকিলে, তাহাতে তৎকালের সংজ্ঞা বুঝাইবে অর্থাৎ তকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে হ্রস্ব স্বর বুঝাইবে, এবং দীর্ঘ স্বর থাকিলে দীর্ঘ স্বর বুঝাইবে। যেমন অকারের পরে ত থাকিলে অৎ (অকার), আকারের পরে ত থাকিলে আৎ (আকার) এই রূপ বুঝাইবে।

আত (ত্রি) আ-অৎ-অচ্। সতত গত। প্রস্থত। গত।

আতক (ত্রি) অত-ণ্বুল্। সতত গমনকারী। (পুং) সর্প বিশেষ। (মহাভারত আদিপ° ৫৭ অধ্যা°)।

আতঙ্ক (পুং) আ-তকি-ঘঞ্। রোগ। সন্তাপ। সন্দেহ মুরজ বাদ্যের ধ্বনি। ভয়। (আতঙ্কো রোগ সন্তাপশঙ্কাসু মুরজধ্বনৌ। মেদিনী) জ্বর। (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। চলিত কথায় 'আতঙ্গ' এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আতঞ্চন (ক্লী) আ-তঞ্চ ল্যুট্। বেগ। প্রাপণ। আপ্যায়ন। দধি প্রস্তুত করিবার জন্য দুগ্ধে অম্ল দ্রব্য প্রক্ষেপ। (দম্বল দেওয়া)। নিক্ষেপ। উপদ্রব। দ্রবদ্রব্যের প্রক্ষেপ দ্বারা কঠিন দ্রব্যের চূর্ণন। গলিত স্বর্ণাদির দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে জারণ (সোণাজারা)। (আতঞ্চনং প্রতীবাপ জবনাপ্যায়নার্থকম্। অমর)। করণে ল্যুট্। যাহাতে দই পাতা যায় অর্থাৎ অম্ল।

আতত (ত্রি) আ-তন-ক্ত। বিস্তৃত।

আততজ্য (ত্রি) আততা আরোপিতা জ্যা যস্য। অধিজ্য। বিস্তৃত ছিলাযুক্ত।

আততায়িন্ (ত্রি) আততেন বিস্তীর্ণেন শস্ত্রাদিনা অয়িতুং বধাদ্যর্থং গন্তুং শীলমস্য আতত-অয়-ণিনি। যে বধ করিতে উদ্যত হয়। যে ঘরে আগুন দেয়, ভক্ষ্যবস্তুর সহিত বিষ প্রদান করে, অনিষ্টের নিমিত্ত শস্ত্রধারণ করে, যে ধন অপহরণ করে, যে ভূমি ও স্ত্রী হরণ করে, বশিষ্ঠ এই ছয় জনকে আততায়ী কহিয়াছেন। কোন কোন মতে আততায়িবধে পাতক নাই। কিন্তু মতান্তরে ইহাতে পাপ আছে। পাণ্ডবেরা শত্রুবিনাশ করিয়া সেই পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আতনি (ত্রি) আ-তন-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। ৪।১১০) ইতি ইন্। বিস্তারক। যিনি বিস্তার করেন।

আতপ্ (ত্রি) আতপতি আ-তপ-ক্বিপ্। যে তাপ দেয়।

আতপ (পুং) আতপতি আ-তপ-(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ। দ্যোত। রৌদ্র। প্রকাশ। যে চাউল সিদ্ধ না করিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে আতপ চাউল বলে।

আতপত্র (ক্লী) আতপাৎ রৌদ্রাৎ ত্রায়তে আ-তপ-ত্রৈ-ক। ছত্র। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রাদ্ধ এবং অন্য অন্য পুণ্য কর্ম্মে ছত্র ও জুতা উৎসর্গ করা হয় ইহার কারণ কি। ভীষ্ম বলিলেন, পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশোদ্ভব জমদগ্নি বাণপ্রয়োগ অভ্যাস করিবার নিমিত্ত একটী স্থান লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ শর ছুড়িতে লাগিলেন। একটী করিয়া বাণ ছোড়া হয়, জমদগ্নির পত্নী রেণুকা

সেইটী কুড়াইয়া আনিয়া দেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, প্রখর রৌদ্র হইয়া উঠিল। পথের বালি তাতিয়া আগুনের মত হইল। রেণুকা ক্লান্ত হইয়া গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া অনেক বিলম্বে বিলম্বে বাণ কুড়াইয়া আনিতে লাগিলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া এত বিলম্বের কারণ কি জিজ্ঞাসিলেন। রেণুকা বিনয়বাক্যে স্বামীকে বলিলেন,—'মাথার উপরে প্রখর সূর্য্যের তাপ, এ দিকে রৌদ্রে মাটী পুড়িয়া যাইতেছে, আমি আর হাঁটিতে পারি না'। এই কথা শুনিয়া জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে জমদগ্নির কাছে আসিয়া ছত্র ও জুতা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—অদ্য হইতে কেহ ছত্র ও জুতা দান করিলে তাহার মহৎ ফল হইবে। সেই সময় হইতে শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকার্য্যে ছত্র ও জুতা দান করা হয়।

আতপবৎ (ত্রি) আতপোঽস্ত্যস্য আতপ-মতুপ্, মকারস্য বকারঃ। তাপযুক্ত।

আতপবর্ষ্য (ত্রি) আতপে নিমিত্তে সতি বর্ষন্তি বাহ° কর্ত্তরি যৎ। বৃষ্টির জল।

আতপবারণ (ক্লী) আতপং রৌদ্রং বারয়তি আতপ-বৃ-ণিচ্ ল্যু। ছত্র।

আতপাত্যয় (পুং) ৬-তৎ। রৌদ্রের অপগম। আতপস্য অত্যয়ো যত্র। বহুব্রী। বর্ষাকাল।

আতপাভাব (পুং) ৬-তৎ। রৌদ্রের অভাব। আতপস্য অভাবো যত্র। বহুব্রী। ছায়া। ছায়াযুক্ত স্থান।

আতপীয় (পুং) আতপস্য সন্নিকৃষ্ট দেশাদি উৎকরাদি-ছ। রৌদ্রের নিকটস্থ স্থানাদি। [পা ৪।২।৯০ সূত্রস্থ উৎকরাদিগণে আতপ শব্দ দেখ]।

আতপোদক (ক্লী) আতপে রৌদ্রে লক্ষ্যমাণম্ উদকমিব। শাক° তৎ। মরীচিকা। মৃগ তৃষ্ণা। অতি রৌদ্রের সময়ে বালুকাময় ভূমিতেই এই ভৌতিক দৃশ্য দেখা যায়। [মরীচিকা দেখ]।

আতমাম্ (অব্য) আ-তমপ্ আমু। অতিশয় আভিমুখ্য। অতিশয় সাম্মুখ্য। সমন্তাদ্ভাব। সকল দিক্।

আতর (পুং) আতার্য্যতে অনেন আ-তৄ-করণে-(ঋতোরপ্) ইতি অপ্। পারের কড়ী। পারাণী। (আতরস্তর পণ্যং স্যাৎ। অমর)।

গোলাপের সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। প্রথমে ধাতুময় ভাণ্ড মধ্যে গোলাপ ফুল ও জল দিয়া বক যন্ত্র দ্বারা তাহার জল চুয়াইয়া লইতে হয়। পরে ঐ চোয়ান জলের সঙ্গে পুনর্ব্বার নূতন ফুল দিয়া আবার জল চুয়াইয়া লইবে। এই রূপে ৪।৫ বার ফিরান করিয়া শেষে শ্বেতচন্দনের চূর্ণ সঙ্গে ঐ জল চুয়াইলে আধার ভাণ্ডে যে জল আসিয়া পড়ে, তাহা রাত্রিকালের শীতল বাতাসে রাখিলে উপরে তৈলবৎ আতর ভাসিয়া উঠে। উহা ঝিনুক দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট আতর, সুগন্ধি, উগ্র এবং মনের প্রীতিকর। গাজিপুর, জোয়ানপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রস্তুত হয়।

আতর্পণ (ক্লী) আ-তৃপ্-ল্যুট্। তৃপ্তি। আ-তৃপ্-ণিচ্-ল্যুট্, ণিচ্ লোপঃ। তৃপ্তি জন্মাইয়া দেওয়া। মঙ্গল দ্রব্যের আলেপন। (ত্রি) কর্ত্তরি ল্যুট্। যে তৃপ্ত করে।

আতব (পুং) আ-তু-অপ্। হিংসা করা। (ত্রি) কর্ত্তরি অচ্ হিংসক। (পুং) রাজা বিশেষ। (পুং স্ত্রী) আতবস্যাপত্যম্ আতব-অশ্বাদি° ফক্। আতবায়ন, আতবরাজের পুত্র ও কন্যা রূপ অপত্য [পা ৪।১।১১০ সূত্রস্থ অশ্বাদিগণে আতব শব্দ দেখ]।

আতস্‌বাজী, (দেশজ) হাউই। [অগ্নিক্রীড়া দেখ]। 'নিশ্বাস আতস্‌বাজী উত্তাপে পলায়'। (বিদ্যাসু)।

আতা (স্ত্রী) আভিমুখ্যেন অত্যতে গম্যতে প্রাণিভিঃ আ-অত-(অকর্ত্তরি চ কারকে। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। অথবা, আ-তন্ (উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।২।৯৯) ইতি জনের্বিধীয়মানো ড প্রত্যয়ো বহুলবচনাদ্ ভবতি। (নিঘণ্টু)। দিক্।

আতা নামক ফল বিশেষ (Auona squamosa)। বাঙ্গালার স্থান বিশেষে ইহাকে আতাকাঁটাল কহে। ইহার সংস্কৃত নাম আতৃপ্য। কথিত আছে, ইহা আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে ইহার সংস্কৃত নাম কিরূপে হইল বলা যায় না। হিন্দিতে ইহাকে সরিফা বলে। তামিল এবং তেলুগু ভাষায় ইহার নাম সিতাফল। ইহা নোনা জাতীয় গাছ।

এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আতা জন্মে, কিন্তু পূর্ব্বে এই গাছ আমাদের দেশে ছিল না। আমেরিকা হইতে আনিয়া এখানে রোপণ করা হয়। বাঙ্গালার চেয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের আতা বড় ও সুস্বাদু। ইহার ফল খাইতে শীতল, তৃপ্তিকর এবং মিষ্ট; কিন্তু অনেকের ইহাতে কাসি ও সর্দ্দি হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে, ইহা তৃপ্তিকর, রক্তবর্দ্ধক, স্বাদু, শীতল, হৃদ্য এবং ইহাতে বল ও মাংস বৃদ্ধি হয় এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ু নষ্ট হইয়া থাকে।

আতার কচি পাতা ঘৃত কিংবা মাখনের সঙ্গে বাটিয়া ফোড়া প্রভৃতির উপরে প্রলেপ দিলে শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহার মূলের ছাল অতিশয় বিরেচক। আমাদের দেশের অবধৌতেরা তরুণ রক্ত আমাশয় রোগে উহা সেবন করাইয়া থাকেন; তাহাতে অনেক রোগী এক দিনেই আরোগ্য লাভ করে, ক্বচিৎ কাহার মৃত্যুও ঘটে। আতার বীজ কিংবা কাঁচা আতার শাঁস চূর্ণ করিয়া বেসমের সঙ্গে চুলে লাগাইলে উকুণ মরিয়া যায়। বালকদের বৃহদন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে প্রথমে তাহা ভিতরে প্রবেশ করাইবে, পরে আতাপাতার ক্বাথ লাগাইলে আর উহা বাহির হয় না। আতার ছালে শিকা, দড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহার চেয়ে নোনার ছাল উৎকৃষ্ট।

আতান (পুং) আতন্যতে আ-তন্-ঘঞ্। আভিমুখ্যে বিস্তার। দীর্ঘ বিস্তার। বস্ত্রাদি বুনিবার জন্য সূতার টানা দেওয়া। কর্ম্মণি ঘঞ্। বিস্তার্য্য। যে বস্তুকে বিস্তার করিতে হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য বা বস্তু।

আতানক (ত্রি) আ-তন-ণ্বুল। বিস্তারক।

আতাপি (পুং) আ-তপ্-ইণ্। অসুর বিশেষ। ইহারা দুই ভাই, বাতাপি ও আতাপি। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের প্রধান জীবিকার উপায় ছিল। বাটীতে কোন অতিথি আসিলে বাতাপি তাহার ভাই আতাপিকে কাটিয়া তাহার মাংস অতিথিকে খাইতে দিত। শেষে ভোজনের পর বাতাপি তাহার ভাইকে ডাকিলে সে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া অতিথির পেট বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইত। তাহাতে অতিথির মৃত্যু হইলে ঐ অসুরেরা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইত। এক দিন অগস্ত্য মুনি আতাপির বাটীতে অতিথি হইলে তাহার ভ্রাতা বাতাপি কহিল, ভগবন্! কি মাংস ইচ্ছা করিবেন? ঋষি তাহাতেই সম্মত হইলে সে নিজের ভ্রাতা আতাপিকে গোপনে কাটিয়া ঋষির সমক্ষে দিল। ঋষি উত্তম রূপে সেই মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিলেন। বাতাপি সামান্য অতিথের ন্যায় ভাবিয়া দূর হইতে আতাপিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু ঋষি তাহাকে জঠরানলে ভস্মীভূত করিয়াছেন। এজন্য আর সে ঋষির উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্য দিনের মত বাহির হইতে পারিল না।

আতাপিন্ (পুং) আতপতি আ-তপ্-ণিনি। চিল নামক পক্ষী। আতায়ী। চিল্ল।

আতায়িন্ (পুং) আ-তায়-ণিনি। চিল নামক পক্ষী।

আতার (পুং) আতীর্য্যতেঽনেন আ-তৃ-করণে ঘঞ্। নৌকার পারের শুল্ক। পারের মূল্য। পারাণী।

আতারকাতার (দেশজ) ছট্‌ফট্। আকুলিব্যাকুলি। যেমন—'পাথারে পড়িয়া করে আতারকাতার'।

আতালপাতাল (দেশজ) বোধ হয় ইহা 'আতলপাতাল' শব্দের অপভ্রংশ। সর্ব্বত্র। যেমন—তিনি আতালপাতাল করিয়া খুঁজিলেন।

আতালিপাতালি (দেশজ) ছটফট করা। সর্ব্বত্র।

আতালী (অব্য) আ-তল-বাহং ইণ্। কাতর ব্যক্তিকে ব্যাকুল করা।

আতি (পুং) অত-ইণ্। শরারী পক্ষী। (ত্রি) সর্ব্বদা গমনকারী।

আতিথিগ্ব (পুং) অতিথিং গচ্ছতি অতিথি গম-ড্ব। দিবোদাস নামক রাজা। তস্যাপত্যং অণ্। দিবোদাস রাজার পুত্র

আতিথেয় (ক্লী) অতিথয়ে ইদম্ অতিথি-ঢক্। অতিথির নিমিত্ত ভোজনাদি। তত্র সাধু ঢঞ্। (ত্রি) অতিথি সেবায় কুশল। (স্ত্রী) ঙীপ্ আতিথেয়ী। *। পথ্য তিথি বসতি স্বপতে র্ঢঞ্। পা ৪। ৪। ১০৪। পথিন্, অতিথি, বসতি ও স্বপতি শব্দের উত্তর কুশল অর্থে ঢঞ্ প্রত্যয় হয়।

আতিথ্য (ক্লী) অতিথয়ে ইদং ঞ্য। অতিথি পরিচর্য্যা। স্বার্থে ষ্যঞ্। অতিথি। আতিথ্যোঽতিথৌ তদ্‌যোগ্যেপি। হেম। *। অতিথের্ঞ্য। পা ৫। ৪। ২৬। অতিথি শব্দের উত্তর তাদর্থ্যে ঞ্য প্রত্যয় হয়।

আতিদেশিক (ত্রি) অতিদেশাদাগতঃ ঠক্। অন্যত্র আরোপিত। অতিদেশ প্রাপ্ত। আতিদেশিকমনিত্যম্। পরিভাষেন্দু, ৯৩ চ।

আতিযাত্রিক (ত্রি) অতিযাত্রায়াং নিযুক্তাং ঠক্। আতিবাহিক দেব। [আতিবাহিক শব্দ দেখ]।

আতিরেক্য (ক্লী) অতিরিচ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্, তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অতিশয় বৃদ্ধি। নিজের পরিণতির আধিক্য।

আতিবাহিক (ত্রি) অতিবাহে ইহলোকাৎ পরলোকপ্রাপণে নিযুক্তঃ ঠক্। ইহলোক হইতে পরলোক প্রাপক ঈশ্বর নিযুক্ত অর্চ্চিরাদি অভিমানী দেবগণ। ধূমাদি অভিমানী দেবগণ। অতিবাহনে নিযুক্ত দেবগণ দুইরূপ; দক্ষিণ পথে স্থিত এবং উত্তর পথে স্থিত। যাঁহারা ইহলোকে বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা এবং অগ্নিষ্টোম যাগ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড করেন, তাঁহারা পরলোকে

যাইবার দক্ষিণদ্বার প্রাপ্ত হন্। সেই স্থানে ঈশ্বর নিযুক্ত ধুমাদিগণ থাকেন, তাঁহারাই সেই সকল ব্যক্তিকে পরলোকে লইয়া যান্। আর যাঁহারা ইহলোকে জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্ম চিন্তা করেন, তাঁহারা পরলোকে যাইবার উত্তর দ্বার প্রাপ্ত হন। তথায় ঈশ্বর নিযুক্ত অভিমানী দেবগণ জ্ঞানী মনুষ্যদিগকে পরলোকে লইয়া যান্। তাঁহাদেরই নাম আর্চিরাদি। সাঙ্খ্যসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতিবাহে অতিবাহকালে (লোকান্তর গতিকালে) ভবঃ ঠঞ্ (পুং)। মনুষ্যের মৃত্যুকাল জাতদেহ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে লিখিত হইয়াছে, মনুষ্য মরিবামাত্র আতিবাহিক শরীর প্রাপ্ত হন্। সেই শরীর হইতে তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই তিন ভূত ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। আতিবাহিক শরীর কেবল মনুষ্যেরই হয়, অন্য কোন প্রাণীর হয় না। (প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃত)

আতিবিতি (গ্রাম্য) শীঘ্র। তাড়াতাড়ি। 'আতিবিতি গেল রায় বিল্বার ভবন'। (বিল্বাম্ব)

আতিশ (হিন্দী) অতিবিষা, আতইচ (Aconitum heterophyllum)। [অতিবিষা শব্দ দেখ]। যথার্থ আতিশের মূলে বিষক্রিয়া করে না। এই গাছ হিমালয় প্রদেশে জন্মে, প্রায় দেড় হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার মূল জ্বরঘ্ন ও বলকর। আমাদের দেশের বৈদ্যেরা ইহা জ্বর বিকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কঠিন জ্বররোগে ইহার চূর্ণ ১২ রতি মাত্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কিন্তু ইহার অকৃত্রিম মূল পাওয়া সুকঠিন। বাজারে ইহার পরিবর্ত্তে প্রায় সফেদ মস্‌লী বিক্রীত হয়।

আতিশয্য (ক্লী) অতিশয় এব। স্বার্থে ষ্যঞ্। অতিশয়। আধিক্য। প্রাধান্য।

আতিশ্বায়ন (ত্রি) অতিক্রান্তঃ শ্বানং কুক্কুরং পৃ° ন সমাসান্তঃ অতিশ্বাদাসঃ অত্যধীনত্বাৎ। (পক্ষাদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।২।৮০) ইতি ফক্। দাসের নিকটস্থ দেশাদি।

আতিষ্ঠ (ক্লী) অতি-স্থা-ক যত্বম্ অতিষ্ঠস্য ভাবঃ অণ্। অন্যকে অতিক্রম করিয়া স্থিতি। উৎকর্ষ।

আতু (পুং) অত-বাহু°-উণ্। ভেলক। ভেলা। উড়ূপ।

আতু আতু আতুপুতু (দেশজ) অতিশয় যত্ন। অতিশয় স্নেহ। আমি ইহাকে আতু আতু বা আতুপুতু করিয়া রাখিয়াছি।

আতুচ্ (পুং) 'আতুচির্গমনার্থঃ' (ঋগ্‌ভাষ্য) আধারে ক্বিপ্। সূর্য্যের অস্তগতিকাল। সূর্য্যের নিম্নে চলনকাল। অস্তকাল। যন্মধ্যন্দিন আতুচি। ঋক্ ৮। ২৭। ২১। আতুচির্গমনার্থঃ। সূর্য্যস্য নিম্নোচনে, সায়মিত্যর্থঃ। (সায়ন)।

আতুজি (ত্রি) আ-তুজ হিংসাবলাদান নিকেতনেষু (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪। ১১৯) ইতি ইন্ কিচ্চ। হিংসক। বলগ্রাহক। পিবন্তং সোনমাতুজী। ঋক্ ৭। ৬৬। ১৮। আতুজী শত্রূণাং সর্ব্বতো হিংসকাবাদাতারৌ বা সায়ন)।

আতুর (ত্রি) অত সাতত্য গমনে (মদ্‌গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৪১) ইতি উরচ্ পৃ° অকারদীর্ঘঃ। কার্য্যাক্ষম। (অত সাতত্যগমনে। ধাতোরাদৌ দীর্ঘঃ। আতুরোঽক্ষমঃ। (উজ্জ্বলদত্ত)। পীড়িত। (আসবায়ীবিকৃতো ব্যাধিতোঽপটুঃ। আতুরঃ। অমর)। আতুরে নিয়মো নাস্তি। (স্মৃতি)। চলিত কথায়, 'অতুর' এই প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আতুরসন্ন্যাস (ক্লী) ৬ তৎ। সন্ন্যাস বিশেষ। ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোন কোন স্থানের লোকের মধ্যে এই রূপ প্রথা চলিত আছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়া নির্গুণ উপাসনায় দীক্ষা দেন। ইহাকেই আতুরসন্ন্যাস কহে। আতুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাহার মৃত্যু না হইলে আর তিনি গৃহে যাইতে পারেন না। তুলসীদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে এই দশা ঘটিয়াছিল। মুমূর্ষুকাল দেখিয়া তাঁহাকে আতুরসন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করান হইল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটিল না। তজ্জন্য তিনি কাশীবাসী হইয়া বেদান্তের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানী, নীতিবীর এবং তেজস্বিয়ান্ পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি জুতা পায়ে দিয়া পঞ্চক্রোশী কাশী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, কোন সন্ন্যাসী তাঁহার এই আচরণ দেখিয়া কহিল,—'আপনি কোন ব্যবস্থা অনুসারে জুতা পায়ে দিয়া কাশী প্রদক্ষিণ করিতেছেন'? তুলসীদাস উত্তর করিলেন—'আমি জুতা কোথায় পাইব, যে পরিব? একপাটী জুতা কর্ম্মীদের মাথায় রহিয়াছে, আর একপাটী উপাসকদের মস্তকে আছে, তবে আমার জুতা কৈ'?

আতুরোপক্রমণীয় (পুং) আতুরং রোগিণমধিকৃত্য রোগনিবারণায় উপক্রমণীয়ঃ। শাক° তৎ। পীড়িতের চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ু, ব্যাধি, ঋতু, অগ্নি, বয়স, দেহ, বল, সত্ত্বসাত্ম্য, প্রকৃতি, ভেষজ, দেশ, এই সকল অনুসারে উপক্রমণীয় ব্যাপার বিশেষ। তদধিকৃত্যকৃতো গ্রন্থঃ ছ।

তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ।

আতুর্য্য (ক্লী) আতুরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। আতুরত্ব। পীড়া। ফলনাশক জরাংশবিশেষ। রসভেদে জরাংশ নানাবিধ। ইহা হরিবংশের ১৮৩ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে।

আতৃণ্ণ (ত্রি) আ-তৃদ্-ক্ত। হিংসিত। ছিন্ন।

আতৃপ্য (ক্লী) আতৃপ্যতেঽনেন আ-তৃপ-বাহ০ ক্যপ্। আতা নামক ফল বিশেষ। [আতা দেখ]।

আতোদ্য (ক্লী) আ-সমন্তাৎ তুদ্যতে আ-তুদ্-ণ্যৎ। বীণাদি চারি বাদ্যের নাম। এই চারি প্রকার বাদ্য যথা— বীণাদিবাদ্য তত, মুরজাদি বাদ্য অনদ্ধ, বংশী প্রভৃতি বাদ্য শুষির, কাংস্য তালাদি বাদ্য ঘন।

আত্ত (ত্রি) আ-দা-ক্ত। গৃহীত। [অপাত্ত শব্দ দেখ]

আত্তগন্ধ (ত্রি) আত্তো গৃহীতঃ শক্রণা গন্ধঃ গর্ব্বো যস্য। শাক০ বহুব্রী। শত্রু কর্ত্তৃক অভিভূত। গৃহীতগন্ধ পুষ্পাদি। যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে।

আত্তগর্ব্ব (ত্রি) আত্তো গৃহীতো গর্ব্বো যস্য। বহুব্রী। অভিভূত। পরাজিত।

আত্তি (গ্রাম্য) ইহা আত্মীয়তা শব্দের অপভ্রংশ। স্নেহ। মমতা। যত্ন।

আত্মকর্ম্মন্ (ত্রি) ৬-তৎ। আত্মনা ক্রিয়তে আত্মন্ কৃ- (সর্ব্বধাতুভ্যোমনিন্। উন্ ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য। নিজের করণীয় কর্ম্ম।

আত্মকাম (ত্রি) আত্মানং কাময়তে আত্মন্-কম-ণিঙ্ অণ্। উপ০ স০। যিনি অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাকে অভিলাষ করেন। যিনি কেবল আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক।

আত্মকামেয় (ত্রি) আত্মকামায়া ইদং ঢক্। আত্মকামের সম্বন্ধী। ততঃ স্বার্থে রাজন্যাদি০ বুঞ্। আত্মকামেয়ক। আত্মকামার সম্বন্ধী। [পা ৪। ২। ৫৩ সূত্রস্থ রাজন্যাদি-গণে আত্মকামের শব্দ দেখ]।

আত্মগুপ্ত (ত্রি) আত্মনা গুপ্তঃ রক্ষিতঃ। নিজ শক্তি দ্বারা রক্ষিত। (স্ত্রী) আলকুশীলতা। (আত্মগুপ্তাজড়াঽব্যণ্ডা। অমর)।

আত্মগ্রাহিন্ (ত্রি) আত্মানম্ আত্মার্থমেব বা গৃহ্লাতি। আত্মন্-গ্রহ-ণিনি। উদরম্ভরি। স্বার্থপর। আত্মজ্ঞ।

আত্মঘাতিন্ (ত্রি) আত্মানং দেহং হন্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধেন উদ্বন্ধনাদিনা বিনাশয়তি আত্মন্-হন্-ণিনুণ্। ৬-তৎ। যে আত্মহত্যা করে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে আত্মঘাত চারি প্রকার, বৈধ, অবৈধ, জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত। মনু এবং বৃদ্ধ গর্গ লিখিয়াছেন, মনুষ্য যখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া শৌচবর্জ্জিত এবং লুপ্তক্রিয় হন, চিকিৎসা করিলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না; এরূপ অবস্থায় উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া, অনশন করিয়া কিংবা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। তাহার দ্বিতীয় দিনে অস্থি সঞ্চয় করা আবশ্যক। তৃতীয় দিনে উদক ও পূরক পিণ্ডদান করিবে এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অবৈধ আত্মঘাতীর অশৌচ, উদকক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই।

আত্মঘোষ (পুং) আত্মানং ঘোষয়তি (কা কা কু কু) ইত্যাদি স্বশব্দৈঃ লোকে প্রচারয়তি। আত্মন্-ঘুষ-ঘঞ্। কাক। কুক্কুট। কাকে কাকা করিয়া এবং কুক্কুটেরা 'কু…কু…কুও, করিয়া আত্মপরিচয় দেয়, এজন্য উহাদের আত্মঘোষ নাম হইয়াছে।

আত্মজ (পুং) আত্মনঃ দেহাৎ মনসো বা জায়তে আত্মন্-জন্-ড। পুত্র। কন্দর্প। (স্ত্রী) টাপ্—আত্মজা। কন্যা। মনোজাত বুদ্ধি প্রভৃতি।

আত্মজন্মন্ (ক্লী) আত্মনো জন্ম পুত্ররূপেণ উৎপত্তিঃ। ৬-তৎ। আত্মার পুত্ররূপে উৎপত্তি। (পুং) আত্মনো জন্ম যস্য। বহুব্রী বা। পুত্র। (রঘু ১। ৩৩ শ্লোকের টীকায়, আত্মনো জন্ম যস্য অসৌ আত্মজন্মা পুত্রঃ তস্মিন্ উৎসুকঃ। যদ্বা, আত্মনো জন্মনি পুত্ররূপেণ উৎপত্তৌ। মল্লি০)।

আত্মজ্ঞান (ক্লী) আত্মনো জ্ঞানম্। ৬-তৎ। যথার্থ রূপে আত্মার জ্ঞান। যথার্থ আত্মজ্ঞানই মোক্ষসাধন এই কথা শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে। আত্মবোধাদি শব্দেরও ঐ অর্থ।

আত্মতত্ত্ব (ক্লী) আত্মনস্তত্ত্বম্। ৬-তৎ। আত্মার যথার্থ স্বরূপ। চৈতন্য রূপ। মতভেদে কর্ত্তৃত্ব রূপ। আত্মরূপ পরম পদার্থ।

আত্মতুষ্টি (ত্রি) আত্মন্যেব তুষ্টির্যস্য। বহুব্রী। আত্ম জ্ঞানদ্বারা যিনি তুষ্টি লাভ করিয়াছেন। যিনি কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পরমব্রহ্মকে জানেন। (স্ত্রী) ৬-তৎ। আত্মার সন্তোষ।

আত্মত্যাগিন্ (ত্রি) আত্মানং দেহং ত্যজতি আত্মন্-ত্যজ সম্পৃজাদি (পা ৩। ২। ১৪২) ইতি ঘিনুণ্। ৬-তৎ। আত্মঘাতী। [আত্মঘাতিন্ শব্দ দেখ]।

আত্মদর্শ (পুং) আত্মা দেহো দৃশ্যতেঽত্র আত্মন্-দৃশ-আধারে ঘঞ্। দর্পণ। আদর্শ। ভাবে ঘঞ্। ৬-তৎ।

আত্মার দর্শন। আত্মসাক্ষাৎকার।

আত্মদর্শন (ক্লী) আত্মা দৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তেঽনেন আত্মন্-দৃশ-করণে ল্যুট্। আত্ম সাক্ষাৎকারের সাধন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। ভাবে ল্যুট্, আত্মসাক্ষাৎকার। সকল ভূতে আত্মজ্ঞান।

আত্মদেবতা (স্ত্রী) আত্মনো দেবতা। নিজের ইষ্টদেবতা।

আত্মদ্রোহিন্ (ত্রি) আত্মনো দ্রুহ্যতি দ্রুহ-ণিনি। আত্মঘাতী।

আত্মধ্যান (ক্লী) আত্মনো ধ্যানং চিন্তারূপযোগবিশেষঃ। আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন মানসবৃত্তি বিশেষ। শঙ্খস্মৃতিতে তাহার প্রকরণ দর্শিত হইয়াছে।

আত্মন্ (পুং) অত্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি যাবৎ অত-গতৌ (সাতিভ্যাং মনিন্মনিণৌ। উণ্ ৪। ১৫২) সাত্যতিভ্যাং যথাক্রমং মনিন্ মনিণৌ স্যাতামিতিমনিণ্। পুরুষ। স্বভাব। প্রযত্ন। মন। ধৃতি। মনীষা (বুদ্ধি)। শরীর। ব্রহ্ম। (আত্মা পুংসি স্বভাবে চ প্রযত্ন মনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি। (হেম)। (আত্মা-পুরুষঃ। উজ্জলদত্ত)। অর্ক (সূর্য্য)। অগ্নি। বায়ু। জীব।

আত্মা চিত্তে ধৃতৌ যত্নে ধিষণায়াং কলেবরে।
পরমাত্মনি জীবেঽর্কে হুতাশনসমীরয়োঃ।
স্বভাবে, হেম।

পুত্র। 'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি'। ইতি শ্রুতি।

শ্রুতিতে আত্মার অহং-প্রত্যয়-বিষয়ত্ব লিখিত আছে, অর্থাৎ পুরুষ, 'অহমস্মি' এই রূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সাঙ্খ্যভাষ্যে অহং প্রত্যয় বিষয়েও বহুবাদী ও প্রতিপত্তি দর্শিত হইয়াছে। যথা প্রাকৃতজনেরা এবং লৌকায়তিকেরা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহমাত্রকে আত্মা কহেন। কেহ কেহ বলেন, চেতন ইন্দ্রিয়ই আত্মা। কেহ কেহ মনকেই আত্মা কহিয়া থাকেন। কেহ আত্মাকে ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র কহেন। কাহারও মতে, আত্মা শূন্যময়। কেহ কেহ বলেন, সংসারী কর্ত্তা এবং ভোক্তা দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা আছে। দেহাদি ব্যতিরিক্ত সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই আত্মা, ইহাও কাহার কাহার মত। কাহার মতে, ভোগশীলেরই আত্মা থাকে।

আত্মনিষ্ঠ (ত্রি) আত্মনি আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা যস্য। বহুব্রী। যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ, মুমুক্ষু। আত্মনি তিষ্ঠতি আত্মন্-নি-স্থা-ক যত্বম্। যে আত্মাতে থাকে।

আত্মনীন (ত্রি) আত্মনে হিতং (আত্মন্বিশ্বজনভোগোত্তর পদাৎ খঃ। পা ৫। ১। ৯) ইতি খ। আত্মহিতকর। (পুং) পুত্র। শ্যালক। নাটক প্রসিদ্ধ বিদূষক। (ত্রি) বলবান্।

আত্মনেপদ (ক্লী) আত্মনে আত্মার্থফলবোধনায়ৈব পদম্। অলুক্ সং। আত্মগামী ফলবোধক ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ তঙাদি। যে পদ থাকিলে আত্মগামী ফলই বুঝায়। । * । বৈয়াকরণাখ্যায়াং চতুর্থ্যাঃ। পা ৬। ৩। ৭। ব্যাকরণের সংজ্ঞা বুঝাইলে চতুর্থীর লুক্ হয় না। আত্মন ইত্যেব আত্মনেপদঃ। আত্মনেভাষা, তাদর্থ্যে চতুর্থী। সিং কৌং। * । তঙানাবাত্মনেপদম্। পা ১। ৪। ১০০। তঙ্ প্রত্যাহার এবং শানচ্ কানচ্ প্রভৃতি আত্মনেপদসংজ্ঞ হয়। * । অনুদাত্ত ঙিত আত্মনেপদম্। পা ১। ৩। ১২। অনুদাত্ত ধাতু এবং উপদেশ অবস্থায় যে সকল ধাতুর ঙ-অনুবন্ধ থাকে, তাহারা আত্মনেপদ হয়। * । স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে। পা ১। ৩। ৭২। ক্রিয়ার ফল কর্ত্তৃগামী হইলে স্বরিত এবং ঞিৎ ধাতু আত্মনেপদ হয়। তঙ্ প্রত্যাহার যথা,—ত আতাম্ ঝ থাস্ আথাম্ ধ্বম্; ইট্ বহি মহিঙ্। এই নয়টী।

আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং ক্বচিৎ। প্রাঞ্চঃ।

আত্মনেপদিন্ (পুং) আত্মনেপদং বিহিতত্বেনাস্ত্যস্য আত্মনে-পদ-ইনি। পাণিন্যুক্ত আত্মনেপদি ধাতু। গণ পাঠে হলন্ত অনুদাত্তেৎ এবং স্বরান্ত ঙ ইৎ ধাতুগুলি আত্মনেপদী। আর কর্ত্তৃগামী ক্রিয়াফল বিশিষ্ট স্বরিত এবং ঞিৎ ধাতুগুলিও আত্মনেপদী। তদ্ভিন্ন অর্থ বিশেষে উপসর্গবিশেষের যোগে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতু আত্মনেপদী হইয়া থাকে।

আত্মনেভাষা (স্ত্রী) আত্মনে আত্মোদ্দেশেন ভাষা পরিভাষা। অলুক্ সং। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আত্মনেপদের অর্থ।

আত্মন্বৎ (ত্রি) আত্মা অস্ত্যস্য মতুপ্। (এখানে বেদে ভ-সংজ্ঞা হইয়াছে, তজ্জন্য নকারের লোপ হয় নাই)। আত্মবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ঙীপ্ আত্মন্বতী। আত্মবিশিষ্টা স্ত্রী। লৌকিক ভাষায় নকারের লোপ হইয়া 'আত্মবৎ' এই প্রকার রূপ হয় নাই। যত্নবান্। সুমনস্ক।

আত্মন্বিন্ (ত্রি) আত্মন-অস্ত্যর্থে-বাহুং বিনি। ভ-সংজ্ঞা জন্য নকারের লোপ হয়। মনস্বী। প্রশস্তমনা।

আত্মপুরাণ (পুং) আত্মনঃ পুরাণং সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বাদি রূপ নিমিত্তমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। শঙ্করানন্দ প্রণীত উপনিষদের অর্থ পুস্তক বিশেষ। ইহা আঠার অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহার ১ম অধ্যায়ে ঐতরেয়োপনিষদের অর্থ। ২য়, বৃহদারণ্যকের কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা। ৩য়, বৃহদ্গার্গ্যজাত শক্র সংবাদের অর্থ। ৪র্থ, বৃহৎ

মধুকাণ্ডের অর্থ। ৫ ম, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের অর্থ। ৬ ষ্ঠ, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদের অর্থ। ৭ ম, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদের অর্থ। ৮ ম, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অর্থ। ৯ ম, কাঠকোপনিষদের অর্থ। ১০ ম, তৈত্তিরীয়োপনিষদের অর্থ। ১১ শ, গর্ভোপনিষদের অর্থ। ১২ শ, ছান্দোগ্যের শ্বেতকেতু সংবাদের অর্থ। ১৩ শ, ছান্দোগ্য সনৎকুমার নারদ সংবাদের অর্থ। ১৪ শ, ছান্দোগ্য প্রজার প্রতি ইন্দ্র সংবাদের অর্থ। ১৫ শ, তলবকারোপনিষদের অর্থ। ১৬ শ, মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ। ১৭ শ, প্রশ্নোপনিষদের অর্থ। ১৮ শ, মাণ্ডুক্য ইশা জাবালি প্রভৃতির প্রণীত উপনিষৎ সকলের সারার্থের বিবৃতি আছে। এই গ্রন্থ সুগম উপায় দ্বারা বেদান্ত জ্ঞানের অতিশয় উপযোগী। কাকারাম শাস্ত্রী ইহার টীকা করিয়াছেন।

আত্মপ্রকাশ (পুং) চৈতন্যের প্রকাশ।

আত্মপ্রভ (ত্রি) আত্মনা স্বয়মেব প্রভা যস্য। বহুব্রী। স্বয়ং প্রকাশমান। (পুং) পরমাত্মা। (স্ত্রী)। ৩-তৎ। স্বয়ং প্রভা। স্বয়ং প্রকাশ।

আত্মপ্রভব (পুং) প্রভবত্যস্মাৎ প্র-ভূ-অপাদানে অপ্। আত্মা দেহঃ মনো বা প্রভবো যস্য। তনুজ। পুত্র। মনোভব। কন্দর্প। (স্ত্রী) কন্যা। বুদ্ধি। (পুং) আত্মা পরমাত্মৈব প্রভবঃ কারণং যস্য। বহুব্রী। আকাশ পরমাণু প্রভৃতি। আত্মভব আদি শব্দেরও ঐ অর্থ।

আত্মবন্ধু (পুং) আত্মনো বন্ধুঃ। ৬-তৎ। নিজের মিত্র। মাসীতুত ভাই। পিসীতুত ভাই ও মাতুল পুত্র এই তিন জন শাস্ত্র সম্মত আত্ম বন্ধু। আত্মৈব বন্ধুঃ কর্ম্মধা০। আত্মা। আত্মাই আপনার উপকার সাধন করে, এজন্য আত্মাই আপনার বন্ধু।

আত্মভূ (পুং) আত্মনো মনসঃ দেহাদ্বা ভবতি আত্মন্-ভূ-ক্বিপ্। ৫-তৎ। কন্দর্প। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা। বুদ্ধি। (পুং) আত্মনা স্বয়মেব ভবতি আত্মন্-ভূ-ক্বিপ্। ৩-তৎ। ঈশ্বর। শিব। বিষ্ণু। আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ ভবতি আত্মন্-ভূ-ক্বিপ্। ব্রহ্মা। আত্মনো ভবতি আত্মন্-ভূ-অচ্। আত্মভব প্রভৃতি শব্দেরও ঐ অর্থ। বিভক্তি অচ্ থাকিলে দৃণ্, ভু, পুনর্ভূ, বর্ষাভূ, কারাভূ শব্দের ন্যায় আত্মভূ শব্দের উকারের স্থানে ব হইবে না। কিন্তু আত্মভূঃ আত্মভুবৌ আত্মভুবঃ এই প্রকার রূপ হইবে।

আত্মভূত (ত্রি) আত্মনঃ দেহাৎ মনসো বা ভূতঃ। তনুজ। পুত্র। কন্দর্প। (স্ত্রী) টাপ্ আত্মভূতা। কন্যা। বুদ্ধি। (ত্রি) মনোজাত মাত্র। অনাত্মা আত্মা-ভূত শ্রেণ্যাদি০ কর্ম্মধা। (ত্রি) দেহাদি পূর্ব্বে আত্মসম্বন্ধী থাকে না। পরে জন্ম হেতু আত্মসম্বন্ধী হয় বলিয়া উহাদের নাম আত্মভূত। অনুকূল সেবক বিশেষ। *। শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিঃ। পা ২।১।৫৯। শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থ বচনং কর্ত্তব্যং। সি০ কৌ০। চ্বির অর্থে কৃতাদির সহিত শ্রেণ্যাদিগণ পঠিত শব্দের সমাস হয়।

আত্মভূয় (ক্লী) আত্মনো ভাবঃ আত্মন্-ভূ (ভুবঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৭) ইতি ক্যপ্। ৬-তৎ। আত্মত্ব। ব্রহ্মরূপ।

আত্মময় (ক্লী) আত্মাত্মকঃ আত্মন্ ময়ট্। আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ আত্মময়ী।

আত্মমানিন্ (ত্রি) আত্মানমুৎকর্ষেণ মন্যতে মন-ণিনি। ৬-তৎ আপনার উৎকর্ষ অভিমানী। গর্ব্বিত। সকল প্রাণীকে যে আপনার মত জ্ঞান করে।

আত্মমূর্ত্তি (পুং) আত্মনো মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যস্য। বহুব্রী। ভ্রাতা। এক পিতামাতার সন্তানদের আকৃতি প্রায় এক রূপই হয়, এজন্য ভ্রাতার নাম আত্মমূর্ত্তি। (স্ত্রী) ৬-তৎ। বেদান্তের মতে আত্মার স্বরূপ চৈতন্যাদি। ন্যায় মতে কর্ত্তৃত্বাদি।

আত্মমূলী (স্ত্রী) আত্মৈব রক্ষণে মূলং কারণমস্যাঃ অন্য জন্তু কর্ত্তৃক ব্যাহতত্বাৎ জাতিত্বাৎ ঙীপ্। দুরালভা লতা। দুরালভা লতাতে অন্য কোন জন্তু গাত্র কণ্ডূয়নাদি করিতে পারে না। (ক্লী) আত্মা ব্রহ্মৈব মূলং কারণং যস্য। বহুব্রী। জগৎ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই রূপ লিখিত আছে যে, কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, গৃহ কর্ত্তারা মৃত্তিকা তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা যেরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ করে; স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করে, গুটী পোকারা যেমন নিজের লালা দ্বারা গুটী প্রস্তুত করে; পরমেশ্বর তদ্রূপ কারণ ও করণগুলি সংগ্রহ করিয়া তত্তদ্‌যোনিতে আত্মাকে সৃষ্টি করিতেছেন।

আত্মম্ভরি (ত্রি) আত্মানং বিভর্ত্তি আত্মন্-ভৃ-ইন্ মুম্চ। উপ০ স০। যে কেবল আপনার উদর পূরণ করিবার জন্য যত্নবান্। ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ। পা ৩।২।২৬। ফলেগ্রহি এবং আত্মম্ভরি এই দুইটী শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ—কুক্ষিম্ভরি, উদরম্ভরি।

আত্মযাজিন্ (ত্রি) আত্মানং ব্রহ্মরূপেণ কর্ম্মকরণাদিকং ভাবয়ন্ যজতে যজ-ণিনি। কর্ম্মযোগী।

আত্মযোনি (পুং) আত্মৈব যোনিরস্য। বহুব্রী। হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। কন্দর্প।

আত্মরক্ষা (স্ত্রী) আত্মন এব রক্ষা যস্তাঃ। ইন্দ্রবারুণী বৃক্ষ। আত্মনঃ রক্ষা। ৬-তৎ। শাস্ত্রানুসারে বিঘ্নকারিগণের নিকট হইতে অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করা।

আত্মরাম (পুং) আত্মনি রমতে সংজ্ঞায়াং কর্ত্তরি ঘঞ্। আত্মজ্ঞান মাত্রে তৃপ্ত যোগীন্দ্র।

আত্মলাভ (পুং) আত্মনো লাভঃ। ৬-তৎ। আত্মার যথাস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তি।

আত্মলিঙ্গ (ক্লী) আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক সুখ দুঃখ প্রভৃতি। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষৌ তথৈব চ। প্রযত্ন জ্ঞান সংস্কারমাত্মলিঙ্গমুদাহৃতম্। (কামন্দকীয় নীতিসার)।

আত্মলোক (পুং) আত্মৈব লোকঃ আত্মপ্রকাশঃ। স্বপ্রকাশ। আত্মা।

আত্মলোমন্ (ক্লী) ৬-তৎ। মুখজাত লোম বিশেষ। শ্মশ্রু। দাড়ি। শরীরস্থ লোম।

আত্মবঞ্চক (ত্রি) আত্মানং বঞ্চতি বঞ্চ-ণ্বুল্। কৃপণ। যে আপনাকে বঞ্চিত করে।

আত্মবৎ (ত্রি) আত্মা মনঃ বশীভূতত্বেনাস্ত্যস্য আত্মন্-মতুপ্ মস্য বঃ। বশীভূত চিত্ত। নির্ব্বিকার চিত্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ আত্মবতী। আত্মা প্রকাশ্যত্বেনাস্ত্যস্য মতুপ্। আত্ম প্রকাশক শাস্ত্র। (অব্য) (তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্বতিঃ। পা ৫।১।১১৫) ইতি বতি। আপনার ন্যায় ক্রিয়াযুক্ত। আত্মেব, (তত্র তস্যেব। পা ৫।১।১১৬) আপনার ন্যায়। এখানে ষষ্ঠী ও সপ্তমী সমর্থে ইব অর্থে বৎ প্রত্যয় হইয়াছে। মুগ্ধবোধে প্রথমা সমর্থেরও উদাহরণ দেখা যায়; যথা, কৃষ্ণ ইব কৃষ্ণবৎ।

আত্মবশ (ত্রি) আত্মনো বশমায়ত্ততাত্র অস্য বা। আপনার অধীন। স্বাধীন।

আত্মবশ্য (ত্রি) আত্মা মনো বশ্যো যস্য। বহুব্রী। বশীভূত চিত্ত। কর্ম্মক্ষম শরীর। আত্মনো বশ্যম্। ৬-তৎ। আত্মার বশনীয়।

আত্মবিক্রয় (পুং) ৬-তৎ। স্বদেহবিক্রয়। নিজের শরীর এক জনের নিকটে বেচিয়া তাহার দাস হওয়া। মনু ইহাকে উপপাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন,—

গোবধোঽযাজ্য সংযাজ্য পারদার্য্যাত্মবিক্রয়ঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ॥ মনু ১১।৬০

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা না করা, পাঠ হোম প্রভৃতি ব্রহ্ম যজ্ঞের এবং স্মার্ত্তাগ্নির ত্যাগ, পুত্রের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার না করা, এগুলি উপপাতকের মধ্যে পরিগণনীয়।

আত্মবিদ্ (ত্রি) আত্মানং যাথার্থ্যেন বেত্তি আত্মন্-বিদ্-ক্বিপ্। ৬-তৎ। আত্মজ্ঞ। যিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে জানেন। আত্মানং স্বপক্ষং বেত্তি। স্বপক্ষজ্ঞাতা।

আত্মবিদ্যা (স্ত্রী) আত্মনো বিদ্যা। ৬-তৎ। ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায়। যোগশাস্ত্র।

আত্মবীর (ত্রি) আত্মা প্রাণঃ বীর ইব যস্য। বহুব্রী। অতিশয় বলযুক্ত। আত্মনো বীরঃ আত্মীয়ত্বেন শ্রেষ্ঠঃ। ৬-তৎ। শ্যালক। পুত্র। বিদূষক।

আত্মবৃত্তি (স্ত্রী) আত্মনো বৃত্তিঃ। ৬-তৎ। আপনার জীবনোপায়। (ত্রি) আত্মনি স্বস্মিন্ বৃত্তিরস্য। বহুব্রী। আত্মাতে স্থিত পদার্থ। আত্মনো বৃত্তিরিব বৃত্তির্যস্য। শাক০ বহুব্রী। আপনার ন্যায় বৃত্তিযুক্ত।

আত্মশক্তি (স্ত্রী) আত্মনঃ ইব শক্তিঃ। ৬-তৎ। আত্মানুরূপ শক্তি। পরমেশ্বরের জগৎ উৎপাদন করিবার মায়া।

আত্মশল্যা (স্ত্রী) আত্মা স্বরূপং শল্যমিব যস্যাঃ। শতাবরী। শতমূলী।

আত্মশুদ্ধি (স্ত্রী) আত্মনঃ দেহস্য মনসো বা শুদ্ধিঃ। ৬-তৎ। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি।

আত্মশ্লাঘা (স্ত্রী) আত্মনঃ শ্লাঘা। ৬-তৎ। আপনার মিথ্যা গুণের প্রকাশ। নিজগুণের প্রশংসা। নিজমুখে আপনার গর্ব্ব প্রকাশ করা।

আত্মসংযম (পুং) আত্মনো মনসঃ সংযমঃ নিয়মনম্। মনোবশীকরণ। মনের বিকার পরিত্যাগ।

আত্মসমুদ্ভব (পুং) আত্মনঃ সর্ব্বং সমুদ্ভব যস্য। বহুব্রী। পুত্র। কন্দর্প। (স্ত্রী) টাপ্ আত্মসমুদ্ভবা। কন্যা। বুদ্ধি। (ত্রি) মনের সুখাদি। পরমাত্ম সম্ভূত আকাশাদি। (পুং) হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। আত্মনা স্বয়মেব সমুদ্ভবতি। আত্মন্-সম্-উৎ-ভূ-কর্ত্তরি অচ্ অপ্ বা। শিব। বিষ্ণু। পরমাত্মা।

আত্মসম্ভব (পুং) সম্ভবতি সম্-ভূ-কর্ত্তরি অচ্ আত্মত্বেন সম্ভবঃ। শাক০ ৩-তৎ। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ (শ্রুতি)। যদ্বা সম্ভবতি অস্মাৎ সম্-ভূ-অপাদানে অপ্। আত্মাসম্ভবোঽস্য। বহুব্রী। তনুজ। পুত্র। (স্ত্রী) টাপ্। আত্মসম্ভবা। কন্যা। বুদ্ধি। (ত্রি) যাহা মনের ভিতরে জন্মে। আকাশাদি ভূত। (পুং) হিরণ্যগর্ভ। চতুর্ম্মুখ। আত্মনা স্বয়মেব সম্ভবতি আত্মন্-সম-ভূ-কর্ত্তরি অচ্ (পুং)।

শিব। বিষ্ণু। পরমাত্মা। (স্ত্রী) টাপ্। ভগবতী।

আত্মসাক্ষিন্ (ত্রি) আত্মনঃ বুদ্ধিবৃত্তেঃ সাক্ষী প্রকাশকঃ। বেদান্তাদির মতসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রকাশক চৈতন্য। আত্মৈব সাক্ষী প্রত্যক্ষদ্রষ্টা যস্য। বহুব্রী। শেষাদ্বিভাষেতি বা কপ্। আত্মসাক্ষিক। যে কার্য্যের সাক্ষী কেবল পরমাত্মা। নিজে যাহার সাক্ষী।

আত্মসাৎ (অব্য) কাৎস্নের্নাত্মনোঽধীনো ভবতি সম্পদ্যতে অধীনং করোতি বা সাতি। সকল প্রকারে আপনার অধীন সম্পন্ন। অধীনীভূত। অধীন ক্রিয়মাণ। সম্পদাদি যোগে সাতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় (অভিবিধৌ সম্পদা চ। পা ৫।৪।৫৩) তজ্জন্য,—আত্মসাৎ সম্পন্ন, আত্মসম্ভূত,.আত্মসাৎকৃত এই প্রকার প্রয়োগ হয়।

আত্মসিদ্ধ (ত্রি) আত্মনা স্বয়মেব সিদ্ধম্। স্বয়ংসিদ্ধ। যাহা যত্ন দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয় নাই।

আত্মসিদ্ধি (স্ত্রী) আত্ম-রূপা সিদ্ধিঃ। আত্মভাবলাভ। মোক্ষ।

আত্মসুখ (ত্রি) আত্মৈব সুখমস্য। আত্মলাভ মাত্রে সুখী। (ক্লী) আত্মৈব সুখং সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ। আত্মরূপ পরমানন্দ।

আত্মস্থ (ত্রি) আত্মনে আত্মজ্ঞানায় তিষ্ঠতে যততে আত্মন্-স্থা-ক। ৪ তৎ। আত্মস্বরূপ জানিবার জন্য যত্নবান্। আত্মনি মনসি তিষ্ঠতি স্থা-ক। (ত্রি) মনোবৃত্তি পদার্থ। প্রকৃতিস্থ।

আত্মহত্যা (স্ত্রী) আত্মনো দেহস্য হননম্-আত্মন্ হন-ক্যপ্। এখানে হন্ ধাতুর নকার স্থানে তকার হইয়াছে, পরে লৌকিক ভাষায় ইহা স্ত্রীলিঙ্গ হয়। আপনার জীবন আপনি নষ্ট করা। আত্মঘাত। স্ববধ। (আত্মঘাতিন্ শব্দ দেখ]। *। হনস্ত চ। পা ৩।১।১০৮। উপসর্গভিন্ন উপপদ থাকিলে ভাববাচ্যে হন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। কাজেই উপপদ না থাকিলে 'হত্যা' এ প্রকার রূপ সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, সেস্থানে একটী হত্যা হইয়াছে,' 'সেই হত্যা কাণ্ড', ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

আত্মহন্ (ত্রি) আত্মানং হতবান্ আত্মন্-হন্ ক্বিপ্। যথার্থ আত্মজ্ঞানরহিত। দেহাদির অভিমানী। আত্মঘাতী। যে অবৈধরূপে প্রাণত্যাগ করে। [আত্মঘাতিন্ শব্দ দেখ]। (পুং) দেবল।

আত্মাধীন (পুং) আত্মনোঽধীনঃ। পুত্র। শ্যালক। বিদূষক। (ক্লী) বলযুক্ত। স্বাধীন।

আত্মানুরূপ (ত্রি) আত্মনোঽনুরূপং সর্ব্বপ্রকারেণ সদৃশম্। জাতি, গুণ কিম্বা ক্রিয়াদি দ্বারা আপনার তুল্য। আপনার সদৃশ।

আত্মাপহারক (ত্রি) আত্মানম্-অপহরতি নিহ্নুতে আত্মন্-অপ-হৃঞ্-ণ্বুল্। আত্মার যথাস্বরূপের অপহ্নবকারী। যে আত্মপরিচয়ের গোপন করে।

আত্মারাম (ত্রি) আত্মা আরাম ইব যস্য। বহুব্রী। জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ যোগী। (আরামঃ স্যাদুপবনম্। অমর)। উপবন যেমন মনোজ্ঞ, যাহার আত্মা তদ্রূপ মনোজ্ঞ ও সুখসাধন তিনিই আত্মারাম। যোগীন্দ্র বিশেষ। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, যাঁহার আত্মা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত এবং যিনি সমস্ত বিশ্বকেই আত্মরূপ জ্ঞান করেন, সেই আত্মারাম যোগী স্বরূপ।

আত্মালম্ভ (পুং) ৬-তৎ। হৃদয়স্পর্শ।

আত্মাশিন্ (পুং) আত্মানং স্বকুলমশ্নাতি অশ-ণিনি। ৬-তৎ। স্বকুলভক্ষক মীন। মৎস্য। মাচ। মাচে ডিম ছাড়িলে অন্য মাচে গিয়া সেই ডিম খাইয়া ফেলে, এজন্য মাচের নাম আত্মাশী।

আত্মাশ্রয় (পুং) আত্মানম্ আশ্রয়তি আত্মন্-আ-শ্রি-অচ্। ৬-তৎ। নিজ স্বাপেক্ষিত্ব হেতুক অনিষ্ট প্রসঙ্গ রূপ তর্কের দোষ বিশেষ। (ত্রি) ৬ তৎ। নিজ আশ্রিত। চিত্তাশ্রিত। (পুং) নিজের আশ্রয়।

আত্মীয় (ত্রি) আত্মন ইদং আত্মন্-ছ। আত্মসম্বন্ধীয়। স্বর্গীয়। অন্তরঙ্গ।

আত্মেশ্বর (ত্রি) আত্মনো মনস ঈশ্বরঃ। ৬-তৎ। মনের সংযমশীল। নিয়ন্তা। যে আপনার মনকে বশীভূত করিয়াছে।

আত্মোৎপত্তি (স্ত্রী) আত্মন উৎপত্তিঃ। স্বোপাধ্যন্তঃকরণ-বৃত্তিকর্ম্মণাঽপূর্ব্বদেহসংযোগঃ। ৬-তৎ। কোন কারণ বশতঃ অন্তঃকরণ বৃত্তি কর্ম্ম দ্বারা অপূর্ব্ব দেহসংযোগরূপ আত্মার জন্ম। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন, শরীর প্রতিক্ষণে নূতন হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন কারণ বশতঃ মনে মনে একটী কর্ম্ম ইচ্ছা করিলে তৎকালীন অপূর্ব্ব দেহের সহিত আত্মার সংযোগ হয় বলিয়া আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায়।

আত্মোদ্ভবা (স্ত্রী) আত্মনৈব উদ্ভবতি আত্মন্-উৎ-ভূ-অচ্ টাপ্। মাষপর্ণীবৃক্ষ। আত্মনঃ দেহাৎ মনসো বা উদ্ভবো যস্যাঃ। কন্যা। বুদ্ধি। (পুং) পুত্র। কন্দর্প। (ত্রি) চিত্তভব শোকাদি।

আত্মোপজীবিন্ (ত্রি) আত্মনা দেহব্যাপারেণ উপজীবতি। আত্মন্-উপ-জীব-ণিনি। ৩-তৎ। আপনার দেহের ব্যাপার দ্বারা যাহারা জীবন ধারণ করে। নট, ভারী, বাঁকী প্রভৃতি ভৃত্য।

আত্মোপম (ত্রি) আত্মা দেহ উপমা যস্য। বহুব্রী। পুত্র। আপনার সদৃশ।

আত্মৌপম্য (ক্লী) উপমায়া ভাবঃ ষ্যঞ্, ঔপম্যম্ আত্মন ঔপম্যম্। ৬-তৎ। আপনার সাদৃশ্য। আত্মনঃ স্বস্য ঔপম্যং যত্র যস্য বা। আত্মসদৃশ। নিজের ন্যায়।

আত্যন্তিক (ত্রি) অত্যন্তং ভবতি অত্যন্ত-ভাবার্থে ঠঞ্। অতিশয়। অতিরিক্ত।

আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি (স্ত্রী) আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ কর্ম্মধা পূর্ব্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ। অপবর্গমুক্তি। যেরূপ দুঃখ নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার আর দুঃখ হয় না।

আত্যন্তিকপ্রলয় (পুং) কর্ম্মধা। প্রলয় বিশেষ। বেদপরিশিষ্টে চারি প্রকার প্রলয় লিখিত হইয়াছে। যথা— ১—নিত্য প্রলয়। ২—প্রাকৃত প্রলয়। ৩—নৈমিত্তিক প্রলয়। ৪—আত্যন্তিক প্রলয়। তাহার মধ্যে মোক্ষের নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

আত্যয়িক (ত্রি) অত্যয়ঃ নাশঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। নাশপ্রয়োজন কর্ম্ম।

আত্রেয় (পুং) অত্রেরপত্যং ঢক্। অত্রিমুনির সন্তান। দত্ত। দুর্ব্বাসা। চন্দ্র। শরীরস্থ রস ধাতু।

আত্রেয়িকা। আত্রেয়ী (স্ত্রী) ঋতুমতী। নদী বিশেষ।

আথর্ব্বণ (পুং) অথর্ব্বণা মুনিনা দৃষ্টো বেদঃ অণ্ আথর্ব্বণঃ। তমধীতে বেত্তি বা পুনঃ অণ্। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। পুরোহিত। (আথর্ব্বণঃ পুরোহিতে। অথর্ব্বব্রাহ্মণে চ। হেম)। অথর্ব্বণিকস্যায়ং ধর্ম্মঃ আম্নায়ো বা অণ্ ইক লোপশ্চ। অথর্ব্ববেদিধর্ম্ম। অথর্ব্ববেদী আম্নায়। । *। আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ। পা ৪।৩।১৩৩। আথর্ব্বণিকের সম্বন্ধীয় এই ধর্ম্ম, কিম্বা আম্নায় এই অর্থে আথর্ব্বণিক শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার ইক ভাগের লোপ হইয়া থাকে। অথর্ব্বাণং বেদম্ অধীতে বেত্তি বা অণ্। অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নকর্ত্তা। অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্বণাং সমূহঃ অণ্। (ক্লী) অথর্ব্ববেদের সমূহ। অথর্ব্বণা প্রোক্তমধীতে অণ্ তস্য বহুষু লুক্। অথর্ব্বণাঃ এইরূপ প্রয়োগ হইবে। অথর্ব্বণি বিহিতং কর্ম্ম অণ্। অথর্ব্ববেদবিহিত অভিচারাদি কর্ম্ম। অথর্ব্ববেদবিহিত কর্ম্ম।

আথর্ব্বণিক (পুং) অথর্ব্বাণং বেদং বেত্তি অধীতে বা দণ্ডাদি° নি° ঠক্। যে ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদ পাঠ করেন।

আদংশ (পুং) আ-দন্শ-ভাবে ঘঞ্। দংশন। কামড়ান। আদশ্যতেঽত্র আধারে ঘঞ্। যে স্থলে কামড়ান হইয়াছে। আদশ্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। যদ্দ্বারা কামড়ান যায়, দন্ত।

আদত, মোট দেয়। জমিদারী হিসাবে লিখিত হয়—'আসামী—আদত তঙ্কা'। অর্থাৎ মোট দেয় টাকা। চলিত কথায় অনেকে বলেন,—'আমি আদতে ইহা জানিতাম না'। এখানে 'আদত' শব্দ 'আদৌ' শব্দের অপভ্রংশ।

আদদি (ত্রি) আ-দা-কি দ্বির্ভাবঃ। যে আদায় করে। *। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।১৭১। ঋদন্ত, গম, হন, জন এই সকল ধাতুর উত্তর কি ও কিন্ প্রত্যয় হয় এবং লিটের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে।

আদম, য়িহুদী এবং মুসলমানদের ধর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর আপনার অনুরূপ আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনিই পৃথিবীর আদিপুরুষ। য়িহুদীদের তালমদ গ্রন্থে ইহাঁর অনেক অলৌকিক বিবরণ লেখা আছে। য়িহুদীরা কহেন, প্রথমে আদমের বিরাট্মূর্ত্তি ছিল,—দাঁড়াইলে তাঁহার মস্তক আকাশে ঠেকিত। সূর্য্যমণ্ডলের চেয়ে তাঁহার মুখ অধিক জ্যোতির্ম্ময় বোধ হইত। দেবতারা আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং সমস্ত প্রাণী তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। তাহার পর ঈশ্বর আপনার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য আদমকে ঘুম পাড়াইলেন। আদম ঘুমাইলে তিনি তাঁহার শরীরের এক একখানি করিয়া অস্থি খুলিয়া লইলেন, তাই আদমের আকার থর্ব্ব হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে তিনি অঙ্গহীন হইলেন না।

আদমের প্রথম পত্নীর নাম লিলিথ। ইনিই দৈত্যদিগের মাতা। লিলিথ আদমকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরমেশ্বর ইবকে সৃষ্টি করিলেন। ইবের অপর নাম হবা। হবার সঙ্গে আদমের বিবাহ হয়। এই পরিণয় উৎসবে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন কোন দেবতা বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, কেহ বা নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিলেন। পরে আদম এবং হবার সুখসম্পত্তি সাম্মুল দৈত্যের সহ্য হইল না। সে হিংসা বশতঃ তাঁহাদিগকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করিল।

কোরাণের মত অন্য রকম। সমস্ত দেবতারা আসিয়া আদমের পূজা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবিলিস্ তাঁহার পূজা করিলেন না। এই অপরাধে এবিলিসকে সুখোদ্যান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। এবিলিস ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আদম এবং হবাকে কুপথে প্রবৃত্তি দেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। আদম অনুতপ্ত হৃদয়ে মক্কার মন্দিরের কাছে একটী তাম্বুতে বাস করিতে লাগিলেন। সেইখানে গাব্রিল তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ জ্ঞাত করেন। দুই শত বৎসর বিচ্ছেদের পর আদম, আরাফটপর্ব্বতে পুনর্ব্বার হবার সাক্ষাৎ পান্।

জেনিসিসের মতে জগৎ সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসে পরমেশ্বর কর্দ্দম দিয়া আদমকে নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর হবার জন্ম হয়। এই দম্পতী সুখোদ্যানে বাস করিতেন। তাঁহাদের জরা মৃত্যু ছিল না; তাঁহারা প্রথমে লজ্জা, ভয়, শোক, তাপ কিছুই জানিতেন না। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সুখোদ্যানের সকল ফলাদি উপভোগ করিতে বলিয়াছিলেন, কেবল একটী গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেন। পরে সয়তান অনেক প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সেই গাছের ফল খাওয়াইয়া ছিল। খৃষ্টধর্ম্মের মতে সেই অপরাধে মনুষ্য জাতির পতন হয়।

আদমগিরি। ইহার অপর নাম সোমগিরি বা সোমশৈল। লঙ্কার দক্ষিণের একটী পর্ব্বতের নাম। ইহা প্রায় ৭৪২০ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতের উপরে মানুষের পায়ের মত একটী চিহ্ন আছে। মুসলমানেরা কহেন, আদমকে সুখোদ্যান হইতে দূরীভূত করা হইলে তিনি এইখানে একাদিক্রমে একহাজার বৎসর দাঁড়াইয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। তাই অদ্যাবধি তাঁহার পদচিহ্ন পড়িয়া আছে। বৌদ্ধেরা ইহা শ্রীপাদ কহেন। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধদেব সিংহল হইতে প্রস্থান কালে ঐ শৈলচূড়ায় আপনার পদচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দুরা ইহাকে মহাদেবের পদচিহ্ন কহিয়া থাকেন। এই পুণ্য স্থানের উপরে কাঠের আচ্ছাদন আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান যাত্রীরা ঐ পদচিহ্ন দর্শন করিতে যান।

আদর (পুং) আ-দৃ-(ঋদোরপ্) ইতি অপ্, গুণঃ। মর্য্যাদা। অনুরাগ। সম্মান। আরম্ভ। আসক্তি। যত্ন।

আদরণীয় (ত্রি) আ-দৃ-অনীয়র্। সম্মাননীয়। (ত্রি) তব্য আদর্ত্তব্য। ঐ অর্থ।

আদর্শ (পুং) আদৃশ্যতেঽত্র আ-দৃশ-আধারে ঘঞ্। দর্পণ। প্রতিলিপি। যাহা দেখিয়া লেখা যায়। চলিত কথায় ইহাকে দাগা কহে। নমুনা। স্থানের নক্সা (আদর্শো-দর্পণে টীকা প্রতিপুস্তকয়োরপি। মেদিনী)। (ত্রি) ভবাদৌ বুঞ্। আদর্শকঃ। প্রদেশের সীমাসূচক স্থান জাত। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমদিকের স্থানবিশেষের নাম। (শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্। ২।৪।১০) এই পাণিনি সূত্রের মহাভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—আর্য্যাবর্ত্তাদনির-বসিতানাম্। কে পুনরার্য্যাবর্ত্তাঃ? প্রাগ্ আদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাদ্ দক্ষিণেন হিমবতামুত্তরেণ পরি-পাত্রম্। অর্থাৎ—আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বহিষ্কৃত নহে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত কোথায়? আদর্শের পূর্ব্বে, কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে এবং পরিপাত্রের উত্তরে।

আদর্শমণ্ডল (পুং) আদর্শ ইব মণ্ডলস্য। আদর্শের মণ্ডল-যুক্ত সর্প বিশেষ। আদর্শোমণ্ডলমিব (ক্লী)। গোল আয়না।

আদল (গ্রাম্য) আকৃতির ভাব। যেমন—'ইহার মুখের আদল ঠিক উহার বাপের মত'।

আদবাদি। আদো-আদি, (যাবনিক) বিবাদ।

আদহন (ক্লী) আ-দহ-ভাবে ল্যুট্। দাহ। পোড়ান। হিংসা। কুৎসন। নিন্দা। আদহতেঽত্র আধারে ল্যুট্। যেখানে দাহ করা হয়। শ্মশান।

আদা (আদ্রক শব্দের অপভ্রংশ)। (Zingiber)। সচরাচর তিন প্রকার আদা দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত আদা (Zingiber officinale), ইহা ভারতবর্ষ এবং মার্কিনখণ্ডে জন্মে। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় আছে—আদ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, কটূৎকট, গুল্মমূল, মূলজ, কন্দর, বর, মহীজ, সৈকতেষ্ট, অনুপজ, অপাক-শাক, চান্দ্রাখ্য, রাহুচ্ছত্র, সুশাকক. শার্দ্ধ, আর্দ্রশাক, সচ্ছাক।

ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু ও আগ্নেয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে আদায় কফ, বাত, শূল ও পিত্ত নষ্ট হয়। আদা ও লবণ একত্র মিলাইয়া ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং কণ্ঠ ও জিহ্বার শোধন হয়। মধু কিংবা চিনির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দ্দি ও কাসি নষ্ট হইয়া থাকে। ছোলার সঙ্গে আদা খাইলে পিত্ত নষ্ট হয়। শুষ্ক আদার নাম শুণ্ঠী। ইহা নানাপ্রকার পীড়ায় বিস্তর উপকার করে। পচা দাঁতে যন্ত্রণা হইলে আদা চিবাইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

বন আদা (Zingiber cassumunar)। ইহা অতি-শয় তীক্ষ্ণ। খাইবার জন্য এই আদা কেহ ব্যবহার করেন

না। প্লীহা প্রভৃতির উপরে ইহার প্রলেপ দিলে বেলেস্তার মত ফোস্কা হয় অথচ জ্বালা করে না।

আঁব আদা (Curcuma Amada) ইহার সংস্কৃত নাম কর্পূরহরিদ্রা। ইহার গন্ধ ঠিক কচি আম্রের মত। পেঁপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, কাঁচা তেঁতুল এবং আঁব আদার রসে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিলে ঠিক আঁবের মত খাইতে সুস্বাদু হয়।

আদাঙ্গা, (অর্দ্ধাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ)। সম্পূর্ণ নহে। অর্দ্ধাংশ। যেমন—'এই কাজ আদাঙ্গা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে'।

আদাড়, (গ্রাম্য) জঙ্গলপূর্ণ স্থান। জঞ্জালপূর্ণ স্থান।

আদাড়িয়া (গ্রাম্য) বন্য। দুর্দ্দান্ত।

আদাতৃ (ত্রি) আ-দা-তৃচ্। গ্রহীতা। যে গ্রহণ করে।

আদাদিক (ত্রি) অদাদিগণে পঠিতং ঠক্। অদাদিগণ-পঠিত ধাতু।

আদান (ক্লী) আ-দা-ভাবে ল্যুট্। গ্রহণ। হস্তীর অলঙ্কার বিশেষ। (আদানং গ্রহণেপি স্যাদলঙ্কারে চ বাজিনাম্। মেদিনী)। (স্ত্রী) আদীয়তে আ-দা-কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্। আদানী। হস্তিঘোষা। (রত্নমালা)

আদায় (ত্রি) আদদাতি গৃহ্লাতি আ-দা-(শ্যাদ্ব্যধাস্রুসংস্রতীণ বসাবহ্বলিহ শ্লিষ শ্বসশ্চ। পা ৩।১।১৪১) ইতি ণ যুক্। গ্রহীতা। গ্রহণকর্ত্তা। (পুং) আ-দা-ভাবে ঘঞ্ যুক্। আদান। গ্রহণ। (অব্য) আ-দা-ল্যপ্। গ্রহণ করিয়া।

আদায়চর (ত্রি) আদায় চরতি চর-ট। উপ স০। গ্রহণ করিয়া গমনকারী।*। ভিক্ষাসেনাদায়েষু চ। পা ৩।২।১৭। ভিক্ষা, সেনা এবং ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত আদায় শব্দের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

আদায়িন্ (ত্রি) আদদাতি গৃহ্লাতি আ-দা-ণিনি যুক্। যে গ্রহণ করে। (স্ত্রী) ঙীপ্। আদায়িনী।

আদার (পুং) আ-দৃ-বেদে বাহ০ ঘঞ্। আদর। সম্মান। (অব্য) দারগ্রহণপর্য্যন্তং সীমার্থে অব্যয়ী। বিবাহ পর্য্যন্ত।

আদারিবিম্বী (স্ত্রী) আদরিণী বিম্বীব পৃ০ পুংবদ্ভাবঃ। আনেরী। অম্লবেতসের তুল্য পুষ্পযুক্ত লতা।

আদালত, (পারস্য) বিচারালয়।

আদি (পুং) আ-দা-(উপসর্গে-ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। প্রথম। প্রাক্সত্তা। কারণ। সামীপ্য। প্রকার। অবয়ব। (ত্রি) আদ্য। পূর্ব্ব পৌরস্ত্য। (পুংস্ত্বাদিঃ পূর্ব্ব পৌরস্ত্য প্রথমাদ্যাঃ। অমর)। (ইত্যাদি বহুবচনান্তা গণস্য সংসূচকাঃ। প্রাঞ্চঃ) ইতি শব্দের সঙ্গে মিলিত আদি অর্থাৎ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা এবং আদিঃ শব্দের বহুবচনান্ত রূপ আদয়ঃ এই পদ দ্বারা গণ বুঝাইয়া থাকে। যেমন—শাখা পল্লব পত্র ইত্যাদি। এখানে 'ইত্যাদি' শব্দ দ্বারা শাখা প্রভৃতির গণ বুঝাইল।

ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি চুরাদয়ঃ॥

এখানে 'আদয়ঃ' শব্দ দ্বারা ভূ প্রভৃতির গণ বুঝাইল।

আদৌ ভবঃ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ আদ্যম্। আদিতে জাত। আদিম।

আদিকর (ত্রি) আদিং করোতি অহেত্বাদাবপি ট। প্রথমকারক। প্রাক্সত্তা কর্ত্তা।

আদিকর্ত্তৃ (পুং) আদিং করোতি আদিঃ কর্ত্তা বা। আদি-কারক। প্রাক্সত্তা কর্ত্তা।

আদিকর্ম্মন্ (ক্লী) কর্ম্মধা। কর্ম্মের আগে ক্রিয়াপদ বসাইয়া বাক্য আরম্ভ করিলে তাহাকে আদি কর্ম্ম কহে। যেমন—প্রকৃতঃ কটং দেবদত্তঃ? এখানে 'প্রকৃতঃ' এই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদ প্রথমে বসিয়াছে, তাহার পর 'কটং' এই কর্ম্মপদ আছে। ইহাকেই আদিকর্ম্ম কহে। আদিকর্ম্মে কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে এবং ভাব বাচ্যে, ক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে প্রভুক্ত ওদনং দেবদত্তঃ। কর্ম্মবাচ্যে-প্রভুক্তঃ ওদনো দেবদত্তেন। ভাব-বাচ্যে—প্রভুক্তং দেবদত্তেন।*। আদিকর্ম্মণি ক্তঃ কর্ত্তরি চ। পা ৩।৪।৭১। প্রথম জাত কর্ম্ম মাত্র। (ত্রি) আদি আদিভূতং কর্ম্ম যস্য। বহুব্রী। আদি কর্ম্ম-যুক্ত। যিনি আদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

আদিকবি (পুং) আদিঃ আদিভূতঃ কবিঃ। হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মা। ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়া স্বয়ং বেদ ও কবিত্ব প্রকাশ করেন, এজন্য তিনি আদি কবি। কথিত আছে, বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথমে 'মা নিষাদ' ইত্যাদি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ বাহির হয়, এজন্য বাল্মীকের নামও আদি কবি। ইহাতেও অনেক মত দ্বৈধ আছে। কেহ কেহ কহেন, ব্যাস বাল্মীকি অপেক্ষা প্রাচীন কবি।

আদিকারণ (ক্লী) আদিভূতং কারণম্। শাক০ তৎ। পরমেশ্বর। সকল কারণের মূল কারণ। পূর্ব্ব নিমিত্ত।

মহর্ষি কপিল,—(ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাঙ্খ্য ৩২) ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর না থাকিলে এই জগতের সৃষ্টি কি রূপে হইল ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি বলেন, পূর্ব্বের কিছু উপাদান না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। কোন একটী দ্রব্য নির্ম্মাণ

করিতে হইলে তাহার উপাদান চাই। আগে দুগ্ধ থাকিলে তবে দধি প্রস্তুত হইতে পারে। দুধ না থাকিলে দধি হয় না। সে জন্য তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটী নিত্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতি জড় পদার্থ। ইহারই বিকার দ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকৃতিই আদি কারণ। আদিকারণ নিত্য, ইহা উৎপন্ন হইবার অন্য কোন কারণ নাই। কপিল ইহাকে 'অমূলমূল' বলিয়া থাকেন। সাঙ্খ্যবাদীদের মতে ইহার আর একটী নাম প্রধান।

নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে, কারণ শব্দে যখন নিমিত্ত বলা যাইবে তখন ঈশ্বরকে বুঝিতে হইবে। আর যখন সমবায়িকারণার্থ বলা যাইবে তখন পরমাণুকে বুঝাইবে। এই ভেদের নিমিত্ত আদিকারণ শব্দে ঈশ্বর এবং পরমাণুকে বুঝায়।

আদিকাব্য (ক্লী) আদিভূতং কাব্যম্। শাক° তৎ। চারি চরণ যুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্য। বাল্মীকিরচিত রামায়ণ।

আদিকেশব (পুং) আদিভূতঃ কেশবঃ; শাক° তৎ। কাশীস্থ কেশব মূর্ত্তিবিশেষ।

আদিগদাধর (পুং) কাশীস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ। গয়াতীর্থস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিশেষ।

আদিজিন (পুং) আদিভূতঃ জিনঃ। শাক° তৎ। ঋষভ দেব। জৈনদিগের আদি দেবতা।

আদিতস্ (অব্য) আদি-তসি। আদিতে। আদি হইতে।

আদিতাল (পুং) কর্ম্মধা। তালবিশেষ। ইহাতে একটী লঘু তাল থাকে।

এক এব লঘুর্যত্র আদিতালঃ স কথ্যতে।
গুরুস্তৎ পুরতো বাচ্যঃ প্রায়েণৈতন্নিদর্শনম্। সঙ্গীত দা°।

আদিতেয় (পুং) অদিত্যা অপত্যং ঢক্। অদিতির সন্তান সমস্ত দেবতা, সূর্য্য। [আদিত্য দেখ]।

আদিত্য (পুং) অদিত্যা অপত্যং (দিত্যদিত্যাদিত্য ইত্যাদি পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। অদিতির সন্তান। সকল দেবতা। সূর্য্য। আঙ্ পূর্ব্বাৎ দাতেদীপ্যতের্বা (অন্যাদিত্বাৎ) যৎ, অকারেকারয়োরিকারঃ, দাঞ্চস্তক্ দীপ্যতেঃ পকারস্ত তকারশ্চ নিপাত্যতে। (নিঘণ্টু)। সূর্য্য অধিষ্ঠিত গগন। সূর্য্যের তেজোমণ্ডল। আদিত্য মণ্ডলান্তর্গত হিরণ্যবর্ণ পরম পুরুষ বিষ্ণু। উপাসকদিগের অতিবাহনের নিমিত্ত দক্ষিণ ও উত্তরপথে ঈশ্বর নিযুক্ত ধূমাদি ও অর্চ্চিরাদি অভিমানী দেবগণ। (পুং) অর্কবৃক্ষ। আকন্দগাছ। (পুং স্ত্রী) আদিত্যস্যাপত্যং ণ্য যোলোপঃ। সূর্য্যের পুত্র ও কন্যা।

ঋগ্বেদের (২।২৭।১) ঋকে আদিত্যগণের সংখ্যা ছয়,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, এবং অংশ। আবার (৯।১১৪।৩) ঋকে ইহাদের সংখ্যা সাত। কিন্তু এ স্থলে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। (১০।৭২।৮৯) ঋকে লিখিত হইয়াছে যে, অদিতির আট সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহার মধ্যে সাত জনকে তিনি দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, কেবল মার্ত্তণ্ডকে দেন নাই। অথর্ব্ববেদেও (৮।৯।২১) আট জন আদিত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সচরাচর দ্বাদশ আদিত্যেরই নাম দেখা যায়,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উপক্রম। ঋগ্বেদের ২।২৭।১। ঋকে সায়ণাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্ এই আট আদিত্যের নাম আছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।৫।৬।১) আদিত্যের এই রূপ জন্ম বিবরণ লেখা আছে—অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদের নিমিত্ত ব্রহ্মৌদন পাক করিলেন। তাঁহারা অদিতিকে উচ্ছিষ্ট দান করেন। তিনি ঐ প্রসাদ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন। তাহাতে চারিজন আদিত্যের জন্ম হয়। অদিতি দ্বিতীয়বার পাক করিলেন। কিন্তু এবার ভাবিলেন যে, উচ্ছিষ্ট খাইয়া যখন আমার এরূপ সন্তান জন্মিয়াছে, তখন চরুর অগ্রভাগ খাইলে আরও তেজস্বী সন্তান জন্মিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তিনি চরুর অগ্রভাগ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন। পরে তিনি একটী অপক্ব অণ্ড প্রসব করেন। তিনি আদিত্যদের জন্য তৃতীয়বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চরু রাঁধিলেন—(ভোগায় মে ইদং শ্রান্তমস্তু) "এই শ্রান্তি যেন আমার ভোগে আসে'। আদিত্যেরা কহিলেন,—'আমরা বর দিতেছি, যিনি ইহাতে জন্ম লইবেন, তিনি আমাদেরই হইবেন। ঐ প্রয়াতে যিনি সমৃদ্ধ হইবেন তিনি আমাদেরই ভোগে লাগিবেন'। তজ্জন্য আদিত্য বিবস্বানের জন্ম হয়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঠিক এই রূপ একটী বিবরণ দেখা যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, অদিতি প্রথম ব্রহ্মৌদন প্রসাদ খাইয়া ধাতা এবং অর্য্যমাকে প্রসব করেন। দ্বিতীয়বার খাইয়া মিত্র এবং বরুণকে প্রসব করেন। তৃতীয়বারে অংশ এবং ভগের জন্ম হয়। চতুর্থ

বারে ইন্দ্র এবং বিবস্বানের জন্ম হইয়াছিল।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় এরূপও দেখা যায় যে, প্রজাপতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হইয়াছিল। এদিকে শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের সঙ্গে সমান করা হইয়াছে।

আদিত্যকেতু (পুং) আদিত্যঃ কেতুর্যস্য। বহুব্রী। আদিত্যধ্বজরথযুক্ত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। তাঁহার ভাই সুনাভ নিহত হইলে তিনি সহোদর প্রভৃতি ছয় জন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরে তিনিও নিহত হন। আদিত্যস্য কেতুরিব। ৬-তৎ। অরুণ। সূর্য্যের সারথি।

আদিত্যকেশব (পুং) আদিত্যেন পূজিতঃ কেশবঃ। ৩-তৎ। কাশীস্থ কেশবমূর্ত্তিবিশেষ।

আদিত্যপত্র (পুং) আদিত্যস্য অর্কবৃক্ষস্য পত্রমিব পত্রমস্য। বহুব্রী। ক্ষুপবিশেষ। ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায় আছে,—অর্কপত্র, অর্কদল, সূর্য্যপত্র, তপনচ্ছদ, কুঠারি, বিটপ, সুপত্র, রবিপ্রিয়, রশ্মিপতি, রুদ্র। ইহা কটু ও উষ্ণ। ইহাতে কফ বাতরোগ, গুল্ম এবং অরুচি নষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ক্লী) ৬-তৎ। অর্কবৃক্ষের পত্র। আকন্দ গাছের পাতা।

আদিত্যপর্ণিনী (স্ত্রী) আদিত্যবর্ণং পর্ণমস্ত্যস্যা ইনি। সুশ্রুতোক্ত ওষধি বিশেষ। যে ওষধির মূলদেশ সুন্দর রক্তবর্ণ এবং টিয়া পাখীর ন্যায় কোমল পাঁচটী পাতা থাকে।

আদিত্যপুরাণ (ক্লী) আদিত্যেনোক্তং পুরাণম্। শাক॰ তৎ। উপপুরাণ বিশেষ। সৌর পুরাণ, ভাস্কর পুরাণ, ইত্যাদি শব্দেও আদিত্যপুরাণকে বুঝায়।

আদিত্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) আদিত্যবর্ণং রক্তং পুষ্পমস্যাঃ। রক্তপুষ্প। অর্কবৃক্ষ। রাঙ্গা আকন্দ গাছ।

আদিত্যভক্তা (স্ত্রী) আদিত্যে বিষয়ে ভক্তা। ৭-তৎ। হুড়হুড়িয়া। ইহার আর কয়েকটী পর্য্যায় এই—বরদা, অর্কভক্তা, সুবর্চ্চলা, সূর্য্যলতা, সূর্য্যাবর্ত্তা, অর্ককান্তা, মণ্ডূকপর্ণী, সুরসম্ভবা, সৌরী, সুতেজা, অর্কহিতা, বরিষ্ঠা, মণ্ডূকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্কণ্ডবল্লভা, বিক্রান্তা, ভাস্করেষ্টা।

আদিত্যব্রত (ক্লী) আদিত্যস্য তদুপাসনার্থং ব্রতম্। ৬ তৎ। সূর্য্যের উপাসনার নিমিত্ত ব্রতবিশেষ। (ত্রি) আদিত্যব্রতস্য ব্রহ্মচর্য্যমস্য ঠঞ্। আদিত্যব্রতিক। আদিত্যের ব্রতের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত।

আদিত্যসূনু (পুং) ৬-তৎ। সূর্য্যপুত্র। সুগ্রীব। কর্ণ। যম। শনি।

আদিৎসু (ত্রি) আদাতুমিচ্ছু আ-দা-সন্-উ। গ্রহণের নিমিত্ত ইচ্ছুক।

আদিদেব (পুং) আদিভূতো দেবঃ। শাক॰ তৎ। নারায়ণ। শিব। (আদিদেবো মহানিশিশিবলিঙ্গতয়োত্থিতঃ। স্মৃতি)। আদৌ দীব্যতি আদি-দিব-অচ্। ৭-তৎ। আদিকারণ। পরমেশ্বর।

আদিদৈত্য (পুং) আদিভূতো দৈত্যঃ। শাক॰ তৎ। হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্য। ঐ দৈত্য দিতির প্রথম গর্ভে জন্মে, তজ্জন্য উহার নাম আদিদৈত্য হইয়াছে। ভা॰ আদি প॰ ৬৫ অ॰ উহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

আদিন্ (ত্রি) অত্তি অদ্-ণিনি। ভক্ষক।

আদিনব (পুং) আদীনবস্য পৃ॰ বেদে হ্রস্বঃ। আদীনব শব্দের অর্থ।

আদিপর্ব্বন্ (ক্লী) আদিভূতং পর্ব্ব। শাক॰ তৎ। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত প্রথম পর্ব্ব।

আদিপুরাণ (ক্লী) আদিভূতং পুরাণম্। শাক॰ তৎ। পুরাণ বিশেষ। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত প্রথম পুরাণ। সকল উপপুরাণেরও আদিভূত পুরাণ। চতুর্লক্ষাত্মক ব্রহ্মনির্ম্মিত পুরাণ বিশেষ। ব্রহ্মপুরাণ।

আদিপুরুষ। আদিপূরুষ (পুং) আদিভূতঃ পুরুষঃ পূরুষো বা। শাক॰ তৎ। মনুষ্যের আদিবীজ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মা। নারায়ণ।

আদিভব (পুং) আদৌ ভবতীতি আদি-ভূ-অচ্। হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মা। সকলের কারণ স্বরূপরূপে আবির্ভূত বিষ্ণু। (ত্রি) অগ্রজমাত্র।

আদিম (ত্রি) আদৌ ভবঃ। আদি-ডিমচ্। প্রথমে জাত। আদিতে উৎপন্ন। (অগ্রাদি পশ্চাড্ডিমচ্। বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ২৩ সূত্রে)। অগ্র, আদি এবং পশ্চাৎ এই সকল শব্দের উত্তর ভাবার্থে ডিমচ্ প্রত্যয় হয়।

আদিমৎ (ত্রি) আদিরস্ত্যস্য মতুপ্। আদিযুক্ত। সকারণ। আদি সীমাযুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্ আদিমতী।

আদিরাজ (পুং) আদিভূতো রাজা শাক॰-(রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১) ইতি টজন্ত তৎ। পৃথুনামক নৃপতি। ভাগ॰ ৪র্থ স্ক॰ সেই নৃপতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কালিদাস রঘুবংশে বৈবস্বত মনুকে আদিরাজ কহিয়াছেন।

আদিবরাহ (পুং) আদিভূতো বরাহঃ। শাক॰ তৎ। যজ্ঞবরাহ রূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার বিশেষ।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে এই জগৎ প্রজাপতির মূর্ত্তিধর হিরণ্ময় অণ্ডে পরিণত ছিল। সহস্র বৎসরের পর নারায়ণ সেই অণ্ডকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উহার জলভাগ হইতে পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল পর্ব্বতের ভারে ব্যথিত হইয়া এবং নারায়ণাত্মক জলরাশিতে ডুবিয়া পৃথিবী রসাতলে যাইতে লাগিল। তখন নারায়ণ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন।

আদিবরাহের মূর্ত্তি দশ যোজন বিস্তৃত এবং শত যোজন উন্নত। তাঁহার দেহের কান্তি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং জলদগম্ভীর গর্জ্জন। দংষ্ট্রা শ্বেতবর্ণ, দীপ্তিযুক্ত, উগ্র এবং তাহাতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। চক্ষু, বিদ্যুৎ-অগ্নি ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। স্কন্ধ স্থূল, বিস্তৃত এবং গোলাকার; ব্যাঘ্রের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বিক্রম। কটিদেশ পীন ও উন্নত; দেখিতে ঠিক বৃষের লক্ষণযুক্ত।

চতুর্ব্বেদ আদিবরাহের চারিটী পা; যূপ তাঁহার দংষ্ট্রা; ক্রতু তাঁহার হস্ত; চিতী তাঁহার মুখ; অগ্নি তাঁহার জিহ্বা; দর্ভ তাঁহার লোম; প্রণব তাঁহার মস্তক; দিবারাত্র তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়; বেদাঙ্গ তাঁহার কর্ণভূষণ; আজ্য তাঁহার নাসিকা; স্রুব তাঁহার তুণ্ড। সামবেদধ্বনি তাঁহার কণ্ঠনিস্বন; ক্রিয়াময় গোদানাদি তাঁহার ঘোণা; পশু তাঁহার জানু; মখ তাঁহার আকৃতি; উদ্গাতা তাঁহার অন্ত্র; হোম তাঁহার লিঙ্গ; মহাফল তাঁহার বীজ ও ওষধি; বায়ু তাঁহার অন্তরাত্মা; সত্র তাঁহার স্ফিক্; সোমরস তাঁহার শোণিত; বেদি তাঁহার স্কন্ধ; হবিঃ তাঁহার গন্ধ; হব্য কব্য তাঁহার বেগ; প্রাগ্বংশ তাঁহার শরীর; দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়; বেদের উপকরণ তাঁহার ওষ্ঠের অলঙ্কার; হোমাগ্নি তাঁহার নাভিভূষণ; ছন্দঃ তাঁহার গতিপথ; গুহ্য উপনিষদ্ তাঁহার আসন; ছায়া তাঁহার পত্নী।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় লেখা আছে যে, প্রজাপতি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন,—

আপো বৈ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ।
তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা অচরৎ।
স ইমামপশ্যৎ। তং বরাহো ভূত্বা আহরৎ। (৭।১।৫,১)।

প্রথমে এই জগৎ জলময় ছিল, সকলি সলিল। প্রজাপতি বায়ু হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাকে দেখিলেন। তিনি বরাহ হইয়া ইহাকে আহরণ করিলেন।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

রাত্রৌ চৈকার্ণবে ব্রহ্মা নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
সুষ্বাপাম্ভসি যস্তস্মান্ নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রবুদ্ধো বৈ দৃষ্ট্বা শূন্যং চরাচরম্।
স্রষ্টুং তদা মতিং চক্রে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাম্বরঃ।
উদকৈরাপ্লুতাং ক্ষ্মাং তাং সমাদায় সনাতনঃ।
পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ামাস বারাহং রূপমাস্থিতঃ। ১।৫।৫৭।

রাত্রিতে একার্ণবে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মা জলের উপরে নিদ্রিত ছিলেন, সে কারণ তাঁহাকে নারায়ণ কহে। রাত্রি অবসান হইলে জাগরিত হইয়া তিনি চরাচর শূন্য দেখিলেন; তখন ব্রহ্মবিদ্দিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর সেই সনাতন বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জলপ্লাবিত পৃথিবীকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করিলেন।

রামায়ণ এবং বায়ুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা পৃথিবী উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ।
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
রামায়ণ ১১০।৩।

সকলি জলময় ছিল, তাহাতে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। তাহার পর দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। [বায়ুপুরাণ ৬। ১—১১ দেখ]।

এরূপ মতভেদ হইবার কারণ আছে। এখনও আমরা বিষ্ণুকেই নারায়ণ বলি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মাই যথার্থ নারায়ণ। মনুসংহিতায় নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে যে, নরনামক পরমাত্মার দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নারা। ঐ জল প্রলয়কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয় সে কারণ পরমাত্মাকে নারায়ণ কহে। সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা জলে ছিলেন, তজ্জন্য তিনিই প্রকৃত নারায়ণ। [মনু ১। ৯—১২ দেখ]।

আদিবিদ্বস্ (পুং) আদিভূতো বিদ্বান্ নিখিলসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাৎ। কপিল। তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রব-

র্ত্তক উপাসনাদ্বারা জগৎ কর্ত্তাকে সিদ্ধ করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে আদিবিদ্বান্ কহে।

আদিশক্তি (স্ত্রী) আদিভূতা শক্তিঃ। পরমেশ্বরের মায়ারূপ শক্তি। দেবীমূর্ত্তি বিশেষ। [আদ্যা শব্দ দেখ]।

আদিশরীর (ক্লী) আদি আদিভূতং শরীরম্। শাক০ তৎ। ভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্ট আদ্য লিঙ্গাখ্য শরীর। আদিকারণাৎ পরং জাতং সূক্ষ্মং শরীরম্। শাক০ তৎ। অবিদ্যাখ্য সূক্ষ্ম শরীর। বেদান্তের মতে কারণ সূক্ষ্ম স্থূল ভেদে শরীর তিন প্রকার।

আদিশূর (পুং) ইনি বঙ্গ ও গৌড়ের রাজা ছিলেন। বিক্রমপুরে মেঘনা নদীর পূর্ব্বধারে রামপালে তাঁহার রাজধানী ছিল (?) আজও সেখানে রামপালদিঘী এবং পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বোধ হয়, পালবংশীয় কোন রাজা এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন, তাই এই নগরের ও দিঘীর নাম রামপাল হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে লেখা আছে যে, একবার মহারাজের ছাদের উপরে গৃধ্র বসে। ঘরের উপরে গৃধ্র বসিলে অমঙ্গল ঘটে, সে জন্য মহারাজ সভাসদগণকে ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে সময়ে বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না, তজ্জন্য মহারাজের কথার কেহ উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সভ্যদের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ ইতঃপূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন। সেখানকার রাজার ছাদে ঐ রূপ গৃধ্র বসিয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র দ্বারা সেই পক্ষী ধরিয়া তাহার মাংসে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, মহারাজ আদিশূরকে সেই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। মহারাজ সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া পঞ্চ যাজ্ঞিক বিপ্র আনিবার জন্য তাঁহাকে কনোজে পাঠাইয়া দিলেন।

এই গেল ক্ষিতীশবংশাবলীর মত। দুর্গামঙ্গলে লিখিত আছে যে, আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।

গৌড় নগরেতে রাজা নাম আদিশূর।
বাজপেয় যজ্ঞ হবে তাঁর নিজ পুর।

ঐ পুস্তকে এ কথাও লেখা আছে যে, তৎকালে অতি বৃষ্টির জন্য প্রজাগণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, তাই মহারাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ।
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্যহীন॥
বন্যায় বুড়িয়া যায় কত শত দেশ।
দ্রব্যের মাহার্ঘ্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ॥

এদিকে কুলাচার্য্যদের মতে, আদিশূর পুত্রেষ্টির জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে, ব্রাহ্মণেরা ৯৯৯ শাকে এ দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (নবনবত্যধিকনবশতভিশকাব্দে প্রাগুপ্কল্পিতবাসে নিবেশয়ামাস)। কিন্তু কুলাচার্য্যদের পুস্তকে লিখিত আছে যে, ৬৫৪ শাকে ব্রাহ্মণেরা গৌড় আসিয়াছিলেন (বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ)।

ব্রাহ্মণেরা নাকি যবনদের মত গায়ে জামা ও পায়ে জুতা দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আদিশূরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া মহারাজের অভক্তি জন্মে, সেকারণ তিনি তাঁহাদের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সিংহদ্বারের কাছে একটী মল্লকাষ্ঠের উপর আশীর্ব্বাদী ফুল রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, সেটী মল্লকাষ্ঠ নহে,—হাতী বাঁধিবার আলান। ঐ ব্রাহ্মণদের এরূপ দৈবশক্তি ছিল যে, দূর্ব্বা ও অক্ষত স্পর্শ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ পল্লবিত হইল। বিক্রমপুরে রামপাল দিঘীর দক্ষিণঘাটে একটী গাছ আছে, উহার নাম গজাড়ি বৃক্ষ। কথিত আছে, ঐ গাছটীই নাকি ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদবলে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মধুপুর পর্ব্বত ভিন্ন গজাড়ি গাছ আর কোথাও দেখা যায় না। অজ্ঞলোকেরা রামপালের গজাড়ি বৃক্ষের পূজা করে এবং বন্ধ্যানারীরা তাহার কাছে পুত্র কামনা করিয়া থাকে।

শুষ্ক কাষ্ঠ পল্লবিত হইতে দেখিয়া রাজা সেই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন। [অন্যান্য বিবরণ কুলীন শব্দে দেখ।]

আদিশ্য (অব্য) আ-দিশ-ল্যপ্। অনুশাসন করিয়া বলিয়া। আদেশ করিয়া।

আদিষ্ট (ক্লী) আ-দিশ-ভাবে-ক্ত। আদেশ। উপদেশ। (ত্রি) কর্ম্মণি-ক্ত উপদিষ্ট। যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ স্থানীজাত বর্ণ। যথা ইকের স্থানে যণ্ আদেশ হয় বলিয়া সেই যণ্ (য ব র ল) আদিষ্ট। আজ্ঞপ্ত। আজ্ঞাযুক্ত। অনুশিষ্ট।

আদিষ্টিন্ (পুং) আদিষ্টম্ আদেশো ব্রতাদেশোঽস্ত্যস্য ইনি। যে ব্রহ্মচারীকে ব্রতাদেশ করা হইয়াছে। (ত্রি) আদিষ্টমনেন ইষ্টাদি॰ ইনি। আদেশকর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আদিষ্টিনী।

আদিসর্গ (পুং) আদিঃ আদিভূতঃ সর্গঃ। শাক॰ তৎ কর্ম্মধা বা। প্রাকৃত প্রলয়ের পরে প্রথম সৃষ্টি।

আদীনব (পুং) আ-দী-ভাবে ক্ত। আদীনস্য বানং প্রাপ্তিঃ বাহু॰ ক। দোষ। ক্লেশ। (ত্রি) কর্ম্মণি ক, দুর্দ্দম। পরিক্লিষ্ট। ক্লেশযুক্ত। *। ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫। যে সকল ধাতুর ওকার অনুবন্ধ থাকে, তাহাদের উত্তর নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। দীঙ্ ধাতু দিবাদি-গণের ওকার ইৎ মধ্যে পঠিত, তাই এখানে তকার স্থানে নকার হইয়াছে। (স্বাদয়শ্চ ওদিতঃ। তৎফলন্ত নিষ্ঠা নত্বম্। সি॰ কৌ॰)।

আদীপক (ত্রি) আদীপয়তি অন্যস্য গৃহমগ্নিনা। আ-দীপ-ণিচ্-ণ্বুল্ ণিচ্ লোপঃ। যে অন্যলোকের ঘরে আগুন দেয়। উদ্দীপক। প্রকাশক।

আদীপন (ক্লী) আ-দীপ-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। পিটুলি দ্বারা গৃহ চিত্র করা। আলিপনা দেওয়া। উদ্দীপন।

আদীপিত (ত্রি) আ-দীপ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আলিপনা দেওয়া উঠান। যে স্থান আলিপনা দ্বারা চিত্রবিচিত্র করা হইয়াছে। উদ্দীপিত। প্রকাশিত।

আদুড়। আদুল (গ্রাম্য) অনাবৃত। আঢাকা।

আদুরি (ত্রি) আ-দৃ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে কি। যে বিদারণ করে। বিদারণকর্ত্তা। চলিত কথায় সোহাগে মেয়েকে আদুরী কহে। সোহাগে ছেলেকে আদুরে বলা যায়।

আদুলী (গ্রাম্য) টাকার অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ আট-আনী মুদ্রা।

আদৃত (ত্রি) আ-দৃ-কর্ম্মণি ক্ত। যাহার আদর করা হই-য়াছে। সম্মানিত। পূজিত। কর্ত্তরি ক্ত। যিনি আদর করিয়াছেন। (ক্লী) ভাবে ক্ত। আদর।

আদৃত্য (ত্রি) আদ্রিয়তে আ-দৃ-(এতিস্তুশাস্বৃদৃজুষঃ ক্যপ্। পা ৩।১।১০৯) ইতি ক্যপ্। আদরণীয়। আদর করিবার যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। আদর করিয়া।

আদৃষ্টি (স্ত্রী) আ ঈষৎ দৃষ্টিঃ। প্রাদি স॰। ত্রিভাগসঙ্কু-চিত দৃষ্টি। উপান্ত সম্মীলিত নেত্র। চক্ষুর দুই কোণ সংলগ্ন ও মধ্যস্থল অল্প খোলা এরূপ দৃষ্টি।

আদেয় (ত্রি) আদীয়তে আ-দা-যৎ। গ্রাহ্য। গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আদেবক (ত্রি) আদীব্যতি আ-দিব-ণ্বুল্। দ্যুতকারক। যে পাশা বা দাবা খেলে।

আদেবন (ক্লী) আ-দিব-ভাবে ল্যুট্। পাশা বা দাবা খেলা। করণে ল্যুট্। দ্যুতসাধন পাশা বা দাবা। আধারে ল্যুট্। পাশা বা দাবা খেলিবার ছক।

আদেশ (পুং) আ-দিশ-ভাবে ঘঞ্। উপদেশ। আজ্ঞা। লোপ। (লোপোঽপ্যাদেশ উচ্যতে। ব্যা॰ কারি॰)। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ কোন এক বর্ণ স্থানে অন্য বর্ণের উৎ-পত্তি। আ-দি-কর্ম্মণি ঘঞ্। আদিষ্ট। কথিত। উপ-দিষ্ট। *। স্থানিবদাদেশোঽনল্‌বিধৌ। পা ১।১।৫৬।

আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ। ব্যা॰ কা॰।

আগম ও আদেশের মধ্যে আগম বিধিই বলবান্ অর্থাৎ এক স্থানে আগম ও আদেশ বিধির প্রাপ্তি হইলে, সেখানে আদেশ বিধির বাধ হইয়া আগম বিধিই হইবে।

আগমোঽনুপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা।

তয়োর্য উপঘাতী স আদেশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ব্যা॰ ক॰।

প্রকৃতি বা প্রত্যয় এ উভয়ের যাহা উপঘাত (নাশ) না করে, তাহার নাম আগম। আর সেই উভয়কে যে নাশ করে তাহার নাম আদেশ।

জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত শুভাশুভ ফল।

আদেশক (ত্রি) আদিশতি আ-দিশ-ণ্বুল্। যে আদেশ করে।

আদেশন (ক্লী) আ-দিশ-ভাবে ল্যুট্। আদেশ।

আদেশিন্ (ত্রি) আদিশতি আ-দিশ-ণিনি। আদেশকর্ত্তা।

আদেশ্য (ত্রি) আদিশ্যতে আ-দিশ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। উপদেশ্য। আজ্ঞাপ্য। কথনীয়।

আদেষ্টৃ (পুং) আ-দিশ-তৃচ্। যজমান। (ত্রি) আজ্ঞা কর্ত্তা মাত্র।

আদৌ (আদি শব্দের সপ্তম্যন্ত রূপ) প্রথমে। অগ্রে। আমি 'আদৌ' ইহার কিছুই জানিতাম না।

আদ্দাশ (গ্রাম্য) নিবেদন। অভিযোগ।

আদ্য (ত্রি) আদৌ ভবম্ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। আদিতে জাত। যাহা অগ্রে হই-য়াছে। প্রধান। শ্রেষ্ঠ। অদ্যতে অদ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ভক্ষণীয় দ্রব্য। (ক্লী) ধান্য। (রাজনি॰)

আদ্যকবি (পুং) কর্ম্মধা। ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভ। বাল্মীকি।

আদ্যমাষক (পুং) মষ্যতে পরিমীয়তে স্বর্ণাদ্যনেন মষ-করণে ঘঞ্, স্বার্থে কন্, ততঃ আদ্যঃ মাষকঃ কর্ম্মধা। মাষা। পাঁচ কুঁচ পরিমিত বস্তু। এক আনা ওজনের বস্তু। সাত কৃষ্ণলাতে এক মাষক হয়, তাহা বারণের

জন্য এখানে আন্তমাষক লিখিত হইয়াছে।

আদ্যবীজ (ক্লী) কর্ম্মধা। মূল কারণ। আদি কারণ। ঈশ্বর। সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ প্রধান।

আদ্যশ্রাদ্ধ (ক্লী) কর্ম্মধা। মৃত্যুর পর অশৌচান্ত হইলে প্রথম শ্রাদ্ধ।

আদ্যা (স্ত্রী) আদৌ ভবা আদি (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ টাপ্। তন্ত্রোক্ত দুর্গা। যুগভেদে সুন্দরী। সত্যযুগে সুন্দরী আদ্যা, ত্রেতাযুগে ভুবনেশ্বরী আদ্যা, দ্বাপরযুগের আদ্যা তারিণী, কলিযুগের আদ্যা কালী। (মুণ্ড০ মা০ তন্ত্র০)।

আদ্যাকালী (স্ত্রী) নিত্যস০ সংজ্ঞায়াম্ন পুম্বদ্ভাবঃ। নির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত পরমপ্রকৃতি। তিনি কালকে গ্রাস করেন, এই জন্য তাঁহাকে কালী বলা যায় এবং তিনি সকলের আদিরূপিণী বলিয়া তাঁহাকে আদ্যা কহে।

আদ্যাদি (পুং) আদিরিতি আদির্যস্য। বহুব্রী। পঞ্চমীব স্থানে তসি প্রভৃতি প্রত্যয়ের নিমিত্ত কাশিকা ও বার্ত্তিক উক্ত শব্দ গণবিশেষ। (তসি প্রকরণে আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্। কাশিকা, পা ৫।৪।৪৪ সূত্রে)। আদি। মধ্য। অন্ত। পৃষ্ঠ। পার্শ্ব। ইত্যাদি আকৃতিগণ।

আদ্যুদাত্ত (ত্রি) আদিঃ উদাত্তো যস্য। যাহার আদি স্বর উদাত্ত হয় তাদৃশ প্রত্যয়াদি।

আদ্যূন (ত্রি) আ-দিব-ক্ত উট্ নত্বঞ্চ। ঔদরিক। পেটুক। জয়ের ইচ্ছা বর্জ্জিত। জয়েচ্ছা অর্থ বুঝাইলে এখানে নকার হইবে না। তখন আদ্যূত এই প্রকার রূপ হইবে। ইহার অর্থ জয়েচ্ছায় ক্রীড়াকর্ত্তা। *। চ্ছোঃ শূড়নুনাসিকে চ। পা ৬।৪।১৯। ক ইৎ, ঙ ইৎ অনুনাসিক ও ঝলাদি এবং ক্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে তুক্ যুক্ত ছকারের স্থানে শ এবং বকারের স্থানে উট্ হয়। *। দিবোঽবিজিগীষায়াম্। পা ৮।২।৪৯। জয়েচ্ছা এরূপ অর্থ না বুঝাইলে দিব ধাতুর পরস্থিত নিষ্ঠা (ক্ত ক্তবতু) স্থানে নকার হয়।

আদ্যোপান্ত (পুং) আদ্যমবধীকৃত্য অন্তঃ অন্তপর্য্যন্তঃ। শাক০ তৎ। প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত।

আধ। আধা (অর্দ্ধ শব্দের অপভ্রংশ)।

আধকপালে (Hemicrania) চলিত কথায় ইহাকে সূর্য্যফোড়ও কহে। এই রোগে কপালের কেবল এক রগ বেদনা করিতে থাকে। কখন কখন এই বেদনা অতিশয় তীব্র হয়। মেলেরিয়া বিষ, দুর্ব্বলতা, উপদংশের বিষ, অথবা পারদ সেবন, রৌদ্র, পিত্তবৃদ্ধি, অজীর্ণতা, মদিরাসেবন, পচাদাঁত, প্রস্রাবের পীড়া, স্ত্রীলোকদের রজোরোগ, বায়ুগুল্ম, প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। এরূপ মস্তকবেদনা প্রায় রাত্রিকালে হয় না। কোন স্থলে প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়, তাহার পর সন্ধ্যা হইলে আর থাকে না। কোন স্থলে বৈকালে আরম্ভ হয়, পরে সন্ধ্যা হইলেই নিবারণ হইয়া যায়। চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে মূলকারণ দূর করা আবশ্যক। কুইনাইন, আওডিড অব্ পটাস, ব্রমাইড অব্ পটাস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা মতে সেবন করাইবে। সামান্য কারণে এই উপসর্গ ঘটিলে কুমীর্কা পোকার ঘর চূর্ণ করিয়া নাস লইলে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

আধমন (ক্লী) আ-ধা-কৃমনম্। বন্ধকদান। ঋণের জন্য কোন বস্তু বন্ধক রাখা। আধি।

আধমর্ণ্য (ক্লী) অধমর্ণস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। ঋণীর ধর্ম্ম।

আধর্ম্মিক (ত্রি) অধর্ম্মং চরতি ঠক্। অধর্ম্মশীল। (অধর্ম্মাচ্চেতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক, পা ৪।৪।৪১ সূত্রে)। দৈববশাৎ কখন অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আধর্ম্মিক এ প্রকার রূপ হইবে না। সে স্থলে ন ধার্ম্মিকং এই রূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাস করিয়া 'অধার্ম্মিক' এই প্রকার শব্দের ব্যবহার হইবে। (চরতিরাসেবায়াং নানুষ্ঠানমাত্রে। ইতি কাশিকা)।

আধর্ষ (পুং) আ-ধৃষ-ভাবে ঘঞ্। তিরস্কার। বলহেতু পীড়ন।

আধর্ষণ (ক্লী) আ-ধৃষ-ভাবে ল্যুট্। আধর্ষ। তিরস্কার। বলহেতু পীড়ন।

আধর্ষিত (ত্রি) আ-ধৃষ-ক্ত ইট্ কিত্বাভাবঃ। অবমানিত। তিরস্কৃত। বল দ্বারা পরাজিত। *। নিষ্ঠা শীঙ্ স্বিদিমিদিক্ষ্বিদিধৃষঃ। পা ১।২।১৯। শীঙ্, স্বিদ, মিদ, ক্ষিদ, ধৃষ, এই সকল ধাতুর পরে ইট্ যুক্ত নিষ্ঠা কিৎ হয় না।

আধর্ষ্য (ত্রি) আধৃষ্যতে আ-ধৃষ-ণ্যৎ। অবমাননীয়। বলহেতু পীড়নীয়। দুর্ব্বল। ভাবে ণ্যৎ (ক্লী)। দুর্ব্বলতা।

আধলা (গ্রাম্য) এক পয়সার অর্দ্ধ। ইটের অর্দ্ধ।

আধলী (গ্রাম্য) আধটাকা। অর্দ্ধমুদ্রা।

আধান (ক্লী) আ-ধা-ল্যুট্। সংস্কার পূর্ব্বক অগ্নি প্রভৃতির স্থাপন। অগ্ন্যাধান। গর্ভাধান। বিদ্যমান পদার্থে গুণান্তরকরণ। প্রতিযত্নো গুণাধানং। সি০ কৌ০। পা ৬। ১। ১৩৯ সূত্রে)। নিবেশন। বন্ধকদান।

আধানিক (পুং) আধানং গর্ভাধানপ্রয়োজনমস্য ঠক্।

গর্ভাধানের নিমিত্ত বেদবিহিত গর্ভপাত্রের সংস্কার।

আধায় (ত্রি) আদধাতি আ-ধা-ণ। আধানকর্ত্তা। [ণ প্রত্যয়ের সূত্র আদায় শব্দে দেখ]। ভাবে-ঘঞ্, (পুং) আধান। (অব্য) ল্যপ্, আধান করিয়া।

আধায়ক (ত্রি) আ-ধা-ণ্বুল্। আধানকর্ত্তা।

আধার (পুং) আধ্রিয়তে পরম্পরয়া ক্রিয়া যত্র আ-ধৃ-অধিকরণে ঘঞ্। অধিকরণ। আশ্রয়। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ ঔপশ্লেষিক অভিব্যাপক নামক কারক। শস্য সম্পাদনার্থ জলরোধের নিমিত্ত বন্ধন। বাঁধ। আইল। বৃক্ষে জল দিবার স্থান।

*। আধারোঽধিকরণম্। পা ১।৪।৪৫ (কর্ত্তৃকর্ম্মদ্বারা তন্নিষ্ঠ ক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণসংজ্ঞঃ স্যাৎ। সি° কৌ°)। কর্ত্তা বা কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা বা কর্ম্ম নিষ্ঠ ক্রিয়ার যে আধার, তাহার অধিকরণ কারক সংজ্ঞা হয়। ভর্ত্তৃহরিও ইহার এইরূপ কারিকা করিয়াছেন। যথা—

কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়েৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥

।*। সপ্তম্যধিকরণে চ। পা ২।৩।৩৬। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। (ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা। কটে আস্তে। স্থাল্যাং পচতি। মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। সর্ব্বস্মিন্নাত্মাস্তি। 'কটে আস্তে', এখানে দেবদত্তাদি কোন একটী কর্ত্তৃপদের অধ্যাহার হইবে এবং তদ্দ্বারা 'আস্তে' এই ক্রিয়ার আধার কট হইয়াছে। অতএব কটই কর্ত্তৃদ্বারা ক্রিয়ার আশ্রয় রূপ ঔপশ্লেষিক (একদেশ সম্বন্ধযুক্ত) আধার। 'স্থাল্যাং পচতি', এখানে অন্নাদি পদের অধ্যাহার হইবে এবং তদ্দ্বারা 'পচতি' এই ক্রিয়ার আশ্রয় স্থালী হইয়াছে। অতএব ইহা কর্ম্মদ্বারা ক্রিয়াশ্রয়রূপ ঔপশ্লেষিক আধার। 'মোক্ষে ইচ্ছাস্তে' এখানে মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা আছে এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব এটী বৈষয়িক আধার। 'সর্ব্বস্মিন্নাত্মাস্তি', পরমাত্মা সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। এখানে আত্মা এই কর্ত্তৃদ্বারা 'অস্তি' এই ক্রিয়ার আধার সকল স্থান হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল স্থানই অভিব্যাপক আধার।

আধারশক্তি (স্ত্রী) আধারস্য শক্তিঃ। ৬-তৎ। আধার এব শক্তিঃ কর্ম্মধা বা। সকল আধারের শক্তি স্বরূপ বা আধাররূপ পরমেশ্বরের শক্তি। মায়া। প্রকৃতি। চন্দ্রের অমানামক মহাকলা। (আধারশক্তিরূপা অমানাম্নী মহাকলা প্রোক্তা। স্মার্ত্ত)। তন্ত্রোক্ত মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী পরমদেবতা।

আধারাধেয়ভাব (পুং) আধারশ্চ আধেয়শ্চ তৌ তয়োর্ভাবঃ। ৬-তৎ। যেটী যাহার আধার (অধিকরণ), আর যে যাহার আধেয় (অধিষ্ঠেয়) এই উভয়ের সম্বন্ধ বিশেষ। যেমন ঘট আর ভূতল, এখানে ভূতল আধার এবং ঘট আধেয়, ঐ উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহারই নাম আধার আধেয়ভাব।

আধি (পুং) আধীয়তে অধিক্রিয়তে শোকাদিভো মনোহনেন আ-ধা-করণে। মানস দুঃখকর ব্যথাবিশেষ।

আ ঈষৎ ধীয়তে অধিক্রিয়তে উত্তমর্ণস্থেনাত্র অসৌ বা আ-ধা-অধিকরণে কর্ম্মণি বা কি। অধমর্ণ কর্ত্তৃক উত্তমর্ণের নিকটে রক্ষিত বন্ধক দ্রব্য। খাতক, মহাজনের নিকট যে দ্রব্য রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। গচ্ছিত বস্তু। মনঃপীড়া। আধান। অধিষ্ঠান।

আধিকরণিক (পুং) অধিকরণে বিচারস্থানে নিযুক্তঃ ঠক্। বিচারস্থানে নিযুক্ত প্রাড়্‌বিবেকাদি। বিচারক।

আধিক্য (ক্লী) অধিকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অধিকতা। আতিশয্য।

আধিজ্ঞ (ত্রি) আধিং মনঃপীড়াং জানাতি অধি-জ্ঞা-ক। ৬-তৎ। ব্যথার অনুভাবক। মনোদুঃখযুক্ত। ব্যথিত।

আধিদৈবিক (ত্রি) অধিদেবে ভবঃ দেবান্ বাতাদীন্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং বা ঠঞ্। অনুশতিকাদি° দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। দেবতার অধিকারে প্রবৃত্ত শাস্ত্র। অর্থাৎ দেবতা বিষয়ে যে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বাতাদি নিবন্ধন দুঃখ। বায়ু প্রভৃতি জন্য দুঃখ।

আধিপত্য (ক্লী) অধিপতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা পত্যন্তাৎ যক্। স্বামিত্ব। [আঞ্জনিক্য শব্দে সূত্র দেখ।]

আধিবন্ধ (পুং) আধিঃ বহুপ্রজানাং কথং পালনং স্যাদিতি চিন্তা এব বন্ধঃ। বহুপ্রজারক্ষণার্থ চিন্তা।

আধিভোগ (পুং) আধের্বন্ধকদ্রব্যস্য ভোগঃ। ৬-তৎ। বন্ধক দ্রব্যের ভোগ। আধের্মনোব্যথায়া ভোগঃ। মনোব্যথার অনুভবরূপ ভোগ।

আধিভৌতি (ত্রি) ভূতানি ব্যাঘ্রসর্পাদীন্যধিকৃত্য জাতম্। অধিভূত ঠঞ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। ব্যাঘ্র সর্পাদি জনিত দুঃখ।

আধিমন্যব (ত্রি) অধিমন্যবে হিতং অণ্। জ্বরের সন্তাপ।

আধিরথি (পুং) অধিরথঃ ধৃতরাষ্ট্রসারথিঃ তস্যাপত্যম্ ইঞ্। সূতপুত্র কর্ণ।

আধিরাজ (ক্লী) অধিরাজস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্।

আধিপত্য।

আধিবেদনিক (ত্রি) অধিবেদনায় অধিকবিবাহায় হিতং ঠক্। তত্র কালে দত্তং ঠঞ্, বা। প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের সময়ে প্রথম স্ত্রীর সন্তোষার্থে যে ধন দেওয়া যায়।

আধিস্তেন (পুং) আধেঃ স্থাপ্যধের্ভোগাৎ স্তেন ইব। যে গোপনে গচ্ছিত ধনের বলপূর্ব্বক ভোগ করে।

আধীকরণ (ক্লী) অনাধেঃ আধেঃ করণম্ আধি চ্বি-কৃ ল্যুট্। ঋণ লইবার জন্য কোন বস্তু বন্ধক দেওয়া। (ত্রি) আধি-চ্বি-কৃ ক্ত আধীকৃত। যে দ্রব্য বাঁধা দেওয়া হইয়াছে।

আধুত (ত্রি) আ-ধু-ক্ত। চালিত। ঈষৎ কম্পিত।

আধুনিক (ত্রি) অধুনা ভবং ঠক্। যাহা সম্প্রতি হইয়াছে। সম্প্রতিজাত। অর্ব্বাচীন। অপ্রাচীন।

আধৃষ্টি (স্ত্রী) আ-ধৃষ ভাবে ক্তিন্। পরিভব। পরাজয়। বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করা।

আধেয় (ত্রি) আধীয়তে কর্ম্মণি যৎ। উৎপাদ্য।

আধেয়শ্চাক্রিয়াজশ্চ সোঽসত্ত্বপ্রকৃতির্গুণঃ। ব্যা° কা°।

যাহার স্বাভাবিক গুণের অন্যথা করিয়া অন্য গুণের উৎপাদন করা হয়, তাদৃশ উৎপাদ্য বিদ্যমান গুণ। যে ঘটাদি পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করা হইয়াছে তাদৃশ ঘটাদি। (পুং) বিধিক্রমে স্থাপনীয় বহ্নি। অধিকরণে অভিনিবেশনীয় পদার্থ। স্থাপনীয় দ্রব্য। (ক্লী) ভাবে যৎ। আধান।

আধোরণ (পুং) আ ধোর গতিচাতুর্য্যে ল্যু। হস্তীর গতিনিপুণ হস্তিপক। সুশিক্ষিত মাহুত।

আধ্মাত (ত্রি) আ-ধ্মা-ক্ত। শব্দিত। দগ্ধ বাতদোষজাত উদরস্ফীততাসম্পাদক রোগযুক্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। আধ্মান। শব্দ। অগ্নিসংযোগ।

আধ্মান (পুং) আ-ধ্মা-আধারে ল্যুট্। বাতরোগকারী বাতব্যাধি। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী)। উদরস্ফীততা। পেট ফাঁপা। করণে ল্যুট্ স্ত্রী ঙীপ্। নাসিকা নামক গন্ধদ্রব্য।

আধ্মাপন (ক্লী) আ-ধ্মা-ণিচ্ পুক্ ভাবে ল্যুট্ ণিচ্‌লোপঃ। শব্দনিষ্পাদন। আধ্মাননিষ্পাদন। শরীরে বিদ্ধবাণাদি উদ্ধারের উপায় বিশেষ।

আধ্যক্ষ্য (ক্লী) অধ্যক্ষস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অধ্যক্ষতা।

আধ্যা (স্ত্রী) আ-ধ্যৈ-ভাবে ঘঞ্। চিন্তন। চিন্তা। ঔৎসুক্যহেতু স্মরণ।

আধ্যাত্মিক (ত্রি) আত্মানং মনঃ শরীরাদিকমধিকৃত্য ভবঃ ঠঞ্। শোক মোহ জ্বরাদিরূপ দুঃখ।

আধ্যান (ক্লী) আ-ধ্যৈ-ল্যুট্। চিন্তা। উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক স্মরণ।

আধ্যাপক (পুং) অধ্যাপক এব স্বার্থে অণ্। অধ্যাপক।

আধ্যায়িক (পুং) অধীয়তেঽধ্যায়ো বেদস্তমধীতে ঠঞ্। অধীতবেদ। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

আধ্যাসিক (ত্রি) অধ্যাসেন কল্পিতং ঠক্। বেদান্তের মতে অধ্যাসেন (চিন্তা) দ্বারা অযথার্থ বস্তুতে যথার্থ জ্ঞান। যেমন শুক্তিকাতে রজতাদি কল্পনা এবং পরমব্রহ্মে জগৎ আরোপ।

আধ্র (পুং) আ-ধৃ-ক। আধার। অধিকরণ।

আধ্বনিক (ত্রি) অধ্বনি কুশলং ঠক্। পথে কুশল। যে পথের বিষয় ভালরূপ জানে।

আধ্বরায়ণ (পুং স্ত্রী) আধ্বরো যজ্ঞাভিজ্ঞস্তস্য গোত্রাপত্যং নড়াদি° ফক্। যিনি উত্তম রূপ যজ্ঞ জানেন তাঁহার পুত্র বা কন্যা রূপ গোত্রাপত্য।

আধ্বরিক (পুং) অধ্বরস্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঠক্। অধ্বরব্যাখ্যান গ্রন্থ। অধ্বরং যজ্ঞং বেত্তি তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থমধীতে বা ঠক্। তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থঅধ্যয়নকর্ত্তা।

আধ্বর্য্যব (ত্রি) অধ্বর্য্যোর্যজুর্ব্বেদবিদ ইদম্ অঞ্। অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় কর্ম্মাদি।

আন (পুং) আনিতি জীবত্যনেন আ-অন-করণে ক্বিপ্। আন্ প্রাণবায়ুঃ ততঃ (সুবস্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২। ৭৭। ইতি অদূর ভবাদৌ অণ্। জীবন সাধন শরীর মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুর নাসিকা দ্বারা বহির্নিঃসারণ রূপ উচ্ছ্বাস। নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস ফেলা।

আনক (পুং) আনয়তি সোৎসাহান্ করোতি অন্-ণিচ্ ণ্বুল্। পটহ। ভেরী। মৃদঙ্গ। শব্দযুক্ত মেঘ। (আনকঃ পটহে ভের্য্যাং ধ্বনন্মেঘমৃদঙ্গয়োঃ। হেম)। (ত্রি) উৎসাহক। (ত্রি) কর্ণাদি° ফিঞ্। আনকায়নি আনকের নিকটস্থ দেশাদি। [বুঞ্ছণিত্যাদি। পা ৪।২। ৮০ সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে আনক শব্দ দেখ]।

আনকদুন্দুভি (পুং) আনকঃ উৎসাহকঃ দুন্দুভিঃ দেববাদ্যবিশেষো যস্মৈ। বহুব্রী। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে দেবতারা সাধুবাদ করিয়া যাঁহার উদ্দেশে বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। বসুদেব। (স্ত্রী) বা ঙীপ্ আনকদুন্দুভী। বৃহড্ঢক্কা।

আনকস্থলী (স্ত্রী) আনকপ্রধানা স্থলী। শাক° তৎ। আনকপ্রধান স্থলী অর্থাৎ দেশবিশেষ। (ত্রি) তস্যাং ভবঃ অদূরদেশাদৌ। (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্, আনকস্থলকঃ। আনকস্থলীর নিকটস্থ দেশাদি

আনখা (অনীক্ষিত শব্দের অপভ্রংশ)। যাহা কখন দেখা যায় নাই। যেমন—'তুমি কেবল আন্‌খা কাজ কর'।

আনডুহ (ক্লী) অনডুহ ইদম্ অণ্। বৃষের গোময় কিম্বা চর্ম্ম মাংসাদি, ষাঁড়ের গোবর, চর্ম্ম অথবা মাংস। অনডুহা কৃতম্ অণ্। স্বনামখ্যাত তীর্থ বিশেষ। উক্ত তীর্থ সহ্যপর্ব্বতের নিকটে আছে। হরিবংশের ৯৫ অধ্যায়ে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণ এবং বলরাম ঐ তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

আনডুহক (ত্রি) আনডুহা কৃতং সংজ্ঞায়াং কুলালাদি॰ বুঞ্। ষাঁড়ের গোবর প্রভৃতি।

আনডুহ্য (পুং) অনডুহো গোত্রাপত্যং গর্গাদি॰ য্যঞ্। অনডুৎ নামে মুনির গোত্রাপত্য। ততঃ পুনঃ গোত্রাপত্যে অশ্বাদি॰ ফঞ্। (পুং স্ত্রী) আনডুহ্যায়নঃ। আনডুহ্যের পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (ত্রি) চতুরর্থ্যাং কর্ণাদি॰ ফিঞ্, আনডুহ্যায়নিঃ। আনডুহ্যের নিকটস্থ দেশাদি। (পা ৪। ১। ১০৫) সূত্রস্থ গর্গাদিগণে, (পা ৪। ১। ১১০) সূত্রস্থ অশ্বাদিগণে, এবং (পা ৪। ২। ৮০) সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে আনডুহ্য শব্দ দেখ।]

আনত (ত্রি) আ-নম-ক্ত। যিনি মস্তক নত করিয়াছেন। যিনি প্রণাম করিয়াছেন। অধোমুখ। বিনয়হেতু নম্রীভূত। পতিত।

আনতি (স্ত্রী) আনমতি নম্রীভবত্যনয়া আ-নম-করণে ক্তিন্। আনুগত্য জন্য সন্তোষ। অধোমুখ। নম্রতা।

আনদ্ধ (ত্রি) আ-নহ-ক্ত। বদ্ধ। গ্রথিত। (ক্লী) বেশভূষাদি। যে বাদ্যযন্ত্রের মুখ চর্ম্ম দ্বারা ছাওয়া। ইহার মধ্যে বামা, তব্‌লা, ঢোলক, পাখোয়াজ, মুজরা ও বৈঠকিরী নৃত্যগীতাদিতে ব্যবহার করা হয়। মৃদঙ্গ সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঢাক, ঢোল, নৌবৎ, জগঝম্প, ডম্প, টিকারা, কাড়া, নাগাড়া প্রভৃতি বাদ্য অন্নপ্রাশন বিবাহাদিতে বাজানো হয়। ঢাক, জয়ঢাক, জগঝম্প, তাসা, কাড়া, দামামা প্রভৃতি আনদ্ধ বাদ্য যুদ্ধকালে বাজানো হইয়া থাকে। খঞ্জনী, ডমরু, গোপীযন্ত্র, ঘোড়ঘাই, মাদল, হুড়্‌কা, ঘুটক, খোর্দ্দক প্রভৃতি গুলি গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র।

আনন (ক্লী) অনিত্যনেন ভক্ষণপানাদি হেতুত্বাৎ। অন-করণে ল্যুট্। মুখদ্বারা অন্নাদি ভোজন এবং জলাদি পান করা যায়, তাহাতে জীবন রক্ষা পায়, তজ্জন্য মুখকে আনন কহে। আনন শব্দে স্থলবিশেষে কেবল মুখকে বুঝায়, যথা (তদাননং মৃৎসুরভি। রঘু ৩। ৩)। স্থল বিশেষে সমস্ত মস্তককেও বুঝায়। যথা—(কচিচ্ছিন্নমিতাননৌ। রঘু ১। ৪১)।

আনন্তর্য্য (ক্লী) অনন্তরমেব স্বার্থে ষ্যঞ্। অব্যবহিত। অনন্তরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অব্যবধান। অনন্তরতা।

আনন্ত্য (ক্লী) নাস্তি অন্তঃ শেষো যস্য। ন অন্তঃ অনন্ত স এব স্বার্থে ঞ্য। অনন্ত। অসীম। অবিনাশী। অনন্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সীমাশূন্যত্ব। নাশাদিরাহিত্য। চিরবিখ্যাতি।

আনন্দ (পুং) আ-নন্দ-ঘঞ্। হর্ষ। সুখ। আহ্লাদ। পরমব্রহ্ম। (সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। বেদান্ত)। অর্শ আদি॰ অচ্ (ত্রি) আনন্দযুক্ত। (পুং) বিষ্ণু। (ত্রি) আনন্দয়তি আ-নন্দি-ণিচ্-অচ। আনন্দকর। (পুং) ষাটি সম্বৎসরের মধ্যে আনন্দ নামক বর্ষ বিশেষ। জ্যোতিষে ঐ বর্ষের এইরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে; ইহাতে শস্যের সুন্দর উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় না। ঘৃত এবং তৈলের মূল্য সমান থাকে। ইহাতে প্রজাগণ আনন্দে কালহরণ করে।

(ক্লী) মদ্য। মদ্য পান করিলে অতিশয় আনন্দ জন্মে, তজ্জন্য ইহার নাম আনন্দ হইয়াছে। গৃহ বিশেষ। (পুং) বিষ্ণুর গণ বিশেষ।

আনন্দকানন (ক্লী) আনন্দানি আনন্দযুক্তানি কাননানি গৃহাণি যত্র। বহুব্রী। যদ্বা আনন্দজনকং কাননমিব। অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র। কাশীর সকল গৃহই আনন্দযুক্ত। তত্রস্থ গৃহবাসীদিগের মনে সর্ব্বদা আনন্দ থাকে। এজন্য উহার নাম আনন্দকানন হইয়াছে। কাশীখণ্ডের ২৬ অধ্যায়ে আনন্দকাননের বিবরণ আছে।

আনন্দগিরি (পুং) ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। তিনি শঙ্করদিগ্বিজয় নামে শঙ্করাচার্য্যের চরিত পুস্তক রচনা করেন। তদ্ভিন্ন সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তকের টীকা করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খৃষ্ট নবম শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

আনন্দজ (ত্রি) আনন্দাৎ জায়তে আনন্দ-জন-ড। ৫-তৎ। আনন্দজাত অশ্রুপাতাদি।

আনন্দতৃতীয়া (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। বৈশাখ, শ্রাবণ অথবা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। সাবিত্রীর শাপে গৌরী লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলেন। পরে মহাদেবের উপদেশে তিনি এই ব্রত করিয়া লক্ষ্মীযুক্তা হইলেন।

আনন্দথু (পুং) আ-টু-নদি (টিবতোঽথুচ্। পা ৩। ৩। ৮৯)

ইতি ভাবে অথুচ্। প্রীতি। হর্ষ। প্রমোদ। আমোদ। আনন্দ। আহ্লাদ।

আনন্দদত্ত (পুং) আনন্দো দত্তো যেন। বহুব্রী। উপস্থ। মেঢ্র। এখানে আনন্দ সুখবাচক শব্দ, তজ্জন্য তৎপরস্থিত নিষ্ঠান্ত শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। (নিষ্ঠায়াঃ পূর্ব্বনিপাতে জাতিকালসুখাদিভ্যঃ পরবচনম্। বার্ত্তিক, পা ২।২।৩৬ সূত্রে)। নচেৎ। (পা ২।২।৩৬) সূত্র দ্বারা দত্তানন্দ এই প্রকার রূপ হইত।

আনন্দন (ক্লী) আনন্দয়ত্যনেন আ-নদি-ণিচ্-করণে ল্যুট্। গমনাগমন কালে বন্ধুদের আরোগ্য স্বাগতাদি প্রশ্ন। যেমন, বাটী হইতে যাইবার সময়ে বন্ধুব্যক্তিরা বলেন—তথায় যাইয়া সাবধানে থাকিবে, আর মধ্যে মধ্যে শুভ সংবাদ প্রদান করিবে। গমনাগমনের সময়ে আলিঙ্গন। অভিবাদন। কোলাকুলি। ভাবে ল্যুট্। সুখজনন। সুখ হওয়া।

আনন্দপট (পুং) আনন্দজনকং পটম্। শাক• তৎ। নবোঢ়ার বস্ত্র। যে বালিকার নূতন বিবাহ হইয়াছে, তাহার হরিদ্রাক্ত বা চেলীর কাপড়। গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন নগর বিশেষ।

আনন্দপূর্ণ (পুং) আনন্দেন পূর্ণস্তৃপ্তঃ। আনন্দময় পরমাত্মা। পরমব্রহ্ম।

আনন্দপ্রভব (পুং) আনন্দঃ প্রভবঃ অপাদানং যস্য। বহুব্রী। বীর্য্য। রেতঃ। ভূতাদিপ্রপঞ্চ। শ্রুতির মতে প্রাণিগণ আনন্দ রূপ পরব্রহ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করে, আনন্দ রূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত থাকে এবং অন্তকালে আনন্দ রূপ পরব্রহ্মে লীন হয়, তজ্জন্য প্রাণিসমূহের নাম আনন্দপ্রভব।

আনন্দভুজ্ (পুং) আনন্দং ভুঙ্‌ক্তে আনন্দ-ভুজ্-ক্বিপ্। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যিনি আনন্দভোগ করেন। প্রাজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ।

আনন্দভৈরব (পুং) কর্ম্মধা। তন্ত্রোক্ত শিবমূর্ত্তিবিশেষ। (স্ত্রী) তস্য পত্নী ঙীপ্ আনন্দভৈরবী। আনন্দভৈরবের পত্নী। রুদ্রযামলে আনন্দভৈরবী প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আনন্দভৈরব তাহার উত্তর দিয়াছেন। শঙ্করাভরণ ও ভৈরব মিলিত রাগ বিশেষ।

আনন্দময় (পুং) আনন্দঃ প্রচুরোঽস্য আনন্দ-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। প্রচুরানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। (ত্রি) আনন্দসমূহ সম্পন্ন, সুষুপ্ত্যবস্থাযুক্ত। আনন্দময় কোষাভিমানী জীব। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনন্দময়ী। তারামূর্ত্তিবিশেষ।

আনন্দময়কোষ (পুং) আনন্দময়স্য পরমাত্মনঃ কোষ ইবাবরকঃ। বেদান্তের মতে, পঞ্চকোষের মধ্যে পঞ্চম কোষ। অবিদ্যা স্বরূপ কারণশরীর। সুষুপ্তি। সত্ত্বপ্রধানজ্ঞান।

আনন্দলহরী। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ছোট ঢোলকের মত কাঠের খোল, তাহার এক মুখ সরু এবং অন্য মুখ প্রশস্ত ও চর্ম্মদ্বারা ছাওয়া। আর একটী ছোট ভাঁড়ের মুখও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এক গাছি স্থূল তাঁইত ঐ উভয় যন্ত্রের চর্ম্মের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া লাগান থাকে। কাঠের খোলটী বাম কক্ষে ঝুলাইয়া এবং বাম হস্তে ভাণ্ডটী ধরিয়া একটী কাটী দ্বারা তাঁইতটী বাজাইতে হয়। ইহা অনেকটা গোপীযন্ত্রের মত।

আনন্দবন (পুং) ইনি একজন প্রসিদ্ধ পরমহংস পরিব্রাজক। তিনি রামতাপনী উপনিষদের টীকা করেন, ঐ টীকার নাম শ্রীরামকাশিকা।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। কর্ণপুর কবি বিরচিত চম্পূকাব্য বিশেষ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৪৫০০। ইহাতে অনেক গদ্যও আছে। ইহা বারটী স্তবকে বিভক্ত। ইহার টীকার নাম সুখসবর্দ্ধনী।

আনন্দব্রত। ইহাতে চৈত্রাদি চারি মাসে অযাচিত ব্রত করিতে হয় এবং ব্রতান্তে বস্ত্রযুক্ত তিল কিম্বা হিরণ্য দান করা আবশ্যক।

আনন্দসম্ভব (পুং) আনন্দস্য ব্রহ্মানন্দস্য সম্ভবঃ প্রকাশঃ। ৬-তৎ। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ। (ত্রি) আনন্দঃ সম্ভবো যস্য। ভূতাদি। প্রাণী। যাহাতে আনন্দের উৎপত্তি হয়।

আনন্দা (স্ত্রী) আনন্দয়তি আ-নদি-ণিচ্-অচ্ ণিচ্‌লোপঃ। বিজয়া। সিদ্ধি। ভাঙ।

আনন্দার্ণব (পুং) আনন্দঃ অর্ণব ইব অসীমত্বাৎ। ব্রহ্মানন্দ। পরমেশ্বর। জ্যোতিষ প্রসিদ্ধ যোগ বিশেষ।

আনন্দি (পুং) আ-নন্দ-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। হর্ষ। কৌতুক। মহান্ত নৃসিংহের শিষ্য বিশেষ। তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন।

আনন্দিত (ত্রি) আ-নদি-ক্ত। হর্ষযুক্ত। হৃষ্ট। সুখী। (ত্রি) আ-নদি-ণিচ্-ক্ত। অভিনন্দিত। যাহার আনন্দ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আনন্দিন্ (ত্রি) আ-নদি-ণিনি। আনন্দযুক্ত। (ত্রি) আ-নদি-ণিচ্-ণিনি। আনন্দজনক।

আনন্দী (স্ত্রী) আনন্দয়তি আ-নদি-ণিচ্-অচ্ গৌরাদি•

ঙীষ্। আনক পাতা। বৃক্ষ বিশেষ।

আনমন (ক্লী) আনম্যতে আয়ত্তীক্রিয়তে হনেন করণে ল্যুট্। সন্তোষের নিমিত্ত পশ্চাদ্গমনাদি রূপ নম্রতা। ভাবে ল্যুট্। সম্যক্ নতি। নত হওয়া। আ-নম-ণিচ্-ল্যুট্। নম্রতাসম্পাদক ব্যাপার।

আনমিত (ত্রি) আ-নম-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্লোপঃ। আবর্জ্জিত। আনতীকৃত। আকুলীকৃত।

আনম্য (ত্রি) আ-নম্-ণিচ্-যৎ। নম্র করিবার যোগ্য। (অব্য) আ-নম-ল্যপ্। পক্ষে মকার লোপ এবং তকারের আগম হইলে—আনত্য—এই প্রকার রূপ হইবে। নত হইয়া বা নমস্কার করিয়া।

আনয় (পুং) আ-নী-ভাবে অচ্। এক দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাওয়া। আনীয়তে বেদাধ্যয়নায়াত্র আধারে হচ্। উপনয়ন সংস্কার। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লওয়া।

আনর্ত্ত (পুং) আনৃত্যতি হত্র আধারে ঘঞ্। নৃত্যশালা। নাচ ঘর। যুদ্ধ। সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ। হরিবংশের ১০ অধ্যায়ে তাঁহার বিশেষ বিবরণ আছে। তৎকৃত দেশ বিশেষ। তদ্দেশবাসী জন সকল। তদ্দেশীয় রাজা সকল। চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লেখা আছে—বর্ষকেতুর পুত্র বিভুরাজ, বিভুর পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। (ক্লী) কর্ত্তরি অচ্। জল। জলের তরঙ্গ গুলি দেখিতে নৃত্যর ন্যায়, তজ্জন্য জলের নাম আনর্ত্ত। (ত্রি) যে নৃত্য করে। (পুং) ভাবে ঘঞ্। নর্ত্তন। নাচা।

আনর্ত্তক (ত্রি) আনৃত্যতি আ-নৃত-ণ্বুল্। নর্ত্তক। নৃত্যকারী। আনর্ত্তদেশে ভবং (ধূমাদিভ্যশ্চ। ৪। ২। ১২৭) ইতি বুঞ্। আনর্ত্ত দেশ জাত।

আনর্ত্তপুর (ক্লী) আনর্ত্তদেশস্য প্রধানং পুরম্। দ্বারবতীপুরী।

আনর্ত্তীয় (ত্রি) আনর্ত্তদেশে ভবঃ বৃদ্ধত্বাচ্ছ। আনর্ত্তদেশ জাত।

আনর্থক্য (ক্লী) অনর্থকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিষ্প্রয়োজনত্ব। প্রয়োজনের অভাব।

আনব (ত্রি) অনিতি অন-উণ্ আনুঃ প্রাণী তস্যেদম্ অণ্। প্রাণী সম্বন্ধীয় বলাদি।

আনব্য (ক্লী) আনোর্নরস্যেদং যৎ। নরসম্বন্ধীয় তন্ত্রোক্ত দুইটী মল।

আনস (ত্রি) অনসঃ শকটস্য পিতুর্বা ইদম্ অণ্। শকট সম্বন্ধীয়। গাড়ির কোন বস্তু। পিতৃসম্বন্ধীয়।

আনা (গ্রাম্য) আনয়ন করা। টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ, চারি পয়সা। এক আনার সাঙ্কেতিক চিহ্ন ৵০ এক পোণ।

আনাগোনা (গ্রাম্য) ইহা গমনাগমন শব্দের অপভ্রংশ। আসা-যাওয়া। যাতায়াত।

আনাজ (হিন্দী) উদ্ভিদ্ শাকসব্জী ফল মূল ইত্যাদি, তরকারী। কেবল নাজ এইরূপ শব্দও চলিত আছে।

আনাড়ী (গ্রাম্য) যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই। সুতরাং মূর্খ, অকর্ম্মণ্য প্রভৃতি অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।

আনাথ্য (ক্লী) অনাথস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বামিশূন্যত্ব। পতিরাহিত্য।

আনামৎ (পারস্য) জমা। গচ্ছিত।

আনাম্য (ত্রি) আ-নম-কর্ম্মণি ণ্যৎ অনিট্কত্বাৎ হ্রস্বাভাবঃ। নমস্কার্য্য।

আনায় (পুং) আনীয়তে মৎস্যাদ্যনেন আ-নী-করণে (জালমানায়ঃ। পা ৩। ৩। ১২৪) ইতি ঘঞ্। মৎস্যাদি ধরিবার নিমিত্ত শণসূত্রাদি নির্ম্মিত জাল। জাল এই অর্থ না বুঝাইলে অচ্ প্রত্যয় দ্বারা 'আনয়' এই প্রকার রূপ হইবে।

আনায়িন্ (ত্রি) আনায়তি আ-নী-ণিন্। যিনি একস্থান হইতে কাহাকেও স্থানান্তরে লইয়া যান। আনায়োজালমস্যাস্তি আনায়-ইনি। জালিক। জেলে।

আনায্য (পুং) আনায্যতে গার্হপত্যাদানীয় সংস্ক্রিয়তেহসৌ আ-নী-ণ্যৎ নি॰ আয়াদেশঃ। বেদপ্রসিদ্ধ দক্ষিণাগ্নি বিশেষ। *। আনায্যোঽনিত্যে। পা ৩। ১। ১২৭। দক্ষিণাগ্নি বিশেষ এবেদম্ স হি গার্হপত্যাদানীয়তে ঽনিত্যশ্চ সততমপ্রজ্বলনাৎ। আনয়ো হন্যো ঘটাদিঃ বৈশ্যকুলাদেরানীতো দক্ষিণাগ্নিশ্চ। (সি॰ কৌ॰। উক্ত সূত্রে)।

আনারস (Ananassa sativa) ইহা কোঙ্গা প্রভৃতি জাতীয় গাছ। পাতা প্রায় কোঙ্গার মত, উহার ধারে ধারে বাঁকা কাটা আছে। ফলে চক্ষুর মত দাগ। ফলের উপরে গাছাতেই চারা বাহির হয়। কাঁচা আনারস সবুজবর্ণ, সুপক্ক হইলে গাঢ় পীতবর্ণ হয়। ফলের ভিতরে ছোট ছোট বীজ আছে। পাকা আনারসের খোলা অনেকটা ছাড়াইলে তবে উহা খাইতে ভাল লাগে। এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই উৎকৃষ্ট আনারস জন্মে। অনুমান ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই

গাছ এ দেশে আনিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের আনারস বড় সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু। ভাল পরিপক্ক ফলের রস গরম দুগ্ধে দিলে ছানা কাটে না। বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে বৃক্ষের তলে আনারস রোপিত হয়। কিন্তু ততটা ছায়া ইহার পক্ষে উপযোগী নহে। প্রথমে মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুঁড়িয়া সরস জমিতে এই গাছ পুতিবে। অধিক ছায়ায় পুতিবে না। বর্ষাকালে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। আনারসের পাতার রস চুণের জলের সঙ্গে সেবন করাইলে অন্ত্রের বড় কৃমি নষ্ট হয়। ইহার পাতার আঁশ সূক্ষ্ম, পরিষ্কার ও ভারসহ। ইহাতে দড়ী ও কাগজ প্রস্তত হইতে পারে।

আনাহ (পুং) আ-নহ-ঘঞ্। দৈর্ঘ্য। বন্ধ। আনহ্যতে অপসরণ-প্রতিরোধেন বধ্যতে বিণ্মূত্রাভ্যনেন আ-নহ-করণে ঘঞ্। কোষ্ঠবদ্ধ রোগ। মলমূত্ররোধক রোগ বিশেষ।

আনাহিক (পুং) আনাহে আনাহরোগপ্রতীকারে বিহিতঃ ঠক্। আনাহ রোগের প্রতীকারের বিধি। যে উপায়ে আনাহ রোগ সারিতে পারে।

আনিচেয় (ত্রি) সমন্তান্নিচীয়তে আ-নি-চি-কর্ম্মণি যৎ। সমন্তাৎ সঞ্চয়নীয়। যাহা সকল দিকে সঞ্চয় করিতে হয়।

আনিরুদ্ধ (পুং স্ত্রী) অনিরুদ্ধস্যাপত্যং বৃষ্ট্যিত্বাৎ অণ্। উষাপতির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনিরুদ্ধী। ন নিরুদ্ধম্। নঞ্-তৎ। রুদ্ধ নহে। তস্যাপত্যম্ ইঞ্ আনিরুদ্ধিঃ। যে রুদ্ধ নহে তাহার অপত্য।

আনির্হৃত (পুং) অনির্হৃতএব স্বার্থে অণ্। দেবহুদয় তুল্য দেবতা বিশেষ।

আনিল (ত্রি) অনিলস্যেদম্ অনিল-অণ্। বায়ু সম্বন্ধীয়। অনিলো দেবতাঽস্য অণ্। বায়ুদেবতাক হবনীয় ঘৃতাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনিলী। স্বাতি নক্ষত্র। স্বাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনিল। তজ্জন্য তাহার নাম আনিলী হইয়াছে।

আনিলি (পুং) অনিলস্যাপত্যম্ অনিল-ইঞ্ আদ্যচো বৃদ্ধিঃ। ভীম। বায়ু, পাণ্ডুরাজের স্ত্রী কুন্তীতে সঙ্গত হওয়ায় ভীমের জন্ম হয়, তজ্জন্য ভীমের নাম আনিলি।

আনীত (ত্রি) আ-নী-কর্ম্মণি ক্ত। যাহা কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে আনা হইয়াছে।

আনীতি (স্ত্রী) আ-নী-ক্তিন্। আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোন বস্তু আনা।

আনীল (পুং) আ ঈষদর্থে নীলঃ। প্রাদি স॰। ঈষৎ নীলবর্ণ। (ত্রি) নীলবর্ণযুক্ত। আ সমন্তাৎ নীলম্। প্রাদি স॰। সুন্দর নীলবর্ণ। (তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্। রঘু। ৩। ৮)। (আ সমন্তান্নীলে মুখে চুচুকে যস্য। মল্লি॰)। (পুং) নীলঘোটক। নীলবর্ণ ঘোড়া। তজ্জাতি (স্ত্রী) ঙীপ্ আনীলী। নীলঘুড়ী।

আনু (ত্রি) অনিতি জীবতি অন-উণ্ ণিত্বাদুপধা বৃদ্ধিঃ। প্রাণী।

আনুকল্পিক (ত্রি) অনুকল্পং বেত্তি তদ্বোধকগ্রন্থমধীতে বা উক্থাদি॰ ঠক্। আনুকল্পাভিজ্ঞ। অনুকল্পবোধক গ্রন্থের অধ্যয়নকারী। অনুকল্পেন প্রাপ্তং ঠক্। অনুকল্প দ্বারা প্রাপ্ত। অনুকল্পায় হিতম্ ঠক্। অনুকল্পের সাধন।

আনুকূলিক (ত্রি) অনুকূলং বর্ত্ততে ঠক্। আনুকূল্য দ্বারা বর্ত্তমান।

আনুকূল্য (ক্লী) অনুকূলস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। অনুকূলতাচরণ। সাহায্য করা। আনুগুণ্য।

আনুগঙ্গ্য (ক্লী) অনুগঙ্গং ভবং পরিমুখা॰ ঞ্য। গঙ্গার পশ্চাদ্ভব। গঙ্গার পশ্চাৎ জাতাদি। (পরিমুখাদিভ্য এবেষ্যতে। সি॰ কৌ॰)। পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদি গণে অনুগঙ্গ শব্দ দেখ।

আনুগতিক (ত্রি) অনু-গম-ভাবে ক্ত তেন নির্বৃত্তম্ অক্ষদ্যূতা॰ ঠক্। অনুগমন দ্বারা নির্বৃত্ত সন্তোষাদি। পশ্চাদ্গমন দ্বারা জাত সন্তোষাদি।

আনুগত্য (ক্লী) অনুগতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। অনুগমনরূপ আচরণ। অনুগতত্ব। পশ্চাদ্গতের ধর্ম্ম।

আনুগাদিক (ত্রি) অনুগদতি অনু-গদ-ণিনি অনুগাদী স এব অনুগাদিন স্বার্থে ঠক্। পশ্চাৎ কথক।

আনুগুণিক (ত্রি) অনুগুণম্ অনুকূলম্ অনুরূপং বা অধীতে বেদ বা অনুগুণ (বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪। ২। ৬৩) ইতি ঠক্। অনুকূলজ্ঞ। স্বরূপজ্ঞ। অনুকূলবোধক গ্রন্থের অধ্যেতা। যিনি সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

আনুগুণ্য (ক্লী) অনুগুণস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। অনুকূলতাচরণ। সাহায্য করা। অনুকূলত্ব। সহায়তা।

আনুগ্রামিক (ত্রি) অনুগ্রামং ভবং ঠঞ্। গ্রামের পশ্চাৎ জাতাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনুগ্রামিকী।

আনুচারক (ক্লী) অনুচরতি পশ্চাদ্গচ্ছতি অনু-চর-ণ্বুল্। অনুচারকো ভৃত্যঃ তস্য ধর্ম্ম্যং (অণ্ মহিষ্যাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪৮) ইতি অণ্। অনুচরের ধর্ম্মযুক্ত আচরণ। ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আনুতি (পুং স্ত্রী) আনুতস্যাপত্যম্ ইঞ্। অনুত নামক মুনির পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। *। ইঞঃ প্রাচাম্।

পা ২। ৪। ৬০। গোত্রার্থে যে ইঞ্ প্রত্যয় হয় তদন্ত শব্দের উত্তর যুব প্রত্যয়ের লুক্ হয়। এই সূত্র এখানে খাটিতে পারিত। কিন্তু (ন তৌল্বলিভ্যঃ। পা ২। ৪। ৬১) তৌল্বল্যাদির পরস্থিত যুব প্রত্যয়ের লুক্ হয় না, এই সূত্রানুসারে তাহার লুক্ হইবে না। আনুতিঃ পিতা আনুতায়নঃ পুত্রঃ। (স্ত্রী) আ-নু-ক্তিন্। সম্যক্ স্তব করা।

আনুতিল্য (ত্রি) অনুতিলং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। তিলের পশ্চাৎ জাতাদি। [পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদি গণে অনুতিল শব্দ দেখ]।

আনুদৃষ্টিনেয় (পুং স্ত্রী) অনুদৃষ্টৌ ভবঃ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩। কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। ৪। ১। ১২৬) ইতি ঢক্ ইঙ্ চ। অনুকুল দৃষ্টিজাত।

আনুনাশ্য (ত্রি) অনুনাশং বিনাশস্য পশ্চাদ্ভবং সঙ্কা° ণ্য। নাশের পশ্চাদ্ জাত। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনুনাশী।

আনুনাসিক্য। অনুনাসিকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অনুনাসিকের ধর্ম্ম। নাসিকার সহিত তত্তৎস্থানে উচ্চার্য্যত্ব। (প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ। পরিভাষেন্দুশেখর)।

আনুপথ্য (ত্রি) অনুপথং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। যাহা পথের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯। সূত্রস্থ পরিমুখাদি গণে অনুপথ শব্দ দেখ]।

আনুপদিক (ত্রি) অনুপদং ধাবতি অনুপদ-ঠক্। পশ্চাৎ ধাবমান। পদস্য বেদপাঠবিশেষস্য পশ্চাৎ অনুপদং তদ্বেত্তি তদ্বোধকগ্রন্থমধীতে বা উক্থাদি° ঠক্। পদ গ্রন্থের অধ্যয়ন কর্ত্তা। তদভিজ্ঞ।

আনুপদ্য (ত্রি) অনুপদং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। পদের পশ্চাদ্ জাত। যাহা পদের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদিগণে অনুপদ শব্দ দেখ]।

আনুপূর্ব্বী (স্ত্রী) পূর্ব্বমনুক্রম্য অনুপূর্ব্বং তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। আনুপূর্ব্ব্যং ততো বা ঙীষি যলোপঃ। পরিপাটী। মূলাবধিক্রম। (ক্লী) ঙীষের অভাব পক্ষে আনুপূর্ব্ব্য। ঐ অর্থ।

আনুমানিক (ত্রি) অনুমানাদাগতং ঠক্। অনুমান প্রাপ্ত। যুক্তিসিদ্ধ। ব্যাপ্তি বিশিষ্ট লিঙ্গ জ্ঞান হেতু অবগত। অনুমিত পদার্থ। ধূমদর্শন হেতু বহ্নির অনুমান হয়। অতএব সেই বহ্নি স্বীয় ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম হেতু অবগত হয় বলিয়াই পর্ব্বতাদি স্থিত বহ্নি আনুমানিক। (ক্লী) অনুমান। সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রধান।

আনুমাষ্য (ত্রি) অনুমাষং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। মাষের পশ্চাৎ জাত। যাহা মাষকলাইয়ের পরে হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদিগণে অনুমাষ শব্দ দেখ]।

আনুযব্য (ত্রি) অনুযবং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। যবের পশ্চাৎ জাত। যাহা যবের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদিগণে অনুযব শব্দ দেখ]।

আনুযূপ্য (ত্রি) অনুযূপং ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। যূপের পশ্চাৎ জাত। যাহা যূপের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমু°াদিগণে অনুযূপ শব্দ দেখ]।

আনুরক্তি (স্ত্রী) আ-নু-রঞ্জ-ক্তিন্। অনুরাগ। আনুগত্য।

আনুরাহতি (পুং স্ত্রী) অনুরহতোঽপত্যম্। বাহ্বাদি° ইঞ্। অনুশতিকগণ মধ্যে পঠিত হেতু উভয় পদবৃদ্ধি। মুনিবিশেষ অনুরহতের অপত্য কিম্বা তাঁহার জীবদ্দশায় পৌত্রকে বুঝাইলে ফক্ হইবে এবং তৌল্বলিগণ মধ্যে পঠিত হেতু ফক্ প্রত্যয়ে লুক্ হইবে না। আনুরাহতায়ন। অনুরহতের পুত্র কিম্বা পৌত্র। আনুরাহতি এরূপ পাঠান্তরও আছে। [পা ৪। ১। ৯৬ সূত্রস্থ বাহ্বাদিগণে এবং পা ২। ৪। ৬১ সূত্রস্থ তৌল্বল্যাদিগণে অনুরহত, এবং পা ৭। ৩। ২০ সূত্রস্থ অনুশতিকাদিগণে অনুরহৎ শব্দ দেখ]।

আনুরূপ্য (ক্লী) অনুরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সাদৃশ্য। ঔচিত্য।

আনুরোহতি (পুং স্ত্রী) অনুরোহতোঽপত্যং বাহ্বাদি° ইঞ্। অনুরোহৎ নামক মুনির পুত্র পৌত্রাদি। তাঁহার জীবদ্দশায় পৌত্রাদি বুঝাইলে ফক্ প্রত্যয় হইবে এবং তৌল্বল্যাদি গণ হেতু তাহার লুক্ হইবে না। আনুরোহতায়ন। অনুরোহতের পৌত্রাদি। [পা ৪। ১। ৪৫ সূত্রস্থ বাহ্বাদির আকৃতিগণে, এবং পা ২। ৪। ৬১ সূত্রস্থ তৌল্বল্যাদিগণে অনুরোহৎ শব্দ দেখ]।

আনুলেপিক (ত্রি) অনুলেপিকায়াঃ স্ত্রীয়া ধর্ম্ম্যং (অণ্ মহিষ্যাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪। ৪৮) ইতি অণ্। অনুলেপিকার ধর্ম্মজনক কর্ম্ম।

আনুলোমিক (ত্রি) অনুলোমং বর্ত্ততে অনুলোম-ঠক্। যথাক্রমে কার্য্যকারী। ক্রমানুযায়ী।

আনুলোম্য (ক্লী) অনুলোমস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫। ১। ১২৪) ইতি ষ্যঞ্। অনুক্রম। অনুকূলতা।

আনুবংশ্য (ত্রি) অনুবংশ ভবং পরিমুখাদি° ঞ্য। যাহা বাঁশ গাছের পশ্চাতে হয়।

আনুবিধিৎসা (স্ত্রী) অনু-বি-ধা-সন্-অ, টাপ্। নঞ্-তৎ। প্রত্যুপকার করিবার অনিচ্ছা।

আনুবেশ্য (ত্রি) অনুবেশং বসতি (অব্যয়ীভাবাচ্চ। ৪। ৩। ৫৯) ইতি ঞ্য। নিজ গৃহের পার্শ্বস্থিত গৃহের পাশে

বাস করে।

আনুশাতিক (ত্রি) অনুশতিকস্যেদম্ অনুশতিক-অণ্। দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। অনুশতিক সম্বন্ধীয়। [অনুশতিক শব্দ দেখ]।

আনুশাসনিক (ত্রি) অনুশাসনায় হিতম্ অনুশাসন-ঠক্। শাসনের পক্ষে হিতকর নীতি বাক্য প্রভৃতি। মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ। এই পর্ব্বে মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনেক উপদেশ আছে।

আনুশ্রবিক (ত্রি) গুরুপাঠাদনুশ্রূয়তে অনুশ্রবো বেদস্তত্র বিহিতং ঠক্। বেদবিহিত ক্রিয়া কলাপ।

আনুষঙ্গিক (ত্রি) অনুষঙ্গাদাগতং ঠক্। সঙ্গ ঘটিত। অপ্রধান। মুখ্য উদ্দেশের সঙ্গে যাহা ঘটে। [অনুষঙ্গ শব্দ দেখ]।

আনুষজ্ (অব্য) আ-অনু-সঞ্জ-ক্বিপ্। আনুপূর্ব্বী। পারিপাটী।

আনুষণ্ড (ত্রি) অনুষণ্ডে দেশে ভবং কচ্ছাদিং অণ্। অনুষণ্ড দেশ জাত।

আনুষ্টুভ্ (ত্রি) অনুষ্টুপ্ ছন্দোঽস্য উৎসাদিং অঞ্। অনুষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত মন্ত্রাদি। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনুষ্টুভী। অনুষ্টুপ্ছন্দোযুক্ত ঋক্। অনুষ্টুভ ইদম্ অঞ্। অনুষ্টুপ্ সম্বন্ধীয়। অনুষ্টুপ্ সরস্বতী উদ্দেশে হবনীয় ঘৃতাদি। (ক্লী) স্বার্থে অণ্। ছান্দসো ঙীবভাবঃ। অনুষ্টুপ্ছন্দঃ। স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত শব্দে কোন স্থলে প্রকৃতির লিঙ্গান্তর হইয়া থাকে।

আনুসায্য (ত্রি) অনুসায়ং ভবং পরিমুখাদিং ঞ্য। সন্ধ্যার পশ্চাৎ জাত।

আনুসীত্য (ত্রি) অনুসীতং ভবং পরিমুখাদিং ঞ্য। লাঙ্গলের পশ্চাৎ জাত।

আনুসীর্য্য (ত্রি) অনুসীরং ভবং পরিমুখাদিং ঞ্য। লাঙ্গলের পশ্চাদ্জাত।

আনুসূয় (ত্রি) অনুসূয়য়া অত্রিপত্ন্যা দত্তম্ অণ্। অনুসূয়ার দত্ত।

আনুসৃতিনেয় (ত্রি) অনুসৃতৌ ভবং শুভ্রাদিং ঢক্ কল্যাণ্যাদিং ইনঙ্ চ। অনুসরণজাত। পশ্চাদ্গমন জাত।

আনুসৃষ্টিনেয় (ত্রি) অনুসৃষ্টৌ ভবং শুভ্রাদিং ঢক্ কল্যাণাদিং ইনঙ্ চ। সৃষ্টির পশ্চাদ্জাত। দানের পশ্চাদ্জাত।

আনুহারতি (ত্রি) অনুহরতি ভবং বাহ্বাদিং ইঞ্। অনুশতিকাদিত্বাদ্দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। যিনি পশ্চাদ্ হরণ করেন তাঁহা হইতে জাত।

আনূপ (ত্রি) অনূপদেশে ভবম্ অনূপ-(কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩) ইতি অণ্। অনূপদেশ জাত জন্তু, মহিষ গণ্ডার শূকর প্রভৃতি। জল বহুল। জল প্রায়। (স্ত্রী) ঙীপ্ আনূপী।

আনূপক (ত্রি) আনূপো জলপ্রায় দেশস্থো মনুষ্যস্তস্মিন্ তৎস্থিতে হসিতে চ বাচ্যে (মনুষ্য তৎস্থয়োর্ব্বুঞ্। পা ৪। ২।১৩৪) ইতি বুঞ্। জল প্রায় দেশস্থ মনুষ্য। জল প্রায় দেশস্থ মনুষ্যজাত জল্পনা।

আনৃত (ত্রি) অনৃতং শীলমস্য অনৃত-(ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ইতি ণ। যে সর্ব্বদা মিথ্যার অনুশীলন করে। স্ত্রিয়াং (ণে ঽপি ক্বচিদণ্ কার্য্যং ভবতি। পা ৪।১।১৫ সূত্রে) ইতি ঙীপ্ আনৃতী।

আনৃণ্য (ক্লী) অনৃণস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। ঋণশূন্যতা। ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া।

আনৃশংসি (পুং স্ত্রী) অনৃশংসস্যাপত্যম্ দয়ালুর ইঞ্। অপত্য। (ত্রি) আনৃশংসৌ ভবম্ আনৃশংসি (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। আনৃশংসীয়ঃ। দয়ালুর অপত্য হইতে জাত।

আনৃশংস্য (ক্লী) অনৃশংসস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। অনিষ্ঠুরতা। অনুকম্পা। স্বার্থে ষ্যঞ্। কারুণ্যযুক্ত।

আনেতৃ (ত্রি) আ-নী তৃচ্। আনয়নকর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আনেত্রী। আনয়নশীলা।

আনেয় (ত্রি) আনীয়তে আ-নী-কর্ম্মণি যৎ। একদেশ হইতে দেশান্তরে আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া। দক্ষিণাগ্নি। (আনেয়োঽন্যঃ ঘটাদিঃ বৈশ্যকুলাদেরানীতো দক্ষিণাগ্নিশ্চ। সিং কৌং পা ৩।১। ১২৩ সূত্রে)।

আনৈপুণ। অনৈপুণ (ক্লী) অনিপুণস্য ভাবঃ অণ্ উত্তর পদবৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বপদস্য বিকল্পে বৃদ্ধিঃ। অপটুতা। অনিপুণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ আনৈপুণ্য, অনৈপুণ্য। পটুতার অভাব।

আনৈশ্বর্য্য। অনৈশ্বর্য্য (ক্লী) অনীশ্বরস্য ভাবঃ অনীশ্বর ষ্যঞ্। উত্তর পদবৃদ্ধিঃ, পূর্ব্বপদস্য বা বৃদ্ধিঃ। ঐশ্বর্য্যের অভাব ঐশ্বর্য্যের বিরোধী সাংখ্যাদি মতসিদ্ধ বুদ্ধির ধর্ম্ম বিশেষ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য এই আট প্রকার বুদ্ধির ধর্ম্ম। তাহারা ভাব রূপ। তন্মধ্যে জ্ঞান ভিন্ন আর সাতটাই বন্ধ হেতু।

আন্ত (ত্রি) অম্-ক্ত বা ইড়ভাবঃ উপধা দীর্ঘঃ। পীড়িত। ইট্ পক্ষে অমিত। পিড়ীত।*। রুষ্যমত্বরসংঘুষাস্বনাম্।

পা ৭। ২। ২৮। রুষ, অম, ত্বর, সংঘুষ, আস্বনএই সকল ধাতুর পরস্থিত নিষ্ঠাস্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। (আন্তঃ অমিতঃ। সি° কৌ°)। *। অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ কৃঙিতি। পা ৬। ৪। ১৫। ক্বিপ্, বা ক ইৎ, ঙ ইৎ, ঝলাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অনুনাসিকান্ত ধাতুর উপধা দীর্ঘ হয়।

আন্তর (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভবম্ অণ্। অত্যন্তর। অভ্যন্তরে জাত। মধ্যে জাত।

আন্তরতম্য (ক্লী) অন্তরতমস্য অত্যন্তসদৃশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সৌসাদৃশ্য।

আন্তরপ্রপঞ্চ (পুং) আন্তরশ্চাসৌ প্রপঞ্চঃ বিস্তারশ্চেতি। কর্ম্মধা। অভ্যন্তরজাত আধ্যাত্মিক দ্বৈতবিস্তার।

আন্তরাগারিক (ত্রি) অন্তরাগারস্য ধর্ম্ম্যং ঠক্। অন্তঃপুর রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আন্তরাল (ত্রি) অন্তরালং মধ্যস্থিতিং বেত্তি অণ্। শরীরের মধ্যে আত্মার স্থিতিজ্ঞ। যাঁহারা শরীরের মধ্যে আত্মার স্থিতি জানেন। যাঁহারা জীবের অণুত্ববাদী। পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধব।

আন্তরিক (ত্রি) অন্তরে ভবং ঠক্। অন্তর্গত। মানসিক।

আন্তরিক্ষ। আন্তরীক্ষ (ত্রি) অন্তরিক্ষে ভবম্ অণ্। আকাশজাত উৎপাতাদি। আকাশজাত জল।

আন্তরীপক (ত্রি) অন্তরীপে ভবং (ধূমাদিভ্যশ্চ। ৪। ২। ১২৩) ইতি বুঞ্। অন্তরীপজাত। যাহা অন্তরীপে জন্মায়।

আন্তর্গণিক (ত্রি) অন্তর্গণং ভবং ঠক্। গণমধ্যে জাত।

আন্তর্গেহিক (ত্রি) অন্তর্গেহং ভবং ঠক্। গৃহমধ্যে জাত। আন্তর্বেশিক প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আন্তর্য্য (ক্লী) অন্তরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অন্তবর্ত্তিত্ব।

আন্তিকা (স্ত্রী) অন্তিকেব অণ্ অজাদি° টাপ্। জেষ্ঠা ভগিনী। অন্তিকা। (দ্বিরূপকোষ)।

আন্ত্র (ক্লী) অমত্যনেন অম-গতৌ (অমি চি মিদি শসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪। ১৬৩) ইতি ক্ত্র। (অনুনাসিকস্য ক্বিব্ ঝলো কৃঙিতি। পা ৬। ৪। ১৫) ইতি উপধাদীর্ঘঃ। বায়ু বাহক নাড়ী বিশেষ। (ত্রি) অন্ত্রস্যেদম্ অণ্। অন্ত্র সম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) ঙীপ্ আন্ত্রী।

আন্দাজ (পারস্য) অনুমান।

আন্দাজী (পারস্য) আনুমানিক।

আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ। ইহা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ১০° এবং ৪০° উত্তর অক্ষাংশের এবং ৯৩° পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ বৃহদাকার এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। বৃহৎ কোকো ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১ ক্রোশ প্রশস্ত। প্রেপারিস দ্বীপ সকলের উত্তরে আছে। ক্ষুদ্র কোকো প্রায় ১ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১ পোয়া প্রশস্ত। এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম ধারে বড় বড় প্রবালস্তর আছে। উত্তর আন্দামানদ্বীপ প্রায় ২২ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৭ ক্রোশ প্রশস্ত। মধ্য আন্দামান প্রায় ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৮ ক্রোশ প্রশস্ত। দক্ষিণ আন্দামানদ্বীপ প্রায় ২২ ক্রোশ দীর্ঘ এবং সাড়ে চারি ক্রোশ হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত। ১৭৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট আর্কিবাল্ড ব্লেয়ার এই সকল দ্বীপের জরিপ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার আদিম নিবাসীরা অতিশয় অসভ্য। দেখিতে মানুষের মত, তাই পশু বলা যায় না; নতুবা তাহাদের আচার ব্যবহার ঠিক পশুর সঙ্গে সমান। শরীর কাফ্রিদের মত



পুরুষ।

কৃষ্ণবর্ণ; চুল পশমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল, গুচ্ছ গুচ্ছ হইয়া মাথার উপরে ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে। আজি কালি আন্দামানে ইংরাজদের গতিবিধি হইয়াছে, অতএব বোতলের অভাব নাই। অসভ্য আন্দামান-

বাসীরা সেই সকল বোতলের কুচি কুড়াইয়া আনে। ইহাই তাহাদের ক্ষুর। ঐ বোতল কুচি দিয়া তাহারা মাথার চুল কামায়। পুরুষের প্রায় দাড়ী গোঁপ হয় না। স্ত্রীলোকদের মাথাতেও বড় বড় চুল নাই। ইহারা খর্ব্বাকার,—অধিক বড় হইলেও পাঁচ ফিটের চেয়ে কাহাকেও দীর্ঘ দেখা যায় না। উদর স্থূল। দাঁত গুলি গোল, ছোট ছোট এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; যেন পাঁতি পাঁতি করিয়া মসৃণ মুক্তার দানা সাজান রহিয়াছে। আন্দামানীদের কাপড় নাই। কাজেই কাপড়ের সঙ্গে যে লজ্জা থাকে, আন্দামানীদের সে লজ্জাও নাই,—মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, সকলের কাছেই তাহারা বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া থাকে। তবে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কখন



স্ত্রী।

কখন গাছের পাতা পরে। পাতা পরে, কিন্তু তাহা অঙ্গাচ্ছাদনের জন্য নয়,—সে কেবল শরীরের বেশভূষা। মন হইল, পাতার ঝালর করিয়া কোমরে পরিল; মন হইল না, কিছুই পরিল না। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া আঁজি কাটা, দেখিতে অনেকটা হাতীর গায়ের মত। ইহাদের নাক চেপ্টা ও ঠোঁট স্থূল।

আন্দামানবাসীদের কুটীর অতি সামান্য। চারি পাঁচটী কাঠী মাটীতে পুতিয়া তাহার উপরিভাগ একত্র করিয়া বাঁধে। চালের উপরে গাছের পাতা দিয়া ছাওয়া। কুটীরে প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র একটী দ্বার থাকে। ঐ দ্বার দিয়া তাহারা গুড়ি মারিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কুটীরের মেজেতে শয্যা নাই, গাছের পাতা বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করে। কুটীরের চালে শূকরের মাথা এবং দাঁত ঝুলানো থাকে, ইহাই তাহাদের গৃহসজ্জা।

সমুদ্রে শিকার করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত ইহাদের ডোঙ্গা ও বাঁশের ভেলা আছে। কাঠ খুদিয়া ডোঙ্গা নির্ম্মাণ করিবার জন্য কোন প্রকার লৌহ অস্ত্র নাই। গাছের গুঁড়ির এক দিক পোড়াইয়া তাহার পর পাথর দিয়া অঙ্গার চাঁচিয়া ফেলে, তাহাতেই ক্রমে ডোঙ্গার খোল প্রস্তুত হয়। ইহাদের ধনুক অতিশয় লম্বা। তীরের ফলায় মাছের কাঁটা কিম্বা শূকরের দাঁত লাগান থাকে। কাহার বা তীরে কাঠের ফলা; ফলার মুখ একটু পোড়াইয়া তীক্ষ্ণ করা। কাঠের বল্লম, দা, কুঠার এবং ঢালও অনেকের হাতে পাওয়া যায়। এই সকল সামান্য অস্ত্র লইয়া তাহারা শূকর প্রভৃতি বন্যপশু এবং মৎস্য শিকার করে।

শিকার করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহারা মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখে। ধূলা মাখিলে মশা, মাছী, ডাঁশ প্রভৃতি দংশন করিতে পারে না। তাহার পর পৃষ্ঠের উপরে ঝুড়ী ঝুলাইয়া তাহারা শিকায় করিতে বাহির হয়। খাদ্যদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরাই অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। সমুদ্রে ভাটা পড়িলে তাহারা জলের ধারে ঝিনুক শামুক প্রভৃতি কুড়াইয়া আনে। পুরুষেরা বন্য পশু মারিবার জন্য বনে বনে ঘুড়িয়া বেড়ায়। তদ্ভিন্ন সমুদ্রের বড় বড় মাছ বিঁধিবার নিমিত্তও ইহারা তীর ধনুক লইয়া জলের ধারে ধারে বেড়াইতে থাকে। ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানের উপমা কেবল অর্জ্জুনের লক্ষ্য বেঁধার কথা মনে পড়িলে একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়,—নতুবা তাহার ঠিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে জগতে আর দ্বিতীয় স্থল নাই। ইহারা রাত্রিকালে আলো জ্বালিয়া দূর হইতে তীর দিয়া মাছ বিঁধিতে পারে। সমুদ্রের জলে সাঁতার দিতে দিতে দূরতরবর্ত্তী শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে।

পূর্ব্বে আন্দামানবাসীরা বিদেশীয় লোককে সহজে আপনাদের দ্বীপে আসিতে দিত না,—তাহারা আগন্তুক শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিত। ইউরোপীয়দের জাহাজ প্রথমে আন্দামানের কূলে আসিয়া লাগিলে এখানকার অসভ্য লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ কেহ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম অনেক নাবিককেও জাহাজের ভদ্রলোককে ইহারা বিনষ্ট করিয়াছিল। শত্রুকে নষ্ট করিবার সময়ে ইহারা বিলক্ষণ শঠতা প্রকাশ করিত। সমুদ্রের ধারে জাহাজ লাগিলে বলবান্ পুরুষেরা তীর ধনুক লইয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। তাহার পর কোন কৃশ বৃদ্ধ ব্যক্তি গিয়া নাবিকদিগকে ভুলাইয়া আনিবার চেষ্টা করিত। দৈবাৎ কেহ নিরস্ত্র হইয়া উপরে উঠিলে সকলে মিলিয়া তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে থাকিত। ইহারা অত্যন্ত কৃতঘ্ন। কোন কোন সময়ে ইউরোপীয়েরা কাচের খেলানা দেখাইয়া তাহাদিগকে ভুলাইবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। আন্দামানীরা বিনীতভাবে তাঁহাদের হাত হইতে খেলানা গুলি লইয়া আবার তীর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। কিন্তু এখন পূর্ব্বের সে ভাব নাই, ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ইহাদের অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।

আন্দামানীরা স্ত্রীপুরুষে একত্র মিলিয়া নৃত্য গীত করে। গান কিছুই নয়,—কেবল এক এক বার সিস্ দিবার মত চীৎকার করে। নাচিবার সময়ে ইহারা অনেকে মিলিত হইয়া উরুর উপরে দুই হাত দিয়া আঘাত করে। একাকী নৃত্য করিতে হইলে পা যোড় করিয়া জঙ্ঘার উপরে আঘাত করিতে করিতে সম্মুখ দিকে লাফাইয়া আসে। ইহাদের নমস্কার বা অভিবাদন করিবার নিয়ম অতি চমৎকার। কাহাকে অভিবাদন করিতে হইলে পা তুলিয়া সম্মান দেখানো হয়। পা দেখাইয়া পরে তাহারা উরুর উপর চাপড়াইতে থাকে। যৌবন কাল উপস্থিত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। সচরাচর বরের বয়ঃক্রম ১৮ আঠার কিম্বা ২২ বাইশ বৎসর এবং কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ ষোল কিম্বা ২০ বিশ বৎসর হইলে বিবাহ হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহই অসতী নাই। পরকাল কি, তাহা ইহারা জানে না। ঈশ্বর কি, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ আছেন কি না,—একথা তাহারা কখন ভাবে নাই, এখনও ভাবিয়া দেখে না। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। ইহাদের ভাষায় সমস্ত পদই অধিক। মূল ধাতু বা শব্দ গুলি এক অল্ বিশিষ্ট, প্রত্যেক শব্দের শেষে একটী করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়া পদের শেষে প্রায় 'দা' এই বিভক্তি থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝাইলে তখন পদের অন্তে 'রে' এই বিভক্তি করা যায়।

ইহারা দুইয়ের চেয়ে আর অধিক সংখ্যা গণিতে পারে না। দুইয়ের চেয়ে অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে—'অনেক,' কিম্বা 'অসংখ্য'—এই রূপ কোন শব্দ তাহারা ব্যবহার করে। ৯ নয় সংখ্যা গণিতে হইলে তাহারা এক একটা অঙ্গুলের অগ্রভাগ নাকে ঠেকাইতে থাকে। প্রথমে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাকে ঠেকাইয়া বলে—'এক'। তাহার পরে অনামিকা নাসিকায় দিয়া বলে —'দুই'। দুই সংখ্যা গণনা করা হইলে অন্য অন্য আঙ্গুলগুলি এক একটী করিয়া নাকে ঠেকাইয়া কহিতে থাকে—'এই আর একটী, এই আর দুইটা'। এই রূপে সমস্ত গুলি গণনা করা হইলে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুড়িয়া দুই হাতের বাকি আঙ্গুলে ৯ নয় সংখ্যা বুঝাইয়া দেয়। ১ এক গণিতে হইলে দক্ষিণ কিম্বা বাম হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলি তুলিয়া বলে—'উবতুল'।

এখন এই জাতির সংখ্যা ২০০০ দুই হাজারের অধিক হইবে না। ইউরোপীয়েরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লইলে অসভ্য লোকদের খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে; সে কারণ তাহাদের আর বংশবৃদ্ধি নাই। এ দিকে অনেকেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আন্দামানীদের পরমায়ুর গড় পরিমাণ ২২ বাইস বৎসরের অধিক নহে। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ভাগ্যে উত্তম আহার সামগ্রী জুটে না, তাহারা স্বাস্থ্যকর স্থানে উত্তম গৃহেও বাস করিতে পায় না, সে জন্য তাহারা দীর্ঘজীবী নহে।

আন্দামানের মাটী অত্যন্ত সরস এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে জন্য এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। সভ্য লোকের কথা কি?—অসভ্য আন্দামানবাসী এবং বনের পশুপক্ষীও মেলেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। বঙ্গদেশে মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইংরাজি ঔষধ আমাদের শরীরের উপযোগী নহে। ইংরাজি ঔষধ সেবন করিয়াই আমাদের শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাই মেলেরিয়া জ্বরে আমরা কষ্ট পাই। বস্তুতঃ ইহা আমাদের বুঝিবার ভুল। ইংরাজি ঔষধ সেবন আমাদের জ্বরের কারণ হইলে অসভ্য আন্দামানীরা মেলেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইত না।

ইংরাজেরা কয়েকবার ওখানে সামান্য একটী আড্ডা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু

মেলেরিয়ার উপদ্রবে কেহই এখানে সুস্থ থাকিতে পারেন নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেক বিদ্রোহীকে এইখানে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। শেষে নির্ব্বাসিত অপরাধীদের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজার হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে যে সকল অপরাধীকে দ্বীপান্তরিত করা হয়, তাহারা আন্দামানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৭২ সালে শের-আলী নামে জনৈক পঞ্জাবী এই খানে ভারতের তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেওকে ছুরীর দ্বারা আঘাত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।

আন্দোল। দোলনে মুহুশ্চালনে অদন্ত চুরাদি৹ পর৹ সক৹ সেট্। লট্-আন্দোলয়তি। লুঙ্-আন্দুদোলৎ। লিট্-আন্দোলয়াম্বভূব-মাস-চকার। ক্ত-আন্দোলিত।

আন্দোলক (পুং) আন্দোলয়তি আন্দোল-ণ্বুল্। দোলন কর্ত্তা। যিনি কোন বিষয়ের চালনা করেন।

আন্দোলন (ক্লী) আন্দোল-ভাবে ল্যুট্। পুনঃ পুনঃ দোলন। বারম্বার-সঞ্চালন। অনুসন্ধান। বিবেচনা।

আন্ধসিক (ত্রি) অন্ধো ভক্তং শিল্পমস্য ঠক্। পাচক।

আন্ধীগব (ক্লী) অন্ধীগুনা তন্নামকমুনিনা দৃষ্টং সাম অণ্। তৃতীয় সবনে গেয় আর্ভবপবমান সূক্তগত সূক্ত বিশেষ।

আন্ধ্য (ক্লী) অন্ধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দৃষ্টিশক্তিরাহিত্য।

আন্ধ্র (পুং) আ-অন্ধ রন্। দেশ বিশেষ। তদ্দেশবাসী। সেই দেশের রাজা।

আন্ন (ত্রি) অন্নং লব্ধা-ণ। অন্নলাভকর্ত্তা। । *। অন্নাণ্ণঃ। পা ৪।৪।৮৫। তাহা লাভ করিয়া এই রূপ দ্বিতীয়া সমর্থে অন্ন শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় হয়।

আন্মনা (ইহা উন্মনা শব্দের অপভ্রংশ)। অন্যমনস্ক।

আন্যতরেয় (পুং স্ত্রী) অন্যতরস্যাপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। অন্যতরের পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আন্যতরেয়ী।

আন্যভাব্য (ক্লী) অন্যো ভাবো যস্য অন্যভাবঃ তস্য ভাবঃ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫। ১। ১২৪) ইতি ষ্যঞ্। অন্যরূপত্ব।

আন্বয়িক (ত্রি) অন্বয়ে প্রশস্তকুলে ভবং ঠঞ্। প্রশস্তকুলজাত। (স্ত্রী) ঙীপ্ আন্বয়িকী। প্রশস্ত কুলজাতা স্ত্রী।

আন্বষ্টক্য (ক্লী) অন্বষ্টকৈব অন্বষ্টকা স্বার্থে ষ্যঞ্। অন্বষ্টকা শব্দার্থ। (অপরেদ্যুরান্বষ্টক্যঃ। আশ্বলায়নগৃ৹)।

আন্বাহিক (ত্রি) অহনি অহনি অন্বহং তত্র ভবং ঠঞ্। অনুশতিকাদিত্বাৎ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। প্রতিদিন সাধ্য পাকাদি।

আন্বীক্ষিকী (স্ত্রী) শ্রবণাদনু ঈক্ষা পর্য্যালোচনা সা প্রয়োজনমস্যাঃ ঠঞ্। তর্কবিদ্যা। (আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থ শাস্ত্রয়োঃ। অমর)। গৌতম প্রণীত আত্মবিদ্যা। অক্ষপাদ তাহা পাঁচ অধ্যায়ে রচনা করিয়াছেন। তাহার আদিম সূত্রের অর্থ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ। এই সকল স্থানের তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অন্বীক্ষা শীলমস্যাঃ তস্যৈ হিতং বা ঠক্। দুর্গা।

অন্বীপ (ক্লী) অনুগতা অপো যস্মিন্ অনু-অপ (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩। ৯৭) ইতি ঈং। অনুকূল। দেশ বুঝাইলে অনু এই উপসর্গের পর অপ শব্দ স্থানে ঈৎ হইত না। সে স্থলে ঊকার আদেশ হয়। (ঊদনোর্দ্দেশে। পা ৬।৩। ৯৮)। যেমন, অনূপ্।

আন্বীপিক (ত্রি) আন্বীপং বর্ত্ততে ঠক্। অনুকূল।

আপ (আপ্ল্ৃ) ব্যাপ্তি। চুরা৹ উভ৹ (পরস্মৈ৹ মুগ্ধ৹)। স্বা৹ প৹ সক৹ অনিট্। স্বা৹ লট্—আপ্নোতি, আপ্নুতঃ, আপ্নুবন্তি। চুরা৹ লট্—আপয়তি, পক্ষে আপতি। আপয়তে, আপতে। স্বা৹ লোট্—আপ্নোতু। লঙ্—আপ্নোৎ, আপ্নতাম্, আপ্নুবন্। লুঙ্—আপৎ। চুরা৹ লুঙ্—আপিপৎ। স্বা৹ লিট্—আপ। আপয়াম্বভূব। স্বা৹ বিধিলিঙ্—আপ্নুয়াৎ। আশীর্লিঙ্—আপ্যাৎ। লৃট্—আপ্স্যতি। লৃঙ্—আপ্স্যৎ। লুট্—আপ্তা। সন্ [আপ্ জ্ঞপ্যৃধামীৎ। অভিপেপ্সু শব্দ দেখ]। ঈপ্সপি। শতৃ—আপ্নুবৎ। শানচ্—আপ্নুবান। কর্ম্মণি—আপ্যতে। তব্য—আপ্তব্য। ক্ত—আপ্ত।

অব পূর্ব্বক আপ ধাতুর প্রাপ্তি বা লাভ অর্থ হয়। যেমন—অবাপ।

পরি পূর্ব্বক আপ ধাতুর প্রচুরতা অর্থ বুঝায়। যেমন—পর্য্যাপ্ত। প্র পূর্ব্বক আপ ধাতুর প্রাপ্তি বা প্রকর্ষ রূপে প্রাপ্তি এই অর্থ বুঝায়। যেমন—প্রাপ্তি।

সম্ পূর্ব্বক আপ ধাতুর সম্পূর্ণতা অর্থ বুঝায়। যেমন—সমাপ্ত।

বি পূর্ব্বক আপ ধাতুর সর্ব্বতঃ প্রাপ্তি অর্থ বুঝায়। যেমন—ব্যাপ্ত।

আপ (পুং) আপ্যতে আপ কর্ম্মণি-ঘঞ্। অষ্টবসুর অন্তর্গত চতুর্থ বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, বসুদিগের এই আটটী নাম

প্রসিদ্ধ। অপাং সমূহঃ অণ্। জলসমূহ। আপ্যতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্যতে আপ-কর্ম্মণি ঘঞ্। আকাশ। আপ্ ব্যাপ্তৌ-(আপ্নোতের্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ২।৫৫) ইতি ক্বিপ্ প্রত্যয়ঃ, উপধাহ্রস্বশ্চ। জসি অপ্তৃস্বৃচ্ স্ব স্থ ইত্যাদি পা ৬।৪। ১১। ইত্যাদিনা দীর্ঘঃ। ব্যাপ্নোতি হি অন্তরীক্ষং সর্ব্বং জগৎ, আপ্যতে বা প্রাণিভিঃ। অপ্ শব্দস্ত নিত্যং বহুবচনান্তত্বাৎ বহুবচনান্তস্য পাঠঃ। (নিঘণ্টু)।

পুনশ্চ—কৃৎস্নং তাভির্হি ব্যাপ্তম্, আপ্নোতেঃ সংগ্রহ কর্ম্মকত্বাৎ। যদ্বা, কর্ম্মণি ক্বিপ্, ইন্দ্রেণ আপ্তা আপঃ; তদাপ্নোতি ইন্দ্রো বা। (নিঘণ্টু)।

আপক (ত্রি) আপ ব্যাপ্তৌ ণ্বুল্। প্রাপক। প্রাপ্তিকর্ত্তা। যিনি কাহাকেও কোন বস্তু বা স্থানাদি প্রাপ্ত করেন।

আপকর (ত্রি) অপকরে ভবম্ অণ্ অঞ্ চ্। অপকরজাত।

আপক্ক (ক্লী) আ-ঈষৎ পক্বং আ-পচ্-ক্ত। অল্প পক্ব কলাই প্রভৃতি। হড়াপোড়া। অল্প পাক করা বস্তু।

আপক্ষিতি (পুং) অপক্ষিতস্যাপত্যম্ ইঞ্। অপক্ষয়াপন্নের অপত্য। (স্ত্রী) (ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮০) ইতি ষ্যঞ্ টাপ্ আপক্ষিত্যা। অপক্ষিতির কন্যা।

আপগা (স্ত্রী) অপাং সমূহঃ অপ্-অণ্ আপস্তেন গচ্ছতি (জলসমূহেন গচ্ছতি) আপ-গম-ড। যদ্বা অপাং সমূহঃ আপস্তস্মিন্ (সমুদ্রে) গচ্ছতি-ড। নদী। (নদী সরিৎ ইত্যাদি নিম্নগাপগাঃ। অমর)।

আপগেয় (পুং) আপগায়াং গঙ্গায়াং ভবঃ ঢক্। গাঙ্গেয়। গঙ্গার পুত্র। ভীষ্ম।

আপচ্ছিক (ত্রি) আপদং চিক্তি ছিনত্তি। আপদ্-চিক্ক-অণ্ পৃ° কলোপঃ। যিনি আপৎ ছেদন করেন।

আপটব (ক্লী) ন সন্তি পটবোঽস্য তস্য ভাবঃ অণ্। পটু-শূন্যতা। ন পটু অপটু—এই রূপ তৎপুরুষ সমাস করিলে অণ্ প্রত্যয় বিধানের পর উত্তর পদের বৃদ্ধি হইবে। যেমন—অপাটব।

আপণ (পুং) আপণায্যতে বিক্রয়ার্থং সম্যক্ স্তূয়তে প্রশস্যতে দ্রব্যমত্র আপণ পৃ° আধারে ঘ। হাট। দোকান। ক্রয়বিক্রয়স্থান। বিক্রয়ের নিমিত্ত যে স্থানে বিক্রেতেরা নিজ নিজ দ্রব্যের প্রশংসা করিয়া থাকে। নিষদ্যা।

আপণিক (ত্রি) আপণান্নিষদ্যায়া আগতং ঠক্। হাট হইতে আগত। আপণস্য ধর্ম্ম্যং ঠক্। হাটের বণিকদের ধর্ম্ম্য। আপণস্যাবক্রয়ঃ রাজগ্রাহ্য ঠক্। হাটের রাজ-কর বা তোলা। (আপণায়তে বিক্রয়ার্থদ্রব্যং স্তৌতি আ-পণ-(আঙি-পণি পনি পতি খনিভ্যঃ। উণ্ ২।৪৫। ইতি ইকন্। বণিক্। (আপণিকো বণিক্। উজ্জ্বলদত্ত)।

আপতন (ক্লী) আ-পত-ভাবে ল্যুট। আগমন। প্রাপ্তি। জ্ঞান। দৈববশাৎ পতন।

আপতি (পুং) আ-পত (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। সতত গামী বায়ু। সদাগতি।

আপতিক (পুং) আপততি শীঘ্রম্ আ-পত-ইকন্। শ্যেন। বাজপক্ষী। (ত্রি) দৈবায়ত্ত। (শ্যেনদৈবায়ত্তয়োশ্চ মত আপত্তিকোবুধৈঃ। (উণ° কো°। [আপণিক শব্দে সূত্র দেখ]।

আপতিত (ত্রি) আ-পত-ক্ত ইট্। হঠাৎ আগত। দৈবাৎ পতিত। যাহা ঘটিয়াছে।

আপৎকল্প (পুং) আপদি উচিতঃ কল্পঃ বিধিঃ। শাক° তৎ। আপৎকালে যাহা করা কর্ত্তব্য।

আপৎকাল (পুং) আপদ্যুক্তঃ কালঃ। শাক° তৎ। আপদ্ মুক্ত কাল।

আপৎকালিক (ত্রি) আপৎ কালে ভবং (কাশ্যাদিভ্যঠঞ্ ঞিঠৌ। পা ৪।২।১১৬) ইতি ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। আপৎ কালে জাত।

আপত্তি (স্ত্রী) আ-পদ-ক্তিন্। আপদ্। রোগাদি দ্বারা অভিভূত অবস্থা। জীবনোপায়ের অপ্রাপ্তি। প্রাপ্তি। অর্থাদির সিদ্ধি। অনিষ্ট প্রসঙ্গে অর্থাপত্তি। ব্যাপ্যের আহার্য্য-হেতু ব্যাপকে আহার্য্যের আরোপ। যথা, যদি বহ্নি না থাকে তবে ধূম থাকে না।

আপত্য (পুং) অপত্যাধিকারে বিহিত অণ্। পাণিনি প্রভৃতি কর্ত্তৃক (তস্যাপত্যং। পা ৪।১।৯২) এই অধিকারে বিহিত প্রত্যয়। *। আপত্যস্য চ তদ্ধিতেঽনাতি। পা। ৬। ৪।১৫১।

আপথ (গ্রাম্য) মন্দ পথ। যে পথ দিয়া লোক চলে না।

আপথি (পুং) অভিমুখঃ পন্থাঃ যস্য বেদে নি° ইৎ স°। সম্মুখের পথ সম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) বা ঙীপ্। অপথী।

আপদ্ (স্ত্রী) আ-পদ (সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্। পা ৩।৩। ৯৪ সূত্রে) ইতি ক্বিপ্। বিপত্তি। দুর্ঘটনা।

আপদকাল (পুং) আপদা কৃতোঽকালঃ। শাক° তৎ। বিপদের দ্বারা যে অসময় ঘটিয়াছে।

আপদেব (পুং) আপস্য জল সমূহস্য দেবঃ। জলাধিষ্ঠাতৃ দেবতা। বরুণ। আপ এব দেবঃ। জলদেবতা।

আপদ্ধর্ম্ম (পুং) আপদি আপৎকালে অনুষ্ঠেয়ো ধর্ম্মঃ। শাক° তৎ। বিপদ্ কালে যে রূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (ক্লী) আপদ্ধর্ম্মমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। মহা-

ভারতের অন্তর্গত শান্তি পর্ব্বের মধ্যে ক্ষুদ্র পর্ব্ববিশেষ।

আপন (ক্লী) আপ-ভাবে ল্যুট্। প্রাপ্তি। কর্ম্মণি ল্যুট্। মরিচ। চলিত কথায় আপন শব্দে 'নিজ' এই অর্থ বুঝায়। আত্মীয়। 'কেবা কার, কে তোমার, কারে ভাব রে আপন'।

আপনা-আপনি (দেশজ) নিজে নিজে। স্বভাবতঃ।

আপনি। বাঙ্গালা ভাষায় মাননীয় ব্যক্তিকে তুমি তুই ইত্যাদি না বলিয়া আপনি বলা যায়। ইহা সংস্কৃত ভবৎ শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হয়। 'আপনি কোথা যাইবেন'?

আপনিক (ত্রি) আপনাযাতে জনৈঃ স্তূয়স্তে আপন-ইকন্। ইন্দ্রনীলমণি। কিরাত। ব্যাধ। (ভিল্লেন্দ্রনীলয়োশ্চৈবাপণিকাপনিকৌ স্মৃতৌ। উণং কোং)। (আপনিকঃ ইন্দ্রনীলঃ কিরাতশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত)। [আপণিক শব্দে সূত্র দেখ]।

আপনেয় (ত্রি) আ-অপ-নী-কর্ম্মণি যৎ। সর্ব্বদা অপনেয়। দূরীকার্য্য।

আপন্ন (ত্রি) আ-পদ-ক্ত। আপদ্গ্রস্ত। প্রাপ্ত।

আপন্নসত্বা (স্ত্রী) আপন্নঃ প্রাপ্তঃ স্বত্বং গর্ভরূপঃ প্রাণী যয়া। বহুব্রী। যাহার গর্ভে প্রাণী জন্মিয়াছে। গর্ভিণী স্ত্রী। (আপন্নসত্বা স্যাদ্গুর্ব্বীণ্যন্তর্ব্বত্নী চ গর্ভিণী। অমর)।

আপমিত্যক (ত্রি) অপমিত্য পরিবর্ত্য নির্বৃত্তঃ (অপমিত্য যাচিতাভ্যাং কক্কনৌ। পা ৪।৪।২১) ইতি কক্। বিনিময় দিয়া ক্রয় করা। বদল দিয়া বস্তু লওয়া।

আপয়া (স্ত্রী) আপেন জলসমূহেন যাতি আপ-যা-ক। নদী বিশেষ।

আপয়িতৃ (ত্রি) অপ-ণিচ্-তৃচ্। প্রাপণকর্ত্তা। যিনি কোন বস্তু পাওয়াইয়া দেন।

আপরাধয্য (ক্লী) অপ-রাধ-ণিচ্-বাহুং শ অপরাধয়ঃ তস্য ভাবঃ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। অপরাধ কর্ত্তৃত্ব।

আপরাহ্নিক (ত্রি) অপরাহ্নে ভবং (পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্নার্দ্রামূলপ্রদোষাবস্করাদ্বুন্। পা ৪।৩।২৮) ইতি বুন্। অপরাহ্নে জাত। অপরাহ্নে ভবং অপরাহ্ন-ঠঞ্। অপরাহ্নে জাত। যাহা বিকালে হইয়াছে। অপরাহ্নব্যাপক।

আপর্ত্তুক (পুং) ঋতুমধিকৃত্য অধ্যায়ঃ তত্র বিহিতঃ কল্পঃ অপ-ঋতু সং কন্ স্বার্থে অণ্। ঋতুবিশেষে যাগাদি নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়বোধক বেদের কল্প গ্রন্থবিশেষ।

আপব (পুং) আপ্নুনাতি স্পর্শমাত্রেণ আপ্ জলং তদধিষ্ঠাতা বরুণোঽপি আপ্নঃ তস্যাপত্যম্। অণ্। কল্পভেদে বরুণের অপত্য বশিষ্ঠ মুনি। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৯ অধ্যায়ে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে।

আপং জলসমূহং বাতি আশ্রয়তয়া প্রাপ্নোতি আপ-বা-ক। নারায়ণ। পরমপুরুষ। সৃষ্টির প্রথমে নারায়ণের আবাস স্থান জল ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ হরিবংশের ১।২ অধ্যায়ে আছে।

আপস্ (ক্লী) আপ্নোতি ব্যাপ্নোতি প্রলয়ে সমস্তম্ আপ-(আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বোনুট্ চ। উণ্ ৪।২০৭) ইতি অসুন্। জল। চলিত কথায় ঘরাও বন্দবস্ত দ্বারা বিবাদ পরিষ্কার করাকে আপস কহে। আপস শব্দে গোপন এই অর্থও বুঝায়।

আপস্তম্ব (পুং) অপ-বিপর্য্যায় তস্মিন্ ভবঃ অণ্ আপঃ তস্য বারণে স্তম্ব ইব। অষ্টাদশ স্মৃতিকারের মধ্যে এক জন স্মৃতিপ্রণেতা ঋষি। তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদেও ইঁহার নাম দেখা যায়; কিন্তু এই ঋষির বিশেষ বিবরণ পাওয়া দুর্ঘট। তিনি কল্পসূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তাহাতে কেবল প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষায় লিখিয়াছেন যে, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণকে বেদের সঙ্গে সমান বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। (মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকং তাবৎ, অদুষ্টং লক্ষণম্। অতএব আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষায়ামেবাহ—'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্'। (সায়ণ কৃত ঋগ্বেদ উপক্রমণিকায়)। কিন্তু এ কথা সকলে স্বীকার করেন না।

অনেকে কল্পসূত্রকেও বেদের সঙ্গে সমান বলিতে চাহেন। কিন্তু গুরু প্রভাকর তাহা অসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, কল্পসূত্রের বেদত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। (কল্পস্য বেদত্বং নাপ্যপি সিদ্ধম্)।

ন্যায়মালাবিস্তারে লিখিত আছে—বৌধায়নাপস্তম্বাশ্বলায়ন কাত্যায়নাদি নামাঙ্কিতাঃ কল্পসূত্রাদিগ্রন্থাঃ, নিগম-নিরুক্ত-ষড়ঙ্গগ্রন্থাঃ, মানবাদিস্মৃতয়শ্চ অপৌরুষেয়াঃ ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্বাৎ বেদবৎ। ন চ মূলপ্রমাণসাপেক্ষত্বেন বেদবৈষম্যমিতি শঙ্কনীয়ম্। উৎপন্নায়াঃ বুদ্ধেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ নিরপেক্ষত্বাৎ। মৈবম্, উক্তানুমানস্য কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। বৌধায়নসূত্রাপস্তম্বসূত্রমিত্যেবং পুরুষনাম্না তে গ্রন্থা উচ্যন্তে।

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতির নামে চলিত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থ; নিগম, নিরুক্ত এবং

ষড়ঙ্গ গ্রন্থ এবং মনু প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র এ গুলি অপৌরুষেয়। ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মে বলিয়া উহাদের দেবতুল্য আদর করা চাই। উহাতে মূল-প্রমাণের অপেক্ষা আছে বলিয়া বেদ হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করা উচিত নহে। যে হেতু তাহাতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিরপেক্ষ, কারণ তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এ যুক্তি-সঙ্গত নহে; কারণ বহুকাল গত হইলে উক্ত অনুমান সিদ্ধ হইয়াছে। বৌধায়ন সূত্র, আপস্তম্বসূত্র ইত্যাদি মানুষের নামে ঐ সকল গ্রন্থ কথিত হইয়া থাকে।

আপস্তম্বস্যাপত্যং (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। ৪। ১। ১০৪) ইতি অঞ্ (পুং স্ত্রী)। আপস্তম্বের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আপস্তম্বী। (ত্রি) আপস্তম্বস্যেদম্ আপস্তম্ব-ছ। আপস্তম্বীয়। আপস্তম্বেন প্রোক্তমধীতে বা অণ্ তস্য লুক্। (বহুব°) যিনি আপ-স্তম্বের কথিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। আপস্তম্ব্যাং ভবঃ ঢক্ আপস্তম্বেয়। আপস্তম্বের কন্যা হইতে জাত।

আপস্তম্ভিনী (পুং) অপাং বিকারঃ অণ্ আপস্তং স্তম্ভতে নিবারয়তি আপ-স্তম্ভ-ণিনি। নকারান্ত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। লিঙ্গিনী লতা।

আপাক (পুং) আ সমন্তাৎ পচ্যতে ঘটাদি অত্র আ-পচ্-আধারে ঘঞ্। কুম্ভকারদের পোয়ান, যাহাতে হাঁড়ি কলসী পোড়ায়। ভাবে ঘঞ্। ঈষৎ পাক। সম্যক্ পাক। পুটপাক (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। পাক পর্য্যন্ত।

আপাঙ্ (অপামার্গ শব্দের অপভ্রংশ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চড়চড়ে। [অপামার্গ শব্দ দেখ]।

আপাঙ্গ্য (ক্লী) অপাঙ্গে নেত্রপ্রান্তে দেয়ং ণ্য। অপাঙ্গে দেয় অঞ্জন। কাজল।

আপাত (পুং) আ সম্যক্ পাতঃ পাতনম্। পতন। আপততি যস্মিন্ আধারে ঘঞ্। পতন কাল। আ হঠাৎ পাতঃ। বিবেচনা না করিয়া আগমন। বর্ত্তমান কাল। উপক্রম। পথ। সমীপে আগমন।

আপাতক (আপাততঃ শব্দের রূপান্তর) চলিত বাঙ্গালায় ইহাতে 'এখন' এই অর্থ বুঝায়।

আপাতলতিকা (স্ত্রী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত বৈতালীয় বৃত্ত বিশেষ। তাহার লক্ষণ যথা—

আপাতলতিকা কথিতেয়ং ভাদ্গুরুকাবথ পূর্ব্ববদন্যাৎ।

যে বৃত্তে ভ গণের উত্তর দুইটী গুরু বর্ণ থাকে এবং অন্য সমস্তই বৈতালীয়ের ন্যায় হয় তাহার নাম আপাতলতিকা। বৈতালীয়ের লক্ষণ যথা, ষড়্‌বিষমে ষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমে স্যুর্নো নিরন্তরাঃ। ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়ে হস্তেরলৌ গুরুঃ।

আপাততস্ (অব্য) আপাত-তসিল্। কারণ বিনা অকস্মাৎ। অবধারণ না করিয়া। চলিত বাঙ্গালায় 'আপাততঃ' শব্দে সম্প্রতি, ইদানীং এই রূপ অর্থ বুঝায়।

আপত্য (ত্রি) আপততি আগচ্ছতি স্বয়মাক্রমিতুং (ভব্যগেয়প্রবচনীয়োপস্থানীয়জন্যাপ্লাব্যাপাত্য বা। পা ৩। ৪। ৬৮) ইতি নি. ণ্যৎ। আক্রমণ করিতে যিনি স্বয়ং আগমন করেন। ভাবে ণ্যৎ। কর্ত্তব্যের আপতন। কর্ম্মণি ণ্যৎ। আগমনীয় দেশাদি। (অব্য) আ-পত-ণিচ্-ল্যপ্। সকল প্রকারে পতন করাইয়া।

আপাদ (পুং) আ-পদ-ঘঞ্। ফললাভ। আগতি। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। পাদপর্য্যন্ত। 'আপাদমস্তক' অর্থাৎ পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত।

আপাদন (ক্লী) আ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। আপত্তি বিষয়ীকরণ। সম্পাদক জ্ঞানদ্বারা সম্পাদ্যের নিশ্চয়। পদ্-ণিচ্-ভাবে-ল্যুট্। সম্পাদন।

আপান (ক্লী) আ সম্যক্ পীয়তে সুরা অত্র আধারে ল্যুট্। যে স্থলে অনেকে বসিয়া মদ্যপান করে। ভৈরবী-চক্র। (আপানং পানগোষ্ঠিকা। অমর)। ভাবে ল্যুট্। মিলিত হইয়া সুরাপান। স্বার্থে কন্। আপানক। সুরাপান স্থান। ভৈরবীচক্র। সুরাপান।

আপামর (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী°। পামর পর্য্যন্ত। সকলে। 'আপামর সাধারণ, অর্থাৎ পামর পর্য্যন্ত সকল লোকেই।

আপায়িন্ (ত্রি) আপিবতি আ-পা-ণিনি। সুরাপানকর্ত্তা। মদ্যপায়ী। (স্ত্রী) ঙীপ্ আপায়িনী।

আপালি (পুং) আ-পা-ভাবে ক্বিপ্ আপঃ সম্যক্ পানং শোণিতাদেঃ তদর্থমলতি ব্যাপ্নোতি কেশান্। অল-(সর্ব্ব ধাতুভ্য ইন্। ৪। ১১৭) ইতি ইন্। কেশকীট। উকুন।

আপি (পুং) আপ্-ণিচ্-ইন্। ধনাদি প্রাপক। আপ্যতে আপ-কর্ম্মণি ইন্। প্রাপ্ত বন্ধু। তস্য ভাবত্বম্ আপিত্ব। বন্ধুত্ব। হৃদ্যতা।

আপিঞ্জর (ক্লী) ঈষৎ পিঞ্জরম্। প্রাদি স°। স্বর্ণ। (পুং) অল্প হরিতাল বর্ণ। (ত্রি) অল্প হরিতাল বর্ণযুক্ত।

আপিল (ইংরাজি appeal) নিম্ন আদালতে কোন বিচার হইলে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত উচ্চ আদালতে প্রার্থনা।

আপিশলি (পুং) অপিশলস্য তন্নামক মুনিভেদস্যাপত্যম্

ইঞ্, আত্বচো বৃদ্ধিঃ। আদি শাব্দিক মুনিবিশেষ। এক জন প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীতে ইহাঁর নামোল্লেখ দেখা যায়। আপিশলিনা প্রোক্তম্ অণ্। আপিশল। (ক্লী) আপিশলিপ্রণীত শাস্ত্র।

আপী (ত্রি) আ-পৈ-ক্বিপ্ পী-সম্প্রসারণং দীর্ঘঃ। স্থূল। বৃদ্ধিযুক্ত।

আপীড় (পুং) আ-পীড়-অচ্। মাথায় পরিবার মালা। শিরোভূষণ। (শিখাস্বাপীড় শেখরৌ। অমর)। গৃহের বাহিরে নির্গত কাষ্ঠ। (ত্রি) যে পীড়া দেয়।

আপীড়া (স্ত্রী) আ-পীড়া-অ টাপ্। সম্যক্ পীড়া।

আপীড়িত (ত্রি) আ-পীড়া-ক্ত। নিষ্পীড়িত। নিস্পৃষ্ট।

আপীত (ক্লী) আ ঈষৎ পীতম্। প্রাদি সং। মাক্ষিক ধাতু। (পুং) অল্প পীতবর্ণ। (ত্রি) অল্প পীতবর্ণযুক্ত। যে জল বা দুগ্ধ প্রভৃতি বস্তু অল্প পান করা হইয়াছে।

আপীন (ক্লী) আ-প্যায়-ক্ত পী আদেশঃ। (তকার স্থানে নকার)। গোরু প্রভৃতির পালান। (পুং) কূপ। *। প্যায়ঃ পী। পা ৬। ১। ২৮। 'ওপ্যায়ী' এই ধাতুর পর নিষ্ঠা প্রত্যয় বিহিত হইলে প্যায় ধাতুর স্থানে বিকল্পে পী আদেশ হয় এবং নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। স্বাঙ্গ বুঝাইলে নিত্য পী আদেশ হইয়া থাকে, অন্যত্র বিকল্পে পী হয়। যেমন,—পীনং মুখম্। অন্যত্র—প্যানং পীনঃ বা স্বেদঃ। উপসর্গ থাকিলে পী আদেশ হয় না। যেমন—প্রপ্যান, আপ্যান ইত্যাদি। কূপ এবং পশুদিগের পালান বুঝাইলে আঙ্ পূর্ব্বক প্যায় ধাতুর স্থানে নিত্য পী আদেশ হয়। (আঙ্ পূর্ব্বস্যান্ধূধসোঃ স্যাদেব। পা ৬। ১। ২৮। সূত্রে)।

আপূপিক (ত্রি) অপূপঃ শিল্পমস্য ঠক্। যে পিটে পুলি রুটি প্রভৃতি পাক করে। অপূপে—অপূপভক্ষণে সাধু (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪। ৪। ১০৩) ইতি ঠঞ্। গুড় প্রভৃতি দ্রব্য যাহা দিয়া পিঠা খাওয়া যায়। অপূপো ভক্তিরস্য (অচিত্তাদদেশকালাৎ ঠক্। পা ৪। ৩। ৯৬) ইতি অচিত্তত্বাৎ ঠক্। অপূপভক্ত। অপূপঃ পণ্যমস্য ঠক্। অপূপবিক্রেতা। অপূপস্তভক্ষণং শীলমস্য ঠক্। অপূপভক্ষণশীল। অপূপস্তদ্ভক্ষণং হিতমস্য ঠক্। অপূপ ভক্ষণ যাহার হিতকর। অপূপানাং সমূহঃ অচিত্তত্বাৎ ঠক্। (ক্লী) অপূপসমূহ।

আপূপ্য (পুং) অপূপায় সাধুঃ বা ঞ্য। চাউলের চূর্ণ, যব, গোধূম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে অপূপ প্রস্তুত করা হয়।

আপূর (পুং) আপূর্য্যতে অনেন আ-পূর-করণে ঘঞ্। জলাদির প্রবাহ। ভাবে ঘঞ্। সম্যক্ পূরণ। অল্প পূরণ। অভিব্যাপ্তি।

আপূরণ (ক্লী) আ-পূর-ভাবে ল্যুট্। সম্যক্ পূরণ। আপূরয়তি আ-পূর-ণিচ্-ল্যু আপূরক। যে সম্যক্ প্রকারে পূরণ করে। (পুং) নাগবিশেষ।

আপূরিত (ত্রি) আ-পূর-ক্ত ইট্। যাহার পূরণ করা হইয়াছে। অভিব্যাপ্ত।

আপূর্ত্তি (স্ত্রী) আ-পূর-ক্তিন্। ঈষৎ পূরণ। সম্যক্ পূরণ।

আপূর্য্যমাণ (ত্রি) আ-পূর-কর্ম্মণি শানচ্। সম্যক্পূর্য্যমাণ। সম্যক্ ব্যাপ্ত। আপূর্য্যতে সূর্য্যকিরণৈশ্চন্দ্রোঽত্র আধারে শানচ্। শুক্ল পক্ষ।

আপূষ (ক্লী) আপূষ্যতি শরীরমনেন আ-পূষ-বৃদ্ধৌ অচ্। রঙ্গ। রাঙ্। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। সূর্য্য পর্য্যন্ত।

আপৃচ্ (ত্রি) আ-পৃচ্-ক্বিপ্। সংসর্গযুক্ত।

আপৃচ্ছা (স্ত্রী) আ-প্রচ্ছ-(ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩। ৩। ১০৪) ইতি অঙ্ সম্প্রসারণম্ টাপ্। প্রশ্ন। আলাপ। আভাষণ। যাতায়াতের সময় শুভপ্রশ্ন। আনন্দ।

আপৃচ্ছ্য (ত্রি) আ-প্রচ্ছ-বেদে (ছন্দসি ইত্যাদি। পা ৩। ১। ১২৩) ইতি নিং ক্যপ্। জিজ্ঞাস্য। (অব্য) আ-প্রচ্ছ-ল্যপ্। জিজ্ঞাসা করিয়া।

আপেক্ষিক (ত্রি) অপেক্ষাতঃ আগতং ঠক্। তুলনা দ্বারা প্রাপ্ত। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্ আপেক্ষিকী।

আপোক্লিম (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত জন্ম লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ স্থান।

আপোময় (ত্রি) আপস্ বিকারে প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। জলের বিকার। জলপ্রচুর।

আপোমূর্ত্তি (পুং) স্বারোচিষ মনুর পুত্র বিশেষ। হরিবংশের ৬। ৭ অধ্যায়ে ইঁহার বিবরণ আছে।

আপোঽশান (ক্লী) অশ ব্যাপ্তৌ-ভাবে বাহু. শানচ্, অশানম্ আপসা জলেন অশানম্। ৩ তৎ। জলদ্বারা উপরে এবং নিম্নে আস্তরণ রূপ অন্নাচ্ছাদন কর্ম্ম।

আপ্ত (ত্রি) আপ-ক্ত। প্রাপ্ত। বিশ্বস্ত। যুক্তিযুক্ত। কুশল। সম্পূর্ণ। বন্ধু। সম্বন্ধ। সত্য। (পুং) স্বনামখ্যাত নাগরাজ। ভ্রমপ্রমাদরহিত জ্ঞানযুক্ত ঋষি। (স্ত্রী) আপ্তা, জটা।

আপ্তকাম (ত্রি) আপ্তঃ প্রাপ্তঃ কামো যেন। বহুব্রী। যিনি ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া জানেন।

পরমাত্মা। আপ্তঃ যুক্ত উচিতঃ কাম ইচ্ছা যস্য এই রূপ বিগ্রহ করিলে নৈয়ায়িক মত সিদ্ধ ঈশ্বরকে বুঝায়।

আপ্তকারিন্ (ত্রি) আপ্তং যুক্তং করোতি আপ্ত-কৃ-ণিনি। ৬-তৎ। যুক্তকারক; আপ্তশ্চাসৌ কারী চেতি কর্ম্মধা। বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভৃতি।

আপ্তগর্ভা (স্ত্রী) আপ্তঃ প্রাপ্তঃ গর্ভো যয়া। বহুব্রী। গর্ভিণী স্ত্রী। যে স্ত্রীর গর্ভ হইয়াছে।

আপ্তবাচ্ (স্ত্রী) আপ্তা যুক্তা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষরহিতা বাক্। কর্ম্মধা। বেদ। বেদমূলক স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি। (ত্রি) আপ্তা যুক্তা বাগ্ যস্য। বহুব্রী। ভ্রমপ্রমাদাদি বাক্য রহিত মহর্ষি প্রভৃতি।

আপ্তশ্রুতি (স্ত্রী) আপ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চেতি কর্ম্মধা, পূর্ব্ব-পদস্য পুম্বদ্ভাবঃ। বেদ। (ত্রি) বহুব্রী। স্মৃতিপুরাণাদি।

আপ্তি (স্ত্রী) আপ্-ক্তিন্। প্রাপ্তি। সংযোগ। স্ত্রী সংযোগ। (আপ্তিঃ স্ত্রী সংযোগ সংপ্রাপ্ত্যোঃ। মেদিনী)। সম্বন্ধ। লাভ। (আপ্তিঃ সম্বন্ধ লাভয়োঃ। হেম)। সমাপ্তি। সম্পদ্। হিত। (আপ্তৌ লব্ধহিতো। ত্রিকাণ্ডশেষ।)

আপ্তোর্যাম (ক্লী) যাগবিশেষ। ইহা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

আপ্ত্য (ত্রি) আপ-তব্য বেদে-পৃ° সাধু। পাইবার যোগ্য। লৌকিক ভাষায় 'প্রাপ্তব্য' এই প্রকার রূপ হইবে।

আপ্নবান (পুং) অপ্নবান এব স্বার্থে অণ্। অপ্নবান শব্দার্থ। বৎসগোত্রপ্রবর ঋষি বিশেষ।

আপ্য (ত্রি) অপামিদম্ অণ্। চতু° স্বার্থে ষ্যঞ্। জল সম্বন্ধীয়। (ত্রি) আপ-যৎ। প্রাপ্য। চাক্ষুষমন্বন্তরীয় দেব বিশেষ। হরিবংশের ১৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মনুর সময়ে এই পাঁচ দেবতা ছিলেন। যথা, আপ্য, প্রভূত, ঋষভ, পৃথুক, লেখা। বেদোক্ত জনৈক বীর পুরুষ। ইহাঁর সন্তানের নাম ত্রিত। তিনি অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তিনটী মস্তকবিশিষ্ট ও সাতটী লাঙ্গুলবিশিষ্ট অসুরকে নষ্ট করিয়া পশুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (পুং) কুড় বৃক্ষ।

আপ্যান (ক্লী) আ-প্যায়-ভাবে ক্ত। প্রীতি। বৃদ্ধি। (ত্রি) কর্ত্তরি-ক্ত। প্রীত। বৃদ্ধ।

আপ্যায়ন (ক্লী) আ-প্যায়-ল্যুট্। বৃদ্ধি। প্রীত। ণিচ্ ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। তৃপ্তি করান। বৃদ্ধি পাওয়ান। দীক্ষণীয় মন্ত্রের সংস্কার বিশেষ। শিষ্যকে যে মন্ত্রে দীক্ষা করা হইবে তাহার দশ প্রকার সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ। দীক্ষণীয় মন্ত্রের দশ প্রকার সংস্কার যথা, ১—জনন। ২—জীবন। ৩—তাড়ন। ৪—বোধন। ৫—অভিষেক। ৬—বিমলীকরণ। ৭—আপ্যায়ন। ৮—তর্পণ। ৯—দীপন। ১০—গুপ্তি, গোপন।

মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ শতবার, দশবার অথবা সাত বার, 'ওঁ হ্রৌং' এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। ইহারই নাম মন্ত্রের আপ্যায়ন সংস্কার। (ত্রি) ল্যু। আপ্যায়ক। তৃপ্তিকারক।

আপ্যায়িত (ত্রি) আ-প্যায়-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। প্রীণিত। তৃপ্তিপ্রাপিত। পূরিত। বর্দ্ধিত। আনন্দিত।

আপ্র (ত্রি) আ-পৃ (ক প্রকরণে মূলবিভুজাদিভ্য উপ-সংখ্যানম্। পা ৩।২।৫ সূত্রে) ইতি ক। পূরক। যিনি পূরণ করেন।

আপ্রচ্ছন (ক্লী) আ-প্রচ্ছ-ল্যুট্। গমনাগমন সময়ে বন্ধু-গণের পরস্পর কুশলপ্রশ্ন। আনন্দ সম্পাদন।

আপ্রচ্ছন্ন (ত্রি) আ-প্র-ছদ-ক্ত, তকারস্য নকারঃ। অত্যন্ত গুপ্ত। ঈষদ্গুপ্ত।

আপ্রপদ (অব্য) প্রপদং পাদাগ্রং তৎ পর্য্যন্তং মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। পাদাগ্রপর্য্যন্ত। পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।

আপ্রপদীন (ত্রি) আপ্রপদং পাদাগ্রপর্য্যন্তং ব্যাপ্নোতি (আপ্রপদং প্রাপ্নোতি। পা ৫।২।৮) ইতি খ। মস্তক হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত লম্বমান বস্ত্রাদি। (পাদস্যাগ্রম্প্রপদ তন্মর্য্যাদীকৃত্য আপ্রপদম্। আপ্রপদীনঃ পটঃ। সি° কৌ°)।

আপ্রবণ (ত্রি) ঈষৎ প্রবণম্। অল্প নম্র। (ক্লী) আ-প্র-ল্যুট্। ঈষৎ দ্রবণ। অল্পক্ষরণ।

আপ্রী (স্ত্রী) আপ্রীণাত্যনয়া আ-প্রী-ড গৌরাদি° ঙীষ্। প্রবাজা দ্বারা যজনীয়।

আপ্রীত (ত্রি) আ-প্রী-ক্ত। সম্যক্প্রীত। ঈষৎতৃপ্ত।

আপ্রীতপ (পুং) আপ্রীতং সম্যক্ তৃপ্তং পাতি আপ্রীত-পা-ক। বিষ্ণু। আপ্রীত পা-ক্বিপ্ আপ্রীতপ। বিষ্ণু।

আপ্লব (পুং) আ-প্লু-ঘঞ্ ভাবপক্ষে ঋদোরবিতি অপ্। স্নান। দেশ ভাসিয়া যাওয়া। জলপ্লাবন। (ক্লী) আ-প্লু-ল্যুট্। আপ্লবন। স্নান। জলপ্লাবন।

আপ্লবব্রতিন্ (পুং) আপ্লবঃ সমাবর্ত্তন স্নানমেব ব্রত-মস্ত্যস্য ইনি। স্নাতক গৃহস্থ বিশেষ। যিনি বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রহের নিমিত্ত সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া স্ত্রীলাভের পূর্ব্বে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ব্রত বিশেষের আচরণ করেন।

আপ্লাব (ত্রি) আ-প্লু-(বিভাষাঙি রুপ্লবোঃ। পা ৩।৩।

৬০) ইতি ঘঞ্। আপ্লব শব্দের অর্থ।

আপ্লাবিত (ত্রি) আ-প্লু-ণিচ্ ক্ত ণিচ্ লোপঃ। জলাদি প্রবাহ দ্বারা অভিব্যাপ্ত। যে দেশ জলপ্লাবিত হইয়াছে।

আপ্লাব্য (ত্রি) আপ্লবতে আ-প্লু-(ভব্যগেয় প্রবচনীয়োপস্থানীয় জন্যাপ্লাব্যাপাত্যা বা। পা ৩।৪।৬৮) ইতি কর্ত্তরি ণ্যৎ। যিনি জলপ্লাবন করেন। ভাবে ণ্যৎ। (ক্লী) আপ্লাবন। কর্ম্মণি ণ্যৎ। (ত্রি) জলাদি দ্বারা প্লাবিতব্য স্থান।

আপ্লুত (ত্রি) আ-প্লু-ক্ত। স্নাত। যিনি স্নান করিয়াছেন। আর্দ্রীভূত। স্যাঁতসেঁতে। (পুং) স্নাতক গৃহস্থ বিশেষ। (ক্লী) আ-প্লু-ভাবে ক্ত। স্নান।

আপ্লুতব্রতিন্ (পুং) আপ্লুতস্য স্নাতকস্য ব্রতমস্ত্যস্য ইনি। স্নাতক গৃহস্থ বিশেষ। [আপ্লবব্রতিন্ শব্দ দেখ]।

আপ্লুত্য (অব্য) আ-প্লু-ল্যপ্ তুক্। স্নান করিয়া। উল্লম্ফন করিয়া।

আপ্লুষ্ট (ত্রি) আ-প্লুষ্-ক্ত। অল্পদগ্ধ। সম্যক্ দগ্ধ।

আপ (পুং) আপ্নোতি ব্যাপ্নোতি জগৎ আপ-(শেবযহ্বজিহ্বা গ্রীবাপ্বমীবাঃ। উণ্ ১।১৫২) ইতি বন্। বায়ু।

আফগনস্থান। আসিয়ার অন্তর্গত একটী দেশ বিশেষ। ইহার উত্তর দিকে হিন্দুকোষ পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হিমালয়ের একটী অংশ। তাহার পর সফেদ-কো বা শ্বেতগিরি আছে। স্থূল সীমা ধরিতে হইলে ইহার উত্তরে তুর্কস্থান, পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ; পশ্চিমে পারস্য এবং দক্ষিণ দিকে বেলুচস্থান। ইহা ৬১° হইতে ৭১° পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে, এবং ৩০° হইতে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ৭৫০ মাইল এবং উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে ইহা ৪৫০ মাইল প্রশস্ত। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০,০০০ পাঁচকোটি।

এখানে এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ নদ নদী আছে—কাবুলনদ; ইহার পূর্ব্ব নাম কোফেস্। হেলমন্দ; ইহার অপর নাম ইতিমন্দর। হরিরুদ। সিন্ধুনদও কাবুলের পূর্ব্ব ধারে প্রবাহিত হইতেছে।

হিন্দুকোষ, স্থলেমান এবং পরোপমিসাস্ বা ঘোর, এই কয়েকটী এখানকার পর্ব্বত। সিস্তান এবং অবিইস্তাদ এই দুইটী এখানকার হ্রদ।

এখন আফগনস্থানের মধ্যে প্রধান পাঁচটী বিভাগ আছে; কাবুল, জেলালাবাদ, গজনী, কান্দাহার এবং হিরাত।

আফগনস্থানের উত্তর দিক্ পর্ব্বতময়। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট উপত্যকা আছে, সেখানে প্রচুর বৃক্ষাদি জন্মে। দক্ষিণদিক্ বালুকাপূর্ণ মরুভূমি।

স্বর্ণ, লৌহ, সীস, সুর্ম্মা, দস্তা, গন্ধক, সোরা, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার পার্থিব পদার্থের আকর এখানে আছে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য খনি হইতে তুলিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন করা হয় নাই। গম, যব, ধান, মুগ, তামাকু, ইক্ষু, বিটপালং, আঙ্গুর, শেউ, তরমুজ, দাড়িম প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য ও ফল মূলাদি এখানে জন্মিয়া থাকে।

উট, ঘোড়া, গোরু, দুম্বভেড়া, ছাগল এবং কুকুর, এখান হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। আফগনস্থানের উট অতিশয় বলবান্ এবং কষ্টসহিষ্ণু। এখানকার গোরু বিলক্ষণ দুগ্ধবতী। এখানে দুই জাতীয় দুম্বভেড়া আছে; একজাতির পশম শাদা, আর একজাতির পশম কালবর্ণ। ইহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পশম বোম্বাই, পারস্য এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়। রেশম, কার্পেট এবং নানাপ্রকার মালা এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আফগন শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা ঠিক নিশ্চিত করা যায় না। কেহ কেহ বলেন আরবিক বহুবচন 'ফেগান' শব্দ হইতে আফগন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আফগন জাতিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তজ্জন্য উহাদিগকে ফেগান বলা হইত। আফগনস্থানের আদিম নিবাসীর নাম তৈফা ছিল। আফগানদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ইহুদীদের বংশে জন্মিয়াছেন, সে কারণ তাঁহাদিগকে বন্-ই-ইস্রেল কহে। এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নেবুকদনেজার জেরুজুলামের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইহাঁদিগকে বাসিনে পাঠাইয়া দেন। আফগন নামক জনৈক ব্যক্তি ইহাঁদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই এখন এই জাতির নাম আফগন হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই জাতিকে আমরা পাঠান বলিয়া থাকি। ইহাঁদের উপাধি খাঁ। এতদ্ভিন্ন রোহিল প্রভৃতি আরও উপাধি আছে।

আফগনেরা সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে অনেক শিয়াও আছেন। বোধ হয়, শিয়ারা যথার্থ পাঠান নহে।

আফগনদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান,—

দুরাণী—ইহাদের পূর্ব্ব নাম আবদালী। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নাদির শার মৃত্যুর পর আহ্মদ-শা কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি দুরী-দুরান্ (সময়ের রত্ন) এই উপাধি গ্রহণ করেন। আহ্মদ-শার উপাধি হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম দুরাণী হইয়াছে। আফগনস্থানের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে, বিশেষতঃ হিরাত এবং কান্দাহারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে।

ঘিলজৈ—ইহারা কান্দাহারের উত্তরে বাস করেন। আফগনদিগের মধ্যে ইহাঁরাই অতিশয় বলবান্ এবং সাহসী। শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা ইস্পাহানের অধিপতি ছিলেন। আরবেরা এখানে খিলিজি নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খিলিজিরা তুরস্কবাসী। এ দিকে ঘিলজৈরাও দেখিতে ঠিক তুরস্কদের মত, সে কারণ বোধ হয় খিলিজি এবং ঘিলজৈ একই শব্দ, কালক্রমে কেবল বর্ণের একটু বিভিন্নতা ঘটিয়া গিয়াছে। ১৮৩৯ সালে ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করেন। তখন আফগনেরা দস্তমহম্মদের অনুগত ছিলেন।

যুজুফজৈ—ইহাঁরা পেশোয়ারের উত্তরে পার্ব্বতীয় প্রদেশে এবং পর্ব্বতের নিম্নেও বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন, কেবল কতকগুলি লোক ইংরাজ অধিকারে বাস করিয়া আছেন। যুজুফজৈরা অতিশয় কলহপ্রিয়।

ককর—ইহাঁরা আফগনস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এবং তোব ও সুলৈমান পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বাস করেন। ককরদের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। জেলালাবাদের পাঠানদের নাম খুজিয়ানী। পেশোয়ারের পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিমদিকে মোহমন্দজৈ শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। ইহাঁদের প্রধান নগরের নাম লালপুর। খটকদের নিবাস পেশোয়ারে এবং কোহাতে। উৎমানকেলদের বাস পেশোয়ারের উত্তর দিকের পর্ব্বতে। বঙ্গসেরা কোহাত, কুরাম, এবং মিরঞ্জৈ উপত্যকায় বাস করে। পেশোয়ারের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে আফ্রিদিদিগের বাস। ওরকজৈরা কোহাতের উত্তরে এবং পশ্চিমে থাকে। শিনওয়ারীরা খাইবার পর্ব্বতে এবং সফেদ-কোহের উপত্যকায় বাস করে।

এই সকল সম্প্রদায় ভিন্ন আরও কতকগুলি জাতি আছে তাহারা প্রকৃত পাঠান নহে। ইহাদের মধ্যে তাজিকরাই প্রধান। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যে সকল আর্য্যেরা বাস করিতেন, তাজিকরা তাঁহাদেরই বংশের লোক। কিন্তু এক্ষণে অন্য অন্য জাতির সঙ্গে তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা আপনাদিগকে পার্শিওয়ান বলিয়া থাকে। ইহাদের ভাষাও কতকটা পারস্যের মত। ইহারা গৌরবর্ণ এবং দেখিতে ঠিক পাঠানদের ন্যায়, কিন্তু আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশে সমান নয়। তাজিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পাঠানদের মত ইহারা সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে না, কাজেই ইহাদিগকে পাঠানদের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তাজিকরা সুন্নী মতাবলম্বী।

এখানকার কিজিলবাসীরাও প্রকৃত পাঠান নহে। ইহাঁরা আদিম তুরস্কের লোক। পরে তুরস্ক হইতে পারস্য দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শেষে নাদির শার রাজত্বকালে আফগনস্থানে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা গৌরবর্ণ এবং দেখিতে বেশ সুশ্রী। কিজিলবাসীরা কাবুলে নানাপ্রকার বাণিজ্য ও চিকিৎসাদি করিয়া থাকেন। এখানকার দেওয়ানি আদালতের কাজেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁরা শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান।

আফগনস্থানের উত্তর পশ্চিমদিকে হজারদিগের বাসভূমি। ইহাদের আকৃতি মোগলদিগের ন্যায়। ঘোর পর্ব্বত এবং মার্ব্বের নিকটে অনেক হজার, মোগল ভাষায় কথা কহে। এদিকে ইতিহাসে দেখা যায় যে, চিঙ্গিস খাঁর সঙ্গে অনেক মোগল আসিয়া এইখানে বাস করিয়াছিল, সে কারণ স্পষ্টই বোধ হইতেছে, হজার জাতি মোঙ্গল ও অন্য কোন জাতির সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিশুদ্ধ পারস্যভাষায় কথা কহে। ইহার কারণ কি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। চিঙ্গিস খাঁর অধীনস্থ মোগলদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল; তুমান অর্থাৎ দশ হাজার এবং হাজার অর্থাৎ সহস্র। বোধ হয়, পূর্ব্বকার 'হজার' সংখ্যা হইতে এখন এই সম্প্রদায়ের নাম হজার হইয়া থাকিবে।

হজাররা অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটু। তাহারা ঘোড়া চড়িয়া উচ্চ পর্ব্বত হইতে অতি তীব্র বেগে নিম্নে নামিয়া আসে। ইহারা বারুদ প্রস্তুত করিতে জানে, দাস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে লুঠ করিয়া বেড়ায়। ইহারা শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। ঐমাক নামে আর

এক শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা হিরাতের উত্তর পূর্ব্ব দিকে বাস করে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

হিন্দকি—হিন্দুজাতি হইতে যাহারা জন্ম লইয়াছে, এখানে তাহাদিগকে হিন্দকী কহে। কথিত আছে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নাকি ক্ষত্রিয় ছিল। হিন্দকিরা আফগনস্থানে বাণিজ্য এবং বেণেতীর কাজ করে। এখানে জাট জাতিও দেখা যায়। ইহারা দরিদ্র; তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মজুর খাটিয়া দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে নাপিত এবং মেথরও দেখা যায়।

বেলুচি—অনেকে অনুমান করেন যে ইহারা আর্য্যকুলোদ্ভব। ইহাদের মধ্যে কম্রানি, হজদার, খোসাব, লঘারি, গুর্ব্বানি, মরি এবং বক্তি, এই কয়েকটী সম্প্রদায়ই প্রধান। ইহারা অসভ্য এবং অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। বিধাতা ইহাদের শরীর যেন মানুষের উপাদান দিয়া গড়েন নাই। প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কেহ সহজে পিপাসায় কাতর হয় না। পিপাসা লাগিলেও জলপান না করিয়া স্বচ্ছন্দে অনেকক্ষণ থাকিতে পারে। ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে মানুষের মধ্যে জগতে ইহাদের তুল্য আর দ্বিতীয় জাতি দেখা যায় না। ইহাদের ভাষা প্রাকৃতের মত।

শিয়া-পোষ-কাফের নামে আর এক জাতি আছে। ইহারা মুসলমান নহে। শিয়া-পোষ-কাফের শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ-বস্ত্রপিহিত নাস্তিক। মুসলমানেরা এ পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে কোরাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য ইহাঁদিগকে কাফের কহেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ইহাঁরা আদিম আর্য্যজাতির একটী শাখা। ইহাঁদের কেদারা ও মেজ আছে। ইহাঁরা কাঠের ঘরে বাস করেন। দুঃখের বিষয়, এই জাতির বিশেষ বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

আফগনদের মধ্যে কোন জাতি আজও পূর্ব্বকালের মত পশু লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। খোরাসানের মধ্যে এই জাতীয় লোকই অধিক দেখা যায়।

সাধারণতঃ আফগনেরা সুশ্রী, দীর্ঘকায় এবং বিলক্ষণ বলিষ্ঠ। ইহাদের কপালের উপর হইতে মস্তকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত চুল কামান, দুই পাশের চুল কামান নহে। দাড়ী প্রায় তাম্রবর্ণ, কাহার কাহার কৃষ্ণবর্ণও হইয়া থাকে। ইহাদের মুখাকৃতি গম্ভীর ও গর্ব্বযুক্ত এবং প্রকৃতি অতিশয় উগ্র। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই বেশ রূপবতী। তাহারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে। ইহাদের মধ্যে অসতী নিতান্ত অল্প।

এখন আফগনস্থান জনৈক আমীরের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। লোকে তাঁহাকে কথায় রাজা বলে, এই যা গৌরব, নতুবা তাঁহাকে রাজ্যের কর্ত্তা বলিয়া কেহই মানে না। এক একস্থানে এক একজন করিয়া সর্দ্দার আছেন, তাঁহারাই দেশের কতকটা অধীশ্বর। এলফিনিষ্টোন সাহেবকে জনৈক প্রাচীন পাঠান বলিয়াছিলেন,—'আমাদের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটুক, তাহাতে আমরা অসুখী নই; রাজ্যে সর্ব্বদা বিপ্লব ঘটে, তাহাতে ক্ষতি ভাবি না; বসুমতী যদি শোণিত ধারায় ভাসিয়া যায়,—যাউক, তাহাতেও আমাদের গৌরব আছে; কিন্তু মাথার উপর কেহ কর্ত্তৃত্ব করিবেন, পাঠানের প্রাণে সে কাপুরুষতা সহ্য হয় না'।

অতি প্রাচীনকালে আফগনস্থান প্রভৃতি দেশে হিন্দুজাতির বাস ছিল। এখানকার কান্দাহার আমাদের প্রাচীন গান্ধার দেশ। পারস্য 'গাফ্' বর্ণের সঙ্গে 'কাফ্' বর্ণের সাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য 'গান্ধার' শব্দ স্থলে ভ্রমক্রমে 'কান্দাহার' লিখিত হয়। এখন সেই ভুল প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। গান্ধার দেশ গান্ধারীর পিত্রালয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি এই খানে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের অনুমান এই যে, এখানকার কাবুল দেশই পূর্ব্বে কম্বোজ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আফগনস্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের অনেক দেবালয়ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এখানে কখন কোন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না।

কাবুল নদের কাছে বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ আজও পড়িয়া আছে। পেশোয়ারের নিকটে কর্পূরগিরিতে অশোকরাজের নাম দেখা যায়। আফগনস্থানের উত্তরে বৃহদাকার একটী পাষাণময় মূর্ত্তি আছে। উহা একেবারে পর্ব্বত হইতে ক্ষুদিয়া বাহির করা। পৃথিবীতে তত বড় মূর্ত্তি প্রায় আর কোথাও নাই। কাবুলের উত্তরে কোহিদামনে বিস্তর পুরাতন নগরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কাবুলের পর্ব্বতে এবং জেলালাবাদে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ আছে। সিন্ধুনদের কাছে মহাবন পর্ব্বতে এবং পেশোয়ারের নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত নগর, মঠ, মন্দির এবং পুরাতন দুর্গের চিহ্ন পাওয়া যায়। বাগ্রাম হইতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

কান্দাহারের কোন পল্লীতে একটী পাথরের পাত্র আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, শাক্যমুনি ঐ পাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতেন। গজনবী বা গজনী নগর মাহ্মুদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন তথায় মাহ্মুদের কবর ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার নাই।

খৃষ্ট ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর আলেক্‌জান্দার আফগনস্থান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সেল্যুকস এই সকল অঞ্চলের রাজা হন। ৩১০ খৃষ্ট পূর্ব্বে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সিন্ধুনদের পরপারের কতক স্থান বিবাহ সূত্রে দান করিয়াছিলেন। গ্রীস্‌দেশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করিবার সময়ে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এখনও তাহার অনেক টাকা ও মোহর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মুদ্রা হইতে তখনকার রাজাদের কতকটা বিবরণ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দিতে (৬৩০-৪৫) চীন-পরিব্রাজক হুয়েঙ্ সিয়াং কাবুলে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে তুর্কী এবং হিন্দু রাজা ছিলেন। খৃঃ দশম শতাব্দিতে আফগনস্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়। তারিখুলহিন্দ নামক আরবী পুস্তকে লিখিত আছে যে, বর্হতিজিন নামে জনৈক তুর্কী তিব্বত দেশ হইতে আসিয়া কাবুলে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে ষাট পুরুষ পর্য্যন্ত এই রাজ্য তুর্কীদের হাতে থাকে। কাতোর্মান এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার মন্ত্রীর নাম কালর। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাতোর্মানের স্বভাব তাদৃশ বিশুদ্ধ ছিল না, সে কারণ কালর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন। অতঃপর, সুমন্দ, কমল এবং ভীম ক্রমান্বয়ে কাবুলের রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। পরিশেষে জয়পাল, আনন্দপাল, নারদজনপাল এবং ভীমপাল কাবুলে রাজত্ব করেন।

তৈমুর সমস্ত আফগনস্থান জয় করিয়াছিলেন। ১৫০১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য তৈমুর বংশের কোন সামান্য রাজার হাতে থাকে। পরে উক্ত কুলোদ্ভব প্রথিত নামা সুলতান বাবর এই স্থান অধিকার করিয়া লন্। ১৫২২ সালে কান্দাহার আফগনস্থানের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা কাবুলের অধীশ্বর ছিলেন এবং হিরাত পারস্যের অধীনে ছিল। কান্দাহার কখন দিল্লীর হস্তগত হইয়াছিল, কোন কোন সময়ে পারস্যের রাজারা ইহা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭০৮ সালে কান্দাহারবাসীরা পারস্যদিগকে দূরীভূত করিয়া ঘিলজৈ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তিকে রাজা করেন। ১৭১৫ সালে হিরাত স্বাধীন হইয়া পড়ে। ১৭২০-২২ সালে ঘিলজৈরা ইস্পাহান অধিকার করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত পারস্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ১৭৩৭-৩৮ সালে পারস্যের নাদিরশাহা আফগনস্থান পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লন্। ১৭৪৭ সাল পর্য্যন্ত এই স্থান পারস্যের অধীনে থাকে। পরে নাদির শার মৃত্যু হইলে আহ্মদশাহা দুরাণী পারস্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া নিজে আফগনস্থানের রাজা হইলেন।

মহাবীর নেপোলিয়ানের সময়ে ফরাসিরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পারস্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তৎকালে শাহা-সুজা আফগনস্থানের অধিপতি। ইংরাজেরা ফরাসিদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মাননীয় মোণ্টষ্টুয়ার্টকে শাহা-সুজার নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই উপলক্ষে পাঠানদের সঙ্গে ইংরাজদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। ১৮৩২ সালে আলেকজান্দার বর্ণেস্ বোখারা যাইবার সময়ে কাবুলে গিয়াছিলেন। সে সময়ে আমির দস্ত মহম্মদ এখানকার অধীশ্বর। ১৮৩৭ সালে পারস্যেরা হিরাত আক্রমণ করেন; এদিকে রুষেরাও ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল উদ্বিগ্ন হইয়া বর্ণেস্ সাহেবকে রেসিডেণ্ট করিয়া কাবুলে পাঠাইলেন। কিন্তু কাবুলের আমির সন্ধিপত্রে যে সকল সর্ত্ত রাখিতে চাহিলেন, ইংরাজদের তাহা মনের মত হইল না। এই সময়ে কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমির শাহা-সুজা রাজ্যচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকেই পুনর্ব্বার কাবুলের আমির করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করেন। বৃটিশ সৈন্য সজ্জিত হইল, রণসজ্জায় কাবুলাভিমুখে ছুটিতে লাগিল,—সঙ্গে সেনাপতি সার কুড ওয়েড। কিন্তু রণজিৎ সিংহ সকল সৈন্যকে আপনার রাজ্যের মধ্যে থাইবার পথ দিয়া যাইতে দিলেন না। সে কারণ সিন্ধু-প্রদেশের ২১,০০০ পদাতিক সেনা, সার জন কিনের সঙ্গে বোলান পথ দিয়া সীমা-প্রদেশ পার হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইলে কান্দাহারের কোহান্দিল খাঁ পারস্যে পলাইয়া গেলেন। ১৮৩৯ সালে ইংরাজেরা কান্দাহার অধিকার করিয়া শাহা সুজাকে আমির করিলেন। তাহার পর সার

হেনরি ডুরান্দ গজনীর একটা ফটক ভাঙ্গিয়া ঐ নগর অধিকার করেন। দস্ত মহম্মদের সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, সে কারণ তিনি হিন্দুকোষপর্ব্বত পার হইয়া পলাইয়া গেলেন। তখন শাহ-সুজা অক্লেশে নগর অধিকার করিয়া লইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। আলেক্জান্দার বর্ণেস সাহেব রেসিডেন্ট হইলেন, ম্যাকনটেন সাহেব দৌত্যকার্য্যের ভার পাইলেন; কাবুল রক্ষার নিমিত্ত শাহা-সুজার সৈন্য এবং ৮,০০০ আট হাজার ইংরাজ সৈন্য থাকিল, এদিকে সার জন কিন সাহেব বিজয়ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দুই বৎসর কাল ধরিয়া শাহ-সুজা এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা, কাবুল আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালের ৩ নবেম্বর, দস্ত মহম্মদ আসিয়া ইংরাজদের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু পাঠানেরা কখনই সুস্থির ও শান্ত ভাবে থাকিবার লোক নহে। তাহারা বীর পুরুষ, পরাধীনতাকে তাহারা নরকের মত ঘৃণা করে। ইংরাজেরা যে বন্দবস্ত করিলেন, তাহা কাহারও মনঃপূত হইল না। মধ্যে মধ্যে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে ১৮৪১ সালে কাবুলীরা বর্ণেস সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বিনষ্ট করিল। সার উইলিয়াম ম্যাকনটেন, দস্ত মহম্মদের পুত্র অকবর খাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিতেছিলেন। অকবর খাঁ সুযোগ পাইয়া সেই সময়ে ম্যাকনটেন সাহেবের প্রাণ নষ্ট করেন। ১৮৪২ সালের ৬ জানুয়ারি ৪,৫০০ সৈন্য এবং প্রায় ১২,০০০ সহচর কাবুল হইতে পলাইয়া আসে। কিন্তু ঐ সকল লোকের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইদন জেলালাবাদে পৌছিতে পারিয়াছিলেন। যখন তিনি জেলালাবাদে পৌছেন সে সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল। কাবুল হইতে সেনাগণ চলিয়া আসিলে বিদ্রোহীরা শাহ-সুজারও প্রাণ নষ্ট করে। কাবুলে বিভ্রাট ঘটিলে সেনাপতি নট কান্দাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেনাপতি সেল জেলালাবাদে ছিলেন। ১৬ এপ্রেল পোলক সাহেব খাইবার পথ দিয়া জেলালাবাদে উপস্থিত হন্। ১৫ সেপ্টেম্বর কাবুল দেশ পুনর্ব্বার ইংরাজদের হস্তগত হইল। শাহা-সুজা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছেন, সুতরাং দস্ত মহম্মদকে আবার কাবুলের আমির করা হইল। ১৮৪৮ সালে, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময়ে তিনি আটক অধিকার করিয়া লন্। তাহার পর গুজরাটে যুদ্ধের সময়ে শের সিংহের সাহায্যের নিমিত্ত তিনি অনেক আফগন সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে দস্ত মহম্মদ কান্দাহার অধিকার করিলেন। ঐ বৎসরে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহার পুনর্ব্বার সন্ধি হয়। ১৮৫৬ সালে পারস্যেরা হিরাত লুঠ করেন, সে কারণ ইংরাজেরা সসৈন্যে পারস্যোপসাগরে উপস্থিত হন্। পর বৎসরে পেশোয়ারে গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে আমিরের সাক্ষাৎ হয়। পারস্যের আক্রমণ হইতে আফগনস্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত লাট সাহেব, আমিরকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। ১৮৬৩ সালে দস্ত মহম্মদ হিরাত জয় করিলেন। কিন্তু সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

দস্ত মহম্মদের পুত্র শের আলি খাঁ আমির হইলেন। ১৮৬৯ সালে লর্ড মেও, অম্বালানগরে তাঁহার সঙ্গে বহু সমাদর পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রুষকর্ম্মচারীদের পত্রাদি লেখালেখি হইতে লাগিল। পরিশেষে রুষ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের আফগনস্থানে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। সেই সময়ে ইহাও স্থির করা হয় যে, শ্রী-ই-কুল হ্রদে উক্সস্ নদের উৎপত্তি স্থান হইতে বাকের পশ্চিম ধার পর্য্যন্ত আফগনস্থানের সীমা।

১৮৭৮ সালে জেনারেল স্তোলিতফ নামে জনৈক রুষদূতকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়। আমির তাঁহার বিস্তর সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা সার নিবিলি চেম্বার্লেনকে প্রেরণ করিলে সের আলি তাঁহার প্রত্যাখ্যান করিয়া আফগনস্থানে সীমা পার হইয়া যাইতে দেন নাই। তাহার পর আমিরকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া এবং ভয় দেখাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারও কোন উত্তর আসিল না। সুতরাং ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলেন। শের আলি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মজরি-শরিফে পলাইলেন, সেইখানে শারীরিক ও মানসিক কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৮৭৯ সালে যাকুব খাঁকে আমির করা হয়। এই সময়ে একটী নির্দ্দিষ্ট সন্ধিও হইয়াছিল। সেই সন্ধি সূত্রে মেজর সার ল্যুইস্ কাভানারী কাবুলের রেসিডেন্ট হইলেন। কিন্তু আফগনস্থানীরা শান্তভাবে থাকিবার লোক নহে, তাহারা রেসিডেন্ট সাহেব ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বিনষ্ট করিল।

সে কারণ ইংরাজেরা পুনর্ব্বার কাবুলে গিয়া অনেক যুদ্ধের পর যাকুব খাঁকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়া, ১৮৮০ সালের ২২ জুলাই আবদর রহমন খাঁকে আমিরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

প্রজাদের কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে গ্রামের লোকেরা একটী মত স্থির করিয়া পঞ্চায়তের কাছে তাহা পাঠাইয়া দেয়। পঞ্চায়তেরা তাহার পুনর্ব্বিচার করিয়া স্বসম্প্রদায়ের সভার কাছে তাহা প্রেরণ করেন। এই সভায় বিচারের সময়ে মহা হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া যায়। বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডার পরে বিচারের শেষ নিষ্পত্তি হয়। কাজি এবং মুফ্‌তিরা পল্লীগ্রামের বিচার করিয়া থাকেন। মুসলমানদের আইন অনুসারেই বিচার করিবার পদ্ধতি আছে; কিন্তু কাজের সময়ে প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। প্রচলিত দেশাচার দেখিয়াই অনেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়। এখানে ননবাতি নামে একটী চমৎকার নিয়ম আছে। কোন লোক অন্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু প্রার্থনা করিলে গৃহস্থকে অভ্যাগত ব্যক্তির আশা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিতে হয়। ইহাদের একবার কেহ অপকার করিলে পুরুষানুক্রমে তাহা মনে করিয়া রাখে। মনের মত করিয়া প্রতিহিংসা না লইতে পারিলে ক্রোধের শান্তি হয় না।

আফগনস্থানে যাহারা প্রকৃত পাঠান নহে তাহাদের চলিত ভাষা পারস্য। আফগনদের ভাষা পুষ্টু। ইহা আর্য্য ও পারস্য মিশ্রিত।

১৮৫৭ সালে আফগনস্থানের রাজস্ব প্রায় ৪,০০০,০০০ টাকা ছিল। ১৮৬৩ সালে রাজস্বের পরিমাণ ৭,১০০,০০০ টাকা হইয়াউঠে। ১৮৭৯ সালে ৭,৩৩০,০০০ টাকা রাজস্ব হয়। ১৮৮০ সালে যাকুব খাঁ, মেজর বিদল্‌ফকে বলিয়াছিলেন যে, মোট ১৫,০০০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। আফগনস্থানের রাজস্ব বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, কিম্বা পূর্ব্বের আমিররা ঠিক হিসাব দিতে পারেন নাই, তাহা বলা যায় না।

জমির ফসলের উপর কর নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার বাগাত জমির কর পৃথক্। টাকশাল, শুল্ক, জরিমানা, গুনাহগারী, বাটীর কর, ছাইড় পত্রের কর প্রভৃতি নানা বিষয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়।

১৮৫৮ সালে আমিরের ১৬ ষোল পল্টন (৮০০ ফৌজ) পদাতিক, ৩ তিন পল্টন (৩০০ ফৌজ) তুরুকসোয়ার, প্রায় ৮০ টী ক্ষুদ্র কামান এবং অ.র কয়েকটী বড় কামান ছিল। আজি কালি পূর্ব্বের চেয়ে সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আফলোদয়কর্ম্ম (ত্রি) ফলোদয়পর্য্যন্তং কর্ম্ম যস্য। বহুব্রী। যে পর্য্যন্ত না ফললাভ হয় সে কাল পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করে। অধ্যবসায়শীল।

আফা (দেশজ) জনশ্রুতি। যেমন—এটা আফা মাত্র। মাছ ধরিবার আড়াকল।

আফাপন্থী। আপাপন্থী। একশত বৎসরের অধিক হইবে না এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাপন্থীরা এক প্রকার রামায়াত, তাহার সঙ্গে কতকটা বাউলের আচার ব্যবহার মিশানো আছে, আবার মধ্যে মধ্যে একটু মুসলমানী গন্ধও পাওয়া যায়। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই পন্থী প্রথম সৃষ্টি করিলে আমরা বলিতাম যে, ইহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আফাপন্থী, সৎনামী এবং পল্টুদাসীদের ব্যবহার প্রায় এক রকম।

একশত বৎসরের কম হইবে মোল্লারপুর জেলায় মুন্নাদাস নামে একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তিনিই এই পন্থীর সৃষ্টি কর্ত্তা। অযোধ্যার পশ্চিমে মাড়বা গ্রামে তাঁহার গাদী আছে। মুন্নাদাসের শিষ্যের নাম গুঙ্গদাস, গুঙ্গদাসের শিষ্য ভগ্গন দাস। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে মাড়বা গ্রামে একটী মেলা হয়। সেই দিন গুরু কুণ্ডে স্নান করিবার নিমিত্ত অনেক শিষ্য তথায় আসিয়া গাদীর মোহান্তকে প্রণামী দেয়।

মুন্নাদাস কাহার নিকট শিষ্য হন্ নাই, মনই তাঁহার গুরু। এই রূপ একটী গাথা চলিত আছে—

রামানুজকে ফৌজমে বারা গাড়ী পোল।

আফাপন্থী মন্‌মুখী ফিরে টেলে টোল।

রামানুজের সৈন্য মধ্যে অনেকগুলি ভাঙ্গা গাড়ী আছে। মন্‌মুখী আফাপন্থী গলিতে গলিতে ফিরিয়া বেড়ায়।

এখানে মন্‌মুখী শব্দ হইতেই এই সম্প্রদায়ের গুরুর বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যিনি অন্য কাহাকে গুরু বলিয়া মানেন না, আপনার মন বুঝিয়া কাজ করেন, তিনিই মন্‌মুখী। মুন্নাদাস প্রথমে তাহাই করিয়াছিলেন, তিনি আপনার মনের কাছে উপদেশ লইয়াছিলেন, উপদেশ লইয়া তাহার পর এই মত প্রচার করেন। কিন্তু ইহার ভিতরে একটী কথা আছে,

এখন আফাপন্থীরা প্রথমে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হন্। গাদীর মোহান্ত এবং আফাপন্থীর উদাসীনেরা গৃহস্থদের গুরু। তাঁহারাই শিষ্যদিগকে মন্ত্র দিয়া থাকেন।

আফাপন্থীদের মধ্যে গৃহী এবং উদাসীন এই দুই প্রকার লোকই আছেন। উদাসীনেরা গেরুয়া বস্ত্রের কোর্ত্তা, কৌপীন এবং টুপী পরিয়া থাকেন। কাহার কাহার গলায় তুলসীর হীরা এবং নাক হইতে কপালের উপর পর্য্যন্ত উর্দ্ধ পুণ্ড্রও আছে। কেশ রাখিবার নিয়মও এক প্রকার নয়; কাহার মাথা মুণ্ডিত, কাহার আবার গালভরা দাড়ী গোঁপ দেখা যায়। মোহান্তদের গলায় পশমের এক প্রকার মালা থাকে, তাহার নাম সেলী। ইহাঁদের উপাধি দাস বা সাহেব। পরস্পর দেখা হইলে, 'বন্দিগি সাহেব'—এই কথা বলিয়া অভিবাদন করিতে হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে ইহাঁদের নাকি কোন রূপ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ছিল না।

উদাসীনেরা রামমন্ত্র জপ করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে পারিলে তাঁহারা গায়ত্রী সাধন করেন। আপনার শুক্র পান করাকে গায়ত্রী-ক্রিয়া কহে। সাধক হাতে আপনার শুক্র লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রথমে তদ্দ্বারা কপালে উর্দ্ধপুণ্ড্র করেন, তাহার পর চক্ষে অঞ্জনের মত কিঞ্চিৎ শুক্র লেপন করিয়া অবশিষ্ট পান করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ সৎনামী শব্দে দেখ।

আফিঙ। আফিঙ্গ। [অহিফেন শব্দ দেখ]।

আফিস (ইংরাজি অফিস office শব্দের অপভ্রংশ)। যে খানে লোক হিসাবপত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। দপ্তরখানা।

আফুক (ক্লী) আ ঈষৎ ফুৎকার ইব ফেনোহত্র পৃং তকারস্য লোপঃ। আফিঙ।

আফ্রিকা। পৃথিবীর চারিটী মহাদ্বীপের মধ্যে একটী মহাদ্বীপ। ইহার উত্তরে ভূমধ্য সাগর; পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর; পূর্ব্বদিকে ভারত সমুদ্র, লোহিত সাগর এবং সুয়েজ যোজক। উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ইহা ৫২০০ মাইল দীর্ঘ; এবং পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬৫০ মাইল প্রশস্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ১১,৫০০,০০০ বর্গ মাইল। ইউরোপের চেয়ে ইহা প্রায় তিনগুণ বড়। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ১৮৮,০০০,০০০ জন। এই মহাদ্বীপ ৩৭° ২০′ হইতে ৩৪° ৫০′ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত, এবং ১৭° ৩২′ হইতে ৫১° ২২′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

এই কয়েকটী এখানকার প্রধান দ্বীপ—মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ; কেনারী দ্বীপপুঞ্জ; কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ; ফার্নান্দ পো; প্রিন্সেস দ্বীপ; সেণ্ট তমাস; আসেন্সন; সেণ্ট হেলেনা; মাদেগাস্কার; কোমরো দ্বীপপুঞ্জ; রুনিয়ন, ইহার পূর্ব্ব নাম বোর্ব্বোন্; মরিশস্; সেচিলিস; সোকোত্রা।

উপসাগর—সাইদ্রা; কেব্‌স; তিউনিস; গিনি, ইহার মধ্যে বাইট অব্ বেনিন এবং বায়েফ্রা আছে; সালদানহা; টেবল; ফল্‌স; আলগোয়া; দেলেগোয়া; সোফালা; লোহিত সমুদ্র।

প্রণালী—জিব্রালতার; বাবেলমান্দেব; মোজাম্বিক।

যোজক—সুয়েজ।

অন্তরীপ—বোন, স্পার্ত্তেল, কাণ্টিন, বোজেদোর, ব্রাঙ্কো, ভার্দ, পামাস, ফোর্ম্মোসা, লোপেজ, নেগ্রো, উত্তমাশা, আগুলহাস, কোরিয়েণ্টিস, দেলগেদো, গোয়ার্দাফুই।

পর্ব্বত—আটলাস, কোঙ্গ, কামারুন, মোসাম্বা, নিউভেল্‌ড; লুপাতা, কিলিমান্দজারো, কেনিয়া, আবিসিনিয়া, তেনিরিফ শেখর।

নদ নদী—নীলনদ; নাইজার, ইহার অপর নাম কোরা; সেনিগাল; গাম্বিয়া; রায়ো গ্রান্দি; আগোবে; জেয়ার, ইহার অপর নাম কঙ্গো; কাসাবি; কোয়াঞ্জা; অরেঞ্জ, ইহার অপর নাম গারিপ; জাম্বেজি।

হ্রদ—চাদ, দেম্বিয়া, ভিক্টোরিয়া-নিয়াঞ্জা, আলবার্ট-নিয়াঞ্জা; তঙ্গানায়িকা, ইহার অপর নাম ইউনিয়ামেসি বা উজিজি; নিয়াসা, শির্ব্বা; ঙ্গামি, দিলোলো, মারাবি, ইহার অপর নাম কিলবা; বঙ্গোবিলা।

আফ্রিকা অতিশয় উষ্ণপ্রধান স্থান। এখানে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতু নাই। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। সে সময়ে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে সর্ব্বদাই ঝটিকা বহে এবং সাহারার মরুভূমি হইতে লু চলিতে থাকে।

আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশ ও নগরের নাম—

বার্ব্বরি।

প্রদেশ	নগর
মরোক্কো	মোরোক্কো, মোগেদোর।


আফ্রিকা
আটলান্টিক মহাসাগর
ইউরোপ
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
আসিয়া মাইনর
ভূমধ্য সাগর
গ্রীস
লিসবন
জিব্রাল্টর
আলজিরিয়া
ত্রিপলি
বার্কা
কায়রো
মিসর
লিবিয়া
নুবিয়া
কর্কট ক্রান্তি
সাহারা
বিলমা
চাদ হ্রদ
বিষুবরেখা
আলবার্ট নায়েঞ্জা হ্রদ
ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা হ্রদ
জাঞ্জিবর
কমোরো দ্বীঃ
আসেন্সন দ্বীঃ
সেন্ট হেলেনা দ্বীপ
কালাহারি মরু
প্রিটোরিয়া
ট্রান্সভাল
কেপ কলোনি
কেপটাউন
নেটাল বন্দর
ইংরাজী মাইল

ফেজ	ফেজ, মেকুইনেজ, তেতুয়ান, তাফিলেল্ট কিউতা, তাঞ্জিয়ার, সাল্লি।
সুস	তারোদান্ত, তেদসি।
দ্রহা	তত্তা।
সেগেলমেসা	সেগেলমেসা।
তাফিলেট	তাফিলেট্।
আলজিরিয়া	আলজিয়ার্স, ওরান, ত্রিমেজেন, বোনা, কন্সতান্তাইন।
তিউনিস	তিউনিস, কৈর্বান, কেব্‌স।
ত্রিপলি	ত্রিপলি, মেসুরেতা।
বেরিয়া	দের্না, বেঙ্গাজি।
ফেজান	মৌর্জ্জুক, সোক্না।

মোগেদের এখানকার একটী প্রধান বন্দর। ফেজ-নগরকে সকলে তীর্থস্থান বলিয়া জানে। এখানে অনেকগুলি মসিদ আছে। মাকুইনেজ নগরে কখন কখন রাজা আসিয়া অবস্থিতি করেন।

অন্তরীপ—বোন, স্পার্ত্তেল, কান্তিন, নন।

উপসাগর—সাইদ্রা, কেব্‌স, তিউনিস।

পর্ব্বত—আটলাস।

নদ নদী—মহালা, ইহার অপর নাম মূলবিয়া; মেজার্দহ।

হ্রদ—ফারুন, ইহার অপর নাম লৌদিয়া; শট, মোলরির।

মরোক্কো পর্ব্বতময় স্থান। ইহার চারিদিকে আটলাস গিরি বিস্তীর্ণ শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে অনেক উর্ব্বরা ভূমিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জলবায়ু মন্দ নহে। গ্রীষ্ম প্রখর, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ কষ্ট হয় না। এপ্রদেশে যব, চিনি, বাদাম, খেজুর, কার্পাস, তামাকু প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মরোক্কোর পরিস্কৃত চর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাতে পুস্তকাদি বাঁধান যায় এবং গাড়ী, বিছানা প্রভৃতি নানা প্রকার মোড়াই কাজে ইহা লাগিয়া থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণ লোকের জীবিকা লাভের মত অধিক কাজ নাই। আটলাস পর্ব্বতের দক্ষিণে রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর আকর আছে। গৃহস্থেরা দু-কুঁটের উট, খচর ও গাধার দ্বারা নানাবিধ কাজ করাইয়া থাকে। এখানকার ঘোড়া, ভেড়া এবং উট বিখ্যাত। ভেড়ার পশম বেশ কোমল ও সূক্ষ্ম, সে কারণ সকলেই উহা আদর করিয়া ক্রয় করে।

বন্য পশুর মধ্যে সিংহ, শৃগাল এবং অনেক প্রকার বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। সাপ, বিচ্ছু এবং পতঙ্গপাল লোকের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

মুর এবং বার্ব্বার জাতিরা এখানে বাস করে। বার্ব্বারদের অপর নাম রিফ, খাবিলি, জৌভি। সমস্ত লোক সংখ্যা প্রায় ৮,৫০০,০০০ জন। ইহারা সকলেই মুসলমান। নগরের মধ্যে ইহুদী জাতিও অনেক। মরোক্কোর সম্রাট্ আপনাকে প্রকৃত সুলতান বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিই সমস্ত রাজকীয় ও ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তা।

আলজিরিয়া হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দূরে কন্সতান্তাইন নগর। ৩২৫ খৃঃ অব্দে কন্সতান্তাইন দি গ্রেট এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বোনার নিকটে প্রবাল পাওয়া যায়। আলজিরিয়া নগর সমুদ্রকূলে অবস্থিত। ইহাতে দুর্ভেদ্য গড় আছে। পূর্ব্বে এখানকার লোকেরা জলদস্যু ছিল; তাহারা সমুদ্রযান লুঠ করিয়া লইত এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ধরিয়া লইয়া তাহাদের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ১৮১৬ সালে ইংরাজেরা ঐ নগর তোপে উড়াইয়া দেন। তাহাতে দস্যুদের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয়। তাহার পর মুরেরা ফরাসিস্ কন্সোলের প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেকারণ ১৮২৭ সালে ফরাসিস্‌রা আলজিরিয়া অধিকার করিয়া লইবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ১৮৩০ সাল হইতে উহা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তিউনিস নগর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান। ভূমধ্যসাগরে একটী খাড়ী আছে, তাহার নাম তিউনিস হ্রদ। ঐ তিউনিস হ্রদের ধারে তিউনিস নগর। এই হ্রদের পূর্ব্বধারে প্রাচীন কার্থেজ সহরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তিউনিসের প্রায় ৩৫ পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে কৈর্ব্বান নগর। ইহা আরবদের প্রাচীন সহর।

ত্রিপলিও একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান। আফ্রিকার মধ্যস্থল হইতে ব্যবসায়ীরা উটের উপরে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া আনিয়া এইখানে বিক্রয় করে।

শাহারা

ইহা একটী বৃহৎ মরুস্থল। এই স্থান বার্ব্বারির দক্ষিণে মিশর হইতে আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। শাহারা প্রায় ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৫০০ হইতে ৬০০ ক্রোশ প্রশস্ত। এই মরুভূমির পশ্চিমদিক ঢালু, মধ্যস্থল

প্রায় ৪০০০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম দিকের চেয়ে পূর্ব্ব দিক অনেকটা উচ্চ, ইহার নাম লাইবিয়ার মরুভূমি। শাহারার মরুভূমি পাথর, কাঁকর এবং বালিতে পরিপূর্ণ। এখানে একটীও নদী নাই; পর্জ্জন্যদেবও বহুকাল পরে এক একবার সামান্য রূপ জল ঢালিয়া শাহারার শুষ্ক মাটী শীতল করেন। মরুভূমি হইতে বালুকা রাশি উড়িয়া সূর্য্যমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলে। সে সময়ে পথিকেরা তথায় উপস্থিত থাকিলে তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন উপায় থাকে না। মরুভূমির উপরে কেবল নানা প্রকার কাঁটা গাছ ও বাবলা বৃক্ষ জন্মে। এখানে মানুষের বাস নাই। প্রাণীর মধ্যে উষ্ট্রক পক্ষী এবং হরিণ বালির উপরে চরিয়া বেড়ায়; ধারে ধারে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং অনেক প্রকার সর্পও দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু শাহারার সকল ঠাঁই কেবল বালিতে পরিপূর্ণ নয়। ইহার মধ্যে মধ্যে বেশ উর্ব্বরা ভূমি আছে, ইংরাজিতে তাহাকে ওয়াসিস কহে। পশ্চিম দিকে উর্ব্বরা ভূমি অল্প, মধ্য স্থলে এবং পূর্ব্ব ধারেই কিছু অধিক। ঐ সকল উর্ব্বরা ভূমির মধ্যে ঘাদমিস, ফেজান, তোয়াত, আগাদিস এবং আগাবিলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে জলোৎস আছে এবং নানা প্রকার ফসল ও বৃক্ষাদি জন্মে, সে কারণ তথায় মনুষ্যজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। পথিকেরাও পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার সময়ে সেই সকল স্থানে আড্ডা করিয়া বিশ্রাম করে। শাহারার পশ্চিমদিকে মুর জাতির বাস; মধ্যস্থলে তৌরিকদের; এবং পূর্ব্বদিকে তিবু জাতির ঘর। ইহার উত্তরদিকে বার্ব্বারজাতি এবং দক্ষিণে হাফশিই অধিক।

ইজিপ্ত বা মিশর—ইহার উত্তরে ভূমধ্যসাগর; দক্ষিণে নিউবিয়া; পূর্ব্বদিকে সুয়েজখাল এবং লোহিত সমুদ্র; পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি। উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ইহা ৫০০ মাইল দীর্ঘ; নীলনদের মুখের দিকে ইহা প্রায় ১৫০ মাইল প্রশস্ত। এখানকার ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭৫,৮১২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৫,০০০,০০০।

কেইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, রোসেতা, দামাইয়েতা, সুয়েজ, সাইওত, গির্গে, আসাউয়েন, কোসেইর, এই গুলি মিশরের প্রধান নগর।

কেইরো নগরের অপর নাম ইল-কাহিরা। ইহা নীলনদের দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখান হইতে ১১৫ মাইল দূরে ভূমধ্যসাগর। ৯৭৩ খৃঃ অব্দে আরবেরা এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেইরোর চারিদিক প্রাচীরে বেষ্টিত। ২০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপরে একটী কেল্লা আছে। ১১৭৬ সালে সালাদিন ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানকার পথ অপ্রশস্ত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। কিন্তু স্থানে স্থানে বিচিত্রবর্ণ পাথরের অনেক গুলি মসিদ আছে, তাহাতেই এ নগর কতকটা সুশ্রী বলিয়া বোধ হয়। ১২৫০ সাল হইতে ১৫০৭ সাল পর্য্যন্ত ইহা মামিল্যুকদের রাজধানী ছিল। তাহার পর তুরস্কেরা এই নগর অধিকার করিয়া লন্। বৌলক, দেল্‌তার উপরে আছে। ইহাই কেইরো নগরের বন্দর।

নীল নদের উপরে এই নগরগুলি আছে—সাইওত; ইহা উপর মিশরের রাজধানী; কেইরো হইতে প্রায় ১০৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গেন্নেহ কেইরো হইতে ১৫০ ক্রোশ দূর। এস্নে ১৮০ ক্রোশ দূর। আসোয়ান ২২০ ক্রোশ দূর; ইহার নিকটে এক প্রকার রক্তবর্ণ পাথর পাওয়া যায়। লোহিত সমুদ্রের উপরে সুয়েজ বন্দর। এখান দিয়া ভারতবর্ষে জাহাজ যাতায়াত করে। এই বন্দর কেইরো হইতে ৩৮ ক্রোশ দূর।

ভূমধ্যসাগর এবং মারিওতিস হ্রদের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া নগর। খৃষ্ট জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ব্ব সেকেন্দার শা অর্থাৎ আলেকজান্দার দি গ্রেট ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তজ্জন্য এই নগরের নাম আলেকজান্দ্রিয়া হইয়াছে। তুরস্ক এবং আরবেরা ইহাকে সেকেন্দারিয়ে কহেন। [আলেকজান্দ্রিয়া শব্দ দেখ]।

মিশরের ভিতরে নীলনদ প্রবাহিত হইতেছে। এখানে কখন বৃষ্টি হয় না। বর্ষাকালে নীলনদে বন্যা আসে, কাজেই সে সময়ে দুই ধারের ভূমিতে জল উঠে ও পলি পড়ে, সে কারণ এখানকার মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা। ভারতবর্ষের মত মিশরেও অতি সামান্য প্রণালীতে চাস করা হয়। গম, যব, ধান, ভুট্টা, কাঙ্গু, শিম, কার্পাস, নীল, তামাকু, চিনি, আফিম, লিণ্ট প্রভৃতি দ্রব্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পদ্ম, কাগজ-গাছ, দ্রাক্ষা, বাদাম, কমলানেম্বু, খেজুর প্রভৃতি অনেক ফুল ফল ও বৃক্ষাদি এখানে উৎপন্ন হয়।

মিশরের লোকেরা অতি প্রাচীন কালেই বিলক্ষণ সভ্য হইয়াছিলেন। বাইবলের মতে ইহাই ফেরো রাজাদের রাজ্য। ইস্রেলাইতরা এইখানে আবদ্ধ থাকিয়া দাসত্ব করেন। এখানকার স্তম্ভ ভুবনবিখ্যাত। [মিশ-

রের বিস্তারিত বিবরণ ইজিপ্ত ও মিশর শব্দে দেখ]।

নিউবিয়া—পূর্ব্বে ইহার নাম ইথিওপিয়া ছিল।

প্রদেশ	নগর
দঙ্গোলা	মারাকাহ, ইহার অপর নাম নব দঙ্গোলা; দের, সৌকিন।
সেনেয়ার	খার্ত্তুম, সেনেয়ার, শেন্দী।

নিউবিয়ার ভূমিপরিমাণ প্রায় ২৫০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০,০০০ জন। নীলনদের নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন এখানকার আর সমস্ত অংশই মরুভূমি। সেনেয়ারের মধ্যে বাবলাগাছের নিবিড় জঙ্গল আছে। এখানকার অনেক স্থানে বিস্তর সুদৃশ্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মন্দির বড় বড় পাথর হইতে ক্ষুদিয়া বাহির করা। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে মিশরের খেদিব দাসবিক্রয়ের প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত ইংরাজ ভ্রমণকারী সার সাম্যুয়েল বেকারকে মধ্য আফ্রিকায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক সৈন্য গিয়াছিল। দুই বৎসর পরে মিশর রাজ্য আলবার্ট-নিয়াঞ্জা হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। নিউবিয়ার লোকেরা অনেকেই মুসলমান; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিস্তর পৌত্তলিকও আছে।

আবসিনিয়া—ইহা নিউবিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে। ইহারও কিয়দংশ প্রাচীন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত। এখানকার প্রধান প্রধান নগরের নাম গোন্দার, আঙ্কোবার, আক্ষম, আদোবা এবং মাসৌহ। আবসিনিয়া পর্ব্বতময় স্থান। মধ্যে মধ্যে উর্ব্বরা ভূমিও আছে। নানা প্রকার শস্য, তেঁতুল, খেজুর, কাফি প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন হয়। হস্তী, গণ্ডার, সিংহ এবং নানা জাতীয় ব্যাঘ্র ও বানর এখানকার বন্য পশু। নদীতে ও হ্রদে জলহস্তী এবং কুম্ভীরও অনেক আছে। পূর্ব্বে আবসিনিয়া একজন সম্রাটের অধীনে ছিল। তাহার পর এই দেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে তিগ্রে এবং শোয়াই প্রধান। তদ্ভিন্ন গালস নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আবসিনিয়ার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। এখানকার লোকেরা ঠিক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নহে, কিন্তু তাহাদের মত ও বিশ্বাস কতকটা খৃষ্টানদের মত। থিওদর নামে এক জন আবসিনিয়ার রাজা কয়েকজন ইংরাজকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কারামোচনের নিমিত্ত ১৮৬৭ সালে ইংরাজেরা সার রবার্ট নেপিয়রের সঙ্গে অনেক সৈন্য দিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন। আফ্রিকার মধ্যস্থলে প্রায় ২০০ দুই শত ক্রোশ গিয়া নেপিয়র সাহেব তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া আনেন।

মধ্য আফ্রিকার ভালরূপ বিবরণ এখনও কিছুই জানা যায় নাই। বার্ব্বারির দক্ষিণে বৃহৎ মরুভূমি। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই কিছু লেখা হইয়াছে। মরুভূমির দক্ষিণে সুদন বা নিগ্রিশি।

মরুভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম,—

প্রদেশ	নগর
লুদামর	বিনৌম।
বেরু	ওয়ালেত।
সেনিগালের কূলবর্ত্তী স্থান—	
বন্দৌ	ফতেকন্দা।
কসন	কুনিয়াকারী।
কেয়ার্ত্তা	কেম্মু।
নাইজারের কূলবর্ত্তী স্থান—	
বাম্বারা	সেগো।
জেন্নেহ	জেন্নেহ।
তিম্বক্ত্ু	তিম্বক্ত্ু।
য়িওরী	য়িওরী।
বোর্গু	বৌসা, কিয়ামা।
নাইফি	বাব্বা, ফন্দাহ।
যারিবা	এইয়ো।
চাদ হ্রদের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম কূলবর্ত্তী স্থান—	
হৌসা	সাকাতু, কানো, জারিয়া বা জেগজেগ।
কানেম	মাউ, বেরী।
বোর্ণো	কৌকা, বোর্ণো।
মন্দর	মোরা।
আদমবা	যোলা।
বেঘার্ম্মি	মেন্ন।
দার্জালে, বাদী বা বের্গু	ওয়ারা।
দার্ফর	কব্বে।
শ্বেতনদের কূলবর্ত্তী স্থান—	
ফের্ব্বিত	ফের্ব্বিত।
কর্দ্দোফান	ওবিদ।

আফ্রিকার মধ্যস্থলের বিবরণ আজও ভাল রূপ জানা যায় নাই। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত লোক পুনঃপুনঃ ইহার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন.

এখনও কত লোক অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু একে পথ দুর্গম তাহাতে ঐ সকল স্থানের লোক নিতান্ত অসভ্য, সে কারণ ভ্রমণকারীদের অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না।

মধ্য আফ্রিকার অনেক স্থানের ভূমি বেশ উর্ব্বরা। সেখানে নানা প্রকার ফসল ও বৃক্ষাদি জন্মে। কোঙ্গো, জাম্বিজি, নাইজার, শ্বেতনদ এবং চাদ, শির্ব্বা, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা, আলবার্ট নিয়াঞ্জা, তাঙ্গানিকা, নিয়াসা প্রভৃতি হ্রদের ধারে বিস্তর লোকের বাস আছে।

বোর্ণোয়ের পশ্চিমে হোসা দেশ। তথায় প্রচুর শস্য, কার্পাস এবং নীল উৎপন্ন হয়। চাদহ্রদের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে বোর্ণো দেশ। এখানকার রাজার অসীম ক্ষমতা। বির্ণি ইহার পুরাতন রাজধানী। এখন নগরের আর কিছুই নাই, সকলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই রাজধানীতে অন্যূন ২০০,০০০ লোকের বাস ছিল। এই রাজ্যের কতক অংশ বালুকাপূর্ণ, বাকি বেশ উর্ব্বরা ভূমি ; সেখানে অপর্য্যাপ্ত শস্যাদি জন্মে। ওয়াদী একটী বৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্যের ভিতরে ফিত্রে হ্রদ আছে। সেনেয়ারের পশ্চিমে দার্ফুর। বর্ষাকালে এখানকার ক্ষেতে ফসল হয় ; কিন্তু অন্য ঋতুতে মাটী অতিশয় নীরস হইয়া যায়, তাই সে সময়ে শস্যাদি কিছুই জন্মে না। মধ্য আফ্রিকার রাজারা স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইলেও প্রজাদের সঙ্গে কাহার অম্বরস নাই।

সেনিগাল এবং নাইজার নদের উপর দিকে অসংখ্য লোকের বাস। তাহারা প্রায় সকলেই হাফসী। কিন্তু হাফসী বলিয়া তাহারা অন্য অন্য স্থানের লোকের মত নয়, ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা ভাল। তিম্বক্তু একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। বার্ব্বারি, গিনি এবং সেনিগাম্বিয়ার লোকেরা এক একবারে চারি পাঁচ শত উটের উপরে পণ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া এই খানে বাণিজ্য করিতে আসে। নাইজার নদের নিম্নভাগে এবং যাপরী, বৌসা, যারিবা এবং নিফি প্রদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। ঐ সকল রাজ্যে বিস্তর লোকের বাস আছে এবং তাহাদের দিন নির্ব্বাহের যোগ্য যথেষ্ট কাজও জুটে, কাহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হয় না। নিফির নিম্নে সমুদ্রকূলের দিকে প্রায় সকলি জলাভূমি। তথায় অতিশয় বন্যা হয় এবং জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার প্রায় সকল লোকেই ব্যবসায়ী। নাইজার নদের মুখ হইতে দেড় শত ক্রোশ উপরে চাদ নামে আর একটী নদ আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশিয়াছে। চাদ নদের ধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই সকল স্থানে আড্ডা করিবার জন্য ইংরাজেরা অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আবসিনিয়া এবং সুদনের দক্ষিণে যে সকল স্থান আছে, তাহাদের বিবরণ এখনও ভাল রূপ জানিতে পারা যায় নাই। লিভিন্টন প্রভৃতি ভ্রমণকারীরা দেখিয়া আসিয়াছেন, মধ্য আফ্রিকা সাগরগর্ভ হইতে প্রায় ৩৫৩৩ ফিট উচ্চ। এই উন্নত ভূ-প্রদেশের মধ্যস্থলে এবং বিষুব রেখার উত্তর দক্ষিণে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে তাঙ্গানিকা, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা এবং আলবার্ট নিয়াঞ্জাই প্রধান। এখানে বাকালাহারী, মাকোলোলো ও মাতেবেলি প্রভৃতি জাতিরা বাস করে।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে এই কয়েকটী প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
সৌমালী বা আদেল	জেইলা, বার্ব্বেরা।
আজান	বাদ।
জাঙ্গুইবার বা জাঞ্জিবার	জাঞ্জিবার বা শাঙ্গানী, মোম্বাজ, মাগাদোক্সো, কুইলোয়া।
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক, কুইলিমেন।
সোফালা	সোফালা, মানিকা, জিম্বাও, সেনা।

জাম্বিজি বা লিয়াম্বাই, মাকুমা এবং সোফালা, এই কয়েকটী এখানকার নদনদী।

ব্যবেলমান্দেব প্রণালী এবং গোয়ার্দ্দিফুই অন্তরীপের মধ্যে আদেল রাজ্য। ইহা সোমৌলিদের দেশ। এখানে প্রচুর গন্ধবোল এবং কুন্দুরু পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারের দিকে আজান দেশ বালুকাপূর্ণ এবং পর্ব্বতময় ; সেখানে তৃণ লতা বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কিন্তু ইহার ভিতর দিকের ভূমি উর্ব্বরা। স্বর্ণ, গজদন্ত, অম্বর প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আজানে পাওয়া যায়। জাঙ্গুইবারের নিম্ন জলাভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই বনে অসংখ্য অসংখ্য হাতী দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। মোজাম্বিকের ভূমি বেশ উর্ব্বরা। এখানকার জাম্বেজি নদীতে যথেষ্ট সোনা পাওয়া যায়। এই নদীর কূলে সেনা এবং তেতি নগরে পর্ত্তুগিজদের কেল্লা আছে। ইহার মধ্য

প্রদেশে অনেকগুলি সামান্য রাজা আছেন। মানিকা এবং সোফালা রাজ্যে প্রচুর সোনা মিলে। পূর্ব্বে পর্ত্তুগিজেরা আফ্রিকার এই অঞ্চলের একাধীশ্বর ছিলেন। পরে হাফসি ও আরবেরা তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। এখন সোফালা এবং মোজাম্বিকের কূল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের অধিকারে নাই।

পশ্চিম আফ্রিকায় এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
সেনিগাম্বিয়া	বাথর্ষ্ট, ফোর্ট সেন্ট ল্যুস।
উপর গিনির অন্তর্গত—	
সিরা লিওন	ফ্রিটৌন।
লাইবেরিয়া এবং	
গ্রেণ কোষ্ট	মন্রোভিয়া।
আইভোরি কোষ্ট	লাহৌ।
গোল্ড কোষ্ট	কেপ কোষ্ট কাসল, এল মিনা।
স্লেভ কোষ্ট	হোয়াইদা, বাদাগ্রি।
আশান্তি	কুমাসি।
দাহোমি	আবোমি, আর্দ্রাহা।
বেনিন	বেনিন, ওয়ারি।
পুরাতন কালেবার	বোঙ্গো বা পুরাতন কালেবার।
বাএক্রা	বাএক্রা।
নিম্ন গিনির অন্তর্গত—	
লোয়াঙ্গো	লোয়াঙ্গো।
কোঙ্গো	সেণ্ট সাল ভেদর।
আঙ্গোলা	সেণ্ট পল বা লোয়ান্দা।
বেঙ্গোএলা	সেণ্ট ফেলিপ দি বেঙ্গোওলা।

সেনিগাল, গাম্বিয়া, রাইও গ্রান্দি, নাইজার বা কোরা, আগোবে, জেইর বা কোঙ্গো, কোয়াঞ্জা, এই কয়েকটী এখানকার নদ নদী।

সেনিগাম্বিয়াতে সেনিগাল, গাম্বিয়া এবং রাওগ্রান্দি নদী আছে। ইহাদের কূলে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বসিয়া যেন হাসিতেছেন। ফসলের সময়ে চারি দিকের ক্ষেত মেঘের মত সবুজ বর্ণ হইয়া উঠে। ধান্য, ভুট্টা, নীল, কার্পাস এবং চুপড়ী আলু এখানকার প্রধান ফসল। নারিকেল, তাল, তেঁতুল, আম, বট, নেম্বু, কমলা প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষও বসুমতীর কোল শোভা করিয়া আছে। নবনীত বৃক্ষ এ প্রদেশের আর একটী আওলাত। এখানকার বাওবার গাছের গুঁড়ীও বিলক্ষণ স্থূল হয়। অসভ্য লোকেরা ঐ গুঁড়ী ক্ষুদিয়া তাহার ভিতরে মৃতদেহ রাখে।

গোরিলা বানর, চিম্পাজি বানর, হাতা, জলহস্তী, কুম্ভীর, গণ্ডার, সিংহ, নানা প্রকার ব্যাঘ্র, শৃগাল, জেব্রা, নানা প্রকার হরিণ, এবং বড় বড় বোড়া ও অন্য অন্য সাপ এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জঙ্গলে অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর পক্ষীও আছে।

প্রথমে আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটস লাইবিরিয়া সংস্থাপিত করেন। পরে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই স্থান স্বাধীন হয়। সেণ্ট ল্যুস এবং ফোর্ট গোরিতে ফরাসিসদের আড্ডা আছে। আফ্রিকার পশ্চিম দিকে আশান্তি এবং দেহোমিই প্রধান স্বাধীন রাজ্য। পূর্ব্বে এখানে দাসব্যবসায়ের অতিশয় চলন ছিল। এই কুপ্রথা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আজও ইংরাজেরা সিরালিন এবং গোল্ড কোষ্টে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এত সাবধানতাতেও এখনও নাকি দাসব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে রহিত হয় নাই।

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
কেপ কলোনি	কেপ টৌন, গ্রেহাম টৌন।
পশ্চিম গ্রিকোয়ালাণ্ড	ক্লিপড্রিপ্ত।
নেতাল	পিতরমেরিৎস বর্গ, দি-উর্ব্বন।
কাফ্রেরিয়া বা	
কাফেরভূমি	বতরওয়ার্থ, বণ্টিং।
বসুতুভূমি	... ...
অরেঞ্জনদ স্বাধীনরাজ্য	ব্লুএমফণ্টিন।
ত্রান্সভেয়াল প্রজাতন্ত্র	পতশেচফস্ত্রম।
জুলুভূমি	... ...
হতেন্তত জাতির দেশ	ওন্দোঙ্গা, বেথানী, জেরুসেলাম।
বেচুয়ানাদের দেশ	কুরুমান বা নব লাত্তাকু।

অরেঞ্জ বা গারিপ, বফেলো, ওলিফাণ্ট, বৃহৎ মৎস্য, বৃহৎ কি এবং তুগেলা এখানকার নদ নদী।

কেপ কলোনি এবং নেতাল এবং ইহাদের অধীনস্থ স্থান গুলি ইংরাজদের অধিকার ভুক্ত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল, বিস্তার ১০০ হইতে ৪০০ মাইল, সমস্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২১৭,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা অনুমান ৮৫৬,০০০; তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও কম ইউরোপীয় বাকি হতেন্তত, কাফ্রি ও অন্য অন্য

জাতি। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে দিনামারা উত্তমাশা অন্তরীপের চারি দিকে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮০৬ সাল হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ১৮৪৫ সালে ইংরাজেরা নেতালে উপনিবেশ স্থাপন করেন। গ্রিকোয়ালাণ্ডও ইংরাজদের অধিকারে আছে। এই স্থানে বহুমূল্য হীরক পাওয়া যায়।

নেতাল এবং কেপ কলোনির মধ্যে কাফেরদের দেশ। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। কাফেররা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা অতিশয় উগ্র, সাহসী ও সবল। ইহারা পরাধীন নহে।

অরেঞ্জনদ এবং বেঙ্গোএলার মধ্যে হতেন্ততদের দেশ। আফ্রিকার অন্য অন্য জাতির মধ্যে ইহারা অতিশয় অসভ্য। ইহাদের চাস নাই, কেবল পশুপালন করে ও সকলে মৃগয়া করিয়া বেড়ায়। ইহাদের ঘরও সামান্য কুটীর বৈ আর কিছুই নহে।

ইংরাজ অধিকারের উত্তরে বেচুয়ানাদের দেশ। ইহারাও অসভ্য; কেবল পশুপালন করে এবং কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই জাতি কাফ্রিদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী; কিন্তু ইহাদের সাহস ও বিক্রম অনেক কম।

আফ্রিকার দ্বীপসমূহের বিবরণ—মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগিজদের অধিকার ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে মেদিরা দ্বীপই প্রধান। নগরের নাম ফুঞ্চাল। এই দ্বীপে মেদিরা নামে উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়। এখানে কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী পাওয়া যায়।

কেনারী দ্বীপপুঞ্জ—এই পুঞ্জের মধ্যে সাতটী বড় বড় এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। লাঞ্জারোত, ফার্তেভেঞ্চুরা, গ্রান, কেনারিয়া, তেনিরিফি, গোমারা, পামা এবং হিরো বা ফিরো এই সাতটী প্রধান। এই দ্বীপ পুঞ্জ আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত। এ গুলি স্পেনের অধিকার ভুক্ত। এখানকার নগরের নাম সেন্তা ক্রুজ। তেনিরিফ শেখর প্রায় ১২,১৯৮ ফিট উচ্চ। প্রায় ৭৫ ক্রোশ দূর হইতে নাবিকেরা এই পর্ব্বতের চূড়া দেখিতে পায়। এখানেও এক প্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয় এবং কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী এই দ্বীপে জন্মে।

কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ—ইহাদের মধ্যে সেণ্ট জেগো, সেণ্ট আণ্টোনিও এবং সেণ্ট নিকোলাস এই তিনটী প্রধান। ইহার মধ্যে ফোগো একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপে একটী আগ্নেয় গিরি আছে, উহা ৯১৭৫ ফিট উচ্চ। কার্পাস, কাফি এবং সমুদ্র লবণ এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জও পর্ত্তুগিজদের অধিকারে আছে।

সেণ্টহেলেনা—এই দ্বীপ দক্ষিণ আটলাণ্টিক সমুদ্রে নিগ্রো অন্তরীপের ঠিক পশ্চিমে আছে। ইহার পরিধি প্রায় ২৮ মাইল। এখানকার প্রধান নগরের নাম জেমস টৌন। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে দায়ানা নামে একটী পর্ব্বত আছে, উহা অনূ্যন ২৬৯৩ ফিট উচ্চ। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ফরাসিস সম্রাট নেপোলিয়ান বোনেপার্টকে এই দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসেন্সন নামে এখানকার আর একটী দ্বীপ ইংরাজদের অধিকারে আছে। ইহা সেণ্ট হেলেনার উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। নাবিকেরা জলপথে যাতায়াতের সময়ে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এইখানে জাহাজ ভিড়াইয়া থাকে। এখানকার নগরের নাম জর্জ্জ টৌন।

আফ্রিকার মধ্যে মাদেগাস্কার সকলের চেয়ে বড় দ্বীপ। ইহা ভারতসমুদ্রে আছে। ইহার প্রধান নগরের নাম তানানারিভো। এই দ্বীপ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল। খৃষ্ট সপ্তদশ শতাব্দিতে, ইহার উত্তর পশ্চিম ধার হইতে শাকলাব নামে এক জাতি আসিয়া সমস্ত পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে হবা জাতি শাকলাবদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। পরে ইংরাজদের সাহায্যে ইহাঁরাই এখন মাদাগাস্কারের রাজা। ১৮১৬ সালে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পাদরিরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮২০ সালে প্রথম রাদাম রাজা দাস-বিক্রয়ের প্রথা রহিত করেন। এই সময়ে ইংরাজ পাদরিরা মাদাগাস্কারে অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া প্রজাদিগকে বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে এখানকার লোক লিখিতে পড়িতে জানিত না, এখন অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছে। পাদরিরা অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছেন। ১৮২৮ সালে রাজা রাদামের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণী রণবল মঞ্জক মাদাস্কারের অধীশ্বরী হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই ইউরোপীয়দিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর পূর্ব্বের পৌত্তলিক মত আবার প্রচলিত হইল। ১৮৬১ সালে

রাণী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাদম রাজা হইয়া পুনর্ব্বার পাদরিদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ সালে এই রাজার প্রাণ বিনষ্ট করা হয়। সে কারণ তাঁহার মহিষী দ্বিতীয় রাণবালোনা রাণী হইলেন। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইয়াই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে এবং রাজকুলের আরও অনেক গুলি লোককে লইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এখন মাদাগাস্কারের প্রায় সিকি ভাগ প্রজা খৃষ্টান হইয়াছে, বাকি সকলেই পৌত্তলিক। ১৮৭৯ সালে সমস্ত ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজেরা, ফরাসিসরা এবং আমেরিকানরা এখানে বাণিজ্য করিতে পারেন। এখন মাদাগাস্কারে ঔষধালয়, চিকিৎসালয়, এবং ৯০০ নয় শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০,০০০ ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।

মরিশস্—ইহার অপর নাম ফরাসিস দ্বীপ (Isle of France)। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে ইহাকেই মরীচবন বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে ঐ মরীচবনে কুলী প্রেরিত হয়। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে ডন পেড্রো মাস্কারেণ্হাস নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ এই দ্বীপ আবিস্কার করেন। তাহার পর ১৫৯৮ সালে ভান লেক নামে এক জন দিনামা ইহা দেখিয়া যান্। দেনমার্কের তদানীন্তন রাজকুমার মরিসের নাম হইতে এই দ্বীপের 'মরিশস' নাম রাখা হইয়াছে। ১৬৩৪ খৃষ্ট অব্দে দিনামারা তথায় একটী আড্ডা স্থাপন করেন; কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান্। ১৭২১ সালে ফরাসিসরা এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮১০ সালে ইংরাজ সেনাপতি আবার্ক্রম্বি সাহেব ইহা ফরাসিসদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

এই দ্বীপের প্রধান নগরের নাম পোর্ট লুস। এখানে কয়েকটী আগ্নেয়গিরি আছে। চিনি এবং বেত এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্ব্বে এই দ্বীপে দোদো নামক পক্ষীর বাস ছিল। এখন ঐ পক্ষীজাতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুয়েজযোজক ও খাল—পূর্ব্বে আফ্রিকা ও আসিয়া এই যোজক দ্বারা একত্র মিলিত হইয়া ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখন ঐ যোজক কাটিয়া খাল করা হইয়াছে। সুয়েজের উত্তর দিকে ভূমধ্য সাগর এবং দক্ষিণে লোহিত সমুদ্র। খাল কাটিবার পূর্ব্বে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ বেড়িয়া প্রায় তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি ইংলণ্ডে পৌছিত। এখন বোম্বাই হইতে ডাকের ষ্টিমার কম বেশী ২২। ২৩ দিনে ইংলণ্ডে পৌছে। অনেকে এই রূপ অনুমান করেন যে, বাইবলের লিখিত উর্ব্বরা গোশেন ভূমি এখনকার এই সুয়েজযোজকে ছিল।

সুয়েজখাল আশু নূতন কাটা হয় নাই। বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীনকালেও কোন কোন রাজা এইখানে খাল কাটাইয়াছিলেন। হিরোদোতস কহেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কেরোয়া নেকো সুয়েজখাল কাটাইতে লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন্ নাই। আরিস্তত‌ল, স্ত্রাবো এবং প্লিনি প্রভৃতির সে মত নয়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সিসস্ত্রিস প্রথমে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাহার মতে, পারস্যরাজ দেরায়সের দ্বারা এই কার্য্য সর্ব্ব প্রথমে সম্পন্ন হয়। আবার অন্য লোকের মুখে তলেমিরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে বালি পড়িয়া ঐ খাল বুজিয়া আসে। সেজন্য খৃঃ ২য় অব্দে ত্রেজান উহার মুখ খুলাইয়া দেন। তাহার পর আবার বালি পড়িয়া সমস্ত নালা বুজিয়া যায়। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দিতে আরব দেশের কালিফ ওমারের সেনাপতি আমরো মিশর জয় করেন। তাঁহার সময়ে সুয়েজখাল পুনর্ব্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৭৬৭ খৃ অব্দে ইহা পুনর্ব্বার বুজিয়া যায়।

এই গেল পূর্ব্বকালের কথা। ইদানীং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর আক্রমণের সময়ে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সমুদ্রের গভীরতা মাপাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালে ফরাসিসদের পক্ষ হইতে মোশিয়েঁ। তালাবত, ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে রবার্ট ষ্টেফেন্সন এবং অষ্ট্রীয়ার পক্ষ হইতে সিগ্নর নিগ্রেলি এখানকার অবস্থা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। ১৮৫৩ সালে সুয়েজের অবস্থা আরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ষ্টেফেন্সন সাহেব ভাবিলেন, এখানে খাল খনন করা এককালে অসম্ভব। তিনি অনেক বিবেচনার পর স্থির করেন যে, সুয়েজ হইতে কেইরো পর্য্যন্ত রেলপথ করিলে অধিক সুবিধার কথা। তদনুসারে ১৮৫৮ সালে তথায় একটী রেলপথ খোলা হয়। ১৮৫৪ সালে মোশিয়েঁ। দি লেসেপ্স সুয়েজখালের একটী নূতন প্রণালী আবিস্কার করিলেন। ১৮৬০ সালে খাল খনন করিবার কাজ আরম্ভ করা হইল, ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে উহা

সমাপ্ত হইয়া যায়। প্রথম দিন খাল দিয়া জাহাজ চালাইবার সময়ে (১৬ নবেম্বর ১৮৬৯), বিস্তর ইংরাজ, মিশরের খেদিব, ফরাসিস সম্রাজ্ঞী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, প্রুশিয়ার সম্রাট্ প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খাল ১০০ মাইল দীর্ঘ, তাহার মধ্যে ২৫ মাইল হ্রদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই খাল প্রথমে ভূমধ্য সাগরের কূলে সৈদ বন্দর হইতে মেঞ্জালে হ্রদের ভিতর দিয়া আবু বাল্লা হ্রদে আসিয়াছে। আবু বাল্লার পর তেম্সা হ্রদ, তাহার পর অচ্ছোদ হ্রদ (Fresh water Lake)। অচ্ছোদ হ্রদ হইতে ইহা লোহিত সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। এই খালের উপর দিক ২৬২ ফিট প্রশস্ত, নিম্নতল ১৪৪ ফিট প্রশস্ত ; ইহা প্রায় ২৩ ফিট গভীর। সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে প্রায় ১১৬,২৭০,০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। বোম্বাই হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ বেড়িয়া ইংলণ্ডে যাইবার পথ প্রায় ৫৬১০ ক্রোশ দূর। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়া গেলে ৩১৬৬ ক্রোশের অধিক হয় না। খাল দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের প্রত্যেক টনে ১০ শিলিং করিয়া শুল্ক আদায় করা হয়। প্রত্যেক মানুষের করও ১০ শিলিং। ১৮৭৩ সালে ৯,১১০,৩২০ টাকা আদায় হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে ২৪,২১৮,৩৫০ টাকা আদায় হয়। সমস্ত আদায়ের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক লাভ হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমকেরা আফ্রিকার উত্তরাংশের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দিতে হেনরী নামক জনৈক নাবিক নন অন্তরীপে আসিয়াছিলেন। তাহার পর বার্থলোমিউ দায়েজ এবং ভাস্কোদিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ দেখিয়া যান্। যোড়শ শতাব্দিতে লিও আফ্রিকেনস বার্ব্বারি এবং শাহারা হইতে আবসিনিয়াতে গিয়াছিলন। রাহুল্ফ নামক জনৈক জার্ম্মান উত্তর আফ্রিকায় পর্য্যটন করেন। ১৫৭০ সালে পর্ত্তুগিজেরা মনোমোতাপায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা মোজাম্বিকের কূলে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। শপ্তদশ শতাব্দিতে জব্সন এবং টমসন নামে দুই জন ইংরাজ আফ্রিকায় বাণিজ্য করিতে আসেন। ১৮০২-৫ সালে লিচেনষ্টিন উত্তমাশা অন্তরীপের উত্তর অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বেচুয়ানা জাতির বিবরণ প্রকাশ করেন। মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুস্তকে তিম্বক্তু এবং ধসার বিবরণ লিখিত আছে। অতঃপর বর্কহার্ট, আউদনি, ক্লাপার্ত্তন, দেনহাম, লান্দার প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার মধ্যস্থলের ঠিক অবস্থা আজও প্রকাশিত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বণিকেরা মিশর, ইথিওপিয়া, আবসিনিয়া, ফিনিসিয়া, রোম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। বাণিজ্য করিতে আসিয়া তাঁহারা নাগপূজা, বৃষের পূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর সেবা এবং আচারব্যবহার প্রচার করিয়া যান্। আবসিনিয়ার একটী স্থান আজও 'নাগ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং এক স্থানে সম্প্রতি একটী 'বৃষের' প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি স্থানের লোকেরা হিন্দুবণিক্দের দেখিয়া তাঁহাদের বিস্তর অনুকরণ করিয়াছিলেন।

আফ্রিদি। পঞ্জাবের অন্তর্গত উত্তর-সিন্ধুর পেশোয়ার এবং জেলালাবাদের মধ্যে খাইবার গিরি সঙ্কটের কাছে এই অসভ্যজাতি বাস করে। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; আফ্রিদি, শিনোয়ারি এবং ওরাক-জাই। তন্মধ্যে আফ্রিদি সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক। শিনোয়ারিরা কতকটা ব্যবসায় বাণিজ্য করে। ওরাক-জাইরাও অসভ্য। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে লুঠ করিয়া বেড়ায় ; তবে আফ্রিদিদের মত ইহাদের সমাজবন্ধন নিতান্ত বিশৃঙ্খল নহে। ইহারা অনেকটা নিয়মের বশীভূত হইয়া চলে। খাইবার পথের পূর্ব্বদিকে পেশোয়ারের কাছে আফ্রিদিদের বাস। এই জাতি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া সর্দ্দার আছেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহার বাধ্য নহে। রাজকার্য্য সম্বন্ধে সকল প্রজাই আপন আপন মত প্রকাশ করে। তদ্ভিন্ন তাহাদের নিজের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটিলে সর্দ্দার তাহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাপ্রদেশে অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। কাবুল নদ এবং খাইবার পথের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত পর্য্যন্ত পেশোয়ার উপত্যকায় তাহাদের অধিকারের পশ্চিম সীমা। পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বেড়িয়া পেশোয়ারের দক্ষিণ সীমার পাশ দিয়া কুতুকভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহাদের অধিকারের দক্ষিণে কোহাত। পেশোয়ার এবং কোহাতের মধ্যবর্ত্তী আফ্রিদিদের পর্ব্বতে দুইটী পথ আছে ; তাহার একটী পথের নাম কোহাত গলি এবং আর একটীর নাম জেওয়াকি পথ। ইংরাজ অধিকারের

দিকে ইহাদের রাজ্যের সীমা প্রায় ৪০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদের অধিকারস্থ পর্ব্বতগুলি অতিশয় উচ্চ এবং দুরারোহ। কামান প্রভৃতি তুলিয়া সেখানে যুদ্ধ করা মানুষের সাধ্য নয়। আক্রিদি জাতি অতিশয় উগ্র এবং অসমসাহসী। ইহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ীদের উপর এবং ইংরাজ অধিকারের ভিতরে বিস্তর উপদ্রব করে।

খাইবার পথের আক্রিদিরা অনেকটা বাধ্য। কখন কখন ইংরাজদের সঙ্গে তাহারা হৃদ্যতাও দেখাইয়াছে। কিন্তু কোহাত গলি এবং জেওয়াকি পথের আক্রিদিদের সঙ্গেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এই সকল পথ রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহারা অনেক রাজার কাছে কিছু কিছু টাকা পাইয়া আসিতেছে। গজনীর সম্রাটেরা, মোঙ্গল সম্রাটেরা, দুরাণী, শিখ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সকলেই ইহাদের সঙ্গে এক একটা বন্দবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহারা স্বভাবতঃ অসভ্য, সে কারণ কাহার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে পারে নাই। চুরু ও তিরাহের ওরাক-জাইদের জনৈক মালেক, নাদির-শাহা এবং তাঁহার সৈন্যসামন্তকে পথ দেখাইয়া পেশোয়ারে আনিয়াছিলেন। চুরুতে খাঁ বাহাদুর নামে জনৈক প্রসিদ্ধ আক্রিদি ছিলেন। শাহাসুজা তাঁহার একটী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া তিনি ঐ সর্দ্দারের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

জেওয়াকি পথের আক্রিদিরা সকলের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর। তাঁহারা পেশোয়ার এবং কোহাত বিভাগে বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে এবং সিন্ধুনদের নৌকা প্রভৃতি লুঠ করিয়া থাকে।

আবড়তাবড়। আবল-তাবল (দেশজ) যে বাক্যের কোন অর্থ নাই। নিরর্থক বাক্য।

আবদার (দেশজ) ছেলের বাহেনা। আখুটী।

আবদ্ধ (ক্লী) আ সম্যক্ বদ্ধম্ আ-বন্ধ-ভাবে ক্ত। দৃঢ়বন্ধন। আধারে-ক্ত। প্রেম। স্নেহ। (ত্রি) কর্ম্মণি-ক্ত। বদ্ধ। প্রাপ্ত। প্রতিরুদ্ধ। ভূষণ। (আবদ্ধো দৃঢ়বন্ধে স্যাৎ প্রেমালঙ্কারয়োর্দ্বয়োঃ। মেদিনী)। বাহু৹ করণে ক্ত যোক্ত্র। লাঙ্গলের যুতি দড়ী।

আবন্ধ (পুং) আ-বন্ধ-ঘঞ্। দৃঢ়বন্ধন। করণে ঘঞ্ যোক্ত্র। লাঙ্গলের যুতি দড়ী। আ সম্যক্ বধ্যতেঽত্র আধারে ঘঞ্। প্রেম। স্নেহ। (আবন্ধো ভূষণে প্রেম্নি বন্ধে। হেম)। (ক্লী) আ-বন্ধ-ল্যুট্। আবন্ধন। আবন্ধ শব্দের অর্থ।

আবর। বোধ হয়, এটী প্রকৃত অবর শব্দ। যাহারা শ্রেষ্ঠ নহে অর্থাৎ অসভ্য। কিন্তু আসামীতে বর শব্দে রাজস্বকে বুঝায়, অতএব যাহারা স্বাধীন; কাহাকে রাজস্ব দেয় না, তাহাদিগকেই অবর বলা যায়। এই শব্দ সচরাচর 'আবর' এই রূপ উচ্চারিত হয়। চলিত বাঙ্গালায় আবর বলিলে আমরা নির্ব্বোধ বুঝিয়া থাকি।

আসাম বিভাগের অন্তর্গত লক্ষ্মীমপুরের উত্তরে আবর পর্ব্বত আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে মিশমী পর্ব্বত; পশ্চিম দিকে মিধি পর্ব্বত; উত্তর দিকে তিব্বৎ দেশ। এই পর্ব্বতে আবর নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে। ডাল্টন সাহেবের মতে, আবর, মিশমী এবং মিধি, এই তিন জাতি এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমান ঠিক কি না, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন; আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সকলি পৃথক্; তবে এক জাতি কিসে?

দিবং নদের কূলে এবং দিব্রুগড়ের ঠিক উত্তরে দিবং ও দির্জ্জমো নদের মধ্যে অনেক আবর আছে। তাহারা আপনাদিগকে পাদম কহে। ইহাদের মুখের ছাঁদ মোগলদের মত; গায়ের বর্ণ মেটে মেটে; সকলেই প্রায় দীর্ঘাকার; তাহাদের স্বর গম্ভীর; কিন্তু কথা গুলি বেশ মিষ্ট ও ধীর।

আবরদের মতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদিপুরুষ হইতে জন্ম লইয়াছে। তাহারা বলে, প্রথমে এক জন স্ত্রী ও একটী মাত্র পুরুষ ছিল। তাহাদের দুইটী পুত্র সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিতে বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ চতুর ও শিল্পী হইল। মাতা এই ছোট ছেলেটীকে অধিক ভাল বাসিতেন। কি জানি কি মনে হইল, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমদিক পানে চলিয়া গেলেন। অস্ত্র শস্ত্র, চাসের আসবাব এবং ঘর গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কিছুই ফেলিয়া গেলেন না। এখন পশ্চিমদিকের সমস্ত লোক সেই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর। তাহার মাতা সঙ্গে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন তাহার নমুনা দেখাইয়া সকলকে শিল্প কাজ শিখাইয়া দেন, তাই এখন অন্য অন্য দেশের লোক বিদ্বান্ ও শিল্পী হইয়াছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জননী অন্য কিছুই দিয়া যান্ নাই; কেবল একখানি দা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া এখনকার আবরেরা দা গড়িতে শিখিয়াছে। আর কতকগুলি শাদা কাল বীজ

দিয়াছিলেন; সেই বীজ পাইয়া আজ পর্য্যন্ত ইহাদের কৃষি-কর্ম্ম চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নাউয়ের বাদ্যযন্ত্র গড়িতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নমুনা দেখিতে না পাইয়া আবরেরা আজি কালি শিল্প কাজ করিতে জানে না।

আবরেরা পাহাড়ের গায়ে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এক একটী ঘর কমবেশী বত্রিশ হাত লম্বা এবং বার হাত প্রশস্ত। সম্মুখে ছোট দাওয়া। ঘরের এক দিকে পাহাড়; আর তিন দিক তক্তা দিয়া ঘেরা। ঘরের কপাট তক্তায় নির্ম্মিত। মেজে হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চে বাঁশের মাচা। সেই মাচানের উপরে শুইতে বসিতে হয়। ইহারা কাঠ দিয়া উপরের কাঠাম করে। ঘাস ও বনকদলীর পাতা দিয়া চাল ছায়। ছাঁইচ মাটী পর্য্যন্ত ঠেকিয়া থাকে, তাই ঝড়ে ঘর উড়াইয়া দিতে পারে না। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া কাজ করে, কিন্তু সে জন্য কাহাকে মজুরী দিতে হয় না। গৃহস্থদের এক একটী কুটীরে স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের অবিবাহিতা বালিকারা একত্র বাস করে। কিন্তু বালক কিম্বা অবিবাহিত যুবাপুরুষেরা সেখানে এক সঙ্গে থাকিতে পায় না। তাহাদের বাস করিবার পৃথক্ স্থান আছে; আবরদের ভাষায় তাহাকে মোরং কহে। মোরং ঘর প্রায় ১৩২ হাত লম্বা। তাহাতে ষোল সতরটী করিয়া আগুন রাখিবার স্থান থাকে। আমাদের দেশে যেমন বার-ইয়ারীর চণ্ডী-মণ্ডপ এবং সভ্য জাতির যেরূপ টাউন-হল্, আবরদের মোরং ঘরও কতকটা সেই রকম। উহা সাধারণের সম্পত্তি। প্রতিদিন তথায় গ্রামস্থ লোকের সভা হয় এবং রাত্রিকালে সমস্ত বালক ও অবিবাহিত যুবা ব্যক্তিরা সেখানে শুইয়া থাকে।

এখন কোন কোন স্থানের আবরদের পোষাক অন্য রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সকল স্থানে হয় নাই। সচরাচর ইহারা উজদল গাছের ছালের কৌপীন ধড়া করিয়া পরে। কৌপীনের পশ্চাদ্ দিকে শৃগালের লেজের মত প্রায় এক হাত লম্বা ঝালর ঝুলিতে থাকে। বসিবার সময়ে উহা পাতিয়া আসন করা চলে; শয়ন করিবার সময়ে উহাতে বালিশ হয়। ভাল করিয়া সাজিতে হইলে তাহার পোষাক অন্য রকম। সে সময়ে ইহারা হাত-কাটা রঙ্গীন ফতুয়া গায়ে দেয়। ফতুয়ার উপরে মোটা কার্পেটের মত পশমী জ্যাকেট পরে। কিন্তু রাজকার্য্যের সময়ে অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া যখন ইহারা পোষাক পরিয়া দাঁড়ায়, তখন সেদিক্ পানে চাহিলে মহাপ্রাণী শিহরিয়া উঠে। মাথায় বিকটাকার শিরস্ত্রাণ। ইহার ভিতরের সাজ ঠিক আমাদের দেশের চুবড়ীর মত বেত জড়াইয়া বোনা। তাহার উপরিভাগ ভাল্লুকের চর্ম্ম দিয়া ঢাকা। মধ্যে মধ্যে শূকরের দাঁত, চমর-গোরুর লেজ এবং পাখীর বড় বড় ঠোঁট বসান। হাতে বল্লাম, ছোরা, সোজা তলবার এবং তীরধনুক। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঘোড়া চড়িতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর দুইখানি কাপড় পরে। এক-খানি কাপড় কোমরে বেড় দেওয়া। পাছে খসিয়া যায়, সে জন্য বেত দিয়া আঁটা থাকে। এই কাপড় খানিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে। অন্য কাপড়খানি বুকের উপরে বেড় দিয়া জড়ান। কিন্তু কাপড় না হইলে চলে না! এমন কিছু কথা নয়। ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, আমরা তাই লজ্জা করি, নতুবা আবরদের যুবতীরা স্বচ্ছন্দে বিবস্ত্র হইয়া নৃত্য করে, তাহাতে কাহারও লজ্জা নাই। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকের মত ইহাদেরও কানে বড় বড় ছিদ্র; তাহাতে বেতের কুণ্ডল ঝুলান। কেহ কেহ ছিদ্রের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পাশা পরে, কেহ বা হাড় লাগাইয়া রাখে। গলায় নানা বর্ণের হালি হালি মালা, কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়া দুলিতে থাকে। পায়ে বিচিত্র বেতের মল। কাঁকালিতে বেতের কোমর-পাটা; তাহার সঙ্গে ছোট ছোট ঘণ্টী লাগান,—চলিবার সময়ে ঝমর ঝমর করিয়া বাজিয়া উঠে। আবরদের স্ত্রীপুরুষের চুল ছোট করিয়া কাটা।

আবরেরা এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানে। তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা ও সকলের প্রধান। কিন্তু তাঁহার অধীনে অনেক গুলি সামান্য সামান্য বনদেবতা আছেন। আমরা যেমন বরুণকে জলের দেবতা, লক্ষ্মীকে সৌভাগ্যের দেবতা, সরস্বতীকে বিদ্যার দেবতা বলিয়া মানি; আবরদিগেরও বনদেবতার হাতে সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া আছে। ইহারা পরকাল মানে। মানুষ মরিয়া গেলে যম তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করেন। বিচার হইলে ইহ জন্মে যে যেমন কাজ করে মৃত্যুর পর তাহার ভাগ্যে সেই রূপ সুখ দুঃখ ঘটে। পীড়া হইলে কেহ ঔষধ খায় না। রোগে ঔষধ খাওয়া মিথ্যা। মানুষকে ভূতে পাইলেই পীড়া জন্মে। অতএব ভূতের কাছে পূজা ও বলি দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়, কাজেই তখন আর পীড়া থাকে না। রিগম নামে

একটী পর্ব্বত আছে। ভূতেরা না কি সেই খানেই থাকিতে অধিক ভাল বাসে। আবরেরা বলে যে, রিগম পর্ব্বতে কোন মানুষ গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ লোকেরাই পুরোহিত; পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কেহ পুরোহিত হইতে পায় না। আবরেরা পুরোহিতদিগকে দেবতার কহে। দেবতারদের গুণ এই যে, তাহারা পাখীর নাড়ীভুঁড়ী এবং শূকরের যকৃৎ দেখিয়া মনের কথা গুণিয়া বলিতে পারে। শূকরের মেটিলির নাম মিথন। কাহার মৃত্যু কিম্বা পীড়া হইলে পুরোহিতেরা দেবতাদিগকে মিথন উৎসর্গ করিয়া দেয়। তাহার পর রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকেরা সেই প্রসাদ খায়। মোরং গৃহে যে সকল লোক বাস করে তাহারাও দেবতাদের প্রসাদ খাইতে পায়। নিমন্ত্রণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে মাংস খাওয়াইলে পর যে কথা স্থির করা হয়, কিছুতেই তাহার অন্যথা ঘটে না। এই রূপ প্রতিজ্ঞার নাম সেংমুং।

ইহাদের বিবাহের নিয়ম অতি সহজ। কোন কোন স্থলে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা বিবাহ স্থির করিয়া দেন। কিন্তু এ নিয়ম সকলের পক্ষে নহে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই, সে কারণ যুবক যুবতীরা আপনারাই কন্যা পাত্র পছন্দ করিয়া লয়। দুই জনের মনে মনে মিলিয়া গেলে বর, কন্যা ও তাহার পিতার কাছে ভেট পাঠাইতে থাকে। আবরদের উপাদেয় সামগ্রী মেটো-ইন্দুর, এবং কাঠবিড়ালী। বর মধ্যে মধ্যে তাহাই পাঠাইয়া ভালবাসার পরিচয় দেয়। বিবাহের অধিক আড়ম্বর নাই; আপ্ত বন্ধু স্বজনকে ভোজ দিলেই ইহাদের বিবাহ হইয়া যায়।

বিবাহের পর গ্রামস্থ লোকেরা নব দম্পতীর জন্য একটী পৃথক্ ঘর বাঁধিয়া দেয়, সেই খানে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। ইহাদের মতে, বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিলে চির দিনের নিমিত্ত কুলে কলঙ্ক পড়ে। পাদম কুলে তেমন কুপ্রবৃত্তি কাহার ঘটিলে, চন্দ্র সূর্য্য আর আলোক দিবেন না, লোকের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। দেবতাদের কাছে পূজা ও বলি না দিলে সে পাপের শান্তি নাই।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা অতি বিরল; এমন কি, একেবারে নাই বলিলেও চলে। ইচ্ছা করিলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, সে কারণ স্ত্রী পুরুষে বেশ সদ্ভাব থাকে। চাস ও অন্য অন্য কাজে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলেই সমান শ্রম করে।

আবরদের শিল্প কর্ম্ম কিছুই নাই বলিলে হয়। তাহারা কার্পাসের ও গাছের আঁশে এক প্রকার স্থূল কাপড় বুনিতে জানে। পরিবার নিমিত্ত অন্য অন্য কাপড় তাহারা তিব্বৎ হইতে এবং চলিকাতাদের কাছে ক্রয় করিয়া লয়। তামাকু খাইবার ধাতুর নল, ধাতুর পাত্র, অস্ত্র শস্ত্র এবং নানা প্রকার মালা তাহারা তিব্বৎ ও চীন দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনে। চাস করিবার নিমিত্ত ইহাদের লাঙ্গল প্রভৃতি কিছুই নাই। দা এবং বাঁশের বাঁকা কাঠী দ্বারা তাহারা মাটীতে অল্প গর্ত্ত করিয়া বীজ বুনিয়া দেয়। কিন্তু সেখানকার ভূমি বেশ উর্ব্বরা, তাই অল্প যত্নেই প্রচুর ফসল জন্মে। ধান, ভুটা, কার্পাস, তামাকু, লঙ্কা, আদা, ইক্ষু, নানা প্রকার কন্দ, আফিম এবং লাউ ও কুমুড়া তাহাদের চাসের প্রধান দ্রব্য। নদীর উপর দিয়া পারাপারের জন্য ইহারা এক প্রকার ঝোলা সেতু প্রস্তুত করে। ঐ সেতু, বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়া নির্ম্মিত। পাহাড়ের স্থানে স্থানে পানীয় জলের অতিশয় কষ্ট। এক স্থান হইতে অন্যত্র জল লইয়া যাইতে না পারিলে কাজ চলে না। সে কারণ তাহারা নির্ঝরের মুখে বাঁশের নল বসাইয়া দেয়। তাহার পর সেই নলের মুখে অন্য নল যোড়া দিয়া গ্রামের ভিতরে জল আনে। কিন্তু রন্ধন ও পান করা ভিন্ন কাহার জলের খরচ অধিক নাই। সম্বৎসরের মধ্যে কেহ একবারও স্নান করে কি না সন্দেহ। তাহাদের বিশ্বাস, গায়ে ময়লা পড়িলে সর্দ্দি লাগে না; তাই সাধ করিয়া সকলে দেহ অপরিষ্কার রাখে।

শীত কাল আসিলে ইহারা কাঠবিষ, মৃগনাভি, হাতীর দাঁত, মৃগমদ হরিণের চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য পাহাড়ের নিম্নে বিক্রয় করিতে আনে। আবরেরা বলে যে, তাহাদের উপরের পাহাড়ে বর নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। কিন্তু সে খানে কোন মানুষ গেলে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

আবরেরা আপনাদের স্বজাতির ভিতরে সকলকেই সমান জ্ঞান করে,—ইহাদের মধ্যে ছোট বড় নাই। কিন্তু সুবিধা পাইলে ইহারা অন্য জাতিকে লইয়া গিয়া দাস করিয়া রাখে। গ্রামে কোন্ দিন কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত মোরং গৃহে প্রতিদিন

সভা বসে। সভায় গ্রামস্থ পুরুষেরা মিলিত হয়। যাহা কিছু পদমর্য্যাদা সে কেবল এই সময়ে। প্রাচীন লোকদের নাম গাম্। তাঁহারা ঘরের মধ্যস্থলে আগুনের কাছে বসেন। তাহার পর একজন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আবরেরা তাঁহাকে বকপাং কহে। লোইতেম নামে আর এক ব্যক্তি মন্তব্য বিষয় সকলকে শুনাইতে থাকেন। জুলোং নামে অন্য এক ব্যক্তি যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করেন। জুলুক আর এক ব্যক্তি মোক্তারের স্বরূপ। এই রূপ সভ্য লইয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। গ্রামস্থ অন্য লোকও সেখানে উপস্থিত থাকে, তাহারাও আবশ্যক হইলে আপন আপন মত প্রকাশ করে।

অপরাধ করিলে ইহারা স্বজাতির কায়িক দণ্ড কিম্বা প্রাণ দণ্ড করে না। জরিমানাই ইহাদের এক মাত্র শাস্তি। কিন্তু দাস কিম্বা অন্য কোন জাতি বিশেষ অপরাধ করিলে আবরেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করে। জরিমানায় যে সম্পত্তি আদায় হয় তাহা সাধারণের উপকারার্থ মোরং ঘরে গচ্ছিত থাকে। আবরদের বিপদের মধ্যে, সময়ে সময়ে তাহাদের বালক বালিকা হারাইয়া যায় এবং ঘরে আগুন লাগে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, চলিকাতারা সুবিধা পাইলে ইহাদের সন্তানাদি চুরী করিয়া আনে। কিন্তু আবরেরা নিজে সে কথা স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, গাছে ভূত আছে; সেই ভূতেরা ছেলে দেখিলে লুকাইয়া রাখে। সে কারণ কাহারও ছেলে হারাইলে সকলে মিলিয়া বনের গাছ কাটে। পল্লীর কোন লোকের বিপদ্ ঘটিলে গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ আসিয়া মোরং ঘরে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাইবা মাত্র সকলেই তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আবরদের এই গুণ আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দরিদ্র নাই, অনাথ নিরাশ্রয় নাই;—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। [এই জাতির চিত্র ও পরিচ্ছদ নাগা শব্দে দেখ]। আবরেরা গোমাংস ভিন্ন প্রায় আর সকল দ্রব্যই খায়। যাহারা গোমাংস খায়, তাহাদিগকে ইহারা ঘৃণা করে। ইহাদের প্রধান পল্লীর নাম মেম্বু। এই পল্লীর চারি দিকে বাঁশ গাছ, কাঁটাল গাছ এবং রবার গাছ বেষ্টন করিয়া আছে। পূর্ব্বে ইহারা আসামে আসিয়া অতিশয় উপদ্রব করিত। তাহার পর ইহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য ১২৬২ সাল হইতে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কিছু কিছু কাপড়, কোদাল এবং অন্য অন্য দ্রব্য দিয়া থাকেন। ১৮৮০ সালে দিবং নদের পশ্চিম ধার হইতে তাহারা পূর্ব্ব ধারে উঠিয়া আসিবার সঙ্কল্প করে। ইহাতে মিশমীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিতে পারিত। সে কারণ গভর্ণমেণ্ট কতক ফৌজ ও পুলিশ পাঠাইয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করেন। ১৮৮২ সাল হইতে আবরেরা শান্তভাবে আপন পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে।

আবর্হ (পুং) আবৃহ্যতে উৎপাট্যতে আ-বর্হ-ঘঞ্। উৎপাটন। উপড়াইয়া ফেলা। হিংসা। (ক্লী) আ-বর্হ-ল্যুট্ আবর্হণ। আবর্হ শব্দের অর্থ।

আবর্হিন্। আবর্হোঽস্ত্যস্য ইনি। উৎপাটন যুক্ত। যাহা উপড়াইয়া ফেলা হইতেছে। *। মূলমস্যাবর্হি। পা ৪। ৪।৮৮। আবর্হ আবর্হণং তদস্যাস্তি আবর্হি। সিং কৌং।

আবলুশ (Diaspyros Ebenum. ইংরাজি এবনি Ebony) হিন্দীতে ইহাকে আবনুসও কহে। এই গাছ লঙ্কায় এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানেও ক্বচিৎ ইহা দেখা যায়। ইহার কাঠ কাল বা কটা বর্ণ। ইহাতে অনেক প্রকার গড়ন হয়।

আবাদ (যাবনিক) চাস। ক্ষেত চসিয়া তাহাতে শস্য কিম্বা বৃক্ষাদি রোপণ করা। 'এমন মানব-জমিন পতিত রাখ্‌লি আবাদ কর্লে ফল্‌তো সোনা'। সমুদ্রের নিকটে বাদাবন প্রভৃতি যে সকল স্থানের জঙ্গল কাটিয়া এবং বাঁধ দিয়া চাস করা হয়, এখন চলিত বাঙ্গালায় তাহাকেও আবাদ কহে।

আবাধ (পুং) আ-বাধ-ঘঞ্। পীড়া।*। আবাধে চ। পা ৮। ১। ১০। (আবাধে পীড়ায়াম্। সিং কৌং)। (ত্রি) নাস্তি বাধা যস্য। বহুব্রী। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। পীড়াশূন্য। বিষম ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত লম্বরেখার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি।

আবাধা (স্ত্রী) আ-বাধ-ভাবে (গুরোশ্চহলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ নিত্য স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। পীড়া। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার তাপ।

আবি (পুং) এই শব্দ অন্তঃস্থ বকারেও লিখিত হয়। আবি অন্ধক দৈত্যের পুত্র। মহাদেব অন্ধক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে জন্য আবির মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। পিতার শত্রুকে কি রূপে বিনষ্ট করিবে, তজ্জন্য তাহার চিন্তা হইয়া পড়িল। পরিশেষে তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া সে এই বর লইল যে, তাহার নিজরূপের অন্যথা না ঘটিলে তাহার যেন মৃত্যু হয় না।

মহাদেব উমাকে বিবাহ করিয়া যখন মন্দর পর্ব্বতে বাস করেন, সে সময়ে পার্ব্বতী কাল ছিলেন। শিব এক দিন পরিহাস করিয়া উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া ডাকেন। পার্ব্বতীর তাহাতে বড় লজ্জা হইল। তিনি গৌরবর্ণা হইবার জন্য হিমালয়ের উপকণ্ঠস্থ অরণ্যে প্রবেশ করেন। যাইবার সময়ে নন্দীকে এই কথা বলিয়া গেলেন—'দেখ, যত দিন না ফিরিয়া আসি অন্য নারী যেন এখানে আসিতে না পায়'।

পার্ব্বতী চলিয়া গেলেন। আবি দৈত্য বহুকাল হইতে সুযোগ খুঁজিতেছিল। এত দিনে অবসর পাইয়া সে ভুজঙ্গবেশে মহাদেবের ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারে দ্বারবান্ নন্দী; ভুজঙ্গ শিবের অঙ্গভূষণ, তাই সে কিছুই বলিল না। ঘরের মধ্যে আবি উমার মূর্ত্তি ধরিয়া মহাদেবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, আবি নিজ মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি ধরিলে তাহার মৃত্যু হইবে, সে কারণ মহাদেব এখন অনায়াসে তাহার প্রাণবধ করিলেন। (পদ্ম পু°)।

আবিয়ার। ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একজন বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন। ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এই রূপ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী, শাপভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নীতি শাস্ত্র তামিল বিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

আবিল (ত্রি) আ-বিল ভেদনে-ক। অস্বচ্ছ। ঘোলা। কলুষ। কলুষতাযুক্ত। (মদিরমাবিলামপি। নৈষধ ১। ৩। আবিলাং কলুষাম্। মল্লি°)। চলিত কথায় বিষ্ঠাদি পরিপূর্ণ স্থানকে আবিল কহে। (ত্রি) ভেদক।

আবিলকন্দ (পুং) আবিলো ভূমেরাভেদকঃ কন্দো মূলমস্য। বহুব্রী। মালাকন্দ লতা বিশেষ।

আবু (ইহা সংস্কৃত অর্ব্বুদ শব্দের অপভ্রংশ)। রাজপুতানার অন্তর্গত শিরোহি রাজ্যের মধ্যে অরবল্লী পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অরবল্লী পর্ব্বতের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। চারি দিকে মরুভূমি, তাহার মধ্যস্থলে এই শৃঙ্গ প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ হইয়া আবের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাই ইহাকে অর্ব্বুদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, অর শব্দে পাহাড়কে বুঝায় এবং বুধ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। এই পর্ব্বতে জ্ঞানের উদয় হয় তজ্জন্য ইহার নাম অর্ব্বুদ হইয়াছে। দিশা হইতে আবু প্রায় বাইশ ক্রোশ দূর। ইহার প্রধান চূড়ার নাম গুরুশেখর। পূর্ব্বে এখানে মহান্তেরা বাস করিতেন। রামকুণ্ড শেখর, আমোদদেবীর শেখর, রুকা পাহাড়, দেবলী পাহাড়, বিমলী পাহাড়, অচলগড়, নাগর তালাও—এই কয়েকটী ইহার মধ্যে আরও উচ্চ শেখর আছে। ইহার তলদেশ প্রায় সাড়ে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ, পাঁচক্রোশ প্রশস্ত এবং পরিধি প্রায় পঁচিশ ক্রোশ। চারিদিক নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা। শৃঙ্গের উপরে আরোহণ করা অতিশয় কষ্টকর। উত্তর এবং পশ্চিম দিক অত্যন্ত গড়েন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে উচ্চ নীচ স্থানের মধ্যে প্রশস্ত উপত্যকা। এই উপত্যকা আছে, তাই সুবিধা; পূর্ব্বদিকে রুক্মিণীকুণ্ড হইতে পাথর কাটিয়া পথ করা হইয়াছে। ঐ পথ প্রায় পাঁচ ক্রোশ হইবে। সেই পথ দিয়া মানুষ ও গোরুর গাড়ী উঠিতে নামিতে পারে। উপরিভাগে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রশস্ত সমতল ভূমি আছে। বন গোলাপ, শেঁউতীলতা, নানা জাতি গাছ,—বর্ষার জল পাইলে সবুজবর্ণ হইয়া উঠে। বিচিত্রবর্ণ কালিকা ঝাঁপ, দুর্গা ঝাঁপ ঢল ঢল করে। চারিদিকে পাহাড়ের গা দিয়া নির্ঝরের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে থাকে। ধারে ধারে গো মেষ ছাগল মহিষ চরিয়া বেড়ায়। উপরে মনোহর নকী-তালাও। এই রূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মাহিক অসুর ব্রহ্মার বরে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। দেবতারা তাহার ভয়ে লুকাইবার জন্য নখ দিয়া একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলেন। সেই গর্ত্ত এই নখী তালাও। ইহা নখ দিয়া খনন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'নখী' হইয়াছে। ইহা প্রায় আট শত হাত লম্বা, বিশ পচিশ হাত গভীর। জলের উপরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি মনোহর তরু ও লতাবনে সুশোভিত। পশ্চিমদিকে ইহার উপর দিয়া এখন একটা বাঁদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে কেহ মাছ ধরিত না, জলচর পক্ষীও কেহ মারিতে পারিত না। কিন্তু এখন সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে।

আবু পর্ব্বতের নিকটে অসভ্য জাতির বাস। বোধ হয়, তাহারা ভিলদের একটী শাখা। ইহাদের নাম লোক। লোক জাতিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারা কাহাকে কর দেয় না। ইহাদের কেহ রাজা নাই; কেবল এক এক জন নামে সর্দ্দার আছে, তাহার উপাধি রায়ত। লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে, তীর ধনুক লইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায় এবং পশু-

পালন ও চাস করিয়া থাকে।

আবু শৃঙ্গের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্ম পড়িলে সমুদ্র হইতে মন্দ মন্দ শীতল বাতাস বহে, সে সময়ে রুগ্ন-শরীরে যেন নবজীবনের আবির্ভাব হয়। শীতকালেও এখানে বাস করিলে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু ডাক্তার কুক কহেন যে, উপদংশ, বাতরোগ, ফুস্‌ফুসের পীড়া কিম্বা অন্য কোন বাত্তিক ব্যাধি থাকিলে এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

গভর্ণর-জেনারেলের রাজপুতানার এজেণ্ট, গ্রীষ্মকাল পড়িলে এইখানে আসিয়া বাস করেন। রাজপুতানা ষ্টেট্-রেলওয়ের আবু-পথ-ষ্টেশন দিয়া পর্ব্বতে যাইবার উত্তম রাস্তা করা হইয়াছে। ষ্টেশনের চারি দিক উচ্চ উচ্চ পাথরে ঘেরা; কোন খানি ঝুলিতেছে, কোন খানি বিশাল শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে; আবার কোন খানি যেন নব বধূর মত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা এই খানিকে নন্ বলিয়া ডাকেন। গির্জা, বারিক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল,—আর কত বলিব?—সভ্য ইংরাজ আসিয়া বাস করিলে যাহা চাই, এখানে সে সকলি আছে।

আবুপর্ব্বত শিরোহির শেঠদের সম্পত্তি। এখানকার রাজস্ব দেবালয়ের কার্য্যেই ব্যয় করা হয়। এখানে শেঠদের নিযুক্ত এক জন খামদার, এক জন নায়েব এবং দুই জন থানাদার থাকেন। অন্য অন্য লোকের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান দোকান করিয়া আছে। চামার এবং ভিলেরা কুলির কাজ করে। লোকজাতিরা এখানে চাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায় ৪,৫০০ লোক তথায় বাস করে। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত লোকের অধিক হইবে না।

আবুশৃঙ্গ হিন্দুদিগের বহুকালের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বোধ হয়, মার্কণ্ডেয়পুরাণে, পদ্মপুরাণে এবং ভাগবতে এই পর্ব্বতেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এইখানে নাকি বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ছিল। আজও তাঁহার নামে একটী মন্দির চলিয়া আসিতেছে। মন্দিরের পাথরে এই রূপ বিবরণ ক্ষোদিত আছে যে, বশিষ্ঠ মুনি হিমালয়ে তপস্যা করিতেছিলেন। বহুকাল কঠোর তপস্যার পর তিনি সিদ্ধ হন্। সেখান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে তিনি ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া হিমালয়ের একটী শৃঙ্গ উপড়াইয়া আনেন। তাহাই এই আবু পর্ব্বত। বাস্তপালের মন্দিরেও লেখা আছে যে, অর্ব্বুদ শেখর গৌরীপতির শ্বশুরের পুত্র এবং শশিভৃৎ গঙ্গাধরের শ্যালক। কাজেই ইহাতেও অর্ব্বুদকে হিমালয়ের একটী অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অগ্নিকুল রাজপুত বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশের অপর নাম পরমার। পর শব্দে শত্রুকে বুঝায় এবং মার শব্দের অর্থ যে বিনষ্ট করে। পূর্ব্বে দৈত্যেরা বেদ ধ্বংস করিতেছিল। দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে একজন মহাবীর উৎপন্ন হন্। তিনি দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম পরমার হইয়াছে।

বোধ হয় বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকেই বেদদ্বেষক দৈত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমার বংশের রাজপুতেরা তাঁহাদিগকে দমন্ করিয়া থাকিবেন। এখানকার মন্দিরাদিতে যে সকল বিবরণ লেখা আছে তাহাতে একটী কৌতুক দেখা যায়। জৈনেরাও অনেক স্থলে শিব ও ভগবতীর নাম স্মরণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তাই বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে জৈন মতের সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছিল। এখানে অনেক শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দিরও ছিল; কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এখানকার অচলেশ্বর শিব মন্দিরে অঘোরপন্থীরা বাস করিতেন।

এখানে সর্ব্ব সমেত পাঁচটী মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটী মন্দির ঋষভনাথের। তিনি জৈনদের চব্বিশ জন তির্থঙ্করের মধ্যে প্রথম। এই দেবালয়ে তিনি চতুর্মূর্ত্তিতে মিলিত হইয়া আছেন। ঋষভনাথের মন্দির তেলতা; পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ,—এই চারি দিকে চারিটী দ্বার। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দুইটী মণ্ডপ আছে; আর তিন দিকে কেবল এক একটী করিয়া মণ্ডপ। প্রত্যেক মণ্ডপে আটটী করিয়া থাম। ঋষভনাথের উত্তরে আর একটী বড় মন্দিরে বাস্তাশাহের মণ্ডপ। আবার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আদীশ্বর এবং গোরক্ষলাঞ্ছনের মন্দির।

ঋষভনাথের পশ্চিমে আদিনাথের মন্দিব, উত্তর দিকে নেমীনাথের। এই দুইটী মন্দির পরিষ্কার শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত। স্তম্ভে, খিলানে এবং মণ্ডপের ভিতরের খোদাই কাজ অতি পরিপাটি। ১০৮৮ সম্বতে (১০৩১ খৃঃ অব্দে) বিমল শাহ নামে জনৈক শেঠ

আদিনাথের মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৩৭৯ সম্বতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে সোমবারে উঁহার মেরামত করানো হয়।

আদিনাথের মন্দিরের চারি দিক ৫৫টী প্রকোষ্ঠে বেষ্টিত। তাহার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে এক এক জন তীর্থঙ্করের পাষাণময়ী মূর্ত্তি,—পায়ের উপরে পা রাখিয়া যোগাসনে বসিয়া আছে। উত্তর পশ্চিম দিকের একটী প্রকোষ্ঠে অম্বাজির প্রতিমূর্ত্তি।

দ্বারের সম্মুখে নয়টী শ্বেত পাথরের হাতী,—যে অঙ্গ যেমন হইলে নকল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেই সেই অঙ্গে তাহার মত সকলি আছে,—নাই কেবল ভিতরে জীবন, আর বাহিরে চলৎ শক্তি। হাতী গুলির উপরে রত্নভূষিত হাওদা; সম্মুখে মাহুত, মাহুতের পশ্চাতে বিমল শাহ শেঠ। তাহার পর দ্বারে বিমল শাহ, দেবতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত হাতী হইতে নামিয়াছেন। জগতে তেমন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

১২৮৭ এবং ১২৯৩ সম্বতে বাস্তপাল এবং তেজোপাল নেমীনাথের মন্দির মির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই সহোদর। অনাহিলপত্তনে ইহাঁদের বাস স্থান ছিল। গুজরাটের রাজা বীর ধবলের সময়ে তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পূর্ব্বে আবু পর্ব্বতে আট শত আটটী শিব লিঙ্গ এবং অন্য অন্য দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল। কখন কোন মহাত্মা এখানকার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা ঐ সকল মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত আছে। কিন্তু অনেক দিন হইল, তাই সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না।

এই সকল দেবালয় নির্ম্মাণ করাইতে যে, কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। আবুপর্ব্বতের চারিদিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশের মধ্যে কোথাও শ্বেতপাথর মিলে না। অতএব অনেক দূর হইতে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া ঐ সকল পাথর আনিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাহাড়ের উপরে তুলিতেও অল্প খরচ পড়ে নাই। এদিকে আবার দেবালয়গুলির থাম, খিলান এবং ক্ষোদাই কাজে কত কাল লাগিয়াছিল বলা যায় না।

আবুপর্ব্বতে জৈন রাজাদের নগর ছিল না। নগর থাকিলে এখন তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এই শৃঙ্গের দক্ষিণে চন্দ্রাবতী নামে একটী বড় সহরের কিছু কিছু চিহ্ন আজও পড়িয়া আছে। গুজরাট রাজের মন্ত্রী ও পরমারেরা এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন এই নগরের ভগ্নাবশেষ দিন পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। আহ্মদাবাদের সুলতান, গির্ণারের ঠাকুরেরা এবং শিরোহির শেঠেরা উহার প্রায় সমস্ত প্রস্তরাদি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

এখানে শ্বেত পাথরের দুইটী খনি আছে। কিন্তু উহার পাথর অতিশয় কঠিন ও উজ্জ্বল, সে কারণ তাহার উপরে কাজ করিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। জৈন মন্দির গড়িবার সময়ে কোথা হইতে পাথর আনা হইয়াছিল, বলা যায় না। এখানে গম, যব, ভুটা, ধান, দাউল, আলু এবং অন্য অন্য অনেক প্রকার ফসল জন্মে। সিমলা, নাইনীতাল প্রভৃতি পাহাড়ী মধুর মত এখানকারও মধু উৎকৃষ্ট। বন্য পশুর মধ্যে বড় বাঘ এবং শিয়াগোষ ক্বচিৎ কখন পাহাড়ের উপরে উঠে। কিন্তু চিতা বাঘ, ভাল্লুক, শজারু এবং শশক প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শৃগাল এবং খেঁকশিয়ালী নাই। সামর হরিণ দল বাঁধিয়া চরিতে চরিতে পাহাড়ের উপরে আসে; কিন্তু চিতল হরিণ নীচে বালির উপরে চরিয়া বেড়ায়। আবু পর্ব্বতে তাদৃশ সর্প ভয় নাই; ক্বচিৎ কেহ কখন গোখুরা সাপ দেখিতে পায়।

আবুপর্ব্বতের মন্দিরগুলি কখন কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা তাহাদের সংস্কার করাইয়াছিলেন; মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডে তাহার সমস্ত বিবরণ ক্ষোদিত আছে। স্থানে স্থানে সেই সকল মহাত্মাদের বংশ বিবরণ; তাঁহাদের মন্ত্রিগণের ও কারিকরদিগেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহারা আশিয়াটিক রিসার্চের ১৬ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। এখানে কেবল কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের নাম লিখিয়া দেওয়া হইতেছে।

পত্তনের অর্থাৎ গুজরাটের রাজপরিবারের—মূলরাজ, চামুণ্ড ১০১১ খৃঃ অব্দে, বল্লভ, দুর্লভ ১০২৩ খৃঃ অব্দে, ভীম, কলদেব, সিদ্ধরাজ ১০৯৪ খৃঃ অব্দে, কুমারপাল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে, অজয়পাল, মুল, ভীম ১২০৯ খৃঃ অব্দে। (সারঙ্গদেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে)।

অনাহিল্ল পরিবার—অর্ণ, লবণপ্রসাদ, বীরধবল খৃঃ ১২৩১ অব্দে।

প্রগ্বাত পরিবার—চন্দপ, সোম, অশ্বরাজ; (লূনিগ, মল্ল, তেজঃপাল এবং বাস্তপাল ১২৩১ হইতে ১২৩৭ খৃঃ অব্দে); জৈত্র সিংহ, লাবণ্য সিংহ।

চন্দ্রাবতীর পরমার বংশ—ধুম, ধুন্ধুক, ধ্রুব। রামদেব; যশোধবল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে; ধারাবর্ষ এবং প্রহ্লাদন ১২০০ খৃঃ অব্দে, সোম, কৃষ্ণদেব ১২৩১ খৃঃ অব্দে। (বিশাল দেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে)।

চন্দ্রাবতীর চৌহান রাজবংশ—তেজ সিংহ ১৩৩১ খৃঃ অব্দে; কাহ্নর দেব, সামন্ত সিংহ ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে।

চন্দ্রাবতীর রাণা—মোকল ১৪৫০ খৃঃ অব্দে, কুম্ভকর্ণ।

মেদ পরিবার গুহিল—বপ্পক, গুহিল, ভোজ, কলাভোজ, ভর্ত্তৃকট, সমহায়িক, ক্ষুম্মান, অল্লাত, নরবাহন, শক্তিবর্ম্মা, শুচিবর্ম্মা, নরবর্ম্মা, কীর্ত্তিবর্ম্মা, বৈরি সিংহ, বিজয় সিংহ, অরি সিংহ, বিক্রম সিংহ, সামন্ত সিংহ, ১২০৯ খৃঃ অব্দে, কুমার সিংহ, মথন সিংহ, পদ্ম সিংহ, জৈত্র সিংহ, তেজঃ সিংহ, সমর সিংহ ১২৮৯ খৃঃ অব্দে।

শাকম্ভরী চৌহান বাৎস্য—সিন্ধুপুত্র, লক্ষ্মণ, মাণিক্য, অধিরাজ, মহীন্দু, সিন্ধুরাজ, কুলবর্দ্ধন, প্রভুরাম, ধুন্ধন চৌহান, সমর সিংহ, উদয় সিংহ, মানব সিংহ, প্রতাপ সিংহ, দশরথ, লাবণ্যকর্ণ এবং লুধন ১৩২১ খৃঃ অব্দে।

আবুত্ত (পুং) আপনম্ আপ্-ক্বিপ্ আপে প্রাপ্ত্যে উত্তাম্যতি উদ্-তম-ড। (আবুত্তোঽব্যুৎপন্ন ইতি রঘুনাথঃ)। (আ সম্যক্ বুধ্যতে আবুত্তো নাম্নীতিতঃ মনীষাদিরিতি ভরতঃ)। নাট্যোক্তিতে যাহাকে ভগিনীপতি বলা যায়। (নির্ব্বিঘ্নঃ সোমপীতী আবুত্তো মে ভগবানৃষ্যশৃঙ্গঃ আর্য্যা চ শান্তা ? উত্তর চরিত)। অন্তঃস্থ বকারেরও প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায়।

আবুল-ফজল। ইনি সম্রাট্ অকবরের প্রিয় মন্ত্রী। ইহাঁর পিতার নাম মুবারিক। ইসলাম-শাহের রাজত্ব কালে ১৪ই জানুয়ারি ১৫৫১ খৃঃ অব্দে (ষষ্ঠ মহরম ৯৫৮) আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। হিজিরা ১০১১ সালে (১২ আগষ্ট ১৬০২ খৃঃ অব্দে) রাজা বীরসিংহ তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করেন।

সংসারে গুণেরই গৌরব ; গুণ না থাকিলে কাহার আদর হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সদ্বিবেচনা, ন্যায়-পরতা—আবুল-ফজলের এত গুলি গুণ ছিল, তাই তিনি অকবরের সভায় আদর পাইয়াছিলেন। এত গুণ না থাকিলে জগতে আজি তাঁহাকে কে চিনিত ?

কিন্তু এই সকল গুণ ফজলের শুধু নিজের নয় ; তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহার বীজ পুতিয়া গিয়াছিলেন। মুবারিকের হৃদয়ে তাহার অঙ্কুর গজায় ; অঙ্কুর হইতে চারিদিকে পল্লব দল ছড়াইয়া পড়ে ; শেষে আবুল-ফজলের হৃদয়ে তাহার ফুল ফুটে, সেই ফুলের সৌরভে জগৎকে মাতাইয়া তুলে।

আবুল-ফজলের পূর্ব্বপুরুষেরা আরব দেশের লোক। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম শেখ মুসা। তিনি রেল গ্রামে বাস করিতেন। এই পল্লী সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে। তাঁহার পৌত্র শেখ খাজির ভারতবর্ষে উঠিয়া আসেন। ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সেবার তিনি এখানে অধিককাল থাকিলেন না। শীঘ্রই হিজাজে গিয়া তাঁহার স্বজাতি আরবদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর আজমীরের কাছে নাগরে আবার চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার আর অন্য কাজ ছিল না ; সৎসঙ্গ, সাধুলোকের সঙ্গে ঈশ্বর আলোচনা, ইহাই লইয়া তিনি কাল কাটাইতেন।

জগতে যাহা চাই, খাজিরের সে সকল সুখই আছে। কিন্তু কঠিন মনঃকষ্ট এই,—তাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচে না। অনেক গুলি ছেলে জন্মিল, জন্মিয়া সকল গুলিই মরিয়া গেল। শেষে মুবারিক হইলেন। বাঁচে, আল্লাদের কথা ; না বাঁচে, ঈশ্বরের ইচ্ছা,—তাহাতে মানুষের হাত কি ? খাজির এই ভাবিয়া ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলেন।

মুবারিক বাঁচিলেন। আবুল-ফজল যে গুণে জগতে পূজিত, তাঁহার পিতার বালক কালেই সেই সকল গুণের অঙ্কুর দেখা দিল। চারি বৎসরের অধিক বয়স নয় ; ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলাইবার সময় ; কিন্তু মুবারিক তাহা করিতেন না। শৈশব কালেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় অনেক রকমে প্রকাশ পাইল। তিনি শেখ আতনের কাছে মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন।

সাধুজনের প্রাতঃবাক্যে সন্তানটী বাঁচিল, তবে ঘর-গৃহস্থালী করা চাই। কিন্তু নাগরে তাঁহার স্বজাতি কেহই নাই। সেকারণ তিনি কয়েকজন জ্ঞাতি কুটম্ব আনিয়া কাছে বাস করাইবার জন্য সিন্ধুদেশে গেলেন। রাস্তা দুর্গম, কেবল মরুভূমি ; খাজির পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শেষে পথের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই সময়ে নাগরে দারুণ দুর্ভিক্ষ। অসংখ্য অসংখ্য লোক অন্নাভাবে মরিয়া গেল। খাজিরেরও পরিবারের মধ্যে আর সকলের মৃত্যু হইল; কেবল মুবারিক ও তাঁহার মাতা জীবিত থাকিলেন।

মুবারিক অতিশয় মাতৃভক্ত; জননীকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পড়া শুনাও না করিলে নয়, সে কারণ নাগরের কাছে তখন যে সকল বিদ্বান্ লোক ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে তিনি বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। ফকির খাওজা অহরার তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা। ইহাঁর কাছে তিনি নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। সেই সময়ে মালদেওয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুবারিক নাগর হইতে গুজরাটের অন্তর্গত আহ্মদাবাদে উঠিয়া আসিলেন। এখানে শেখ আবুল-ফজল, শেখ উমর এবং শেখ উসফের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। পরিশেষে হিজিরা ৯৫০ সালে তিনি আহ্মদাবাদ হইতে আগ্রার পরপারে রামবাগের কাছে আসিয়া বাস করিলেন।

তৎকালে মীর রফ্যুদ্দিনের বড় প্রতিপত্তি। রামবাগের নিকটে তাঁহার বাসস্থান ছিল, অনেক ছাত্র ও শিষ্য সেইখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। উপযুক্ত গুরু পাইয়া মুবারিকও তাঁহার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে শেখ আবুল ফৈজী এবং তাহার কনিষ্ঠ আবুল ফজলের জন্ম হয়। ফৈজীর চেয়ে আবুল-ফজল চারি বৎসরের ছোট। মুবারিক আপনার সন্তানদিগকে যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে মাধিদের হঙ্গামা উপস্থিত হয়। মুবারিক এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার ভালরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। তাই লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিত, কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া জানিত। মাধির হঙ্গামা হইলে মুবারিক তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এরূপ যোগ দিবার ঠিক অভিসন্ধি কি, তাহার কিছু প্রকাশ নাই। মাধিরা একে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, মুবারিক আবার তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইলেন, কাজেই অকবরের সভাসদগণের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সম্রাটও তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম দিলেন। মুবারিক দেখিলেন, বিষম কুচক্র; আগ্রায় থাকিলে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় নাই, তজ্জন্য তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট অধিক দিন ছিল না। অকবরের ধাতৃপুত্র খাঁ-ই-আজম মির্জ্জা কোকা সম্রাটের মনের মলিনতা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ফৈজীর বয়স বিশ বৎসর; কিন্তু তাঁহার মধুর কবিতায় সে সময়ের সকল লোকেরই মন ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বগুণে ক্রমে তিনি অকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে আবুল-ফজল দিবারাত্র নির্জ্জনে অধ্যয়ন করিতেন। পনর বৎসর বয়সেই তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়াছিল। একটী গল্প আছে,—যখন পঞ্চদশ বৎসরের বালক, তৎকালে একখানি ইস্পাহানী পুস্তক তাঁহার হাতে পড়ে। পুস্তকখানির লম্বালম্বি অর্দ্ধাংশ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল; সুতরাং প্রত্যেক ছত্রের অর্দ্ধেক ছিল, আর বাকি অর্দ্ধেক ছিল না। আবুল-ফজল পূর্ব্বে সে পুস্তক আর কখন দেখেন নাই। কিন্তু যে যে অংশ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া দেওয়া চাই। সে জন্য তিনি পুস্তকের দগ্ধদিক ছাটিয়া ফেলিয়া সমস্ত পাতায় নূতন কাগজ যোড়া দিলেন। তাহার পর প্রত্যেক ছত্রের আধখানির অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া অবশিষ্ট ছত্র পূরণ করিয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে একখানি সমগ্র পুস্তক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি দুই খানিতে মেলন করিয়া দেখেন যে, অনেক স্থানে নূতন শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক স্থানের পাঠও সম্পূর্ণ নূতন হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি সমস্ত পুস্তকখানির ভাবের ব্যতিক্রম কোথাও ঘটে নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা চমৎকৃত হইলেন।

ফৈজী আপনার কনিষ্ঠের পরিচয় দিয়া সম্রাটের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। প্রথম দিনেই আবুল-ফজলের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সময়ে অকবর বাঙ্গালা এবং বিহার জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন; যুদ্ধ সজ্জা হইল; বিহার অভিমুখে সৈন্য সামন্ত ছুটিল। সঙ্গে স্বয়ং অকবর এবং তাঁহার প্রিয় সদস্য কবি ফৈজী। আবুল-ফজল সঙ্গে গেলেন না, আগ্রাতেই থাকিলেন। কিন্তু বিহারে ফজলকে দেখিতে না পাইয়া সম্রাট ফৈজীর কাছে কয়েকবার তাঁহার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। ফৈজী সেই সকল কথা আপনার কনিষ্ঠের কাছে লিখিয়া পাঠান্।

বাঙ্গালার যুদ্ধ দু-দিনের কাজ। অকবর জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি জয়-পতাকা উড়াইতে উড়াইতে শীঘ্রই ফতেপুর সিক্রীতে ফিরিয়া আসিলেন। যে সময়ে যাহা ভাল দেখায় সময় বুঝিয়া তাহার মত নজর দেওয়া চাই। আবুল-ফজল কোরাণের বিজয় পরিচ্ছেদের টীকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করিয়া আসিলে তাঁহার কছে সেই টীকা-পুস্তক উপহার দিলেন।

তখন মখদুম-উল্-মল্ক এবং শেখ আবদুন্নবী প্রধান সভাসদ। ইঁহারা দুই জনেই সুন্নী। তাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের উপর এবং হিন্দুদের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচার করিতেন। সেই সকল কথা অকবরের কানে উঠিল। আবুল-ফজল দেখিলেন, রাজ্যের উন্নতি এবং সমাজ সংস্কার করিতে হইলে তাহার এই সুযোগ। ইহাতে লোকের মঙ্গল এবং তাঁহার নিজের প্রতিপত্তি। তিনি অকবরেব সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, সম্রাট্ রাজ্যের সকল বিষয়ের কর্ত্তা। যাহা কিছু নূতন আইন করিতে হয়, সে সকল সম্রাট্ নিজে করিবেন। প্রজারা সেই নিয়মানুসারে চলিলে তাহাদের ইহ জন্মের সুখ এবং পরকালের সদ্গতি।

সভায় বাদানুবাদ পড়িয়া গেল,—সকলেই বিরোধী। চারি দিক্ হইতে আপত্তি উঠিল। আবুল-ফজল নাস্তিক কি হিন্দু, তাহার ঠিক নাই। যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা কোরাণের বিপরীত মত। কিন্তু বাদানুবাদ করা বিফল, সুন্নী পক্ষরা অবশেষে নিরস্ত হইল। মুবারিক স্বহস্তে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি লিখিয়া নাম স্বাক্ষরিত করিলেন। যাঁহারা বিরোধী ছিলেন, সে সকল লোককেও স্বাক্ষর করিতে হইল।

এই নূতন নিয়মের উদ্দেশ্য মহৎ। শেষে ইহার দ্বারা বেশ ভাল ফল হইয়া দাঁড়াইল। মুবারিক জানিতেন, ঈশ্বরের চক্ষে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। কিন্তু কোরাণের সে মত নয়। যে কোরাণ মানে না, সে কাফের। মুবারিক, কোরাণের সকল কথা মানিতেন না, তাই লোকে জানিত তিনি নাস্তিক। আবুল-ফজল বালককাল হইতে পিতার কাছে যে পাঠ পাইয়াছিলেন, অকবরের কানে তিনি সেই মন্ত্র পড়িয়া দিলেন। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনেক। তাহাদের জাতি বিভিন্ন, ধর্ম্ম বিভিন্ন; বিভিন্ন বিশ্বাস। সকল কাজে কোরাণ দেখিয়া চলিতে হইলে প্রজাদের কল্যাণ নাই। চিরকাল অন্ধ বিশ্বাসে চলিলে মানুষের উন্নতি হয় না। কোরাণের যেখানে ভ্রম আছে, সে স্থল পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহাতে ভ্রম নাই, এমন বিষয় কোরাণে না থাকিলেও গ্রহণ করা উচিত। আবুল-ফজলের চির জীবনের এই মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রে তিনি অকবরকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ নূতন নিয়ম প্রচলিত করিলে তাহার ফল এই দাঁড়াইল,—পূর্ব্বে হিন্দু ও অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছিল, সে সকলের নিবারণ হইয়া গেল। সকল ধর্ম্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের যোগী সন্ন্যাসীরা আসিয়া সভায় আদর পাইতে লাগিলেন। এ দিকে দুষ্ট লোকদেরও ক্ষমতা দিন দিন কমিয়া আসিল।

এই সময়ে অকবরের সভা ফতেপুর সিক্রিতে। ফৈজী এবং আবুল-ফজল সেইখানেই থাকিতেন। সর্ব্ব প্রথমে ফৈজী, কুমার মুরাদকে পড়াইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন্। দুই বৎসর পরে আগ্রা, কাল্পি এবং কালিঞ্জরের সদর্ হইয়াছিলেন। ১৫৮৫ সালে আবুল-ফজল এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মন্সব হইলেন। পর বৎসরে তাঁহাকে দিল্লির দেওয়ান করা হইল।

১৫৮৯ সালের শেষে আবুল-ফজলের মাতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে অকবরের প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম চলিত হইয়া আসিয়াছে। সম্রাটকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু সভাসদদের মধ্যে আবুল-ফজলের সকলেই শত্রু। নিজে সলিমও সুযোগ পাইলে শত্রুতা করিতে ছাড়িতেন না। এক দিন সলিম হঠাৎ আবুল-ফজলের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন্। আবুল-ফজল কোরাণের যে টীকা করিয়াছিলেন, চল্লিশজন লেখক বসিয়া তাহার নকল করিতেছেন। সলিম সমস্ত কাগজ পত্র সমেত সেই লেখকদিগকে সম্রাটের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার পর কাগজ পত্র গুলি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন,—'আবুল ফজলের শঠতা দেখুন; তিনি আমাকে পড়াইবার সময়ে কোরাণ এক রূপ বুঝাইয়া দেন, আবার বাটীতে বসিয়া যে টীকা লিখিতেছেন তাহা ঠিক বিপরীত'। এই কথায় আবুল-ফজলের সঙ্গে সম্রাটের দিন কতক একটু মনের অস্বরস ছিল।

অকবর, আবুল-ফজল প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল ভাল সংস্কৃত এবং হিন্দী পুস্তক গুলি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। ফৈজী লীলাবতীর গণিত শাস্ত্র অনুবাদ করিতে লাগিলেন। কালীয় দমন এবং মহাভারতের কিয়দংশের ভার আবুল-ফজল লইলেন। ১৫৯২ সালে তিনি দুই-হাজারীর মন্সব হন্। এই সময়ে খন্দেশের রাজা আলি খাঁ আপনার কন্যাকে সলিমের কাছে পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ দেখিলেন, শীঘ্র তাঁহার সম্মান রাখা আবশ্যক। সে কারণ তিনি খন্দেশে এবং দক্ষিণে বর্হান-উল-মক্কের কাছে দূতস্বরূপ ফৈজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৫৯৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুবারিকের মৃত্যু হয়। দুই বৎসর না যাইতে ফৈজীও পরলোক গমন করেন। জ্ঞানীলোক সকলি বুঝেন, বুঝিয়াও শোকের সময়ে মনকে স্থির রাখিতে পারেন না। আবুল-ফজল পরম জ্ঞানী, তবু পিতার ও ভ্রাতার শোকে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল।

আবুল-ফজল শীঘ্রই আড়াই হাজারীর মন্সব হইলেন। এই সময়ে দক্ষিণে অত্যন্ত গোলযোগ। সুলতান মুরাদ তথায় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, দিবারাত্র মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। তাই আবুল-ফজলকে সম্রাট্ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি যেন মুরাদকে সঙ্গে করিয়া আনেন।

এ সময়ে দক্ষিণে যুদ্ধ চলিতেছিল। যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শঠ। বিপক্ষের কাছে ঘুস লইয়া সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া দিতেছিলেন। আবুল-ফজল আসিলে বাহাদুর খাঁ তাঁহার কাছে উৎকোচ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আবুল-ফজল উৎকোচ লইবার লোক নহেন। তিনি সগর্ব্বে বাহাদুর খাঁর দ্রব্যাদি ফেরত পাঠাইলেন।

মুরাদের শিশু সন্তান মির্জ্জা রুস্তম এই সময়ে ইলিচপুরে মরিয়া যায়। তিনি পুত্রশোক ভুলিবার নিমিত্ত দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। শেষে মদাত্যয় রোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু আবুল-ফজল আসিয়াছেন শুনিয়া সেই অবস্থাতেই তিনি আহ্মদনগরে যাইবার জন্য সাজিলেন। পথে অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়িল। ইলিচপুর ছাড়াইয়া নরনালহ; তাহার পর শাহপুর, নিকটে দক্ষিণ পূর্ণানদী। সেইখানে শরীর রাখিয়া মুরাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।

আবুল-ফজল পৌঁছিয়া দেখেন চারিদিকে গোলযোগ। সেনাপতিরা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আবুল-ফজল কাহারও কথা শুনিলেন না। পূর্ব্বে যে সকল স্থান জয় করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে লোক পাঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। বৈতালা, তানটুন এবং সতনন্দা তাঁহার হস্তগত হইল।

কিন্তু ইহাতেও দক্ষিণের গোলযোগ মিটিল না, বরং আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। বাহাদুর খাঁ কুমার দানিয়ালের কাছে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। খন্দেশেও যুদ্ধ বাঁধিল। সম্রাট্ অকবর তখন উজ্জয়িনীতে। তাঁহার ইচ্ছা যে নিজে গিয়া অসুরেশগড় আক্রমণ করেন। অসুরগড়, বাহাদুর খাঁর কেল্লা। এ দিকে তিনি আহ্মদনগর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কুমার দানীয়ালকে নিযুক্ত করিলেন। আবুল-ফজল আপনার সৈন্যদিগকে মির্জ্জা শাহরুখ, মির মুর্ত্তজা এবং খাওয়া আবুল হোসনের কাছে রাখিয়া সম্রাটের নিকটে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি চারি হাজারীর মন্সব হন্। অকবর এবং আবুল-ফজল উভয়ে মিলিয়া অসুরগড় জয় করিয়া লইলেন। তাহার পর আবুল-ফজল, বাজু মান্না এবং আলি-শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নাসিক, জালনহপুর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য স্থান জয় করেন।

ইদানীং দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় সলিমের (জাহাঙ্গিরের) অনেকটা ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। মধ্যে তিনি একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। অকবর তখন অসুরগড়ের যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসিয়া সলিমকে নিরস্ত করিলেন। দিন কতক সদ্ভাব চলিল। কিন্তু সে সদ্ভাব কেবল দু-দিনের জন্য। সলিম এবার আলাহাবাদে গিয়া আপনিই রাজা হইলেন এবং অকবরকে রাগাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের নামে মুদ্রা চালাইয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। অকবর দেখিলেন বিপদের বন্ধু আবুল-ফজল। আর যে সকল লোক আছে, তাহারা ভিতরে ভিতরে সলিমের দিকে। নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত তাহারা সলিমের দুরভিসন্ধিতে বাতাস দিয়া থাকে। সে কারণ তিনি আবুল-ফজলকে শীঘ্র আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

দক্ষিণে লোক চলিয়া গেল। সলিম সমস্ত সন্ধান

পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, আবুল-ফজলকে বিনষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। পিতার কাছে প্রতিপন্ন হইতেও তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। ফজলের প্রাণ নষ্ট করিবার এই সুযোগ। বীর সিংহ তখন উণ্ডচার রাজা। তাঁহার সঙ্গে অকবরের সদ্ভাব ছিল না। আবুল-ফজলকে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সলিম, রাজা বীর সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ দেশ হইতে আসিতে হইলে উণ্ডচা রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিবার সম্ভাবনা। বীর সিংহ চারি দিকে লোক রাখিলেন।

আবুল-ফজল দক্ষিণে আপনার পুত্র আবদুররহমনের হাতে সমস্ত সৈন্যের ভার দিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেবল জন কতক প্রহরী। তিনি উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত আসিলেন, পথে কোথাও বিপদের আশঙ্কা দেখিলেন না। কিন্তু উজ্জয়িনীর লোকেরা সলিমের দুরভিসন্ধির একটু আভাস পাইয়াছিল। তাহারা আবুল-ফজলকে সতর্ক করিয়া দিল। আবুল-ফজলের অনুচরেরাও তাঁহাকে ঘাটী চান্দা দিয়া আনিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইল; কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিলেন না। আবুল-ফজল নরোয়ারের পথে আসিতে লাগিলেন। শেষে আর অধিক দূর নয়, সরাই-বার হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশ পরেই কাল স্বরূপ বীর সিংহের লোকেরা আসিয়া সম্মুখে পড়িল। গদাই খাঁ নামক আবুল-ফজলের জনৈক বিশ্বাসী চাকর যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। তখন তিন ক্রোশ দূরে অন্ত্রী নামক একটী স্থানে সম্রাটের তিন হাজার তুরুকসোয়ার ছিল। আবুল-ফজল মনে করিলে অনায়াসে সেই খানে পলাইতে পারিতেন। কিন্তু সংগ্রামে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের কাজ; সে জন্য তিনি বীরোচিত দর্প করিয়া যুদ্ধে মাতিলেন। শত্রুরা চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। আর কোন দিকে পলাইবার পথ নাই, শেষে এক জন তুরুক-সোয়ার বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিঁধিয়া ফেলিল। আবুল-ফজল ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন। বীর সিংহ আসিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। পরে সেই মস্তক আলাহাবাদে সলিমের কাছে প্রেরিত হয়। সলিম, মনের ঘৃণা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই মাথা একটী কদর্য্য স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

সম্রাট্ এক দুই করিয়া দিন গণিতেছেন, আবুল-ফজল আসিবেন। কিন্তু আবুল-ফজল আসিলেন না, আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। আর সকলেই শুনিল, অকবর জানিলেন না,—তাঁহাকে এ সংবাদ শুনায় কে? তৈমুর বংশের এই রীতি ছিল, রাজপুত্র প্রভৃতি কাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উকিল হাতে কাল রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইতেন। আবুল-ফজলের মৃত্যুর সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার উকিল হাতে রুমাল বাঁধিয়া অকবরের সম্মুখে গেলেন। উকিলকে দেখিয়া সম্রাটের প্রাণ উড়িয়া গেল। শেষে শুনিলেন যে, সলিমই আবুল-ফজলের মৃত্যুর কারণ। অকবর মনোদুঃখে বলিলেন,—'সলিমের যদি রাজ্য পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিল না কেন? আবুল-ফজল বাঁচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইতাম'।

বীর সিংহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সম্রাট্, পাত্র-সিংহ এবং রাজ সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। কয়েকবারের যুদ্ধে বীর সিংহ পরাস্ত হন্। শেষে তিনি জঙ্গলের ভিতরে পলাইয়া যান্। রাজ সিংহ পুনর্ব্বার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই অকবরের মৃত্যু হয়। সে কারণ বীর সিংহের আর আশঙ্কা থাকিল না। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইলে তিনি উণ্ডচা পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মন্সব হন্।

পুস্তক—আবুল-ফজল তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেক গুলি পুস্তক আছে। (১) অকবর নামা, এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আইন-ই-অকবরী। ইহাতে সম্রাট্ অকবরের সময়ের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। (২) মুক্তুবাতী আল্লামী; ইহার অপর নাম ইন্মাই আবুল-ফজল। আবুল-ফজল, রাজা এবং তখনকার সর্দ্দার প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে সেই গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। (৩) আইয়ার-ই-দানিশ। এতদ্ভিন্ন, রিসালহ-ই-মুনাজাত অর্থাৎ উপাসনা-গ্রন্থ; জামি-উল্লুঘাত, অর্থাৎ অভিধান; এবং কশ্কোল অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্র আবুল-ফজলের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

আবুল-ফজলের রচনা মধুর, গম্ভীর এবং সতেজঃ। বোখারার রাজা আবদুল্লা একবার বলিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ অকবরের তীরের চেয়ে আবুল-ফজলের লেখা দেখিলে তাঁহার অধিক ভয় হয়।

চরিত্র—আবুল-ফজলের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। তিনি শত্রুর প্রতিও কখন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

শেখ আবছুন্নবী এবং মখছুম-উল-মল্ক মুবারিকের বিস্তর অপমান করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে সম্রাট্ ঐ তুই ব্যক্তিকে কৌশলে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত মক্কায় পাঠাইয়া দেন। আবুল-ফজল ঐ বৃত্তান্ত আকবরনামায় লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার একটী ছত্রেও বিদ্বেষের কথা নাই।

আবুল-ফজল সত্যেরই আদর করিতেন। তাই কোরাণের সকল কথায় তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। সে কারণ কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিত, আবার অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিত। তাঁহার চিত্ত অতিশয় উন্নত ছিল। তিনি সকল লোকেরই সঙ্গে প্রণয় রাখিয়া চলিতেন। বাটীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি দেখিলেও কখন কাহাকে ভর্ৎসনা করেন নাই। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলকেই বেতন চুকাইয়া দিতেন। কাহাকে কার্য্যে অপটু দেখিলেও তবু ছাড়াইয়া দিতেন না। তাঁহার এই ধারণা ছিল, কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া কাজের সময়ে তাহাকে যদি অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, তথাপি সে লোককে কর্ম্মচ্যুত করিতে নাই। কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহাতে প্রভুরই কলঙ্ক। লোকে জানে যাঁহার মানুষ চিনিবার ক্ষমতা নাই, তিনিই পূর্ব্বে না বুঝিয়া অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করেন। আবুল-ফজলের পক্ষে সে কলঙ্কের মার্জ্জনা নাই।

আহারশক্তি—আবুল-ফজলের অসম্ভব আহারশক্তি ছিল। তিনি প্রতি দিন বাইশ সের দ্রব্য ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ে তাঁহার পুত্র আবছুর রহমন কাছে বসিয়া থাকিতেন। আবুল-ফজল যে পাত্রের দ্রব্য তুই বার লইয়া খাইতেন, আবছুররহমন বুঝিতেন তাহাই সুস্বাদু হইয়াছে। পর দিন তিনি সেই দ্রব্য পাক করিবার জন্য পাচককে অনুমতি করিতেন। যে দ্রব্য সুস্বাদু লাগিত না, আবুল-ফজল কথায় কিছুই বলিতেন না, কেবল চাকিয়া দেখিবার নিমিত্ত সেই পাত্রটী তাঁহার সন্তানের কাছে ধরিয়া দিতেন। আবছুররহমন একবার নিজে চাকিয়া পাচকে চাকিতে বলিতেন। পাচক চাকিয়া দেখিয়া তেমন সামগ্রী আর কখন রাঁধিত না।

আবুল-ফজলের পুত্রের নাম আবছুররহমন, পৌত্রের নাম বিশোতান। আবুল-ফজলের মৃত্যুর এগার বৎসর পরে আবছুররহমনের মৃত্যু হয়।

আবুল-ফৈজী। ইনি সম্রাট্ অকবরের সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ কবি। আবুল-ফজল শব্দে ইহাঁর বৃত্তান্ত দেখ।

আব্দ (ত্রি) অব্দে মেঘে ভবং তস্যেদম্ ইতি বা অণ্। মেঘজাত। যাহা মেঘে জন্মায়। মেঘসম্বন্ধীয়। এখানে অন্তঃস্থ বকার হইলে বর্ষজাত, বৎসর সম্বন্ধীয়। এই রূপ অর্থ বুঝায়। [অব্দ শব্দ দেখ]।

আভগ (পুং) আ সম্যক্ ভগং মাহাত্ম্যং যস্য। বহুব্রী। অতিশয় মাহাত্ম্যযুক্ত দেবতা। মাহাত্ম্যযুক্ত।

আভণ্ডন (ক্লী) আ-ভণ্ড-ল্যুট্। নিরূপণ।

আভয়জাত্য (পুং স্ত্রী) অভয়জাতস্যাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যঞ্। অভয়জাতের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। যলোপঃ আভয়জাতী। ততঃ অভয়জাত্যস্যাপত্যং(কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪। ২। ১১১) ইতি অণ্ য লোপঃ। অভয়জাতঃ। অভয়জাত্যের পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আভয়জাতী।

আভরণ (ক্লী) আভ্রিয়স্তে অঙ্গেষু আভ্রিয়স্তে শোভার্থম্ আ-ভৃ-কর্ম্মণি ল্যুট্। ভূষণ। অলঙ্কার। আভরণ চারি প্রকার,—আবেধ্য, যেমন কুণ্ডলাদি। বন্ধনীয়, যেমন কুসুমাদি। ক্ষেপ্য, যেমন নূপুরাদি। আরোপ্য, যেমন হারাদি। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী)। সম্যক্ পোষণ।

আভরিত (ত্রি) আভরঃ আভরণং জাতোঽস্য তারকাদিং ইতচ্। আ-ভৃ-বাহুং ইতচ্ ইট্ চ। পূরিত। অলঙ্কৃত।

আভর্ম্মন্ (ক্লী) আ-ভৃ-(সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। গর্ভাদির সম্যক্ ভরণ। পোষণ।

আভা (স্ত্রী) আ-ভা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। দীপ্তি। শোভা। কান্তি। উপমান। ববুল। বাত রোগ বিশেষ।

আভাতি (স্ত্রী) আ-ভা-ক্তিন্। প্রতিবিম্ব। তুল্যরূপে দীপ্তি পায় বলিয়া আভাতি শব্দে প্রতিবিম্বকে বুঝায়।

আভাষণ (ক্লী) আ-ভাষ-ভাবে ল্যুট্। পরস্পর কথোপকথন। আলাপ। সম্বোধন। (স্যাদাভাষণমালাপঃ। অমর)।

আভাষ্য (ত্রি) আ-ভাষ-ণ্যৎ। আমন্ত্রণীয়। সম্বোধনীয়। আলাপ্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্বোধন করিয়া। বলিয়া।

আভাস (পুং) আভাসতে আ-ভাস-অচ্। উপাধির তুল্যতা হেতু প্রতিবিম্ব। দুষ্ট হেতু প্রভৃতি। ভাবে ঘঞ্। তুল্য প্রকাশ। আভাসতে হনেন আ-ভাস-ণিচ্-করণে অচ্ ণিচ্ লোপঃ। গ্রন্থাবতারণের নিমিত্ত গ্রন্থের অভিপ্রায় বর্ণনরূপ ব্যাখ্যান বিশেষ। চলিত কথায় ইঙ্গিত

বা সামান্য অভিপ্রায়কেও বুঝায়; যেমন—এই কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

আভাস্বর (ত্রি) আ-ভাস (ভঞ্জ ভাস ভিদো ঘুরচ্। পা ৩। ২। ১৬১) ইতি ঘুরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল।

আভাস্বর (ত্রি) আ-ভাস-(স্থেশভাসপিসকসো বরচ্। পা ৩। ২। ১৭৫) ইতি বরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল। (পুং) চৌষট্টি পরিমিত গণদেব বিশেষ। দ্বাদশ পরিমিত গণদেব বিশেষ।

আভিচরণিক (ত্রি) অভিচরণং প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। অথর্ব্ব বেদাদিপ্রোক্ত শত্রু প্রভৃতি মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি অভিচার সাধন মন্ত্রাদি। মারণাদি সাধন বিধান বিশেষ। অভিচার প্রয়োজনার্থে ঠঞ্। (ত্রি) আভিচারিক ঐ অর্থ।

আভিজন (ত্রি) আভিজনাদাগতম্ অভিজনস্তেদং বা অভিজন-অণ্। বংশ পরম্পরাগত। বংশসম্বন্ধীয়, যেমন, গাঁই পদবী ইত্যাদি।

আভিজাত্য (ক্লী) অভিজাতস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। কৌলীন্য। পাণ্ডিত্য। সৌন্দর্য্য।

আভিজিত (ত্রি) অভিজিতি নক্ষত্রে জাতম্ অণ্। অভিজিৎনক্ষত্রে জাত। অণ্ প্রত্যয়স্য বা লুক্ অভিজিৎ।

আভিজিত্য (ত্রি) অভিজিতি ভবম্ অণ্ ততঃ স্বার্থে যঞ্। অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত।

আভিধা (স্ত্রী) অভিধৈব স্বার্থে ষ্ণ্। অভিধা শব্দের অর্থ। শব্দবৃত্তি বিশেষ। কথন।

আভিধাতক (ক্লী) অভিধাং তকতি সহতে-অচ্। শব্দ। শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুতেই অভিধা (অর্থ) সহ্য করে না তজ্জন্য আভিধাতক শব্দে শব্দকে বুঝায়।

আভিধানিক (ত্রি) অভিধানাদাগতং-ঠক্। অভিধান সম্বন্ধীয়।

আভিধানীয়ক (ক্লী) অভিধানীয়স্য ভাবঃ (যোপধগুরূপোত্তমাদ্ বুঞ্। পা ৫। ১। ১৩২) ইতি বুঞ্। কথনীয়ত্ব।

আভিপ্লবিক (ত্রি) অভিপ্লবে বিহিতং ঠক্। অভিপ্লব বিহিত সূক্ত সামাদি সামবেদ বিশেষ। অভিপ্লবায় হিতং ঠক্। (পুং) গবাময়ন যাগের অন্তর্গত ষড়হবিশেষ।

আভিমানিক (ত্রি) অভিমানে নির্ব্বৃত্তং ঠক্। সাংখ্যমতসিদ্ধ অভিমান হেতু উৎপাদিত উভয় ইন্দ্রিয়। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

আভিমুখ্য (ক্লী) অভিমুখস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অভিমুখত্ব। সম্মুখত্ব। প্রসন্নতা। আনুকূল্যের জন্য সম্মুখীন হওয়া।

আভিরূপক (ক্লী) অভিরূপস্য ভাবঃ। (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ১। ১৩৩) ইতি বুঞ্। সৌন্দর্য্য।

আভিরূপ্য (ক্লী) অভিরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সৌন্দর্য্য। উৎকর্ষ। পাণ্ডিত্য।

আভিষিক্ত (ত্রি) অভিষিক্তমভিষেকঃ তেন নির্ব্বৃত্তং (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ৭৫) ইতি অঞ্। অভিষেক নিষ্পন্ন।

আভিষেচনিক (ত্রি) অভিষেচনং রাজ্যাভিষেকঃ সামান্যাভিষেকো বা প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। রাজাভিষেকের উপযুক্ত দ্রব্য বিশেষ। যে যে দ্রব্য দ্বারা রাজার অভিষেক করিতে বিধি আছে। রাজাদি অভিষেকের দ্রব্য মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকে নিম্ন লিখিত রূপ কথিত হইয়াছে। মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, নানা উপকরণযুক্ত আভিষেচনিক ভাণ্ড, স্বর্ণময় তাম্রময় এবং রজতময় ত্রিকোণাকার পৃথিবী। পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, খৈ, ঘৃত, দুগ্ধ; শমীর পিপ্পলের পলাশের সমিৎ, মধুযুক্ত ঘৃত, যজ্ঞডুম্বুরের স্রুব, স্বর্ণভূষিত শঙ্খ।

(স্ত্রী) ঙীপ্ আভিষেচনিকী। অভিষেচনমধিকৃত্য কৃতো-গ্রন্থঃ ঠক্। রাজাভিষেকের অধিকারে লিখিত মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ। অভিষেচনং স্নানং প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। স্নানার্থ বিধান। বিহিত স্নানের দ্রব্য ও মন্ত্রাদি। কর্ম্মান্তে যজমানের অভিষেকের নিমিত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র। তত্তৎকার্য্যে অধিকার সিদ্ধির জন্য বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মন্ত্র। তত্তৎদ্রব্য বিশেষ। তাহার বিধান। রুদ্রাভিষেক দ্রব্য। তাহার বিধান। বেদাভিষেকাদিসাধন দ্রব্য।

আভিহারিক (ত্রি) আভিমুখ্যেন হারঃ অভিহারঃ স প্রয়োজনমস্য তত্র সাধু বা ঠঞ্। অভিহারের উপযুক্ত দ্রব্য। উপঢৌকনের দ্রব্য। ভেটের দ্রব্য।

আভীক (ক্লী) অভীকেন দৃষ্টং সাম-অণ্। অভীক নামক ঋষির দৃষ্ট সাম বিশেষ।

আভীক্ষ্ণ্য (ক্লী) অভীক্ষ্ণমিত্যব্যয়ং তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সর্ব্বদা। সাতত্য। পৌনঃপুন্য। অবিচ্ছেদে এক রূপ ক্রিয়া করা। *। নিত্য বীপ্সয়োঃ। পা ৮। ১। ৪। এই সূত্রে-(আভীক্ষ্ণ্যে বীপ্সায়াঞ্চ দ্যোত্যে। সি° কৌ°)। *। আভিক্ষ্ণ্যে ণমুল্। পা ৩। ৪। ২২।

আভীর (পুং) আ সম্যক্ ভিয়ং ভীতি রাতি দধাতি রা-ক। গোপ। সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণাদিতে

লিখিত হইয়াছে যে ইহারা ম্লেচ্ছজাতি। সিন্ধুনদের কূলবর্ত্তী আভীররা কৃষ্ণের রমণীদিগকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আভীর শব্দের অপভ্রংশে 'আহীর' এই প্রকার রূপ হইয়াছে। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোয়ালাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আভীর জাতীয়। শকদিগের পূর্ব্বে আভীর জাতি সিন্ধু প্রদেশে দশ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিল।

আভীরপল্লি(ল্লী) (স্ত্রী) ৬-তৎ। কৃদিকারন্তাম্বাদ্বা ঙীপ্। গোপ প্রধান গ্রাম। ঘোষ। যে গ্রামে বহুগোপের গৃহ আছে। (ঘোষ আভীরপল্লী স্যাৎ। অমর)।

আভীরী (স্ত্রী) আভীরস্য পত্নী আভীর জাতির্বা স্ত্রী ঙীপ্। গোপ জাতির স্ত্রী। গোপী। মহাশূদ্রী। (আভীরী তু মহাশূদ্রী। অমর)।

আভীল (ক্লী) আ-সম্যক্ ভিয়ং লাতি গৃহ্লাতি আভী-লা-ক। কষ্ট। কৃচ্ছ্র। দুঃখ। ভয়ানক। তদস্যাস্তি অর্শ-আদি° অচ্। (ত্রি) কষ্টযুক্ত।
(স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্রমাভীলং ত্রিষেষাং ভেদ্যগামি যৎ। অমর)
(কামিনীত্রিবলীবন্ধে তস্যা এব চ লক্ষণে।
আভীলং ত্রিষু কষ্টে না নাভিগণ্ডেঽপি দৃশ্যতে॥ ব্যাড়ি)

আভীশব (ক্লী) অভীশুনা দৃষ্টং সাম অণ্। সাম বিশেষ। আভীশু যে সাম দেখিয়াছেন।

আভু (ত্রি) আ সমন্তাদ্ ভবতি আ-ভূ-ডু। বিভু। ব্যাপক। আ-ভূ-ক্বিপ্। 'আভূ' এই প্রকার দীর্ঘ উকারান্তও হয়।

আভুগ্ন (ত্রি) আ-ভুজ-কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্তঃ তকারস্য নকারঃ। আকুঞ্চিত। অল্প বক্র। চারিধারে ভগ্ন। (আভুগ্নেন বিবর্ত্তিতা বলিমতা মধ্যেন কম্রস্তনী। শকু°)

আভূতি (স্ত্রী) আ-ভূ-ক্তিন্। ব্যাপ্তি।

আভেরী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। ইহাকে সচরাচর আভীরী-কল্যাণ বা আহীরীকল্যাণ কহে। কল্যাণ, গুজ্জরী, শ্যাম ও দেশকার যোগে ইহার উৎপত্তি। স্বরগ্রাম যথা— স ঋ গ ম প ধ নি।

আভোগ (পুং) আ-ভুজ-আধারে ঘঞ্। পরিপূর্ণতা। (আভোগঃ পরিপূর্ণতা। অমর)। বরুণের ছত্র। যত্ন। আভোগঃ পরিপূর্ণতা বরুণ ছত্র যত্নয়োঃ। বিশ্ব হেম)। (অয়মাভোগস্তপোবনস্য। শকু)। সঙ্গীতাদির শেষে কবির নাম কথন। ভণিতা। (যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ স আভোগ ইতীরিতঃ। সঙ্গীতদামোদর)। কিন্তু আজি কালি গানের জিলকে আভোগ কহে। সম্যক্ সুখাদির অনুভব।

আভোগয় (ত্রি) আভোগং যাতি আভোগ-যা-ক। আপূর্ণ।

আভোগি (ত্রি) আভোগং বিষয়স্য সম্যক্ সুখানুভবং করোতি আভোগ-কৃত্যর্থে-ণিচ্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। বিষয়াভোগকারী। সম্যক্ সুখানুভবকর্ত্তা।

আভোগিন্ (ত্রি) আভোগোঽস্ত্যস্য ইনি। পরিপূর্ণ। যত্নবান্। সম্যক্ সুখাদিযুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। আভোগিনী।

আভ্যন্তর (ত্রি) অভ্যন্তরে ভবম্ অণ্। মধ্যবর্ত্তী।

আভ্যবহারিক (ত্রি) অভ্যবহারায় হিতং ঠক্। ভোজনীয় অন্নাদি। ভোক্ষ্য, ভোজ্য, ভোজনীয়, অভ্যবহার্য্য, আভ্যবহারিক ইত্যাদি শব্দের অর্থে কোন প্রভেদ আছে কি না সে বিষয়ে মতান্তর দেখা যায়। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন যে, ভোজ্যং ভক্ষ্যে। ৭। ৩। ৬৯। কাত্যায়ন বলেন যে, এ স্থলে 'ভক্ষ্য' শব্দ না দিয়া অভ্যবহার্য্য শব্দ দিলে ভাল হইত (ভোজ্যমভ্যবহার্য্যমিতি বক্তব্যম্)। তাঁহার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,—'ভক্ষ' বলিলে কঠিন দ্রব্য খাওয়াকে বুঝায়। তরলদ্রব্য খাইলে তাহাকে ভক্ষ বলা যায় না। কিন্তু, ভোজ্য এবং অভ্যবহার্য্য বলিলে সকল প্রকার দ্রব্য খাওয়াকে বুঝায়। কিন্তু পতঞ্জলি তাহা স্বীকার না করিয়া কাত্যায়নের দোষ দিয়াছেন। ইহাপি যথা স্যাৎ। ভোজ্যঃ সূপঃ। ভোজ্যা যবাগূরিতি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি? ভক্ষিরয়ং খরবিশদে বর্ত্ততে, তেন দ্রবে ন প্রাপ্নোতি। নাবশ্যং ভক্ষিঃ খরবিশদে বর্ত্ততে, কিং তর্হ্যন্যত্রাপি বর্ত্ততে? তদ্যথা অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি।

আভ্যাগারিক (ত্রি) আগারস্য অভি অভ্যাগারং (অব্যয়ী) তস্মিন্ (তৎস্থকুটুম্বভরণে) ব্যাপৃতঃ ঠক্। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত। (উপাধাভ্যাগারিকৌ তু কুটুম্বব্যাপৃতে নরি। হে°)

আভ্যাদায়িক (ক্লী) আভিমুখ্যেনাদায়ঃ আদানং যস্য তস্মিন্ হিতং ঠক্। পিতার কিম্বা মাতার কুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন বিশেষ।

আভ্যাসিক (ত্রি) অভ্যাসে নিকটে ভবং ঠক্। নিকটে স্থিত। অভ্যাসাৎ আম্রেড়িতোচ্চরণাদাগতং ঠক্। অভ্যাস প্রাপ্ত। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ জাত দৃঢ় সংস্কারাদি।

আভ্যুদয়িক (ক্লী) অভ্যুদয়ঃ পুত্রজননাদিঃ স প্রয়োজনং যস্য ঠক্। বৃদ্ধি নিমিত্তক শ্রাদ্ধ বিশেষ। মাঙ্গলিক। অন্নপ্রাশন ও বিবাহের পূর্ব্বে যে নান্দী শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য, সে কারণ ইহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে। (অন্নদাত্যাভ্যুদয়িকেষু। সি°

কৌ০। পা ৫। ৪। ৪২ সূত্রে)। [নান্দী শব্দ দেখ]।

আভ্রিক (ত্রি) অভ্রা খনতি ঠক্‌। কাষ্ঠ কুদ্দাল দ্বারা যে খনন করে। অভ্রাৎ মেঘাৎ আগতং ঠক্‌। জল প্রভৃতি।

আভ্র্য (ত্রি) অভ্রে আকাশে ভবম্‌ অভ্রস্যাপত্যং বা (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ) ইতি ণ্য। আকাশজাত। (পুং স্ত্রী) অভ্রের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আম্‌ (অব্য) অম গত্যাদৌ ণিচ্‌ বাহুং হ্রস্বাভাবঃ ক্বিপ্‌ ণিচ্‌ লোপঃ। অঙ্গীকার। স্বীকার। নিশ্চয়। জ্ঞান। স্মৃতি। প্রতিবচন। প্রতিবচন অ্যাঁ বা আঁ এই শব্দটী আং ইহার অপভ্রংশ।

আম (ত্রি) আ ঈষৎ অম্যতে পচ্যতে আ-অম-ঘঞ্‌। অপক্ব। কাঁচা। যাহা সিদ্ধ করা নহে। (আমোঽপক্কে তু বাচ্যবৎ। বিশ্ব০)। অর্থাৎ অপক্ব অর্থ বুঝাইলে আম শব্দ যে লিঙ্গের বিশেষণ হইবে, উহারও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা ত্রিলিঙ্গ।

জ্বর প্রভৃতি রোগের তরুণাবস্থা বুঝাইতে হইলে আম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—স্বেদ্যমামজ্বরম্‌। মাঘ ২। ৫৪। আমজ্বরম্‌ অপক্বজ্বরম্‌। মল্লি০। ফোড়া না পাকিলে সে অবস্থাতেও সুশ্রুতে আম শব্দের প্রয়োগ আছে।

(ক্লী) ধান ভানিয়া তুষরহিত হইলে যে চাউল হয় তাহাকে আম কহে। যথা বশিষ্ঠ—

শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্‌।

ক্ষেতে ফসল থাকিলে তাহার নাম শস্য। বিচালি ঝাড়িয়া মাড়িয়া তুষযুক্ত যে শস্য পাওয়া যায় তাহাকে ধান্য কহে। ধান্য তুষরহিত করিলে তাহার নাম আম। আম পাক করিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়।

শূদ্রজাতি যদি দুগ্ধ কিম্বা তণ্ডুলাদি পাক না করিয়া দেয়, তবে পাত্রান্তর করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

শূদ্রের আমান্ন পক্বান্নের সমান, এবং পক্বান্ন উচ্ছিষ্টের তুল্য; সে কারণ পূজাপার্ব্বণে আমান্ন দিয়া শূদ্র জাতির ক্রিয়া করিতে হয়। প্রচেতাঃ বলেন যে, আপৎকালে অগ্নির অভাবে তীর্থস্থানে দ্বিজাতিরা আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণেও আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শূদ্রেরা সকল সময়েই আমান্ন দিয়া ক্রিয়া করিবে।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিত কথায় 'আম্র' শব্দের অপভ্রংশে আম শব্দের ব্যবহার আছে। 'নানা জাতি বৃক্ষ তাহে শোভিছে প্রচুর। আম জাম নারিকেল বাদাম খর্জ্জুর।'

যাবনিক আম শব্দে খাস বা নিজের এই রূপ অর্থ বুঝায়। সম্পূর্ণ। যেমন—আম হুকুম।

(পুং) অম্যতে পীড্যতেঽনেন অম-করণে ঘঞ্‌। রোগমাত্র। ছয় প্রকার অজীর্ণরোগের মধ্যে রোগবিশেষ।

আমগন্ধি (ত্রি) আমস্যাপক্কস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য। (উপমানাচ্চ। পা ৫। ৪। ১৩৭) ইতি ইৎ সং। চিতাধূমাদির গন্ধ। অপক্ব মাংসাদির গন্ধবিশিষ্ট। মতান্তরে আমগন্ধি শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

আমচুর (আম্রচূর্ণ শব্দের অপভ্রংশ)। কচি আম ছাড়াইয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আমচুর কহে। ইহার অপর নাম আমসী।

আমজ্বর (পুং) আমোঽপক্কঃ জ্বরঃ। কর্ম্মধা০। নব জ্বর। যে জ্বরের তরুণ অবস্থা গত হয় নাই।

আমড়া (ইহা সংস্কৃত আম্রাতক শব্দের অপভ্রংশ)। এক প্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল (Spondias mangifera)। এই গাছ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সিকিম, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ইহা জন্মে; কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষে এ গাছ নাই। এই গাছ বড় হয়, কিন্তু আম্রবৃক্ষের মত নয়।

সচরাচর দুই প্রকার আমড়া দেখা যায়। তাহার এক প্রকারের নাম 'দেশী' এবং অন্য প্রকারের নাম 'বিলাতী'? দেশী আমড়ার পাতা অপেক্ষাকৃত বড়, দেখিতে কতকটা জেওল গাছের মত। কিন্তু জেওল পাতার চেয়ে অনেক পুরু। ইহার ফল ছোট, আঁটী বড়, শাঁস অত্যন্ত কম,—কেবল আঁটীর উপরে যেন ছাল ঢাকা আছে। দেশী আমড়া সম্বন্ধে এই রূপ একটী উদ্ভট গাথা শুনিতে পাওয়া যায়,—যে খানে সে খানে যাই, তোমারে দেখিতে পাই, পান্ত ভাতে মেখে খাই, খেজুরের বড় ভাই, আঁটী আর চামড়া—আ আরে অমড়া!

দেশী আমড়া পাকিলে তাহা হইতে আম্রের মত একটু একটু গন্ধ পাওয়া যায় এবং খাইতে অল্প মধুর লাগে।

বিলাতী আমড়া যব দ্বীপ হইতে আনা হইয়াছে। ইহার ফল বড়; পাতা সরু; সুপক্ব ফল খাইতে মিষ্ট। আমড়ার মুকুল ফুটিয়া যাইবার পূর্ব্বে

পাকা কুলের সঙ্গে অম্ল-ব্যঞ্জন পাক করিলে খাইতে মুখরোচক হয়। কচি আমড়ারও ব্যঞ্জন হইয়া থাকে।

জেওল আটার মত আমড়া গাছ হইতে আটা বাহির হয়, তাহার পর গাছ মরিয়া যায়। বিলাতী আমড়ার গাছে সে রূপ আটা হইতে দেখা যায় না। আমড়ার কাঠ হাল্কী ও কোমল। উহাতে কোন প্রকার গড়ন হয় না। ইহা জ্বালান কাঠেরও উপযোগী নহে।

সম্বৎসরের পর চৈত্র বৈশাখ মাসে আমড়া পরিপক্ক হয়। গাছে পাকা ফল থাকিতে থাকিতে সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায়, সেই সময়ে মুকুল বাহির হইতে থাকে। কোন কোন গাছে বৎসরের মধ্যে দুইবার ফল ধরে। কিন্তু বিলাতী আমড়াই দোফলা দেখা যায়।

আমড়ার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় আছে— আম্রাতক, পীতন, কপীতন, বর্ষপাকী, পীতনক, কপিচূড়া, অম্রবাটিক, ভৃঙ্গীফল, রসাঢ্য, তনুক্ষীর, কপিপ্রিয়, অম্বরাতক, অম্বরীয়, কপিচূড়, আম্রাবর্ত্ত।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার কাঁচা ফল কষায়, অম্ল এবং হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষণকারী। পাকা ফল মধুরাম্ল ও স্নিগ্ধ; ইহাতে পিত্ত ও কফ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা গুরু এবং সর্ব্বদা খাইলে ইহাতে তৃপ্তি, বল, অজীর্ণ এবং বিষ্টম্ভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বদা আমড়া খাইলে জ্বর, কুষ্ঠ, কাসরোগ এবং গ্রন্থীর বাত রোগ জন্মে। সুতরাং ইহা কুপথ্য। কোন স্থান কাটিয়া গেলে কচি আমড়ার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়। কান কামড়াইলে কর্ণের ভিতরে আমড়া পাতার রস দিলে কখন কখন উপকার দর্শে। সামান্য রক্তামাশয় রোগে আমড়াছালের ক্বাথ সেবন করাইলে পীড়ার উপশম হয়। পিত্তজনিত অজীর্ণ রোগে পাকা আমড়ার শাঁস সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমড়ার আঁটীতে ও ডালে গাছ হয়। উদ্ভিদ্ বেত্তারা বলেন যে, দেশী ও বিলাতী আমড়া একই গাছ। কেবল স্থান বিশেষে মৃত্তিকা ও জলবায়ুর গুণে বিলাতী আমড়ার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আমড়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া বিশেষ যত্ন করিলে শীঘ্র পোকা লাগে ও গাছ মরিয়া যায়।

আমদা। [আময়দা শব্দ দেখ]।

আমদানী (যাবনিক) অন্য স্থান হইতে ব্যবসায় দ্রব্য আর এক স্থানে আনা।

আমনস্য (ক্লী) অপ্রশস্তং মনো যস্য স অমনস্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুঃখ। যাতনা। পীড়া। কষ্ট।

আমত্র (পুং) আমাদজীর্ণাৎ ত্রায়তে আম-ত্রৈ-ক পৃং মুমাগমঃ। এরণ্ড বৃক্ষ। ভ্যারাণ্ডা গাছ। এরণ্ড ফলের তৈল খাইলে অজীর্ণ মল নিঃসরণ হইয়া যায়, তজ্জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। আমণ্ড এই প্রকার রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আ-মন্ত্র-অচ্। আমন্ত্রণ শব্দের অর্থ।

আমন্ত্রণ (ক্লী) আ-অদন্ত চুরা॰ মন্ত্র-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। অভিনন্দন। সম্বোধন। কামচারানুজ্ঞা রূপ ক্রিয়া ভেদে প্রবর্ত্তন ব্যাপার। (বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্ট সম্প্রশ্ন প্রার্থনেষু লিঙ্। পা ৩।৩।১৬১। আমন্ত্রণং কামচারানুজ্ঞা। সি॰ কৌ॰ উক্ত সূত্রে)।

আমন্ত্রিত (ত্রি) আ-অদন্ত চুরা॰ মন্ত্র ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আবশ্যক কর্ম্মে নিয়োজিত। (ক্লী) ব্যাকরণ পরিভাষিত সম্বোধনার্থক প্রথমা বিভক্তি। *। সামন্ত্রিতম্। পা ২। ৩। ৪৮। (সম্বোধনে যা প্রথমা সামন্ত্রিতসংজ্ঞা স্যাৎ। সি॰ কৌ॰ উক্ত সূত্রে)। *। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্য মানবৎ। পা ৮। ১। ৭২। (ত্রি) নিমন্ত্রিত।

আমন্ত্র্য (ত্রি) আ-অদন্ত চুরা॰ মন্ত্র-ণিচ্-যৎ ণিচ্ লোপঃ। আমন্ত্রণীয়। সম্বোধনীয়। আবশ্যক কার্য্যে নিযোজ্য। (অব্য) ল্যপ্ ণিচ্ লোপঃ। সম্বোধন করিয়া।

আমন্দ (পুং) আমং রোগং দ্যতি খণ্ডয়তি আম-দো-ড বাহু॰ মুম্। বাসুদেব।

আমন্দা (স্ত্রী) আমন্দম্ ঈষৎ মন্দং করোতি আ-মন্দ-কৃত্যর্থে ণিচ্ অচ্ ণিচ্-লোপঃ টাপ্। খট্টা বিশেষ। নেয়ালের খাট।

আমন্দ্র (পুং) আ ঈষৎ মন্দ্রঃ। প্রাদি॰ স॰। ঈষদ্ গম্ভীর শব্দ। (ত্রি) ঈষদ্ গম্ভীর শব্দযুক্ত।

আমপাক (পুং) আমস্য অজীর্ণবিশেষস্য পাকঃ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত শোফ (গোদ) রোগাদির অঙ্গ আমের পাক বিশেষ।

আমপাত্র (ক্লী) কর্ম্মধা। অপক্ক পাত্র। কাঁচা মাটীর পাত্র।

আমমোক্তার (যাবনিক)। নিজের যে মোক্তারের উপরে বিশেষ কাজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আময় (পুং) আমীয়তে সম্যক্ বধ্যতেঽনেন আ-মীঞ্-হিংসায়াং (এরজিতি) ইতি করণে হ্চ্। রোগ। ব্যাধি। গদ। পীড়া। (রোগব্যাধিগদাময়াঃ। অমর)।

আময়দা (যাবনিক)। ইহার স্থানে আমরা সর্ব্বদা আমদা শব্দ ব্যবহার করি। প্রচুর, অপরিমিত। চলিত

কথায় 'আকড়ে' অর্থেও ইহার প্রয়োগ হয় ; যেমন— ইহা আমদা পাইয়াছ বটে ?

আময়াবিন্ (ত্রি) আময়োঽস্ত্যস্য বিনি দীর্ঘশ্চ। রোগ যুক্ত। (আময়স্যোপসংখ্যানং দীর্ঘশ্চ। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ১২১ সূত্রে)।

আমরক্ত (ক্লী) আমমপক্বং রক্তম্। কর্ম্মধা০। রোগ বিশেষ। অতিসার বিশেষ।

আমরণান্তিক (ত্রি) আমরণান্তং মরণরূপসীমাপর্য্যন্তং ব্যাপ্নোতি ঠক্। মরণকাল পর্য্যন্ত ব্যাপক।

আমরস। পাকস্থলীর রস বিশেষ। কোন দ্রব্য খাইলে প্রথমে এই রস দ্বারা পরিপাক আরম্ভ হয়। পাকস্থলীর ভিতর দিকে যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, তাহা অত্যন্ত পাতলা। উহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর গ্রন্থী আছে। ঐ সকল গ্রন্থীর মুখ উপর দিকে। ইহাদের কতক গুলি গ্রন্থী সরল, আবার কতক গুলির গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহাদের বোজা-মুখের দিক্ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। জটিল গ্রন্থী গুলির নাম পেপ্‌টিক গ্রন্থী (peptic glands)। কোন দ্রব্য ভোজন করিলে ঐ সকল গ্রন্থী হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাকেই আমরস কহে (gastric juice)।

ক্ষুধার সময়ে পাকস্থলীর গ্রন্থী গুলি দেখিতে পিঙ্গল-বর্ণ ; উপরদিক্ অতি সামান্য রূপ সরস। উহাদের সূক্ষ্ম শিরা কুঞ্চিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহাদের ভিতর দিয়া যৎসামান্য রক্ত যাতায়াত করে।

তাহার পর কোন দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া উঠে। তখন সরু সরু শিরাগুলি প্রসারিত হয়। শিরা প্রসারিত হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অধিক রক্ত আসিয়া পড়ে ; কাজেই উহা দেখিতে লালবর্ণ হয়। সেই সময়ে গ্রন্থী গুলির মুখে বিন্দু বিন্দু রস জমিয়া ক্রমে তাহা বাহির হইয়া আসে। ইহাই আমরস।

আমরস জলের মত। উহাতে কয়েক প্রকার ক্ষার পদার্থ আছে। তদ্ভিন্ন হাইড্রোসাএনিক এসিড থাকে বলিয়া উহা অম্ল। ইহার প্রধান একটী উপাদানের নাম পেপ্‌সিন্ (pepsin)।

খাদ্য দ্রব্য প্রথমে উদরস্থ হইলে পাকস্থলী কুঞ্চিত হয়। সেই সময়ে ভুক্ত দ্রব্য ঘুরিয়া বেড়ায় ; কাজেই তাহার সঙ্গে আমরস উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে থাকে। এই রূপে পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে ভুক্ত দ্রব্য শেষে পিণ্ডাকার হইয়া আসে। উহার নাম কাইম (chyme)। ইহার কতকটা অংশ দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে ; এবং অনেকটা রস বহির্বাহ ক্রিয়া দ্বারা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আমরুত। পেয়ারাকে হিন্দীতে আমরুত কহে। বাঙ্গালার অনেক স্থানেও এই শব্দ চলিত হইয়াছে।

আমরুল। (অম্ললোণিকা শব্দের অপভ্রংশ)। (Oxalis carniculata)। ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা এই কয়েকটী ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়। ইহার রস অম্ল। ইহাতে কফ, বায়ু ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, আমরুলের রসে ধুতুরার নেসা যায়।

কাপড়ে লৌহ প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের দাগ লাগিলে তাহাতে আমরুল রস মর্দ্দন করিলে ঐ দাগ উঠিয়া যায়।

আমর্দ্দ (পুং) আ-মৃদ-ঘঞ্। বলহেতু নিষ্পীড়ন। (ক্লী) আ-মৃদ-ভাবে ল্যুট্। আমর্দ্দন। বলহেতু নিষ্পীড়ন।

আমর্দ্দিন্ (ত্রি) আ-মৃদ-ণিনি। বলহেতু নিষ্পীড়নকর্ত্তা। আ-মৃদ-ণিচ্-ণিনি ণিচ্‌লোপঃ। যিনি অন্যদ্বারা মর্দ্দন করান।

আমর্শ (পুং) আ-মৃশ স্পর্শে-ঘঞ্। সম্যক্ স্পর্শ। (ক্লী) আ-মৃশ-ল্যুট্। আমর্শন। সম্যক্ স্পর্শ করা।

আমর্ষ (পুং) মৃষ ক্ষান্তৌ-ঘঞ্। নঞ্-তৎ। (অন্যেষামপিদৃশ্যতে। পা ৬। ৩। ১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। অক্ষমা। কোপ। অসহন।

আমল (যাবনিক)। অধিকার কাল।

আমলক (ত্রি) আ-মল-(বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কুন্। আমলকী গাছ। [আমলকী শব্দ দেখ]। (ক্লী) আমলক্যাঃ ফলং (ফলে লুক্। পা ৪। ৩। ১৬৩) ইতি প্রত্যয়স্য ঙীপশ্চ লুকি ক্লীবত্বম্ ইতি ভেদ। (আমলক্যাঃ ফলং। আমলকম্। সি০ কৌ০)।

আমলকী (স্ত্রী) অমলাৎ কাৎ অশ্রুজলাৎ জাতম্ আমলকঃ ততঃ স্ত্রীলিঙ্গে গৌরাদি০ ঙীষ্। (খ্যাতা আমলকী নাম্না জাতা কাদমলাৎ যতঃ। ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। আমলা নামক গাছ ও ফল। (Phyllanthus Emblica)। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় দেখা যায় ; তিষ্য-ফলা, অমৃতা, বয়স্থা, কায়স্থা, শ্রীফলা, ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী, কর্ষ-ফলা, তিষ্যা।

হিন্দীতে ইহাকে দৌলা, আমলা, আঁওলা, অম্লিকা, অওরা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম আমলা এবং

আমলকী। কোন কোন স্থানে আঁওলাও কহে।

এই গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ব্রহ্ম দেশেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ বড়; বাবলা পাতার মত ইহার পাতা সরু। ফল গোল, দেখিতে কুলের মত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহা পরিপক্ক হয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে এই রূপ লিখিত হইয়াছে,—কোন পুণ্য দিনে ভগবতী এবং লক্ষ্মী প্রভাসতীর্থে গিয়াছিলেন। ভগবতী লক্ষ্মীকে বলিলেন—'দেবি! আজি স্বকল্পিত কোন নূতন দ্রব্য দিয়া হরির পূজা করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে'। লক্ষ্মী কহিলেন,—'দেবি! শিবকেও নূতন দ্রব্য দিয়া পূজা করিতে আমারও ইচ্ছা হইতেছে'। তখন তাঁহাদের চক্ষু হইতে অমল অশ্রুজল ভূমিতে পতিত হয়। তাহা হইতে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবতা এবং ঋষিগণ এই বৃক্ষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ইহা তুলসী ও বিল্ব বৃক্ষের তুল্য। ইহার পত্রে শিবের ও বিষ্ণুর পূজা হয়।

আমলকী বৃক্ষকে নমস্কার করিবার মন্ত্র যথা—

নমাম্যামলকীং দেবীং পত্রমালাদ্যলঙ্কৃতাম্।

শিববিষ্ণুপ্রিয়াং দিব্যাং শ্রীমতীং সুন্দরপ্রভাম্।

কাঁচা আমলকী কষায়; চর্ব্বণ করিলে মুখ সুস্বাদু হয়। বিরেচক, অম্লনাশক, চক্ষুর ও চর্ম্মের রোগ নিবারক; ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি হয়; এবং ইহাতে কফ, বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে। শুষ্ক আমলকী ধারক; রক্তস্রাব রোগে ইহাতে উপকার হয়। উদরাময়, রক্তামাশয় এবং অম্লরোগে সকল প্রকার আমলকীই প্রশস্ত। স্কর্ভি রোগে ইহার দ্বারা অনেকে উপকার পাইয়াছেন। আমলকীর রস শীতল, মৃদুবিরেচক ও মূত্রকর। চক্ষু উঠিলে ইহার রসে উপকার করে। শুষ্ক আলকীর ক্বাথ ক্ষত স্থানে লাগাইলে অধিক রস নিঃসরণ হয় না। এবং ঘা পরিষ্কার হইয়া ক্রমে শুকাইয়া আসে। পরিপক্ক আমলকী সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা গাঢ় চিনির রসে ফেলিলে মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

আমলা। ইহা আমলকী শব্দের অপভ্রংশ। [আমলকী শব্দ দেখ]।

আমবাত (পুং) আমোঽপাকহেতুকো বাতঃ। শাক° তৎ। বাতরোগ বিশেষ। (Lumbago)। বিরুদ্ধ ভোজন অর্থাৎ যে যে দ্রব্য এক সঙ্গে ভোজন করিলে বিপরীত গুণ করে; যেমন, মৎস্য মাংসের সঙ্গে দুগ্ধপান। ভোজনের পরেই ব্যায়াম করা; আলস্য, স্নিগ্ধ অন্ন খাইয়া ব্যায়াম করা, এই গুলি আমবাত রোগের কারণ। অজীর্ণ রোগে ক্রমে দুষ্ট আমরস সঞ্চিত হয়, পরে সেই আমরস হইতে মস্তকের ও গাত্রের পীড়া জন্মে। উপদংশ, শীতল বায়ু সেবন এবং আর্দ্রস্থানে বাসও ইহার প্রধান কারণ।

এই রোগে প্রথমে পৃষ্ঠবংশের নিম্নে কোমরের ভিতরে বেদনা আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে ক্রমে শরীরের অন্য অন্য গ্রন্থীও ফুলিতে পারে। প্রথমে বেদনা অতি অল্প হয়। তাহার পর ক্রমে ত্রিক অস্থির ভিতরে সূচের মত বিঁধিতে থাকে। কোমর আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। রোগী শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইতে কিম্বা উঠিয়া বসিতে পারে না। ইহার সঙ্গে জর, পিপাসা, নিদ্রাভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রায় দেড় মাসের কমে ইহার উপশম হয় না।

এলোপ্যাথী মতে, বেদনা স্থানে তার্পিন তৈল দ্বারা অঙ্গার কিম্বা বালির স্বেদ, বেলেডোনার পলস্ত্রা প্রয়োগ এবং পিচকারী দ্বারা কোমরের ভিতরে মর্ফিয়া দিলে কিছু কিছু উপকার করে। মর্ফিয়া, আফিম, আইওডিড্ অব্ পটাশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। বেদনা স্থান সর্ব্বদা তূলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে, আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্ত, আগ্নেয় ও কটুদ্রব্য, বস্তিক্রিয়া, বিরেচন এবং স্নেহ পান ব্যবস্থা করিবে। বালির পুঁটুলি তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। পাকাঠী, কুর্ত্তি কলায়, তিল, যব, লাল ভেরাণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্য কুটিয়া দুইটী পুঁটুলী বাঁধিবে। পরে হাঁড়ীর মুখে বহু ছিদ্রযুক্ত সরা ঢাকা দিয়া তাহার ভিতরে কাঁজি সিদ্ধ করিবে এবং সরার উপরে পুঁটুলী দুইটী রাখিয়া দিবে। ঐ পুঁটুলী উষ্ণ হইলে তদ্দ্বারা বেদনা স্থানে স্বেদ করিবে। ইহার নাম সঙ্কর স্বেদ।

রাস্নাদি দশমূল, রাস্নাপঞ্চক প্রভৃতির পাঁচন, আমগজ সিংহ মোদক, রসোন পিণ্ড, বৃহদ্‌যোগরাজ গুগ্‌গুল প্রভৃতি ঔষধে উপকার হয়।

পীতপর্ণিকা (আর্টিকেরিয়া) নামক ব্যাধিকেও চলিত কথায় আমবাত কহে। ইহাতে গায়ের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, অল্প উচ্চ এবং দাগড়া দাগড়া কণ্ডু বাহির হয়। সেই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় চুলকাইতে থাকে।

কোন কোন স্থলে এই পীড়া অল্প ক্ষণ কিম্বা দুই

তিন দিন থাকে। কিন্তু পুরাতন আমবাত রোগ এক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

কোঁড়ক, সসা, অধিক অম্ল, অতিশয় উগ্রদ্রব্য, কুষ্মাণ্ড, শেল মাচ এবং অন্য অন্য মন্দ সামগ্রী খাইলে এই রোগ জন্মে। পিত্তাধিক্য, পাক যন্ত্রে অধিক অম্ল সঞ্চয়, কিম্বা কোন কারণে উদরে উগ্রতা জন্মিলে এই পীড়া হয়। পুরাতন বাত রোগ, রুগ্ন দেহ, পুরাতন ব্যাধি প্রভৃতি স্থলেও ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

আদা, জোয়ান এবং পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইলে সামান্য আমবাত নিবারণ হয়। কেহ কেহ গোমূত্র এবং নিম পাতা বাটিয়া গায়ে মাখে। কণ্ডু বাহির হইলে অনেকে পয়সা এবং গোরুর ছাঁদন দড়ী দিয়া গা চুলকায়। কিন্তু পাকস্থলীতে কিম্বা অন্ত্রে যদ্যপি ক্রিয়াবিকারের জন্য এই রোগ ঘটে তাহা হইলে ইপিক্যাক চূর্ণ ১৫ কিম্বা ২০ গ্রেণ সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। পরে পডোপিলন সিকি গ্রেণ, রেওচিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ, শুঁঠ চূর্ণ ২ গ্রেণ এবং সোডা বাইকার্ব্ব ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। পরে এই রূপ পুরিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করাইবে। উদরে উত্তেজনা না থাকিলে লাইকর আর্সেনিক ৩ বিন্দু, আদার রসের সঙ্গে প্রত্যহ দুই বার খাওয়াইবে। আনুসঙ্গিক অন্য পীড়া থাকিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক। মদ্য, কাফি, চা, অধিক অম্ল, অধিক মিষ্ট, কাঁচাকল এবং কুপথ্য ব্যবহার করিবে না। উদরে অম্ল থাকিলে তাহার প্রতিকার করিবে।

আমশূল (পুং) আমজনিত উদর বেদনা।

আমশ্রাদ্ধ (ক্লী) আমান্নেন শ্রাদ্ধম্। শাক০ ৩-তৎ। আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ।

আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ চ সদৈব তু। (প্রচেতাঃ)।

আপৎকালে, অগ্নির অভাবে এবং চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে দ্বিজেরা আমশ্রাদ্ধ করিবেন। শূদ্রদের সকল সময়েই আমশ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। নিরগ্নি আমশ্রাদ্ধে চাউল প্রক্ষালন করিবে না। কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, সংক্রান্তিতে এবং গ্রহণের সময়ে চাউল প্রক্ষালন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আমসত্ত্ব। পাকা আম্রের রস পাতলা করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে আমসত্ত্ব কহে। কাঁটালের রস শুষ্ক করিলে তাহা জমাট বাঁধে না। সে কারণ অকর্ম্মণ্য বা অসম্ভব স্থলে চলিত কথায় বিদ্রূপ করিয়া কাঁটালের আমসত্ত্ব, এই রূপ বাক্য ব্যবহার করা যায়।—

না জান পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে? (আজু গোঁসাই)।

আমসী। ইহা আম্রশুষ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

আমহার্ষ্ট (আরল্)। ইনি লর্ড হেষ্টিংসের পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আরল্ আমহার্ষ্টের এদেশে আসিতে কিছু বিলম্ব হয়। অল্প দিনের জন্য হইলেও এত বড় বৃহৎ রাজ্যের কর্ত্তা না থাকা দোষের কথা। তাই সে সময়ের কাউন্সেলের প্রধান সভ্য আদম সাহেব গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দু-দিনের নিমিত্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি একটা কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে মুদ্রা যন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বকিমহাম নামে জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। সম্পাদক স্পষ্টবাদী; ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের দোষগুণ খুলিয়া লিখিতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ভাল হইলে সকল সময়ে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারী বিচক্ষণ না হইতে পারেন। তাই সংবাদপত্রের স্পষ্টকথা তাঁহাকে কটু লাগিতে লাগিল। ১৮২৩ সালে আদম সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করিবার নিমিত্ত একটী আইন বিধিবদ্ধ করেন। এদিকে বকিমহাম সাহেবকেও ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর আদম সাহেবকে আর অধিক দিন গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে হয় নাই। আরল আমহার্ষ্ট এ দেশে পৌছিলেন। ইহাঁর সময়ে কোম্পানির ভরতপুর লাভ হয়। ১৮২৬ সালে ব্রহ্মদেশে প্রথম যুদ্ধ বাধে। ইহাও তৎকালের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধে ইংরাজদের প্রায় তের কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু তের কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ব্রহ্মদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান হস্তগত হইয়া পড়ে। মার্ত্তাবান উপকূল, আসাম, মণিপুর, আরাকান প্রভৃতি স্থান গুলি ইংরাজেরা পাইয়াছিলেন। ১৮২৮ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন।

আমহীয় (ত্রি) আমহায় সম্যক্ পূজায়ৈ হিতং ছ। সম্যক্ রূপে পূজা করিবার মন্ত্র বিশেষ। (আগমন সাধন মন্ত্র)।

আমহীয়ব (ক্লী) অমহীযুনা ঋষিণা দৃষ্টং সাম-অণ্। সাম বিশেষ।

আমা (আম শব্দ হইতে হইয়াছে)। কাঁচা পোড়া ইট। যে ইষ্টক ভাল পোড়ে নাই।

আমাদ্ (ত্রি) আমমত্তি আম-(অদোঽনন্নে। পা ৩। ২। ৬৮) ইতি বিট্। যে কাঁচা মাংসাদি খায়।

আমাতিসার। আমাতীসার (পুং) আমকৃতোঽতি (তী) সারঃ। শাক০ তৎ। আমকৃত ষষ্ঠ অতিসার রোগ বিশেষ। [অতিসার শব্দ দেখ]।

আমাত্য (পুং) অমাত্য এব স্বার্থে-অণ্। মন্ত্রী। সহায়।

আমানৎ (যাবনিক)। গচ্ছিত রাখা। জমা দেওয়া।

আমানী (দেশজ) কাঁজী।

আমানস্য (ক্লী) অপ্রশস্তং মানসমস্য অমানসস্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুঃখ।

আমাবস্য (ত্রি) অমাবস্যায়াং ভবং (সন্ধিবেলাদ্যৃতু-নক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪। ৩। ১৬) ইতি অণ্। অমাবস্যা-জাত। (আমাবস্যং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ। স্মৃতি)

আমাশয় (পুং) আমস্য অপক্কান্নস্য আশয়ঃ। ৬-তৎ। দেহের মধ্যস্থিত নাভির উর্দ্ধে ভুক্ত অপক্ব অন্নাদির স্থান। সুশ্রুতের মতে, দেহের মধ্যে সাতটী আশয় আছে। যথা বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকের ইহার অতি-রিক্ত এটী গর্ভাশয় আছে। [আমরস শব্দ দেখ]।

আমি (সর্ব্বনাম) বাঙ্গালার উত্তম পুরুষ, এক বচনের রূপ। ইহার বহুবচন আমরা। এই শব্দ সংস্কৃত অহম্ শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু প্রাকৃত অম্মি, মার্হাটী 'আম্হী' এবং উড়িয়া 'অম্হে' এই দুই শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালার 'আমি' এই সর্ব্বনাম রূপের অনেকটা সাদৃশ্য দেখাযায়। বাঙ্গালার ইতর লোকেরা 'আমি' শব্দের স্থানে 'মুঁই' এই রূপ শব্দ ব্যবহার করে। ইহা হিন্দী 'মৈঁ' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের কোন কোন ভাষায় এই সর্ব্ব-নামের কি প্রকার রূপ হয়, নিম্নে তাহা দর্শিত হইতেছে,—

	প্রথমা ১ বচন।	প্রথমা বহুবচন।
সংস্কৃত	অহম্	বয়ম্
প্রাকৃত	অহগ্,হমুঁ,হঞ্জি,হইঁ,মঞ্জি	অম্হে
বাঙ্গালা	আমি, মুঁই (গ্রাম্য)	আমরা,মোঁরা(গ্রাম্য)
হিন্দী	হৌঁ, হুঁ, মৈঁ	হম্
পঞ্জাবী	হউঁ	অসীঁ
সৈন্ধবী	আঁউঁ	অসীঁ
গুজরাটী	হুঁ	অমে
মহারাষ্ট্রী	মী	আম্হী
উড়িয়া	মু	অম্হে, অম্হেমানে
নেপালী	ম	হামী

বিদ্যাপতি ব্রজবুলীতে আমি শব্দের স্থানে হম্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ;—'জনম অবধি হম্ রূপ নিহা-রিনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় 'আমার' শব্দ স্থানে মোর এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বিদ্যাপতি কোথাও মঝু কোথাও বা মোর এই রূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন,—হাত হাত হম, বাত শিখা-য়নু, বাত না রাখলি মোর।

হেঁৗ, হউঁ, হুঁ, হু—এই সমস্ত শব্দগুলিই সংস্কৃত অহম্ শব্দের অপভ্রংশ। সৌরসেনী অহমঁ শব্দও সংস্কৃত অহম্ শব্দ হইতে হইয়াছে। পঞ্জাবী হউঁ শব্দ, সৌরসেনী অহমঁ শব্দের রূপান্তর। পুনশ্চ, হউঁ হইতে পুরাতন হিন্দী হেঁৗ হইয়া থাকিবে। চাঁদ কবি হেঁৗ শব্দ ব্যব-হার করিয়া গিয়াছেন,—'তৌ হেঁৗ ছণ্ডৌ দেহ'। আমি তবে এই দেহ পরিত্যাগ করি।

সংস্কৃত 'ময়া' এই তৃতীয়ান্ত রূপের অপভ্রংশে প্রথমে মই কিম্বা মঙ্গ এই প্রকার রূপ হইয়া থাকিবে। পরে 'মইঁ' এই শব্দ হইতে এখনকার চলিত হিন্দী 'মৈঁ' এই প্রকার রূপ হইবার সম্ভাবনা। আজি পর্য্যন্ত হিন্দীতে এই রূপ কথিত হয়,—মৈঁ নে দেখা। ইহা সংস্কৃত—ময়া দৃষ্টম্—ঠিক এইরূপ বাক্যের ভাব। অর্থাৎ, আমা কর্ত্তৃক দেখা হইয়াছে। 'মৈঁ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে এখানে 'নে' এই বিভক্তি সংস্কৃতের তৃতীয়া (টা-এন) বিভক্তি হইতে হইয়া থাকিবে, এই রূপ অনুমান হয়। যেমন—ঈশ্বরেণ, ঈশ্বর নে। লোকেন, আদমি নে। চাঁদ কবি সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে মৈঁ এই সর্ব্বনাম রূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—'মৈঁ সুণ্যৌ সাহি বিন অঁখি কীন'। আমি শুনিয়াছি যে, সাহ তাঁহার চক্ষু তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়,—এ মঞ্জি পুহবি ভমন্তে জই পিঅ পেখিহিমি। (অহং পৃথিবীং ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে)। কোন কোন পুস্তকে 'মঞ্জি' এই শব্দের স্থানে হঞ্জি এবং হইঁ এই রূপ পাঠা-ন্তর আছে। অতএব বাঙ্গালার মুঁই এবং হিন্দী মৈঁ এই দুই শব্দ প্রাকৃত 'মঞ্জি' শব্দ হইতে হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি 'আমি' এই সর্ব্বনামের স্থানে 'মুঞ্জি' শব্দও

ব্যবহার করিয়াছেন,—'মুঞি পাপিনী, যদি জানতহু রে, পিরীতি পরিণামে'। চণ্ডাচার্য্য লিখিয়াছেন—মই ঙৌ।৩১। ঙি বিভক্তিতে অস্মদ্ শব্দের 'মই' এই প্রকারও রূপ হইবে।

সংস্কৃত মহ্যম্ (আমাকে) এই পদ হইতে হিন্দী মুঝ, মুজ ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। হিন্দীর কর্ম্মপদেও নে এই বিভক্তির যোগ দেখা যায়। যথা তুলসীদাস—'মুজনে তজবা একলী কঠণ করো ছো মঁন'। তুমি আমাকে একাকী রাখিবার কঠিন মন করিতেছ।

সংস্কৃত 'ময়ি' এই সপ্তমী পদের স্থানে হিন্দীর ষষ্ঠী পদ 'মঝু' হইয়া থাকিবে। যথা বিদ্যাপতি—'আজি মঝু শুভদিন ভেলা'। আজি আমার শুভ দিন হইল। 'মো' শব্দও ষষ্ঠীস্থানে ব্যবহার হয়। যথা চাঁদকবি,—'ভট্টজাতি, কবিযন নৃপতি। নাথ! নাম মো চন্দ'। আমি ভাটজাতি, কবিদিগের নৃপতি। নাথ! আমার নাম চন্দ। উড়ে ভাষার দ্বিতীয়ায় 'মোতে', 'মতে' এই প্রকার 'তে' বিভক্তি দেখা যায়। আমরা বাঙ্গালার সপ্তমীতে 'তে' বিভক্তি ব্যবহার করি। যেমন—আমাতে।

এখানে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় অস্মদ্ শব্দের কি প্রকার রূপ হয়, তাহা দর্শিত হইতেছে। ঐ সকল রূপ ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে প্রাকৃত হইতে ভারতবর্ষের অন্য অন্য চলিত ভাষায় কি প্রকারে অস্মদ্ শব্দের রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

১ বচন	সংস্কৃত	পালি	আর্ষ	প্রাকৃত
১ মা	অহম্	অহং	অহং	অহং অহয়ং
				অম্মি
				অম্হি
২ য়া	মাম্ মা	মং	মাং	মং
		মমং		মমং মিমং
৩ য়া	ময়া	ময়া	মএ	মএ মই
			মে	মে মি
				মমএ
৫ মী	মৎ	ময়া	মইত্তো	মইত্তো মমত্তো
				মমাদো মহাত্তো
				মহাদো মজ্ঝত্তো
				মজ্ঝাদো
৬ ষ্ঠী	মে	মে মম	মে মম	মে মম
	মম	মমং	মহ মজ্ঝ	মহ মহং
		মম্হং		মজ্ঝ মজ্ঝং
		অম্হং		অম্হ অম্হং
৭ মী	ময়ি	ময়ি	ময়ি	মই মমম্মি
				মহম্মি
				মজ্ঝম্মি
				অম্হম্মি

বহু০	সংস্কৃত	পালি	আর্ষ	প্রাকৃত
১ মা	বয়ং	ময়ং	বয়ং	বয়ং
		অম্হে	অম্হে	অম্হে অম্হো
				অম্হ
২ য়া	অস্মান্	অম্হে	অম্হে	অম্হে অম্হো
		অম্হাকং		অম্হ
	নঃ	নো	নো	ণে
৩ য়া	অস্মাভিঃ	অম্হেভি	অম্হেহি	অম্হেহি
		অম্হেহি	অম্হেহিং	অম্হেহিং
				অম্হাহি
				আম্হাহিং
৫ মী	অস্মৎ	অম্হেভি	অম্হেহিন্তো	অম্হেহিন্তো
		অম্হেহি	অম্হহিন্তো	অম্হেসুন্তো
				অম্হাহিন্তো অম্হাসুন্তো
				মমাহিন্তো মমাসুন্তো
৬ ষ্ঠী	নঃ	নো	নো	ণো ণে
	অস্মাকং	অস্মাকং	অম্হাণং	অম্হাণং
		অম্হাকং	অম্হাণ	অম্হাণ
			অম্হাহং	অম্হাহঁ
			অম্হাহ	মমণং
				মমাণ
				মজ্ঝাণং
				মজ্ঝাণ
	অম্হং		অম্হং	অম্হং অম্হ
৭ মী	অস্মাসু	অম্হেসু	অম্হেসু	অম্হেসু অম্হসু
			অম্হেসুং	মমেসু মমসু
				মহেসু মহসু
				মজ্ঝেসু মজ্ঝসু
				অম্হাসু অম্হাসুং

আমিক্ষা (স্ত্রী) আমিহ্যতে সম্যক্ সিচ্যতে আ-মিহ-মিষ বা কর্ম্মণি-সক্ টাপ্। জ্বাল দেওয়া তপ্ত দুগ্ধে দধি দিলে যে ছানা হয়। (আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধিযোগতঃ। অমর)। আমীক্ষা এই রূপ দীর্ঘ ঈকারও দেখা যায়।

আমিক্ষীয় (ক্লী) আমিক্ষায়ৈ হিতং (বিভাষা হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) ইতি ছ। আমিক্ষার উপকরণ দধি। দুগ্ধে যাহা মিশাইলে ছানা হয়। (ক্লী) আমিক্ষায়ৈ হিতং খ আমিক্ষীণ। দধি।

আমিতৌজি (পুং) অমিতৌজস্ ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬। বাহু প্রভৃতি বষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর অপত্য অর্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়। *। অমিতৌজসঃ স-লোপশ্চ ইতি বার্ত্তিকঃ। অমিতৌজস্ শব্দের সকারের লোপ হয়।) অমিতৌজার অপত্য।

আমিত্র (ত্রি) অমিত্র-অণ্। (পা ৫।৪।৩৬১।) ১ শত্রুসম্বন্ধীয়। ("নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।" ঋক্‌সংহিতা ৬।২৮।৩। 'আমিত্রঃ অমিত্রস্য শত্রোঃ সম্বন্ধি' ইতি সায়ন।)

২ অমিত্রের পুত্র। ("তস্মাদপামিত্রৌ সংগত্য নাম্না ইতি" শতপথব্রা ১৩।১।৬।১।*। 'আমিত্রৌ অমিত্রয়োঃ পুত্রৌ' হরিস্বামী॥ রোথ ও বোথলিং-প্রকাশিত অভিধানে এখানে ১ম অর্থ গৃহীত হইয়াছে।)

আমিশ্র (ত্রি) সংসৃষ্ট। ইতি নিরুক্তে নৈঘণ্টুককাণ্ডে দেবরাজ ৩।৩।১।

আমিশ্ল [বৈ] (ত্রি) আভিমুখ্যে মিশ্র। ("স সোম আমিশ্লতমঃ সুতো ভূৎ।" ঋক্ ৬।২৯।৪।*। 'আমিশ্লতমঃ আভিমুখ্যেন মিশ্রতমঃ' ইতি সায়ন।)

আমিষ (ক্লী) অম্ গতৌ, ভোজনে, শব্দে, সেবায়াঞ্চ টিষচ্। (অমের্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ১।৪৭। ১ মাংস। ভক্ষ্যমাংস। ইতি দ্বিরূপকোষ॥ ২ ভোজন (পুং) লোভসঞ্চয়। ইতি অনেকার্থসংগ্রহ ৩।৬২৯॥ ৩ ভোগ্যবস্তু। ইতি বর্ণবিবেক॥ (আমিষং ত্বস্ত্রিয়াং মাংসে তথা স্যাদ্ ভোগ্যবস্তুনি। অমর।) ৪ সম্ভোগ। বিষয়। ৫ উৎকোচ। ইতি মেদিনী। ৬ লাভ। ৭ কামগুণ। ৮ মনোহররূপ। ইতি হারাবলী ২৪০॥

আমিষ শব্দে মৎস্য মাংস এই উভয়ই বুঝায়। তিনি আমিষ ভোজন করেন না—এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, তিনি মৎস্য মাংস কিছুই ভোজন করেন না। ডিম আমিষ মধ্যে গণ্য, কিন্তু দুগ্ধ শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাকে আমিষ বলা যায় না। শাস্ত্রকারেরা—ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে ও রবিবারে এবং সংক্রান্তিতে আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎস্য ও মাংস শব্দে দেখ।]

'আঁশ বঁটী', 'আঁশ চুব্‌ড়ী', 'আঁশ হাঁড়ী'—ইত্যাদি স্থলে আঁশ শব্দ আমিষ শব্দের অপভ্রংশ। যেমন ভাত কোন দ্রব্যে ঠেকিলে সংস্পর্শের নিমিত্ত সে দ্রব্যও সগ্‌ড়ী হইয়া যায়, তদ্রূপ আমিষও কোন দ্রব্যে ঠেকিলে তাহা আঁশ হইয়া যায়। সৎজাতীয় বিধবারা এবং ব্রহ্মচারীরা আমিষ ভোজন করেন না। কিন্তু তন্ত্রের মতানুসারে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাদের আমিষ ভোজন নিষেধ নাই।

আমিষপ্রিয় (পুং) কাকপক্ষী। (ত্রি) মাংসাভিলাষী।

আমিষী (স্ত্রী) আমিষ-অচ্-ঙীষ্। (অর্শ-আদিভ্যো হচ্। পা ৫।২।১২৭। অর্শস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে এই অর্থে অচ্ প্রত্যয় হয়।*। ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ইতি ঙীষ্॥ মিষী। জটামাংসী।

আমিস্ (পুং) মাংস।*। বেদের প্রাচীন সংহিতায় কেবল প্রয়োগ দেখা যায়। ("ন বর্ব্বতত্যামিষি গৃভীতা।" ঋক্ ৬।৪৬।১৪। 'আমিষি আমিষে মাংসে।' সায়ন।)

আমীন্ (আরব্য=অমীন্) তত্ত্বাবধারক। মুসলমান্ নবাবদের সময় আমীনের উপর এক এক জেলার রাজস্ব-তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। এখন আমীনেরা ভূমি জরিপ করিয়া থাকেন।

আমীন্। বা অভিমন্যু-খের। থানেশ্বরের দক্ষিণপূর্ব্বে একটা বৃহৎ জাঙ্গাল। কেহ কেহ এই স্থানকে চক্রব্যূহ বলিয়া থাকেন। এইখানে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অভিমন্যু নিহত হন।

এই জাঙ্গালটীর উপরে আমীন্ গ্রাম; এই গ্রামে অদিতি ও সূর্য্যদেবের মন্দির। এখানে সূর্য্যকুণ্ড আছে। গৌর ব্রাহ্মণের বাস। স্ত্রীলোকেরা পুত্রার্থী হইয়া অদিতির মন্দিরে পূজা ও সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

আমীন্ অহ্মদ্। একজন গ্রন্থকার। ইনি 'হফ্‌ৎ অক্‌লীম্' অর্থাৎ সপ্তরাজ্য নামে একখানি জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেন। এখানি অক্‌বর পাদ্‌শাহের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহাতে সমকটিবন্ধের সপ্তদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাহাদের প্রধান নগরসমূহের ভূবৃত্তান্ত, তৎসঙ্গে সেই সেই দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তির অপর নাম আমীন্ মুহম্মদ্ রজি।

আমীন্ উদ্দীন্ খাঁ। লোহরীর নবাব। দিল্লীর একজন প্রধান সামন্ত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১এ ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মীর্জা-আল-উদ্দীন্ খাঁ।

আমীন্‌গড়। বোম্বাই প্রদেশের কলাদ্‌গি জেলার নগর। এখানে নারিকেল ও ধান্যের একটী বড় হাট আছে।

আমীনা। মুসলমান্ ধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের মাতা, আব্‌দুল্লার পত্নী। বহবের কন্যা। ইনি পরমাসুন্দরী, নম্রস্বভাবা এবং অতি ধার্ম্মিকা ছিলেন। মুহম্মদের জন্মের ছয় বৎসর পরে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। মীর অবুল বফা। মীর কাসিম খাঁ নম্‌কীনের

জ্যেষ্ঠ পুত্র। জহাঙ্গীর ও শাহজহানের রাজত্বকালে ঠট্টের শাসনকর্ত্তা হন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একশত বর্ষের অধিক বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। প্রথমে ইহাঁর নাম মীর খাঁ ছিল। সম্রাট্ শাহজহানকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেওয়ায় আমীর খাঁ উপাধি লাভ করেন।

আমীর খাঁ। অপর নাম মীর মীরান্। একজন অতি সম্রান্ত লোক। আলমগীর পাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ ২৮এ এপ্রিলে ইহাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট্ ইহাঁর পুত্র উন্দৎ-উল্-মুল্কে 'নবাব আমীর খাঁ' উপাধি দেন। তৎকৃত পারস্য ভাষায় কবিতা ও রেখ্‌তা চলিত আছে।

আমীর খাঁ। পিণ্ডারীদিগের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক। তোঙ্কের বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্বপুরুষ। প্রথমে ইনি যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত এক-প্রকার উন্মাদ হন, সেই সময়ে আমীর খাঁ উচ্চ আশায় মত্ত হইয়া পিণ্ডারীদের সেনানায়ক হইয়া উঠেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ২৪,০০০ পিণ্ডারী সঙ্গে লইয়া রাজপুতানা হইতে যাত্রা করেন। এই সময় নাগপুরের উপর ইহাঁর লোভ পড়ে। নাগপুরের রাজার নিকট হোলকারের গচ্ছিত মণিরত্নাদি আছে, এইরূপ ছল করিয়া নাগপুর অবরোধ করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ সিন্ধিয়া, হোলকার ও পেশোবার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় ইনি রাজপুতানার নানাস্থলে লুটতরাজ করিতে থাকেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণ-মেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াও আমীরের কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইংরাজেরা ইহাঁর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। লর্ড হেষ্টিংস্ বলিয়া পাঠান যে, হোলকারের দেওয়া প্রদেশ সকল আমীর খাঁ ভোগদখল করিতে পারিবেন, আর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তোপগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। প্রথমে আমীর খাঁ সম্মত হইলেন না, হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। সর্ ডেভিড্ অক্টর্লনির সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারই যত্নে সন্ধিকার্য্য নিষ্পত্তি হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আমীর খাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। প্রথমে ইহাঁর নাম মীর খাঁ ছিল, সম্রাট্ আলম-গীর ইহাঁকে আমীর করিয়া দেন। আলমগীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইনি শাহজহানাবাদ দুর্গের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এগার বৎসর পরে কাবুলের সুবাদার হইয়াছিলেন।

আমীর খাঁ। আলিশাহ। কাশ্মীররাজ শিকন্দরের পুত্র। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে শিকন্দর তিনটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিনটীর মধ্যে আমীর খাঁ জ্যেষ্ঠ। পিতার আদেশ মত আমীর খাঁ নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরো-হণ করেন। ইহাঁর অপর নাম আলিশাহ। কিছুদিন রাজত্বের পর আলিশাহ দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেন। শাহী খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যের ভার দিয়া যান। এই অবসরে সাহী খাঁ ভ্রাতার রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। [জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিণী ৬১০-৭০০ দেখ।]

আমীর তৈমুর। জগৎবিখ্যাত মোগলবীর। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রেল, প্রাচীন সোগ্‌দনিয়াস্থ কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পারস্যবিজেতা চঙ্গেজ্ খাঁর বংশে এই মহাবীরের জন্ম। তৈমুরের পিতার নাম আমীর তুরাঘাঈ, মাতার নাম তকীনা খাতুন্। চঙ্গেজ্ খাঁর জ্ঞাতি করাবার নবিআন হইতে তৈমুর ছয় পুরুষ নিম্নে।

তৈমুরের জন্মকালে চঘ্‌তৈ রাজবংশ বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কতকগুলি মোগলবংশীয় প্রধান ব্যক্তি এক একটী নগরের রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তৈমুরের খুড়া হাজী বরলস্ কুশনগরে রাজত্ব করিতেন। এইখানে তৈমুর জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শিকার করিতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে কালমকেরা তুর্কস্থান অধিকার করিতে থাকে এবং তথাকার স্বাধীন রাজাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৈমুরের খুড়া বিজেতার ভয়ে পলাইয়া যান; কিন্তু বীরবর তৈমুর পশ্চাৎপদ হইলেন না। এত দিন যে বীর্য্য লুকান ছিল, সময় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। জন্মভূমিকে অপরের করে অর্পণ করিতে তাঁহার প্রাণে সহিল না। কতকগুলি মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রবল বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। আক্রমণকারী কালমকরাজ তৈমুরের সাহস, বল এবং বীরোচিত সম্বোধনে চমৎকৃত হইলেন; তাঁহাকে কুশনগরের শাসনভার দিলেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বাল্‌খের অধিপতি আমীর হোসেন বিপক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করেন, তাহাতে তৈমুরও যোগ দেন। উভয় বীরের যত্নে তুর্কস্থান কালমকদের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া তুর্কস্থানের রাজা হইলেন। তৈমুর হোসেনের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন না যাইতে যাইতে উভয় বীরে মনোবিবাদ

ঘটিল, তখন তৈমুর আমীর হোসেনকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র তুর্কীস্থানের একা অধীশ্বর হইলেন। (১০ই এপ্রেল, ১৩৭০ খৃঃ।)

তৎপরে তিনি কন্দাহার, পারস্য ও বগদাদ জয় করিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা মোবারক খাঁ প্রথমে তৈমুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় তৈমুরের পৌত্র পীর মুহম্মদ ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সকল আক্রমণ করিতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া পৌত্রের বল দৃঢ় করিবার জন্য, তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজপুতানাস্থ ভাৎনের নগরের রাজা পীর মুহম্মদের হস্ত হইতে মুলতান রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৈমুর নিজে দলবল সহ তথায় আসিয়া রাজাকে পরাস্ত ও ভাৎনের অধিকার করিলেন। স্বদেশহিতৈষী শত শত নগরবাসী তৈমুরের করাল কবলে পতিত হইল। তৎপরে তৈমুর পাণিপথ দিয়া দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় দিল্লীনগরের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। দিল্লীর সম্রাট্ বলহীন, তাহাতে আবার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত। দিল্লীর সম্রাট্ মহ্মূদ উজীরের সঙ্গে ৫০০ মাত্র সৈন্য লইয়া তৈমুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই সময় তৈমুরের তাঁবুতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান্ বন্দী ছিল। দিল্লীর সম্রাট্ তৈমুরকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, এই ভাবিয়া তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৈমুর ভাবিলেন, বন্দিগণ হইতে তাহার বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তখন অবিলম্বে তাহাদের প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমান, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, অসহায় নিরুপায় অবস্থায় শত্রুর তীক্ষ্ণ কৃপাণে ছিন্নমস্তক হইল। হায়! সেই দিন রক্তের নদী বহিল। কেবল এই রাক্ষসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর ক্ষান্ত হইলেন না। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী ফিরোজাবাদ ক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ১৫ই, দুর্ভেদ্যব্যূহ রচনা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট্ মহ্মূদ পরাস্ত হইলেন, দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য গুপ্তভাবে গুজরাট যাত্রা করিলেন। সেই দিবস তৈমুর দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন না। পরদিন শুক্রবার শুভদিন, তিনি দিল্লীতে আসিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন। ১৫ দিন মাত্র তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এই পনর দিনে, দিল্লী যেন মহাশ্মশান হইয়া উঠিল। সতীর সতীত্ব নষ্ট, অত্যাচার, ব্যভিচার এবং শত শত অসহায় নগরবাসীর প্রাণ তৈমুরের মদমত্ত সৈন্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। পনর দিন পরে, তৈমুর স্বদেশে যাইবার জন্য দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিলেন। পথে মিরাট ও লাহোর জয় করেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় সৈয়দ খিজর্ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরের রাজপ্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

রত্নপ্রসূ আসিয়াখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় তুর্কসম্রাট্ বাই-অজিদ্ কন্‌স্তান্তিনোপল্ অবরোধ করেন। তৈমুর গ্রীক্‌সম্রাটের অনুরোধে তুর্কসম্রাটকে কন্‌স্তান্তিনোপল ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তুর্ক-সম্রাট্ তৈমুরের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। তখন তিনি নূতন শত্রুকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে ফ্রায়গিয়ায় উপনীত হইলেন। সেখানে তিন দিবস যুদ্ধের পর তুর্কসম্রাট্ পরাস্ত এবং বন্দী হন। তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া নগরে নগরে সর্ব্বসমক্ষে লইয়া বেড়ান হইল।

এই সময় ইজিপ্ত এবং কৈয়রোর রত্নভাণ্ডার তৈমুরের অধিকার-ভুক্ত হইল। তখন সমরকন্দে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে কনস্তান্তিনোপলের অধিপতি মানুএল পলিওলোগস্ এবং কাস্তাইল-রাজ ৩য় হেন্‌রি রাজদূত পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্য জয় করিবার আয়োজন করেন, কিন্তু এই বৎসরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন। সমরকন্দে তাঁহার কবর হয়।

তাঁহার চারি পুত্র, জহাঙ্গীর মির্জা, উমর শেখ মির্জা, মীরান্ শাহব শাহ্রুখ্ মির্জা। মৃত্যুকালে তৈমুর জহাঙ্গীর মির্জার পুত্র পীর মুহম্মদকে তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার আদেশ কেহ পালন করেন নাই। তাঁহার অপর পৌত্র সুলতান্ খলীল বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সমরকন্দ অধিকার করেন। পীর মুহম্মদকেও পিতামহসত্ব বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। পিতামহের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন।

চরিত্র—তৈমুর যেমন মহাবীর, বীর্য্যশালী ও যুদ্ধনীতিপটু, তেমনি খুঁৎখুতে, নীচগামী ও অন্য রাজা অপেক্ষা মন্দগতি

ও হয়। একদিকে যেমন সকল বিষয়েই ক্ষমতাবান্, সাহসী ও মহান্, অপর পক্ষে তেমনি উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। যাহার উপর অল্প সন্দেহ হইত, তাহারই তৎক্ষণাৎ প্রাণ যাইত। তিনি প্রায় কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

তৈমুরের এই কয়টী উপাধি,—১ তিমরলঙ্গ, ২ সাহিব্ কিরান্, ৩ ফির্দোস্ মকানী। কালমকৃদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উরুতে আঘাত পান, সেই আঘাতে একটী পা খোঁড়া হয়, তাই লোকে তিমরলঙ্গ অর্থাৎ তৈমুরলঙ্গ, খোঁড়া বলিত। ৩০ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন বলিয়া সাহিব্ কিরান্ নাম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সমরকন্দের লোকেরা ফির্দোস্ মকানী অর্থাৎ 'দিব্যলোক তাঁহার বাসস্থান হউক' এই নাম প্রদান করেন। [তৈমুরের জীবনী মুলফুজাৎ তৈমুরী, ফিরিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখ।]

আমীর বরীদ্। কাসিম বরীদের পুত্র। পিতার পরলোকের পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মদাবাদ বীদরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহাঁর রাজত্বকালে সুলতান মহ্মূদশাহ বাহ্মনীর মৃত্যু হয় (১৫১৭ খৃঃ)। আমীর বরীদ্ সুলতান আলা-উদ্দীন (৩য়)কে বাহ্মণীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইল। সুলতান কলীম উল্লা বরীদের আক্রোশে পড়িলেন; তখন তিনি প্রাণভয়ে বীদর হইতে আহ্মদনগরে পলায়ন করেন, সেইখানেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণাপথের বাহ্মনী বংশের লোপ হয়। এই সময় হইতে আমীর বরীদ প্রবল প্রতাপে আহ্মদাবাদ বীদরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্র আলীবরীদ্।

আমীর বরীদ্ (২য়)। আলী বরীদ্ শাহ (২য়)কে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আহ্মদাবাদ বীদরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বরীদ-শাহী-বংশের শেষ রাজা।

আমীর মির্জা। (নবাব)। জর্জ হফ্‌কিন্স্ ওয়াল্টর্স্ নামক একজন সাহেবের পুত্র। ইনি পিতা ও দুই ভগিনীর সহিত লক্ষ্ণৌ নগরে থাকিতেন। ইহাঁর পিতা তথাকার একজন ব্যবসাদার ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নী নবাব নসীর-উদ্দীন হায়দারের একজন বেগম হইয়াছিলেন, তাহার নাম বিলায়তী-মহল। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর নাম আশ্‌রফ উন্‌-নিসা বেগম। তিনি আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বন করেন। বিলায়তী মহলের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় নগদ ক্রোর টাকা ও বহুমূল্য মণিমাণিক্য রাখিয়া যান। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর মৃত্যু হইলে আমীর মির্জা ঐ সকল সম্পত্তি পাইলেন। সেই সময় ইনি নবাব উপাধি পান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া ফেলেন। ইনি একজন শিয়া ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।

আমীর সিং। তঞ্জোরের একজন রাজা। তঞ্জোরের পূর্ব্বরাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মৃত্যুর সময় সৈফজী নামক এক বালককে দত্তকপুত্র করিয়া যান। কিন্তু পূর্ব্বরাজের দত্তকপুত্র অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, আমীর সিং কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক তঞ্জোরের আধিপত্য পাইলেন।

আমীর সিং তপ্‌পা। নেপালের একজন সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার। মহাযোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মলোন রক্ষা এবং কমায়ুন গিরিপুঞ্জে সর্ ডেভিড্ অক্টর্লনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সেই সময় আমীর সিংহের বীরত্ব ও বিলক্ষণ স্বদেশহিতৈষিতা প্রকাশ পায়।

আমীবৎক (বৈ) (ত্রি) সম্মুখে প্রাপক। ("নম আনির্হতেভ্যো নম আমীবৎকেভ্যঃ" কৃষ্ণযজুঃ ৪।৫।৯।২। 'আ সমন্তাৎ মীবন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি আমীবৎকাঃ।' সায়ন ॥)

আমুপ (পুং) কণ্টকযুক্তবংশবিশেষ। বেউড় বাঁশ। (*Bambusa spinosa- Rox*) বাঙ্গালায়, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে, আসাম ও ব্রহ্মে জন্মে। ইহা বড় মোটা হয় না, অপর জাতীয় বাঁশ অপেক্ষা দৃঢ়। এক এক গাছি ৩০ হইতে ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। বেউড় বাঁশ উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ বালকের (মানবকের) হাতে থাকে।

আমুর [বৈ] (পুং) বাধক। ("নহি ষ্মা তে শতং চন রাধো বরন্ত আমুরঃ।" ঋক্ ৪।৩১।৯। ইত্যাদি। সায়নাচার্য্য ঋগ্‌ভাষ্যে অমুর শব্দের এই কয়টী অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, 'আমুরঃ বাধকারাক্ষসাদয়ঃ ৪।৩১।৯; 'আমুরন্তেষামভিমারকাঃ' ৯।৬১।২৪; 'আমুর আমূঢ়াঃ' ৮।৩১।২ ॥)

আমুরা। এক প্রকার গাছ। (*Amoora cucullata, Rox*) এই গাছ বাঙ্গালা, নেপাল, আন্দামান ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। বাঙ্গালায় ইহার খুঁটি ও সুন্দরবনে ইহার জ্বালানী কাঠ কাজে লাগে।

আমুরি [বৈ] (পুং) মারয়িতা। নাশক। "ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুত।" সাম ১।৪।২।৪।১।*। 'আমুরিং শত্রূণামাভিমুখ্যেন মারয়িতারমিন্দ্রং।' ইতি ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ন ৮।৯৭।১০॥)

আমুষ্যায়ণ (পুং) অমুষ্য (অদস্ ষষ্ঠীর ১ বচনে) ফক্। (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯। নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর গোত্র অর্থে ফক্ প্রত্যয় হয়।*।' আমুষ্যায়ণামুষ্য-

পুত্রিকামুষ্যকুলিকেতি চ। পা ৬। ৩। ২১ বার্ত্তিক। আমুষ্যায়ণ আমুষ্যপুত্রিকা ও আমুষ্যকুলিকা এই তিন প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ হয় না।) অমুষ্যপুত্র। প্রখ্যাতবপ্তৃক। 'অমুষ্যায়ণো অমুষ্যপুত্র প্রখ্যাতবপ্তৃকঃ।' হেমচন্দ্র ৩। ১৬৬।

আমেন্য (ত্রি) সম্পূর্ণ পরিমেয়। ("আমেন্যস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি।" ঋক্ ৫। ৪৮। ১। *। 'আমেন্যস্য সমন্তান্মাতব্যস্য' সায়ন॥)

আমেরিকা। একটী মহাদ্বীপ। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিন ভাগে বিভক্ত। সচরাচার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগ করা হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪,৬০০ মাইল, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রস্থে ৩,১২০ মাইল। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৮৩,১৯,৭১১ বর্গমাইল।

উত্তর আমেরিকায় এই কয়েকটা বিভাগ আছে।

বিভাগের নাম।		পরিমাণ (বর্গমাইল।)
১। গ্রীন্‌লণ্ড ...		... ৩,৮০,০০০।
২। ফরাসী অধিকার ...		... ১১৩।
৩। রুষ অধিকৃত আমেরিকা		... ৩,৯৪,০০০।
৪। নিউ বৃটেন	বৃটীশ আমেরিকা	... ১৪,৮০,০০০।
৫। পশ্চিম কানেডা		... ১,৪৭,৮৩২।
৬। পূর্ব্ব কানেডা		... ২,০১,৯৮৯।
৭। নিউ ব্রন্স্ উইক্		... ২৭,৭০০।
৮। নোভা স্কোসিয়া		... ১৮,৭৪৬।
৯। প্রিন্স্ এডওয়ার্ড দ্বীপ		... ২,১৩৪।
১০। নিউ ফৌণ্ডলণ্ড		... ৫৭,১০০।
১১। বৃটীশ কলম্বিয়া		... ২,১৩,৫০০।
১২। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (আমেরিকা)		৩৩,০৬,৮৩৪।
১৩। মেক্সিকোর মিশ্ররাজ্য		... ১০,৩৮,৮৬৫।

ইহার প্রধান দ্বীপ—গ্রান্‌লণ্ড, সৌদামটন, কম্বর্লণ্ড, ককবরন, ভিক্টোরিয়া, বঙ্ক্‌সলণ্ড, পারিপুঞ্জ, এই কয়টী উত্তর মহাসাগরে। সিৎক, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্, কুইন্ সর্লট, বঙ্কুবর, এইগুলি বৃটীশ আমেরিকার পশ্চিমে। বর্ম্মুদস্, কেপবৃটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, নিউফৌণ্ডলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ।

উপসাগর—কালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, কেম্পিচি, হণ্ডুরাস্, হডসন, বফিন, সেণ্টলরেন্স, চিসাপিক, কারিবসাগর।

প্রণালী—বেরিং, হডসন, ডেভিস্।

অন্তরীপ—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্, সেণ্টলিউকস্, সেবল, রে, চার্লস্, চুড্‌লেঘ, ফেরারওয়েল, রেস্।

উপদ্বীপ—কালিফোর্ণিয়া, আলিয়াস্কা, লেব্রেডর, ফ্লোরিদা, নোভাস্কেসিয়া, ইউকেটন।

পর্ব্বত—রকী গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ ব্রাউনগিরি,) আলিঘানি গিরিশ্রেণীর মেক্সিকোর গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ পোপোকাটিপেটল ১৭,৭৮৩ ফিট্), কালিফোর্ণিয়ার গিরিশ্রেণী, সেণ্টইলিয়স, ফেরার-ওয়েদর।

নদ নদী—গ্রেটফিস্, মেকিঞ্জি, ওরেগন, রিও কোলোরডো, মিসিসিপি, জেমস্, সেণ্টলরেন্স।

হ্রদ—গ্রেটবেয়ার, গ্রেটস্লেভ, অথাবেস্কা, উইনিপেগ, সুপিরিয়ার, হিউরন, অণ্টেরিও, ইরাই, মিচিগান, নিকারাগুয়া, চপলা।

উত্তর আমেরিকা বড় শীতপ্রধান স্থান, ইহার অনেক স্থানে এত অধিক শীত যে, কেহ বাস করিতে পারে না, গমাদি কোন শস্যও জন্মায় না। এই সকল স্থানে কেবল শিকারীরা বন্য জন্তুর চর্ম্মের জন্য আসিয়া থাকে। সুবিধামত স্থান ধরিতে গেলে রিওব্রেভেডেল নর্টে হইতে কালিফোর্ণিয়ার উপদ্বীপের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত।

শীতপ্রধান জায়গা হইলেও ইংরাজদের হাতে পড়িয়া উত্তর-আমেরিকার পূর্ব্ব দুরবস্থা ঘুচিয়া গেছে, এখন অনেক স্থান সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বাসভূমি।

দেশ ও তাহাদের রাজধানী ও নগর।

দেনিশ আমেরিকা—১ লিকৃটেন কেলস্, জুলিয়েনসহাব।

ফরাসী অধিকার—২ সেণ্ট পায়র।

রুষ " —৩ উত্তর আর্কেঞ্জল।

বৃটীশ আমেরিকা—৪ ইয়র্ক ফ্যাক্টরী, ৫ টোরেণ্টো, হামিলটন, ৬ কুইবেক, ওটোয়া, ৭ ফ্রেডরিক্টন, সেণ্টজন, ৮হালিফাক্স, ৯ সার্লেটন, ১০ সেণ্টজনস, ১১ নিউওয়েষ্টমিনিষ্টর।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্—১২ ওয়াসিংটন, বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বল্টিমোর, রিচমণ্ড, চারলষ্টন, নিউ অর্লিন্স, সেণ্ট্‌লুই, সিন্‌সিনাটি, পিটস্‌বর্গ, চিকাগো।

মেক্সিকো—১৩ মেক্সিকো ভেরাক্রুজ্, পিউব্লা, মেরিডা।

ওটোয়া নগরে চুম্বক পাথরের খনি আছে। টোরেণ্টোর বিশ্ববিদ্যালয় ও কুইবেক বাণিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ওয়াসিংটনে রাজ্যের প্রধান কর্ত্তা থাকেন। এখানে জাতীয় সমিতি হইয়া থাকে। নিউইয়র্কে বাণিজ্য ব্যবসা অধিক, এখানে নানা শাস্ত্রীয় ও নানা ভাষা শিখিবার বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চিকাগোতে শস্যের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মধ্য আমেরিকায় এই কএকটী দেশ আছে।

দেশের নাম	পরিমাণ	রাজধানী।
সান্‌সালভেডর	৯,৫০০	কজুতেপেক্।
নিকারাগুয়া	৪৪,০০০	গ্রাণাডা।
হণ্ডুরাস	৫৩,০০০	কোমাগাগুয়া।
গোয়াটিমালা	৫৯,০০০	নিউগোয়াটিমালা।
কষ্টারিকা	২৫,০০০	সন্‌জোশে।
মস্‌কিটো		ব্লুফিল্‌ডস্।
বৃটীশ হণ্ডুরাস		বিলিজ।

মধ্য আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সহিত একত্র ধরা হইয়া থাকে। কেহ কেহ স্বতন্ত্র করিয়া লন।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমা কারিব সাগর ও অটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দক্ষিণ মহাসাগর; পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪,৫০০ মাইল, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত প্রস্থে ৩,০০০ মাইল, ভূমি পরিমাণ প্রায় ৭৯,৮০,০০০ বর্গমাইল।

দেশ	শাসনপ্রণালী	পরিমাণ	রাজধানী।
১ বেনেজিউলা	সাধারণতন্ত্র	৪,১৬,৬০০	কারাকাস্।
২ বলিবিয়া	ঐ	৩,৭৪,৪৮০	চুকুইশাকা।
৩ ইকোয়েডর	ঐ	৩,২৫,০০০	কিটো।
৪ পেরু	ঐ	৫,৮০,০০০	লিমা।
৫ চিলি	ঐ	১,৭০,০০০	সাণ্টিয়াগো।
৬ কলম্বিয়া বৃটীশ		১,২০,০০০	বগোটা।
৭ পেটাগনিয়া		৩,৮০,০০০	পাণ্টাএরিনস্।
৮ বুয়েন আয়ার সাধারণতন্ত্র		৬০,০০০	বুয়েন আয়ার।
৯ উরুগুয়া	ঐ	১,২০০০	মণ্টিভিডিও।
১০ পারাগুয়া	ঐ	৭৪,০০০	আসন্ সন্।
১১ লাপ্লাটা		৯,২৭,০০০	পেরাণা।
১২ ব্রজিল		২৩,০০,০০	রাইয়োজেনিরো।
১৩ গুয়েনা (বৃটীশ)		৭৬,০০০	জর্জ টাউন।
১৪ ঐ (ওলন্দাজ অধিকার)		৩৪,৫০০	পারামারিবো
১৫ ঐ (ফরাসী)		২১,৫০০	কেয়েন।
১৬ ফক্‌লণ্ড দ্বীপপুঞ্জ		১৬,০০০	পোর্টলুই।

প্রধান সাগর ও উপসাগর—ডেরিয়ান্, পানামা, মারেকাইবো, গোয়াকুইল।

প্রণালী—ম্যাগিলান।

প্রধান অন্তরীপ—হরণ, সেণ্টরোক।

দ্বীপ—টি নিডাড, গালাপাগো, চিঞ্চা, জুয়ান ফর্ণান্দেজ, চিলো, ওয়েলিংটন, ষ্টেটণ, অবোরা, জর্জিয়া, মরুদ্বীপ, টেরাডেলফিউগো, ফক্‌লণ্ড, মরাজো।

পর্ব্বত—আণ্ডিস্ (ইহার উচ্চশৃঙ্গ একোন্‌কাগুয়া), পারিম।

আগ্নেয়গিরি—কোটাপাক্সি।

হ্রদ—মারেকাইবো, টিটিকাকা, সিল্‌বেরো, গুয়ানকেক।

নদী—অরিনকো, এসেকুইবো, মাগডেলানা, কলরোডো, লাপ্লাটা, পারাগুয়া, ফ্রান্সিস্কো, টোকাণ্টিন, আমেজন।

যোজক—পানামা। এই যোজক দ্বারা আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া আমেরিকার একটী বিভাগ, এখানে অনেকগুলি দেশ ও নগর আছে।

দেশের নাম		বর্গমাইল পরিমাণ	রাজধানী
হায়েটি		১১,০০০	হায়েটি।
ডোমিনিকা		১৮,০০০	সান ডোমিনিগো।
কিউবা		৪২,৩৮৩	হাভানা।
পোর্টোরিকা		৩,৮৬৫	সান জুয়ান
জামেকা		৫,৪৬৮	স্পানিস্ টাউন।
ট্রিনিডাড		২,০০০	মিউরটা।
উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ			ব্রিজটাউন।
বার্বাডো		১৬৬	"
সেণ্টভিন্‌সেণ্ট		১৩১	কিংস্‌টন।
টোবাগো		১৮৭	স্কারবরো।
সেণ্টলুসিয়া		২২৫	কাষ্ট্রীস্।
আণ্টিগুয়া		১৬৮	সেণ্টজন্‌স্।
মণ্টসেরাট্		৪৯	"
সেণ্ট ক্রিষ্টোপার, আঙ্গুইলা		১০৩	বাসেটির।
নেভিস্		৩০	চার্লস্‌টাউন।
ভার্জীন দ্বীপপুঞ্জ		১৩৭	
ডোমিনিকা		২৯১	রোসু।
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ		৫,৪২২	নসু।
গোয়াডেলুপ	ফরাসী	৫০৪	বাসেটের।
মার্টিনিক	ফরাসী	৩৩২	পোর্ট রয়াল।
সেণ্টমার্টিন উত্তর	ফরাসী	২১	
সেণ্টমার্টিন দক্ষিণ	ওলন্দাজ	১১	
কিউরেসোয়া	ওলন্দাজ	৫৮০	উইলেমষ্টেড
সাণ্টাক্রুজ্	দিনেমার	৮১	ক্রিষ্টেনষ্টেড।
সেণ্ট টমাস্	দিনেমার	৩৭	
সেণ্ট জন্	দিনেমার	৭২	

সেন্টবার্থেলমিউ (সুইস্)	২৫	লা সেরেনেজ্।
তুর্ক দ্বীপপুঞ্জ	৪০০	
মার্মুডা দ্বীপ	৪৭	হামিল্টন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপের ভূমি পরিমাণ—প্রায় ৯১,৯১০ বর্গ মাইল।

আমেরিকার আদিম নিবাসী—দেখিতে তাম্রবর্ণ। এই জাতি আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে কিছু খাট। ইহাদের ঠোঁট ও গাল কিছু বড় ও মোটা; চুল দেখিতে কাল ও লম্বা। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারা মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম নিবাস দক্ষিণ আসিয়া ছিল, বেরিংপ্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় আইসে। আমেরিকা যখন স্পেনবাসীদের চক্ষে পড়িল, তখন ইহারা কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত। যখন কলম্বস্ বহু কষ্টের পর ভারতবর্ষ মনে করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি এই জাতিকে দেখিতে পান। কলম্বস্ দেখেন ইহারা সকলেই উলঙ্গ, ইহাদের কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাহারও দাড়ী নাই, সকলের দেহ সুচিক্কণ। মুখশ্রী সমান, দেখিতে মন্দ নয়, হাবভাব নম্র অথচ ভয়যুক্ত। শরীর ঢেঙ্গা নয়, গড়ন সুন্দর। ইহাদের কোমল বদন ও দেহের কোন কোন অংশ চিত্র বিচিত্র করে, তাহাতে আবার যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে বড়ই সুন্দর দেখায়। বস্তুতঃ ইহারা যেন প্রকৃতির সুকুমার শিশু, ভাল মন্দ কাহাকে বলে জানে না। সদাই প্রফুল্ল, আবার আপনাপনিই কিছু সশঙ্কিত। ইহাদের লৌহাস্ত্র কিছুই ছিল না, কি প্রকারে লৌহাস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও জানিত না। বেতের আগায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়া তীর করিত; কাঠ পোড়াইয়া মুখের দিক্ ধারাল করিয়া লইত, তাহাই ইহাদের তরবার। ইউরোপীয়েরা ইহাদের রেড ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক। প্রথমে যখন কলম্বস্ আমেরিকার কূলে উত্তীর্ণ হন, এই অসভ্যবাসিগণ কলম্বস্ ও তৎসঙ্গীদিগকে সূর্য্যালোক-প্রেরিত দেবদূত ভাবিয়া তাহাদের ভয় ও ভক্তি করিয়াছিল। তৎকালে আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহাদের এক একজন রাজাও ছিল। ইহারা যদিও উলঙ্গপ্রায় থাকিত, কিন্তু ইহাদের গায়ে সোণাও শোভা পাইত। এখন সভ্যজাতির সহবাসে ইহারাও ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে।

উত্তর আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান, আজ্‌তেক, ও এস্কুইমক্স এই তিন ভাগে প্রাচীন জাতি বিভক্ত হইয়াছে।

আজ্‌তেক অতি প্রাচীন জাতি, যদিও ইহাদের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ আছে, ১৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে তোল্‌তেক নামক এক সুসভ্য জাতি উত্তরাঞ্চল হইতে আনাহুয়াকে আসিয়া বাস করে। (আনাহুয়াকের বর্ত্তমান নাম মেক্সিকো।) তাহাদের নির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আজও স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা কারণে তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে চিচেমেক্ নামে এক জাতি আসিয়া অনাহুয়াকে রাজ্য স্থাপন করে। ১০ বর্ষ পরে আকলহুয়ান জাতি আসিয়া চিচেমেক্‌দের তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়।

তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আজ্‌তেক জাতি আসিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করে। ইহারা আমেরিকার সকল অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শৌর্য্য, বীর্য্য ও সভ্যতা গুণে, চৌদ্দ শতাব্দীতে ইহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে ইহারাই আমেরিকার মধ্যে প্রধান ছিল। ব্যবহারের জন্য বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুময় অস্ত্রাদি ও বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিত। ইহাদের উপাস্য দেবতা তেজ্‌কাতল-পোকা, আজ্‌তেকরা বলে, ঐ দেবতা পৃথিবীর আত্মার স্বরূপ ও সৃষ্টিকর্ত্তা, মনোহর দিব্যপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ দেবতার পূজা উপলক্ষে বিপক্ষপক্ষীয় এক সুলক্ষণ পুরুষকে ধরিয়া আনিয়া ঐ দেবতার সমক্ষে বলি দিত। বলিদানের সময় মহাসমারোহ। চারিজন স্থিরযৌবনা মনোহরা সুন্দরী যুবতী তেজ্‌কাত্‌ল-পোকার সেবায় নিযুক্ত থাকিত। সুবিজ্ঞ লোকেরা নৈবেদ্য গন্ধ দ্রব্যাদি লইয়া আসিত। পাঁচজন লোক বধ্য ব্যক্তির হাত পা ধরিয়া থাকিত, ষষ্ঠ ব্যক্তি লাল কাপড় পরিয়া এক পাথরের ছুরি লইয়া কামারের কাজ করিত। এই ছুরিকা দ্বারা হৃৎপদ্ম ছিন্ন হইয়া প্রাণবায়ু বাহির হইতে না হইতে, ঐ হৃৎপদ্ম সূর্য্যদেবকে দর্শন করাইয়া দেবতার সম্মুখে দেওয়া হইত। তাহার পর যে লোক যুদ্ধ হইতে এই নিহত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছিল, সে এই মহামাংসে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ মহাসমারোহে ভোজন করিত। কথিত আছে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, 'হুইট্‌জিলো পোটক্লি' দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ৭২,৩৪৪ জন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপে এককালে বলি দেওয়া হইয়াছিল। তেজ্‌কাতল-পোকার অধীনে আরও কতকগুলি দেবদেবী আছেন, আজ্‌তেকরা তাঁহাদেরও পূজা করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে আজ্‌তেক্ বংশীয় একটী ১৭ বর্ষের বালক ও ১১ বর্ষের বালিকাকে লইয়া যাওয়া হয়।

তাহাদের দেখিতে কিছু খর্ব্ব। যে ব্যক্তি ইহাদের লইয়া যায়, সে বলে, ইক্সিমাগা নামক প্রাচীন নগরের লোকেরা ঐ বালক বালিকাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কেহ কেহ বলেন ইহারা অস্বাভাবিক জাতি।

এস্কুইমক্স বা এস্কিমস্ জাতি উত্তর আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অনেকে বলেন এই জাতি মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ বলেন, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের সহিত অনেক সাদৃশ্য থাকায় ইহারও ঐ জাতীয়। ল্যাথাম সাহেবের মতে এই একমাত্র জাতি উভয় মহাদ্বীপেই দেখা যায়। এস্কিমস্ শব্দের অর্থ আমিষাশী, ইহারা বোধ হয় কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। আপনাদিগকে ইহারা ইন্নুইট অর্থাৎ লোক বলে। দশম শতাব্দীর স্কন্দনাভগণ ইহাদের স্ক্রেলিঙ্গার অর্থাৎ ধূর্ত্ত বলিত। এই জাতির যুবকদের ছোট ছোট দাড়ি হয়, গোঁফ দেখা যায় না। প্রাচীন লোকের গালভরা বড় বড় দাড়ি আর কটা গোঁফ দেখা যায়, ইণ্ডিয়ান্‌দের এরূপ হয় না, তাহাদের দাড়ি গোঁফ নাই, জন্মাবার মাত্র মূলোৎপাটন করিয়া ফেলে, সেজন্য ইণ্ডিয়ান্‌দের দেখিতে মেয়েলী মেয়েলী। এস্কিমস্ জাতি পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের পুরুষেরা শিকার করিয়া বেড়ায়, মেয়েরা ঘরকন্না করে। মাংস খাওয়া সম্বন্ধে ইহাদের প্রায় বাছ বিচার নাই। অনেক স্থলে রন্ধন না করিয়াই কাঁচা অবস্থায় উদরসাৎ করে। যে জন্তু খায়, অগ্রে তাহার নির্গত রক্ত চুমুক দেয়। রক্ত প্রায় টাট্‌কা টাট্‌কা পান করে। ইহারা বড় অপরিষ্কার ও উগ্র। মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্যের চর্ম্ম লইয়া আচ্ছাদন প্রস্তুত করে, উহাই স্ত্রী-পুরুষের গায়ের কাপড়। ইহাদের অনেক কুসংস্কার আছে। দুইটী দেবতা ইহাদের উপাস্য। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হান্‌এগেড্ নামক এক ব্যক্তি গ্রীনলণ্ডে গিয়া এই জাতির অনেককে খ্রীষ্টান করিয়া আসেন। ইহারা নিহত পশুর সদ্য রক্ত তৈল ও চর্ব্বির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার অঙ্গার প্রস্তুত করে, তাহাই ইহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এখন উত্তর আমেরিকায় নানা সভ্যজাতির বাস হইয়া পড়িয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সভ্য ইংরাজগণ পৃথিবীর মধ্যে এখন নানা বিষয়ে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা ইংলণ্ড রাজ্যের অধিকারে ছিল, মধ্যে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা স্বাধীন হইয়াছে। ইহাদের দেশে রাজা নাই, রাজ্যের মধ্যে একজন বিজ্ঞ লোককে সকলে নির্ব্বাচন করিয়া রাজ্যের প্রধান পদ প্রদান করেন। এই প্রধান ব্যক্তিকে অধিবাসীর মত লইয়া কাজ করিতে হয়।

[ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের, জাতি প্রভৃতির বিবরণ Historical and Statistical Information respecting the History, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States, by H. R. Schoolcraff LL. D. Philadelphia 1, 2, 3rd pt. দেখ।)

দক্ষিণ আমেরিকা—অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে রাম-সীতার উৎসব প্রচলিত আছে। [Asiatic Researches, Vol. XI.] এই স্থান অনেকে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পাতাল বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ বহুকাল পূর্ব্বেও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সময়কে ইঙ্ক-পূর্ব্বকাল বলিয়া থাকেন। ইঙ্ক-পূর্ব্ব জাতিগণ সভ্যতায়, ভাষায় ও ধর্ম্মাচরণে দক্ষিণ আমেরিকার অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের শিল্প ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন মন্দির পেরু দেশের স্থানে স্থানে এখনও পড়িয়া আছে। টিটিকাকা হ্রদের তীরে টিয়া-হুনাকুর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার দরজা একখানা পাথরে গাঁথা, এক একখানা উচ্চে ১০ ফিট্, বিস্তারে ১৩ ফিট্। ইহার একখান পাথরে পড়া থাম উচ্চে প্রায় ২২ ফিট্। মন্দিরের চারিদিকে খোদাই করা দেবমূর্ত্তি, এক একটী মূর্ত্তি লম্বে প্রায় ৩০ ফিট্। টিয়া-হুনাকুর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, কোন্ সময়ে টিয়া-হুনাকুর নাম দেওয়া হইল, তাহা আজও স্থির হয় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঙ্কগণ টিয়া-হুনাকু এই নাম দিয়া থাকিবে। এই জায়গা সাগর হইতে ১২,৯৩০ ফিট্ উচ্চে। এখানে বায়ু প্রবল নয়। বোধ হয় ইঙ্ক-পূর্ব্বগণ এখানে রাজধানী করিয়াছিল। লিমা নগর হইতে প্রায় সাড়ে বার ক্রোশ দূরে পচাকমাক নামে একটী প্রাচীন নগর আছে, এখানকার বড় বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে জানা যায়, ইঙ্ক-পূর্ব্বজাতি আস্তিক ছিল। 'পচা' পৃথিবী, 'কমাক' করা; অর্থাৎ পৃথিবী নির্ম্মাণকারী পরমেশ্বর তাহাদের উপাস্য দেবতা। পচাকমাকের মন্দিরে কোনরূপ মূর্ত্তি নাই, এজন্য অনেকে অনুমান করেন, তাহারা নিরাকার ও অব্যক্ত ঈশ্বরের পূজা করিত।

ইঙ্কদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় বলা যায় না। ইণ্ডিয়ান্‌রা বলে, মঙ্কো নামক প্রথম ইঙ্ক টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন, তাঁহার স্ত্রী মামা ওক্লো সেই সঙ্গে ছিলেন।

মঙ্কো পরিচয় দেন, তিনি ইন্তির (সূর্য্যের) আদেশে অসভ্য-জাতির পরিত্রাণের জন্য আসিলেন। তাঁহার হাতে এক-গাছি সোণার ছড়ি ছিল। এই ছড়ি মাটীতে আঘাত করিলেই, পৃথিবী ফাঁক হইত; তিনি অন্তর্হিত হইতেন। মঙ্কো তখনকার অসভ্যদিগকে চাষ করিতে শিখাইলেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজনীতি প্রচার করিলেন। মামা ওক্লো মেয়েদের শেলাই ও বোনা কাজ শিখাইলেন। তখন কুজ্‌কো নগর স্থাপন হইল। মঙ্কো প্রথম *ইঙ্ক হইলেন। তিনি কেবল শাসনকর্ত্তা এমন নহে, সকলের পিতা-স্বরূপ প্রধান পুরোহিত হইলেন। সকলে তাঁহার সুনিয়মে বদ্ধ হইল, অসভ্য সভ্য হইয়া উঠিল। মঙ্কো সূর্য্যের নিকট চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা ১০৬২ খৃষ্টাব্দে হয়। মঙ্কো চল্লিস বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময় হইতে পেরুবাসীরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ জাতিদিগের রাজ্যের উপর হাত পড়িল।

তুপক ইঙ্ক যুপনকুই (১১শ ইঙ্ক) বহুদূর অবধি রাজ্য বিস্তার করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চিলি রাজ্য অতিক্রম করিয়া মৌল নদী পর্য্যন্ত পেরুরাজ্যের দক্ষিণ সীমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুয়না কপক্ আমেজন নদী পার হইয়া কুইটো রাজ্য অধিকার করেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদ লাভ করেন।

আমেরিকার আবিষ্কার—খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে স্কন্দ-নাভগণ মেসাচুসেট্‌স্ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌স যুবরাজ মাডক পশ্চিম দিক্ ভ্রমণ করিতে যান। সাত দিনের পর তাঁহার জাহাজ ভার্জি-নিয়ার উপকূলে আসিয়া পৌঁছে।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার কলম্বস্ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য যাত্রা করেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, নানা বিপদে পড়িয়া শেষে আমেরিকার উপকূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১১ই অক্টোবর প্রথমে তিনি আমেরিকায় পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রথম আবিষ্কার বাহামা। তিনি স্বর্ণের লোভে আমেরিকার অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান এবং সেই সেই স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি স্পেন দেশ হইতে ৪ বার আমেরিকায় আসেন, এই চারিবারে হিস্‌পানিওয়ালা, কিউবা, জামেকা, হণ্ডুরাসের দক্ষিণ হইতে ভেরাগুয়ার উপকূল পর্য্যন্ত মধ্য আমেরিকা এবং ওরিনকো হইতে মারগরিটো অবধি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকা আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে আমেরিগো ভেস্‌পুচি ছিলেন। ভেস্‌পুচির পোতচালন বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কলম্বস্ তাহার নামানুসারে নূতন মহাদ্বীপের নাম আমেরিকা রাখিলেন।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ১৫ বৎসর পরে পোন্‌স্ ডি লিওন নামে এক ব্যক্তি ফ্লোরিডা আবিষ্কার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডরাজ সপ্তম হেন্‌রী ভিনিস্ নিবাসী গিয়োবন্নী কেবট ও তৎপুত্রকে আটলাণ্টিক আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করেন, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নিউফোণ্ডলণ্ড্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মাগেলন পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আমেরিকার একটী প্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম মাগেলন প্রণালী হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্কুটেন নামে একজন ওলন্দাজ কেপহরন্ আবিষ্কার করেন। ছয় বৎসর পরে লেমেয়ার ষ্টেটেন ও টেরাডেল্ ফিউগোর মধ্য দিয়া যাইবার সময় একটী হ্রদে গিয়া পড়েন, তাহার নামা-নুসারে ঐ হ্রদের নাম লেমেয়ার হয়। ইহার কিছুকাল পরে মাগেলনের কতকগুলি সঙ্গী ইউরোপে ফিরিয়া যান। তাহাদের মধ্যে ভেক্কাজনো ছিলেন। ফরাসীরাজ ১ম ফ্রান্সিস্ তাঁহাকে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের সীমান্ত আটলাণ্টিকের উপকূলের পথ আবিষ্কার করিতে পাঠান। দশ বৎসর পরে উক্ত রাজার আদেশে পুনরায় জ্যাক্‌স্ কার্টার জলভ্রমণে বাহির হন। তিনি সেণ্টলরেন্স্ নামক উপসাগর ও হ্রদ খুঁজিয়া পান। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ড্রেক্‌সাহেব কালিফোর্ণিয়ার উত্তর ভাগ আবিষ্কার করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সর্ব্বপ্রথম মিসিসিপিতে অবতরণ করেন। ১৭১৯ ও ১৭৩৯ মধ্যে আলেক্‌জান্দর মেকেঞ্জি এখনকার বৃটীশ কলম্বিয়ার মধ্য দিয়া মেকিঞ্জি নদীতে আসিয়া পড়েন, তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া ডেভিস্, বেফিন, লাঙ্কেষ্টার, হডসন্ প্রভৃতি ইংরাজগণ অনেক স্থান আবিষ্কার করেন। এখনও সকল স্থান আবিষ্কার হয় নাই, অনুসন্ধান চলিতেছে।

উপনিবেশ—ইউরোপীয়দের মধ্যে স্পেনবাসিগণ সর্ব্ব-প্রথমে আমেরিকায় উপনিবেশ করেন। এই উপনিবেশ স্থাপন করিতে তাহাদিগকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে মেক্সিকো ও পেরুর সমরই প্রধান। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো

* ইঙ্ক পেরুভীয় শব্দ ইহার প্রকৃত অর্থ সূর্য্য। তখনকার রাজাকে বুঝাইত।

স্পেনের অধিকারে আসে। ১৭৬৭ খৃঃ, স্পেনের হইয়া ফ্রান্সিস্কানরা আপার কালিফোর্ণিয়া অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃঃ, ৪২° অক্ষান্তর পর্য্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। পর্টুগালবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনে তত যত্নবান্ ছিল না, আসিয়াখণ্ডের উপরই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১৫০০ খৃঃ ব্রজিল আবিষ্কার হইল, তাহার ত্রিশ বৎসর পরে পর্ত্তুগীজেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগালের সঙ্গে ব্রজিলও স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে ব্রাগেঞ্জার সামন্তগণ ফরাসীরাজের আক্রোশে পড়েন, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্রজিল দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে একটী প্রবল স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল।

ফরাসীরা সেণ্ট্‌লরেন্স ও মিসিসিপের উপকূল সকল অধিকার করেন, তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপনের বড় ইচ্ছা ছিল না, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ফরাসী-অধিকার মধ্যে শাসনকর্ত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজনীতির চক্র নানা ভাবে ঘুরিতেছে। কাহারও তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাডা ছাড়িয়া দেন।

ইংরাজেরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে সকল জাতি অপেক্ষা তৎপর। কিন্তু তাহারাই সর্ব্বশেষে আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ফৌণ্ডলণ্ড্ ও ভার্জিনিয়াতে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে, পিউরিটানরা মেসাচুসেট্‌স্ অধিকার করেন। ১৬৩৪ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিউ হামসায়র ও কনেকটিকটে ইংরাজেরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও ডেলাবর ওলন্দাজদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সাউথ্ কেরোলিনায় ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া ইংরাজের অধিকারে আসিল।

আমেরিকার ইংরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা-প্রয়াসী। তাহারা ইংলণ্ডের অধিকারে থাকিতে চাহিল না। এখন ইউনাইটেড ষ্টেটসের ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন, তাহারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে নাই।

উদ্ভিদ্ ও জন্তু,—আমেরিকার উদ্ভিদ্ ও মৎস্যাদি পুরাতন মহাদ্বীপ হইতে ভিন্ন। এখানে নানা জাতীয় বৃক্ষ জন্মে, তন্মধ্যে দেবদারু, ওক্, উইলো প্রভৃতি গাছই অধিক। চূড়াগ্র জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে, এই গাছ হিমালয় পাহাড়েও দেখা যায়। ধান, যব, রাই, গম প্রভৃতি শস্য জন্মে। এখানে জনার অধিক পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে শণ ও তিসি হয়। ৩৯° অক্ষান্তর মধ্যে তামাকের চাষ বেশী। ৩৭° অক্ষান্তরে তূলা জন্মে। নীলের চাষও হয়, বঙ্গদেশের মত অধিক জন্মে না। এখানে কলা গাছ অধিক বড় হয়, এখানকার লোকেরা কলা খাইতে ভালবাসে। আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। মানিওক নামে এক প্রকার লতা আছে, তাহার শিকড় শুকাইয়া গুড়া করিলে ময়দার মত হয়, আমেরিকান্‌রা তাহার রুটী করিয়া খায়। চিলি দেশে আরারুট জন্মে। স্থানে স্থানে এক জাতীয় নারিকেল, ইক্ষু, বাদাম ও মুর্গা পাওয়া যায়।

এখন ইউরোপীয় সভ্য জাতির উৎসাহে আমেরিকায় নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছ জন্মাইতেছে।

জন্তু নানাপ্রকার। তন্মধ্যে হরিণ, মহিষ (বাইসন), মেষ, বিবর, খরগোশ, কাঠবিড়াল, ছুঁচা, ইন্দুর, বাদুড়, শজারু, ভালুক, খেঁকশিয়াল প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার মাংসাশী জন্তু বড় ভয়ানক, নেকড়ে বাঘ ও জাগুয়ার নামক বাঘই অধিক। এখানকার হাতী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক পুরাতন মহাদ্বীপের মত। চিলি ও পেরুদেশে লামা ও আল্‌পাকা পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় অপোজম দেখা যায়।

আমেরিকার উষ্ণ প্রধান দেশে বানর থাকে, তাহারা অনেকটা আসিয়ার বানরের মত।

এখানে বড় বড় বাজপাখী ইগল, চিল, পেচা, দাঁড়কাক, কাক, চাতক, বাঁশপাতা, চড়াই, নানা জাতীয় পায়রা প্রভৃতি খেচর পক্ষী আছে। হাঁস, রাজহাঁস, পাতিহাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী পাওয়া যায়। আমেরিকার টুকন্ পক্ষী প্রসিদ্ধ।

এখানকার সাপের বিষ অধিক, উহা নানা জাতীয়। কচ্ছপ অনেক প্রকার।

নদীতে ছোট হইতে বড় বড় নানা প্রকার মাছ বেড়ায়। নিউফৌণ্ডলণ্ডের ধারে তিমি মাছ ধরা হইয়া থাকে।

মৌমাছিতে বড় বড় চাক্ বাঁধে, তাহাতে প্রচুর মধু হইয়া থাকে। এখানে নানা জাতীয় পিপীলিকা, তন্মধ্যে 'সাদা পিপড়া'ই অধিক।

আমোক্ষণ (ক্লী) আ-মোক্ষ ভাবে ল্যুট্। (পা ৩।৩। ১১৫।) ধারণ। পরিধান। (কেয়ূরামোক্ষণস্ত চ। রামা ২। ২৩। ৩৭।*। 'অঙ্গদধারণস্ত' ইতি তট্টীকায় রামানুজ।)

আমোচন (ক্লী) আ-মুচ্-ল্যুট্। (পা ৪।১।১১৫।) পরিধান। সংযোগ।

আমোদ (পুং) আ-মুদ্-ঘঞ্। ১ প্রমোদ। আহ্লাদ। প্রীতি। (প্রমদোমুৎপ্রীত্যামোদঃ। হেম ২। ২৩৭।) ২ গন্ধ। (আমোদো গন্ধহর্ষয়োঃ। মেদিনী।)

আমোদন (ক্লী) আ-মুদ্-ল্যুট্। আমোদকরণ। প্রহর্ষজনন।

আমোদা। কৈমূর গিরিশিখরস্থ একটী গ্রাম। বাহুরিবন্দের সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে। এখানে গোণ্ডদিগের রাজত্ব। এখানে স্বামী মরিলে পত্নী তাহার সহগামী হইয়া থাকে। সতীর বড় আদর, তাহাদের স্মরণার্থ সতী-স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গোণ্ডরাজ প্রেমনারায়ণের রাজত্বকালে একজন সহমৃতা হইয়াছিল, তাহার স্মরণস্তম্ভে তাহার পরিচয় সমস্ত খোদা আছে। [Cun, Arch, Reports IX. 39]

আমোদিন্ (ত্রি) আমোদ-ইনি। হর্ষযুক্ত। গন্ধযুক্ত। (পুং) সুগন্ধি (আমোদী মুখবাসনঃ, ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিশ্চ। হেম ৬। ২৭।)

আমোষ (পুং) আ-মুষ্-ভাবে ঘঞ্। অপহরণ। ("যথা বিভ্যদামোষমতীষাদেবমেব যোহস্য স্বর্গে লোকো জিতো ভবতি" শতপথব্রা ১২। ৫। ২। ৮।)

আম্নাত (ত্রি) আ-ম্না-ক্ত। সুন্দর অভ্যস্ত। সম্যগধীত বেদাদি। কথিত। (ক্লী) আ-ম্না ভাবে ক্ত। সম্যগভ্যাস ("যাজ্ঞিকৈর্যথাসমাম্নাতম্" অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য ৪। ১০৩।)

আম্নাতিন্ (ত্রি) আম্নাতমনেন (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ২। ৮৮) ইতি ইনি। কৃতবেদাভ্যাস। যিনি বেদ অভ্যাস করিয়াছেন।

আম্নান (ক্লী) আ-ম্না-ল্যুট্। বেদাদি পাঠ। বেদাদির অভ্যাস। ("শতৌদনাখ্যং কর্ম্ম কৃত্বা সাধয়েদিতি যাজ্ঞিকায়ানম্"। *। 'আম্নানম্ পঠনম্।' অথর্ব্ব প্রা-ভাষ্যে ৪। ১০১।)

আম্নায় (পুং) আম্নায্যতে সম্যগভ্যস্যতে আ-ম্না কর্ম্মণি ঘঞ্। বেদ। শ্রুতি। (শ্রুতিঃস্ত্রী বেদ আম্নায়স্ত্রয়ী। অমর ১। ৬। ৭। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানার্থক্যমতদর্থানাং। জৈং সূং।) (আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ। ইত্যাদি। রঘুনন্দনতত্ত্বধৃতপুরাণ। *। আগম প্রধান তর্কশাস্ত্র। ইতি মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৮। ৮০॥) ভাবে ঘঞ্। ৩ সম্যগভ্যাস। সম্যক্ পাঠ। ৪ সম্প্রদায়। (অথাম্নায়ঃ সম্প্রদায়ঃ, অমর ৩। ২। ৭।) ৫ উপদেশ। (আম্নায়ো নিগমেঽপি চ উপদেশে মেদিনী,) ৬ কুল। ৭ কুলক্রম। ৮ শিক্ষাদান। ৯ তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়া বিনির্গতাঃ।
পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা।
ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

আম্ব (পুং) ধান্যবিশেষ। ("সত্যায়াম্বানাং চরুং বরুণায় ধর্ম্মপতয়ে।" তৈত্তিরীয় সং ১। ৮। ১০। ১। *। 'আম্বাঃ ধান্যবিশেষাঃ' সায়ন।) মান্দ্রাজে সাম্ব, নাগপুরে আম্বর (মোহর), বাঙ্গালায় আমন্ ধান বলে। এই ধান শীতকালে জন্মে। কৃষকেরা বৈশাখ মাসে ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মাটী নরম করিয়া রাখে। বর্ষা আসিলে আমনের বীজ বপন করে। ঐ ক্ষেত তিনবার করিয়া চাষ দেয়। ভাল আমনের বীজের শিষ একটু বড় হইলে উহা অপর ক্ষেতে লইয়া ব'নে। বুনিবার আগে অপর ক্ষেতটী জলে পূর্ণ হয়, সেই সময় কৃষকেরা পুনঃ পুনঃ মাটিতে লাঙ্গল দিতে থাকে। এই সময় ক্ষেত কাদায় বজ্‌বজে হয়। তখন শিষ উঠা ধান লইয়া এক হাত দেড় হাত অন্তর বসাইয়া দেয়। বেশী নামাল জমিতে বুনিলে বর্ষার জলে অনেক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমন্ ধান বাঙ্গালায় প্রচুর জন্মে, ইহা বঙ্গবাসীর জীবন স্বরূপ।

আমন্ ধানের এই কয়েক প্রকার সংস্কৃত পর্য্যায়—শালি, মধুর, রুচ্য, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কৈদার, সুকুমারক, রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষ-মস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্পক, কলামক, পুণ্ড্র, লোহিত, গরুড়, শকুনীহৃত, সুগন্ধিক, পূর্ণচন্দ্র, প্রমাদক, শীতভীরু, কাঞ্চন, পাণ্ডুগৌর, শারিবা, রোধ্রপুষ্প, দীর্ঘলাত, মহাদূষক।

[রাজনির্ঘণ্ট, ভাবপ্রকাশ ও মদনবিনোদনিঘণ্টু।]

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এই ধান্যের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক মলের কাঠিন্য ও অল্পতা-কারক, কষায়, লঘুপাকী, রুচিকর, কণ্ঠ-স্বরপরিষ্কারক, শুক্র ও পুষ্টিকর, অল্পবায়ু ও কফকর, শীত, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া দিবার পর চারা গজায়। এই চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে যে ধান হয়, সে ধানের গুণ অল্প, কিন্তু যদি ঐ চারা তুলিয়া অপর স্থানে বুনা যায়, আর তাহাতে যে ফসল হয় তাহা নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক এবং পুরাতন হইলে পরিপাক লঘু ও উপকারী। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে, উহা মধুর, কষায়, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক, পিত্ত-নাশক, কফকর, গুরু ও ঠাণ্ডা। ইহাতে অধিক মল জন্মিতে পারে না। যে ক্ষেত চাষ দেওয়া হয় নাই, তাহাতে ধান জন্মিলে, তাহার গুণ—অল্প তিক্ত, মধুর, কষায়, পিত্ত ও কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

চষা ক্ষেতের আমন ধান বলকর, মেধাজনক, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়; ইহাতে মলের অল্পতা,

বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে। ক্ষেত পুড়িয়া গেলে যে আমন হয়, তাহা কষায়, লঘু, রুক্ষ, মল ও মূত্রকর ; কফনাশক।

রক্তশালিকে এ দেশে দাদখানি ও মগধে দাউদখানি বলে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—বলকর, ত্রিদোষ-নাশক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, মূত্র, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। ইহাতে বর্ণ ও স্বর পরিষ্কার করে ; পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস কাস ও দাহ দূর হয়। [মদনবিনোদ-নিঘণ্টু ১০। ৭-৯ শ্লোঃ।]

এখন আমন্ ধান পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই জন্মায়। ভারতবর্ষ ছাড়া জাপান, চীন, সিংহল, ভারতমহাসগরের দ্বীপসমূহ, ব্রহ্ম, শ্যাম, লোহিতসাগরের তীরস্থ স্থান, ইজিপ্ট, মাদাগস্কর, আফ্রিকার পূর্ব্ব দেশসকল, ইউরোপের দক্ষিণ, আমেরিকার ব্রজিল, উরুগুয়া পারাণা প্রভৃতি স্থানে আমনের চাষ হয়।

নেপালের আমন্ ঠিক্ বঙ্গদেশের মতন নয়, আকারে কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

আমেরিকায় এখন উৎকৃষ্ট আমন্ জন্মাইতেছে। সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে অধিক আমন্ জন্মায়। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে ধান আনাইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে চাষ করাইতেছেন। হিমালয় প্রদেশের আমন্ এখন অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে।

আমন্ ধান নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় এই গুলি প্রধান—পেশোয়ারী, দাধঘানি, আকুল্যা, করিমশাল, সুন্দর-শাল, চৈৎমল্লিক, গোরোমণি, কালাদেমা, কুমড়াজোল, মাটীচাউল, খেজরছুরি, ধলসার, বয়ার বাঁট, দুধে বোঁটা, খ্যাজা, কামিনী, হোগলা, মরিচশাল, গন্ধমালতী, গন্ধবেণা, রাণীশাল, রামশাল, টিপুরামশাল, মেঘী, নৌলতা, তালমউর, গোপালভোগ, বনস্থর, মহীপাল, পিপড়াশাল, কার্ত্তিকরাঙ্গী, বাঁশমতী, বেণাফুল, পরমান্নশালি, রাঁধনীপাগল, চন্দ্রহার, সীতাহার, রাজভোজ, হীরা, কালাঙ্গী, জুরিয়া, কালাপাণি, বনঘোঁটা, বোলদার, সাদাবোলদার, আমনলতা, পান্তারশি, মোরো, দ্বিকলা, পুদী, কালাকুল, লালকলসী, মুক্তাহার ধোলা, বীরপালা, উত্তরমেঘী, দরমেঘী, পেনেটী, লোকমায়া, লৌরী, বেকি বাজাল, কামিনীসরু, কামিনী বাজাল, চেনা-কানাই, গন্ধতুলসী, লতামুগ, দুর্গাভোগ, পোলদার, হেলেঞ্চা, মেঁকি, চাঁপা, হেলেগড়, ক্ষীরকোণ, তালমুগুর, হনুমান্ জটা, হাতিকানী, গড়িমরি, ঝাঁটিলাজর, কোয়্, নোনা, কটকসরু, পাণিতরাম, নাল কলমা, লক্ষ্মীবিলাস, সরুনাগরা, বালিদার, কণকচূর, শীতলজীরা, সরুনটী, লতামন, সরুধলী, কাঁটারাঙ্গী, চিনাখানি, সিলেট, কাজলা, ভাওয়ারমণি, বালাম, পাটনাই, বাঁশফুলি, খাসকন্দ, ধূনাখোরা, জগন্নাথভোগ, কুসুমশাল, রাধাভোগ, গঙ্গাপাল, রামগৌর, খেজুরকাঁদি, দানাগৌর, মধুমাধব, চিনিশক্কর, খুদিখাস, বোথা, বারি, বন্‌কিন্, পর্ব্বতগিরি, চামরমণি, রোয়া কালা, আস্কুনি, সীতা, বাঁকতুলসী, চন্দ্রচৈত্রী, রায়গঞ্জ বালাম, কমলভোগ, নিকৃড়াশাল, ধিকুখালি, বাকুই, মুরি, ঠিক্‌দেশী, পারাঙ্গী, আম্‌তানি, মাণিক কল্‌মা, সুখদাস, কাঙ্গুই, মালকাঙ্গুই, কালু, কার্ত্তিকজাল, কালাজহরা, কালীজীরা, কেন্দুয়া, কেতক, কেশমুক্ত, কেওফুল, কুস্তিয়া গৈর, কুঞ্চি, খাউনপাট, খাটকোমরা, কুচিনারি, খোয়েমুগ্রী, গঙ্গাজলী, গর্চা, গৌরেমী, ঘরভাঙ্গা, ঘিভোজ, চাপরাশ, চেনাগাই, ছত্রভোগ, ছত্রমাল, ছোটমুন্সী, ছোট মন্তেশ, জামূরা, ঝিঙ্গাশাল, কালীকল্‌মা, দুধকলম, দুধলুচি, নালকোষ, নালভোগ, নারিকেল-জীরা, নীলকানাই, নেৎপাশা, পাখিরাজ, পাকুড়কানি, পাতিরাজ, পারিজাত, ফুলকুমারী, বাঁদরজাতা, বাঁশপাতি, নীলকানন, বেগুনক্ষীর, বেতি, বানরী, বৃন্দী, ভ্যাদা, ভাগলস্কর, ভোল-কুনাউর, মোঘে সীতাভোগ, মোঘে মুনার, মন্তেশ্বর, মালতী, মুনার চিকন, মেনি, রতন, রঙ্গেরগুরা, রাজপাল, রাজভোগ, রাজশাল রসেন্দা, রুচি, রূপেশ্বর, লক্‌মা, লতামুনার, লক্ষ্মী-কাজল, লাম্, লালমাণিক, লৌচুরা, লেচরা, শুম্‌জালতা, শ্যামমুনার, স্বর্ণলতা, শণমুক্তা, সীতাভোগ, হিজ্‌লী, হিঙ্গুটি, লক্ষ্মীদিয়া, হুগলী, হলদী, আচড়া, কলমবিষ, কলুভোগ, খৌলপাত, খাটখেম্‌রা, কল্লি, খইয়ান, গঙ্গুগালি, গন্ধকস্তূর, গুয়ারেখী, গুয়াচুরি, চাউভোগ, ছোটো মন্তেশ্বর, ডিঙ্গামাণিক নালভোগ, নেৎপাশা, পশমীরাজ, বলেশ্বর, বাহরী, বুড়া-মন্তেশ্বর, বেগুনবীচি, বৌরি, মণ্ডল, রাজদা, রাজমোহন, সুঙ্গালতা, শকৃড়ী খোরা, সরুণাকানি, হল্‌দিকোট, হিংলি, কাশ্মীরিজলী, পাণিপৎ, তিলকাফুর, মোনা, ক্ষীরশাপুৎ, হরিলক্ষ, ফুলগুঞ্জিয়া, কালীমুগী, শঙ্করমুগী, বন্ধ্যা মুগী, পাখ্‌রা মুগী, পক্ষীরাজ, লহাডাগা, মতিচুর, খুমান্, শূলপাণি, বেউর-কলি, ডালকুচ, কৈ জোর, শ্যাম্‌রাশ, জগদল, পাণিশাল, সূর্য্যমণি, কংসহার, হলিদা জোন, বিলাত কলম, বংশী, গজলগরিয়া, পন্থী, উঙ্গামারি, নাগহুম, পাণিয়া মাগুরা, কাঠ-ডোল, হর্ণামগুরি, রাজমৌর, কৈজাকোর, গর্‌পা, ধল গোড়িয়া, দোবরশাল, দুগ্ধসার, সুখবস্তু, তুলসী গুঞ্জিয়া, জমির মাল, দোবরী চাঙ্গা, রঙ্গবোকা, বনগঙ্গাতীর কাহি, জন্তা, সিরংটী, জেওরা, বনমতি, মতিয়া, জিরুলী, সোণালী, আঁকরী, কির্‌মলি, আম্বর মোহোর, রামকেল, চিনিকপূর,

মধুমালতী, বৈগুনবিবি, মুনিপালঙ্গ, বাদ্‌শাভোগ, দেওয়ানভোগ, ব্রাহ্মণনাকী, বন্‌লা, বেণিভোগ, চন্দনশাল, আকন্দরাঙ্গী, আমনকালো, কালজিরা।

আম্ব (দেশজ,=প্রাকৃত অম্ব।) ১ আম্র। আঁব। আমগাছ ও তাহার ফলকে বুঝায়।

২ সম্প্রদায় বিশেষ। ছোট নাগপুরের আহীর, কোর্বা, কিশন ও মুণ্ডা সম্প্রদায়কে "আম্ব" বলা হইয়া থাকে।

আম্বতা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাহারণপুর প্রদেশস্থ একটী নগর। পূর্ব্বে মোগলসৈন্যের আড্ডা ছিল। এখানে শাহ-আবুল মাস্‌লির সুন্দর সমাধি-মন্দির আছে। এখানকার পীরজাদারা নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে বড় বড় ইটের বাড়ী আছে। এই নগর অক্ষান্তর ২৯° ৫১´ ১৫´´ উঃ, ও দেশান্তর ৭৭° ২২´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে।

আম্বরীষপুত্রক (পুং) অম্বরীষপুত্র-চতুরর্থ্যাং (গোত্রোক্ষ ইত্যাদি। পা। ৪।২।৩৯। ইতি বুঞ্।) অম্বরীষের পুত্র।

আম্বরী তামাক। (অম্বুরী তমাক।) তামাকের সঙ্গে অপর গন্ধ দ্রব্যাদি মিশাইলে আম্বরীতামাক হয়। বঙ্গদেশে গুড় মিশাইয়া কাটা তামাক কোন পাত্র মধ্যে পুরিয়া মাটির ভিতর পুতিয়া রাখে। বহুদিন পরে তাহা তুলিয়া লইলে ভাল আম্বরীতামাক হয়। তাহা কলিকায় সাজিয়া খাইতে হয়।

আম্বল (দেশজ, অম্লশব্দের অপভ্রংশ।) টক্।

আম্বষ্ঠ (পুং) অম্বষ্ঠস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোহণ্। পা। ৪।১ ১১২।) ইতি অণ্। অম্বষ্ঠের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আম্বহলুদ। (আঁব্‌হল্‌দি। আম্‌হল্‌দী। আমহলুদ।) এক প্রকার গাছ (Curcuma Zedoaria)। এই গাছ চট্টগ্রাম, বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চল, কোচীন, কাঙ্গ্‌রা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে কচুর বলা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—কর্চ্চূর, দ্রাবিড়, কর্শ্য, দুর্ল্লভ, গন্ধমূলক, বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, কল্লক, শটী।

বাঙ্গালা দেশে দোলযাত্রার সময় যে আবীর এত ছড়াছড়ি হয়, তাহা এই গাছের মূলকাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। প্রথমে ইহার মোটা মূলকাণ্ড লইয়া শুকাইতে হয়, ভালরূপ শুকাইলে মিহি করিয়া গুঁড়া করিবে। পরে কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, যখন দেখিবে যে জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় শুকাইতে দিবে। শুকাইলে বকম কাঠের ক্বাথ মিশাইবে। তৎপরে ইহার বর্ণ রাঙ্গা হইবে। ইহার আবীর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আবীরের মত হয়।

[আবীর দেখ।]

বোম্বাই বাজারে ইহার মূল আম্ব্‌-হল্‌দি নামে বিক্রয় হয়।

মূলের গুণ—সুগন্ধ, তেজস্কর ও বায়ুনাশক। হঠাৎ আঘাত লাগিলে কিংবা অধিক পরিশ্রমে শরীরের কোন গ্রন্থি ফুলিলে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশীয় কোন কোন চিকিৎসক পাকস্থলীর গোলমাল ঘটিলে, কখন কখন ব্যবহার করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি, কটুপাক, দীপক, রুচিকর, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, গুল্ম, বায়ু ও কফনাশক। [মদনবিনোদনিঘণ্টু ৩। ৫৭।] কেহ বলেন, ইহা গলগণ্ডের পক্ষে উপকারী। মুখ খারাপ হইলে কেহ কেহ ইহার মূলকাণ্ড চিবাইয়া থাকেন। দেশীয় সুগন্ধির মধ্যে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ঐনস্লি প্রভৃতি কয়েকজন ডাক্তার এই গাছের অপর নাম নির্ব্বিষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রের মতে নির্ব্বিষা স্বতন্ত্র জাতীয়। নির্ব্বিষার সঙ্গে এই গাছের কোন সংস্রব নাই। [নির্ব্বিষা দেখ।]

আম্বাৎ। (আমাৎ, আমাথ্, আমাঠ্)। বেহারপ্রদেশের এক জাতীয় চাষী। আমাৎ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ঘরবাইৎ ও বাহীওৎ। ঘরবাইৎরা অনেক দিনের প্রাচীন, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ডি (শ্রেণী) আছে,—লর্‌বার, নর্‌হন, পটৈওয়ার, পরব্‌ওয়ার, ইত্যাদি। বাহীওতের ভিতর খবাস, বীবিহার, সাধার ইত্যাদি উপাধি চলিত আছে। পাট্‌না, ত্রিহুত, দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, সারন্, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে আমাৎ দেখা যায়। তাহারা প্রায় বড় লোকের চাকর।

আমাতের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা আছে। ইহারা শৈশব অবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে মানী মনে করে। যাহাদের পয়সার বেশী অনাটন, তাহাদের পুত্রকন্যা কেবল পড়িয়া থাকে। বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের স্বামী মরিলে পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর ছাড়া, অপর দেবরের সঙ্গে পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে সতীর বড় আদর। ইহারা প্রায় সকলেই শাক্ত। কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেয়। ইহাদের পাঁচটী উপাস্য দেবতা, ভবানী, গোরাইয়া, সোখা, বান্দী ও পেকুরাম। ভবানী দেবীকে পাণ, সুপারী, পরমান্ন ও কলা দিয়া পূজা করে। গোরাইয়ার কাছে শূকরের ছানা বলি হয়। তাহারা পিঠা দিয়া সোখার পূজা দেয়। বান্দীর

পূজা মিষ্টান্ন দ্বারা সম্পন্ন হয়। পেকুরাম আমাৎ জাতির সর্ব্ব প্রাচীন দেবতা, বহু দিন হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে। আশ্বিন মাসে আমাতেরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আম্বাদ। (অম্বাদ)। হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ ৮৬০ বর্গ মাইল। এই তালুকে ২৪১টী গ্রাম আছে। মাহাট্টাগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিলে আম্বাদ প্রদেশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে নিজামের রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, আম্বাদ একটী স্বতন্ত্র জেলা হয়, ইহার অন্তর্গত এই কয়েকটী তালুক—পথরী, পুরভানী, জল্নাপুর, নর্সি, পৈঠন ও আম্বাদ। চারি বৎসর পরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। আরঙ্গাবাদে জেলার প্রধান কাছারী উঠিয়া যায়, আম্বাদ তাহার তালুক হইল। ইহার প্রধান নগর আম্বাদ। এখানে কৃষকদের বাসই অধিক।

আম্বাদা। (আঁবাদা। আমাদা।) এক প্রকার গাছ। (Curcuma Amada)। বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের পাহাড়ে জন্মে। বর্ষার মাঝামাঝি এই গাছে ফুল হয়। এই গাছের মূলে হলুদের চেয়ে মোটা মোটা কাণ্ড হয়। উহার গন্ধ কচি আমের মত, এই জন্ম আমরা আমাদা বলি। হলুদের মত জন্মে বলিয়া হিন্দুস্থানীরা আম্‌হল্‌দী বলিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—কর্পূরহরিদ্রা, দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভী-দারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী, সুরনায়িকা, আম্রগন্ধি, হরিদ্রা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আমাদার গুণ—মধুর, তিক্ত ও পিত্তনাশক। ইহা বড় ঠাণ্ডা। ইহাতে সকল প্রকার চুলকনা নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।) পেট গরম হইলে ডাক্তারেরা বিশ গ্রেণ হইতে দুই ড্রাম পর্য্যন্ত আমাদার রস ব্যবহার করেন। স্পিরিট ও ডিমের শ্বেতলালার সঙ্গে আমাদার রস মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাতাদি ভাল হয়।

বাঙ্গালায় আমাদার আম্বল ও চাট্‌নি খাইয়া থাকে।

আম্বেল। পেশোয়ার প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বে একটী গিরিপথ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ওহাবী মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়।

আম্বিকেয় (পুং) অম্বিকায়া অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ১২৩) ইতি ঢক্। ধৃতরাষ্ট্র। অকালে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইলে সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের উৎপাদন করেন। [এই ব্যাপার মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১০৬ অধ্যায়ে বিবৃত আছে।] অম্বিকায় দুর্গায়া অপত্যং। ২ কার্ত্তিকেয়।

৩ পর্ব্বতবিশেষ। শাকদ্বীপের মধ্যে। এই পর্ব্বতে হিরণ্যাক্ষ বধ হয়। ইহার বর্ষের নাম মৈনাক। (মৎস্যপুং ১২৯ অঃ—১৬,২৫ শ্লোঃ।)

আম্ভসিক (পুং) অম্ভসা বর্ত্ততে ঠক্। মৎস্য।

আম্ভি (ত্রি) অম্ভসো জাতাদি (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। ৪।১।৯৭। ইতি ইঞ্ সলোপশ্চ।) জলজাতাদি। যাহা জলে জন্মে।

আম্র (পুং) অম-গত্যাদিষু (অমিতম্যোর্দীর্ঘশ্চ। উণ্। ২। ১৬। ইতি রন্ দীর্ঘশ্চ।) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চূত। আম্র। (আম্রশ্চূতোরসালোঽসৌ। অমর।) (ক্লী) আম্রস্য ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা। ৪। ৩। ১৬৩ ইতি অণো লুক্।) আম্রফল।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে কচি আম্রের (বোল) গুণ বায়ু, রক্ত ও পিত্তকারী, কষায়, অম্ল, সুগন্ধি। ইহাতে কফ ও আমাশয় নষ্ট হয়। আধ পাকা আধ কাঁচা আমের গুণ পিত্তকারী। পাকা আমে বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বল হয়। পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করে; ইহা স্বাদু, তুষ্টিকর, অধিক ধাতুকর, হৃদ্য, গুরু, তৃপ্তি ও কান্তিজনক, তৃষ্ণা ও শ্রম দূরকারী। মধু দিয়া আম্র খাইলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নিবারিত হয়। আমের পাতা রুচিকারী, কফ ও পিত্তনাশক। ফুল রুচি ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। আমের খোসা কষায়, অম্ল, ভেদক, কফ ও বাতনাশক। চোষা আমের গুণ বড় রুচিকর, বলবীর্য্যকারী, লঘু, শীতল, সারক, বাতপিত্তনাশক। ইহা শীঘ্র পরিপাক হয়।

ছেঁকা আমের গুণ—গুরু, রুচিকর, হৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কফ-কর, বাতপিত্তনাশকারী। খণ্ড আমের গুণ—গুরু, পুষ্টিকর, রোচক, মধুর, বলকারী, শীঘ্র পাক হয় না।

আমের কসি কষায়, অম্ল, ভেদক, কফবাতনাশক। অধিক আম খাইলে মন্দাগ্নি, রক্তাময়, চক্ষুরোগ ও বিষমজ্বর হয়।

[অম্র শব্দে অন্য বিবরণ দেখ।]

আম্রগন্ধক (পুং) আম্রস্যেব গন্ধো যস্য বহুব্রী। ইতি কপ্। ১ সমষ্টিল বৃক্ষ। শাকবিশেষ। ২ আমাদা।

আম্রগন্ধা, আম্রগন্ধি (স্ত্রী) মূলকাণ্ড প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। আম্বাদা। আমাদা।

আম্রগুপ্ত (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

আম্রতৈল। আমতেল। কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আস্ত চিরিয়া লঙ্কা বাটা, সরিষার গুঁড়া এবং লবণাদি মসলা পূরিয়া সরিষার তৈলে ফেলিয়া রাখিবে। ঐ তৈল মাঝে

মাঝে রৌদ্রে দিবে। কিছুদিন পরে আমগুলি লবণসংযোগে তৈল মধ্যে পরিপাক হইবে। পরিপাক হইলে আমতৈল প্রস্তুত হয়। আমতৈল বড় উপাদেয় ও মুখ-রুচিকর।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে আঁবতেলের গুণ—মধুর, অম্ল পিত্তকর, কফ ও বাতহর, রুক্ষ, সুগন্ধি ও উপকারী। [মদনবিনোদ-নিঘণ্টু ৮। ৪৮।]

আম্রপালী। একজন বৌদ্ধরমণী। বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে ছিলেন, ইনি তাঁহার বিশ্রামের জন্য একটী বাগান উপহার দেন। আম্রপালী বুদ্ধের স্মরণার্থ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ফা-হিয়ান ও হিয়োনসিয়াং তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। [Hardy's Manual of Buddhism গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী দেখ।]

আম্রপেশী (ত্রি) আম্রস্য পেশীব। শুষ্ক আম্রকোষ। আমশী। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আমশীর গুণ—অম্ল, কষায়, উষ্ণ, ভেদক, কফ ও বাতনাশক।

আম্রময় (ত্রি) আম্রস্য বিকারঃ অবয়বো বা বৃদ্ধিত্বাৎ ময়ট্। আম্রবিকার। আমসত্ব। আম্রের অবয়ব। [আম্রাতক দেখ।]

আম্ররসাকৃতি (স্ত্রী) আম্রস্যেবাকৃতিঃ স্বাদো যস্য বহুব্রী। পীতাখ্য রসালাবিশেষ।

আম্রবন (ক্লী) আম্রস্য বনং ৬তৎ। (প্রনিরন্তঃশরেক্ষু-প্লক্ষাম্রকার্ষ্যখদিরপীযুক্ষাভ্যোঽসংজ্ঞায়ামপি। পা। ৮। ৪। ৫। ইতি নিত্যং ণত্বং।) আম্রবৃক্ষসমূহাত্মক বন। আম-গাছের বন।

আম্রাত (পুং) আম্রং আম্ররসং অততি আম্র অত-পচাদ্যচ্। আমড়া বৃক্ষ। (ক্লী) আম্রাতস্য ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা ৪। ৩। ১৬৩। ইতি লুক্।) আমড়া ফল।

আম্রাতক (পুং) আম্রইব অততি আম্র-অত-ণ্বুল্। আমড়া বৃক্ষ। (অথ দ্বৌ পীতনকপীতনৌ, আম্রাতকে। অমর ২। ৪। ২৭৮) আম্রাতকস্য ফলং অণ্ (ফলে লুক্। পা ৪। ৩। ১৬৩।) আমড়া ফল। [আমড়া দেখ।] আম্রেণ তৎফলরসেন তকতে প্রকাশতে, তদ্রসং মহতে বা আম্র আ-তক-পচাদ্যচ্। আমসত্ব।

"আম্রস্য সহকারস্য কটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্মে শুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাতক ইতি স্মৃতঃ॥" ভাবপ্রকাশ।

সদ্গন্ধযুক্ত আমের রস বারম্বার ছেঁকিয়া দরমায় বা পাত্রে দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে আম্রাতক হয়। [আমসত্ত্ব দেখ।]

আম্রাতকেশ্বর (পুং) আম্রাতক ইব ঈশ্বরলিঙ্গমত্র। শাকং বহুব্রী। তীর্থস্থানবিশেষ। নর্ম্মদার উত্তরকূলে। এখানে মহাদেবের লিঙ্গ আছে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (মৎস্য-পু ১৭০ অঃ ৫ শ্লোঃ।)

আম্রাবতী (স্ত্রী) আম্র আম্ররসোঽস্ত্যস্যাং মতুপ্ মস্য বঃ (শরাদীনাঞ্চ। পা। ৬।৩।১২০। ইতি দীর্ঘঃ) নদী বিশেষ। আম্রাবতী নদীর জলের আস্বাদ প্রায় আমের রসের ন্যায়, তজ্জন্য ঐ নদীর নাম আম্রাবতী হইয়াছে।

আম্রাবর্ত্ত (পুং) আম্র আম্রবৃক্ষ ইব আম্রস্য গাবর্ত্ততে আম্র আ-বৃত-পচাদ্যচ্। আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়া গাছ।

(ক্লী) আমড়া ফল। [ফলে লুকের সূত্র আম্রাতক শব্দে দেখ।] আম্রেণ আমরসেন আবর্ত্ত্যতে নিষ্পাদ্যতে। আম্র আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি ঘঞ্। আমসত্ব।

"আম্রাবর্ত্তস্তৃষাছর্দ্দিবাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্য সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাৎ লঘুশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ভাঃ প্রঃ।

দুধের সরের আকার আম্রাবর্ত্ত তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বাত ও পিত্ত-নাশক এবং রুচিকারী। রৌদ্রে পক্ক রাখিলে আমসত্ব হয়, ইহা পাকে লঘু।

আম্রিমন্ (ক্লী) অম্লরসোঽস্ত্যস্য—প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্ দৃঢ়াদিগণে আম্র ইতি পাঠসামর্থ্যাৎ রলয়োরভেদত্বেন লস্য রত্বং তত আম্রস্য ভাবঃ। (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা। ৫। ১। ১২৩ ইতি ইমনিচ্) অম্লত্ব। বা ষ্যঞ্ (ক্লী) আম্র্য। অম্লত্ব। [উক্ত সূত্রস্থ দৃঢ়াদিগণে আম্র শব্দ দেখ।]

আম্রেড়িত (ত্রি) আ-ম্রেড় উন্মাদে ক্ত-ইট্। আঙ পূর্ব্বোঽমসকৃদ্ভাষণে। (যথা, এতদেব তদা বাক্যমাম্রেড়য়তি বাসবঃ। ইতি হরিবংশে।)

দুই তিনবার কথন। বারংবার উচ্চারণ (আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্তং। অমর ১। ৬। ১২। আম্রেড়িতং ভর্ৎসনে। পা ৮। ২। ৯৫।)

আম্লকুচি। আমলকুচি। এক প্রকার গাছ। (Cæsalpinia digyna) হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপদ্বীপসমূহে ও সিংহলে জন্মে। ইহার বীজে তৈল হয়, তাহা দীপে জ্বলে। ইহার শিকড়ের গুণ কষায়। শ্বাস ও কফরোগসমূহে প্রয়োগ করা যায়।

আম্লবেতস (পুং) আম্লো অম্লরসযুক্তো বেতসঃ শাকং তৎ। অম্লবেতস বৃক্ষ। অম্লবেত গাছ। স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। আম্লবেতসক। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্লা (স্ত্রী) আ-সম্যক্ অম্লো রসো যস্যাঃ। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্লিকা (ত্রি আম্ল মনোজ্ঞাদিত্বাদ্বা বুঞ্। অম্লরস

অম্লোদ্গার। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তেঁতুলগাছ। (তিন্তিড়ী ত্বাম্লিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ীকা কপিপ্রিয়া। বাচস্পতি। [আভিরূপকশব্দে মনোজ্ঞাদিগণের সূত্র দেখ।]

আয় (পুং) আ-ইন্ অচ্ বা অয় ঘঞ্। ১ লাভ। প্রাপ্তি। ২ ধনাগম। ৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্নাবধি এবং রাশি অবধি একাদশ স্থান। ৪ বনিতাগারপালক। অন্তঃপুররক্ষক। কর্ম্মণি অচ্ ঘঞ্। জমিদারী হইতে স্বামিপ্রাপ্ত লভ্য ধনাদি (কৃতরক্ষঃ সদোত্থয় পঞ্চোদারব্যয়ৌ স্বয়ম্। যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩২৭। *। তদস্মিন্ বৃদ্ধ্যায় লাভো শুল্কোপদাদীয়তে। পা ৫। ১। ৪৭। (গ্রামেষু স্বামিগ্রাহ্যো ভাগ আয়ঃ। সিং কৌঃ উক্ত সূত্রে।)

বেদে এই শব্দে 'আগমন' বুঝায়। (যথা, "আয়ে রামস্য সংগথে রয়ীণাম্।" ঋক্ ২। ৩৮। ১০। *। 'আয়ে আগমনে' সায়ণ।)

বাঙ্গালায় ইহা ক্রিয়াপদ,—সমান বা নীচ পদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার সময় ব্যবহার হয়। তখন ইহার অর্থ 'আগমন কর' এইরূপ বুঝায়।

আয়ঃশূলিক (ত্রিং) অয়ঃ শূলেনার্থান্ অন্বিচ্ছতি। অয়ঃশূল-ঠক্। তীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা অর্থকর। কড়া কথায় যিনি কার্য্যসিদ্ধি করেন। সাহসিক। *। অয়ঃ শূলদণ্ডাজিনাভ্যাং ঠক্ঠঞৌ। পা। ৫। ২। ৭৬। অন্বিচ্ছা বুঝাইতে অয়ঃশূল এবং দণ্ডাজিন শব্দের উত্তর ঠক্ এবং ঠঞ্ প্রত্যয় হয়। আয়ঃশূলিকঃ যো মৃদুনোপায়েনান্বেষ্টব্যানর্থান্ রভসেনান্বিচ্ছতি। মহাভাষ্য। *। তীক্ষ্ণ উপায়োঽয়ঃশূলং তেনান্বিচ্ছতি আয়ঃশূলিকঃ সাহসিকঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আযজি [বৈ] (ত্রি) আভিমুখ্যেন ইজ্যতে আ-যজ ঔণাদিক ই প্রত্যয়ঃ। আয়ষ্টব্য। নিরুক্ত ৯। ৩৬॥ সর্ব্বতো যজ্ঞসাধন। (আযজী বাজসাতমা। ঋক্ ১। ২৮। ৭।)

আযজিষ্ঠ [বৈ] (ত্রি) দেবতার সম্মুখ হইয়া যাগের বিষয়ীভূত। ("হোতৄণামস্যাযজিষ্ঠঃ। ঋক্ ১০। ২। ১। আযজিষ্ঠ আভিমুখ্যেন দেবানাং যষ্টৃতমঃ। সায়ণ।)

আয়ত (ত্রি) আ-যম-ক্ত অনুনাসিক লোপঃ। ১ বিস্তৃত। দীর্ঘ। আ-যম-কর্ম্মণি ক্ত। ২ আকৃষ্ট। আকর্ষণযুক্ত। ৩ দৃঢ়। ৪ নিয়মিত।

আয়তচ্ছদা (স্ত্রী) আয়তো দীর্ঘচ্ছদঃ পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। কলাগাছ।

আয়তন (ক্লী) আয়তন্তেঽত্র প্রসার্থিং সাধবোঽত্র আ-যত আধারে ল্যুট্। দেবাদির বন্ধনস্থান। (পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ। স্মৃতি।) আশ্রয়। বিশ্রামস্থান। যজ্ঞস্থান।

বেদে, দুই প্রকার আয়তন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ। শরৎ, অনুষ্টুপ, একবিংশতি স্তোম, এবং বৈরাজসাম, এই গুলি পৃথিবীর আয়তন। হেমন্ত, পংক্তি ত্রিণবস্তোম ও শাক্করসাম এই গুলি অন্তরীক্ষায়তন। নৈয়ায়িকের মতে ১ অবচ্ছেদক, ২ প্রতিমা। ব্রহ্ম ও ভোট দেশের বৌদ্ধমতে, ষড়েন্দ্রিয় স্থান; যথা—১ চক্ষু, ২ কর্ণ, ৩ নাসিকা, ৪ জিহ্বা, ৫ সমস্ত শরীর, ৬ মন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধগণ বারটী আয়তন প্রকাশ করিয়াছেন। বোধচিত্তবিবরণে লিখিত আছে—

"অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ॥"

পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই বারটী আয়তন।

"দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চমানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু॥"

বিবেকবিলাস।

আয়তস্তু (ত্রি) আয়তং স্তৌতি আয়ত স্তু (ক্বিব্‌বচিপ্রচ্ছায়তস্তুকটপ্রু জুশ্রীণাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। বার্ত্তিক। পা। ৩। ২। ১৭৮।) আয়তস্তাবক। যিনি বিস্তৃতরূপে স্তব করেন।

আয়তি (ত্রি) আ-যা-ডতি। ১ উত্তরকাল। আগামিকাল। ২ আগমন। ৩ প্রভাব। কোষদণ্ডজ তেজ। ৪ ফলদান কাল। ৫ আয়াম। বিস্তার। ৬ সংযম। ৭ সঙ্গম। (আয়তিস্তু স্ত্রিয়াং দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়োঃ। মেদিনী।) ৮ প্রাপণ। ৯ মেরুকন্যাভেদ। (বিষ্ণু-পু ১। ১০। ৩।)

আয়তী [বৈ] (স্ত্রী) আ যতী প্রযত্নে (ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ। উণ্ ৪। ১১৪।) ইতি ইন্। বাহু। (নিঘণ্টু ২। ৪। ১।)

আয়তীগব (অব্য) আয়ন্তি গাবোঽত্র (তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ। পা। ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদ্গু প্রং অব্যয়ী।) গোষ্ঠ হইতে গরুর আগমনকাল।

আয়তীসম (অব্য) আয়ন্তি সমা অত্র তিষ্ঠদ্গু প্রং। অব্যয়ী।) বৎসের আগমনকাল। [আয়তীগব শব্দে সূত্র দেখ]

আয়ত্ত (ত্রি) আ-যত-ক্ত। অধীন। বশীভূত। কৃতযত্ন। (অধীনো নিঘ্ন আয়ত্তোঽস্বচ্ছন্দো গৃহ্যকোঽপ্যসৌ। অমর ৩। ১। ১১৬।)

আয়ত্তি (স্ত্রী) আ-যত-ক্তিন্। ১ স্নেহ। ২ বশিত্ব। ৩ সামর্থ্য। ৪ প্রভাব। ৫ সীমা। ৬ শয়ন। ৭ উপায়। ৮ ইন্দ্র। (আয়ত্তিস্ত স্ত্রিয়াং স্নেহে বশিত্বে বাসবে বলে। মেদিনী।)

আযথাতথ্য (ক্লী) ন যথাতথং তস্য ভাবঃ নঞ্‌-তৎ। ষ্যঞ্ বা পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। অনৌচিত্য। যাহার যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ না হওয়া। উত্তরপদ বৃদ্ধিপক্ষে অযাথাতথ্য এইরূপ প্রয়োগ হইবে তাহারও ঐ অর্থ।

আয়ন (ক্লী) অয়নমেব স্বার্থে অণ্, আ-অয়নং প্রাদিসং বা। সম্যক্ আগমন। "আয়নে তে পরায়ণে দূর্ব্বা রোহন্ত পুষ্পিণীঃ" ঋক্ ১০।১৪২।৮। 'আয়নে আগমনে।' সায়ন।) (ত্রি) অয়নস্যেদং অণ্। গ্রহগণের দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণসম্বন্ধি গমন প্রভৃতি। জ্যোতিষপ্রসিদ্ধ আয়নবলনাদি কর্ম্ম।

আয়ন-বলনা। ক্রান্তিমণ্ডলের সাময়িক পরিবৃত্তি-বলনা। বলনা দুই প্রকার, আক্ষবলনা অর্থাৎ অক্ষসম্বন্ধীয় এবং আয়ন-বলনা অর্থাৎ অয়নসম্বন্ধীয়। গ্রহণগণনায় এই দুই প্রকার বলনা নির্ণয় করা আবশ্যক। নতজ্যাকে অক্ষজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ত্রিজ্যা দ্বারা হরণ করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হয়, তাহাই আক্ষবলনাজ্যা। এই জ্যা সম্বন্ধীয় চাপভাগ নির্ণয় হইলেই আক্ষবলনাংশ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সেই চাপভাগই আক্ষবলনাংশ। এই প্রকারে যে কোন জ্যোতিষ্কের গ্রহণ গণনা আবশ্যক তাহার স্থান নির্ণীত হয় এবং যে যে স্থান নির্ণীত হয়, তাহাতে তিনরাশি অর্থাৎ ৯০ অংশ যোগ করিয়া যে ক্রান্তি গণিয়া লইতে হয়, তাহাই আয়ন-বলনা। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪। ২৪-২৫ শ্লোং।) [বলনা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে, জ্যোতিষ্কগণের ক্রান্তি গণনা করিয়া তাহাদিগের সমানুক্রমণিকা প্রস্তুত করা অপেক্ষা তাহাদের লম্ব অনুসারে গণনা করিলে সুবিধা হয়, কারণ তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ ভেদের প্রয়োজন হয় না। আয়ন-বলনা গণনায় ক্রান্তিগণনার প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়্না (আরব্য=অয়্না।) আরসী।

আযমন (ক্লী) আ-যম-ল্যুট্। বিস্তার। দৈর্ঘ্য। ণিচ্ ল্যুট্। নিয়মন। নিয়ম করান। দৃঢ় সঙ্কুচিত বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘীকরণ। বিস্তার করান। ("যথা দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনম্।" ছান্দো-উ ১।৩।৫।)

আয়র্লণ্ড। ইউরোপের একটী দ্বীপ। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। পূর্ব্বে নর্থ চালান, আইরিস্ সাগর ও সেণ্টজর্জ্জচালান, ইহাতে চারিটী প্রদেশ, ও বত্রিশটী জেলা আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আয়র্লণ্ডকে পুরাণোক্ত 'স্বর্ণপ্রস্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল। [As. Researches, Vol. VIII. p. 205. দেখ।] ইহার পূর্ব্বনাম আওরনিশ, হাইবার্ণিয়া, যুবর্ণ ইত্যাদি। ইহার প্রধান নগর ডবলিন।

আয়ল্লক (পুং) আ-যা-শতৃ আয়ৎ তং আয়স্তঃ আগচ্ছন্তং লাতি গৃহ্লাতি আয়ৎ লা-ক ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। উৎকণ্ঠা। (ঔৎসুক্যং রণরণকোৎকণ্ঠে আয়ল্লকারতী। হেম ২।২২৮।)

আয়স (ত্রি) অয়সো বিকারঃ অণ্। লৌহময় ("অযচ্ছয়া বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো।" ঋক্ ১।৫২।৮।*। আয়সঃ অয়োময় কবচযুক্তদেহঃ। সায়ন।) (স্ত্রী) ঙীপ্। আয়সী। অঙ্গরক্ষিণী। জালিকা। (জালিকা ত্বঙ্গরক্ষণী। জালপ্রায়াঽয়সী। হেম ৩।৪৩৩।) অয় এব স্বার্থে অণ্। লৌহ। লোহা।

আযবস। রাজবিশেষ। ("ত্রয়ো রাজ্ঞ আযবসস্য জিষ্ণোঃ।" ঋক্ ১।১২২।১৫।*। আযবসস্য সর্ব্বতঃ প্রাপ্তান্নস্য এতন্নাম্নো রাজ্ঞঃ। সায়ন।)

আয়স্কার (পুং) অয়স্কার এব স্বার্থে অণ্। লৌহকার। কামার।

আয়স্ত (ত্রি) আ-যস্-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত। ২ ক্লেশিত। ৩ প্রতিহত। ৪ তীক্ষ্ণীকৃত। ৫ আয়াসযুক্ত। ৬ ক্রুদ্ধ। (আয়স্তঃ ক্লেশিতে তেজিতে হতে। ক্রুদ্ধে ক্ষিপ্তেঽপি। হেম।)

আয়স্থান (ক্লী) ৬-তৎ। লাভস্থান। রাজার শুল্কগ্রহণ স্থান। মণি প্রভৃতির আকর স্থান।

আয়স্থূণ (পুং স্ত্রী) আয়াময়ী স্থূণা লৌহপ্রতিমা গৃহস্তম্ভো বা যস্য স অয়স্থূণঃ। তস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা।৪।১।১১২। ইত্যণ্।) অয়স্থূণাপুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। ("আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্তোবাচাপি" ইত্যাদি। বৃ-আরণ্যক ৬।৩।১৭)। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ আয়স্থূণী।

আয়স্বৎ (ত্রি) আ দিবা। যস্থ যত্নে শতৃ। যত্নবিশিষ্ট। ("অথায়স্যন্ কষায়াক্ষঃ।" ভট্টি। ৫।৮৩।)

আয়া (পর্ত্তুগীজ) দাসী। ধাত্রী। পর্ত্তুগীজদের আগমনের পর হইতে ভারতবর্ষে এই শব্দ চলিত হয়।

আয়া। (সংস্কৃত আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ। কাহারও মতে ইহা আত্মা শব্দের আর্ষপ্রাকৃতের রূপ।*। চণ্ডাচার্য্যের মতে আদা ও আয়া আত্মার এই উভয়রূপই সিদ্ধ হয়। আত্মীয়। পিতামহী।

আয়াকোট। মলবার প্রদেশের একটী নগর। এই নগর অতি প্রাচীন। এইখানে সেণ্ট টমাস অবতরণ করেন। অক্ষা০ ১০°৩৬´১৫´´ উঃ, দেশা০ ৭৬°৩১´১৫´´ পূঃ।

আরাতি (পুং) আ-যা-ক্তিচ্। হরিবংশোক্ত নহুষরাজার চতুর্থ পুত্র। প্রসিদ্ধ যযাতির সহোদর। আ-যা-ভাবে ক্তিন্।) আগমন। স্থানান্তর গমন।

আয়ান (ক্লী) আ-যা-ল্যুট্। ১ আগমন। ("অস্মিন্নাবামায়ানে বাজিনীবসূ।" ঋক্ ৮।২২।১৮।*। আয়ানে গৃহং প্রতি আগমনে। সায়ন।) ২ স্বভাব। যাহার যে স্বভাব তাহা আজীবন থাকে, তজ্জন্য স্বভাবের নাম আয়ান হইয়াছে। (অব্য) যান পর্য্যন্ত, গমন পর্য্যন্ত। বাহন পর্য্যন্ত।

আয়ান ঘোষ। শ্রীরাধার স্বামী।

আয়াপন্থা। সম্প্রদায় বিশেষ। কোন্ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাহার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যায়। আয়াপন্থীরা আয়ামাতার পূজা করে। পূর্ব্বে কেবল রাজপুতানার অসভ্য জাতিরাই আয়ামাতার পূজা করিত। কত দিন পূর্ব্ব হইতে যে আয়ামাতার পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহাও ঠিক জানা যায় না। খ্রীষ্টের ষোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় বড় প্রবল হইয়াছিল। রাজস্থানে লিখিত আছে, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণা উদয় সিংহ একজন আয়াপন্থী ব্রাহ্মণের কন্যার প্রতি অনুরক্ত হন। ব্রাহ্মণ শুনিলেন তাহার কন্যা নষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কন্যার মৃত্যুর জন্য একটী যজ্ঞকুণ্ড কাটিয়া আয়া মাতার হোম করিতে বসিলেন এবং কন্যার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ গাত্রমাংসের সহিত আয়ামাতার নিকট আহুতি দিলেন। তখন উদয় সিংহকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন তিন প্রহর, তিন দিন ও তিন বৎসরের মধ্যে তাহাকে প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ জলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অভিশাপ বিফল হইল না, নির্দ্ধারিত সময়ে উদয়সিংহের মৃত্যু হইল। (Tod's Rajasthan, Vol. II. p. 31.)। আয়াপন্থী ব্রাহ্মণেরা মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করেন।

আয়াপাণা। এক প্রকার গাছ। (Eupatorium ayapana)। আমেরিকা হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার শুষ্ক পাতা ও ডাঁটা ঔষধে লাগে। ইহার গুণ—ঘর্ম্মজনক ও বলকর। মরিচ সহরে ইহা চা পাতার পরিবর্ত্তে, ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় পুরাতন জ্বরে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াম। (পুং) আ-যম-ঘঞ্। দৈর্ঘ্য। পরিমাণ বিশেষ। (দৈর্ঘ্যমায়াম আরোহঃ। অমর ২।৬।১১৪।*। ষট্-চতুর্দ্দ্বাঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নতিশালিনী। শারঃতিঃ।) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভূত বলিয়া সাংখ্যবাদীরা অণু ও মহৎ এই দুইরূপ পরিমাণ কহেন। বৈশেষিকেরা চারি প্রকার পরিমাণ স্বীকার করেন। যথা—স্থূল, অণু, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। এটী অণু মহদাদির ন্যায় গুণ ও গুণী এ উভয় বাচী নহে, কিন্তু কেবল গুণমাত্রবাচী। (যম্ভ চায়াম। পা ২।১।১৬।) আ-যম-ণিচ্ অচ্। নিয়ম। প্রাণায়াম। (প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা কল্যমুখায় বৈ দ্বিজঃ। শব্দ।)

আয়াস (পুং) আ-যস-ঘঞ্। অতিযত্ন।

"আয়াসশতলব্ধস্য প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ।

একৈব গতিরর্থস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ॥" (স্মৃতি)

আয়াসক (ত্রি) আ-যস-ণ্বুল্। আয়াসযুক্ত। যত্নবান্। আ-যস-ণিচ্-ণ্বুল্। আয়াসজনক।

আয়াসিন্ (ত্রি) আয়স্যতি-আ-যস্-ণিনি। আয়াসযুক্ত।

আয়িন্ (ত্রি) আয়োঽস্ত্যস্য ইনি। লাভযুক্ত। মতুপ্ মস্য বঃ। আয়বান্। লাভবিশিষ্ট। ইন ণিনি। গমনকর্ত্তা (স্ত্রী) ঙীপ্ আয়িনী। লাভযুক্ত স্ত্রী। গন্ত্রী।

আয়ী (গ্রাম্য) পিতামহী।

আয়ু (ত্রি) এতি গচ্ছতি ইণ্-গতৌ ছন্দসীণঃ। (উণ্ ১।২। ইতি ইন্।) গমনশীল। জীবনকাল। (আয়ু জীবিতকালো বা। অমর।) [বৈ] (পুং) ১ মনুষ্য। (নিঘঃ ২। ৩।১৭॥) ২ অন্ন। (নিঘঃ ২।৭।২৩॥) ৩ অনুহ্রাদপুত্র। (হরিবংশ ৩।৭।) ৩ মণ্ডূকরাজ। (ভারত বন ১৯২। ৩৮।) ৪ কৃষ্ণের একজন পুত্র। (ভাগবত ১০।৬১।১৭।) ৫ উর্ব্বশী ও পুরূরবার পুত্র। ইহাঁর পুত্র নহুষরাজ। (রাম ৭। ৫৬ অঃ।) (বহুল বচনাদ্ভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে। জটা আয়ুরস্যেতি সমাসে জটায়ুঃ পক্ষিরাজঃ। ইতি উজ্জ্বলদত্ত)। [আয়ুস্ শব্দ দেখ।]

আযুক্ত (ত্রি) আ-যুজ্ কর্ম্মণি ক্ত। সম্যগ্ ব্যাপারিত। (আযুক্তকুশলাভ্যাঞ্চাসেবায়াং। পা ।২।৩।৪০। আযুক্তঃ ব্যাপারিতঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে)। ঈষদ্যুক্ত। (আসেবায়াং কিং? আযুক্তা গৌঃ শকটে ঈষদ্যুক্তঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) (ক্লী) আ-যুজ-ভাবে-ক্ত। সম্যগ্ নিয়োজন। সুন্দর ভাবে নিযুক্ত। আযুক্তমনেন ইষ্টাদিং ইনি। আযুক্তিন্। সম্যক্ নিয়োগকর্ত্তা।

আয়ুধ (ক্লী) আয়ুধ্যতেঽননে। আযুধ করণে ঘঞর্থে ক। শস্ত্রমাত্র। প্রহরণ, হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত, এই তিন প্রকার আয়ুধ; তাহার মধ্যে যাহা হস্তে থাকে অথচ তাহা দ্বারা প্রহার করা যায় তাহার নাম প্রহরণ, যথা খড়্গ, তরবারি প্রভৃতি। যাহা হস্ত হইতে শত্রু উদ্দেশে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার নাম যন্ত্রমুক্ত, যেমন চক্র, বল্লম প্রভৃতি। যাহা ধনুঃ প্রভৃতি হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহার নাম যন্ত্রমুক্ত, যেমন বাণ, বাঁটুল প্রভৃতি।

আয়ুধের ন্যায় প্রহরণের কার্য্যসাধক বস্তুকেও আয়ুধ কহে। যেমন নখায়ুধ, দণ্ডায়ুধ ইত্যাদি। (নখতুণ্ডায়ুধঃ খগঃ। ভট্টি। ৫। ১০৫।)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে আর্য্যজাতি আয়ুধ ধারণ করিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা ঋগ্বেদ হইতে প্রাপ্ত হই। ঋগ্বেদের ১। ৩৯। ২ ঋকে লিখিত আছে।

"স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলু উত প্রতিস্কভে।"
অর্থাৎ আমাদের আয়ুধ সকল শত্রুদের অপমোদনার্থ দৃঢ় হউক। শত্রুদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক।

তৎকালে ঋষিগণ যজ্ঞরক্ষার্থ আয়ুধ ধারণ করিতেন। অথর্ব্ববেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঋষীণামস্যায়ুধম্। অথর্ব্ব ৬। ১৩৩। ২।)

বৈদিক সময়ে স্থর্ম্মী ইষু ও ধনু এই কয়েকটী আয়ুধ প্রচলিত ছিল। (কৃষ্ণযজুঃ ১। ৫। ৬। ৭, ঐতরেয় ব্রা ৭। ১৯।) স্থর্ম্মী লৌহনির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে ছিদ্র থাকে। ইহা অনেকটা বর্ত্তমান ছোট ছোট কামানের মত। একটী নিক্ষেপ করিলে শত লোক বিনষ্ট হয়।

অথর্ব্ববেদের সময় সীসকের গুলি পূরিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইত;—

"সীসায়াধ্যহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা॥"
(অথর্ব্ব ১। ১৬। ২, ৪।)

রামায়ণ, মহাভারত ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্য্যেরা নানাপ্রকার আয়ুধ নির্ম্মাণ করিতেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটী নাম পাওয়া যায়—শক্তি, তোমর, নালিক, দ্রুঘণ, ভিন্দিপাল, লগুড়, পাশ, চক্র, গদা, মুদ্গর, পিনাক, দন্তকণ্টক, ভূষণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, লবিত্র, স্থূণ, অসি, প্রাস, সীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শোষণ, বর্ষণ, নন্দন, গান্ধর্ব্ব, অবিদ্যা, বিদ্যা, হয়শির, গারুড়াস্ত্র, নাগাস্ত্র, বিলাপন, সন্তাপন, প্রশমন, প্রস্বাপন, জৃম্ভণ, নারচ, বজ্র, তুলাগুড়া, ইলী, খড়্গপুত্রিকা, লঘিত্র, আস্তর, কুন্ত, মৌষ্টিক ইত্যাদি। [প্রত্যেক শব্দে তত্তদ্বিবরণ দেখ।]

আয়ুধধর্ম্মিনী (স্ত্রী) আয়ুধস্যেব ধর্ম্মোঽস্ত্যস্যা ইনি ঙীপ্। জয়ন্তী বৃক্ষ। যন্তীগাছ। জয়ন্তীবৃক্ষ রোগনাশনে আয়ুধ স্বরূপ, তজ্জন্য তাহার ঐ নাম হইয়াছে।

আয়ুধন্যাস (পুং) আয়ুধানাং ন্যাসঃ। শ্রীপূজার অঙ্গন্যাসবিশেষ। সেই ন্যাসে তত্তৎ স্থানে তত্তৎ মন্ত্র দ্বারা হস্তক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া উহার নাম আয়ুধন্যাস হইয়াছে। [তন্ত্রসারের শ্রীবিদ্যাপূজা প্রকাশে ইহার বিবরণ দেখ।]

আয়ুধাগার (ক্লী) ৬তৎ। রাজার অস্ত্র রাখিবার গৃহ। (ত্রি) আয়ুধাগারে নিযুক্তঃ (আগারান্তাট্ঠন্। পা। ৪। ৪। ৭০) ইতি ঠন্। আয়ুধাগারিক। রাজার অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ব্যক্তি। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি, কোন্ অস্ত্র কিরূপে রাখিতে হয় এবং কোন্ অস্ত্র কি জাতীয় ইহার তত্ত্ব জানে এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকে ও কার্য্যদক্ষ হয় তাহাকে রাজার আয়ুধাগারে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

আয়ুধিক (পুং) আয়ুধেন তদ্ব্যবহারেণ জীবতি ঠন্। শস্ত্রাজীব। যে শস্ত্র ব্যবহার দ্বারা জীবিত থাকে। পক্ষে (আয়ুধাচ্ছ চ। পা ৪। ৪। ১৪) ইতি ছ আয়ুধীয়। ঐ অর্থ। আয়ুধজীব প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (শস্ত্রাজীবে কাণ্ডপৃষ্ঠায়ুধীয়ায়ুধিকাঃ সমাঃ। অমর ২। ৮। ৬৭।)

আয়ুধিন্ (পুং) আয়ুধমস্ত্যস্য ইনি। শস্ত্রধারী।

আয়ুর্দা [বৈ]। আয়ুর্দাতা। (আয়ুর্দা আয়ুষো দাতা। ইতি বেদদীপে মহীধর ৩। ১৭।)

আয়ুর্দায় (পুং) আয়ুষো দায়ঃ দানং ৬তৎ। বলবিশেষে স্থিতি ও যোগাদিদ্বারা রব্যাদি কর্ত্তৃক আয়ুর্দান। আয়ুর্গণন। (আয়ুর্দায়ে স্মৃতং প্রাজ্ঞৈর্নক্ষত্রং ষষ্টিনাড়িকং। স্মৃতি।)

আয়ুর্দ্রব্য (ক্লী) আয়ুঃ সাধনং দ্রব্যং শাকং তৎ। ঔষধ। ঘৃত। ঘৃত খাইলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, সে জন্য চার্ব্বাক বলেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে।

আয়ুর্যুধ্ [বৈ] (ত্রি) আজীবন যুদ্ধ কর।
("যে পথাং পথিরক্ষস ঐল বৃদা আয়ুর্যুধঃ।" বাজসনেয় সং ১৬। ৬০। আয়ুষা জীবনেন যুধ্যন্তে তে যাবজ্জীবযুদ্ধকরাঃ যদ্বা আয়ুর্জীবনং পণীকৃত্য যুধ্যন্তি তে আয়ুর্যুধঃ। মহীধর।)

আয়ুর্যোগ (পুং) উচিতস্যায়ুষো জ্ঞাপকো যোগঃ শাকতৎ। জ্যোতিষোক্ত গ্রহযোগবিশেষ। যে সকল গ্রহের যোগে উচিত আয়ুঃ হয়।

আয়ুর্বৃদ্ধি (স্ত্রী) আয়ুষো বৃদ্ধিঃ ৬তৎ। দ্রব্য বিশেষের সেবন দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি। সর্ব্বদর্শনে আয়ুর্বৃদ্ধিকর কতকগুলি বস্তু লিখিত হইয়াছে। যথা—

"অভ্রকং তব বীজন্তু মম বীজন্তু পারদঃ।
অনয়োর্ম্মেলনং দেবি! মৃত্যুদারিদ্র্যনাশনং।"
(দুর্গার প্রতি শিববাক্য)

হে দেবি! অভ্র তোমার বীজ, পারদ (পারা) আমার বীজ এই উভয়ের মিলন হইলে মৃত্যুকে এবং দারিদ্র্যকে বিনাশ করে। প্রাণায়ামেও সর্ব্ব-ব্যাধিক্ষয় ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে যদি ভোজন করা যায় এবং মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ না করা যায়, তবে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। সুশ্রুতমতে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা দুঃসাহস পরিত্যাগ, সদ্যোমাংস, অন্ন ভক্ষণ এবং বালাস্ত্রী সেবন, দুগ্ধ ঘৃত ও উষ্ণজল পান এগুলিও আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

আয়ুর্ব্বেদ (পুং) আয়ুর্বিদ্যতে জ্ঞায়তে লভ্যতে বা অনেন বিদ্ করণে ঘঞ্। চিকিৎসাশাস্ত্র।

আয়ুঃ সুখময় করিবার জন্য উহার হিতকর কি, অনিষ্টকরই বা কি, পরিমাণ কত এবং স্বরূপই বা কিরূপ, এই সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ু-র্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।" যাহাতে বা যাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, কিংবা যাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন—

"অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি বা।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥"

প্রয়োজন।—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিবারণ এবং সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদ কোন্ বেদের অন্তর্গত অথবা কোন্ বেদের উপাঙ্গ এ সম্বন্ধে কিছু মত ভেদ আছে। যথা—

"সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ। * * অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি।" [চরণব্যূহ।]

সকল বেদের এক একটী উপবেদ আছে। ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ। * * অথর্ব্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র।

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য।"

[সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ]

সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের একটী উপাঙ্গ। কোন কোন পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের সার লইয়া আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। মূল কথা, আয়ুর্ব্বেদের বীজ সকল বেদেই আছে। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদে কিছু অধিক। কিন্তু বৈদ্যকগণ অথর্ব্ববেদেই অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন—

"তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুশ্চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানাং কঃ বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ? তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণাং ঋক্সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদোহ্যাথর্ব্বণঃ। স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ।"

[চরকে সূত্রস্থান ৩০ অঃ।]

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের মধ্যে কোন্ বেদ অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন? তাহা হইলে চিকিৎসক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদে আপনার ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন। যে হেতু অথর্ব্ব প্রোক্ত বেদই স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি স্বীকার করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ করেন।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, প্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায় ও লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেব, ইন্দ্রের কাছে ধন্বন্তরি, তৎপরে সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। লোকের মঙ্গলের জন্য ধন্বন্তরির কাছে শুনিয়া সুশ্রুতমুনি আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিলেন। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। ("আয়ুর্ব্বেদ-স্তথাষ্টাঙ্গো দেহবাংস্তত্র ভারত।" মহাভা সভা ১১।১৩।) যথা, ১ শল্যতন্ত্র, ২ শালাক্যতন্ত্র, ৩ কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ৪ ভূতবিদ্যাতন্ত্র, ৫ কৌমারভৃত্যতন্ত্র, ৬ অগদতন্ত্র, ৭ রসায়নতন্ত্র ও ৮ বাজীকরণতন্ত্র।

১। শল্যতন্ত্রে নানাপ্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ছোট ছোট ইষ্টকাদি, অস্থি, কেশ, নখ ইত্যাদি শরীরে ঢুকিয়া এবং পূয় প্রসাব আদি বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যন্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানা প্রকার রোগনির্ণয় করি-বার উপায় আছে।

২। শালক্যতন্ত্রে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থ রোগ সকলের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদের বিনাশের উপায় লিখিত আছে।

৩। কায়চিকিৎসাতন্ত্রে জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গব্যাপী রোগের শান্তির উপায় আছে।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্রে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিতৃলোক, পিশাচ, নাগ ও গ্রহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যের উপায়স্বরূপ শান্তিকর্ম ও বলিদানাদির বিষয় আছে।

৫। কৌমারভৃত্যে বালকের প্রতিপালন, ধাত্রীর দুগ্ধের দোষ-সংশোধন; স্তন্যদোষ ও গ্রহদোষ হইতে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা লিখিত আছে।

৬। অগদতন্ত্রে সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক, মূষিকাদি-দংশনজনিত বিষ, এ ছাড়া অপরাপর বিষের লক্ষণ এবং সেই সকল বিষস্পর্শ করিবার অথবা দ্রব্যসংযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ নষ্ট হইলে তাহার উপকারের উপায় লিখিত আছে।

৭। রসায়ণতন্ত্রে যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায়, পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং দেহ রোগমুক্ত করিবার উপায় বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণতন্ত্রে অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করিবার নিয়ম, বিকৃত শুক্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার উপায়, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার উপায় এবং মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার বিধান লিখিত হইয়াছে।

এই অষ্টাঙ্গের মধ্যে এখনকার দেহতত্ত্ব (Physiology), শারীরবিজ্ঞান (Anatomy), শস্ত্রবিদ্যা (Surgery), ভৈষজ্য ও দ্রব্যগুণতত্ত্ব (Materia Medica), চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medicine), রোগনিদান (Pathology), ও ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে। এ ছাড়া এখনকার সদৃশ-চিকিৎসাপ্রণালী (Homeopathy), বিরোধি-চিকিৎসাপ্রণালী (Allopathy), ও জল-চিকিৎসাপ্রণালী (Hydropathy), প্রভৃতির বিধানও পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসাতত্ত্ব বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম অঙ্গের অন্তর্গত। যজুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসার আভাস পাওয়া যায়। "হৃদয়াস্যাগ্রেঽবদ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যক্বৎ, বৃক্ত (বৃক্ক,) বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, গুদনাল-মধ্যভাগ, বপা ও বসা প্রভৃতি অস্ত্রবিশেষের দ্বারা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার বিধি আছে। শস্ত্রবিদ্যা না জানা থাকিলে এই সকল কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যজুর আরণ্যকে শারীরতত্ত্বের বিলক্ষণ আভাস রহিয়াছে।

"যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাদিকা বহিঃ।
ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাৎ তদা তৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ।
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপসাকৃতা।
যৎ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরং পুনঃ॥"

আবার অন্যস্থলে শিরাপ্রশিরা নামাদি লেখা আছে,— "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্। যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিব। অথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণীরৈষা। হৃদয়াদূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা। * *। ভিন্ন এবেত্যস্য হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ।" [৬ অধ্যায় দেখ।] এ ছাড়া অথর্ব্ববেদীয় গর্ভ ও শারীরোপনিষদে শারীরবিজ্ঞান বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে। [যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকে ১ অধ্যায় ও ৬ অঃ দেখ।] উদ্ভিদ্বিদ্যাও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব জানা না থাকিলে ওষধির গুণাগুণ স্থির করা যায় না। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ ওষধির বিষয় অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

"সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্ননয়স্ত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিম্নমাপঃ।"

(তাহারা) ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন ও নদী সকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সব এবং নিম্ন স্থান জলময় হয়। (ঋক্‌সংহিতা ৪।৩৩।৭।) পুনরায়— "মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো" অর্থাৎ ওষধি সকল, দ্যুলোক-সমূহ ও জলসমূহ মধুযুক্ত হউক। (ঋক্ ৪।৫৭।৩।) এ ছাড়া "যা ওষধিঃ পূর্ব্বজাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা। মনৈনু বভ্রূণামেহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥" ইত্যাদি বাজসনেয় সংহিতার বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। [দেহতত্ত্ব, শারীর-বিজ্ঞান, শস্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাতত্ত্ব, রোগনিদান, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] মহাভারতে রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর এই কয় প্রকার আয়ুর্ব্বেদবিৎ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়।

অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামে, আয়ুর্ব্বেদের কয়েকটী বিভাগ আছে। [অগ্নিপুরাণে ২৮১-২৯১ অঃ উক্ত আয়ুর্ব্বেদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।] মধুসূদন সরস্বতী কামশাস্ত্রকেও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত করিয়াছেন। (তৎকৃত প্রস্থানভেদ গ্রন্থ দেখ।) আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসাপ্রণালী গ্রীক, পারসিক ও আরব্য প্রভৃতি জাতির চিকিৎসাশাস্ত্র হইবার পূর্ব্বে গঠিত হয়। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে উহার মূলোদ্‌ঘাটিত হয়, তৎপরে অপর জাতি সাদরে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উয়ূন উল্ অম্বা ফিতুল কাতুল অথবা নামক গ্রন্থে

লিখিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বগদাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেন। সরক, সর্সদ্ ও বেদান নামক তিনখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে নীত হয়। উক্ত তিনখানি গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান নামের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। [Asiatic Res. Vol. XII. দেখ।]

আয়ুর্ব্বেদময় (পুং) আয়ুর্ব্বেদেন প্রচুরঃ আয়ুর্ব্বেদ প্রাচুর্য্যে ময়ট্। ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি প্রচুর আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন, তজ্জন্য তাঁহার আয়ুর্ব্বেদময় এই নাম হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদিন্ (ত্রি) আয়ুর্ব্বেদো বেত্তৃত্বয়াস্ত্যস্য ইনি। আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ। চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা। বৈদ্য।

আয়ুষজ্ (ত্রি) আয়ুষা সজতে আয়ু সঞ্জ-ক্বিপ্ যত্বং। আয়ুঃসম্বন্ধ।

আয়ুষ্ক (ত্রি) আয়ুষা কায়তি আয়ুষ-কৈ-ক। আয়ু দ্বারা প্রকাশমান। প্রশস্ত-আয়ুঃ।

আয়ুষ্কাম (ত্রি) আয়ুঃ কাময়তে আয়ুস্ কম্ ণিঙ্ অণ্ আয়ুরভিলাষুক। যিনি আয়ু ইচ্ছা করেন।

আয়ুষ্কৃৎ (ত্রি) আয়ুঃ করোতি—আয়ুস্-কৃ-ক্বিপ্ তুক্ ষত্বং। আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর। যদ্দারা আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অভ্র পারদাদি। [আয়ুর্বৃদ্ধি শব্দ দেখ] আয়ুষ্কর প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আয়ুষ্টোম (পুং) আয়ুঃসাধনং স্তোমঃ শাকং তৎ ষত্বং। আয়ুঃসাধন ঋক্সমুদায়াত্মক স্তোমবিশেষ। সেই স্তোমযুক্ত অতিরাত্রবিশেষ।

আয়ুষ্মৎ (ত্রি) প্রশস্তমায়ুরস্ত্যস্য আয়ুস্ মতুপ্ ষত্বং। প্রশস্তায়ুষ্ক। দীর্ঘজীবী। (পুং) বিষ্কুম্ভ হইতে তৃতীয় যোগ বিশেষ। যথা, বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি। (জ্যোতিষ)। আয়ুরিতি শব্দোঽস্ত্যস্য মতুপ্। আয়ুস্-শব্দযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। আয়ুষ্মৎ শব্দ ভবদাদি গণে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা পরে থাকিলে প্রথমার্থেও তসিলাদি হইয়া থাকে; যথা তত আয়ুষ্মান্। তত্রায়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

আয়ুষ্য (ত্রি) আয়ুঃ প্রয়োজনমস্য (স্বর্গাদিভ্যো যৎ। মহাভাষ্য।) ইতি যৎ। আয়ুঃসাধন আয়ুর্বৃদ্ধি শব্দোক্ত অভ্র-পারদাদি দ্রব্য। প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম। (পুত্রে জাতে-হরণিং মথিত্বা তস্মিন্নায়ুষ্য হোমান্ জুহোতি শ্রুতি)

আয়ুষ্যসূক্ত (ক্লী) কর্ম্মধা। (আয়ুষ্মানিতি শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ।) এই ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদিতে পাঠ্য সূক্তবিশেষ।

আয়ুস্ (ক্লী) এতি গচ্ছতি অহরহঃ ইণ-গতৌ. (এতের্ণিচ্চ। উণ্। ২। ১১৯। ইত্যুসি ণিত্বাদ্বৃদ্ধিঃ।) জীবিতকাল। অথায়ু-র্জীবিতাবধৌ। উণ-কোঃ। আয়ুর্জীবনং ইতি উজ্জ্বলদত্ত। পুরুষাদ্বি ত্রি আদি আয়ুস্ শব্দের উত্তর নিপাতনে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হইয়া পুরুষায়ুষ, দ্ব্যায়ুষ, ত্র্যায়ুষ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। তাহার অচতুরেত্যাদি। পা। ৫। ৪। ৭৭ সূত্র অক্ষিভ্রুব শব্দে দেখ) মনুষ্যায়ুষ প্রভৃতি প্রয়োগ বাহুলক সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়সিদ্ধ।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥" (মনু ১। ৮৩)

সত্যযুগের লোকেরা নীরোগ ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইত ও তাঁহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর হইত, ত্রেতাদি যুগে পাদক্রমে পরমায়ু হ্রাস হইবে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোকের তিন শত বৎসর, দ্বাপরযুগের লোকের দুই শত বৎসর, কলিযুগের লোকের একশত বৎসর পরমায়ু হইবে। পুরাণান্তরে সত্যাদি যুগে লক্ষ বৎসর প্রভৃতি যে পরমায়ুর কথা লেখা আছে, তাহা মনু-বিরোধ হেতু অগ্রাহ্য।

প্রাণী প্রত্যহ ২১৬০০ শ্বাস ও উচ্ছ্বাসরূপ প্রাণক্রিয়া সমাধা করে। ৩৬০ দিন দ্বারা ঐ সংখ্যাকে গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০ হয়, উহা এক বৎসরের। শ্রুত্যাদিতে পুরুষের স্বাভাবিক পরমায়ু এক শত বৎসর নিরূপিত হইয়াছে, অতএব শত দ্বারা এই ৭৭৭৬০০০ গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০০০ হয়, কাজেই মনুষ্যের জীবনকালে ৭৭৭৬০০০০০ সংখ্যক প্রাণক্রিয়া হইতে পারে। প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে প্রাণক্রিয়ার অনুৎপত্তি হেতু, যতবার প্রাণক্রিয়া হইতে পারিত, সেই পরিমাণে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রাণক্রিয়া সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই নিরূপিত হইয়াছে। রোগাদি উপসর্গে এবং শীঘ্র দৌড়াদৌড়ি হেতু অধিক প্রাণক্রিয়া সমাধা হয়, সেই হেতু পরমায়ুরও ক্ষয় হয়। পুরুষের একশত বৎসর পরমায়ুই স্বাভাবিক, কর্ম্ম ও কুপথ্যাদিবশত তাহার ন্যূনও হইয়া থাকে।

বেদাদিতেও মানুষের পরমায়ু শত বৎসর লিখিত হইয়াছে,—

"সমিধা যস্ত আহুতিং নিশিতিং মর্ত্ত্যো নশৎ।
বয়াবন্তং স পুষ্যতি ক্ষয়মগ্নে শতায়ুষং॥
(ঋক্সংহিতা ৬। ২। ৫।)

অর্থ—হে অগ্নি! যে মর্ত্ত্য সমিধ্ কাষ্ঠ দ্বারা তোমার (মন্ত্র

সংস্কৃত) আহুতি পরিপুষ্ট করে, সে পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন গৃহে শত বৎসর আয়ুভোগ করে।

আয়েষা। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের তৃতীয় পত্নী। আবু-বকরের কন্যা। সাত বৎসর বয়সের সময় মুহম্মদের সঙ্গে বিবাহ হয়। মুসলমানগণ আয়েষাকে বড় ভক্তি করিয়া থাকেন। হিজিরা ৫৮ শকে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আয়োগ (পুং) আযুজ্যতে সর্ব্বত্র মঙ্গলাদৌ আ-যুজ্‌ ঘঞ্‌। ১ গন্ধমাল্যোপহার। ২ ব্যাপার। ৪ রোধ। (আয়োগে। গন্ধমাল্যোপহারে ব্যাপৃতিরোধয়োঃ। হেম।)

আয়োগব (পুং স্ত্রী) আয়োগং অপ্রশস্ত যোগং বাতি গচ্ছতি অযোগ-বা-ক তত অয়োগব এব স্বার্থে অণ্‌। বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত জাতিবিশেষ। (শূদ্রাদায়োগবঃ। ইতি মনু। ১০। ১২।) ইহারা ছুতোরের কার্য্য করিতে করিতে এক্ষণে ছুতোর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। (তক্ষিত্বায়োগবস্য চ। মনু। ১০। ৪৮) ইহারা পুত্র কার্য্যকরণে অক্ষম (১০। ১৬।) (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্‌ আয়োগবী।

আয়োজন (ক্লী) আ সম্যক্‌ যুজ্যতে কর্ম্ম যেন আ-যুজ-ল্যুট্‌। উদ্যোগ। আহরণ। নৈয়ায়িক মতে, ১ কর্ম্ম, ২ ব্যাখ্যান।

আয়োজিত (ত্রি) আ-যুজ-ণিচ্‌ ক্ত লোপঃ। আয়োজনমস্য জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্‌ বা। যাহার আয়োজন করা হইয়াছে। সম্যক্‌ সম্পাদিত।

আয়োদ (পুং) আয়োদস্যাপত্যং বাহুং অণ্‌। ধৌম্য মুনি।

আয়োধন (ক্লী) আ সম্যক্‌ যুধ্যন্তি যোদ্ধারোঽস্মিন্‌ আ-যুধ-আধারে-ল্যুট্‌। রণক্ষেত্র। যুদ্ধস্থান। ভাবে ল্যুট্‌। যোধন। যুদ্ধক্রিয়া। (যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণং। অমর ২। ৮। ১০৩।)

আর (পুং) আ-সম্যক্‌ ঋ গচ্ছতি কালবশাৎ আ-ঋ-কর্ত্তরি ঘঞ্‌ ১ মঙ্গলগ্রহ। গ্রীকদের হোরাশাস্ত্রেও মঙ্গলগ্রহের নাম আরস্‌। ২ শনিগ্রহ। ৩ মধুরাম্ল ফলবৃক্ষ। ৪ প্রান্তভাগ। (ক্লী) ৫ মুণ্ডলোহ। ৬ পিতল। অরাচক্রমিব স্বার্থ বা অণ্‌। ৭ কোণ। (পুং) ভাবে ঘঞ্‌। ৮ গমন। আ-অভিব্যাপ্তৌ অর্য্যতে গম্যতে যত্র, আ-ঋ-আধারে ঘঞ্‌; ৯ দূর। (আরঃ ক্ষিতিসুতেঽর্কজে। বিশ্ব) (আরো রীতিঃ শনির্ভৌমঃ। হেম ২। ৩৯৫।) রীতিঃ পিত্তলং।)

আর (দেশজ, হিন্দী=অউর্‌) ১ আবার।

"ঐছে ফেরি রস না পায়ব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥"
বিদ্যাপতি।

২ এবং। যেমন, সে আর আমি।

"লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
ল'য়ে শরজন্মা লম্বোদর॥"
কবিকঙ্কণ।

আরক (আরব্য=আরক্‌) মূল অর্থ—ঘর্ম্ম। ঘাম। ২ চোয়ান দ্রব্য। বকযন্ত্রের সাহায্যে কোন ফল চোঁয়াইয়া লইলে আরক হয়। বাঙ্গালা দেশে নেবুর আরক, এলাচের আরক, জামের আরক প্রভৃতি নানা প্রকার আরক হয়।

৩। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মদ্য বিশেষ। এই মদ সাধারণত নারিকেল জল, তালরস, খেজুররস ও ধান চোঁয়াইয়া প্রস্তুত হয়। মুসলমান, নিকৃষ্ট জাতি ও জাহাজের খালাসীরা এই মাদক ব্যবহার করে।

[মদ দেখ।]

৪। পল্লীগ্রামের নীচ লোকেরা ঔষধকে আরক বলিয়া থাকে।

আরকূট (পুং ক্লী) আরস্য পিত্তলস্য কূট ইব। পিত্তলাভরণ। পিতলের অলঙ্কার। আরময়ঃ কূটোঽস্য। পিত্তল (রীতিঃ স্ত্রিয়ামারকূটো। ন স্ত্রিয়াং অমর। ২। ৯। ৯৭।)

আরক্ত (পুং) আ-ঈষৎ-রক্তঃ প্রাদিসং। ঈষদ্‌ রক্ত। ঈষদ্‌ রক্তবর্ণ। সম্যক্‌ রক্তবর্ণ। ঈষদ্‌ রক্তবর্ণযুক্ত। (ত্রি) সম্যক্‌ অনুরক্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অনুরাগ।

আরক্ষ (পুং) আ-সম্যক্‌ রক্ষতি আ-রক্ষ-অচ্‌ হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভের অধঃস্থল। হস্তীর মস্তকের চর্ম্ম। সন্ধি। (ত্রি) রক্ষক। (পুং) ভাবে ঘঞ্‌। রক্ষোক্রিয়া। (স্ত্রী) ভাবে অ-টাপ্‌ আরক্ষা। সম্যক্‌ রক্ষা। (আরক্ষো রক্ষকে হস্তিকুম্ভাধশ্চ। হেম অনেঃ ৩। ৭২৯।) আ-সম্যক্‌ রক্ষ্যতে আ-রক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্‌। রক্ষণীয়। রাখিবার যোগ্য। (আরক্ষো রক্ষণীয়ে স্যাচ্ছীর্ষমর্ম্মণি দন্তিনাম্‌। বিশ্ব।)

আরগ্বধ (পুং) আ-রগে শঙ্কায়াং ক্বিপ্‌, আরগং রোগভয়ং হন্তি আরক্‌-হন্‌ অচ্‌ বধাদেশশ্চ। রাজবৃক্ষ। সোঁদাল গাছ। (Cassia Fistula)।

এই গাছ হিমালয় প্রদেশে ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জন্মে। চৌদ্দ হাত হইতে পঁচিশ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে এই গাছে নূতন পাতা ও ফুল ধরে। শীতকালে বড় বড় শুঁটী হয়।

বাঙ্গালায় ইহাকে সোঁদালী, সোঁদাল, সোণালী ও বাঁদরলাটী এবং হিন্দীতে আমলতাস্‌ বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, মন্থান, রোচন,

দীর্ঘফল, নৃপদ্রুম, হিমপুষ্প, রাজতরু, কণ্ডুঘ্ন, জ্বরান্তক, অরুজ, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণদ্রু, কুষ্ঠসূদন, কর্ণাভরণক, মহারাজদ্রুম, কর্ণিকার, স্বর্ণাঙ্গ, প্রগ্রহ।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, ইহার গুণ গুরু, স্বাদু, শীতল, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, বিষ্টম্ভ, বাত, রক্ত, উদাবর্ত্ত, পিত্ত ও শূলনাশক। ইহার ফলের গুণ—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত ও পিত্তহারী। ক্ষত, ক্ষীণ, বাল ও বৃদ্ধাবস্থায় বলাধানের নিমিত্ত ব্যবহার করিবে।

বৈদ্যেরা আরগ্বধ তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহা ধবল-কুষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৈদ্যকোক্ত আরগ্বধ-পাঁচন শূল, কফ ও বাতযুক্ত জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছাল ফট্‌কিরির সঙ্গে ধুইলে এক প্রকার ফিকা লাল রঙ্‌ বাহির হয়। ইহাতে তসর, রেসম ও পসম ছোবান যায়, কিন্তু ছোবান হইলে ফিকা হলদের মত রঙ্‌ হয়। আরগ্বধের ছাল চামড়া টানিয়া পরিষ্কার করিবার কালে বিশেষ কাজে লাগে।

ইহার মূল ও পাতায় জোলাপের কাজ করে। সাঁওতালেরা ইহার ফুল খায়। ইহার কাঠ বড় মজবুত। কিন্তু এই কাঠে তেমন চেটালো তক্তা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দেশে এই কাঠে গরুর গাড়ী, টম্‌টম্‌ ও চাষের যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়।

তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ইহা ঔষধ স্বরূপ চলিত ছিল; এখন আর তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

আরঙ্গ্‌ (অরঙ্গ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের একটী নগর। মহানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সৎনামী, কবীরপন্থী, হিন্দু, মুসলমান ও অসভ্য জাতির বাস। আগে এখানে জেলার তহশীল হইত। পূর্ব্বকালে এই নগরে হৈহয়বংশী রাজপুতদের রাজত্ব ছিল। এখন তাহাদের নির্ম্মিত আম্রবৃক্ষ-বেষ্টিত বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির ও পুষ্করিণী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির ব্যবসা হয়।

আরজ্‌ (আরব্য) আবেদন।

আরজ্‌বেগ (পারস্য) যে ব্যক্তি আদালতে আরজী দাখিল করেন।

আরজা (পারস্য) সস্তা।

আরজী (আরব্য) জ্ঞাপনপত্র। বিচারপতির নিকট আবেদনপত্র।

আরট (ত্রি) আ-সম্যক্‌ রটতি শব্দায়তে আ-রট-অচ্‌। সম্যক্‌ শব্দকর্ত্তা। (পুং) নট। মাংস। ইতি হেম° শেষ। (স্ত্রী) গৌরাদি ঙীষ্‌। আরটী। নটী। শব্দকর্ত্রী। [পা। ৪। ১। ৪১। সূত্রস্থ গৌরাদিগণে আরট শব্দ দেখ।]

আরট্ট (পুং) আ-রট্‌-টচ্‌। যযাতিবংশীয় সেতুপুত্র। ইহার পুত্রের নাম গান্ধার। (মৎস্য-পু।)

২। দেশ বিশেষ। পঞ্জাব দেশ।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

"পঞ্চনদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র পীলুবনান্যত।
শতদ্রুশ্চ বিপাশা চ তৃতীয়েরাবতী তথা॥
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ সিন্ধুঃ ষষ্ঠা বহির্গিরেঃ।
আরট্টা নাম তে দেশা নষ্টধর্ম্মা ন তান্‌ ব্রজেৎ॥"
(কর্ণপর্ব্বে ৪৫ অঃ।)

হিমালয়ের বাহিরে যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই আরট্ট দেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন, তথায় গমন করা অবিধেয়।

"আরট্ট দেশের আচার ব্যবহার নিতান্ত জঘন্য। এখানকার লোকেরা মৃণ্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন প্রকার অন্ন-গ্রহণে বাছ বিচার নাই।

"পূর্ব্বে আরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা রমণীকে অপহরণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে সেই নারী এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে, তোমরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করিলে, এই জন্য তোমাদের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। এই নিমিত্তই আরট্ট-দিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এই দেশের লোকের নাম বাহীক। তাহারা প্রায় সকলেই তস্কর, কামুক ও মদ্যপায়ী; পরবস্তু উপভোগই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা সকলেই সংস্কারহীন। এই দেশের স্ত্রীলোকের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গ দেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গাদি লইয়া কেলিপ্রসঙ্গ। সকলে গৌড়ী সুরাপান ও কম্বলাজিন ধারণ করে। তাহারা মদ্যপানে বিভোর হইয়া উলঙ্গভাবে নগরের বাহিরে গিয়া অপর পুরুষের কামনা করে।" (কর্ণ পর্ব্ব ৪৫-৪৬ অঃ।)

[বাহ্লীক শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা ইহার নাম আড্রেষ্টি (Adraistæ), সুড্রকি (Sudrakæ), আরেষ্টী (Arestae), প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহীকদের সময় আরট্টদেশের রাজধানী তক্ষশীল ছিল।

আরট্টজ (পুং স্ত্রী) আরট্টে দেশে জায়তে আরট্ট-জন-ড। ঘোটক। (ত্রি) আরট্টদেশোদ্ভব, আরট্টদেশোৎপন্ন।

আরঠ। বাঙ্গালার শপ্তসতী ব্রাহ্মণদের একটী গাঁই।

আরড়া। বাঙ্গালার একটী প্রাচীন নগর। এইখানে বাঁকুড়া-রায়ের সময় কবিকঙ্কণ আপনার চণ্ডী রচনা করেন।

"আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।"
কবিকঙ্কণ।

আরণ [বৈ] (ক্লী) আঙ্ পূর্ব্বাদর্ত্তের্ল্যুট্। অন্ধকূপাদি। ("অন্তকং জসমানমারণে।" ঋক্ ১। ১১২। ৬। 'আরণ্যমন্ধকূপাদি তত্রাসুরৈঃ।' সায়ণ।)

আরণি (পুং) আ-ঋ-(অর্ত্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিঃ। উণ্ ২। ১০৩)। ইতি অনি। জলের স্বয়ং ভ্রমণ। আবর্ত্ত। জলের ঘূরণ। ঘুল্ল। ঘূর্ণি জল।

আরণেয় (পুং) অরণ্যাং ভবঃ অরণী ঢক্। শুকদেব।
[অরণীসুত শব্দ দেখ।]

অরণিমরণিহরণমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ ঢক্। ২ মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত অরণিহরণের অধিকারে ব্যাসকৃত অবান্তর পর্ব্ববিশেষ। বনপর্ব্বের ৩১১ অধ্যায় হইতে ৩১৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত আরণেয় পর্ব্ব বর্ণিত আছে। অরণ্যা ইদং স্বার্থে বা ঢক্।

আরণ্য (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ ণ। বনজাত:পশু প্রভৃতি। পৈঠীনসি বনজ পশু সপ্ত প্রকার নির্দ্দেশ করেন। যথা—মহিষ, বানর, ভালুক, সাপ, রুরু পৃষত, মৃগ। এতদ্ভিন্ন অন্যও অনেকরূপ পশু আছে। ২ অকৃষ্টপচ্য ধান্যবিশেষ। কর্ষণ বা রোপণাদি ভিন্ন যে ধান বনে আপনি হইয়া আপনিই পাকে। অমরকোষে উহার পর্য্যায়—তৃণধান্য বা নীবার। চলিত ভাষায় উহাকে উড়িধান বলে। ৩ জ্যোতিষোক্ত মকর রাশির প্রথম অর্দ্ধ-দিবসীয় সিংহরাশি। ৪ মেষ এবং ৫ বৃষরাশি। (পুং) ৬ অরণ্যজাত গোময়। সিং কৌং। (পা। ৪। ২। ১২৯। সূত্র।) অরণ্যং অরণ্যবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্। ৭ যুধিষ্ঠিরাদির বনবাসাধিকারে ব্যাসকৃত ভারতান্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ। বনপর্ব্ব। ৮ রামের বনবাস অধিকারে বাল্মীকিকৃত আরণ্য কাণ্ড।

আরণ্যক (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ (অরণ্যান্মনুষ্যে। পা ৪। ২। ১২৯ ইতি বুঞ্। পথ্যধ্যায়-ন্যায়-বিহার-মনুষ্যহস্তিম্বিতি বক্তব্যং। বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে। পথ, অধ্যায়, বিহার, মনুষ্য, হস্তী, এই সকল অর্থেই বুঞ্ হইবে, অন্য অর্থে অরণ্য শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় হইবে। গোময় অর্থে বিকল্পে বুঞ্ হয় পক্ষে ণ হয়। বা গোময়েষু। বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে।) ১ বনজাত। ২ অরণ্যে গেয়।

(ক্লী) বেদের অংশ বিশেষ। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া অভ্যাস করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। বেদের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক একটী স্বতন্ত্র আরণ্যক আছে। যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক; শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক; কৌষীতকীব্রাহ্মণের কৌষীতকী আরণ্যক ইত্যাদি। আরণ্যক উপনিষদের মূল। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ব বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আরণ্যকে তাহার মূলসূত্র পাওয়া যায়। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে মানব কি প্রকার আচারসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, আর ব্রহ্ম কি এই সমস্ত বিষয় আরণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। এক এক বেদের সংহিতা শেষ করিয়া সেই সেই বেদের আরণ্যক পড়িতে হয়। মনু লিখিয়াছেন—"বেদমধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ।"

বেদের শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন করে। (৪। ১২৩।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা॥"

যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে আরণ্যক (যাহা আমি আদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছি) এবং মৎপ্রোক্ত যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

২ ভারতান্তর্গত বনপর্ব্ব। ৩ রামায়ণের অন্তর্গত আরণ্যকাণ্ড।

আরণ্যকুক্কুট (পুং স্ত্রী) অরণ্যে ভবঃ। আরণ্যশ্চাসৌ কুক্কুটশ্চেতি কর্ম্মধা০। বনকুক্কুট। বনকুকড়া। বনকুকড়ার মাংস স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু, বাতপিত্ত-ক্ষয়-বমী ও বিষমজ্বরনাশক। (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আরণ্যকুক্কুটী।

আরণ্যগান। আরণ্যং বনগেয়ং গানং শাকং তৎ। সামবেদাত্মক গানগ্রন্থবিশেষ। সামগান চারি প্রকার, গেয়গান, আরণ্যগান, উহ্যগান ও উহ্যগান। ছন্দোগব্রহ্মচারিগণ কয়েক বৎসরে ঐ সমস্ত গান অভ্যাস করিতেন। অভ্যাসকালীন তাঁহাদিগকে ভিন্ন অবস্থায় থাকিতে হইত। অরণ্যে থাকিয়া এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে আরণ্যগান অভ্যাস করিতে হয়। এই জন্যই উহার নাম আরণ্যগান। আরণ্যগান প্রথমত তিন পর্ব্বে বিভক্ত। যথা—অর্কপর্ব্ব, দ্বন্দ্বপর্ব্ব ও ব্রতপর্ব্ব। অর্ক পর্ব্বে দুইটী প্রপাঠক, দ্বন্দ্বপর্ব্বে একটী

এবং ব্রতপর্ব্বে তিনটী। সর্ব্বশুদ্ধ আরণ্যগানে ছয়টী প্রপাঠক আছে। প্রত্যেক প্রপাঠক দুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে ১০টী হইতে ৩৪টী পর্য্যন্ত গান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গানের ন্যায় আরণ্যগানের গানগুলিও ঋক্‌মূলক। কিন্তু কয়েকটী গানের ঋক্ পাওয়া যায় না এবং সায়ণাচার্য্য ঐ সকল গানের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ আরণ্যগানকে গেয়গানের অন্ত্যভাগ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এ কথা সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে।

আরণ্যপশু (পুং) কর্ম্মধা। স্বত্যুক্ত মহিষাদি সাত প্রকার পশু। [আরণ্য শব্দে বিবৃতি দেখ।]

আরণ্যমুদ্‌গ (পুং) বনমুদ্‌গ। বনমুগ। আরণ্যমুদ্‌গস্তে-বাকারে পর্ণেংস্ত্যস্যাঃ অর্শ আদি অচ্ টাপ্। আরণ্যমুদ্‌গা, মুগানী। মুদ্‌গপর্ণী। (রাজ-নিং।) [মুগ দেখ।]

আরণ্যরাশি (পুং) নিং কর্ম্মধা। আরণ্য শব্দোক্ত প্রথমার্দ্ধ দিবসীয় মকর ও সিংহরাশি। মেষ এবং বৃষরাশি।

আরণ্যক-সংহিতা বা আরণ্যক আর্চ্চিক। ছন্দআর্চ্চিকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের নাম আরণ্যসংহিতা। উহা অরণ্যে অধ্য-য়ন করিতে হয়।

আরতি (স্ত্রী) আ-রম-ক্তিন্। উপরাম। নিবৃত্তি (আরত্য-বরতিবিরতিয় উপরামে। অমর ৩।২।৩৬।) ২ নীরাজন। আরত্রিক। চলিত কথায় আরুতি বলে।

দেবতাপ্রতিমা সমীপে ব্রাহ্মণগণ পূজান্তে বহুপ্রকারে আরতি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গ-আরতি প্রায়ই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পঞ্চাঙ্গ আরতি এইরূপ—প্রথমে দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ বারিপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা, তৃতীয়তঃ ধৌতবস্ত্র দ্বারা, চতুর্থতঃ আম্র অথবা বিম্বাদি পত্র দ্বারা এবং পঞ্চমত প্রণিপাত দ্বারা আরতি করাকেই পঞ্চাঙ্গ আরতি কহে। কোন কোন স্থলে দীপমালায় আরতির পর প্রজ্বলিত কর্পূর দ্বারা আরতি করিতেও দেখা যায়। কোথাও বা কোন বিষয়ের ন্যূনতাও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কর্ম্মকর্ত্তার উৎসাহের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারেই আরতির ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়।

যে দীপমালা দ্বারা আরতি করা যায়, সাধারণতঃ পঞ্চ বর্ত্তিকাবিশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চপ্রদীপ বলে। কোন কোন স্থলে সপ্তপ্রদীপ বা তাহাতে অধিক প্রদীপ দ্বারা অথবা কেবলমাত্র একটী শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ দ্বারাও আরতি করিতে দেখা যায়। ঘৃত, কর্পূর, অগুরুচন্দন প্রভৃতি উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা দীপের বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করাই প্রশস্ত। তৈল দ্বারা আরতি করিলে তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। আরতি করিবার সময় প্রতিমার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে একবার এবং সমস্ত অঙ্গে সপ্তবার করিয়া দীপমালাদির ভ্রমণ করাইতে হয়। আরতিকালে ঘণ্টা, শঙ্খ ও বাদ্যাদির ধ্বনি হইতে থাকে। এই সময় সাধারণের মনে অভিনব উৎসাহ ও ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইয়া একরূপ অনি-র্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রমণীগণের বরণপ্রথাও এই আরতির প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যেই বরণের প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে স্ত্রীগণ একত্র মিলিত হইয়া প্রদীপ ও তাম্বূলাদি গ্রহণ করত নানাবিধ বাদ্যাদি উৎসবের সহিত যেরূপে বরণ করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে ব্রাহ্মণকৃত আরতির অনুকরণ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অতি সমারোহে আরতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে সমুজ্জ্বল দীপমালা সকল গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই দৃশ্য দর্শকবৃন্দের অতিশয় মনোহর ও আনন্দজনক হইয়া থাকে।

আরথ (পুং) ঈষদ্রথঃ প্রাদিং সং। একটী অশ্ব দ্বারা গমন-সাধন রথ। এক্কা। বগী প্রভৃতি।

আরদ্র (হরিদ্রা শব্দের অপভ্রংশ) হলুদ।

"আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর।" চণ্ডীদাস।

আরদ্ধ (ত্রি) আরধ-ক্ত। সংসিদ্ধ। তিকাদিং। ফিঞ্। সেতুপুত্র। (বিষ্ণু-পুঃ)। মৎস্যপুরাণে ইহার নাম আরব্ধ ও ব্রহ্মাণ্ডে আরদ্ধৎ লিখিত হইয়াছে। [আরব্ধ দেখ।]

(পুং স্ত্রী) আরদ্ধায়নি। আরদ্ধের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। [পা। ৪।১।১৫৪। সূত্রস্থতিকাদিগণে আরদ্ধ শব্দ দেখ।]

আরনাল (ক্লী) আর্চ্ছতি আ-ঋ-অচ্ আরঃ নল গন্ধে ঘঞ্ নালঃ আরো দূরগামী নালো গন্ধো যস্য বহুব্রী। কাঞ্জিক। কাঁজি। [কাঁজি দেখ।] স্বার্থে কন্ আরনালক।

(আরনালকসৌবীরকুল্মাষাভিযুতানি চ।
অবন্তিসোমধন্যাম্লকুঞ্জলানি চ কাঞ্জিকে। অমর)

আরন্দ, আরন্ধ (দেশজ) অরন্ধন। ভাদ্রসংক্রান্তিতে বঙ্গবাসীরা রাঁধেন না, পূর্ব্বদিনের অন্ন এই দিন খান।

[অরন্ধন দেখ।]

আরব্ধ (ত্রি) আ-রভ-ক্ত। কৃতারম্ভণ। যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। আরম্ভ।

(ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং নস্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥ তিথিতত্ত্বে বিষ্ণু)
(আরব্ধ পরিসমাপ্তিক্রিয়াকালো বর্ত্তমানঃ। দুর্গা।)

আরভট (পুং) শূর। বীর। [আরভটী দেখ।]

আরভটী (স্ত্রী) আরভ্যতে হনয়া আ-রভ-অটি-ঙীপ্। অর্থ-বিশেষ যুক্ত নাট্য-রচনা বিশেষ। মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, ক্রোধ, উদ্ভ্রান্তি, বধ, বন্ধন, নানাপ্রকার ছলনা, প্রবঞ্চনা, দম্ভ, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি যুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলে। পরিত্যাগ, অধঃপতন, বস্তু উত্থাপন ও সংফেট এই চারিটী আরভটী বৃত্তির অঙ্গ। ২ সরস্বতীকণ্ঠাভরণোক্ত শব্দালঙ্কার রূপ বৃত্তিবিশেষ।

আরভ্য (ত্রি) আরভ্যতে আ-রভ কর্ম্মণি ক্যপ্। আরম্ভণার্হ। আরম্ভ করিবার যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। আরম্ভ করিয়া। (আরভ্য কুতপে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদারৌহিণং বুধঃ। স্মৃতি।) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রমতে, সম্বন্ধীয়।

আরমণ (ক্লী) আ-রম-ভাবে ল্যুট্। আরাম। বিশ্রাম। আরম্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। আরতি-সাধন।

আরম্বণ (ক্লী) আ-লবি-ল্যুট্ বেদে লস্য রত্বং। আলম্বন।

আরম্ভ (পুং) আ-রভ-ঘঞ্ (রভেরশব্লিটোঃ। পা। ৭। ১। ৬৩ ইতি নুম্।) উদ্যম। ত্বরা। স্বার্থে বা পরার্থে। গৃহাদি সম্পাদন ব্যাপার। ১ উপক্রম। প্রথম কৃতি। ২ প্রথম কাব্য। ৩ প্রস্তাবনা। ৪ বধ। ৫ দর্প। (আরম্ভস্ত বধদর্পয়োঃ, ত্বরায়ামুত্তমে চ। হেম।) ক্রিয়াসমূহাত্মক পাকাদি ক্রিয়ায় প্রথম উপক্রমের নাম আরম্ভ। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হইলে পরে যদি অশৌচ হয়, তবে সে কার্য্যের বাধ হয় না। যজ্ঞের আরম্ভে সাধুভবান্ আস্তাং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বরণ। ব্রত এবং জপের আরম্ভ সঙ্কল্প। বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে নান্দীশ্রাদ্ধ আরম্ভ। সাগ্নিক শ্রাদ্ধে পাকারম্ভই আরম্ভ। নিরগ্নির শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণই আরম্ভ। * দ্রব্যান্তরের সহিত দ্রব্যের, গুণান্তরের সহিত গুণের উৎপাদনে বৈশিষিকোক্ত ব্যাপার বিশেষ। আরভ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্। আরভ্যমান। যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে—বা হইতেছে। (প্রক্রমঃ স্যাদুপক্রমঃ। স্যাদভ্যাদানমুদ্ঘাত আরম্ভঃ। অমর। ৩। ২। ২৬।)

আরম্ভক (ত্রি) আরভতে আ-রভ-ণ্বুল্ নুম্। আরম্ভকারক। যিনি আরম্ভ করেন। বৈশেষিকমত সিদ্ধ মহত্ত্বাদিজনক অবয়ব সকলের বিজাতীয় সংযোগ। [নুমের সূত্র আরম্ভ শব্দে দেখ।]

আরম্ভণ (ক্লী) আ-রভ-ল্যুট্—নুম্। আরম্ভ শব্দের অর্থ। কর্ম্মণি ল্যুট্। আরভ্যমান। যাহা আরম্ভ করা যায়। আর-ম্ভণং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিং অণ্ (ত্রি) আরম্ভ প্রয়োজন পদার্থ। (পা। ৫। ১। ১১১ সূত্রের অনুপ্রবচনাদি-গণে আরম্ভণ শব্দ দেখ।) আরভ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। উপাদান কারণ।

আরম্ভনীয় (ত্রি) আ-রভ-শক্যার্থে অনীয়র্ নুম্। যাহা আরম্ভ করার যোগ্য। যাহা আরম্ভ করিতে শক্তি আছে। আরম্ভ করিবার শক্য প্রয়োজন্যদিযুক্ত পদার্থ।

আরম্ভবাদ (পুং) আরম্ভস্য বাদঃ পরীক্ষাপূর্ব্বক কথাবিশেষঃ। বৈশেষিকাদির অভিমত পরমাণু হইতেই জগদুৎপত্তিবাদ। বৈশেষিকদের মতসিদ্ধ পরমাণু হইতে যে জগদুৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ক বাক্য। সেই বাক্য যথা, (দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। বৈঃ-সূঃ।) দ্রব্য সকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। নীল, পীত ইত্যাদি গুণ সকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে। তাঁহাদের মতে কুলাল, দণ্ড, চক্র, সলিল এবং সূত্র যেমন দণ্ডের কারণ—তদ্রূপ আত্মাকাশ ও পরমাণু ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। আর ঘটের যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই সকলের কর্ম্মসংযোজিত পরমাণু সকল দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আরম্ভ করে। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে সেই মত উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদীর ভিন্ন মতকে দূষিয়াছেন।

আরব। আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ একটী দেশ। ইহার উত্তর সীমা সিরিয়া ও ইউফ্রেতিস্, পূর্ব্বে পারস্য-উপসাগর ও আরবসাগর, দক্ষিণে আরবসাগর ও বাবেলমণ্ডব-প্রণালী, পশ্চিমে লোহিতসাগর। এই দেশ অক্ষা ১২° এবং ৩° উঃ, দেশা ৩২° এবং ৫৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নামের উৎপত্তি।—হিব্রু 'অরব' শব্দ হইতে আরব নাম হইয়াছে—উহার অর্থ 'অস্ত যাওয়া';—অর্থাৎ যে জাতি বা দেশ সূর্য্যাস্তের দিকে অবস্থিত। কেহ কেহ হিব্রু অরাবা অর্থাৎ 'মরুভূমি' হইতে এই নামের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকরা অরব শব্দ আরবজাতিতে ব্যবহার করিতেন।

প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা আরবের সীমা কিছু অধিক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্লিনির মতে মেশোপোটেমিয়ার কতকাংশ, আর্মেনিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত আরবদেশ। (Hist. Nat. 5. 24) জেনোফন ইউফ্রেতিসের উপকূলের বালুকাময় স্থান এবং অরস্কেস নদীর দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত আরবের অংশ নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাদের মতে আরবদেশ ৫টী প্রদেশে বিভক্ত,—১ যিমেন, ২ হিজাজ,

৩ তিহামা, ৪ নেজদ্ ও ৫ যেমামা। আরবদেশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১। যেমেন প্রদেশ—লোহিত-সাগরের উপকূলে এবং হিজাজ, নেজদ্ ও হদ্রামৌতের সীমানা পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে সানা, মোখা, জেবিদ্, বাইট-এল-ফকী, হোদেদা, লোহেয়া, এই কয়টী নগর।

২। আদেন—ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ আদেন বন্দর।

৩। কোকেবান্ রাজ্য।

৪। বেলীদ্ এল-কোবাইল।

৫। আবু আরিষ—লোহিত সাগরের ধারে। জেজান নামে ইহার নগর আছে।

৬। খৌলান্।

৭। সাহান্—এখানে বেদুইনরা বাস করে।

৮। নেজরান্—এ প্রদেশটা বেশ উর্ব্বরা, এখানকার উট ও ঘোড়া বিখ্যাত।

৯। ওমান্—এ প্রদেশটী মস্কটের সুলতানের অধিকারভুক্ত। এখানে যব, গম, জনার, আঙ্গুর, কড়াই ও খেজুর জন্মায়; দস্তা ও তামার খনি আছে। এখনকার রোস্তক নগরে ইমামের বাড়ী ছিল।

১০। হিজাজ—এই প্রদেশ মুসলমানদের পুণ্যভূমি। মক্কা ও মেদিনা এই প্রদেশের অন্তর্গত। মুহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে এই স্থান কনস্তান্তিনোপলার পতির অধিকারে ছিল। তিনি এই পুণ্যস্থান রক্ষা করিবার জন্য একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিতেন। তৎপরে ওহাবীরা প্রবল হইয়া উঠিলে, সেই সময় এখানকার সেরিফ স্বাধীন হইতে চেষ্টা পায়। সেই সময় তুরস্কের পাশার সঙ্গে মক্কার প্রধান সেরিফের বিবাদ হয়। সেরিফ পাশার জিড্ডানগরস্থ দুর্গধ্বংস করেন এবং বিষপ্রয়োগ দ্বারা পাশার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। ওহাবীরা সেরিফের বিপক্ষ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে নিপাত করিলেন। এই সময় ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ আলি প্রধান হইলেন, তিনি ওহাবীদের পরাস্ত করিয়া হিজাজ দখল করেন। কিছুদিন হিজাজ ইজিপ্টের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট ও তুরস্কের যুদ্ধে হিজাজ তুরস্কের সুলতানের হাতে আসিল। এই প্রদেশের প্রধান নগর মক্কা, মেদিনা, জিড্ডা।

[মক্কা শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

১১। সিনাই পাহাড়ের মরুস্থল—আরবের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে দুই একটী নগর ভিন্ন অপর সকল স্থান প্রায় মরু ও পার্ব্বতীয়; এই প্রদেশ স্বাধীন বেদুইনদিগের অধিকৃত। সুয়েজ, টোর প্রভৃতি বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। সিনাই পাহাড়ে বেলেপাথর, অধিক উচ্চস্থানে কোথাও কোথাও মূল্যবান্ মণিপাথর পাওয়া যায়। উচ্চ অধিত্যকার উপর জেবেল মুসা, ইহারই কাছে বাইবেলোক্ত প্রাচীন সিনাইগিরি। এখানে সেণ্ট ক্যাথেরিণের মনোহর আশ্রম আছে। জেবেল মুসার স্বচ্ছ সলিলে প্রস্রবণ আছে। দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। এখানে পেয়ারা, খেজুর, দাড়িম প্রভৃতি সুখাদ্য ফল জন্মে।

আকাবা উপসাগরের ধারে জেবেল সেরা নামক আর একটী প্রদেশ। ওয়াদিমুসা তাহার রাজধানী। কেহ কেহ এই নগরকে ন্যাবাথিয়দের রাজধানী প্রাচীন পেটা নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। সিনাই গিরিমালার উত্তরে একটী বিস্তীর্ণ মরুস্থল, ইহার নাম টিয়া-বাণী-ইস্রায়েল অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের মরুভূমি।

১২। নেজদ্—এই প্রদেশ উত্তরে সিরীয় মরুভূমি, দক্ষিণে যেমেন হইতে হদ্রামৌৎ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে ইরাক্ আরবী, পশ্চিমে হিজাজ হইতে লাসার সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড। আরবের মধ্যে এই প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে বেদুইন জাতির বাস। এখানকার আবহাওয়া বড় গরম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ শীতল সমীরণ বহিয়া অধিবাসীদিগকে সুখ প্রদান করে। এই রাজ্য ধর্ম্মোন্মত্ত ওহাবীদের অধিকারে। ইহার প্রধান নগর ডেরাইয়া। এখানে আড়াই হাজারের উপর বসত বাটী আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা এই নগর অবরোধ করেন, সেই সময় এখানে বড় বড় বাইশটী মঠ ও ত্রিশটী বিদ্যালয় ছিল। এই নগর বেশ উর্ব্বরা। যব, গম প্রভৃতি শস্য এবং খেজুর, দাড়িম, পিচ, আঙ্গুর, তরমুজ ও খরমুজ প্রভৃতি ফল জন্মে।

১৩। লাসা বা হজার এই প্রদেশটী পারস্যোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই বেদুইনদিগের বাস। ইহার প্রধান নগর লাসা। এখানকার লোকেরা সমুদ্র হইতে মুক্তা আহরণ এবং পিণ্ডী খেজুরের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

১৪। হদ্রামৌৎ—এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগর, উত্তর-পূর্ব্বে ওমান, উত্তরে নেজদ্, পশ্চিমে যেমেন। এই স্থান লবাণের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। ইহার কতকাংশে বেদুইনদের বাস। অধিকাংশই মস্কটের ইমামের অধিকারভুক্ত। ইহার প্রধান বন্দর দফর ও কেশিন্। সকোট্রা দ্বীপও এই রাজ্যের অধিকারে। এই স্থান অগুরু-চন্দনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

আরবের কোন নদী নাবাল নয়, যে কয়েকটী ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। কোন কোন প্রদেশে বৎসরের মধ্যে একবারও বৃষ্টি হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে আরবদেশ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ লু চলে; তদপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত অগ্নিবৎ সেমোম্ বা সমিএল্ নামক ঝটিকা বায়ু, গ্রীষ্মকালে এখানকার প্রান্তভাগে বহিয়া থাকে। ইহার সম্মুখীন হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হয়, অল্প সময় মধ্যেই মৃত দেহ স্ফীত ও পচিয়া উঠে। এই ঝটিকা বাতাস বহিবার সময় গন্ধকবৎ গন্ধ আসে। যে দিক্ হইতে আসিতেছে, সেই দিকের লোহিতাভা দেখিয়া আরবেরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হয়। সেই সময় তাহারা ভূমিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে; উষ্ট্র প্রভৃতি পশুজাতিরাও মস্তক অবনত করিয়া রক্ষা পায়। এপ্রকার বায়ু ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বহে, সুতরাং এই উপায়ে পথিকেরা পরিত্রাণ পায়। সচরাচর মধ্যে মধ্যে থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত এই বায়ু বহে।

উক্ত প্রদেশগুলি ছাড়া পারস্যোপসাগরের কয়েকটী দ্বীপও আরবজাতির অধিকারে। ঐ দ্বীপগুলির প্রত্যেকটী আবার স্বাধীন, ইহাদের মধ্যে আওয়াল, হরমুজ, করেক প্রভৃতি কয়েকটীই প্রসিদ্ধ। মুক্তা-আহরণ, নৌকাচালন ও মৎস্য ধরিয়া বেড়ানই এ সকল স্থানের অধিবাসীদের প্রধান জীবনোপায়। খেজুর, এক প্রকার কন্দুর রুটী ও সাগরের মাছ এখানকার লোকের একমাত্র খাদ্য।

আরবের উৎপন্ন দ্রব্য।—এই দেশের ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), একপ্রকার কুন্দুরু বা গুগ্‌গুল ও বোল প্রভৃতি সৌগন্ধ নির্য্যাস পাওয়া যায় বলিয়া বহুপ্রাচীনকালাবধি আরব সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখানে অকীক পাথর, মরকত, বৈদুর্য্য, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিমাণিক্য পাওয়া যায়। মোখায় যে কাফি পাওয়া যায়, উহা পৃথিবীর অপর সকল দেশের কাফি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বট, খেজুর, নারিকেল, তাল, কলা, বাদাম, খুবানি, সেব (Apple) নাষ্‌পাতি, বিহিদানা (Pyrus Communis), পেপিয়া, তেঁতুল, কমলানেবু, আর্‌বি-বাবুল ও বালসাম্ জন্মায়। ববাস গাছ হইতে তুরঞ্জবীন নামে একপ্রকার রস বহির্গত হয়, উহা আরবজাতির বড় উপাদেয়। এখানে স্থানে স্থানে গম, যব, জনার, কড়াই, মসুরি ও তামাকের চাস হয়। ভাল তুলা জন্মে। এখানকার সোণামুখী বড় উপকারী। জেবিদ প্রদেশে নীল হয়। এ ছাড়া এরণ্ড, সোঁদাল, ইক্ষু, জায়ফল, তিল, নবান, পাণ, নানাপ্রকার খরবুজ, শাক ও ভৈষজ্য তরুলতাদিও দেখা যায়। স্থানে স্থানে দস্তা ও লোহা পাওয়া যায়। জন্তুর মধ্যে—উট্ আরবজাতির পরম বন্ধু। বাল্যকাল হইতে আরবজাতি যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কষ্টসহিষ্ণু, তাহাদের উটও সেইরূপ। এই পশু ১৫।১৬ দিন অনাহারে জলমাত্র পান না করিয়া হাঁটিতে পারে। আরবজাতি এই পশুর দুগ্ধ গোদুগ্ধের মত পান করে।

আরবের ঘোড়া সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। এখানকার গাধা বড় তেজী, সৈনিক পুরুষে এই গাধায় চড়িয়া যুদ্ধ করে। স্থানে স্থানে বলদ, মৃগনাভ-হরিণ, হরিণ, পাহাড়ে-ছাগল, নেকড়াবাঘ, হায়েনা, সিংহ প্রভৃতি জন্তু বেড়ায়। যেমেন ও আদেন প্রদেশের মধ্যে দলে দলে লাঙ্গূলহীন বাঁদর বেড়াইতে দেখা যায়। ইগল, বাজ, চিল প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষীও আছে।

আরবদেশের লোকতত্ত্ব—আরবের লোক, সেমিতিক জাতি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রাচীন আরবজাতির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। প্রাচীন ইতিহাসলেখক হেরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্যসম্রাট্ দেরায়াস্ হৈস্তস্পিস্ আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ সমস্তদেশীয় লোকদিগকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আরব সেই সময়েও স্বাধীন ছিল। যখন কম্বাইসিস্ ইজিপ্ট জয় করিতে আসেন, তখন তিনি আরবজাতির সাহায্য লইয়াছিলেন। আলেকসান্দর আরবদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। ডিওদোরাস্ লিখিয়াছেন, এই জাতি প্রবল পরাক্রান্ত, মরুভূমি ইহাদের জন্মভূমি, মরুতে কোথায় জল পাওয়া যায়, ইহারাই কেবল জানে। রোমকেরা অনেকবার আরব আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু আহার্য্যদ্রব্যের অভাবে, তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয়। আগস্তসের রাজত্বকালে, ইবিয়ান্‌গলাস্ নামে এক ব্যক্তি আরব অধিকার করিতে আসেন, সেই সময় ওবোদাস নামে একজন আরব তাঁহার সাহায্য করেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাকেও আরব ছাড়িতে হয়।

আরবজাতির প্রাচীন ইতিহাস যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা পূর্ব্বতন অধিপতিদের কেবল নামমাত্র আমরা অবগত হই। কে কোন্ সময়ে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার কিছু উল্লেখ নাই। সেমিতিক জাতীয় জোক্তনের পৌত্র শেম প্রথমে আরবে আসিয়াছিলেন, তৎপরে ঐ জাতীয় ইব্রাহিম নামে আর এক ব্যক্তি আসিয়া আরবে বাস করিতে থাকেন।

প্রসিদ্ধ মুসলমান-ইতিহাসলেখক আবুলফরাজ আরব

জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; একটী প্রাচীন, আর একটী বর্ত্তমান। প্রাচীন আরবের মধ্যে এই কয়েকটী শাখার নাম পাওয়া যায়; আদ, থমুদ, তস্‌ম, জাদিস্, জোর্হাম, আমলেক্। এ সকল জাতির যৎসামান্য প্রবাদ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। আদ্ জাতীয় শেদাদ্ নামে এক ব্যক্তি ইরম নগর ও তথায় উদ্যান স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান আরবজাতি দুই দলে বিভক্ত, একদল খাঁটী আর একদল প্রাকৃত। প্রথম দল খাতন (বা জোক্তন) হইতে এবং দ্বিতীয় দল ইব্রাহিমের পুত্র ইস্‌মাইলের বংশ হইতে উৎপন্ন। খাতনবংশীয় আরবগণ আরবের দক্ষিণাঞ্চলে, এবং ইস্‌মাইলের বংশধরগণ হিজাজে থাকে।

খাতনের পুত্রের নাম য়ারব। কেহ কেহ বলেন, এই য়ারব হইতে আরব দেশের নাম হইয়াছে। তৎপুত্র যাশাব। আবদুল সাম যাশাবের পুত্র। তিনি আবার হিম্যার ও কাহ্লানের পিতা। খাতনবংশের মধ্যে হিম্যার সর্ব্বপ্রথমে রাজা হন। তিনি থামুদ জাতিকে যেমেন হইতে তাড়াইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর হিম্যারের মৃত্যু হয়। কেহ বলেন, তৎপুত্র ওয়াথেল তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কাহারও মতে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা কাহ্লান সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেক পুরুষ অতীত হইলে, আব্রান নামে এক ব্যক্তি যেমেনে রাজা হন। তিনি একটী মহাকার্য্য করিয়া দেশের উপকার করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে হিম্যার শস্য উৎপাদনের জন্য খাল কাটিয়া সাগর হইতে জল আনাইয়াছিলেন। এই খালের জলে যেমেনের বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় প্রবল বাতাসে ঐ জল সমস্ত যেমেন প্লাবিত করিয়া দেশের বড় অনিষ্ট করিত। এই ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য আব্রান মারেবের মধ্যে দুইটী পাহাড় হইতে একটা বৃহৎ জাঙ্গাল বাঁধাইয়া দেন। খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে এই বৃহৎ জাঙ্গালটী ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে যেমেন প্রদেশ জলপ্লাবিত হয়। আম্রুবেন আমের ওরফে মোসাকিয়া এই সময় শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ভাবি-বিপদ্ জানিতে পারিয়া ইতিপূর্ব্বে যেমেন-প্রদেশস্থ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, এখন তিনি আক্ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আম্রুর মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরেরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। আম্রুপুত্র জেফ্‌নার পরিবারবর্গ সিরীয়ায় গেলেন এবং দামাস্কাসের দক্ষিণপূর্ব্বে ঘসনী রাজ্য স্থাপন করিলেন। কালক্রমে এই বংশের সকলে খৃষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আম্রুর অপর পুত্র তালব হইতে আউস্ ও খস্‌রোজ নামে দুইটী দল উৎপন্ন হয়, তাহারা যাত্রেব (মেদিনা) গিয়া বাস করিলেন। আম্রুর পৌত্র রেবিয়া মক্কায় চলিয়া আসেন, তাঁহার সন্তানসন্ততি খোজা নামে বিখ্যাত হইল। মক্কার কাবা অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবজাতির অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজাবংশীয় আম্রু বেন লোহেয়া বেকর ও যেমেন হইতে আগত অপরাপর দলস্থ লোকদিগের সাহায্যে কাবা দখল করেন। বেকরের দল দেখিল, অপরিচিত বিদেশীয় আসিয়া কাবা অধিকার করিল, তখন তাহাদের হিংসা হইল। তাহারা কোরাইসের ইস্‌মাইলদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া খোজাদের নিকট হইতে কাবার কর্ত্তৃত্বভার কাড়িয়া লইল। ৪৬৪ খৃষ্টাব্দে কাবা কোরাইস্ জাতির অধিকারে আসিল। [মক্কা শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

কোরাইস্-রাজ কোসাইয়ের পৌত্র হাসেন। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। একবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে তিনি আপনার সঞ্চিত রত্ন সকল অকাতরে বিতরণ করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল মোতালেব। আবদুল মোতালেবের সময়, অব্রাহা নামক একজন ইথিওপীয় আর একজন খৃষ্টান কতকগুলি সৈন্য লইয়া কাবা ধ্বংস করিতে আসে, আবদুল মোতালেব তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাবাতীর্থ রক্ষা করেন। এই সময় আর একটী অদ্ভুত ঘটনা হয়,—অব্রাহার সৈন্যগণ মক্কায় প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু অব্রাহা যে হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন, সে হাতীটা কিন্তু কোন মতে নগরে প্রবেশ করিল না। ঠিক্ এই সময় হাসেনের পৌত্র আব্‌দুল্লার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহারই নাম জগদ্-বিখ্যাত মহম্মদ্। (৫৭১ খৃঃ অঃ)। [মহম্মদ্ শব্দ দেখ।]

পুরাতত্ত্ব।—মহম্মদের জন্মাইবার পূর্ব্বে আরবীয়গণ নক্ষত্রের উপাসনা করিত। পূর্ব্বে তাহারা বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে পশ্বাদি চরাইয়া বেড়াইত। অনন্ত সুনীল আকাশ তাহাদের মাথার উপর শোভা পাইত, নক্ষত্রের কিরণমালা তাহাদের আমোদ প্রদান করিত। সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতি গ্রহগণ প্রতিদিন নব নব ভাবে উদয় হইয়া তাহাদের মনে ভয়, ভক্তি ও প্রেমের আভা বিতরণ করিত; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গ্রহগণকে পূজা করিতে শিখিল। তাহাদের মধ্যে হিম্যার জাতি প্রধানতঃ সূর্য্যের, কেনানা-জাতি চন্দ্রের, তাই-জাতি অগস্ত্যের, মিসাম জাতি বুধের উপাসনা করিত। যেমেন প্রদেশের সবানগরে শুক্রের একটী মন্দির ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে মক্কার মন্দিরে শনির পূজা হইত। কোরাণেও তিনটী দেবীর নাম পাওয়া যায়, অল্লাট, আল-উজ্জা, মেনাট্।

নাখ্‌লা নগরে অল্লাট দেবীর মন্দির ছিল, থাকেফ জাতি তাঁহার পূজা করিত; মোগেরা ঐ মন্দির ধ্বংস করে। কোরায়েস্ ও কেনানা জাতি আলউজ্জা দেবীর বৃক্ষমূর্ত্তি পূজা করিত। হুদসাএল ও খোজাদের উপাস্য দেবী মেনাৎ। আশফ্ দেব ও নৈলা দেবীকেও কোরায়েস্‌রা অর্চ্চনা করিত। পারস্যোপসাগরস্থ দ্বীপের তেমিম্ নামক আরবজাতি সূর্য্যোপাসনা করিত, তাহারা প্রাচীন পারসিকদিগের কাছে সূর্য্যপূজা শিক্ষা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপ্সরী, কিন্নরী প্রভৃতির জ্ঞানও প্রাচীন আরবজাতির ছিল। প্রাচীন আরবেরা সামুদ্রিক, ইন্দ্রজাল, ফলিতজ্যোতিষ ও ভৌতিক বিদ্যার বড় আদর করিত। নক্ষত্রাদির গতি জানিবার জন্য তাহাদের মানযন্ত্রাদি ছিল। কন্যা সন্তানের উপর তাহারা বড় বিমুখ। শুনা যায়, কাহারও কন্যা জন্মিলে জীবন্ত অবস্থায় তাহাকে পুতিয়া ফেলিত। [প্রাচীন আরবের অপরাপর বিবরণ Journal of the Bombay-branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XII, দেখ।]

প্রাচীন আরবের সহিত ভারতবাসী ও অপরাপর জাতির বাণিজ্য চলিত। [J. A. S. Bengal, VII. 519.] রামায়ণাদিতে লোহিত সাগরের উল্লেখেও জানা যায়।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে, আরবের উত্তরাংশ গ্রীক্ সম্রাটের অধিকারে, ইফ্রেতিস্ নদীর তটস্থ স্থান পারস্যের অধিকারে এবং দক্ষিণ অংশ ইথিওপিকদিগের অধিকারে, এ ছাড়া অপর সকল স্থান স্বাধীন ছিল।

৫৭১ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ৫৭০) মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার চল্লিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আপনার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করেন। এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে বারবৎসর কাটিয়া গেল, মক্কায় ঘোর বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। মহম্মদের বিপক্ষগণ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিল। মহম্মদ মক্কা হইতে যাত্রেব পলাইয়া গেলেন। তখন হইতে যাত্রেব মেদিনা বা মেদিনাৎ-অল্ নবী (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার নগর) নামে বিখ্যাত হইল। সেই পলায়নের দিন হইতে মহম্মদ শিষ্যগণ হিজিরা শাকের গণনা আরম্ভ করিল। আবার মক্কা অধিকৃত হইল, আরবেরা প্রচার করিতে লাগিল 'আল্লা বই ঈশ্বর নাই, মহম্মদ তাহাদের পয়গম্বর।' মহম্মদ আরবগণকে জগতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তখন আরবেরা বাহুবলে অস্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে নব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, আরবের পূর্ব্বমত ও আচার ব্যবহার এককালে সময়স্রোতে ভাসিয়া গেল, কিছুদিন পরে তাহার অস্তিত্বমাত্র রহিল না।

এই সময় পারস্যদেশ হীনতেজঃ হইয়া পড়িয়াছিল। জরথুস্ত্রের মত এত শিথিল হইয়াছিল যে, নব নব ধর্ম্মমত তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। এই সময় মহম্মদীয় মত পারস্যদেশে প্রচার হইল। পারস্য হইতে আরবজাতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাস নবধর্ম্মের প্রধান রক্ষক হইলেন। খলিফা মোয়াবিয়ার স্পেনদেশে পলাইয়া গিয়া কর্দোভাতে ওমাএদ খলিফা রাজ্য স্থাপন করিলেন। ক্রিট্, কর্শিকা, সার্দ্দিনিয়া ও সিসিলী দ্বীপ আরবজাতির অধীনস্থ হইল।

আব্বাসবংশীয় রাজগণ বঘ্‌দাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই বংশে অনেকগুলি বিদ্যোৎসাহী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে খলিফা মান্‌সুর, হারুণ-অল্ রসীদ্ ও মামুন প্রসিদ্ধ। এই সকল খলিফার সময় নানাদেশীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বঘ্‌দাদের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণেরও নাম পাওয়া যায়। উয়ন-অল্ অম্বা ফিতল কাতুল্ অৎবা নামক গ্রন্থে দেখা যায়,—ঐ সকল নৃপতিগণের সভায় বঘ্‌দাদে ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পঠিত হইত।

আরবজাতি বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পারস্য, সিরীয়া, মৌরিতনিয়া ও স্পেনদেশ জয়ের পর তাহারা নানা দেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে লাগিল। খৃষ্টের অষ্টমশতাব্দীতে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সময় কতকগুলি হিন্দু নরপতি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইতিহাসলেখক গিবন সাহেব লিখিয়াছেন, আরবজাতি দ্বারাই রোমক-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। কেহ কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে আরবেরাই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করে।

আরবের ভিতর বেদুইন নামে এক জাতি বাস করে। কাহারও মতে তাহারা আরবের আদিম অধিবাসী। দস্যুবৃত্তি তাহাদের ধর্ম্ম। সকলেই যোদ্ধা, আবার সকলেই মেষপালক। মরুভূমি তাহাদের বাসস্থান। পূর্ব্বে তাহারা আরবের প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারের পর অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এখন এই জাতি কাল্‌দিয়া, মেসোপোটেমিয়া, সিরীয়া, বার্ব্বারী, নিউবিয়া এবং সুদনের উত্তরাংশেও বাস করিতেছে। বেদুইন জাতি ধনজন ও সুখসম্ভোগ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। ইহাদের মধ্যে নানা দল আছে। কেহ কেহ সাবেক আচার ব্যবহারে চলিতে ভালবাসে, কেহ আবার এখানকার রীতিনীতি অনুযায়ী

চলে। সাবেক প্রথা যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যে এক একজন কর্ত্তা থাকে। এই কর্ত্তাকে শেখ বলে। শেখ আপনার পরিবার ও দাসদাসীর মধ্যে স্বয়ং রাজা। বিপদ্ আপদ্ ঘটিলে অপর শেখরে সাহায্য লয়। কোন প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, নানা দলের শেখ একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হয়। শেখেরা প্রত্যহ ঘোড়ায় চড়িয়া কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাদি দেখিয়া বেড়ায়, তাহারা শিকার করিতে ভালবাসে। বেদুইনরা দূর হইতে কাহাকে



আসিতে দেখিলে তাহার কাছে যায়। প্রথমে তাহার কাছে কি আছে, উলঙ্গ হইয়া সেই সমস্ত ছাড়িয়া দিতে বলে। যদি সে দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কিন্তু প্রাণে কাহাকেও বিনষ্ট করে না। এমনও দেখা যায়, যে কোন পথিক মরুভূমিতে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কোথায় যাইবে যে তাহার পথ জানে না। এমন স্থলে এই বেদুইন জাতি বড় উদারতার কার্য্য করে। দস্যু হইয়াও ভ্রান্ত পথিকের পথ বলিয়া দেয়, আহারাদি দিয়া পথিকের প্রাণরক্ষা করে, কোন স্থলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও কাতর হয় না। বেদুইন্ জাতি তাঁবুতে বাস করে, কালরঙের আচ্ছাদন গায়ে দেয়। ইহাদের বড় বড় তাঁবুতে দুই তিনটী করিয়া কাম্‌রা থাকে, তাহার এক একটীতে স্ত্রী পুরুষ ও পালিত উষ্ট্র মেষাদি বাস করিতে পায়। ইহারা খড়ের মাদুরে শয়ন করে। ইহাদের আহারাদি অতি নিকৃষ্ট। মরুস্থানের বড় বড় শেখেরা কেবল পীলু (ভাত) খায়।

আরবের ভাষাকে আমরা আরব্যভাষা বলি।

[আরব্য দেখ।]

আরব (পুং) আ-রু-খ্রদোরপ্) ইতি অপ্। ঘঞ্ বা। সম্যক্ শব্দ। (শব্দে নিনাদ ইত্যারবারাবসংরাববিরাবাঃ। অমর।*। বিভাষাঙি রুপ্লুবোঃ। পা। ৩। ৩। ৫০। রু এবং প্লু ধাতুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ হয়। আরাবঃ। অরবঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।).

আরব্য। আরবদেশের ভাষা। এই ভাষা সেমিতিক ভাষা হইতে উৎপন্ন। মহম্মদ কোরাণশাস্ত্র এই ভাষায় প্রচার করেন। এই ভাষার লিখনপ্রণালী হিব্রুভাষা হইতে গৃহীত। জ্ঞানী মুসলমান্ মাত্রে এই ভাষার বড় আদর করেন। এখন ইহা আরব, সিরীয়া, ইজিপ্ট ও উত্তর আফ্রিকার চলিত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। এ ছাড়া সমস্ত তুরস্ক, পারস্য এবং ভারতবর্ষের মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। এই ভাষায় ভাল ভাল মুসলমান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এ ভাষার অনেক কথা ইউরোপীয় সাহিত্যভাণ্ডারে মাতৃভাষার ন্যায় গৃহীত হইয়াছে। এখন বঙ্গভাষার মধ্যেও অনেক আরব্য কথা চলিত হইয়া গিয়াছে।

আরস, (আড়স্)। একপ্রকার গাছ। (Solanum verbascifolium)। বাঙ্গালায় ইহাকে নোনাভাঁটাও বলিয়া থাকে। এই গাছ ব্যাকুড় জাতীয়। আসিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন স্থানে জন্মে। বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে এই গাছ দেখা যায়। ইহার সাদা সাদা ফুল হয়, ফল ছোট ছোট। ইহা খাইতে কটু।

আরসী, (দেশজ) আয়না। আর্শী।

আরসুলা, কীটবিশেষ। তেলাপোকা। (Periplaneta Orientalis)। এই পোকা দিনের বেলায় কোণে ঘোঁজে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিকালে বাহির হয়। আরসুলা ফড়িং-জাতীয়। ইহাদের সমস্ত শরীর বাহ্যত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বাহ্যত্বক্ পুরু ও বড় কঠিন, কেবল গাঁটের কাছে নরম। বুকের পাতলা হাড়ে কতকগুলি খাঁজ থাকে। পুরুষজাতীয় আরসুলার মাঝখানে নবম খাঁজটী জোড়া থাকে। স্ত্রীজাতির সপ্তম খাঁজটী এড়ো ভাবে পিছনদিকে উঠে। পিঠের দিকে সপ্তম খাঁজের সঙ্গে যোনি, উহা বুকের সপ্তম খাঁজের পাৎলা হাড়ের দ্বারা গুপ্ত ভাবে আছে। স্ত্রীজাতি বাদামী আকারের কোষে তাহাদের ডিম রাখে। ছোট ছোট আরসুলার ডানা উঠে না, তাহাদের যৌবনকালে স্ত্রীসঙ্গমের অবস্থায় ডানা উঠে। স্ত্রীজাতি আরসুলার বড় হইলেও ডানা দেখা যায় না। ভারতবর্ষে আরসুলা বড় অনিষ্টকর। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে আরসুলার উৎপাত। ইহারা সকল প্রকার জন্তু ও উদ্ভিদ্ চুষিয়া খায়। আমেরিকায় একপ্রকার আরসুলা হয়, তাহা এই দেশের আরসুলা অপেক্ষা অনেক বড়। আমেরিকা হইতে আগত ব্যক্তির মুখে শুনা যায় যে, এই জাতীয় (Periplaneta Americana) আরসুলা রাত্রিকালে

বন হইতে ডাকিতে থাকে, সেই শব্দে নিকটস্থ কোন গৃহিলোকের নিদ্রা যাওয়া ভার হইয়া উঠে। আরসুলা মারিবার সহজ উপায়—যেখানে আরসুলা থাকে, সেই সেই স্থানে চাপখড়ি ছড়াইয়া দেওয়া কিংবা দুই তিন ফোঁটা ক্লোরোফর্ম্ ঢালিয়া দিলেও আরসুলা বিনষ্ট হয়। শুনা যায়, চীনেরা নাকি আরসুলা খাইয়া থাকে।

হাঁপানি কাসে আরসুলা কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আরসুলার সংস্কৃত নাম—তৈলপায়িকা, তৈলচৌরিকা, তৈলাম্বুকা, খলাধারা, পরোষ্ণী।

আরস্য (ক্লী) ন রস নঞ্-তৎ। অরসস্য ভাবঃ অচতুরাদিং ষ্যঞ্। রসভিন্নত্ব। নাস্তি রসো যস্য। বহং তু স্বতলৌ ন ষ্যঞ্। অরসত্ব। অরসতা।

আরা (স্ত্রী) আ-ঋ-অচ্ টাপ্। চর্ম্মভেদক অস্ত্রবিশেষ। টেকো। (আরা চর্ম্মপ্রভেদিকা। অমর ২।১০।৩৫।) প্রতোদ। অশ্বাদির তাড়নদণ্ড। পাঁচুনি।

আরা, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী নগর। এখানে হিন্দু, মুসলমান্, খৃষ্টান প্রভৃতি বহুলোকের বাস। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এইস্থান প্রসিদ্ধ হয়। [Kaye's Sepoy War দেখ।] ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে হিয়োন্ সিয়াং-উক্ত মো-হো-স-লো (মহাসার) গ্রাম। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে এখানে ব্রাহ্মণ জাতির বাস।

আরাগ্র (ক্লী) আরায়া অগ্রং ৬-তৎ। টেকোর অগ্রভাগ। পাঁচুনির অগ্রভাগ। অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুরপ্রাদি অস্ত্রের মুখ।

আরাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্যক্ রাজতে আ-রাজ-কনিন্ ঙীপ্। দেশবিশেষ। (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭। ইতি বুঞ্)। অরাজক। অরাষ্ট্রকদেশ। গ্রীক-ইতিহাসবেত্তৃগণ ইহার নাম আরেষ্টী (Arestæ), আড্রেষ্টি (Adraistæ) ইত্যাদি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। [আরট্ট দেখ।] (ত্রি) তদ্দেশজাত।

আরাৎ (অব্য) আ-রা বাহং আতি। দূর। সমীপ। (আরাদ্দূরসমীপয়োঃ। অমর ৩।৩।২৪১।)

আরাতি (পুং) আ-রা-ক্তিচ্। শত্রু। (পরারাতিপ্রত্যর্থিপরপন্থিনঃ। অমর। অরাতিমারাতিমথো। দ্বিরূপকো০।)

আরাতিয় (ত্রি) আরাদ্ভবঃ জাতঃ আগতো বা (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) ইতি ছ আরাচ্ছব্দবর্জ্জনাৎ নাব্যয়স্য টিলোপঃ। নিকটে বা দূরে ভব, নিকটে বা দূরে জাত, নিকটে বা দূর হইতে আগত।

আরাত্রিক (ক্লী) আ রাত্রি রাত্রেঃ পূর্ব্বসীমা (আঙ্ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ। পা২।১।১৩।) ইতি মর্য্যাদার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। তত্র নির্বৃত্তং ঠঞ্। নীরাজন কর্ম্ম। আরতি। [আরতি দেখ।]

আরাকান (বা রখেন।) ব্রটীশ ব্রহ্মের উত্তরবিভাগ। এই প্রদেশ চারিভাগে বিভক্ত, আকায়াব, উত্তর আরাকান বা আরাকান পর্ব্বত ভূভাগ, কয়োথ-প্যু, সান্দোবয়।

ব্রহ্মেরা বলে, গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহুপূর্ব্বে আরাকানরাজ্য কাশীরাজের করদ ছিল, তখনকার রাজধানীর নাম রামাবতী। যখন শেকবদী (?) কাশীর রাজা ছিলেন, তিনি আপনার চতুর্থ পুত্র কন্মাইন্‌কে মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদান করেন। কন্মাইন্ কতকগুলি আদিম অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া যোমা পাহাড় ও সাগরের মধ্যে বাসস্থান স্থির করিলেন। এই প্রবাদের দ্বারা জানা যায়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সহিত আরাকানের সংস্রব ছিল। ৮০০ খৃষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া মুসলমানেরা এই দেশে আসে। এই সময় রামাবতী আরাকানের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম সান্দোবয়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে আরাকানরাজ বঙ্গদেশ জয় করিতে আসেন, তিনি চট্টগ্রামে একটী বৃহৎ স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রোমরাজ ম্রোহোঙ্গ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এই সময়ের পর, ব্রহ্ম, শান্, তৈলঙ্গ, পায়ু প্রভৃতি জাতিরা অনেকবার আরাকান আক্রমণ করে। এই সময়ে ইরাবতীর উপকূলস্থ স্থান হইতে আরাকান পৃথক্ হইল। বুদ্ধগয়ায় দ্বাদশশতাব্দীর একখানি খোদিত অনুশাসনপত্র পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মভাষায় লিখিত, তাহাতে আরাকানরাজের আধিপত্যের কথা লেখা আছে। ১১০৩ ও ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গবালয় নামে একজন রাজা হন। বঙ্গ, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ম্রোহোঙ্গ নগরে মহতী নামে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই সুন্দর মন্দিরটী ধ্বংস করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকানরাজ সুবর্ণ গ্রামের বাঙ্গালী রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৃহবিবাদ হওয়ায় আবার রাজা মধ্যস্থ হইলেন, সেই সঙ্গে আরাকানও তাঁহার শাসনে আসিল। কিছু দিন পরে আরাকান স্বাধীন হয়, ম্রোহোঙ্গ তাহার রাজধানী হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রহ্ম ও পর্ত্তুগীজদের উৎপাতে আরাকান ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, এই সময় নয়হাত

উচ্চ পাথরের প্রাচীর দিয়া রাজধানী ঘেরা হইল। অনুমান ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানীরা চট্টগ্রাম জয় করে, সেই সময়ে আরাকানের রাজপুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা হন। এই সময় পর্ত্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে আরাকানীরা মিলিত হয়। পর্ত্তুগীজেরা আরাকানে আসিয়া বাস, আর সেই স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিল এবং উভয় জাতি একত্র হইয়া মোগলসম্রাটের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন মিল রহিল না পর্ত্তুগীজেরা আপনাদের জাতীয় দস্যুধর্ম্ম ভুলিতে পারে নাই; তাহারা মধ্যে মধ্যে আরাকানীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, আরাকানের রাজা তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে আরাকান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন পর্ত্তুগীজেরা সান্দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তথাকার মুসলমান-দিগকে বিনষ্ট করিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। সেবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালো নামে একজন নীচজাতীয় পর্ত্তুগীজ তাহাদের দলপতি হইল। এই সময় আরাকানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সান্দ্বীপে পলাইয়া যান। গঞ্জালো তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া মোগলদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসে। শেষে আরাকানী রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে একজন স্বাধীন রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসন-কর্ত্তার সঙ্গে যোগ দিয়া গঞ্জালো আরাকান আক্রমণ করিতে গেল। উভয়ের দর্প চূর্ণ হইল। আরাকানের অধিপতি সান্ দ্বীপ অধিকার করিলেন। এই স্থান হইতে আসিয়া আরাকানরাজ মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশ লুঠ করিতেন, বাঙ্গালীকে আরাকানে লইয়া গিয়া চাকর করিয়া রাখিতেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা অরঙ্গজিব কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে এই দেশে পলাইয়া আসেন। আরাকানের রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিলেন; শেষে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শাহসুজা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তাহাতে আরাকানরাজ বড় চটিয়া গেলেন; তিনি শাহ-সুজাকে ডুবাইয়া মারিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করিলেন। শাহসুজার কন্যা মান বাঁচাইবার জন্য আত্মঘাতী হইলেন। শায়েস্তা খাঁ অরঙ্গ-জিবের আজ্ঞায় প্রথমে পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আরাকানের রাজাকে সমুচিত শাস্তি দিতে যান। চট্ট-গ্রামে পর্ত্তুগীজদের ডাকাতী ধরা পড়ে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজগণ প্রাচীন আরাকান্ রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও তন্নিকটস্থ স্থানে পলাইয়া আসিয়া বাস করিতে থাকে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান বৃটীশ রাজ্যের সামিল হইল। এই সময় আরাকান চারিভাগে বিভক্ত হয়, আকায়াব, অন্, রামরী ও সান্দোবয়।

১। আকায়াব—অক্ষা ২০° ও ২১° ২৪´ উঃ মধ্যে, এবং দেশা ৯২°১৪´ ও ৯৪° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার কতকাংশ সাগরের দিকে, কতকাংশ পাহাড়ের দিকে। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৬২ বর্গমাইল। আরাকানের মধ্যে আকায়াবই প্রধান রাজ্য। ইহার প্রধান নগর আকায়াব। এই নগর কুলদন নদীর মোহানার কাছে। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য গ্রাম ছিল, এখানে মগেরা মাছ ধরিয়া বেড়াইত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে, এই নগর সমৃদ্ধিশালী হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৩৩,৯৯৮ গণিত হয়।

২। উত্তর আরাকান বা আরাকান গিরিভূভাগ—অক্ষা ২০°৪৪´ ও ২২° ২৯´ উঃ এবং দেশা ৯২° ৪৪´ ও ৯৩° ৫২´ পূঃ মধ্যে। উত্তর আরাকানের দক্ষিণে আকা-য়াব, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, উত্তর ও পূর্ব্বে মণিপুর হইতে স্বাধীন ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জঙ্গল প্রদেশ। ভূমিপরিমাণ প্রায় ১০১৫ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৪,৪৯৯। উত্তর আরাকানের লোকেরা বলে যে, তাহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তাহারা উপদেবতার পূজাও করিয়া থাকে। এখানে প্রধানত এই কয় জাতির বাস—১ রথেং বা চৌথা ২ সান্দু, ৩ কামী বা কে-ময়ি, ৪ আন্ বা কৌংসো, ৫ চীন, ৬ চউ বা কুকী, ৭ মরো। চৌংথা ব্রহ্মজাতীয়, ইহাদের ভাষা অনেকটা অরাকানীর মত, ইহাদের সাতটী শাখা আছে। সান্দুজাতি নীলগিরির উত্তরপূর্ব্বদেশে বাস করে, ইহাদের ভাষা একাক্ষরী। ইহারা বহুবিবাহ করে, শবদাহ-প্রথা ইহাদের মধ্যে চলিত আছে। কামীরা পার্ব্বতীয়, তৌংমেং নামে ইহাদের এক একজন দলপতি থাকে। [কুকী ও চীন শব্দে অপর জাতির বিবরণ দেখ।] পূর্ব্বে আকায়াবের সীমাস্থ মরো, চীন এবং সাধারণতঃ চৌথা জাতির লোকহিসাবে কর দিতে হইত; অবিবাহিত ব্যক্তি ছাড়া, বিবাহিত পুরুষের দুই টাকা ও মৃতপত্নীকের এক টাকা লাগিত। শীঘ্রই এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি এক টাকা করিয়া কর ধার্য্য হইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বতীয় জাতির সঙ্গে ব্যবসা চালাইবার জন্য এখানকার মৌক্‌তৌঙ্গ নগরে একটী হাট স্থাপিত হয়।

৩। সান্দোবয় প্রদেশ ১৮° ও ১৯° উঃ অক্ষান্তর মধ্যে। এখানে কৃষিকার্য্যের দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইহার নিকটে কয়োক্‌পুা নগর। ইহার রাজধানী সান্দোবয়।

রামরী, চেবুবা ও কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া রামরী প্রদেশ। ইহার প্রধান নগর কয়োক্‌পুা। এই প্রদেশে ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি আছে।

লোকতত্ত্ব।—আরাকানীরা ব্রহ্মজাতীয়; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের মুখের চেহারা আর্য্য ও মোগল উভয় জাতির ন্যায়। ইহারা ভারতবাসীর রীতি নীতি অনুযায়ী চলিতে ভালবাসে। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই দেখা যায়। হিন্দুর মধ্যে কতকগুলি মণিপুরী ব্রাহ্মণ আছেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের রাজা কয়েকজন গণক আনাইয়া ছিলেন, ঐ মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সন্তান। এ ছাড়া কতকগুলি ডোম আছে। এখানকার বারআনা লোকে কৃষিকার্য্য করে। এ দেশে ধান, ধনিয়া ও সরিষা প্রচুর জন্মে। শণ, নীল ও তামাকের চাস হয়। এখানে কলাগাছ, ইক্ষু, নারিকেল ও পাণ বেশ পাওয়া যায়। এখান হইতে বার্ষিক ৩০,০২,২৩০ টাকার অধিক কর আদায় হয়। [The Gaz. British Burma; Journal of the Lond. Geogr. So. Vol, I; G. Hughes, Hill Tracts of Arakan প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

আরাণা (মলয়=অরুণ) এক জাতীয় মাছ। (Saurida tumbil). এই মাছ দেখিতে হলদে। ইহার পিঠের দিক্ কটা, লেজের কাছে কতকটা সাদা। ইহা এক ফুট্ প্রায় বড় হয়। লোহিতসাগরে, ভারতসমুদ্রে, মলয়, চীন ও জাপানে এই মাছ থাকে। এই মাছের তার খাইতে পানস।

আরাধন (ক্লী) আ-রাধ-ল্যুট্। ১ সাধন। ২ প্রাপ্তি। ৩ তোষণ। ৪ পচন, পাক। (আরাধনঞ্চ পচনে প্রাপ্তৌ সন্তোষণেঽপি চ। (মেদিনী)।

আরাধনা (স্ত্রী) আ-রাধ-ণিচ-যুচ্ টাপ্। সেবা। (শুশ্রূষারাধনোপাস্তি। ইত্যাদি। হেম। ৩।১৬১।)

আরাধনীয় (ত্রি) আরাধয়িতুং শক্যং। আ-রাধ-ণিচ্ শক্যার্থে অনীয়র্, ণিচ্ লোপঃ। আরাধন করিবার যোগ্য।

আরাধ্য (পুং) আ-রাধ-ণিচ্—বাহুং শ। আরাধনকারক। (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা। ৫।১।১২৪। ইতি ষ্যঞ্ (স্ত্রী) আরাধ্য। আরাধনকর্তৃত্ব। আ—রাধ-ণিচ্ লোট্ মধ্যমপুরুষের এক বচনের রূপ (আরাধয় সপত্নীকঃ। রঘু ১। ৮১।)

আরধয়িতৃ (ত্রি) আ রাধ-ণিচ্-তৃচ্। পরিচারক। সেবক।

আরাধিত (ত্রি) আ-রাধ-ণিচ্ ও ইট্, ণিচ্ লোপঃ। সেবিত। (আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ? উদ্ভট)

আরাপ। বেহারের সাতমুলিয়া মঘয়া নামক নীচজাতির একটী শাখা।

আরাম (পুং) আরম্যতেঽত্র আ-রম-ঘঞ্। উপবন। কৃত্রিম বন। ফুল বাগান।

(আরামঃ স্যাদুপবনং কৃত্রিমং বনমেব যৎ। অমর।) বৃত্তরত্নাকরোক্ত পনরটী রগণযুক্ত দণ্ডক বৃত্তবিশেষ।

(যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্ত রেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াতো ১ ভবেদ্দণ্ডকঃ।

প্রতিচরণবিবৃদ্ধিরেফাঃ স্যুরর্ণা ২ র্ণব ৩ ব্যাল ৪ জীমূত- ৫ লীলাকরো ৬ দাম ৭ শঙ্খা ৮ দয়ঃ।)

যদি প্রথমে দুইটী নগণ ও তৎপরে সাতটী রগণ থাকে, তবে সেই দণ্ডকের নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াত।

যদি প্রথমে দুইটী নগণ ও তৎপরে ক্রমে আট হইতে রগণ বৃদ্ধি হয়, তবে তাহার নাম নিম্নলিখিত ক্রমে অর্ণ আদি হয়।

অর্থাৎ দুইটী নগণের পরে যদি আটটী রগণ থাকে, তবে সেটী অর্ণ, নয়টী রগণ থাকিলে সেটী অর্ণব, দশটী রগণ থাকিলে সেটী ব্যাল, এগারটী রগণ থাকিলে সেটী জীমূত, বারটী রগণ থাকিলে সেটী লীলাকর, তেরটী রগণ থাকিলে সেটী উদ্দাম, চৌদ্দটী রগণ থাকিলে সেটী শঙ্খ। আদি পদ দ্বারা তৎপরে পনর হইতে যতগুলি রগণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের ক্রমে নিম্নলিখিত নামগুলি হইবে, আর প্রথম লক্ষণে "নযুগলং" আছে বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রথমে দুইটী নগণের আবশ্যক। যথা—

১৫র আরাম, ১৬র সংগ্রাম, ১৭র সুরামবৈকুণ্ঠ, ১৮র সার, ১৯র কাসার, ২০র বিসার, ২১র সংহার, ২২র নীহার, ২৩র মন্দর, ২৪র কেদার, ২৫র আসার, ২৬র সৎকার, ২৭র সংস্কার, ২৮র মাকন্দ, ২৯র গোবিন্দ, ৩০র সানন্দ, ৩১র সন্দোহ, ৩২র আনন্দ। (পিঙ্গলোচ্ছৃত টীকা)

আ-রম-ভাবে ঘঞ্। অরাতি। উপরাম। চলিত কথায় আরামকে বিশ্রাম বলে। এই আরাম পারস্যশব্দজ।

আরাম শাহ, দিল্লীর একজন বাদশা। সুলতান কুতব উদ্দীন আইবকের পুত্র। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়কার বদাউনের শাসনকর্ত্তা আলতমাস আরামকে রাজচ্যুত করিয়া নিজে দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন।

আরাবলী, (অরবল্লী)। রাজপুতনা হইতে আজমীর মৈরবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। এই গিরিমালা অক্ষা° ২৫° ও ২৬·৩০´ উঃ এবং দেশা ৭৩·২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উচ্চশেখর আবু। [আবু দেখ।] এই স্থানে পার্ব্বতীয় মীনা বা মেবজাতির বাস, উহারা এখানকার আদিম অধিবাসী। এই পাহাড়ে রাজপুত-জাতির সহিত দিল্লীর বাদশাহের অনেকবার যুদ্ধ হয়। ইহার অধিকাংশ স্থান মরু ও জঙ্গলময়, কেবল স্তূপাকারে বালি ও পাথর। এখানে মূল্যবান্ চুনি, পান্না প্রভৃতি পাথর, স্বর্ণ ও টিন পাওয়া যায়।

আরামশীতলা (স্ত্রী) আরামে উদ্যানে শীতলা ৭-তৎ। সুগন্ধি পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। (রাজনি°)

আরামিক (ত্রি) আরামে উদ্যানরক্ষণে নিযুক্তঃ ঠক্। উদ্যানপাল। মালী।

আরারাট, আর্মেনিয়ার পার্ব্বতীয় ভূভাগ। প্রাচীন আর্ম্মাণীরা ইহাকে 'ঐরাট' (আর্য্যাট) অর্থাৎ আর্য্যদিগের ক্ষেত্র বলিত। ইহার কতকাংশ তুরস্ক ও কতকাংশ রুষের অধিকারে। প্রাচীন বাইবেলের মতে এই প্রদেশেই আরারাট গিরিমালা। জলপ্লাবনের পর এখানে নোয়ার পোত লাগাইয়াছিল। (Genesis viii.) আর্ম্মাণীরা বলে, আরারাটের মাসিস্ সেউসর (বা পোতশৃঙ্গ) নামক গিরিতে পোত লাগিয়াছিল। তুরস্কেরা এই শৃঙ্গকে আগ্রিদাঘ বা (আর্ত্তগিরি) এবং পারস্যেরা কুহি-নূঃ অর্থাৎ নোয়ার পর্ব্বত বলেন। ঐ শৃঙ্গটী আগ্নেয়গিরির মত। সমুদ্র হইতে উচ্চে প্রায় ১৭ ১৭,২৭০ ফিট্; অক্ষা ৩৯° ৪২´ উঃ এবং দেশা ৪৪°৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোকের বিশ্বাস, নোয়ার সেই পোতখানি এখনও গিরিশৃঙ্গের উপরে আছে; পূর্ব্বে বন ছিল, এখন সব পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর্ম্মাণীরা বলে, এখানকার এরিবান নামক স্থানে নোয়া দ্রাক্ষলতা পুতিয়াছিলেন, এবং নখজোবন (অর্থাৎ অবতরণস্থান) নামক নগরে নোয়া পোত হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমে বাস করেন। পাশ্চাত্যেরা আমাদের মনুর সহিত নোয়ার ঐক্যতাস্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মনু এস্থানে অবতরণ করেন নাই। তিনি হিমালয়ের নিকটস্থ নৌ-বন্ধন নামক স্থানে প্রথমে অবতরণ করেন। [মনু ও নৌবন্ধন শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

আরারুট, (ইংরাজী Arrow root শব্দের অপভ্রংশ।) এক প্রকার (Maranta arundinacea) গাছের শিকড়। ইহার কাটা কাটা পাতা, লাল সাদা ও হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের ফুল হয়। ইহার মূলাকার কাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এদেশে লাল সর্ব্বজয়াকে আরারুটের জাতীয় গাছ বলিয়া থাকেন। আরারুট গাছ পূর্ব্বে কেবল আমেরিকায় জন্মাইত। তথা হইতে প্রথমে সিংহলে আনীত হয়। [Dictionnaire du commercé, Paris, 1889.]

এদেশে তিখুরের (Curcuma angustifolia) গাছ হইতে আরারুট হয়। উহা এই প্রকার উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে—প্রথমে শিকড় ভাল করিয়া ধুইয়া মিহি করিয়া বাটিবে, তাহার পর একটু বেশী জল মিশাইবে, জল মিশাইলে পর খিরকিচ্ আদি ভাসিয়া উঠিবে, পরে খিরকিচ্ আদি ছাঁকিয়া লইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এইরূপ দুই তিন বার জল দিয়া বিশুদ্ধ করিবে। তখন ইহার রঙ্ দুধের মত হইবে। পরে ঐ বিশুদ্ধ অংশ রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইতে দিবে। শুকাইলে ভাল ময়দার মত গুড়া হয়। তাহাই টিনের বাক্সে পুরিয়া এদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। আরারুট ছোট ছোট ছেলের পক্ষে উপকারী। ইহার গুণ শীতল, বলকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বড় লঘু। এদেশে গরম জলে আরারুট মিশাইয়া রোগীদের খাইতে দেয়। আরারুটের রুটীও প্রস্তুত হয়,—উহা অজীর্ণ বা উদরাময় রোগীর পক্ষে হিতকর। [তিখুর দেখ।] কোচীন, কনাডা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে আরারুটের ব্যবসা হইয়া থাকে।

আরাল, (ত্রি) ঈষদরালঃ প্রাদি-সং। অল্পকুটিল। অল্পবক্র। আরালমস্য জাতং তারকাদি ইতচ্। আরালিত। ঈষৎ কুটিলিত; অল্প বক্রীভূত।

আরালিক, (ত্রি) অরালং কুটিলং চরতি ঠক্। পাচক কুটিল আচরণকর্ত্তা। ধনলোভে শত্রু-প্রেরিত পাচক বিষাদি মিশাইয়া পাক করিয়া দেয়, কাজেই সে কুটিল আচরণকারী হইল, তজ্জন্য তাহার নাম আরালিক হইয়াছে। (ভক্তকারঃ সূপকারঃ সূদারালিকবল্লবাঃ। হেম ৩।৩৮৭।) [পাচকদেখ।]

আরাবিন্, (ত্রি) আরৌতি আ-রু-ণিনি। সম্যক্ শব্দকারক। উচ্চৈঃশব্দকারক। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরাবিনী।

আরিত্রিক, (ত্রি) অরিত্রং নৌকাদণ্ডঃ (দাঁড়) তত্র ভবাদি (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্ঞিঠৌ। পা। ৪।২।১১৬। ইতি ষ্ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। অরিত্রভবাদি। নৌকার দাঁড়ে যাহা হয়। (স্ত্রী) ষ্ঠঞি। ঙীষ্। আরিত্রিকী। (স্ত্রী) ঞিঠি টাপ্। আরিত্রিকা।

আরিন্দম, সনশ্রুত রাজার পিতা। (ঐ-ব্রাঃ ৭।৩৪)।

আরিন্দা (পারস্য) করবাহক। যে ব্যক্তি রাজকোষে টাকা আদায় করিয়া জমা দেয়।

আরিন্দমিক (ত্রি) অরিন্দমে ভবাদি কাশ্যাং ষ্ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। অরিন্দমে ভবাদি। যিনি শত্রুদমন করেন, তাহাতে যাহা হয় (স্ত্রী) ঞিঠি টাপ্। [ষ্ঠঞ্ ও ঞিঠ্ হইবার সূত্র আরাত্রিক শব্দে দেখ।]

আরিশ্মীয় (ত্রি) রিশতি রিশ-হিংসে (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্। ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। নঞ্ তৎ অরিশ্মঃ তস্য সন্নিকৃষ্ট-দেশাদি কৃশাদিং ছন্। অরিশ্মের নিকটস্থ দেশাদি।

আরীহণক (ত্রি) অরীহণেন নির্বৃত্তং অরীহণাদিং বুঞ্। শত্রুঘাতকসম্পন্ন। যিনি শত্রু হনন করেন তাঁহার নিষ্পন্ন। [পা। ৪। ২। ৮০। সূত্রস্থ গণে অরীহণ এইরূপে দীর্ঘ ঈকার আছে তাহা দেখ।]

আরু (পুং) ঋ-উণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ। এদেশে জারুল বলে। (Lagerstromia regina) এই গাছ বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলস্থ পাহাড়ে, জয়ন্তী গিরিতে, দক্ষিণ দেশের কোইম্বাতুর, কানাড়া, সুন্দা এবং সিংহল, পেগু ও তেনেসেরিস প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এই গাছ অধিক বড়। বাঙ্গালায় ইহার কাঠে তক্তা হয়। সিংহলে ইহা পিপা ও বরগাদির কার্য্যে লাগে। বোম্বাই-প্রদেশের জঙ্গলে ভাল ভাল জারুল কাঠ হয়, তাহার তক্তায় নৌকার তলা তৈয়ারী হইয়া থাকে। এখন বঙ্গদেশে এই কাঠে নানা জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীহট্ট, কাছার এবং চট্টগ্রামের জারুল কাঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্। ২ কর্কট। ৩ শূকর। দংষ্ট্রী (আরুঃ পুংসি তরোর্ভেদে তথা কর্কটদংষ্ট্রিণোঃ। মেদিনী।) ৪ আলু। [আলু দেখ।]

আরুজ (ত্রি) অরুজতি আ-রুজ-ক। সম্যক্‌পীড়ক। ("বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়মিন্দ্র দৃহ্‌঳। চিদারুজং।" ঋক্ অভিমুখে যে হনন করে। ৮। ৪৫। ১৩। আরুজং আভিমুখ্যেন ভঙ্‌ক্তারং সায়ণ।) (পুং) রাবণপক্ষীয় রাক্ষসবিশেষ। (মহাভা-বন।)

আরুজত্নু [বৈ] (ত্রি) রুজো ভঙ্গে ইত্যৌণাদিকঃ কত্নুচ্ প্রত্যয়ঃ কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। ভঞ্জক। ভেদকারী। ("বী঳ু চিদারুজত্নুভিঃ।" ঋক্ ১। ৬। ৫। 'আরুজত্নুভিঃ ভঞ্জদ্ভিঃ।' সায়ণ।)

আরুণক (ত্রি) অরুণদেশে ভবাদি (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ২। ১২৭।) ইতি বুঞ্। অরুণদেশভবাদি।

আরুণডাঙ্গী (অরুণডঙ্গী)। মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ তঞ্জোরের একটী ভূভাগ। পূর্ব্বে এখানে চোলরাজদিগের রাজত্ব ছিল। ১৫ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজের সেনাপতি সেতুপতি এই স্থান অধিকার করেন। ১৭ শতাব্দীতে তঞ্জোররাজ্যের সামীল হয়। ১৮ শতাব্দীতে এই স্থানে রামনদের একজন কিলাবনের শাসনে আসিল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে, আবার তঞ্জোরের রাজা দখল করেন।

আরুণি (পুং) অরুণস্যাপত্যং (অত ইঞ্। পা। ৪। ১। ৯৫।) ইতি ইঞ্। উদ্দালক গৌতম মুনি। বৈশম্পায়নের শিষ্যবিশেষ। আলম্ব, লম্ব, কমল, রুচাভ, আরুণি, তাণ্ড, শ্যামায়ন, কঠ, কলাপী এই নয় জন বৈশম্পায়নের ছাত্র ছিলেন। ২ অরুণ উপবেশীর পুত্র, শ্বেতকেতুর পিতা। [শতপথ ও ঐত০ ব্রাহ্মণ ৮। ৭ দেখ।]। ঔদ্দালকি। [কঠ-উপ]। ৩ প্রজাপতির পুত্র, সুপর্ণেয়। [তৈ. আরণ্যক ১০। ৭৯ দেখ।] ১৫ দ্বাপরের ব্যাস। (দেবীভাগবত ১। ৩। ২৯।) তেনাধীতং ণিনি। ব্রাহ্মণে তস্য লুক্। আরুণি। ১ সামবেদ ব্রাহ্মণবিশেষ। ২ আয়োদধৌম্য শিষ্য মুনিবিশেষ। *। অরুণ সম্বন্ধী। অরুণস্যাপত্যং ইঞ্। সূর্য্যতনয়। (অরুণসুতশব্দে উক্ত যম শনি প্রভৃতি।) অরুণস্যাং অনুজাতত্বাৎ ইঞ্। অরুণের অনুজ। বিনতার পুত্র বিশেষ [হরিবংশের ২২৬ অধ্যায়] (পুং স্ত্রী) অরুণস্য গরুড়াগ্রজস্যাপত্যং ইঞ্। গরুড়াগ্রজের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরুণী।

আরুণিন্ (পুং) বহু বং। আরুণিনা বৈশম্পায়নান্তেবাসিনা প্রোক্তমধীয়তে ণিনি। বৈশম্পায়নের শিষ্য আরুণি-প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকারী ছাত্রসকল।

আরুণী [বৈ] (স্ত্রী) অরুণবর্ণা। (বড়বা)। *। ("যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বম্।" ঋক্ ১। ৬৪। ৭। 'আরুণীষু অরুণবর্ণাসু বড়বাসু।' সায়ণ।)

আরুণেয় (পুং) আরুণেরুদ্দালকস্যাপত্যং ঢক্। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু।

আরুণ্য (ক্লী) রাগ। (ভাগবতে শ্রীধর ১০। ২১। ১৭।)

আরুত (ক্লী) আ-রু-ভাবে ক্ত। আরাব। সম্যক্ শব্দ। (ত্রি) আ-রু-কর্ত্তরি ক্ত আরাবযুক্ত। শব্দযুক্ত।

আরুদ্ধ (ত্রি) আরুধ্যতেঽস্য। আ-রুধ কর্ম্মণি ক্ত। প্রতিরুদ্ধ। নিরুদ্ধ। বদ্ধ। বাদী যাহার গতিরোধ করিয়াছে তাদৃশ প্রতিবাদী।

আরুরুক্ষু (ত্রি) আরোঢ়ুমিচ্ছুঃ। আ-রুহ-সন্-উ। আরোহণ করিতে ইচ্ছুক।

আরুষী (স্ত্রী) মনুর কন্যাবিশেষ। ইনি চ্যবনের পত্নী ছিলেন। চ্যবনের উৎপাদিত পুত্র ঔর্ব ইঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।)

আরুষায় (ত্রি) অরুষঃ সন্নিকৃষ্ট দেশাদি কৃশাদিং ছণ্। অরুষ সন্নিকৃষ্ট দেশাদি। অরুষের নিকটের স্থানাদি। (পা। ৪।২।৮০ সূত্রস্থ কৃশাদিগণে অরুষ শব্দ দেখ।)

আরুষ্কর (ক্লী) ভল্লাতক। ভেলাফল। [ভেলা দেখ।]

আরুহ (ত্রি) আরোহতি আ-রুহ-ক। আরোহণকর্ত্তা। যিনি সোপানাদিতে আরোহণ করেন।

আরু (পুং) ঋচ্ছতি ঋ (ণিৎকশিপণ্যর্ত্তেঃ। উণ্।১।৮৭। ইতি উ ণিচ্চ।) পিঙ্গলবর্ণ। (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (আরুঃ পিঙ্গলঃ উজ্জ্বলদত্ত।)

আরূঢ় (ত্রি) আ-রুহ-কর্ত্তরি ক্ত। আরোহণকর্ত্তা। (প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং। জগদ্ধাত্রীধ্যান) উৎপন্ন। কর্ম্মণি ক্ত। যাহাতে আরোহণ করা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে—ক্ত। আরোহণ।

আরূঢ়ি (স্ত্রী) আ-রুহ-ক্তিন্। আরোহণ।

আরে (অব্য) [বৈ]। দূরে। (নিঘণ্টু ৩।২৭।৭৪। যথা, "আরে স্যাম দুরিতস্য ভূরে।" ঋক্ ৩।৩৯।৮।) বাঙ্গালায় এই শব্দ কোন ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ বা হেয় ভাবে সম্বোধন করিবার কালে ব্যবহৃত হয়।

আরেঅঘ [বৈ] (ত্রি) নিষ্পাপ। ('আরে দূরে অঘং-পাপং যস্য তাদৃশী'। ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৬।১।১২।)

আরেক (পুং) আ-রিচ্-ঘঞ্। সন্দেহ। (সন্দেহ-দ্বাপরা-রেকাবিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ। হেম ৬।১১।)

আরেচিত (ত্রি) আ-রিচ্-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। ঈষৎ আকুঞ্চিত। সন্দেহযুক্ত।

আরেবত (পুং) আ সম্যক্ রেবয়তি অধো গময়তি মলং আ-রেব-ণিচ্-অতচ্। সোঁদাল গাছ।
(আরেবতব্যাধিঘাতকৃতমালসুবর্ণকাঃ। অমর)

আরোক [বৈ] (পুং) শিখা।

আরোগ্য (ক্লী) অরোগস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। রোগশূন্যত্ব।

"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥"

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণের কুশল, ক্ষত্রিয়ের অনাময়, বৈশ্যের ক্ষেম অর্থাৎ ধন ধান্য নিরাপদ্ এবং শূদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়। (মনু ২।১২৭।)

আরোগ্যব্রত (ক্লী) আরোগ্যার্থং ব্রতং শাকং তৎ। ব্রত-বিশেষ। বরাহপুরাণোক্ত মাঘমাসের শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি শুক্লসপ্তমীতে কর্ত্তব্য সূর্য্য-ব্রত। এই ব্রতের নিয়ম ষষ্ঠীতে সংযম করিয়া সপ্তমীর দিনে উপবাস এবং তৎপরে যথাবিধি ভোজনের আবশ্যক।

আরোগ্যশালা (স্ত্রী) আরোগ্যার্থা শালা শাকং তৎ। চিকিৎসার নিমিত্ত রাজাদির কৃত গৃহবিশেষ। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সকলেরই সাধন আরোগ্য, অতএব আরোগ্য দান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গদানেরই ফল হয়। তাহা করিবার ক্রম—চিকিৎসাগৃহে মহৌষধ এবং তাহার উত্তম উপকরণ সামগ্রী সকল থাকা আবশ্যক। তাহাতে নিম্নলিখিত-রূপ বিজ্ঞ চিকিৎসক ও রোগীদের আহারীয়, বহু অন্ন, সরস ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধাদি রাখিতে হয়। বৈদ্যের লক্ষণ—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ঔষধসকলের বলবীর্য্যদর্শী, ওষধি এবং মূল সকলের যথার্থ গুণজ্ঞ, তাহাদের আহরণ-কালবিৎ। শালি (ধান্য), মাংস এবং ঔষধের বল, বীর্য্য ও ঐ সকল বস্তু কতকালে পরিপাক পায়, তাহা ও হতবীর্য্য হইলে উহাদের পরিত্যাগের কারণ এবং রোগীর প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিই প্রকৃত বৈদ্য ও তাদৃশ ব্যক্তিকে চিকিৎসাগৃহে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এত-দর্শনে বোধ হয়, পূর্ব্বেও হিন্দু রাজাদের অধিকারসময়ে দাতব্য ঔষধালয় ছিল ও তাহাতে রাজনিযুক্ত প্রবীণ চিকিৎসকও থাকিত। এখন এদেশে আরোগ্যশালাকে হাঁসপাতাল (Hospital) বলে, ইউরোপে খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীতে সর্ব্ব-প্রথমে আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়। তথায় এখন যে সব আরোগ্যশালা আছে, তাহার মধ্যে সেণ্ট বার্থলমিউর হাঁস-পাতাল সর্ব্বপ্রাচীন। (উহা ১১২২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।)

আরোগ্যস্নান (ক্লী) আরোগ্যে রোগরাহিত্যে সতি তন্নিমিত্তকং স্নানং শাকং তৎ। রোগ সারিলে যে স্নান করা যায়।

আরোচন [বৈ] (ত্রি) অরুষী। (নিরুক্ত ১২।৭।)

আরোধন (ক্লী) আ-রুধ-ভাবে ল্যুট্। অবরোধন। নিরোধ। রুদ্ধ করিয়া রাখা। (ত্রি) ল্যুট্। আরোধক। আবরক ("মধ্য আরোধনে দিবঃ।" ঋক্ ১।১০৫।১১। 'আরোধনে সর্ব্বস্যাবরকে।' সায়ণ।) আরুধ্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্। আরোধনীয়। যাহাকে রোধ করিতে হইবে। করণে ল্যুট্। আরোধন-সাধন গৃহ বা দড়ি প্রভৃতি।

আরোপ (পুং) আ-রুহ-ণিচ্ (রুহঃ পোঽন্যতরস্যাং। পা। ৭।৩।৪৩। ইতি হস্য প ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। অন্য পদার্থে অন্য ধর্ম্মের অবভাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান। যে ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেখানে বুদ্ধিমাত্র দ্বারা সেই ধর্ম্মের আরোপ করা হয় বলিয়া সেই বুদ্ধির নামই আরোপজ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান। (অতদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানমারোপঃ। নৈয়ায়িক) বৈদান্তিকেরা উহাকে অধ্যাস কহেন।

আরোপ আহার্য্য ও অনাহার্য্যভেদে দুই রূপ। যেখানে বাধ নিশ্চয় থাকিতেও আরোপ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারই নাম আহার্য্য, সেটী যেমন পূর্ব্বোক্ত শুক্তিতে রজতজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ শব্দেও আহার্য্য হইয়া থাকে। যেমন "চন্দ্রমুখ" এথানে মুখ চন্দ্র নহে ইহা নিশ্চয়ই আছে, তাহা থাকিতেও চন্দ্ররূপে মুখের বোধ হয় বলিয়া সেই জ্ঞানকে আহার্য্যজ্ঞান কহে। পরোক্ষজ্ঞানের নামই অনাহার্য্য ও নিশ্চয়।

বৈদান্তিকেরা বস্তুতে অবস্তুর ভ্রম আরোপ করাকে অধ্যারোপ বলেন। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। [অধ্যারোপ দেখ।]

আরোপক (পুং) আ-রুহ-ণিচ্-প—ণ্বুল ণিচ্‌লোপঃ। বৃক্ষাদির আরোপণকর্ত্তা যিনি গাছ প্রভৃতি পোতেন। [হ স্থানে প হইবার সূত্র আরোপ শব্দে দেখ]

আরোপণ (ক্লী) আ-রুহ-ণিচ্ প ল্যুট্ ণিচ্‌লোপঃ। আরোপ শব্দের অর্থ। আরোহণ। সম্পাদন।

আরোপিত (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প-ক্ত-ইট্ ণিচ্‌লোপঃ। যাহাকে আরোহণ করান হইয়াছে।

আরোপণীয় (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প-অনীয়র্ ণিচ্‌লোপঃ। আরোহণ করাইবার যোগ্য। আরোপ্য।

আরোপ্য (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প কর্ম্মণি যৎ ণিচ্‌লোপঃ। আরোপণীয়। যাহাকে আরোহণ করান হইবে। যেমন মুখচন্দ্র এথানে চন্দ্রত্বই আরোপ্য। অধ্যাসের বিষয়।

আরোহ (পুং) আ-রুহ-ঘঞ্। আক্রমণ। নীচস্থল হইতে উর্দ্ধস্থানে গমন। অঙ্কুরাদির প্রাদুর্ভাব। হস্তীর বা ঘোড়ার উপরে উঠা। দীর্ঘত্ব। উচ্চত্ব। নিতম্ব। মান। (আরোহো দৈর্ঘ্যমানয়োঃ। আরোহণে নিতম্বে চ, বিশ্ব।)

আরোহক (ত্রি) অ-রুহ-ণ্বুল। আরোহণকর্ত্তা।

আরোহণ (ক্লী) আ-রুহ-ল্যুট্। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে গমন। অঙ্কুরাদির প্রাদুর্ভাব। আরুহ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। সোপান। সিঁড়ি। অভিক্রম। (আরোহণং ত্বভিক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৬। সমারোহ।) (আরোহণং স্যাৎ সোপানে সমারোহে প্ররোহণে। মেদিনী।)

আরোহণীয় (ত্রি) আরুহ্যতে আ-রুহ-কর্ম্মণি অনীয়র্। আরোহণের যোগ্য (ঘোটকাদি)। যাহাতে উঠিতে হইবে। আরোহণং প্রয়োজনমস্য (অনুপ্রবচনাদিভ্যশ্ছঃ। পা। ৫। ১। ১১১) ইতি ছ। আরোহণ-সাধন পদার্থ।

আরোহবৎ (ত্রি) আরোহঃ প্রশস্তনিতম্বস্থানমস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য ব পক্ষে ইনি। প্রশস্তনিতম্বযুক্ত। যাহার ভাল নিতম্ব আছে (স্ত্রী) ঙীপ্। আরোহবতী। আরোহিণী।

আরোহিন্ (ত্রি) আরোহতি আ-রুহ-ণিনি। আরোহণকর্ত্তা। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে গমনকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরোহিণী। গ্রহদিগের নক্ষত্রের দশাবিশেষ। জ্যোতিষে গ্রহবিশেষের আরোহিণী দশার ফল এইরূপ লিখিত আছে।

সূর্য্যের আরোহিণী দশা হইলে নরের মহত্ব, সুখ, পরোপকারিত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, গো, অশ্ব, হস্তী ও কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে।

চন্দ্রের আরোহণী দশায় স্ত্রী, পুত্র, ধন, বস্ত্র, সুখ, কান্তি, রাজ্য, সুখভোগ, দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণতৃপ্তি এই সকল জন্মাইয়া দেয়।

কুজের আরোহিণী দশায় সুখ, রাজপূজা, প্রধানত্ব ধৈর্য্য মনোভিলাষ, সৌভাগ্য মত গোরু, হস্তী ও অশ্ব লাভ।

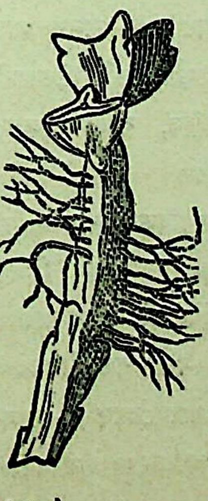
বুধের আরোহিণী দশায় যজ্ঞোৎসব, গো, বৃষ, অশ্বসমূহ, ভূষণ, বস্ত্র, পান, বাণিজ্য, ভূমি, অর্থ ও পরোপকার এই সকলের লাভ হয়।

বৃহস্পতির আরোহিণী দশায় মহত্ব, অর্থ, ভূমি, গানক্রিয়া, স্ত্রী, পুত্র, রাজপূজা, স্ববীর্য্যহেতু ও যশঃ প্রতাপ বৃদ্ধি হয়।

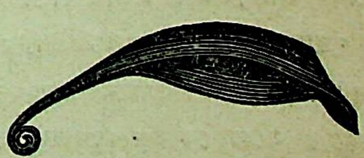
শুক্রের আরোহণী দশায় প্রতাপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, কান্তি, পূজা, প্রবৃত্তিসিদ্ধি, স্বজনের সহিত বিরোধ মাতৃবিনাশ, পরস্ত্রীসঙ্গ এই সকল হয়।

শনির আরোহিণী দশায় (বিপাক অবস্থায়) নৃপলব্ধ ভাগ্য, বাণিজ্যলাভ, কৃষি, ভূমিলাভ, গোরু ও ঘোড়া লাভ, স্ত্রী ও পুত্র লাভ হয়।

আরোহী। উদ্ভিদের জাতিভেদ। যে সকল উদ্ভিদ্ আপনার ভার বহন করিতে অসমর্থ। এই জাতীয় গাছ কখন কখন আপনাপনি ডাঁটায় ডাঁটায় জড়িত থাকে,



(১)



(২)

যেমন গুলঞ্চ, মোয়াল প্রভৃতি। কোন কোনটী কেবল মূলোৎপাদন করে, ঐ মূল কেবল কাণ্ডকে জড়াইয়া রাখে। যেমন ১ চিত্রটী। কখন কখন কাণ্ড নিজের পাতার আগা দিয়া অপর বস্তুকে জড়াইয়া উঠে যেমন উলট-চণ্ডাল বা ঈশে-লাঙ্গুল। [২ চিত্র দেখ।] অপর বস্তু অবলম্বন করিবার জন্য এই জাতীয় গাছের কাণ্ড হইতে সূতার মত আকৃড়ি উৎপন্ন হয়, এই আকৃড়ি কলিকা বা পত্রের রূপান্তরমাত্র।

আর্ক (ত্রি) অর্ক অভিব্যাপ্য। (ভাঃ শ্রীধর ১০।১৪।৪০।)

আর্কট। মান্দ্রাজপ্রদেশের একটী জেলা। আর্কট দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর আর্কট ও দক্ষিণ আর্কট। উত্তর আর্কটের উত্তরে কুদ্দপা ও নেলোর, পূর্ব্বে চেঙ্গলবৎ, দক্ষিণে সালেম ও দক্ষিণ আর্কট, পশ্চিমে মহীশূর রাজ্য। এই জেলায় নয়টী তালুক ও পাঁচটী বড় বড় জমিদারী আছে। ইহার রাজস্ব আদায় প্রায় চারিলক্ষ টাকা। অক্ষা ১২° ২০´ ও ১৩° ৫৫´ উঃ এবং দেশা ৭৪° ১৫´ ও ৮০°৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ প্রায় ৭২৫৭ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ পার্ব্বতীয়। ইহার উত্তরপূর্ব্বে নগরী গিরিশ্রেণী ও দক্ষিণপশ্চিমে জবাদি গিরিশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান নদী পালার। পালার নদীর আবার দুইটী শাখা আছে। আম্বর ও গুদিয়তম্। পূর্ব্বদিকে দুইটী নদী বহিতেছে, তাহাদের নাম নারায়ণ বন ও কোটালমার।

এখানকার প্রায় ১৮০০ বর্গ মাইল স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথাপি এখানে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের বাস। ধাতুর মধ্যে লোহা ও তামা অধিক পাওয়া যায়, কোন কোন স্থানে সোণাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাহাড়ে চুণ ও ভাল পাথর দেখা যায়। এখানকার রক্তচন্দনের গাছ বিখ্যাত, উহার কাঠে বরগা ও গরুর গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। জন্তুর মধ্যে হাতী, মহিষ, বাঘ, ভালুক, হায়েনা, হরিণ, সজারু প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পুরাতত্ত্ব।—উত্তর আর্কট প্রাচীন দ্রাবিড়রাজ্যের কিয়দংশ। পূর্ব্বকালে এখানে করম্ব রাজাদের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে কোমণ্ডু করম্বপ্রভু পল্লববংশের প্রথম রাজা। কাঞ্চীপুর পল্লববংশের রাজধানী ছিল। সপ্তম শতাব্দী অবধি পল্লববংশের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তৎপরে কোঙ্গ ও চোল-রাজারা প্রবল হইল। তাহাদের আক্রমণে পল্লববংশ অবনত ও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল। [চোল শব্দে বিবরণ দেখ।] সপ্তদশশতাব্দীতে শিবজী প্রবল হইলে মার্হাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজিবের সেনাপতি জুলফকার খাঁ গিঞ্জী অধিকার করেন, তিনি দাউদ খাঁকে আর্কটের শাসনকর্ত্তা করিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সাদৎউল্ল খাঁ কর্ণাটকের নবাব হন। তিনি আর্কটে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উত্তর আর্কটের কতকাংশ ইংরাজেরা দখল করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পালার নদীর তীরবর্ত্তী উত্তর আর্কটের সমুদায় স্থান বৃটীশ-অধিকারভুক্ত হইল। এই জেলার প্রধান নগর—আর্কট, বেল্লোর ও চন্দ্রগিরি। আর্কটনগর অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। পাশ্চাত্যপণ্ডিত টলেমি এই নগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই নগর অক্ষা ১২°৫৫´ ২৩´´ উঃ এবং দেশা ৭৯° ২৪´৪৪´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা কর্ণাটকের রাজধানী ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত আলি এইখানে নিহত হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে, এইখানে ইংরাজ ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের দিন মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে;—প্রবল ঝড়, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রপাত, তাহার উপর পাঁচ সাত দিন যুদ্ধ। এই দারুণ সময়ে ইংরাজ-অধিনেতা ক্লাইব অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া—আর্কট অধিকার করিলেন। [ক্লাইব শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লালী এই নগর অবরোধ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট আক্রমণ করিলেন, সাত দিন অবরোধের পর এই নগর তাহার হস্তগত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী দখল করেন। ১৮০১ খৃঃ অঃ পুনরায় ইংরাজদের হাতে পড়িল।

বাণিজ্য—উত্তর আর্কটে লবণ, লৌহ, কাপড় ও তূলার আমদানী হয় এবং চাউল ও ইক্ষুর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাল্লাজাপেতের গালিচা, বন্দিবাসের মাদুর, ত্রিপতির পিতলের ও কাঠের কাজ, পুঙ্গনুরের লোহার জিনিষ, গুদিযতমের পাত্রাদি এবং কালহস্তীর কাচের ঝাড় বিখ্যাত।

আর্কট, দক্ষিণ। ইহার উত্তরে চঙ্গলপৎ ও উত্তর আর্কট, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে, দক্ষিণে ত্রিচীনোপলী ও তঞ্জোর, পশ্চিমে সালেম। অক্ষা° ১১°১১´ ও ১২° ২৫´ ৩০´´ উঃ, এবং দেশা° ৭৮° ৪১´ ৩০´´ ও ৮০° ৩´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৭৩ বর্গমাইল। রাজস্ব আদায় প্রায় বাহান্ন লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ আর্কট তেমন পার্ব্বতীয় নয়। এখানকার ত্রিনমলয় গিরির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। এখানে

কোলরুণ, বেল্লার ও পরাবনার নামে তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। গরুড়, পুণ্যা প্রভৃতি দুই তিনটী ছোট ছোট নদীও আছে।

জন্তুর মধ্যে হাতী, বাঘ, হায়েনা, ভল্লুক, শজারু, শাবর ও নানাপ্রকার হরিণ এবং বন্য কুকুর দেখা যায়। পাখীর মধ্যে ময়ূর ও জলচর পাখীই ভাল। এখানে কস্তুরী পাওয়া যায়। এখানকার মাছ নানাপ্রকার।

কৃষি।—এখানে চীনাঘাস, কঙ্গু, মড়ক, ছোলা, কড়াই, তামাক, ইক্ষু, তাল, নারিকেল, নীল প্রভৃতি জন্মে। সাম্ব ও কার নামক ধানের চাষই বেশী।

দক্ষিণ আর্কটের এই কয়েকটী প্রধান নগর—চিলম্বরম্, কুদ্দলোর, পানরুটী, পোর্টো নবো, তিণ্ডিবনম্, তিরুবন্নমলয়, বলবানুর, বিল্লুপুরন্ এবং বৃদ্ধাচলম্। এই জেলা পূর্ব্বে চোল-রাজাদের অধিকারে ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে মাহাট্টারা কাড়িয়া লয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এইখানে প্রথমে আসে। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে কুদ্দলোর নগরে সেই সময়কার রাজার অনুমতিক্রমে ইংরাজেরা আপনাদের একটী আড্ডা স্থাপন করে। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে হরজী রাজা ইংরাজদের একখানি অনুশাসন পত্র দান করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে কুদ্দলোর, কো-নিমির ও পোর্টো নবো এই তিন জায়গায় ইংরাজদের থাকিবার স্থান নিরূপিত হয়। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে নবাব মহম্মদ আলি চিন্নমাণিক নামক স্থান ইংরাজদিগকে জায়গিরির স্বরূপ প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা সেন্ট ডেভিড্ ও কুদ্দলোর আক্রমণ করেন। দুই বৎসর পরে, বন্দীবাসের যুদ্ধের পর সর্ আয়র কুট্ কুদ্দলোর পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতান ও ফরাসীরা এই নগর পুনরায় দখল করেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পড়ে। সেই সময় হইতে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগকে এখানকার পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

১৬৯১ খৃঃ অব্দে এখানে একটী সামান্য বিচারালয় স্থাপিত হয়। ১৮০২ খৃঃ অব্দে বিরুদাচলে জেলার জজ আদালত খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮৪৩ হইতে ১৮৭১ সালের মধ্যে এই জেলার নানাস্থানে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেকগুলি বিচারালয় স্থাপিত হইল।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। পাঁচটী প্রধান শিবমন্দির, এবং আটটী প্রধান বিষ্ণুমন্দির।

বর্ষে বর্ষে মেলা হয়, সেই সময়, নানাদেশীয় লোক হেথায় আসিয়া থাকে;—তাহার মধ্যে চিলম্বর নগরের অরুদ্র দর্শন, বিরুদাচলের বার্ষিক সম্মিলন এবং ত্রিণমলয়ের কার্ত্তিকোৎসবই প্রধান।

আর্কলূষ (পুং) অর্কলূষস্য ঋষিভেদস্যাপত্যং (অনুষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা। ৪। ১। ১০৪।) ইতি অঞ্। অর্কলূষের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্ আর্কলূষী। অর্কলূষস্যাপত্যমিতি যূনি অপত্যে (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা। ৪। ২। ১০০।) ইতি ফক্। আর্কলূষায়ণ। অর্কলূষের যুবাপত্য।

আর্কলূষি (পুং স্ত্রী) অর্কলূষস্যাপত্যং বাহ্বাদেরাকৃতিগণত্বাৎ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৪৫।) ইঞ্। অর্কলূষ ঋষির অপত্য।

আর্কায়ণ (ত্রি) অর্কস্য গোত্রং হরিতাদিং অঞ্। অর্কের গোত্র। (ইহ গোত্রাধিকারেঽপি সামর্থ্যাদ্যূন্যয়ং। সিং-কৌং। পাং। ৪। ১। ১০০। সূত্রে। (বিদাদিগণে অর্ক শব্দ নাই তাৎপর্য্যায়ক হর্য্যাশ্বশব্দ আছে) ততঃ। পা। ৪। ২। ৮০ সূত্রেণ কর্ণাদিং ফিঞ্। ত্রি) আর্কায়ণি। অর্কের নিকটস্থ দেশাদি। প্লিনি কথিত 'আরাকোটস্' (Arachotus) বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার মতে রাণী সেমিরামিস্ এইখানে একটী নগর স্থাপন করেন। [Pliny. vi. 25.] [উক্ত সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে অর্কশব্দ দেখ।] অর্কাস্যায়ণায় সূর্য্যমেকস্য প্রাপ্তয়ে হিতং অণ্। সূর্য্যলোকসাধন যজ্ঞাদি। *। পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা। ৮। ৪। ৩। পূর্ব্বপদে (ষ ঋ র) থাকিলে ইহার পরস্থিত নকার ণত্ব হয়, সংজ্ঞাবিষয়ে গকার ব্যবধান থাকিলে হয় না। বাচস্পতি 'পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বং' এই লিখিয়াছেন; কিন্তু ঐ সূত্র সংজ্ঞাবিষয়ে এজন্য (প্রাতিপদিকান্ত নুম্ বিভক্তিষু চ। পা। ৮। ৪। ১১। এই সূত্রদ্বারা ণত্ব হইবে। কারণ এই সূত্রেই—কাশিকাকার লিখিয়াছেন "যদা তু গর্গাণাং ভগোঃ গর্গভগঃ সোঽস্য অস্তি ইতি ইনিঃ গর্গভগিনীতি...নিত্যমেব ণত্বেন ভবিতব্যং।"

আর্কায়ন (পুং) যজ্ঞবিশেষ। ভগীরথ ষোলবার এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ১০৩ অঃ)।

আর্কি (পুং) অর্কস্যাপত্যং ইঞ্। ১ সূর্য্যের পুত্র যম। ২ শনি। ৩ বৈবস্বত মনু। ৪ সুগ্রীব। ৫ কর্ণ।

আর্ক্ষ (ত্রি) ঋক্ষস্যেদং অণ্। নাক্ষত্রদিনাদি। নক্ষত্র-সম্বন্ধি ঘাটিদণ্ড। ভল্লুক সম্বন্ধি স্থানাদি, লোমাদি।

আর্ক্ষোদ (পুং) ঋক্ষোদঃ পর্ব্বতোঽভিজনোঽস্য অণ্। (অভিজনশ্চ পা। ৪। ২। ৯০। সেইটী ইহার অভিজন এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। যত্র স্বয়ং নিবসতি স নিবাসঃ। যত্র পূর্ব্বৈরুষিতং সোঽভিজন ইতি বিবেকঃ। সিং কৌং

উক্ত সূত্রে। ঋক্ষোদ পর্ব্বতে পিত্রাদিক্রমে বাসকারী দ্বিজ-বিশেষ।

আর্ক্ষ্য (ত্রি) ঋক্ষে ভবং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫ ইতি যঞ্।) নক্ষত্রভব। যাহা নক্ষত্রে হয়। স্ত্রিয়াস্তু লোহিতাংক্ষঃ ষিত্বাৎ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা।৪।১।৪১।) ইতি ঙীষ্।

আর্গড়া (আড়গড়া=হিন্দী অর্গড়া। অর্গল শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।) ১ ঘোড়াগাড়ী ভাড়া বা বিক্রয়ার্থ স্থান। ২ একজাতীয় ব্যবসায়ী, ব্যাক্ত, জন্তু বা দ্রব্য একত্র রাখিবার স্থান। ৩ (পূর্ণিয়া জেলায়) শৃঙ্গী বদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান।

আর্গয়ণ, আর্গয়ন (ত্রি) ঋগয়নস্য কৃতো গ্রন্থঃ তত্র ভবং বা অণ্। ঋগয়ন ব্যাখানগ্রন্থ তজ্জাত।

আর্গল (স্ত্রী ক্লী) অর্গলমেব স্বার্থে অণ্। অর্গল শব্দের অর্থ। দ্বাররোধক কাষ্ঠবিশেষ। খিল। হুড়কা।

আর্গবধ (পুং) আরগ্বধ। সোঁদালগাছ।

আর্ঘা (স্ত্রী) আ-অর্ঘ-অচ্। পীতবর্ণ দীর্ঘমুখ ভ্রমরের ন্যায় মধুমক্ষিকা বিশেষ। (রাজ-নিং) মালবদেশে এই মৌমাছি দেখা যায়। [মৌমাছি দেখ।]

আর্ঘ্য (ক্লী) আর্ঘয়া নির্বৃত্তং যৎ। আর্ঘাখ্য মধুমক্ষিকা-নিষ্পাদিত মধু। মধুক বৃক্ষের নির্য্যাসরূপ মধু। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, জরৎকারাশ্রমে মধুক বৃক্ষ হইতে যে শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস (আটা) পাওয়া যায়, তাহার নাম আর্ঘ্য। আর্ঘা নামক মৌমাছির আর্ঘ্যই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা সেবনে চক্ষুর্জ্যোতি কফ ও পিত্তের নাশ হয়। তাহার রস কষায় এবং কটু। পরিপাক হইলে তিক্ত এবং তাহা বল ও পুষ্টিকর।

আর্চ্চ (ত্রি) অর্চা অস্ত্যস্য (প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চ্চাভ্যো ণঃ। পা ৫।২।১০১।) ইতি ণ অর্চ্চাযুক্ত। যাহার পূজা করা যায়।

আর্চ্চৎক (পুং) ঋচৎকের পুত্র। (শর)। ঋক্ ১।১১৬।২২।

আর্চ্চভিন্ (পুং) বহুং বং ঋচাভেন বৈশম্পায়নস্য শিষ্য-বিশেষেণ প্রোক্তমধীতে ণিনি। ঋচাভের শিষ্য যে গ্রন্থ করিয়াছেন তদধ্যেতা, তদধ্যয়নকারী।

আর্চ্চিক (ক্লী) ঋচি ভবং ঋচো ব্যাখ্যানো গ্রন্থো বা ঠঞ্। সামবেদীয় গ্রন্থ বিশেষ। সাম ঋক্-মূলক, এই জন্য সামের নাম আর্চ্চিক হইয়াছে।

আর্চ্চীক (ত্রি) ঋচীকে পর্ব্বতে ভবং অণ্। ঋচীক পর্ব্বতে জাত। স্বার্থে অণ্। ঋচীক পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত পুষ্কর-তীর্থের নিকটে। (মহাভারত বন ২৫ অঃ)

আর্জব (ক্লী) ঋজোর্ভাবঃ অণ্। সারল্য। সরলতা। প্রতারণারাহিত্য। আর্জব দৈহিক ও মানসিক এই দুই রূপ। দেহের যে অংশ বক্র নহে, তাহারই নাম সরল বা সোজা, এইরূপ ব্যবহার্য্য বস্তু যষ্টি প্রভৃতিতেও সারল্য ও বক্রত্ব থাকে। মানসিক সারল্য বাহ্য ও আন্তরিক, এই দুয়েই এক ভাব প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়, কৌটিল্য করিয়া বাহিরে সারল্য প্রকাশ করিলে তাহাকে মানসিক সারল্য বলা যায় না। ঋজুরেব স্বার্থে অণ্। সরল।

আর্জীক (পুং) ঋজীকস্যেদং অণ্। ঋজীক দেশ সম্বন্ধি। ("সুষোমে শর্যণাবত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি।" ঋক্ ৮।৭।২৯। আর্জ্জীকে ঋজীকানামদেশাঃ তৎসম্বন্ধী। সায়ণ।)

আর্জীকীয় (পুং) বেদোক্ত দেশবিশেষ। ("অয়ং তে শর্যনাবতি সুষোমায়ামধিপ্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে শৃণুহ্যা-মদিন্তমঃ।" ঋক্সংহিতা ১০।৭৫।৫। (আর্জ্জীকীয়ে এতন্নামকে দেশে।' সায়ণ।) (স্ত্রী) টাপ্। বেদোক্ত নদী-বিশেষ। (আর্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া। ঋক্। 'আর্জীকীয়াং বিপাড়িত্যাহুর্ঋজূকপ্রভবা বজ্রগামিনী বা। যাস্ক ৯। ২৬।) বিপাশা নদী। (*Hyphasis.*) ইহার বর্ত্তমান নাম বেয়া।

আর্জ্জুনায়ন (পুং স্ত্রী) অর্জ্জুনস্য গোত্রাপত্যং। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্ পা।৪।১।১১০। ইতি ফঞ্।) অর্জ্জুনের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) টাপ্। তস্য বিষয়ো দেশঃ (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা।৪।২।৫৩। ইতি বুঞ্ আর্জ্জুনায়নক। আর্জ্জুনায়নের বিষয় বা দেশ। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় পাঁচ ছয় বার আর্জ্জুনায়ন শব্দ দেশবিশেষ ও তদ্দেশবাসী লোকের নামে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দেশ কোথায় তাহার কিছু উল্লেখ করেন নাই। ল্যাসেন ও উইলফোর্ড—ভারত সাম্রাজ্যের উত্তরে এই দেশ মনে করেন। (Lassen, *Indische Alterthums.* ii. 953. Asiatic Res. viii. 340.)

আর্জ্জুনাবক (ত্রি) অর্জ্জুনাবদেশে ভবং (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা।৪।২।১২৭ ইতি বুঞ্। অর্জ্জুনাব নামক দেশভব। আর্জ্জুনাব দেশজাত।

আর্জ্জুনি (পুং) অর্জ্জুনস্যাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা।৪।১।৪৫। ইতি ইঞ্। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অর্জ্জু-নের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত শ্রুতকর্ম্মা।

(পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণা।
লেভে পঞ্চসুতান্ বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পঞ্চাচলানিব ॥ ৬৫
যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যং সুতসোমং বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকর্ম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিং ॥ ৭৬
সহদেবাচ্ছ্রুতসেনং). ভারত আদিপর্ব্ব ২২২ অঃ।

আর্জ্জুনেয় (পুং) অর্জ্জুন্যা গাভ্যা অপত্যং। অর্জ্জুনীর অপত্য। কৌৎস ঋষি। কুৎস ঋষির গাভী অর্জ্জুনী তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম কৌৎস ও আর্জ্জুনেয় হইয়াছে।

আর্ত্ত (ত্রি) আ-ঋ-ক্ত। পীড়িত। দুঃখিত। অসুস্থ। বিনাশী। (গের্ধোরনেঋিনএঙ্খকোঃ। এই মুগ্ধবোধসূত্রের টীকায় দুর্গাদাস অপ্রাপ্তলিঙ্গেরই বিধান লিখিয়াছেন, কিন্তু আ এই উপসর্গের সহিত প্রাপ্ত লিঙ্গ ঋত এই পদের সন্ধি হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ আর্ত্ত এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। দুর্গাদাসের মতে অর্ত্ত হইয়া যায়, অতএব সে মত ভাল নয়।

আর্ত্তগল (পুং) আ-ঋ ভাবে ক্তঃ পীড়া, গলতি ক্ষরতি গল-অচ্। আর্ত্তং পীড়া গলো যস্মাৎ বহুব্রী। নীলঝিণ্টী॥ নীলঝাঁটী। (নীলাঝিণ্টীদ্বয়োর্বাণাদাসী চার্ত্তগলশ্চ সা অমর ২। ৪। ৭৪।)

আর্ত্তপর্ণি (পুং) ঋতপর্ণস্যাপত্যং ইঞ্। ঋতপর্ণরাজার পুত্র। [হরিবংশে ১৫।]

আর্ত্তভাগ (পুং স্ত্রী) ঋতভাগস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং (আনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা। ৪। ১।১০৪। ইত্যঞ্। ঋতভাগ ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আর্ত্তভাগী।

আর্ত্তব (ত্রি) ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ অণ্। ঋতুভব পুষ্পাদি। স্ত্রীর রজঃ। ঋতু। শোণিত। ঋতুমতী স্ত্রীর রক্ত। (আর্ত্তবস্তৃতুসম্ভূতে স্ত্রীরজঃ পুষ্পয়োরপি। বিশ্ব।) সুস্থ অবস্থায় যুবতী স্ত্রীর নিয়মিত সময়ে জরায়ু হইতে যে শোণিত নিঃসৃত হয়, তাহাকে আর্ত্তব বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম ক্যাটমেনিয়া (Catamenia) বা মেন্সেস্ (Menses)। সচরাচর এদেশে বার বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাসে মাসে আর্ত্তব নির্গত হয়।*

ইংলণ্ডদেশের স্ত্রীলোকেরা ষোল বর্ষ হইতে ঋতুমতী হয়। প্রায় ৪৫।৫০ বর্ষ বয়স হইলে তাহাদের আর্ত্তব রুদ্ধ হয়। লাপ্লাণ্ড দেশে ২০।২৫ বর্ষ না হইলে স্ত্রীলোকের প্রায় আর্ত্তব নিঃসৃত হয় না; তাহাদের প্রায় ৬০ বর্ষ অবধি আর্ত্তব রীতিমত বাহির হয়। উপরোক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে—শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র শীঘ্র ঋতুমতী হয়।

* দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমং স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
ভাবপ্রকাশ।

কখন কখনও ছয় কি নয় বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিঃসৃত হইয়াছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্ত্তব নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বে অথবা সেই সঙ্গে এই কয়েক লক্ষণ প্রকাশ পায়—শরীরের অবসন্নতা, আয়াস, দৌর্ব্বল্য, চক্ষুর চারিদিকে বিবর্ণতা ও ঈষৎ কাল রেখা, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবার বৃহৎ গ্রন্থিতে ব্যথা, কটি উরুদ্বয় ও বস্তির অধোভাগে যাতনা ও ভারবোধ, কাহারও সামান্য জ্বর বোধ হয়। শোণিত বাহির হইলে আর তত কষ্ট থাকে না। কেবল শরীর দুর্ব্বল ও মুখের ভাব কিছু মলিন থাকে। রজঃ নিঃসৃত হইবার সময় স্ত্রীলোকের শরীরে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। কোন স্ত্রীর পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশের পর অল্প সাদা জলের মত তরল পদার্থ বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় পুষ্টিকর আহার ও ঔষধ সেবন করাইলে স্বাভাবিক আর্ত্তব নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এ সময়ে কাহারও স্তন মধ্যে বেদনা বোধ, কাহারও বা দুগ্ধসঞ্চার হয়। ঋতুমতী হইলে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সময় হইতে দেহ পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত, গঠন সুগোল, স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত ও নিতম্ব প্রসারিত হইতে থাকে। স্ত্রীস্বভাব লজ্জা ও বিনীত ভাব আসিয়া অধিকার করে। তখন তাহারা স্ত্রীজাতির কার্য্য ও আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

দৈহিক ও আর্ত্তব শোণিতে অনেক প্রভেদ, আর্ত্তব শোণিতে রক্তের সূক্ষ্ম অংশ (Fibrine) থাকে, তাহা সামান্য রক্তের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া জমে না বা গলিয়া যায় না।

অণ্ডাধারই আর্ত্তব নিঃসৃত করিবার প্রধান উদ্দীপক। অণ্ডাধারের অভাব হইলে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় না। যদি অণ্ডাধার থাকে, তবে জরায়ুর অভাবেও ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অণ্ডাধার হইতে অণ্ড বাহির বা বাহির হইবার মত হওয়া ঋতুর প্রধান কারণ। প্রত্যেক ঋতুকালে অণ্ডাধারের এক দুই বা অধিক কোষ (Graafian vesicles) ফাটিয়া তথা হইতে এক দুই বা তাহার অধিক অণ্ড বাহির হইয়া অণ্ডপ্রণালীর মধ্য দিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে, তথা হইতে আর্ত্তব সহ বাহির হয়। গ্রাফিয়েণ ভেসিকল্ হইতে বিনির্গত অণ্ড বাহির হইয়া গেলে চক্রদণ্ডবৎ পীতবর্ণ শুষ্ক স্থান পড়িয়া থাকে, তাহাকে কর্পোরা লিউটিয়া (Corpora Lutea) বলে। স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর অণ্ডাধারের সমুদয় কর্পোরা লিউটিয়া গণনা করিলে তাহার কয়টী সন্তান হইয়াছিল। বলা যায়। [অন্তঃসত্ত্বা দেখ।]

স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়, এইজন্য

উহার ধমনী ও শিরা রক্তে ফুলিয়া উঠে এবং জরায়ুর ক্লেদোৎপাদক ঝিল্লি (Mucus Membrane) অল্প রাঙা হইয়া উহার স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু রক্ত উৎপন্ন হয়। পরে জরায়ু-কোটর আর্ত্তবে প্লাবিত হইয়া যায়।

কোন স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় ঋতু হইতে দেখা যায়, কেহ বা ঋতু হইবার আগে গর্ভবতী হয়, আবার কেহ সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময়ই গর্ভবতী হয়, এ সব লক্ষণ অস্বাভাবিক ঋতুর অবস্থা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের আর্ত্তববাহিনী নাড়ীর পথ গর্ভ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হয়, এজন্য আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে আর্ত্তব অধোভাগে নিঃসৃত হইতে না পারিয়া উর্দ্ধদিকে গমন করে। আর্ত্তব আগ্নেয়। আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে।

[সুশ্রুত শারীর ৩ অঃ।]

সুশ্রুতের মতে, যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের ন্যায় অথবা লাক্ষা রসের মত এবং তাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, সেই আর্ত্তব নির্দোষ জানিবে।* ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্‌রূপে বা ইহাদের মধ্যে দুইটী বা সকলগুলি মিলিয়া আর্ত্তবকে দূষিত করে। আর্ত্তব দূষিত হইলেও সন্তান জন্মে না। আর্ত্তবের দোষ বর্ণের ও বেদনার দ্বারা জানা যায়। আর্ত্তবে পচা দুর্গন্ধ, গ্রন্থিসদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত পূয বা মলের মত হইলে তাহার দোষ ভাল হয় না, এ ছাড়া অন্য লক্ষণ হইলে চিকিৎসাসাধ্য জানিবে।† আর্ত্তবের দোষে নানাপ্রকার পীড়া হয়।

ডেন্‌ম্যান. হামিল্‌টন্‌, চার্চ্চিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মতে, আর্ত্তব রোগ তিন প্রকার—

১ আর্ত্তবরোধ বা আর্ত্তবাভাব (Amenorrhœa), ২ আর্ত্তবক্লেশ (Dysmenorrhœa.), ৩ অসৃগ্দর বা অধিক শোণিতস্রাব (Menorrhagia)

১ আর্ত্তবরোধ—কৌমারাবস্থা গত হইতে ঋতু না হওয়া। দুইটী অণ্ডাধার, অণ্ডাধারের উপরিস্থ গুটিসমূহ (Graafian vesicles) ও জরায়ুর অভাব বা পীড়া হইলে, জরায়ু মুখের নিম্ন বহির্ভাগ (Os Uteri) বদ্ধ থাকিলে, যোনির অভাব বা উভয়পার্শ্ব মিলিত হইয়া গেলে, ভগদ্বার রুদ্ধ হইলে কিংবা সতীদেবী (Hymen) অবিদ্ধ থাকিলে আর্ত্তবরোধ ঘটে।

অণ্ডাধার ও জরায়ুর অভাব থাকিলে এই রোগ সারে না। কিন্তু যোনিদ্বার রুদ্ধ হইলে ঔষধ বা অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা মুক্ত করিয়া দিলে রোগ আরোগ্য হয়। পুনর্ব্বার রুদ্ধ না হওয়া জন্য মুক্ত স্থানে তৈলযুক্ত লিণ্ট, কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। কাহারও জননেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থাসত্বেও আর্ত্তবরোধ হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কেহ অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট, কেহ বা অত্যন্ত ক্ষীণ, কোমলাঙ্গী বা বিবর্ণ। ইহাদের ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথচ আর্ত্তব নিঃসৃত হয় না। কোন কোন স্থলে মাসান্তরে ঋতু শোণিতের পরিবর্ত্তে কতকটা শুক্লবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়।

রোগীর অবস্থা ও ঋতুর কালাকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চিকিৎসা করিবে। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোককে বিরেচক ঔষধ দিবে ও আহার কমাইবে, পুষ্টিকর খাদ্যাদি আদৌ ব্যবহার করিতে দিবে না। ঋতুর ৪ দিন পূর্ব্ব হইতে সাত দিন গরম জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ তিনবার ৫ গ্রেণ করিয়া পিল রিয়াই কো খাইতে দিবে। দুর্ব্বল রোগীকে পুষ্টিকর আহার দেওয়া আবশ্যক। এলোস্‌, গম মাড়, হিঙ্গু ও উলট কম্বলের শিকড়ের ছাল প্রত্যেক ১ গ্রেণ এবং আধ গ্রেণ সলফেট অব আয়রণ এক করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, উহা দিনে তিনবার খাওয়াইবে।

২ আর্ত্তবক্লেশ—দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ কোন স্নায়ুসম্বন্ধীয় বা মানসিক পীড়া কি যাতনা হইলে এই রোগ জন্মে। অধিক বা নিয়মিত আর্ত্তব নিঃসৃত হইলেও তৎসঙ্গে জরায়ুতে ব্যথা হইয়া তাহা দুই তিনমাস বা তাহার অধিককাল থাকে। এই রোগ স্নায়ুসম্বন্ধীয় (Neuralgic), প্রদাহযুক্ত (Inflammatory), ও রোধক (Mechanical) ভেদে তিনপ্রকার। স্নায়ুসম্বন্ধীয় আর্ত্তবক্লেশ প্রায় ৩০ বৎসর বয়সের পর হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায়—

ব্রোমাইড্ অব পটাসিয়ম্	...	১৫।২০ গ্রেণ।
ক্লোরোফর্ম্ম	...	১০।১২ ফোটা।

আধছটাক জলের সঙ্গে একেবারে খাওয়াইবে, ইহাতে ব্যথা নিবৃত্ত হয়। প্রদাহযুক্ত আর্ত্তব ক্লেশে প্রথমতঃ জ্বর ও শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, নাড়ী বেগবতী ও সবলা হইয়া উঠে। ঋতু হইবার পর যাতনা আরও বৃদ্ধি হয়। এই রোগমধ্যে রেচক ও ঋতু-নিঃসারক ঔষধ খাওয়ান প্রয়োজন। ঋতুর সঙ্গে পূর্ব্বমত যাতনা হইলে রক্তমোক্ষণাদির চিকিৎসা করিবে। কেহ কেহ এই রোগে জরায়ুর মুখের নিম্ন বহির্ভাগে জোঁক লাগাইয়া থাকেন।

---

* "শশাসৃক্‌প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ ॥"

সুশ্রুত শারীর ২ অঃ।

† মহর্ষি সুশ্রুতের মতে এই রোগের নাম আর্ত্তববিনাশ।

কেহ টিঙ্কর একোনাইট ও টিঙ্কর বেলেডোনা প্রত্যেক পাঁচ ফোঁটা, ভাইনম্ এণ্টিমণি ১০ ফোঁটা, জল আধ ছটাক একত্র দুই তিনঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করেন।

রোধক আর্ত্তবরোগ—জন্মাবধি হউক বা প্রদাহ রোগের পরেই হউক জরায়ু নিম্নমুখের (Cervin Uteri) কোটর অপ্রশস্ত হইলে জন্মে। এই রোগে জরায়ুর নিম্নমুখে একটা সরু বুজি প্রবেশ করাইবে। তাড়স হইলে দুই তিনদিন অন্তর বুজি দিবে। এই উপায়ে রোধকের শান্তি হয়।

অসৃগ্দর—ইহাতে শোণিতের ভিন্ন প্রকার লক্ষণ হয়, অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনা জন্মে। এই রোগে অতিশয় শোণিত নির্গত হইলে দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, ঝাপ্সা দৃষ্টি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডু, তন্দ্রা ও বায়ুজন্য অন্যান্য উপদ্রব জন্মে। এই রোগে ২৩ গ্রেণ মাত্রায় আফিমের বড়ি করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে উপকার না হইলে ৫ গ্রেণ আর্গট্ অব রাই, ৫ গ্রেণ সোহাগার সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। কোন কোন চিকিৎসক তলপেট ও যোনিদ্বারে শীতল জল বা বরফ লাগাইতে বলেন; কেহ সুগার অব লেড ও লডেনম্ জলে মিশাইয়া যোনিমধ্যে পিচকারি দিয়া থাকেন। যদি কোন মতে রক্ত না থামে, তবে যোনিমধ্যে স্পঞ্জের গুজি দিবে।

হোমিওপাথিক মতে—অল্পবয়স্কা যুবতীর ১ আর্ত্তবরোধ হইলে এবং মুখ লাল, মাথা ভার ও মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট; মুখের বিবর্ণতা, অধিক তৃষ্ণা, আশঙ্কা প্রভৃতি অবস্থায় আর্শেনিক, ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ব্রাইওনিয়া; পেট ফুলিলে ও দুর্ব্বল হইলে চায়না প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

২ আর্ত্তবক্লেশে,—কাল রক্তের মতন স্রাব হইলে আম্কার্ব, অল্প স্রাব হইলে এপিস্ মেল, দৃষ্টিবিভ্রম, মাথাঘোরা ও ব্যথার সহিত শোণিত স্রাব হইলে বেলেডোনা; রোগী চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, শোণিত অল্প বা বন্ধ হইয়াছে এইরূপ অবস্থায় ক্যাকটাস্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

৩ অসৃগ্দর রোগে—একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রাইনোনিয়া প্রভৃতি সচরাচর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শোণিতস্রাব বন্ধ না হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে সলফর, বা প্লাটিনা; অল্প সময় মধ্যে অধিক স্রাব হইলে নক্সভোমিকা, ফস্ফরস্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে জরায়ুর সঙ্কোচনশক্তি প্রকাশ ও রক্ত বন্ধ করিবার জন্য এই সকল গাছগাছড়া ব্যবহার করা যায়—অশোকছাল, কাবাবচিনি, কেশরাম্ব, রক্তোৎপলের মূল, আয়াপাণ, কাঁটানটের মূল, দুর্ব্বা, দাড়িমফুল, আলতা, কাঁজড়াশাক, নন্দীবৃক্ষ, শিমুলফুল, অশ্বত্থছাল ও ফল, ত্রিসন্ধ্যা, ওড়্রপত্র, কুলেখাড়া, রক্তচন্দন, বকমকাঠ, পীত অগুরু, লক্ষণামূল, কুসুম ফুল, নাগদোনা মূল, বীরতরু, লজ্জালু, রাজযোগ, নাগপুষ্পী, উচ্ছে মূল, মুরমুরিয়া, আউকগাছ, রক্তকাঞ্চন ফুল, স্থলপদ্ম, বট, পাকুড়, কাঙ্গেরী, শালবৃক্ষ ও পাষাণভেদী।

আর্ত্তব নিঃসরণ করিবার জন্য এই গাছগাছড়া ব্যবহৃত হয়—ঈশেলাঙ্গুল, সোহাগা, মুসব্বর, বিট্‌করঞ্জা, রেণুক, উলট্‌কম্বল, দ্রাবিকা, ঋতুপর্ণী, গোরোচনা, নিশাদল, সিদ্ধি, শিশুগাছ ও দারুচিনির তৈল। [ঋতুমতী শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

আর্ত্তি, (স্ত্রী) আ-ঋ-ক্তিন্। পীড়া। মনোব্যথা। ধনুষ্কোটি। ধনুকের কোণ। (আর্ত্তিঃ পীড়াধনুষ্কোট্যোঃ। মেদিনী।) বিনাশ।

আর্ত্তি আর্ত্ত্রী (স্ত্রী) আ-ঋ-বাচং নি। কৃদিকারান্তাদ্বা ঙীপ্। গতিকর্ত্রী। যে স্ত্রীগমন করেন।

আর্ত্বিজ (ত্রি) ঋত্বিজ্ ইদং অণ্। ঋত্বিজসম্বন্ধী। পুরোহিতের কর্ত্তা।

আর্ত্বিজীন (পুং) ঋত্বিজং তৎকর্ম্ম অর্হতি (যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা। ৫।১।৭১।) ইতি। খঞ্। স্বয়ং যজমান। ঋত্বিক্। পুরোহিত।

(যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং তৎকর্ম্মার্হতীত্যুপসংখ্যানং। বার্ত্তিক উক্তসূত্রে। আর্ত্বিজীনঃ ঋত্বিক্। সিং কৌ উক্ত সূত্রে।)

আর্ত্বিজ্য (ক্লী) ঋত্বিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা। ষ্যঞ্। ঋত্বিক্কর্ম্ম। যাজন।

আর্ত্বেয়ী (স্ত্রী) আর্ত্তবযুক্তা স্ত্রী। (অমর-টী০)।

আর্ত্ত্য (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত দ্বিমূর্দ্ধা নামক অসুরের পিতা। (অথর্ব্বসং ৮।১০।২২।)

আর্থ (ত্রি) অর্থাদাগতং অণ্। অর্থহেতু প্রাপ্ত। বাক্যার্থের মর্য্যাদা দ্বারা প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত অর্থসম্ভব ব্যঞ্জনা। উপমালঙ্কারবিশেষ।

(আর্থী তুল্যসমানাদ্যাস্তুল্যার্থে যত্র বা বতিঃ। সাহিত্যদং।) যেখানে তুল্য ও সমানাদি শব্দ বা তুল্যার্থে বতি প্রত্যয় থাকিবে তাহার নাম আর্থী উপমা। ভট্টমতে ভাবনাবিশেষ। ভাবয়িতার (চিন্তকের) ব্যাপার বিশেষের নাম ভাবনা। তাহা শ্রৌতি ও আর্থী।

আর্থিক (ত্রি) অর্থং গৃহ্লাতি ঠক্। অর্থগ্রাহক। এখানে অর্থ শব্দের অর্থ অভিধেয় (বাচ্য) প্রয়োজন। এবং ধন। অর্থাদাগতং ঠক্। অর্থহেতু আগত। বাক্যের মর্য্যাদা প্রাপ্ত।

আর্দলি, আর্দালী (ইংরাজী Orderly শব্দের অপভ্রংশ।) ১ পদাতিক সিপাই, যে প্রধান সৈনিক পুরুষের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আজ্ঞাবাহকতা করে। ২ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন যে আপনার প্রভুর নিকটে গিয়া অগ্রে জানায়।

আর্দ্দ (ত্রি) আ-অর্দ্দ-অচ্। সম্যক্ পীড়ক। (স্ত্রী) গৌরাদিং ঙীষ্। আর্দ্দী। অতিপীড়াদায়িকা স্ত্রী।

আর্দ্ধকংসিক, অর্দ্ধকংসিক (ত্রি) কংসঃ পরিমাণভেদঃ। অর্দ্ধশ্চাসৌ কংসশ্চেতি তেন ক্রীতং ঠক্। অত্র অর্দ্ধাৎ পরিমাণস্য পূর্ব্বপদস্য তু বা। পা। ৭।৩।২৬ ইতি উত্তরপদস্য বৃদ্ধেঃ প্রাপ্তাবপি (নাতঃ পরস্য। পা।৭।৩।২৭। অর্দ্ধাৎ পরস্য পরিমাণাকারস্য বৃদ্ধির্ণ পূর্ব্বপদস্য তু বা ক্রিদাদৌ ইতি নিষেধান্নোত্তরপদবৃদ্ধিঃ কিন্তু পূর্ব্বপদস্যৈব বা বৃদ্ধিঃ। (কংসাট্টিঠন্। পা।৫।১।২৫। ইতি তু ন প্রবর্ত্ততে সমাসে তস্য নিষেধাৎ।) অর্দ্ধকংস পরিমিত বস্তু দ্বারা ক্রীত। এইরূপ (ত্রি) আ(অ)র্দ্ধপ্রস্থক। অর্দ্ধপ্রস্থক্রীত। আ-(অ)র্দ্ধকৌড়বিক। অর্দ্ধকুড়বক্রীত। আ(অ)র্দ্ধদ্রৌণিক। অর্দ্ধদ্রোণক্রীত। এই দুই স্থানে অদস্ত নহে বলিয়া পূর্ব্ব-সূত্রদ্বারা উত্তর পদের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আর্দ্ধধাতুক (ক্লী) (আর্দ্ধধাতুকং শেষঃ।৩।৪। ১১৪।) এই সূত্র পরিভাষিত—তিঙ্ এবং শিৎ (শ-ইৎ) ভিন্ন ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় বিশেষ। যথা (আর্দ্ধধাতুকস্য ড্বলাদেঃ। পা। ৭। ২।৩৫। আর্দ্ধধাতুক বলাদি স্থানে ইড়াগম হয়।)

আর্দ্ধপুর (ক্লী) অর্দ্ধং পুরস্য একদেশি-তৎ। ততঃ স্বার্থে অণ্। পুরের সমানার্দ্ধ। প্রতিপূর্ব্বস্য তৎপুরুষে অংশ্বাদিং নান্তোদাত্তত্তা।

আর্দ্ধরাত্রিক (ত্রি) অর্দ্ধরাত্রে ভবং ঠঞ্। অর্দ্ধরাত্রভব। 'অর্দ্ধরাত্রে যাহা হয়। (পুং) জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখাভেদ।

আর্দ্ধবাহনিক (ত্রি) অর্দ্ধবাহনেন জীবতি (বেতনাদিভ্যো। পা। ৪। ৪।১২। ইতি ঠক্।) যিনি অর্দ্ধ বেতন দ্বারা জীবিত থাকেন।

আর্দ্ধিক (পুং স্ত্রী) অম্বষ্ঠ বর্ণ।

বৈশ্যকন্যা-সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥
পরাশর।

(স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আর্দ্ধিকী। (পুং) অর্দ্ধঃ ক্ষেত্রশস্যার্দ্ধমর্হতি ঠক্। ক্ষেত্রজাত শস্যের বেতনরূপে স্বামীর নিকটে অর্দ্ধগ্রহীত কৃষক বিশেষ। ভূমিকর্ষক। কুটুম্বিক।

"আর্দ্ধিকং কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

যে কৃষিকার্য্য করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে গোপালন করে, যে যাহার দাস ও যে ক্ষৌরকর্ম্ম করে, এই সকল শূদ্রের এবং যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহার অন্ন ভোজন করা যায়। (মনু।)

আর্দ্র (ত্রি) অর্দ্দ. গতৌ। (অর্দ্দের্দীর্ঘশ্চ। উণ্।২।১৮। ইতি রক্ দীর্ঘশ্চ ধাতোঃ।) ক্লিন্ন। সরস। সজল বস্তু। ভিজা। তিমিত। স্তিমিত। সমুন্ন। উত্ত। (আর্দ্রং সার্দ্রং ক্লিন্নং তিমিতং স্তিমিতং সমুন্নমুত্তঞ্চ। অমর।৩।১।১০৫।) বৈদ্যক-শাস্ত্র মতে সরস ও নীরস ভেদে আর্দ্র দুই প্রকার। বাস্তূক (বেতো শাক), সরিষার শাক, নির্গুণ্ডী (সিন্দুক বৃক্ষ), এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডা), আর্বক ধুস্তূরাদি এই সকল সরস আর্দ্র। বট, অশ্বত্থ, করীর প্রভৃতি নীরস আর্দ্র।*। কাঠিন্যশূন্য। আম্লগুণ্যযুক্ত। (স্ত্রী ক্লী) অশ্বিনী হইতে ষষ্ঠ নক্ষত্র। [আর্দ্রা দেখ।]

আর্দ্রক (ক্লী) অর্দ্দয়তি রোগান্ অর্দ্দ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে—রক্ দীর্ঘশ্চ সংজ্ঞায়াং কন্ আর্দ্রায়াং সরসভূমৌ জাতং বা বুন্ আর্দ্রয়তি জিহ্বাং আর্দ্র-কৃত্যর্থে ণিচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭। ইতি কুন্ বা।) আদা। শৃঙ্গবের। (আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ। অমর ২।৯।৩৭। (লবণার্দ্র ককেশরৌ। বৈদ্যকং।) মূলপ্রধান বৃক্ষ। (স্ত্রী) আর্দ্রিকা। আদা। [আদা দেখ।] (পুং) শুঙ্গবংশীয় বসুমিত্র রাজপুত্র। (বিষ্ণু পু ৪। ২৪।১০) পুরাণান্তরে অন্ধ্রক, অন্তক, ভদ্রক এইরূপ নাম গৃহীত হইয়াছে।

আর্দ্রপদী (স্ত্রী) আর্দ্রৌ পাদৌ যস্যাঃ (কুম্ভপদীষু চ। পা। ৫।৪।১৩৯। ইতি।) নিংপাদস্যান্তলোপ ঙীপ্ পদাদেশ্চ। আর্দ্রচরণা স্ত্রী। যে স্ত্রীর পা জলে ভিজা। [সূত্রস্থ কুম্ভ-পদ্যাদিগণে আর্দ্রপদী শব্দ দেখ।]

আর্দ্রমাষা (স্ত্রী) নিত্যকম্মধা। মাষাণ্ডী। মাষ্যপর্ণী (রাজ-নিং)

আর্দ্রম্, (অব্য) আ-অর্দ্র-বাং রমু। (মান্তত্বং নিপাতনাৎ। সিং কোং পা।১।৪।৭৪ সাক্ষাদাদিগণপাঠাৎ নিং মান্তত্বং বা।) সরসত্ব। রসযুক্তত্ব। আর্দ্রকৃত্য। [সূত্রস্থ সাক্ষাদিগণে আর্দ্রং শব্দ দেখ।]

আর্দ্রশাক (ক্লী) আর্দ্রং শাকমস্য। আর্দ্রক। আদা।

আর্দ্রবৃক্ষ (পুং) কম্মধা। সরসবৃক্ষ। ততঃ উৎকরাদি-চতুরর্থ্যাং ছ। (ত্রি) আর্দ্রবৃক্ষীয়।

আর্দ্রা, নক্ষত্রবিশেষ। নক্ষত্র চক্র ২৮ বা ২৭ নক্ষত্র-সমন্বিত। মূলা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে প্রথম ধরিয়া উভয় মতে আর্দ্রা ষোড়শস্থানীয় হয়। এইরূপে শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্র প্রথমস্থানীয় মতে, আর্দ্রস্থান একাদশ। মেষরাশিগত অশ্বিনী নক্ষত্রকে প্রথমস্থ স্থির করিয়া আর্দ্রা ষষ্ঠস্থানীয় হয়। ইহাই এক্ষণকার

প্রচলিত মত। এই স্থলাভিষিক্ত ধরিলে ইহার পতকীয় বিক্ষেপ Tabular Celestial latitude) উত্তর ১১ অংশ এবং স্ফুটবিক্ষেপ (True Celestial latitude) উত্তর ১০ অংশ ৫০ কলা। পতকীয় ধ্রুবক (Tabular Celestial longitude ৬৭ অংশ এবং স্ফুটধ্রুবক (True Celestial longitude) ৬৫ অংশ ৫ কলা। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইউরোপীয় মতে ১৩১ সংখ্যক *Tauri* তারা এতদ্ নক্ষত্রস্থানীয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় পতকে ঐ নক্ষত্রের উক্ত যোগতারার ধ্রুবক ৮২ অংশ ৩৮ কলা ৪৪ বিকলা। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ঐ যত্নস্থানীয় আর্দ্রা নক্ষত্রের বিক্ষেপ ৯ অংশ এবং ধ্রুবক ৬৭ অংশ ২০ কলা। আর্য্যসিদ্ধান্তমতে ধ্রুবক ৬৮ অংশ ২৩ কলা এবং বিক্ষেপ ১১ অংশ। সার্ব্বভৌম মতে ধ্রুবক ৬৫ অংশ ৮ কলা, বিক্ষেপ ১১ অংশ ৭ কলা। ইহাতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের অনুমানে ইহার যোগতারা ১৩৭ *Tauri.*

আদ্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে এই কয়টী লক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষুধা অধিক, রুক্ষশরীর, কলিপ্রিয়, ক্রোধযুক্ত, অশান্ত, শরণাগতের প্রতি নির্দ্দয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

আর্দ্রালুব্ধক (পুং) আর্দ্রা। কেতুগ্রহ। (কেতবঃ শিখিনঃ প্রোক্তাঃ আর্দ্রালুব্ধক উচ্যতে। হলায়ুধ।)

আর্ভব (পুং) ঋভুণা দৃষ্টং সাম ঋভুদেবতাস্থ বা অণ্। তৃতীয় সাবনে গেয় পঞ্চসূত্রাত্মক সপ্তসামাত্মক পবমান বিশেষ।

আর্ম্মেণিয়া, আসিয়ার পশ্চিমস্থ একটী দেশ। ইহার উত্তর সীমায় চোরক ও কুর নদী; পূর্ব্বে উর্ম্মিয়া হ্রদ, কুর ও আরক্সস্ (আরস্) নদী, দক্ষিণে তরাস্ পর্ব্বত, বীর মরদীন ও নিশিবিষ ভূভাগ, এবং পশ্চিমে কিজিল ইর্ম্মক নদী। ইউফ্রেতিস্ নদীর তীরস্থ কতকাংশ ও কাস্পিয় আর্ম্মেণিয়া ইহার সামিল। এই দেশের কতকাংশ রুষ ও কতকাংশ তুরস্কের অধিকারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই দেশ বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এই দেশই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান। জর্ম্মণ জাতির পূর্ব্বপুরুষ এই দেশ হইতে ইউরোপে গিয়া বাস করে। ঐতিহাসিক হিরোদোতসের সময় এই দেশ আরও কিছু বড় ছিল। [Herodotus v 52. দেখ।] ষ্ট্রাবোর মতে এই দেশের উত্তরে অলবনী, ইবেরেশ, এবং পারখোত্রস্* ও ককেশশ্ পর্ব্বত, পূর্ব্বে মহামদ্র (Great Madia ও আত্রপতিন (Atropatene), দক্ষিণে মেসোপোটেমিয়া ও তরাস্ (এলবর্জ) পর্ব্বত, পশ্চিমে তিবরেণী, পথ্যাদ্রি ও স্কিদিস্ পর্ব্বত।

যিহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আর্ম্মেণিয়ার নাম পাওয়া যায় না, তাহাতে তোগর্ম্ম নামে এই স্থানের নাম দৃষ্টি হয়। আর্ম্মেণিয়ার এই কয়েকটী প্রাচীন নাম আছে—হর্ম্মিণী অর্থাৎ মিন্নিখের পর্ব্বত, বন্নি মন্নি অর্থাৎ অর-মিন্নি, অর্ম্মেণা বা অর্ম্মণের দুর্গ। [Asiatic Res. viii. 360,]

আর্ম্মেণিয়ার ভূতত্ত্ব দ্বারা ইহা আমাদের পুরাণশাস্ত্রোক্ত হিরণ্ময় নামক বর্ষের অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হয়।

জেনোফন এই দেশকে কর্দ্দদের বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভৌগোলিকেরা এই দেশকে এই রূপে ভাগ করেন,—কৃষ্ণসাগরের দিক্, চোরকের সমতট, কুর ও আর্পের সমতট, পাষিণক্ষেত্র, আরজ্রুমক্ষেত্র, মুষক্ষেত্র, বিটলিশ উপত্যকা প্রদেশ, এথিন প্রদেশ, খর্পটক্ষেত্র মুরদ সমতট, মুষতাষ হইতে তাইগ্রীস্নদীর তীর অবধি সমস্ত ভূভাগ, সাপনতাষ, বয়জিদ্ ও আরিক্কার্ত্তক্ষেত্র।

কৃষ্ণসাগরের নিকটস্থ প্রদেশ।—তুরস্কের পাশার অধিকারে। ইহার অন্তর্গত ত্রিবিজন্দ প্রদেশ। ত্রিবিজন্দের পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ উপকূল, উহা প্রায় ১৩০ মাইল। এখানকার পর্ব্বত-ভূভাগ সমুদ্র হইতে চারি পাঁচ হাজার ফিট্ উচ্চে। এখানে এক জাতীয় সুপারি, বিচ, আখরোট, কোকড়া, আরণ, বাইশী, শিলাগাছ (Boxwood) এবং দেবদারু জন্মে। অনেক স্থানেই বন ও পর্ব্বতময়। এখানে লাজজাতির বাস। যমুরা, রিজা প্রভৃতি প্রদেশে লাজ জাতি থাকে। এখানে লাজিস্তান নামে পাহাড় আছে। রিজা প্রদেশ বেশ উর্ব্বরা, জল বায়ুও মন্দ নয়। এখানে ভাল পাতিনেবু ও কমলানেবু পাওয়া যায়। লাজিস্তান পাহাড়ে দস্তা ও তামা উৎপন্ন হয়। লাজিস্তানের পূর্ব্বে বাটুম সাগর, এই সাগরের ধারে বিস্তর অঞ্জীর, দাড়িম, আঙ্গুর ও নানা প্রকার নেবু জন্মে। বাটুমের পূর্ব্বে পেরেঙ্গাগিরি। এই পাহাড়টী পুরাণোক্ত পতঙ্গগিরি† বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই কিছু দূরে বৈভ্রাট্ (জ্) বন ছিল, এখন উহা 'বৈবাট্' নগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পেরেঙ্গগিরির নিকট হইতে আরও কতকগুলি পাহাড় কৃষ্ণসাগর হইতে

* অধ্যাপক উইলসন্ ইহার সংস্কৃত নাম 'পারক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকৃত [Ariana Antsqua, p. 147 দেখ

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪২ অঃ।

কাস্পীয় হ্রদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণদিকে সাবনলী নামে একটী গিরি আছে, এটীকে পুরাণোক্ত সাবনস্থলী বলিয়া অনুমিত হয়।

চোরক নদী জোরক নামেও অভিহিত হয়। প্রাচীন নাম অকম্পসিস্। কেহ কেহ প্লিনি কথিত বথাস্ (Bathys) বলিয়া অনুমান করেন। [Pliny vi. c, 4] এই নদীর তীরে বৈবাট্, আৎবিন্ ও অজেরা নগর। এই নদী কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। অজেরা নগর কোলোবা ও পেরেঙ্গা পর্ব্বতের মাঝখানে। এখানে প্রায় আট মাস শীত থাকে। এখানকার লোকেরা দেখিতে সুশ্রী ও বলবান্। ইহারা জর্জ্জিয়া ভাষায় কথা কয়। পেরেঙ্গ পাহাড় হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী অজেরা দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আর কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় সাবনলী গিরিতে আসিয়া মিশিয়াছে। বসন্তকালে এই সকল পাহাড়ে গোমেষাদি চরিতে থাকে।

কুর ও আর্পনদীর কূলস্থ স্থানের মধ্যে কুর, আর্দাহন ও পস্কোভ নামক স্থানে লোকের বসতি আছে। এখানকার লোকেরা মাটির ভিতর ঘর করিয়া তাহাতে বাস করে। এই সকল ঘরে মানুষের এবং পালিত পশ্বাদির জন্য স্বতন্ত্র করিয়া দুইটী দ্বার থাকে। কর নামক স্থানে লোকের বাস অনেক এবং ফসলাদি বেশ উৎপন্ন হয়। শীতকালে এই সকল স্থানে বড় কষ্ট, একে প্রবল শীত, তাহার উপর বরফ পড়িলে, তাহা অধিক দিন ধরিয়া থাকে। কর-প্রদেশের দুই একটী গ্রামে কেবল তুর্ক জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

পাষিণক্ষেত্র—আর্ম্মেণিয়ার মধ্যপ্রদেশ। এখানকার আরজরুমের নিকটস্থ জমি সমুদ্র হইতে প্রায় সাত হাজার ফিট্ উচ্চে। আরজরুমের দক্ষিণদিকে বিনগোল গিরি। এই গিরির উত্তরদিক্ হইতে আরক্সস্ * নদী বাহির হইয়াছে। এই প্রদেশে প্রসিদ্ধ আরারাট পর্ব্বত। [আরারাট দেখ।]

সাবনলী গিরি উচ্চে প্রায় ৫৫০০ ফিট্। ইহার উত্তর-দিক্ আরক্সস্ (আরস্) নদীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে এখানে বরফে ঢাকিয়া যায়। পাষিণক্ষেত্র সাবনলী গিরি হইতে দেবেনবয়িনী নদীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেবেনবয়িনীর নিকট দিয়া আরজরুম ক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। এখানে গম ও যব প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে হসনকালা-নামক স্থানই বিখ্যাত। এখানে সাতটী মঠ ও সাতটী প্রস্রবণ আছে।

আরজরুম ক্ষেত্র—দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল, এবং প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল। এই স্থান বড় উর্ব্বরা, যে সকল শস্য জন্মে, তাহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এখানে ভাল ভাল ঘোড়া, অশ্বতর ও গোমহিষ চরিয়া বেড়ায়। অনেক জায়গা আর্ম্মাণী জাতি ছাড়িয়া যাওয়ায় মরু হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অনেক গ্রামে এককালীন বসতি নাই, কুর্দ্দ জাতি এই সব স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রদেশের প্রধান নগর আরজরুম্ †। এই নগরে পূর্ব্বে লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল, এখন আর তত অধিক লোক নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুষেরা এই নগর অধিকার করেন। এখানে নানা প্রকার বাণিজ্য হয়। কনস্তান্তিনোপল, আসিয়া-মাইনর, ত্রিবিজন্দ, পারস্য, আলেপো এবং দক্ষিণ ককেশশে যাইবার পথ এই স্থানে আসিয়া একত্র হইয়া মিশিয়াছে। আরজরুম্ প্রদেশের পশ্চিমে বিনগোল গিরি। এই পাহাড়ের নিম্নদেশে গুমগুম গ্রাম, উহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৪৩৮ ফিট্ উচ্চে। ইহার কিছু দূরে চারবাহার নদী।

মুষক্ষেত্র—মুরদ হইতে তরাস, আবার তথা হইতে ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মুষতাঘ বা মুষগিরি এই প্রদেশের পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে। এই স্থান আরজরুমের ন্যায় তত শীতপ্রধান নয়, বরফের উপর দিয়া মালগাড়ী যাতায়াত করে। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান ও তামাক প্রধান। পর্ব্বতের দিকে দক্ষিণভাগে আঙ্গুর জন্মায়, উহাতে মদ্য প্রস্তুত হয়। মুষগিরিতে বিস্তর রেউচিনির গাছ হয়। পশুর মধ্যে এখানে ভাল জাতের ঘোড়া, গরু, মহিষ ও বহুতর মেষ দেখা যায়। এখানে অধিকাংশই আর্ম্মাণীর বাস। মধ্যে মধ্যে কুর্দ্দজাতির বসতি আছে। কুর্দ্দগণ তুরস্কের পাশাকে ইষ্টাক অর্থাৎ শীতকালের কর দিয়া থাকে। এই প্রদেশের দক্ষিণে মুষনগর, এ নগরটীর অবস্থা নিতান্ত হীন। এখানে পাঁচ সাত শত মুসলমান এবং প্রায় ততগুলি আর্ম্মাণীর বাস।

এই প্রদেশে মহিষে শকট টানে। গ্রীষ্ম ও হেমন্তের

* এই নদীকে কেহ কেহ পুরাণোক্ত অরুণোদ নদী বলিয়া মনে করেন।

† ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বেদোক্ত 'রুমের স্থান' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (Arian Witness ও ঋগ্বেদ ৮।৪।২ দেখ।)

সময় মুষক্ষেত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা বেড়ায়। মুষগিরির দক্ষিণপার্শ্বে খর্জ্জন নামে এক জাতীয় কুর্দ্দ বাস করে, তাহারা রাত্রিকালে পাহাড় হইতে আসিয়া আর্ম্মাণীদের গোমহিষাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইত। এখন তাহারা এইরূপ করে কি না জানা যায় নাই।

মুষক্ষেত্রের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমায় বিটলিশ প্রদেশ। ইহার দুই পার্শ্বে পর্ব্বত, মাঝখান দিয়া কতকগুলি নদী বহিয়া যাইতেছে। এখানকার বিটলিস্ নগরে অনেকগুলি বাজার আছে। আর্ম্মেণিয়া ও কুর্দ্দিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এইখানে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাড়ীগুলি পাথরে তৈয়ারী। এখান হইতে মধু, মোম, পশম, গঁদ ও মাজুফলের বাণিজ্য হয়।

আরজরুম ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং করনদী হইতে কিছু দূরে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে—এই স্থানে তর্জ্জন ও অর্জ্জিঙ্গন ক্ষেত্র। এখানে কতকগুলি তুর্ক ও আর্ম্মাণীর বাস, এখানকার লোকেরা কুর্দ্দ দস্যুদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। ঐ দস্যুরা দুজিক পাহাড়ে বাস করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে 'কিজিলবাস' অর্থাৎ লাল মাথা বলিয়া থাকে। ইহারা সকলেই পৌত্তলিক। এক গোছা কাঠে ভাল কাপড় জড়াইয়া, তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। এই জাতির এক জন বড় লোক মরিলে, তাহার সহিত তাহার সঞ্চিত ধনাদিরও সমাধি হয়। ইহাদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শনে বোধ হয়, ইহারা পুরাণোক্ত কিরাত জাতির শাখা। [কিরাত দেখ।]

এই প্রদেশের পশ্চিমদিকে অর্জ্জিঙ্গন নগর, এই নগরে প্রায় তিন হাজার বাড়ী আছে। বাড়ীগুলি মাটীর উপরে নির্ম্মিত, এ ছাড়া অনেকগুলি বাগান আছে। এই সকল বাগানে আঙ্গুর, নেবু ও নানা প্রকার ফল হয়। এখানে গম অধিক পরিমাণে জন্মে।

এঘিন উপত্যকা প্রদেশ।—করসু (নদী) অর্জ্জিঙ্গন ক্ষেত্র দিয়া বামে দুজিকতাঘ ও দক্ষিণে অস্তিতরাস পর্ব্বত রাখিয়া কেউমের নদীতে আসিয়াছে—এই নদীর উপরের জায়গা এঘিন। এঘিন উপত্যকায় গিরিমালা প্রায় ৪০০০ ফিট্ উচ্চে উঠিয়াছে। এখানে গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা, শীতকালে তেমন বরফ জমে না। এখানে সাতুত গাছ অধিক, অধিবাসীরা তুত ফল খাইয়া থাকে, এই তুত চোঁয়াইয়া আবার মদ তৈয়ারী হয়। আঙ্গুর ও অপরাপর গাছও জন্মে। উপত্যকায় গলগণ্ড রোগের বড় প্রাদুর্ভাব।

মুরদের সমতট—খর্পুট ও মুষক্ষেত্রের মধ্যে। ইহার পূর্ব্বদিকে পেরেজ সু (নদী)। খর্পুটক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি মুরদ নদীর দিকে ঝুঁকিয়া আছে। মুরদ পার হইবার জন্য পলুর পশ্চাতে একটা প্রাচীন সেতু আছে, উহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২৮১৯ ফিট্ উচ্চে। পলুনগর নদীর দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখন মুসলমান ও আর্ম্মাণীর বাস। পলুর পার্শ্ব দিয়া কতকগুলি পাহাড় নিম্নাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, এই পাহাড়ের নিকট কতকগুলি গ্রাম আছে, তাহাতে কেবল দ্রাক্ষালতার বন, তাহার কিছু দূরে ভাল ভাল চাষের ক্ষেত। ঐ সব ক্ষেতের উত্তরদিক্ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিয়াছে, এখানকার মেজিরা গ্রাম সমুদ্র হইতে প্রায় ৫২৪৫ ফিট্ উচ্চে। এ প্রদেশে তুরঙ্গবীন ও মাজু ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গ্রামবাসীরা—গরু, বলদ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও কেহ কেহ ঘোড়া রাখে। মুরদ নদী হইতে তথ্‌তা কোপ্রি সু নামে একটা উপনদী বাহির হইয়াছে, ইহার সঙ্গমস্থলের নিকট বোঘলন গ্রাম। এই গ্রামের ৫ ক্রোশ দূরে চাঙ্গেরী নামে একটা আশ্রম আছে, এখানে আর্ম্মাণীরা তীর্থ করিতে আসে।

খর্পুটক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সোফেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে মুনস্থরতাঘ, গোলতাঘ, ও খর্পুটগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এখানে করসু ও মুরদ নদী বহিতেছে। উভয় নদীর সংযোগস্থানের নিম্ন দিয়া ইউফ্রেতিস্ নদী চলিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে নানা কন্দর ও পর্ব্বতমালায় আকীর্ণ। ইহার বামে খর্পুটগিরি, দক্ষিণে গোলতাঘ। এই সকল পাহাড়ে তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই, স্থানে স্থানে কেবল লোহা, তাঁবা ও দস্তা পাওয়া যায়। খর্পুটগিরির কাছে একটা ছোট পাহাড় আছে, এখানকার মাটী খুব উর্ব্বরা। খর্পুটপ্রদেশ তুরুষ্কসাম্রাজ্যের মধ্যে শস্যশালী ভূমি। এখানে নানাপ্রকার শস্য জন্মে, তন্মধ্যে অন্য স্থান অপেক্ষা দশ বার গুণ গম উৎপন্ন হয়। এইস্থানে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম বোধ হয়। কুর্দ্দজাতি এখানে বড় উপদ্রব করিয়া থাকে, তাহারা সুবিধা পাইলে অধিবাসীদের সম্পত্তি লুট করিয়া পলায়ন করে।

মুষতাঘ ও তাইগ্রীস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—ইউফ্রেতিস্ নদীর পূর্ব্বদিক্ দিয়া বরাবর গিরিশ্রেণী চলিয়াছে, ঐ গিরিমালার নাম মুষতাঘ। উহা আবার মুরদ ও তাইগ্রীস্ নদীর মধ্য দিয়া বাণহ্রদের পশ্চিমদিকে নিমরুদতাঘে গিয়া মিশিয়াছে। এই পর্ব্বত দিয়া অনেকগুলি স্রোতস্বতী বহিতেছে। মুষক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে তিনটী পাহাড় পরে

পরে সার দিয়া আছে, এই তিনটীর নাম কোষমতাগ, অণ্ডোষ বা কণ্ডুস্তাঘ এবং দারকুষতাঘ। দারকুষতাঘ অত্যন্ত বন্ধুর। এই পাহাড়ে উঠা-নামা অতিশয় কষ্টজনক। খর্জ্জন পর্ব্বতের পথ আরও ভয়ঙ্কর, এখানে ভার লইয়া কোন পশু চলিতে পারে না। এই প্রদেশের কোলব-সু নদীর তটে কুর্দ্দদের দলপতির বাসস্থান আছে। এখানে আষাঢ় শ্রাবণমাসে জমিতে শস্য বপন করে। দরকুষগিরি হইতে সরুম নদী বাহির হইয়াছে, এই নদীর তটে উৎকৃষ্ট তরমুজ জন্মে। এখানকার মাটীতে কাদা হইলে, তাহা দেখিতে সাদা হয়। এখানে গ্রীষ্মকালে বাতাসের সঙ্গে লু চলে। সরুমনদীর পশ্চিমদিকে হজেরো, ইনিজে ও খিনি নামে তিনটী ভূভাগ। এগুলি পূর্ব্বে তুরুষ্কের বেগদিগের অধিকারে ছিল। মুষতাঘের ভূভাগ সকলের দক্ষিণ দিয়া বরাবর তাইগ্রীস্ নদী চলিয়াছে। এই নদীর জল ভাল নয়, ইহার তীরবর্ত্তী ভূভাগের লোকের প্রায়ই শিরারোগ (Vena Medinensis) হয়। ইহার তীরে প্রাচীন স্তূপ ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

তাইগ্রীস্ নদীর উপরাংশে মুবেরেক ও দিয়র বেক্র নামে দুইটী প্রদেশ আছে। নিম্নভাগে বা তীরে জেবেল জুদি পাহাড়। মুসলমানেরা বলে, এইখানে নোয়ার জাহাজ লাগিয়াছিল। ইহার নিকটস্থ ভূভাগসমূহে কুর্দ্দজাতির বাস। এখানকার বুতান নামক পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশ (আর্ম্মাণী কাথলিক) য়াকুব সম্প্রদায়, নেস্তোর সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ও য়েজেদীরা বাস করে। এখানে শস্য হইবার সময় কুর্দ্দজাতি দেখা দেয়, অপর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে মেষপাল চরাইয়া বেড়ায়, সময়ে সময়ে ডাকাতি করিয়া থাকে। এসব স্থানে ইঁদারা হইতে জল পাওয়া যায়; পাহাড়ের কাছে কেবল ঝরণা আছে।

বাণহ্রদের উপকূল প্রদেশ—বিটলীশ নগর হইতে কর্কুতাঘ, তথা হইতে মুষতাঘ পর্য্যন্ত। এখানে অর্জরোষ-তাঘ মুষতাঘের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাণহ্রদের দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বদিকে হ্রদের ধারে একটী স্বতন্ত্র ধাতুনিঃস্রাবের পাহাড় আছে। এটাকে কমেল তদ্বান্ (অর্থাৎ উটের মত) বলে। পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর বস্তন গ্রাম, ইহার উচ্চ ভূভাগে একটী কোট রহিয়াছে। এখানকার অঙ্গেল চৈ নদীর তীরে মাহ্মুদ বে নামে কুর্দ্দাধিপতির একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে। বাণহ্রদের পূর্ব্বপ্রদেশ পর্ব্বতময়।

বাণপ্রদেশের প্রধান নগর বাণ। এ নগরটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ এইরূপ, রাণী সেমিরামিস্ এই নগর স্থাপন করেন। কীলরূপা শিল্পলিপির দ্বারাও তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগরে কেলিকো বস্ত্রের আমদানী হয়। এখানকার গম পারস্যে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাণহ্রদের উত্তরতীরে সাপনতাঘ নামে একটী নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে। হ্রদ হইতে এই পর্ব্বতটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার উচ্চ শৃঙ্গ কৃষ্ণসাগর হইতে প্রায় ১০,০০০ ফিট্ উচ্চে। এই পাহাড়ে উঠিলে আরারাটের উচ্চশৃঙ্গ দুটী বেশ দেখা যায়। এই পাহাড়ের গহ্বরে রাশি রাশি বরফ পড়িয়া থাকে।

কোষোতাঘ ও আরারাটের মধ্যে আরিক্দে প্রদেশ। এখানকার জমি বেশ উর্ব্বরা ও জলবায়ু ভাল। এখানে প্রায় ত্রিশখানি গ্রাম আছে, তিনখানিতে কেবল আর্ম্মাণীর বাস। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ সকল গ্রামে আর্ম্মাণীরা বাস করিত, কিন্তু এই বর্ষে রুষদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে তাহারা জর্জ্জিয়াতে গিয়া বাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে উচ্-কিলিস নামে একটী প্রাচীন মঠ আছে। এখানকার প্রধান স্থানের নাম তোপরাক্কালে।

ভূতত্ত্ব—আর্ম্মেণিয়ার সকল স্থান পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। কতকাংশ কেবল জলে পূর্ণ ছিল; সেই জলের অবশিষ্ট অংশ বাণ, উর্ম্মিয়া ও কাস্পীয় হ্রদ। এই দেশের অনেক স্থানেই চুর্ণস্তর আছে।

ইতিবৃত্ত—ইহার প্রাচীন নগরের নাম আর্ত্তক্সতা। কথিত আছে, পুরাকালে একজন হানিবল আর্ত্তক্সীয়স্ নামে আর্ম্মেণিয়ার রাজার সহিত এখানে আসিয়া আশ্রয় লয়। এখানকার পুরাতন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, কীলরূপা শিল্পলিপি ও প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে নানাজাতির লোক এই দেশে আসিয়া বাস করিত। ভারতবর্ষের হিন্দুরাও এদেশে আসিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সৈরীয়দেশের একজন পাদ্রী লিখিয়াছেন—একদল হিন্দু এইখানে প্রবাসে আসে। তাহারা দেমিতর ও কিসন্লি নামক দেবতার পূজা করিত, এছাড়া আরও কতকগুলি দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, আষ্টিষট্ নগরে তাহারা দেবতার কাছে বলি দিত। [Journal of As. Soc. Bengal Vol. V. 331 দেখ।]

আর্ম্মাণীরা বলিয়া থাকে, তাহাদের আদিপুরুষ ও প্রথম রাজা হৈগ। তিনি তোগর্মের পুত্র, আসীরীয়-রাজ বেলাসের অত্যাচারে নিজ জন্মভূমি সীনেয়ার পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আসিয়া আশ্রয় লন। বেলাস্ হৈগের

অনুসরণ করিয়াছিলেন, হৈগের হস্তেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হয়। (খৃষ্টের বাইশ শতাব্দী পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে।)

তৎপরে তিনশত বৎসর গত হইল। হৈগের পাঁচপুরুষ একে একে রাজত্ব করিলেন, তৎপরে হৈগবংশীয় আরাম আর্ম্মেণিয়ার রাজা হইলেন। তিনি মিডিয়া, আসীরীয় ও কপ্পডোনিয়া জয় করেন। ঐ সকল দেশের লোকেরা তাঁহাকে আবনিদিয়স্ বলিয়া ডাকিত। এই আরামের নামানুসারে এ দেশের নাম আর্ম্মেণিয়া হয়। আরামের পুত্র আরা রাণী সেমিরামিসের হস্তে নিহত হন। আরার মৃত্যুর পর এই দেশ আসীরীয়ার অধীন হইল। সার্দ্দনপলাসের সময় হইতে আর্ম্মেণিয়া পুনরায় স্বাধীন হয়। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে হৈকক রাজা হন। তাঁহার পরে দিক্রাণ বা তিগ্রনেশ রাজা হইলেন, তিনি মিডুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সাইরাশের (কয়রুষের) সাহায্য করেন। এখানকার লোকের বিশ্বাস, তিনিই তিগ্রণোকর্ত্ত নগর স্থাপন করেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এদেশের রাজা বহয়্ দরায়ুসের সঙ্গে মিলিত হইয়া মাকিদনদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাঁহার ইহলীলা শেষ হয়। তৎপরে আর্ম্মেণিয়া অনেক দিন গ্রীকের অধীনতা স্বীকার করে। কিছু দিন পরে আর্ত্তক্সিয়স্ ও জরিআদ্রাস্ নামে দুইবীর জন্মভূমিকে শত্রু কর হইতে মুক্ত করেন, এই সময় আর্ম্মেণিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়। একটী ছোট আর্ম্মেণিয়া, আর একটী বড় আর্ম্মেণিয়া। উভয় স্থান ক্রমান্বয়ে ইউফ্রেতিস্ নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছিল। বড় আর্ম্মেণিয়া আর্ত্তক্সিয়সের বংশধরেরা পায়। ২৩২ খৃষ্টাব্দে অর্দেশীর আর্ম্মেণিয়া আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে ঐ দেশ অনেক দিন পারস্যের অধিকারে ছিল।

২৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেণিয়ার অনেক লোক গ্রেগরি নামক এক জন খৃষ্টান কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে শাসনবংশের অবনতির সঙ্গে আর্ম্মেণিয়ার বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক ও মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে এই দেশের কতকাংশ গ্রীক ও কতকাংশ তুর্কের ভোগ দখলে আসে। ইহার পর বহুদিন আর্ম্মেণিয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুষ ও তুরুষ্কের যুদ্ধে কতকাংশ রুষেরা অধিকার করিয়া লয়।

আর্ম্মেণিয়ার লোকদিগকে আর্ম্মাণী বলে। ইহারা অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে, শিঙ্গাপুরে, আফগানিস্থানে, সিরীয় ও ইজিপ্ট প্রভৃতি নানাদেশে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা তুর্ক; তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাই অধিক। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ভাষার সহিত আর্য্যজাতির প্রাচীন ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ভাষায় সাইবেরিয়া ও এসিয়ার অপরাপর ভাষা মিশ্রিত। এই ভাষা বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। ইহার শব্দ-যোজনা গ্রীক ভাষার ন্যায়।

প্রাচীন আর্ম্মাণীরা আর্য্যজাতিসম্ভূত। তাহারা অপরাপর জাতির ন্যায় নানা প্রকার উপাসক ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এক্ষণে অধিকাংশ আর্ম্মাণী খৃষ্টান।

আর্য্য (পুং) আর্য্যতে গম্যতে পূজ্য। ঋ-ণ্যৎ। মহাকুল। কুলীন। সভ্য। সজ্জন। সাধু। (মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্যসজ্জনসাধবঃ। অমর।) পূজ্য। শ্রেষ্ঠ। সঙ্গত। নাট্টোক্তিতে মান্য। উদারচরিত। শান্তচিত্ত। সৌবিদল্ল। রাজার অন্তঃপুর-রক্ষক। (আর্য্যঃ সাধুঃ সৌবিদল্লে। বিশ্ব।) ।*। বেদোক্ত প্রাচীন জাতিবিশেষ। বর্ত্তমান প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির আদিপুরুষ।

এই জাতির উৎপত্তি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সম্বন্ধনির্ণয় একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই জাতির উপর সভ্যজগতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক, অতি প্রাচীন কালে আর্য্য শব্দটী কিরূপে ব্যবহৃত হইত। জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় আর্য্য নামটী অনেকবার প্রয়োগ করা হইয়াছে,—তন্মধ্যে আবশ্যক বিবেচনায় কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলাম;—

১ বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো
বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। ঋক্ ১।৫১।৮।

২ বিদ্বান্ বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং
সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র। ১।১০৩।৩।

৩ অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু
জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়। ১।১১৭।২১।

৪ ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং। ১।১৩০।৮।

৫ হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী
দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ। ৩।৩৪।৯।

১। হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য, আর কাহারা দস্যু, তাহা জান। কুশ-যজ্ঞের হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর। (অনুবাদ।)

২। হে বজ্রিন্! (আমাদের প্রার্থনা) জানিয়া দস্যুদের প্রতি অস্ত্র (নিক্ষেপ কর), হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের সমর্থ ও ধন বৃদ্ধি কর।

৩। (হে অশ্বিদ্বয়!) বজ্রের দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্যের প্রতি জ্যোতিঃপ্রকাশ কর।

৪। ইন্দ্র যুদ্ধের সময়ে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

৫। (ইন্দ্র) হিরণ্ময় ধন দান করিয়াছেন; দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

৬ অহং ভূমিমদদামার্য্যায়াহং
বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়। ৪।২৬।২।

৭ যযা দাসান্যার্য্যাণি বৃত্রা করো
বজ্রিন্‌ৎসুতুকা নাহুষাণি। ৬।২২।১০।

৮ ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা
বৃত্রাণ্যার্য্যা চ শূর। ৬।৩৩।৩।

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে 'আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ' (নিরুক্ত ৬।২৬) আর্য্যশব্দের অর্থ ঈশ্বরপুত্র এইরূপ লিখিয়াছেন।

সায়ণাচার্য্য—পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌গুলির ভাষ্য করিবার সময় আর্য্য শব্দের এইরূপ নানা অর্থ করিয়াছেন ;—

১ বিজ্ঞযজ্ঞানুষ্ঠাতা, ২ বিজ্ঞস্তোতা, ৩ বিজ্ঞ, ৪ অরণীয় বা সর্ব্বগন্তব্য, ৫ উত্তমবর্ণ, ত্রৈবর্ণিক, ৬ মনু, ৭ কর্ম্মযুক্ত, ৮ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ। *

শুক্লযজুঃসংহিতায় (১৪। ৩০।) আর্য্য শব্দের ভাষ্য-কালে মহীধর 'স্বামী ও বৈশ্য' † এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের প্রয়োগ দ্বারা এবং যাস্কের অর্থ দ্বারা জানা যাইতেছে, আর্য্য শব্দ মানবকে বুঝাইত। এই মানবজাতি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, সায়ণের ভাষ্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এখন স্থির হইল আর্য্য একটী মানবজাতি। কিন্তু আর্য্য নাম হইবার কারণ কি?—এখনকার পণ্ডিতগণের মতে ঋ-ণ্যৎ করিয়া আর্য্য শব্দ হয়। ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যাপ্ত করা। অতএব আর্য্য শব্দের মূল অর্থ—সায়ণোক্ত 'অরণীয় বা গন্তব্য' হইতেছে। এই জাতি সর্ব্বত্র গমন করিত বলিয়া, আর্য্য এই নাম হইয়া থাকিবে। আর্য্য শব্দের আর একটী রূপ অর্য্য।—মহীধরের মতে আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য। এই মত ধরিলে এই জাতি বৈশ্য ছিল বা ব্যবসা করিতে সর্ব্বত্র যাইত বলিয়া আর্য্য নাম হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্‌ ‡ ধাতু হইতে অর্য্য শব্দ সিদ্ধ করেন। অর্‌ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। লাটীন, গ্রীক্‌, এংলোস্যাক্‌সন্‌, ইংরেজী, রুষ, আয়রিশ্‌, কর্ণিশ, ওয়েলস্‌, প্রাচীন নর্স, লিথুএনিক্‌ প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষার হল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষিকার্য্য করিতে বলিয়া আর্য্য নাম হইয়াছে। ইউরোপীয় উক্ত জাতিগুলিও এই আর্য্যজাতি হইতে সমুদ্ভূত।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আসীরীয়ার শিল্পলিপির অরি শব্দ হলবাচক, এই শব্দটীও আর্য্যের প্রতিরূপ হইতে পারে।

অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ধরিলে স্বীকার করিতে হয়, আর্য্য এই নাম প্রাচীন কৃষক জাতিকে বুঝাইত। আর্য্যেরা তবে কি কৃষক ছিলেন? হইতে পারে প্রাচীন জাতির মধ্যে কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবনোপায় ছিল, তাই বলিয়া কি আর্য্যশব্দ কৃষিপদবাচ্য হইতে পারে? কি বৈদিক, কি লৌকিক উভয়বিধ প্রয়োগেই আর্য্যশব্দ শতবার লিখিত হইয়াছে, কিন্তু, কই আর্য্যশব্দ অথবা এই শব্দের মূল ঋ ধাতু হল বা ভূমিকর্ষণ অর্থে কোথাও প্রয়োগ দেখা যায় না। যেখানে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ আছে, সেইখানেই 'শ্রেষ্ঠ' ও 'বিজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থে বিশেষিত হইয়াছে। তাই বলি, সায়ণের 'অরণীয়' অর্থই আর্য্যশব্দের মূল অর্থ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় বৈদিক সময়ে এই জাতি নানাস্থানে গিয়া বাস করিতেছিল, সেই কারণে আর্য্য এই নাম হইয়া থাকিবে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐর্য্য* শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক সাধারণ এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর্ম্মাণী ভাষায়—অরি শব্দের অর্থ ইরাণি ও সাহসিক। অতএব যখন বেদ ব্যতীত এসিয়াখণ্ডের অপর প্রাচীন ভাষাতেও বিকৃতাকার প্রাপ্ত আর্য্যশব্দের অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এই অর্থের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে না। তখন তাহাদের কথিত আর্য্যশব্দের মূল অথবা অর্‌ ধাতুর অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এইরূপ ভাব গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিলাম না। আমরা সায়ণের মতকেই এস্থলে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়া গ্রহণ করিলাম।

৬। আমি (ইন্দ্র) আর্য্যকে ভূমিদান করিয়াছি। আমি মর্ত্ত্যকে (হব্যদাতাকে) বৃষ্টি দান করিয়াছি।

৭। হে বজ্রিন্‌! তুমি যে ধন দ্বারা মানবশত্রু দাস ও আর্য্য সকলকে জেয় করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! হে শূর! তুমি আর্য্য ও দাস উভয়বিধ শত্রুকে বধ করিয়াছ।

* ১ 'বিদুষোঽনুষ্ঠাত্রীন্‌', ২ 'বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ'. ৩ 'বিদুষে', ৪ 'অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যম্‌', ৫ 'উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম্‌', ৬ 'মনবে', ৭ 'কর্ম্ম-যুক্তানি', ৮ 'কর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি।'—পূর্ব্বোক্ত ঋকের সংখ্যানুসারে ভাষ্য দেওয়া হইল।

† 'শূদ্রার্য্যৌঃ—অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ' বেদদীপ।

‡ অর্‌ ধাতু সংস্কৃত ভাষায় নাই।

* কবশজী এদল্‌জী কাঙ্গা কৃত বন্দীদাদের গুজরাটী অনুবাদের শেষে একখানি অভিধানে ঐর্য্য শব্দের আসল অর্থ অর্য্য ও আর্য্য গৃহীত হইয়াছে। (ঐ অভিধান ২ পৃষ্ঠা দেখ।) এই ঐর্য্য শব্দ হইতে ফার্শী ইরান্‌ শব্দ হইয়াছে।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে, ইন্দ্র আর্য্যকে পৃথিবী দান করেন, (ঋক্ ৪। ২৬। ২) এবং দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকবার তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৩। ৩৪। ৯)। সেই সময় দাস বা দস্যুরাই আর্য্যজাতির প্রধান শত্রু ছিল। আর্য্যেরা যজ্ঞ করিত, দস্যুরা তাহার অনিষ্ট উৎপাদন করিত। (১। ৫১। ৮)।

ঋগ্বেদে (৩। ৩৪। ৯ ঋকে) আর্য্যবর্ণ এবং অপর অনেক স্থলেই আর্য্য ও দস্যু বা দাসের প্রসঙ্গ আছে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, এই দুই জাতিই বৈদিককালে প্রবল ছিল। [দস্যু শব্দে দস্যু বা দাস জাতির বিবরণ দেখ।]

এখন স্থির হইল, আর্য্য একটী স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি।

আদিনিবাসনির্ণয়—এই প্রাচীন মহাজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যখন দেখা যাইতেছে, অনন্তকাল হইতে এই আর্য্য নাম চলিয়া আসিতেছে, তখন কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, এই আদি সভ্যজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? প্রমাণিত হইয়াছে, ঋক্‌সংহিতা জগতের আদিগ্রন্থ, অতএব এই সংহিতায় আর্য্যজাতি প্রসঙ্গে যে যে দেশ, নগর, নদ, নদী ও পবিত্র স্থানের উল্লেখ থাকিবে, স্বীকার করিতে হইবে সেই সেই স্থানে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন। হয় ত অনেকে বলিতে পারেন, ঋক্‌সংহিতায় কেবল দেবাদির স্তুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যগণ আপনাদের আদিম আবাসের কথা উত্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; তবে প্রসঙ্গক্রমে যে যে দেশের নাম কথিত হইয়াছে, হয় ত সেই সেই স্থানে আর্য্যজাতির বাস না হইতে পারে, কারণ সেই সেই স্থলে এমন কিছু উল্লেখ নাই, যে আর্য্যগণ সেই সেই দেশেই বাস করিতেন। এইরূপ আপত্তি অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আর্য্যঋষিরা প্রীতি, সম্ভ্রম, ভয় ও ভক্তিভাবে যে যে দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কিংবা তাঁহাদের পূর্ব্ব পিতৃগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, হয় ত তাঁহারা সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, কিংবা তাঁহারা সেই স্থান হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হইবে, সেই জন্য বেদে সেই সেই নাম উক্ত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখা যায়, যাহা দ্বারা তাহারা কিছুমাত্র উপকার পাইত, যাহাকে দেখিলে তাহাদের বিশেষ ভয় হইত, কিংবা যাহারা তাহাদের অতিশয় অনিষ্টকারী হইত, তাহাদের তুষ্টিবিধানের জন্য তাহারা দেবতা গুরু প্রভৃতি জ্ঞানে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্বোধন করিত। তাই ঋক্‌সংহিতায় সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদীও নানাভাবে সম্বোধিত হইয়াছে। সমস্ত ঋক্‌সংহিতা মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে এই কয়েকটী দেশ ও নদনদী প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়; যথা—অজ, আর্জীক, আর্জীকীয়, উদব্রজ, কীকট, ক্রুত্ব, গন্ধার, গুঙ্গু, যক্ষু, রুশম, শারদী ও শিগ্রু এইগুলি জনপদ।

অংশুমতী, অঞ্জসী, অনিতভা, অশ্মন্বতী, অসিক্লা, আপয়া, আর্জীকীয়া, কুভা, কুলিশী, ক্রমু, গঙ্গা, গোমতী, গৌরী, জাহ্নবী, তৃষ্টামা, দৃষদ্বতী, পরুষ্ণী, মরুৎবৃধা, মেহৎনু, বিপাট্, যমুনা, রসা, বিতস্তা, বীরপত্নী, শিফা, শুতুদ্রী, শর্য্যণাবতী, শ্বেতয়াবরী, শ্বেতী, সরযূ, সরস্বতী, সিন্ধু, সুবাস্তু, সুসোমা, সুসর্ত্তা, সীতা বা সীরা, হরিয়ূপীয়া বা যব্যাবতী এইগুলি নদী বা সরঃ।

যে সকল স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, তাহা স্বভাবতঃই শরৎ ও হিমপ্রধান।

নিম্নলিখিত ঋক্‌গুলি দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

১ "পুষ্যেমে তনয়ং শতং হিমাঃ।" ঋক্ ১। ৬৪। ১৪। হে মরুৎগণ! এরূপ তনয়কে আমরা শতহিম (বৎসর) পোষিত করি।

২ "তরেম তরসা শতং হিমাঃ" ৫। ৫৪। ১৫। (এই স্তোত্রবলে) আমরা শত হেমন্ত (বৎসর) অতিবাহিত করিব।

৩ "মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ" ৬।১০।৭,-১২।৬,-১৩।৬। আমরা যেন শত হেমন্ত সুখভোগ করি।

৪ "তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং।" ১। ৭২। ৩। হে অগ্নি! (মরুদ্গণ) তিন শরৎ (বৎসর) পূজা করিয়াছিলেন।

৫ "দদাশিম শরদ্ভির্মরুতো বয়ং।" ১। ৮৬। ৬। মরুদ্গণের আশ্রয়ে তোমাদিগকে বহু শরৎ হব্য দান করিব।

৬ "চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।" ২। ১২। ১১। চল্লিশ শরৎ অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছিলেন।

৭ "বি য়ে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচং।" ৭। ৬৬। ১১। যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি এবং ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮ "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্।" ৭।৬৬।১৬। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ* বাঁচিয়া থাকি।

উক্ত ঋক্‌গুলি ব্যতীত শরৎ ও হেমন্তের প্রসঙ্গ অনেক

* পূর্ব্বোক্ত হিম ও শরৎ শব্দ তৎকালে বর্ষবাচক ছিল।

স্থলেই আছে *। এখন দেখা যাউক, উপরোক্ত স্থানাদিতে কেবল হেমন্ত ও শরৎ ঋতুর প্রাধান্য থাকা সম্ভব কি না? এবং উক্ত স্থানগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান সমধিক প্রাচীন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেন?

ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলে লিখিত হইয়াছে,—

"অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে।" ঋক্ ১। ৩০। ৯।

পুরাতন আবাস হইতে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান করি। পিতা পূর্ব্বে যাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।— এই ঋকে জানা যাইতেছে, আর্য্য ঋষির পিতৃপুরুষগণের স্বতন্ত্র কোন পুরাতন আবাস ছিল। কিন্তু কোথায় সেই আবাস?

এই প্রথম মণ্ডলে প্রথমে সরস্বতী, তৎপরে সিন্ধু নদীর উল্লেখ আছে। এই দুইটীর সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, এই দুইটীর মধ্যেই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস থাকা বা প্রথম উপনিবেশ হওয়া সম্ভব।

সরস্বতী নদী কোথায়? এই নদীর নাম দেখিয়া বোধ হয় যেন এই নদীর সঙ্গে আদিম আর্য্যগণের বিশেষ সংস্রব ছিল।

সমস্ত ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী শব্দটী প্রায় ৭৫ বার আছে। তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশবার নদীরূপে স্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েক স্থান উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। "পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।" ১।৩।১০।
"মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি।" ১।৩।১২।

(এই) সরস্বতী শোধয়িত্রী এবং অন্নদানযোগ্যা অন্নবতী।— সরস্বতী বহিয়া মহান্ জল উৎপাদিত করিয়াছেন।

২। "ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু
গিরীণাং তবিষেভিরূর্ম্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ
সরস্বতী মা বিবাসেম ধীতিভিঃ।" ৬।৬১।২।

ইনি বিসখার ন্যায় নিজ বলে এবং মহান্ তরঙ্গাঘাতে গিরিসমূহের সানু সকল ভাঙ্গিতেছেন। আমরা রক্ষা পাইবার জন্য স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা অতি দূরদেশে বিদ্যমানা পারাবারঘাতিনী সরস্বতীর সেবা করিতেছি।

৩। "উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ।" ৬।৬১।১০।

আমাদের প্রিয়া সপ্তভগিনীযুক্তা (পুরাতন ঋষি কর্ত্তৃক) সেবিতা দেবী সরস্বতী যেন আমাদের স্তুতিযোগ্যা হন।

* ঋগ্বেদে দুইবার মাত্র গ্রীষ্ম ও বসন্তের উল্লেখ আছে। ঋক্ ১০। ৯০। ৬, ১০। ১৬১ : ৪ দেখ। এই দুই ঋক্ ঋক্‌সংহিতার প্রাচীন অংশ নয়।

৪। "সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ
পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা
ত্বং ক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম" ৬।৬১।১৪।

হে সরস্বতি! আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। আমরা যেন হীন হই না। তুমি (অধিক) জল দ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদের সখী ও বাসযোগ্য হও। তোমার (উপকূলস্থ) ক্ষেত্র হইতে আমরা যেন নিকৃষ্ট স্থানে না যাই।

৫। "একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী
গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।" ৭।৯৫।২।

শুদ্ধা গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতা একা সরস্বতী (প্রার্থনা) জানিয়াছিলেন।

৬। "বর্দ্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্।" ৭।৯৫।৬।

হে শুভ্রে! বর্দ্ধিত হও, যে স্তব করে তাহাকে (অন্ন দাও)।

উক্ত প্রয়োগগুলি পাঠে এই অনুমান হয় যে, এককালে সরস্বতী প্রবল তরঙ্গাকুল ছিল, এই নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে,—সময়ে সময়ে এই নদীতে বোধ হয় জল থাকিত না, তখন ঋষিগণ জল বর্দ্ধিত হইবার জন্য দেবীভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেন। এই নদীর সাতটী ভগিনী অর্থাৎ সাতটী নদীর সহিত সংস্রব ছিল। কিন্তু এই সাতটী নদীর নাম একত্র কোন স্থলে প্রয়োগ নাই। ঋক্‌সংহিতায় (৮।৫৪।৪) সরস্বতী ও সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে, ঐ সপ্তসিন্ধুই বোধ হয় সরস্বতীর ভগিনীরূপে অভিহিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ নদী লইয়া সপ্তসিন্ধু ধরা হইত, তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

কোন কোন স্থানে (১) সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও আপয়া (৩।২৩।৪), কোন স্থানে বা (২) সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধু (১০।৬৪।৯), কোন স্থলে সরস্বতী সপ্তথা (৬। ৬১।১২) ও সপ্তথী (৭।৩৬।৬) অর্থাৎ সপ্তমস্থানীয়া;— এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে কি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরযূ নদীর সঙ্গেও সরস্বতীর সংস্রব ছিল? এ দেশে বহুদিন হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, গঙ্গা, যমুনা ও

(১) "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"
হে অগ্নি! তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতীর (তীরস্থ) মানুষের ঘরে দীপ্ত হও।

(২) "সরস্বতী সরযূঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।"
সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধু মহাতরঙ্গাকুলা বেগশীলা, এই নদীসকল রক্ষা করিতে আসুন।

সরস্বতী প্রয়াগের নিকট একত্র মিলিত ছিল, কিন্তু এখন সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। যে নদী অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান গঙ্গানদী অপেক্ষা সমধিক পুণ্যসলিলা ও পূজনীয়া ছিলেন, এখন সেই সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব কোথায়? কালে পর্ব্বত সাগর হইয়া যায়, সাগর আবার বহুজনাকীর্ণ জনপদে পরিণত হয়। প্রতিনিয়ত স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম? স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আর্য্য ঋষির হৃদয়বিনোদিনী সরস্বতী নদীরও কি তাহাই ঘটিয়াছে! এখন কি সেই পুরাতন নদীর চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই?

টলেমি স্বদীয় গ্রন্থে সুঅস্তিন্ (Suastene) নামে একটী দেশ ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেশ ও নদী কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে। এই নদী তৎকথিত কোফেস্ (*Kophes*), ইণ্ডস্ (*Indus*) ও গুরীয়স্ (*Guræus*) নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। নদী ও দেশের নিকটেই বর্স রাজ্য (*Varsa Regis*)

উক্ত কোফেস্ বেদোক্ত কুভা, ইণ্ডস্=সিন্ধু, গুরীয়স্= গৌরী, বর্স পুরাণোক্ত ঔরস বা ঔর্ব্বশ (৩) বলিয়া বোধ হয়।

কুভা ও সিন্ধু অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যঋষিদিগের পূজনীয়া ছিলেন, তাহা ঋক্‌সংহিতার অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গৌরী নদী সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। এই কারণে এই নদী সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসা করা আবশ্যক। ঋক্‌সংহিতায় 'গৌরী' দুইবার উক্ত হইয়াছে,—

১ "গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী
দ্বিপদী সা চতুষ্পদী
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা
পরমে ব্যোমন্।" ১। ১৬৪। ৪১।

গৌরী সলিল সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, কখন বা নবপদী হন এবং কখন ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমাণে শব্দ করেন।

এখানে সায়ণ 'গৌর' অর্থাৎ মেঘগর্জ্জনরূপ বাক্ বা শব্দ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু একটু মনোযোগপূর্ব্বক এই ঋক্‌টী পাঠ করিলে, সহজেই একটী নদীর বর্ণনা বলিয়া অনুমিত হয়। 'ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমিত শব্দ' নদীর কল-কল ধ্বনির বর্ণনা মাত্র। বিশেষতঃ ইহার পরের ঋকে 'সমুদ্র' শব্দের প্রয়োগ থাকায় গৌরী যে একটী নদী তাহা স্পষ্টই জানা যায়।

২ "মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।
সোমো গৌরী অধিশ্রিতঃ। ১। ১২। ৩।

মদস্রাবী সোম সিন্ধুতরঙ্গ স্থানে বাস করেন। বিদ্বান্ সোম গৌরী আশ্রয় করেন।—এখানেও সায়ণ 'গৌরী' অর্থাৎ মাধ্যমিক বাক্ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্ট সিন্ধু তরঙ্গের উল্লেখ থাকায় গৌরী নদী না হইয়া কি হইতে পারে?

অথর্ব্ববেদাদিতে ও মহাভারতেও গৌরী নদীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে 'গৌর' পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায়। গৌর পর্ব্বতের স্থান নির্ণয় করিলে স্পষ্টই অনুমান হয়, এই গৌরী নদী গৌর-গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই গৌরীর* পূর্ব্বে সুঅস্তিন্ নদী। দুইটী নদী একত্র মিলিত হইয়া কাবুল (কুভা) নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তথা হইতে সিন্ধু নদীতে আসিয়া একত্র হইয়া গিয়াছে। এই সুঅস্তিন্ কি সরস্বতী নদী? ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী, কুভা, গৌরী ও সিন্ধু এই চারিটী নদীরই উল্লেখ দেখা যায়। যখন সুঅস্তিন্ প্রভৃতি চারিটী নদীর পরস্পর সংস্রব পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ সিন্ধুনদীও যখন সুঅস্তিন্ দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন কি অনুমান করা যায় না, সুঅস্তিন্ নদীই ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলোক্ত সরস্বতী নদী? প্রাচীন মানচিত্রে† দেখা যায়, এই নদী নানা পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতীর পর্ব্বতভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সুঅস্তিন্ দেশও পর্ব্বতময়। পূর্ব্বে এই স্থান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীররাজ্যের উত্তর বহুদিন হইতে শারদা দেশ বলিয়া বিখ্যাত। শারদা শব্দ সরস্বতীর নামান্তর। বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই সুঅস্তিন্ দেশ কাশ্মীরের সমধিক উত্তর প্রদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। সুঅস্তিনদেশই সরস্বতী বা শারদাদেশ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। বোধ হয়, এই দেশে সরস্বতী প্রবাহিত হইত বলিয়া পূর্ব্বকালে ইহার নাম সরস্বতী ছিল। কালস্রোতে গতস্মৃতি

(৩) মৎস্যপুরাণে (১২০। ৪০) ঔরস, মার্কণ্ডেয়ে (৫৭। ৪০) ঔরধ, বামনে (১৩। ৪১) ঔর্ব্বশ, এই দেশ ভারতবর্ষের উত্তরে এবং কাশ্মীরাদি দেশের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

* অধ্যাপক ল্যাসেনকৃত টলেমির মতানুযায়ী প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien) নামক মানচিত্রে সুঅস্তিনের দক্ষিণে গোরীয়ইও (*Gorzaia*, নামে একটী দেশেরও উল্লেখ আছে। উহা কি গৌরী দেশ?

† Lassen কৃত টলেমির প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien, Lipzig, 1858) দেখ।

কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে! কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের শারদা নাম এখনও লোপ হয় নাই।

[কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এই সরস্বতীর উপকূলেই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল। এই নদীকেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছিলেন, তাই বোধ হয়, ঋক্‌সংহিতার সর্ব্বপ্রাচীন অংশ প্রথম মণ্ডলে সরস্বতীর নাম প্রথম স্থান পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এই দেশকে উদীচী দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।" ৭। ৬।

পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ভাষ্যকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—'প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদ-ঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুম্ সরস্বতী প্রসাদার্থম্ উদঞ্চে।'

প্রজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কাশ্মীরে সরস্বতী (তাঁহার স্থানরূপে) কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদলাভের জন্য লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাশ্মীরের আর একটী নাম 'আর্য্যদেশ' ছিল; তাহার প্রমাণ কহ্লণ কৃত রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। (৪) বেন্দিদাদের মতে, "ঐর্য্যন-বএজো দেশই সর্ব্বপ্রথম মানব-জাতির বাসযোগ্য ও প্রীতিপ্রদ স্থান। ইহারই বিপরীতে অঙ্গ্রো-মৈন্যুস্ একটা বৃহদাকার নাগের সৃষ্টি করেন।"

(৪) "আক্রান্তে দারদৈর্ভাট্টৈর্ম্লেচ্ছৈরশুচিকর্ম্মভিঃ।
বিনষ্টধর্ম্মে দেশেঽস্মিন্ পুণ্যাচারপ্রবর্ত্তনম্॥
আর্য্যদেশান্ স সংস্থাপ্য ব্যতনোদ্দারণং তপঃ।" ১। ৩১৮।

নীলমতপুরাণেও দেখা যায়, মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী খনন করিয়া জল উৎপাদন করেন এবং সেই জলের ধারে কাশ্মীর রাজ্য প্রথমে স্থাপিত হয়। এখানে বিস্তর নাগজাতির বাস ছিল।* জন্দ্‌গ্রন্থের মতে, ঐর্য্যন-বএজো দেশে দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম। কাশ্মীরের সমধিক উত্তরাঞ্চলে প্রায় সকল সময়েই শীত থাকে। তাই বোধ হয়, আর্য্য ঋষি আর্ত্তস্বরে ডাকিয়াছেন—

"মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছর্দ্দির্যদ্বাং বরূথ্যং সুদানূ।"

হে মিত্র ও বরুণ! আমাদিগকে শীতাদির নিবারণ করিবার অনভিভূত আশ্রয় দান কর।

এই সকল নানা প্রমাণ দ্বারা অনুমান হয়, ঐর্য্যন-বএজো বা সরস্বতী প্রবাহিত দেশ কাশ্মীরের সমধিক উত্তরাঞ্চলেই থাকা সম্ভব। সেইখানে প্রাচীন পারসিক ও হিন্দুজাতির আদি পুরুষগণ বহুদিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীন পারসিকগণও সেই স্থানকে হরুকইতি† বা সরস্বতী বলিতেন।

যাহা হউক, ঋগ্বেদ ও অবস্তাশাস্ত্রের দ্বারা জানা যাইতেছে;—সরস্বতী (৫) আর্য্যজাতির একটা আদি দেশ

* নীলমত ও রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন কাশ্মীররাজ্য পশ্চিমে গান্ধার এবং উত্তরে বাহ্লীক ও দারদরাজ্যের নিকট অবধি বিস্তৃত ছিল।

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে হরকইতি আলেক্‌সান্দরের সময়কার আরকোটস্ (Arachotus) নামক স্থান। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন, আরকোতিস্ (Arachostia) বা আর্কোসিয়া (Archois) সরস্বতী না হইয়া ঋক্ষোদনামক নামক স্থান হওয়াই সম্ভব। [Ind. Antiquary, Vol. i. p. 22.]

অধ্যাপক হৌগ পারসিকশাস্ত্রোক্ত হরকইতি কীলরূপা শিলালিপির 'হরউবতি' নামক স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। [Haug's Parsis, 1884, p. 229.]

অধ্যাপক উইল্‌সন ইহাকে কান্দাহারের নিকটস্থ বর্ত্তমান অর্ঘুন্দাব নামক স্থান বলিয়া অনুমান করেন। [Ariana Antiqua, p. 156].

অবস্তা-অনুবাদক ব্লিকের মতে হরকুইতির সংস্কৃত নাম সরবতী। [Bleeck's Avesta,p. 7].

(৫) কানিংহাম সাহেবের মতে সুঅস্তিন্ নামক স্থানের বর্ত্তমান নাম স্বাৎ, (Svat) এবং নদীর নাম শুভবস্তু। এই প্রদেশের সংস্কৃত নাম উদ্যান। [Cunningham's Anc. Geo. India P. 81. দেখ।] অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে, স্বাৎ কাবুল নদীর শাখা, ইহাই পাণিনি (৪। ২। ২৭) কথিত সুবাস্তু। [Ind. Ant. I. p. 22].

স্বাৎ শব্দটী শ্বেতী অথবা সারস্বত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"সরস্বতী সারস্বতেভির্ব্বাক্
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু।" ৩। ৪। ৮।

কিন্তু, এই সুঅস্তিন্ বা বর্ত্তমান স্বাত্ প্রদেশে কি বেদোক্ত প্রাচীন ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিম নিবাস ছিল ?

গৌরী, সরস্বতী, কুভা ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থানই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ঋক্-সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই 'প্রত্নস্তোকস্' অর্থাৎ পুরাতনের আবাস এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর্য্যঋষি কর্ত্তৃক 'পৃথিব্যা অধিসানবি' অর্থাৎ পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থান এবং

"কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়
পরমস্যাঃ পরাবতঃ।" ৫।৬১।১।

হে শ্রেষ্ঠতম নর! কে তোমরা দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ ?—ইত্যাদি উল্লেখ দ্বারা জানা যায়, আর্য্যজাতির পিতৃপুরুষগণের দূরে ও সমধিক উচ্চস্থানে আদিম নিবাস ছিল। এই স্থান সরস্বতী বা সিন্ধুর উৎপত্তি-স্থান হওয়াই সম্ভব। প্রথম মণ্ডলে সরস্বতী, গৌরী ও সিন্ধু ব্যতীত আর তিনটী ভৌগোলিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা রসা, সীরা ও জহ্নাবী। সায়ণ প্রথম দুইটী নামের ভাষ্যকালে নদী এবং তৃতীয়টীকে 'জহ্নোর্মহর্ষেঃ সম্বন্ধিনী' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। রসানদীকে অবস্তা-শাস্ত্রোক্ত 'রঙ্‌হ্' * বলিয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জহ্নাবী কোথায় ? সমস্ত ঋক্‌সংহিতা মধ্যে দুইবার ইহার উল্লেখ আছে,—১।১১৬।১৯, ৩।৫৮।৬।

বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় অনুবাদকগণ প্রথমটীর অর্থ জহ্নুমহর্ষির সন্তানাদি এবং দ্বিতীয়টীর এতন্নামক জনপদ বা নদী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়স্থলেই জনপদ বা নদী হওয়াই সম্ভব। এই জনপদ সরস্বতী ও সিন্ধুর নিকটে বলিয়া বোধ হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'জাহুব' নামক জনপদের উল্লেখ আছে, যথা—

সারস্বতগণের সহিত সরস্বতী আগমন করুন। তিন জনে আগমন করিয়া এই কুশে উপবেশন করুন।

এখানে যদিও সরস্বতী অগ্নিরূপে ব্যবহৃত এবং সারস্বতগণ অগ্ন্যুপাসক-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয়, এই সরস্বতীর (অগ্নির) নামও সরস্বতী নদীর নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কূলে বসিয়া অগ্নির উপাসনা করিত, তাঁহারই সারস্বত নামে আর্য্যঋষির নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এই স্থানে হিন্দু ও পারসিক জাতির আদিপুরুষগণ বহুদিন একত্র থাকিয়া অগ্নির উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মত স্বীকার করিলে উপরোক্ত পণ্ডিতগণের মতের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ কানিংহামের মতে * চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও সুঙ্গ্‌য়ুন্ যে 'উ-চঙ্গ্' স্থানের উল্লেখ করিয়াছেল, তাহাই সংস্কৃত উদ্যান ও পালি উজ্জান। কিন্তু এই সংস্কৃত নাম কোথা হইতে আসিল ? কোন্ সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে ? তাহা তিনি কিংবা অপর কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা শব্দশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বোধ হয় এই নামটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ বেদাদি কিংবা অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্যান নামটী দৃষ্ট হইল না। পুরাণশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উত্তরাংশ বর্ণনা স্থলে হিমালয়স্থ 'উজ্জিহান' নামক জনপদের নাম পাওয়া যায়—

'উজ্জিহানাস্তথা বৎস! ঘোষসংজ্ঞাস্তথা খশাঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮। ৩।

এই উজ্জিহান চীন পরিব্রাজকোক্ত উ-চঙ্গ্ প্রদেশ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—ভাণ্ডারকরের মত ধরিলে, এই দেশকে পাণিনিকথিত সুবাস্তু-প্রবাহিত সৌবাস্তব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার মতে সরস্বতী শতলজ (শতদ্রু) নদীর পূর্ব্বে। পাণিনির সময় এই স্থানের নাম সুবাস্তু ছিল,

কিন্তু শতদ্রুর পূর্ব্বে যে সরস্বতী ছিল, তাহা এই সরস্বতী নয়। বরং

"হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সর্পাণাং তৎ সরঃ স্মৃতম্।
সরস্বতী প্রভবতি তস্মাদ্‌জ্যোতিষ্মতী তু যা॥"

মৎস্যপুরাণ ১২০। ৬৪।

এই বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে,—হিমালয় হইতে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে। সুবস্তিম্ নদীও হিমালয় হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন এই নদী কুভা (কাবুল), সিন্ধু প্রভৃতি বেদোক্ত নদীর সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সরস্বতী † নামের দৃঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব পুরাণোক্ত উজ্জিহানই শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণোক্ত উদীচীপ্রদেশ। অতিপূর্ব্বকালে এইখানে লোকে বেদ শিক্ষা করিতে যাইত। বেদ ঘোষণা শ্রুত হইত বলিয়া ইহার পার্শ্বস্থ স্থানের নাম 'ঘোষ' নামে (পৌরাণিক সময়েও) বিখ্যাত ছিল। এই সরস্বতী প্রবাহিত প্রদেশেই ঋক্‌সংহিতার প্রথমাংশ প্রচলিত হয়। স্বাত প্রদেশে সরস্বতী ও শ্বেতীনদীর সঙ্গম স্থলে স্বাৎ নগর। চীনপরিব্রাজক এই স্বাৎকে সু-হো-তো ** নামে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতীনদীর উত্তরপশ্চিমে ঋগ্বেদোক্ত সুবাস্তনদী (৮।৩৯।৩৭)। এই নদী গৌরী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদীই সম্ভবতঃ এরিয়ান্ কথিত সুঅস্টস্ (Suastos)

---

* বোধ হয়, কানিংহাম আবেল রেমুসৎ ও স্তানিস্‌লা জুলেঁর মত গ্রহণ করেন। এই দুই ব্যক্তি চীনশব্দের সংস্কৃতরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। Foĕ koue ki, Par Abel Remusat, Paris, 1836; La vie de Hiouen Thsang, Par Stanislas Julien.

† ঋক্‌সংহিতায় দুইটী সরস্বতী নদীর নাম পাওয়া যায়। সংহিতার প্রথমাংশে সিন্ধুর সহিত মিলিত সরস্বতী এবং শেষাংশে দৃষদ্বতী ও আপয়া নদীর নিকটস্থ দ্বিতীয় সরস্বতী উক্ত হইয়াছে। এক স্থান হইতে এই উভয় সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

* গুজরাটী অনুবাদক এই স্থানকে বর্ত্তমান 'খোরাসান' বলিয়া অনুমান করেন।

** Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. 1. p. xxxi.

"লম্পকাঃ স্তনকারাশ্চ চুলিকাজাহুবৈঃ সহ।
ঔরশশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ॥"
(হস্তলিপি)§ ৫৭। ৪০।

উক্ত জাহুব নামক জনপদই যে বেদোক্ত জহ্নাবী তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই জাহুব জনপদ ঔরশ ও লম্পকের মধ্যে। ঔরশ (Varsa Regio) সুঅস্তিন্ দেশের পূর্ব্বে, লম্পক (টলেমি-কথিত Lambatai) সুঅস্তিন্ দেশের উত্তরে, ইহারই মধ্যে বেদোক্ত জহ্নাবী জনপদ ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত সরস্বতী নদীর উত্তরাংশে জহ্নাবী হইতেছে।

এক্ষণে ক্রমশঃ আমরা উত্তর দিকে উপনীত হইতেছি। প্রাচীন সংহিতায় সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থান বা নদনদী উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাও প্রমাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ক্রমে আমরা হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে উপনীত হইলাম, হিমালয় ছাড়িয়া—উত্তর দেশের কথা যদিও ঋক্‌সংহিতায় স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু অথর্ব্ববেদ আমাদের এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। অথর্ব্বসংহিতায় ৫। ৪। ১।

"উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।"

(কুষ্ঠ) হিমালয়ের উত্তরে জন্মে, তাহা পূর্ব্বদিকে জনসাধারণে লইয়া গিয়াছে।

সরস্বতীর বর্ণনাকালে এই নদী সপ্তভগিনীযুক্তা, সপ্তধা, সপ্তথী বা সপ্তস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং ঋক্‌সংহিতার প্রথমাংশে প্রসঙ্গক্রমে কেবল 'সপ্ত যহ্বীঃ' (১। ৭১। ৭) অর্থাৎ সপ্তনদী অভিহিত আছে। এখন দেখা যাইতেছে, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সপ্তনদীর বিষয় জানিতেন। সেই সপ্তনদীর উৎপত্তিস্থানেই তাঁহাদের প্রাচীন আবাস ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ নদী লইয়া সপ্তনদী ধরা হইত, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এমন কোন্ অত্যুন্নত স্থান আছে, যেখান হইতে সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে গিয়া মিশিয়াছে?—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আমরা 'সপ্তনদীর' নাম পাই, তাহা এই—

"নদ্যাঃ স্রোতস্তু গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগাঃ॥
সীতা বঙ্ক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমাশ্রিতা।
সপ্তমী দিশমানীতা ভগীরথ-মহাত্মনা।
তস্মাদ্ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিং।
সপ্তৈতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহ্বং বর্ষমেব তু॥
প্রসূতাঃ সপ্তনদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দুসরোদ্ভবাঃ।
নানাদেশান্ ভাবয়ন্ত্যো ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ।" ৪৭।৩৮-৪২।

এস্থলে গঙ্গা নদী নলিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, বঙ্ক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী এই সাতটীতে সপ্তধা হইয়াছেন। এই সাতটী নদী বিন্দুসর হইতে উৎপন্ন। এই বিন্দুসরের যেখান হইতে এই সাতটী নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহার উপকূলেই বেদোক্ত 'প্রত্নৌকস্' হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বিন্দুসর ও সাতটী নদী বর্ত্তমান কোন্ স্থানে আছে? বিন্দুসরের উপলেই যে আর্য্য ঋষিদিগের পিতৃগণের আদিম আবাস ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে এই সকল নদী কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়, এই সকল বর্ণনা দ্বারা সেই সকল নদীর বর্ত্তমান অবস্থিতি অনায়াসেই নিরূপণ করা যায়—

নদীর নাম।	যে স্থান দিয়া প্রবাহিত।
১ সীতা	সিরিন্ধ্র (সলিল), কস্তর, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ্য, রুষ, কুনিন্দ, অঙ্গলৌক্য, আবর।
২ বংক্ষু	চীন, মরু, কালক (তাড়ক), খশ, চূলক, লম্পক, বর্ব্বর, পহ্লব, পারদ, শক।
৩ সিন্ধু	খশ, দারদ, কাশ্মীর, ঔরশ, গন্ধার, বরপ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, অজিত, ত্রিপদ, জয়া, সৈন্ধব, আরট্ট, বসাতী, আভীর, রন্ধ্রুকরক, রোহক, শুনামুখ, উর্দ্ধমরু ইত্যাদি।
৫ ভাগীরথী (গঙ্গা)	কলাপগ্রাম, কলিঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, মৎস্য, মগধ, কিরাত, ভরত, ব্রহ্মোত্তর, অঙ্গ, বঙ্গ, তামলিপ্ত ইত্যাদি।*

উক্ত দেশাদির অবস্থান দর্শন করিলে এই নদীগুলির উৎপত্তি-স্থান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে গিয়া পড়ে। হিমালয়ের উত্তরদিক্ সমধিক শীতপ্রধান। প্রাচীন আর্য্য-

§ মুদ্রিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এই জন্য তিন চারিখানি হস্তলিপি দৃষ্টে উক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল।

* হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনীর নাম বেদে না থাকায় এই তিনটী নদীর উপকূলস্থ দেশাদি লিখিত হইল না।

ঋষিগণও শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখন এই নদীগুলির বর্ত্তমান নাম কি? আর এই নদীগুলি ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে কি না? জানা আবশ্যক।

১ম সীতা নদী। ঋগ্বেদে 'সীরা' বা 'সীতা' নদী তিনবার উক্ত হইয়াছে—

১ "ধুনিমতীর্ঋর্ণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।"

ঋক্ ১।১৭৪।৯।

হে ইন্দ্র! তুমি সেই জন্যই কম্পমানা সীরা নদীর ন্যায় জলস্রোত ভূমিতে ফেল।

২ "অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥" ৪।৫৭।৬।

৩ ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানুযচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং॥ ৪।৫৭।৭।

২ হে সুভগা সীতা! তুমি অভিমুখী হও। তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান কর এবং সুফল প্রদান কর।

৩ ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে চালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া উত্তরোত্তর দোহন করুন।

সায়ণ উক্ত দুইস্থলেই 'সীতাধারকাষ্ঠাং' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সীতা 'পয়স্বতী' এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় উহা যে জলবতী নদীর বর্ণনা, তাহাই অধিক সম্ভাবনা। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও পদ্মপুরাণাদি নির্দ্দেশ করিতেছে, সীতা প্রভৃতি নদীতে ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া থাকেন।

"উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ॥"

অতএব 'ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু' এই ঋক্ দ্বারাও উক্ত পুরাণসমূহের বচন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সায়ণ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন পুরাণাদিতে এবং মহাভারতেও সীতা একটী নদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ঋকের পরের সূক্তে উক্ত ঋগ্বক্তা বামদেব ঋষি 'সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে মধুমান্ উর্ম্মি (উৎপন্ন হয়), এই উক্তি দ্বারা আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন। এই নদীকে গ্রীক্ ঐতিহাসিক টিসিয়াস্ 'সিদে' (Side) [Pliny, xxxi. 2. 18.], পাশ্চাত্য পৌরাণিকেরা সিলিস্ (Silis) [Ukert, *Geographic der Griechen und Romer*, Vol. iii. 2. P. 288] এবং পরিব্রাজক হিয়োন্ সিয়াং 'সি-তো' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম জক্ষর্তেস্ (Jaxartes) বা সরীক্‌কুল নদী। [Jour. Roy. As. Soc. New S. Vol vi. p. 120].

২য় বংক্ষু নদী। পুরাণে এই নদীর 'বক্ষু', 'চক্ষু' 'ইক্ষু' ইত্যাদি পাঠান্তর লক্ষিত হয়। ঋক্‌সংহিতায় 'যক্ষু' নাম পাওয়া যায়—

"অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি।" ৭।১৮।১৯।

অজ, শিগ্রু ও যক্ষু ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার পাইয়াছিল।

রোথ ও বোথলিং প্রকাশিত পাশ্চাত্য সংস্কৃত অভিধানে এই তিনটী নাম জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি নদীর উল্লেখ থাকায় এই তিনটী নদী ও জনপদ উভয়বাচক হওয়াই সম্ভব।

যখন পুরাণাদিতে বংক্ষু, বক্ষু, চক্ষু, ইত্যাদি নামের পাঠান্তর দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয় প্রাচীন লিপিকারদিগের ভ্রমবশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। ঐ নামগুলি বেদোক্ত যক্ষু* বলিয়া অনুমিত হয়।

এই যক্ষু প্রাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি ও ষ্ট্রাবো কথিত ওক্সুস্ (Oxus) এবং চীন-পরিব্রাজক হিয়োন্-সিয়াং কথিত 'পো-৩সু'। Pliny, vi. 20. Strabo xi 7, 3, Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 289.] ইহার বর্ত্তমান নাম আমু-দরিয়া।

৩য় সিন্ধুনদী। ইহার বর্ত্তমান নাম ইণ্ডস্ Indus)।

৪র্থ ভাগীরথী বা গঙ্গা।

৫ম হ্লাদিনী। এই নদীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান চীনদেশীয় হোয়াংহো নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। [Wilson's Vishun Pur. p. 171*n*.]

৬ষ্ঠ পাবনী ও ৭ম নলিনী। এই দুইটী নদী বর্ত্তমান তিব্বত দেশে প্রবাহিত বলিয়া অনুমান হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে পাবনী ও নলিনী দেখ।]

শেষোক্ত তিনটী নদীর প্রসঙ্গ বেদের কোন অংশে নাই; বোধ হয় এই তিনটী নদীতে প্রাচীন আর্য্যদের এককালীন যাতায়াত ছিল না। এখন দেখা যাউক, বিন্দুসর কোথায়? মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"অস্ত্যুত্তরেণ কৈলাসাচ্ছিবসর্ব্বৌষধো গিরিঃ।
গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ॥
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্॥

* পাশ্চাত্য অথবা দেশীয় কোন পণ্ডিত এই 'যক্ষু' শব্দ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

রম্যং বিন্দুসরো নাম।" ৪৭। ২৩-২৪।

কৈলাসের উত্তরে শিবসত্ত্বৌষধ গিরি, এই পর্ব্বতে হরিতালময়, সুবর্ণশৃঙ্গ; মণিময়, সুমহান্ ও দিব্য গৌরগিরি; এই গিরির পাদদেশে স্বর্ণবালুকাসম্পন্ন রমণীয় বিন্দুসর।

বেদে এই বিন্দুসর নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহারই নিকটস্থ মুজবান্ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

"মুজবান্ সুমহাদিব্যো উর্দ্ধশৈলো হিমার্চ্চিতঃ।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোহিতঃ॥
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎ সরঃ॥
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা নদী শৈলোদকা শুভা।
সা বক্ষুসীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধিম্॥"

মৎস্য ১২০। ১৯-২০।*

মুজবান্ সুমহান্, দিব্য, উর্দ্ধশৈল ও হিমমণ্ডিত। সেই গিরিতে ধূম্রলোহিত মহাদেব বাস করেন। তাহার পাদদেশে শৈলোদনামক হ্রদ আছে। সেই হ্রদ হইতে শৈলোদকা (শৈলোদা) নাম্নী একটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী বক্ষু ও সীতানদীর মধ্যে মিলিত হইয়া পশ্চিম সাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বক্ষু, ও সীতা বেদোক্ত বক্ষু ও সীতা (সীরা) নদী। মুজবান্ পর্ব্বতও বেদোক্ত 'মৌজবত' বা মুজবান্ পর্ব্বত বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। এই পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সোমলতা জন্মে।

"সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো-
বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।" ঋক্ ১০। ৩৪। ১।

মুজবান্ পর্ব্বতে যে সোম জন্মে, তাহা পান করিলে যেমন আমোদ হয়, বিভীদক† আমাকে সেইরূপ আহ্লাদিত ও উৎসাহিত করে।

এই মুজবান্ পর্ব্বত বিন্দুসরের নিকট। [মৎস্য ১২০। ১৯-২৪ দেখ।] অতএব বেদোক্ত সপ্তনদী যে এই বিন্দুসর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। বেদে যে সরস্বতীকে সপ্তধা ও সপ্তনদী বিশিষ্টা বলা হইয়াছে—তাহাই বিন্দুসরোদ্ভব পুরাণোক্ত গঙ্গা বলিয়া মনে হয়। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী ব্যতীত অপর কোন নদীকে সপ্তধা, সপ্তভগ্নীযুক্তা, বা সপ্তথী বলা হয় নাই। অতএব বেদোক্ত সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ বিন্দুসরের উপকূলেই আর্য্যজাতির পুরাতন নিবাস থাকাই সম্ভব। ঋগ্বেদে 'সরপস্' শব্দ পাওয়া যায়—

"অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্বীতয়ে
চ বয্যায় চ স্রুতিং।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং
প্রান্ধং শ্রোণং।" ঋক্ ২। ১৩। ১২।

হে ইন্দ্র! তুমি তুর্ব্বীতি ও বয্যকে সুখে 'সরপস্'* পার হইবার পথ করিয়া দিয়াছ। তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে নীচ (তল) হইতে তুলিয়াছ।—এই 'সরপস্' উক্ত হইবার পূর্ব্বে গৃৎসমেদ কর্ত্তৃক 'সপ্তসিন্ধু' (২। ১২। ১২), 'পয়ঃ', 'রোধনা', 'ধোতী' অর্থাৎ নদী সকল, এবং 'সমানো অধ্বা প্রবতামনুষ্যদে' (২। ১৩। ২) অর্থাৎ নিম্নগামী জলের গন্তব্য পথ একই ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় এই 'সরপস্'কে বিন্দুসর বলিয়া বিলক্ষণ অনুমান হয়।

বর্ত্তমান সরীকুল নামক হ্রদের নিকটে ওক্সুস্ (Oxus) ও জক্ষর্তেস নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই স্থান হইতেই উক্ত সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। বোধ হয় এই সরীকুল হ্রদই বেদোক্ত 'সরপস' এবং পুরাণোক্ত বিন্দুসর। এইখানেই বোধ হয় আর্য্য ঋষিগণের আদিম নিবাস ছিল। এইস্থানেই 'প্রত্নৌকস্' বলিয়া মনে হয়; এই স্থানই বেদের সর্ব্বপ্রাচীন দেবতা ইন্দ্রের লীলাভূমি।†

বর্ত্তমান সরীকুল হ্রদ—অক্ষান্তর ৩৭°২৭´ উঃ, এবং দেশান্তর ৭৩°৪০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

উপনিবেশ—আর্য্য ঋষিগণ সিন্ধু সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সরস্বতী, সিন্ধু, শর্য্যণাবৎ, অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী, শিফা, রসা, জহ্নাবী ও গৌরী প্রবাহিত দেশে আসিয়া বাস করেন। (ঋক্ ১। ৩। ১২। ১। ১১। ৬। ৪। ১৪, ১। ৮৪। ৩, ১। ১১২। ১২, ১। ১১৬। ১৯, ১। ১৬৪। ৪১)। তৎকালে বোধ হয় গন্ধার দেশের সহিত তাঁহাদের সংস্রব ছিল। (১। ১২৬। ৭)।

সরস্বতী ও সিন্ধু প্রবাহিত দেশ হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ

* কোন হস্তলিপিতে মুজবানের 'মুঞ্জবান্' এইরূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত বায়ুপুরাণে ৪৭। ১৯।
"মুঞ্জবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমার্চ্চিতঃ।"

† বিভীদক—বিভীত-কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ। সায়ণ।

* সরঃঅপস্=প্রবাহশীল জল। সায়ণ।

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্য এসিয়ায় আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন প্রমাণ দেন নাই। [তাঁহাদের সকলের মত Muir's Sanskrit Texts, Vol. II দেখ।]
কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মতে মিডিয়া (মদ্রদেশই) আর্য্যজাতির আদি দেশ। Arian Witness, p. 84, 111.

'আপয়া' ও শুতুদ্রী (শতদ্রু) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। [ঋক্ ৩। ২৪।৪, ৩।৩৩।১] এই সময় বিশ্বামিত্রবংশীয় কতকগুলি ঋষি পার্ব্বতীয় কীকট নামক অন্যান্য দেশে গমন করেন। (৩।৫৩।১৪।)

তৎকালে আর এক দল ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সিন্ধু ও গোমতীর সঙ্গম স্থানে উপনীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। (৪।২১।৪, ৫।৬১।১৯)

সমস্ত সিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইলে পর, তাঁহারা শুতুদ্রী, আপয়া, সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদী প্রবাহিত স্থানকেই অধিক মনোনীত করিয়া তথায় বহুকাল ধরিয়া বাস করেন। অশ্মন্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আর্য্য ঋষি বলিয়া ছিলেন—

"অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠতপ্র তরতা সখায়। অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।"

অশ্মন্বতী বহিতেছে। হে সখাগণ! উঠ, উৎসাহ কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অশান্তি ছিল, সকলি এইখানে রাখিয়া চলিলাম। এই নদী পার হইয়া উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব।

এই নদী পার হইয়াই পূর্ব্বে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী। এই সরস্বতী প্রথমোক্ত সরস্বতী হইতে ভিন্ন। অগ্ন্যুপাসক সারস্বতগণ (৩।৪।৮) এই পুণ্যভূমিতে আসিয়া বাস করেন।* এই উপনিবেশ স্থাপন কালে বিষ্ণু (৭।১০০।৪) কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করাই আর্য্যগণের মূলমন্ত্র ছিল। আর্য্যগণের আসিবার পূর্ব্বে উক্ত নদী-প্রবাহিত দেশসমূহে কৃষ্ণবর্ণ দস্যুজাতির বাস ছিল। এই সকল দেশে আর্য্য জাতি উপস্থিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ দস্যুজাতির সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়। নিম্নোক্ত ঋক্‌গুলি পাঠে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়—

"স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যান উপেষে অত্রৈঃ। হতেমঃ।"

আমাদের শত্রুরা আমাদের বিনাশের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যে সেনা পাঠাইয়াছিল, (তাহারা) আপনাপনি হত হইয়াছে। ঋক্ ১।১২৯।৮।

"যুবং তমিন্দ্রাপর্ব্বতা পুরোযুধা যো নঃ
পৃতন্যাদপ তন্তমিদ্ধতং।" ১।১৩২।৬।

হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত! তোমরা উভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যে শত্রু আমাদের বিপক্ষে সেনা সংগ্রহ করে, তাহাকে এককালে বিনাশ কর।

"এভ্যঃ সমান্যা দিশাস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ" ১।১০২।৪।

উহাদের (ঋষিদের) মত আমাদের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর।

"জম্ভয়ত মভিতো রায়তঃ শুনো হতং
মৃধো বিদথু স্তান্যশ্বিনা।" ১।১৮২।৪।

হে অশ্বিদ্বয়! যাহারা কুক্কুরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আমাদিগকে মারিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বধ কর, তাহারা যুদ্ধ করিতে চায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর।

অনার্য্য জাতিরা অনেক সময় গুপ্তভাবে সমাগত আর্য্যগণের অনিষ্টসাধন করিত। যথা—

"যো নঃ সমুত্যো উত বা জিঘত্নুরভিখ্যায়
তং তিগিতেন বিধ্য।" ২।৩০।৯।

যে অদৃশ্য স্থানে লুক্কায়িত হইয়া আমাদের প্রাণবধ করিতে চায়, তাহাকে খুঁজিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর।

ঋক্‌সংহিতায় আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ও উপনিবেশ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা একে একে লিখিত হইল। এখন অন্যান্য বেদে কি নির্দ্দেশ করে, তাহাও জানা আবশ্যক।

অথর্ব্বসংহিতার সময়ে আর্য্য ঋষিগণ পশ্চিমে বহ্লিক দেশ এবং পূর্ব্বে অঙ্গ ও মগধরাজ্য পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেন। যথা—

"ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বহ্লিকেষু ন্যোচরঃ॥ ৫
গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যং জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি॥" ১৪
অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।

ইহার স্থান মূজবৎ, ইহার স্থান মহাবৃষ! হে তক্মন্! জাতমাত্র তুমি বহ্লিকে অগ্রসর হইয়াছ। আমরা ভৃত্য ও রত্নের ন্যায় গন্ধারী, মূজবৎ, অঙ্গ এবং মগধদিগকে তক্ম পরিবর্জ্জন করিলাম।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে উত্তর-কুরু ও উত্তর-মদ্র নামক সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থানের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ঐ সকল স্থানে আর্য্য ঋষিদের সংস্রব ছিল। যথা—

* পূর্ব্ব সংখ্যা মুদ্রিত হইলে পর আমরা সরস্বতী নদী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ পাইলাম, এইজন্য যথাস্থানে মুদ্রিত না হইয়া এইখানেই লিখিত হইল। বেদে যে সপ্তনদীযুক্তা সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তাহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরাংশে প্রবাহিতা 'সপ্তসরস্বতী' হওয়া সম্ভব হইতে পারে। এখনও ঐ স্থানের একটী তীর্থকে সপ্তসরস্বতী বলা হইয়া থাকে। (Cunningham's Archeological Survey of India Reports, Vol. xiv. p. 89).

"এতম্ হ বা ঐন্দ্রম্ মহাভিষেকং বাসিষ্ঠঃ সাতহব্যোহ ত্যরাতয়ে জানন্তপয়ে প্রোবাচ। তস্মাদু অত্যরাতি র্জানন্তপিররাজ সন্ বিদ্যয়া সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীযায়। স হোবাচ বাসিষ্ঠঃ সাতহব্য অজৈষী র্বৈ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীম্। মহন্ মা গময় ইতি। স হোবাচ অত্যরাতি-র্জানন্তপির্যদা ব্রাহ্মণ উত্তরকুরূন্ জয়েয়ং অথ ত্বমু হৈব পৃথিব্যৈ রাজা স্যাঃ সেনাপতিরেব তেঽহং স্যামিতি। স হোবাচ বাসিষ্ঠ সাতহব্যঃ দেবক্ষেত্রং বৈ তদ্ ন বৈ তদ্ মর্ত্তো জেতুমর্হতি। অদ্রুক্ষো বৈ মে. আহতঃ ইদং দদে ইতি। ততো হ অত্যরাতিং জানন্তপিমাত্তবীর্য্যং নিঃশুক্রম-মিত্রতপনো শুষ্মিনঃ শৈব্যো রাজা জঘান।"

ইন্দ্রের ন্যায় বাসিষ্ঠ সাতহব্য অত্যরাতি জানন্তপিকে মহাভিষেক বলিলেন। অত্যরাতি রাজা ছিলেন না, কিন্তু এই বিদ্যাবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেন এবং আপনার অধীনস্থ করিলেন। বাসিষ্ঠ সাতহব্য তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছ, এখন আমাকে মহৎ কর। অত্যরাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যখন আমি উত্তর কুরু জয় করিব, তখন আপনি পৃথিবীর রাজা হইবেন, আমি আপনার সেনাপতি হইব। বাসিষ্ঠ সাতহব্য বলিলেন, তাহা দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্যলোক সে স্থান জয় করিতে পারে না। তুমি আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, এই জন্য আমি (যাহা দিয়াছি ফিরাইয়া লইব। অনন্তর শৈব্য শুষ্মিন অত্যরাতি জানন্তপিকে বীর্য্য ও বল (শুক্র) হীন করিয়া বধ করিলেন। (৮।·৩।) আবার অন্য স্থলে—

"তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরবঃ উত্তরমদ্রাঃ ইতি বৈরাজ্যায় তেহাভিষিচ্যন্তে। বিরা্ড ইত্যেতান্, অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" ৮।১৪।

হিমবানের পারে উত্তরদিক্‌স্থ জনপদে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র (লোকেরা) বাস করে, তাহারা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড়্ বলে।

উত্তরকুরু সম্ভবতঃ রুষ দেশের উত্তরাংশ বলিয়া অনুমান হয়। বোধ হয় সীতা (সীরা) নদী অতিক্রম করিয়া আর্য্যেরা এইস্থানে উপনীত হইতেন। উত্তরমদ্র বর্ত্তমান কাস্পিয় সাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল, বক্ষু নদীতে যাত্রা করিলে অদ্যাপি এই স্থানে যাওয়া যায়।

উত্তরকুরুতে সাধারণে যাইতে পারিত না। কিন্তু উত্তর মদ্রদেশে প্রাচীন আর্য্য ব্যতীত তৎপরবর্ত্তী হিন্দু ও বৌদ্ধগণের যাতায়াত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আর্য্যঋষিগণ সরস্বতী দৃশদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিবার পর অগ্নির উপাসনা প্রচার করিবার জন্য ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। শতপথব্রাহ্মণে এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে,—বিদেঘ মাথব মুখে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম রাহূগণ নামে এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু পাছে মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি কোন উত্তর করিলেন না। পুরোহিত প্রথমে 'বীতি হোত্রং ইত্যাদি (৫।২৬।৩) ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া আহ্বান করিলেন। মাথব তবু কোন উত্তর দিলেন না। পুরোহিত পুনরায় 'উদগ্নে' ইত্যাদি (৮।৪৪।১৭) ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিলেন, ইহাতেও কোন উত্তর না পাইয়া, 'তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে' (৫।২৬।২) অর্থাৎ হে ঘৃতপ্রেরক অগ্নি! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। এই অবধি আবৃত্তি করিবার মাত্র অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শুনিয়াই মুখ হইতে বাহির হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। মাথব তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মাথবের মুখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময় বিদেঘ-মাথব সরস্বতীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গোতম রাহূগণ ও বিদেঘমাথব উভয়ে ঐ দাহবান্ অগ্নির অনুগমন করিলেন। বৈশ্বানর সমুদয় নদী অতিক্রম করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন; কেবল উত্তর গিরি হইতে বিনির্গত সদানীরা নদীর পরপার দগ্ধ করিলেন না। অগ্নি এই নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই, বলিয়া উহা বাসের অযোগ্য এবং জলসিক্ত ছিল। এখন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাসযোগ্য হইয়াছে। অগ্নি বৈশ্বানর এই নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই বলিয়া উহা গ্রীষ্মান্তেও শীতল থাকে। বিদেঘ মাথব বলিলেন আমি কোথায় থাকিব? অগ্নি বলিলেন, এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার বাসভূমি হইবে। এখন হইতে এই নদী কোশল ও বিদেহদিগের মধ্যে অবস্থিত। তাহারা মাথব সন্তান।" [শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০-১৭।] এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, আর্য্যেরা পূর্ব্বকালে সরস্বতীতীর অবধি অবস্থান করিয়াছিছেন; ঐখানে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; ক্রমশঃ পূর্ব্ব প্রদেশ জয় করিয়া সদানীরা-তটে আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই সদা-

নীরা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিদেহ (মিথিলা) অধিকার করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মনু এইরূপ আর্য্যনিবাস স্থির করিয়াছেন—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ১৮
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥১৯
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥২০
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥২১
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

(মনু ২ অধ্যায়।)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনীর মধ্যে যে দেবনির্ম্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। ঐ দেশে বর্ণচতুষ্টয়ের এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে আবহমান চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনক এই দেশগুলি ব্রহ্মর্ষি দেশ, এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু ভিন্ন। এই সমুদায় দেশজাত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে, বিনশনের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ বলে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

[আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আলেক্‌সান্দরের সময়ে গন্ধারের কতকাংশকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আর্য্যনিবাস বলা হইত। তৎকালে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি ঐ দেশের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করেন—ইহার উত্তরে মার্গিয়া ও বক্ত্রিয়া (বাহ্লীক), পশ্চিমে পার্থিয়া (পারদ) ও কর্ম্মণিয়ার মহামরু (পুরাণোক্ত বীরমরু,) দক্ষিণে দ্রাঙ্গিয়ানা এবং উত্তরে পরোপমিসস্ (নিষধ) পর্ব্বত।

[Ariana Autiqua, p. 151]

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ মিডিয়ার লোকদিগকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [Herod iii 93, vii. 62.] বোধ হয় এই মত অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত মিডিয়া (মদ্র) দেশকে আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জাতিনির্ণয়—অতি পূর্ব্বকালে এই আর্য্যজাতি একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তৎকালে তাঁহাদের জাতিভেদ বা বর্ণবিভাগ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই জাতীয় ঋষি, রাজা ও সামান্য ব্যক্তি সকলেই আর্য্যনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিজিত অনার্য্য দস্যু হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য 'আর্য্যবর্ণ' বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রাচীন ঋক্‌সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ত্রৈবর্ণিক সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ এককালে নাই। তৎকালে আর্য্য ও শূদ্র কেবলমাত্র এই দুইটী বর্ণবিভাগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। (শূদ্র বলিলে প্রধানতঃ দস্যু বা দাস জাতিকে বুঝাইত)। ক্রমে ক্রমে যতই আর্য্যদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে যতই তাঁহারা—নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কার্য্যবিশেষে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহাদের বর্ণবিভাগের আবশ্যক হইয়াছিল।

ঋক্‌সংহিতার খিল অংশে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

(ঋক্ ১০।৯০।১২।)

ইহার (পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা ঊরু তাহাই বৈশ্য এবং দুই পা শূদ্র হইল।

এতদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদ [বাজসনেয়সং ৬৮। ৪৮, তৈত্তিরীয় ৫।১।১০। ৩ ইত্যাদি] অথর্ব্ববেদ [৫।১৭।৯] ঐতরেয়ব্রাহ্মণ [৭।১৯] প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কথা পাওয়া যায়। এই বর্ণবিভাগ আজকালকার জাতিভেদ-প্রথার মত নয়,—তৎকালে কর্ম্ম-বিভাগের জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে পরস্পরের সমান ক্ষমতা ছিল। সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে কেহই উচ্চ বা নীচ ভাবে সম্বোধিত হন নাই। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত, রাজপুরুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ছিল, তৎকালে এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ

ছিল না। তখন এই তিনটী শ্রেণী পৃথক্ জাতিরূপে গণ্য হয় নাই। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাস্য দেবতাগণ—যজ্ঞানুষ্ঠানই আর্য্যদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সমধিক প্রভাবসম্পন্ন, ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থসমুদায়ের পূজা করিতেন। প্রথমে তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহারা নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তির বিকাশ পাইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতায় আর্য্যদিগের আরাধ্য এই কয়েকটী দেব দেবীর নাম পাওয়া যায়—অংশ, অগ্নি, অদিতি, অনুমতি, অরণ্যানী, অর্য্যমন্, অশ্বিন্, আগ্নেয়ী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ইলা, উচ্ছিষ্ট, উষস্, ঋতু, ঋভু, কাম, কাল, গুঙ্গু, জুহূ, ত্রিত, ত্রৈতন, ত্বষ্টৃ, দক্ষ, দক্ষিণা, দিতি, দ্যৌস, ধিষণা, নক্ত, নিষ্টিগ্রী, পিতৃ-পুরুষ, পূষা, পৃশ্নি, পৃথিবী, প্রজাপতি, প্রাণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মণস্পতি, ভগ, ভারতী, মরুদ্গণ, মহী, মিত্র, রাকা, রুদ্রগণ, রোদসী, রোহিত, লক্ষ্মী, বনস্পতি, বরুণ, বরুণানী, বরুত্রী, বায়ু, বিশ্বকর্ম্মন্, বৃহস্পতি, শ্যেন, শ্রদ্ধা, সরস্বৎ, সরস্বতী প্রভৃতি নদী, সিনিবালী, সূর্য্য, সূর্য্যা, সোম, স্কম্ভ, হিরণ্যগর্ভ, হোত্রা।

প্রাচীন পারসিকগণ * বৈদিক আর্য্যগণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্রপ্রভাবে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। যৎকালে প্রাচীন পারসিকেরা বৈদিক আর্য্যদের সহিত মিলিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহারাও বৈদিক দেবতার উপাসনা করিতেন। তৎকালীন বৈদিক দেবতার ও ঋষির নাম আমরা অবস্তা গ্রন্থে দেখিতে পাই।

বৈদিক নাম	আবস্তিক নাম।
অঙ্গিরা	অঙ্গ্র।
অথর্ব্বন্	আথ্রবন্।
অরমতি	অর্মইতি।
অর্য্যমন্	অইর্য্যমন্।
ইন্দ্র বৃত্রঘ্ন	বেরেথ্রঘ্ন।
কাব্য উশনস্	কব উস্।
ত্রিত	থ্রিত।
ত্রৈতন	থ্রএতওন।
নরাশংস	নইর্য্যোশঙ্‌হ।
নাসত্য	নাওংহইথ্য।
মিত্র	মিথ্র।
যম	যিম।
বরুণ (অসুর)	অহুর মজ্‌দ।
বায়ু	বয়ু।
সোম	হোম।

বেদসংহিতার অনেক স্থলেই দেবতাদিগকে অসুর ব'লয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (ঋক্ ৭। ২৩, ৬। ১, ১৩। ১, ৩০।৩, ৩৬। ২, ৬৬। ২. ৯৯। ৫ ইত্যাদি। অবস্তা শাস্ত্রেও দেবতা অহুর নামে উক্ত হইয়াছে। [পারসিক শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচীন সভ্যজাতিকে এই আর্য্য সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যৎকালে তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যগণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, সেই সময়, তাঁহাদের যেরূপ বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রণালী ছিল, প্রাচীন আর্য্যদিগের সহিত পৃথক্ হইবার পরেও তাঁহারা সেইগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। মক্ষ্‌মূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাব্দিকগণ বেদোক্ত দেব প্রভৃতি কতকগুলির নাম প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে—

বৈদিক নাম	গ্রীক নাম।
অঙ্গিরান্	ইঙ্গিওন্।
অরুষা	ঈরস্।
অহনা	ডাফ্‌নী।
গন্ধর্ব্ব	কেণ্টৌরস্
পণি	পারিস্।
বৃত্র	অরথ্রস্।
সরণ্যু	ঐরিন্নুস্।
সরমা	হেলনা।
হরিৎ	থারিট্। ইত্যাদি।

প্রাচীন আর্য্যেরা ৩৩টী দেবতার উপাসনা করিতেন।

"আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ
দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং" ১। ৩৪। ১১।

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! এখানে তেত্রিশ জন দেবতার সহিত মধুপান করিতে এস। আমাদের আয়ু বর্দ্ধন কর, পাপ মোচন কর। [৯।৯২।৪ ঋক্ দেখ।]

এই তেত্রিশটী উপাস্য দেবতার নাম কি? ঋক্‌সংহিতায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণযজুঃসংহিতায় লিখিত আছে—

* পহ্লবাদি প্রাচীন পারসিকদিগকে সগর রাজা বেদ ও অগ্নির উপাসনায় অনধিকারী করেন। তাহা সগররাজের আদেশে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে পারিত না। [বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।]

"যে দেবা দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ
স্থাপ্সু সদো মহিনৈকাদশস্থ।" ১। ৪। ১০।

যে দেবগণ আকাশে ১১, পৃথিবীর মধ্যে ১১, এবং অন্তরীক্ষে ১১ জন ইত্যাদি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ১১ যাজ, ১১ অনুযাজ ও ১১ উপযাজ দেব এই ৩৩ দেবতা উক্ত হইয়াছে। [ঐতরেয়ব্রাঃ ২। ১৮।] শতপথব্রাহ্মণে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য লইয়া ৩৩ দেবতা গণিত হইয়াছে। [শতপথ ৪।৫।৭।২।]

তৎকালে আর্য্যঋষিরা অধিক দেবতারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন—

"ত্রীণি শতাত্রীসহস্রাণ্যগ্নিং
ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।" ঋক্ ১০।৫২।৬।

তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয় জন (৩৩৩৯) দেবতা অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন।—পৌরাণিক সময়ে এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ কোটি দেবতায় পরিণত হইয়াছে।

তত প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ এক ঈশ্বর স্বীকার করিতেন। তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"আচাকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্ত স্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য
রূপে কিমপি স্বিদেকং॥" ১।১৬৪।৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জ্ঞানিগণের নিকট জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি; যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি এক অজরূপে বাস করেন?

[এ ছাড়া ২।১২।১ ; ৩।৫৫।২১, ২২ ; ৫।৮৫।৩-৫ ইত্যাদি ঋক্ পাঠ করিলে এক ঈশ্বরের কথা আপনি আসিয়া মনে উদয় হয়।]

আর্য্যগণের হৃদয়ে যে দিন হইতে এক ঈশ্বরের কথা উদয় হইল,—সেই দিন হইতে দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ হইতে লাগিল। আর্য্য ঋষি ডাকিলেন—

"প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম॥" ঋক্ ৮।১০০।৩।

হে যুদ্ধাভিলাষিন্! ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্য উচ্চারণ কর। নেম (ঋষি) বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কাহাকে স্তুতি করিব?

অবশেষে আর্য্যঋষিগণ স্থির করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। [১০।১১৪।৫ ঋক্ ও তাহার সায়ণকৃতভাষ্য এবং নিরুক্ত ৭।৪ দেখ।]

আর্য্যদিগের রীতি ও অবস্থা—তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদির সহিত একত্র এক অন্নে বাস করিতেন (১।১১৪।৬), তৎকালে সকল পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইতেন (১।৭৩।৯)। অবিবাহিতা পিতৃগৃহে অবস্থিতা কন্যা পিতৃকুলের কাছে ধন পাইতেন (২।১৭।৭)। পিতার পুত্র ও কন্যা উভয়ে বর্ত্তমান থাকিলে পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী এবং দুহিতা সম্মানিত হইতেন (৩।৫।১২)। কাহারও পুত্র না থাকিলে দৌহিত্রকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন (৩।৩১।১)। তৎকালে স্ত্রীলোকেরা পতির সহিত যজ্ঞ করিতেন (১।৩১।৩), রথে চড়িয়া অপরস্থানে বেড়াইতে যাইতেন (১।১৬৬।৫) এবং অবিবাহিত অবস্থায় অধিক বয়স অবধি থাকিতে পারিতেন, তাহাতে পিতা কিম্বা গুরুজনের কোন আপত্তি হইত না। বিবাহের সময় বর সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইতেন (৫।৬০।৪)। বধূ বস্ত্রাবৃত থাকিতেন (৮।২৬।১৩)। যৌবনপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইত (১০।৮৫।২২)। সুন্দরী ভদ্র-স্ত্রীলোক মনোমত পতিকে বরণ করিতেন (১০।২৭।১২)। বিবাহের পর স্ত্রীলোক পতিগৃহে যাইবার সময় উপঢৌকন পাইতেন (১০।৮৫।২০)। পতির গৃহে যাইয়া পত্নী কর্ত্রী হইতেন (১০।৮৫।২৭)। শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব, শাশুড়ীকে বশ এবং ননদ ও দেবরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন (১০।৪৫।৪৬)। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোক দেবরকে কামনা করিতেন (১০।৪০।২)। তৎকালে বহুবিবাহ চলিত ছিল (১।১০৫।৮), কিন্তু পুরুষেরা প্রায়ই একটী বিবাহ করিতেন। (১।১০৫।২)। তৎকালে সাধারণী নারী অর্থাৎ এক রমণীর অনেক প্রণয়ী থাকিত (১।১৬৭।৪)। এ ছাড়া তৎকালে গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৯।১), ব্যভিচারিণী (২।১৬৬।৪), পতিহীনা নারীর ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণ, ভ্রাতৃরহিতা নারীর অপরপুরুষে গমন (১।১২৪।৭) এবং বিধবার দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এই সকল কদাচারও ছিল।

ঋগ্বেদের সময় আর্য্যেরা রাজা (১।৪০।৮, ১।১১৬।১ ইত্যাদি), পুরপতি ১।১৭৩।১০, গ্রামণী (১০।৬২।১১) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চপদে বিভক্ত ছিলেন। তৎকালে রাজা সাধারণের উপর কর ধার্য্য করিতেন (১।৭০।৫); রাজাশাসনপ্রণালী সুনিয়মে চলিত (১ ১৭৩।২), রাজগণ অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গজস্কন্ধে গমন করিতেন (৪।৪।১)। সুবর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব (৪। ২। ৮), যুদ্ধে যুদ্ধাশ্ব, অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল (৪। ৩৮। ৬)।

প্রধান ব্যক্তিরা স্তুতি শুনিতে ভাল বাসিতেন (১২৭।১২)। যুদ্ধকালে রাজগণ একত্র হইতেন (১০।৯৭।৬)। ঋষিগণ সংসারী আবার যুদ্ধকালে যোদ্ধা ছিলেন (১।২০।১)। সেকালে রাজকন্যার সহিত ঋষিদিগের বিবাহ হইত। (৫) ৬১।৮)। বীরপুরুষের বড় আদর ছিল (১।৩১।৬)।

এখনকার মত তখনও উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যবিত্ত এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল (৪।২৫।৮), কেহ ধনগৌরবে মত্ত থাকিত, আবার কেহ পেটের অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত (১০।১১৭ সূক্ত)। মধ্যবিৎ লোকেরা বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। (১।৭৯। ১।) সে সময়ে লোকে নানা প্রকার কর্ম্ম করিত—কেহ পুরোহিত, কেহ স্তোতা (কবি), কেহ বৈদ্য, কেহ ছুতার, কেহ কামার, কেহ নাপিত, কেহ কাঠুরিয়া, কেহ রথ বা গাড়ী প্রস্তুতকারী, যব মাড়িবার জন্য কোন স্ত্রী নিযুক্ত, কেহ ধাতু ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণকারী, কেহ জাহাজ অথবা নৌকাকারী, কেহ কশাই, কেহ অশ্বের গাত্রধৌতকারী ইত্যাদি নানা লোকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত (১। ১৩৫। ৫, ৪।২।১৪,— ১৬।২০, ৫।১০২।৮)।

তৎকালে পুর (নগরাদি) এবং গ্রাম স্বতন্ত্র ছিল। (১।৪৪। ১০,—৪৯। ৪,—১১৪। ১; ১০। ১৪৬। ১) তাঁহারা লোহনির্ম্মিত নগর (৭।৩।৭, ১৫।১৪) প্রস্তরনির্ম্মিত শতসংখ্যক পুরী (৪।৩০।২১), সহস্রদ্বার ও সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা (১। ১১৩। ৪, ২।৪১।৫, ৭।৮৮।৫) নির্ম্মাণ করিতেন। উৎকৃষ্ট গৃহ ও সামান্য কুটীর (১।১০।১৮) ও শতদ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ (১।৫১।৩) প্রভৃতি তাহারা অবগত ছিলেন। ইষ্টকাদি দ্বারা তাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন (বাজসনেয় ১৩। ৩১), যাতায়াতের সুন্দর রাস্তা (ঋক্ ১।৫৮।১) ও দুর্গম পার্ব্বত্যদেশে সুগম পথ নির্ম্মাণ করিতেন (১। ১১৬। ২০), এবং বিশ্রামস্থানে (পান্থনিবাসে) খাদ্যদ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। (১।১৬৬। ৯)। তৎকালে শকট (১। ৩০। ১৫), খদির বা শিশুকাষ্ঠ নির্ম্মিত (৪। ৫৩। ১৯), সারথির বসিবার স্থানযুক্ত (১। ৬৪। ৯) ও অশ্বদ্বয় যোজিত রথ (১। ৯৪।১০), ত্রিবন্ধযুক্ত ও ত্রিকোণ রথ (১। ৪৭। ২), তিনখানি বসিবার স্থান, তিন চক্র, ও ধাতুত্রয়বিশিষ্ট রথ (১। ১৮৩। ১), সুবর্ণমণ্ডিত ও যুদ্ধার্থ রথ (৬। ৬৩। ৫) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। যোদ্ধারা যুদ্ধকালে সুবর্ণময় কবচ ও উষ্ণীষ (১।২৫।১৩, ৫।৫৪।১১), লোহবর্ম্ম (১।৫৬।৩), তনুত্রাণ, বর্ম্ম, অংসত্রা, দ্রাপি, সুবর্ণ বক্ষাচ্ছাদন (৪।৫৩।৪) প্রভৃতি ধারণ করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালে নিশান উড়িত (১।১০৩।১১), দুন্দুভি বাজিত (১।২৮।৫), সেনাপতি সশস্ত্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেন (১।৩৩।৩)। যুদ্ধের সন্দেশবহ থাকিত (৫।৮৩।৩)। যুদ্ধজয় হইলে শত্রুদিগের নিকট যাহা লুট হইত, যোদ্ধারা সকলেই পাইত (১।৭৩।৫)

তৎকালে রমণীগণ অঙ্গে অলঙ্কার পরিতে বড় ভাল বাসিতেন। (১।৮৫।১)। তন্মধ্যে নিষ্ক (২।৩৩।১০) অঞ্জি, বাসী, স্রক্, রুক্ম, খাদি (৫। ৫৩।৪), হিরণ্যকর্ণ (কর্ণালঙ্কার), মণি (গ্রীবার) অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায় (১। ১২১।১৪)। মুক্তাদিরও ব্যবহার ছিল, (১০।৬৪।১১)। নিষ্ককারী (স্বর্ণকার) অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিত (৮।৪৭।১৫)। তৎকালে বাণ (১।৮৫ ১০), ক্ষোণী (২।৩৪।১৩) কর্করি প্রভৃতি বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র ছিল। নর্ত্তকী নৃত্য-গীত করিত (১ ৯২।৪), রঙ্গমঞ্চে পুতুল নাচ হইত (৪।৩২।২৩।)

আর্য্যেরা ঊর্ণা, মেষলোম, চর্ম্ম ও বল্কলের বস্ত্র পরিধান করিতেন। স্ত্রীলোকে বস্ত্র বয়ন করিতেন (২।৩৮।৪), বয়নকার্য্য রাত্রিতে হইত, দুইজন স্ত্রীলোক মিলিয়া টানা ও পোড়েন চালনা করিতেন। (২।৩।৬)।

রমণীগণ রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আর্য্যেরা দধি মিশ্রিত সক্তু, ভৃষ্টযব, পিষ্টক (৩।৫২।৬), ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, অপূপ, পক্বফল, শাকাদি ও ক্ষীরপক্ব অন্ন ভোজন করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা মহিষ মাংস (৫।২৯৭), বরাহ মাংস (৮।৭৭।১০), পর্ব্বকালে গো (১০।৭৯। ৬), ও বৃষ (১০।৮৬।১৪) মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিতেন। অতিথিদিগকে সুখী করিবার জন্য পশুবলি হইত (১।৩১।১৫)।

শীতপ্রধান দেশে প্রাচীন আর্য্যগণের বাস হওয়ায় তাঁহারা দেহের স্বাস্থ্যবিধানের জন্য অধিক সুরাপ্রিয় ছিলেন (১।১১৬।৭); তৎকালে শুঁড়িরা চামড়ার বোতলে সুরা রাখিত এবং সকলকেই সুরা বিক্রয় করিতে পারিত (১।১৯১।১০)। সোমরস প্রস্তুত আর্য্যদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত।

তৎকালে আর্য্যেরা বাণিজ্যের জন্য দেশভ্রমণ ও সমুদ্রগমন করিতেন (৪।৫৫।৬), ক্রয়বিক্রয়ের সময় যাহা চুক্তি হইত, তাহাই থাকিত; চুক্তি ভঙ্গ করা যাইত না (৪।২৪।৯)। মুদ্রারও প্রচলন ছিল (৫।২৭।২)।

এখনকার মত সে সময়ে পল্লিগ্রামে কৃষিকার্য্য হইত। কৃষকেরা চাষ করিত (১০। ১১ সূক্ত)। তাহারা কুশলে

(মরাইয়ে) যব রাখিতেন (১০। ৬৮। ৩)। পশুর মধ্যে গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ, ও বহনকারী কুক্কুর প্রাচীন আর্য্যজাতির পালিত পশু মধ্যে গণিত হইত।

প্রাচীন আর্য্যেরা সূর্য্যের দৈনিক গতি (১। ১২৩। ৪), সূর্য্যের দ্বাদশ অর (রাশি), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, প্রাচীন মাস ও ঋতুর বিষয় অবগত ছিলেন (১।১৬৪ সূক্ত)। তাঁহারা আকর্ষণশক্তির বিষয়ও জানিতেন (৯। ৮৫। ১-১৯)
[জ্যোতিষ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তাঁহারা ওষধির গুণাগুণ জানিতেন, রোগাদির চিকিৎসা করিতে পারিতেন। [আয়ুর্ব্বেদ দেখ]

ঋক্‌সংহিতায় যুগাদির কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যগণ যুগাদির বিষয় অবগত ছিলেন না। ঋক্‌সংহিতার অনেক পরে যজুঃসংহিতায় কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপরের উল্লেখ পাওয়া যায়। (বাজসনেয়সংহিতা ৩০। ১৮ দেখ।)

প্রাচীন আর্য্যেরা নরকের নাম জানিতেন না। (অথর্ব্ববেদে ১২। ৪। ৩৬ নারক শব্দ পাওয়া যায়।)

[প্রাচীন আর্য্যঋষির পরবর্ত্তী আর্য্যগণের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, ও জাতি, সভ্যতা প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পরশুরাম আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরদেশ হইতে কেরলে লইয়া যান। এক্ষণে কাণাড়ার লোকেরা এবং মহারাষ্ট্রের মাঙ্গ্ নামক নীচ জাতিরা মহারাষ্ট্রদিগকে আর্য্যর বলিয়া ডাকিয়া থাকে। (Indian Antiquary, iii. p. 222.)

কতদিন হইতে আর্য্য নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু নাম এ দেশে চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রাচীন পারসিকেরা সিন্ধু নদীতীরবাসী আর্য্যদিগকে সিন্ধুর নামানুসারে হিন্দু বলিয়া ডাকিতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [হিন্দু দেখ।]

২ (পুং) শ্বশুর। স্বামী। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাহাকে কাহাকে আর্য্য বলিতে হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা

"রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ সোঽপত্যপ্রত্যয়েন চ॥
স্বেচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈর্বিপ্র আর্য্যেতি চেতরৈঃ।
বয়স্যেত্যথবানাম্না বাচ্যো রাজ্ঞা বিদূষকঃ॥
বাচ্যৌ নটীসূত্রধারাবার্য্যনাম্না পরস্পরম্।"

ঋষিরা রাজাকে রাজন্! এই বাক্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন; যেমন—দাশরথে! পৌরব! পাণ্ডব! ইত্যাদি। বিপ্র বিপ্রকে নাম দ্বারা অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন। যেমন কৌশিক! কুশিকনন্দন! ইত্যাদি। ইতর লোকে ব্রাহ্মণকে আর্য্য! এইরূপ সম্ভাষণ করিবে। রাজা বিদূষককে বয়স্য! বা বিদূষক! এই বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন। নট বা সূত্রধার নটীকে আর্য্যা বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন এবং নটী নট ও সূত্রধারকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

কর্ম্মধারয় সমাসে ব্রাহ্মণ ও পুত্র শব্দ পরে থাকিলে আর্য্য শব্দ প্রকৃতিস্বর হয়। (আর্য্যো ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ। পা। ৬। ২। ৫৮। আর্য্যব্রাহ্মণঃ। আর্য্যকুমারঃ। সিং কৌং উক্তসূত্রে।

আর্য্যক (ত্রি) আর্য্য এব স্বার্থে কন্। আর্য্যশব্দার্থ। (স্ত্রী) টাপ্ (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্ব্বায়াঃ। পা ৭। ৩। ৪৬। ইতি বা আত ইত্বং। আর্য্যকা আর্য্যিকা। (পুং) সংজ্ঞায়াং কন্। পিতামহ। ২ নাগবিশেষ। (মহাভারতে আদি পঃ) (ক্লী) পিণ্ডপাত্রাদি পিতৃকার্য্য। (ত্রিং শে)।

আর্য্যগৃহ্য (ত্রি) আর্য্যগৃহ (পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩। ১। ১১৯।) ইতি পক্ষ্যার্থে ক্যপ্। ৬ তৎ। আর্য্যপক্ষাশ্রিত। (পক্ষে ভবঃ পক্ষ্যঃ দিগাদিভ্যো যৎ। আর্য্যগৃহ্য তৎপক্ষাশ্রিত ইত্যর্থঃ। সিং কৌঃ উক্তসূত্রে।) সৎপক্ষ। (রঘু ২। ৩৩)

আর্য্যতারাদেবী। বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত শক্তিবিশেষ। মহাযান সম্প্রদায়েরা বলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথমা ও শ্রেষ্ঠা শক্তি। বুদ্ধগয়া, নাসিক, অজণ্টা, আরঙ্গবাদ, নেপাল, কঁড়েরি প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখা যায়। নেপাল ও কঁড়েরির গুহামন্দিরে অবলোকিতেশ্বরের পার্শ্বে আর্য্যতারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী পুষ্প এবং বাম হস্তে একটী মুকুল শোভা পাইতেছে।—বৌদ্ধমতে ইনি মানবের মুক্তিবিধায়িনী। (Vassilief, Bouddhisme, p. 125)

আর্য্যদেব। নাগার্জ্জুনের একজন শিষ্য। তিনি খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শতসমাধি এবং চতুঃশতী গাথা রচনা করেন। একজন তীর্থিক তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন। তাঁহার অপর নাম কানাদেব।

আর্য্যধর্ম্ম (পুং) আর্য্যাণাং ধর্ম্মঃ ৬তৎ। সদাচার।

আর্য্যপথ (পুং) আর্য্যাণাং পন্থাঃ (ঋক্‌পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা। ৫। ৪। ৭৪) ইতি অজন্ত ৬তৎ। সদাচার। আর্য্যমার্গাদি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আর্য্যপুত্র (পুং) আর্য্যস্ত পুত্রঃ। ৬ তৎ। স্বামী। মান্তের পুত্র।

আর্য্যপ্রায় (পুং) আর্য্যপ্রায়ো বহুলোঽত্র বহুব্রী। আর্য্যাবর্ত্তাদি দেশ।

আর্য্যভট (পুং) প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

তিনি কুসুমপুরে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥"

গণিতপাদ ১।

তৎকৃত আর্য্যসিদ্ধান্তগ্রন্থে লিখিত আছে—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদিহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"

কালক্রিয়াপাদ ১০।

তিন যুগ অতীত হইবার পর ৬০×৬০=৩৬০০ বর্ষ হইলে আমার জন্মের ২৩ বৎসর অতীত হয়।

উক্ত বচনানুসারে (৩৬০০—২৩) কলির ৩৫৭৭ বৎসর গত হইবে আর্য্যভটের জন্ম হয়। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল খৃষ্টের ৪৭৫ অব্দ হইতেছে।

আর্য্যভট এইরূপে সংখ্যা গণনা করিতেন।

ক=১, খ=২, ঙ=৫, ঞ=১০, ট=১১, ন=২০, প=২১, ম=২৫। য=ন+ম। এতদ্ভিন্ন অপর ব্যঞ্জন বর্ণ প্রত্যেকটী ১০ অর্থাৎ র বলিলে য+১০=৪০। এইরূপে ক্ষ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০। প্রত্যেক হ্রস্বস্বর দশগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। যেমন—

হ ১০০ গি=৩০০ চি=৬০০।
ড ১০০০০ গু=৩০০০০ ইত্যাদি।

এইরূপে আর্য্যভটের মতে ৪৪ লিখিতে হইলে ঘর বা ঘ্র।

আর্য্যভট এইরূপে জ্যোতিষ গণনা করিতেন—

রবির ভগণ ৪৩২০০০০, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৩৬, পৃথিবীর ১৫৮২২৩৭৫০০, শনির ১৪৬৫৬৪, গুরুর ৩৬৪২২৪, কুজের ২২৯৬৮২৪, ভৃগু ও বুধের রবির সমান।

চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২১৯, ভৃগুর ১৭৯৩৭০২০, বুধের ৭০২২৩৮৮। চন্দ্রের পাত ২৩২২৩৬।

২ অপর একজন আর্য্যভট্টের নাম পাওয়া যায়। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত আর্য্যভট প্রভৃতির মত লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। (তাঁহার বিবরণ Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, N. S. vol. I. দেখ।]

আর্য্যমহাবীর। জৈনশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধপুরুষ বিশেষ। ইনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন। জৈনসম্বৎ ২৪৯ বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যব্রত (ক্লী) আর্য্যাণাং ব্রতং ৬তৎ। সাধুর কর্ত্তব্য নিয়ম। আর্য্যস্যেব ব্রতমস্য।

আর্য্যশ্বেত (পুং) আর্য্যং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং চরিতং যস্য। শ্রেষ্ঠচরিত। ততঃ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। ইত্যণ্।) আর্য্যশ্বেতের স্ত্রী ও পুত্ররূপ অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্য্যসিংহ। সিংহলাপুত্র। ইনি মধ্যদেশের অধিবাসী, কাবুলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। তথাকার রাজা আর্য্যসিংহের প্রাণবধ করিতে আদেশ দেন। (Indian Antiquary, Vol. IX. p. 316.)

আর্য্যসুস্থিত। আর্য্যসুহস্তির প্রধান শিষ্য। ইনি ব্যাঘ্রপদ্যগোত্রীয় ছিলেন। এই ব্যক্তি হইতে জৈনদিগের কোটিকগচ্ছ বংশ উৎপন্ন হয়। বীর-নির্ব্বাণের ৩১৩ বৎসর পরে, ৯৬ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যসুহস্তি। জৈনদিগের একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি বশিষ্ঠ গোত্রীয় ছিলেন। সম্প্রতি রাজাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (Tod's Rajasthan, voi. i. p. 207. 2 ed.)

আর্য্যহলং (অব্য) আর্য্যং হলতি বিদীর্য্যতি আর্য্যহল অনুস্বারাদি পাঠাদস্যাব্যয়ত্বং। বলাৎকার।

আর্য্যা (স্ত্রী) দুর্গা। শ্বশ্রূ। (শাশুরী)। শ্রেষ্ঠস্ত্রী। মাত্রাবৃত্তবিশেষ। (আর্য্যামাত্রবৃত্তভেদয়োঃ। বিশ্ব।) আর্য্যাবৃত্তের লক্ষণ যথা—"লক্ষ্মৈতৎ সপ্তগণাগোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ। ষষ্ঠোঽজশ্চ ন লঘুর্বা প্রথমেঽর্দ্ধে নিয়তমার্য্যায়াঃ। ষষ্ঠে দ্বিতীয়লাৎপরকেল্লো মুখলাচ্চ সযতি পদনিয়মঃ। চরমেঽর্দ্ধে পঞ্চমকে তস্মাদিহ ভবতি ষষ্ঠো লঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

১ পথ্যা ২ বিপুলা ৩ চপলা ৪ মুখচপলা ৫ জঘনচপলা ৬ গীতি ৭ উপগীতি ৮ উদগীতি ৯ আর্য্যগীতি আর্য্যা এই নয় প্রকার।

আর্য্যাগীতি (স্ত্রী) আর্য্যা গীতিরিব। বৃত্তরত্নাকরোক্ত মাত্রাবৃত্ত বিশেষ।

আর্য্যাণক। দেশবিশেষ। তুষার দেশের নিকটে অবস্থিত। যথা—

"তুষারবর্ষৈ র্বহলৈ স্তমকাণ্ডনিপাতিভিঃ।
আর্য্যাণকাভিধে দেশে বিপন্নং কেচিদূচিরে॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৬৭)

এই দেশ গ্রীক ঐতিহাসিকোক্ত আরিয়ানা (Ariana) বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকদের বর্ণনানুসারে এই দেশ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে এবং বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অধিকাংশ।

আর্য্যাবর্ত্ত (পুং) আর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠা আবর্ত্তন্তে পুণ্যভূমিত্বেন বসন্ত্যত্র আ বৃত-আধারে ঘঞ্। ভারতবর্ষের বিভাগবিশেষ। ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরভাগ আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণভাগ দক্ষিণাপথ। আর্য্যেরা প্রথমতঃ এই খণ্ডে আসিয়া বাস করেন বলিয়া এই স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হয়। মনু আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণে গিরি ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

রামায়ণে যদিও আর্য্যাবর্ত্ত নামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু সঙ্কেত আছে। যথা—

"শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥
বিন্ধ্যপর্ব্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্।
তয়োর্মধ্যে সমভবৎ যজ্ঞস্য পুরুষোত্তম॥"
আদি ৩৯। ৪-৫।

শিবের শ্বশুর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্ব্বত এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত, পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে পুরুষোত্তম! সেই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ হইয়াছিল।

ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণের মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতাস্তস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৪। ৮২॥

বামনপুরাণের মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর! তুরুষ্কাস্ত্বপিচোত্তরে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ॥"
১৩। ১১-১২।

এই দ্বীপের পূর্ব্বে কিরাত ও পশ্চিমে যবনগণ অবস্থান করে, দক্ষিণে আন্ধ্র ও উত্তরে তুরুষ্ক আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্র প্রভৃতি নানাবিধ জাতি বাস করে। (মানবগণ যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা এই স্থান পবিত্র করেন।) যদিও পুরাণাদিতে কুমারদ্বীপের বর্ণনা স্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাই আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ পড়ে না।

পাণিনির ২।৪।১০ সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, "কে পুনরার্য্যাবর্ত্তাঃ? প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কালকবনাদ্দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিপাত্রম্॥"

আর্য্যাবর্ত্ত আবার কাহারা? যে স্থানের পূর্ব্বে আদর্শ ও পশ্চিমে কালকবন, হিমবানের দক্ষিণ এবং পারিপাত্রের উত্তর।

মেধাতিথি, কুল্লুক প্রভৃতি মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার এবং অমর প্রভৃতি আভিধানিকের মতে হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে (পর্ব্বতয়োর্হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্যদন্তরং মধ্যং স আর্য্যাবর্ত্তো দেশো বুধৈঃ শিষ্টৈরুচ্যতে। মেধাতিথিভাষ্য ২।২২।)

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তর বিভাগকে পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত।

পাশ্চাত্য গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ান ভারতবর্ষের উত্তর সীমা এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"উত্তরে তরাস্ (Taurus) গিরিশ্রেণীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী পাম্পিলিয়া (Pamphylia), লাইসিয়া (Lycia) ও শিলিশিয়া (Cilicia) নামক দেশ দিয়া সমস্ত আসিয়াখণ্ডকে ভাগ করিয়া পশ্চিম দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই পর্ব্বত নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। এক স্থানে ইহাকে পরোপমিসস্ (Paropamisus), অপর কোন স্থানে ইমোডস্ (Imodus), আবার কোন স্থানে ইমৌস্ (Imaus) (হিমালয় বলে)। মাকিদনীয়রা ইহাকে কৌকসস্ (Kaukasus) বলিয়া থাকে।" (Irrian, *Indika*, 11.) এরিয়ানের মত স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত অনেক দূর অবধি বিস্তারিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তর পশ্চিম দেশসমূহে আর্য্যগণের বাস থাকায় ঐ সকল স্থান ভারতবর্ষের উত্তরভাগ বা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া গণিত হইত। মনু আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা নির্দ্ধারণকালে কেবল পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা কোন্ পর্ব্বত তাহা কিছু বলেন নাই, অথচ মনুসংহিতা মধ্যে পারদ, দরদ, চীন, হূণ, পারসিক প্রভৃতি জাতির উল্লেখে উহারা আর্য্যাবর্ত্তের সন্নিহিত বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাভাষ্য ও পুরাণের বচনানুসারে আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত সীমা পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, মহাভাষ্য ও পুরাণে যে সকল সীমান্ত স্থানের উল্লেখ আছে, এখন সেই সকল স্থান কোথায়?

মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বে আদর্শ ও কিরাত নামক জনপদ। গ্রীক্ঐতিহাসিক টলেমি

আদইসগ (Adeisaga) নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রডামর্কোট্ট (Rhodamarkotta) নামক স্থানের একটী নগর *। [Ptolemy, Geog. VII. Cap. 1. 23] সেণ্ট মার্টিন এই স্থানের বর্ত্তমান নাম রঙ্গমাটী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [V. St. Martin *Etude sur la Geographic Grecque et Latine de l'Inde, p. 352*] এই স্থানের নিকটে আদইসগ নগর †। এই আদইসগ মহাভারোক্ত আদর্শ বলিয়া বোধ হয়; উহা বর্ত্তমান চাটগাঁর সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

টলেমি কিরাডিয়া (Airrhadai বা Kirradia) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পুরাণোক্ত লৌহিত্য নামক নদের পূর্ব্বে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরাকান নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে কিরাতরাজ্য ছিল।

অতএব আৰ্য্যাবৰ্ত্তের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব প্রদেশ ও বর্ত্তমান আরাকান রাজ্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে আৰ্য্যাবৰ্ত্তের পশ্চিমে কালক ও যবন নামক রাজ্য। কালক নামক জনপদ মহাভারতাদিতে কালতোয়ক নামে আভীর ও অপরান্তাদি দেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। [মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৪৬, মৎস্য ১৩। ৪০, মার্ক ৫৭। ২৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। বামন পু ১৩। ৩৬ ইত্যাদি]। টলেমি কোলক (Koloka) এবং এরিয়ান্ ক্রোকল (Krokala) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Ptolemy, *Geog.* vii. ch. i. 58; Arrian, *Indika*) sec. 21]। উক্ত উভয় নাম কালক শব্দের রূপান্তরমাত্র। এক্ষণে করাচী উপসাগরের উপকূলে কাল্‌কল্ল বা কাকল্ল নামে একটী জেলা দেখা যায়, উহা পুরাণোক্ত কালতোয়ক রাজ্যের অংশমাত্র বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কালযবন নামক একজন যবননৃপতির নাম পাওয়া যায় (বিষ্ণুপু ৫। ২৩। ৫) সম্ভবতঃ তিনি কালক ও যবন দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ঐ নাম হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ পুরাণেও যবনরাজ্য পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। [যবন শব্দ ও আৰ্য্যাবৰ্ত্তের মানচিত্র দেখ।]

* ইউলেনর মতে Rhodamarkotta=রঙ্গমৃত্তিকা। (Smith's Historical Atlas of Ancient Geography দেখ।) রাজকীয় মানচিত্রে ইহার নাম Rangamatia.

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই স্থানের বর্ত্তমান বা সংস্কৃত নাম নিরূপণ করিতে পারেন নাই। টলেমির মতে ইহা অক্ষান্তর ২৩° ও তৎকথিত ১৫৯:৩´ দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত।

বামনপুরাণের মতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা তুরুষ্ক। এই তুরুষ্ক অপরাপর পুরাণে তুষার নামে কথিত হইয়াছে। (মৎস্যপু০ ১২০। ৪৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। বামন ১৩। ৪০, মার্ক ৫৭। ৩৯) ইহা টলেমি-কথিত তোখরৈ (Tokharoi)। বর্ত্তমান বাল্‌খ ও তক্‌তই সুলিমান নামক পর্ব্বতের অন্তরালস্থানে পূর্ব্বে তুখার জাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ এই স্থানই তুষার বা তুরুষ্ক নামে পৌরাণিক সময়ে অভিহিত হইত। ইহার বর্ত্তমান নাম তুখারিস্থান।

মহাভাষ্য ও মনুভাষ্যকারদিগের মতে আৰ্য্যাবৰ্ত্তের দক্ষিণ সীমা পরিপাত্র ও বিন্ধ্য। পরিপাত্র পুরাণোক্ত পারিপাত্র বা পারিযাত্র। এই পর্ব্বত বিন্ধ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশে বিস্তৃত। এক্ষণে এই পর্ব্বতের কিয়দংশকে 'পথর শ্রেণী' বলে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে চীনপারব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত পো-লি-যে-ত্তো-লো (প্যারযাত্র) নামক জনপদ ছিল। [Beal's Buddhist Records, vol. i. p. 127].

১। আৰ্য্যাবৰ্ত্তের উত্তরপশ্চিমে, এই কয়েকটী প্রধান জনপদ ছিল। ১ কশ্মীর—(মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৫৩, মার্ক ১৫৮। ৪৯)। প্রাচীন গ্রীকগণ অস্মিরই (Asmiraia) বলিয়া ডাকিতেন। (Ptolemy, Bk. vi. cap. 13. 3.)। ইহার বর্ত্তমান নামও কশ্মীর।

২ অভিসার—(মহা.ভী ৯। ৫৩, মার্ক ৫৮। ৪৯, বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৯।)=Abissarai. (Arrian, *Indika* Sec. iv.) এই স্থান কশ্মীরের পশ্চিমে এবং ঔরস রাজ্যের দক্ষিণে। এক্ষণে ইহার কতকাংশ কশ্মীর ও কতকাংশ হাজারার অন্তর্গত। এখন এখানে গখর জাতির বাস। [Cunningham's Archaeological Survey of India Reports, vol. ii. p. 28-29.]

৩ ঔরশ—(মার্ক ৫৭। ৪০, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪,=ঔর্ব্বশ, বামন ১৩। ৪১) টলেমির অর্শ (Arsa বা Varsa) [Geog. vii. i. 45.] ইহা সিন্ধুনদ ও বর্ত্তমান কশ্মীর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। হিয়োন্ সিয়াং ইহাকে উ-ল-ষী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। [Beal's Rec. I. 147.] উহা মুজাফরাবাদের পশ্চিমে ধন্তবারস্থিত বর্ত্তমান রশ নামক স্থান।

৪ দার্ব্ব—(মার্ক ৪৭। ৪১, ৫৭; =দর্ভ, মহা-ভী, ৯। ৫৪, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৬, মৎস্য ১১৩। ৬,=দ্রুহ, বামন ১৩। ৫৬) =Dyrvaci. ঔরশ ও কশ্মীর রাজ্যের উত্তরে।

৫ ঘোষ—[মার্ক ৫৮। ৫] দরদ ও দার্ব্বের মধ্যে

বর্ত্তমান কশ্মীর রাজ্যের প্রান্ত সীমায় কৃষ্ণগঙ্গার পশ্চিম দিকে এই জনপদ ছিল।

৬ জাহ্নব—বর্ত্তমান পাঁজকোরা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান বুনার নামক স্থানের উত্তর। [আর্য্য শব্দ দেখ।]

৭ দরদ—(মহা ভী ৯। ৬৭ বামন ১৩। ৩৯, মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ।) টলেমির মতে দরদ্রৈ (Daradrai) নামক জাতি, উহারা সৌআস্তিন্ ও লম্বটে নামক স্থানের পূর্ব্বে ও সিন্ধুনদের উত্তরাংশে বাস করিত। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম দার্দ্দিস্তান। এখানকার লোকের ভাষা অনেকটা সংস্কৃত ভাষার ন্যায়। [Leitner's Dardistan.] মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, এই স্থানের লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে গিয়াছিল, তাহাদের নাম পিপীলিক। হিরোদতস্ স্বর্ণখননকারী পিপীলিকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; [Harod. tib. vi. e. cii.] উহারাই বোধ হয় মহাভারতোক্ত পিপীলিক।

৮ খশ—(মহা০ ভী ৯। ৬৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৪, মার্ক ৫৭। ৫৬, বামন ১৩। ৫৬) বর্ত্তমান দার্দ্দিস্তানের উত্তরে, পামিরের নিকট অবধি।

৯ কাম্বোজ—(মনু ১০। ৪৪ রামায়ণ, ২। ৬ অঃ। মহা, ভা ৯। ৬৫, বামন ১৩৩৯, মার্ক ৫৭। ৩৮) এই স্থান বর্ত্তমান বদক্সানের পূর্ব্বে ও কুশ পর্ব্বতের নিকটে ছিল। কাম্বোজের লোকেরা সংস্কৃত কথা কহিত। [নিরুক্ত ২।২ দেখ।]

১০ মাণ্ডব্য—(মার্ক ৫৮। ৬, বামন ১৩। ৪৭) গ্রীকদিগের বণ্ডবণ্ড (Ptolemy, vi 13. 5.) পাণিনি-কথিত ভাণ্ডব বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান চিত্রল নদীর ধারে কাফেরিস্তানের কিয়দংশ। বণ্ডবণ্ড নগরের বর্ত্তমান নাম বণ্ড-হ-গজর।

১১ সুপার্শ্ব—(বামন ১৩। ৪২) ইহা এরিয়ান-উক্ত সপর্নস্ (Saparnas) বলিয়া বোধ হয়। [Indika, sec. IV] বর্ত্তমান স্বাৎ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ছিল।

১২ গৌরগ্রীব—(মার্ক ৫৮। ৮ কোন কোন স্থানে ঘোর এইরূপ নামও পাওয়া যায়)। ইহাই টলেমির Goryaia ও এরিয়ানের Garaoia নামক প্রদেশ। [Ptolemy, VII. 1. 45 ; Arrian, *Indika.*] বর্ত্তমান স্বাৎ প্রদেশের উত্তরাঞ্চল লণ্ডই নদীর তারবর্ত্তী স্থান। লণ্ডই নদী ঋগ্বেদে ও মহাভারতে গৌরী নদী নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৩ লম্পক—[মার্ক ৫৭। ৩০, মৎস্য ১১৩। ৪৩, মহাভারতে ইহার নাম লম্পাক, দ্রোণ ১২১। ৪২) টলেমি কথিত (Lambatai) বলিয়া বোধ হয়। হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত লন্-পো। এক্ষণে লম্‌ঘান নামে প্রচলিত।

১৪ অশ্বক—(মহা০ ভী ৯। ৪৩, পুরাণে ইহার নাম অশ্বমুখ, মার্ক ৫৮। ৪৩) এই স্থানেই এরিয়ানের অস্‌সকনি (Assakani)। ইহার প্রধান নগরের নাম মস্‌সক (Massaca) (Indika. 1.) এই নগর পুরাণোক্ত মশক। এই রাজ্য বর্ত্তমান কাফেরিস্তানের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল।

১৫ আর্জ্জুনায়ন—(পাণিনি অশ্বাদিগণে গ্রহণ করিয়াছেন।) এই স্থান অশ্বকের পশ্চিমে। আলাহাবাদের শিলালিপিতে এই দেশের নাম প্রার্জ্জুন গৃহীত হইয়াছে। (Indian Antiquary, vol. XIII. p. 338) এখনও জলালাবাদ ক্ষেত্রে যাইবার সময় ঐ স্থানকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে।

১৬ পারশব—(মার্ক ৫৮। ৬১; বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮)। এই জনপদ আর্জ্জুনায়নের পশ্চিমে। ইহার প্রধান নগর পর্শু। ইহাই প্লিনি কথিত পার্সিয়ই (Parsioi) Pliny, vi. c. 18.) হিয়োনসিয়াং ইহার নাম ফো-লি-শি-স-তঙ্-ন (পর্শুস্থান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পাসবান শ্রেণীর নিকটস্থ স্থান।

১৭ কাপিশী—(পা ৪। ২। ৯৯) এই ক্ষুদ্র জনপদকে টলেমী কপিস্‌স (Capissa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। হিয়োনসিয়াং-কথিত কি-এ-পি-শি বর্ত্তমান কোহিস্তানের উত্তরাঞ্চল।

১৮ গন্ধার—(ঋক্ ১। ১২৬। ৭, মহা০ ভী ৯। ৫৩; মৎস্য ১১৩। ৪১, মার্ক ৫৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৭; ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ) পূর্ব্বকালে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও প্রায় সমুদয় আফ্‌গানিস্তান্ গন্ধার নামে অভিহিত হইত। তৎকালে হিন্দুরাজাদের অধীনে ছিল। পেরিপ্লস্ ইহা গণ্ডারই (Gandaraioi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন (Periplus, 47, Indian Antiquary, vol. VIII. p. 12)

১৯ নিগর্হর—(ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫, কোন কোন পুরাণে এই নামের পরিবর্ত্তে নীহার নাম পাওয়া যায়, মার্ক ৫৭। ৫৬) এই স্থান গ্রীক্ ঐতিহাসিকোক্ত নিসা (Nyssa বা Nysa) বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। (Arrian, lib. v.— Curtius VIII. cap. X. 7.) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম নগরহার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই নাম কোন পুরাণাদি বা সংস্কৃত শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই। অতএব নগরহারের পরিবর্ত্তে নিগর্হর নাম গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই জনপদ বর্ত্তমান কাবুল ও সুর্খাব নদীর সংযোগস্থলে। জলালাবাদ এই প্রদেশের অন্তর্গত।

২০ উজ্জিহান—(মার্ক ৪৮। ৬, মহাভারতাদিতে ইহার নাম উজ্জানক—মহা বন ১৩০। ১৭, হরি ১১১২৯) পরিব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং ইহার নাম উ-চঙ্‌-ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [আর্য্যশব্দ দেখ।]

২১ পরুষক [ব্রহ্মাণ্ড ৪৩ অঃ] ইহাই চীনপরিব্রাজক বর্ণিত পো-লু-ষ-লো (পুরুষপুর), ইহার বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

২২ পুষ্কলাবত—ভরতের পুত্র পুষ্কল এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই স্থানের নাম পুষ্কলাবত হয়। [রামায়ণ ৭।১০১ সঃ] পুরাণান্তরে ইহার নাম পুষ্কলাবর্ত্ত গৃহীত হইয়াছে, [মার্ক ৫৮। ৪৪] ইহাই পেরিপ্লাসের প্রোক্লইস্ [Proklais ও এরিয়ানের পেউকেলৈতেস্ (Peukelaites) [Periplus 47, Arrian sec. 1.] বর্ত্তমান স্বাৎ নদীর তীরবর্ত্তী হস্তনগর।

২৩ তক্ষশিলা—কনিংহামের মতে এখানে তক জাতির বাস ছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। [Cunningham's Reports, Vol. 11. p. 6] কিন্তু এই মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণের মতে ভরতপুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। [রাম, উত্তর ১০১ অং] গ্রীকগণ ইহাকে তক্সিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়োনসিয়াং বর্ণিত ত-চ-সি-লো। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহধেরী।

২৪ বরণা (পা ৪। ১। ৮২।) বর্ত্তমান নাম বুনার, ইহা আটকের উত্তর পূর্ব্বে।

২৫ কুথপ্রাবরণ—[বিষ্ণু, কোন ২ পুরাণের মতে ইহার নাম চাঁরপ্রাবরণ (মার্ক ৫৮। ৫২) টলেমিবর্ণিত কোড্রন (Codron) নামক নগর কুথপ্রাবরণ নগর বলিয়া অনুমিত হয়।

২৬ বর্ণু—(পা ৪। ২। ১০৩, ৪। ৩। ৯৩) এখানে প্রবাহিত বর্ণু নদীর নামানুসারে এই জনপদের নাম বর্ণু হইয়াছে। হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত ফ-ল-ন (বরণ)। তাঁহার সময়ে ইহা কাপিশের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম বন্নু।

২৭ আর্ক্কোদ (পা ৫। ৩। ৯১ কৈ) এই স্থান টলেমির অরখোসিয়া (Arakhoshia) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [Ind. Ant. Vol. 1. p. 22.] হেলমণ্ড নদীর নিকটস্থ অরোখজ বা কুথজ নামে একটী নগর আছে, উহা আর্ক্কোদের রাজধানী ছিল।

২৮ শূদ্র (মহা-ভী-৯। ৬৭, পুরাণে এই জনপদের নাম শূদ্রকুল, মার্ক ৫৭,। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৪২, বামন ১৩। ৩৯) ইহা টলেমি-কথিত সৈড্রৈ (Sydroi) বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান লোহন ও সুলিমান খেলের মধ্যে ছিল।

২৯ শিবাট—(মহা-ভী ৯।৬৩) কোন কোন পুরাণে 'শিবপুর' গৃহীত হইয়াছে (ব্রহ্মাণ্ড ৪৭। ৪৫)। ইহার বর্ত্তমান নাম শেবিস্তান।

৩০ ক্ষত্রিয় (মার্ক ৫৭, ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৩৮, বামন ১৩। ৩৯, অপর নাম রাজন্য, মার্ক ৫৮। ৪৭) সিন্ধুনদের পশ্চিমে ডেরা ইস্মাইলখাঁর দক্ষিণে এই রাজ্য ছিল।

৩১ সিন্ধুসৌবীর (মহা-ভী ৯। ৫০, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, মার্ক ৫৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৫, মৎস্য ১১৩। ৪১) বর্ত্তমান সিন্ধুসাগর দুয়াব।

৩২ আরট্ট—(মৎস্য ১২০। ৪৭) [আরট্ট দেখ।]

৩৩ বাহীক—(শতপথ ১৭।৩।৮, মহা কর্ণ ৪৪।৫৯) আরট্টের কিয়দংশ।

৩৪ মদ্র—(মহা ভী ৯। ৪১, বামন ১৩। ৩৭, মার্ক ৫৭। ৩৬, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, মৎস্য ১১৩। ৪১) এই জনপদ বর্ত্তমান ঝিলম ও রাবীনদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। ঝিলম তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান ভেরা নামক স্থানে পূর্ব্বতন মদ্র রাজ্যের নগর ছিল। [Cunningham's Reports XIV. 36.]

৩৫ রোমক (মহা-সভা ৫০। ১৫) বেদোক্ত রুমের জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থান রৌমক নামক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।

৩৬ ক্ষুদ্রক—(মহা সভা। ৫১।১৫) টলেমি ক্ষোদ্রকি (Xodrake) নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই জনপদের নগর বলিয়া অনুমিত হয়।

৩৭ মালব (মহা° ভী° ৯ অঃ, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ) বর্ত্তমান মূলতান নামক নগর হইতে পঞ্চনদ প্রবাহিত আরট্ট দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল) আলেকসান্দরের সময়ে এই স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট মাল্লি (Malli) নামে অভিহিত হইত। পুরাণান্তরে স্থানের নাম মালবানক গৃহীত হইয়াছে।

৩৮ শিবি—(মহাভারত , বৃহৎসংহিতা ১২। ৫৯)। এরিয়ানবর্ণিত Sibii, এই স্থান লাহোর ও মূলতানের মধ্যে ছিল। আলেকসন্দারের ঐতিহাসিকগণ এখানকার লোকদিগকে সোবিআই (Sobii) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [Curtius, vit, Alex, viii]

২। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরদেশে এই কয়েকটী জনপদ আছে।

প্রাচীন জনপদের নাম।	বৈদেশিক প্রাচীন নাম।	বর্ত্তমান নাম বা যে স্থানে ছিল।
রমণ (মহা০ ভী ৯ অঃ)	রবনী (Rhabannæ) Ptolemy V. Cap 16. 5.)	কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে।
কুলূত (মার্ক ৫৮। ৪৯, = উলূত, মহা. ভী ৯। ৫৩)	কিউ-লু-তো (চীনপরিব্রাজকোক্ত) কলু।	
কাপিষ্ঠল (মার্ক ৫৮। ৯, বৃহৎসংহিতা)	কাম্বিস্থোলি (*Arrian* Sec. IV.)	ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদী মধ্যে, পঞ্জাব গিরিশিখরে।
কেকয় (রামায়ণ ২। ৬৮ সঃ = কৈকেয়, বামন ১৩। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৪২)		শতদ্রু-নদীর উত্তরতটস্থপ্রদেশ।
শাতদ্রব (বামন ১৩। ৩৮ = শতদ্রুজ, মার্ক ৫৭।৩৭।)		শতদ্রু-প্রবাহিত উত্তর প্রদেশ।
ত্রিগর্ত্ত (মহা. ভী ৯ অঃ, মৎস্য ১১৩। ৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫)		জালন্ধর প্রদেশ।
সৈরিন্ধ্র (মহা. ভী ৯। ৫৭)		সর্হিন্দ প্রদেশ। (পাটিয়ালার অন্তর্গত)।
শৈবাল („ „ ৫৩)		কুরুক্ষেত্রের উত্তরপশ্চিমস্থ প্রদেশ।
স্রুঘ্ন (সাঙ্খ্য ১। ২৮, বৃ সং ১৬। ১১)	সু-লু-কিন্-ন (চীন-প)	সুঘ, অম্বালাপ্রদেশে।
কুলিন্দ (মহা. ভী ৯। ৫৫, বামন ১৩। ৩৮)	কাইলিন্দ্রিনে (Kylindrine)	কুনেট।
হূণ (মহা. ভী ৯ অঃ, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫)		হূণদেশ (হিমালয়ের উত্তরে)
অতিকেশ (মার্ক ৫৮। ৩৯)	Daitikhai (*Ptolemy.*)	হিমালয়স্থ অলকানন্দা নদীর পূর্ব্ব প্রদেশ
বামাচার (মার্ক ৫৮। ৩৯)	Gymnosophistai	কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরাংশ।
খশ (ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৪, মার্ক ৫৮। ১১, বামন ১৩। ৫৬, মৎস্য ১১৩। ৫৬)		নেপাল ও কুমায়ুনের কতকাংশ।
তঙ্গন (মহা. ভী ৯।৬৪, মার্ক ৫৭।৫৬, বামন ১৩.৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ)	গঙ্গনৈ বা তঙ্গনৈ। (*Ptolemy*)	রামগঙ্গা হইতে সরযুর উত্তর স্থান অবধি।
পার্ব্বতীয় (মহা. ভী ৯।৫৭)		নেপালের পূর্ব্বে হিমালয় প্রদেশ।
কুরুজাঙ্গল (মহা. বন ; ভাগ ১।৪।৬)	Korangkaloi (*Ptolemy*)	হরিদ্বার ও গোমতীর ব্যবধান প্রদেশ।
মল্ল (মার্ক ৫৭।৪৪ = মাল, বামন ১৩। ৪৫)		হিমালয়ের মালভূমি।
কঙ্ক (মহা. সভা ৫০। ২৬, মার্ক ৫৮। ৮) =	কোয়াঙ্ক (Koangka) (*Ptolemy* VII. cap. 1. 53.)	নেপাল প্রদেশে।
শুনমুখ (মৎস্য ১২০। ৫৮)	Kynokephaloi (*Ptolemy.*)	নেপাল ও ভুটানের উত্তর।
কিরাত (মহা. অশ্ব ৮৩। ৪)		কিরান্তি জাতি, হিমালয় প্রদেশে।
তোমর (মহা. ভী ৯। ৬৯ = তিমির, রামায়ণ)	Zamirai (*Ptolemy.*)	গারো পাহাড়োপরি।

৩। উত্তর ও মধ্যদেশে।—

ব্রজ = যামুন (মার্ক ৫৮। ৪২)	Iamousa (*Ptolemy.*)	বৃন্দাবন ও তন্নিকটস্থ স্থান।
দাশেরক (মার্ক ৫৭। ৩৯, বামন ১৩। ৪৩)	Takoraioi (*Ptolemy*) দাথৌর (মুসলমান ইতিহাসোক্ত)	রোহিলখণ্ডের দক্ষিণপ্রদেশ।
মাথুর (মার্ক ৫৮। ৭)	Methora.	প্রধান নগর মথুরা।
শূরসেন [মনু ২। ১৯, „	Sauraseni (*Arrian* VIII).	মথুরার দক্ষিণ, যমুনা প্রবাহিত প্রদেশ।
চন্দ্রকান্তপুর (রাম ৭। ১১৫। ৯)	Sandrabatis. (*Ptolemy.*)	প্রধান নগর (ঝালরা) পত্তন।
পাঞ্চাল (বিষ্ণু ২। ৩। ১৪ ইত্যাদি).		(হিমালয় হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত)

(উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর পাঞ্চালের প্রধান নগর অহিক্ষেত্র, দক্ষিণ পাঞ্চালের প্রধান নগর কাম্পিল্য।)

পৌরব (মহা. সভা ; রাম ৪।৪৪।১৩, মার্ক ৫৮ ৫২),	Poruari (*Ptolemy.*)	গোয়ালিয়ার ও তাহার উত্তর বিভাগ।

(উত্তর) কোশল (মহা. ভী ৯। ৪১)		অযোধ্যা ও ঘর্ঘরা নদীর উত্তরস্থ প্রদেশ।
গৌড়দেশ (কূর্ম্ম ১৩ অঃ)		(উত্তর কোশলের কিয়দংশ, ইহার রাজধানী শ্রাবস্তী=শেট মহেট।
মৎস্য (মহা ভী ৯। ৪০)		ইহার রাজধানী বিরাট=আলোয়ারস্থ বৈরাট।
বৎস ইহার রাজধানী কৌশাম্বী		কোসাম।
মধ্যদেশ (মৎস্য ১১৩। ৩৬, বিষ্ণু ২। ৩। ১৪, বামন ১৩। ৩৬)		কুরুক্ষেত্র হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত।
কাশী (মৎস্য ১১৩। ৩৫, ইত্যাদি)	Kassida (*Pt.*)	বনারস।
মিথিলা (বিদেহ) মহা ভী ৯। ৫৬, মার্ক ৫৭। ৪৪ ইত্যাদি)		চম্পারণ ও দারভাঙ্গার অধিকাংশ।
কীকট (উত্তর মগধ) (ঋক্ ৩। ৫৩। ১৪, ভাগবত)		বিহার। (উত্তর)

৪। পূর্ব্বে এই কয়েকটী জনপদ—

প্রাগ্‌জ্যোতিষ (মার্ক ৫৭। ৪৪, বামন ১৩। ৪৫) ইত্যাদি =কামরূপ	কি-মো-লু-প (চীন-প)	কুচবিহার, কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ।
ব্রহ্মোত্তর (বামন ১৩ ৪৪, মৎস্য ১১৩। ৪৪)	Brahmanoi magoi (*Pt*)	আসামের দক্ষিণ পশ্চিমে।

৫। দক্ষিণ-পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে এই কয়েকটী জনপদ।

প্রবঙ্গ (মার্ক ৫৭। ৪৩, বামন ১৩। ৪৪, মৎস্য ১১৩। ৪৪)		ত্রিপুরার কিয়দংশ।
বঙ্গ (মৎস্য ১১৩। ৪৪, মার্ক ৫৭। ৪২ ইত্যাদি)		বাঙ্গালা প্রদেশ।
অঙ্গ (মৎস্য ১২০। ৫০, বামন ১৩। ৪২)		ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশ।
পৌণ্ড্র (মহা. ভী ৯। ৫৭, মৎস্য ১১৩। ৪৫)=বারেন্দ্র		বঙ্গপ্রদেশের উত্তরাংশ।
তাম্রলিপ্ত (মহা. ভী ৯। ৫৬)	Tamalitai (*Pt.*)	তমোলুক।
সমতট (বৃ-সং ১৪।৬)	সন্-মো-ত-চ (চীন-প)	যশোহর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থান।
সুহ্ম (মহা. আদি; হরি ৯০। ১৭, রঘু ৪। ৩৫)		উড়িষ্যার উত্তর পূর্ব্বে।
বর্দ্ধমান (ভাগ ৫। ২০। ২১, মার্ক ৫৯। ১৩)		বর্দ্ধমান ও তন্নিকটস্থ স্থান।
মগধ (মার্ক ৫৮। ১১, মৎস্য ১২৩। ৫০, বামন ১৩। ৪৪)	মো-কি-তো (চীন-প)	বিহার।
মহাকোশল (বা দক্ষিণ কোশল)	Adisathri (*Pt.*)	ছাত্রিশগড় ও ছোট নাগপুরের কিয়দংশ।
ওড্র (=উৎকল, মহা. ভী ৯। ৩৭)	উ-চ (চীন-প)	উড়িষ্যা।
তোসল (মার্ক ৫৭। ৫৪, মৎস্য ১১৩। ৫৩)	Tosalei (*Pt.*)	ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যা মধ্যবর্ত্তী।
অম্বষ্ঠ (মার্ক ৫৮। ১৪)	Ambastai (*Pt.*)	মধ্যপ্রদেশ।
মুতিব (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭। ১৮)	Modubæ (*Pliny.*) Bettigoi (*Pt.*)	বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদেশে।
চেদি (ঋক্ ৮। ৫। ৩৯, রাম ৪। ৪১। ১৪)	চি-কে-দ (চীন-প)	বুন্দেলখণ্ড ও তাহার দক্ষিণ প্রদেশ।
দশার্ণ (মহা. ভী ৯। ৫৫, মার্ক ৫৭। ৫৩)	Dosaron (*Pt*)	ধসান নদীপ্রবাহিত প্রদেশ।
মালব (মৎস্য ১১৩। ৫২, মার্ক ৫৭। ৫৩)	মো-ল-পো (চীন-প)	মালোয়া।
শবর (ঐত০ ব্রাহ্মণ ৭। ১৮, বৃ-স ৫। ৩৮)	Sabarai (*Pt.*) Suari(*Pliny*)	বিন্ধ্যের দক্ষিণ, পার্ব্বতীয় প্রদেশ।
পুলিন্দ (ঐ, ব্রা ৭। ১৮, রাম ৪। ৪০। ২১)	Poulindai.	রাণের উত্তরপূর্ব্বপ্রদেশ।
মল্লরাষ্ট্র (মহা. ভী ৯। ৪৪)	Maleo (*Pt.*)	মহী ও নর্ম্মদা-মোহনামধ্যস্থিত স্থান।
ভরুকচ্ছ (বামন ১৩। ৫১, মৎস্য ১১৩। ৫০ কীর্ত্তিকৌমুদী মতে ইহার নাম ভৃগুকচ্ছ; রুদ্রদামার শিলালিপিতে অশ্বকচ্ছ,	Barugaza (*Pt.*)	বরোচ।

অপরান্ত (মহা. ভী ৯ অঃ)	Ariake (*Peri.*)	বরোচ ও গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।
সুরাষ্ট্র (মহা. অশ্ব ৮৩। ১২, হরি ২২৮। ৫৫, রামায়ণ ৪। ৪৩। ৫)	Saurastrine (*Pt,*) Saraostos (*Strabo.*)	গুজরাট প্রদেশ।
আনর্ত্ত (রাম ৪। ৪৩ সঃ, বৃ-স. ৫।৮০)		কাঠিয়াবাড়।
শাল্ব (গোপথব্রা ২। ৯, মহা, ভী ৯ অঃ)		
আভীর (রাম ৪। ৪৩। ৫, মহা. সভা)	Abiria. (*Peri.*)	আরাবল্লীর পশ্চিম দিকৃস্থ প্রদেশ।
৬। পশ্চিমে যে কয়েকটী জনপদ আছে		
ভৌলিঙ্গি (পা. পৈলাদি)	Bolingai (*Pt.*)	আরাবল্লী ও মরুস্থলের মধ্যে।
মরু (তৈত্তি. আর. ৫। ১। ১, রাম ৪। ৪৩। ১৯)		মাড়োয়ার।
হূণ		পঞ্জাবের মধ্যে।
যৌধেয় (মহা, সভা, হরি ৬১। ২৫, মার্ক ৫৮। ৪৬)		যোহিয়।
শৌভ্রেয় (পা. যৌধেয়াদি)	Sabracœ (*Pt.*)	পঞ্জাবের মধ্যে।
মূষক (মহা. ভী ৯। রাজ ১৩। ৩৮, মার্ক ৫৭। ৩৭)	Mossarna	পঞ্জাবের মধ্যে।
প্রস্থল (মহা. ভী, বৃ স ১৬। ২৬)		পঞ্জাবের মধ্যে।
বিশাল (রাম ৪। ৪২ সঃ)		
বর্ব্বর (মহা. ভী ৯ অঃ। রাম ১। ৫৫। ২, ভাগ ৯। ৮। ৫)	Barbarikon (*Peri*)	সিন্ধুনদের মধ্যমুখস্থ প্রদেশ। *

আর্ষ (ত্রি) ঋষেরিদং অণ্। ঋষিসম্বন্ধি। ঋষিকৃত পুরাণ-কাব্যাদি। (পুং) ঋষিসেবিত বেদ।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" মনু। ১২। ২০৬।

ঋষ্যভিধায়ী। ঋষিবাচক। সংস্কারহীনত্বেঽপি ঋষিণা প্রযুক্ত অণ্। ব্যাকরণোক্ত অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া ঋষি প্রযুক্ত অসাধু প্রয়োগ।

ঋষীণাং সমূহঃ প্রবরগণভেদঃ অণ্। (ক্লী) প্রবর ঋষিসমূহ। ঋষেরিদং আর্ষং আর্ষং নাম প্রবর ইতি মিতাক্ষরা ঋষির্বেদস্তত্রবিহিতঃ অণ্। বিবাহবিশেষ।

"যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ং।" যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৯।

যজ্ঞস্থ ঋত্বিজের সহিত কন্যার বিবাহের নাম দৈব। বরের পক্ষ হইতে দুইটী গো লইয়া কন্যার বিবাহের নাম আর্ষ।

"একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥" মনু ৩। ২৯।

বর পক্ষ হইতে ধর্ম্মতঃ একটী স্ত্রী গবী, একটী পুং গো অথবা গোমিথুনদ্বয় গ্রহণ করিয়া বিধানক্রমে কন্যা প্রদানের নাম আর্ষ, সেই বিবাহ ধর্ম্মজনক। এখানে ধর্ম্ম পদটী আছে বলিয়া ঐ গোদ্বয় গ্রহণ শুল্ক মধ্যে পরিগণিত নহে। কুল্লূক-ভট্টও লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মার্থং যাগাদিসিদ্ধয়ে কন্যায়ৈ বা দাতুং নতু শুল্কবুদ্ধ্যা।"

আর্ষধর্ম্ম (পুং) কর্ম্মধা। মন্বাদিপ্রোক্তধর্ম্ম। আর্ষবিবাহ।

আর্ষভ (ত্রি) ঋষভস্য বৃষস্যেদং অণ্। বৃষসম্বন্ধী (ক্লী) ঋষভদেবচরিত।

আর্ষভি (পুং) ঋষভস্যাপত্যং ইঞ্। ঋষভদেবপুত্র। চক্রবর্ত্তী নৃপবিশেষ।

আর্ষভী (স্ত্রী) ঋষভস্যেয়ং প্রিয়া অণ্ ঙীপ্। কপিকচ্ছু। আলকুশী। ঋষভস্যেয়ং তুলাকারত্বাৎ অণ্ ঙীপ্। মধ্যপথস্থ-বীথিত্রয় মধ্যে বীথিবিশেষ।

আর্ষভ্য (পুং) ঋষভস্য প্রকৃতিঃ ঞ্য। ষণ্ডোপযুক্ত বৃষ। (আর্ষভ্যঃ ষণ্ডতাযোগ্যঃ। অমর।)

আর্ষিক্য (ক্লী) ঋষিরেব ঋষিকঃ ঋষিকস্য ভাবঃ পুরোং যক্। ঋষিধর্ম্ম।

আর্ষিষেণ (পুং ত্রি) ঋষিষেণস্য গোত্রাপত্যং। (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪। ১। ১০৪। ইতি অঞ্।) ঋষিষেণ মুনির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্ষেয় (ক্লী) ঋষীণাং সমূহ ঢক্। ঋষিগণরূপ প্রবরবিশেষ। অত্রভবা অণ্ ঙীপ্। আর্ষেয়ী। প্রবরজাত। মন্ত্রদর্শী ঋষিবিশেষ। (অসমানার্ষেয়ীঃ। স্মৃতি।)

* এতদ্ভিন্ন আরো অনেকগুলি আর্য্যাবর্ত্তস্থিত পৌরাণিক জনপদের নাম পাওয়া যায়। সেই সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থিতি নিরূপিত না হওয়ায় লিখিত হইল না। যে সকল পৌরাণিক নদী ও নগরাদির নাম আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য

আর্ষ্টিষেণ (পুং) ঋষ্টিষেণস্যাপত্যং (অনৃষ্যানন্তর্য্যেবিদাদিভ্যোহঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। চন্দ্রবংশীয় শল নৃপাত্মজ নৃপ বিশেষ। [হরিবংশের ২০১ অধ্যায়।] গোত্র প্রবর বিশেষ।

আর্ষ্টিষেণাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

আর্হত (ত্রি) অর্হত ইদং-অণ্। জৈনসম্বন্ধী। (ক্লী) জৈন। (স্যাদ্বাদবাদ্যার্হতঃ। হেম ৩। ৫২৫।)

আর্হন্ত্য (স্ত্রী ক্লী) অর্হতো ভাবঃ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। মুম্চ ষিত্বাৎঙীপ্ যলোপঃ। যোগ্যতা। স্ত্রীত্বাভাব। পক্ষে (ক্লী) আর্হন্ত্য। যোগ্যতা।

আর্হায়ণ (পুং স্ত্রী) অর্হস্যাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪। ১। ১১০ ইতি ফঞ্।) অর্হ নামক ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্হীয় (পুং) অর্হমভিব্যাপ্য অণ্ আর্হং তত্র বিহিতঃ তস্যেদং বা বৃদ্ধাচ্ছ। আর্হাদগোপুচ্ছসংখ্যাপরিমাণাট্ঠক্। পা ৫।২।১।১৯ সূত্র হইতে তদর্হতি। পা ৫।১। ৬৩ এই সূত্র পর্য্যন্ত পাণিনি বিহিত প্রত্যয়বিশেষ। সেই সকল সূত্র বিহিত অর্থ (আর্হীয়েষর্থে; সিং কৌ।)

আল (ক্লী) আলতি ভূষয়তি আ-অল-ভূষাদৌ অচ্।
হরিতাল। হরিতাল বর্ণ যেখানে থাকে সে স্থানটী কে যেন ভূষিত করিয়া রাখে এজন্য ঐ নাম হইয়াছে। (পিঞ্জরং পিতকং তালমালঞ্চ হরিতালকে। অমর। ২। ৯। ১০৪।) আ—অল পর্য্যাপ্তৌ অচ্। অনল্প। অধিক। শ্রেষ্ঠ। (চলিত ভাষায়) প্রান্তভাগ। (এই অর্থে প্রযুক্ত আল শব্দ আর শব্দের অপভ্রংশ।)

আল। (হিন্দী) অচ্যুতবৃক্ষ। আইচ গাছ। Morinda citrifolia,) এই গাছ ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। তন্মধ্যে বুন্দেলখণ্ড, কোটা, বুন্দি প্রভৃতি স্থানে ইহার চাস হয়। এই গাছের শিকড় হইতে এক প্রকার লাল রঙ্ পাওয়া যায়, তাহাতে কাপড় রুমাল প্রভৃতি রঙ্ করা হইয়া থাকে। এই রঙে খেরো ছোবান হয়। এই রঙ্ শীঘ্র উঠিয়া যায় না। মহিসুর হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আল পাওয়া যায়।

আল-আলুণি (ত্রি) লবণহীন খাদ্যাদি। যাহাতে লুণ দেওয়া হয় নাই।

আলকাতরা। পদার্থ বিশেষ। মেটে তৈল (Naptha) এবং শিলাজতু বা পিচ এই দুইটী একত্র মিশ্রিত করিলে আলকাতরা প্রস্তুত হয়। ইহা প্রাণী, উদ্ভিদ এবং খনি হইতে সমভাবেই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ রেঙ্গুনে ভালরূপ আলকাতরা পাওয়া যায়। সেখানে একটা ৬০ ফিট গভীর পাতকুয়া কাটিলে তাহার গাত্র হইতে আলকাতরা নির্গত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি এবং কয়লা হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। রুষ, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি উত্তর দেশ হইতে আলকাতরার আমদানি হয়।

আলকাতরার গুণ—চর্ম্মদদ্রু, কাউর ও পুরাতনক্ষতনাশক, কষ্টসাধ্য ব্রণাদির পক্ষে হিতকর। ইহার গন্ধে দূষিত জল, বায়ু, কীট ও বিষ নষ্ট হয়।

আলকুশী। গুল্ম বিশেষ। (Macuna pruriens) এই লতা বাঙ্গালায় অধিক জন্মে। ইহার বীজের উপর কেশর গজায়, হিন্দুস্থানীরা তাহাকে কেয়োআচ বলে, তাহা গায়ে ছোঁয়াইলে বড় জ্বালা করে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আত্মগুপ্তা, জড়া, অধ্যাণ্ডা, কণ্ডুরা, প্রাবৃষায়ণী, ঋষ্যপ্রোক্তা, শূকশিম্বী, মর্কটী, স্বগুপ্ত, অজহা, কণ্ডুরা, প্রাবৃষায়িণী, প্রাবৃষা, শূকশিম্বা, কপিকচ্ছু, স্বয়ংগুপ্তা, মহর্ষভী, লাঙ্গলী, কুণ্ডলী, চণ্ডা, দুরভিগ্রহা, কপিরোমফলা, গুপ্তা, দুস্পর্শা, অজড়া, প্রাবৃষেণ্যা, বদরী, গুরু, আর্ষভী, শিম্বী, বরাহিকা, তীক্ষ্ণা, রোমালু, বনশূকরী, কীশরোমা, রোমবল্লী, শূকশিম্বি, বানরী, কপীকচ্ছু, শুকপিণ্ডী, কপিপ্রভা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার রস স্বাদু ও শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহাতে বাত, ক্ষয়, পিত্ত, রক্ত ও বিকৃত ব্রণ নষ্ট হয়।

আলখনামী। শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। অলক্ষ্য দেবতার উপাসক বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে।

আলক্ষি (ত্রি) আলক্ষতে আ লক্ষ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। জ্ঞাতা। যিনি বুঝিতে পারেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলক্ষী। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় আলক্ষী—লক্ষ্মীহীনাকে বলে।

আলক্ষিত (ত্রি) আলক্ষ-ক্ত-ইট্। সম্যক্জ্ঞাত। চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত।

আলক্ষ্য (ত্রি) আ লক্ষ্যতে আলক্ষ-ষ্যৎ। সম্যক্জ্ঞেয়। লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাতব্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া, সম্যক্ জানিয়া।

আলখেলা। (আরবী=আলখালক) জামা।

আলগর্দ্দ (পুং) অলগর্দ্দ এব স্বার্থে অণ্। জলসর্প।

আলগলতা। লতা বিশেষ। (Cymbidium tessalloides)। এই গাছে ছোট ফুল হয়।

আলগা (অলগ্ন শব্দের অপভ্রংশ।) বাধা নয়। খোলা।

আলগোচ (দেশজ) স্পর্শ না করিয়া প্রদান বা গ্রহণ।

আল্‌গোচলতা। (আকাশবেল)। লতাবিশেষ। (Cuscuta reflexa) এই লতা অপর গাছ জড়াইয়া উঠে। যে গাছে জন্মে, প্রায় সে গাছটীর ডাল পালা আলগোচলতায় ঢাকিয়া যায়। ইহা দেখিতে হলুদ বর্ণ। ভারতবর্ষ ও হিমালয় প্রদেশে জন্মে। ইহার ফুলে বেশ গন্ধ আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খবল্লী, ছুস্পর্শা, ব্যোমবল্লিকা, আকাশবল্লী।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—মধুর, গ্রাহী, কটু, তিক্ত ও বলকর; ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও আম নষ্ট হয়।

পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে ইহাতে রঙ্ প্রস্তুত হয়।

আল্‌গোজা। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে প্রচলিত শুষির যন্ত্র বিশেষ। সরল বংশী। (Flageolet)

আলচাল। সিদ্ধ না করিয়া যে চাল ধান হইতে ভানিয়া লওয়া যায়। ২ আতপ চাউল।

আলজি (ত্রি) আ-লজ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ইতি ইন্। আভাষক। (স্ত্রী) গৌরাদিংঙীষ্। আলজিভ।

আলজিহ্বা (স্ত্রী) আল্‌জিভ (Uvula)।

আলটপ্‌পা (দেশজ) সহজে। চেষ্টাব্যতীত।

আলতা (অলক্তক শব্দের অপভ্রংশ) লাক্ষারস।

"ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে।" চণ্ডীদাস।

[লাক্ষা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তুলা লাক্ষারসে ভিজাইয়া পরে শুখাইলে আল্‌তা প্রস্তুত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহা 'মহাবর' নামে প্রচলিত।

আলপ্তিগীন্। বুখারার একজন প্রধান সামন্ত এবং খুরাসানের শাসনকর্ত্তা। ইনি একটী ছোট রাজ্য স্থাপন করেন, গজনী তাহার রাজধানী। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইলে, ইহাঁর অকালকুষ্মাণ্ড লম্পট পুত্র আবু-ইস্‌হাক শাসনভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তথাকার প্রধান লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলপ্তিগীনের সেনাধ্যক্ষ সুবক্তগীনকে শাসনভার প্রদান করেন।

আলবলা (হিন্দী) বৃহৎ নলযুক্ত হুকা। গুড়গুড়ী।

আলব্ধ (ত্রি) আ-লভ্-ক্ত। সংস্পৃষ্ট। সংযুক্ত। স্পৃষ্ট। হিংসিত।

আলব্ধি (স্ত্রী) আ-লভ-ক্তিন্। স্পর্শ। হিংসা। গৌরাদিং বা ঙীষ্।

আলভন (ক্লী) আ-লভ-ল্যুট্। হিংসা। স্পর্শ। পক্ষে নুম্। আলম্ভন। মর্দ্দন।

আলভনীয় (ত্রি) আ-লভ-অনীয়র্। স্পৃশ্য। হিংসনীয়। নুম্। আলম্ভনীয়। মর্দ্দনীয়।

আলভ্য (ত্রি) আ-লভ (পোরদুপধাৎ। পা ৩।১।৯৮) ইতি যৎ। স্পৃশ্য। হিংস্য।

(অব্য) ল্যপ্। স্পর্শ করিয়া। হিংসা করিয়া।

আলম্ব (পুং) আ-লবি কর্ম্মণি ঘঞ্। আশ্রয়ণীয়। বৈশম্পায়নের শিষ্যবিশেষ। [আরুণি শব্দ দেখ।] ভাবে ঘঞ্। আশ্রয়ণ। অবলম্বন।

আলম্বন (ক্লী) আলম্ব্যতে আ-লবি-কর্ম্মণি-ল্যুট্। আশ্রয়ণীয়। উক্ত রসালম্বন নায়কাদি। ("আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ।" সাহিত্যদর্পণে।) রস বিশেষে আলম্বন বিশেষ কথিত হইয়াছে। যথা শৃঙ্গার-রসে অননুরাগিণী পরবিবাহিতা বেশ্যাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নায়িকাকে অবলম্বন করিবে। হাস্যরসে বিকৃত আকার, বাক্য, চেষ্টা প্রভৃতি যাহা দেখিলে লোকে হাসিতে পারে তাহাই আলম্বন। করুণ রসে, শোচনীয় কার্য্যই আলম্বন। রৌদ্ররসে অরিই আলম্বন। বীররসে বিজেতব্যাদিই আলম্বন। বীভৎস রসে দুর্গন্ধ মাংস, রক্ত, মেদ আলম্বন। অদ্ভুতরসে অলৌকিক বস্তু আলম্বন। শান্তরসে অনিত্যত্বাদি দ্বারা অশেষ বস্তুর যে অসারত্ব বা পরমাত্মস্বরূপই আলম্বন। ভয়ানক রসে যাহা হইতে ভয় উৎপত্তি হয়, তাহাই আলম্বন।

আলম কবি। একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। প্রথমে ইনি একজন সনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, একজন মুসলমান রমণীর প্রণয়ে মজিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দিল্লী-সম্রাট্ অরঙ্গজিবের পুত্র মুআজম শাহের নিকট কর্ম্ম করিতেন। ইহার কবিতা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত।

আলমগীর (১ম)। সম্রাট্ অরঙ্গজিব [অরঙ্গজিব দেখ।]

আলমগীর (২য়)। ইহাঁর নাম আজিজ উদ্দীন্। ইনি সম্রাট্ জহান্দার শাহের ঔরসে অনুপ বাইএর গর্ভে ১৬৮৮খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৪ খৃঃ, আহ্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত ও কয়েদ করিয়া উজীর ইমাদ-উল্-মুল্ক গাজী উদ্দীন্ খাঁ কর্ত্তৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি পাচ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ঐ উজীর কর্ত্তৃক ১৭৫৯ খৃঃ হত হন।

আলমডাঙ্গা। বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত নদীয়া জেলার একটী গ্রাম। পাঙ্গাসি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে চাউলের ব্যবসা অধিক।

আলমনগর। অযোধ্যা প্রদেশস্থ সীতাপুরের একটী নগর। এখন ইহার আর একটী নাম টম্‌সন্‌গঞ্জ। এখানে প্রায় আট হাজার লোকের বাস।—২ অযোধ্যা-প্রদেশস্থ শাহাবাদের একটী পরগণা। পৌরাণিক সময়ে এই স্থান কারুষ রাজগণের অধিকারে ছিল। কান্যকুব্জের অধঃপতনের পর

নিকুম্ভেরা আসিয়া ইহার চারিপাশ অধিকার করে। অকবর পাদশার রাজত্বকালে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে; এই সময় নবাব সদার জহান কর্ত্তৃক তাহারা তাড়িত হয়। তাহাদিগের ধন সম্পত্তি সৈয়দদিগের করস্থ হইল। আলমগীর (১ম, অরঙ্গজেব) বাদশাহের রাজত্ব কালে সৈয়দেরা এই স্থানের আলমনগর এই নাম প্রদান করেন। নবাব আসফ-উদ্‌দৌলার সময় হইতে নিকুম্ভেরা পুনরায় এই স্থানে বসবাস করিতে পায়। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা অনুসারে এখানে ১৮,২৮২ লোকের বাস।

৩ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের একটী গ্রাম। কৃষ্ণগঞ্জের ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। এই স্থানে চন্দেল রাজাদের রাজত্ব ছিল। স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জানা যায়। এখন এখানে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের বাস।

আলম পরৈ। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ চেঙ্গলপৎ জেলার মধ্যে একটী গ্রাম। পণ্ডিচেরী ও চেঙ্গলপৎ নগরের মাঝামাঝি, সাগরকূলে অবস্থিত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুজঃফর জঙ্গ ফরাসীসেনানায়ক ডুপ্লেকে এই স্থানটী দান করেন। এইখানে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যে অনেকবার যুদ্ধ হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামের নিকট ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সর্ আয়ার কুট এই স্থান দখল করেন। পূর্ব্বে এখানে বহু কস্তূরা পাওয়া যাইত।

আলম্‌পুর। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে ইন্দোর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার প্রধাননগর আলম্‌পুর। লোক সংখ্যা প্রায় সতের হাজার।

২ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবারের একটী গ্রাম।

আলমারী, পর্ত্তুগীজ অলমেরিও (Almario) শব্দের অপভ্রংশ। লাটিন *Armorium*) টানাওয়ালা বাক্স। পুস্তকাধার।

আলম্বি (স্ত্রী) আলম্বস্যাপত্যং ইঞ্। বৈশম্পায়নের শিষ্য। আলম্বের অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বী। ইঞন্তাৎ (গোত্রাদ্‌যুন্‌স্ত্রিয়াম্। পা। ৪। ১। ৯৪) ইতি ফঞ্। আলম্বায়ন। আলম্বের যুবাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বায়নী। ইনি বাজসেনিয়-বংশান্তর্গত ঋষিবিশেষের মাতা।

আলম্বিত (ত্রি) আ-লবি-ক্ত, ইট্। ধৃত। গৃহীত। পতনাদি নিবারণের জন্য যাহা ধরা যায়।

আলম্বিন্ (ত্রি) আলম্বতে আ-লবি-ণিনি। আশ্রয়ী। যিনি ধরিয়া থাকেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বিনী। আলম্বেন বৈশম্পায়নশিষ্যবিশেষেণ প্রোক্তমধীতে ইনি প্র° বহু°। অলম্বপ্রোক্তগ্রন্থাধ্যায়ী।

আলম্ভ (পুং) আ-লভ-ঘঞ্, মুম্। সংস্পর্শ। আলিঙ্গন। (স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ। মনু ২। ১৭৯।) হিংসন (আলম্ভপিঞ্জবিশরঘাতোন্মথবধা অপি। অমর)

আলভ্য (ত্রি) আলভ্যতে আ-লভ-(পোরদুপধাৎ। পা ৩। ১। ৯৮) ইতি যৎ। (আঙো যি। পা ৭। ১। ৬৫।) ইতি নুম্। হিংস্য। (আলম্ভ্যো গৌ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আলয় (পুং) আলীয়তেঽস্মিন্ আ-লী-আধারে অচ্। গৃহ। (গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্নৈব নিকায্যনিলয়ালয়াঃ। অমর) আধার। ভাবে-অচ্। সংশ্লেষ। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। লয়পর্য্যন্ত। (বৌদ্ধমতে) আত্মা।

আলয়বিজ্ঞান (ক্লী) আলয়ং লয়পর্য্যন্তব্যাপি বিজ্ঞানং। কর্ম্মধা। বৌদ্ধমতসিদ্ধ অহমাস্পদ বিজ্ঞানবিশেষ। বৌদ্ধদের মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু আর কিছুই নাই।

আলর্ক (ক্লী) অলর্কস্যেদং অণ্। ক্ষিপ্ত কুক্কুর-বিষ। খেপা কুকুরের বিষ।

আলবণ্য (ক্লী) ন লবণং নঞ্ তৎ, অলবণস্য ভাব ষ্যঞ্। লবণরসভিন্নত্ব। নাস্তি লবণং যত্র বহুব্রী তস্য ভাবঃ তল্ ত্ব বা ন ষ্যঞ্। (স্ত্রী) অলবণতা। আলোণা। (ক্লী) অলবণত্ব।

আলবাল (ক্লী) অরং শীঘ্রং বলতে বর্দ্ধতে তরুরনেন ঘঞ্। পৃষোদরাদিঃ। যদ্বা আ সমন্তাৎ লবং জললবং আলাতি গৃহ্নাতি আলব-আ-লা-ক। আলূয়তে তরুসেকার্থং খন্যতে ইদং লুঞ্ ছেদনে আঙ্ পূর্ব্বাদ্বহুলকাদাল ইত্যপরে। *। বৃক্ষমূলে জলসেকের নিমিত্ত খনিত ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত জলাধার। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া যেখানে জল দেওয়া যায়। (স্যাদালবালমাবালমাবাপঃ। অমর)

আলস (ত্রি) আলসতি ঈষদ্ ব্যাপ্রিয়তে অচ্। যে কার্য্য করিতে চাহে না। অলস। আল্‌সে।

"আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে।"

চণ্ডীদাস।

। *। অলস্যাপত্যং। পা ৪। ১। ১০৪। সূত্রস্থ হরিতাদিং যূনি ফক্। (পুং স্ত্রী) আলসায়ন। আলসের যুবাপত্য।

আলস্য (ক্লী) ন লসতি-অচ্ নঞ্ তৎ অলসঃ তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। বিহিত ক্রিয়াকরণে অনুৎসাহ। যে কার্য্য করিতে সক্ষম তাহার কার্য্য করিবার অনিচ্ছা। *। ন নঞ্ পূর্ব্বাত্তৎপুরুষাদচতুরসঙ্গতলবণবটযুধকতরসলসেভ্যঃ। ৫। ১। ১২১। চতুরাদি ব্যতীত নঞ্ পূর্ব্বক তৎপুরুষের উত্তর ইহার পরোক্ত ভাব প্রত্যয় সকল হয় না। অর্থাৎ চতু-

রাদির উত্তর হয়। অলস শব্দ চতুরাদির মধ্যে পরিগণিত, তজ্জন্য তাহার উত্তর পরোক্ত ষ্যঞ্, প্রত্যয় হইয়াছে।) আলস্যোঽস্ত্যস্য অর্শ আদি অচ্। আলস্যযুক্ত। (মন্দস্তন্দ-পরিমৃজআলস্যঃ শীতকোঽলসোঽনুষ্ণঃ। অমর।)

আলা-উদ্দীন্ খিলজি। (সুলতান)। সুলতান জলাল-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহ খিলজির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুলাই, ইনি আলা-উদ্দীন্ ফিরোজকে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান পাদশাহদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণাপথ জয় করিতে যান। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইনি চিতোর জয় করেন। সেই যুদ্ধের সময় চিতোর-রাণী পদ্মিনী জলন্ত চিতানলে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাঁর রাজত্বের সময় মুসলমান রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল,—সুন্দর প্রাসাদ, মনোহর ভজনা, মন্দির, বিদ্যালয়, স্নানাগার এবং দুর্ভেদ্য দুর্গনিচয় স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দিল্লীস্থিত কুতুব মসজিদের গোপুর একটী দেখিবার জিনিস। সেই সময় অনেকগুলি বিখ্যাত কবি, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিবী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিজ্ঞ লোক বিদ্যমান ছিলেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ডিসেম্বর তারিখে আলার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান সিহাব উদ্দীন্ উমর কিছুকালের জন্য পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

আলা-উদ্দীন্ হসন গঙ্গো বামনী। দক্ষিণাপথের প্রথম বামনী-রাজ। প্রথমে তিনি গঙ্গো নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট চাকরী করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ গণনা করাই ব্যবসা ছিল। একদিন তিনি আলা-উদ্দীনের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, আলা ভবিষ্যতে একজন বড় লোক হইবে—রাজপদ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আলা বলিলেন যে, যদি তিনি রাজা হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হইল না। দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি বিদ্রোহী হইলেন। হসন গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাহারা হসনকে আপনাদের অধিনেতারূপে বরণ করিলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট মাসে কুলবর্গ নগরে হসন 'আলা-উদ্দীন্ হসন গঙ্গো বামনী' এই নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিলেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের অন্তিমকালে তিনি দিল্লীর অধিকারভুক্ত অনেকগুলি দক্ষিণ প্রদেশ জয় করেন। ১০ বৎসর ১০ মাস ৭ দিন রাজত্বের পর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলা-উদ্দীন্ মসূদ্। দিল্লীর একজন সুলতান। সুলতান রুকন-উদ্দীন্ ফিরোজের পুত্র এবং শামস্ উদ্দীন্ আলতিমিসের পৌত্র। বহ্রাম শাহের বিনাশের পর ১২৪২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে মসূদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর রাজত্বের পর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে মসূদের মৃত্যু হয়।

আলাক্ত (ত্রি) বিষাক্ত। (যথা, ঋগ্বেদে ৬।৭৫।১৫। আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো বস্তা অয়োমুখং।*। আলাক্তা আলেন বিষেণাক্তা। ইতি সায়ণ।)

আলাত (ক্লী) অলাতমেব স্বার্থে অণ্। অলাত। অঙ্গার।

আলাতুনি (গ্রাম্য) কোন কাজে আঁট না থাকা।

আলাৎ পালাৎ (দেশ্য) অকথ্যকথন। অযোগ্য বলা। এলোমেলো বকা।

আলাদা (আরব্য) স্বতন্ত্রভাবে। ভিন্ন ভাবে।

আলাধ (আলগর্দ্দের অপভ্রংশ) কৃষ্ণসর্প। বিষধর নাগ-বিশেষ। (Coluber Naga)

আলাধ-ফেণা। লতাবিশেষ। কেহ কেহ ফেণীমনসা বলে। (Opuntia Dillenii) এই গাছ রাজপুতানা ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বিস্তর জন্মে। ইহার সূক্ষ্ম ত্বকে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই গাছের গায়ে একপ্রকার ক্রিমিকীট দেখা যায়।

আলান (ক্লী) আলীয়তেঽত্র আ-লী-আধারে ল্যুট্। গজ-বন্ধনস্তম্ভ। করণে ল্যুট্। বন্ধনরজ্জু। ভাবে ল্যুট্। বন্ধন। (আলানং করিণাং বন্ধস্তম্ভে রজ্জৌ চ ন স্ত্রিয়াম্। (মেদিনী।)

আলানিক (ত্রি) আলানমেব স্বার্থে (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। আলান। ("সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্ব-মবর্ণমীশে আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।" রঘু ১৪।৩৮।) আলানং বন্ধনং প্রয়োজনমস্যেতি ঠক্। গজবন্ধনের কাষ্ঠাদি।

আলাপ (পুং) আ-লপ-ভাবে-ঘঞ্। কথন। পরস্পরকথন। (আলাপ ইব শ্রূয়তে। শকু°)। ভাবে ঘঞ্। (আপৃচ্ছালাপঃ সম্ভাষঃ হেম ২।১৮৮।) স্বরসাধনাক্ষর সা-ঋ-গ-ম ইত্যাদি। অনুলোম, বিলোম, গমক, মূর্চ্ছনা, তান, লয়, প্রকৃত সুর অর্থাৎ যে রাগে যে যে সুর যথার্থরূপে আবশ্যক, এই কয়েকটী সংযোগে রাগাদিকে প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করান নাম আলাপ। আলাপ শব্দের অর্থ রাগের সহিত 'সম্ভাষণ, করা, অর্থাৎ কোন রাগকে যথানির্দিষ্ট স্বরাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করাই আলাপ। ইহাতে তালের বিশেষ সমাবেশের প্রয়োজন করে না। আলাপ কণ্ঠ ও বীণাদি যন্ত্র উভয়েতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু গান বর্ণ সংযোগে হয় বলিয়া কণ্ঠ ভিন্ন যন্ত্রে প্রকাশ করা যায় না, গান ও আলাপে এই প্রভেদ।

"রাগালাপনমালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্।"
ইতি সঙ্গীতদর্পণে।

আলাপন (ক্লী) আ-লপ্-ণিচ্-ল্যুট্। পরস্পর কথন। স্বস্তিবাচন।

আলাপুর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বদায়ুনের একটী নগর। সৈয়দবংশীয় সুলতান আলা উদ্দীনের নামানুসারে ইহার নাম আলাপুর হইয়াছে। এই স্থান বদায়ুন নগর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা বলেন যে, এই স্থান তাঁহারা আলা-উদ্দীনের নিকট হইতে পাইয়াছেন।

আলাপ্য (ত্রি) আলপ্যতে আ-লপ-ণ্যৎ। কথনীয়। ণিচ্ যৎ। আভাষ্য।

আলাল (দেশজ) পুত্রহীন ধনী। যেমন আলালের ঘরের দুলাল,—পুত্রহীন ধনীর ঘরে পুত্র জন্মিলে সে যেমন আদুরে হয়,=আদুরে ছেলে।

আলাবু (অলাবু) (স্ত্রী) পূর্ব্বপদঃ দীর্ঘঃ বা উঙ্। অলাবু। লাউ।

আলাবর্ত্ত (ক্লী) আলং পর্য্যাপ্তং আবর্ত্ত্যতে। আল আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি অচ্। বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজন। কাপড়ের পাখা। (আলাবর্ত্তং তু বস্ত্রস্য (ব্যজনং)। (হেম ৩।৩৫২)

আলাস্য (পুং) আলং পর্য্যাপ্তং আস্যং মুখং যস্য। বহুব্রী। কুম্ভীর। (নক্রঃ কুম্ভীর আলস্যঃ। হেম ৪।৪১৫) (ক্লী) আ-সম্যক্ লাস্যং প্রাদিস০। সম্যক্ নৃত্য।

আলাহাবাদ (ইলাহাবাস্)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটী বিভাগ। অক্ষা০ ২৪° ৪৭′ ও ২৫° ৪৭′ ১৫″ উঃ, এবং দেশা০ ৮১° ১১′ ৩০″ ও ৮২° ২১′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার সংযোগস্থলে এই প্রদেশ। ইহার ভূমি-পরিমাণ পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৪ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ৬৪ মাইল। এই প্রদেশে গঙ্গা, যমুনা, তোন্‌স ও বেলন এই কয়েকটী প্রধান নদী।

এখানে মসুরী, জোয়ার, বজ্‌রা ও কার্পাস অধিক পরিমাণে জন্মে।

ইহার প্রধাননগর আলাহাবাদ। উহা প্রয়াগ নামে হিন্দুসমাজে পরিচিত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রয়াগ হিন্দুর পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানকার জল লইয়া গিয়া প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অভিষেক হইত। রামায়ণে (২। ১৫। ৫।) "গঙ্গাযমুনয়োঃ পুণ্যং সঙ্গমাদাহৃতং জলম্" ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বনগমন করিবার সময় এই স্থান হইয়া যান। তৎকালে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। [রাম ২। ৪৫। ২-৫]। ইহার নিকটে শৃঙ্গবেরপুর—উহার বর্ত্তমান নাম সিঙ্গ্‌রোর,—এইখানে গুহক আসিয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালে এই সকল স্থান কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাদবগণ বহুকাল এইখানে রাজত্ব করেন।

বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে এখানে অনেক বৌদ্ধাশ্রম ছিল। খৃষ্টের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক নৃপতি একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহা আলাহাবাদের দুর্গ মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারাদেশ ঘোষিত হইয়াছে। খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান আক্রমণ করেন। ৪১৪ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন, সে সময়েও আলাহাবাদ কোশলরাজ্যভুক্ত ছিল। হিয়োন্‌সিয়াং আসিয়া এখানে অশোকরাজকৃত তিনটি স্তূপ দেখিয়া যান। ক্রমে ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ হীনবল হইয়া পড়িলে, হিন্দুরা এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল ধ্বংস করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে শহাব-উদ্দীন্ ঘোরী ভারত আক্রমণ করিতে আসিলে, আলাহাবাদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবর পাঠানদের নিকট হইতে এই প্রদেশ কাড়িয়া লন। তৎপৌত্র সম্রাট্ অকবর 'ইল্লাহাবাস্' (বর্ত্তমান আলাহাবাদ) এই নাম প্রদান করেন। অকবরের জীবদ্দশায় তৎপুত্র সলিম এই স্থানে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন। তৎকালে দিল্লী ও আগ্‌রার মুসলমানেরা এই স্থানকে ফকিরাবাদ বলিত। বুন্দেলা ও মার্হাট্টাদিগের আক্রমণের সময় এই স্থান কখন মুসলমানদের, কখন বা মার্হাট্টাদিগের অধিকৃত হয়। সম্রাট্ শাহ আলমের সময় আলাহাবাদে কিছুদিন রাজধানী ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব তাঁহার দেয় অর্থের পরিবর্ত্তে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে আলাহাবাদ ছাড়িয়া দেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানেও সিপাহীবিদ্রোহ হয়; সেনাপতি হেবলক্ বিদ্রোহীর হস্ত হইতে আলাহাবাদ রক্ষা করেন। আলাহাবাদের অক্ষয়বট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ—এই অক্ষয়বট সত্যযুগ হইতে এখানে আছে। পুরাণাদিতেও এই অক্ষয়বটের উল্লেখ পাওয়া যায় চীন পরিব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং এই অক্ষয়বট দেখিয়া যান; মুসলমান ইতিহাসেও ইহার প্রসঙ্গ আছে। এখন আলাহাবাদের কেল্লা মধ্যে অক্ষয়বট আছে,—নানা স্থানের যাত্রীরা এই অক্ষয়বট দেখিতে আলাহাবাদে আসে। গঙ্গা যমুনার ঠিক সঙ্গম স্থান

হিন্দু মাত্রের পরম পবিত্র তীর্থ, এখানে মস্তক মুণ্ডন ও স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। তাই কথায় বলে—

"প্রয়াগেতে মুড়িয়ে মাথা।
ম'রগে পাপী যেথা সেথা॥"

এখন আলাহাবাদে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কাচ্ছী, কুর্ম্মী, মল্লা, কায়স্থ প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এখানে অনেকগুলি সুরম্য হর্ম্ম্য ও প্রধান বিচারালয়াদি আছে। তন্মধ্যে 'জমা মস্‌জিদ' নামক মুসলমানদের ভজনালয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আলাহাবাদের 'চালীস সতুন' অর্থাৎ ৪০ স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহে মোগল সম্রাটেরা আসিয়া বাস করিতেন।

আলাহিয়া [আলেয়া দেখ।]

আলি (পুং) আ-অল পর্য্যাপ্তৌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭।) ইতি ইন্। বৃশ্চিক। ভ্রমর। (স্ত্রী) ঙীপ্। তজ্জাতি স্ত্রী অল্ ভূষণে ণিচ্ ইন্। বয়স্যা। সখী। ঙীপ্। আলী। সখী। (আলী সখী বয়স্যা চ। অমর।) আলয়তি বারয়তি জলং আ-অল-ইন্। বা ঙীপ্। অল্পকালস্থায়ি-ক্ষেত্রস্থ জলের নিবারক সেতু। আইল। আ-অল পর্য্যাপ্তৌ ইন্। বা ঙীপ্। সন্ততি। শ্রেণী। (বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিঃ শ্রেণী। অমর) রেখা। সংখ্যা। শুদ্ধান্তঃকরণ। অনর্থ। (আলিঃ পংক্তৌ চ সংখ্যায়াং সেতৌ চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বিশ্ব)

আলিগব্য (পুং স্ত্রী) অলিগোরপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) ইতি যঞ্। অলিগু মুনির কন্যা বা পুত্ররূপ অপত্য। স্ত্রিয়াং যঞন্তত্বাৎ (প্রাচাং ষ্ফস্তদ্ধিতঃ। পা ৪। ১। ১৭) ইতি ষ্ফঃ ষিত্বাৎ ঙীপ্। আলিগব্যায়নী।

আলিঙ্গন (ক্লী) আ-লিগি-ল্যুট্। আশ্লেষণ। একজনের অঙ্গের সহিত অপরের অঙ্গ সংযোগ। কোলাকুলী। ১ আমোদালিঙ্গন। ২ মুদিতালিঙ্গন। ৩ প্রেমালিঙ্গন। ৪ মদনালিঙ্গন। ৫ মানসালিঙ্গন। ৬ রুচ্যালিঙ্গন। ৭ বিনোদালিঙ্গন। আলিঙ্গন এই সাত প্রকার।

আলিঙ্গিত (ত্রি) আ-লিগি কর্ম্মণি-ক্ত ইট্। আশ্লিষ্ট। (পুং) তন্ত্রসারোক্ত বিংশতি অক্ষর অবধি ত্রিংশৎ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র-বিশেষ।

আলিঙ্গিন্ (ত্রি) আলিঙ্গতি আ-লিগি—ণিনি। আলিঙ্গন-কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলিঙ্গিনী।

আলিঙ্গ্য (ত্রি) আলিঙ্গ্যতে আ-লিগি—কর্ম্মণি ণ্যৎ। আলিঙ্গনীয়। আলিঙ্গনের যোগ্য। (পুং) বাদনীয় মৃদঙ্গ-বিশেষ। মাদোল। (অঙ্ক্যালিঙ্গ্যোর্দ্ধকাস্ত্রয়ঃ। অমর ১। ৭। ৫।) আ-লিগি-ল্যপ্। (অব্য) আলিঙ্গন করিয়া।

আলিঙ্গ্যায়ন (পুং) আলিঙ্গস্য মৃদঙ্গভেদস্যায়নং যত্র বহুব্রী। গ্রামবিশেষ। তস্যা-দুরভবং নগরং অণ্ বরণাদি। তস্য লুপ্। সেই গ্রামের অদূরভব নগর। (লুপিযুক্তবদ্ব্যক্তি-বচনে। পা ১। ২। ৫১। লুপি প্রকৃতিবল্লিঙ্গ-বচনে স্তঃ।)

আলিঞ্জর (পুং) অলিঞ্জর এব স্বার্থে অণ্। মৃন্ময় বৃহৎ পাত্র। জালা।

আলিন্দ (পুং) অলিন্দ এব স্বার্থে অণ্। বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠ। গৃহের সম্মুখস্থ হাতিনা। (প্রঘাণপ্রঘণালিন্দা-বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে। অমর ২। ২। ১২।) গৃহাভ্যন্তর। গৃহের একদেশ। স্বার্থে কন্। আলিন্দক। ঐ অর্থ।

আলিপ (ত্রি) আ-লিপ-ক। আলেপনকারী। যিনি সুন্দর লেপন করেন।

আলিপ্ত (ত্রি) আ-লিপ-ক্ত। কৃতালেপন। যাহার লেপন করা হইয়াছে।

আলিপনা (আলিম্পন শব্দের অপভ্রংশ, ব্রজবুলীতে আলি-পন ব্যবহৃত হয়।) আল্পনা। পিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিত্রকরণ।

"আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥"
বিদ্যাপতি।

আলিম্পন (ক্লী) আ-লিপ-ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ নুম্। পিটুলি দ্বারা আলিপনা দেওয়া।

আলিষ্‌পাইস্ (Allspice)। বৃক্ষবিশেষ। Pimenta vulgaris) এই গাছ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার পাতা সবুজ ও মুকুল সাদা সাদা হয়। যখন গাছে মুকুল ধরে, তখন প্রকৃতির শোভাই বা কত। সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়,—প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক কলি সুগন্ধি প্রদান করে। এই গাছে এক রকম ফল হয়, তাহাতে দালচিনি, জায়ফল ও লবঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার পাতা চোঁয়াইয়া সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কখন কখন লবঙ্গতৈল নামে বাজারে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীরা অপক্ব ফল ছিঁড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, তাহাই ব্যবহারে লাগে।

আলিসা (চলিত) কার্ণিস। ইষ্টকালয়ের নিকাল।

আলী [আলি দেখ।] মৎস্য বিশেষ। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় এই মাছ পাওয়া যায়।

আলী। মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের জামাতা। আবু-তালিবের পুত্র। মুসলমানেরা বলেন, আলীই সর্ব্বাগ্রে মুহম্মদী ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুহম্মদ নিজেই বলিতেন, আমি

জ্ঞানের ভাণ্ডার, আলী ইহার দ্বার। আমি আলীর নিমিত্ত, আলীও আমার নিমিত্ত।' মূল কথা, মুহম্মদ আলীকে বড় ভালবাসিতেন। মুহম্মদের কন্যা ফতিমার সঙ্গে আলীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে প্রসিদ্ধ হাসন ও হুসেনের জন্ম। ফতিমার মৃত্যু হইলে আলী আরও কতকগুলি বিবাহ করেন; ঐ সমস্ত স্ত্রী হইতে তাহার ১৮ পুত্র এবং ১৮ কন্যা জন্মে। মুহম্মদের মৃত্যুর পর আলী শ্বশুরের পদলাভে যত্নবান্ হন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তিনি আরবে চলিয়া আসেন। এইখানে তৎকথিত কোরাণের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল। ৩য় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিশরের লোকেরা তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিলেন (খৃষ্টাব্দ ৬৫৫)। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি স্ব ইচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন, তৎপরিবর্ত্তে মোয়াবিয়া দামস্কাস নগরে খলিফা হইলেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে (১৭ই রমজান) আলী মসজিদে বসিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের দেবতাকে ডাকিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী গুরুতর আঘাত হইল। তাঁহার নিমীলিত নয়ন আর উন্মীলিত হইল না; মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাশায়ী হইলেন। আবদুর রহমান ইবন্ মুলজিম স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার চারি দিন পরে আলীর প্রাণবায়ু অসার দেহ ফেলিয়া চলিয়া গেল। মুসলমানদিগের প্রথম ইমামের জীবন এইরূপে শেষ হইল।

আলী একজন বিদ্বান্ লোক ছিলেন। আরব্য ভাষায় তিনি কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। (তাঁহার জন্ম ৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে।)

আলী আদিলশাহ। ইব্রাহিম আদিল শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বিজয়পুরের অধীশ্বর হন। ইনি অতিশয় কামপরবশ ছিলেন। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সুন্দর খোজা দাস সকল নিযুক্ত করিতেন। একজন সুশ্রী যুবা (খোজা দাসের) প্রতি কুঅভিলাষ সিদ্ধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। (খৃঃ অঃ ১৫৮৯, ১২ই এপ্রেল।) বিজয়পুরে আলী আদিলশাহের সমাধিমস্‌জিদ আছে, লোকে তাহাকে রোজা আলী বলে।

আলী আদিলসাহ (২য়)। বিজয়পুরের রাজা। মুহম্মদ আলিশাহের পুত্র। ইনি শৈশবাবস্থায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় মহারাষ্ট্র-অধিনায়ক শিবাজী প্রবল হইয়া উঠিলেন। বিজয়পুরের চারি দিকে অশান্তি ও গোলযোগ। আলী বিজয়পুরের সেনাপতি আফ্‌জল খাঁকে গুপ্ত ভাবে বিনাশ করেন। অতিকষ্টে এগার বার বৎসর রাজত্বের পর, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

আলীঢ় (ত্রি) আ-লিহ-ক্ত। আস্বাদিত। ক্ষত। (ক্লী) দক্ষিণ চরণখানি অগ্রসর এবং বামচরণখানি পশ্চাতে কিছু বাঁকাইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারিদের স্থিতি বিশেষ। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—বামপাদখানি ভুগ্নভাবে পশ্চাতে রাখিয়া, দক্ষিণ জানু ও উরু নিশ্চল ভাবে রাখার নাম আলীঢ়। স্বার্থে কন্। আলীঢ়ক। ঐ অর্থ। (ত্রি)। শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ১২৩। ইতি ঢক্ আলীঢ়েয়। আলীঢ় ভব। (ক্লী) সংজ্ঞায়াং কন্। আলীঢ়ক। স্থলে বৎসদের ক্রীড়া বিশেষ।

আলীন (ত্রি) আ-লী-কর্ত্তরি-ক্ত ও দিত্বাৎ তস্য ন। আশ্লিষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্লী) সংশ্লেষ। আলিঙ্গন করা। তত্র সাধু অণ্। রঙ্গ নামক ধাতুবিশেষ (রাং)। রঙ্গধাতু অন্য সকল ধাতুর সহিতই সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম আলীন হইয়াছে। সংজ্ঞায়াং কন্। (রঙ্গ, কস্তীরমালীনকসিংহলে অপি। হেম ৪। ১০৮।)

আলী বাহাদুর। বান্দাপ্রদেশের একজন নবাব। শমশের বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মাহাট্টানায়ক বাজীরাও পেশোয়ার পৌত্র। ইনি নানাফর্ণবীশের নিকট হইতে বুন্দেলখণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হন; তাহাতে ভক্তসিংহের প্রতিপালক নানা-অর্জ্জুন আপত্তি ও বাধা দেওয়ায় আলী ভক্তসিংহকে বন্দী করেন এবং পান্নারাজ ও ভক্তসিংহের অধিকারভুক্ত বান্দারাজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করেন। প্রায় ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আলী বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

আলীবর্দ্দী খাঁ (মহবৎ জঙ্গ।) বাঙ্গালার নবাব। মীর্জা মুহম্মদের পুত্র। নবাব সিরাজ্-উদ্দৌলার মাতামহ। আলীবর্দ্দীর সাবেক নাম মুহম্মদ আলী। তাঁহার পিতা একজন তুর্কী ছিলেন, তিনি রাজপুত্র আজম্ শাহের নিকট চাকুরী করিতেন। তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লী হইতে কটকে আগমন করেন। সেখানে মুর্শিদ-কুলী খাঁর জামাতা সুজা উদ্দীন্ আলীবর্দ্দীর পিতাকে যথেষ্ট খাতির মর্য্যাদা করিলেন এবং তৎপুত্রকে রাজমহলের ফৌজদারী দিলেন। তিনিই যত্ন করিয়া দিল্লীর বাদশার নিকট হইতে মুহম্মদ আলীর জন্য আলীবর্দ্দী খাঁ এই উপাধি চাহিয়া আনাইলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী কটকের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত

হইলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্ত্তা কোন অপরাধে পদচ্যুত হইলে শাসন-সমিতির অনুরোধে আলীবৰ্দ্দী সেই পদ পাইলেন। নব সম্মানে সম্মানিত হইয়া তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য সহ পাটনায় উপস্থিত হইলেন। তখন পাটনায় বড় বিভ্রাট্ উপস্থিত। বঞ্জরা নামক এক দল দস্যু শস্যক্রয়ের ভান করিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহারা লুট-পাট আরম্ভ করিয়া নগরের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এমন কি তাহারা তথাকার সরকারী খাজনা আদায়ের টাকা অবধি লুট করে। আলীবৰ্দ্দী এই দুষ্ট দল এবং কতকগুলি দুর্দ্দান্ত জমীদারকে দমন করিবার জন্য কতকগুলি আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, আবদুল করীম খাঁ তাঁহাদের অধ্যক্ষ হইলেন; অনেক আয়াসের পর দস্যুদল ও জমিদারেরা শাসিত হইল। আলীবৰ্দ্দী তাহাদের সঞ্চিত ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রণদক্ষতা ও সুচতুর বুদ্ধির গুণে দিল্লীসম্রাট্ তাঁহাকে 'মহবৎজঙ্গ' এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

যাহারা বড় চতুর, তাহারা প্রায় অধিক সন্দিগ্ধ হয়। এই সন্দেহের ফাঁদে পড়িয়া তিনি আপন প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল করীম খাঁকে হত্যা করিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী আইজাক্ খাঁ তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত বৎসরে আলীবৰ্দ্দী নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে সরফরাজের মৃত্যু হয়। আলীবৰ্দ্দী সরফরাজের সঞ্চিত বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সম্রাট্ মুহম্মদশাহ ও দিল্লীর প্রধান উজীরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বসমেত ১ ক্রোর ৭০ লক্ষ টাকা নজরাণা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, এই সময় সম্রাট্ তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার, সাত হাজার সৈন্যের নায়ক এবং সুজা উল্-মূলক্ ও হিসাম-উদ্দৌলা এই কয়েকটী উপাধি প্রদান করেন।

মানুষের মন সকল সময়ে সমান থাকে না। আলীবৰ্দ্দী সম্রাটের বিষনজরে পড়িলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মুরীদ্ খাঁকে সরফরাজের সমস্ত মণিরত্নাদি এবং দুই বৎসরের আয় আদায় করিতে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। কিন্তু আলীবৰ্দ্দী কৌশল করিয়া মুরীদ্‌কে রাজমহলে রাখিয়া কয়েক লক্ষ নগদ টাকা লইয়া মুরীদের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শীদ-কুলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুর্শীদ-কুলী পরাজিত হইলেন এবং জামাতার সহিত বালেশ্বরে পলাইয়া গেলেন। আলীবৰ্দ্দী আপন ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহ্মদকে উড়িষ্যার শাসনভার দিয়া মুর্শীদাবাদে চলিয়া আসেন। কিছুদিন পরে সৈয়দের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা সৈয়দকে কয়েদ করিয়া বুকর খাঁকে শাসন ভার দিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র আলীবৰ্দ্দী সসৈন্যে মহানদী-তীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় বুকর খাঁকে পরাস্ত করিয়া মুহম্মদ মামুম খাঁকে শাসনভার দিয়া আসিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁশলা বঙ্গের চতুর্থাংশ কর আদায়ের জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্যে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।

বৰ্দ্ধমানে মাহাট্টাদের সহিত যুদ্ধ হয়। মাহাট্টারা প্রস্তাব করে, যদি তাহারা দশ লক্ষ টাকা পায়, তাহা হইলে তাহারা চলিয়া যায়। আলীবৰ্দ্দী প্রথমে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু লোভীর আকাঙ্ক্ষা শীঘ্র মেটে না, অর্থলোলুপ মাহাট্টাগণ পুনরায় ক্রোর টাকা চাহিয়া বসিল। অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া আলীবৰ্দ্দী টাকা দিতে অসম্মত হইলেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্যগণ হঠাৎ জগৎশেঠের ধনাগার লুট করেন এবং হুগলী, বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী, রাজমহল, মেদিনীপুর ও রাজেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সময়ে আলীবৰ্দ্দী কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগকে কলিকাতার চারিধারে নালা খনন করিতে আদেশ দেন। ঐ নালা এক্ষণে মার্হাট্টা-ডিচ্ নামে অভিহিত। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁশলা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সময় পেশোয়া বালাজী রাও সম্রাটের প্রাপ্য ১১ লক্ষ টাকা আদায় করিবার জন্য আলীবৰ্দ্দীর নিকট আগমন করেন। পেশোয়ার সহিত রঘুজীর বরাবর শত্রুতা। এখন সময় পাইয়া তিনি আলীবৰ্দ্দীর সহিত মিলিত হন এবং রঘুজীকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে, ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় আলীবৰ্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আলীবৰ্দ্দীর যুদ্ধ কৌশলে পরাস্ত হইয়া ভাস্কর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে, আলীবৰ্দ্দীর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। আলীবৰ্দ্দীর আদেশে তথাকার শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মুস্তাফা চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলা পুনরায় আলীবৰ্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু বিহার ও কাঁটোয়ার যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এই বৎসর আলীবৰ্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলার মহাসমারোহে বিবাহ হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আলীবৰ্দ্দী মীরজাফর খাঁকে কটকের মার্হাট্টাদিগকে আক্রমণ করিতে পাঠান।

এই সময়ে সামসের খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা। তিনি

জৈন্-উদ্দীনকে হত্যা করেন এবং আলীর ভ্রাতা হাজী আমেদ ও তাহার কন্যাকে বন্দী করিয়া বিহার অধিকার করেন। এই বিদ্রোহীকে দমন করিতে আলীবর্দ্দী স্বয়ং সসৈন্যে বিহার যাত্রা করিলেন, পথে ভাগলপুরে তাঁহার সহিত মাহাঁট্টাদিগের একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় জামোজী ও মীরহবীব ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করেন। সুচতুর ও বিচক্ষণ আলীবর্দ্দীর রণ নৈপুণ্যে তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সরদার খাঁ নামে বিদ্রোহীদের একজন অধিনায়ক রণভূমিতে শয়ন করিলেন, সামসের খাঁ একজন সৈন্য কর্তৃক যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী মাহাঁট্টাদিগকে কটক হইতে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহারা পুনরায় ঐ প্রদেশ দখল করিয়া লয়। এই মাহাঁট্টাগণ বঙ্গবাসীর নিকট বর্গী নামে বিখ্যাত। এই বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের উপদ্রব এতদূর বাড়িয়াছিল যে, অন্তঃপুরের রমণীগণ পর্য্যন্ত পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার কালে বলিতেন—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছি খাজনা দিব কিসে॥"

বর্গীদের হাঙ্গামা হইতে প্রজাদের নিরাপদ করিবার জন্য আলীবর্দ্দী তাহাদিগকে কটকপ্রদেশ ও বাঙ্গালার চতুর্থাংশ করস্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে বর্গীর উৎপাত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল। আলীবর্দ্দী উত্ত্যক্ত প্রজাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব দেশে আনিয়া গৃহাদি পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন, জমিতে যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় ও প্রজারা সুখে থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ১৬ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রেল নবাব আলীবর্দ্দী ৮০ বৎসর বয়সে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আলীবর্দ্দী জ্ঞানী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। তিনি বাল্যকালাবধি কখনও বৃথা অলস-আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি প্রাতঃকাল হইবার দুইঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং ঈশ্বরের ভজনাদি কার্য্য সারিয়া প্রাতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ রাজসভায় যাইতেন। তিনি পদ্য ও ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। শুনা যায়, তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নজরাণা স্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান, কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা দিতে না পারায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষয়িক বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বিষয়সম্বন্ধীয় নানাবিষয়ে সর্ব্বদাই আলাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় প্রতি রজনীর প্রথম ভাগে নবাবের সমীপে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উর্দ্দুভাষায় মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। নবাব ইহাতে বড় আমোদিত হইতেন।

দোষের মধ্যে আলীবর্দ্দী কিছু অর্থপ্রয়াসী ছিলেন, তাহা বলিয়া তিনি প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তদীয় উত্তরাধিকারী সিরাজ্‌উদ্দৌলাকে কয়েকটী কথা বলিয়া যান,—"সিরাজ! বিদেশীয় লোককে বিশ্বাস করিও না। বিদেশীয়েরা যেন এদেশে বলবান্ হইতে না পারে। তাহারা যেন এদেশে কোনপ্রকার দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে না পারে। সাবধান!"

আলু। (পুং) পেচক। ২ কাসালু। (স্ত্রী) আ-লা-ডু। গলন্তিকা। ঘটীঝারী। (ক্লী) আ-লু-ডু। ভেলক। ভেলা। (আলুর্গলন্তিকায়াং স্ত্রী ক্লীবং মূলে চ ভেলকে। মেদিনী)।

আলু। বৃক্ষবিশেষ। (Solanum tuberosum)। এই গাছ হইতে যে মূলাকার কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা বিলাতী আলু বলি। এদেশে পূর্ব্বে আলু ছিল না, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রথমে এদেশে আলু আনীত হয়, এজন্য ইহার নাম বিলাতী আলু হইয়াছে।

আলু সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। সর্ ওয়ালটার র‍্যালে কেরালিনা হইতে আয়র্লণ্ডে লইয়া যান। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তথায় সর্ব্বপ্রথম আলু জন্মিতে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ফ্রান্সের লোকেরা কুসংস্কারে বশীভূত হইয়া প্রথমে আলু চাস করিত না, তখন তাহারা ভাবিত, আলুর সহিত বিষগাছ জন্মে। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ড নিবাসী টমাস্ প্রেন্‌টিস্ নামক এক ব্যক্তি প্রথম আলুর চাস করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে আলু ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় চলিত হইয়া পড়ে।

এদেশে আলু রোপণ করিতে হইলে ছোট ছোট আলু দেখিয়া পর বৎসরের বীজের জন্য বাছিয়া রাখে। কিন্তু ইংলণ্ডে বড় বড় আলুই বীজের জন্য রক্ষিত হয়। রোপণ করিবার কালে সুপক্ক আলু খণ্ড খণ্ড করিতে হয়, প্রত্যেকটা যেন এক বা ততোধিক চক্ষু সংযুক্ত থাকে। উহা পুঁতিলে চারা হয়। ক্ষেত্র অনাবৃত ও জল নির্গমনের উপায় থাকিলে সহজেই ভাল আলু উৎপন্ন হয়।

এখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে আলুর চাস হইতেছে। এখন আলু বঙ্গবাসীর একটী প্রধান খাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আলুই ঔষধ বিশেষ। কালমেঘের পাতা, জোয়ান, রাঁধুনী, বড় এলাচীর খোসা, পোড়া লবঙ্গ, বেলফুলের কুঁড়ি, একত্র মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। শুকাইলে তাহাকেই আলুই বলে। ইহা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সচরাচর এই তিক্ত দ্রব্য ৪ দিন কিম্বা ৮ দিন অন্তর খাওয়ান হইয়া থাকে। ছেলেদের পেটের অসুখ হইলে স্তনদুগ্ধে অথবা গরুর দুগ্ধে মাড়িয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়।

আলুক (ক্লী) আলু ঃস্বার্থে কন্। কন্দবিশেষ। এলবালু। ইহা বিলাতী বা গোলআলু হইতে ভিন্ন। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই কয়েকপ্রকার আলু উক্ত হইয়াছে—কাষ্ঠালু, শঙ্খালু, হস্তালু পিণ্ডালু, মধ্বালু ও রক্তালু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় আরুক, সায়ক, আলুক।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে হইার গুণ—শীতল, বিষ্টম্ভী, মধুর, গুরু, মূত্র ও মলরোধক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, রক্তপিত্তনাশক, কফ ও বাতকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্ট, দুগ্ধের হিতকর এবং পাকে রুচিকর। (পুং) কাসালু। ২ শেষনাগ। (শেষো নাগাধিপোঽনন্তো দ্বিসহস্রাক্ষ আলুকঃ। হেম ৪। ৩৭৩)

আলুঞ্চন (ক্লী) আ-লুচি-ল্যুট্। উৎপাটন। উপড়ান। কেশাদির বন্ধন না করা। এলো করিয়া রাখা।

আলুঞ্চিত (ত্রি) আ-লুচি-ক্ত। উৎপাটিত। খোলা বন্ধনমুক্ত।

আলুণ্টন (ক্লী) আ-লুটি-ল্যুট্। বলহেতু অপহরণ। লুট করা।

আলুণি (অলবণ শব্দের অপভ্রংশ) লবণহীন।

আলুফা (আরব্য) জীবিকার্নির্ব্বাহের ধন।

আলুবোখারা, বৃক্ষ বিশেষ। (Prunus Communis)। এই গাছ প্রথমে বোখারা হইতে আনীত হয়। এক্ষণে কুমায়ুন্ ও গজনীতে ইহার চাস হইতেছে। ইহার ফল অম্ল ও স্বাদু। ইহার শুষ্ক ফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ ও মলনিঃসারক। ইহাতে অরুচি, উদরাময়, অতিসার, ক্রিমি, আমরক্ত ও আমাশয় নিবারিত হয়।

আলুবা মালুবা (গ্রাম্য) এলোমেলো।

আলুল (ত্রি) আ-লুল-ক। উন্মুক্ত। চঞ্চলীভূত। ভূশাদিক্যঙ্, ক্ত (ক্লী) আলুলায়িত। অসংযত। এলো।

আলূ (পুং) আ লূনাতি আ-লূ-ক্বিপ্। আলূপ্ স্বার্থে কন্। আলূক।

আলূন (ত্রি) আ-লু-ক্ত তস্য ন। ঈষচ্ছিন্ন। অল্পচ্ছিন্ন। সম্যক্ ছিন্ন।

আলেক্‌সান্দার (আলেকজান্দার)। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর। সিকন্দর শা নামে মুসলমান-সমাজে বিখ্যাত। (মাকিদনরাজ ফিলিপের ঔরসে ও ওলিম্পিয়ার গর্ভে এই মহাবীরের জন্ম।)

বীরবর ফিলিপ ওলিম্পিক রণক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়াছেন। তদীয় সেনাপতি পার্ম্মেণিও ইলিরীয় যুদ্ধ জয় করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া মস্তক অবনত করিলেন;—অকস্মাৎ এফিসস্ নগরের ডায়েনা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হইল। এমন সময় মাকিদনরাজ শুনিলেন, তাঁহার একটা পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ফিলিপ আসিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন, দৈবজ্ঞেরা বলিল, এই পুত্র পৃথিবীর রাজা হইবে। ফিলিপ কুমারের নাম আলেক্‌সান্দার রাখিলেন।

আলেক্‌সান্দার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত করিলেন। প্রথমে লিওনিদাস্ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৩ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, ফিলিপ্ প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলকে পুত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। আরিষ্টটলের সুশিক্ষাগুণে আলেকসান্দারের মনোবৃত্তি বিকসিত হইল। এই শিক্ষার ফলে তিনি ভবিষ্যতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় আরিষ্টটল রাজনীতিসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, আলেকসান্দারকে শিক্ষা দেওয়াই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আলেকসান্দারের ভাগ্যে যেমন শিক্ষক মিলিয়াছিল, য়ুরোপীয় কোন রাজার ভাগ্যে তেমনটী মিলে নাই।

পঠদ্দশায় আলেক্‌সান্দারের হস্তে সর্ব্বদাই ইলিয়দ থাকিত। তিনি আকিলেশের বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখন আকিলেশের বীরত্ব তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইত, যখন তিনি বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন;—তাঁহার তরবারী ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিত। লোকে বলিত, তিনিই পূর্ব্বে আকিলেশ ছিলেন। বস্তুতঃ ট্রয়বীর আকিলেশের বংশে আলেক্‌সান্দারের মাতা জন্মগ্রহণ করেন।

বীরত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিল। ফিলিপ আলেক্‌সান্দারকে রাজ্যভার দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (এই সময় আলেক্‌সান্দারের বয়স ১৬ বর্ষ মাত্র।) এই সময় কয়েক জন বিদ্রোহী হইল। আলেক্‌সান্দার তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় হইতে লোকে আলেকসান্দারকে রাজা ও ফিলিপ্‌কে সেনাপতি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

ফিলিপ্ আলেক্‌সান্দারকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। আলেক্‌সান্দারও পিতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন।

বয়স হইলে লোকের মতিগতি ফিরিয়া যায়। তাই এমন উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও ফিলিপ্ ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে আলেক্‌সান্দার পিতার উপর মনে

মনে কিছু বিরক্ত হইলেন। কিছু দিন পরে ফিলিপ্ গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। জনরব হইল, আলেক্সান্দার এই হত্যাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

এখন আলেক্সান্দার স্বাধীনভাবে মাকিদনের অধিপতি হইলেন, কিন্তু নিরাপদ হইতে পারিলেন না।

অট্টালাস নামে ক্লিওপেট্রার একজন খুড়া ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত ফিলিপের অপর এক পুত্রের জন্য রাজ্যগ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় উত্তর ও পশ্চিমের অসভ্য জাতিরা স্বাধীন হইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিল। ডিমস্থিনিস্ মাকিদনের বিপক্ষ হইলেন, তাহাতে সমস্ত গ্রীসদেশে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। আলেক্সান্দার দেখিলেন চারিদিকে মহাবিপদ্, যদি তিনি এই মহাবিপদ্ হইতে মুক্ত না হন,—তাহা হইলে রাজ্য, ধন, মান, সকলই চিরকালের মত হারাইবেন। বুদ্ধিমান্ মহাবীর ভাবিলেন, অতি সত্বরে একটা নিষ্পত্তি প্রয়োজন। তিনি হেকেটস্ নামক সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, 'হেকেটিয়া, তুমি সসৈন্যে এসিয়ায় গমন কর; দুর্বৃত্ত অট্টালাসকে মৃত কিম্বা জীবিত যে উপায়ে পার আমার নিকট উপস্থিত কর।' মহাবীরের আদেশ প্রতিপালিত হইল। হেকেটস্ অট্টালাস্কে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

এদিকে আলেক্সান্দার সেনাপতিকে আদেশ দিয়া নিজে সসৈন্যে গ্রীসে উপস্থিত হইলেন। থেসেলি বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল। তথা হইতে তিনি বিওসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

থিব্সের লোকেরা স্বপ্নে ভাবিতেছিল, তাহারা পুনরায় স্বাধীন হইবে, অধীনতার ক্লেশ আর তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে না। এমন সময় সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে শুনিল; মহাবীর আলেক্সান্দার থিব্সের কাড্মিয়ার দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আথেন্সের অধিবাসীরা আলেক্সান্দারকে উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবক বলিয়া উপহাস করিত, এখন অকস্মাৎ আলেক্সান্দারের আগমন শুনিয়া সকলে ভীত হইল। সকলেই অপ্রস্তুত, এত শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন ঘটিয়া উঠিল না। তখন তাহারা বিনীতভাবে আলেক্সান্দারের নিকট দূত পাঠাইল, দূত গিয়া জানাইল, আথেন্সবাসী সকলেই মহাবীরের আগমনে আনন্দিত,—কেবল তাহারা এইজন্য দুঃখিত যে, মহাবীরের পারস্যরাজ্য আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই। আলেক্সান্দার দূতকে সমাদর করিলেন। গ্রীসের সকলেই তাঁহার নিকটে নত হইল, কেবল স্পার্টানরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না।

আলেক্সান্দার মাকিদনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি রীতিমত রণসজ্জা করিয়া অসভ্যজাতিদিগকে দমন করিবার জন্য উত্তর প্রদেশে যাত্রা করিলেন। দানিয়ুব নদীর তীরে সীরমুস্ নামক অসভ্যদের অধিপতি পরাস্ত হইলেন। এইখানে অপরাপর অনেক জাতি আলেক্সান্দারের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এদিকে স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীকগণ ডিমস্থিনিসের উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়া উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সকলেই জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সময় গ্রীসে রাষ্ট্র হইল, আলেক্সান্দার ইলিরীয় যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। থিব্সের লোকেরা মাকিদনবাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে লাগিল এবং গ্রীসের অপরাপর স্থানে দূত পাঠাইয়া সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, আলেক্সান্দার মরেন নাই, এখনও জীবিত আছেন; থিব্সে আসিয়া উপস্থিত।—প্রথমে আলেক্সান্দার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রস্তাব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। আলেক্সান্দারের সেনাপতি পারদিকাস্ তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভীষণ সমর হইল। অসংখ্য গ্রীক নিহত হইল, রক্তের নদী বহিল। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ভীষণ কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। প্রায় ছয় হাজার থিব্সের নরনারী ছিন্নশিরঃ এবং ষাট হাজার লোক ক্রীতদাসরূপে আলেক্সান্দারের নিকট যাবজ্জীবন বিক্রীত হইল। গ্রীসের অপরাপর স্থানের লোকেরা এই দৃষ্টান্তে নম্র হইল, তাহাদের জন্মভূমি স্বাধীন করিবার আশা এককালে বিলুপ্ত হইল।

আলেক্সান্দার মাকিদনে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি গুরুতর ব্রতের উদ্বোধনে যত্নবান্ হইলেন। তিনি বালককাল হইতে একটী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই আশা—পারস্যরাজ্য জয় করিবেন, এসিয়াখণ্ডের অধীশ্বর হইবেন। তাঁহার পিতা বহুদিন হইতে পারস্যজয় করিবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার আলেক্সান্দার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পারস্য জয়ে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এই সময় তাঁহার নিজের কিছু মাত্র সম্বল ছিল না, যাহা কিছু তাঁহার নিজের ছিল, তৎপূর্ব্বে বন্ধুদিগকে বিতরণ

করিয়া দিয়াছেন। এই মহাকার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পারদিকাস্‌ তাঁহাকে বলিলেন, তিনি আপনার সম্বল পরকে দিলেন, এখন নিজের উপায় কি করিবেন।' আলেক্‌সান্দর হাসিয়া উত্তর দিলেন 'আশা'।

তাঁহার অবিদ্যমানে অন্তিপেতর মাকিদনের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

বসন্তের প্রারম্ভে আলেক্‌সান্দার এসিয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতি। তিনি আবিডসে আসিয়া পৌছিলেন। আবিডসের কাছেই আরিস্‌রি নামক স্থান। এখানে আকিলেশের মৃতদেহ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। আলেক্‌সান্দার কেবল হিফাষ্টিয়ানকে সঙ্গে লইয়া আকিলেশের সমাধিস্থান দেখিতে আসিলেন। এই সমাধিস্থান দেখিয়া তিনি বীরমদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বপুরুষের বীরকাহিনী স্মরণ করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিলম্ব না করিয়া পারস্যজয়ে ধাবিত হইলেন।

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া সকলে গ্রানিকস্‌ নদীর তীরে পৌছিলেন। এই নদীর পূর্ব্বকূলে পারস্যরাজের সৈন্য-সামন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আলেক্‌সান্দার আর সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া পারস্যসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মাকিদনীয় বীরগণের যুদ্ধকৌশলে পারস্যদলবল ছত্রভঙ্গ হইল। আলেক্‌সান্দার নিজ অস্ত্রে পারস্যরাজ দরায়ুসের জামাতাকে ধরাশায়ী করিলেন।

এই সময় রোডস্‌ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা মেমনন্‌ নামক একজন গ্রীক্‌ পারস্যরাজ্যের হইয়া মাকিদনের সহিত প্রবল যুদ্ধ করেন। আলেক্‌সান্দার তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। অসংখ্য গ্রীক্‌ ও পারস্যসেনা বিনষ্ট হইল। প্রায় দুই হাজার লোক আলেক্‌সান্দারের বন্দিত্ব স্বীকার করিল। অনন্তর এসিয়া-মাইনর, লাইসিয়া, আইওনিয়া, করিয়া, পাম্ফাইলিয়া এবং কাপাদোকিয়া নামক জনপদ জয় করিলেন। কিড্‌না নদীতীরে আসিয়া তিনি পীড়িত হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার বন্ধু পার্মেনিও তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, "সাবধান! যেন চিকিৎসকের বিষাক্ত ঔষধ সেবনে আপনার মৃত্যু না হয়।" আলেক্‌সান্দার বন্ধুর পত্র পাইবামাত্র তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপ্‌কে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহাকে ঔষধপাত্র সেবন করিতে বলিলেন। সেবনে ফিলিপের মৃত্যু হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, ফিলিপ্‌ দরায়ুসের কাছে উৎকোচ লইয়া আলেক্‌সান্দারের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আলেক্‌সান্দার আরোগ্য লাভ করিবামাত্র পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সাইলিসিয়া নামক স্থানে পারস্যরাজ প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য সঙ্গে লইয়া আলেক্‌সান্দারের সম্মুখীন হইলেন। পর্ব্বতে ও জলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল (৩৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে)। দরায়ুস্‌ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধনরত্নাদি বিজেতার হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী মাকিদনপতি দরায়ুসের পরিবার-বর্গকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন।

দরায়ুস্‌ ইউফ্রেতিস তীরে পলাইয়া আসিয়া দুইবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আলেক্‌সান্দার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি দরায়ুস্‌ তাঁহাকে সমগ্র এসিয়ার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে আলেক্‌সান্দার সিরীয়া ও ফিনিসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দামাস্কাস্‌ ও সেই স্থানের রাজকোষস্থ রত্নরাশি আলেক্‌সান্দারের হস্তগত হইল। তিনি টায়রে আসিয়া পৌছিলেন, তথাকার লোকেরা তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। সাত মাস অবরোধের পর তিনি টায়র নগর ধ্বংস করেন (খৃঃ পূঃ ৩৩২)। তথা হইতে তিনি পালেষ্টাইন্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হইল।

পর বর্ষে তিনি মিসরে উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকেরা বহুদিন পারস্যের অধিকারে থাকিয়া এককালে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মহাবীর আলেক্‌সান্দারকে পাইয়া সকলে উদ্ধারকারী ভাবিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এখানে তিনি আলেক্‌সান্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন।

মিসরের লোকেরা পারস্যরাজের অধিকারে আপনাদের প্রচলিত প্রাচীনপ্রথা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারিত না;—এখন আলেক্‌সান্দার তাহাদের পূর্ব্ব প্রথার অনুমোদন করিলেন। তিনি মিসরের আমনদেবের মন্দিরে আসিয়া তথাকার পুরোহিতদিগকে বিশেষ ভক্তি দেখাইলেন। তাঁহারা আলেক্‌সান্দারকে দেবপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সেই-খানে দৈববাণী হইল আলেক্‌সান্দার পৃথিবীর রাজা হইবেন।

দেবাদেশ শুনিয়া মহাবীর সিকন্দর আরও উৎসাহিত হইলেন। তথা হইতে তিনি আসিরীয়ায় আসিলেন।

এদিকে পারস্যরাজ দরায়ুস্‌ পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবেলার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাহার

অদৃষ্ট মন্দ, মানুষে তাহার কি করিতে পারে? এত অধিক সৈন্যবল থাকিলেও দরায়ুস আলেক্‌সান্দারের কাছে আবার পরাস্ত হইলেন।

আলেক্‌সান্দার দরায়ুস্‌কে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারস্যরাজ গুপ্তভাবে ধনজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

তৎকালে বাবিলন ও সুসা এসিয়াখণ্ডের রত্ন-ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। আলেক্‌সান্দার অবাধে ঐ দুই স্থান অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি পারস্যের রাজধানী পার্সিপোলিস্‌ নগরে অগ্রসর হইলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে মহাবীর যুদ্ধ ভিন্ন অপর আমোদ জানিতেন না, যিনি দেহের স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন, সেই ব্যক্তি ব্যসনাসক্ত হইলেন, রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত হইলেন। আলেক্‌সান্দারের এই অবস্থায় একজন বেশ্যা তাঁহার বড় আদরের পাত্রী হইল। একদিন সেই বারবিলাসিনী তাঁহাকে পার্সিপোলিস্‌ পুড়াইয়া ফেলিতে বলে। তিনি বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য পারস্যের বহুজনাকীর্ণ মনোহর রাজধানী পুড়াইয়া এককালে ছারখার করিলেন।

পরে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনেক দুঃখ করিলেন। বিলম্ব না করিয়া তিনি পারস্যরাজের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পথে শুনিলেন, বেসাস্‌ নামে বাহ্লিকের ছত্রপতি দরায়ুস্‌কে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। বীর বীরের সম্মান রাখিতে জানে। আলেক্‌সান্দার যখন শুনিলেন যে, বেসাস্‌ নামক একজন সামান্য ছত্রপতি প্রবল পরাক্রান্ত পারস্যরাজকে কয়েদ করিয়াছে, সে সময় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল;—দরায়ুসের উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে বাল্‌খে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, দরায়ুসের প্রাণ বাহির হয় হয়, বেসাস্‌ তাঁহাকে দারুণরূপে আঘাত করিয়াছেন। আলেক্‌সান্দার দরায়ুস্‌কে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি পারস্যদেশের প্রথামত মহাসমারোহে দরায়ুসের সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে দুর্বৃত্ত বেসাস্‌কে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময় বেসাস্‌ হির্কানিয়া, ইরাণ, বক্ত্রিয়ানা (বাহ্লিক) ও সগ্‌দিয়ানার অধিপতি হইয়াছেন।

আলেক্‌সান্দার বেসাস্‌কে শাস্তি দিতে আসিতেছেন, চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সগ্‌দিয়ানার ছত্রপতি বেসাস্‌কে ধরিয়া দিলেন। বেসাস্‌ সমুচিত শাস্তি পাইলেন। এই সময় পার্মেণিওর পুত্র আলেক্‌সান্দারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। মহাবীর মাকিদনপতি তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি রোষপরবশ হইয়া পিতাপুত্র উভয়কে বিনাশ করিলেন। সেনাপতি পার্মেণিও নির্দ্দোষ ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রের ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন না। বিনা দোষে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল, ইহাতে সকলেই আলেক্‌সান্দারের উপর বিরক্ত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে ব্যক্তি এক সময়ে চিকিৎসকের বিষপাত্র হইতে আলেক্‌সান্দারকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কি এই পরিণাম!

৩২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে, তিনি শকদিগকে জয় করিলেন। পর বৎসরে তিনি সগ্‌দিয়ানায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থান পর্ব্বতময়। শীতের সময় এখানে যুদ্ধের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, তিনি নৌতক নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। বসন্তকালে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর তিনি সগ্‌দিয়ানা অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে বাহ্লিকবংশীয় একজন রাজপুত্র ও রক্ষণা নামে তাঁহার কন্যা বন্দী হইলেন। আলেক্‌সান্দার রক্ষণার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে হর্ম্মেলিস্‌ ও কালীস্থেনিস নামে আরিষ্টটলের একজন শিষ্য আলেক্‌সান্দারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় অনেকগুলি মাকিদনসৈন্য বিনষ্ট হয়। বীরকেশরী আলেক্‌সান্দার কালীস্থেনিশকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে ১,২০,০০০ সৈন্য। তাহার সেনাপতি টলেমি (তুরময়) ও হিফাষ্টিয়ান্‌ কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য লইয়া সিন্ধুর দিকে পূর্ব্বেই ধাবিত হইয়াছিলেন।

আলেক্‌সান্দার সসৈন্যে কাবুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুলিশী (Choaspes) ও গৌরী (Gyraeus) নদী পার হইয়া বরণা (Aornos) অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া আটকে উপনীত হইলেন। ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি পঞ্জাবে পদার্পণ করিলেন। পথে সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী অনেকগুলি পার্ব্বতীয় জাতির সহিত যুদ্ধ হইল। এই সময় তক্ষশিলারাজ বহুমূল্য উপহার লইয়া আলেক্‌সান্দারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পার্ব্বতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার অনেক সাহায্য করিলেন। আলেক্‌সান্দার বিতস্তা (Hydaspes) নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন, পুরু (Porus) নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। অবিলম্বে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। হিন্দু যবনে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুরুরাজ পরাস্ত হইলেন। আলেক্-

সান্দার হিন্দুরাজের বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুরুরাজ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী জনপদ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে আলেকৃসান্দার আরও কতকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইহাতে পুরুরাজের উপর তক্ষশিলের বড় হিংসা হইল।

ত্রিশ দিন আলেকৃসান্দার বিতস্তাতীরে অবস্থান করেন। তৎপরে বুকেফল ও নিকায়া নামক দুইটী নগর স্থাপন করিয়া চন্দ্রভাগার পরপারে আগমন করিলেন। ইরাবতীতীরে কাথি নামক প্রবল জাতির সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হয়; এই জাতি কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। আলেকৃসান্দার কাথিজাতির রাজ্যাদি জয় করিলে যে যে জাতি তাঁহার অধীন হইল, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন।

ঘর্ঘরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে আলেকৃসান্দার শুনিলেন, ইহার আরও পূর্ব্বদিকে রত্নাকর বহুসমৃদ্ধিশালী জনপদ সকল আছে। এই সংবাদ পাইয়া আলেকৃসান্দারের লোভ জন্মিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্ত কেহ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহারা বহুদিন জন্মভূমি ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছে, এক্ষণে জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইল। তখন আলেকৃসান্দার কি করেন, কাজে কাজেই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। তাঁহার ভারতাক্রমণের স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য ঘর্ঘরা নদীর তীরে বড় বড় ১২টী বুরুজ স্থাপন করিলেন। গমনকালে ঘর্ঘরা নদী পর্য্যন্ত অধিকৃত সকল স্থান তিনি পুরুরাজকে দিয়া গেলেন।

তিনি বিতস্তা নদী তীরে ফিরিয়া আসিলেন, তথা হইতে সিন্ধু নদের মোহানায় উপস্থিত হইবার জন্য জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বর্ত্তমান মুলতানের নিকট মালব (Malli) নামক জাতির সহিত আলেকৃসান্দারের ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আলেকৃসান্দার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় তাঁহার সৈন্যগণও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া অপরাপর মালবগণ নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া আলেকৃসান্দারের বশীভূত হইলেন।

আলেকৃসান্দার বিতস্তা ও সিন্ধু নদের সঙ্গমস্থানে কতকগুলি দুর্গ ও জাহাজের আড্ডাস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন। এইখানে মুষিক-(Musicanus)-রাজ তাঁহার ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের আদেশে আলেকৃসান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু উত্থানমাত্রই মুষিকের পতন হইল।

সিন্ধু ও করাচীর নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি পারস্যে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি দরায়ুসের কন্যা স্তাতিরাকে বিবাহ করিলেন। এই সময় প্রায় দশ হাজার মাকিডনসৈন্য পারসিক রমণীদিগকে বিবাহ করিয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী হইল। আলেকৃসান্দার তাহাদিগকে অনেক যৌতুক দান করেন।

তাইগ্রীস্ নদীতীরে আসিয়া তিনি বৃদ্ধ সৈন্যগণকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। এই সময় হিফাষ্টিয়ান্ নামক তাঁহার বন্ধু ও প্রিয়সেনাপতির মৃত্যু হয়। বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি বড়ই কাতর হইলেন; যেন হিফাষ্টিয়ানের সঙ্গে আলেকৃসান্দারের বীর্য্যরাশিও কোথায় চলিয়া গেল। রাজাদিগের ন্যায় বহুসমারোহে হিফাষ্টিয়ানের সমাধি হইল।

আলেকৃসান্দার বাবিলনে যাত্রা করিলেন। পথে কতকগুলি বৃদ্ধা তাঁহাকে বাবিলনে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বাবিলন নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে গ্রীস্, ইটালী, কার্থেজ, স্কিদিয়া, আইওনিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজদূতগণ আসিয়া আলেকৃসান্দারের সম্মানরক্ষা করিলেন।

বাবিলনে রাজধানী স্থাপিত হইল। এইখানে আলেকৃসান্দার মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার প্রধান ইচ্ছা সমস্ত জগৎ জয় করিবেন, সভ্যতালোকে বিশ্বমণ্ডল আলোকিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল। আরব জয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ পীড়িত হইলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া জগৎপূজ্য মহাবীর সিকন্দর কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বসুন্ধরা তাঁহার একটী বীরপুত্রকে হারাইলেন।

মহাসমারোহে আলেকৃসান্দারের শবদেহ সুবর্ণ আধারে রক্ষিত হইয়া আলেকৃসান্দ্রিয়া নগরে সমাধিস্থ হইল।

এখন কে রাজা হয়? এই লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত। এক সময়ে কয়েকজন বন্ধু আলেকৃসান্দারকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে? বীরবর উত্তর করিয়াছিলেন, 'যোগ্য ব্যক্তি।' এখন কে এমন যোগ্যব্যক্তি আছে যে আলেকৃসান্দারের পদ লাভ করে। ঐ সময়ে রক্ষণা গর্ভবতী। মৃত্যুর সময় আলেকৃসান্দার তাঁহার রাজ-অঙ্গুরী পারদিকাস্কে দিয়া যান। তাহাতে সকলে স্বীকার করিল যে, রক্ষণার পুত্রের শৈশবাবস্থায় পারাদিকাস্ তাহার রক্ষকস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য চালাইবেন। রক্ষণার পুত্র জন্মিলে, তাহাই করা হইল।

আলেক্‌সান্দার কেবল মনুষ্যরক্তে মেদিনী প্লাবিত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এমন নয়। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য নীতি তাঁহার অধিকৃত রাজ্যসমূহে বিতরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমে শ্বেতদ্বীপ এবং পূর্ব্বে চীনরাজ্যের প্রান্তদেশ অবধি সকল স্থানের মহাকাব্যে মাকিডনবীরের নাম স্থান পাইয়াছে। বিশেষতঃ পারস্য প্রভৃতি স্থানে সিকন্দর সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীনকালের লোকেরা আলেক্‌সান্দারকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই মহাবীর হইতেই প্রাচীন ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভূবৃত্তান্ত প্রভৃতি অনেক আবশ্যকীয় বিষয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই মহাবীরের অনুসরণ করিয়া ইউরোপীয়গণ রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষের পথ জানিতে পারিয়াছেন।

*আলীগঞ্জ। উত্তর প্রদেশস্থ এটা জেলার একটী তহসীল। গঙ্গা ও কালীনদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার চারিটী পরগণা—আজমনগর, বর্ণা, পটিয়ালি, নিধিপুর। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৫২৫ বর্গ মাইল। (১৮৮১ খৃঃ অঃ) লোকসংখ্যা ১,৮৬,৩৮৪।

—২ এটা জেলার নগর। এখানে ধাতুময় রাস্তা, হাট, বাজার ও বড় বড় বাড়ীও আছে। তন্মধ্যে যাকুৎখাঁ নির্ম্মিত মাটীর দুর্গ এবং মস্‌জিদই প্রধান। (১৮৮১) লোকসংখ্যা ৭৪৩৬।

*আলীগড়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ একটী জেলা। অক্ষা ২৭° ২৮′ ৩″ ও ২৮° ১০′ উঃ মধ্যে এবং দেশা° ৭৭° ৩১′ ১৫″ ও ৭৮° ৪১′ ১৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মিরাটের দক্ষিণ সীমায়।

এই স্থান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে। ইহার প্রধান নগর আলীগড়।

পূর্ব্বে এইখানে কোইলদিগের রাজত্ব ছিল। প্রবাদ আছে, চন্দ্রবংশীয় কোষারব নামে একজন ক্ষত্রিয় তাঁহার নামানুসারে এখানে কোইল নগর স্থাপন করেন। কেহ বলেন, এইখানে বলরাম কোল নামক দৈত্যকে বধ করেন। মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ কতকগুলি ডোর রাজপুতের অধিকারে ছিল। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা অধিকার করে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ বাবর কচক আলী নামক এক ব্যক্তিকে কোইলের শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত করেন। মোগলদিগের রাজত্ব-কালে এখানকার সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সুরজ মল নামক একজন জাঠ এই স্থান অধিকার করেন। অল্পদিন মধ্যেই আফ্‌গানরা জাঠদিগকে তাড়াইয়া দেন। তৎপরে কুড়ি বৎসর ধরিয়া উক্ত উভয় জাতিতে বিবাদ চলে; তাহাতে অনেক বার যুদ্ধও হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া এই প্রদেশ দখল করেন। আলীগড়ে মাহাট্টাদের কেল্লা স্থাপিত হয়। এখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ ডি বইন নামক এক ব্যক্তির নিকটে বিলাতী প্রণালীতে রণশিক্ষা করিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধ হয়! এই ঘোরতর যুদ্ধে পেরো নামক এক জন ফরাসী সিন্ধিয়ার সেনানায়ক ছিলেন। সহজে ইংরাজেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অনেক কষ্টে তবে এই প্রদেশ বৃটীশ রাজ্যের সামিল হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এখানকার সৈন্যগণও ক্ষেপিয়া উঠে। ইংরাজেরা এই স্থান ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। ঐ বৎসর ২৪এ আগষ্ট ইংরাজেরা বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন।

এখন আলীগড়ে প্রায় দশলক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে রাজপুত, বেণিয়া এবং আহীর, কাহার, কোলি, কচ্ছী, লোধী, গদরিয়া প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির বাসই অধিক। এখানকার সাধারণে হিন্দী ভাষায় কথা কয়, সম্ভ্রান্ত লোকেরা উর্দ্দু ব্যবহার করেন।

এই প্রদেশ কঙ্করময়। এখানে আম, জাম, নিম, পিপুল, বাবুল, মৌয়া, ফরাস, বেড় ও বড় বড় শাল গাছ জন্মে। জোয়ার, বজরা, খরাপ ও রবিধান্যের চাস হয়। এখানকার আবহাওয়া ভাল। অধিবাসীরা কখন দুর্ভিক্ষের কষ্ট অনুভব করে না।

আলীগড় হইতে শস্য, তূলা ও নীলের রপ্তানী হইয়া থাকে।

আলীগড়। হুগলী নদী-তীরস্থ একটী দুর্গ। কলিকাতার ৫ মাইল দক্ষিণে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এই দুর্গটী দখল করেন। এখন গড়ের সামান্য নিদর্শন পড়িয়া আছে।

আলীপুর। বাঙ্গালা প্রদেশস্থ চব্বিশ পরগণার প্রধান বিভাগ। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৪২০ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১০১৭টী গ্রাম আছে। এই কয়েকটী থানা ইহার অন্তর্গত—১ টালীগঞ্জ, ২ ভাঙ্গড়, ৩ সোণারপুর, ৪ বিষ্ণুপুর, ৫ আচিপুর, ৬ বরাহনগর, ৭ বারুইপুর, ৮ মাৎলা, ৯ জয়নগর।

ইহার প্রধান জায়গা—আলীপুর, উহা কলিকাতার

দক্ষিণপ্রান্তে। এখানে ছোটলাটের প্রমোদভবন এবং আরও কতকগুলি সুন্দর অট্টালিকা আছে। এখানকার পশুশালা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধান। গড়ের মাঠের প্রান্তভাগে আলীপুরের পাশে দুইটী বড় বড় বৃক্ষ আছে। ১৭৮০ খৃঃ অঃ এই দুইটী বৃক্ষের তলায় হেষ্টিংস্ ও ফ্রান্সিস্ সাহেবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। আলীপুরে জেল ও আদালত আছে।

*আলীপুর। জলপাইগুড়ীর মধ্যবর্ত্তী একটী ভূভাগ। কুচবেহার হইতে বাক্সা যাইবার পথে কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত। আলীপুর কুচবেহার সহর হইতে ১০ মাইল দূরে। এখানে বড় বড় কড়িকাঠের আড়ৎ আছে। বাক্সা বনের রক্ষক কর্ম্মচারিগণ এইখানে অবস্থান করেন।

*আলীপুর। পঞ্জাব প্রদেশের মজঃফরগড়স্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা ২৯°১৬´ উঃ, দেশা ৭০°৫৫´ পূঃ। এখান হইতে সিন্ধু ও খোরাসানে ইক্ষু ও নীলের রপ্তানি হইয়া থাকে।

*আলীপুর। মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধমানজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২০°৩২´৪´´ উঃ, দেশা ৭৮°৪৪´ পূঃ। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও অসভ্য জাতির বাস। ইলিচপুরের নবাব সলাবৎ-খাঁ গ্রামটী স্থাপন করেন। এখানে বেশ চাসবাস হয়। এখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আমের বাগান আছে। একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

*আলীপুর। দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটী ভূভাগ। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে হামিরপুর, পশ্চিমে ঝান্সী এবং দক্ষিণে গরৌলী। অক্ষা ২৫°৭´ ১৫´´ ও ২৫°১৭´৩০´´ উঃ এবং দেশা ৭৯°২১´ ও ৭৯°৩০´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পান্নারাজ হিন্দুপৎ এই ভূভাগ অচলসিংহকে দান করেন। অচলসিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ আবার বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সনদ পান। তাঁহার প্রপৌত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার পাইলেন। তৎপৌত্র ছত্রপতি দিল্লীর দরবারে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা পুরীহর বংশীয় রাজপুত।

এই ভূভাগের প্রধান নগর আলীপুর। এখানে দেশের অধিপতির বাস ও একটী দুর্গ আছে।

আলেখ (পুং) আ-লিখ-ঘঞ্। সম্যক্ লেখন। আধারে ঘঞ্। লেখন-পত্র।

আলেখন (ক্লী) আ-লিখ-ভাবে ল্যুট্। সম্যক্‌লিখন। আ লিখতি ল্যুট্ (ত্রি) লেখনকর্ত্তা। (পুং) আচার্য্য। করণে ল্যুট্। লিখন সাধন কাগজ প্রভৃতি। আলিখন এরূপ প্রয়োগও হইবে।

আলেখিয়া। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা অলখ্ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই জন্য ইহাদিগকে আলেখিয়া বলে। ইহাদের সঙ্গে যে ঝুলী থাকে, তাহাকে পরম পবিত্র ভাবিয়া বিশ্বাস করে। এই ঝুলী অনুসারে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ ভৈরব-ঝুলীধারী, ২ গণেশ-ঝুলীধারী, ৩ কালী-ঝুলীধারী। ভৈরব-ঝুলীধারীরা বৈকালে ও সায়ংকালে, গণেশ-ঝুলীধারীরা পূর্ব্বাহ্ণে এবং কালী-ঝুলীধারীরা বেশীরাত্রে ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ঝুলীধারীরা কেবল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে পারে। কিন্তু কালী-ঝুলীধারী বা ভৈরব-ঝুলীধারীরা কাহারও দ্বারস্থ হয় না। পথে পথে 'অলখ্' 'অলখ্' এই নাম বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, যাহার ইচ্ছা হয় সেই ভিক্ষা দেয়। ভৈরব ও কালী-ঝুলীধারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দেব-সাধনোদ্দেশে নিজের সঙ্গে মদ্য, ছাগলের মেটে ভাজা ও একখানি ছুরি রাখে। ভৈরব-ঝুলীধারীরা সঙ্গে রুটীও রাখে, পথে কুকুর দেখিলেই তাহাকে রুটী খাইতে দেয়, কারণ কুকুর ভৈরবের বাহন।

ইহারা গায়ে খেল্কা ও কয়েক রকম অলঙ্কার ব্যবহার করে। ইহারা যখন বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর, দক্ষিণ হস্তে একটা চিম্টা এবং ঘুঙ্গুরের শব্দ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ বাহির হয়, তখন বড় মন্দ দেখায় না। ইহারা গির্ণার, পুনা প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রায় নির্গত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন তীর্থযাত্রা করে, তাহারা আলেখিয়া সঙ্গে লয়। তখন আলেখিয়ারাই অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়। এই মহৎকার্য্যটী অপর সম্প্রদায়ে প্রায় লক্ষিত হয় না। আলেখিয়ারা যে 'অলখ্' নাম উচ্চারণ করে, তাহাই তাহাদের প্রধান বৃত্তি। তাহাকে অলখ্ জানান বলে।

আলেখ্য (ত্রি) আ-লিখ্যতে আ-লিখ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। পটস্থ চিত্র। (চিত্রমালেখ্যং। হেম ৩। ৫৮৩।) লেখ্য দেবাদির প্রতিবিম্ব। (ত্রি) লেখনীয়। আধারে ণ্যৎ। যে পটে চিত্র থাকে।

আলেখ্যশেষ (ত্রি) আলেখ্যং চিত্রমেব শেষো যস্য বহুব্রী। মৃত। মৃতব্যক্তির শেষ প্রতিবিম্বমাত্র চিত্রপটে থাকে, এই জন্য মৃতের নাম আলেখ্যশেষ। (নামালেখ্য যশঃ-শেষো ব্যাপন্নোপগতো মৃতঃ। হেম ৩। ৩৮)

"বাষ্পায়মানো বলিমন্নিকেত-
মালেখ্যশেষস্য পিতুর্বিবেশ।"

রঘু ১৪। ১৫।

আলেপ (পুং) আ-লিপ-ঘঞ্। উপলেপ। আলিম্পন। আলিপনা দেওয়া। লুট্ (ক্লী) আলেপন। আলিপ্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্। আলিপ্যমান। যাহা লেপন করা যায়।

আলেপ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্র মতে অংশ। খণ্ড।

আলেয়া (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। ২ শ্মশান বা পঙ্কযুক্ত স্থান হইতে উত্থিত বাষ্প বিশেষ। এ দেশের পল্লিগ্রামের লোকেরা ভূত বলিয়া মনে করে। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।

আলোক (পুং) আলোকতেঽননেন আ-লোক-করণে ঘঞ্। সূর্য্যাদি জন্য প্রকাশ। আলো। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে আলোক সংযোগই দ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। জয় শব্দ। (আলোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ। রঘু। ২।৯। আলোকশব্দং জয়শব্দং। মল্লিং) (আলোকো জয়শব্দঃ স্যাৎ। বিশ্ব) ভাবে ল্যুট্। দর্শন।

আলোকন (ক্লী) আ-লোক-ভাবে ল্যুট্। দর্শন।

আলোকনীয় (ত্রি) আ-লোক-কর্ম্মণি অনীয়র্। দর্শনীয়। দেখিবার যোগ্য।

আলোকিত (ত্রি) আ-লোক-কর্ম্মণি ক্ত। দৃষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্লী) দর্শন।

আলোকিন্ (ত্রি) আলোকতে আ-লোক-ণিনি। দ্রষ্টা। দর্শনকর্ত্তা। যিনি দেখেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলোকিনী।

আলোক্য (ত্রি) আলোক্যতে আ-লোক কর্ম্মণি ণ্যৎ। দর্শনীয়। (অব্য) ল্যপ্। দেখিয়া।

আলোচক (ত্রি) আলোচতে আ-লোচ-ণ্বুল্। আলোচনকারী। বিবেচক।

আলোচন (ক্লী) আলোচ-ভাবে ল্যুট্। বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা বিবেচনা করা। সামান্য বিশেষশূন্য ইন্দ্রিয়জন্য নির্ব্বিকল্প-স্থানীয় সাংখ্যমতসিদ্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ। সাংখ্য মতে বালক মূক (হাবা) ইহাদের যেরূপ বিজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ প্রথম নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। ণিচ্ যুচ্ (স্ত্রী) টাপ্। আলোচনা। আলোচন শব্দের অর্থ। দর্শন। (অব্য)। মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। লোচন পর্য্যন্ত।

আলোচিত (ত্রি) আ-লোচ্-ক্ত ইট্। আলোচনার বিষয়ীভূত। বিশেষ দর্শনাদি দ্বারা যাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা এইরূপ কর্ত্তব্য এইরূপ অবধারিত।

আলোচ্য (ত্রি) আ-লোচ-ণ্যৎ। আলোচনা করিবার যোগ্য। ল্যপ্ (অব্য) আলোচনা করিয়া।

আলোড়ন (ক্লী) আ-লুড় মন্থে ভাবে ল্যুট্। বিলোড়ন।

আলোড়িত (ত্রি) আ-লুড়-ক্ত ইট্। মথিত। মর্দ্দিত। চূর্ণীকৃত। ভাবে ক্ত (ক্লী) মন্থন।

আলোয়ার। (আলবার)। রাজপুতানাস্থ একটী রাজ্য। ইহার উত্তরে গুড়্গাঁও, নাভা রাজ্যের বাবল পরগণা ও জয়পুরের কোট কাসিম পরগণা, পূর্ব্বে ভরতপুর ও গুড়্গাঁও এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে জয়পুর রাজ্য। অক্ষাং ২৭°৫ ১৫´ ও ২৮° উঃ, দেশা ৭৬°১০´ ও ৭৭°১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩২৪ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রায় পর্ব্বতময়। মুসলমানদের সময় এই রাজ্যকে মেবাৎ এবং ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিরা মচারি বলিত। তখন কতকগুলি সামন্তদের হাতে আলোয়ার ছিল। প্রতাপসিংহ নামক একজন নরুক রাজপুত বর্ত্তমান মহারাও রাজাদের আদিপুরুষ। প্রথমে দুইটী গ্রাম ও মচারি নামক স্থানের অর্দ্ধাংশ প্রতাপসিংহের অধিকারে ছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জাঠ, মোগল ও মাহ্‌রাট্টাদের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ চলে, এই সময় জয়পুরের মহারাজও নাবালক;—উপস্থিত সুবিধা পাইয়া প্রতাপসিংহ স্বাধীন হইলেন এবং আলোয়ারের সমস্ত দক্ষিণ অংশ আত্মসাৎ করিলেন। [প্রতাপসিংহ দেখ।] প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র ভক্তাবর সিংহ আলোয়ার প্রাপ্ত হন। মাহ্‌রাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধের সময় (১৮০৩-৬ খৃঃ অঃ) ভক্তাবর ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আলোয়ারের অবশিষ্ট উত্তরাংশ ভক্তাবরকে অর্পণ করেন। তাহাতে ৭ লক্ষ স্থানে ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

প্রথমে আলোয়ারের রাজারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কোন কর দিতেন না। ১৮১২ খৃঃ অঃ ভক্তাবর জয়পুরের অধিকৃত ধোবী ও সিক্রাবা দুর্গ হস্তগত করেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেও তিনি ঐ দুর্গ দুইটী প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য আলোয়ারে উপস্থিত হইল। ভক্তাবর দেখিলেন আর নিস্তার নাই, তখন অগত্যা জয়পুরের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (তাঁহার পোষ্যপুত্র) বাণীসিংহ আলোয়ারের মহারাও হইলেন। ভক্তাবরের বলবন্ত সিংহ নামে একটী জারজ পুত্র ছিল;—এই সময় তিনিও উত্তরাধিকার পাইবার চেষ্টা করেন। বাণী ও বলবন্ত সিংহে বিবাদ ঘটিল। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বলবন্ত সিংহের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণীসিংহ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কাজেই বৃটীশসৈন্য আলোয়ারে প্রেরিত হইল। তখন বাণীসিংহ ফাঁপরে পড়িয়া আলোয়ারের উত্তর অর্দ্ধেকাংশ বলবন্ত সিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাণীসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার ১৩ বৎসরের পুত্র শিউদান

সিংহ মহারাও হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিউদানসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র বা অপর জ্ঞাতি কেহ ছিল না যে, তাহার উত্তরাধিকারী হয়। অনেক অনুসন্ধান হইল। পরে নরুকবংশোদ্ভব ঠাকুর মঙ্গলসিংহ আলোয়ারের রাজারূপে মনোনীত হইলেন।

আলোয়ারের রাজা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী করিয়া তোপ পান।

আলোয়ারের রাজ্য ১৪ ভাগে বিভক্ত। ১ তিজার, ২ বহরোর, ৩ মন্দাবর, ৪ কৃষ্ণগড়, ৫ গোবিন্দগড়, ৬ রামগড়, ৭ আলবার (আলোয়ার), ৮ বাণসুর, ৯ কতুম্বর, ১০ লক্ষ্মণগড়, ১১ রাজগড়, ১২ থানাগাজী, ১৩ বলদেবগড়, ১৪ প্রতাপগড়। এই রাজ্যের অর্দ্ধেকের বেশী স্থান কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত। ঐ সকল জমি হইতে কঙ্গু, জোয়ার, বজরা, ধান্য, যব, ছোলা, গম, আফিম, তামাক, ইক্ষু ও তুলা জন্মে।

পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক লোহার কারবার ছিল, এখন আর নাই। তিজারা নামক স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়।

এখানে চিনি, লবণ ও টুক্‌রা কাপড়ের আমদানী হইয়া থাকে।

আলোয়ারে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও আপীল আদালত আছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতিও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

এখানকার রাজার ১৮০০ অশ্বারোহী, ৪৭৫০ পদাতি, রণস্থলের জন্য ১০টী বৃহৎ কামান ও ২৯০টী ছোট কামান আছে।

আলোয়ারের প্রধাননগর আলোয়ার, এই নগরটীর একদিকে পাহাড় ও তিনদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার লোকেরা বলে, নিকুম্ভ নামক রাজপুতেরা এই প্রাকার নির্ম্মাণ করে। এখানে রাজপ্রাসাদ, জগন্নাথের মন্দির, তরঙ্গ সুলতানের প্রাচীন সমাধিস্থান প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এবং জৈন ও সরওগী সম্প্রদায়দিগের পাঁচটা মন্দির আছে। নগর হইতে আধ ক্রোশ দূরে বন্নি-বিলাস উদ্যান, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। নগর হইতে প্রায় তিন পোয়া পথে রেসিডেণ্টের বাটী। এখানে ব্রাহ্মণ, বাণিয়া, চামার প্রভৃতি নানা জাতির বাস। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

আলোল (ত্রি) ঈষল্লোলং প্রাদি সং। ঈষৎচঞ্চল। অল্প চঞ্চল। "ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ।" মেঘদূত ৬২॥

আলোলিত (ত্রি) আ-লুল-ক্ত ইট্। (পা।১।২।২১। বা-কিম্বাভাবাদ্‌গুণঃ) ণিচ্ ক্ত ইট্ বা। ঈষৎ চঞ্চলীকৃত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ঈষৎ চঞ্চল।

আলোষ্টী (অব্য) ঈষল্লোষ্টমিব করোতি—আলোষ্ট করোত্যর্থে ণিচ্ বাচ্ ঈ। উর্য্যাদিগণ। পা ১।৪।৬১। হিংসা।

আলোহায়ন (ত্রি) অলোহে ভবঃ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা। ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। (অলোহভব) যাহা লোহাতে হয় না।

আবক (ত্রি) অবতীতি অব-রক্ষণে ণ্বুল্। রক্ষক। যিনি রক্ষা করেন।

আবট্য (পুং স্ত্রী) অবটস্য ঋষিবিশেষস্য গোত্রাপত্যং। (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ইতি যঞ্। অবট ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) (আবট্যাচ্চ। পা।৪।১।৭৫) ইতি টাপ্। আবট্যা। প্রবরবিশেষ।

আবনতীয় (ত্রি) অবনতস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদিঃ (পা।৪।২। ৮০ সূত্রস্থ কৃশার্শ্বাদিং ছঞ্।) অবনতের নিকটস্থ দেশাদি।

আবনেয় (পুং) অবন্যা অপত্যং (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা।৪।১। ১২০) ইতি ঢক্। অবনীসুত। মঙ্গলগ্রহ। কাশীখণ্ডের ১৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে শিব দাক্ষায়ণীর বিয়োগ হেতু তপস্যা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ললাট হইতে ভূমিতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ লোহিতাঙ্গ একটী কুমার পৃথিবীতল হইতে জন্মিল। তদ্দর্শনে স্নেহময়ী স্ত্রীজাতি পৃথিবী সেই কুমারটীকে প্রতিপালন ও সংবর্দ্ধিত করিলেন, তজ্জন্য সেই কুমারের মাহেয় ইত্যাদি নাম হইল।

আবন্ত (পুং) অবন্তেরয়ং রাজা অবন্তী অণ্। অবন্তীদেশের অধিপ চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। হরিবংশের ৩৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কুন্তীর রণবিশারদ একটী পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ধৃষ্ট। ধৃষ্টের পরম ধার্ম্মিক তিনটী বীর পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম আবন্ত, দশার্হ, বিষহর। (বৃদ্ধেৎকোসলাজাদাঞ্ ঞ্যঙ্। পা। ৪।১।১৭১। জনপদক্ষত্রিয়বাচিভ্যোঃ বৃদ্ধসংজ্ঞকেভ্যঃ ইকারান্তেভ্যঃ কোসল অজাদ আভ্যাং চাপত্যেঽর্থে ঞ্যঙ্ স্যাৎ।) এই সূত্রে ইদন্তের উত্তর ঞ্যঙ্ বিধান হেতু এখানে আবন্ত্য পাঠ হওয়াই উচিত।

আবন্ত্য (ত্রি) অবন্তিষু ভবঃ তস্যা রাজা বা পা। ৪।১।১৭১। ইতি ঞ্যঙ্। অবন্তিদেশভব। অবন্তিদেশের রাজা। (স্ত্রী) ঙীপ্। (স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৭৬। ইতি রাজপ্রত্যয়স্য লুকি।) অবন্তী। ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন বর্ণবিশেষ।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" মনু। ১০।২১। ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানের নাম ভূর্জকণ্টক এবং দেশ বিশেষে তাহাদিগকে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ বলে।

আবপন (ক্লী) ওপ্যতে স্থাপ্যতে ধান্যান্তত্র। আ-বপ-আধারে ল্যুট্। ধান্যাদিস্থাপনের পাত্র। থলে। (গোণী আবপনঞ্চেৎ। সিং কৌং। পা।৪।১।৪২ সূত্রে) আ-বপ-ভাবে ল্যুট্। ভূমিতে বীজাদি নিধান। বোনা। করণে ল্যুট্। (ত্রি) বপনসাধন (স্ত্রী) ঙীপ্। আবপননী। অন্তর্ভূতণ্যর্থে ল্যুট্। কেশাদির সর্ব্বমুণ্ডন।

আবপনিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) আবপ নিষ্ক্রি ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূর-ব্যং সং। বীজবপনাদি ক্রিয়া।

আবয় (পুং) আ-অজ-অচ্ বী-ভাবঃ। আগমন। কর্ত্তরি অচ্। আগমনকর্ত্তা। (পুং) দেশবিশেষ। ২ জল। (নিঘণ্টু।১।১২।) অবয়ে ভবং (ধুমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।২।১২৭। ইতি বুঞ্।) আবয়ক (ত্রি)

আবরক (ক্লী) আবৃণাতি অনেন আ বৃ-করণে অপ্। অবরঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। অপবারক।

আবরণ (ক্লী) আব্রিয়তে দেহঃ চৈতন্যং বাহনেন আ-বৃ-করণে ল্যুট্। চর্ম্মফলক। ঢাল। বেদান্তমত সিদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান। [আবরণশক্তিশব্দ দেখ।] আচ্ছাদনসাধন-মাত্র। প্রাচীরাদি। বেষ্টন (বেড়া)। ভাবে ল্যুট্। আবৃতি।

আবরণশক্তি (স্ত্রী) আবরণে শক্তিঃ। ৭ তৎ। আবৃ-ণোতি আ-বৃ-কর্ত্তরি ল্যুট্। আবরণং শক্তিঃ কর্ম্মধা বা। বেদান্তিমত সিদ্ধ অজ্ঞানশক্তি। বেদান্তবাদীরা বলেন, যেরূপ মেঘ অল্প হইলেও বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে দর্শকদিগের নয়নপথের অন্তর্ভূত করে তদ্রূপ অজ্ঞান অল্প হইলেও অপরিমিত অসংসারী আত্মাকে দর্শকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়া আবরণ করে। ঐ শক্তিতে আবৃত ব্যক্তির আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা আমি সুখী আমি দুঃখী, এইরূপ বৃথা অভিমান হইয়া থাকে, যেমন প্রমত্তাদি অবস্থায় রজ্জু দেখিলেও সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়।

আবরসমক (ক্লী) অবরং সমানাং একদেশিং সং (গ্রীষ্মা-বরসমাৎ বুঞ্। পা ৪।৩।৫৯) ইতি নিং হ্রস্বঃ। অবর-সম বর্ষের আদ্যকাল। তত্রদেয়ং ঋণং বুঞ্। বর্ষের আদ্য সময়ে দত্ত ঋণ। প্রথম মাসের খাজানা।

আবর্জ্জিত (ত্রি) আ চুরাং বৃজ-ণিচ্-ক্ত। দত্ত। ত্যক্ত। নিম্নীকৃত, নোয়ান্। আদ্রৃত। সংযমিত।

আবর্ত্ত (পুং) আ-বৃত্ ভাবে ঘঞ্। ঘূর্ণায়মান জল। ঘুরুণো। ঘূর্ণ্ণো। (স্যাদাবর্ত্তোঽম্ভসাংভ্রমঃ। অমর) রোমসংস্থান বিশেষ। ঘূরাণ লোম। মনুষ্যের অনেকেরই মাথায় চুলের ঘূরণ দেখা যায়। ঘোড়ার লোমেও ঘূরণ থাকে। রাজাবর্ত্ত নামক মণি। আবর্ত্তন। মেঘের অধিপ বিশেষ। (আবর্ত্তো মেঘনায়কঃ। পঞ্জিকা) মাক্ষিক ধাতু। সোম। ণিচ্ ভাবে অচ্। পুনঃ পুনশ্চালন। পরিঘট্টন, (আওটান)। ধাতুর দ্রাবণ, গালান। চিন্তা। চিন্তা দ্বারা চিত্ত বারংবার চালিত হয় তজ্জন্য চিন্তার নাম আবর্ত্ত। আবর্ত্ত্যতে সমন্তাৎ অনেককোটিষু আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি অচ্। বহুবিষয়ক সংশয়। আবর্ত্ততে কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) আবর্ত্তমান। যিনি ফিরিয়া আসিতেছেন। সম্যক্‌বর্ত্তমান। সুশ্রুতের মতে স্ত্রী জাতির যোনি শঙ্খের নাভির ন্যায় সেই জন্য তাহার নাম আবর্ত্ত, তাহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা আছে। শঙ্খনাভির ন্যায় তাহা উপর্য্যুপরি সংস্থিত এবং তাহার বর্ণ হস্তের তালুর ন্যায়। এই সুশ্রুতোক্ত স্ত্রীদেহের মধ্যস্থিত আবর্ত্তাকার নাড়ী সন্নিবেশ বিশেষ।

আবর্ত্তক (পুং) আবর্ত্ত এব স্বার্থে কন্। মেঘাধিপ বিশেষ। আবর্ত্ত ইব কায়তি-আবর্ত্ত-কৈ-ক। আবর্ত্ত-শব্দোক্ত অশ্বাদির রোম চিহ্নবিশেষ। আবর্ত্তয়তি আ-বৃত-ণিচ্ ণ্বুল্ (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আঘট্টক, যে বারংবার দুগ্ধাদি আওটায়।

আবর্ত্তকী (স্ত্রী) আবর্ত্ততে বায়ুনা উর্দ্ধাধশ্চলতি আ-বৃত-ণ্বুল্। কোঙ্কণ। ভগবতবল্লী নামক লতা বিশেষ। ভদ্র-দন্তিকা (রাজনিং।)

আবর্ত্তন (ক্লী) আবর্ত্ততে গৃহাদেঃ পশ্চিমদিগবস্থিত ছায়া পূর্ব্বদিশং প্রত্যাবর্ত্ততে যস্মিন্ আ-বৃত-আধারে ল্যুট্। গৃহাদির পশ্চিমদিক্‌অবস্থিত ছায়ার পূর্ব্বদিকে গমনারম্ভ রূপ মধ্যাহ্নকাল। (আবর্ত্তনে যদাসন্ধিঃ পর্ব্বপ্রতিপদোঃ ভবেৎ। গোভিল) (আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্নঃ। অগ্নিপুরাণ) (আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়াপরিবর্ত্তনাৎ প্রাগিতি শেষঃ। স্মার্ত্ত) আ-বৃত-ভাবে ল্যুট্। আলোড়ন, আওটান। গুণন। ধাতুর দ্রাবণ (গলান)। আবর্ত্তয়তি সংসারচক্রং আ-বৃত-ণিচ কর্ত্তরি ল্যুট্। বিষ্ণু। জম্বুদ্বীপের উপদ্বীপ বিশেষ। আবর্ত্ততে অনয়া আ-বৃত-ণিচ্ করণে ল্যুট্ গৌরা-দিং ঙীষ্। আবর্ত্তনী। দুগ্ধ নাড়িবার হাতা। দব্বী। আধারে ল্যুট্ (স্ত্রী) ঙীষ্। ধাতু গলাবার পাত্র, মুচী। (স্ত্রী) আবর্ত্ত্যতে পুনঃ পুনঃ ধার্য্যতেঽঙ্গে আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি ল্যুট্। ভূষা। করণে ল্যুট্ (ক্লী) বেষ্টন। প্রাচীরাদি।

আবর্ত্তনীয় (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্‌ কর্ম্মণি অনীয়র্‌। দ্রাবণীয় ধাতু প্রভৃতি। আলোড়নীয় দুগ্ধাদি। গুণ্য অঙ্কাদি। পুনঃ পুনঃ পাঠ্যপদাদি।

আবর্ত্তমণি (পুং) আবর্ত্তাকারো মণিঃ শাকং তৎ। রাজাবর্ত্তমণি।

আবর্ত্তিক (ত্রি) আবর্ত্তঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্‌। আবর্ত্তাকার ধূমসাধন ধূপাদি।

আবর্ত্তিত (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্‌-ক্ত ইট্‌ ণিচ্‌ লোপঃ। কৃতাবর্ত্তন দুগ্ধাদি। যে দুগ্ধাদি আওটান হইয়াছে। দ্রাবিত ধাতু প্রভৃতি। গুণিত অঙ্কাদি। অভ্যস্ত পাঠাদি। আবর্ত্তঃ সঞ্জাতোঽস্য তারকাদিঃ ইতচ্‌। জাতাবর্ত্ত জলাদি। যে জলাদিতে আবর্ত্ত জন্মাইয়াছে।

আবর্ত্তিন্‌ (ত্রি) আবর্ত্ততে আ-বৃত কর্ত্তরি ণিনি। বর্ত্তনশীল, যে সর্ব্বদা আবর্ত্তমান হয়। ণিচ্‌ ণিনি। আবর্ত্তক। দ্রাবক। দুগ্ধাদির আবর্ত্তনকারক। আবর্ত্তিনী (স্ত্রী) যে স্ত্রী ফিরিয়া আসে। যে স্ত্রী আবর্ত্তন করায়।

আবর্ত্তঃ মেষশৃঙ্গাকারফলমস্ত্যস্যাঃ ইনি ঙীপ্‌। অজশৃঙ্গী বৃক্ষ। (রাজনিং।) গাড়লশিঙ্গা।

আবর্হিত (ত্রি) আ-বৃহ উদ্যমে ণিচ্‌-ক্ত আবর্হ হিংসায়াং ক্ত-বা। উৎপাটিত। উন্মূলিত।

আবলদাভী। একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত। ইহার নামানুসারে মান্দ্রাজ প্রদেশের কুদ্দপা জেলায় আবলপল্লি নামে একটী গ্রাম স্থাপিত হয়। ইহাঁর ডাকাইতির কথা দক্ষিণাপথ হইতে বনাস নদীর তীরস্থ স্থান পর্য্যন্ত সকল স্থানে শুনা যায়। একটী প্রবাদ আছে—

"আবল্‌ ঘোড়া দুবলা কেম নদী নীলো ঘাস।
উলটে বান্ধা জব চরে পানী পিয়ে বনাস॥"

আবলি, আবলী (স্ত্রী) আ-বল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্‌। উণ্‌। ৪। ১১৭) ইতি ইন্‌। কৃদিকারান্তাদ্বা ঙীপ্‌। শ্রেণী। একজাতীয় বস্তু দ্বারা কৃতপংক্তি। (বীথ্যালিরাবলীপংক্তিঃ শ্রেণী। অমর।) পরম্পরা।

আবলিত (ত্রি) আ-বল-চলনে ক্ত ইট্‌। ঈষচ্চলিত। সম্যক্‌ চলিত।

আবল্য (ক্লী) অবল-ষ্যঞ্‌। অবলস্য ভাবঃ। দুর্ব্বলতা।

আবশীর (পুং) অবশীর-অঞ্‌। জনপদ বিশেষ। মহাবীর-কর্ণ মগধ কর্কখণ্ড প্রভৃতি জনপদ জয়ের পর এই স্থান অধিকার করেন। এই স্থান বৎসরাজ্যের পূর্ব্বে। [মহাভা° বন ২৫২ অঃ।]

আবশ্যক (ক্লী) অবশ্যং ভাবঃ মনোজ্ঞাদিং বুঞ্‌। যাহার নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক। নিয়ত। অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরবকাশ। নিশ্চয় ও উচিত।

আবসতি (স্ত্রী) বসত্যত্র গৃহে বসতিঃ রাত্রিঃ আ-সম্যক্‌ বসতিঃ প্রাদিসং। নিশীথ। অর্দ্ধরাত্র।

আবসথ (পুং) আ-বসত্যত্র আ-বস (উপসর্গে বসেঃ। উণ্‌। ৩। ১১৪। ইতি অথ।) গৃহ। (গৃহমাবসথস্তথা। উণ্‌ কোং) (আবসথে বক্রকবিতানমিত্যাচার্য্যকোশঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) বিশ্রামস্থান। গ্রাম। ব্রতবিশেষ। আর্য্যাছন্দোরচিত কোষবিশেষ। হোম স্থান।

আবসথিক (ত্রি) অবসথে গৃহে বসতি। (আবসথাৎ ষ্ঠল্‌। পা। ৪। ৪। ৭৪) ইতি ষ্ঠল্‌। গৃহস্থ। (স্ত্রী) ঙীপ্‌।

আবসথ্য (পুং) আবসথস্যায়ং ঞ্য। গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নি।

আবসান (ত্রি) অবসানমভিজনোঽস্য (অভিজনশ্চ। পা। ৪। ৩। ৯০। ইতি অণ্‌।) যে গ্রামের সীমায় বাস করে। (স্ত্রী) ঙীপ্‌। আবসানী। চণ্ডালাদি।

আবসানিক (ত্রি) অবসান অন্তে ভবং ঠঞ্‌। শেষকালে ভবঃ। যাহা চরমে হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্‌। আবসানিকী।

আবসিত (ক্লী) আ-অব-সো-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থামিতিকিতি। পা। ৭। ৪। ৪০। ইতি ইকারোঽন্তাদেশঃ। পক্কধান্য। ঝাড়ের ধান। (ত্রি) নির্ণীত। অবধারিত। সমাপ্ত।

আবস্থিক (ত্রি) অবস্থায়াং ভবং ঠঞ্‌। কালকৃত। অবস্থাভব। সময়সম্ভব।

আবহ (পুং) আবহতি আ-বহ-অচ্‌। সপ্তস্কন্ধযুক্ত বায়ুর প্রথম স্কন্ধ, ভূবায়ু। ১ আবহ, ২ প্রবহ, ৩ বিবহ, ৪ পরাবহ, ৪ সংবহ, ৬ উদ্বহ, ৭ পরিবহ। হরিবংশে বায়ুর এই সপ্তস্কন্ধের নাম উল্লেখ আছে। আবহতি প্রাপয়তি উদ্দেশ্যস্থানং আ-বহ-অচ্‌। (ত্রি) প্রাপক।

আবহমান (ত্রি) আ-বহ-শানচ্‌। ক্রমাগত। ধারাবাহী।

আবাধা (স্ত্রী) আ-সম্যক্‌ বাধা। দুঃখ। পীড়া। ভূমিখণ্ড। ত্রিকোণক্ষেত্রমধ্যে রশি ফেলিলে যে খণ্ডদ্বয় হয় তাহার নাম।

আবাপ (পুং) আ-বপ-আধারে ঘঞ্‌। আলবাল। গাছে জল দিবার আইল (স্যাদালবালমালমাবাপঃ। অমর) ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ। থলে। ভাণ্ড। ভাবে ঘঞ্‌। সকল দিকে বপন। ধান্যাদির স্থাপন। শত্রুচিন্তা। পররাজ্যচিন্তা। প্রধান হোম। (প্রাক্‌সিষ্টি কৃতেরাবাপঃ। গোভিল। আ-উপ্যত ইত্যাবাপঃ। প্রধান হোম ইতি সরলা) আক্ষেপ। আ-বপ-কর্ম্মণি-ঘঞ্‌। আব

পনীয়। প্রক্ষেপণীয়। বলয়। ঈষদুপ্যতেঽত্র আধারে ঘঞ্। নিম্নোন্নত ভূমি। উচ্চ নীচ ভূমিতে শস্যাদি ভালরূপ বোনা যায় না, তজ্জন্য তাহার আবাপ নাম হইয়াছে।

আবাপক (পুং) আ-উপ্যতে আ-বপ কর্ম্মণি ঘঞ্। সংজ্ঞায়াং কন্। প্রকোষ্ঠাভরণ বলয়াদি। হাতের ভূষণ, বালা প্রভৃতি। কর্ত্তরি ণ্বুল্। আবপনকর্ত্তা। সম্যক্‌বপনকারী।

আবাপন (ক্লী) আ-বপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। সূত্রযন্ত্র। তাঁত। আ-বপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। কেশাদির সম্যক্ মুণ্ডন।

আবাপিক (ক্লী) আবাপায় সাধু ঠক্। আবাপনে সাধু। যে ভাল আইল করিতে পারে বা বুনতে পারে।

আবারি (ক্লী) আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে আ-বৃ-(উণ্। ৪। ১২৪) বাহুং ইন্। সকল দিকে আচ্ছাদ্য হট্টস্থান, হাট্। আ সম্যক্ বারি যত্র বহুব্রী (ত্রি) সম্যক্ জলযুক্ত।

আবাল (ক্লী) আবাল্যতে সঞ্চার্য্যতে জলমনেন। আ বল ণিচ্ করণে অচ্। আলবাল। গাছে জল দিবার ক্ষুদ্র আইল। আ-বল-ভাবে ঘঞ্। সঞ্চার। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। বালক পর্য্যন্ত (আবালবৃদ্ধবনিতা।)

আবাল্যং (ক্লী) বাল্যাৎ আ আবাল্যং পর্য্যন্তার্থেঽব্যয়ী ভাবঃ) বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত।

আবাস (পুং) আ-সম্যক্ বসত্যত্র আ-বস-আধারে ঘঞ্। বাসস্থান। গৃহাদি। ভাবে-ঘঞ্। সম্যগ্‌বাস।

আবাহন (ক্লী) আ-বহ-ণিচ্ ল্যুট্। নিকটে আসিবার জন্য দেবতার আহ্বান। নিমন্ত্রণ।

আবাহনী (স্ত্রী) আ-বাহ্যতেঽনয়া। আ-বহ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ঙীপ্ বা। দেবতার আহ্বানার্থ মুদ্রা বিশেষ। দুইটা হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দুই অনামিকার মূলপর্ব্বে দুইটা অঙ্গুষ্ঠ অর্পণ করিলেই আবাহনী মুদ্রা হয়। (তন্ত্র।)

আবিক (ক্লী) অবিনা তল্লোম্না নির্ম্মিতঃ ঠক্। কম্বল। (ত্রি) মেষসম্বন্ধী।

আবিকসৌত্রিক (ক্লী) সূত্রমেব স্বার্থেঽণ্। সৌত্রং আবিকঞ্চ তৎ সৌত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা তেন নির্ম্মিতং ঠক্। মেষ-সূত্র নির্ম্মিত। (বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং। মনু। ২। ৪৪।) বৈশ্য ভেড়ার লোমজাত সূত্রের যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবেন।

আবিক্য (ক্লী) আবিকানাং ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা। ৫। ১। ১২৮) ইতি যক্। আবিকসম্বন্ধিত্ব।

আবিগ্ন (পুং) আ-বিজ-কর্ত্তরি-ক্ত তস্য ন। উদ্বিগ্ন। পাণি আমলা বৃক্ষ।

আবিজ্ঞান্য (ক্লী) অবিজ্ঞানমেব। চাতুরর্থ্যাং স্বার্থে ষ্যঞ্। বিজ্ঞানহীন।

আবিদূর্য্য (ক্লী) অবিদূরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সন্নিকর্ষ। নৈকট্য।

আবিদ্ধ (ত্রি) আ-ব্যধ-ক্ত। তাড়িত। বিদ্ধ। ছিদ্রীকৃত। ক্ষিপ্ত।

আবিদ্ধকর্ণী (স্ত্রী) আবিদ্ধৌ কর্ণাবিব পত্রমস্যা গৌরাদিং ঙীষ্। পাঠা। নিমুইলতা (পাঠাঽম্বষ্ঠাবিদ্ধকর্ণী। অমর। (অমরের টীকায় বিদ্ধকর্ণী লিখিত আছে।)

আবিধ (পুং) আবিধ্যতে কাষ্ঠাদ্যনেন আ-ব্যধ ঘঞর্থে ক। কাষ্ঠাদি বেধনসাধন সূচ্যাকারাগ্রঅস্ত্রবিশেষ। ভ্রমর। তুরপিন। (ঘঞর্থে কবিধানং। বার্ত্তিক। পা। ৩। ৩। ৫৮ সূত্রে।)

আবির্ভাব (পুং) আবিস্-ভূ-ঘঞ্। প্রকাশ। সাংখ্য মতে উৎপত্তিস্থানী য়অভিব্যক্তিস্বরূপ ভাবধর্ম্মবিশেষ। যেমন আত্মাতে ক্রিয়া নিরোধ বুদ্ধির ব্যপদেশের জন্য ক্রিয়ার ব্যবস্থা ভেদ নিয়ত ভেদ সাধনে শক্ত হয় না, কেননা একেতে সেই সেই বিষয়ের প্রকাশ ও অনুদয় হেতু বিরোধ ঘটে। কূর্ম্মশরীরে নিবিশমান হস্ত শুণ্ডাদি যেমন কখনও প্রকাশ পায়, কখনও বা লীন হয়, তাহাকে আবির্ভাব বা তিরোভাব বলা যায় না, যেহেতু কূর্ম্ম হইতে ও সকল হয় না; বস্তুতঃ কূর্ম্মও তাহা ভিন্ন নয়, সুতরাং বলিতে হইবে সৎ বস্তুর তিরোভাব আবির্ভাব নাই, তবে একটা অবস্থা ভেদের নামই আবির্ভাব ও তিরোভাব। দেবতার মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিয়া অবতাররূপে উৎপত্তি। যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব। অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ইত্যাদি।

আবির্ভূত (ত্রি) আবিস্-ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। প্রকটিত। অভিব্যক্ত। (আবির্ভূতমভূদপূর্ব্বচরিতং যৎকিঞ্চিদেকং মহৎ। স্মৃতি।)

আবিল (ত্রি) আবিলতি দৃষ্টিং বারয়তি আ-বিল-স্তৃতৌ-ক। কলুষ। অপরিষ্কৃত। ঘোলা। (কলুষোঽনচ্ছ আবিলঃ। অমর) (দিগ্বারণমদাবিলং। কুমার ২। ৪৪।)

আবিষ্করণ (ক্লী) আবিস্-কৃ-ভাবে ল্যুট্। পা ৮।৩। ৪৫ ইতি ষত্বং। প্রকাশ। (অসূয়া, গুণেষু দোষাবিষ্করণং। সিং কৌং, পা। ১। ৪। ৩৭। সূত্রে) করণে ল্যুট্। প্রকাশ সাধন। ঘঞ্। আবিষ্কার। ঐ অর্থ।

আবিষ্কর্ত্তৃ (ত্রি) আবিস্-কৃ-তৃচ্। প্রকাশক। (স্ত্রী) আবিষ্কর্ত্রী।

আবিষ্কৃত (ত্রি) আবিস্-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। প্রকাশিত। (আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ। শকু।)

আবিষ্ট (ত্রি) আ-বিশ-ক্ত। ভূতাদিগ্রস্ত। আবেশযুক্ত। নিবিষ্ট।

আবিস্ (অব্য) বাহুলকাদবতেরপ্যাঙ্ পূর্ব্বাদিসিঃ—আ-অব-ইসিঃ। (উজ্জ্বলদত্ত) প্রকাশ্য, প্রস্ফুটত্ব। (প্রকাশ্যে প্রাদুরাবিঃ স্যাৎ। অমর।)

কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর যোগে ইহার গতিসংজ্ঞা হয়। (আবিস্ শব্দ স্বরাদিগণে পঠিত হেতু অব্যয়। ("প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।" ঋক্ ১০।৭১।১।*। আবিরাবেদনাৎ। যাস্ক ৮।১৫।)

আবিস্তরাম্ (অব্য) আবিস্-তরপ-আম্। অতিশয় প্রকাশ, অত্যন্ত প্রকাশ।

আবী (স্ত্রী) অবিরেব স্বার্থে অণ্ ঙীপ্। রজস্বলা। স্ত্রী। গর্ভবতী।

আবীত (ত্রি) আ-ব্যে-ক্ত। ১ সকল প্রকার গ্রথিত। ২ উৎক্ষেপণ করিয়া ধৃত। ভাবে-ক্ত (ক্লী) সম্যক্ গ্রন্থন, সুন্দর করিয়া গাঁথা। উৎক্ষেপণ করিয়া ধারণ।

আবীতিন্ (পুং) আবীতমস্ত্যস্য (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫। ইতি ইনি।) দক্ষিণ স্কন্ধোপরিধৃত যজ্ঞসূত্র, প্রাচীনাবীতি। যিনি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধের উপরে রাখিয়া বামভাগে ঝুলাইয়া রাখেন।

"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥"

মনু ২।৬৩।

আবীর (আরব্য) ফাগ্। এদেশে শঠী কিংবা আলুর গুঁড়ায় আবীর প্রস্তুত হয়।

প্রথমে আলু বা শঠী চূর্ণ করিতে হয়, (যতই অধিক চূর্ণ হইবে ততই জিনিষ ভাল হইবে) পরে লোধ ও বকম কাষ্ঠ জলের সহিত বড় বড় কড়াতে দিয়া জ্বাল দিলে যে কষ বাহির হয়, তাহার সহিত ঐ শঠী বা আলুচূর্ণ (পালো) মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপে আবীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কচুর কিংবা আম্ব্ হল্‌দীতে এক প্রকার আবীর তৈয়ার হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দোলযাত্রার সময়ে আবীরের বড় আদর। এ সময়ে হিন্দুরা আবীর মাখামাখি করে।

আবুক (পুং) অবতি রক্ষতি পালয়তি বা অব রক্ষপালনয়োঃ—উণ্ কন্। নাট্যোক্তিতে জনক, পিতা (অথাবুকঃজনকঃ। অমর।)

আবৃৎ (স্ত্রী) আ-বৃত-সম্পদাদি° ক্বিপ্। ১ আবরণ। (ঋগ্বেদে ৫।৪৬।১। নাস্যা বশ্মি বিমুচং নাবৃতং।" *। আবৃতং আবরণং ধারণং। সায়ণ।) ২ আবর্ত্তন, ঘুরাণ। ৩ পুনঃ পুনশ্চালন (শুক্লযজুর্ব্বেদে ২।২৩। "সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে।" *। আবৃতমাবর্ত্তনং। মহীধর।) ৪ বারংবার এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ। ৫ পরিপাটী। ৬ অনুক্রম। ৭ তুষ্ণীম্ভাব, নিঃশব্দ হইয়া থাকা। কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ১ আবর্ত্তমান, যে ফিরিয়া আসিতেছে। যে বর্ত্তমান আছে। ২ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার। ক্রিয়া সকল। (মনু ৩।২৪৮।)

আবৃত (ত্রি) আ-বৃ-ক্ত। ১ কৃতাবরণ, অপ্রকাশিত, আচ্ছাদিত। (পুং স্ত্রী) ২ আগুরি কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত বর্ণবিশেষ। (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আবৃতী। 'ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।" মনু। ১০।১৫।

আবৃতি (স্ত্রী) আ-বৃ-ক্তিন্। আবরণ।

আবৃত্ত (ত্রি) আ-বৃত-ক্ত। ১ পুনঃপুনরভ্যস্ত। ২ আবর্ত্তমান, যে ফিরিয়া আসিয়াছে, পরাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত।

আবৃত্তি (স্ত্রী) আ-বৃত-ক্তিন্। ১ বারংবার অভ্যাস; পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ। ২ প্রত্যাবৃত্তি, ফিরে আসা।

আবৃত্তিদীপক (ক্লী) আবৃত্ত্যা দীপকং ওয়া তৎ। ১ দীপকাবৃত্তি-রূপ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ২ মস্তিষ্ক।

আবৃষ্টি (স্ত্রী) আ-বৃষ-ক্তিন্। ১ সম্যগ্‌বর্ষণ। ("আবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।" চণ্ডী) অব্য। মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। ২ বৃষ্টিপর্য্যন্ত।

আবেগ (পুং) আ-বিজ-ঘঞ্। ১ উৎকণ্ঠাজনক বা ত্বরান্বিত মানসিক বেগ। ২ ব্যভিচারী ভাববিশেষ। যথা—নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ ইত্যাদি।

আবেগী (স্ত্রী) আবেগোঽস্ত্যস্যাঃ অর্শআদিং অচ্ গৌরাদিং ঙীষ। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ। বিবতাড়কা। (স্যাদৃক্ষগন্ধা ছগলান্ত্র্যাবেগী বৃদ্ধদারকঃ। অমর।)

আবেণিক (ত্রি) স্বাধীন, যে অপরের মতের বশবর্ত্তী হয় না। ("বুদ্ধধর্ম্মা আবেণিকাদয়ঃ।" অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা। ১।২)

আবেদক (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্ ণ্বুল্। বিজ্ঞাপক, রাজার নিকটে ব্যবহারোত্থাপকবাদী, আবেদনকারী।

আবেদন (ক্লী) আ-বিদ চুরাং ণিচ্ ল্যুট্। বিজ্ঞাপন, ব্যবহারোত্থাপন, নালিশ করা। (আবেদ্যতে অনেন আ-বিদ-ণিচ্-করণে-ল্যুট্) ব্যবহারোত্থাপক ভাষাপত্র, আরজী।

আবেদনীয় (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্ অনীয়র্। বিজ্ঞাপনীয়, যাঁহাকে জানান যায়। যে পদার্থের আবেদন করা যায়। যে ঋণাদি আদায়ের জন্য নালিশ করা হয়।

আবেদিত (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। বিজ্ঞাপিত, যাঁহাকে জানান যায়, যে পদার্থের আবেদন করা হয়, নালিশের সময় উল্লিখিত বস্তু।

আবেদিন্ (ত্রি) আবেদয়তি আ-চুরাং বিদ-ণিচ্ ণিনি।

১ বিজ্ঞাপক, নালিশকারী, বাদী। আ-বিদ্-ণিনি। ২ আজ্ঞাকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আবেদিনী।

আবেদ্য (ত্রি) আ-বিদ্-ণিচ্-যৎ। বিজ্ঞাপ্য, জানাইবার যোগ্য ব্যাপার। আ-বিদ-ণিচ্-ল্যপ্ (অব্য) জানাইয়া।

আবেধ্য (ত্রি) আ-বিধ-ণ্যৎ। যাহা বিদ্ধ করা যায়। মুক্তাদি মণি, ছিদ্র করিবার যোগ্য মণি প্রভৃতি।

আবেশ (পুং) আ-বিশ-ঘঞ্। ১ অহঙ্কারবিশেষ। ২ সংরম্ভ, ক্রোধ। ৩ অভিনিবেশ। ৪ আসঙ্গ। ৫ অনুপ্রবেশ। ৬ গ্রহভয়, ভূতাদিতে পাওয়া। ৭ অপস্মার রোগ। ৮ অধিষ্ঠান। ৯ গর্ব্ব। ১০ মনোভাব আয়ত্তীকরণ। ১১ আন্তরিকযত্ন।

"আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন পুছঁ করবে॥" বিদ্যাপতি।

আবেশন (ক্লী) আ-বিশ্যতে যত্র, আ-বিশ-আধারে ল্যুট্। ১ শিল্পশালা। আবেশনং শিল্পশালা। (অমর।) ২ ভূতাদিতে পাওয়া। ৩ সূর্য্য এবং চন্দ্রের পরিধি। ৪ ক্রোধাদি। আধারে ল্যুট্) ৫ প্রবেশ সম্পাদন ব্যাপার, যদ্দ্বারা প্রবেশ করান যায়।

আবেশিক (ত্রি) আবেশে গৃহে ভবং তত আগতঃ বা ঠঞ্। ১ অতিথি। ২ অসাধারণ। ৩ বান্ধবাদি (স্যাদাবেশিক আগন্তুরতিথির্না গৃহাগতে। অমর) ৪ বেড়া। ৫ প্রতিষ্ঠিত।

আবেশিত (ত্রি) আ-বিশ-ণিচ্-ক্ত-ইট্-ণিচ্ লোপঃ। নিবেশিত। আবেশযুক্ত। মনোযোগযুক্ত।

আবেষ্টক (পুং) আবেষ্টয়তি আ-বিষ্ট-ণিচ্-ণ্বুল্। আবরণকারক প্রাচীরাদি। বেষ্টক, বেড়া।

আবেষ্টন (ক্লী) আ-বেষ্ট-ভাবে ল্যুট্। আবরণ। করণে ল্যুট্। আবরণ সাধন প্রাচীরাদি। বেড়া।

আব্য (ত্রি) অবের্মেষস্য বিকারঃ ষ্যঞ্। মেষসম্বন্ধীয় লোমাদি।

আব্যাধিন্ (ত্রি) আ-ব্যধ-ণিনি। সম্যক্ পীড়ক। (স্ত্রী ঙীপ্। আব্যাধিনী। পীড়াদায়ক।) শুক্লযজুর্ব্বেদে ১১। ৭৭। "যা সেনা অভীত্বরীরাব্যাধিনীরুগণা উত"। *। আব্যাধিনী, আ সমন্তাদ্বিধ্যন্তি তাঃ সর্ব্বতো হস্মাংস্তাড়য়ন্ত্যঃ। মহীধর।

আব্রশ্চন (ক্লী) ঈষদ্ব্রশ্চনং ছেদনং প্রাদিসং। ঈষচ্ছেদন। আধারে ল্যুট (ত্রি) ছেদ্যবৃক্ষ প্রদেশ। যূপাদি করিবার জন্য বৃক্ষের যে স্থান ছেদন করা হয়। ভালরূপে কাটা।

আব্রস্ক (পুং) আ-ব্রশ্চ ঘঞ্। (চজোঃ কু ঘিণ্ ণ্যতো। পা ৭।৩।৫২। ইতি চস্য কত্বং। "নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়" ইতি শস্য সত্বম্। ঈষৎ ছেদন। ঘঞ্। (ত্রি) যূপাদি করিবার জন্য বৃক্ষের যে স্থান ছেদন করা হয়।

আব্রীড়ক (পুং) অব্রীড়ানাং নির্লজ্জানাং বিষয়ো দেশঃ। পা ৪।২।৫৩। ইতি-বুঞ্। নির্লজ্জ দেশ।

আশ (পুং) অশ-ভোজনে ঘঞ্। ভোজন। প্রাতরশ্নাতি প্রাতঃরাশঃ। আমমশ্নাতি আমশঃ। কর্ম্মণ্যণ্নিতি অণ্ উপসং। যিনি প্রাতঃকালে ভোজন করেন, যিনি অপক্ব ভোজন করেন। ঐরূপ হুতাশ আশ্রয়াশ মাংসাশ পলাশ হবিষ্যাশ ইত্যাদি প্রয়োগগুলি হইবে। (ব্রজবুলীতে আশা শব্দের অপভ্রংশ।)

"আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়ান।" বিদ্যাপতি।

আশংসা (স্ত্রী) আ-শন্স্ অঙ্ টাপ্। অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা। ইষ্টার্থের আশংসন (প্রার্থনা) (আশংসায়াং ভূতবচ্চ। পা।৩।৩।১৩২। আশংসা বচনে লিঙ্। পা। ৩।৩।১৩৪। ল্যুট্) (ক্লী) আশংসন। ঐ অর্থ।

আশংসিত (ত্রি) আ-শন্স্ ক্ত ইট্। ১ কথিত। ২ ইচ্ছাবিষয়ীভূত। ভাবে ক্ত (ক্লী) আশংসা, মনোরথ। ("যোজ্যামাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং।" রঘু ১।৮৬। আশংসিতং মনোরথঃ মল্লিং।)

আশংসিতা [তৃ] (ত্রি) আ-শংসতি আশন্স্-তৃচ্। ভাবিশুভেচ্ছাযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্ আশংসিত্রী। (আশংসুরাশংসিতরি। অমর।)

আশংসিন্ (ত্রি) আ-শন্স্—ণিনি। আশংসু। আশংসাকারী।

আশংসু (ত্রি) আ-শন্স্ (সন্নাশংসভিক্ষ উঃ। পা।৩।২।১৭৮) ইতি উ। ১ ইচ্ছাকারক। ২ ভাবি শুভাকাঙ্ক্ষী।

আশক (ত্রি) অশ্নাতি অশ-ণ্বুল্। ১ ভক্ষক। ২ ভোগযুক্ত। আশয়তি আশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৩ ভোগসাধন। ৪ ভোজনকারক। (আরব্য) ৫ প্রণয়ী।

আশক্ত (ত্রি) সম্যক্ শক্তং, প্রাদি সং, আ-শক্—ক্ত। সম্যক্ শক্তিযুক্ত।

আশগন্ধ। (হিন্দী) এক প্রকার চারাগাছ (*Physalis flexuosa*) অশ্বগন্ধার অপভ্রংশ।

আশঙ্কনীয় (ত্রি) আ-শকি—অনীয়র্। শঙ্কার বিষয়, শঙ্কা করিবার যোগ্য, অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়।

আশঙ্কা (স্ত্রী) আ-শকি-অঙ্-টাপ্। ভয়, ত্রাস। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তা। সন্দেহ।

আশঙ্কিত (স্ত্রী) আ-শকি কর্ত্তরি ক্ত ইট্। ভীত। (কর্ম্মণি ক্ত)। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তিত, সন্দিগ্ধ। ভাবে ক্ত (ক্লী) ভয়। সন্দেহ। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তন।

আশঙ্কিন্ (ত্রি) আশঙ্কতে আ-শকি ণিনি। আশঙ্কাযুক্ত। যিনি আশঙ্কা করেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশঙ্কিনী।

আশঙ্ক্য (ত্রি) আশঙ্ক্যতে আ শকি কর্ম্মণি ণ্যৎ। আশঙ্কার

বিষয়। ভয়ের যোগ্য। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়। ল্যপ্। (অব্য) সন্দেহ করিয়া।

আশন (পুং) অশন এব স্বার্থেঽণ্। ১ অশন বৃক্ষ, পিয়াশালগাছ। এক প্রকার বড় গাছ। (Terminalia tomentosa) এই গাছ হিমালয়, বাঙ্গালা, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে। ইহার ছালে কালরঙ্ হয়। অনেকে ঐ ছাল ভস্ম করিয়া চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পাণের সহিত খায়। ইহার ফল হরীতকীর মত। এই গাছে গঁদের মত আটা বাহির হয়। তসর কীট ইহার পাতা খায়। ইহার কাঠ অনেক কাজে লাগে। অশ ভোজনে ণিচ্ ল্যু—(ত্রি) ২ যিনি ভোজন করান। অশনিরশনিজীবী স্বার্থে (পর্শ্বাদিযৌধেয়াদিভ্যোঽণঞৌ। পা। ৫।৩।১১৭। ইতি অণ্ (ত্রি) ৩ বজ্রজীবী, ইন্দ্র। আশনঃ আশনৌ। (বহুষু তস্য লুক্) অশনয়ঃ, অশনিরেব (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা। ৫।৪।৩৮। ইতি স্বার্থেঽণ্।) (পুং স্ত্রী) ৪ বজ্র। স্বার্থিক প্রত্যয় প্রায়ই প্রকৃতির লিঙ্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া এখানে পুং স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হইবে।

আশ্না (পারস্য) চেনা। জানা শুনা।

আশপাশ (অব্য) এদিক্ ওদিক। চারিদিক্।

আশয় (পুং) আ-শী (এরচ্। পা। ৩।৩।৫৭) ইতি অচ্। ১ অভিপ্রায়। ২ আধার। ৩ বিভব। ৪ পনসবৃক্ষ (কাঁঠাল গাছ)। ৫ বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্থান বিশেষ। (আশয়ঃ স্যাদভিপ্রায়ে মানসাধারয়োরপি। বিশ্ব) (আ-ফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেতে কর্ত্তরি অচ্) ৬ কর্ম্ম জন্য বাসনারূপ সংস্কার। ৭ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। (আধারে অচ্) ৮ আশয়বিশিষ্টচিত্ত। (ভাবে অচ্) ৯ শয়ন। ১০ স্থান। ১১ কোষ্ঠাগার। ১২ বৌদ্ধমত সিদ্ধ আলয়বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানসমূহ। ১৩ আশ্রয়। ১৪ কিংপচান নামক পশুধারণার্থ গর্ত্তবিশেষ। ১৫ খাত বিশেষ।

আশয়াশ (পুং) আশয়ং আশ্রয়মশ্লাতি আশয়-অশ-অণ্। উপং সং। অগ্নি। নিজের আশ্রয় কাষ্ঠাদিকে ভক্ষ্যরূপে ভোজন করেন তজ্জন্য অগ্নির নাম আশয়াশ হইয়াছে। যেমন (আশ্রয়াশ) ইত্যাদি।

আশর (পুং) আশৃণাতি আ-শৄ অচ্। ১ অগ্নি। ২ রাক্ষস। (ক্রব্যাদোঽস্রপ আশরঃ। (অমর।)

আশরুফী (পারস্য) মুদ্রা। মোহর।

আশরীক (ক্লী) রোগবিশেষ। ("আশরীকং বিশরীকং বলাসঃ পৃষ্ট্যাময়ম্।" অথর্ব্ববেদ।)

আশশেওড়া। একপ্রকার গাছ। (Limonia Pentaphylla) এই গাছের পাঁচকোণা পাতা। ইহার ছোট ছোট রাঙা ফল হয়।

আশব (ক্লী) আশোর্ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা। ৫। ১।১২২। ইতি অঞ্।) শীঘ্রত্ব। পক্ষে ইমনিচ্। (পুং) আশিমা। ত্ব (ক্লী) আশুত্ব। তল্ (স্ত্রী) আশুতা। শীঘ্রত্ব।

আশস্ (ত্রি) আশনস্ ক্বিপ্। ১ ভাবি শুভেচ্ছাকারী। ভাবে ক্বিপ্। ২ ভাবি শুভ ইচ্ছা। ৩ কথন। ৪ স্তুতিসাধন? (ঋগ্বেদে। ৪।৫।৬। "পৃচ্ছমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্।" *। তবাশসা ত্বৎ স্তুত্যা সাধনেন। সায়ণ।)

আশসন (ক্লী) আ-শন্স্-বা ক্যুন্। ১ কথন। ২ ভাবি-শুভেচ্ছাকরণ।

আশসন (ক্লী) তুষাধান। (ঋগ্বেদে ১০।৮৫।৩৫। "আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্ত্তনং।" *। আশসনং তুষাধানং। সায়ণ।)

আশস্ত (ত্রি) আ-শন্স-ক্ত। স্তুত, যাঁহাকে স্তব করা হইয়াছে।

আশা (স্ত্রী) আ-সমন্তাৎ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি—আ-অশ্ ব্যাপ্তৌ অচ্। দিক্। প্রত্যাশা। (প্রত্যাশাকাষ্ঠয়োরাশা। রুদ্র) (যাবদেতে হৃদি প্রাণাস্তাবদাশা বিবর্দ্ধতে। উদ্ভট) নৈয়ায়িকমতে সংখ্যাপরিমিতি পৃথকৃত্ব সংযোগবিভাগাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ। দৈশিক পরত্বের ও অপরত্বের অসমবায়ি কারণের সংযোগের আশ্রয় বলিয়াই নৈয়ায়িকেরা উহা স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর মতে যে উপাধি (নাম) দ্বারা পূর্ব্বাপরত্ব ব্যবহার হয় সেই উপাধির নামই দিক্, তাহার আশ্রয়রূপা অতিরিক্ত দিক্কল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার তৃষ্ণা।

আশাঢ় (পুং) আষাঢ় শব্দের অর্থ। (ভবেদাশাঢ় আষাঢ়ঃ। দ্বিরূং কোং) ব্রতীদিগের পলাশদণ্ড, লাঠী।

আশাঢ়া, আশাড়া (স্ত্রী) ১ আষাঢ়া নক্ষত্র। আশাড়া (ঢ়া) প্রয়োজনমস্য অণ্। ২ ব্রহ্মচারীর পলাশের দণ্ড। আশাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত, পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা। ৪।২।৩।) ইতি অণ্ ঙীপ্। আশাঢ়ী চান্দ্রাশাঢ় পৌর্ণমাসী সা যত্র মাসে (সাঽস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা। ৪।২।২১।) ইতি অণ্। (পুং) চান্দ্র আশাঢ় (আষাঢ়) মাস।

আশাদামন্ (ক্লী) আশা দামেব উপমিতি সং। আশারূপ বন্ধনসাধন রজ্জু, আশারূপ শৃঙ্খল।

আশাধর। একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। তৎকৃত ধর্ম্মামৃত

গ্রন্থে লিখিত আছে, শাকম্ভরীর নিকটে তাঁহার জন্ম স্থান। (বস্তুতঃ তিনি জয়পুরের একটী দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন।) তাঁহার দুইটী পত্নী ছিল, একটীর নাম শ্রীরত্নী ও অপরটীর নাম সরস্বতী। সরস্বতীর গর্ভে বাহল নামে একটী পুত্র হয়। যখন সাহাবুদ্দীন জয়পুর আক্রমণ করেন, তখন তিনি মালব রাজ্যে পলাইয়া আসেন, পরে ধারাতে বিন্ধ্যরাজ বিজয়বর্ম্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে রাজকবি বিহ্লন তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। অর্জ্জুন মালবের রাজা হইলে তিনি মালকচ্ছে অবস্থান করেন এবং শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১২৯৬ সম্বতে আশাধর বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায়;—১ রুদ্রটকৃত কাব্যালঙ্কারের টীকা, ২ সটীক ধর্ম্মামৃত, ৩ অমরকোষের টীকা, ৪ আরাধনাসার, ৫ অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকা, ৬ ইষ্টোপদেশ, ৭ জিনযজ্ঞকল্প, ৮ ত্রিষষ্ঠী স্মৃতিশাস্ত্র (নিবন্ধের সহিত), ৯ নিত্যমহোদ্দ্যোতশাস্ত্র, ১০ প্রমেয়রত্নাকর, ১১ ভারতেশ্বরাভ্যুদয় কাব্য, ১২ ভূপাল চতুর্বিংশতি, ১৩ সহস্রনামস্তবন, ১৪ মূলারাধন-টীকা।

আশানন্দ। রামানন্দের ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন। রামানন্দের মৃত্যুর পর ইনিই তাঁহার গদীতে আরোহণ করেন।

আশানন্দ ঢেঁকি। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীর। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে আশানন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বীরত্বের কথা শুনা যায়। তিনি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার সময় বঙ্গদেশের নানা স্থানে বড় ডাকাইতির ভয় ছিল। এই জন্য বর্দ্ধমান, হুগলী, নদিয়া প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ লাটের সময় আশানন্দের নিকট খাজনার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাহাদের প্রেরিত পাক ও আমলাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে কাছারির দিকে যাত্রা করিতেন; তৎপর দিন কাছারি খুলিলে টাকা জমা করিয়া দিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ দুইটাকা লাভ হইত। এক সময়ে তিনি লাটের টাকা লইয়া বাহির হইয়াছেন, "চিতের মার পুকুর" নামক স্থানে কতকগুলি ডাকাইত তাঁহার কাছে টাকা আছে জানিতে পারিয়া বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে আসে। আশানন্দের সঙ্গে কেবল জনকয়েক পাক ছিল, তিনি তাহাদিগকে টাকা রক্ষা করিতে বলিয়া একাকী প্রায় দুই তিন শত ডাকাইতের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাইতেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি দুইজন প্রধান ডাকাইতকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া অপর সকলে পলাইয়া গেল। তিনি নিরাপদে দুইজন ডাকাইতকে বগলে পুরিয়া কাছারি অভিমুখে চলিলেন। এই প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া অনেকবার তিনি ডাকাইতের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে ঢেঁকী ঘুরাইয়া ডাকাইতদের সঙ্গে যুঝিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম আশানন্দ ঢেঁকী হয়। কাঁধে ঢেঁকী লাগাইয়া ঘুরাইতেন এই নিমিত্ত তাঁহার কাঁধে দাগ ছিল। তিনি অসম্ভব আহার করিতে পারিতেন। দরিদ্রের উপর তাঁহার বিলক্ষণ দয়া ছিল।

আশাপাল (পুং) আশাং দিশং পালয়তি আশা-পা ণিচ্ (পোতেণৌলুগ্বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক। পা। ৭।৪।৬। সূত্রে ততঃ অণ্। উপং সং। ১ পূর্ব্বাদি দিক্‌পাল, ইন্দ্রাদি। ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ। কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ। অমর) ঊর্দ্ধদিকের পতিব্রহ্ম। অধোদিকের পতি অনন্ত। ২ অশ্বমেধ যজ্ঞের পশুরক্ষক রাজকুমার বিশেষ।

আশাপুর (ক্লী) পুরবিশেষ। যে নগরে উত্তম গুগ্‌গুল পাওয়া যায়। যেখানে উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলুতে ধূপ জন্মে।

আশাপুরসম্ভব (পুং) আশাপুরে সম্ভবতি, আশাপুর সং-ভূ-অচ্। গুগ্‌গুলু বিশেষ।

আশাবন্ধ (পুং) আশাং দিশং বধ্নাতি আশা-বন্ধ অচ্। ১ মর্কটজাল। (আশা-বন্ধ-ঘঞ্ ৩৩০), ২ তৃষ্ণাবন্ধ। ৩ দিগ্‌বন্ধ। ৪ আশ্বাস। ৫ আশাপাশ।

আশাবরী (সঙ্গীত) এটী সম্পূর্ণ রাগিণী। নি, ঋ, গ ও ধ কোমল। "মল্লারী-সৈন্ধবী-তোড়ী-যোগাদাশাবরী মতা।" চলিত ভাষায় ইহাকে আশোয়ারী বলে।

আশার্ক, কাত্যায়নকৃত কর্ম্মপ্রদীপের টীকাকার।

আশাবৎ (ত্রি) আশা-অস্ত্যর্থে মতুপ্। আশাবিশিষ্ট ব্যক্তি।

আশাবহ (ত্রি) আশাং বহতি আশা-বহ-অচ্। ৬তৎ। আশাধারী। যাহাতে আশা উৎপন্ন হয়। যাহাতে আশাপূর্ণ হয়। (পুং) নৃপবিশেষ। ২ আকাশের পুত্র, বৃহদ্ভানু, চক্ষু আত্মা, বিভাবসু, সবিত, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি এই দশ আকাশের পুত্র। ভা-আ ১ অং। ৪২ শ্লোক।

আশাস্য (ত্রি) আ-শিষ্যতে আ-শাস-ণ্যৎ। আশীঃসাধ্য। আশংসনীয়। প্রার্থনীয়। কথনীয়। ল্যপ্। (অব্য) বলিয়া (আশাস্য চ শুভং কর্ম্ম উদ্দিশ্য চ মনোগতং। স্মৃতি)

আশি (ক্লী) আ-অশ-কি। ভোজন।

আশিক্ষা (স্ত্রী) আ-শিক্ষ-অঙ্-আপ্। সম্যক্ শিক্ষা, উপদেশ।

আশিত (ত্রি) আ-অশ-ক্ত। ১ সম্যক্‌ভুক্ত অন্নাদি। যে অন্নাদি সম্যক্‌রূপে ভোজন করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত (ক্লী) ২ সম্যক্ ভোজন। ৩ আশিতমস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ্। তৃপ্তি। ভোজন দ্বারা তৃপ্তিযুক্ত। (নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ। মনু।)

আশিতঙ্গবীন (ত্রি) আশিতা অশনেন তৃপ্তা গাবো যত্র (পা ৫।৪।৭। সূত্রে।) নি° মুম্। যে স্থানে ঘাসাদি ভক্ষণ করিয়া গো সকল তৃপ্তি লাভ করে, প্রচুর ঘাসযুক্ত স্থান। (ত্রিম্বাশিতঙ্গবীনস্তদ্‌গাবো যত্রাশিতাঃ পুরা। অমর) অরণ্য।

আশিতম্ভব (ত্রি) আশিতোঽশনেন তৃপ্তো ভবত্যনেন আশিত ভূ (আশিতে ভুবঃ করণভাবয়োঃ। পা।৩।২।৪৫ ইতি খচ্।) মুম্। উপ সং। ১ যে অন্নাদি ভোজন করিয়া প্রাণীরা তৃপ্ত হয়। ভাবে খচ্ (ক্লী) ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হওয়া।

আশিতৃ (ত্রি) আ-অশ-তৃচ্-ইট্। তৃপ্তিহেতু ভক্ষক। পেটুক। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আশিন্ (ত্রি) অশ-ণিনি। ভোক্তা।

আশিন (ত্রি) আশিন্-স্বার্থে-অণ্ বেদে নি° ন টিলোপঃ। ভক্ষক। অতিশয় ভোক্তা।

আশিমন্ (পুং) আশোর্ভাবঃ ইমনিচ্ ডিদ্বদ্ভাবঃ। শীঘ্রত্ব। [আশব শব্দে সূত্র দেখ।]

আশির্ (ত্রি) আশ্রীয়তে পচ্যতে আ-শ্রী-ক্বিপ্ নিং সাধু। পাকের যোগ্য দুগ্ধাদি।

আশির (ত্রি) আশীরেব স্বার্থেঽণ্। ১ পাকের যোগ্য দুগ্ধাদি। আ-অশ-ব্যাপ্তৌ ভোজনে বা (অশের্ণিৎ। উণ্ ১।৫৩) ইতি কিরচ্। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। (পুং) ২ অগ্নি। ৩ সূর্য্য। ৪ রাক্ষস। (অথাশিরঃ। রাক্ষসো বহ্নিরেকোঽয়ং। উণ্-কো°। *। আশিরো বহ্নিরক্ষসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

আশিষিক (ত্রি) আশিষা চরতি ঠক্। আশীর্ব্বাদক। আশীর্ব্বাদে অভিরত। (ইসুসুক্তান্তাৎ কঃ। পা ৭।৩।৫১। ন কঃ কিন্তু ইক এব।)

আশিষ্ট (ত্রি) আ-শাস-ক্ত। যাহাকে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে।

আশিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন আশু (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ইতি ইষ্ঠন্ ডিদ্বদ্ভাবঃ। অত্যন্ত শীঘ্র।

আশিস্ (স্ত্রী) আ-শাস-ক্বিপ্। (শাস ইদঙ্‌হলোঃ। পা ৬। ৪। ৩৪। ইতি উপধায়া ইত্বং) ইষ্টার্থাবিষ্করণ। সর্পের দন্ত। প্রার্থনা। (আশীঃ হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োঃ। অমর। *। আশীর্দন্তে মরুদ্ভুজাং। হিতস্যাশংসনে স্ত্রী স্যাৎ। মেদিনী)

"বাৎসল্যাদ্‌যত্র নান্যেন কনিষ্ঠস্যাভিধীয়তে।
ইষ্টাবধারকং বাক্যমাশীঃ সা পরিকীর্ত্তিতা।"

আশিষি লিঙ্‌লোটৌ। পা।৩।৩।১৭৩।

আশী (স্ত্রী) আ-শীর্য্যতেঽনয়া আ-শৄ-ক্বিপ্ পৃষো°। সর্পের দন্ত এবং বিষ। (আশী তালুগতা দংষ্ট্রা তয়া বিদ্ধো ন জীবতি।) বিষবিদ্যা।

আশীর্গেয় (ত্রি) ৩য়া তৎ। নান্দীপাঠ। স্তুতিবাদ।

আশীর্দা (স্ত্রী) আশিস্-দা-ক-আপ্। দেবতা, পূজ্যব্যক্তি।

আশীয় [স্] (ত্রি) অতিশয়েনাশু (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে। তরবীয়সুনৌ। পা।৫।৩।৫৭।) ইতি ঈয়সুন্ ডিবৎ। অত্যন্ত শীঘ্র। আশীয়ান্ আশীয়াংসৌ (স্ত্রী) ঙীপ্। আশীয়সী।

আশীর্ত্ত (ত্রি) আ-শ্রী-ক্ত বেদে নিং। পক্ব দুগ্ধাদি।

আশীর্ব্বাদ (পুং) আশিষো বাদঃ। (৬ তৎ) ইষ্টার্থ আবিষ্করণ-বাক্য। আশীর্ব্বচন প্রভৃতিরও ঐ অর্থ।

আশীবিষ (পুং) আশীঃ সর্পদংষ্ট্রা তত্র বিষমস্য পৃষো° সলোপঃ যদ্বা আশ্বাং বিষমস্য। সর্প, সাপ। (আশীবিষো বিষধরশ্চক্রী ব্যালঃ সরীসৃপঃ। অমর) সুশ্রুতে দর্ব্বীকর সর্পকেই আশীবিষ বলা হইয়াছে। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী আশীবিষ শব্দের পূর্ব্বে ব্যুৎপত্তিটী লিখিয়া, পরে লিখিয়াছেন, "আশী ঈদন্তোঽপি। তথাচ হরবিলাসে, যো বিভর্ত্তি স্ফটাজূটগাঢ়বদ্ধোরগোজ্‌ঝিতাম্। আশীমিব কলামিন্দোর্গঙ্গানির্ণয়নীমিব।"

আশু (ত্রি) অশূ-ব্যাপ্তৌ (কৃ-বা-পা-জি-মি-স্বদি-সাধ্য-শূভ্য উণ্। উণ্ ১।১।) ইতি উণ্। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। ১ শীঘ্র, সত্বর। (সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ। অমর) (স্ত্রী) (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪।) ইতি ঙীষ্। আশ্বী। আশু প্রভৃতি শব্দ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণে প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য তত্তৎস্থলে ক্লীবলিঙ্গ দেখা যায়। (পুং) ২ বর্ষাভব ধান্যবিশেষ, আউশ ধান। (আশুর্ব্রীহৌ চ সত্বরে। বিশ্ব) ঐ ধান্য অন্য ধান্য অপেক্ষা শীঘ্র পাকে বলিয়া উহার নাম আশু হইয়াছে। কোদ্রব। রাঙ্গিধান্য।

আশুকচু। এক জাতীয় কচু। (Colocasia Antiquorum.) এই গাছ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। সাত মাসের হইলে ইহার মূল তুলিয়া লইতে হয়। এই কচু উৎকৃষ্ট ও হিতকর।

আশুকারিন্ (ত্রি) আশু শীঘ্রং করোতি আশু-কৃ-ণিনি। শীঘ্রকার্য্যকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুকারিণী। শীঘ্র কার্য্যকারিণী। সুশ্রুতোক্ত দ্রবদ্রব্যবিশেষ। আশু-কৃ-ক্বিপ্ (ত্রি) আশুকৃৎ।

আশুক্রিয়া (স্ত্রী) আশু যথা তথা ক্রিয়া কর্ম্মধা। শীঘ্র করা। (ত্রি) আশু ক্রিয়া যস্য বহুব্রী°।) আশুক্রিয়, শীঘ্র কর্ম্মকারী।

আশুগ (পুং) আশু শীঘ্রং গচ্ছতি আশু-গম-ড। ১ বায়ু। ২ বাণ। ৩ সূর্য্য। (আশুগোঽর্কে শরে বায়ৌ। হেম) ভাগবতে ৫ স্কন্ধ ২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্য পনর দণ্ডে ২৩৭৭৫০০০ যোজন গমন করেন, তজ্জন্য ঐ অঙ্ককে চারি দিয়া গুণ করিলে ৯৫১০০০০০ হয়। অতএব ষষ্টিদণ্ডাত্মক অহোরাত্রে সূর্য্য ৯৫১০০০০০ যোজন অতিক্রম করেন, তজ্জন্য সূর্য্যের নাম আশুগ হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যাদির মতে পৃথিবীর ঐ গতি, তাহাতেই সূর্য্যের গতি বোধ হয়। (ত্রি) শীঘ্রগামী।

আশুগামিন্ (ত্রি) আশু গচ্ছতি আশু-গম-ণিনি। ১ শীঘ্রগামী, যিনি শীঘ্র গমন করিতে পারেন। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বায়ু। ৪ শর। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুগামিনী।

আশুঙ্গ (ত্রি) আশু গচ্ছতি। আশু-গম-বেদে নিং খচ্ মুম্। শীঘ্রগামী। যে শীঘ্র গমন করিতে পারে।

আশুতোষ (পুং) আশু শীঘ্রং তোষস্তুষ্টির্যস্য বহুব্রী°। শিব। স্বল্পকাল অর্চ্চনা করিলে শিব তুষ্ট হন, এই জন্য তাঁহার ঐ নাম হইয়াছে। (ত্রি) শীঘ্রতোষী, যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন।

আশুপত্রী (স্ত্রী) আশু পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী° গৌরাদি° ঙীষ্। শল্লকীলতা।

আশুপত্ব[ন্] (পুং) আশু পততি—আশু-পত্-বনিপ্। শীঘ্রগামী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুপত্বরী।

আশুফল (পুং) পূর্ব্ববৎ সমাস। শাকসবজি। হঠযোগ।

আশুমৎ (ত্রি) আশু-শৈঘ্র্যং বিদ্যতেঽস্য আশু-মতুপ্। শীঘ্রতাযুক্ত।

আশুব্রীহি (পুং) কর্ম্মধা। বর্ষাকালজাত ধান্য। আউশ ধান।

আশুশুক্ষণি (পুং) আ-শুষ-সন্-অনি। অগ্নি। (রোহিতাশ্বো-বায়ুসখা শিখাবানাশুশুক্ষণিঃ। অমর) ২ বায়ু।

আশুষাণ (ত্রি) আ-শুষ বাহু° কানচ্। যে সম্যক্ শুষ্ক হইতেছে।

আশুহেষস্ (ত্রি) আশু-হেষতে আশু-হেষ (সর্ব্বধাতুভ্যো-ঽসুন্। উণ্। ৪। ১৮৮। ইতি অসুন্।) শীঘ্র শব্দায়মান। শীঘ্র শব্দকারী।

আশূ (ত্রি) আশু-বেদে পূর্ব্বো° দীর্ঘঃ। শীঘ্র।

আশেকুটিন্ (পুং) আশেতেঽস্মিন্। আ-শী-বিচ্ স ইব কুটতি ণিনি। পর্ব্বতবিশেষ।

আশোকেয় (ত্রি) অশোক চতুরর্থ্যাং। পা ৪। ২। ৮ সূত্রস্থ সংখ্যাদি° ঢঞ্। অশোক বৃক্ষের নিকটস্থ দেশাদি। অশোকায়া অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩ ইতি ঢক্)। শোকরহিতা স্ত্রীর অপত্য। স্ত্রিয়াম্ভ (শার্ঙ্গরবাদ্য-ঞো ঙীন্। পা ৪। ১। ৭৩ ইতি ঙীন্) আশোকেয়ী।

আশৌচ (ক্লী) অশুচের্ভাবঃ অণ্। (নঞঃ শুচীত্যাদি। পা ৭। ৩। ৩০ পূর্ব্বপদস্য বা বৃদ্ধিরুত্তরপদস্য তু নিত্যং। [অশৌচ শব্দ দেখ।] ষ্যঞ্ আশৌচ্য। অশৌচার্থ।

আশ্চর্য্য (ক্লী) আ-চর-যৎ। (আশ্চর্য্যমনিত্যে। পা ৬। ১। ১৪৭) ইতি সুট্। ১ অদ্ভুত। ২ বিস্ময় রস। (বিস্ময়োঽদ্ভুত-মাশ্চর্য্যং। অমর) (আশ্চর্য্যং যদি স ভুঞ্জীত। অনিত্যে কিং আচর্য্যং কর্ম্মশোভনং। সিং কৌ° উক্ত সূত্রে) (ত্রি) ৩ আশ্চর্য্যান্বিত। "কিমাশ্চর্য্যং হরের্মায়া।"

আশ্চোতন, আশ্চ্যোতন (ত্রি) সম্যক্ শ্চোততি শ্চ্যোততি বা আ-শ্চুত শ্চ্যুত বা ল্যু। ১ সম্যক্ ক্ষরণশীল, যাহা সর্ব্বদা গলিয়া পড়ে। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী) ২ সম্যক্ ক্ষরণ, গলিয়া পড়া। পতন।

আশ্ম (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপঃ। প্রস্তরবিকার, পাথুরেবাটী, পুতুলাদি।

আশ্মক (পুং) অশ্মনা কায়তি। অশ্মন্ কৈ-ক সাল্বদেশের একটী গ্রামবিশেষ। তত্র ভবঃ (সাল্বাবয়বপ্রত্যগ্রথকলকূটাশ্ম-কাদিঞ্। পা ৪। ১। ১৭৩) ইতি ইঞ্। (ত্রি) আশ্মকি। আশ্মকগ্রামজাত।

আশ্মন (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপাভাবঃ। পাথুরে জিনিস। অশ্মনঃ সূর্য্যসারথেরপত্যং অণ্। (পুং স্ত্রী) সূর্য্য-সারথির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আশ্মন্য (ত্রি) অশ্মন্ (পা ৪। ২। ৮০ সূত্রস্থ 'সঙ্কাশাদি-ভ্যো ণ্যঃ') প্রস্তরের নিকটস্থ দেশাদি।

আশ্মভারিক (ত্রি) অশ্মভারং হরতি বহতি আবহতি বা (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫। ১। ৫০) ইতি ঠঞ্। প্রস্তরহারক। প্রস্তরবাহক। প্রস্তরের আবাহক।

আশ্মরথ্য (পুং স্ত্রী) অশ্মরথস্য মুনেরপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যঞ্। অশ্মরথমুনির পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। গোত্রাপত্যে (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪। ২। ১১) ইতি অণ্ যলোপঃ অশ্মরথ ইত্যেব। অশ্মরথ-মুনির গোত্রাপত্য। অশ্মরথ মুনির জীবিত পুত্রের অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আশ্মরথী।

আশ্মরিক (পুং) অশ্মর্য্যেব স্বার্থে বাহুং ঠঞ্। অশ্মরী-রোগ।

আশ্মায়ন (পুং স্ত্রী) অশ্মনোগোত্রাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা। ৪। ১। ১১০) ইতি ফঞ্। অশ্মন্ নামক ঋষির গোত্রা-পত্য (জীবিত পুত্রের পুত্র)। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্মায়নী।

আশ্মিক (ত্রি) ভারতভূতমশ্মানং হরতি বহতি আবহতি বা। পা। ৫। ১। ৫০। সূত্রস্থ বংশাদি ঠন্। প্রস্তরের ভারহারক, বাহক, আবাহক।

আশ্মেয় (পুং স্ত্রী) অশ্মনোঽপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ১২৩) ইতি ঢক্। অশ্মন্ নামক ঋষির পুত্র বা কন্যা-রূপ অপত্য।

আশ্যান (ত্রি) আ-শ্যৈ-ক্ত। ঘনীভূত। শুষ্কপ্রায়।

আস্র (ত্রি) অশ্রমেব স্বার্থেঽণ্। চক্ষুর জল।

আশ্রপণ (ক্লী) আ-শ্রা-ণিচ্ পুক্ মিত্তাৎহ্রস্বঃ ল্যুট্। পাককরণ।

আশ্রম (পুং ক্লী) আ-সম্যক্ শ্রমো যত্র আ-শ্রম-আধারে ঘঞ্। ১ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শাস্ত্রোক্ত চারি প্রকার ধর্ম্মবিশেষ। (ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থোভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে। আশ্রমোঽস্ত্রী। অমর।)

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥" দক্ষ)

"গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।" কলিতে গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক এই দুই আশ্রম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রম নাই। (মহানির্ব্বাণ।)

আরও "চত্বার্য্যব্দ সহস্রাণি চত্বার্য্যব্দ শতানি চ। কলের্যদা গমিষ্যন্তি তদা ত্রেতাপরিগ্রহঃ। সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।" ব্যাস। কলির ৪৪০০ বৎসরের পর তিনটী মাত্র আশ্রম থাকিবে। অবশেষে লোক সকল ক্ষীণবল ও অল্পায়ু এবং অশেষ রোগে আক্রান্ত হইবে, কাজেই তখন বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে করিবে। ২ মুনিগণের বাসস্থান। ৩ মঠ। (আশ্রমো ব্রতীনাং মঠে, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুষ্কেঽপি, হেম।) ৪ তপোবন। ৫ যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে লীন হন তাঁহার আর শ্রম থাকে না। এ জন্য তাঁহার নামও আশ্রম। ৬ পরমেশ্বর।

আশ্রমগুরু (পুং) আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং গুরুর্নিয়ন্তা। ৬ তৎ। আশ্রমনিয়ন্তা, রাজা। আশ্রমস্য মঠস্য তপোবনস্য বা গুরুঃ স্বামী। তত্রস্থ ছাত্রাণামুপদেষ্টা বা। ৬ তৎ। তপোবন স্বামী। মঠস্থ কিম্বা তপোবনস্থ ছাত্রগণের উপদেষ্টা।

আশ্রমধর্ম্ম (পুং) আশ্রমবিহিতো ধর্ম্মঃ শাকং তৎ। ব্রহ্মচর্য্যাদি বিহিত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ছয় প্রকার। যথা—১ বর্ণধর্ম্ম, ২ আশ্রম ধর্ম্ম, ৩ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ৪ গুণধর্ম্ম, ৫ নিমিত্ত-ধর্ম্ম, ৬ সাধারণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনই মদ্যপান করিবে না, ইত্যাদি বর্ণ ধর্ম্ম। যজ্ঞের অগ্নিরক্ষা, তজ্জন্য কাষ্ঠাহরণ, ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরও পলাশের দণ্ড ধারণাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বিহিত কার্য্যের অকরণ, আর নিষিদ্ধকার্য্যের আচরণ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ধর্ম্ম। অহিংসাদি, সাধারণ ধর্ম্ম।

আশ্রমপদ (ক্লী) আশ্রমএব পদং স্থানরূপং কর্ম্মধা। মুনিগণের আশ্রমরূপ স্থান। (রাজা। পরিক্রম্যাবলোক্য চ। ইদমাশ্রমপদং তাবৎ প্রবিশামি। শকু।)

আশ্রমবাস (পুং) আশ্রমে বাসঃ ৭ তৎ। মুনিদের তপো-বনাদিতে বাস। আশ্রমবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্। ধৃত-রাষ্ট্রাদির আশ্রমবাস অধিকার করিয়া ব্যাস রচিত ভারতান্ত-র্গত পর্ব্ব বিশেষ। (ভাং আ ১ অং।)

আশ্রমবাসিক (ক্লী) আশ্রমবাসঃ প্রতিপাদ্যতয়াস্ত্যস্য ঠন্। ভারতান্তর্গত ব্যাসরচিত ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাস প্রতি-পাদক পর্ব্ববিশেষ।

আশ্রমসদ্ (ত্রি) আশ্রমে সীদতি তদ্বাসিত্বেন তমেবাশ্রয়তি আশ্রম-সদ-ক্বিপ্। আশ্রমবাসী। তপোবনবাসরত বাণ-প্রস্থাদি।

আশ্রমিক (ত্রি) আশ্রমে নিযুক্তঃ, সাধুঃ, অস্ত্যস্য বা ঠন্। আশ্রমযুক্ত।

আশ্রমিন্ (ত্রি) আশ্রমোঽস্য অস্তি ইনি। আশ্রমযুক্ত।

আশ্রয় (পুং) আশ্রীয়তে ইতি। আ-শ্রি কর্ম্মণি অচ্। ১ আশ্রয়ণীয়, আশ্রয় করিবার যোগ্য। অবলম্বন। রক্ষাকর্ত্তা। আশ্রীয়তেঽস্মিন্ আধারে অচ্। ২ আধার। ৩ গৃহ। ৪ বিষয়। ৫ শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলবানের আশ্রয়রূপ ছয় প্রকার গুণের অন্তর্গত রাজার গুণবিশেষ। ভাবে অচ্। ৬ অবলম্বন। ৭ আশ্রয়ণ। ত্ব (ক্লী) আধারত্ব। তল্ (স্ত্রী) আধারতা। আধারত্ব।

আশ্রয়ণ (ক্লী) আ-শ্রি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ সেবা। ২ অবলম্বন। কর্ত্তরি ল্যুট্। (ত্রি) ৩ আশ্রয়কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রয়ণী।

আশ্রয়ণীয় (ত্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ যাহার আশ্রয় করা উচিত। ২ অবলম্বন।

আশ্রয়বৎ (ত্রি) আশ্রয়োঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বত্বম্। আশ্রয়-যুক্ত; অবলম্বনযুক্ত, আধারযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রয়বতী।

আশ্রয়াশ (পুং) আশ্রয়ং কাষ্ঠাদিকং অশ্নাতি আশ্রয় অশ-অণ্। উপ সং। অগ্নি, অনল, আগুন। অগ্নি নিজের আশ্রয় কাষ্ঠাদিকে দহনরূপে ভোজন করে বলিয়া অগ্নির আশ্রয়াশ এই নাম হইয়াছে।

(আশ্রয়াশো বৃহদ্ভানুঃ কৃশানুঃ পাবকোঽনলঃ। অমর) ২ চিত্রকবৃক্ষ। চিতাগাছ। ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ আশ্রয়-নাশক।

আশ্রয়াসিদ্ধ (পুং) আশ্রয়োঽসিদ্ধো যস্য। ন্যায়োক্ত হেত্বাভাস। যেমন গগনপদ্ম সুগন্ধি, যেহেতু তাহাও সরোবর জাত পদ্মের ন্যায়। এখানে গগনপদ্মের যে হেতু পদ্ম তাহা আশ্রয়রূপে সিদ্ধ নহে বলিয়া এখানে হেতুটী দুষ্ট হইয়াছে।

আশ্রয়াসিদ্ধি (স্ত্রী) আশ্রয়স্যাসিদ্ধিঃ অপ্রসিদ্ধিঃ ৬ তৎ। ন্যায়োক্ত, হেতুর দোষবিশেষ।

আশ্রয়িন্ (ত্রি) আশ্রয়তি আ-শ্রি-ইনি। যে আশ্রয় করে, আশ্রিত। আশ্রয়-ইন্, অস্ত্যর্থে। আশ্রয়বিশিষ্ট।

আশ্রব (ত্রি) আ-শৃণোতি বাক্যং, আ-শ্রু-অচ্। ১ যে বাক্য শুনে, যে বাক্য প্রতিপালন করে, যে বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। ভাবে-অপ্। ২ অঙ্গীকার। ৩ ক্লেশ। (আশ্রবো বচনস্থিতে, প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ ক্লেশে চ। হেম।)

আশ্রাব (ত্রি) আ-শ্রু-ণিচ-অচ্। ১ শ্রাবণ, শ্রবণ করান, কাহাকেও কোন বিষয় শুনান। ২ অঙ্গীকার।

আশ্রি (স্ত্রী) আ-সম্যক্ অশ্রিঃ প্রাদিসং। সম্যক্ কোণ।

আশ্রিত (ত্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি-ক্ত। আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণাগত। আধেয়। অবলম্বিত, অনুসৃত, বশবর্ত্তী, অধীন।

আশ্রিত্য (অব্য) আ-শ্রি-ল্যপ্। আশ্রয় করিয়া।

আশ্রিন্ (ত্রি) অশ্রং নেত্রজলমস্ত্যস্য (সুখাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ২। ১৩১।) ইতি ইনি। চক্ষুজল যুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রিণী।

আশ্রুৎ (ত্রি) আশ্রু-ভাবে ক্বিপ্। ১ অঙ্গীকার। কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ২ অঙ্গীকারকর্ত্তা।

আশ্রুত (ত্রি) আ-শ্রু-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। সম্যক্ শ্রুত। যাহা সুন্দর শুনা হইয়াছে।

আশ্রুতি (স্ত্রী) আ-শ্রু-ক্তিন্। ১ অঙ্গীকার। ২ শ্রবণ।

আশ্রেয় (ত্রি) আ-শ্রি-যৎ। ১ আশ্রিতব্য। ২ আশ্রয়যোগ্য।

আশ্লিষ্ট (ত্রি) আ-শ্লিষ ক্ত। ১ আলিঙ্গিত। ২ সম্বদ্ধ।

আশ্লেষ (পুং) আ-শ্লিষ ঘঞ্। আ সম্যক্ শ্লেষঃ সম্বন্ধঃ, প্রাদিসং। ১ একদেশসম্বন্ধ। (সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যা-ধার শ্চতুর্ব্বিধঃ। মুগ্ধ।) ২ আলিঙ্গন। ক্বচিৎ বেদে নিং লস্য র-ত্বম্ (পুং) আশ্রেষ। আশ্লেষ শব্দের অর্থ। অশ্লেষৈব স্বার্থেঽণ্ (স্ত্রী) অশ্লেষানক্ষত্র।

আশ্ব (ক্লী) অশ্বানাং সমূহঃ অণ্। অশ্বসমূহ। অশ্বৈরুহ্যতে শৈষিকঃ অণ্। অশ্বস্যেদং বাহ্যং অঞ্, বা (ত্রি) ২ অশ্বের বহনীয়। (অশ্বৈরুহ্যতে আশ্বো রথঃ সিং কৌং। পা। ৪। ২। ৯২ সূত্রে।) এখানে রথের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

অশ্বস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা প্রাণভৃজ্জাতিত্বাদঞ্। (ক্লী) অশ্বত্ব। অশ্বের ভাব (ধর্ম্ম), অশ্বের কর্ম্ম। অশ্বস্যেদং অণ্ (ত্রি) অশ্বসম্বন্ধী মূত্রাদি। অশ্বমূত্রে শ্লেষ্মা, কৃমি ও দদ্রু নষ্ট হয়।

আশ্বতরাশ্বি (পুং) অশ্বতরস্যাপত্যং ইঞ্। বুড়িল মুনি।

আশ্বত্থ (ক্লী) অশ্বত্থস্য ফলং। (প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪। ৩। ১৬৪।) ইতি অণ্। বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ন লুক্। অশ্বত্থ ফল। অশ্বত্থস্যেদং অণ্। (ত্রি) অশ্বত্থসম্বন্ধী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বত্থী শাখা। অশ্ব ইব তিষ্ঠতি অশ্ব-স্থা-ক পৃষোং অশ্বত্থো অশ্বিনী নক্ষত্রং, তস্য অশ্বমস্তকাকারত্বাৎ। তেন যুক্তঃ কালঃ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪। ২। ৩। ইতি অণ্। সংজ্ঞায়াং শ্রবণাশ্বত্থাভ্যাং। পা ৪। ২। ৫ ইতি তস্য লুকি অশ্বত্থো মুহূর্ত্তঃ সংজ্ঞায়াং কিং, আশ্বত্থী, সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত রাত্রি। (গহাদিভ্যশ্চ। ৪। ২ ১৩৮। ইতি ছ। আশ্বত্থীয়। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়।

আশ্বত্থিক (পুং) অশ্বত্থেন যুক্তা পৌর্ণমাসী (পা। ৪। ২ ইতি অণ্ নিং তস্য ঠক্। আগ্রহায়ণ্যশ্বত্থাট্ ঠক্) ইতি ঠক্। চান্দ্রআশ্বিন মাস। অশ্বত্থেন যুক্তা পৌর্ণমাসী অশ্বত্থঃ। নিপাতনাৎ পৌর্ণমাস্যামপি ঠক্। আশ্বত্থিক। (সিং কৌং। উক্ত সূত্রে।)

আশ্বপত (ত্রি) অশ্বপতেরিদং। (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৮৪। ইতি অণ্। অশ্বপতিসম্বন্ধীয়।

আশ্বপস্ (ত্রি) শীঘ্র কর্ম্মচারী। (ঋগ্বেদে ১০। ৭৬। ৫। "বিভ্ না-চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।")

আশ্বপালিক (পুং স্ত্রী) অশ্বপালস্যাপত্যং। (রেবত্যাদি-ভ্যষ্ঠক্। পা। ৪। ১। ১৪৬। (ইতি ঠক্। অশ্বপালীর পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আশ্বপেজিন্ (ত্রি) অশ্বপেজেন প্রোক্ত মধীতে (শৌন-কাদিভ্য শ্ছন্দসি। পা ৪। ৩। ১০৬) ইতি ণিনি। বহুং বং। অশ্বপেজ্ ঋষিপ্রোক্তগ্রন্থাধ্যায়ী। যাঁহারা অশ্ব-পেজী মুনির কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

আশ্ববাল (ত্রি) অশ্ববালায়া ওষধেরয়ং অশ্ববালা-অণ্। ওষধিসম্বন্ধী। প্রস্তর।

আশ্বভারিক (ত্রি) অশ্ববাহং ভারমশ্বভূতং ভারং বা হরতি বহতি আবহতি বা বংশাদিং ঠঞ্। অশ্ববাহ্য ভারের বা অশ্বরূপ ভারের হরণকর্ত্তা, বহনকর্ত্তা, আবহনকর্ত্তা [আশ্বভারিক শব্দে সূত্র দেখ।]

আশ্বমেধিক (ত্রি) অশ্বমেধায় হিতং অশ্বমেধ-ঠন্। ১ অশ্বমেধযজ্ঞসাধন দ্রব্যাদি। অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ২ শতপথব্রাহ্মণান্তর্গত ১৩ প্রপাঠক পঞ্চাধ্যায়িরূপ গ্রন্থবিশেষ। সেই গ্রন্থের পাঁচ অধ্যায়ে অশ্বমেধের উৎপত্তি-ফল, ধর্ম্মবিষয়, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও যজমানের বিষয় আছে। তিন অধ্যায়ে মন্ত্রব্যাখ্যার সহিত বিশের ধর্ম্ম সকল এবং শেষ দুই অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল ধর্ম্মান্তরের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ৩ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ অধিকারে ব্যাসকৃত ভারতান্তর্গত প্রর্ব্ববিশেষ।

আশ্বযুজ্ (পুং) আশ্বযুজী অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যস্মিন্। (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪। ২। ২১।) ইতি অণ্। শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র আশ্বিন মাস।

আশ্বযুজক (পুং) আশ্বযুজ্যামুপ্তো মাষঃ (আশ্বযুজ্যা বুঞ্। পা ৪। ৩। ৪৫।) ইতি বুঞ্। চান্দ্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে উপ্ত (বুনন) মাষ, মাষকলাই। মাষকলাই ঐ তিথিতে বপন করিলে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় এইরূপ প্রবাদ আছে।

আশ্বযুজী (স্ত্রী) অশ্বযুজা অশ্বিনীনক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪। ২। ৩।) ইত্যণ্। (টিড্‌-ঢাণিত্যাদি। পা ৪। ১। ১৫) ইতি ঙীপ্। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। (আশ্বযুজ্যা বুঞ্। পা ৪। ৩। ৪৫)

আশ্বরথ (ত্রি) অশ্বেন যুক্তো রথঃ অশ্বরথস্তস্যেদং পত্রপূর্ব্বকত্বাদঞ্। অশ্ববাহ্য রথের আবশ্যকীয় দ্রব্য।

আশ্বলক্ষণিক (ত্রি) অশ্বলক্ষণং বেত্তি তজ্‌জ্ঞাপকশাস্ত্রমধীতে বা ঠক্। অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ। যিনি ঘোড়ার শুভ অশুভ চিহ্ন সকল চিনেন। তদ্বোধক শাস্ত্র অধ্যয়নকারী।

আশ্বলায়ন (পুং) অশ্বং লাতি গৃহ্লাতি অশ্ব-লা-ক অশ্বলো মুনিভেদঃ তস্যাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯।) ইতি ফক্। ঋগ্বেদীয় শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রকারক ঋষিবিশেষ। ইনি শৌনকের শিষ্য, শৌনক ইহাঁকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এইজন্য নিজকৃত সহস্রকাণ্ডাত্মক ব্রাহ্মণসন্নিভ যোগসূত্র তাঁহার নামেই প্রচার করিলেন, তদবধি গ্রন্থের নাম আশ্বলায়ন হইল।

আশ্বশ্ব (ত্রি) আশু+অশ্ব। শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত। (ঋগ্বেদে ৫। ৫৪। ১। য আশ্বশ্বা অমবদ্বহন্ত উতে শিরে। *। আশ্বশ্বাঃ শীঘ্রগামাশ্বোপেতাঃ। সায়ণ।)

আশ্বশ্ব্য (ক্লী) শীঘ্রগামী অশ্বাত্মক বল। (ঋগ্বেদে ৮। ৬। ২৪। "উতত্যদাশ্বশ্ব্যং যদিন্দ্র।" আশ্বশ্ব্যং শীঘ্রগাম্যশ্বসংঘাত্মকং বলং। সায়ণ।)

আশ্বায়ন (পুং স্ত্রী) অশ্বস্য গোত্রাপত্যং। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪। ১। ১১০।) ইতি ফঞ্। অশ্বনামক ঋষির গোত্রাপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বায়নী।

আশ্বাবতান (পুং স্ত্রী) অশ্বাবতান নামর্ষেরপত্যং (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪। ১। ১০৪।) ইতি অঞ্। অশ্বাবতান নামক ঋষির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আশ্বাস (পুং) আ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নির্বৃতি ও আশ্রয়দান। ভীতের ভয়নিবারণার্থ ব্যাপার। ২ সান্ত্বনা। ৩ আখ্যায়িকা। ৪ পরিচ্ছেদ। (আশ্বাসঃ স্যাত্তু নির্বৃতৌ। আখ্যায়িকা পরিচ্ছেদে। হেম।)

আশ্বাসক (ত্রি) আশ্বাসয়তি আ-শ্বস-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ আশ্বাসকারক। ২ সান্ত্বনাকারী।

আশ্বাসন (ক্লী) আ-শ্বস্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সান্ত্বনা। কর্ত্তরি ল্যুট্। ২ আশ্বাসকারক।

আশ্বাসিন্ (ত্রি) আ-শ্বসিতি আ-শ্বস-ণিনি। বা অস্ত্যর্থে ণিনি, প্রত্যাশাযুক্ত।

আশ্বাস্য (ত্রি) আ-শ্বস্-ণিচ্-যৎ। ১ সান্ত্বনীয়। ল্যাপ্ (অব্য) ২ সান্ত্বনা করিয়া।

আশ্বিক (ত্রি) অশ্বান্ ভারভূতান্ হরতি বহতি আবহতি বা ঠঞ্। ১ যিনি অশ্বকে হরণ, বহন বা আবাহন করেন। [ঠঞের সূত্র আশ্বভারিক শব্দে দেখ] অশ্বনিমিত্তং সংযোগঃ উৎপাতো বা ঠক্। ২ অশ্বলাভসূচক সংযোগ, উৎপাত, নিমিত্ত।

আশ্বিন (ত্রি) অশূ ব্যাপ্তৌ ঔণাদিকো বিনি ততো অণ্। ১ ব্যাপ্ত। (ঋগ্বেদে ৯। ৮৬। ৪। "প্র তে আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো।" আশ্বিনীর্ব্যাপ্তাঃ। সায়ণ।) ২ অশ্বিদেবতাসম্বন্ধীয়। (বাজসনেয়-সংহিতায় ২৪। ৩। "মণিবালস্তঽআশ্বিনাঃ শ্যেতঃ।" আশ্বিনাঃ অশ্বিদেবত্যাঃ। মহীধর।) (পুং) অশ্বিনীনক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪। ২। ৩।) ইত্যণ্ ঙীপ্। আশ্বিনী (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪। ২। ২১।) ৩ চান্দ্র আশ্বিনমাস। আশ্বযুজ। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বিনী। ৪ ইষ্টকাবিশেষ।

অশ্বিনৌ দেবতেঽস্য অণ্। ৫ চিতিবিশেষ, চিতা। (পুং) ৬ যজ্ঞীয় কপাল, পাত্রবিশেষ। অশ্বিন্যাং ভবং অণ্। ন্বিং বং। ৭ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অশ্বিনৌ দেবতে অস্য অণ্। ৮ অশ্বিনীকুমার দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ ঘৃতাদি দ্রব্য। ৯ শস্ত্র।

।*। এই মাসের অমাবস্যাতে হিন্দুদিগের পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসব হয়, উহা অপেক্ষায় আমোদের পর্ব্ব হিন্দুদের আর নাই। ঐ পূজায় নৃত্য, গীত, বাদ্য উত্তমে দেশ আমোদিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ হয় তাহা বলিবার নহে। ঐ পূর্ণিমাতে কোজাগর লক্ষী পূজা হয়।

আশ্বিনী (স্ত্রী) অশ্বিনা-অশ্বাকারবতা নক্ষত্রেণ যুক্তা পূর্ণিমা। নক্ষত্রাদণ্। আশ্বিন পূর্ণিমা। [আশ্বিন শব্দ দেখ।]

আশ্বিনেয় (পুং) অশ্বিন্যাঃ ঘোটক্যাকারবত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ অপত্যং (স্ত্রীভ্যো ঢক্। ৪।১।১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। নিত্যদ্বিবচনান্ত—আশ্বিনেয়ৌ আশ্বিনেয়াভ্যাম্।

(স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীসুতৌ। নাসত্যাবশ্বিনৌ দস্রাবাশ্বিনেয়ৌ চ তাবুভৌ। অমর) তয়োরেকৈকস্যাপত্যং অঞ্। ২ নকুল। ৩ সহদেব। অশ্বিন্ পাণ্ডুরাজপত্নী মাদ্রীতে ঐ দুই পুত্রের উৎপাদন করেন, তজ্জন্য ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম আশ্বিনেয় হইয়াছে। অশ্বস্যৈকাহগমঃ পন্থাঃ ঢক্। ৪ অশ্বের গম্যপথ। [আশ্বীন শব্দে সূত্র দেখ।]

আশ্বীন (পুং) অশ্বস্যৈকাহগমঃ পন্থাঃ (অশ্বস্যৈকাহগমঃ। পা ৫।২।১৯।) ইতি খঞ্। অশ্বের একদিনের গম্যপথ। একদিনে ঘোড়া যতদূর যাইতে পারে সেই পথ। (একা-হেন গম্যতে ইত্যেকাহগমঃ আশ্বীনোঽধ্বা, সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আশ্বেয় (ত্রি) অশ্বী দেবতা অস্য (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বী দেবতার ঘৃতাদি। যে সকল যজ্ঞীয় ঘৃতাদির দেবতা অশ্বী। ২ অশ্বীর অপত্য।

আষাঢ় (পুং) আষাঢ়নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী আষাঢ়ী সা অস্মিন্ মাসে। (সাঽস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪। ২। ২১।) ইত্যণ্। স্বনামখ্যাত চান্দ্রমাসবিশেষ। আষাঢ় মাস ধান্য বপন করিবার প্রশস্ত সময়। এই মাসে কোন্ সময়ে ধান্য বপন করিলে শস্যের শুভাশুভ ঘটে—তাহা কৃষিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কৃষিপরাশরে লিখিত আছে—"আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্ব্বদিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঐ বাতাস অগ্নিকোণে গেলে শস্যের হানি হয়। দক্ষিণদিকে গেলে বৃষ্টি বন্ধ হয়। নৈর্ঋত কোণে গেলে ধান্যাদি শস্যের হানি হয়। পশ্চিম দিকে গেলে জল হয়। বায়ু কোণে গেলে ঝড় হয়। উত্তর দিকে গেলে সকল পৃথিবী ধান্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ হয়। ঈশান কোণে গেলেও প্রচুর শস্য জন্মে।

আষাঢ় মাসের শুক্ল নবমীতে যদি বায়ুবর্ষণ (প্রচণ্ড বাতাস) হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় দেবরাজও বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে দিন যদি বাতাস না হয় তবে জলও হয় না। ঐ নবমীতে উদয়াচল নির্ম্মল হইলে সূর্য্যদেব নিজের সময় বিধান করেন। ঐ সময়ে সূর্য্যের মণ্ডল দেখা যায়। সূর্য্য যদি মেঘে আবৃত হন, তবে যত বেলা তুলারাশিতে সূর্য্যের অস্ত হইবে, তত কাল মেঘ গর্জ্জিবে (অর্থাৎ তখন বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।)" (শুচিস্ত্বয়ং আষাঢ়ে। অমর।) আষাঢ়ী পূর্ণিমা প্রয়োজনমস্য অণ্। ব্রতীদের ধার্য্য পালাশদণ্ড। (পালাশো দণ্ড আষাঢ়ো ব্রতে। অমর) (পুং) মলয় পর্ব্বত। (আষাঢ়ো মলয়গিরৌ ব্রতিদণ্ডে চ মাসি চ। হেম)

আষাঢ়ক (পুং) আষাঢ় এব স্বার্থে আষাঢ়-কন্। আষাঢ় মাস।

আষাঢ়ভব (পুং) আষাঢ়ায়াং নক্ষত্রে ভবতি—আষাঢ়া-ভূ-অচ্। মঙ্গলগ্রহ। আষাঢ়াজাত এবং আষাঢ়াভূ শব্দের অর্থও মঙ্গলগ্রহ।

আষাঢ়া (স্ত্রী) রাশিচক্রস্থিত বিংশতিতম নক্ষত্র। একুশ নক্ষত্র। যথা ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। আষাঢ়ায়াং জাতা (ফল্গুন্যাষাঢ়াভ্যাং টানৌ। বার্ত্তিক পা ৪।৩। ৩৪। স্ত্রিয়ামিত্যেব। ফল্গুনী। অন্ আষাঢ়া। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) পূর্ব্বাষাঢ়ার প্রথম পাদ ধনু রাশির ঘটক এবং উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ মকর রাশির ঘটক, অতএব তত্তৎ রাশি অর্থে আষাঢ় শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইবে। সেই রাশিতে জন্মিয়া মঙ্গল-গ্রহের নাম আষাঢ়াভূ হইয়াছে।*। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্ম হইলে দাতা, দয়াবান্, বিজয়ী, বিনীত, ধনবান্, সৎকর্ম্মী এবং পুত্রভার্য্যাদি-সুখসম্পন্ন হয়।

আষাঢ়াভূ (পুং) আষাঢ়ায়াং ভবতীতি আষাঢ়া-ভূ-ক্বিপ্। মঙ্গল। (মঙ্গলোঽঙ্গারকঃ কুজঃ। আষাঢ়াভূর্নবার্চ্চিশ্চ। হেম ২।৩১।)

আষাঢ়ি (স্ত্রী) আ-সহ-ক্তিন্। পৃষো° ষত্বং ওকারত্বাভাবশ্চ। ১ সম্যক্ সহন। ২ রতিদেবী।

আষাঢ়ী (ঢ়ী) (স্ত্রী) আষাঢ়মাস। ("আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপ।" রামা° ৪।২৮।৫৫।) আষাঢ়য়া নক্ষত্রেণ যুক্তা পূর্ণিমা। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২। ৩।) ইতি অণ্। টিড্‌ঢাণিত্যাদিনা ঙীপ্। ১ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। ৪ যজ্ঞীয় ইষ্টকাবিশেষ।

আষাঢ়ীয় (ত্রি) আষাঢ়ায়াং ভবং। (শ্রবিষ্ঠাষাঢ়াভ্যাঞ্ছণ্।

পা বার্ত্তিক। ৪। ৩। ৩৪। সূত্রে।) তস্যেদং বৃদ্ধত্বাদ্বা ছ। আষাঢ়ানক্ষত্রে ভব। আষাঢ়সম্বন্ধী। (অস্ত্রিয়ামিত্যেব। শ্রাবষ্ঠীয়ঃ। আষাঢ়ীয়ঃ। সিং কৌং।)

আষ্টম (পুং) অষ্টমো ভাগঃ—ষষ্ঠাষ্টমাভ্যাং ঞ চ। পা ৫।৩। ৫০।) ইতি ঞ। অষ্টমভাগ।

আষ্টা (স্ত্রী) আ-তিষ্ঠতেঃ ঘঞ্ (স্থাস্নাগাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থম্। পা ৩।৩।১৯ সূত্রে মহাভাষ্য।) ইতি ক। সুষামাদিত্বাৎ (পা ৮।৩।৯৮) ষত্বম্। দিক্। (নিঘণ্টু ১।৬।)

আষ্টমাতুর (ত্রি) অষ্টানাং মাতৄণাং অপত্যং ইতি-অষ্টন্-মাতৃ-অণ্। মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১৫।) ইতি মাতৃশব্দস্য উকারান্তাদেশঃ। আট মায়ের ছেলে।

আষ্টি (পুং) অষ্টানামপত্যমিতি অষ্টন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চেতি। পা ৪।১।৯৬।) ইঞ্। ৮ জনের অপত্য বিশেষ।

আষ্ট্র (ক্লী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অশূ ব্যাপ্তৌ (ভ্রস্জি-গমি-নমিহনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্ বৃদ্ধিশ্চ।) আকাশ। (আষ্ট্রমাকাশম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

আষ্ট্রী (স্ত্রী) বন দ্বারা ব্যাপ্তা। ঋগ্বেদে ১০। ১৬৫।৩। "হেতিঃ পক্ষিণী ন দদাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং। *। আষ্ট্র্যাং ব্যাপ্তায়ামরণ্যান্যাম্। সায়ণ।)

আস, উপবেশনে অদাদিং আং-অকং সেট্। লট্ আস্তে আসাতে আসতে। বিধিলিঙ্ আসীত। লোট্ আস্তাং আস্ব আধ্বং। লঙ্ আস্ত আসাতাম্ আসত। লুঙ্ আসিষ্ট। আসিষাতাম্। আসিষত। লিট্ আসাঞ্চক্রে আসামাস আসাঞ্চক্রে। লুট্ আসিতা। লৃট্ আসিষ্যতে। লৃঙ্ আসিষ্যত। আসীনঃ আসিতং আসিতবান্ আসিতুং আসিতা আস্তিঃ আসঃ আসনং আসনা। (যত্রাস্তে বিষসংসর্গঃ। উদ্ভট। ইত্যাস্তামলমতিবিস্তরেণ। আসাঞ্চক্রিরে মৃগপক্ষিণঃ। ভট্টি। ৫। ৯৫। আসীনমাসন্নশরীরপাতঃ। কুমা। ৩। ৪৪।)

অধি-সকং—আরোহণ করা। বাস করা (অধ্যাস্ত ঘোষম্। মুগ্ধ।)

অনু-সকং—পশ্চাদুপবেশন করা। সেবা করা। (তামন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ। রঘু ২। ২৪)

অভি-অকং—অভ্যাস। নৈকট্য। (অভ্যাসোঽভ্যসনেঽন্তিকে। মেদিনী। *। তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ। চণ্ডী।)

উদ্-অকং—ঔদাস্য, প্রকৃতকার্য্যে উপরম (বিরতি) (তদ্দর্শিনমুদাসীনং। কুমা। ২।১৩।)

উপ-সকং—সেবা করা। (সন্ধ্যামুপাসতে যে তু। স্মৃতি। আদিত্যস্তমুপাস্মহে। কবি কং। *। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। শ্রুতি।

পরি-উপ-সকং। উপাসনার উৎকর্ষ। (ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে। কুমা। ২। ৩৮।)

সম্-উপ-সকং। সম্যক্ উপাসনা করা। গায়ত্রীং সমুপাসতে। স্মৃতি।

পরি-অকং—সকলদিকে থাকা। সকং—সেবা করা।

সম্-অকং—সম্যক্ স্থিতি। উপবেশন করা।

আস্ (অব্য) আ-অস্-ক্বিপ্। আস্-ক্বিপ্ বা। ১ স্মরণ। ২ আপেক্ষ। ৩ সমন্তাৎ। ৪ কোপ। (আঃ সমন্তাৎ প্রকোপয়োঃ। হেম।) ৫ পীড়াহেতু গর্ব্বের সহিত গর্জ্জন। ৬ খেদ।

আস (পুং) আস্-ঘঞ্। ১ আসন। ২ স্থিতি। ৩ উপবেশন। অস্যতে ক্ষিপ্যতে অনেন অস-করণে ঘঞ্। ৪ ধনুক। অস ক্ষেপে ভাবে ঘঞ্। ৫ নিক্ষেপ। ৬ বসিবার স্থান, মলদ্বারের পাশ।

আসক্ত (ত্রি) আ-সন্জ-ক্ত। ১ আসঙ্গযুক্ত। ২ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয়ে নিবিষ্ট। (ক্লী) ৩ অনবরত। ৪ সম্যক্ সম্বদ্ধ। তৎপর। প্রসিত। (তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ। অমর।)

আসক্তি (স্ত্রী) আ-সন্জ-ক্তিন্। অন্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয় অবলম্বন।

আসঙ্গ (পুং) আ-সন্জ-ঘঞ্। ১ অভিনিবেশ। ২ প্রাপ্ত বা উপস্থিত বিনাশি-বস্তুর রক্ষণাভিলাষ। ৩ ভোগাভিলাষ। ৪ কর্ত্তৃত্বাভিমান। ৫ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ। ৬ সম্যক্‌সম্বন্ধ। ৭ মাখিবার যোগ্য সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গাত্রে লেপন করিবার বিধান আছে বলিয়া আসঙ্গ শব্দে তাহাকেও বুঝায়।

আসঙ্গত্য (ক্লী) ন সঙ্গতং অসঙ্গতং নঞ্‌তৎ তস্য ভাবঃ (ন নঞ্ পূর্ব্বাদিত্যাদি। পা ৫। ১। ১২১।) ইতি ষ্যঞ্। নোত্তরপদবৃদ্ধিশ্চ। সঙ্গতাভাব, অসম্বন্ধ।

আসঙ্গিনী (স্ত্রী) আসঙ্গঃ সাতত্যমস্যা অস্তি ইনি-ঙীপ্। বাত্যাসমূহ (ত্রি) আসঙ্গযুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আসঙ্গিম (পুং) আসঙ্গে ভবঃ ডিমচ্। সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধের অঙ্গ, কর্ণবন্ধনের আকৃতি বিশেষ। কর্ণবন্ধনের আকৃতি পনর প্রকার, তন্মধ্যে মধ্যভাগ লম্বা এবং একটী কোণ যুক্তের নাম আসঙ্গিম।

আসঞ্জন (ক্লী) আ-সন্জ-ল্যুট্। ১ আসঙ্গ। ২ সম্যক্ সম্বন্ধ। ণিচ্ ল্যুট্। ৩ যোজনা।

আসঞ্জিত (ত্রি) আ-সন্জ-ণিচ্-ক্ত ইট্। সংযোজিত।

আসড়। একজন জৈন গ্রন্থকার। বালচন্দ্রকৃত বিবেকমঞ্জরীর টীকায় আসড় সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

"আসড়ী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য অভয়দেব সূরির শিষ্য ভিল্ললামবংশীয় কটুকরাজের ঔরসে অনলদেবীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁকে সকলে কবিশোভাশৃঙ্গার বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর দুই স্ত্রী, পৃথিবীদেবী ও জৈতল্ল দেবী। ইনি মেঘদূতের টীকা, কতকগুলি জিনস্তোত্র ও স্তুতি, উপদেশকণ্ডলী নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং বিবেকমঞ্জরী রচনা করেন।"

আসত্তি (স্ত্রী) আ-সদ-ক্তিন্। ১ সঙ্গম। ২ লাভ। (আসত্তিঃ সঙ্গমে লাভে। হেম) প্রাপ্তি। ৩ নৈকট্যসম্বন্ধ। ন্যায়মতে, ৪ প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ। শাব্দবোধের উপযোগী অব্যবধানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি। (বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তি-যুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। সাহিত্যং দ०।)

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য, বুদ্ধির বিচ্ছেদ না থাকাই আসত্তি। (আসত্তির্বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ। সাহিত্যং দং।)

"আসত্তির্যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে।
কারণং সন্নিধানন্তু পদস্যাসত্তিরুচ্যতে।" ভাষাপং।

আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এই সকল দ্বারা তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয়। সন্নিধান কারণের নাম পদের আসত্তি। যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয়ের আবশ্যক, সেই দুই পদের অব্যবধানে উপস্থিতির নাম কারণ। সেই জন্য "পর্ব্বতো ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন" ইত্যাদি স্থানে শাব্দবোধ হয় না। তাহার কারণ পর্ব্বতের সহিত বহ্নিমানের সহিত এবং ভুক্তং এই শব্দের সহিত 'দেবদত্তেন' এই পদের অব্যবধানে অন্বয় হইতেছে না। "অন্বয়পদাজন্যপদোপস্থিতিঃ আসত্তিঃ। অব্যব-ধানেনান্বয়প্রতিযোগিপদার্থয়োঃ উপস্থিতিঃ বা।" যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় সেই পদার্থের অব্যবধানে উপস্থিতির বোধ হওয়ার নাম আসত্তি।

আসদ (মির্জ্জা আসদ-উল্লা খাঁ)। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। আগ্রাতে ইহাঁর জন্ম। দিল্লীর শেষ পাদশা বাহাদুর শাহ ইহাঁকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। ইনি পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া যান। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষের মোগলপাদশাহদিগের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৬০ বর্ষ বয়সের সময় ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর রচিত 'ইনৃষা' নামক কাব্য মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহাঁর সাধারণ নাম মির্জা নৌশা।

আসদ খাঁ। তুর্কীবংশোদ্ভব একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের অত্যাচারে আসদের পিতা জন্ম-স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। এই-খানে নুরজহানের একটী কুটুম্ব-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাহার গর্ভে আসদের জন্ম। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আসদের পিতাকে জুলফিকার খাঁ উপাধি দান করেন। ছেলেবেলায় আসদকে সকলে ইব্রাহিম বলিয়া ডাকিত। শাহজহান ইহাঁকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আসফ্ খাঁ নামক একজন উজীরের কন্যার সহিত আসদের বিবাহ দেন এবং তাহাকে ২য় বক্সীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে আসদ খাঁ চারহাজার মুন্সবদার হইলেন, অল্পকাল পরেই সাতহাজারী উজীরের মহাসম্মান লাভ করিলেন। বাহাদুরশাহের রাজত্বকালে উকীল মুৎলকের পদপ্রাপ্ত হন, এই সময় তাঁহার পুত্রও আমীর উল্-ওমরা জুল্‌ফিকার খাঁ উপাধি পাইলেন। ফরুখ্‌সিয়ার পাদশা হইলে আসদ পদচ্যুত ও অপমানিত হইলেন। ইহার পুত্রও নিহত হন। এই সময় হইতে ইনি বন্দিভাবে সামান্য অব-স্থায় কালযাপন করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ৯০ বর্ষ বয়সে আসদের মৃত্যু হয়।

২ অপর একজন আসদ খাঁর নাম পাওয়া যায়, তাঁহার প্রকৃত নাম খশ্রু। ইনি বাঙ্গালা হইতে গিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মল্লিকার্জ্জুনকে রাজ্যচ্যুত ও তাঁহার ১০৪টী মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও সেই সেই স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। আদিলশাহ ইহাকে সাম্পগম্ ও বেলগম নামক দুইটী স্থান জায়গির দেন।

আসদন (ক্লী) আ-সদ-ল্যুট্। ১ প্রাপ্তি। ২ নৈকট্যসম্বন্ধ।

আসদি তুসি। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। গজ-নীর সুলতান মামুদের সভায় থাকিতেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি ফির্দ্দৌসির গুরু। সুলতান মামুদ ইহাঁকে শাহনামা লিখিতে বলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এই কার্য্যগ্রহণে অসম্মত হন। ফির্দ্দৌসি শাহনামা লিখিলেন, তিনি গজনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আসদিকে শাহনামার অবশিষ্ট অংশ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। আসদি আরবকর্ত্তৃক পূর্ব্ব-পারস্য জয় হইতে শাহনামার শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পারস্য ভাষায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আসন (ক্লী) আস-ভাবে ল্যুট্। স্থিতি। স্বস্থানে স্থিতিরূপ রাজার ছয় প্রকার গুণের অন্তর্গত গুণ বিশেষ। উভয় পক্ষের সৈন্যের সামর্থ্যের ক্ষয় হইলে আসন (নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রামের নিমিত্ত স্থিতি) আবশ্যক। জয়েচ্ছু রাজার যাত্রানিবর্ত্তক ব্যাপার। মন্ত্রী যদি পরপক্ষের এবং

স্বস্বামী পক্ষের সৈন্য শক্তিতে ও সংখ্যাতে সমান দেখেন, তবে স্বরাজাকে আসন (একত্রাবস্থান) করিতে বলিবেন। কারণ তৎপরে যদি সৈন্যসংখ্যা অধিক করিতে পারেন, তবে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা।

আস্যতে উপবিশ্যতেঽত্র আস আধারে ল্যুট্। উপবেশনের আধার কম্বলাদি। যাহাতে বসা যায়। (সহাসনং গোত্রভিদাধ্যবাৎসীৎ। ভট্টি। দেবপূজাঙ্গ উপচার বিশেষ। (আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। তন্ত্র।)

যোগাঙ্গ বিশেষ। ঘেরণ্ড-সংহিতার মতে জীবজন্তুর সংখ্যা যত আসনেরও সংখ্যা তত। পূর্ব্বে শিব ৮৪ লক্ষ আসন বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৮৪ প্রকার আসনই প্রধান। তন্মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভপ্রদ।

"সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ।
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানমুৎকটং সঙ্কটং তথা।
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথাচোত্তানকূর্ম্মকম্।
ঔত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষম্।
শলভং মকরঞ্চোষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি * *. মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্।"

১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ ভদ্র ৪ মুক্ত ৫ বজ্র ৬ স্বস্তিক ৭ সিংহ ৮ গোমুখ ৯ বীর ১০ ধনু ১১ মৃত ১২ গুপ্ত ১৩ মৎস্য 14 মৎস্যেন্দ্র ১৫ গোরক্ষ ১৬ পশ্চিমোত্তান ১৭ উৎকট ১৮ সঙ্কট ১৯ ময়ূর ২০ কুক্কুট ২১ কূর্ম্ম ২২ উত্তানকূর্ম্ম ২৩ উত্তানমণ্ডুক ২৪ বৃক্ষ ২৫ মণ্ডুক ২৬ গরুড় ২৭ বৃষ ২৮ শলভ ২৯ মকর ৩০ উষ্ট্র ৩১ ভুজঙ্গ ৩২ যোগ। পৃথিবীতে এই ৩২ প্রকার আসন শুভপ্রদ।

শিবসংহিতা মতে ৮৪ প্রকার আসন। তাহার মধ্যে ১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ উগ্র ৪ স্বস্তিক এই চারিটী প্রধান। ঘেরণ্ড-সংহিতায় ৩২টী আসনের নিয়ম লিখিত আছে। যথা—

১ সিদ্ধাসন।

স্থিরমতি যোগিগণ এক গুল্ফ (পায়ের গোড়ালি) দ্বারা যোনিস্থান (মল দ্বারের উপর হইতে অণ্ডকোষের নিম্নপর্য্যন্ত) পীড়িত করিয়া (গোড়ালি সংযোগ করিয়া) অন্য পায়ের গোড়ালি লিঙ্গের উপর রাখিয়া বুকের উপর চিবুক (দাড়ী) রাখিলে এবং সোজা ভাবে শরীর রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভ্রূর মধ্যস্থান দেখিবে, ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। এই আসনে মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয়।

শিবসংহিতার মতে—

এক পায়ের গোড়ালি লিঙ্গের উপর সংস্থাপন করিয়া অন্য গোড়ালিকে তদুপর রাখিবে এবং ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে নিশ্চল, সরল এবং নিরুদ্বিগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে উভয় ভ্রূর মধ্যভাগ দেখিবে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে। ইহাতে যোগীর অভীষ্ট লাভ হয়। অন্য সকল আসন অপেক্ষা সিদ্ধাসনই শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।

বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুতের উপর বাম চরণ রাখিয়া দুই হাতের দ্বারা পিঠের দিক্ হইতে দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল শক্ত করিয়া ধরিবে এবং বুকের উপর দাড়ী রাখিয়া নাকের আগা দেখিবে। ইহাতে সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া পেটের অগ্নিবৃদ্ধি করে। এই আসন দুই প্রকার, বদ্ধ ও মুক্ত; যাহা বলা হইল উহাকে বদ্ধ বলে। কেবল বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুতে বাম পদ রাখিয়া তাহার উপর দুই হাতের তালু রাখিলে মুক্ত পদ্মাসন হয়।

শিবসংহিতার মতে—

দুই পা চিত করিয়া দুই উরুতের উপর রাখিবে এবং দুই হাত চিত করিয়া ডাইন উরুতে বাঁহাত ও বাম উরুতে ডাইন হাত রাখিয়া নাকের আগায় দৃষ্টি রাখিয়া দন্তমূলে জিহ্বা রাখিবে এবং দাড়ী ও বুক উচ্চ করিয়া ক্রমশঃ সাধ্যমত নাকে বাতাস টানিয়া পেটে পূরিয়া রাখিবে, পরে আস্তে আস্তে ঐ বাতাস ছাড়িবে। ইহাতেও রোগ নষ্ট হয়।

দুই উরুতের উপর লিঙ্গের নীচ দিয়া দুই পাদতল সংযোগ করিলেও পদ্মাসন হয়। পদ্মাসনে যোগীর সমস্ত কার্য্যসিদ্ধি এবং বন্ধন মুক্ত হয়।

৩ ভদ্রাসন।

অণ্ডকোষের নীচে দুই পায়ের গোড়ালি উল্টা করিয়া দিয়া দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল পিছন দিয়া ধরিয়া জালন্ধর বন্ধন করিয়া নাকের আগা দেখিবে। ইহাতেও সকল রোগ নষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন।

মলদ্বারে বামপদের গোড়ালি রাখিয়া তাহার উপর দক্ষিণ পদের গোড়ালি রাখিবে এবং মাথা ও ঘাড় সমান করিয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিবে, ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়।

৫ বজ্রাসন।

দুই জঙ্ঘা বজ্রের ন্যায় করিয়া দুই পা মলদ্বারের দুই পাশে রাখিলে বজ্রাসন হয়। ইহা যোগীদের সিদ্ধিপ্রদ।

৬ স্বস্তিকাসন।

উভয় জানু ও উরুতের মধ্যে উভয় পায়ের তেলো রাখিয়া ত্রিকোণাকার আসন বদ্ধপূর্ব্বক সোজাভাবে স্বচ্ছন্দে বসিলে স্বস্তিকাসন হয়।

শিবসংহিতার মতে—

জানু ও উরুতের মধ্যে দুইটী পদতল সুন্দররূপে ধরিয়া সমান ভাবে সুখের সহিত বসিলেও স্বস্তিকাসন হয়। ঐ আসনে যোগীর প্রাণায়ামাদি সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

৭ সিংহাসন।

পদের উভয় গোড়ালি অণ্ডকোষের নীচে পরস্পর উল্টা-ভাবে পিছন দিকে উর্দ্ধমুখে বাহির করিবে এবং উভয় হাঁটু মাটীতে রাখিয়া ঐ দুই হাঁটুর উপরে মুখ ব্যক্তভাবে উঁচু করিয়া রাখিয়া জালন্ধর বন্ধ অবলম্বন করিয়া নাকের আগা দেখিলে সিংহাসন হয়। ইহাতেও রোগ নষ্ট হয়।

৮ গোমুখাসন।

দুই পা মাটিতে রাখিয়া পিঠের দুই পাশে যুক্ত করিয়া সোজা হইয়া গোরুর মুখের ন্যায় উপর দিকে মুখ করিলে গোমুখাসন হয়।

৯ বীরাসন।

এক পা এক উরুতের উপরে রাখিবে এবং আর এক পা পিছন দিকে রাখিলে বীরাসন হয়।

১০ ধনু আসন।

দুটী পা লাঠীর ন্যায় সোজা করিয়া ছড়াইয়া দিবে এবং দুই হাত দিয়া পিঠের দিক্ হইতে ঐ দুই পা ধরিয়া সমস্ত শরীরটা ধনুকের ন্যায় বাঁকাইলে ধনু আসন হয়।

১১ শবাসন।

মড়ার মত চিত হইয়া মাটিতে শুইলেই শবাসন হয়। ইহাতে শ্রমদূর হয় এবং মনের শান্তি হয়। (অন্য নাম মৃতাসন।)

১২ গুপ্তাসন।

উভয় হাঁটুর মধ্যে দুইটী পা অতিশয় গোপন করিয়া উভয় পায়ের উপরে রাখিলে গুপ্তাসন হয়।

১৩ মৎস্যাসন।

মুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কনুইর দ্বারা মাথা বেষ্টন করিয়া চিত হইয়া শুইলে মৎস্যাসন হয়।

১৪ পশ্চিমোত্তানাসন।

দুই পা মাটিতে লাঠীর মত সোজা ভাবে ছড়াইয়া ভাল করিয়া ঐ দুই পা দুই হাতে ধরিবে এবং দুই পায়ের উপর হাঁটুর নীচের ভাগ মধ্যে মাথা রাখিলে পশ্চিমোত্তানাসন হয়। দুই পা পরস্পর অসংলগ্নরূপে ছড়াইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া উভয় হাঁটুর উপর মাথা রাখিলেও উগ্রাসন হয়। উগ্রাসন পশ্চিমোত্তানের অপর নাম।

১৫ গোরক্ষাসন।

উভয় জানু ও উরুতের মধ্যে দুই পা চিত করিয়া অপ্রকাশিতরূপে রাখিয়া দুই হাত চিত করিয়া দুই গুল্ফ ঢাকিবে এবং কণ্ঠসংকোচ করিয়া নাকের আগা দেখিলে ঐ আসন হয়। ইহাতে সমস্ত সিদ্ধ হয়।

১৬ মৎস্যেন্দ্রাসন।

উদর পিঠের ন্যায় সোজা করিয়া থাকিবে এবং বামপদ নত করিয়া ডাইন হাঁটুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে ডাইন কনুই রাখিবে এবং ডাইন হাতের উপর মুখ রাখিয়া দুই ভ্রূর মধ্যভাগ দেখিলে মৎস্যেন্দ্রাসন হয়।

১৭ উৎকটাসন।

দুই পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা মৃত্তিকা অবলম্বন করত দুই গুল্ফ শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্ফের উপর গুহ্যদেশ রাখিলে উৎকটাসন হয়।

১৮ সঙ্কটাসন।

বামপদ ও বাম হাঁটু মাটিতে রাখিয়া বামপদ দক্ষিণ পদ দ্বারা বেষ্টন করিয়া উভয় হাঁটুতে হাত রাখিলে ঐ আসন হইবে।

১৯ ময়ূরাসন।

দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক দুই কনুয়ের উপরে নাভির পার্শ্ব রাখিয়া মুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদদ্বয় পাছের দিকে উপরে উঠাইয়া শূন্যে লাঠির ন্যায় সমভাবে উঠিলে এই আসন হয়।

২০ কুক্কুটাসন।

কোন মাচার (মঞ্চ) উপরে মুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় হাঁটু ও উরুতের মধ্যে দুই হাত রাখিয়া দুই কনুয়ের দ্বারা বসিলে এই আসন সিদ্ধ হয়।

২১ কূর্ম্মাসন।

অণ্ডকোষের নীচে দুই গুল্ফ পরস্পর বিপরীত ভাবে রাখিয়া গলা মাথা এবং দেহ সোজা করিয়া বসিলে এই আসন হয়।

২২ উত্তানকূর্ম্মাসন।

কুক্কুট আসন করিয়া দুই হাত দিয়া ঘাড় ধরিয়া কচ্ছপের ন্যায় চিত হইলে এই আসন হয়।

২৩ মণ্ডূকাসন।

পদতলদ্বয় পিঠের উপর দিয়া দুই পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি

পরস্পর যোগ করিবে ও উভয় হাঁটু সম্মুখে রাখিলে ঐ আসন সিদ্ধ হয়।

২৪ উত্তানমণ্ডূকাসন।

মণ্ডূকাসনে বসিয়া দুই কনুই দ্বারা মাথা ধরিয়া ব্যাঙের মতন চিত হইয়া থাকিলে উক্ত আসন হয়।

২৫ বৃক্ষাসন।

বাম উরুতে দক্ষিণ পদ দিয়া গাছের মত ভূমিতে সোজা হইয়া থাকিলে উক্ত আসন হয়।

২৬ গরুড়াসন।

উভয় জঙ্ঘা ও উরু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক দুই হাঁটুর দ্বারা সুস্থির হইয়া দুই হাঁটুর উপরে দুই হাত রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৭ বৃষাসন।

দক্ষিণ গুল্‌ফের উপরে গুহ্যদেশ রাখিয়া তাহার বামদিকে বামপদ উল্টাভাবে ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৮ শলভাসন।

অধোমুখে শুইয়া হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখিয়া উভয় হস্তের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে এবং দুই পদ শূন্যে আধ্ হাত উপরে রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৯ মকরাসন।

অধোমুখে শুইয়া মাটিতে বুক রাখিলে এবং পদদ্বয় ছড়াইয়া দুই হাত দিয়া মাথা ধরিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি পায়।

৩০ উষ্ট্রাসন।

অধোমুখে শুইয়া দুই পা উল্টাভাবে পিঠের উপর আনিবে এবং দুই হাত দিয়া ধরিবে, পেট ও মুখ গাঢ়রূপে আকুঞ্চিত করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

৩১ ভুজঙ্গাসন।

পায়ের বুড় আঙ্গুল হইতে নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে রাখিয়া দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় উপর দিকে মাথা তুলিলে উক্ত আসন হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও রোগ নষ্ট হয় এবং কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসন্ন হন।

৩২ যোগাসন।

দুই পা চিত করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া এবং দুই হাত চিত করিয়া ঐ আসনের উপর রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু টানিয়া কুম্ভক করত নাকের আগা দেখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে সুন্দররূপে যোগসাধন হয়।

শাস্ত্রে আসন দান করিবার বিধি আছে—(আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া (পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং।) এটী তন্ত্রোক্ত দেবোদ্দেশে আসনদানের মন্ত্র।*। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। এটী শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র।*। শেষমঞ্চং মহাদিব্যং ফণামণিসহস্রকং। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং গৃহাণাসনমীশ্বর। পৌরাণিক।)

আসন-সোল। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩°৪২´ উঃ, দেশা° ৮৭°১´ পূঃ। এখানে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। এখান হইতে রাণীগঞ্জে কয়লার বিস্তর রপ্তানী হয়।

আসনা (স্ত্রী) আস-যুচ্। স্থিতি। উপবেশন। (ণিন্যাস শ্রন্থো যুচ্। পা।৩।৩।১০৭। সমস্ত ণিজন্ত ধাতু এবং আস এবং শ্রন্থ এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয়। যুবোরনাকৌ। পা।৭।১।১। ইতি অনঃ ততষ্টাপ্।)

আসনাদি (পুং) আসনমাদির্যস্য বহুব্রী। তন্ত্রোক্ত পূজাঙ্গ উপচারগণ। যথা—১ আসন। ২ স্বাগত। ৩ পাদ্য। ৪ অর্ঘ্য। ৫ আচমনীয়। ৬ মধুপর্ক। ৭ আচমন। ৮ স্নান। ৯ বসন। ১০ আভরণ। ১১ গন্ধ। ১২ পুষ্প। ১৩ ধূপ। ১৪ দীপ। ১৫ নৈবেদ্য। ১৬ বন্দন।

আসনী (স্ত্রী) আস-আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। বিপণি। দোকান। স্থিতি। (আসনী বিপণৌ স্থিত্যাম্। মেদিনী)

আসন্দ (পুং) আসীদত্যস্মিন্। আ সদ-আধারে ঘঞ্। বাসুদেব। পরমব্রহ্ম। (আসন্দো বাসুদেবে স্যাৎ খট্টাভেদে চ যোষিতি। মেদিনী)

আসন্দী (ক্লী) আসদ্যতেঽস্যাং আ-সদ নিং গৌরাদিং ঙীপ্। যদ্বা আসনশব্দস্যাসন্দী ভাবঃ। উপবেশনযোগ্য আসনযন্ত্র, কেদারা, ক্ষুদ্রখট্টা। কোচ। সভার মধ্যস্থিত বেদিকা। তাদৃশ পীঠিকা স্বল্পার্থে কন্ আসন্দিকা, ক্ষুদ্র শয়নের যন্ত্র বিশেষ। আসন্দী অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বত্বং আসন্দীবৎ। (ত্রি) আসন্দীযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্। আসন্দীবতী। আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎকক্ষীবদ্রুমণ্বচ্চর্ম্মণ্বতী। পা ৮।২।১২। এতানি ষট্ সংজ্ঞায়াং নিপাত্যন্তে। আসনশব্দস্যাসন্দীভাবঃ। আসন্দীবান্ গ্রামঃ অন্যত্রাসনবান্। সিং কৌং। উক্তসূত্রে।)

আসন্ন (ত্রি) আ-সদ্-ক্ত। নিকটস্থ। উপস্থিত। সন্নিধানযুক্ত। সম্যক্ স্থিত। মুমূর্ষু। শাব্দবোধ সাধন আসত্তিযুক্ত বাক্য। (সমীপে নিকটাসন্নসন্নিকৃষ্টসনীড়বৎ। অমর)

আসন্নকাল (পুং) আ-সম্যক্ সীদতি যত্র আ-সদ-ক্ত প্রাদি সং। মৃত্যুকাল।

আসন্ন (ত্রি) আস্যে ভবঃ যৎ, আসন্নাদেশ। মুখভব।

আস্‌ফ্‌ উদ্দৌলা। অযোধ্যার নবাব। নবাব সুজা উদ্দৌলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজার মৃত্যু হইলে ইনি নবাব হন। প্রথমে ফৈজাবাদে রাজধানী ছিল, এখন আস্‌ফ্‌ উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌনগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর সহিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের একটা চুক্তি হয়, তাহাতে ইনি ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিবৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এই বন্দোবস্তের পর অযোধ্যা প্রদেশ শান্তিভাব ধারণ করিল, রাজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সর্‌ জন সোর গবর্ণর হইলেন। তিনি ছলে বলে নবাবের নিকট হইতে আরো কিছু আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহজে কিছু হইল না দেখিয়া নবাবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার মন্ত্রী মহারাজ ঝউলালকে কয়েদ করিলেন। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিল, ঝউলালই বুঝি তাহাদের অর্থলাভের পথে কণ্টক। আস্‌ফ্‌ উদ্দৌলা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়, তখন অগত্যা প্রতিবর্ষে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে কোন কারণে তিনি ইংরাজদিগের দ্বারা বিশেষরূপে মর্ম্মাহত হন; সেই মর্ম্মাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। (Dacoitee in excelsis, p, 33-34) আস্‌ফ্‌ উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌসহরে ইমাম্‌বাড়া নামে একটা বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করান, এই ঘরটী দৈর্ঘ্যে ১৬০ এবং প্রস্থে ৫০ গজ।

আস্‌ফ্‌ খাঁ। (আবদুল্‌ মজীদ্‌)। অকবরের সময়কার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গারাকোটা আক্রমণ করেন, ঐ স্থান বুন্দেলখণ্ডের প্রান্তভাগে নর্ম্মদা নদীর উপর। সেই সময় রাণী দুর্গাবতী গারাকোটার অধীশ্বরী। তিনি সসৈন্যে আস্‌ফ্‌ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আস্‌ফ্‌ খাঁর গূঢ় নীতিতে হিন্দুরমণী পরাজিত হইলেন। আস্‌ফ্‌ তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন। দুর্গাবতী নিজ সম্মান রক্ষা করিবার জন্য খড়্গাঘাতে আপন শিরঃ দ্বিখণ্ড করিলেন। আস্‌ফ্‌ দুর্গাবতীর অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সম্পত্তির অধিকাংশই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুপ্তকাণ্ড ধরা পড়িল,' তাহাতে তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। যাহা হউক চিতোর জয়ের পর, তিনি তথাকার জায়গির পাইয়াছিলেন।

আস্‌ফ্‌ খাঁ। মির্জা বদী-উজ্‌জমানের পুত্র। সকলে মির্জা জাফর বেগ বলিয়া ডাকিত। কাজবীন নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ইহাঁর খুড়া আকবর পাদশার একজন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ইনি বক্সিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। খুড়ার আস্‌ফ্‌ খাঁ উপাধি ছিল, তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি সেই উপাধি পাইলেন, তদবধি ইহাঁর অলফ্‌ খাঁ নাম হইল। ইনি কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। মোল্লা অহ্মদের মৃত্যু হইলে অক্‌বরের আদেশে ইনি 'তারিখ-অল্‌ফী' লেখেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর ইহাঁকে প্রধান দেওয়ানের পদ অর্পণ করেন। জাহাঙ্গীর পাদশার রাজত্বকালে ইনি মহা সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত "শীরিন্‌ বা খুস্রো" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আস্‌ফ্‌ খাঁ। আবুল হসন। জাহাঙ্গীরের একজন প্রধান উজীর। ইহাঁর কন্যা মুমতাজ্‌মহলের (তাজমহল) সঙ্গে শাহজহানের বিবাহ হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

আসম্বাধ (ত্রি) আ-সমন্তাৎ সম্বাধা অত্র। সঙ্কীর্ণ স্থানে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা শ্লিষ্ট। গায় গায় লাগিবার স্থান।

আসব (পুং) আ-সু-ভাবে আ-সু-কর্ম্মণি অপ্‌। ১ অভিষব। চোঁয়ান। (আসবোঽভিষবঃ। হেম ৩।৫৬৯।) ২ অভিষবণীয় মদ্য। মদ্য চোঁয়ানিয়া মদ। (মৈরেয়মাসবঃ সীধুর্ম্মেদকো জগলঃ সমৌ। অমর ২।১০।৪২।)

"যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্‌।
তদ্‌ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥"
মনু ১১।৯৬॥

আসবাব (পারস্য) দ্রব্য, জিনিস, যন্ত্র।

আস্‌বার (পারস্য) অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।

আস্‌মান (পারস্য) আকাশ, শূন্য।

আসমানী (পারস্য) আকাশের ন্যায় নীল।

আসর (দেশজ) রঙ্গস্থল। যাত্রাদি শুনিবার সাধারণের সমাগম স্থান।

"আসরে সজ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা,
গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস।" ঘনরাম॥

আসল (আরব্য) প্রকৃত, মূল, যথার্থ।

আসল-চোর (আরব-পারস্য) যষ্টীমধু। ২ যথার্থ চোর।

আসা (স্ত্রী) আ-সো-অঙ্‌। অস্তিকা (নিঘণ্টু ২।১৬) নিকট। (আরব্য) সোঁটা, যষ্টি। সচরাচর আসাসোঁটাও বলা হইয়া থাকে।

আসাদন (ক্লী) আ-সদ্‌-ণিচ্‌-ল্যুট্‌। সন্নিধাপন। স্থাপন। আসন্নতাসম্পাদন। পাওয়ান। মর্দ্দন।

আসাদিত (ত্রি) আ-সদ্‌-ণিচ্‌-ক্ত-ইট্‌। নিকটীকৃত। প্রাপ্ত। আয়োজিত। সন্নিধাপিত। সম্পাদিত। কামকেলী

আসক্ত। (লব্ধং প্রাপ্তং বিন্নং ভাবিতমাসাদিতঞ্চ ভূতঞ্চ। অমর।)

আসাদ্য (ত্রি) আ-সদ-ণিচ্-যৎ। প্রাপ্য। অবসন্ন করা (অব্য) আ-সদ্-ণিচ্ ল্যপ্। পাইয়া। (সমুদ্রমাসাদ্য ভবত্যপেয়া। রঘু।)

আসান (পারস্য) সহজ। সুবিধা। লাভ।

আসাবরদার (পারস্য) যষ্টিবাহক। যে লাঠি লইয়া আগে যায়।

আসাব (পুং) স্তোতা। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৮। ৯২। ১০।)

আসাব্য (ত্রি) আ-সু-ণ্যৎ। অভিষবণীয় মন্ত্রাদি।

আসাম। ভারতবর্ষের একটি প্রান্ত প্রদেশ। বাঙ্গালা-প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

আসামের উত্তর সীমা হিমালয়, উত্তর পূর্ব্বে মিস্মীগিরি-শ্রেণী, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের প্রান্তভাগ ও মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে গিরিশ্রেণী (এখানে কেবল লুসাইদিগের বাস) এবং ত্রিপুরারাজ্য, পশ্চিমে ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, কোচবেহাররাজ্য এবং জলপাইগুড়ি। অক্ষা০ ২৪° হইতে ২৮°১৭´ উঃ এবং দেশা০ ৮৯° ৪৫´ হইতে ৯৭° ৫০´ পূঃ মধ্যে স্থিত। ভূপরিমাণ প্রায় ৪৬,৩৪১ বর্গমাইল।

আসাম প্রদেশ প্রধানতঃ ১১টা জেলায় বিভক্ত;—১ গোয়ালপাড়া, ২ কামরূপ, ৩ দরঙ্গ, ৪ লখিমপুর, ৫ শিবসাগর, ৬ নওগাঁ, ৭ গারোপাহাড়, ৮ খশী ও জয়ন্তিগিরি, ৯ নাগা-পাহাড়, ১০ শিলহট, ১১ কাছাড়।

১। গোয়ালপাড়া—আসামের পশ্চিমাংশে, পূর্ব্বদ্বার এই গোয়ালপাড়ার সামিল। ইহার ভূমিপরিমাণ প্রায় ৪৪৩৩ বর্গমাইল। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় ও অনেকগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী শৃঙ্গ প্রধান—১ ভৈরবচূড়া, হুলুকান্তা, মেচ্চা থাওয়া, জঙ্গড়া জান্‌সা, পঞ্চরত্নী, অজাগর। নদী—ব্রহ্মপুত্র ছাড়া মানস, গদাধর বা গঙ্গাধর, সনকোশ বা সুবর্ণকোশ এই কয়েকটী প্রধান নদী উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে! আরও কতকগুলি, ছোট ছোট নদী আছে—১ চাঁপামতী, ২ কালানদী, ৩ জিঞ্জিরাম, ৪ দুধনাই, ৫ কৃষ্ণাই, ৬ হরিপাণি বা হাতবাটিয়া, ৭ জিনারি, ৮ তিপ্‌কাই, ৯ বামনাই। এই ছোট নদীগুলিতে কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে।

গোয়ালপাড়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টী পরগণা;—১ আরঙ্গাবাদ, ২ চপুর, ৩ ধুবড়ী, ৪ ঘুরুলা, ৫ গিলা, ৬ গোয়ালপাড়া, ৭ গোলা আলমগঞ্জ, ৮ হাবড়াঘাট, ৯ জামিরা, ১০ কলুমলু-পাড়া, ১১ করাইবাড়ী, ১২ খুতাঘাট, ১৩ মক্রমপুর, ১৪ মেচপাড়া, ১৫ নোয়াবদ্ ফতুরি, ১৬ পর্ব্বতজোয়ার, ১৭ তারিয়া।

২। কামরূপ,—আসামের মধ্যে এই জেলা সর্ব্ব-প্রধান। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৬৩১ বর্গ মাইল। এখানে কতকগুলি খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—মিকীর, বশিষ্ঠ, ফতাশিল, চূর্ণশালী, কামাখ্যা (কামগিরি), দীঘেশ্বরী, শিলা, হাজো, কেদার, মাধব, হাতিমুড়া, নগরবেড়া।

নদী—এখানে মানস, চাউলখোয়া, পাগ্‌লা মানস, সরু মানস, পহুমরা, কালদিয়া, নোয়ানদী, বরলিয়া, রোর্মা, লখাই তারা, বড়নদী, দিক্রু বা সোণারপুর, বাতা, কুল্‌সি, সিঙ্গারা, সজ্জং, টাঙ্গনমারী, তকিনদী, ভেকেলজনদী, অগ্রান্-নদী, সিঘুনদী, দিজমানদী, তুরঙ্গনদী, দোকাবনজুলি, মাতঙ্গ নদী ও বলদীনদী। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ছোট ছোট হ্রদও আছে।

ইহার প্রধান নগর গৌহাটী, বড়পেটা, দিবঙ্গিরি, পলাশ-বাড়ী, হাজো, কামাখ্যা। এই কয়েকটী প্রধান গ্রাম—বারপাড়া, দিজবোগাই, শাকমুড়ি, হাকিম হাট, জয়পুর ও মালাপাড়া।

৩। দরঙ্গ—আসামের মধ্য জেলা। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৪১৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—ভৈরবী, বিলাধারী, জিয়া ধনেশ্বরী, নোনাই, বড়নদী, ভোলা ও লক্ষ্মী।

নগর—তেজপুর, মঙ্গলদই, বিশ্বনাথ, হাওলা মোহনপুর, নলবাড়ী, কুরুয়া গাঁ।

৪। লখিমপুর—এই জেলা ব্রহ্মপুত্রের উভয় পারে, আসামের উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এখানকার নদী—ব্রহ্মপুত্র, (নদ) বিহানীমুখ, কুণ্ডিল, দিগরু তেঙ্গাপানু, নোয়াদিনু, দিক্রু, বুড়ীদিহিং, তিঙ্গরাই, শোণ, লোহিত, সুবনশিরি, রঙ্গা, দিক্রং, ধোলহাড়ী ও দিজমুর ইত্যাদি।

প্রধাননগর—দিক্রুগড়।

৫। শিবসাগর—ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ ২৮৫৫ বর্গমাইল।

এখানকার প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র (নদ) ধনেশ্বরী, বুড়ীদিং, দিশং ও দিখুনদী। এতদ্ভিন্ন কাকদাঙ্গা, দিশাই, কোকিলা, জাঞ্জি, দ্বারিকা ও দিমুনামে কয়টী ছোটনদী আছে।

প্রধাননগর—শিবসাগর, রঙ্গপুর, গড়গাঁ, জোড়হাট, গোলাঘাট।

৬। নওগাঁ—এই জেলা আসামের মধ্যভাগে। ভূমি;

পরিমাণ ৩৪১৫ বর্গমাইল। এখানে মিকীর ও কামাখ্যা গিরিশ্রেণী আছে।

নদী—মিচা, দিজু, ননাই, কপিলি, কলঙ্গ, সোণাই, যমুনা, দেবপানি, বড়পানি, ধনেশ্বরী। এখানে কয়েকটী হ্রদ আছে—গরঙ্গা, কাচধরা, মের, মরিকলঙ্গ, মোরা কলঙ্গ, উদারি, থঙ্গরিয়া ও পকারিয়া।

এই স্থান ১২৭টী পরগণায় বিভক্ত।

৭। গারো—ইহা পার্ব্বতীয় জেলা। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩১৮০ বর্গমাইল। এইস্থান অনেকগুলি পাহাড়ে বেষ্টিত। তন্মধ্যে তুরা ও আরবেলা পাহাড় প্রধান।

এখানকার প্রধান নদী—কৃষ্ণাই, কালু, ভোগাই, নেতাই ও সোমেশ্বরী।

৮। খসী ও জয়ন্তী গিরি—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৬১৫৭ বর্গমাইল।

এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী আছে।

৯। নাগাপাহাড়—এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে রেঙ্গমা নামক গিরিশ্রেণী প্রধান। প্রধান নদী—দয়াঙ্গ, ধনেশ্বরী, যমুনা; এতদ্ভিন্ন দিক্রু, স্বর্গতি ও পাথর দেশা নামক কএকটী ক্ষুদ্র নদী আছে।

১০। শিলহট (শ্রীহট্ট)—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৫৪৪০ বর্গ মাইল। এখানে এই কয়টী পাহাড় আছে—রঘুনন্দন, দিনারপুর বা সাতগাঁ, বালিশিরা, ভানুগাছ, সরোগজ, পাথরিয়া, প্রতাপগড়, সিদ্ধেশ্বর।

প্রধান নদী—বরাক, সুর্ম্মা, কুশিয়ারা, ধনেশ্বরী। এই জেলা ১৮৫টী পরগণায় বিভক্ত। [শ্রীহট্ট দেখ।]

১১। কাছাড়—এইস্থান আসামের দক্ষিণপূর্ব্বে। এই জেলার চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। প্রধান নদী—বরাক, টিপাই, ঝরি, ধনেশ্বরী। প্রধাননগর—শিলচর।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও শস্যশালী ভূমি। ইহার নদী হইতে সোণার কুচি পাওয়া যায়। অহম্ জাতির নামানুসারে এই স্থানের নাম আসাম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানের নাম প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ ছিল। মহাভারতে ইহা পরশুরামের তীর্থ 'লৌহিত্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রের মতানুসারে পূর্ব্বতন আসাম বা কামরূপ রাজ্য করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী (বর্ত্তমান সদিয়া নামক স্থান) অবধি বিস্তৃত ছিল। অতি পূর্ব্বকালে ইহার সকল স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল, মহারাজ নরক তাহাদিগকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্ত্তমান কামাখ্যার নিকটে প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামে আপনার একটী রাজধানী স্থাপন করেন। [কামরূপ শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

১২২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের মোমীয়েৎ নামক স্থান হইতে অহমেরা আসাম আক্রমণ করিতে আসে। অহমেরা শানবংশীয়, শ্যামদেশবাসীদিগের সহিত এক জাতীয়। তাহারা স্বভাবতই বলিষ্ঠ ও সাহসী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া শিবসাগর জেলা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে অহমরাজ চুহুঙ্ক হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৬১১-১৬৫৪ খৃঃ মধ্যে চুচেংফ আসামের রাজা হন; তিনি শিবসাগরে একটী বৃহৎ শিবালয় নির্ম্মাণ করান। তাঁহার সময় তাঁহার রাজ্যের চারিদিকেই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎপুত্র চতুল্লা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা জয়ধ্বজ সিংহ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় অরঙ্গজিব পাদশাহের সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাকার অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অধীনে আনিতে পারেন নাই। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে রুদ্রসিংহ নামে একজন প্রবল প্রতাপশালী অহম্‌রাজ আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরে আসামের অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময় ইংরাজেরা বণিক্‌বেশে আসামে প্রবেশ করিয়াছেন। দেশের অবস্থা দেখিয়া ইংরাজেরা উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরঙ্গের কোচরাজ ও মটক জাতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইংরাজেরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১৭৯২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়েলস্‌কে সসৈন্যে আসামে পাঠাইয়া দেন। ১৭৯৪ খৃঃ অঃ কাপ্তেন ওয়েলস্ কতকটা গোলযোগ থামাইয়া আসেন। এই সময়ের পর হইতে আসামরাজ মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পুত্তলিকাবৎ চালিত হইতে লাগিলেন। এমন কেহ উপযুক্ত লোক নাই যে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে। আসামীরা ব্রহ্মদিগকে সালিশি করিল, ব্রহ্মেরা সুবিধা পাইয়া আপনাদের আধিপত্য চালাইতে লাগিল। আসামীরা তাহাদের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া পড়িল। ইংরাজদিগের দৃষ্টি বরাবর আসামের দিকে ছিল। ১৮২৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ ও ব্রহ্মদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী যন্দবু নামক স্থানে একটী সন্ধি হয়। তাহাতে আসামের সমুদায় নিম্নপ্রদেশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। আসামের উত্তরাংশ মটক (পুরন্দর সিংহ নামক একজন)

বড় সেনাপতির অধিকারে ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উহা আপনাদের অধিকারের সামীল করিয়া লইলেন। [শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

আসামে নানাপ্রকার অসভ্য জাতির বাস। তন্মধ্যে নাগা, অঙ্গামী নাগা, গারো, রেঙ্গমা প্রভৃতি কয়েকটী জাতিই প্রধান। এ ছাড়া আসামের বহির্ভাগে ভোটিয়া, অকা, দফ্‌লা, মীরা, আবর, মিস্মী প্রভৃতি পরাক্রান্ত অসভ্য জাতিরা বাস করে। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক জাতির বিবরণ দেখ।]

আসামীদের বড় একটা কোন ধর্ম্মের উপর আস্থা নাই। তাহারা সকল রকম মাংসই উদরসাৎ করে। মরা জন্তুর মাংস খাইতে ভালবাসে। তাহারা ঘৃত খায় না।

আসামীরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের কোন আবরু নাই। আসামীদের অর্থের প্রয়োজন হইলে আপন স্ত্রীকে অপর পুরুষের কাছে বাঁধা দিয়া অর্থ লয়। যতদিন না অর্থ পরিশোধ করিতে পারে, ততদিন সেই স্ত্রী অপর পুরুষের হয়। পুরুষেরা মাথা, দাড়ী ও গোঁফ কামায়। সকলেই বড় সাহসী ও যুদ্ধপটু। দয়া মায়া কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সকলে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। বড়লোক পাল্কী করিয়া যাতায়াত করে। তাহারা তীর, বর্ষা, তরবার ও বাঁশের লাঠী ব্যবহার করে। বড়লোকের মৃতদেহ গোর দেয়, সেই সঙ্গে তাহার পত্নী, দাস দাসী, স্বর্ণ, রৌপ্য পাত্র ও খাদ্যসামগ্রীও চাপা দেওয়া হয়। এই জন্য তাহাদের গোরস্থানে বৃহৎ গর্ত্ত করিতে হয়। আসামীদের বিশ্বাস গোরের সঙ্গে ঐ সকল দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ সকল উপভোগ করে।

উৎপন্ন দ্রব্য—আসামে প্রচুর শস্য জন্মে। এখানে রীতিমত চাষ না দিলেও যথেষ্ট ধান্য পাওয়া যায়। এখানে আম, কাঁঠাল, কমলালেবু, পাতিলেবু, কলা, পানিয়াল, নারিকেল, মরিচ, নানা জাতীয় ইক্ষু, আদা, নাগরবেল ও অড়হর গাছ বেশ জন্মে।

এখানে এড়িয়া ও মুগে রেশমের কাপড় তৈয়ার হয়। শ্রীহট্ট ও সুন্দরার শীতলপাটী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখন আসামে নানাজাতি বাস করিতেছে। আসামের চা-বাগানের জন্য প্রতিবর্ষে হাজার হাজার কুলী নানা স্থান হইতে পাঠান হইয়া থাকে।

আসামী (আরব্য) ১ কৃষী। ২ প্রতিবাদী। দোষী। । *। আসামের লোককে আসামী বলা হয়।

আসার (পুং) আ-সৃ-ঘঞ্। ১ ধারাসম্পাত, অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়া, বেগে বৃষ্টি হওয়া। (ধারাসম্পাত আসারঃ। অমর) ২ প্রসরণ, সরা, চলিয়া যাওয়া। ৩ সৈন্যদিগের সকল দিকে ব্যাপ্তি। আভিব্যক্তেঃলেন করণে ঘঞ্। ৪ সুহৃদ্বল। ৫ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যস্থ রাজবিশেষ। (আসারো-বেগবদ্বর্ষে সুহৃদ্বলপ্রসারয়োঃ। হেম।) দ্বাদশমণ্ডল যথা—আত্মমণ্ডল, রিপুমণ্ডল, সুহৃদমণ্ডল, শত্রুমিত্রমণ্ডল, মিত্রমিত্র-মণ্ডল, মিত্ররিপুমণ্ডল। যুদ্ধের সময়ে এই ছয় মণ্ডল অগ্রে থাকিত। পাষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার, আক্রন্দাসার, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে শত্রু মধ্যস্থ, নিগ্রহ অনুগ্রহে শত্রু উদাসীন, এই ছয় মণ্ডল যুদ্ধের সময়ে পশ্চাতে থাকিত। ৬ বড়্‌বিংশতি রগণ দ্বারা রচিত দণ্ডকচ্ছন্দো-বিশেষ। [আরাম দেখ।]

আসিক (পুং) অসিঃ প্রহরণমস্য ঠক্। খড়্গদ্বারা যুদ্ধকারক। তরবারী দ্বারা যুদ্ধকারী।

আসিকা (স্ত্রী) পর্য্যায়েণ আসনং। আস (পর্য্যায়ার্হর্ণোৎপত্তিষু। পা ৩।৩।১১১।) ইতি পর্য্যায়ে ণুচ্ টাপ্। পর্য্যায়ক্রমে উপবেশন। পর্য্যায়ক্রমে থাকা।

আসিক্ত (ত্রি) ঈষৎ সম্যগ্বা সিক্তং। আ-সিচ-ক্ত। ঈষদ্-সিক্ত। যাহাতে অল্প জলাদি সেচন করা হইয়াছে। সম্যক্-সিক্ত। সুন্দররূপে জলাদি দ্বারা সেকযুক্ত।

আসিচ্ (ত্রি) আসিচ্যমান। আহুতি। (ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ২।৩৭।১)

আসিত (ক্লী) আস-ভাবে-ক্ত। ১ উপবেশন। আধারে ক্ত। ২ উপবেশনের আধার, বসিবার স্থান। *। ক্তোঽধিকরণে চ ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ। পা ৩। ৪। ৭৬। ধ্রৌব্য (নিশ্চলার্থ) গত্যর্থ প্রত্যবসানার্থ (ভোজনার্থ) এই সকল ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্ত হয় এবং গত্যর্থে কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়।

মুকুন্দস্যাসিতমিদমিদং যাতং রমাপতেঃ।
ভুক্তমেতদনন্তস্যেত্যূচুর্গোপ্যো দিদৃক্ষবঃ॥ সিং কৌং
উক্ত সূত্রে।

অসিতস্য মুনেরপত্যং শিবাদিগণস্যাকৃতিগণত্বাৎ (শবাদি-ভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) ইত্যণ্। অসিত মুনির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। সেই অসিত মুনির পুত্র শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর।

আসিধার (ক্লী) অসিধারা ইবাস্ত্যত্র অণ্। কামুক ভাব পরিত্যাগ করিয়া যুবা যুবতীর সহিত যদি সুন্দর ভর্ত্তার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন, তবে সেই আচরণের নাম আসিধার ব্রত।

আসিদ্ধ (ত্রি) আ-সিধ-ক্ত। রাজাজ্ঞাহেতু বাদী যে প্রতিবাদীকে বদ্ধ করিয়াছে, যাহার গমনাদি রোধ করিয়াছে সেই ব্যক্তি।

আসিনাসি (পুং ক্লী) অসিঃ খড়্গঃ স ইব তীক্ষ্ণাগ্রা নাসা যস্য সোঽসিনাসঃ মুনিভেদস্তস্যাপত্যং ইঞ্। অসিনাস মুনির অপত্য।

ততঃ (গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। ৪।১।৯৪) ইতি ফক্ (ন তৌবলিভ্যঃ। পা।২।৪।৬১।) ইতি তস্য ন লুক্। আসিনাসায়নঃ। তৎপৌত্র।

আসিয়া। একটী মহাদ্বীপ। [এসিয়া দেখ।]

আসীন (ত্রি) আস-শানচ্। (ঈদাসঃ। পা।৭।২।৮৩) ইতি ঈত্বং। উপবিষ্ট। [আস ধাতুতে উদাহরণ দেখ।]

আসীন প্রচলায়িত (ক্লী) আসীনেন উপবিষ্টেনৈব প্রচলবৎ আচরিতং আসীন-প্রচল-ক্যচ্ ভাবে-ক্ত। উপবেশন করিয়া নিদ্রাহেতু ঢোলা। ঘুমের ঘোরে ঢুলুনি।

আসুৎ (ত্রি) আ-সু-ক্বিপ্-তুক্। কৃতাভিষব। কৃতস্নান।

আসুতি (স্ত্রী) আ-সু-ক্তিন্। ১ সোমলতাদি নিষ্পীড়ন। ২ অভিষব, মন্থনিষ্পাদন, পাকের দ্বারা মদ চোয়ান ("ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায়।" ঋক্ ৮।১।২৬।*। আসুতিঃ আসবো মদকরঃ। সায়ণ।) ৩ ক্ষীরাদি পেয় ("যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আসুতিং দাঃ।" ঋক্ ১।১০৪।৭।*। আসুতিং পেয়ং ক্ষীরাদিকং। সায়ন) আ-সু প্রসবে ক্বিপ্। ৪ প্রসব। আসুতেঃ সন্নিকৃষ্টদেশাদিঃ চতুরর্থ্যাং (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) ইতি মতুপ্। আসুতিমৎ (ত্রি) আসুতির নিকটস্থ দেশাদি। অস্ত্যর্থে মতুপ্। আসুতিবিশিষ্ট (মন্থসন্ধানমাসুতিঃ। হেম) (স্ত্রী) ঙীপ্-আসুতিমতী।

আসুতীয় (ত্রি) আসুৎ তস্যেদং (গহাদিভ্যশ্চ। ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। স্নানকারী বা মন্থকারী সম্বন্ধীয়।

আসুতীবল (পুং) অসুতিরস্ত্যস্য (রজঃ কৃষ্যাসুতিপরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) ইতি বলচ্। বল ইতি দীর্ঘঃ। ১ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। ২ যিনি সোমলতার রস চোঁয়াইতে পারেন তাদৃশ যাজ্ঞিক।

আসুর (ত্রি) অসুরস্যেদং অণ্। ১ অসুরসম্বন্ধী। (সর্ব্বং তদাসুরং দানং। স্মৃতি) কাত্যায়ন লিখিয়াছেন—"কুলালচক্র-নিষ্পন্নমাসুরং মৃন্ময়ং স্মৃতং। তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি বৈদিকং ভবেৎ।" কুম্ভকারেরা চক্র দ্বারা যে সকল মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করে, সেই সকলই আসুর অর্থাৎ তাহাতে পাক করিলে তাহা অসুরেরা পায়। আর যে মৃন্ময় পাত্র (মালসাদি) হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত করে সেই স্থাল্যাদি হাঁড়ী বৈদিক অর্থাৎ বৈদিক পাকাদির উপযোগী। এই জন্যই অদ্যাপি হবিষ্যতে মালসা প্রচলিত আছে। (স্ত্রী) ঙীপ্। ২ আসুরী। (আসুরী রাত্রিরন্যত্র। স্মৃতি) (পুং) অসুরের ন্যায় আচারযুক্ত ব্যক্তি। তাহাদের শৌচ, আচার, সত্য প্রতিপালন প্রভৃতি কিছুই থাকে না। তাহারা কামচারী দাম্ভিক ও মদযুক্ত হয়। তাহারা ঈশ্বরকে মানে না। তাহারা আমিই ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, সুখী, বলবান্, ধনাঢ্য, অভিজনশালী, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে এইরূপ ভাবিয়া থাকে। ৩ অসুরের ন্যায় কর্ত্তব্য বিবাহবিশেষ।

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥" মনু।৩।২১।

মনু এই আটপ্রকার বিবাহ লিখিয়া তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং।৩।৩১। বচনে আসুর বিবাহের এই বিবৃত করিয়াছেন যে কন্যার পিত্রাদিকে ও কন্যাকে যথাশক্তি শুল্ক (পণ) দান করিলে বরের ইচ্ছানুসারে যে কন্যাদান তাহার নাম আশুর বিবাহ। ৩ কর্ম্ম-বিঘ্নকারী অসুরহন্তা। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ।) (স্ত্রী) ৪ রাজসর্ষপ। রাই সরিষা। (ক্ষবঃ ক্ষুধাভিজননো রাজিকাকৃষিকাসুরী। অমর) (ক্লী) ৫ বিট্‌লবণ। স্বার্থে অণ্। অসুর। ৬ অযজনশীল (স্ত্রী) ৭ ছেদাত্মক চিকিৎসা। যে চিকিৎসায় ছেদনাদি অস্ত্র কার্য্য আছে। যেমন ভগ্ন হস্ত পদাদির ছেদন।

আসুরস্ব (ক্লী) ৬তৎ। যজনহীন ব্যক্তির ধন।

আসুরায়ণ (পুং) আসুরেরপত্যং যুবা (গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। পা ৪।১।৯৪।) ইতি ফক্। অসুরের যুবগোত্রাপত্য। (স্ত্রী) পা ৪।১।১৯। সূত্রস্থ (আসুরে রূপসংখ্যানং। ইতি বার্ত্তিকাৎ ফে ষিত্বাৎ ঙীপ্। আসুরায়ণী।

আসুরি (পুং) অস্যতি ক্ষিপতি পাপানি তত্বজ্ঞানেন অসু ক্ষেপণে (অসেরুরণ্। উণ্।১।৪১।) ইত্যুরণ্ অসুরঃ কপিলস্তস্য ছাত্রঃ ইঞ্। সাংখ্যযোগাচার্য্য কপিলের শিষ্য ঋষিবিশেষ। (ততঃ গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। পা ৪।১।৯৪) ইতি ফক্ তস্য (ন তৌবলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১।) ইতি ন লুক্। আসুরি। আসুর মুনির পুত্র। আসুরায়ণ তৎপৌত্র, তিনি একজন যজুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

আসুরিক (ত্রি) অসুর-ঠঞ্। অসুরসম্বন্ধীয়।

আসুরিবাসিন্ (পুং) আসুরৌ আসুরমুনিসমীপে বসতি ণিনি। আসুরি মুনির অন্তেবাসী। তৎশিষ্য প্রশ্নীপুত্র, যজুর্বে'দ সম্প্রদায়ক ঋষিবিশেষ।

আসুরীয় (পুং) অসুরেণ প্রোক্তং অসুর (ছশ্চেতি চ বক্তব্যম্। পা ৪।১।১৯। বার্ত্তিকেনেতি) ছ। অসুরকথিত কল্পশাস্ত্র।

আসুরী (স্ত্রী) অসুরস্যেদমিত্যণ্। অসুরসম্বন্ধীয়।

আসেচনবৎ (ত্রি) আসেচন-মতুপ্। অতি ভালবাসাযুক্ত ব্যক্তি।

আসেক (পুং) আ-সিচ-ঘঞ্। জলাদিদ্বারা বৃক্ষাদির অল্প সেচন করা। সম্যক্ সেচন করা।

আসেক্য (পুং) আসেকমর্হতি আসেক-যৎ, আ-সিচ্-ণ্যদ্বা। নপুংসকবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, মাতা ও পিতার তুল্যবীর্য্য হইলে আসেক্যের জন্ম হয়, সেই ক্লীব শুক্রপান করিয়া নিশ্চয় উন্নত লিঙ্গ লাভ করিতে পারে।

আসেচন (ত্রি) ন সিচ্যতে তৃপ্যতি মনোঽস্মাৎ অপাদানে ল্যুট্, অসেচনঃ স্বার্থে অণ্। ১ যাহা নিয়ত দেখিয়াও তৃপ্তির শেষ হয় না সেই বস্তু প্রভৃতি। (ক্লী) স্বার্থে কন্। আসেচনক। ঐ অর্থ। রায়মুকুট "অসেচন" এইরূপই পাঠ করেন। আ-সিচ-ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ২ সম্যক্‌সেচন। করণে ল্যুট্ (ত্রি) ৩ সম্যক্ বা ঈষৎ সেচন-সাধন পাত্র। (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেচনী। ক্ষুদ্র সেচনপাত্র।

আসেদিবস্ (ত্রি) আ-সদ্—(ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ। পা ৩।২।১০৮) ইতি ভাষায়াং লিড্বাৎ, তস্য চ নিত্যং ক্বসুঃ তস্মিন্ পরে দ্বির্ভাবঃ; অভ্যাসলোপঃ, অত এত্বঞ্চ, তত একাচ্ত্বাৎ (বস্বেকাজাদ্‌ঘসাং। পা ৭।২।৬৭।) ইতি বসাবিট্। ১ নিকটাগত। ২ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। বসোঃ সম্প্রসারণং। পা ৬।৪।১৩১।) ইতি বস্যোত্বম্। অসিদ্ধংবহিরঙ্গ-মন্তরঙ্গে। ইতীটোঽপি নিবৃত্তিঃ, ষত্বঞ্চ, আসেদুষী—আগতা, প্রাপ্তা। উপস্থিতা। আসেদিবান্, আসেদিবাংসৌ। ত্রয়া—আসেদুষা।

আসেদ্ধৃ (ত্রি) আ-সিধ-তৃচ্। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা হেতু প্রতিবাদীর গতি প্রভৃতির রোধকর্ত্তা, বাদী (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেদ্ধ্রী।

আসেধ (পুং) আ সিধ-ভাবে ঘঞ্। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা-হেতু বাদিকর্ত্তৃক প্রতিবাদীর স্থানান্তরে গমন নিবারণ।

আসেধ ৪ প্রকার—১ যাহা বলিবে তাহা না করা, ২ তাহার কথা অতিক্রম করা, ৩ যত কাল না ডাকা হয় তদবধি স্থানান্তরে রাখা, ৪ কোন কর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া বিদেশে পাঠান।

আসেবন (ক্লী) সম্যক্ সেবনং প্রাদিসং। ১ সর্ব্বদা সেবা-করা। ২ পৌনঃপুন্য। (নিসস্তপতাবনাসেবনে। পা ৮।৩।১০২। আসেবনং পৌনঃপুন্যং। সিং কৌং উক্ত স্থলে বৃত্তি।)

আসেবা (স্ত্রী) আ-সেব-অঙ্-টাপ্। (পৌনঃপুন্য। ক্রিয়ায়াঃ পৌনঃপুন্যমাসেবা। সিং কৌং ৩।৪।৫৬। বৃত্তিঃ।) সম্যক্ সেবা। ২ রাক্ষসী।

আসেবিত (ত্রি) আ-সেব-ক্ত-ইট্। ১ সম্যক্ সেবিত। ২ পুনঃ পুনঃ সেবিত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ৩ সম্যক্ সেবা।

আসেবিতিন্ (ত্রি) আসেবিত (ইষ্টাদিভ্যশ্চ।) ইতি ইনি। সুন্দর সেবাকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেবিতিনী।

আস্কন্দ (পুং) আ-স্কন্দ-ঘঞ্। ১ উৎপ্লবন, ঊর্দ্ধে লাফ দেওয়া। ২ আক্রমণ। ৩ সম্যক্‌শোষণ। ৪ তিরস্কার। ৫ ঘোড়া প্রভৃতির আস্কন্দিত নামক গতি বিশেষ।

আস্কন্দন (ক্লী) আস্কন্দ্যতেঽত্র আ-স্কন্দ আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। ভাবে ল্যুট্। ২ তিরস্কার। ৩ আক্রমণ। ৪ উৎপ্লবন। ৫ অশ্বের গতি বিশেষ।

আস্কন্দিত (ক্লী) আ-স্কন্দ-ণিচ্-ক্ত ইট্। অশ্বের গতি বিশেষ। (আস্কন্দিতং ধৌরিতকং রেচিতং বল্গিতং প্লুতং। অমর।) তারকাদিং ইতচ্ (ত্রি) মাত্র আস্কন্দনযুক্ত। সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। আস্কন্দিতক। ঐ অর্থ।

"ধোরিতং বল্গিতং প্লুতমুত্তেজিতোত্তেরিতানি চ। ৩১১।
গতয়ঃ পঞ্চধারাখ্যাস্তুরঙ্গাণাং ক্রমাদিমাঃ।
তত্র ধৌরিতকং ধৌর্য্যং ধোরণং ধোরিতঞ্চ তৎ॥ ৩১২।
বক্রকঙ্কশিখিক্রোড়গতিবদ্বল্গিতং পুনঃ।
অগ্রকায়সমুল্লাসাৎ কুঞ্চিতাস্যং নতত্রিকম্॥ ৩১৩।
প্লুতস্তু লঙ্ঘনং পক্ষিমৃগগত্যনুদারকম্।
উত্তেজিতং রেচিতং স্যান্মধ্যবেগেন যা গতিঃ॥ ৩১৪।
উত্তেরিতমুপকণ্ঠমাস্কন্দিতকমিত্যপি।
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গমনং কোপাদিবাখিলৈঃ পদৈঃ॥ ৩১৫।
হেম। ৪ তির্য্যক্‌কাণ্ডঃ।

হেমচন্দ্রের মতে ধোরিত, বল্গিত, প্লুতি, উত্তেজিত, উত্তেরিত, অশ্বের এই পাঁচ প্রকার গতি। তন্মধ্যে অশ্বদিগকে গাড়ীর ধুরায় বাঁধিয়া দিলে অর্থাৎ ঘোড়া গাড়ী প্রভৃতিতে যুতিয়া দিলে তাহারা যেরূপ গমন করে তাহার নাম ধৌরিতক, ধৌর্য্য, ধোরণ, ধোরিত। লাগামের দ্বারা মুখ টানিলে ক্রোড়ের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রের পা তুলিতে তুলিতে অগ্নিশিখার ন্যায় বা কঙ্ক পক্ষীর ন্যায় শিখাধারী হইয়া অর্থাৎ ঝুঁটের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া উল্লাস হেতু গলা উচ্চ করিয়া মুখটী কিছু কুঞ্চিত অর্থাৎ নিম্নদিকে রাখিয়া এবং পশ্চাদ্‌ভাগ কিঞ্চিৎ নত করিয়া যে গমন করে তাহার নাম বল্গিত। পক্ষীর বা মৃগের গতির ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে খানিক খানিক স্থান লঙ্ঘন করিতে করিতে যাওয়ার নাম প্লুতি বা প্লুত। কালিদাস শকুন্তলায় মৃগের প্লুত গতিটী ঠিক্ এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—(পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।) মধ্যে বেগদ্বারা যে গতি তাহার নাম উত্তেজিত বা রেচিত। কখন কখন যেন কোপহেতু চারিখানি পা তুলিয়া এককালীন ঊর্দ্ধদিকে লাফাইয়া উঠে, কখন কখন সেইরূপ লাফাইতে লাফাইতে যে গমন করে, তাহার নাম উত্তেরিত বা উপকণ্ঠ অথবা আস্কন্দিতক।

আস্কন্দিন্ (ত্রি) আ-স্কন্দতি হিনস্তি আ-স্কন্দ-ইন্। হিংসক।

আস্কিয়া (চলিত) আস্কে পিঠে। চাউলের গুঁড়া বা ময়দা গুলিয়া উননে শরা চাপাইবে, শেষে ঐ গোলা তাহাতে দিয়া চারি পাশে একটু একটু জল দিলে পিটা ফুলিবে, তাহা নামাইলেই আস্কিয়া হইল।

আস্ক্র (ত্রি) আ-ক্রম-ড বেদে পৃষোঃ সূট্। ১ আক্রামক, যে আক্রমণ করে। ভাবে ড। ২ আক্রমণ। বোধ হয় আস্ক্র শব্দের অপভ্রংশই "আস্কারা" হইয়াছে।

আস্ত (ত্রি) আ-অস বিক্ষেপে ক্ত। ১ সম্যক্ ক্ষিপ্ত, একবারে ফেলে দেওয়া। (অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। মনু। ৩। ৭৬। সম্যক্ ক্ষিপ্তা। কুল্লূক।)

আস্তর (পুং) আ-স্তৃ-ঋদোরবিত্যপ্। পা ৩। ৩। ৫। ১ হস্তীর পৃষ্ঠস্থ কম্বল, ঝুল। ২ বিস্তরণীয় দরমা প্রভৃতি। ভাবে অপ্। ৩ সুবিস্তার। ৪ অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে—

"আস্তরো গ্রন্থিপাদঃ স্যাৎ দীর্ঘমৌলির্বৃহৎকরঃ।
ভুগ্নহস্তোদরশিরঃশ্যামবর্ণো দ্বিহস্তকঃ॥
ভ্রামণং কর্ষণঞ্চৈব চোটনং তৎত্রিবল্লিতম্।
জ্ঞাত্বা শত্রূন্ রণে হন্যাৎ ধার্য্যঃ সাদিপদাতিভিঃ॥"

আস্তর নামক অস্ত্রের পাদদেশ গ্রন্থিযুক্ত, মস্তক দীর্ঘ, হাতল বড়, হাতল, উদর ও মাথা বাঁকা, বর্ণ কাল, পরিমাণ দুই হাত। ইহা দ্বারা ঘুরাণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ এই কয়েকটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অস্ত্রে যুদ্ধকালে শত্রুবিনাশ করিবে। অশ্বারোহী ও পদাতি ইহা ধারণ করিবে। ৫ জামা প্রভৃতির ভিতর কাপড়।

আস্তরণ (ক্লী) আস্তীর্য্যতে যৎ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ আস্তীর্য্যমান কটাদি, যে আসনাদি বিস্তার করিয়া বসা যায়। (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্তরণী। আস্তরণপট, গালিচা প্রভৃতি। ভাবে-ল্যুট্। ২ বিস্তার। আস্তরণে দীয়তে কার্য্যং বা (ব্যুষ্টাদিভ্যোহণ্। পা ৫। ১। ৯৭।) ইতি অণ্ (ত্রি) ৩ আস্তরণে যাহা দিতে হয়। ৪ আস্তরণে যাহা করা যায়।

আস্তারণিক (ত্রি) আস্তরণং প্রয়োজনমস্য আস্তরণ-ঠক্। আস্তরণ-সাধন বস্ত্রাদি।

আস্তরণীয় (ত্রি) আস্তরণস্যেদং বৃদ্ধত্বাৎ ছ। আস্তরণ-সম্বন্ধী।

আস্তানা (পারস্য) ১ চালা। ২ ফকিরদিগের বিশ্রামঘর।

আস্তায়ন (ত্রি) অস্তি ইতি অব্যয়ং, অস্তি বিদ্যমানস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদি (পা ৪। ২। ৮০। পক্ষাদিং ফক্। অব্যয়স্য টিলোপঃ। বর্ত্তমান নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

আস্তার (পুং) আ-স্তৃ-ঘঞ্। ১ বিস্তারের যোগ্য। ২ বিস্তার।

আস্তারপংক্তি (স্ত্রী) আস্তারো নাম পংক্তিঃ, শাকতৎ। বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

আস্তাব (পুং) আ-স্তুবন্ত্যত্র আ-স্তু-আধারে ঘঞ্। ১ যজ্ঞে স্তোতৃগণ যে স্থানে স্তব করিতেন। ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ স্তব।

আস্তাবল্ (পারস্য) ঘোড়ার ঘর।

আস্তেব্যস্তে (চলিত) আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে।

আস্তিক (ত্রি) অস্তি পরলোক ইতি মতির্যস্য। (অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ। পা ৪। ৪। ৬০।) ইতি ঠক্। ১ পরলোক-অস্তিত্ববাদী, পরলোক আছে এই কথা যিনি স্বীকার করেন। ২ জরৎকারু মুনির পুত্র নিরুক্ত নামক মুনিবিশেষ, তিনিই পরলোক আছে এ কথা প্রথমে বলেন তজ্জন্য তাঁহার নাম আস্তিক হইয়াছে। [আস্তীক দেখ।]

আস্তিকার্থদ (পুং) আস্তিকায় অর্থং দদাতি আস্তিক-অর্থ—দা-ক। জনমেজয়।

আস্তিক্য (ক্লী) অস্তিকস্য ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮।) ইতি যক্। আস্তিকত্ব। পরলোকস্বীকার।

আস্তীক (পুং) বাসুকির ভগিনী মনসার গর্ভে জাত জরৎকারুমুনির পুত্র মুনিবিশেষ। বাসুকির জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হয়; বাসুকি ঐ শাপ বিমোচনের জন্য মহাতপা জরৎকারুকে নিজ ভগিনী প্রদান করিলেন; কিন্তু সম্প্রদানের পূর্ব্বে জরৎকারু মুনি বলিলেন, প্রদান কর, কিন্তু তাহার ভরণ পোষণের ভার আমি নিতে পারিব না এবং তোমার ভগিনী যদি আমার অমতে কার্য্য করেন, তবে তখনিই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। বাসুকি তাহাও স্বীকার করিয়া ভগিনীকে বিবাহ দিলেন। অনন্তর মুনি সহবাসে তাহার গর্ভ হইল। একদা মহর্ষি নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে নাগভগিনী জরৎকারু দেখিলেন যে, সূর্য্য অস্ত যায়, স্বামীর সায়ংক্রিয়ার কাল অতীত হয়, কি করি, ঋষি ভয়ানক রাগী, এখন জাগাইলে ত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, যাই হোক্ ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পাপ হইবে না, আমি ইহাঁকে জাগাই, এই ভাবিয়া জাগাইলেন। ঋষি উঠিয়া বলিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য করিলে; সুতরাং এখানে আর কিছুতেই থাকিব না। তুমি দুঃখিত হইও না এবং তোমার ভাইও যেন দুঃখিত না হন। এই বলিয়া তিনি চলিলেন। তখন জরৎকারু জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! আপনি ত চলিলেন, বাসুকি যে জন্য আপনার নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন তাহার কি হইল?

তখন মুনি বলিলেন "অস্তি" অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে জরৎকারু পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র সর্পভবনে সর্প কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ভৃগু-পুত্র চ্যবনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র শিখিলেন। তিনি যখন গর্ভে তখন তাঁহার পিতা (অস্তি) এই কথা বলিয়া চলে গেলেন, এ জন্য তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত। ইনি জনমেজয়ের সর্পধ্বংস যজ্ঞ হইতে সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন। আস্তীকমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। আস্তীক মুনির জীবন-চরিতযুক্ত মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

আস্তিকজননী (স্ত্রী) আস্তীকস্য জননী ৬তৎ। বাসুকির ভগিনী, জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসা। শয়ন করিবার সময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিয়ম আছে। প্রণাম মন্ত্র—যথা—"আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা। জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি! নমোঽস্তু তে।"

আস্তীন্ (পারস্য) জামার হাতার ঝুল বা ঘের।

আস্তীর্ণ (ত্রি) আ-স্তৄ-ক্ত। বিস্তীর্ণ বিস্তারিত আসনাদি।

আস্তৃত (ত্রি) আ-স্তৃ-ক্ত। বিস্তারিত আসনাদি।

আস্তেয় (ত্রি) অস্তীত্যব্যয়ং, তত্র বিদ্যমানে ভবং (দৃতি-কুক্ষিকলশিবস্ত্যস্ত্যহের্ঢঞ্। পা ৪।৩।৫৬) ইতি ঢঞ্। বিদ্যমান পদার্থজাত। নস্তেয়মস্তেয়ং তস্য ভাবঃ অণ্। অচৌর্য্য।

আস্ত্র (ত্রি) অস্ত্রস্যেদং অণ্। অস্ত্রসম্বন্ধী।

আস্ত্রবুধ্ন (পুং) অস্ত্রবুধ্নপুত্র। (ত্বং ত্যামিন্দ্রমর্ত্যমাস্ত্র-বুধ্নায়। ঋক্ ১০।১৭১।৩।)

আস্থা (স্ত্রী) আ-স্থা-অঙ্-টাপ্। ১ আলম্বন। ২ অপেক্ষা। ৩ শ্রদ্ধা। ৪ স্থিতি। ৫ যত্ন, আদর। 'আস্থীয়তেঽত্র আধারে অঙ্ টাপ্। ৬ সভা, আস্থান (আস্থাযত্নালম্বনয়োরা-স্থানাপেক্ষয়োরপি। হেম।

আস্থাতৃ (ত্রি) স্থিতিকারী। ("আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।" ঋক্ ৬।৪৭।২৬।*। আস্থাতা অবস্থিতো রথী। সায়ণ।)

আস্থান (ক্লী) আস্থীয়তেঽত্র আ-স্থা-আধারে ল্যুট্। ১ সভা। ২ বিশ্রামস্থান। (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্থানী, সভা। (সভা। ইত্যাদি—আস্থানী ক্লীবমাস্থানং। অমর) ভাবে ল্যুট্ (ক্লী) ৩ আস্থা। ৪ শ্রদ্ধা।

আস্থাপন (ক্লী) আ-স্থা-ণিচ্-পুক্ ল্যুট্। ১ সম্যক্ স্থাপন। রক্ষা করান। করণে ল্যুট্। ২ সুশ্রুতোক্ত ব্রণোপক্রমণীয় বস্তি বিশেষ।

আস্থাপিত (ত্রি) আ-স্থা-ণিচ্-পুক্-ক্ত-ইট্। সম্যক্ স্থাপিত, রাখা। (আস্থাপিত শব্দ আচিতাদিগণীয় বলিয়া অন্তো-দাত্ত নহে।)

আস্থায়িক (স্ত্রী) আ-স্থা- ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ অত ইত্বং। আস্থান, আস্থিতি, সম্যক্ স্থিতি। কর্ত্তরি ণ্বুল্। আস্থাপক, আস্থানকর্ত্তা। (স্ত্রী) টাপ্। আস্থা-পিকা। আস্থানকর্ত্রী। (ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্। বার্ত্তিক। পা ৩।৩।১০৮। সূত্রে।)

আস্থায়ী (সঙ্গীত) কোন রাগালাপের কিংবা গীতের প্রথম চরণ বা মুখবন্ধ। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি চরণ থাকিলে একটী আলাপ বা গীত সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আস্থিত (ত্রি) আ-স্থা-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থামিত্তি কিতি। পা ৭।৪।৪০) ইতি ইকারোঽন্তাদেশঃ। ১ অবস্থান। ২ প্রাপ্ত। ৩ আরূঢ়। ৪ আশ্রিত।

আস্থিতি (স্ত্রী) আ-স্থা-ক্তিন্ পূর্ব্ববদিত্বং। ১ সম্যক্ স্থিতি। ২ থাকা।

আস্থেয় (ত্রি) আ-স্থা-কর্ম্মণি যৎ। যাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, আশ্রয়ণীয়।

আস্নাত (ত্রি) আ-স্না-ক্ত। কৃতস্নান, যিনি স্নান করিয়াছেন।

আস্নান (ক্লী) আ-স্না-ল্যুট্। ১ প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি। ২ সম্যক্ স্নান।

আস্পদ (ক্লী) আ-পদ-অচ্ (আস্পদপ্রতিষ্ঠায়াং। পা ৬।১।১৪৬।) ইতি সুট্। ১ প্রতিষ্ঠা। ২ পদ। ৩ স্থান। ৪ কৃত্য। ৫ প্রভুত্ব। ৬ অবলম্বন। ৭ বিষয়। ৮ অবস্থান। ৯ লগ্ন হইতে দশম স্থান। (প্রতিষ্ঠাকৃত্য-মাস্পদং।*। অমর। আস্পদস্তু পদে কৃত্যে। বিশ্ব।)

আস্পন্দন (ক্লী) আ-স্পন্দ-ল্যুট্। ঈষৎ কম্পন। অল্প চলন।

আস্পাত্র (ক্লী) আস্যরূপং পাত্রং পৃষো°। মুখরূপ পাত্র।

আস্ফাল (পুং) আ-স্ফল চালে ণিচ্ অচ্। স্ফুল-ঘঞ্। স্ফালাদেশো বা। চালন (নাড়ান), হস্তীর কর্ণচালন।

আস্ফালন (ক্লী) আ-স্ফল-চালে ণিচ্ ল্যুট্। ১ তাড়ন। ২ চালন। ৩ আটোপ। ৪ প্রাগল্ভ। দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার।

আস্ফালিত (ত্রি) আ-স্ফল ণিচ্ ক্ত। ১ চালিত। ২ আঘট্টিত (ঘোটা)। ৩ তাড়িত।

আস্ফুজিৎ (পুং) আস্ফুলতি আ-স্ফুল ডু, তং জয়তি জি ক্বিপ্ তুক্। শুক্রাচার্য্য।

আস্ফোট (পুং) আ-স্ফুট-ণিচ্‌-কর্ত্তরি অচ্‌। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। (স্ত্রী) ২ নবমল্লিকা। ৩ মল্লের বাহুশব্দ, বাহুতে বাহুতে তালঠোকা। ৪ সংঘর্ষণজাত শব্দ সকল, ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে শব্দ হয়।

আস্ফোটক (ক্লী) আ-স্ফুট্‌-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌। ১ আখোট, পর্ব্বতের পীলুবিশেষ। (ত্রি) ২ বাহুশব্দকারী মল্ল, মাল।

আস্ফোটন (ক্লী) আ-স্ফুট-ণিচ্‌- ভাবে ল্যুট্‌। ১ প্রকাশ। ২ তাল ঠুকিয়া বাহুর শব্দ করা। শূর্পাদি দ্বারা ধান্যাদি বিতুষীকরণ। কুলায় ধান ঝাড়া, আছড়ান।

আস্ফোটনী (স্ত্রী) আস্ফোট্যতে ছিদ্রীক্রিয়তে অনয়া করণে ল্যুট্‌ ঙীপ্‌। বেধনাস্ত্র, তুরপিন।

আস্ফোটিত (ত্রি) আ-স্ফুট-ণিচ্‌-কর্ম্মণি ক্ত। ১ বিদলিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ বাহুপ্রভৃতির তালঠোকার শব্দ প্রকাশ।

আস্ফোত (পুং) আ-স্ফট্‌ অচ্‌ পৃষোং টস্য তত্বং। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ২ কোবিদার বৃক্ষ। ৩ পলাশ বৃক্ষ। স্বার্থে কন্‌। আস্ফোতক। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

আস্ফোতা (স্ত্রী) আ-স্ফুট্‌-অচ্‌ পৃষোং টাপ্‌। ১ অপরাজিতা। অপরাজিতা দুই প্রকার, শ্বেতপুষ্পী ও নীলপুষ্পী। "আস্ফোতা গিরিকর্ণী বিষ্ণুক্রান্তাঽপরাজিতা।" (ভাবপ্রকাশ)। দুই প্রকার অপরাজিতাই কটু, শীতল, কণ্ঠসুস্বরকারী এবং কুষ্ঠ গুল্ম ত্রিদোষ শোথ জ্বর ও বিষ নষ্টকারক। কষায়, কটুপাক, সুতিক্ত, স্মৃতি ও বুদ্ধিবর্দ্ধক। ২ সারিবা, হাপর মালীলতা।

আস্মাক (ত্রি) অস্মাকমিদং অস্মদ্‌-অণ্‌ (তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ পা ৪।৩।২) ইতি অস্মকাদেশঃ ণিত্বাদাদ্যচো-বৃদ্ধিঃ। অস্মৎসম্বন্ধী, যে বস্তু আমাদের। (স্ত্রী) ঙীপ্‌। আস্মাকী।

আস্মাকীন (ত্রি) অস্মাকমিদং (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ। পা ৪।৩।১। ইতি খঞ্‌। পা।৪।৩।২) ইতি অস্মাকাদেশঃ, ঞিত্বাদাদ্যচো বৃদ্ধিশ্চ। অস্মৎসম্বন্ধী, আমাদের বস্তু।

আস্য (ক্লী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে ভক্ষ্যং যত্র অনেন বা অস আধারে বা করণে ণ্যৎ। মুখ। (বক্ত্রাস্যে বদনং তুণ্ডমাননং লপনং মুখম্‌। অমর) মুখের মধ্যভাগ। আস্যে ভবং যতি বা নাসন্নাদেশঃ যলোপশ্চ (ত্রি) মুখভব, মুখে যাহা হয়।

আস্যন্দন (ক্লী) আ-স্যন্দ-ভাবে ল্যুট্‌। ঈষৎ ক্ষরণ। অল্পগলন।

আস্যন্ধয় (ত্রি) আস্যং ধয়তি পিবতি। ধে খশ্‌-মুম্‌ উপপসং। মুখামৃতাস্বাদক, মুখচুম্বক, চুম্বনকারী।

আস্যপত্র (ক্লী) আস্যেনোপমিতং পত্রমস্য বহুব্রী। পদ্ম।

আস্যলাঙ্গল (পুং) আস্যং মুখং লাঙ্গলমিব ভূবিদারকং যস্য বহুব্রী। শূকর, শূয়ার।

আস্যলোমন্‌ (ক্লী) আস্যভবং লোম শাক° তৎ। পুরুষের মুখজাত দাড়ি।

আস্যা (স্ত্রী) আস-ভাবে ক্যপ্‌ টাপ্‌। ১ স্থিতি, গতিরাহিত্য। ২ বিলক্ষণ। (হেতুশূন্যাত্বাস্যা বিলক্ষণম্‌। হেম। ৬। ১৩৩।)

আস্যাসব (পুং) আস্যস্যাসব ইব। লালা, লাল। প্রায় সকলেই ইহাকে মুখের লাল কহে।

আস্র (ক্লী) অস্রমেব স্বার্থেঽণ্‌। রুধির, রক্ত। (ততঃ সুখাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ২। ১৩১) ইতি ইনি। (ত্রি) আস্রিন্‌। রক্তযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্‌। আস্রিনী।

আস্রপ (পুং) আস্রং রুধিরং পিবতি পা-ক। উপসং। ১ রাক্ষস। মূলানক্ষত্রের দেবতা রাক্ষস। ২ জোঁক।

আস্রব (পুং) আস্রবতি মনোঽহনেন করণেঽপ্‌। ক্লেশ। কর্ত্তরি অচ্‌। অর্হৎ মতসিদ্ধ পদার্থ বিশেষ।

আস্রাব (পুং) আস্রবতি রুধিরমস্মাৎ। আ স্রু অপাদানে ঘঞ্‌। ১ ক্ষত ঘা। ভাবে ঘঞ্‌। ২ সম্যক্‌ স্মরণ। কর্ত্তরি ণ। ৩ মুখলালা, লাল। আস্রাবোঽস্ত্যস্য অর্শআদিং অচ্‌। ৪ সম্যক্‌ রক্ষণযুক্ত।

আস্রায্‌ (ত্রি) আস্রং বেদয়তে আস্র-সুখাদিভ্যঃ কর্ত্তৃবেদনায়াম্‌। পা ৩। ১। ১৮।) ইতি ক্যঙ্‌ ততঃ ক্বিপ্‌। আস্রজ্ঞাপক, যে রক্তপড়ার কথা বলিয়া দেয়।

আস্রায়ণ (ত্রি) আস্রায়-(নড়া° ৪। ১। ৯৯।) ইতি ফক্‌। আস্রজ্ঞাপকের বংশ, বা অপত্য।

আস্রিন্‌ (ত্রি) আস্রমস্ত্যস্য আস্র-ইনি (সুখাদি। পা ৫। ২। ১৩১।) রক্তযুক্ত।

আস্রাবিন্‌ (ত্রি) আস্রবতি-আ-স্রু-ণিনি। ১ মদাদি ক্ষরণশীল। আস্রাবোঽস্যাস্তীতি অস্ত্যর্থে ইনি। ২ ক্ষরণযুক্ত।

আস্বনিত (ত্রি) আ-স্বন্‌-ক্ত (রুষ্যমত্বরসংঘুষাস্বনাং। পা ৭। ২। ২৮।) ইতি বা ইট্‌। শব্দিত। (আস্বান্তঃ। আস্বনিতঃ। সিং কৌং।)

আস্বাদ (পুং) আ-স্বদ-কর্ম্মণি ঘঞ্‌। ১ মধুরাদি রস। ২ শৃঙ্গারাদি রস। ভাবে ঘঞ্‌। ৩ রসের অনুভব। কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে যে মিষ্ট তিক্তাদি বোধ হয় তাহার নাম আস্বাদ। যেমন গুড় খাইলে মিষ্ট লাগে, মরিচ খাইলে ঝাল লাগে, নিম খাইলে তিক্ত লাগে। শৃঙ্গারাদিতে মনের আনন্দ বা দুঃখাদির নাম আস্বাদ।

আস্বাদক (ত্রি) আ-স্বদ-ণ্বুল্‌। আস্বাদনকর্ত্তা।

আস্বাদন (ক্লী) আ-স্বদ-ভাবে-ল্যুট্। আস্বাদ।

আস্বাদবৎ (ত্রি) আস্বাদ-চাতুরর্থিকো মতুপ্। আস্বাদযুক্ত।

আস্বাদিত (ত্রি) আ-স্বদ্-ণিচ্ ক্ত ইট্। ভোজন করিয়া যাহার আস্বাদন গৃহীত হইয়াছে।

আস্বাদ্য (ত্রি) আ-স্বদ-ণিচ্-যৎ। আস্বাদযোগ্য। আ-স্বদ-ণিচ্-ল্যপ্ (অব্য) আস্বাদন করিয়া।

আস্বান্ত (ত্রি) আ-স্বন-ক্ত দীর্ঘশ্চ। শব্দিত। [পক্ষে ইড়ভাবের সূত্র আস্বনিত শব্দে দেখ।]

আস্রাব (পুং) আ-স্রু-ণ। সম্যক্ গলন, গলিত দ্রব্য।

আহ (অব্য) আ-হন-ড। ১ অতীত ব্রূ ধাতুর অর্থ। ২ ক্ষেপ। ৩ নিয়োগ। ৪ দৃঢ় সম্ভাবনা। ৫ বিষাদ। 'আহ ক্ষেপে নিয়োগে চ দৃঢ়সম্ভাবনেঽব্যয়ম্। বিষাদে চ'। শব্দাব্ধি।

আহক (পুং) আ-হন্তি আ-হন ডঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জ্বর বিশেষ। নাসাজ্বর।

আহত (ত্রি) আ-হন-ক্ত। ১ তাড়িত। ২ আমি বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি মিথ্যার্থক বাক্য। (পুং)। ৩ ঢক্কা, ঢাক্। (ক্লী) ৪ বস্ত্রবিশেষ। বশিষ্ঠের মতে অল্প প্রক্ষালিত নূতন সাদা ছিলাযুক্ত যাহা কেহ পরিধান করে নাই তাদৃশ বস্ত্রের নাম আহত, ঐ আহত বস্ত্র সকল কার্য্যেই দেওয়া যাইতে পারে। ৫ পুরাতন বস্ত্র, বারংবার রজকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারও নাম আহত (ত্রি) ৬ আঘাত প্রাপ্ত। ৭ মর্দ্দিত। ৮ আঘূর্ণিত। ৯ অভ্যস্ত। ১০ গুণিত।

(আহতং গুণিতে চাপি তাড়িতে চ মৃষার্থকে।
স্যাৎ পুরাতনবস্ত্রেঽপি নববস্ত্রে চ নাহনকে। মেদিনী।)

আহতলক্ষণ (ত্রি) আহতমভ্যস্তং লক্ষণং যস্য বহুব্রী। শৌর্য্যাদি-গুণদ্বারা প্রসিদ্ধ (গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণৌ। অমর।)

আহতি (স্ত্রী) আ-হন-ক্তিন্। ১ শব্দ হেতু আঘাত। ২ তাড়ন। ৩ আগমন। ৪ গুণন। ৫ মর্দ্দন।

আহনন (ক্লী) আ-হন্যতেঽনেন আ-হন করণে ল্যুট্। ১ তাড়ন সাধন দণ্ডাদি। তত্র ভবং যৎ (ত্রি) আহনন্য। ২ তাড়ন সাধন দণ্ডাদি জাত। ভাবে ল্যুট্। ৩ আহত শব্দের অর্থ।

আহননবৎ (ত্রি) আহনন-মতুপ্। বঞ্চনবৎ। [নিরুক্ত ৪।১৫।]

আহনস্ (ত্রি) আ-হন্যতে আ-হন (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্। ৪। ১৮৮) ইতি অসুন্। ১ আহননীয়, হননযোগ্য। ২ নিষ্পাড্য সোমাদি, যে সোমলতা থেঁতো করিয়া রস বাহির করিতে হইবে।

আহনস্য (ক্লী) আহনসে সাধু যৎ। হননসাধন দ্রব্যাদি।

আহর (ত্রি) আ-হৃ-অচ্। সঞ্চয়কারক, যে যোগাড় করে।

আহর। নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। এই জাতি শম্ভল, রাজপুর, আসদপুর, উঝালী, মাহেশ্বান এবং রামগঙ্গার তীরে বাস করে। রোহিলখণ্ডের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। আহরেরা বলে, তাহারা যদুবংশীয়, কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আহীরেরা বলে, তাহারাই প্রকৃত কৃষ্ণবংশীয়, আহরেরা নয়; একজন গোপ হইতে আহরদিগের জন্ম। [আহীর দেখ।]

আহরেরা মৎস্য, গো মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নগাবং, ভট্টি, নৌগরি, রূকর, বাসিপরা, বকিআইন্, ভূসাইন্, দিশবার প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর আহর বাস করে।

আহরকরটা (স্ত্রী) আহরকরট! ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। করট! (কাক) তুমি আহরণ কর এইরূপ উপদেশ করা।

আহরচেটা (স্ত্রী) আহর চেট! ইত্যুচতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। চেটের (দাসের) প্রতি আহরণার্থ নিদেশক্রিয়া।

আহরণ (ক্লী) আ-হৃ-ভাবে-ল্যুট্। ১ একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, আনয়ন। ২ আয়োজন, অনুষ্ঠান। কর্ম্মণি ল্যুট্। ৩ আহ্রিয়মাণ দ্রব্য। ৪ বিবাহাদির উপঢৌকন দ্রব্য।

আহরণীয় (ত্রি) আ-হৃ-অনীয়র্। আয়োজনীয়, আনয়নের যোগ্য। উপঢৌকনের যোগ্য।

আহরনিবপা (স্ত্রী) আহর নিপব ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। আহরণ কর বপন কর এইরূপ আদেশ ক্রিয়া।

আহরনিষ্কিরা (স্ত্রী) আহরনিষ্কির ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। আহরণ কর ছড়াও এইরূপ আদেশ ক্রিয়া। এইরূপ আহরবিতানা, আহরবসনা; আহরসেনা, ময়ূরব্যং। তত্তদ্বস্তুর আহরণার্থ আদেশ করা।

আহর্ত্তৃ (ত্রি) আ-হৃ-তৃচ্। ১ আহরণকর্ত্তা, উপার্জ্জক। ২ আয়োজক, যে আয়োজন করে। ৩ আনয়নকর্ত্তা। ৪ অনুষ্ঠানকর্ত্তা।

আহব (পুং) আহ্বয়ন্তে পরস্পরং যুদ্ধার্থমরয়ো যত্র আ-হ্বে আধারে (আঙি যুদ্ধে। পা ৩। ৩। ৭৩) ইতি অপ্। সম্প্রসারণং গুণশ্চ। ১ যুদ্ধ। আহূয়ন্তে যজ্ঞদ্রব্যাণ্যত্র আ-হু আধারে অপ্। ২ যজ্ঞ। (আহবঃ সমরে যজ্ঞে। হেম।)

আহবন (ক্লী) আহূয়তে হবনীয় ঘৃতাদ্যত্র আ-হু আধারে ল্যুট্। ১ যজ্ঞ। ভাবে ল্যুট্। ২ সম্যক্ হোম।

আহবনীয় (পুং) আহূয়তে প্রক্ষিপ্যতে হবিরত্র। আ-হু আধারে অনীয়র্, আহবনমর্হতি ছ বা। ১ যজ্ঞের অগ্নি-বিশেষ (দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। অমর) কর্ম্মণি অনীয়র্। (ত্রি) ২ হোতব্য, হোমের ঘৃতাদি।

আহা, দুঃখসূচক শব্দ।

আহার (পুং) আ-হৃ-ঘঞ্। ১ আহরণ। ২ ভোজন। (আহারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। হিতোং।) [খাদ্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] আহ্রিয়তে আ-হৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ৩ শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান। (পুং) আ-হৃ-ণ্বুল্। আহরণকারী, যিনি ভাল আহরণ করিতে পারেন।

আহার। রাজপুতানাস্থ একটী প্রাচীন নগর। উদয়পুর হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে। এইখানে তাম্রনগরী ছিল, আশাদিত্য এই নগরটী স্থাপন করেন। ইহার আর একটী প্রাচীন নাম আনন্দপুর।

বর্ত্তমান আহার নাম বোধ হয় গেহলোটবংশীয় আহারিয়াদিগের নামানুসারে হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এখানে অনেক সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। জৈনদিগের অতি প্রাচীন মন্দির এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ২ বুলন্দ সহরে আর একটী আহার নামে প্রাচীন নগর আছে। এখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে। ইহার কোলেই গঙ্গানদী বহিতেছে, অনেকে এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। অরঙ্গজিব পাদশাহের সময় এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

আহারপাক (পুং) আহারস্য ভুক্তদ্রব্যস্য পাকঃ রসাদিভাবেন পরিণামঃ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ভুক্ত অন্নাদির রসাদিরূপে পরিণামরূপ পাকবিশেষ। হজম হওয়া।

আহারশুদ্ধি (স্ত্রী) আহারস্য ভক্ষ্যান্নাদেঃ শুদ্ধিঃ ৬-তৎ। ১ ভক্ষ্য অন্নাদির স্বত্যক্ত শোধন। ২ দুষ্ট আহার জন্য দোষ নিবারণার্থ শুদ্ধিরূপ প্রায়শ্চিত্ত। ৩ শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানশুদ্ধি। পরিষ্কার আহার।

আহারসম্ভব (পুং) আহারাৎ ভুক্তান্নাদেঃ সম্ভবতি আহার সং-ভূ-অচ্। আহার পাকজ দেহস্থ রসধাতু, [আহার হইতে যেরূপে রস জন্মে তাহা অস্থক্রর শব্দে দেখ] রক্ত, চর্ব্বি প্রভৃতি।

আহার্য্য (ত্রি) আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ আহরণীয় বস্তু প্রভৃতি। ২ ব্যাপ্য দ্রব্য। ৩ কৃত্রিম। স্বার্থে কন্। ৪ লৌকিকাগ্নি। ৫ ঔপাসনিক অগ্নি। ৬ ইচ্ছাপ্রযোজ্য আরোপদ্বারা বিষয়ীভূত বাধনিশ্চয়কালিক সেই ধর্ম্মের অভাববিশিষ্টে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞেয়। জানার যোগ্য। ৭ নটাদি কর্ত্তব্য রামাদির অভিনয় বিশেষ। আ-হৃ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ৮ ভক্ষ্য, খাদ্য।

আহাব (পুং) আ-হ্বে (নিপানমাহাবঃ। পা ৩।৩।৭৪।) ইতি ঘঞ্। সম্প্রসারণং বৃদ্ধিশ্চ। কূপের নিকটে গো প্রভৃতির জলপান করিবার জন্য প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে ক্ষুদ্র জলাশয় তাহার নাম নিপান। (আহাবস্তু নিপানং স্যাদুপকূপজলাশয়ে। অমর) আঙ্ পূর্ব্বস্য হ্বয়তে সম্প্রসারণং বৃদ্ধিশ্চ উদকাধারশ্চেদ্বাচ্যঃ সিং কৌং উক্তসূত্রে। আহূয়ন্তে পরস্পরং যুদ্ধার্থমরয়ো যত্র আধারে ঘঞ্ পৃষো সাধু। ২ যুদ্ধ। ভাবে ঘঞ্। ৩ আহ্বান। আ-হু আধারে ঘঞ্। ৪ অগ্নি। আ-হ্বে-ভাবে আধারে বা ঘঞ্। ৫ মন্ত্রবিশেষ দ্বারা আহ্বান, আহ্বান সাধন মন্ত্রবিশেষ।

আহিংসি (পুং স্ত্রী) অহিংসস্যাপত্যং ইঞ্। অহিংসের অপত্য, হিংসারহিতের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। ততঃ যুবাপত্যে ফক্ (ন তৌল্বলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১।) ইতি তস্য ন লুক্। আহিংসায়ন অহিংসের। গোত্রাপত্য।

আহিক (পুং) অহিরিব ইবার্থে কন্ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কেতুগ্রহ (আহিকঃ। অশ্লেষাভূঃ শিখী কেতুঃ। হেম।) কেতুগ্রহ সর্পের ন্যায় তজ্জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। ২ পাণিনি মুনি। (পাণিনিস্ত্বাহিকো দাক্ষীপুত্র শালাঙ্কপাণিনৌ। শালতুরীয়ঃ। ত্রি কাং শেং ২।৭।২৪।)

আহিচ্ছত্র (ত্রি) অহিচ্ছত্রদেশে ভবং অণ্। অহিচ্ছত্র দেশভব বস্তু প্রভৃতি।

আহিণ্ডিক (পুং) নিষাদের ঔরসে বৈদেহীতে জাত অন্ত্যজ শঙ্করজাতি। (আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে। মনু। ১০।৩৭।)

আহিত (ত্রি) আ-ধা-ক্ত হ্যাদেশঃ। ১ ন্যস্ত, ক্ষিপ্ত। ২ স্থাপিত, রক্ষিত। ৩ অর্পিত। ৪ কৃত। ৫ আধান সংস্কার কৃত। ৬ জনিত। নিষিক্ত। ৭ সম্পাদিত। ৮ জাত।

আহিতলক্ষণ (ত্রি) আহিতং লক্ষণং যস্য। ১ গুণাদি দ্বারা বিখ্যাত। ২ ন্যস্তচিহ্ন।

আহিতাগ্নি (পুং) আহিতঃ আধানীকৃতোঽগ্নির্যেন। বহুব্রী। বেদমন্ত্রাদি দ্বারা কৃত সংস্কারাগ্নিযুক্ত, সাগ্নিক। (আহিতাগ্নেঃ সিনিবালী। স্মৃতি) যে দিন ভূমিষ্ঠ হইবে সেই দিন হইতে যাহারা আতুঁর ঘরের আগুন মরণ পর্য্যন্ত রাখে এবং সেই আগুনে দাহ করে তাহাদিগকে আহিতাগ্নি বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলে। এখনও কাশী প্রভৃতি তীর্থে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আহিতাগ্নিগণ। পাণিন্যুক্ত পরনিপাতার্থ শব্দসমূহ। যথা— আহিতাগ্নি, জাতপুত্র, জাতদণ্ড, জাতশ্মশ্রু, তৈলপীত, ঘৃতপীত, মদ্যপীত, ঊঢ়ভার্য্য, গতার্থ। আকৃতিগণঃ তেনাঽন্যেপি। সিং কৌং বাহিতাগ্ন্যাদিষু। পা ২।২।৩৭। সূত্রে)

আহিতি (স্ত্রী) আ-ধা-ক্তিন্ হ্যাদেশঃ। ১ স্থাপন। ২ আধান। ৩ মন্ত্রদ্বারা অগ্ন্যাদির সংস্কার রূপ আহুতি।

আহিতুণ্ডিক (পুং) অহিতুণ্ডেন দীব্যতি (তেনদীব্যতি খনতি জয়তি জিতং। পা ৪।৪।২।) ইতি ঠক্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে, যে সাপ লইয়া খেলা করে। (ব্যাল-গ্রাহ্যাহিতুণ্ডিকঃ। অমর)

আহিমত (ত্রি) অহিমতোঽদূরভবং অণ্। সর্পবিশিষ্ট দেশের নিকটে উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

আহীর। গোপজাতি বিশেষ। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে আভীর নামে উক্ত হইয়াছে। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ স্ত্রীর গর্ভে আভীরের জন্ম। ব্রহ্মপুরাণের মতে ক্ষত্রি-য়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন হয়।

আহীরেরা বলে তাহারা যদুবংশীয়। পূর্ব্বকালে এই জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে বাস করিত। তৎকালে সেই স্থান আভীর নামে পরিচিত ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মান-চিত্রে আভীর দেখ।] পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি উহাকে আবিরিয়া (Abiria) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে এই জাতি নেপালের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। নেপালের 'পার্ব্বতীয় বংশাবলী' নামক গ্রন্থে, তিন জন আহীররাজের নাম পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে কাথি জাতি গুজরাটে প্রবেশ করে, তাহারা এখানে আসিয়া দেখে গুজরাটের অধিকাংশই আহীরদিগের অধিকার রহিয়াছে।

এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে আহীর জাতি বাস করে। তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়, নন্দবংশ, যদুবংশ ও গোয়ালাবংশ। গঙ্গার অন্ত-র্ব্বেদীর উত্তরে যাহারা বাস করে তাহারা নন্দবংশ, অন্ত-র্ব্বেদীর মধ্যদেশে যাহারা থাকে তাহারা যদুবংশ এবং কাশী, বিহার প্রভৃতি স্থানে যাহারা থাকে তাহারা গোয়ালা।

আহুক (পুং) যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। বসুদেব। মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২ অধ্যায়ে এবং হরিবংশের ৩৮ অধ্যায়ে বসুদেবকে আহুক বলা হইয়াছে (পুং) আহুকিন্। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। (স্ত্রী) আহুকী।

আহুত (ক্লী) উদ্দেশ্যস্যাভিমুখ্যেন সাক্ষাদেব হুতং দত্তং। আ-হু-ক্ত। ১ গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত মনুষ্য-যজ্ঞ, কেহ ইহাকে ভূতযজ্ঞ কহেন। (ত্রি) ২ সম্মুখে হুত-দেবাদি। ৩ সম্যক্ যজ্ঞ।

আহুতি (স্ত্রী) আ-হু-ক্তিন্। ১ মন্ত্রদ্বারা দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদির নিক্ষেপ। (অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ-সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে। মনু। ৩। ৭৬) আহূয়তে কর্ম্মণি ক্ত। ২ অগ্নি। ৩ হোমের দ্রব্য, ঘৃতাদি।

আহুল্য (ক্লী) আ-হ্বল-বাহুং ক্যপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। কাশ্মীরাদি দেশে তরবট নামক কাঞ্চনবর্ণ পুষ্পবিশেষ। শিম্বীফল, ক্ষুপবিশেষ। শিকড় ও শাখারহিত বৃক্ষবিশেষ।

আহুব (ত্রি) আ-হ্বে-ঘঞর্থে কর্ম্মণি ক সম্প্রসারণং, উবঙ্। আহ্বানের যোগ্য, ডাকিবার যোগ্য।

আহূ (ত্রি) আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক্বিপ্ সম্প্রসারণং। আহ্বয়ক। যিনি আহ্বান করেন। আহূয়মান, যাহাকে আহ্বান করা হয়।

আহূত (ত্রি) আ-হ্বে-ক্ত। কৃতাহ্বান, যাহার আহ্বান করা হইয়াছে। (আহূতপ্রপলায়ী চ, স্মৃতি) আভূত পৃষোং তস্য হঃ। ২ আভূত প্রলয় পর্য্যন্ত। পৃথিবীর প্রলয় পর্য্যন্ত (যাবদাহূতনারকী। পুরাণ) ৩ নামকৃত ব্যপদেশ, বিশ্ব। সৃষ্টিকালে বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুর যে যে নাম সঙ্কেত করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৪ আহ্বান।

আহূতপ্রপলায়িন্ (ত্রি) আহূতঃ বিবাদনির্ণয়ায় রাজ্ঞা কৃতাহ্বানোপি-প্রপলায়তে প্র-পরা-অয় ণিনি রস্য লত্বং। ব্যবহারে (মোকদ্দমায়) হীনবাদী বিশেষ। হীনবাদী পাঁচ প্রকার। ১ এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে অন্যপ্রকার বলে। ২ প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতির দ্বেষ করে। ৩ বিচারের সময়ে উপস্থিত হয় না। ৪ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর না দেয়। ৫ আহ্বান করিলেও যে পলাইয়া যায়।

আহূতসংপ্লব (পুং) আভূতস্য সংপ্লবঃ ৬ তৎ। পৃষোং ভস্য হঃ। পৃথিবী পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়া যাওয়া। আহূতস্য তত্তন্নাম্না কৃতসঙ্কেতস্য বিশ্বস্য সংপ্লবো যত্র বহুব্রী। প্রলয়-কাল। প্রলয় সময়ে তত্তন্নামে কৃত সঙ্কেত বিশ্বের আহ্বানরূঢ় ব্যবহার থাকে না।

আহূতি (ক্লী) আ-হ্বে-ক্তিন্। আহ্বান করা, ডাকা। হোম করিবার সময়ে ঘৃত, সমিধ্, তিল প্রভৃতি দ্বারা যে হোম করে তাহাকে আহুতি বলে, ঐ আহুতি পাইয়া দেবতারা উপস্থিত হন, সুতরাং উহাকেও ডাকা বলিতে হইবে। যজ্ঞ শেষ করিবার সময়ে পূর্ণাহুতি দিতে হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আগুনে ঢালিতে হয়।

আহূয় (অব্য) আ-হ্বে-ল্যপ্। আহ্বান করিয়া (আহূয়-দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনু ৩। ২৭)

আহৃত (ত্রি) আ-হৃ-ক্ত। আনীত, যাহা আহরণ করা হইয়াছে।

আহৃতি (স্ত্রী) আ-হৃ-ক্তিন্। আহরণ, আনয়ন।

আহৃত্য (অব্য) আ-হৃ-ল্যপ্ তুগাগমঃ। আহরণ করিয়া, আনিয়া।

আহেয় (ত্রি) অহেরিদং ঢক্। সর্পসম্বন্ধী। বিষ চর্ম্ম অস্থি প্রভৃতি।

আহেরিয়া (রজপুত) ১ ক্রীড়াকারী, ২ মৃগয়াকারী। ৩ মৃগয়া।

আহো (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ বিকল্প। ৩ বিচার। (আহো উতাহো দ্বাবেতৌ পরিপ্রশ্নবিচারয়োঃ। বিশ্ব।)

আহো-পুরুষিকা (স্ত্রী) অহো অহমেব পুরুষঃ পুরুষপদবাচ্যঃ শূর ইত্যর্থঃ ময়ুরব্যং নিং অহো পুরুষঃ, তস্য ভাবঃ বুঞ্ স্ত্রীত্বাং টাপ্। দর্পজন্য আত্মাতে উৎকর্ষ উদ্ভাবন, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ, আত্মশ্লাঘা (আহোপুরুষিকা দর্পাদ্যা স্যাৎ সম্ভাবনাত্মনি। অমর)

আহোস্বিৎ (অব্য) আহো চ স্বিচ্চ দ্বন্দ্বঃ। ১ বিকল্প। ২ প্রশ্ন। অথবা, কিম্বা। কেহ কেহ বলেন আহো একটী ও স্বিৎ আর একটী শব্দ [আহো শব্দ দেখ] (স্বিৎপ্রশ্নে চ বিতর্কে চ। অমর।)

আহ্ন (ক্লী) অহ্নাং সমূহঃ অঞ্। ১ দিনসমূহ। অহ্নানির্ব্বৃত্তাদি (সঙ্কলাদি অঞ্) (ত্রি) দিন নির্ব্বৃত্তাদি, যাহা দিনের কর্ত্তব্য, স্নান ভোজনাদি। (ক্রতৌ কিং আহ্নঃ। খণ্ডিকাদিত্বাদঞ্। অহ্নষ্টখোরেবেতি নিয়মাট্টিলোপো ন। সিং কৌং। পা ৪।২।১৪৫। সূত্রে।)

আহ্নিক (ত্রি) অহ্নিভবং অহ্না নির্ব্বৃত্তং সাধ্যং বা ঠঞ্। ১ দিনে উৎপন্ন। ২ দিনসাধ্য কার্য্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আহ্নিকী। দিন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল স্মার্ত্তকৃত আহ্নিকতত্ত্বে এবং আহ্নিককৃত্যপ্রদীপে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। অহ্না পাঠ্যং ঠঞ্ (ক্লী) সূত্রাত্মক শাস্ত্রভাষ্যের পদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। যেমন কণাদ, গৌতম, পাণিনি সূত্রের ভাষ্যস্থ পাদাংশ এক এক দিনে পাঠ হইত বলিয়া সেই এক এক অংশের নাম আহ্নিক হইয়াছে। (তমধীষ্টোভৃতো ভূতো ভাবী। পা।৫।১।৮৪।) ইতি ঠঞ্। ৩ একদিন যে অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন করা হইয়াছে। ৪ একদিন বেতনাদি দ্বারা ক্রীত দাসাদি। ৫ স্বসত্তা (স্ববিদ্যমানতা) হেতু একদিন ব্যাপ্ত জ্বর প্রভৃতি।

আহ্লাদ (পুং) আ-হ্লাদ-ঘঞ্। আনন্দ।

আহ্লাদন (ত্রি) আ-হ্লাদ ল্যুট্। আনন্দ সম্পাদন। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) আনন্দ-সম্পাদক। করণে ল্যুট্। (ত্রি) আনন্দসাধন বস্তু প্রভৃতি।

আহ্লাদিত (ত্রি) আ-হ্লাদ-ণিচ্-ক্ত-ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আনন্দযুক্ত। আহ্লাদো জাতোঽস্য তারকাদিং ইতচ্। সঞ্জাত আনন্দ, যাহার আনন্দ জন্মাইয়াছে।

আহ্লাদিন্ (ত্রি) আ-হ্লাদ-ণিনি। ১ আনন্দযুক্ত। ২ আনন্দকারী। চলিত কথায় তাহাকে আহ্লেদে ও তাদৃশ স্ত্রীকে আহ্লাদী কহে। পূর্ব্বে কবির দলে এক একজন আহ্লেদে থাকিত। [কবি দেখ।]

আহ্ব (ত্রি) আহ্বয়তি আ-হ্বে-ড। আহ্বানকারী।

আহ্বয় (ত্রি) আহ্বয়তে স্বসমীপমানয়নার্থমুচ্চৈঃ সম্ভাষ্যতেঽনেন বাহুং করণে শঃ। ১ নাম। নাম দ্বারাই লোকে ডাকিয়া থাকে তজ্জন্য নামকে আহ্বয় কহে। (অথাহ্বয়ঃ। আখ্যাহ্বে চাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর) ২ মেষাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়াবিশেষ, বাজি ফেলিয়া মেড়া প্রভৃতির খেলা। সেটীকে মনু অষ্টাদশ বিবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন।

আহ্বয়ন (ক্লী) আহ্বয়ং করোত্যনেন আ-হ্বয়-ণিচ্-করণে লুট্। নামের আদেশ সাধন শব্দবিশেষ। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) আহ্বানকারী।

আহ্বয়িতব্য (ত্রি) আহ্বয়ং করোতি আহ্বয়-ণিচ্ কর্ম্মণি তব্য। আহ্বয়নীয়, যাহাকে ডাকিবে। আকারণীয়, যাহাকে ইঙ্গিত করিতে হয়, যাহাকে ডাকিতে হইবে।

আহ্বর (ত্রি) আহ্বরতি আ-হ্বৃ-অচ্। ১ কুটিল। ২ উশীনর দেশোৎপন্ন। উহার সহিত কন্থা শব্দের ষষ্ঠী সমাস হইলে ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। (সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু। পা। ২। ৪। ২।) উশীনর দেশোৎপন্ন কন্থাসংজ্ঞা বুঝাইলে কন্থান্ত তৎপুরুষ ক্লীবলিঙ্গ হয়। আহ্বরকন্থ। এখানে উত্তরপদটী আদ্যুদাত্ত। *। (কন্থা চ। পা ৬ ২। ১২৪। তৎপুরুষে নপুংসক লিঙ্গে কন্থাশব্দ উত্তরপদ মাদ্যুদাত্তং। সৌশমিককন্থং। আহ্বরকন্থং। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) স্বার্থে কন্। নিন্দনীয়।

আহ্বা (স্ত্রী) আ-হ্বে-অঙ্ টাপ্। ১ আহ্বান। করণে অঙ্। ২ সংজ্ঞা নাম। (আখ্যাহ্বে চাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর)

আহ্বায় (পুং) আ-হ্বে-ঘঞ্। আহ্বান, ডাকা।

আহ্বান (ক্লী) আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ আহ্বান, ডাকা। (হুতিরাকারণাহ্বানং। অমর) আহ্বয়তে যেন করণে ল্যুট্। ২ সংজ্ঞা, নাম। ৩ আজ্ঞাসাধন রাজকীয় পত্র, তলব নামা। ভাবে-ল্যুট্। ৪ বিচারে বিবাদ নির্ণয়ের নিমিত্ত রাজা কর্ত্তৃক আহ্বান করা, ডাকা।

আহ্বায়ক (ত্রি) আ-হ্বে-ণ্বুল্ যুক্। আহ্বানকারক।

আহ্বারক (ত্রি) আ-হ্বৃ-ণ্বুল্। কুটিল।

আহ্বৃতি (স্ত্রী) আ-হ্বৃ-ক্তিন্। কৌটিল্য। কর্ত্তরি তৃচ্। রাজবিশেষ।

আহ্মদ। (মোল্লা)। একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত। ইহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশে টট্ট নামক স্থানে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই হানিফা-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আহ্মদ শিয়া ছিলেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অকবর পাদশার সভায় আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে 'খুলাসাৎ উল্ হয়াৎ' নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অকবর তাঁহাকে 'তারিখি অল্‌ফির' সঙ্কলনভার অর্পণ করেন। শিয়া-সম্প্রদায় প্রথম খলিফের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে অপর সম্প্রদায় বিরক্ত হন। মির্জা ফূলাদ্ বীরলস্ নামে এক ব্যক্তি বোধ হয় অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় মোল্লাকে আহ্বান করিল। আহ্মদ সরল প্রকৃতির লোক, নিঃশঙ্কচিত্ত, মির্জা ফূলাদের কথায় বশীভূত হইলেন। দুষ্ট লাহোরের পথে মোল্লার প্রাণ সংহার করিল। অকবর এই ঘটনা শুনিলেন, মির্জা ফূলাদকে হস্তি-দলিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। মোল্লা আহ্মদ 'তারিখি অল্‌ফি' আরম্ভ হইতে জঙ্গিস্ খাঁর সময় পর্য্যন্ত দুইভাগে লিখিয়া যান। আসফ খাঁ জাফর বেগ নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

আহ্মদ কবীর। একজন মুসলমান ফকীর। ইহাঁর পিতার নাম সৈয়দ্ জলাল। মখদুম্ জহানিয়ান্ জাহান্ গষৎ এবং রাজুগঙল নামে ইহাঁর দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা দুইজনেই সিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা তিন জনকেই বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে। মুলতানের উচ্চ নামক স্থানে আহ্মদ কবীরের সমাধি মন্দির আছে।

আহ্মদ খাঁ বঙ্গশ। ফরক্কাবাদের একজন নবাব। মুহম্মদ খাঁ বঙ্গশের পুত্র। কাইমজঙ্গের মৃত্যু হইলে উজীর সফ্‌দর জঙ্গ তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পান। এই সময় আহ্মদ খাঁ কতকগুলি আফগানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উজীরের সহকারী নবলরায়কে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এই ঘটনার পরে তিনি ফরক্কাবাদের নবাব হন। (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ)।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দিলার-হিম্মত খাঁ নবাব হন।

আহ্মদ খাঁ সুর। সেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। সিকন্দর শা সুর উপাধি ধারণপূর্ব্বক কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সাহায্যে পঞ্জাবের রাজা হন। ইনি ইব্রাহিম খাঁ সুরকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু অধিক দিন তাহাকে রাজ্য-ভোগ করিতে হয় নাই। হুমায়ুন তাঁহার সৈন্যদিগকে হারাইয়া দেন। অবশেষে অকবর কর্ত্তৃক সহিন্দ নামক স্থানে সিকন্দর পরাজিত হইলেন। তিনি পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তথা হইতে অনেকবার অকবরের বিপক্ষতাচরণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কিছুতেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না, অবশেষে তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন, কিছুদিন রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্মদ গড়। বুলন্দসহরের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরদিকে অনুপসহরের রাজা অণিরাজ নির্ম্মিত একটী সুন্দর সরোবর আছে।

আহ্মদনগর। বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১৮° ২০′০″ হইতে ২০° ০′০″ উঃ, এবং দেশা° ৭৩° ৪২′ ৪০″ হইতে ৭৫° ৪৫′৫০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সহ্যাদ্রি আহ্মদনগরের পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে, ইহার কতকগুলি শাখা আহ্মদনগরের পূর্ব্বদিক্ অবধি ছাইয়া আছে, এইখানে প্রবরা ও মুলা নামে দুইটী নদী বহিতেছে। এই জেলার প্রধান নদী গোদাবরী। লোকসংখ্যা সাড়েসাত লক্ষের অধিক। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মহারাষ্ট্রদিগের সংখ্যাই বেশী।

ইহার এই কয়েকটা নগর—১ আহ্মদনগর, ২ সোণাই, ৩ পথমদি, ৪ সঙ্গমনের, ৫ খর্দা, ৬ শ্রীগোণ্ডা, ৭ ভীমগার।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে, আহ্মদ শা আহ্মদনগর স্থাপন করেন। এই নগর সীনা নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত।

আহ্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বুর্হান্ নিজাম শাহ রাজা হন। তাঁহার সময় আহ্মদনগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তৎপুত্র হুসেন নিজাম শাহ রাজা হইলেন। হুসেন আহ্মদনগরের চারিদিকে ১২ফিট্ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি বিজাপুর রাজকর্ত্তৃক ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হন, তাহাতে তাঁহার শতাধিক হস্তী এবং ৬৬০টা কামান বিজাপুররাজের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে একটী পিতল নির্ম্মিত বৃহৎ কামান ছিল, তত বড় পিতলের কামান বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, সে কামান এখনও বিজাপুরে রহিয়াছে। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গোলকণ্ডা, বিদর প্রভৃতির রাজগণের সঙ্গে বিজয়নগরের রামরাজের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে হুসেন শাহ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। সেই যুদ্ধে সকলেই হিন্দুরাজের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ তৎপুত্র মীরণ হুসেন নিজাম কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। মীরণকেও অধিকদিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিতে হইল না, ১০ মাসের মধ্যে যমালয়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্মাইল নিজাম রাজা হইলেন। ইস্মাইলের পিতা পুত্রের রাজ্যভোগ দেখিতে পারিলেন না, পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বুর্হান্ নিজামশাহ (২য়) নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র ইব্রাহিম নিজামসাহ রাজা হইলেন, তিনি বিজাপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পটল তুলিলেন। আহ্মদ নামে তাঁহার একজন জ্ঞাতি আহ্মদনগরের সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল যে আহ্মদ ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ জ্ঞাতি নয়, তখন ইব্রাহিমের বালকপুত্র বাহাদুর শা তাঁহার মামী চাঁদবিবি কর্ত্তৃক রাজা হইলেন। [চাঁদবিবি দেখ।]

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্ অক্‌বরের পুত্র দানিয়েল আহ্মদ-নগর আক্রমণ করেন। এই সময়ের পর হইতে আহ্মদ নগরের নামমাত্র রাজা ছিল, তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজান আহ্মদনগর রাজশূন্য করিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পেশোবা এই নগর পাইলেন; ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মাহাট্টানায়ক দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

আহ্মদ নিজামশাহ বহ্রি। দক্ষিণাপথের নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা। নিজাম-উল্-মুলক্ বহ্রির পুত্র। ইনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চুন্দ্রাজপুরের দুর্গ অবরোধ করেন। তাঁহার পিতা মাহ্মুদশাহ বাহ্মণীর নিকট হইতে জায়গিরি পাই-য়াছিলেন। আহ্মদ সেই জায়গিরির নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে নিজাম-উল্-মুলক উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধকালে প্রায়ই সেনাপতির ভার গ্রহণ করিতেন। সুলতান মাহ্মুদশাহ আহ্মদের বল হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সুলতানের সৈন্যগণ আহ্মদের কাছে পরাস্ত হইল। এই ঘটনার পরেই আহ্মদ শিরে শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন; একজন স্বাধীন রাজা হইলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনিই আহ্মদনগর স্থাপন করেন। [আহ্মদনগর শব্দে ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখ।]

আহ্মদ শাহ। দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের পুত্র। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর, দিল্লীর দুর্গে আহ্মদশাহের জন্ম হয়। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল তারিখে পাণিপথে পাদশা পাইলেন। এই সময়ে উজীরগণই সর্ব্বেসর্ব্বা। আহ্মদ শাহ নামমাত্র রাজা ছিলেন, তিনি কষ্টে সৃষ্টে ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে ইমাদ্ উল্-মুলক্ গাজি উদ্দীন্ খাঁ নামে তাহার প্রধান উজীর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করিলেন। কেবল ইহাতেই উজীর ক্ষান্ত হন নাই, আহ্মদ শাহ এবং তাঁহার মাতা উধম বাইয়ের চক্ষু তুলিয়া লন। শারীরিক পীড়িত হইয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী, আহ্মদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আহ্মদ শাহ। (১ম)—গুজরাটের দ্বিতীয় রাজা। তাতার খাঁর পুত্র, মুজঃফর শাহের পৌত্র। মুজঃফর আপন জীবদ্দশায় আহ্মদকে রাজ্যভার দিয়া যান।

আহ্মদ শাহ শাবরমতী নদীর ধারে আহ্মদাবাদ নামে একটা নগর স্থাপন করেন। [আহ্মদাবাদ দেখ।] ৩৩ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্মদ শাহ আবদালী। একজন বিখ্যাত আফগান খাঁ। বাল্যকালে ইহাকে নাদির শা ধরিয়া লইয়া আপনার দাস করিয়া রাখেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া ইনি সামান্য দাস কার্য্য হইতে সেনাধ্যক্ষের ভার অবধি পাইয়াছিলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে নাদির বিনষ্ট হন। এই সংবাদ আহ্মদশাহের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি পারস্য সেনা-দিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সসৈন্যে কান্দাহারে উপস্থিত হইলেন। কান্দাহার ও কাবুল তাঁহার হস্তগত হইল, সেই সঙ্গে সিন্ধু ও কাবুল হইতে প্রেরিত পারস্যরাজের প্রাপ্য প্রচুর রত্নরাশি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এককালে বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া হিন্দুস্থান-জয়ের বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। পেশোয়ার ও লাহোর জয় করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময় দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদশাহ পীড়িত, তিনি আপন পুত্র আহ্মদকে আহ্মদসাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। সহিন্দের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শুক্রবার, উজীর কমর-উদ্দীন খাঁ আপনার তাঁবুমধ্যে ঈশ্বর ভজনায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় শত্রুনিক্ষিপ্ত একটা কামানের গোলা দ্বারা নিহত হইলেন। এই শোচ-নীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া মোগলসৈন্য যুদ্ধমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে দিনকার যুদ্ধে শত শত আফগান সৈন্য বিনষ্ট হইল। আহ্মদসাহ গতিক মন্দ দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। কাবুলে আসিয়া নূতন পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আগ্রা ও

দিল্লী অবধি অগ্রসর হইবেন। পথে মথুরা লুট করিয়া কান্দাহারে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় মাহ্রাট্টাদিগের অত্যাচারে সমস্ত হিন্দুস্থান উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। রোহিলাধিপ নাজির উদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা এবং অপরাপর অনেক মুসলমান মাহ্রাট্টাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় আবদালীকে আহ্বান করিলেন, এমন কি সকলে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে চাহিল। আবদালী সসৈন্যে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, মাহ্রাট্টাদিগের সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে পাণিপথের যুদ্ধই প্রধান; ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে, এই যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে মাহ্রাট্টাগণ সম্যকরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

আবদালী স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় শাহ আলমকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উজা-উদ্দৌলা প্রভৃতি নবাবদিগকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার আদেশ দিলেন।

২৬ বর্ষ রাজত্বের পর, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে আহ্মদশাহ আবদালী প্রাণত্যাগ করেন। কান্দাহারের রাজভবনের নিকটে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। তাঁহার গোরস্থানকে লোকে সিদ্ধাশ্রম ভাবিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র তিমুরশাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

আহ্মদশাহ আবদালীকে সচরাচর লোকে শাহ দুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

আহ্মদশাহ্ বলি ব্রাহ্মণী। দক্ষিণাপথের একজন সুলতান্। বাহ্মণীবংশীয় সুলতান্ দাউদ শাহের পুত্র। প্রথমে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিরোজসাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি স্বইচ্ছায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহ্মদ শাহকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে, আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

একদিন আহ্মদ শাহ মৃগয়া করিতে বাহির হন। মৃগয়া করিতে করিতে একটী মনোহর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বচ্ছসলিলা নদী এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে, ফলশালী তরুগণ কাননের শোভা বিস্তার করিয়াছে, নানা জাতীয় পক্ষীর কলরবে বনভূমি যেন সদাই প্রফুল্লিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যে সুলতানের মন বিমোহিত হইল, তিনি এখানে আহ্মদাবাদ বিদর নামক সুন্দর নগর ও দুর্গ স্থাপন করিলেন। এইখানে দময়ন্তীর পিতার রাজত্ব ছিল। আহ্মদশাহ ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

আহ্মদাবাদ। গুজরাট প্রদেশের একটী জেলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত। এই জেলার উত্তর সীমা বরোদা, উত্তর-পূর্ব্বে মহীকান্তা, পূর্ব্বে বালাসিনোর এবং কৈরা জেলা, দক্ষিণপূর্ব্বে কাম্বে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে কাঠিয়াবাড়।

আহ্মদাবাদের ভূতত্ব পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই স্বীকার করা যায়, পূর্ব্বে এই স্থান সমুদ্র মধ্যে ছিল, অধিক দিন হইবে না বর্ত্তমান ভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে আহ্মদাবাদ অনহিলবাড়া রাজাদিগের অধিকারে ছিল। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা এই স্থান কৃষিকর্ম্মের জন্য বিলি করিয়া দেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে ছিল। তৎপরে ভীলজাতি এই স্থান অধিকার করে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর ভীলদের নিকট হইতে এই স্থান কাড়িয়া লয়েন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে পেশোবা এই স্থান দখল করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, গাইকোয়াড় নিজের এবং পেশোবার অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন।

আহ্মদাবাদ বেশ উর্ব্বরা। বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে এটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানকার অধিকাংশ লোকই চাষবাসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। কুনবিরা সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অঞ্জনা, কদাবা ও লেবা। এখন বাঙ্গালার যেমন সামান্য গৃহস্থের কন্যা হইলে, সে আপনাকে বিপদ্গ্রস্থ মনে করে; কুনবিদের মধ্যেও সেইরূপ। এই বিপদ্ হইতে এড়াইবার জন্য ইহার কন্যাসন্তান জন্মিবামাত্র মারিয়া ফেলিত। আহা! মা হইয়াও সন্তানের প্রতি এরূপ আচার করিতে হইত। কন্যা হইলে বিস্তর খরচ না করিলে তাহার বিবাহ হয় না। কেহ বা অনেক কষ্টে মানুষ করিয়া তুলিল, কন্যা বয়স্থা হইল, অথচ মনোমত পতি মিলিতেছে না, এরূপ স্থলে প্রায়ই তাহাদের প্রথমে একতোড়া ফুলের সঙ্গে বিবাহ হইত। পরে ফুলের তোড়া একটী কূপে ফেলিয়া দিত; তাহাতে সেই কন্যা বিধবা হইল। এরূপ স্থলে সেই কন্যা 'পাত্রা' অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে কিন্তু অধিক খরচ লাগে না। কোন কোন স্থলে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেয়; তাহার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, বর বিবাহ করিয়াই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে। পরে বর কন্যাকে ত্যাগ করিলে, যাহার ইচ্ছা হয় সে সেই কন্যাকে 'পাত্রা' করে। কুনবিদের শিশুহত্যা নিবারণের জন্য ১৮৭০ সালে একটী আইন জারি হয়।

এখানকার রাজপুতের মধ্যে দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর

লোকের জমিজরাৎ আছে, তাহারা প্রায় সকলেই অলস। আর এক শ্রেণী লোকের চাষই জীবনোপায়। এখানকার কোলিরা প্রায় সকলেই চাষী, অতি সামান্ত অবস্থায় কালযাপন করে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। এই জেলার প্রধান নগর—আহ্মদাবাদ, ধোল্কা, বীরজাম, ধোলেরা, ধন্ধূক, গোঘা, পরান্তিজ, মোরাশ ও সানন্দ।

এই স্থান রেশম ও তুলার কাপড়ের ব্যবসার জন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রাবক ও অশোয়াল জৈনেরা বাস করে। [বোম্বাই গেজেটিয়ার ৪র্থ ভাগে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আহ্মদাবাদ নগর। এই নগরটী গুজরাটের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাবরমতী নদীর বামপার্শ্বে এই নগর। ইহার দৃশ্ত অতি সুন্দর। দূর হইতে দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। এই নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বরাবর উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় এক ক্রোশ পথ অবধি চলিয়াছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রাচীর গুজরাটের রাজা আহ্মদশাহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানই অকবরের অধিকারভুক্ত হয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। ফিরিস্তা নামক পারসী ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, তৎকালে এখানকার ৩৬০টী রাজ্য প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মার্হাট্টাদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দামাজী গাইকোয়াড় এবং মুনিম খাঁ নামে এক ব্যক্তির হস্তে এই নগর আসিল। উভয়ে মিলিয়া সদ্ভাবে কিছুদিন ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। মধ্যে মুনিম খাঁ কিছুদিনের জন্ত দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার মার্হাট্টাদের হাতে গিয়া পড়ে (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে বৃটীশ সেনাপতি গড্ডর্ড এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। এখানে জৈনশ্রাবকদিগের প্রায় ১২০টী মন্দির আছে। এখানকার হিন্দুরা তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া খালি পায়ে নগর পরিভ্রমণ করেন।

এই নগরের সোণা ও রূপার জরি প্রসিদ্ধ। এখানে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা সমস্ত গুজরাট প্রদেশে চলিয়া থাকে।

ই

ই, ইকার। তৃতীয় স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে ইহারের উচ্চারণ আঠার প্রকার। প্রথম—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। তৎপরে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। ১ হ্রস্ব উদাত্ত, ২ হ্রস্ব অনুদাত্ত, ৩ হ্রস্ব স্বরতি। ৪ দীর্ঘ উদাত্ত, ৫ দীর্ঘ অনুদাত্ত, ৬ দীর্ঘ স্বরিত। ৭ প্লুত উদাত্ত, ৮ প্লুত অনুদাত্ত, ৯ প্লুত স্বরিত। এই নয়টী অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং ১৮ প্রকার।

ইকারের এই কএকটী নাম—সুক্ষ্ম, শাল্মলী, বিন্তা, চন্দ্র, পূষা, সুগুহ্যক, সুমিত্র, সুন্দর, বীর, কোটর, কাটর, পদ্ম, ভ্রমধ্য, মাধব, তুষ্টি, দক্ষনেত্র, নাসিকা, শান্ত, কান্ত, কামিনী, কাম, বিঘ্নবিনায়ক, নেপাল, ভরণী, রুদ্র, নিত্যা, ক্লিন্না, পাবকা। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)।

কামধেনুতন্ত্রের মতে ইকার—পরানন্দময়, সুগন্ধযুক্ত, কুসুমসদৃশ, হরিব্রহ্মময়, শক্তিময়, পরমব্রহ্ম ও রুদ্রময়। ইহাই মূর্ত্তিমান্ কুণ্ডলী।

ই (পুং) অস্ত বিষ্ণোরপত্যং অ-ইঞ্। কামদেব, কন্দর্প। ইনি রুক্মিণীর গর্ভজাত। [হরিবংশের ১৬৩ অধ্যায়ে ইহাঁর বিবরণ আছে।] এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেকে বলেন ই শব্দের অর্থ কন্দর্প, অভিলাষ নহে। কামদৈবত্য হেতু ইকারের ঔপচারিক অর্থ অভিলাষ এই কথা কেহ বলিয়া থাকেন। নঞর্থকস্ত অ ইত্যস্ত ইদং অ-ইঞ্। (অব্য) ১ খেদ। ২ প্রকোপোক্তি। (ই স্যাদ্ খেদে প্রকোপোক্তৌ। হেম° অনে ৭। ৩।) ৩ নিষ্ঠুরবাক্য। ৪ দয়া। ৫ নিরাকরণ। ৬ প্রত্যক্ষ। ৭ সন্নিধি। ৮ দুঃখভাবন। ৯ ক্রোধ। ১০ বিক্রোধ।

('ই নিষ্ঠুরবচো ভেদে দয়ায়ামপ্যপাকৃতৌ।
প্রত্যক্ষসন্নিধৌ দুঃখভাবনে ক্রোধখেদয়োঃ॥
বিক্রোধে চ প্রকোপোক্তাবব্যয়ং মদনে পুমান্।' শব্দাব্ধি।)

১১ বিস্ময়। ১২ সম্বোধন। ১৩ মাধব। ১৪ সুক্ষ্মযক্ত। ১৫ বিন্তা। ১৬ দক্ষিণ লোচন। ১৭ গন্ধর্ব্ব। ১৮ পাঞ্চজন্য। ১৯ মথাঙ্কুর।

(ই মাধবঃ সুক্ষ্মসংজ্ঞশ্চ বিন্তাদির্দক্ষলোচনঃ।
গন্ধর্ব্বঃ পাঞ্চজন্যশ্চ ইকারশ্চ মথাঙ্কুরঃ॥ মাতৃকাকোষ।)

নিপাত এক অচ্ হেতু এটী প্রগৃহ্যসংজ্ঞ, সেই হেতু ই ঈশ্বর ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় নাই। *। নিপাত একজনাঙ্। পা ১। ১। ১৪। আঙ্ ভিন্ন একাচ্ অচ্ নিপাত প্রগৃহ্যসংজ্ঞ হয়।

ই গতৌ ভ্বাদি পরং সকং অনিট্। লট্। অয়তি অয়তঃ অয়ন্তি। লুঙ্ ঐষীৎ ঐষ্টাং ঐষুঃ। লিট্ ইয়ায় ইয়তুঃ ইয়ুঃ। অয়ন্। ইতঃ। ইতিঃ। অয়নং। আয়ঃ। ইত্বা (উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে। উদ্ভট্।) (অয়ঞ্চ ধাতুঃ কটী-গতৌ=ইত্যত্র ই ঈ ইতি প্রশ্লেষাৎ লব্ধঃ। সিং কৌং)

ইউরোপ [য়ুরোপ দেখ।]

ইংলণ্ড। দেশবিশেষ। গ্রেটবৃটন দ্বীপের দক্ষিণাংশ। [গ্রেট-বৃটন দেখ।]

ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পুরাকালে ফিনিসীয়গণ টিন আনিবার জন্য এইদেশে যাতায়াত করিত। প্রাচীন রোমকেরা এই স্থানকে বৃটেনিয়া বলিত। [গ্রেটবৃটন শব্দে পুরাতত্ত্ব দেখ।]

এঙ্গল নামক এক জাতি এইস্থানে বাস করিত, তাঁহাদের নামানুসারে ইহার নাম এঙ্গল-লণ্ড বা ইংলণ্ড হইয়াছে।

এডবার্ড নামক রাজা নরমাণ্ডীর উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজ্যভার প্রদান করেন। উইলিয়ম প্রথম যখন ইংলণ্ডে আইসেন, তখন তথাকার লোকেরা হেরল্ড নামক একজনকে রাজা করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে উইলিয়মের যুদ্ধ হয়। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নরমান্‌দিগের অধিকারে আসিল।

নরমান্ ও তৎকালীন সাক্‌সন্ জাতির সম্মিলনে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজি ভাষার উৎপত্তি হইল। নিম্ন-লিখিত রাজগণ ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন।

এঙ্গলো-সাক্‌সন বংশ।

	খৃষ্টাব্দে	বর্ষে
আল্‌ফ্রেড্ (ওয়েসেক্সের রাজা)	৮৭১	৩০
এডবার্ড (১ম)	৯০১	২৪
এথেলষ্টন্ (ইংলণ্ডের রাজা) ...	৯২৫	১৫
এডমণ্ড (১ম)	৯৪০	৬
এড্রেদ্	৯৪৬	৯
এডবি	৯৫৫	৪
এড্‌গার	৯৫৯	১৬
এড্‌বার্ড (২য়)	৯৭৫	৩
এথেলরেড্	৯৭৮	৩৮
এড্‌মণ্ড (২য়)	১০১৬	১

দানিশ বংশ।

কানিউট্	১০১৭	১৯
হেরল্ড্ (১ম)	১০৩৬	৩
হার্ডিকানিউট্	১০৩৯	২

সাক্‌সন বংশ।

এড্‌বার্ড (৩য়)	১০৪১	২৫
হেরল্ড্ (২য়)	১০৬৬	

নরমান বংশ।

উইলিয়ম (১ম)	১০৬৬	২১
ঐ (২য়)	১০৮৭	১৩
হেনরি (১ম)	১১০০	৩৫
ষ্টেফেন (ব্লইসবংশীয়)	১১৩৫	১৯

প্লান্টাজেনেট বংশ।

হেনরি (২য়)	১১৫৪	৩৫
রিচার্ড (১ম)	১১৮৯	১০
জন	১১৯৯	১৭
হেনরি (৩য়)	১২১৬	৫৬
এডবার্ড (১ম)	১২৭২	৩৫
এডবার্ড (২য়)	১৩০৭	২০
এডবার্ড (৩য়)	১৩২৭	৫০
রিচার্ড (২য়)	১৩৭৭	২২

লঙ্কাষ্টার বংশ।

হেনরি (৪র্থ)	১৩৯৯	১৪
ঐ (৫ম)	১৪১৩	৯
ঐ (৬ষ্ঠ)	১৪২২	৩৯

ইয়র্কের রাজবংশ।

এডবার্ড (৪র্থ)	১৪৬১	২২
এডবার্ড (৫ম)	১৪৮৩	
রিচার্ড (৩য়)	১৪৮৩	২

তুদরের রাজবংশ।

হেনরি (৭ম)	১৪৮৫	২৪
ঐ (৮ম)	১৫০৯	৩৮
এডবার্ড (৬ষ্ঠ)	১৫৪৭	৬
মেরি	১৫৫৩	৫
এলিজাবেথ	১৫৫৮	৪৫

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

জেমস্ (১ম)	১৬০৩	২২
চার্লস্ (১ম)	১৬২৫	২৪
সাধারণ তন্ত্র	১৬৪৯	১০

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

চার্লস্ (২য়)	১৬৬০	২৫
জেমস্ (২য়)	১৬৮৫	৩

অরেঞ্জের রাজবংশ।

উইলিয়ম (৩য়) ও মেরি ...	১৬৮৮	১৪

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

আনি	১৭০২	১২

বর্ণস্থইক্ বংশ।

জর্জ (১ম)	১৭১৪	১৩
জর্জ (২য়)	১৭২৭	৩৩
জর্জ (৩য়)	১৭৬০	৬০
জর্জ (৪র্থ)	১৮২০	১০
উইলিয়ম (৪র্থ)	১৮৩০	৭
ভিক্টোরিয়া	১৮৩৭	

ইংরাজ (Anglais শব্দের অপভ্রংশ) [ইঙ্গ্রেজ দেখ।]

ইংরাজীভাষা। ইংরাজের ভাষা। যে ভাষায় ইংরাজেরা কথা কয়।

ইংরাজীভাষা বলিতে গেলে কেবল ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী এঙ্গলদের কথিত ভাষা বুঝায় না। লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, কেল্‌টিক, দানিশ, সাক্‌সন, ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয়, জর্ম্মন, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, মলয়, চীন প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজীকে একটী পূর্ণভাষা বলা যায় না। এই ভাষায় এখনও অনেকানেক নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় এখনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই।

ইংরাজীভাষার ইতিহাস চারি অংশে ভাগ করা যায়। ১ম এঙ্গলো-সাক্‌সন কাল (৪৪৯ হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ), ২য় অৰ্দ্ধ সাক্সন কাল (১০৬৬ হইতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ), ৩য় প্রাচীন ইংরাজী কাল (১২৫০ হইতে ১৫৫০খৃঃঅঃ),৪র্থ বর্ত্তমান ইংরাজী কাল (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় অবধি।) এই সময়ের মধ্যে ইংরাজীভাষা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে ইংরাজীভাষা যেরূপ ভাবে চলিতেছিল, এখন আর সেরূপ নাই। ইংরাজী ভাষায় ২৬টী অক্ষর। এই ২৬টী অক্ষরে বিজাতীয় শব্দসমূহ প্রকৃতরূপে লিখিত হইতে পারে না বলিয়া উচ্চারণের জন্য নূতন নূতন অক্ষর কল্পিত হইতেছে।

ইক্‌ স্মরণে অধিপূর্ব্বক এব অত্র কিৎ করণং (ইঙ্‌ অধ্যায়নে নিত্যমধিপূর্ব্বঃ) ইত্যস্য বিশেষার্থঃ। অদাদিং পরং সকং অনিট্‌। লট্‌ অধ্যেতি অধীতঃ অধিয়ন্তি। অধ্যগাৎ। অধীয়ন্‌।

(ইন্বদিক্‌ ইতি বক্তব্যং। পা ৬।৪।৭৬ সূত্রে বার্ত্তিক।) অধীয়ন্তি। অধ্যগাৎ। কেচিত্তু আৰ্দ্ধধাতুকাধিকারোক্তস্যা-বাতিদেশ-মাহুঃ। তন্মতে যণ্‌ ন। তথাচ ভট্টিঃ। সমীতয়ে রাঘবয়োরধীয়ন্‌। সিং কৌং উক্তসূত্রে। ইহার যোগে কর্ম্মে শেষে ষষ্ঠী হইবে। মাতাকে স্মরণ করিতেছে এরূপ স্থলে "মাতুরধ্যেতি" এই প্রয়োগ হইবে। *। অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণি। পা ২।৩।৫২। অধিপূর্ব্বক ইক্‌ ধাতুর যে অর্থ তাহাতে অর্থাৎ স্মরণার্থে এবং দয় ও ঈশ এই সকল ধাতুর কর্ম্মে শেষে ষষ্ঠী হয়। তিঙন্ত পদ বা কৃদন্ত পদ এই উভয়ের যোগেই যেস্থানে ষষ্ঠী হইতে পারে যেমন 'সর্পিষো জানাতি' 'সর্পিষো জ্ঞানং' তাহার নাম প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী, তাহার সহিত কৃদন্ত এই অধি ইক্‌ধাতুর সমাস হয় না, তজ্জন্য "মাতুরধ্যয়নং" এস্থলে ষষ্ঠীসমাস হইবে না। (প্রতিপদবিধানা চ ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বাচ্যং। পা ২।২।১০ বার্ত্তিক।)

ইকট (পুং) ই-বিচ্‌ ইং খেদং কটতি বারয়তি ই-কট-অচ্‌। বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোড়া।

ইকট (পুং) ঈয়তে-ই ক্বিপ্‌-ইৎ-সিধ্য-কটো যস্মাৎ পৃষোং তস্য কঃ। কট্‌সাধন তৃণবিশেষ। যে নল দিয়া দড়মা প্রস্তুত করে।

ইক্ষ্বাণিকা (স্ত্রী) অনিক্ষু, খাগ্‌ড়া। এই গাছগুলিও ঠিক্‌ ইক্ষুতুল্য মিষ্ট। বালকেরা ইহার কলম প্রস্তুত করে। এই গাছ জলের নিকটেই প্রায় দেখা যায়।

ইক্‌বাল (আরব্য) বর্ষলগ্ন হইতে (১।৪।৭।১০ অথবা ২।৫।৮।১১) ইহার কোন স্থানে রবি প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ থাকিবার হেতু রাজযোগ বিশেষ। ঐ যোগ রাজ্য ও সুখপ্রাপ্তির হেতু।

ইক্ষু (পুং) ইষ্যতে মধুরত্বাৎ। ইষু (বাঞ্ছে ইযেঃ ক্সুঃ। উণ্‌ ৩।১৫৭) ইতি ক্সু। মধুর রসযুক্ত স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। (Saccharum officinarum) মধুরতৃণ। (ইক্ষু র্মধুতৃণ কৃসৌ স্যাৎ। উণ্‌ কো।) (ইক্ষুর্মধুতৃণং স্মৃতং। উৎপলিনী)।

আক প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মে; ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইহার চাষ হয়। আকের ছিবড়ায় কাগজ হয়, পাতায় মাদুর হইতে পারে।

ইক্ষুশব্দের এই কএকটী পর্য্যায় দেখা যায়। যথা—রসাল, কর্কোটক, বংশ, কান্তার, সুকুমারক, অধিপত্র, মধুতৃণ, বৃষ্য, গুড়তৃণ, মৃত্যুপুষ্প, মহারস, অসিপত্র, কোশকার, ইক্ষব, পয়োধর। রক্তেক্ষুর নাম সুক্ষ্মপত্র, শোণ, লোহিত। উৎকট মধুর হ্রস্বমূল।

সামান্য ইক্ষুর গুণ—খাইলে রক্তপিত্ত নাশ করে এবং বল, শুক্র, কফ বৃদ্ধি করে। পাক করিলে মধুর, স্নিগ্ধ, ভারী, অতিশয় শীতল ও মূত্র পরিষ্কার করে। ইহার মধ্য ও মূল মধুর, স্বাদু; গাঁইট, ছাল এবং ডগা লবণাক্ত (লোনা), মূলের উপরের ভাগ সুমিষ্ট, মধ্যভাগটা অতি মধুর। ক্রমেই ডগা নীরস ও লোনা।

খালি পেটে আক খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, ভাত খাওয়ার পর খাইলে বায়ু বৃদ্ধি করে। ভাত খাইবার সময়ে খাইলে গুরুপাক হইয়া পড়ে। দাঁতে ছাড়াইয়া আক খাইলে ঠাণ্ডা, শুক্র বৃদ্ধি, মুখের তৃপ্তি ও জীবনের হিত সাধন করে। ইহাতে বায়ু, রক্ত ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহা অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ ও প্রীতিজনক। রক্ত ও ধাতু বৃদ্ধিকর। রক্তদোষ ও ভ্রমের উপশমকারী। অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মাবৰ্দ্ধক, মনের তুষ্টিকর এবং মুখের রুচিজনক। ইহাতে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। খাইতে অমৃততুল্য অথচ ত্রিদোষনাশক।

যন্ত্রের দ্বারা রস বাহির করিয়া খাইলে তাহার গুণ—রক্ত ও শুক্র বৃদ্ধিকর, অতি শীতল। কোষ্ঠপরিষ্কারক, মুখরুচিকর এবং গাত্রদাহকর। ইহারও দাঁতে ছাড়ানর গুণ—কিঞ্চিৎ

পরিমাণে পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহা কোমল নয়, ইহার স্বাদ ভাল নয়। ক্ষীর রোধক ও দাহকারী। বাসি আকের রস ভাল নয়। তাহা অম্ল ও বাতনাশক, ভারী, পিত্তকর, শোষকর, ভেদক ও অতিমূত্রকর।

আকের জাল দেওয়া রসের গুণ—চিক্কণ, ভারী, অত্যন্ত তেজী, কফ ও বাতনাশক, আনাহ ও কিঞ্চিৎ পিত্তনাশক। অতিপাকে বিদাহ, পিত্তদোষ ও রক্তদোষ জন্মে।

ইক্ষু বিকারের (অর্থাৎ চিনি বা গুড়ের) নাম—লসীকা, ফাণিত, গুড়, খণ্ড, মৎস্যাণ্ডী, সিতা। ইহা নির্ম্মল হইলে হাল্কা, শীতল ও বীর্য্যকর। ইক্ষুর নামবিশেষ—দীর্ঘচ্ছদ, ভূরিরস, গুড়মূল, অসিপত্র, মধুতৃণ। ইহার গুণ—রক্ত ও পিত্তনাশক, বলকর, বৃষ্য, শরীরের স্থূলতাকারক, কফবর্দ্ধক, স্বাদু ও পাকে অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক, শীতল। ইক্ষুর সাধারণ গুণ পিপাসানাশক, দাহ, মূর্চ্ছা, পিত্ত ও রক্তনাশক, ভারী, বাতহারক, রেচক, বৃষ্য, বিষনাশক। কিছু গাঢ় পাকা ও যাহাতে রস অনেক হয় উহাকে ফাণিত কহে। গুণ—ধাতুবর্দ্ধক, বাত পিত্ত ও শ্রমনাশক। মূত্র ও বস্তিশোধক।

মৎস্যাণ্ডীর লক্ষণ—গাঢ় ও অল্পশিরাযুক্ত। ইহাতে খাঁড় চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুণ—ভেদক, বলকর, হাল্কা, পিত্ত ও বাতনাশক, ধাতুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্তদোষনাশক।

ইক্ষুর জাতিভেদ—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, মনোগুপ্তা, তাপসেক্ষু, কান্তার, কাণ্ডেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর, কোশকৃৎ।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুকের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। ইহার রস ও গুড় মধুর, অতি শীতল এবং বলবর্দ্ধক। কোশকারের গুণ—ভারী, শীতল, রক্ত ও পিত্তনাশক। কান্তার গুণ—ভারী, বলকারী, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, স্থূলতাসম্পাদক, রেচক। দীর্ঘপত্রের গুণ—অতি কঠিন। বংশক গুণ—ক্ষার লবণাক্ত। শতপোরক কিছু পরিমাণে কোশকারের গুণ বিশিষ্ট, অল্প উষ্ণ, লোনা ও বায়ুনাশক এইমাত্র বিশেষ।

মনোগুপ্তার গুণ—ব্যবহারক, তৃষ্ণা ও রোগবিনাশক, সুশীতল, অতি মধুর, রক্ত ও পিত্তনাশক।

তাপসেক্ষু গুণ—মৃদু মধুর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, প্রীতিপ্রদ, রুচিজনক, শক্তিবৃদ্ধিকারক ও বলকর।

কচি আকের গুণ—কফবর্দ্ধক, চর্ব্বি ও মেহজনক।

যুবা আকের গুণ—বাতহারক, স্বাদু, ঈষৎ তীক্ষ্ণ, পিত্তনাশক।

পাকা আকের গুণ—রক্ত ও পিত্তহারক। ক্ষত ঘা বিনাশক, বল ও বীর্য্যজনক।

সাদা আকের গুণ—উৎকৃষ্ট রসায়নকারী, বলকর, রোগনাশক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, স্থূলতা-সম্পাদক, শক্তিজনক, আয়ুষ্কর, শ্লেষ্মাকর। অত্যন্ত স্বাদু, এ জন্য বাত ও পিত্ত নষ্ট করে। শক্তিজনক হইলেও অন্তর বিদাহ জন্মায়।

কাল আকের গুণ—শোষ অপহারক, শোক ও ব্রণজনক। অন্য গুণ সাদা আকের মত।

যন্ত্র দ্বারা বাহির করা রসের গুণ—ভারী, শক্তিবর্দ্ধক, কফজনক, অতি শীতল, পাকে বিদাহী ও বলকারী। [অপর বিবরণ চিনি শব্দে এবং (The Sugar (Vol XVI. to XIX নামক বিলাতী পত্রিকা দেখ।]

২ নদীবিশেষ। ৩ মৎস্যপুরাণে দুইটী ইক্ষু নদীর নাম পাওয়া যায়। একটী নদী জম্বুদ্বীপে এবং অপরটী শাকদ্বীপে। জম্বুদ্বীপে যেটী, তাহার বর্ত্তমান নাম অক্ষস্ (Oxus)।

ইক্ষুক (পুং) ইক্ষু প্রকারঃ (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩।) ইতি প্রকারার্থে কন্। এক প্রকার ইক্ষু।

ইক্ষুকাণ্ড (পুং) ইক্ষোঃ বৃক্ষস্য কাণ্ডঃ দণ্ডইব কাণ্ডো যস্য বহুব্রী) কাশবৃক্ষ। (কেশে)। মুঞ্জগাছ। ইক্ষুঃ কাণ্ড ইব। ইক্ষুদণ্ড।

ইক্ষুকুট্টক (পুং) ইক্ষুন্ কুট্টয়তি ইক্ষু-কুট্ট ণ্বুন্ (উণ্ ২। ৩২।) ৬তৎ। গুড়কারক যন্ত্রবিশেষ। গৌড়িক (স্ত্রী) কেশে।

ইক্ষুগন্ধ (পুং) ইক্ষোঃ গন্ধইব গন্ধো যস্য বহুব্রী। ক্ষুদ্র গোক্ষুর বৃক্ষ, কেশে।

ইক্ষুগন্ধা (স্ত্রী) পূর্ব্ববৎ সমাঃ টাপ্। গোখুরী, কাশতৃণ।

ইক্ষুগন্ধিকা (স্ত্রী) ইক্ষুগন্ধ কন্ টাপ্, অকারস্যেকারঃ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁইকুমড়া।

ইক্ষুজ (ত্রি) ইক্ষু-জন-ডঃ। ইক্ষু হইতে যাহা জন্মে, গুড়াদি।

ইক্ষুতুল্যা (স্ত্রী) ইক্ষোঃ ইক্ষুণা বা তুল্যা। ধান্যবিশেষ।

ইক্ষুদণ্ড (পুং) ইক্ষুঃ দণ্ড ইব উপ কর্ম্মধাং। আকগাছ। ইক্ষুযষ্টি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষুদর্ভা (স্ত্রী) ইক্ষোরিব দর্ভো বন্ধো যস্যাঃ বহুব্রী। তৃণবিশেষ। ইহা সুমধুর, শীতল, অল্পকষায়। কফ ও পিত্তহারক, রুচিকর, লঘুপাক, তৃপ্তিজনক।

ইক্ষুদা (স্ত্রী) ইক্ষুং তদাস্বাদং দদাতীতি ইক্ষু-দা-ক। নদীবিশেষ।

ইক্ষুনেত্র (ক্লী) ইক্ষোর্নেত্রমিব ৬তৎ। আকের গাঁট। ইক্ষুমূল। যেখান হইতে পাপড়ি উঠে।

ইক্ষুপত্র (পুং) ইক্ষোঃ পত্রমিব পত্রং যস্য বহুব্রী। জোয়ার ধান্য। নদীকূলে জোয়ারে যে ধান জন্মে।

ইক্ষুপাক (পুং) ইক্ষোঃ পাকঃ ৬তৎ। পাকযোগ্য রসাদি। গুড় প্রভৃতি।

ইক্ষুপ্র (পুং) ইক্ষুরিব পূয়তে ইক্ষু পৃ-ক। শরবন। [তৃণ দেখ।]

ইক্ষুবালিকা (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাল ইব বালঃ কেশঃ শীর্ষস্থ-পত্রাদির্যস্যাঃ। ইক্ষুতুল্য, কেশে।

ইক্ষুভক্ষিতী (স্ত্রী) ইক্ষুর্ভক্ষিতোঽনয়া। যে স্ত্রী ইক্ষু ভক্ষণ করিয়াছে।

ইক্ষুমতী (স্ত্রী) ইক্ষুস্তবদ্রসো বিদ্যতেঽস্যাং নদ্যাং (ইক্ষু। পা ৪।২।৮৬। মধ্বাদিভ্যশ্চেতি মতুপ্। পা ৮।২।৯। সূত্রে যবাদিত্বাৎ ন মতোর্মো বঃ।) নদীবিশেষ। এই নদীর তীরে সাঙ্কাশ্যা নগর। (কার্য্যাকলকপর্য্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীং। রামাং ১ কাণ্ড, ৭০ সর্গ ৩ শ্লোক।) মহাভারতের মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে।

ইক্ষুমূল (ক্লী) ইক্ষোর্মূলং গ্রন্থিরিব মূলং যস্য। বাঁশের গাছ। ৬তৎ। আকের মূল। আকের গাঁট।

ইক্ষুমেহ (পুং) ইক্ষুরসতুল্যো মেহঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ইক্ষুরসের ন্যায় ধাতু নির্গত হওয়া। দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আলস্যে আসক্ত এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মদ্যদ্রব্যযুক্ত অন্নভোজী ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। সুশ্রুত এই রোগে জয়ন্তীকষায় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইক্ষুযন্ত্র (ক্লী) ইক্ষোঃ নিষ্পীড়নং যন্ত্রং শাক-তৎ। যে যন্ত্র দ্বারা মাড়িয়া ইক্ষুরস নির্গত করা যায়, মহাশাল।

ইক্ষুযোনি (পুং) ইক্ষোর্যোনিঃ জন্ম যস্মাৎ। ইক্ষুজাত পুঁড়ি আক্। ইক্ষুবটিকা (স্ত্রী) ঐ অর্থ।

ইক্ষুর (পুং) ইক্ষুং তদ্বদ্রসং রাতি ইক্ষু-রা-ক। কুলেখাড়া। কোকিলাগাছ। গোখুরী। আকগাছ। কেশগাছ। স্বার্থে কন্। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। কেশে। মোটাশর।

ইক্ষুরস (পুং) ইক্ষো রস ইব রসো যস্য সঃ। নড়া। কেশে। ৬তৎ। ইক্ষুরস।

ইক্ষুরসক্বাথ (পুং) ইক্ষুরসস্য ক্বাথঃ ৬তৎ। গুড়।

ইক্ষুরসোদ (পুং) ইক্ষুরসবৎ মিষ্টমুদকং যস্য বহুব্রী, উদক-শব্দস্যোদাদেশশ্চ। ইক্ষুসমুদ্র। (লবণেক্ষু-সুরাসর্পিদধিদুগ্ধ-জলান্তকাঃ। পুরাণ।)

ইক্ষুবল্লী (স্ত্রী) ইক্ষুরিব সুস্বাদু বল্লী বল্লরী বা। ক্ষীরকন্দ।

ইক্ষুবাটী (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাটীব। পুণ্ড্রক। ইক্ষু।

ইক্ষুবাটিকা (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাটীব, স্বার্থে কন্। পুণ্ড্রক। পুঁড়িআক্।

ইক্ষুবালিকা (স্ত্রী) ইক্ষুরিব দলতি ইক্ষু-বল ণ্বুল্। ১ তাল-মাখনা। ২ কেশে।

ইক্ষুবিকার (পুং) ইক্ষোর্বিকারঃ ৬তৎ। গুড় প্রভৃতি।

ইক্ষুবেষ্টন (পুং) ইক্ষোরিব বেষ্টনমস্য বহুব্রী। ভদ্রমুস্তা, মুথা।

ইক্ষুশর (পুং) ইক্ষুরিব শৃণাতি ইক্ষু শৃ-অচ্। কেশে।

ইক্ষুশাকট (ক্লী) ইক্ষূণাং ভবনং ক্ষেত্র সংভবনে ক্ষেত্র শাকটশব্দশ্চ প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। পা ৫।২।২৯ বার্ত্তিক। ইতি শাকট প্রং। আকের ক্ষেত। ইক্ষুর জমি।

ইক্ষুশাকিন (ক্লী) ইক্ষূণাং ক্ষেত্রং ভবনং বা ইক্ষু শাকিন পূর্ব্ববৎ। আকের ভূমি।

ইক্ষুসার (পুং) ইক্ষোঃ সারঃ ৬তৎ। গুড়।

ইক্ষুসমুদ্র (পুং) ইক্ষুরসবৎস্বাদূদকঃ সমুদ্রঃ মধ্যলোপী কর্ম্মধা। ইক্ষুর তুল্য জলবিশিষ্ট সাগর। পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত একটা সমুদ্র।

ইক্ষ্বাকু (পুং) ইক্ষুমকতি ব্যাপ্নোতি কু-অচ্ আগুক্। অথবা ইক্ষুং শব্দং অকতীতি ইক্ষু অক-উণ্। সূর্য্যবংশীয় রাজা। বৈবস্বত মনু ইহাঁর পিতা। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা-দিগের আদিপুরুষ। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র হয় তন্মধ্যে বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা।

(স্ত্রী) ২ কটুতুম্বী, তিত লাউ। (ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ। অমর।)

ইক্ষ্বাকু। বারাণসীর একজন রাজা। বৌদ্ধদিগের মহা-বস্তুবদান নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইক্ষ্বাকু সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। একদিন বারাণসীর রাজা সুবন্ধু স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার শয়নাগার ইক্ষুদণ্ডে ছাইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার স্বপ্ন প্রকৃত। ক্রমে সকল ইক্ষুদণ্ডই শুকাইয়া গেল, কেবল একগাছি বাঁচিয়া রহিল। সুবন্ধু দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "এই ইক্ষুর মধ্য হইতে একটী পুত্র জন্মিবে, সেই বালকই আপনার পুত্র হইবে।"

দৈবজ্ঞের কথা ফলিল। ইক্ষু ভেদ করিয়া একটী বালক উৎপন্ন হইল। ইক্ষুমধ্যে ছিল বলিয়া সেই বালকের নাম ইক্ষ্বাকু হইল। সুবন্ধুর মৃত্যু হইলে তিনি বারাণসীর রাজা হন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম অলিন্দা, তাহার গর্ভে কুশের জন্ম হয়। (কুশজাতক)।

ইক্ষ্বারি (পুং) ইক্ষোঃ অরিঃ ৬তৎ বা ইক্ষুরিবারতি ইক্ষু-ঋ-ইন্। কাশতৃণ, কেশে।

ইক্ষ্বালিক (পুং) ইক্ষুরিব অলতি ব্যাপ্নোতীতি ইক্ষু ণ্বুল্। কুশ, কেশে।

ইক্ষ্বালিকা (স্ত্রী) ইক্ষ্বালক-টাপ্। ইক্ষুতুল্য, আনাগৃ খাগড়া।

ইখ্, গতি। ইদিৎ। ভ্বাং পরং সকং সেট্। ইঙ্খতি, ঐঙ্খীৎ, ইঙ্খাংবভূব, আস, চকার।

ইখ্, গতি। ভ্বাং. পরং সকং সেট্। এখতি। ঐখীৎ। ইয়েখ।

ইগ্, গতি। ইদিৎ। ভ্বাং পরং সকং সেট্। ইঙ্গতি, ঐঙ্গীৎ। ইখিবৎ সর্ব্বম্। ইঙ্গিতং।

ইঙ্, অধ্যয়ন। অধিপূর্ব্বক এব ঙিৎ, অদাদিং সকং আত্মং অনিট্। অধীতে, অধ্যৈষ্ঠ, অধ্যগীষ্ট।

ইঙ্গ (পুং) ইগ ক-নুম্। ১ অদ্ভুত। ২ জ্ঞান। (ভাবে ঘঞ্)। ৩ ইঙ্গিত। ৪ জঙ্গম। যাহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করে। (ইঙ্গঃ স্যাদদ্ভুতে জ্ঞানে জঙ্গমেঙ্গিতয়োরপি। মেদিনী।) ৫ চরাচর। (চরাচরং জগদিঙ্গং। হেম ৫। ৯০।)

ইঙ্গন (ক্লী) ইগি-ভাবে ল্যুট্। ১ হৃদ্গত ভাব, মনের ভাব। ২ চলন। ৩ জ্ঞান। ৪ সঙ্কেত, ইসারা। ণিচ্-ল্যুট্। ৫ চালান, পাঠান।

ইঙ্গিড় [ল] (পুং) ইগি-ইলচ্ (উণ্ ৫৭ সূত্রে আদিপদে।) ইঙ্গুদ বৃক্ষ।

ইঙ্গিত (ক্লী) ইঙ্গ-ক্ত। ১ অভিপ্রায়মত চেষ্টা প্রকাশ করা। ২ ঠার, ইসারা। ৩ অন্বেষণ। ৪ চেষ্টা। (ইঙ্গিতং তু স্যাচ্চেষ্টায়াং গমনেঽপি চ। হেম° অনে ৩। ২৫০।)

ইঙ্গিতজ্ঞ (ত্রি) ইঙ্গিতং জানাতীতি ইঙ্গিত-জ্ঞা কর্ত্তরি ক। জিনি ইসারা জানেন, সঙ্কেত বুঝিতে পারেন।

ইঙ্গু (পুং) ইঙ্গতি কম্পতে যেন, ইগি বহুং উণ্। রোগ।

ইঙ্গুদ (পুং) ইঙ্গুং রোগং দ্যতি ইঙ্গু-দো কর্ত্তরি-ক। ১ তাপস বৃক্ষ। ২ জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষ। ইহা তিক্ত অথচ মধুর। শীতল অথচ উষ্ণ, উভয় গুণই আছে। ইহাতে শ্লেষ্মা ও বাত নষ্ট হয়। পূর্ব্বে মুনিগণ প্রস্তরাদিতে ভাঙ্গিয়া ইহার তৈল ব্যবহার করিতেন।

ইঙ্গুদী (স্ত্রী) ইঙ্গুদ-ঙীপ্। হিঙ্গোট বৃক্ষ। বঙ্গদেশে জীয়া-পুতা বলে।

ইঙ্গুল, ইঙ্গুলা (পুং স্ত্রী) ইঙ্গুং লাতি গৃহ্লাতীতি, ইঙ্গুলা-ক। ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

ইঙ্গ্য (ত্রি) ইগি-যৎ। গমনযোগ্য, যেখানে যাওয়া যায়।

ইঙ্গ্রেজ (পুং) ইঙ্গরেজ। লণ্ডনদেশজাত লোকসকল।

"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রা-স্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইঙ্গ্রেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ ॥"

মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ।

ইচড় (দেশজ) কচিকাঁঠাল। নূতন পনস। ইহা রাঁধিলে সুখাদ্য ডাল্না প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। [কাঁঠাল দেখ।]

ইছাই ঘোষ। অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেঁকুর নামক স্থানের রাজা। ইনি জাতিতে গোয়ালা, শক্তির উপাসক। ইহাঁর সময় ঢেঁকুর বঙ্গদেশের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীনে ছিল। ইছাই মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে স্বাধীন হইলেন। গৌড়রাজকে আর কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিল। শেষে গৌড়রাজই পরাস্ত হইলেন। তৎপরে ইছাই ঘোষ অনেক দিন নিরাপদে রাজ্য ভোগ করেন। কিছু দিন পরে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্য গৌড়রাজ লাউসেনকে পাঠাইলেন। উভয় বীরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ধর্ম্মবীর লাউসেন জয়লাভ করিলেন, ইছাই পরা-জিত ও নিহত হইলেন। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাব-শেষ এখনও অজয়নদের পারে পড়িয়া আছে।

(ঘনরাম কৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দেখ।)

ইচ্ছক (পুং) ইচ্ছা অস্তি অস্মিন্নিতি মত্বর্থীয় অচ্, ততঃ কপ্ স্বার্থে কন্ বা। ১ টাবালেবুর গাছ। ২ ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তি।

ইচ্ছা (স্ত্রী) ইষ-ভাবে-শ-টাপ্। ১ মনের ধর্ম্ম। ২ বাঞ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ উৎসাহ। ইচ্ছার দুই প্রকার ভেদ আছে—সৎ ও অসৎ। দানধ্যানাদিতে যে ইচ্ছা তাহাকে সৎ ও মদ্যপান চৌর্য্যাদি বিষয়ে যে ইচ্ছা তাহাকে অসৎ বলে।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥" ন্যায়সিদ্ধান্ত।

মন হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি, ইচ্ছা হইতে যত্ন, যত্ন হইতে চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্য্যসম্পন্ন হয়।

ইচ্ছাকৃত (ত্রি) ইচ্ছয়া কৃতং ৩-তৎ। অভিলাষে যেটী করা হয়। যথেচ্ছাচার।

ইচ্ছানিমিত্তক (ত্রি) ইচ্ছা এব নিমিত্তং যস্য বহুব্রী। ইচ্ছাতেই যেটী ঘটে। যেমন ইচ্ছা করিয়া চোর হয় বা সাধু হয়।

ইচ্ছানুগত (ত্রি) ইচ্ছায়া অনুগতং ৬-তৎ। স্বাধীনতা।

ইচ্ছানুরূপ (ত্রি) ইচ্ছায়া বা ইচ্ছয়া অনুরূপং ৬-তৎ বা ৩-তৎ। ইচ্ছামত। যথাসাধ্য।

ইচ্ছাফল (ক্লী) ইচ্ছায়াঃ ফলং ৬-তৎ। ইচ্ছার পরিণাম বা উদ্দেশ্য।

ইচ্ছানিবৃত্তি (স্ত্রী) ইচ্ছায়াঃ নিবৃত্তিঃ ৬-তৎ। ইচ্ছার নিবা-রণ। যেমন সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইচ্ছাবতী (স্ত্রী) ইচ্ছা বিদ্যতেঽস্যাঃ ইতি ইচ্ছা-মতুপ্।

মন্তু চ বঃ। কামুকী, ধনাদিতে ইচ্ছাযুক্তা স্ত্রী। (ইচ্ছাবতী কামুকা। অমর।

ইচ্ছাবসু (পুং) ইচ্ছয়া এব বসু ধনোৎপত্তির্যস্য বহুব্রী। কুবের। (ইচ্ছাবসু স্ত্রিশিরঃ। ইত্যাদি হেম। ২। ১০৩।)

ইচ্ছিত (ত্রি) ইচ্ছা অস্য জাতা (তদস্য সংজ্ঞাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ইতি ইতচ্। স্পৃহাযুক্ত।

ইচ্ছু (ত্রি) ইচ্ছাতীতি ইষ-উ। (বিন্দুরিচ্ছুঃ)। পা ৩। ২। ১৬৯।) ইতি নিপাতনং। ইচ্ছাশীল ব্যক্তি।

ইচ্ছুক (ত্রি) ইচ্ছু-স্বার্থে কন্। ১ ইচ্ছাশীল। (পুং) ২ টাবালেবুর গাছ।

ইচলা (দেশজ) চিঙড়ী মাছ। [চিঙ্ড়ী দেখ।]

ইজা (দেশজ) কসা।

ইজাদ (আরব্য) নূতন প্রকাশ, আবিষ্কার।

ইজাফৎ (আরব্য) শাসন, রাজ্য। সংযোগ।

ইজাফা (আরব্য) ১ সংযোগ। ২ গুণ। ৩ বৃদ্ধি।

ইজার্ (পারস্য) কোমর হইতে পদ পর্য্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ। সচরাচর 'ইজের' বলে। (আরব্য) ক্ষেত। জমি।

ইজার্দার (আরব্য=ইজার+পারস্য=দার) যে ক্ষেত জমা লয়। যে কোন জেলা জমা লয়।

ইজার্দারী (আরব্য-পারস্য) ইজারদারের কার্য্য। কাহারও নিকট হইতে কোন জমি জমা লইয়া আবার অপরকে বিলি করা।

ইজারা (আরব্য) ক্ষেত্র, ক্ষেত্রযুক্ত জেলা।

ইজারী (আরব্য) বস্ত্রবিশেষ।

ইজের (পারস্য) [ইজার্ দেখ।]

ইজ্জল (পুং) এতি গচ্ছতীতি ই—ক্বিপ্, তুক্চ, ইৎ সন্নিকৃষ্টতয়া গচ্ছৎ জলমস্য বহুব্রী। ১ হিজলগাছ। (ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা। জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোহয়ং বিষাপহঃ॥ ভাবপ্রকাশ।) সর্ব্বদা ঐ গাছের নিকটে জল থাকে বলিয়া উহার নাম ইজ্জল হইয়াছে।

ইজ্য (পুং) ইজ্যা যাগঃ বিদ্যতেঽস্য (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭) ইতি ইজ্যা-অচ্। ১ বৃহস্পতি, দেবগুরু। ২ পুষ্যানক্ষত্র। ৩ বিষ্ণু। ৪ পরমেশ্বর। ৫ গুরু, শিক্ষক। ৬ পূজনীয়।

ইজ্যা (স্ত্রী) যজ-ভাবে ক্যপ্ টাপ্। ১ যজ্ঞ। ২ দান। ৩ সঙ্গম, মিলন। (কর্ম্মণি ক্যপ্) ৪ প্রতিমা। ৫ গরু।

ইজ্যাশীল (পুং) ইজ্যা এব শীলং যস্য বহুব্রী, অথবা ইজ্যাং শীলয়তি ইজ্যা শীল-অচ্। যিনি সতত যজ্ঞ করেন। ২ পুনঃ পুনঃ যাগকারী। (ইজ্যাশীলো যাজযুকঃ। হেম ৩। ১৮)

ইঞ্চাক (পুং) চঞ্চা দীর্ঘা অস্তি যস্য পৃষোং। জলবৃশ্চিক। একরূপ মাছ। মোচা চিংড়ী।

ইঞ্জিন্ (ইং Engine) কল।

ইঞ্জিল (আরব্য, উহা আরব, গ্রীক, ইঞ্জেলিয়স্ শব্দ হইতে উৎপন্ন)। ধর্ম্মগ্রন্থ। (Gospel)

ইট্, গতি। (ভ্বাং পরং সক: সেট্) এটতি, ঐটীৎ, ইয়েট।

ইট্ (স্ত্রী) ইষ-ক্বিপ্। ইচ্ছা।

ইট্ (দেশজ) ইষ্টক, যদ্দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

ইটকূয়া (ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ) ইঁদারা।

ইটখোলা। যেখানে ইট পোড়ায়, পাঁজাখোলা।

ইটচর (গ্রাম্য) ষণ্ড, ষাঁড়।

ইটচুর। সুরকি।

ইটবালা (দেশজ) ইটবিক্রয়কারী।

ইটল (দেশজ) ইট। ইট যোগ্য।

ইটসূন (ক্লী) ইটক ইট সুনং শ্বি-ক্ত পৃষোং শস্য সঃ শাখাময় কট। ("বৈতস ইটসুনেঽপ্সুযোনির্বা।" শতপথ ১৩। ৩। ২। ১৯। *। ইটসুন তস্মিন্নেব শাখাময়ে কটে। হরিস্বামী।)

ইটা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ইটাভিটা, ঘরবাড়ী।

ইটাল (দেশজ) একপ্রকার মাটী। ইহাতে ইট্ হয়। সচরাচর এ দেশে এঁটেল মাটী বলে।

ইট্চর (পুং) ইষ-ভাবে-ক্বিপ্। ইষা কামেন চরতীতি চর-অচ্। যে সকল ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ষাঁড় (ইট্চরো গোপতি ষণ্ডঃ। হেম। ৪। ৩২৫।)

ইট্ট (ইষ্টক শব্দের অপভ্রংশ) ইট।

ইঠিমিকা (স্ত্রী) কাঠক শাখাভেদ। বেদের শাখা।

ইড় (ল) (স্ত্রী) ইল্-ক্বিপ্ বা লস্য ড। ১ ভূমি। ২ অন্ন। ৪ বর্ষাকাল। ৪ তৃতীয় প্রযাজ। ৫ যজ্ঞাঙ্গ। ষষ্ঠ প্রযাজ।

ইড় (ত্রি) স্তুতিযোগ্য। ("পরিধিরস্যগ্নিরিড়ইড়িতঃ।" বাজসনেয় সং ২। ৩। *। ইড্যতে স্তূয়তে ইত্তীড়ঃ স্তুতিযোগ্যঃ। মহীধর।

ইড়া (স্ত্রী) ইল-ক-টাপ ডস্য লত্বং বা। ১ বামপার্শ্বস্থ রক্তবাহী নাড়ী। ২ মনুকন্যা বুধপত্নী। ৩ পৃথিবী। ৪ ধেনু। ৫ স্বরা। ৬ সরস্বতী। ৭ হবিঃ, অন্ন। (নিঘণ্টু ২। ৭) ৮ দেবী। ৯ দুর্গা। *। শতপথব্রাহ্মণে। ১। ৮। ১। ১-১৩ মনুকন্যা ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে— "মনু প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় পাকযজ্ঞ করেন। ঘৃত,

নবনী ও আমিক্ষা যজ্ঞার্থ জলে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সংবৎসরের মধ্যে একটী কন্যা উৎপন্ন হন। বালিকা সুস্নিগ্ধ জল হইতে উত্থিত হইলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার কাছে আসিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি!' (উত্তর হইল) 'মনুর কন্যা।' তাঁহারা পুনরায় বলিলেন, 'তুমি আমাদের।' তিনি কহিলেন, 'না, যে আমাকে জন্মদান করিয়াছে, আমি তাহারই।' তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে চাহিলেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়া মনুর কাছে আসিলেন, মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' বালিকা উত্তর করিল, 'আমি আপনার কন্যা, আপনার ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' মনু তাঁহাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মনু প্রজাপতি হইলেন।"

[ইলা দেখ।]

। *। মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যাত্মক ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটী নাড়ী আছে, তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়ানাড়ী গঙ্গা ও পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপ। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সরস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী; যোগিগণ ঐ ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ব্ব-পাপ বিমুক্ত হন। যাঁহারা কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটাই যানস্বরূপ হন। সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী, উহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ইড়া, ইলা, ইরা এই তিন প্রকার রূপ সিদ্ধি হইতে পারে (ডলয়োরলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলম্।)

ইড়াচিকা (স্ত্রী) ইড়েব অচতি সূক্ষ্মং মধ্যভাগং ইড়া-অচ্-ণ্বুল্ টাপ্, আত ইৎ। বরটা, বোল্‌তা।

ইড়াবৎ (ত্রি) ইড়া-মতুপ্। ইড়ানাড়ীবিশিষ্ট।

ইড়িকা (স্ত্রী) ইড়া-স্বার্থে-ক ইত্বঞ্চাকারস্য। পৃথিবী।

ইড়িক্ (পুং) ইড়িক্ ইতি কায়তি শব্দায়তে ইতি ইড়িক্—কৈ—ড) বন্যছাগল। (ইড়িকস্তু বালবহ্যো বনছাগোঽতিরোমশঃ। হারা ৮১।) ২ নিরাময়। (নিরাময়ঃ স্যাদিড়িকে। হেম° অনে ৪। ২২৪।)

ইড়ায় (ত্রি) ইড়ায়া অনন্ত অদূরদেশঃ' ইড়া (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ৯০।) ইতি ছ। ভাতের এক অংশ।

ইড্বর (পুং) ইচ্ছতি বৃষমিতি ইষ-ক্বিপ্, ইট্, বৃষমন্তী তয়া ব্রিয়তে ইট্-বৃ-কর্ম্মণি অচ্। বৃষ। এঁড়েগরু।

ইণ্, গমন। (৭ ইৎ) অদা° পরং সক° অনিট্। এতি। ইয়াৎ। এতু, ঐৎ, অগাৎ, এতা, এষ্যতি, ঐষ্যৎ, ইয়ায়।

ইণ্বেরিকা (স্ত্রী) বটিকা। (ইণ্বেরিকা তু বটিকা। হেম শে ৯৫।)

ইণ্ডু (পুং ক্লী) ইদি-রন্ পৃষো°। হাঁড়ীধরার বেড়ী।

ইত্ (ত্রি) এতীতি ই-ক্বিপ্। যে হইতে হইতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রয়োগ সাধিবার জন্য আপাততঃ যাহার প্রয়োজন হয়, পরে কোন কার্য্যেই আসে না। যেমন তিপ্, মিপ্ প্রভৃতির পএর ইৎ সংজ্ঞা হয়।

ইত (ত্রি) ই-ক্ত। ১ গত, যাহা অতীত হইয়াছে। (ভাবে ক্ত) ২ গমন। ৩ জ্ঞান। ৪ প্রাপ্তি।

ইতবার (পারস্য) বিশ্বাস। (ইতবারঞ্চ বিশ্বাসে। পারসীপ্রকাশ।)

ইতস্ (অব্য) ইদম্ ৫মী বা ৭মী স্থানে তস্। ১ নিয়ম। ২ ৫মী ও ৭মী বিভক্তির অর্থ।

ইতর (ত্রি) ইনা কামেন তরতি তীর্য্যতে, ইতং প্রাপ্তং রাতীতি-ইত-রা-ক। বা ই-তৃ-অপ্, বা অচ্। নীচ, পামর। (বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথক্ জনঃ। বিহীনোঽপসদো জাল্মঃ ক্ষুল্লকশ্চেতরশ্চ সঃ। অমর।) ২ অন্য। ইতরশব্দ সর্ব্বনামসংজ্ঞক। ইতরে। ইতরস্মিন্।

ইতরজন (পুং) (ইতরশ্চাসৌ জনশ্চেতি কর্ম্মধা) জনসাধারণ।

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

শুক্রনীতি।

ইতরথা (অব্য) ইতর-প্রকারবচনে থাল্ (পা ৫। ৩। ২৩ ইতি থাল্। ভিন্নার্থ। (প্রকারে অন্যথেতরথা। হেম° শে ২০৪।)

ইতরবিশেষ (পুং) ইতরস্মাৎ বিশেষঃ ৫মী তৎ। অন্য প্রভেদ।

ইতরেতর (ত্রি) ইতরং ইতরং নিপাতনাৎ দ্বিত্বং। অন্যোন্য। স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে বিকল্পে সুপের স্থানে আম্ হয়। (ইতরেতরং, ইতরেতরং বা)

ইতরেতর যোগ (পুং) ৬ষ্ঠী তৎ। ১ পরস্পরে সম্বন্ধ। ২ দ্বন্দ্বনামক সমাস। যেখানে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝায়, যেমন, রামলক্ষ্মণৌ।

ইতরেতরাশ্রয় (পুং) ইতরেতরং আশ্রয়তীতি আ-শ্রী-অচ্। অন্যোন্যাশ্রয়রূপ ন্যায়ের দোষবিশেষ। অন্যোন্যাশ্রয় শব্দে দোষ দেখ।

ইতরেদ্যুস্ (অব্য) ইতর (সদ্যপরুদিত্যাদিনা। পা ৫। ৩। ২২।) এদ্যুস্। অন্য দিনে বা সময়ে।

ইতলা (আরব্য) সংবাদ। বিজ্ঞাপন। এ দেশে কেহ কেহ 'এত্তেলা' বলিয়া থাকে।

ইতশ্চেতশ্চ (অব্য) ইতশ্চ-দ্বিত্বং। এদিক্ ওদিক্।
(সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ হিতোপ০।)

ইতস্ততঃ (অব্য) ইদম্ তদ্-তসিল্। এদিকে সে দিকে, নানাস্থানে।

ইতস্ (অব্য) ইদম্ তসিল্। এখানে ইহা হইতে ইত্যাদি।

ইতাঅৎ (আরব্য) অধীনতা।

ইতালী। য়ুরোপের একটী দেশ। অক্ষা০ ৩৭°৫৫´ হইতে ৪৬°৩২´ উঃ, এবং দেশা ৬°৩০´ হইতে ১৮°৩০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ইতালীর এই কএকটী বিভাগ—লম্বর্দী, বিনিশ, সার্দিনিয়া, নেপলরাজ্য, গোপরাজ্য, তস্কানি, লুক, পরমা, মোদেনা ও মসরাজ্য, মেনাকো ভূভাগ, সালমরিণ। আপিনাইন গিরি-শ্রেণী ইতালীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইতালীর উত্তরাংশের আবহাওয়া যেমন দক্ষিণাংশের আবহাওয়া তেমন নয়। শীতকালে উত্তরাংশে বরফ পড়িয়া থাকে ও বড় কুয়াসা হয়, তাহাতে কমলালেবু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ সমুদ্রতটস্থ স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল, এখানে ইক্ষু কাপাস ও খেজুর প্রভৃতি বিলক্ষণ জন্মে। ইতালীর উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে চাউল, মদ, তেল, রেসম ও নানা-প্রকার ফলই প্রধান।

প্রাচীন কাল হইতে ইতালী নাম চলিয়া আসিতেছে। হিরোদোতাসের সময় ইহার নাম 'ইটালিয়া' ছিল। তখন তরেন্তম হইতে পোসিদোনিয়া নামক ইতালীর দক্ষিণাংশ অবধি ঐ নামে অভিহিত হইত।

[রোম শব্দে ইতালীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেখ।]

এই দেশে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি নামক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

চিত্রশিল্প ও ভাস্করবিদ্যার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ইতি (অব্য) ই-ক্তিন্। ১ অতএব। ২ এই হেতু। ৩ প্রকাশ। ৪ নিদর্শন। ৫ প্রকার। ৬ অনুকর্ষ, পূর্ব্বকথা। ৭ সমাপ্তি। ৮ স্বরূপ। ৯ প্রকরণ। ১০ সান্নিধ্য। ১১ বিবক্ষা নিয়ম। ১২ মত। ১৩ প্রত্যক্ষ। ১৪ অবধারণ। ১৫ ব্যবস্থা ১৬ পরামর্শ। ১৭ মান। ১৮ এইরূপ। ১৯ প্রকর্ষ। ২০ উপক্রম। (ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং। চণ্ডী।) (ভাবে ক্তিন্) ১ গমন। ২ জ্ঞান। ৩ মুনিবিশেষ।

ইতিক (ত্রি) ইতং গতিরস্ত্যস্যেতি ইতি ঠন্। গমনবিশিষ্ট।

ইতিকথ (ত্রি) ইতি ইত্থং কথা যস্য বহুব্রী। ১ অশ্রদ্ধেয়। ২ নষ্ট। অর্থশূন্য বাক্যের বক্তা।

ইতিকথা (স্ত্রী) ইতি ইত্থং কথা। অর্থশূন্য কথা, উপকথা, বৃথা কথা, ইহা কথা মাত্র।

ইতিকর্ত্তব্য (ত্রি) ইতি-ইত্থং কর্ত্তব্যং সুপ্‌সুপা সমাসঃ। ইহা কর্ত্তব্য বা উচিত. করার যোগ্য, আবশ্যক, কার্য্য সম্পা-দনে যাহা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

ইতিকর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) ইতিকর্ত্তব্যস্য ভাবঃ ইতিকর্ত্তব্য-তল্। ইতিকর্ত্তব্যের অর্থ।

ইতিকার্য্যতা (স্ত্রী) ইতিকার্য্য তল্। ঐ অর্থ।

ইতিমধ্যে (চলিত) এমন সময়ে।

ইতিমাত্র (ক্লী) ইতি-স্বার্থে মাত্রচ্। এইমাত্র।

ইতিবৎ (অব্য) ইতি-বতি। এইরূপ, এমন।

ইতিবৃত্ত (ক্লী) ইত্থং বৃত্তং সুপ্‌সুপা স°। ১ পুরাণশাস্ত্র। ২ এইরূপ চরিত্র। ৩ ইতিহাস।

ইতিশ (পুং) ঋষি। তস্য গোত্রাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) ইতি ফক্। ঐতিশায়নঃ। ঐ ঋষিবংশীয়।

ইতিহ (অব্য) এবং হ কিল দ্বন্দ্ব সং। এই গাছে ভূত আছে এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ, প্রাচীন কথা। ঐতিহ্য।

ইতিহাস (পুং) ইতিহ পুরাবৃত্তং আস্তে অস্মিন্ ইতিহ-আস ঘঞ্, ৭তৎ। পুরাবৃত্ত। প্রাচীন আখ্যান। ভারতাদি। অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্রবিশেষ।

পুরাবৃত্ত কথাই ইতিহাস। যজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৫।৪।১০।) "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা-ঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি" এবং অপরাপর কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে ঐরূপ ইতিহাস ও পুরাণবাক্যের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আদি প্রাচীনকালে ইতিহাস ও পুরাণ নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তাহা মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি নয়। [পুরাণ দেখ।] বেদের ব্রাহ্মণাদি অংশে কতকগুলি পুরাবৃত্ত পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহাই ইতিহাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রাচীন বৈদিক আখ্যান মহাভার-তাদিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া, মহাভারত ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের মতে—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে।

[বিষ্ণুপুরাণের টীকায় (৩।৪।১০) শ্রীধরস্বামী একটী

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার মতে "ঋষিপ্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।"

"আর্য্যাদি বহুব্যাখ্যানং দেবর্ষি চরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্॥"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বর্ণনা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাপন করাই ইতিহাস। বেকন-সাহেব দর্শন ও কাব্যকে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া ইতিহাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইতিহাসই ভূতপূর্ব্ব মানব জগতের আন্তরিক ও বাহ্যবৃত্তি সকল জানিবার মূল স্মৃতি। আর্নল্ড সাহেবের মতে সমাজের জীবনীই ইতিহাস।

"The general idea of history seems to me to be that it is the biography of a society * * * History is to the common life of many, what biography is to the life of an individual." (Arnold's Lectures on History)

মহাভারত ব্যতীত রাজতরঙ্গিণী, রাজাবলী, কীর্ত্তিকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মহাপুরাণাদিতেও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত আছে।

ইতোমধ্যে (গ্রাহ্য) এমন সময়।

ইৎকট (পুং) ইতং গন্তারং (সমীপস্থং বা) কটতি আবৃণোতি স্বশিখাস্বফলেনেতি ইৎ-কট-অচ্ ৬তৎ। ১ ওকড়া গাছ। ঐ গাছের ফল লোকের কাপড়ে লাগে; গো প্রভৃতির লোমে লাগিলে তাহার গতি শক্তি বদ্ধ হয়। ফলগুলির গায়ে কাঁটা আছে। ঐ গাছ সরস ভূমিতেই হইয়া থাকে। (কোশাঙ্গ-মিৎকটং বিন্দুঃ। হারা ১৭৮।)

ইৎকিলা (স্ত্রী) কিল শৌক্ল্যে কিল-ক কিলঃ, ইৎ গতঃ কিলঃ শৌক্ল্যং যস্যাঃ। রোচনা নামক সুগন্ধি দ্রব্য।

ইত্থং (অব্য) ইদম্ প্রকারে-থমু (ইদমস্থমুঃ। পা ৫।৩। ২৪।) ইদমঃ ইদাদেশঃ। এই প্রকার। এইরূপ। (ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। চণ্ডী।)

ইত্থংভাব (পুং) ইত্থং ভাবঃ ৬তৎ। ভূ প্রাপ্তৌ ঘঞ্। কোন রূপে প্রাপ্তি, পাওয়া।

ইত্থম্ভূত (ত্রি) ইত্থং কমপি প্রকারং ভূতঃ প্রাপ্তঃ, ইত্থং ভূ-প্রাপ্তৌ-কর্ত্তরি ক্ত। কোনরূপ প্রাপ্ত।

ইত্থংবিধ (ত্রি) ইত্থং বিধা যস্য বহুব্রী। এইরূপ, এমন।

ইত্থঙ্কারং (অব্য) ইত্থং-কৃ-ণমুল্ (পা ৩।৪।২৭ সূত্রে।) এইরূপ বা এই প্রকার করিয়া।

ইত্থশাল (আরব্য) জ্যোতিষোক্ত ৩য় যোগ।

ইত্থা (অব্য) ইদম্—থাল্ ইদাদেশঃ। ১ সত্য। (ইদম্-থমু ডাদেশঃ।) ২ এই প্রকার, এইরূপ।

ইত্থাধী (ত্রি) ইত্থা সত্যা ধীঃ যস্য বহুব্রী। সত্যপরায়ণ, দৃঢ়বুদ্ধি। সুধী।

ইৎফাক (পারস্য) বাক্য। (ইৎফাকশ্চৈব বাক্যে তু। পারসীপ্রকাশ।)

ইত্য (ত্রি) ইণ্-কর্ম্মণি (পা ৩।১।১০৯ সূত্রের ক্যপ্।) গমনের যোগ্য, যেখানে যাওয়া যায়। ভাবে ক্যপ্। গমন করা।

ইত্যক (পুং) ইত্যায় কায়তি ইত্য-কৈ-ক। ১ গমন। ২ দ্বারপাল।

ইত্যর্থম্ (অব্য) এইজন্য, এই নিমিত্ত।

ইত্যা (স্ত্রী) ইণ্ (পা ৩।৩।৯৯ সূত্রেণ) ক্যপ্ টাপ্। ১ শিবিকা। ২ গমন করা। ৩ যশোহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। ঐ স্থানে খেজুরে-গুড়, চিনি ও তামাক উৎপন্ন হয়।

ইত্যাদি (ত্রি) ইতি আদিঃ যস্য বহুব্রী। এই সকল।

ইত্যুক্ত (ত্রি) ইতি অনেন উক্তম্। এইরূপে কথিত, এই সকল কথিত।

ইত্যবসরে (অব্য) ইতি অবসরঃ অবকাশঃ তস্মিন্ সুপ্ সুপা। এমন সময়ে, ইহার মধ্যে।

ইত্বন্ (ত্রি) ই-ক্বনিপ্। গমনকারী। ইত্বা, ইত্বানৌ।

ইত্বর (ত্রি) ই-করপ্। ১ ইচ্ছামত গমনকারী; সর্ব্বত্র গমনশীল। ২ পথিক। ৩ নীচ, দীন, দরিদ্র। ৪ ক্রূরকর্ম্মা নিষ্ঠুর। ৫ ষণ্ড।

ইত্বরী (স্ত্রী) এতি পরপুরুষং প্রাপ্নোতি ই-(ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩। ইতি করপ্ ঙীপ্। *। বনো র চ। পা ৪।১।৭। ক্বনিপ্, ঙ্বনিপ্, বনিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঙীপ্ এবং ন স্থানে র হয়।) অসতী স্ত্রী, অভিসারিকা। (কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাঽভিসারিকা, পুংশ্চলী ধর্ষিণী বন্ধক্যসতী কুলটেত্বরী। অমর।) (ইত্বর্য্যসত্যাং পথিকে ক্রূরকর্ম্মণি চ ত্রিষু। মেদিনী।)

ইদ্ (অব্য) ইৎ শব্দের অর্থ। এব শব্দের অর্থ।

ইদ পরমৈশ্বর্য্য। ইদিৎ (ভ্বাঃ পরঃ সকং সেট্) ইন্দতি, ইন্দতে, ঐন্দীৎ, ঐন্দিষ্ট, ইন্দাং বভূব, চকার, চক্রে, আস।

ইদম্ (ত্রি) ইন্দ-কমিন্। (উণ্ ৪।১৫৬ সূত্রে।) এই, ইহা, ইনি, সম্মুখস্থ দৃশ্য, বুদ্ধির বিষয়যোগ্য।

ইদঙ্কার্য্যা (স্ত্রী) দুরালভালতা।

ইদন্তন (ত্রি) অস্মিন্ কালে ভবঃ নিপা টুল্ তুট্ চ। ইদানীন্তন, আধুনিক। নব্য, এখনকার।

ইদন্তা (স্ত্রী) অস্য ভাবঃ ইদম্-তল্। অঙ্গুল্যাদি দ্বারা দেখাইবার বিষয়।

ইদংরূপে (ক্লী) ইদম্ চ রূপং চ। এইরূপ।

ইদংবিদ্ (ত্রি) ইদং বেত্তি ইদম্-বিদ্-ক্বিপ্। যিনি ইহা জানেন।

ইদম্ময় (পুং) ইদম্-ময়ট্। ইহাতে প্রস্তুত।

ইদা (অব্য) ইদম্-দাচ্ বেদে নিপাৎ। নব, নূতন। নিঘণ্টু ৩। ২৮)

ইদানীং (অব্য) ইদম্-দানীং (দানীং চ। পা ৫। ৩ ১৮। সপ্তম্যন্ত কালবাচক ইদম্ শব্দের উত্তর স্বার্থে দানীং হয়।) অধুনা, সম্প্রতি, এইকালে, এক্ষণে, এখন। (এতর্হি সম্প্রতীদানীমধুনা সাম্প্রতং তথা। অমর অব্য ২৩।)

ইদানীন্তন (অব্য) বর্ত্তমান। এখনকার।

ইদাবৎসর (পুং) ইদা ইতি বৎসরঃ শাক তৎ। ১ সংবৎসরাদি পাঁচটার মধ্যে ১টী। ১ম সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ উদাবৎসর। ১ সংবৎসরে তিলদানে, ৩ পরিবৎসরে যবদানে, ৩ ইদাবৎসরে অন্ন ও বস্ত্রদানে, ৪ অনুবৎসরে ধান্যদানে, ৫ উদাবৎসরে রৌপ্যদানে অধিকতর ফল হয়। নভোমণ্ডল সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের সহিত যে সমগ্র কাল ভোগ করে, এজন্য শুক্ল প্রতিপদে যখন সূর্য্যের সংক্রান্তি হয়, তখন সৌর ও চান্দ্রমাসের এককালীন উপক্রম (আরম্ভ) হয়, তাহাকে সংবৎসর বলে। তৎপরে সৌরমাস হওয়াতে বৎসরে ৬ দিন বাড়ে এবং চান্দ্রমাস হওয়াতে ৬ দিন কমে। এইরূপে ১২ দিনের ব্যবধান হওয়ায় উভয়ের অগ্র পশ্চাৎ ভাব ঘটে। এইরূপ পাঁচ বৎসর গেলে দুটী মলমাস হয়। তাহার পর বৎসর ষষ্ঠ সংবৎসর। সমকালে যাহার আরম্ভ এবং সৌর ও চান্দ্রমাসযুক্ত যে বৎসর তাহাকে সংবৎসর বলা যায়। সৌর চান্দ্রমাসের আরম্ভ হইলে যে বৎসর বিষম মাসের আরম্ভ হয় তাহাকে পরিবৎসর বলে।

ইদুবৎসর (পুং) ইদ্-উ-বৎসরঃ। ইদাবৎসরের অর্থ।

ইদ্ধ (ক্লী) ইন্ধ-ভাবে-ক্ত। ১ রৌদ্র। ২ দীপ্তি। ৩ আশ্চর্য্য। কর্ত্তরি ক্ত। ৪ দীপ্তি হওয়া। ৫ দগ্ধ (ত্রি) ৬ নির্ম্মল। ৭ সমূহ। ৮ অপ্রতিহত (তমিদ্ধমারাবস্থিতুং সকর্ণকৈঃ। মাঘ।) (ইদ্ধমাতপদীপ্তয়োঃ। মেদিনী।)

ইদ্ধা (অব্য) প্রকাশ্য।

ইধ্ম (ক্লী) ইধ্যতেঽগ্নিরনেনেতি ইন্ধ (ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্। উণ্ ১। ১৪৪।) ইতি মক্। ১ কাষ্ঠ, যজ্ঞীয়সমিধ্। (ইধ্ম সমিদ্বিদি। হেম অনে ২। ৩২৫) (পুং) জ্বালানি কাঠ। ৪ প্রিয়ব্রতের পুত্র: (ভাগবত ১)

ইধ্মজিহ্ব (পুং) ইধ্মঃ কাষ্ঠং জিহ্বেব যস্য বহুব্রী। অগ্নি।

ইধ্মবাহ (পুং) ইধ্মং সমিধং বহতি ইতি ইধ্ম-বহ-ণিণ্। অগস্ত্যের পুত্র। মহাতেজা অগস্ত্যের পুত্র বাল্যকালেই পিতৃভবনে থাকিয়া পিতার হোমকাষ্ঠের ভারবহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হইল। তাঁহার আর ১টী নাম দৃঢ়স্যু।

ই॰ (তনাং পরং সকং সেট্) গমন। ইনোতি, ঐনোৎ, ঐনীৎ। ইন্বতি এইরূপ পদ দেখা যায়, সেখানে অনেকে ইন্ব বলেন।

ইন (প্রত্যয়) কৃদন্ত ইন্ ও তদ্ধিত ইন্। কৃৎ গমী, গম-ইন্। তদ্ধিত ক্ষমী, ক্ষমা-ইন্।

ইন (পুং) ইনোতি গচ্ছতীতি ইন্ (ইন্‌ষিজ্জিদীঙুষ্যবিভ্যো নক্। উণ্ ৩। ২। ইন্, ষিঞ্, জি, দীঙ্, উষ, অব এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর নক্ হয়।) ইতি নক্। ১ রাজা। ২ প্রভু। ৩ সূর্য্য। ৪ হস্তানক্ষত্র। (ইনো রাজ্ঞি প্রভৌ সূর্য্যে। উজ্জ্বলদত্ত। ৫ ঈশ্বর। (নিঘণ্টু ২। ২২)। (ঋগ্বেদে ১০। ২৬। ৭। ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।) রাশি

ইনক্ষ্ (নক্ষ, গতি) ছান্দসঃ ইত্বপসর্জ্জনঃ। ভ্বাং পর॰ সকং সেট্। ইনক্ষতি। নক্ষ ধাতুর ন্যায় রূপ।

ইনানী (স্ত্রী) বটপত্রী বৃক্ষ।

ইনি (ইদং শব্দের অপভ্রংশ) এই ব্যক্তি।

ইন্তিজাম্ (আরব্য) নিয়ম।

ইন্তিজার্ (আরব্য) প্রতীক্ষা। ভরসা।

ইন্তিহা (আরব্য) শেষ। সীমা।

ইস্থিহা (স্ত্রী) তাজকোক্ত মুথহা। তাহার আনয়ন প্রকারাদি নীলকণ্ঠতাজকে লিখিত আছে—মুথহা স্ব স্ব জন্ম লগ্ন হইতে প্রতিবৎসরে ক্রমে ক্রমে এক একটী ভোগ করে। সূর্য্য তদ্গত এবং শরদ্যুক্ত স্ব স্ব জন্ম লগ্ন ব্যাপিয়া নক্ষত্রগণের প্রথমে হয়। সে প্রত্যহই অনুপাদ ক্রম শরলিপ্তের সহিত বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ বলেন মাসে দেড় অংশে ব্যাপৃত হয়। স্বামি-সৌম্যতায় ইহার সৌম্যতা, ক্ষুত দৃষ্টিহেতু ভয় ও রোগ। ইহার ভাবালোকনের ফল বর্ষলগ্নহেতু সুখপ্রদ এবং অন্ত্যারিপুরন্ধ্রে অশুভ হয়। পুণ্যকর্ম্ম এবং আয়গামিনী হইলে স্বামিত্ব, অপুণ্য কর্ম্ম হইলে উদ্যমবশতঃ ধন দেয়। মুথহা শরীরস্থ হইলে শত্রুক্ষয়, মনস্তুষ্টি লাভ, প্রতাপবৃদ্ধি, রাজপ্রসাদ, শরীরপুষ্টি, বিবিধ উদ্যম ও সুখ প্রদান করে। যে বৎসর, মুথহা অর্থীভাবে যায়, উৎসাহের সহিত অর্থ, যশঃ, বন্ধু, মান, ভাল খাদ্য, সুখ প্রভৃতি প্রদান করে। পরাক্রমহেতু বিত্ত, যশ ও সুখপ্রাপ্তি, সৌন্দর্য্যসুখ, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, পরের উপকারে প্রবৃত্তি হয়। মুথহা ৩য় লগ্নে গেলে শরীর পুষ্ট হয়

এবং কান্তিবৃদ্ধি ও রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ইত্থিহা সুখভাবে গেলে শরীরপীড়া, শত্রুভয়, আত্মীয়-বিরোধ, মনস্তাপ, নিরুদ্যম, লোকাপবাদ, পীড়াবৃদ্ধি এবং দুঃখদায়ক হয়। ইত্থিহা ৫ম গত হইলে সদ্বুদ্ধি, সৌখ্য, পুত্র ও ধন লাভ হয় এবং প্রতাপ বৃদ্ধি, বিবিধ বিলাস, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ও রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়। মুথহা অরিগত হইলে অঙ্গে ক্লম, শত্রুবৃদ্ধি, ভয়, রোগ, চোর বা রাজকর্তৃক ভয়, কার্য্য এবং অর্থনাশ, দুর্বুদ্ধি ও অনুতাপ হয়। মুথহা স্মরোপগত হইলে স্ত্রী পুত্রাদি ব্যসন, শত্রুভয়, উৎসাহভঙ্গ, ধন ও ধর্ম্মলোপ, শারীরিক পীড়া, মোহ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা হয়। মৃত্যুস্থ হইলে শত্রু ও চোরের ভয়, ধর্ম্ম ও অর্থের বিনাশ, অত্যন্ত শোক ও পীড়া, সৈন্যক্ষয় ও দূরদেশে গমন। ভাগ্যগত হইলে প্রভুত্ব ধনোপার্জ্জন, রাজার নিকট আনন্দ এবং স্ত্রীপুত্রে সুখলাভ, দেবাদি ভক্তি, যশ ও ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। অম্বরস্থ মুথহায় রাজপ্রসাদ, লোকোপকার, সৎকর্ম্মসিদ্ধি, দেবাদি ভক্তি, যশ এবং ধন হয়। লাভগত হইলে বিলাস, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সন্তোষ, রাজার চাকরীতে ধনপ্রাপ্তি, সদ্বন্ধু ও পুত্রাদি লাভ হয়। ব্যয়স্থ হইলে অধিক ব্যয়, কুসংসর্গ, রোগ, কার্য্যের অসিদ্ধি, ধর্ম্ম ও অর্থের হানি ও সৎলোকের সহিত শত্রুতা হয়। এইরূপ ক্রূর দৃষ্টি বা ক্ষুত দৃষ্টিবশতঃ ইত্থিহার শুভাশুভ ফল জানিবে। রবির সহিত যুক্ত দৃষ্ট হইলে রাজ্য, রাজমঙ্গল ও অতিশয় গুণপ্রাপ্তি হয়। মঙ্গলের সহিত যুক্ত হইলে ও মঙ্গল নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে পিত্ত ও উষ্ণ বৃদ্ধি, অস্ত্রাঘাত ও রক্ত প্রকোপ হয়। শনির বেলাও এইরূপ জানিবে। সোমের সহিত শনির সোমগৃহে সোম সহ দৃষ্ট হইলে ধর্ম্ম ও যশ বৃদ্ধি এবং আরোগ্য ও সন্তোষ বৃদ্ধি হয়। পাপ গ্রহে দুঃখ হয়। বুধ কিংবা শুক্রের সহিত যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বা সেই সেই নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, সৎবুদ্ধি লাভ, সুখ, ধর্ম্ম ও অতুল যশোলাভ হয়, পাপগতে দেখিলে কষ্ট হয়। বৃহস্পতির সহিত বা তদ্যুক্ত নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, পুত্র, সুখ, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, মণি ও মুক্তাদি লাভ হয়। শনির গৃহে তাহার সহিত দৃষ্ট হইলে বাতরোগ, মানহানি, অগ্নি ধনক্ষয়াদি হয়। গুণযোগে ধন লাভ। রাহুর সহিত যুক্ত দেখিলে ধন, যশ, সুখ, ধর্ম্ম ও উন্নতি হয়। চন্দ্রযোগে সৎপদ ও স্বর্ণ রত্নাদি লাভ হয়। রাহুর ভোগ্য লব ও পৃষ্ঠগত লব এবং সপ্তম নক্ষত্রপুচ্ছ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ ফল বলিবে। তাহার পৃষ্ঠ যখন শুভ হয়, পুচ্ছগত হইলে আপদ, শত্রুভয়, দুঃখ ; পাপযোগে—দর্শনে অর্থ ও সুখের হানি হয়। যাহারা জন্মকালে বলী ও বৎসরান্তে দুর্ব্বল হয়, তাহাদের পক্ষে একটী অশুভ। যাহাদের দুইদিকেই সমান তাহাদের ফলও সমান। ষষ্ঠে বা অষ্টমে ও শেষে অথবা এই পৃথিবীতে ইত্থিহাধিপতি জন্মগত কিংবা ক্রূর হয়, অদৃষ্ট অশুভ হয়। ক্রূরতা বশতঃ চতুর্থ যদি অস্তগত মঙ্গলজনক না হয় তবে রোগ ও ধনহানি হয়। অষ্টমাধিপের সহিত যুক্ত হইলে আর অদৃষ্ট ক্ষুতাখ্য দৃষ্টির সহিত যদি শুভ না হয়, তবে যোগদ্বয়েই মরণ এবং এক যোগে মরণতুল্য হয়। মুথহা বা তাহার অধিপ জন্মেতে শুভলক্ষণযুক্ত হয়। বর্ষারম্ভে শুভদায়ক, বর্ষের পর অশুভ।

ইন্দাম্বর (ক্লী) ইন্দং বহুমূল্যং অম্বরং নীলবস্ত্রমিব উপ কর্মধা। নীলপদ্ম। ভ্রমর (পুং) মধুকর।

ইন্দি (স্ত্রী) ইদি-ইন্-বা ঙীপ্। ইন্দী। লক্ষ্মী।

ইন্দিন্দির (পুং) ইন্দি কিরচ্ নিপাং। মধুপ, ভ্রমর। (ইন্দিন্দিরোঽলী রোলাম্বা দ্বিরেফোঽস্ত্রং ষড়ংঘ্রয়ঃ। হেম ৪। ২৭৮)

ইন্দিরা (স্ত্রী) ইদি কিরচ্ টাপ্। লক্ষ্মী।

ইন্দিরামন্দির (পুং, ক্লী) ইন্দিরায়াঃ মন্দিরং আশ্রয়ইব। বিষ্ণু।

ইন্দিরালয় (পুং, ক্লী) ইন্দিরায়াঃ আলয়ঃ ৬তৎ। পদ্ম, নীলোৎপল।

ইন্দিরাবর (ক্লী) ইন্দিরায়াঃ শ্রিয়াঃ বরং প্রিয়ং। নীলোৎপল, নীলপদ্ম।

ইন্দিবর (ক্লী) ইন্দের্লক্ষ্যাঃ বরং প্রিয়ং। নীলপদ্ম।

ইন্দীবর (ক্লী) ইন্দি ঙীপ্ ইন্দী তস্যাঃ বরং বরণীয়ং প্রিয়ং। ১ নীলপদ্ম। ২ সাধারণ উৎপল। ৩ পদ্মলতা। (ইন্দীবরঘনশ্যামং রামং কমললোচনম্। রামায়ণ।)

ই(ন্দি)ন্দীবরী (স্ত্রী) ইন্দীবরমস্ত্যস্যাঃ অর্শ আদিভ্যঃ অচ্ (পা ৫। ২। ১২৭) ইতি অচ্ ঙীষ্। শতমূলী, ইহার পুষ্প নীলপদ্ম সদৃশ বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইন্দীবরণী (স্ত্রী) ইন্দীবরাণাং সমূহঃ তস্য সমূহঃ, (পা ৪। ২। ৩৭।) ইতি ইনি ঙীষ্। পদ্মলতা।

ইন্দীবার (পুং) নীলপদ্ম।

ইন্দু (পুং) উনত্তি অমৃতধারয়া ভুবং ক্লিন্নাং করোতি উন্দ (উন্দেরিচ্চাদেঃ। উণ্ ১। ১৩। উন্দধাতুর উত্তর উ এবং উকারের স্থানে ইৎ (ই) হয়। ইতি উ)। ১ চন্দ্র। (প্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়। শৃঙ্গারতিলক।) ২ মৃগশিরা নক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র। ৩ একসংখ্যা বোধক। ৪ কর্পূর।

ইন্দুক (পুং) ইন্দু-ইবার্থে ক। অশ্মন্তকবৃক্ষ।

ইন্দুকক্ষা (স্ত্রী) ইন্দোশ্চন্দ্রস্য কক্ষা রাশিচক্রস্থ চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন।

ইন্দুকমল (ক্লী) ইন্দুরিব শুক্লং কমলং উপ কর্ম্মধা। শুক্লপদ্ম।

ইন্দুকলা (স্ত্রী) ইন্দোঃ কলা অংশঃ। চন্দ্রের ১৬ ভাগের এক ভাগ। পূষা ১ যশা ২ সুমনসা ৩ রতি ৪ প্রাপ্তি ৫ ধৃতি ৬ ঋদ্ধি ৭ সৌম্যা ৮ মরীচি ৯ অংশুমালিনী ১০ অঙ্গিরা ১১ শশিনী ১২ ছায়া ১৩ সম্পূর্ণমণ্ডলা ১৪ তুষ্টি ১৫ অমৃতা ১৬, এই ১৬ টীর এক একটীকে ইন্দুকলা বা চন্দ্রকলা বলে। কালমাধবীয়গ্রন্থে লিখিত আছে—

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি পান করেন, দ্বিতীয়কলা সূর্য্য, ৩য় কলা বিশ্বেদেবগণ, ৪র্থ কলা বরুণ, ৫ম কলা বষট্‌কার। ৬ষ্ঠ কলা ইন্দ্র। ৭ম কলা স্বর্গীয় ঋষিগণ। ৮ম কলা বিষ্ণু। কৃষ্ণ পক্ষীয় ৯ম কলা যম। ১০ম কলা বায়ু। ১১শ কলা উষা। ১২শ কলা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ। ১৩শ কলা কুবের। ১৪শ কলা শিব। ১৫শ কলা ব্রহ্মা। ১৬শ কলা সর্ব্বদাই জলে প্রবিষ্ট থাকে। এইজন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখা যায় না, ঐ দিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হন। অনন্তর ঐ ওষধি গোরুতে ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উৎপত্তি হয়, সেই দুগ্ধ ঘৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি করেন, সেই যজ্ঞের ফল অমৃত উৎপত্তি। ঐ অমৃতে পুনরায় চন্দ্রকলা পূর্ণ হয়।

ইন্দুকলাবটিকা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। শিলাজতু, লৌহ, স্বর্ণ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি ওজনে এক একটী বটিকা করিবে। ইহা মসূরিকা, বিস্ফোটক, লোহিত জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ও বসন্ত-রোগে বিশেষ উপকারী।

ইন্দুকলিকা (স্ত্রী) ইন্দুরিব শুভ্রা কলিকা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কেয়াফুল। স্বার্থে কন্। ২ চন্দ্রকলা।

ইন্দুকান্ত (পুং) ইন্দুঃ কান্তঃ মনোজ্ঞঃ যস্য বহুব্রী। চন্দ্রকান্ত মণি। চন্দ্র উদয় হইলে ঐ মণি উজ্জ্বল হয়।

ইন্দুকান্তা (স্ত্রী) ইন্দুঃ কান্তঃ পতিঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ১ রাত্রি। ইন্দুঃ কান্তইব প্রকাশকত্বাৎ যস্যাঃ। ২ কেয়া।

ইন্দুকান্তা (স্ত্রী) ইন্দোঃ কান্তা। রাত্রি। চন্দ্রপ্রিয়া, রোহিণী।

ইন্দুক্ষয় (পুং) ইন্দোঃ ক্ষয়ো যত্র বহুব্রী। অথবা ইন্দুঃ ক্ষীয়তেঽত্রেতি ক্ষি-অধিকরণে অচ্। অমাবস্যা। ঐ দিন চন্দ্র দেখা যায় না। চন্দ্রের ক্ষয়।

ইন্দুজ (পুং) ইন্দোঃ জায়তে ইন্দু-জন-ড। তারার গর্ভে চন্দ্রকর্ত্তৃক উৎপাদিত বুধগ্রহ। চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ করাতে ধনগর্ব্বে বিবেকশূন্য হইয়া বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নিকট ঐ কথা জানাইলেন, তিনি স্বয়ং আসিয়া তারাকে লইয়া পুনরায় বৃহস্পতিকে দিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমার বাটীতে থাকিয়া এ গর্ভ কখনই রাখিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্রকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইবামাত্র জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার রূপে দেবতারাও হার মানিল। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পুত্রটী কাহার? বৃহস্পতির না চন্দ্রের? তারা অতি কষ্টে—লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলেন, এ পুত্রটী চন্দ্রের। তখন চন্দ্র ঐ পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন, তাহার নাম বুধ রাখিলেন। (হরিবংশ ২৬ অঃ।)

ইন্দুজনক (পুং) ইন্দোশ্চন্দ্রস্য জনকঃ। ১ অত্রিমুনি (অত্রি-জাত শব্দ দেখ।) ২ সমুদ্র। সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। (ভারত আদি ১৮ অধ্যায়।)

ইন্দুজা (স্ত্রী) ইন্দোর্জাতা ইন্দু-জন-ড টাপ্। নর্ম্মদা নদী। [নর্ম্মদা দেখ।]

ইন্দুপুত্র (পুং) ৬তৎ। বুধগ্রহ। [ইন্দুজ দেখ।]

ইন্দুপুষ্পিকা (স্ত্রী) ইন্দুরিব শুক্লং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। বিষলাঙ্গলা, কলিকার গাছ।

ইন্দুভ (ক্লী) ৬তৎ। ১ মৃগশিরা নক্ষত্র। ২ ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র। ৩ কর্কট রাশি।

ইন্দুভা (স্ত্রী) ইন্দুনা ভাতি ভা-ড আপ্ তৎ। ১ কুমুদিনী। ২ চন্দ্রকিরণ।

ইন্দুভূষণ (পুং) ইন্দুনা ভূষতি ৩তৎ। নীলপদ্ম।

ইন্দুভৃৎ (পুং) ইন্দুঃ বিভর্ত্তি ইন্দু-ভৃ-ক্বিপ। মহাদেব। ইনি সর্ব্বদাই চন্দ্রকলা কপালে ধারণ করেন।

ইন্দুমণি (পুং) ইন্দুকান্তঃ মণিঃ শাকতৎ। ১ (ইন্দুপ্রিয়ো মণিঃ, ইন্দুরিব শুভ্রোমণির্বা কর্ম্মধা) ২ মুক্তা।

ইন্দুমণ্ডল (ত্রি) ইন্দোর্মণ্ডলং ৬তৎ। চন্দ্রবিম্ব, মণ্ডলাকার পদার্থ। চন্দ্রমণ্ডল পরিমাণে ৪৮০ যোজন।

ইন্দুমৎ (ত্রি) ইন্দুর্বিদ্যতেঽত্র ইন্দু-মতুপ্। ১ রাত্রি। ২ শিব। ৩ ময়ূর। ৪ পূর্ণিমা।

ইন্দুমতী (স্ত্রী) প্রশস্তঃ, ইন্দুর্বিদ্যতে যস্যাঃ ইন্দু-মতুপ্। ১ পূর্ণিমা। অজরাজের পত্নী বিদর্ভরাজার ভগিনী। রাজা দশরথের মাতা।

ইন্দুমৌলি (পুং) ইন্দুঃপ্রীতিজনকতয়া মৌলৌ শিরসি যস্য বহুব্রী। মহাদেব। ইনি চন্দ্রের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই তাহার কলা মস্তকে ধারণ করিতেছেন। (কাশীখণ্ড।)

ইন্দুর (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ।) মূষিক। ইঁদুর।

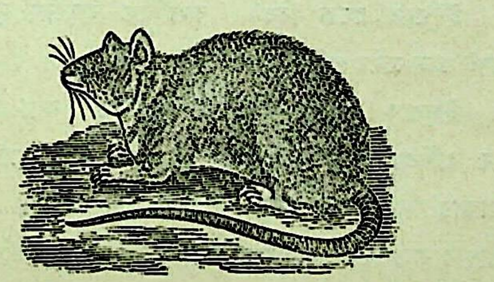
ইন্দুর নানাজাতীয়। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্দুর দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ইকড়িয়া, কালা, ডাঁস, নেপালী, গাছুয়া, সাদাপেটা, পাহাড়িয়া, কাল জেলকা, চিতাজেল, চিকা, শুলৎ জেল্‌কা, নেন্তা জেল্‌কা, ঝেঁকো, নেংটী ইত্যাদি অধিক।

১। ইকড়িয়া ইন্দুর (Mus bandicota) ইহার গাত্রের উপরটা দেখিতে কতকটা পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কএক গাছি কাল কাল চুলও আছে, নীচের দিক্ ধূসরবর্ণ। লাঙ্গুল ব্যতীত দেহের আয়তন প্রায় ১৫ ইঞ্চি, লাঙ্গুল, ১৩ ইঞ্চি। এই জাতির স্ত্রীর ১২টী করিয়া স্তন আছে। সিংহলে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে ও মালয়ে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় কখন কখন দুই একটী দেখা গিয়াছে। ইহারা দেয়ালে ও গৃহের ভিত্তিতে গর্ত্ত করে, তাহাতে গৃহের অনেক অনিষ্ট হয়।

২। কালা ইন্দুর (Mus rattus) ইহার উপর দিক্ ধূসরবর্ণ, নীচের দিক পাংশুবর্ণ। দেহের আয়তন প্রায় ৭ ইঞ্চি, লাঙ্গুল তদপেক্ষা বড়। সাহেবেরা বলেন, এই ইন্দুর য়ুরোপ হইতে জাহাজে করিয়া এদেশে আসিয়াছে, কারণ যে স্থানে জাহাজ লাগে, সেই সেই উপকূলে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মতে, এ ইন্দুর এদেশীয় বলিয়া বোধ হয়, মহর্ষি সুশ্রুতের 'কৃষ্ণ' অথবা 'মহাকৃষ্ণ' এই কালা ইন্দুর হইতে পারে।

৩। ডাঁস ইন্দুর (Mus decumanus) উপর দেখিতে পাংশুযুক্ত কপিলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে হলদে। কাণ ছোট, তাহাতে হলুদে ডোরা। নিম্নভাগ পাশুবর্ণ।



এই ইন্দুর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। শুনা যায় পারস্যেও নাকি ইহারা বড় উপদ্রব করে। পূর্ব্বে এই ইন্দুর বিলাতে ছিল না। এখন জাহাজে করিয়া তথায় গিয়াছে। এই ইন্দুরের আগমনে বিলাতের কৃষ্ণ ইন্দুরবংশ প্রায় এককালে ধ্বংস হইয়াছে। ইহারা সবই খায়। পায়রা, ছোট ছোট মুর্গী, বিশেষতঃ পাখীর ডিম খাইতে বড় ভালবাসে।

৪। নেপালী ইন্দুর—এই ইন্দুর কেবল নেপালে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল আভা। ইহার লোম বড় নরম। লাঙ্গুল ও দেহের আয়তন প্রায় ৬ ইঞ্চি।

৫। গাছুয়া ইন্দুর (Mus rufescens) দেখিতে উপরিভাগ অল্প পিঙ্গল, নিম্নভাগ সাদা, মধ্যে মধ্যে কালার ফিট্‌কি। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়। দেহের আয়তন প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি, লাঙ্গুল আরও কিছু বড়।

ইহারা অধিকাংশই গাছে বাস করে। কোন কোন স্থানে কড়িকাঠে গর্ত্ত করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৬। সাদা পেটা ইন্দুর (Mus niviventer) এই জাতির দেহ প্রায় ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে; লাঙ্গুল আরও কিছু বড়। নেপাল ও দার্জ্জিলিঙ্গের প্রায় ঘরে ঘরে এই ইন্দুর দেখা যায়।

৭। পাহাড়িয়া ইন্দুর (Mus homourus) উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কাল আভা, নিম্ন ভাগে সাদা। দেহের আয়তন সাড়ে তিন ইঞ্চি। লাঙ্গুলও তাই। এই জাতির স্ত্রীর আটটী করিয়া স্তন থাকে। ইহারা পঞ্জাব হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যে সমুদয় হিমালয় প্রদেশে বাস করে।

৮। চিকা—এই জাতি সুশ্রুতোক্ত চিক্কির বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বাস করে। ইহাদের গায়ে ছুঁচার ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে। [ছুঁচা দেখ।]

৯। ঝেঁকু ইন্দুর (Gerbillus Indicus) ইহার উপর ভাগ দেখিতে মৃগশাবকের গায়ের মত, দুই পার্শ্ব কাল,— নিম্নভাগ সাদা। মস্তক ও দেহ একত্র ৭ ইঞ্চি, লাঙ্গুল ৮ ইঞ্চি। এই ইন্দুর ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেই কিছু অধিক। বিস্তীর্ণ মাঠ অথবা বালুকাময় স্থানেই প্রায় গর্ত্ত করে। এই গর্ত্ত মাটির দুই তিন ফুট নীচেই হইয়া থাকে। এই গর্ত্তের মধ্যে এক ফুট আন্দাজ এক একটী শুষ্ক ঘাসযুক্ত বাসা থাকে। ইহারা শস্য, বীজ, ঘাস ও বৃক্ষমূল খায়। এই জাতীয় স্ত্রী এককালে ৮ হইতে ২০টী পর্য্যন্ত ছানা পাড়ে। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে হরণা মূষ কহে।

মহর্ষি সুশ্রুত ১৮ প্রকার ইন্দুরের উল্লেখ করিয়াছেন—

"লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিক্কিরস্তথা।
ছুছুন্দরোঽলসশ্চৈব কষায়দশনোঽপি চ॥
কুলিঙ্গশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা।
কোকিলোঽরুণসঙ্গশ্চ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ॥
শ্বেতেন মহতা সার্দ্ধং কপিলেনাখুনা তথা।
মুষিকশ্চ কপোতাভস্তথৈবাষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥"

সুশ্রুত-কল্পস্থান ৬ অঃ।

১ লালন, ২ পুত্রক, ৩ কৃষ্ণ, ৪ হংসির, ৫ চিক্কির, ৬ ছুছুন্দর, ৭ অলস, ৮ কষায়দশন, ৯ কুলিঙ্গ, ১০ অজিত, ১১ চপল, ১২ কপিল, ১৩ কোকিল, ১৪ অরুণসঙ্গ, ১৫ মহাকৃষ্ণ, ১৬ শ্বেত, ১৭ মহাকপিল, ১৮ কপোত।

সুশ্রুতের মতে, ১ লালনের বিষে লালাস্রাব, হিক্কা ও বমন হয়, তাহাতে নটে-শাকের কল্ক মধু দিয়া সেবন করাইবে।

২ পুত্রকের বিষে শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, ইন্দুর ছানার মত গ্রন্থি জন্মে। তাহাতে শিরীষ ও ইঙ্গুদী শিলায় বাটিয়া মধুযোগে খাইতে দিবে।

৩ কৃষ্ণ ইন্দুরের বিষে সচরাচর (বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে) রক্ত বমন হয়। ইহাতে শিরীষ ফলের ও কুড়ের রস কিংশুক ভস্মযোগে পান করাইবে।

৪ হংসির বিষে অন্নে অরুচি, জৃম্ভণ, শরীর লোমাঞ্চ ও দন্তহর্ষণ হয়। তাহাতে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া আরগ্বধাদি পান করাইবে।

৫ চিক্কিরের বিষে মাথার যাতনা, শোফ, হিক্কা ও বমি হয়। ইহাতে ঝিঙে, ময়নাফল ও অঙ্কোটের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। পূর্ব্বের মত চিকিৎসা করিবে।

৬ ছুছুন্দর (ছুঁচার) বিষে মলভঙ্গ ও গ্রাবা স্তম্ভিত হয়, সর্ব্বদাই হাই উঠে। ইহাতে গোরক্ষ, যবক্ষার ও বৃহতীর ক্ষার সেবন করাইবে।

৭ অলসের বিষে গ্রাবাস্তম্ভ, বায়ুর উর্দ্ধগতি, দষ্টস্থানে ব্যথা ও জর হয়। ইহাতে ঘৃত ও মধু সহযোগে মহাগদ চাটিতে দিবে।

৮ কষায়-দন্তের বিষে নিদ্রা, হৃদয়ে শোষ ও শরীর কৃশ হয়। ইহাতে শিরীষের সার, ফল ও ছাল মধু দিয়া চাটিতে দিবে।

৯ কুলিঙ্গের বিষে দংশস্থানে ব্যথা, ফুলা ও দীর্ঘ রেখা হয়। ইহাতে শ্বেত ও কৃষ্ণ নিসিন্দা, মুগানি, মাসানি মধু সংযোগে খাইতে দিবে।

১০ অজিতের বিষে বমী, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে মনসার আঠার সহিত কাল তেউড়ি পিষিয়া মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

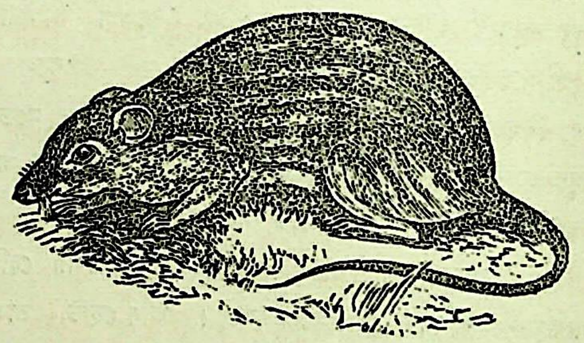
১১ চপলের বিষে তৃষ্ণা, বমী ও মূর্চ্ছা হয়। তাহাতে দেবদারু ও ত্রিফলা মূলের সহিত মধু সংযুক্ত ত্রিফলা চাটিতে দিবে।

১২ কপিলের বিষে দংশিত স্থানে ক্ষত হয়, শরীরে গ্রন্থি জন্মে এবং জর হয়। ইহাতে ত্রিফলা, অপরাজিতা ও পুনর্ণবা মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

১৩ কোকিলের বিষে শরীরে উগ্রগ্রন্থি জন্মিয়া থাকে, অতিশয় জর ও দাহ হয়। ইহাতে ভেক ও নীলগাছের কাথে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

১৪ অরুণের বিষে বায়ু কুপিত হইয়া বাত জন্য, ১৫ মহাকৃষ্ণ বিষে পিত্ত জন্য, ১৬ শ্বেতের বিষে কফ জন্য, ১৭ মহাকপিলের বিষে রক্ত জন্য এবং ১৮ কপোতের বিষে উক্ত চারি প্রকার দোষে নানা প্রকার পীড়া হয়। এই পাঁচ প্রকার ইন্দুরের বিষ শান্তির জন্য সুশ্রুত এই ঔষধটী ব্যবস্থা করিয়াছেন—দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেক দুই সের, পরে করঞ্জ, সোঁদাল, ত্রিকটু, বৃহতী প্রত্যেক ১ ভাগ এবং শালপানি দুই ভাগ লইয়া এই গুলির কাথ করিবে। তেউড়ী, তিল, গুলঞ্চ, বঙ্গ, মৃত্তিকাযুক্ত গুগ্‌গুল, কপিত্থ ও দাড়িমের ছাল এইগুলি পিষিয়া পূর্ব্বোক্ত কাথের চতুর্থাংশ থাকিতে সকল এক সঙ্গে মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ অমোঘ।

বার্ব্বরীতে এক প্রকার ইন্দুর দেখা যায়, তাহাদের দেখিতে



বেশ। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাদা সাদা রেখা টানা।

ইন্দুরের শুক্রে বিষ। বস্ত্রাদিতে ইন্দুরের মূত্র লাগুল। সেই স্থান ক্রমে পচিয়া যায়।

ইন্দুরকে সামান্য জন্তু ভাবিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যে বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য বর্ষে বর্ষে কত প্রকার নিয়ম উদ্ভাবিত হইতেছে, এই সামান্য জন্তু হইতে তাহার কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা ভার।

এই সামান্য জীবের ভয়ঙ্কর হিংস্রক প্রকৃতির প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইহারা আপনাদের স্বজাতীয়ের সহিত বিবাদ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, এই যুদ্ধে যাহারা বিনষ্ট তাহারা অপরের ভক্ষ্য হইয়া থাকে। এরূপ শত শত ইন্দুর একত্রে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। নরওয়ে দেশে এক জাতীয় ইন্দুর আছে, তাহারা আরও ভয়ানক। যদি কেহ ঐ ইন্দুর ধরিবার জন্য কল পাতিয়া রাখে, আর ঐ কলে ইন্দুর ধৃত হয়, তাহা হইলে অপর ইন্দুরেরা ঐ ধৃত ইন্দুরকে মারিয়া ফেলে ও তাহার সমস্ত রক্ত পান করে।

ধৃতকারী কিছুতেই সেই ইন্দুরকে রক্ষা করিতে পারে না। বিড়াল, কুক্কুর, বেজী প্রভৃতির সহিতও ইন্দুরের যুদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইন্দুরেরা বিড়াল, কুক্কুর ও বেজীকে অবধি বিনাশ করে। বিলাতে এক প্রকার ইন্দুর আছে, তাহারা ঘুমন্ত শিশুর রক্ত পান করে। শুনা যায়, বিলাতের নিউগেট কারাগার হইতে চারি জন কয়েদী পলাইবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রি; পালাইবার সময় কতকগুলি ইন্দুর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কোন ইন্দুর কাহার বা পায়ে ধরিল, কোনটা বা গায়ে উঠিল। এইরূপে কয়েদীদিগকে বড়ই জব্দ করিল। তাহারা কোথায় চুপি চুপি পলাইতেছিল, এখন বিষম বিভ্রাট্। দেখিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। নিকটস্থ প্রতিবাসীরা আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল। এখন তাহারা পুনরায় কারাগারে যাইতে কষ্ট বোধ করিল না।

ইন্দুর মারিবার উপায়—খানিকটা ময়দা লইয়া মধুতে মিশাও, তাহাতে অল্প পরিমাণে ষাঁড়ের গোবর দিয়া কাই কাই কর। তৎপরে ছোট ছোট চাকৃতি করিয়া ইন্দুর গর্ত্তে দিবে। ইহাতে নিশ্চয় ইন্দুর মরিবে।

অথবা ভাল আর্সেনিকের গুঁড়া ও টাট্‌কা মাখম জৈ ও মধুতে মিশাইয়া কাই করিবে। যেখানে যেখানে সর্ব্বদা ইন্দুর যাতায়াত করে, সেই সেইখানে ছড়াইয়া রাখিবে। উহা পাইলেই ইন্দুরেরা খাইতে থাকে, কেহ কেহ সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ জিনিস প্রস্তুত করিয়াই হাত ধুইয়া ফেলিবে। কারণ এ বিষাক্ত জিনিষে সহজেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

নক্সভমিকা ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া ইন্দুরকে খাইতে দিলে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়। গন্ধকের গন্ধ ইন্দুরেরা সহ্য করিতে পারে না, এইজন্য অনেকে ইন্দুরের গর্ত্তে গন্ধক পোড়াইয়া ইন্দুর বিনাশ করিয়া থাকে।

ঔষধ—ইন্দুর মাংস এক ছটাক, সর্ষপ তৈল এক পোয়া, এক সঙ্গে অগ্নিতে চাপাইয়া ঐ মাংস ভাজা ভাজা হইলে নামাইবে। ঐ তৈল গুদভ্রংশ রোগে মালিস করিলে সত্বর আরোগ্য হয়।

বাণিজ্য—ইন্দুরের ছাল ও দাঁতের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ইন্দুরের চামড়ায় বিবিদের দস্তানা হয়। দাঁতে ছোট ছোট বোতাম হইয়া থাকে। লোম বড় বড় সাহেবের টুপিতে দেয়, এইজন্য ইন্দুর মারার ব্যবসা চলিত আছে। একবার পারিনগরের একটী নর্দ্দমায় ১ পক্ষের মধ্যে ছয় লক্ষ ইন্দুর মারা হইয়াছিল।

ইন্দুরের বাসা—বাবুই পাখী যেমন গাছে বাসা করে, বিলাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ইন্দুর আছে, তাহারাও সেইরূপ গাছের উপর লতাপাতার গোলাকার বাসা করিয়া থাকে। বাসাটী এমনি ভাবে করে যে, কেহ তাহার পথ খুঁজিয়া পায় না। বালকেরা কোন প্রকার ফল বা অন্য কিছু মনে করিয়া



ছিঁড়িয়া লয়। পরে ঐ গোলাকার বাসাটী গড়াইয়া খেলা করে। বাসাটী ফাটিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাতে পর পর এক একটী ঘর রহিয়াছে, প্রত্যেক ঘরে ছোট ছোট চক্ষুহীন ইন্দুর শিশু শুইয়া আছে। ঘরগুলির মধ্যে একটী পথ থাকে। বোধ হয় উহাতে যাতায়াত হয়।

পৃথিবীর নানা দেশের লোকে ইন্দুর খাইয়া থাকে। এদেশের সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতি, আফ্রিকা, চীন, নেপাল, কালিফোর্ণিয়া, ফ্রান্স, মাল্টা ও ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইন্দুর খাইয়া থাকে। ফ্রান্সের পারিনগরে কোন কোন শ্বেতাঙ্গিনী সাধ করিয়া ইন্দুরের ঝোল খান।

ইন্দুরত্ন (ক্লী) ৬তৎ বা ইন্দুরিব শুভ্রং রত্নং। মুক্তা। মুক্তার দেবতা চন্দ্র এবং ইহা চন্দ্রের ন্যায় সাদা এই জন্য মুক্তাকে ইন্দুরত্ন বলে।

ইন্দুরাজ (পুং) ইন্দুনা রাজতে ইন্দুরাজ-কিপ্ ৩তৎ। চন্দ্রকান্ত মণি। ২ কুমুদ।

ইন্দুরেখা } (স্ত্রী) ইন্দোর্লেখেব লেখা। রস্য লশ্চ ৬তৎ।
ইন্দুলেখা } ১ চন্দ্রকলা। ২ সোমলতা।

ইন্দুরিণীপাণা, এক জাতীয় পানা। (Salvinia cuculata)। এই পানা ছোট হয়। পুরাতন পুষ্করিণী বা জলার উপর ভাসিতে দেখা যায়। তেনেসিরিমে ইহা বিস্তর জন্মে। ইহাকে কেহ কেহ ইন্দুরকাণী বলে।

ইন্দুরকাণা [ইন্দুরিণীপানা দেখ।]

ইন্দুলোক (পুং) ইন্দোর্লোকঃ ৬তৎ। চন্দ্রলোক।

ইন্দুলোহক (ক্লী) ইন্দোর্লোহং স্বার্থে-কন্। রৌপ্য, শুভ্রবর্ণ লোহা। চন্দ্রদোষ শান্তির জন্য ঐ লোহা দান করিতে হয়।

ইন্দুলৌহ (ক্লী) ৬তৎ। লোহ ধাতু।

ইন্দুবটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, সমুদয় একত্র মাড়িয়া কাকমাছি, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ১টী বটিকা সেবনীয়।

এই ঔষধ সেবনে কর্ণনাসাদি রোগসমূহ, নানাপ্রকার বাতজ ব্যাধি এবং বিংশতি প্রকার মেহ দূর হয়।

ইন্দুবদনা (স্ত্রী) ছন্দঃ বিশেষ। *। ইন্দুবদনা ভজসনৈঃ সগুরু-যুগ্মৈঃ। বৃত্তরত্নাকর। যাহাতে একটী ভ-গণ, একটী জ-গণ একটী স-গণ, একটী ন-গণ এবং শেষের দুইটী গুরু অর্থাৎ গ-গণ থাকে, তাহাকে ইন্দুবদনা বলে।—⏑⏑ভ।⏑—⏑জ। ⏑⏑—স।⏑⏑⏑ন।—গ।—গ।

ইন্দুবল্লী (স্ত্রী) ইন্দোর্বল্লী ৬তৎ। সোমলতা।

ইন্দুবার (পুং) ইন্দোঃ বারঃ ৬তৎ। নীলতাজকোক্ত বর্ষলগ্ন হইতে (৩, ৬, ৯, ১২) স্থানের অন্তস্থান, সমস্ত গ্রহ-গণের অবস্থান রূপ যোগবিশেষ। ২ মৌমাছি।

ইন্দুব্রত (ক্লী) ইন্দুলোকার্থং ব্রতং শাকতৎ। চান্দ্রায়ণ। এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। সর্ব্ব পাপ যায়।

ইন্দুশেখর (পুং) ইন্দুঃ শেখরে যস্য বহুব্রী। মহাদেব।

ইন্দুশেখররস, শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুরচীর ছালের রসে ভাবনা দিবে; মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাশ, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দুর্ব্বলতা নিবারণ হয়।

ইন্দুর (পুং) (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ) মূষিক, ইঁদুর। [ইন্দুর দেখ।]

ইন্দোর, মালবস্থ একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া রাজ্য, পূর্ব্বে দেবাস, ধার ও নিমার জেলা, দক্ষিণে খান্দেশ এবং পশ্চিমে বার্ব্বানি ও ধার। অক্ষাং ২১°২৪´ হইতে ২৪°১৪´ পূঃ মধ্যে, দেশা ১৪°২৮´ হইতে ৭৭°১০´ পূঃ মধ্যে। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে ১২০ মাইল। নর্ম্মদা নদী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহার প্রধাননগর রামপুর, ভানপুর, চান্দবার, মেহিদপুর, ধী। এই রাজ্য হোলকরের অধীনে। এখানে অধিকাংশই ভীল জাতির বাস। এখানে ১৮৮১-৮২ মধ্যে প্রায় ১০৭টী বিদ্যালয় হয়। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

এখানকার মহারাজের বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ১৯টী করিয়া তোপ বরাদ্দ আছে। নিজ রাজ্যে ২১টী করিয়া তোপ পান।

ইন্দোর, ইন্দোর রাজ্যের প্রধাননগর। প্রাচীন শিল্পলিপিতে ইহার নাম ইন্দ্রপুর পাওয়া যায়। অক্ষা° ২২°৪২´ উঃ, দেশা ৭৫°৫৪´ পূঃ মধ্যে;—কটকী নদীর উপকূলে অবস্থিত। অহল্যাবাই এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনও ইহা ইন্দোর-মহারাজের রাজধানী।

এই নগরটী সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফিট উচ্চে। এখানে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে 'রাজকুমার কলেজ' প্রধান, এই কলেজে কেবল রাজপুত্রগণ অধ্যয়ন করেন।

এখানকার লালবাগ নামক উদ্যান দেখিবার জিনিষ। গ্রীষ্মকালে ইন্দোরের মহারাজ ঐ উদ্যানে অবস্থান করেন।

লোকসংখ্যা (১৮৮১ সালে) ৭৫৪০১। তন্মধ্যে ৫৭২০৪ জন হিন্দু।

ইন্দ্র (পুং) ইদি পরমৈশ্বর্য্যে রন্ (ঋজ্রেন্দ্রাগ্র…বন্রেরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮। ঋজ্র, ইন্দ্র, অগ্র, বজ্র, বিপ্র, কুব্র, চুব্র, ক্ষুর, খুর, ভদ্র, উগ্র, ভের, মের, শুক্র, শুক্ল, গৌর, বন্, ইরা মালা, এই ১৯টী রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) শক্র, দেবরাজ।

বেদোক্ত প্রাচীন দেবতা। বৈদিক ঋষিগণ যে সকল দেবতার আরাধনা করিতেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র প্রধান। ঋক্‌-সংহিতার মতে ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ("নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবযোতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ।" ঋক্ ১০। ২০১। ১২)

তাঁহার মাতা তাঁহাকে সহস্রমাস ও অনেক বর্ষ গর্ভে ধারণ করেন। (ঋক্ ৪। ১৮। ৪) তৎপরে তিনি বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা প্রমত্ত হইয়া উঠেন। (ঋক্ ৪। ১৮। ৫-৮)।

ইন্দ্র আপন পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। [ঋক্ ৪। ১৯। ১৩, তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬। ১। ৩৬ দেখ।]

অথর্ব্বসংহিতায় ইন্দ্রের মাতার নাম একাষ্টকা উক্ত হইয়াছে—

"একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা।
জজান গর্ভম্মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা অসহন্ত শত্রূন্
হন্তা দস্যূনামভবৎ শচীপতিঃ॥" অথর্ব্ব ৩। ১০। ১২।

একাষ্টকা ঘোরতর তপস্যা করিয়া মহিমান্ ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করেন। তাঁহার দ্বারা দেবগণ শত্রুদিগকে আক্রমণ করেন। শচীপতি দস্যুদিগের হন্তা হইয়াছিলেন।

ঋক্ সংহিতার এক স্থলে লিখিত আছে, সোম ইন্দ্রের জনক। (সোম......জনিতা ইন্দ্রস্য। ঋক্ ৯। ৯৬। ৫) পুরুষ সূক্তের মতে, ইন্দ্র অগ্নির সহিত পুরুষের মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।) ঋক্-সংহিতার মতে ইন্দ্র একজন আদিত্য, কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য হইতে ভিন্ন।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে, ইন্দ্র প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হন। [শতপথ ১১। ১। ১। ১৫।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "প্রজাপতির্দেবাসুরান-সৃজত। স ইন্দ্রমপি ন অসৃজত। তং দেবা অব্রুবন্নিন্দ্রং নো জনয় ইতি। সোঽব্রবীদ্যথাঽহং যুষ্মাংস্তপসাঽসৃক্ষি এব-মিন্দ্রং জনয়ধ্বমিতি। তে তপোঽতপ্যন্ত। তে আত্মনীন্দ্রম-পশ্যন্। তমব্রুবন্ জায়স্ব ইতি। সোঽব্রবীৎ কিম্ ভাগধেয়মভি-জনিষ্যে ইতি। ঋতূন্ সম্বৎসরান্ প্রজাঃ পশূন্ ইমাম্ লোকানিত্যব্রুবন্।"

প্রজাপতি দেব ও অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন না। দেবগণ তাঁহাকে বলি-লেন, ইন্দ্রকে উৎপাদন করুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপে তাঁহাকে উৎপাদন কর। তাঁহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রকে তাঁহারা আপনাতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, 'জন্মাও'। তিনি বলিলেন, কিরূপ ভাগ্যে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ বলিলেন, ঋতু, বৎসর, প্রজা, পশু এবং ইহলোকাদিতে।"

উক্ত শ্রুতির অন্যস্থলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে উৎপাদন করেন। এরূপও লিখিত হইয়াছে। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ২ ইত্যাদি।]

ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী (১। ২২। ১২ ইত্যাদি।) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রসহা। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩। ২২ দেখ।]

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান যোদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ঋক্‌সংহিতায় তাঁহার অসীম গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সামার্চ্চিকেও লিখিত আছে—

"ইন্দ্রস্য বাহূ স্থবিরৌ যুবানাবনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ।
তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগে আগতে যাভ্যাং জিতমসুরাণাং সহো মহৎ॥"

সময় আসিলে (যুদ্ধকালে) ইন্দ্র স্থবির, যুবা, অনাধৃষ্য, সুপ্রতীক ও শত্রুর অসহ্য বাহুদ্বয় প্রথমেই যোজনা করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রভাবে অসুরদিগের শক্তিও পরাজিত হইয়াছিল।

তিনি হিরণ্যকশা ধারণ করিতেন, সূর্য্যের অশ্বে কখন বা হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিতেন, বায়ু তাঁহার সারথি হইতেন। [ঋক্ ৮। ৩৩। ১১, ১০। ৪৯। ৭, ৮। ১। ২৪, ৪। ৪৮। ৩ দেখ।] অস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই বজ্র ও অঙ্কুশ ব্যবহার করিতেন। তৎকালে বৃত্র নামে একজন অসুর দেবগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট করিত। দেবগণ গিয়া ইন্দ্রকে জানাইলেন, তিনি দেবগণের সঙ্গে বৃত্রসংহারে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ সকলেই পলায়ন করিলেন, কেবল মরুদ্গণ ও বিষ্ণু ইন্দ্রের সাহায্যার্থ রহিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিলেন।

এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বৎস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। (১। ২২। ১৯, ১। ১২। ৯-১০। ৪। ১৮। ১২ ইত্যাদি।) নমুচি বধের সময় অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রের সাহায্য করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে—

"ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচিরহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপা-নোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেণ ন আর্দ্রেণ অথ মে ইদমহা-র্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবনস্তু নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাব-শ্বিনৌ চ সরস্বতী চ অপাম্ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্কো ন আর্দ্রঃ ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরাসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্য শীর্ষংশ্ছিন্নে লোহিতমিশ্রঃ সোমোঽতিষ্ঠৎ।

(শতপথব্রাঃ ১২। ৭। ৩। ১।)

নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করে। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সর-স্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে, দিবায় অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিম্বা মুষ্টিতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্রস্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি প্রভৃতি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলি-লেন। 'এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়।' ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা

নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য্য এখনও উদয় হয় নাই, কাজে এখন রাত্রিও নয়, দিনও নয়। তাঁহার মস্তক ছেদনকালে সোম রক্তমিশ্রিত ছিল, তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা আবার সকলে পান করিলেন।

অথর্ব্বসংহিতায় লিখিত আছে, ইন্দ্র অসুরনারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কাঠকের মতে (১৩।৫) ইন্দ্র বিলিস্তেঙ্গা নামক একজন দানবীতে অনুরক্ত হন। ইন্দ্র অতিশয় সোমপ্রিয় ছিলেন, ঋক্‌সংহিতায় তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, বজ্র ও বিদ্যুৎচালনা করেন। তিনি অসুরদিগের লৌহনির্ম্মিত নগরসকল ধ্বংস করিয়াছিলেন, অসংখ্য দস্যু বা দাস জাতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক মতে ইন্দ্রের পিতা কশ্যপ। মাতা অদিতি। ইনি বৃত্রাদি অসুরগণ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃত্রহা নাম প্রাপ্ত হন। ইনি পূর্ব্বদিকের পালক, সকলকে বৃষ্টি দান করেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, ইন্দ্র অপর কোন দেবীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, কেবল ইন্দ্রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে ইন্দ্র পুলোমা দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন, সেই কন্যাই ইন্দ্রাণী। ইন্দ্র দিতির গর্ভস্থ পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড করেন, তাহাতে মরুদ্গণের উৎপত্তি হয়। [দিতি ও মরুৎ দেখ।]

পারিজাত লইয়া ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের বিবাদ হয়। [কৃষ্ণ ও পারিজাত দেখ।] পূর্ব্বে ব্রজের গোপেরা ইন্দ্রের পূজা করিত, কৃষ্ণ সেই পূজা উঠাইয়া দেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ব্রজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। (হরিবংশ)।

ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়্। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও ইন্দ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রধনু (রামধনুক), অসি পরঞ্জ। তিনি সকল দেবতার রাজা। গুরুপত্নী অহল্যা হরণের জন্য সহস্র চক্ষু হয়। [অহল্যা দেখ] তাঁহার অস্ত্র বজ্র। এক এক মনু পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার কাল। রাজত্বের পর ইনি ১০০ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শেখেন, তাহার পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইনি ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়া সেই পাপে রাজ্যচ্যুত হন। অনন্তর সেই পাপ ভোগ করিয়া অন্যত্র রাখেন, পরে পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করেন বলিয়া গোত্রভিৎ নাম হয়। ইনি ১০০ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শতক্রতু নাম প্রাপ্ত হন। [ইন্দ্রজিৎ দেখ]

ইন্দ্রের এই কয়েকটী নাম—মহেন্দ্র, শক্রধনু, ঋভুক্ষ, অর্হ, দত্তেয়, বজ্রপাণি, মেঘবাহন, পাকশাসন, দেবপতি, দিবস্পতি, স্বর্গপতি, উলূক, জিষ্ণু, মরুত্বান্, উগ্রধন্বা ইত্যাদি।

প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্রের পৃথক্ পৃথক্ নাম—১ যজ্ঞ। ২ রোচন। ৩ সত্যজিৎ। ৪ ত্রিশিখ। ৫ বিভু। ৬ মন্ত্রদ্রুম। ৭ পুরন্দর। ৮ বলি। ৯ শ্রুত। ১০ শম্ভু। ১১ বৈধৃত। ১২ ঋতধাম। ১৩ দেবস্পতি। ১৪ শুচি।

২ পরমাত্মা। ("ইন্দ্রঃ শচীপতাবন্তরাত্মাদিত্যযোগয়োঃ। বিশ্ব।) ৩ যোগবিশেষ। ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ কুটজবৃক্ষ। ৬ রাত্রি। ৭ প্রথম। ৮ রাজা। ৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ১০ ধনবান্। ১১ অন্তরাত্মা। ভাবে রন্। ১২ ধন। ১৩ ইন্দ্রিয়। ১৪ ছন্দোবিশেষ। চৌদ্দসংখ্যা। ১৫ দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে একটী উপাধি।

ইন্দ্রক (ক্লী) ইন্দ্রস্য ধনিনঃ কং সুখং যত্র বহুব্রী। ১ সভাগৃহ। (আস্থানগৃহমিন্দ্রকম্। হেম ৪।৬৩) ২ ইন্দ্রের সুখ। ৩ মন্দরগিরি।

ইন্দ্রকর্ম্মন্ (পুং) ইন্দ্রস্যেব ঐশ্বর্য্যান্বিতং কর্ম্মাস্য। বিষ্ণু।

ইন্দ্রকীল (পুং) ইন্দ্রস্য কীল ইব। ১ মন্দর পর্ব্বত। একটী মহান্ পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতে নানাপ্রকার মণি মুক্তা আছে। শিশুপাল বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অগ্রে ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন। ২ পর্ব্বত। (ন বিষমেন্দ্রকীলচতুষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ। সুশ্রুত ৫।২৪ অঃ)

ইন্দ্রকুঞ্জর (পুং) ৬তৎ। ঐরাবত, ইন্দ্রের হাতী। সমুদ্রমন্থনকালে ইন্দ্র ইহাকে পান।

ইন্দ্রকূট (পুং) ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যবান্ কূটোঽস্য বহুব্রী। একটী পর্ব্বত। কৈলাস পর্ব্বতের নিকট। "মহামেরু স কৈলাস ইন্দ্রকূটশ্চ নামতঃ।" (হরিবংশ ১৭০।১৫।)

ইন্দ্রকৃষ্ট (ত্রি) কৃষ-ভাবে-ক্ত, তৎ অস্তি অস্মিন্ (অর্শ আদি) অচ্। ইন্দ্রেণ ইন্দ্রহেতুকং কৃষ্টং। ইন্দ্র-কর্ষিত। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে যে ধান্যাদি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ("ইন্দ্রকৃষ্টৈর্বর্ত্তয়ন্তি ধান্যৈ যে চ নদীমুখৈঃ।" মহাভা, সভা ৫১।৯। *। ইন্দ্রকৃষ্টৈঃ ইন্দ্রেণৈবাকৃষ্টৈর্ন তু কর্ষণাদি ক্ষেত্রিয়কযত্নাপেক্ষৈঃ। নীলকণ্ঠ।)

ইন্দ্রকেতু (পুং) ৬তৎ। বিমানের ধ্বজ।

ইন্দ্রকোষ (পুং) ৬তৎ। মঞ্চ, মাচা। খট্বা, খাট্। খুঁটি। (ইন্দ্রকোষস্তমঞ্চকঃ। হেম ৪।৭৭)

ইন্দ্রগিরি (পুং) ইন্দ্রনামা গিরিঃ শাক তৎ। মহেন্দ্রপর্ব্বত, এটী কুলপর্ব্বত মধ্যে গণনীয়।

ইন্দ্রগুরু (পুং) ৬তৎ। ১ বৃহস্পতি। ২ কশ্যপ।

ইন্দ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রঃ গোপঃ রক্ষকঃ যস্য বহুব্রী। ১ খদ্যোত। ২ রক্ত। একরূপ কীট, পোকা। ঐ পোকা সাদা আছে লালও আছে। ইন্দ্র তাহাদের রক্ষক বলিয়া ঐ নাম হইল। (ইন্দ্রগোপস্তগ্নিরজী বৈরাটস্তিতিভোহগ্নিকঃ। হেম ৪।২৭৫) (ত্রি) ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত। (ঋক্ ৮।৪৬।৩২।)

ইন্দ্রঘোষ (পুং) ইন্দ্র ইতি স্পষ্টং ঘুষ্যতে ঘুষ্ ঘঞ্। ইন্দ্র।

ইন্দ্রচন্দন (ক্লী) ইন্দ্রস্য ইন্দ্রপ্রিয়ং বা চন্দনং ৬তৎ শাক তৎ। শ্বেতচন্দন, হরিচন্দন।

ইন্দ্রচাপ (পুং) ইন্দ্র ইন্দ্রস্বামিকে মেঘে চাপ ইব শাক তৎ। ১ ইন্দ্রধনুঃ (৬তৎ) ২ ইন্দ্রের শরাসন।

ইন্দ্রচির্ভিটী (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রিয়া চির্ভিটী শাক তৎ। এক প্রকার লতা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার এই কএকটী পর্য্যায়—ইন্দীবরা, যুগ্মফলা, দীর্ঘবৃন্তা, উত্তমারণী, পুষ্পমঞ্জরিকা, দ্রোণী, করম্ভা, নলিকা। ঐ লতা তিক্ত, ঠাণ্ডা এবং শ্লেষ্মনাশক। ইহা পিত্ত, কাস, ব্রণদোষ ও কৃমি এই সকল নষ্ট করে। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী। ২ ইন্দ্রবারুণী।

ইন্দ্রচ্ছন্দ (ক্লী) ইন্দ্রইব সহস্রনেত্রেণ সহস্রগুচ্ছেন ছাদ্যতে ছদ-অম্বন্-ন্যুট্ নিপাং। সহস্রগোছাহার অর্থাৎ যে হারে হাজারটা গোছা থাকে। (দেবচ্ছন্দঃ শতং সাষ্টং ত্বিন্দ্রচ্ছন্দঃ সহস্রকম্। হেম ৩।৩২২)

ইন্দ্রজনন (ক্লী) ইন্দ্রস্যাত্মনঃ জননং দেহসম্বন্ধঃ। পরমাত্মার দেহসম্বন্ধ বিশেষ। (পা ৪।৩।৮৮) ইতি ছ। ইন্দ্রজননীয়। ইন্দ্রজন্ম অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়।

ইন্দ্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রাণাং ইন্দ্রিয়ানাং জালং আবরকম্। যদ্বা ইন্দ্রস্যেশ্বরস্য জালং মায়েব ৬তৎ। মায়াকর্ম্ম, ভেল্কি। ১ ভোজবাজী। ২ মায়াজাল। ৬তৎ। ৩ ক্ষুদ্র উপায়। দ্রব্যসংযোগ দ্বারা আশ্চর্য্য দেখান।

মন্ত্র এবং দ্রব্য দ্বারা কোন বস্তু অন্যপ্রকার করা, এইরূপ ব্যাপারই ভেল্কি। ইন্দ্রজাল নামে স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, ইহা তন্ত্রের অন্তর্গত। গুরুর উপদেশ ভিন্ন তাহার শিক্ষা হয় না। তাহাতে নানা বিষয় বর্ণিত। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি দেওয়া হইল,—

১ এক প্রস্থ (২ সের পরিমাণ) মহাকালের বিচি (আমলকী) ধাত্রীরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুলির মত করিয়া মুখের ভিতর রাখিলে শীঘ্রই সে ব্যক্তি কপোত (পায়রা) হইবে। ছাগলের মাথায় কাল মাটি পুতিয়া তাহার উপর ধুতুরার বিচি বুনিলে যখন ঐ ধুতরার ফুল হইবে, তখন ঐ ফুল যাহার গাত্রে ফেলিবে সে ছাগল হইবে। ২। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ময়ূরের মাথায় মাটি পুতিয়া তাহার উপর শণের বীচি বুনিলে যখন তাহার ফল ফুল হইবে তখন ঐ ফল যাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে, সে ময়ূর হইবে। ৩। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ময়ূরের মাথায় কাল মাটী পুতিয়া কাপাসের বিচি বুনিলে যখন ফুল ফল হইবে তখন ঐ ফুল ফল সমস্ত লইয়া গুঁড়ি করিয়া গাত্রে মাখিয়া জলে নামিলে সে ডুবিবে না, মাটিতেও যেমন জলেও তেমনি দাঁড়াইতে পারিবে। ৪। কাল কাকের (দাঁড়কাক) মাথায় মাটি পুরিয়া কাকমাচীর বিচি বুনিয়া ফুল ফল হইলে ঐ ফল মুখে পুরিবে, তাহা হইলে কাক হইবে অর্থাৎ কাকের মতন উড়িতে পারিবে। যতকাল মুখে থাকিবে ততকাল ঐ অবস্থাই থাকিবে। ঐ ফল মাটিতে বমি করিয়া ফেলিলে পরে পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ৫। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে পায়রার মাথায় কাল মাটি পুরিয়া তিল বুনিবে, পরে দুধে জল মিশাইয়া ঐ গাছের উপর ঢালিবে, পরে তাহার ফুল মুখের ভিতর রাখিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না। তাহার পর ঐ তিলের ফল গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া যাহার গাত্রে দিবে সে কিঙ্কর হইবে (অর্থাৎ আজ্ঞাকারী) এবং যাহা কিছু ধন সম্পত্তি থাকে তাহা স্বেচ্ছাক্রমে সে ছাড়িয়া দিবে। ৭। সেই তিল সহিত বাটিয়া কপিলার দুধ দিয়া গুলি করিবে, সাতরাত্রি পাক করিবে। পরে সেই গুলি মুখে পুরিয়া রাখিলে দেবতারা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। আবার সেই গুটিগুলি বমি করিয়া ফেলিলে তাহাকে সকলেই দেখিতে পাইবে। সে ১০০ শত বৎসর জীবিত থাকে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই তাহার বশ্য হয়। ৮। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শকুনির মাথায় মাটি পুতিয়া লশুন বুনিবে। ফুল ফল হইলে পুষ্যানক্ষত্রে ফুল লইয়া কাজলের সহিত কপিলা ঘৃত দ্বারা কাজল পাড়াইয়া চক্ষে দিলে মাটিতে থাকিয়া শত যোজন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। উট, গাধা, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর মাথায় যে বিচি বুনিবে পরে ফুল ফল হইলে তন্মধ্যে যাহার বিচি ফল মুখে রাখিবে সে জীবিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ সকল ধারণের মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রেং ঐং নং নং ওঁ ভৌ স্বাহা। ইহার

মন্ত্র ১১ অক্ষরে। লক্ষজপ করিলে পুরশ্চরণ হইবে, দশ-হাজার জপ হোম। ঘৃত দ্বারা তর্পণ এবং মার্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলে সিদ্ধি হইবে।

পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃত দ্বারা কজ্জল করিয়া চোকে দিলে অন্ধকারেও বই পড়িতে পারিবে।

ওঁ নমো নারায়ণায় বিশ্বম্ভরায় ইন্দ্রজাল কৌতুকানি দর্শয় সিদ্ধিং কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সিদ্ধ না হইলে কার্য্য সফল হয় না।

রক্ষামন্ত্র। ওঁ নমঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মনে মম শরীরে পাহি ২ কুরু ২। এই মন্ত্রে রক্ষা বন্ধন করিয়া কার্য্য করিবে।

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মাথার খুলিতে আকোড়ের বিচি বুনিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাতে জল সেচন করিবে। পরে তাহার ফল হইলে একটী বিচি ত্রিলৌহে (১০ ভাগ সোণা, ১২ ভাগ তামা, ১৬ ভাগ রৌপ্য, মিশ্রিত হইলে ত্রিলৌহ হয়) বেষ্টিত করিয়া মুখে ফেলিয়া রাখিলে মত্ত হস্তীর ন্যায় বলবান্ এবং বায়ু তুল্য পরাক্রমশালী হইতে পারে। ত্রিলৌহ সকল কার্য্যে প্রশস্ত।

যে কোন বিচি আকোড় বিচির সহিত মাটিতে ফেলিবে পরে মন্ত্র পড়িয়া ত্রিলৌহে বেষ্টিত করিয়া মুখে রাখিলে লোকে ঠিক সেইরূপ হইতে পারে, মহাদেবের বাক্য মিথ্যা নয়। যে কোন বিচি আকোড়তে মিশাইয়া বুনিলে তখনিই গাছ হইয়া ফলিবে। একবিন্দু আকোড় ফলের তৈল মড়ার মুখে দিলে ১ প্রহরের মধ্যেই সে জীবিত হইবে।

শজনার তৈল, পায়রার বিষ্ঠা, শূকরের চর্ব্বি সমভাগে লইয়া গাধার চর্ব্বি হরিতাল ও মনঃশিলার সহিত মিশাইয়া ফোঁটা কাটিলে রাবণের মত হইতে পারে।

পেচকের বিষ্ঠা, এরণ্ড তৈলের সহিত বাটিয়া যাহার গাত্রে বিন্দুমাত্রও দিবে সে তখনই পাগল হইবে।

সাপের দাঁত, কালবিচির কাঁটা, কাকলাসের রক্ত একত্র বাটিয়া যাহার গাত্রে দিবে সে তখনই মরিবে।

সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা একত্রে বাটিয়া কাপড়ে মাখিবে, পরে ঐ কাপড় মাথায় বাঁধিলে সমস্ত জগৎ অগ্নিময় দেখিবে।

আকন্দের আটা, বটের আটা ও ডুমুরের আটা কোন পাত্রের মধ্যে লেপিয়া তাহাতে জল দিলে দুগ্ধ প্রস্তুত হইবে।

আকোড় ফলের তৈল অঙ্গে লেপিলে রাক্ষসের মতন হয়, তাহাকে দেখিলে সকলেই ভয়ে পলায়।

আকোড় ফলের তৈল দ্বারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে আকাশের ভূত সকল মাটিতে দেখিতে পায়।

বুধ কিংবা শনিবারে কাকলাস মারিয়া যেখানে শত্রুগণ প্রস্রাব করে সেই স্থানে পুতিবে। পরে উহা না তুলিলে শত্রুগণ ক্লীব হইবে।

গন্ধক, হরিতাল, গো-মূত্র ও বিষ একত্রে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে দিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। (দত্তাত্রেয় তন্ত্রে ১১ পটল।)

বশীকরণ ও আকর্ষণ বসন্তকালে করিবে। গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ কার্য্য, বর্ষাকালে স্তম্ভন কার্য্য, শিশিরে মারণ কার্য্য, শরৎকালে শান্তি কর্ম্ম, এবং হেমন্তের পূর্ণিমাতে উচ্চাটন কর্ম্ম করিবে। [বশীকরণ দেখ] দিনের পূর্ব্বাহ্ণে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে বর্ষা, সন্ধ্যায় শিশির, অর্দ্ধরাত্রে হেমন্ত, তাহার পর শরৎ ঋতু জানিবে।

পক্ষাদি নির্ণয়।—মারণাদি অভিচার কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করিবে। শান্তি প্রভৃতি মঙ্গল কর্ম্ম শুক্লপক্ষে। দ্বাদশী ও একাদশীতে মারণ কার্য্য, তৃতীয়া ও নবমীতে বশীকরণ, চতুর্দ্দশী, চতুর্থী ও প্রতিপদে স্তম্ভন, দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী ও অষ্টমীতে শান্তি কর্ম্ম করিবে।

অশ্বিনী, মৃগশিরা, মূলা, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বশীকরণ করিবে। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া ও রোহিণী নক্ষত্রে মারণ, বিজয়, শান্তি ও স্তম্ভন করিবে। এই সকল কার্য্যে তিথি নক্ষত্রের বিবেচনার আবশ্যক আছে, নহিলে মন্ত্রাদি সিদ্ধ হয় না।

জয়।—পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বা ও অপামার্গ মূল উঠাইয়া মস্তকে ধারণ করিলে সকল বিবাদে জয়লাভ হয়।

সৌভাগ্য।—পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উঠাইয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রক্ত চিতা ও রক্ত আকন্দের মূল উঠাইয়া মধুর সহিত বাটিয়া বড়ি করিবে। পরে তাহার ফোঁটা করিলে স্ত্রীর সৌভাগ্য হয়।

ক্রোধোপশম।—ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনী স্বাহা। এই মন্ত্র ২১ বার জপ করিয়া মুখ মার্জ্জন করিলে তাহার প্রতি কাহারও ক্রোধ থাকে না।

শ্বেত অপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ এবং শিবজটার মূল মুখে ধারণ করিলে হস্তী তাহার কাছে আসিতে পারে না।

বৃহতী মূল মুখে ও হস্তে ধারণ করিলে বাঘের ভয় থাকে না।

হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রো শ্রো স্বাহা। এই মন্ত্রে ঢিল পড়িয়া ফেলিলে ব্যাঘ্র মুখ নাড়িতে পারে না এবং চলিতেও পারে

না। নারিকেল মূল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ধারণ করিলে বাঘের ভয় থাকে না। (ইন্দ্রজাল তন্ত্রে ৩য় উপদেশ।)

স্তম্ভন।—যে ব্যক্তি শ্বেত কুঁচের মূল মুখে ধারণ করে তাহাকে দেখিলে কাহারও কথা সরিবে না।

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে! কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্রেতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে যষ্টিমধুর মূল তুলিয়া সভা মধ্যে ফেলিলে সকলের মুখ বন্ধ হয়।

মেঘস্তম্ভন।—একখান ইটে চারিটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তাহার উপরে আর একখানা ইট চাপা দিয়া ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা। এই মন্ত্রে কোন বাগানে পুতিলে মেঘের বৃষ্টি বন্ধ হয়।

ভরণীনক্ষত্রে ডুমুর প্রভৃতি, ক্ষীরীবৃক্ষের মূল ও ৫ আঙ্গুল পরিমাণে একখণ্ড কাষ্ঠ নৌকামধ্যে ফেলিলে নৌকা চলিবে না।

নিদ্রাস্তম্ভন।—যষ্টিমধু ও বৃহতীর মূল গুঁড়াইয়া নস্ত করিলে নিদ্রা হয় না।

অস্ত্রস্তম্ভন।—কদ্‌বেলের মূল কৃত্তিকানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে দেবগণেরও অস্ত্র স্তম্ভিত হয়।

গুলঞ্চের মূল তুলিয়া হস্তে ধারণ করিলে শস্ত্র ভয় নিবারণ হয়।

ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরসৈন্যস্তম্ভন মহাভয় রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। আপাঙের মূল শুভ নক্ষত্রে তুলিয়া শরীরে লেপন করিলে সমস্ত শস্ত্রের স্তম্ভন হয়।

পেটের হাড় গোষ্ঠের চারিদিকে ভূমিতে পুতিয়া রাখিলে গোরু, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি স্তম্ভন হয়।

ভৃঙ্গরাজ, আপাঙ্, শ্বেত সরিষা, সহদেবিকা, ওল, বচ ও শ্বেত আকন্দের মূল তুলিয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া দুইদিন পরে উঠাইবে, পরে তাহার দ্বারা তিলক করিলে সকল প্রাণির বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং। বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে জপ করিতে হইবে।

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা। এই মন্ত্রে সপ্তপাশা গ্রহণ করিয়া তিনখানা কটিতে বাঁধিবে। অপর পাশাগুলি দুই হাতের মুঠে রাখিলে চৌরগতি স্তম্ভিত হয়।

দেহরঞ্জন।—কদম্বপত্র, লোধ, অর্জ্জুন পুষ্প, একত্রে বাটিয়া অঙ্গে লেপিলে দুর্গন্ধ থাকে না।

এলাচ, শটী, তেজপাত, রক্তচন্দন, হরীতকী, সজিনা, মুথা, কুড় ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য বাটিয়া গাত্রে লেপিলে সেই গন্ধে সকলেই মোহিত হইবে।

আমের ও জামের আঠি এবং পদ্মমূল বাটিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে রাখিলে পুরুষের মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, ও সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়। মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় বাটিয়া স্ত্রী প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ১৫ দিন পর্য্যন্ত চাটিবে। তাহার মুখে কর্পূরের গন্ধ হইবে।

লোহার মল, জবাফুল, আমলকী একত্র বাটিয়া মাথায় লেপিলে তিন মাস মধ্যে সাদাচুল কাল হইবে।

ছাগী দুধের দ্বারা ৭ দিন পর্য্যন্ত তিলে ভাবনা দিয়া তৈল করিবে, পরে মাথায় মাখিলে কালচুল সাদা হইবে।

অশ্বিনীনক্ষত্রে বটের পরগাছা দুধের সহিত খাইলে পুরুষ বলবান্ হয়। পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দের মূল উঠাইয়া, গোরুর দুধে বাটিয়া খাইলে ৭ দিন মধ্যে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হয়।

জন্মবন্ধ্যা চিকিৎসা।—রবিবারে মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধনাকুলী উঠাইয়া একবর্ণা গোরুর দুধের সহিত অবিবাহিত কন্যা দ্বারা বাটাইয়া ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন খাইবে এবং দুধ, মুগের ডাল প্রভৃতি লঘু পথ্য করিবে। ৭ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে বন্ধ্যার গর্ভ হইবে। এই ঔষধ খাইয়া উদ্বেগ, ভয়, শোক, দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। পরিশ্রমের কার্য্য করিবেক না। কেবল পতির সহবাস করিবে, অন্যথা না হয়।

কাল অপরাজিতার মূল ছাগীর দুধে বাটিয়া ঋতুকালে খাইলে বন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

গোক্ষুরের বিচি নিসিন্দা রসে বাটিয়া ৩ দিন বা ৭ দিন সেবনে বন্ধ্যার গর্ভ হয়।

কাকবন্ধ্যা চিকিৎসা।—রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল মহিষের দুগ্ধে বাটিয়া ৪ তোলা পরিমাণে ৭ দিন সেবন করিলে কাকবন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

মৃতবৎসা চিকিৎসা।—কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া পীত-ঘোষা (তকী) লতার মূল জলের সহিত বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণে খাইলে মৃতবৎসাদোষ থাকে না।

ডালিমের মূল দুধের সহিত বাটিয়া পাক করিবে, পরে ঋতুকালে পান করিয়া নিজ পতিসহবাস করিলে দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, মেদা (গাছ), ক্ষীরযুক্ত ভুঁইকুমড়া, কাকোলী, অশ্বগন্ধা মূল, যমানী, হরিদ্রা, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গুল, কটকী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, এই সকল প্রত্যেকে

২ তোলা পরিমাণে লইয়া ./৪ সের ঘৃত পাক করিবে। পাকের সময় শতমূলীর রস ।৬ সের ও দুধ ।৬ সের দিবে। সুন্দর নিয়মে পাক করিয়া এই ঘৃত যে নারী পান করিবে সে মেধাবী ও সুন্দর পুত্র প্রসব করিবে এবং যাহার সন্তান অল্পায়ু হয় ও যে কেবল কন্যা প্রসব করে, এই ঘৃতে সেই সেই দোষ নষ্ট হইবে। যোনিদোষ, রজোদোষ ও গর্ভস্রাবে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা পানে প্রজাবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়। ইহার নাম ফলঘৃত। ইহা অতি আয়ুষ্কর। কবিরাজেরা ইহাতে শ্বেত কণ্টিকারীর মূল দিবার ব্যবস্থা করেন। ঐ ঔষধে জীববৎসা (যাহার বাছুর মরে নাই) ও সাদা গোরুর ঘৃতই ব্যবস্থা। বনের ঘুটের আগুনে ইহা পাক করিতে হয়।

গর্ভস্রাব চিকিৎসা।—প্রথম মাসে গর্ভস্রাবে পদ্মের কেশর ও রক্তচন্দন সমভাগ গোদুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে গর্ভস্রাব দোষ শান্তি হয়। অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু, শরের বিচি ও ক্ষীরকাকোলী গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

দ্বিতীয় মাসে নীলোৎপল, পদ্ম-মৃণাল, যষ্টিমধু, কাঁকড় শৃঙ্গী গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে বেদনার শান্তি হয়।

তৃতীয় মাসে রক্তচন্দন, টগর, কুড়, মৃণাল ও পদ্মের কেশর শীতল জলে বাটিয়া খাইলে বেদনা নিবৃত্তি হয়। অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, অনন্তমূল দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

চতুর্থ মাসে সাদা, উৎপল, মৃণাল, গোক্ষুর, কেশুর, গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে বেদনা থাকে না। অথবা যষ্টিমধু, রাস্না, শ্যামালতা, বামনহাটী, অনন্তমূল গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

পঞ্চম মাসে পুনর্নবা, কাকোলী, টগর, নীলোৎপল গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে, অথবা বৃহতী, কণ্টিকারী, যজ্ঞডুমুর, কট্‌ফল, দারুচিনি ও গব্যঘৃত গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

ষষ্ঠ মাসে চিনি, কেশের মূল, আখুমজ্জা শীতল জলে বাটিয়া গোদুগ্ধের সহিত খাইবে, অথবা গোক্ষুর সজিনার বিচি, যষ্টিমধু, পৃশ্নিপর্ণী ও বেড়েলা দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

সপ্তম মাসে পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মমূল, পাণিফল, নীলোৎপল দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে। অথবা কিস্‌মিস, পাণিফল পদ্মের কেশর গোদুগ্ধের সহিত খাইবে।

অষ্টম মাসে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, আকন্দমূল, মুথা, নাগকেশর, গজপেপুল ও নীলপদ্ম বাটিয়া দুধের সহিত খাইবে, অথবা বেলের মূল, কদবেল, বৃহতী, শমীকাষ্ঠ, ইক্ষুমূল, পারলী মূল এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে।

নবম মাসে গোরক্ষ চাউলীর বিচি ও কঙ্কোল মধুর সহিত বাটিয়া লেপিলে বেদনা থাকে না। বা যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী এই সকলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে।

দশম মাসে চিনি, আঙ্গুর ফল, কিস্‌মিস, মধু, নীলপদ্ম, গোদুগ্ধের সহিত খাইবে। অথবা কেবল দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে। অথবা যষ্টিমধু ও দেবদারু দুধের সহিত খাইবে।

মধু, বাসক, রক্তচন্দন, সৈন্ধব ও মহেন্দ্রবীজ, গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে গর্ভস্রাব দোষ নষ্ট হয়।

গর্ভশুষ্কচিকিৎসা।—গর্ভের শুষ্কতা দোষ শান্তির জন্য গোদুগ্ধ ও চিনি পান করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফল সমভাগে বাটিয়া গোদুগ্ধের সহিত খাইবে।

সুখপ্রসব যোগ।—সাদা পুনর্নবার মূল গুঁড়া করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ গর্ভ প্রসব হয়। বাসক গাছের উত্তর দিক্‌স্থিত মূল উঠাইয়া ৭ গুণ সূতা দ্বারা বাঁধিয়া কটিতে ধারণ করিলে সুখে প্রসব হয়। সহদেবীর মূল কাঁকালে বাঁধিলে সুখ প্রসব হয়।

চারি আঙ্গুল আপাঙের মূল যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে শীঘ্র প্রসব হয়।

অশ্বগন্ধার মূল 'ওঁ ফট্' এই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া ১ তোলা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খাইবে এবং 'ক্লীং' মন্ত্র জপ করিয়া ৩২ তোলা দুগ্ধ ও ২ তোলা মরিচ পাক করিয়া 'ঐঁ' মন্ত্র ১০০০ জপ করিয়া খাইলে মূত্র স্তম্ভিত হয়।

ইন্দ্রজালবিদ্যা (স্ত্রী) শাকং তৎ। ভেল্‌কি জানিবার বিদ্যা। ভেল্‌কী জানিবার শাস্ত্র।

ইন্দ্রজালিক (পুং) ইন্দ্রজাল-ঠন্। কুহককারী, বাজীকর।

ইন্দ্রজিৎ (পুং) ইন্দ্রং জিতবান্ ইন্দ্র-জি-ক্বিপ্। মেঘনাদ।

এক সময় রাবণ মেঘনাদকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রকে জয় করিতে স্বর্গে গমন করেন। ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মেঘনাদ ইতিপূর্ব্বে শিবের কাছে বর পায় যে,' সে মনে করিলে অদৃশ্য হইতে পারিবে। এখন সে অদৃশ্যভাবে, যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে পরাজয় করিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনিল। ব্রহ্মা গিয়া ইন্দ্রকে মুক্ত করেন। ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল বলিয়া মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হইল। লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। [রামায়ণ]। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন।

ইন্দ্রজিৎ সিংহ। একজন বুন্দেলা রাজা। ইহার পিতার নাম

মধুকর। উর্চ্ছানগরে ইনি অবস্থান করিতেন। ইনি এক জন কবি ছিলেন। কেশবদাস ও পরবীণরাই পাতুরী নামে দুইজন কবি ইহার সভায় থাকিতেন। পরবীণবাই পাতুরী একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি সুমধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। অকবর পাদশা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্রোহী ভাবিয়া তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। কেশবদাস ইন্দ্রজিতের নিকট নানা প্রকারে উপকৃত ছিলেন, এখন ঐ টাকা রদ করিবার জন্য তিনি দিল্লীতে আসিলেন। এখানে তিনি অকবরের মন্ত্রী বীরবরকে তাঁহার কবিতাগুণে মুগ্ধ করিলেন। বীরবরের দ্বারা ইন্দ্রজিৎ রেহাই পাইলেন।

ইন্দ্রজিৎ "ধীরাজ নরিন্দ" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি ১৫৮০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ইন্দ্রজিদ্বিজয়ী (পুং) ইন্দ্রজিতঃ বিজয়ী ৬তৎ। লক্ষ্মণ।

ইন্দ্রজিদ্ধন্তৃ (পুং) হন-তৃচ্ ৬তৎ। লক্ষ্মণ।

ইন্দ্রজুত (ত্রি) ইন্দ্র-জু ইতি সৌত্রোক্তর্গত্যর্থঃ। ইন্দ্রদত্ত। ("যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনম্।" ঋক্ ১।১১৮।৯। *। 'ইন্দ্রেণ যুবাভ্যাং গমিতং দত্তমিত্যর্থঃ।' সায়ন।)

ইন্দ্রতাপন (পুং) ইন্দ্রং তাপয়তি ইন্দ্র-তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ বাতাপী, অসুর। ২ ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রতুল (ক্লী) আকাশ-বুড়ির সুতা। ঐ সুতা বাতাসে উড়িয়া আকাশে যায়, এইজন্য ইন্দ্রতুল নাম হইয়াছে।

ইন্দ্রতোয়া (স্ত্রী) ইন্দ্রং ঐশ্বর্য্যান্বিতং তোয়ং যস্যাঃ, বা ইন্দ্রেণ পূরিতং তোয়ং সস্যাঃ বহুব্রী। গন্ধমাদন পর্ব্বতেয় নিকটবর্ত্তী নদী। (ভারত অনুশাসন ২৪ অঃ।)

ইন্দ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইহাঁর উপাধি উপাধ্যায়। ইনি সিদ্ধান্তকৌমুদী-গূঢ়ফক্কিকাপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্দ্রদমন (পুং) বাণাসুরের পুত্র। (হরিবংশ ৩ অঃ।)

ইন্দ্রদারু (পুং) ৬তৎ। দেবদারু।

ইন্দ্রদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ মেঘবাহনের পত্নী। ইনি ইন্দ্রদেবীভবন নামে একটী বিহার নির্ম্মাণ করান। (রাজতরঙ্গিণী ৩।১৩।)

ইন্দ্রদ্যুম্ন (পুং) একজন রাজা।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, মালবদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি উৎকলস্থ পুরুষোত্তম দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যান। [কপিল-সংহিতা ও পাদ্মে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য দেখ।] মুকুন্দরাম-কৃত জগন্নাথমঙ্গলে লিখিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভাবিলেন, এই মন্দিরে এখন কোন্ মূর্ত্তি স্থাপন করি। ব্রহ্মার নিকটে উপদেশ লইতে গেলেন। ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্ত্তেক এই স্থানে অবস্থান কর। আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমায় বর দিব। ব্রহ্মা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিল না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি একবার নিজ রাজ্য হইতে ফিরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্ত্তি প্রদান করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্রও নাই। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আপনার রাজ্য চিনিতে পারিলেন না। যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ রাজ্যের নাম কি? অবশেষে একটী পেচক ও পরে একটী কূর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বর্ণনা করিল। তৎপরে তিনি আবার রাজা হইলেন।

কৌমাস্ত রাজার কন্যা মালাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। একদিন এক দূত আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, যে সমুদ্রের তীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মার কাছে শুনিয়াছিলেন যে ভগবান্ কৃষ্ণ নিম্ব বৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ব-কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন দূতের কথা শ্রবণমাত্র মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি গড়িল। [জগন্নাথ দেখ।] ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের সহিত আপন কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দেন। ২ আর একজন ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম পাওয়া যায়। ইনি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। ৩ একজন অসুর রাজা। কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করেন। (মহাভা-বন ১২ অঃ) ৪ একজন ঋষি। (ঐ ২৬ অঃ) শতপথ ব্রাহ্মণে এই ঋষি ভাল্লবেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ৫ একজন রাজর্ষি। [ভারত বন ১৯৮ অঃ দেখ] ৬ মগধের পালবংশীয় শেষ রাজা।

ইন্দ্রদ্রু (পুং) ইন্দ্রস্য দ্রুঃ ৬তৎ। ১ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ২ কুটজ বৃক্ষ।

ইন্দ্রদ্রুম (পুং) ৬তৎ। অর্জ্জুন বৃক্ষ।

ইন্দ্রদ্বীপ (পুং ক্লী) পৌরাণিক মতে ভারতবর্ষের একটী বিভাগ।

ইন্দ্রধনুস্ (ক্লী) ইন্দ্রে তৎস্বামিকে মেঘে ধনুঃ ইব ৭তৎ। ইন্দ্রায়ুধ, রামধনুক। বৃষ্টিকালে সূর্য্যোদয় হইলে, সূর্য্যের বিপরীত দিকে প্রায়ই রামধনু দেখা যায়। বৃষ্টির জলকণায় উহার আণবিক শক্তি প্রভাবে নানা বর্ণ হইয়া উক্ত নৈসর্গিক কাণ্ড সাধিত হয়। এইরূপ চন্দ্রের আভা পড়িয়া কখন কখন রামধনু উঠে, কিন্তু ইহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ (পুং) ইন্দ্রার্থো ধ্বজঃ শাকতৎ ৬তৎ বা। ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রতুষ্টির নিমিত্ত ধ্বজদান। ঐ দিনে প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজারা ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারে পুতিয়া ইন্দ্রদেবতাকে পূজা করেন, তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং শস্যাদি সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

বৃহৎসংহিতা মতে, একদা দেবগণ অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! আমরা অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম, প্রতিবিধান করুন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্ষীরোদসাগরে গিয়া নারায়ণের স্তব কর, তাহা হইলে তিনি যে কেতু দিবেন তাহা দেখিবামাত্র অসুর পলাইবে। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তাহাই করিলেন। বিষ্ণু দেবতার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই কেতু (ধ্বজ) দিলেন, তাহা পাইয়া ইন্দ্র দুর্দ্দান্ত অরিকুল বিনষ্ট করিলেন। চেদিরাজ বেণুময় যষ্টি পুতিয়া যথাবিধি পূজা করেন, তাহাতে ইন্দ্র বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবে তাহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শস্যাদি হইবে; তাহার প্রজাগণ নিরোগী হইবে।

ইন্দ্রনক্ষত্র (ক্লী) ইন্দ্রস্বামিকং নক্ষত্রং শাকং তৎ। ১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ইন্দ্রনামকং নক্ষত্রং। ২ ফল্গুনী নক্ষত্র।

ইন্দ্রনীল (পুং) ইন্দ্র ইব নীলঃ শ্যামলঃ। মরকত মণি, পান্না। দুধের মধ্যে নীল গুলিলে যে রঙ্ হয় তাহাকে ইন্দ্রনীল বলে।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি একই বস্তু। আধুনিক নাম—নীলম্ ও নীলা। সংস্কৃত ভাষায় ইহার সৌরিরত্ন, নীলাশ্ম, নীলোৎপল, তৃণগ্রাহী, মহানীল প্রভৃতি অনেক নাম আছে। শুক্রনীতি ইহাকে মধ্যমনীল বলেন। ইহা শনিগ্রহের প্রিয়। (ইহাতে শনিদোষ শান্তি হয়।) ইহার বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায়। ইহা মধ্যম রত্ন। (শুক্রনীতি।) মানসোল্লাস মতে অতসী পুষ্পের ন্যায় ইহার বর্ণ, ছায়া ও রোহিণাদ্রি সম্ভূত। সিংহল ও কলিঙ্গ দেশে ইহা জন্মে। (অগস্ত্য।) যেখানে যেখানে মহাদানবের চোক পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইহার উৎপত্তি। সিংহলোৎপন্ন মণির নাম মহানীল, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রনীল। ইহার মধ্যে কতকগুলি নীলপদ্মের ন্যায়, কতকগুলি নীলাম্বরের ন্যায়, কতকগুলি খড়্গাধারার ন্যায়, কতক ভ্রমরের ন্যায়, কতক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায়, কতক শিব-নীলকণ্ঠের ন্যায়, বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর গলার ন্যায়, কতক কলায় ফুলের ন্যায়, কতক কৃষ্ণাপরাজিতা ফুলের ন্যায়, কতক গিরিকর্ণিকার ন্যায়, কতক নির্ম্মল সমুদ্রজলের ন্যায়, কতক ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়, কতক নীলিরঙের বুদ্বুদের ন্যায় ও কতক কোকিলকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দোষ ও গুণ—মৃত্তিকা, পাষাণ, শিলা, বজ্র, কাঁকর ও অভ্রিকা, পটলাখ্য ছায়াদি দোষে ও বর্ণদোষে মণি দূষিত হয়। ব্যবহার্য্য পদ্মরাগের যে গুণ আছে ইন্দ্রনীলেরও সেই সেই গুণ আছে। [পদ্মরাগ দেখ।]

পরীক্ষা—যে সমস্ত করণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগ পরীক্ষিত হয়, ইহাও সেই সমস্ত দ্বারা পরীক্ষিত হয়।

পয়ঃস্থ পদ্মরাগ যে পরিমাণে উত্তাপ (আক্রম) সহ্য করিতে পারে, ইন্দ্রনীল তাহা অপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে পারে। যদিও অগ্নিতে ইহার পরীক্ষা হয় বটে, কিন্তু কখন তাহাও করিবে না। কারণ অগ্নির পরিমাণ না জানিলে দাহদোষ নষ্ট হইয়া ধারণকারী, পরীক্ষাকারী ও যিনি অনুমতি দেন সকলেরই অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

বৈজাত্য নির্ণয়—কাচ, উপল, করবী, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য দেখিতে ঠিক ইন্দ্রনীলের মতন। কিন্তু উহা বিজাতীয়দিগের ইন্দ্রনীল অল্প তাম্রবর্ণ ধারণ করে, তাহা রাখিবার যোগ্য। যাহার মধ্যে রামধনুর আভা দেখা যায়, তাদৃশ ইন্দ্রনীল দুর্লভ ও মহামূল্য। যাহার অধিক রঙ্ এবং দুধে ফেলিলে সমস্ত দুধকে নীলবর্ণ করে তাহাকে মহানীল বলে।

মূল্য—মহাগুণ পদ্মরাগের যে মূল্য ইহারও ঠিক সেই মূল্য হইবে। (গরুড়পুরাণে ইন্দ্রনীল-পরীক্ষা।)

ইন্দ্রনন্দী। নিগমস্তবন বা বেদান্তস্তবন নামক গ্রন্থকার।

ইন্দ্রনেত্র (পুং) ইন্দ্রস্য নেত্রং ৬তৎ। ইন্দ্রের চক্ষু। হাজার সংখ্যা।

ইন্দ্রপতি। (মহামহোপাধ্যায়)। মীমাংসাপল্বল নামক গ্রন্থকার। ২ বেরার প্রদেশস্থ রাস্তোগী জাতির একটী শাখা।

ইন্দ্রপত্নী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য পত্নী। শচীদেবী। ইন্দ্রস্য পতিঃ

পালয়িত্রী। (বিভাষা সপূর্ব্বস্য। পা ৪।১।৩৪। ইতি ঙীপ্ নুক্ চ। নকারাদেশ) ইন্দ্রের পালয়িত্রী।

ইন্দ্রপর্ণী (স্ত্রী) ইন্দ্রবৎ নীলং পর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী। এক প্রকার গাছ। [ইন্দ্রপুষ্পা দেখ।]

ইন্দ্রপর্ব্বত (পুং) ইন্দ্রনামকঃ বা ইন্দ্রবর্ণঃ পর্ব্বতঃ শাকতৎ। ১ মহেন্দ্রপর্ব্বত। ২ নীল পর্ব্বত।

ইন্দ্রপুত্রা (স্ত্রী) ইন্দ্রঃ পুত্রো যস্যাঃ বহুব্রী। অদিতি।

ইন্দ্রপুষ্পা (স্ত্রী) ইন্দ্রং নীলং পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। লাঙ্গলী-বৃক্ষ। বিষলাঙ্গলা। স্বার্থে কন্। ইন্দ্রপুষ্পিকা। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ইন্দ্রপুষ্পী। ঐ অর্থ।

ইন্দ্রপুরী (স্ত্রী) ৬তৎ। অমরাবতী।

ইন্দ্রপুরোহিত (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

ইন্দ্রপ্রমতি (পুং) প্রকৃষ্টা মতিঃ প্রমতিঃ কর্ম্মধা। ইন্দ্রা প্রমতির্যস্যাঃ বহুব্রী। ঋগ্বেদ অধ্যয়নের জন্য গৃহীত ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋষির শিষ্য। (অগ্নিপুরাণ। ভাগবত ১২। ৬।)

ইন্দ্রপ্রস্থ (ক্লী) একটী নগর।

এই নগরটী খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎকালে এই নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত, গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ ছিল, সেই সময়ে উহার পরম রমণীয় প্রদেশে কুবেরাগার-সদৃশ ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত ছিল। ইহার চারিদিকেই উদ্যান এবং নানা-জাতীয় ফলশালী বৃক্ষে আকীর্ণ। [ভারত আদি।]

সৌভরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থ একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ইন্দ্রপ্রস্থমিদং ক্ষেত্রং স্থাপিতং দৈবতৈঃ পুরা।
পূর্ব্বপশ্চিময়োস্তাত একযোজন বিস্তৃতম্ ॥ ৭৫ ॥
কালিন্দ্যা দক্ষিণে যাবদ্যোজনানাং চতুষ্টয়ম্।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মর্য্যাদা কথিতৈষা মহর্ষিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

২য় অধ্যায়ঃ।

পুরাকালে দেবগণ এই ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপন করেন। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে এক যোজন এবং যমুনার দক্ষিণ অবধি চারিযোজন বিস্তৃত। মহর্ষিগণ ইন্দ্রপ্রস্থের পরিমাণ এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তদনুসারে ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম হয়। এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুতুল্য হয়।

"ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যামেতদ্বৈ ক্ষেত্রমিন্দ্রস্য পাবনম্।
তেনাত্র পূজিতো বিষ্ণুঃ ক্রতুভির্বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ২৪ ॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা তস্মৈ বরো দত্তো নিশম্যতাম্।
ভো শক্র তাবকে ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থময়া জনাঃ ॥ ২৫ ॥
তনুং ত্যক্ষ্যন্তি যে তে বৈ মত্তুল্যাহিংসকাবাপি।" ২ অঃ।
"ইন্দ্রস্য খাণ্ডবারণ্যে ইন্দ্রপ্রস্থাভিধং শুভম্।"

সৌভরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্য ৮ অঃ।

বর্ত্তমান দিল্লীতে এই প্রাচীন নগরটী ছিল। এখন উহার সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এখনও ঐ স্থানকে 'ইন্দরপৎ' বলে। দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের সময় বোধ হয় ঐখানে একটী গড় ছিল। চাঁদ কবি লিখিয়াছেন—

"গঢ়ং ইন্দপথং সহায়ং সুকজ্জৈ।
উভৈ দীন জুট্টে করে যগ্গ ধজ্জৈ॥"

পৃথিরাজ রাসৌ ২৮। ৭৫ ॥

এখন দিল্লীতে 'পুরাণ কিল্লা' নামে একটী প্রাচীন দুর্গ দৃষ্ট হয়, উহাকে কেহ কেহ ইন্দরপৎ বলে; ঐ দুর্গটী মুসলমান-দের নির্ম্মিত হইলেও, উহা প্রাচীন হিন্দুরাজ-নির্ম্মিত কোন গড়ের উপর রচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। (Archæological Survey Reports, India. Vol, iv. 2)

ইন্দ্রপ্রহরণ (ক্লী) ৬তৎ। বজ্র, দধীচি মুনির হাড়ে নির্ম্মিত।

ইন্দ্রভূতি (পুং) একজন জৈন গণধর। মহাবীরের প্রধান শিষ্য।

ইন্দ্রভেষজ (ক্লী) ইন্দ্রং মহৎ ভেষজমৌষধং কর্ম্মধা। শুণ্ঠী, শুঁঠ।

ইন্দ্রমখ (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়।

ইন্দ্রমহ (স্ত্রী) ৬তৎ, বা বহুব্রী। ইন্দ্রের প্রীতিজনক উৎসব যজ্ঞাদি।

ইন্দ্রমহকামুক (পুং) ইন্দ্রমহং কাময়ে ইন্দ্রমহ-কম-উকঞ্। কুকুর।

ইন্দ্রমার্গ (পুং) ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ত্যর্থো মার্গঃ শাকতৎ। বদরী পাচনের (কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী স্থানের) নিকটবর্ত্তী তীর্থ। ঐ স্থানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। (ভারত বন ২৫ অঃ।)

ইন্দ্রযব (পুং) ইন্দ্রস্য কুটজবৃক্ষস্য যবঃ বীজমিব উপ ৬তৎ। যবের আকার একপ্রকার তিক্ত ফল। কুড়চীর বীজ। ইহার ব্যবহারে ত্রিদোষ (বাতপিত্তকফ) নষ্ট হয়। ইহার গুণ—কটু ও শীতল। ইহাতে জ্বর, অতিসার, রক্ত, অর্শ, কৃমি, বিসর্প, কুষ্ঠ এই সমস্ত রোগ ভাল হয়। ইহা উদ্দীপক, গুহ্যকীল (হালিস) এবং বায়ু জন্য রক্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

ইন্দ্রলাজী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য কুটজস্য লাজা ইব লাজা যস্যাঃ। ওষধি, ধান, কলা প্রভৃতির গাছ। (কুর্ব্বাদিভ্যঃ ণ্যঃ। পা ৪। ১। ১৫১।) ইতি ণ্য। ঐন্দ্রলাজ্য। কুড়চির ফল প্রভৃতি।

ইন্দ্রলুপ্ত (পুং) ইন্দ্রাণাং তদ্বর্ণানাং কেশানাং লুপ্তং লোপঃ যস্মাৎ বহুব্রী। শিরোরোগ, টাক্।

(Alopecia, Baldness.) ইহাকে কেশহীনতা, খালিত্ব বা রুহ্য বলে। ভাষা কথায় ইহার নাম টাকরোগ।

কারণ—সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, জ্বর, পারদদোষ, উপদংশ-দোষ, রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে কেশগ্রন্থি রুগ্ন বা বিনষ্ট হইয়া এই রোগ জন্মে। কেশগ্রন্থি সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে এই রোগ প্রায় আরোগ্য হয় না। বৈদ্যদিগের মতে পিত্তের সহিত রোমকূপস্থ রক্ত কুপিত হইয়া রোম সকলকে পাতিত করে, পরে কফ ও রক্ত রোমকূপকে রুদ্ধ করে, এ কারণ ঐ সকল স্থানে পুনরায় কেশ উৎপন্ন হয় না।

(১) অবধৌত মতে—তিক্ত ঝিঙ্গে পাতার রস টাকের উপর ঘর্ষণ করিলে উহা সত্বর আরোগ্য হয়।

(২) হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগী দুগ্ধে মাড়িয়া টাকের উপর লেপন করিলে শীঘ্র ঐ স্থানে কেশ জন্মায়।

(৩) আলপিন বা সূচ দ্বারা টাকের স্থান বিদ্ধ করিয়া একটী পেঁয়াজের অর্দ্ধেক কাটিয়া ঐ স্থানে ঘষিলে শীঘ্র টাকের উপর লোম জন্মায়।

(৪) গোক্ষুর, তিলফুল, মধু ও ঘৃত একত্রে বাটিয়া মলমের মত করিয়া টাকের উপর লেপনে উপকার হয়।

(৫) শ্বেত বিছুটির বীজ ঘর্ষণে সপ্তাহ মধ্যে টাক স্থানে লোম জন্মে।

(৬) ভেলা, বৃহতী ফল, কুঁচফল ও কুঁচমূল মধুসহ বাটিয়া টাকের উপর প্রলেপ দিবে।

(৭) যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুগরা মূল, তিল, ঘৃত, দুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজ এই সমস্ত একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঘন দৃঢ়মূল ও বক্রকেশ উৎপন্ন হয়।

এই রোগে বার বার মাথা কামাইয়া গরম জলে মাথা ধুইয়া ফেলিবে, গরম কাপড়ে সর্ব্বদা মাথা মুছিবে ও বক্‌সউড নামক কাষ্ঠের ক্বাথ টাকের উপর লেপন করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে টাক রোগে এসিডাম ফস্‌ফরিকাম (কোন কঠিন রোগের পরে কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতাবশতঃ), এসিডাম নাইট্রিকম (স্নায়বীয় জ্বরের পর), এসিডাম ক্লোরিকম, হিপার সালফর (উপদংশ কিংবা পারদ দোষবশতঃ), আর্সেনিক, নেট্রাম মিউরেটিকম্, কেলকেরিয়া, হিপার, ফস্‌ফরস্, কোন প্রাচীন শিরঃপীড়ার জন্য কেশ পতন হইলে সালফর ব্যবহার করিবে।

ইন্দ্রলোক (পুং) ইন্দ্রস্য লোকঃ ভুবনং ৬তৎ। অমরাবতী।

ইন্দ্রবংশা (স্ত্রী) ১২ অক্ষরের বৃত্ত (ছন্দঃ)। স্যা দি ন্দ্র বং শা ত ত জৈ র সং যু তৈঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) এই ছন্দের ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবজ্রা (স্ত্রী) ১১শ অক্ষরের ছন্দঃ। স্যা দি ন্দ্র ব জ্রা য দি তৌ জ গৌ গঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) ইহার ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম-বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জ্জুন ছাল সমভাগে লইয়া শিমুলমূলের রসে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও শিমুল-মূল চূর্ণ; কেহ কেহ চিনি অনুপান করেন। ইহাতে প্রমেহ রোগ নিবারণ হয়।

ইন্দ্রবল (পুং) একজন প্রাচীন শবর রাজা। উদয়নের পুত্র। ইনি শবর হইলেও পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Eleet's Inscrip. Indicarum, III. 293-294)

ইন্দ্রবল্লরী (স্ত্রী) ইন্দ্রশ্চাসৌ বল্লরী চেতি কর্ম্মধা। রাখাল শসা। এটী লতা গাছ। ইহার লতায় তিক্ত রস আছে, ফুলগুলি পীতবর্ণ, মূল শুভ্র। [ইন্দ্রবারুণী দেখ।]

ইন্দ্রবল্লী (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রিয়া বল্লী লতা শাকতৎ। ১ পারিজাত লতা। ২ রাখালশসা লতা।

ইন্দ্রবস্তি (পুং) ইন্দ্রস্যাত্মনো বস্তিরিব। জঙ্ঘার মধ্যভাগ।

ইন্দ্রবারা, বিহারপ্রদেশস্থ মঘয়া তেলিদিগের একটী ডি। ইহারা আপানাদের ডি ছাড়িয়া অপর তেলির সঙ্গেও আদান প্রদান করিতে পারে।

ইন্দ্রবারুণিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী স্বার্থে কন্। [ইন্দ্রবারুণী শব্দ দেখ।]

ইন্দ্রবারুণী (স্ত্রী) ইন্দ্রবরুণয়োরিয়ং, বা ইন্দ্রবরুণৌ দেবতে অস্যাঃ ইত্যণ্ ঙীপ্। ইন্দ্রস্য আত্মনো বারুণীব প্রিয়া। লতাবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার পর্য্যায়—বিশালা, ঐন্দ্রী, ইন্দ্র, অরুণা, গবাদনী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচির্ভিটা, সূর্য্যা, বিষঘ্নী, গজকর্ণিকা, অমরা মাতা, সুকর্ণী, সুফলা, তারকা, বৃষভাক্ষী, পীতপুষ্পা, ইন্দ্রবল্লরী, হেমপুষ্পী, ক্ষুদ্রফলা, বারুণী, বালকপ্রিয়া, রক্তৈর্ব্বারু, বল্লী, চিত্রফলা, চিত্রা, গবাক্ষী, গজচির্ভিটা মৃগের্ব্বারু, পিটঙ্কীকী, মৃগাদনী।

(Citrallus Colocynthis)। এই বৃক্ষ উত্তমাশা অন্তরীপ, মিশর, তুরুষ্ক ও ভূমধ্যস্থ সাগরের দ্বীপসমূহে এবং ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে বিস্তর জন্মে। ভাষা কথায় ইহাকে রাখালশসা, ইন্দ্রায়ণ ও ও মাখাল বলে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, ভেদক; গুল্ম, পিত্ত, উদররোগ শ্লেষ্মা, ক্রিমি কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

এলোপ্যাথিক মতে ইহা অতি বিরেচক—অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া বিরেচক হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রদাহিক বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

শোথ, উদরী, কোষ্ঠবদ্ধ, সংন্যাস প্রভৃতি রোগে বিরেচন ও প্রত্যুগ্রতা সাধনের জন্য ব্যবহার হয়, ইহা সেবনে কখন কখন উদরে বেদনা, গা বমিবমি ও বমন উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে কর্পূর কিম্বা কোনারম সেবনে তাহা নিবারণ হয়। এলোপ্যাথিক মাত্রায় এ ঔষধ সেবনে অনেক সময়ে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এ কারণ সহজে কেহ ইহা ব্যবহার করেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। ইহার সার ও বটিকা ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ।

হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা সরল অন্ত্রের প্রদাহ, অতিসার, রক্তাতিসার, গৃধ্রসী, অর্দ্ধশিরঃশূল, স্নায়ুশূল, অন্ত্রশূল, বাত, সন্ধিবাত, ডিম্বাশয়ের স্নায়বীয় রোগ এবং নানাপ্রকার পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত উদরবেদনা সংযুক্ত, বিশেষ কষ্টদায়ক রক্তাতিসারে এই ঔষধ ও মারকিউরিয়স করোসাইভাস পাল্টাপাল্টি সেবনে অতি দুঃসাধ্য হইলেও সত্বর নিবৃত্তি পায়।

ডাক্তার হিউস শূলরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত ও তীব্র বেদনাবিশিষ্ট পৈত্তিক বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকিলে বৃহদন্ত্র ও সরল অন্ত্রের প্রদাহে এই ঔষধ দেওয়া যায়। ডাক্তার হিউসের মত তরুণ গৃধ্রসী রোগে ইহা যেরূপ উপকার করে, পুরাতন রোগে তত হয় না। ব্যথিত অঙ্গ উত্তোলনে বেদনার বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম, বিশেষতঃ এই রোগের সঙ্গে উদরাময় ও অন্ত্রশূল বর্ত্তমান থাকিলে ঐ ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়।

প্রথমে জলবৎ ও আমমিশ্রিত, পরে পিত্ত ও রক্তমিশ্রিত এবং অন্ত্র যেন প্রস্তরখণ্ড মধ্যে পেষিত হইতেছে এরূপ উদর বেদনাবিশিষ্ট রক্ত আমাশয়ে কলোসিন্থ উপযোগী। মস্তক সাঁড়াসীর দ্বারা যেন চাপিয়া আছে, চক্ষু ও কপালের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাকর, সূচ বা আলপিন বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণাবিশিষ্ট অর্দ্ধশিরঃশূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ফল—ইন্দ্রবারুণীর ফল কমলালেবুর মত বড়। খাইতে অতিশয় কটু। ইহার শাসে ঔষধ প্রস্তুত হয়। মহিষ ও উষ্ট্র-পক্ষীতে ঐ শাঁস খাইয়া থাকে। আফ্রিকার কেহ কেহ ইহার বীজ খায়।

ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা মূল দন্তমার্জ্জনে লাগে। আফ্রিকার নীল নদের তীরোবর্ত্তী কোন কোন স্থানের লোকেরা ইহার ফল হইতে একপ্রকার রস বাহির করে, জল তুলিবার মশকের গায়ে ঐ রস মাখায়। ইহার গন্ধে উটেরা ঐ মশক ছিঁড়িতে পারে না।

ইন্দ্রবিদ্ধ, (Herpes)। বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক ত্বকের উপর জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিংবা বড় বড় স্তবকে স্তবকে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে পীড়কা হয় তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধ বলে। এই সকল উদ্ভেদ পামার ন্যায় একত্রিত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করে। এই রোগে প্রথমে পরিষ্কার জলবৎ বা দুগ্ধবৎ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। উহা শুখাইয়া গিয়া চাপ্ চাপ্ চিপিটিকা জন্মে। চিকিৎসকদিগের মতে ইহা চারি জাতি। যথা—বিম্বাকার (Herpes-phlyctenoaes), চক্রাকার (Herpes-circinatus), রামধনুকাকার (Herpes-zoster), কটিবন্ধাকার (Herpes-iris) এ ছাড়া এই রোগ শিশ্নত্বকে হয় (Herpes-preputialis) এবং কখন ওষ্ঠে (Herpes-labialis) জন্মিয়া থাকে। স্নায়ুর উপদাহ ইহার প্রধান কারণ। এই রোগে শরীরে গ্লানি, শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল ও ঈষৎ জ্বর থাকে। ইহা দশ বার দিবসেই আরোগ্য হয়। ইন্দ্রবিদ্ধ দদ্রুজাতীয় রোগ।

চিকিৎসা—বৈদ্যদিগের মতে ইহাতে পিত্ত জন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং ঐ সকল পীড়কা পাকিলে কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য ঘৃতপাক করিয়া চিকিৎসা করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে, এই রোগ যুবকদিগের হইলে রসটক্স, বৃদ্ধদিগের হইলে মেজেরিয়ম, প্রাধানতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। সলফর, সিপিয়া, (উপসর্গশূন্য রোগে) মার্কুরিয়স্ (লিঙ্গত্বকে পুঁযযুক্ত রোগে) ফাইটো ও গ্রাফাইটাস, (অত্যন্ত যন্ত্রণাবিশিষ্ট রোগে) আর্সেনিক, (দুর্ব্বল ও স্নায়ুশূলগ্রস্ত রোগে) টেলুরিয়ম্।

ইন্দ্রবীজ (পুং) ইন্দ্রস্য কুটজস্য বীজম্। ইন্দ্রযব।

ইন্দ্রবৃক্ষ (পুং) ইন্দ্রস্য বৃক্ষঃ। দেবদারু গাছ। লোকেরা ঐ গাছে ইন্দ্রধ্বজ উঠায়, এজন্য উহার নাম ইন্দ্রবৃক্ষ হইল।

ইন্দ্রবৃদ্ধা (স্ত্রী) রোগ বিশেষ, এক প্রকার ব্রণ। ঐ রোগ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে জন্মে। [ইন্দ্রবিদ্ধ দেখ।]

ইন্দ্রব্রত (ক্লী) ইন্দ্রস্যেব ব্রতং। ব্রতবিশেষ। ইন্দ্র যেমন লোকের উপকার করিবার জন্য বৎসরের মধ্যে চারি মাস সম্যক্ বৃষ্টি করেন, সেইরূপ রাজা নিজের রাজ্যে প্রজার সুখের জন্য ধনাদি বর্ষণ করেন। এইরূপ নিয়মের নাম ইন্দ্রব্রত।

ইন্দ্রশত্রু (পুং) ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য বহুব্রী। বৃত্রাসুর। (ইন্দ্রোহস্য শময়িতা বা তস্মাৎ ইন্দ্রশত্রুঃ। নিরুক্ত)।

ইন্দ্রশৈল (পুং) ইন্দ্রাভিধঃ শৈলঃ শাকতৎ। ইন্দ্রকীল-পর্ব্বত।

ইন্দ্রসারথি (পুং) ইন্দ্রস্য সারথিঃ। ১ মাতলি, ইন্দ্রের রথচালক। ২ বায়ু। (ঋক্ ৪। ৪৫। ২)।

ইন্দ্রসাবর্ণি (পুং) ইন্দ্রস্য সাবর্ণিঃ। চতুর্দ্দশ মনু।

ইন্দ্রসুত (পুং) ৬তৎ। ১ জয়ন্ত। ২ অর্জ্জুন। ৩ অর্জ্জুন-বৃক্ষ। ৪ বানররাজ বালী।

ইন্দ্রসুরস (পুং) ইন্দ্রঃ কুটজ ইব সুরসঃ। উপং কর্ম্মধা। নিসিন্দা, সিন্ধুবার বৃক্ষ।

ইন্দ্রসুরা (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য আত্মনঃ সুরা ইব প্রিয়া। রাখাল-শসা।

ইন্দ্রসুরিস (পুং) নিসিন্দা বা নিসুন্দা।

ইন্দ্রসূক্ত (ক্লী) ইন্দ্রদৈবতং সূক্তং শাকতৎ। ইন্দ্র দৈবত সূক্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তব করিতে হয়।

ইন্দ্রসেন (পুং) ইন্দ্রস্য সেনেব মহতী সেনা যস্য বহুব্রী। ১ পরীক্ষিতের পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা। ২ যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩ নলের পুত্র।

ইন্দ্রসেনা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ইন্দ্রের সৈন্য। ২ মৌদ্গল্যের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ব্রধ্নের মাতা। ৩ নলের কন্যা।

ইন্দ্রসেনানী (স্ত্রী) সেনাং নয়তি সেনানী ক্বিপ্ ৬তৎ। কার্ত্তিক। ইন্দ্র কার্ত্তিকের বল পরাক্রম দেখিয়া বলিলেন, তুমি ইন্দ্রত্ব কর, আমাকে যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। তাহা শুনিয়া কার্ত্তিকেয় বলিলেন, আমার ইন্দ্রত্বে প্রয়োজন নাই, আপনিই করুন। বরং আমাকে যাহা বলিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা করিব। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র কহিলেন, তবে তুমি আমার সেনাপতি হও। কার্ত্তিকেয় তাহাই স্বীকার করিলেন।

(ভারত, আদি ২৪ অঃ।)

ইন্দ্রস্তুৎ (পুং) ইন্দ্রঃ স্তূয়তে যস্মিন্ ইন্দ্র-স্তু-ক্বিপ্। ইন্দ্র-যজ্ঞ, যে যজ্ঞে ইন্দ্রের আরাধনা করিতে হয়।

ইন্দ্রস্তোম (পুং) ইন্দ্রস্য স্তোমঃ স্তুতিঃ যস্মিন্। অতি রাত্রাঙ্গভূত যাগবিশেষ। রাজার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ, তাহার দক্ষিণা ১০০০ টাকা। (কাত্যায়ন ৪। ৪। ৬।)

ইন্দ্রহব (পুং) হ্বে-অল্ ৬তৎ। ইন্দ্রের আহ্বান।

ইন্দ্রহূ (স্ত্রী) ইন্দ্রঃ হূয়তেঽনয়া ইন্দ্র-হ্বে-ক্বিপ্ সম্প্রসারণম্, ৬ তৎ। ১ ইন্দ্রের আরাধনার মন্ত্র। ২ ইন্দ্রের উপাসক মুনি। (পা ৪। ৪। ১০৪। গর্গাদি।)

ইন্দ্রা (স্ত্রী) ইদ-রন্ টাপ্। [ইন্দ্রশব্দে সূত্র দেখ।] ১ কাটাজামির। ২ শচীদেবী। ৩ রাখালশসা।

ইন্দ্রাগ্নি (পুং) ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ দ্বন্দ্বঃ। (দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা ৬। ২। ১৪১। ইত্যাকারস্য আকারঃ।) ১ ইন্দ্র এবং অগ্নি। ২ বজ্রের আগুন।

ইন্দ্রাগ্নিধূম (পুং) ইন্দ্রাগ্নেঃ মেঘানলস্য ধূম ইব উপং ৬তৎ। ১ হিম, বরফ। ২ বাজ। ঐ অগ্নি প্রতিবৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই পৃথিবীতে পড়ে এবং তাহাতে মহিষ গোরু, গাছ, বাড়ী অনেক পুড়িয়া থাকে।

ইন্দ্রাণিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রাণী-স্বার্থে কন্। নিসিন্দা। সিন্ধু-বার। (সিন্ধুবারেন্দ্রসুরিসৌ নিগু ণ্ডীন্দ্রাণিকেত্যপি। অমর।)

ইন্দ্রাণী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য পত্নী ঙীষ্ (আনুক্ চ। পা ৪। ১। ৪৯।) ১ ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী। যাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য। ২ দুর্গাশক্তি, দেবদানব যাহার বশতাপন্ন। ইদ ধাতুর অর্থ পরম ঐশ্বর্য্য, এজন্য তাঁহার নাম ইন্দ্রাণী, অতএব সকলের মঙ্গলদাত্রী। "ঐশ্বর্য্যং পরমং যস্যাঃ বশে চৈব সুরাসুরাঃ। ইদি পরম ঐশ্বর্য্যে চ ইন্দ্রাণী তেন সা শিবা।" (দেবীপুরাণ।) ইন্দ্র ইব আনয়তি জীবয়তি রোগোপশ-মনেন ইন্দ্র-অন-ণিচ্ অচ্ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮। ৪। ৩।) ইতি ণত্বম্। ৩ স্থূলৈলা। ৪ সূক্ষ্মেলা। ৫ স্ত্রী-লোকের কার্য্য। ৬ সোন্দাল। ৭ নিসিন্দা।

ইন্দ্রাদৃশ (পুং) ইন্দ্রস্যেবাদর্শনমস্য ইন্দ্র-আ-দৃশ-টক্। ৬তৎ। ইন্দ্রগোপকীট।

ইন্দ্রানুজ (পুং) ৬তৎ। ১ বামন। বামনাবতার নারায়ণ। ইনি ইন্দ্রের জন্মের পর অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইন্দ্রানুজ নাম হইয়াছে [ইহার জন্মবিবরণ বামনশব্দে দেখ।]

ইন্দ্রাভ (পুং) ইন্দ্রস্যেবাভা যস্য, অথবা ইন্দ্র ইবাভাতি ইন্দ্র আ-ভা-ক। কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের ৭ম পুত্র।

ইন্দ্রায়ুধ (ক্লী) ইন্দ্রস্যায়ুধমিব ৬তৎ। ১ ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র। ২ রামধনু গণ্ডী। [ইহার উৎপত্তি বিবরণ ইন্দ্র শব্দ দেখ।]

আকাশে রামধনু দেখিয়া কাহাকেও দেখাইবে না।

"ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদবুধঃ"। মনু।

কেহ কেহ বলেন পর্ব্বতাদির উপর দেখিয়া দেখাইলে দোষ হয় না।

(কেচিত্তু পর্ব্বতাদিস্থস্য দর্শনে ন দোষঃ"। মেধাতিথি।)

ইন্দ্রারি (পুং) ৬তৎ। অসুর, সর্ব্বদাই ইহারা ইন্দ্রের যজ্ঞ বিঘ্ন করে।

ইন্দ্রালিশ (পুং) ইন্দ্রং আলিশতি ইন্দ্র-আ-লিশ-ক। ইন্দ্র-গোপকীট, এক প্রকার পোকা।

ইন্দ্রাবরজ (পুং) ৬তৎ। বিষ্ণু। (উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ। অমর।)

ইন্দ্রাবসান (পুং) ইন্দ্রস্যাবসানং যত্র বহুব্রী। মরুভূমি।

ইন্দ্রাশন (পুং) ৬তৎ। ১ সিদ্ধি, ভাঙ্। ২ কঁুচফল।

ইন্দ্রাসন (পুং ক্লী) ইন্দ্র আত্মা অস্যতে ক্ষিপ্যতে যেন। ইন্দ্র-অস-করণে ল্যুট্। ১ সিদ্ধি। ২ পঞ্চমাত্রিক প্রস্তাবে আদি লঘু শেষের দুইটী গুরুবিশিষ্ট প্রথম।

ইন্দ্রিয় (ক্লী) ইন্দ্রস্যাত্মনো লিঙ্গমনুমাপকং ইন্দ্র (ইন্দ্র-লিঙ্গেত্যাদি। পা ৫।২।৯৩) ইতি ঘ। ১ বল। ২ শুক্র। (নিপাং) (বিজ্ঞানং ইন্দ্রিয়াণি চ। অমর) ৩ জ্ঞানসাধন।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা. নাসিকা, ত্বক্, এই কএকটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই কএকটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত. এইগুলি অন্তরেন্দ্রিয়। সর্ব্বশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ১৪টী। মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী নিয়ন্তা (চালক) আছে। কর্ণের দেবতা দিক্। চর্ম্মের বায়ু। চক্ষুর সূর্য্য। জিহ্বার বরুণ। নাসিকার অশ্বিনীকুমার। বাক্যের অগ্নি। হস্তের ইন্দ্র। চরণের বিষ্ণু। পায়ুর মিত্র। উপস্থের প্রজাপতি। মনের চন্দ্র। বুদ্ধির ব্রহ্মা। অহঙ্কারের শঙ্কর। চিত্তের অচ্যুত। ন্যায়মতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয় নাসিকা, জলের জিহ্বা, তেজের চক্ষু, বায়ুর চর্ম্ম, আকাশের কর্ণ। সুশ্রুতের মতে বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্র, গাত্রের দিক্, চর্ম্মের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র।

ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সকল কর্ত্তার অধীন। কেননা ইন্দ্রিয়ের অপর নাম করণ। ("করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়-কর্ম্মসু" রত্নকোষ। "হেত্বধীনঃ কর্ত্তা, কর্ত্রধীনং করণম্"। পদ্মনাভ।) তন্মধ্যে মন কখনও কর্ত্তা হয়, কখনও করণ হয়, কারণ কোন একটী রূপ দেখিতে হইলে সেই বিষয়ে প্রথমে মন হইবে, পরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সেই দর্শন জন্য সুখ মনই অনুভব করিবে। আবার সেই মনের দ্বারা তুমিও দর্শনসুখ অনুভব করিতেছ। জ্ঞানের কার্য্যে মন কারণ ভিন্ন করণ হয় না।. এটী নৈয়ায়িকের মত। বৈদান্তিকেরা মনকে ইন্দ্রিয় বলেন না এবং বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলেন্। কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনা যায়, ঐ কর্ণ ঢাকা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে শব্দ শুনা যায়।

চর্ম্মের দ্বারা স্পর্শ অনুভব হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা যায়। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ পাওয়া যায়। নাসিকার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়। বাক্যেন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলা যায়। হস্ত দ্বারা সমস্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। চরণ দ্বারা যাতায়াত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পায়ু দ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা মূত্রত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অন্তঃকরণ তিন প্রকার, বুদ্ধি ১ অহঙ্কার ২ মন ৩; শরীরের মধ্যে কার্য্য হয় বলিয়া ইহার নাম অন্তঃকরণ। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় ১০টী। ইন্দ্রিয় কোন কোন মতে ১০টী, কোন কোন মতে ১১।১২।১৩।১৪টী।

৪ বীর্য্য। ('শুক্রবীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ।' অমর।) ইন্দ্রশব্দে পরমাত্মা বুঝায়। ইহা হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"—শ্রুতি। জগদীশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া উহারা প্রাণিগণকে বলপূর্ব্বক নিজ নিজ বিষয় গ্রহণের জন্য প্রবর্ত্তিত করে। তাহা না হইলে ইন্দ্রিয় অনিবার্য্য হইবে কেন? চক্ষুঃ প্রভৃতিরও এইরূপ জানিবে।

ইন্দ্রিয়কার্য্য (ক্লী) ৩ বা ৬তৎ। জ্ঞান, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, রাসন, ত্বাচ, মনন, এই ছয় রূপ প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়গোচর (পুং) ৬তৎ। জ্ঞানপথবর্ত্তী, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয় দ্বারা ছয়রূপ জ্ঞান হয়, প্রথমতঃ বস্তুর উপর ইন্দ্রিয় পড়ে, পরে আত্মাতে জ্ঞান হয় যে, অমুক বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের পথ হইল। ঐ জ্ঞানপথে পতিত বস্তুকে ইন্দ্রয়গোচর বস্তু বলিতে হয়।

"ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্বিধং মতং।
ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধোঃ গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
উদ্ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।"

ভাষাপরিচ্ছেদ।

ঘ্রাণজ আদি করিয়া ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণের গোচর গন্ধ এবং গন্ধগত ধর্ম্মসকল, যেমন গন্ধত্ব। উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় এমন যে স্পর্শ, সেই স্পর্শ এবং সেইরূপ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য এবং স্পর্শের ধর্ম্ম স্পর্শত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকল ত্বকের গোচর হয়।

"তথা রসোরসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতে।" রস (অম্লতিক্ত কটুকষায়াদি) রসনার অর্থাৎ জিহ্বার গ্রাহ্য এবং রসগত ধর্ম্ম রসত্বাদিও বটে। এবং শব্দ ও শব্দগত ধর্ম্ম, শব্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রুতির (কর্ণের) গ্রাহ্য।

"উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যানি তদ্বন্তি পৃথকত্ব সংখ্যা।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বং স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণমুক্তং।"

উদ্ভূতরূপ (প্রত্যক্ষের যোগ্য যেরূপ) যেরূপ দেখা যায়। (রূপরস প্রভৃতি গুণ সকল দুইরূপ, উদ্ভূত আর অনুদ্ভূত। যে সকল রূপ রসাদি দেখা যায় বা শোনা যায়, তাহার নাম উদ্ভূত, যেমন ঘটাদির রূপ উদ্ভূত রূপ। আর ভর্জন

কপালস্থ অর্থাৎ যাহাতে মুড়ী ইত্যাদি ভাজা হয়, তাহাতে থাকে যে আগুন (তাহাতে আগুন অবশ্য আছে নচেৎ কিছু দিলে দগ্ধ হয় কেন ?) সেই আগুনের রূপ অনুদ্ভূত রূপ, রস গন্ধাদিও ঐ রূপ।

অতএব উদ্ভূত রূপ এবং ঐ রূপবিশিষ্ট যে দ্রব্য তাহা, ও পৃথকত্ব=বিভিন্নতা, সংখ্যা=একত্ব দ্বিত্বাদি (এক দুই ইত্যাদি) বিভাগ=যাহাতে কোন বস্তুর আধখানা বা কতক অংশ হয়, তাহার নাম বিভাগ। সংযোগ যাহার দ্বারা দ্রব্য মিলিত হয়। পরত্ব=দূরত্ব, অপরত্ব—নিকটত্ব, স্নেহ=তৈল জলাদিতে থাকে মিশ্র করণসমর্থ যে পদার্থ, অর্থাৎ জলে ধূলা দিলে যে গুণে ধূলা জলে মিশিয়া যায়, তাহার নাম স্নেহ। দ্রবত্ব=তরলত্ব (গলান।) পরিমাণ=মহৎ (বড়) ক্ষুদ্র (ছোট) এই সমস্ত পদার্থ চক্ষুর গ্রাহ্য হয়।

"ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ঞ্চ তাদৃশং।
গৃহ্ণাতি চক্ষুঃ সম্বন্ধাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ॥"

ক্রিয়া=উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, গমন প্রভৃতি ক্রিয়া, আর জাতি=মনুষ্যত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি জাতি ও সমবায়=সম্বন্ধ বিশেষ, এই সকল পদার্থ যদি যোগ্য বৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, যে সকল দ্রব্য তাহাতে থাকে যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, তাহাকেও আলো এবং উদ্ভূত রূপের সাহায্যে, চক্ষু গ্রহণ করেন। (চক্ষু দ্বারা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়।)

"উদ্ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপাণ্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণং॥"

পূর্ব্বে যে উদ্ভূত স্পর্শ, শৈত্য, উষ্ণ ও রূপের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্পর্শ উদ্ভূত হইলে তাহা ত্বকের গ্রাহ্য হয় এবং ঐরূপ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যও ত্বকের গোচর হয় এবং রূপ ছাড়া চক্ষুর গোচর যত বস্তু আছে, সকলই ত্বকের গ্রাহ্য। এই ত্বাচ প্রত্যক্ষতেও রূপ কারণ হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে উদ্ভূত রূপ নাই, তাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষও হয় না, যাহাতে আছে তাহারই হয়।

ইন্দ্রিয়ঘ্ন (ত্রি) ইন্দ্রিয়ং হন্তি ইন্দ্রিয় হন-ক। রোগ, পীড়া।

ইন্দ্রিয়জ (ত্রি) ইন্দ্রিয়েভ্যো জায়তে ইন্দ্রিয়-জন-ড। ৫তৎ। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে জাত প্রত্যক্ষ। যেমন দুগ্ধ পান না করিলে তাহা জানা যায় না, কিন্তু পান করিবার সময়ে তাহার সন্নিকর্ষেই তাহার জ্ঞান হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় বলিলে ইন্দ্রিয় হইতে যেটী উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বুঝায়। বিষয় সন্নিকর্ষ দ্বারা সমস্ত অনুভব হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের কারণ হয় এবং বিষয় সন্নিকর্ষ তাহার ব্যাপার, এই জন্য জ্ঞানের জনক সন্নিকর্ষ এবং জ্ঞানই জন্য।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান (পুং) শাকতৎ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়দমন (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কমান।

ইন্দ্রিয়দোষ (পুং) শাকতৎ। ইন্দ্রিয় জন্য দোষ, পরস্ত্রীগমন, চুরি করা প্রভৃতি।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (পুং) ৬তৎ। স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া তাহাদিগকে দমনে রাখা। ইহা সকল ধর্ম্ম মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম। সন্তোষ, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয়, সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সৎবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্যপালন ও ক্রোধ পরিত্যাগ, মনুষ্যের এই দশ ধর্ম্ম। যোগ সাধনের সময়ে নাসিকা, কর্ণ, বাক্য, মন, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে অবরোধ করা। এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটীও অনিরুদ্ধ থাকে, তবে তাহার যোগসাধনাদি ধর্ম্মকার্য্য কিছুই হয় না। প্রথম, মনের নিরোধ করিতে পারিলে সকল ইন্দ্রিয়ের রোধ হইতে পারে, কিন্তু মনকে বশ করিতে না পারিলে যোগীর কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

ইন্দ্রিয়বধ (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে শক্তির প্রতিঘাত অর্থাৎ আঘাত।

ইন্দ্রিয়বোধন (ত্রি) ইন্দ্রিয়ং বোধতি ইন্দ্রিয়-বুধ-ণিচ্-ল্যু। পানসাধ্য বিকলতাবোধ মদ্য। ইহা পান করিলে সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যে রোধ করে, পরে নিজ বীর্য্য সেই সমস্ত জানাইয়া দেয়, এই জন্য ইহার নাম ইন্দ্রিয়বোধন।

ইন্দ্রিয়বৎ (ত্রি) প্রশস্তং বা বশ্যং ইন্দ্রিয়ং অস্ত্যস্য ইন্দ্রিয়-মতুপ্। মতুপো মো বঃ। ১ যাহার ইন্দ্রিয় বশ্য আছে। ২ যাহার ইন্দ্রিয় প্রশস্ত। ইবার্থে বতি। ইন্দ্রতুল্য।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি (স্ত্রী) ৬তৎ। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের আলোচনা। বচন, আদান, বিহার, ত্যাগ, আনন্দ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। সংকল্প, বিকল্প ও অধ্যবসায় এই কয়টী মনের বৃত্তি।

ইন্দ্রিয়প্রয়োগ (পুং) ৬তৎ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ (পুং) ৬তৎ। স্ব স্ব বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষজনক ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ কার্য্যমাত্রই দুইরূপ কারণ হইতে জন্মায়। একটী কারণ করণ-বিধায় কারণ হয়, অর্থাৎ সেটী পরম্পরা কারণ। আর একটী ব্যাপার-বিধায় কারণ হয়, সেটী সাক্ষাৎ কারণ।

যেমন কাষ্ঠছেদন একটা কার্য্য, তাহাতে কুঠার হইল করণ-বিধায় কারণ, আর কুঠার-সংযোজনা যে ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়া হইলেই কাঠ চিরিয়া যায়, সেইটা হইল ব্যাপার, কিনা সাক্ষাৎ কারণ।

আমাদের নাক, কাণ, চোক, জিহ্বা, চামড়া, মন, এই ছয়টা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। সেই ছয়রূপ প্রত্যক্ষ ছয়রূপ ব্যাপার সাক্ষাৎ কারণ হইবে। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম ব্যাপার। এখন কোন্ বস্তুর প্রত্যক্ষতে কিরূপ ব্যাপার কারণ হইবে, তাহাই এক একটী করিয়া দেখান যাইতেছে। দ্রব্যের প্রত্যক্ষেতে, দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ হইল, অমনি তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। ঐরূপ চামড়ার সংযোগ হইলে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় ইত্যাদি।

আর যে সকল পদার্থ, দ্রব্যেতে থাকে (গুণক্রিয়া ইত্যাদি) তাহার প্রত্যক্ষেতে, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায় ব্যাপার হইবে। যেমন, কোন দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইলে তাহার গুণ রং প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সে গুণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে পারে না। কারণ গুণে গুণ থাকে না। রংটাও গুণ, ইন্দ্রিয়ের সংযোগও গুণ, সুতরাং গুণেতে ইন্দ্রিয়সংযোগ কখন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযোগকে গুণাদির প্রত্যক্ষ কারণ বলা যায় না, এই জন্য সংযুক্ত সমবায়কে ব্যাপার বলা হইল। সংযুক্ত হইল বস্তু, কারণ যাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবে, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইতেই সেই বস্তু হইল। সেই সংযুক্তের যে সমবায়, অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধে সেই বস্তুতে গুণাদি থাকে সেই সমবায়, সেটা গুণাদিতেও আছে। অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়ই দ্রব্যগত গুণক্রিয়া; জাতি প্রভৃতি যে পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, তাহাদের প্রত্যক্ষ উক্ত সমবায়ই ব্যাপার হইবে।

দ্রব্যেতে সমবেত (সমবায় সম্বন্ধে থাকে) যে পদার্থ তাহার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়কে ব্যাপার বলা হইল। কিন্তু দ্রব্যে সমবেত সমবেত (দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে যে, তাহাতে আবার সমবায় সম্বন্ধ যে থাকে) পদার্থের প্রত্যক্ষ সংযুক্ত সমবেত সমবায়কে ব্যাপার বলিতে হইবে। দ্রব্যে সমবেতই গুণক্রিয়া, তাহাতে সমবেত জাতি। তবেই দ্রব্য সমবেত পদার্থ হইতে গুণত্ব প্রভৃতি জাতি হইল। তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবেত সমবায় থাকা চাই। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল দ্রব্য, তাহাতে সমবেত যে গুণক্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত করিয়া গুণ-ক্রিয়াদি পাওয়া গেল। সেই গুণক্রিয়াতে সমবেত যে গুণত্ব কর্ম্মত্ব জাতি, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত করিয়া ঐ জাতি পাওয়া গেল এবং জাতিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত যে দ্রব্য সেই দ্রব্য সমবেত যে গুণাক্রিয়াদি, সেই গুণক্রিয়াদির সমবায় আছে। অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত সমবায়রূপ ব্যাপার থাকিতেও ঐ জাতিতে আছে। সুতরাং জাতির প্রত্যক্ষেতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত সমবায়কে কারণ বলিতে হইল।

শব্দের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় (কর্ণ) সমবায় ব্যাপার হইবে। শব্দ গুণ পদার্থ, কাণ দ্রব্য পদার্থ. কাণে শব্দ আসিয়া সমবায় সম্বন্ধে লাগে; সুতরাং ঐ কর্ণ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষে কর্ণ সমবায়-কারণ হইল।

আর শব্দ-সমবেত যে শব্দত্ব জাতি, তাহার প্রত্যক্ষে কর্ণ-সমবেত-সমবায়-ব্যাপার হইবে। কাণে সমবেত হইল শব্দ, তাহাতে থাকে যে সমবায়, সে ঐ শব্দত্ব জাতি; শব্দে থাকে যে সমবায় সম্বন্ধে, সেই সমবায় হইল। সুতরাং শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে ঐ সমবায়কে কারণ বলিতে পারা গেল।

দ্রব্যগুণ-কর্ম্ম-জাতি প্রত্যক্ষে যে যে সন্নিকর্ষ যাহার প্রত্যক্ষে কারণ হইবে তাহা এই বলা হইল। এখন অভাবও একটা পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষে যে কারণ হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

ফল কথা, যেখানে যে বস্তুর স্বরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইখানে তাহার একটী বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া এই সম্বন্ধ বলা যাইতেছে।

অভাবের প্রত্যক্ষ সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধই ব্যাপার হইবে। উদাহরণ, যেমন জলেতে আগুন থাকে না, আগুনের অভাব জলে আছে; কিন্তু ঐ আগুনের অভা-বের কোন আকার নাই। তথাচ জলে আগুনের অভাবকে আমরা দেখিতে পাই কেন? আমরা জলে আগুনের অভাব যদিও না দেখি, কিন্তু জলে আগুনের বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই, সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধে অভাবকেও দেখা যায়। নচেৎ জলে চোক্ পড়ামাত্র সে অভাব জানা যাইবে কেন? অতএব অভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্নিকর্ষকেই ব্যাপার অর্থাৎ সাক্ষাৎ কারণ বলা হইল।

ইন্দ্রিয়স্বাপ (পুং) বহুব্রী। ১ সুষুপ্তি। তখন ইন্দ্রিয়-বর্গের উপরম অর্থাৎ বিরাম সময়, তখন কিছু দেখা যায় না, অনুভব হয় না। ২ প্রলয়। মরণকালে ইন্দ্রিয়ের প্রলয় হয়, এজন্য উহাকে প্রলয় বলে।

ইন্দ্রিয়াত্মন্ (পুং) ইন্দ্রিয়মেবাত্মা, কর্ম্মধা। ১ বিষ্ণুর নাম। ২। ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়াদি (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়ের কারণরূপ অহঙ্কার।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ (পুং) ৬তৎ। অচেতন ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপার-সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরের নিযুক্ত দেবতা। [ইন্দ্রিয় শব্দ দেখ।]

ইন্দ্রিয়ায়তন (ক্লী) ৬তৎ। ১ শরীর। (ইন্দ্রিয়ায়তনমঙ্গবিগ্রহৌ। হেম ৩।২২।) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের আধার অর্থাৎ শরীরে ইন্দ্রিয় সকল বাস করে বলিয়া এই নাম হইল। ২ আত্মা। ন্যায়মতে স্থূল দেহের নাম ইন্দ্রিয়ায়তন। বেদান্ত মতে সূক্ষ্মশরীর, এইমাত্র ভেদ।

ইন্দ্রিয়ারাম (পুং) ইন্দ্রিয়েষু আরমতি ইন্দ্রিয় আ-রম্-ঘঞ্। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ভোগাসক্ত ব্যক্তি।

ইন্দ্রিয়ার্থ (পুং) ৬তৎ। রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি, মনোহর যুবতী, বংশীগীত, স্বাদবিশিষ্ট রস, কর্পূরাদি গন্ধ, অনুরাগান্বিত স্পর্শ প্রভৃতি। ("ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ"। মনু। ৪।১৬।) "প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।" মনু। ১১। ৪৪। ইন্দ্রিয়ার্থ লোক প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য হন।

ইন্দ্রিয়াবৎ (ত্রি) ইন্দ্রিয়-মতুপ্, (মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতৌ। পা ৬।৩।১৩১। ইতি দীর্ঘঃ। মন্ত্রার্থে মতুপ্ পরে থাকিলে সোম প্রভৃতি শব্দের আকার দীর্ঘ হয়।) ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট।

ইন্দ্রিয়াবিন্ (ত্রি) ইন্দ্রিয় প্রাশস্ত্যেন বাস্ত্যস্য বাহং বিনি। প্রশস্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। প্রশস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত।

ইন্দ্রিয়েশ (পুং) ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইন্দ্রিয়ের দেবগণ।

ইন্দ্রেজ্য (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

ইন্দ্রেশ্বর (পুং) ইন্দ্রেণ স্থাপিতঃ ঈশ্বরঃ শিবলিঙ্গম্। শিবলিঙ্গ বিশেষ।

ইন্ধ (ধা) রুধাং আত্মং অকং সেট। দীপ্তি পাওয়া, শোভা। লট্ ইন্ধে। লুঙ্ ঐন্ধিষ্ট। লীঙ্ ইন্ধীত। লোট্ স্ব-ইন্দ্ধস্ব। লঙ্ ঐন্দ্ধ। লিট্ ইন্ধাঞ্চক্রে। সমীধে নলোপশ্ছন্দসি। লুট্ ইন্ধিতা। লৃট্ ইন্ধিষ্যতে।

ইন্ধ (পুং) ইন্ধ-করণে ঘঞ্। ১ দীপ্তি। ২ ইন্ধনামক ঋষি। ণিচ্-অচ্। ৩ প্রদীপ।

ইন্ধন (ক্লী) ইন্ধে দীপ্যতেঽনেন ইন্ধ-করণে ল্যুট্। ১ যাহার দ্বারা আগুন জ্বালা যায়। তৃণ, কাঠ, জ্বালানী কাঠ। ইন্ধ-ণিচ্-ল্যু। ২ যে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে। ভাবে ল্যুট্। ৩ জ্বালান।

ইন্ধনবৎ (ত্রি) ইন্ধনং প্রজ্বালনং বিদ্যতেঽস্মিন্-মতুপ্। জ্বালাযুক্ত।

ইন্ধন্বন্ (ত্রি) ইন্ধন-মত্বর্থীয়ঃ। বেদে বনিপ্ নিপাঃ অলোপঃ। জ্বালাযুক্ত।

ইন্‌ফিসাল (আরব্য) ১ নিষ্পত্তি। ২ বিভাগ।

ইন্‌সাফ্ (আরব্য) নিষ্পত্তি। বিচার।

ইন্ব (ধা) গতৌ ভ্বা সকং সেট্। ১ ব্যাপিয়া থাকা। ২ প্রীণন, প্রীতিকর। লট্ ইন্বতি। লিট্ ইন্বাঞ্চকার। লুট্ ইন্বিতা। লুঙ্ ঐন্বীৎ।

ইন্বকা (স্ত্রী) ইন্ব-অচ্-স ইব কায়তি ইন্ব-কৈ-ক। ইল্বলা, মৃগশিরা নক্ষত্রের উপরিস্থিত পাঁচটী তারা।

ইব্‌তিদা (আরব্য) আরম্ভ।

ইবন্-আবু উসৈবিয়া, মুবাফিক-উদ্দীন্ আবুল আব্বাস আহ্মদ; একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি আয়ন-অল্ অম্বা ফি-তব-কাতুল অতিবা (অর্থাৎ বৈদ্যসম্প্রদায় সম্পর্কীয় সংবাদ-নির্ঝর) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষা হইতে আরব্য ভাষায় অনুবাদিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানি রচিত হয়। ভারতবর্ষীয় যে যে প্রাচীন বৈদ্য বিদেশে যাইতেন, তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে ইবন্ আবু উসৈবিয়ার মৃত্যু হয়।

ইবন্-বতুতা, একজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী। মুহম্মদ তোগলকের সময়ে ইনি ভারতবর্ষে ছিলেন। মুহম্মদ ইঁহাকে দিল্লীর বিচারপতি করেন। ইনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ গ্রন্থে ভারতবর্ষের তৎসাময়িক অবস্থা, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ (১ম), ইস্মাইল আদিল শাহের পুত্র। বিজয়পুরের একজন সুলতান। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি আলাউদ্দীন্ ইমাদ্ শাহের কন্যা রবিয়া সুলতানাকে বিবাহ করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়); আদিল শাহের ভ্রাতা তহ্মাস্পের পুত্র। অপর নাম আবুল মুজাফর। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৯ বৎসর বয়সে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় কমাল খাঁ এবং চাঁদবিবি সুলতানা তাঁহার রক্ষকস্বরূপে রাজকার্য্য দেখিতেন। প্রথমে কমাল খাঁ সরল ভাবেই কার্য্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু কোন কুঅভিসন্ধিবশতঃ চাঁদবিবির সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। চাঁদবিবির ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী সে সময় অল্পই ছিল। তিনি কমাল খাঁকে সরাইবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ লোক নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্তৃক কমাল খাঁ পৃথিবী ছাড়িলেন।

এই ঘটনার পর কিশোর খাঁ কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনিও অকস্মাৎ একদিন শিঙ্গা ফুঁকিলেন। অকৃলাশ খাঁ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দিলাবার তাঁহার চক্ষু দুইটী তুলিয়া লইলেন এবং আপনি সাম্রাজ্যের কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু তাহারও সুখের আশায় ছাই পড়িল। বিজয়পুরের রাজা তাঁহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দিবার জন্য প্রথমে তাঁহার চক্ষু দুইটী উপড়াইয়া লইলেন, পরে কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে আদিল শাহ ৩৮ চান্দ্র বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। যেখানে তাঁহার গোর হইয়াছিল, সেই সুন্দর সমাধি স্থানটী এখনও 'ইব্রাহিম রোজা' নামে রহিয়াছে। বিজয়পুরের এই আলয়টী দেখিবার জিনিস, ইহার প্রস্তরময় দেয়ালগুলিতে সমস্ত কোরাণখানি জলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইব্রাহিমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুহম্মদ আদিল শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম কুতব্ শাহ, গোলকুণ্ডারাজ কুলী কুতব শাহের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা জমশেদ কুতব শাহের মৃত্যু হইলে, অমাত্যবর্গ তৎপুত্র সুভান কুলীকে রাজা করিলেন। এই সময়ে সুভানের বয়স বার বর্ষমাত্র, তিনি রাজদণ্ড ধারণে একান্ত অক্ষম। তখন সকলে ইব্রাহিমকে পছন্দ করিল। তিনি বিজয়নগরে ছিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় আসিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অপর মুসলমানরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। ৩২ বৎসর সুখে রাজত্ব করিয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ কুতব শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম খাঁ, আমীর-উল্-ওমরা আলীমর্দ্দন খাঁর পুত্র। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে, ইনি প্রথমে পাঁচহাজারীর পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে সময়ে সময়ে কাশ্মীর, লাহোর, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ ফথে জঙ্গ, বিহারের একজন শাসনকর্ত্তা নূরজাহানের মেসো। কাসীম খাঁ পদচ্যুত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে ইব্রাহিম চারহাজারী সেনানায়ক ও বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। শাহজাহান নিজ পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলে, ইব্রাহিম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঢাকায় গমন করেন, এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম খাঁ সূর, বয়ানের শাসনকর্ত্তা গাজী খাঁর পুত্র, মুহম্মদ শাহ আদিলীর ভগিনীপতি। ইনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর সিংহাসনে বসিতে হয় নাই, এই সময় পঞ্জাবে আহ্মদ খাঁ প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ শম্ভলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বঙ্গাধিপ সুলেমান ইব্রাহিম খাঁকে বিনাশ করিলেন।

ইব্রাহিম নিজাম শাহ, বুর্হান্ নিজাম শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের রাজা হন। চারি মাস রাজত্বের পর ইব্রাহিম আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

ইব্রাহিম হুসেন লোদী, সিকন্দর শা লোদীর পুত্র। সিকন্দরের মৃত্যু হইলে ইনি আগ্রার সুলতান হইলেন। ১৬ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথে বাবরের সহিত যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

ইভ (পুং) ই (ইণঃ কিৎ। উণ্ ৩।১৫৩।) ইতি ভন্। ১ হস্তী। ২ আট সংখ্যা। আট দিকেই এক একটী দিগ্গজ আছে। এজন্য ইভশব্দে ৮ সংখ্যা বুঝায়। ৩ শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

ইভকণা (স্ত্রী) ইভোপপদা কণা পিপ্পলী শাকতৎ। গজ-পিপ্পলী, এক প্রকার পিপুল। ইহাতে ঔষধ হয়।

ইভকেশর (পুং) ইভমদ ইব কেশরঃ যস্য বহুব্রী। নাগ-কেশর। ইহার গাছগুলি ঠিক বাবলাগাছের মত, বাবলা গাছ একটু বড়, ইহা তাহা অপেক্ষা ছোট, ইহার ফুলে সুগন্ধ আছে, এমন কি এক ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাহার গন্ধ পাওয়া যায়।

ইভগন্ধা (স্ত্রী) ইভস্য গন্ধ একদেশো দন্ত ইব পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। নাগদন্তী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফল, ফুল, পাতা, ছাল প্রভৃতি সমস্তই বিষাক্ত অর্থাৎ এই সকল যদি কেহ খায়, তবে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। [নাগদন্তী দেখ।]

ইভদন্তা (স্ত্রী) ইভস্য দন্তবৎ শুভ্রং পুষ্পমস্যাঃ। নাগদন্তী বৃক্ষ।

ইভনিমীলিকা (স্ত্রী) ইভং ইব নিমীলয়তি ইভ-নিমীল-ক-টাপ্। ইভস্যেব নিমীলিকা ৬তৎ। ১ ভাঙ্, সিদ্ধি। এই গাছের পাতা বা বীজ খাইলে নেশা হয়, তাহাতে চক্ষু দুটী হাতীর চক্ষের মত বুজিয়া থাকে ও ঢুলু ঢুলু করে। এজন্য ইহাকে ইভনিমীলিকা বলে। [সিদ্ধি দেখ।] ২ বৈদগ্ধী, পটুতা, রসিকতা, পাণ্ডিত্য।

ইভপালক (পুং) ৬তৎ বা উপতৎ। হস্তিপক, মাহুত, যে হাতী চালায়।

ইভপোটা (স্ত্রী) পোটা পুংলক্ষণা ইভী ইতি সমাসঃ।

জাতিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাঃ পুংবদ্ভাবশ্চ। যে হস্তিনীর চিহ্ন-সকল পুরুষহস্তীর ন্যায় সেই হস্তিনী।

ইভভর (পুং) ৬তৎ। হস্তিসমূহ, হাতি-দল।

ইভমাচল (পুং) ইভমাচলয়তি ইভ-আ-চল্-ণিচ্ বাহুং। সিংহ। পর্ব্বতে সিংহসকল হস্তীর রক্তপানের জন্য সর্ব্বদা তাড়াইয়া বেড়ায়, এজন্য উহাদের নাম ইভমাচল হইয়াছে।

ইভয়া (স্ত্রী) ইভৈর্যায়তে ভক্ষ্যতে ইভ-যা-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক ৩তৎ। স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। হাতিরা এই গাছ খায়, এজন্য ঐরূপ নাম হইয়াছে।

ইভযুবতি (স্ত্রী) যুবতিঃ ইভী পূর্ব্বনিপাঃ পুংবৎ চ। যুবতি-হস্তিনী।

ইভরাজ, ইভরাট্ (পুং) ৬তৎ। ঐরাবত হস্তী। সকল হস্তীর রাজা।

ইভষা (স্ত্রী) ইভ-ষা-ক টাপ্। স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ।

ইভাখ্য (পুং) ইভস্যাখ্যা নাম যস্য বা যস্মিন্। নাগকেশরের গাছ।

ইভানন (পুং) ইভাননমেবাননং যস্য বহুব্রী। গণেশ। গজানন।

ইভারি (পুং) ৬তৎ। সিংহ।

ইভোষণা (স্ত্রী) ইভোপপদা উষণা শাকতৎ। গজপিপ্পলী, লম্বা পিপুল।

ইভ্য (পুং) ইভ (পা ৫।১।৬৬ ইতি সূত্রেণ) য। ১ ধন-বান্ ব্যক্তি। ২ রাজা। ৩ হস্তিপক, মাহুত। হাতী রাখিবার যোগ্য লোক।

ইভ্যকা (স্ত্রী) ইভ্য-স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শল্লকী বৃক্ষ; বাব্‌লা। ইভ্যিকা শব্দেরও এই অর্থ।

ইভ্যতিল্বিল (ত্রি) ইভ্যঃ তিল্বিল ইব। যাহার অনেক হাতি ঘোড়া আছে।

ইভ্যা (স্ত্রী) ইভমর্হতীতি যৎ। ১ হস্তিনী। ২ পল্লকী বৃক্ষ, বাব্‌লা।

ইমক, ইদম্ শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ হইলে ইমক নিষ্পন্ন হয়। [ইদম্ শব্দ দেখ।]

ইমথা (অব্য) ইদম্। (প্রত্ন-পূর্ব্ব-বিশ্বে···মাৎ থাল্ ছন্দসি। পা ৫।৩।১১১) ইতি ইবার্থে থাল্ ইমাদেশশ্চ নিপাঃ বেদে। ইদানীন্তন তুল্য, এখানকার মত।

ইমন্ (সঙ্গীত) আধুনিক রাগ বিশেষ, মুসলমানদিগের সৃষ্টি। আমীর খুস্রু এইটী বাহির করিয়াছেন। সচরাচর ইহা সম্পূর্ণ জাতি বলিয়া ব্যবহার্য্য। ইহাতে তীব্র মধ্যমের বিশেষ প্রয়োজন, প্রকৃত মধ্যমের বড় আবশ্যক দেখা যায় না।

ইমন্-কল্যাণ (সঙ্গীত) ইমন ও কল্যাণ এই দুই রাগ মিশ্রণে ইমন্-কল্যাণ রাগের উৎপত্তি। ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রসঙ্গত রাগ নহে, পরন্তু এদেশে সম্পূর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইমন্-পুরিয়া (সঙ্গীত) ইমন্ ও সংস্কৃত মতানুযায়িক পুরিয়া, এই উভয় রাগ মিশ্রণে ইমন্-পুরিয়ার সৃষ্টি। এই নাম সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে নাই। ইহা খাড়ব রাগ—পঞ্চম বিবাদী।

ইমন্-বেলাবলী (সঙ্গীত) ইমন্ ও বেলাবলী সংযোগে এই রাগের উৎপত্তি। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়িক রাগ নহে, আধুনিক সৃষ্টি।

ইমন্-ভৈরবী (সঙ্গীত) ইমন্ ও ভৈরবী মিশিয়া ইমন্-ভৈরবী হয়। এটীও সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী রাগ নহে।

ইমাদুল মুলক্, দক্ষিণাপথে ইমাদশাহী রাজবংশের স্থাপয়িতা। বিজয়নগরে একজন কাণাড়ী মুসলমানের ঘরে ইহাঁর জন্ম। বাল্যকালে বন্দী হইয়া বেরারে আনীত হন। কিছুদিন পরে তথাকার সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান ইমাদকে তাঁহার শরীররক্ষী পদে নিযুক্ত করিলেন। মুহম্মদ শাহ বাহ্মণীর রাজত্বকালে ইনি ইমাদ-উল্-মুলক্ উপাধি পাইলেন এবং পরে বেরারের সেনানায়ক হইলেন। তাঁহার পরিপোষক খাজা মাহ্মূদ গবানের মৃত্যু হইলে, তিনি বেরারের শাসনকর্ত্তা হইলেন। সুলতান মাহ্মূদ বাহ্মণী তথাকার রাজা হইলে, ইমাদ উজীরের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অপরাপর অমাত্যেরা ইহাঁকে দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে ইনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া উজীরের পদত্যাগ করিলেন এবং একজন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন। ইলিচপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইল।

ইমান্ (আরব্য) বিশ্বাস। ধর্ম্ম।

ইমান্‌দার (আরব্য-পারস্য) বিশ্বাসী।

ইমাম্ (আরব্য) প্রধান যাজক, যে স্তুতি পাঠ করে। মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায় মুহম্মদের জামাতা আলী এবং তাঁহার পর পর বংশধরদিগকে ইমাম্ আখ্যায় সম্বোধন করিয়া আসি-তেছেন। তাহাদের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন ইমাম্—

১	ইমাম্	আলী।
২	ঐ	হাসন।
৩	ঐ	হুসেন।
৪	ঐ	জৈন্-উল-আবদীন্।
৫	ঐ	মুহম্মদ-বাকির।

৬	ইমাম্	জাফর সাদিক।
৭	ঐ	মুসী কাজিন।
৮	ঐ	আলী মূসী রজা।
৯	ঐ	মুহম্মদ তকী।
১০	ঐ	আলী নকী।
১১	ঐ	হাসন অস্করী।
১২	ঐ	মাহ্দী।

কাহারও মতে ইমাম্ মাহ্দী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি লুকাইয়া আছেন। তিনিই জগতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। সম্প্রতি গত কয়েক বৎসর মিসর যুদ্ধে একজন ইমাম্ মাহ্দী দেখা দিয়াছেন। তিনি আপনাকে দ্বাদশ ইমাম্ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চারি দিক্ হইতে মুসলমানগণ আফ্রিকায় যাইয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছে। তিনি এক্ষণে শাহারার কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজয় করা ও মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

সুন্নী সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক ভজনামন্দিরে একজন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু থাকিবে, তিনিই ইমাম্ পদবাচ্য। তাঁহারা চারিজন ইমাম্ স্বীকার করেন, যথা—হানিফা, মালিক, শাফাই ও হনবল।

ইমারৎ (আরব্য) ঘর, বাড়ী।

ইম্‌তিহান্ (আরব্য) পরীক্ষা। পরিদর্শন।

ইম্‌লা (আরব্য) লিখন-প্রণালী।

ইয়, (প্রত্যয়) পাণিনি মতে ছ প্রত্যয়।

ইয়ক্ষু (ত্রি) যজ-উ-বেদে নিপাং সংপ্রসাং। যিনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। (ঋক্ ১০।৪।১)

ইয়ৎ (ত্রি) ইদম্ পরিমাণমস্য (কিমিদভ্যাং বো ঘঃ। পা ৫।২।৪০) ইতি বতুপ্, ঘাদেশশ্চ। এই পরিমাণ, এত দ্রব্যাদি।

ইয়ত্তক (বি) ইয়ত্তা ইতি কুৎসিতার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। নিন্দিত ইয়ত্তা। অল্প প্রমাণ। (ইয়ত্তকঃ কুৎসিতেয়ত্তঃ অল্পপ্রমাণঃ। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১১।১৯।৪।)

ইয়ত্তা (স্ত্রী) ইয়তো ভাবঃ ইতি তল্। ১ এতাবত্ত্ব, এত পরিমাণ। ২ সীমা। সংখ্যা ইত্যাদি।

ইয়স্ (ত্রি) ই-কর্ত্তরি অসুন্ কিচ্চ। ১ গন্তা, যে গমন করে। ভাবে অসুন্। ২ গমন।

ইয়াৎবার (আরব্য) ১ বিশ্বাস। ২ সম্মান।

ইরজ্যু (পুং) পৃথিবীর ঈশ্বর। (ইরজব্যো ভুবনানামীশ্বরঃ। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১০।৯।৩।)

ইর (পুং) ইর-ক। উর্ব্বরাভূমি।

ইরণ (ক্লী) ইরণ ঈরিণ ঋ-অন্। পৃষো॰। ১ উষর ভূমি, শূন্যমরু, জল বৃক্ষাদিশূন্য ভূমিভাগ। ইহাতে কোন শস্য জন্মে না, তৃণ লতাদি কিছুই থাকে না।

ইরম্মদ (পুং) ইরয়া জলেন মাদ্যতে ইরা-মদ (উগ্রম্পশ্যে-ত্যাদি। পা ৩।২।৩৭) ইতি খচ্ নিপাং হ্রস্বঃ। ১ মেঘের হল্কা। বজ্রানল। এই অগ্নি মেঘের পরস্পর ঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদির উপর পড়ে, ইহাকে বাজও বলে। ২ বাড়বানল।

ইরসাল (আরব্য) প্রেরণ। চালন।

ইরা (স্ত্রী) ই-রন্ (ঋজ্রেত্যাদি ইতি। উণ্ ২।২৮। গুণা-ভাবশ্চ নিপাং, অথবা ই কামং রাতি ই-রা-ক টাপ্। ১ ভূমি। ২ রাত্রি। ৩ জল। ৪ অন্ন। ৫ সুরা, মদ। ৬ বাক্য। (ইরা ভূ বাক্ সুরাপস্তু স্যাৎ। অমর।) ৭ সরস্বতী। ৮ কশ্যপের স্ত্রী। ইরাদেবী বৃক্ষলতা বল্লী এবং সমস্ত তৃণ-জাতি প্রসব করেন। ৯ দৈত্য।

ইরাক্, এই নামে দুইটী প্রদেশ আছে, একটী পারস্যে, তাহাকে সেখানকার লোকে ইরাক্ আজেমি বলে, উহা খোরাসানের পূর্ব্বে এবং আজরবিজানের উত্তরে। মুসলমান-নবাবদিগের সময়ে এখানকার লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া সৈনিকের কার্য্য করিত। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গকবিগণ ঐ সৈনিকদিগকে ইরাকী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

অপরটী আসিয়াস্থ তুরুস্কে। এখানকার লোকে ইরাক্-আরবী বলে। এখানে বাবিলন, সেলিউকিয়া, টেসিফোন প্রভৃতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইরাক্ষীর (পুং) ইরা জলং ক্ষীরমিব যস্য বহুব্রী। ক্ষীর সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের জল দুধের মত আস্বাদযুক্ত।

ইরাচর (ক্লী) ইরায়াং চরতি ইরা-চর, (চরেষ্ট। পা ৩।২। ১৬।) ইতি ট। ১ করকা, বৃষ্টির শিল। চৈত্রবৈশাখ মাসে মেঘ হইলে প্রায়ই শিল পড়ে, জল জমিয়া শিল হয়, ইহাকে একপ্রকার বরফ বলা যায়। ২ ভূচর, যাহারা পৃথিবীতে চরিয়া বেড়ায়, গোরু মানুষ কুকুর প্রভৃতি। ৩ খেচর, যাহারা শূন্যে চরে, পক্ষী দেবতা ভূত প্রেতাদি। (স্ত্রী) ইরাচরী।

ইরাজ (পুং) ইরায়া জায়তে ইরা-জন-ড। কন্দর্প, কাম।

ইরাণ, একটী দেশ। প্রাচীন পারসিকদিগের বেন্দিদাদ নামক ধর্ম্মপুস্তকে 'ঐর্যন-বএজো' নামক মানবজাতির আদিম স্থানের নাম পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ঐ আদিম স্থান বর্ত্তমান পামির ও বেলুরতাঘের নিকট ছিল। উহা অক্ষান্তর ৩৭° হইতে ৪০° উঃ এবং দেশান্তর ৮৬° হইতে

১০° পুঃ মধ্যে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যশব্দে আর্য্য জাতির আদিনিবাসের বিবরণ দেখ।] ঐ স্থানকেই অনেকে ইরাণ বলিয়া থাকেন। অনেকে আবার কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ইরাণরাজ্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রিচার্ড সাহেব ঐখানেই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া মনে করিয়াছেন। [আর্য্যশব্দে উহার প্রতিবাদ দেখ।] ইরাণরাজ কাইরসের পুত্র একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার পিতার রাজ্যে এক দিকে লোক যেন শীতে সর্ব্বদাই কাতর, আবার অপর স্থানের লোক তেমনি গ্রীষ্মে অভিভূত।" ইহাতে বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে ইরাণ (এখন পারস্ত) একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। ইরাণভূমি ইউফ্রেতিস্ নদীতীরস্থ সুমেসাৎ হইতে ভারতবর্ষে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১২৮০ মাইল ও গেদ্রোসিয়া হইতে অক্ষস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত প্রস্থে ৯০০ মাইল ছিল।

পূর্ব্বকালে ইরাণ আরমিয়াক ও এলামাইট নামক জাতির অধিকারে ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে পশ্চিম ভাগের আরমিয়াক জাতি হইতে আক্ষারী, সিরীয় ও হিব্রু প্রভৃতি এবং পূর্ব্বভাগের আরমিয়াক হইতে আসিরীয়, বাবিলনীয় ও কালদীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। [পারস্য শব্দে অপর বিবরণ দেখ।] প্রাচীন ইরাণবাসীদের মধ্যে বিবাহের ভয়ানক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, ইরাণীর মধ্যে এক রক্তের স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইত। এমনও শুনা যায় যে তাহারা অপরাপর সহোদরা ভগিনী, এমন কি বিমাতা ও আপন মাতাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিত।

[বিবাহ শব্দে ও Jour. Bombay Branch of R. As. Soc., Vol. XVII. p, 97—136 দেখ।]

ইরাদা (আরব্য) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মৎলব।

ইরামুখ (ক্লী) ৬তৎ। প্রদোষ, সন্ধ্যা।

ইরাম্বর (ক্লী) ইরা জলমম্বরং বস্ত্রমিব যস্ত বহুব্রী। করকা, শিল।

ইরাবৎ (পুং) ইরা-বিস্ততেঽত্র ইরা-ভূম্নি-মতুপ্. মস্ত চ বঃ। ১ সমুদ্র। ২ অর্জ্জুনের পুত্র (ইরাবান্), ইনি নাগরাজকন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি রাগ করিয়া ইহাঁকে ত্যাগ করেন, তাহাতে জননীকর্ত্তৃক নাগলোকেই প্রতিপালিত হন। একদিন পিতা ইহলোকে আছেন শুনিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে পিতৃ আজ্ঞায় রণে গিয়া আর্ষশৃঙ্গ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হন।

ইরাবতী (স্ত্রী) ইরাবনং তদাসামস্তি ইরা-মতুপ্। বত্বং ঙীষ্। ১ নদী। (নিঘণ্টু ১।১৩।) ২ নদীবিশেষ। এই নদী পঞ্জাবের অন্তর্গত। ৩ বটপত্রী বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষদ্বারা পর্ব্বত ভেদ করা যায়। ৪ রুদ্রপত্নী। ৫ ব্রহ্মদেশস্থ একটী নদী।

ইরিকা (স্ত্রী) ইরৈব ইরা-কন্ অত ইত্বম্। জল।

ইরিকাবন (ক্লী) ইরিকা প্রধানং বনং শাকতৎ, বা ৬তৎ। (বিভাষৌষধি বনস্পতিভ্যঃ। পা ৮।৪।৬। ইতি নত্বং বাহুং।) জলের নিকটস্থ বন। নল, হোগলা, কেওড়া প্রভৃতি।

ইরিণ (ক্লী) ঋ-অর্ত্তেঃ কিদিচ্চ (উণ্ ২।৫১।) ইতি ইনন্। ১ উষরভূমি, উষর ভূমিতে বীজ পুতিলে ফল হয় না। ২ শূন্য। ৩ উর্ব্বর।

ইরিণ্য (ক্লী) উষরক্ষেত্র। (শতপথব্রাহ্মণভাষ্যে সায়ণ ৫।২।৩।৩)

ইরিন্ (ত্রি) হরি-কণ্ড্বাদিং ণিনি যলোপঃ। ১ প্রেরক, যে পাঠায় (ইরী ঈরীতা প্রেরিতা। ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৫।৮৭।৩।) ২ ঈর্ষ্যক, যে ঈর্ষ্যা করে।

ইরিমেদ (পুং) ইরী ব্যাধিজনকতয়া ঈর্ষ্যকঃ মেদো নির্য্যাসো যস্ত বহুব্রী। অরিমেদ, বিট্‌খদির। এক প্রকার খএর, ইহার গুণ কষায় ও উষ্ণ। ইহাতে মুখরোগ ও দন্তরোগের ঔষধ হয় ও রক্ত বন্ধ হয়। ও চুলকনা, বিষ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ (কুট), বিষাক্ত ব্রণ এই সমস্ত নষ্ট করে।

ইরিবিল্লা (স্ত্রী) ইরিণী চাসৌ বিল্লাচেতি। মাথায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্রণ।

ইরিবেল্লিকা, (Carbnncle of head) অতিশয় বেদনা ও জরসংযুক্ত ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত মস্তকের গোলাকার পিড়কা বিশেষ।

চিকিৎসা—পিত্তজন্য বিসর্প রোগে যেরূপ চিকিৎসা বিধান আছে ইরিবেল্লিকার চিকিৎসাও তদ্রূপ। [বিসর্প শব্দ দেখ।]

হোমিওপ্যাথিক মতে এইরূপ রোগে হিপার সল্‌ফার ৬ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক সিলিসিয়া, বেলেডোনা প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করিতে বলেন।

ইরেশ (পুং) ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ বরুণ। ৩ রাজা। ৪ বাগীশ।

ইর্য্য (ত্রি) ইরস্ (কণ্ড্বাদিং যক্। পা ৩।১।৩৭) বেদে নিপাং। প্রেরক।

ইর্ব্বারু (পুং) ইরুং বীজং ইয়র্ত্তি ব্যাপ্নোতি ইরু-ঋ-বাহুং উণ্। ১ কর্কটী, কাঁকুড়। ২ হিংস্রক জন্তু, ইহারা পর্ব্বত গুহায় বাস করে এবং মৃগ প্রভৃতিকে ধরিয়া খায়। রক্ত

চ লঃ। ইর্ব্বালু। ঐ অর্থ। ৩ বিশাল। (ইর্ব্বারু স্ত্রী তথের্ব্বালু স্যাৎ কর্কটী বিশালয়োঃ। শব্দাব্ধি।)

ইর্ব্বারুশুক্তিকা (স্ত্রী) ইর্ব্বারুঃ শুক্তিকা ইব উপ-কর্ম্মধা। কর্কটীবিশেষ। এক প্রকার কাঁকুড়।

ইর্ব্বারুক (পুং) ইর্ব্বারু-কন্। মৃগবিশেষ।

ইর্ম্মন্ (ক্লী) ঋ-মন্। ব্রণ, ক্ষত ঘা।

ইল, তুদাং পরং অকং সেট্। শয়ন করা। গমন করা, ক্ষেপণ করা। চুরা° উভ° সক° সেট্। গীত, গান করা (ধাতুরত্ন।)

ইল (পুং) ইল-ক। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। [ইলা দেখ।]

ইল্‌শা (চলিত) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেখ।]

ইলবিলা (স্ত্রী) কুবেরের মাতা, পুলস্ত্যের পত্নী।

ইলা (স্ত্রী) ইল-ক-টাপ। ১ পৃথিবী। ২ বাক্য। ৩ গো। ৪ স্বপ্নশীল, যিনি স্বপ্ন দেখেন বা অধিক শয়ন করেন। ৫ জম্বুদ্বীপের নববর্ষ মধ্যে বর্ষ বিশেষ। ৬ বৈবস্বত মনুর কন্যা। ইনি বিষ্ণুর বরেতে পুরুষভাব পাইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত ছিলেন। অনন্তর মহাদেবের অভিশপ্ত কুমারবনে প্রবেশ করিয়া পুনরায় স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন। বুধ ইহাকে বিবাহ করিয়া পুরুরবা নামে একটী পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব শিবের উপাসনা করিয়া তিনি একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষভাবে থাকিবেন এইরূপ বর পাইলেন। * । ৭ কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্ত্তিকের জন্মস্থানে গিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি ইলা নামে খ্যাত হন, অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া একমাস স্ত্রীভাব ও এক মাস পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হন। [ইড়া দেখ।]

ইলাকা (পারস্য) নিষ্পত্তি, সীমা।

ইলাবৃত (ক্লী,পুং) ইলা পৃথিবী বাবৃতঃ। ১জম্বুদ্বীপের নববর্ষের মধ্যে চতুর্থ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরে নীল পর্ব্বত, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান্ ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত। ২ বুধগ্রহ। ৩ অগ্নীধ্রের পুত্র। ইনি পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইলাহী, শেখ। বয়ানা নামক স্থানের একজন বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক। দিল্লীর পাদশা সেলিমের সময় ইনি আপনাকে ইমাম্ মাহ্‌দী বলিয়া পরিচয় দেন এবং নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। সেই সময় বিস্তীর্ণ দিল্লীসাম্রাজ্যের চারিদিকে ইলাহীকে লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। পাদশা ইলাহীর প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ইলাহী নিহত হইলেন।

ইলাহী গজ। এক প্রকার গজ। পূর্ব্বে জমিজমার মাপ লইয়া বড় গোলযোগ হইত। সম্রাট্ অকবরের সময় হইতে নিয়ম হইল ৪১ অঙ্গুলিতে এক গজ গণিত হইবে। ঐ গজ ইলাহী নামে প্রচলিত।

ইলি, ইলী (স্ত্রী) ইল্-ক-ঙীপ্। ছুরিকা, ছুরী।

ইলিকা (স্ত্রী) ইলা-স্বার্থে কন্, আকারস্যেকারঃ টাপ্ চ। পৃথিবী।

ইলিনী (স্ত্রী) ইলা-অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। চন্দ্রবংশীয় মেধাতিথি রাজার কন্যা। (হরিবংশ ২২ অঃ।)

ইলী (স্ত্রী) ইল-ক-ঙীষ্। করপালিকা, কাটারি, দা।

ইলীবিশ (পুং) বেদোক্ত অসুরবিশেষ। (নিরুক্ত ৬।১৯।)

ইলীশ (পুং) মৎস্য বিশেষ। (Clubea Ilisha)। কেহ কেহ হিল্‌শা মাছ বলে। তৈলঙ্গে ইহাকে পলাশা, তামিলে উলম্ ও সিন্ধুদেশে পুল্লা বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার পর্য্যায়— গাঙ্গেয়, বারিকর্পূর, শফরাধিপ, জলতাল, রাজশফর, ইল্লীশ, জলতাপী।

এই মাছ পারস্যোপসাগরে, সিন্ধুনদের উপকূলে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় নদীতে এবং মলয় দ্বীপের নদীতে বাস করে। এখানকার গঙ্গায় দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাস বহিলে এই মাছ দেখা যায়। কৃষ্ণা নদীতে আশ্বিন মাসের প্রথমে, গোদাবরীতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, কাবেরীতে জ্যৈষ্ঠমাসে, সিন্ধুনদে ফাল্গুন-চৈত্রে, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতে কার্ত্তিক মাসে এই মাছ বিস্তর দেখা যায়।

এই মাছের গা, রূপার মত পরিষ্কার তাহার উপর সোণালী রঙ, মাঝে মাঝে লালের আভা। এই মাছ দেড়হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।

এই মাছ খাইতে অতি সুস্বাদু। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইলীশের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর, কফকর, কিঞ্চিৎ লঘু, বৃষ্য ও বায়ুনাশক।

এই মাছের শরীরে অধিক তৈলপদার্থ জন্মে।

ইলুষ (পুং) কবসের পিতা।

ইলেক (লেখার অপভ্রংশ) কালি বা কমলের দাগ।

ইলোরা (ইলুরা বা বেলুর)—বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদের সন্নিকটে একটী স্থান। গুহামন্দিরের নিমিত্ত এই স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এইখানে পাহাড় খুঁদিয়া বড় বড় দেবমন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন এই তিন পৃথক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি ঐ সকল গুহা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ইলোরা গ্রীষ্মেশ্বর নামক শিবতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই তীর্থটী দেখিবার জন্য লক্ষ

লক্ষ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সন্তান এখানে আগমন করিতেন।

ভারতবর্ষমধ্যে অনেক স্থানে গুহামন্দির আছে, তন্মধ্যে ইলোরার গুহামন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। ইলোরার পাহাড় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, উহার উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। উহার দক্ষিণ ভুজে বৌদ্ধমন্দির, উত্তরভুজে ইন্দ্রসভা বা জৈনমন্দির, মধ্যস্থলে হিন্দুদেবদেবীর মন্দির।

দক্ষিণভাগের গুহাগুলি অতিপ্রাচীন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐগুলি খৃষ্টের ৩৫০ হইতে ৫৫০ অব্দে মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভাগকে এখানকার লোকেরা ঢেরাবাড়া বলে। ইহার প্রথম গুহাটি একটী বৌদ্ধবিহার, এখানে বড় বড় আটটী ঘর আছে। দ্বিতীয়টী নাট্য-মন্দিরের মত,বোধ হয় এখানে বসিয়া সকলে উপাসনা করিত। ইহার বারান্দায় অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানকার তৃতীয় গুহাটী প্রথমটীর মত, কিন্তু প্রথম দুইটী অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তাহার পর পাঁচটী গুহা আছে, কিন্তু ঐগুলি প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ইহার একটীতে বৃহদাকার লোকেশ্বরের মূর্ত্তি আছে, তাঁহার ভৈরব বেশ দেখিলে মনে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়।

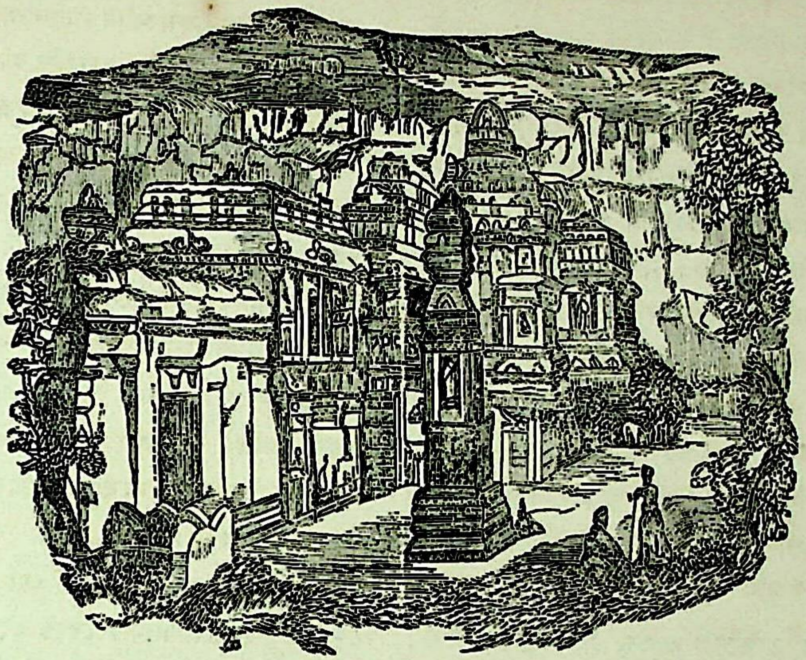
উক্ত গুহাগুলি অতিক্রম করিয়া কিছু উপরে উঠিলে মহারবাড়াগুহা। ইহা একটী বিস্তীর্ণ বিহার, ইহার গভীরতা প্রায় ১১৭ ফিট্, বিস্তার ৫৮॥ ফিট্। এই বিহারের ছাদ ২৪টী থামের উপর। দেখিলেই বোধ হয় এই গুহাবিহারে বৌদ্ধযতিদিগের দরবার হইত। ইহার বাম প্রবেশদ্বারে ধ্যানাবস্থায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। চারিদিকে স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি, যেন বুদ্ধের পরিচর্য্যায় তাহারা নিযুক্ত। এই গুহার দক্ষিণে আর একটী মন্দির, তাহাতেও উপবিষ্ট বুদ্ধ ও অনেকগুলি পদ্মগুচ্ছধারী নরনারী মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মন্দিরের পরে অনেকগুলি বিহার ও জলাশয় আছে। উক্ত গুহাগুলি ছাড়াইয়া একটু উপরে বিশ্বকর্ম্মার গুহা। এখানে বিশ্ব-কর্ম্মারূপী বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ মূর্ত্তির পূজা দিবার জন্য নানাস্থানের ছুতারেরা এখানে আসিয়া থাকে।

ঐ গুহা ছাড়াইয়া কিছু উত্তরে দ্বিতল (দো থাল) নামে একটা গুহা আছে। পূর্ব্বে কেবল একতলা দেখা যাইত, তাহাও আবার মাটি ভরা ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচের তলার সিঁড়ি বাহির হয়; তৎপরে ঐ স্থান পরিষ্কার করিলে নীচের তলায় মন্দির ও গুহাগুলির উদ্ধার হয়। এখানে বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি ও আরও অনেক মূর্ত্তি আছে। ইহার পর ত্রিতল (তিন থাল) গুহা। এই গুহাটীর কারিকুরী অতি চমৎকার। দেয়ালের উপর ফুলকাটা ও নানাপ্রকার মানুষ আঁকা। এক স্থানে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি সিংহাসনে বসিয়া আছে। এই সমাসীন মূর্ত্তিটী উচ্চে প্রায় ৮ হাত। এক স্থানে সাতজন ধ্যানিবুদ্ধ বসিয়া আছেন, দেখিলেই বোধ হয় পাষাণের মধ্যেও যেন জীবন রহিয়াছে, প্রকৃতই যেন তাঁহারা অপার্থিব ধ্যানে নিমগ্ন। এ ছাড়া লোচনাতারা, মামুখী প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব রমণীগণের মূর্ত্তিও সেই স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছে। এ গুহাটী বোধ হয় বৌদ্ধদিগের মহাযান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে ত্রিতল গুহার নিকট হইতে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আরম্ভ হইয়াছে, ঐ গুহামন্দির প্রায় ১৫।১৬টী হইবে। বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত গুহার ন্যায়, এ গুলিতেও বিস্তর শিল্পনৈপুণ্য এবং অসাধারণ ভাস্করকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের গুহা অপেক্ষা এইগুলি অধিক সুসজ্জীভূত। এখানকার রাবণ-কা-খাই, কৈলাস, রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলি-কা-গণ, কুম্বার-বাড়া, জনবাস ও গোপীমন্দিরই প্রধান।

রাবণ-কা খাই গুহার চারিদিকে প্রদক্ষিণা। এই মন্দির মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী, হরপার্ব্বতী, শিবতাণ্ডব প্রভৃতি সুন্দর দেবতামূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। কোনখানে দশস্কন্ধ রাবণ কৈলাস তুলিতে গিয়াছেন, তাহার দৃশ্য। কোনস্থানে করিচর্ম্মপরিধান ভয়ঙ্কর ভৈরবমূর্ত্তি রত্নাসুরকে বিনাশ করিতে-ছেন, তাঁহার এক হস্তে অসি, অপর হস্তে পাত্র। কোথায় বা ঐরাবতের উপর ইন্দ্রাণী, শূকরের উপর বারাহী, গরুড়ের উপর লক্ষ্মী, ময়ূরের উপর কৌমারী, বৃষভের উপর মাহেশ্বরী, হংসের উপর সরস্বতী উপবিষ্ট আছেন। কোথায় বা নির্জ্জনে বসিয়া ভোলা ডমরু বাজাইতেছেন। এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-প্রদেশে এই দেবমূর্ত্তিসকল দেখিলে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

এখনকার 'দশ অবতার গুহা' আরও চমৎকার। দশ অবতার এবং তাঁহাদের লীলাচিত্র ব্যতীত গণপতি, পার্ব্বতী, সূর্য্য, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি অনেক দেবতামূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে অস্পষ্ট প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়। বোধ হয়, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার বিবরণ ঐ প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল, কিন্তু কালে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই অমানুষী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম পরিচয় দিবার নিদর্শন-মাত্র নাই।



কৈলাস।

ইলোরার কৈলাস বা রঙ্গমহল ভারতবর্ষের মধ্যে গুহা-মন্দিরের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। পাহাড় খুদিয়া এমন সুবৃহৎ দেবালয় অতি অল্পই দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতিগণ কি অসাধারণ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছে, তাহা এই কৈলাস দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এই নির্জ্জনবনরাজি-বেষ্টিত কৈলাসভবনে আসিলে মনে হয়, যেন সত্যই আমরা সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাসে আসিয়াছি। লোকে ইজিপ্টের পিরামিডের কথা শুনিয়া বিস্মিত হন, চীনের প্রাচীরের কথা শুনিয়া প্রশংসা করেন, আগ্রার তাজমহল দেখিয়া চমৎকৃত হন. তাঁহারা একবার ইলোরার কৈলাস দেখিয়া আসুন, ধর্ম্ম, ভক্তি ও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবেন; প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অসাধারণ দেবভক্তি, স্বধর্ম্মানুরাগ, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা এবং অলৌকিক কীর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কৈলাস-মন্দির রাষ্ট্রকূটাধিপতি দন্তিদুর্গকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই মন্দির তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব। দন্তিদুর্গ এই মন্দিরটী সজ্জিত বা পুনঃসংস্কার করিয়া থাকিবে। এই মন্দির মধ্যে আমাদের প্রধান দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের মূর্ত্তি ও লীলাখেলা খোদিত আছে। এই মন্দিরটী নানা চিত্রবিচিত্রে চিত্রিত থাকায় ইহার রঙ্গমহল নাম হইয়াছে।

কৈলাস ছাড়াইয়া রামেশ্বর ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি গুহা। ঐ গুহাগুলিতেও নানাপ্রকার খোদাই কাজ এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

ইলোরার পাহাড়ে উত্তরভুজের প্রান্ত মন্দিরের নাম পার্শ্বনাথ। এটী ভূমি হইতে ৪৮০ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত, এ মন্দিরটী প্রাচীন নহে, ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরঙ্গাবাদের একজন জৈন বণিক্ ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এখানে পার্শ্বনাথ দেবের ৬॥ হাত উচ্চ একটী দিগম্বর মূর্ত্তি আছে, তিনি ধ্যানে বসিয়া আছেন। গুজরাটের জৈনেরা ভাদ্র মাসে শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ঐখানে আসিয়া ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। এক মণ ঘৃত দ্বারা ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়।

পার্শ্বনাথের দক্ষিণে ইন্দ্রসভা। উহা তিনটী গুহায় বিভক্ত। প্রথমটী ৪০ হাত দীর্ঘ ও ২০ হাত প্রস্থ। ইহাতে ষোলটা থাম ও বারটা ছড় আছে। ইহার প্রাচীরের চারিদিকে জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা। ইহার রচনাচাতুর্য্য প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়টী জগন্নাথসভা। ইহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গর্ভগৃহ আছে; পার্শ্বনাথ, মহাবীর, প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্কর এবং অম্বিকা প্রভৃতি জৈনদেবীর মূর্ত্তি আছে। অন্যটী রণ্ছোড়জীর মন্দির। ইহার গর্ভগৃহে এবং প্রাচীরের সর্ব্বত্র জিন গণধর এবং তীর্থঙ্কর প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত। ঐ সকল মূর্ত্তিকে এখন লোকে রণ্ছোড়জী বলে। তাহার সম্মুখস্থ বারান্দায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় এক পুরুষমূর্ত্তি ও এক স্ত্রীমূর্ত্তি আছে, ব্রাহ্মণেরা ঐ

দুইটীকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি বোধ করেন। তাঁহাদের মতে, ঐ দুইটী মূর্ত্তির নামানুসারে এই গুহার নাম ইন্দ্রসভা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রদেবের পূজার্থ এ মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। এ ছাড়া ইলোরার দুমার লেনা বা বিবাহসভা, সীতা কা নানি, এহরভদ্র প্রভৃতি গুহাও দেখিবার জিনিস।

ইলোরার উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ আছে।—

কেহ বলেন, বুধপত্নী ইলার নামানুসারে ইহার নাম ইলোরা হইয়াছে। এখানে যুবনাশ্ব, দণ্ডক, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দরধ্য, রাম প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। [Wilson's Analysis of the Mackenzie Manuscripts Vol. I. p. civ.]

মুসলমানেরা কহে, "ইলোরা নগর পূর্ব্বকালে রাজা ইল কর্ত্তৃক স্থাপিত, তিনিই এখানকার পাহাড় খুদিয়া মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি নয়শত বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।"

আবার এদিক্‌কার ব্রাহ্মণেরা বলেন, "৭৮৯৪ বর্ষ পূর্ব্বে ইলিচপুরে ইলু নামে একজন রাজা ছিলেন। দৈব দুর্বিপাকবশতঃ তাঁহার সর্ব্বশরীরে পোকা জন্মিল। তিনি ইলোরাশৃঙ্গস্থ শিবালয় সরোবর নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন মানসে যাত্রা করেন। এই তীর্থ প্রথমে ষাইট ধনু পরিমিত ছিল, কিন্তু যমের প্রার্থনায় বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদতুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এখানে আসিয়া ঐ তীর্থের জলে কাপড় ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যাধি সারিল। পরে আপন কৃতজ্ঞতা চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষে ইলোরার পর্ব্বত খনন করাইয়া, ইহার গুহাতে নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (Asiatic Researches VI. 385).

ইল্লক (পুং) একপ্রকার পক্ষী।

ইল্লিশ (পুং) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেখ।]

ইল্বড় (ইল্বল) (পুং) ইল (সানসীত্যাদিনা। উণ্‌ ৪। ১০৭।) ইতি বলচ্‌। ১ মৎস্য বিশেষ, এক প্রকার মাছ। ২ দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্যের মাতা সিংহিকা, পিতা বিপ্রচিত্তি, ইহার অপর নাম সৈংহিকেয়। ব্যংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, রাহু, (শুক, পোতরণ, বজ্রনাভ) এই গুলি ইল্বলের সহোদর ভাই।

মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বিব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ ইহার অভিমত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়ই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল, তখন হইতেই ইল্বল ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল এবং নিজ কনিষ্ঠকে মায়াবলে ভেড়া করিয়া ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে কাটিত, পরে কাটিয়া সুন্দররূপে মাংস রাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত। পরে বাহিরে থাকিয়া বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে ব্রাহ্মণের এক পাশ ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং তখনিই সেই ব্রাহ্মণ মরিত। ইল্বল এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমের বাড়ী গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সে তখনই সশরীরে হাজির হইত। একদিন কতকগুলি রাজর্ষি মুনিগণের সহিত ইল্বলের বাড়ীতে যান। তখন সে অতি সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে। পরে ভেড়ার রূপধারী বাতাপিকে কাটিয়া মাংস প্রস্তুত করিল। তাহা দেখিয়া রাজর্ষিগণ বিস্মিত হইলেন। তখন অগস্ত্য বলিলেন, ভয় নাই আমিই ঐ মাংস খাইব, তোমরা স্থির হও। ইল্বল তাঁহাকে সেই মাংস খাওয়াইয়া যখন বাতাপি বাতাপি বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন অগস্ত্যের বায়ু নিঃসরণ হইল এবং বলিলেন তোমার বাতাপি কোথায়? সে যে আমার পেটে জীর্ণ হইয়াছে। তখন ইল্বল তর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে অগস্ত্যের নেত্রনির্গত অগ্নিদ্বারা সে ভস্মীভূত হইল। (রামায়ণ ও মহাভারত।)

ইল্বল (স্ত্রী) ইল্‌-বল বা, ইল-কিপ্‌, ততো বলচ্‌। নিত্যবহুবচনান্ত শব্দ। মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরস্থিত পাঁচটী ক্ষুদ্র তারা।

ইব, ইদিৎ ভ্বাং সকং সেট্‌। ব্যাপ্তি, প্রীতকরা।

ইব (অব্য) ১ সদৃশ, তুল্য। উৎপ্রেক্ষা, (যেন ইত্যাদি) ৩ ঈষৎ অর্থবোধক। ৪ বাক্যালঙ্কার, বাক্যে বাহারের জন্য যাহা প্রয়োগ করা হয়। ৫ অবধারণ নির্ণয়।

ইল্লৎ (আরব্য) ময়লা। কাদা। এদেশের নীচ বা নোংরা লোককে 'ইল্লৎ' বা 'ইল্লোথ্‌' বলা হয়। ("ইল্লোথ্‌ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মোলে।") প্রাচীন গ্রীকেরাও নীচ লোককে হিলৎ (Helot) বলিত।

ইল্লোৎখানা (পারস্য) পাইখানা।

ইবীলক (পুং) লম্বোদরের পুত্র। (বিষ্ণুপু০)

ইশ্‌তিহার (পারস্য) বিজ্ঞাপনপত্র।

ইশাক খাঁ, ওরফে মোতসিন্‌ উদ্দোলা। দিল্লীসম্রাট্‌ মুহম্মদ শাহের অতি প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। আপনার কবিতায় ইনি ইশাক্‌ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর আদি নাম মীর্জা গোলাম আলী। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর কন্যার সহিত নবাব সুজা উদ্দৌলার বিবাহ হয়।

ইশাদী (আরব্য) সাক্ষী।

ইশীকা (স্ত্রী) ইষীকা পৃষো০। হস্তীর চক্ষুগোলক, হাতির চোকের মণি।

ইষ (ধা) দিবা॰ পর॰ সক॰ সেট্। ১ গমন। করা ২ সরিয়া যাওয়া। তুদা॰ সক॰ সেট্। ৩ বাঞ্ছা। পরং অক॰ সেট্। ৪ আভীক্ষ্ণ, বারংবার।

ইষ্ (ত্রি) ইষ-ইচ্ছার্থে ক্বিপ্। ১ ইচ্ছাযুক্ত। কর্ম্মণি ক্বিপ্। ২ অভিলষিত দ্রব্য, যাহা অভিলাষ করা হয়। ৩ অন্ন খাদ্য। ৪ ইচ্ছার বিষয়, যাহা ইচ্ছা করা হয়। ইষ-গতৌ ভাবে ক্বিপ্। ৫ যাত্রা, প্রেরণ।

ইষ (পুং) ইষ গত্যর্থে ক্বিপ্ ইট্, যাত্রা সা বিদ্যতে যস্মিন্ মাসে (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭।) ইত্যচ্। ১ সৌর ও চান্দ্র আশ্বিন মাস। "যুবতীগৃহগতে চার্থলাভঃ প্রদিষ্টঃ।" (রাজমার্ত্তণ্ড।) কন্যারাশিতে সূর্য্য গেলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে যাত্রা করিলে অর্থলাভ হয়। শরৎকালে যাত্রা করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়।

ইষণি (স্ত্রী) ইষ-অনি-নিপাৎ। প্রেষণ। প্রেরণ।

ইষণ্যা (স্ত্রী) ইষণিমিচ্ছতীতি ইষণি-ক্যচ্-অঙ্ভাবে টাপ্। প্রেরণ।

ইষব্য (ত্রি) ইষুণা বিধ্যতি ইষৌ কুশলো বা ইষু-যৎ। ১ শরলক্ষ্য, বাণের দ্বারা যাহাকে মারিবার জন্য লক্ষ্য করা হয়। ২ যে ভালরূপে বাণ চালিতে পারে।

ইষিকা (স্ত্রী) ইষ-(কৃঞাদিভ্যো বুন্। উণ্ ৫।৩৫।) ইতি বুন্। ১ হস্তীর চক্ষুগোলক, মণি। ২ তুলিকা, তুলী, চিত্রকর্ম্মের যন্ত্রবিশেষ, ইহা শূকর বা ঘোড়ার লোমে প্রস্তুত হয়।

ইষির (ত্রি) ইষ (ইষি মদীত্যাদিনা। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ১ অগ্নি। ২ গমনশীল, যিনি যাইতে উন্মত বা পটু।

ইষীকা (স্ত্রী) ঈষ (ঈষেঃ কিদ্ধ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ২১।) ইতি ইকন্। ১ হস্তীর চক্ষুগোলক। ২ কাশতৃণ, কেশে। ৩ মুঞ্জামধ্যবর্ত্তিতৃণ। ৪ শরের কাটী। ৫ বেনার কাটী। ঐ তৃণে এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ("তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং"। রঘু।)

ইষু (পুং স্ত্রী) ঈষ (ঈষেঃ কিচ্চ। উণ্ ১। ১৪) ইতি উ। ১ বাণ। ২ সংখ্যা। ৬ বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যের রেখাবিশেষ। ৪ সামবেদবিহিত যজ্ঞ বিশেষ। (স্থূলাং প্রকারে কন্। ইষুকা।)

ইষুকামশমী (স্ত্রী) ইষৌ কামঃ ইষুকামঃ স শম্যতে যত্র, ইষুকাম-শম-অধিকরণে ঘঞ্ ঙীপ্। গ্রামবিশেষ, পুরীবিশেষ।

ইষুকার (পুং) ইষুং করোতীতি ইষু-কৃ অণ্ উপ॰ স। যে বাণ প্রস্তুত করে, কামার।

ইষুকৃৎ (পুং) ইষু-কৃ-ক্বিপ্। কর্ম্মকার, কামার।

ইষুধর (পুং) ইষু-ধৃ-অচ্ ৬তৎ, বা উপতৎ। বাণধারী। ইষুভৃৎ প্রভৃতি শব্দেরও এই অর্থ।

ইষুধি (পুং স্ত্রী) ইষু-ধা-অধিকরণে কি। বাণাধার, যাহাতে বাণ রাখা যায়। তূণ। (তূণোপাসঙ্গতূণীরনিষঙ্গ ইষুধিদ্বয়োঃ। অমর।)

ইষুধ্যা (স্ত্রী) ইষুধি কণ্ড্বাদি যক্-অ-টাপ্। প্রার্থনা।

ইষুপ (পুং) ইষু-পা-ক উপতৎ। অসুরবিশেষ। এই অসুর অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া নগ্নজিৎ নামক রাজা হইয়াছিল।

ইষুপথ (পুং) ৬তৎ। বাণের পথ।

ইষুপুষ্পা (স্ত্রী) ইষুরিব পুষ্পং যস্যাঃ, দূরবিসারিগন্ধত্বাৎ বহুব্রী। শরপুষ্পা বৃক্ষ। এই গাছের ফুলের গন্ধ ইষুর ন্যায়। ঐ গন্ধ অনেক দূর যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইষুভৃৎ (ত্রি) ইষু-ভৃ-ক্বিপ্। বাণধারী।

ইষুমৎ (ত্রি) ইষু-অস্ত্যর্থে প্রাশস্ত্যেব মতুপ্ নস্য চ বঃ। বাণধারী, প্রশস্ত বাণধারী, যিনি ধনুর্বিদ্যা জানেন।

ইষুমাত্র (স্ত্রী) ইষুঃ প্রমাণমস্য ইষু-(প্রমাণেদ্বয়সজ্ দঘ্নমাত্রচঃ। পা। ৫। ২। ৩৭) ইতি মাত্রচ্। ১ বাণ প্রমাণ, অর্থাৎ বাণ ছাড়িলে যতদূর যায় ততটা পরিমাণ। ২ ঋগ্বেদিদিগের কুণ্ড। ৩ বাণ প্রমাণমাত্র, বাণ যত বড়, যতটা পরিমাণ। ৪ কেবলই বাণ।

ইষুর মূল (গ্রাম্য) ইসের মূল, অর্কমূলা।

ইষুবিক্ষেপ (পুং) ৬তৎ। বাণ ছাড়িবার স্থান, ১৫০ হাত পরিমাণ বিশিষ্ট প্রদেশ।

ইষেত্বাক (পুং) ইষেত্বা ইতি অস্তি যস্মিন্ অনুবাকে অধ্যায়ে বা ইষেত্বা (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫। ২। ৬২) ইতি বুন্। ইষেত্বা শব্দবিশিষ্ট অনুবাক বা অধ্যায়। যজুর্বেদের ১ম অধ্যায় সেই অধ্যায়ের প্রথমে ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি মন্ত্র রহিয়াছে, এইজন্য ইষেত্বা এই নাম হইয়াছে। (বাজসনেয় সং ১।১)

ইষ্কর্ত্তৃ (ত্রি) নিস্-কৃ-তৃচ্। (নিশব্দোবহুলম্। এই প্রাতিশাখ্য সূত্রানুসারে উপসর্গের (নিস্ শব্দের) ন লোপ হইল।) নিষ্কর্ত্তা, নিষ্পাদনকারী।

ইষ্কৃতি (স্ত্রী) নিস-কৃ-ক্তিচ্ পূর্ব্ববৎ। ধাই, জননী।

ইষ্ট (ত্রি) যজ বা ইষ কর্ম্মণি ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রিয়। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ যজ্ঞাদি কর্ম্ম। ৪ পূজিত। (পুং) ৫ এরণ্ড বৃক্ষ। (ক্লী) ৬ সংস্কার। ৭ শ্রৌতকর্ম্ম। ৮ জাতুকর্ণোক্ত ধর্ম্মকার্য্য। ৯ কৃত। ১০ ইচ্ছাকল্পিত। (কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তং নিকামেষ্টে যথেপ্সিতে। হেম ৬। ১৪১।) ১১ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট পরমাত্মা। ১২ বিষ্ণু। (ত্রি) ১৩ হিত।

ইষ্টক (পুং) ইট, দগ্ধমৃত্তিকাখণ্ড।

ইষ্টকা (স্ত্রী) ইষ-(ইষ্যশিভ্যাং তকন্। উণ্ ৩।১৪৮।) ইতি তকন্। টাপ্। (কেংণঃ। পা ৭।৪। ১৩) ইতি বা অস্য ইৎ। ১ ইট্। ইহা দ্বারা পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয়। ভাল মাটি ভিজাইয়া কাদা করিবে। পরে তাহা ফারমে অর্থাৎ এক-প্রকার ছাঁচে ফেলিয়া চারি পাশ সমান করিয়া দিবে। শেষে কিছুদিন রৌদ্রে রাখিয়া ভালরূপ শুকাইলে তাহা একে একে কতকগুলি থাকে সাজাইয়া তাহার উপর কিছু কিছু কাঠ বা কায়লা দিয়া ক্রমে ১০।১২ হাত উচু করিয়া সাজাইবে। পরে তাহাতে আগুন দিবে, কিছুদিন পরে ইষ্টকা পরিপক্ক হইবে। শঙ্খ ও লিখিত, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ২ যজ্ঞাগ্নি চয়নের জন্য মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষ।

ইষ্টকচিত (ত্রি) ৩তৎ। (ইষ্টকেষীকামালানাং চিত-তূলভারিষু। পা ৬। ৩। ৬৫। ইত্যাকারস্য হ্রস্বত্বম্। ইষ্টকা, ইষীকা, মালা, এই কএকটী শব্দের পরে ক্রমান্বয়ে চিত, তূল, ভারিন্ এই কএকটী শব্দ থাকিলে ঐ কএকটী শব্দের আকার হ্রস্ব হয়।) ইষ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত স্থানাদি, ইটে পরিপূর্ণ স্থান।

ইষ্টকর্ম্মন্ (ক্লী) ইষ্ট প্রসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম-শাকতৎ। গণিত বিশেষ।

"উদ্দেশকালাপবদিষ্টরাশিঃ
ক্ষুণো হৃতোংংশৈ রহিতো যুতো বা।
ইষ্টাহতং দৃষ্টমনেন ভক্তং
রাশির্ভবেৎ প্রোক্তমিতীষ্টকর্ম্ম॥" লীলাবতী।

ইষ্টকাপথ (ক্লী) ইষ্টকায়ামপি পন্থা যস্য, ইষ্টং কাপথং অগম্যবর্ত্ম যস্য ইষ্টকেব সুদৃঢ়ঃ পন্থাঃ যস্যেতি বা (ঋক্ পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪। ইতি সর্ব্বত্রাচ্ সমাসান্তঃ।) ১ বীরণমূল, বেণার মূল। ২ ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, ইটের রাস্তা।

ইষ্টকামদুহ্ (স্ত্রী) ইষ্টং প্রিয়ং কামমভিলষিতং ইষ্ট-কাম-দুহ-ক। যে অভিলষিত প্রিয়কার্য্যসম্পন্ন করে।

ইষ্টকাব (ত্রি) ইষ্টকা বিদ্যতেহত্র ইষ্টকা। (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৫।২।৯ সূত্রে কাশিকা) ইতি বঃ। ইষ্টকযুক্ত স্থান, যেখানে ইট আছে।

ইষ্টকাবৎ (ত্রি) ইষ্টকা-(চতুরর্থ্যাং। পা ৪। ২। ৮৬ মধ্বাদিত্বাৎ মতুপ্) মস্য চ বঃ। ইষ্টকার নিকটস্থ দেশ প্রভৃতি। (স্ত্রী) ঙীপ্। ইষ্টকাবতী।

ইষ্টকারিন্ (ত্রি) ইষ্টং করোতীতি ণিনি। হিতৈষী।

ইষ্টগন্ধ (ত্রি) ইষ্টো গন্ধো যস্য, বহুব্রী। ইষ্টশ্চাসৌ গন্ধ-শ্চেতি বা কর্ম্মধা। ১ সুগন্ধ। ২ সুগন্ধি দ্রব্য। (ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিঃ স্যাৎ। অমর) ৩ বালুকা, বালি। (ক্লীবস্থিষ্ট-গন্ধং বালুকে সুরভৌ ত্রিষু শব্দাব্ধি।)

ইষ্টজন (পুং) ইষ্টশ্চাসৌ জনশ্চেতি। প্রিয় ব্যক্তি।

ইষ্টতম (ত্রি) অয়মেষাং অতিশয়েন ইষ্টঃ, ইষ্ট (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) ইতি তমপ্। অতিশয় প্রিয়। গৃহস্থের স্ত্রী পুত্রাদি ও উদাসীনের ব্রহ্ম অতিশয় প্রিয় হয়। ২ অত্যন্ত মনোমত।

ইষ্টদেব (পুং) কর্ম্মধা। ১ পূজ্য দেবতা। ২ যাঁহার নিকট হইতে তন্ত্রাদি বিহিত মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, গুরুঠাকুর।

ইষ্টদেবতা (স্ত্রী) উপাস্য দেবতা, দীক্ষাগুরু।

ইষ্টপ্রয়োগ (পুং) ৬তৎ। শিষ্টপ্রয়োগ, মহতের বাক্য।

ইষ্টবৎ (ত্রি) যজ বা ইষ্-ক্ত বতু। ১ যজ্ঞকারী। ২ ইচ্ছা-বিশিষ্ট। ইষ্ট-মতুপ্। ৩ ইষ্টকর্ম্মকারী, যিনি বেদাদির অধ্যয়নাদি কার্য্য করেন।

ইষ্টমূলাংশজাতি (পুং) লীলাবতীকথিত মূলাংশ জাতি বিশেষ। [মূলাংশ জাতি দেখ।]

ইষ্টসাধন (ক্লী) ৬তৎ। অভীষ্ট সিদ্ধি।

ইষ্টা (স্ত্রী) যজ-করণে ক্ত টাপ্। শমীবৃক্ষ। সমিধ্ দ্বারা হোম করে, এজন্য তাহার নাম ইষ্টা।

ইষ্টাদি (পুং) বহুব্রী। পা ৫। ২।৮৮ সূত্র। এই সূত্রে অনেন (দ্বারা) এই অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। যেমন ইষ্ট-মনেন ইষ্ট ইনি ইষ্টী যজ্ঞে। এইরূপ সাধ্য হয়। *। ইষ্ট, পূর্ত্ত, উপসাদিত, নিগদিত, পরিগদিত, পরিবাদিত, নিকথিত, নিষাদিত, নিপঠিত, সংকলিত, পরিকলিত, সংরক্ষিত, পরিরক্ষিত, অর্চিত, গণিত, অবকীর্ণ, অযুক্ত, গৃহীত, আম্নাত, শ্রুত, অধীত, অবধান, আসেবিত, অবধারিত, অবকল্পিত, নিরাকৃত, উপকৃত, উপাকৃত, অনুযুক্ত, অনুগণিত, অনুপঠিত, ব্যাকুলিত। এই কএকটী ইষ্টাদিগণ।

ইষ্টাপত্তি (স্ত্রী) ৬তৎ। অভিলষিত-প্রাপ্তি, ইষ্টসিদ্ধি। লাভ, উপকার।

ইষ্টাপূর্ত্ত (ক্লী) সমাহারদ্বন্দ্বঃ পূর্ব্বপদ-দীর্ঘশ্চ। ১ অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞ। ২ সাধারণের উপকারের জন্য যজ্ঞ ও কূপ খননাদি কর্ম্ম।

দীঘী, কুয়ো, গভীর দীঘী প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া এবং অন্ন দান, উপবন নির্ম্মাণ করা ইত্যাদিকে পণ্ডিতেরা পূর্ত্ত বলেন। একাগ্নিকর্ম্ম হোমাদি ত্রেতায় যাহা হুত হয়, আর যাহা বেদী মধ্যে দান করা হয়, তাহাকে ইষ্ট কহে। এই উভয়কে ইষ্টাপূর্ত্ত বলে।

ইষ্টার্থোদ্যুক্ত (ত্রি) ৭তৎ। উৎসুক। উৎসাহযুক্ত (ইষ্টার্থোদ্যুক্ত উৎসুকঃ। অমর।) অভীষ্ট বস্তুর জন্য ত্বরান্বিত হওয়া।

ইষ্টালাপ (পুং) কর্ম্মধা। সদালাপ, পরস্পর ভদ্রালাপ।

ইষ্টি (স্ত্রী) যজ বা ইষ-ক্তিন্। ১ যজ্ঞ। ২ ইচ্ছা। (ইষ্টির্যাগেচ্ছয়োঃ। অমর।) অভিলাষ। ৩ শ্লোকসংগ্রহ। ৪ দানসংগ্রহ। (ইষ্টিস্ত যাগকে। অভিলাসেচ্ছয়োশ্চাপি সংগ্রহে শ্লোকদানয়োঃ। শব্দাব্ধি।) "ইষ্টীঃ পার্ব্বায়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্ব্বপেৎ সদা"। মনু ৪।১০।

ইষ্টিকা (স্ত্রী) ইষ-তিকন্। [ইষ্টকা দেখ।] "উদ্‌ঘর্ষণস্থিষ্টকয়া কণ্ডুকোঠবিনাশনম্।" সুশ্রুত। ইষ্টিকা (ইট) দ্বারা চুল্‌কাইলে চুল্‌কনা ও কোঠ বিনষ্ট হয়।

ইষ্টিকাপথিক (ক্লী) ৬তৎ। লামজ্জক নামক তৃণ।

ইষ্টিকৃৎ (ত্রি) ইষ্টি-কৃ-ক্বিপ্‌, তুক্। যিনি যাগ করেন।

ইষ্টিন্ (ত্রি) ইষ্টমনেন (ইষ্টাদিভ্যশ্চেতি। পা ৫।২।৮৮) ইষ্ট-ইনি। যজ্ঞকারী, যিনি যাগ করিয়াছেন।

ইষ্টিপচ (পুং) ইষ্টয়ে পচতি ইষ্টি-পচ্‌-অচ্‌। ১ কৃপণ। ২ অসুর, দানব। অসুরেরা নিজের জন্যই পাক করে, যজ্ঞাদির জন্য নয়, এজন্য তাহাদিগকে ইষ্টিপচ বলে।

ইষ্টিমুষ্‌ [ষা] (পুং) ইষ্টিং মুষ্যতি ইষ্টি-মুষ-ক্বিপ্‌। দৈত্য। (ইষ্টিমুষোমতো দৈত্যঃ। শব্দাব্ধি।)

ইষ্টীকৃত (ক্লী) নেষ্টমিষ্টং কৃতং সম্পদ্যমানং ইষ্ট-কৃ-(কৃভ্বাস্তিযোগে সংপদ্যকর্ত্তরি চ্বিঃ। পা ৫।৪।৫০) ইতি চ্বিঃ। (কাশিকায়ান্ত, অভূততদ্ভাব ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।) ১ যাহা ইচ্ছা করা হয় নাই, তাহার ইচ্ছা করা। (অনিষ্টিরিষ্টিঃ কৃতেতি চ্বিং) ২ যজ্ঞবিশেষ।

ইষ্টু (স্ত্রী) ইষ-তুন্। ইচ্ছা।

ইষ্ম (পুং) ইষ-মক্ (ইষিযুধীন্ধিত্যাদিনা মক্। উণ্ ১।১৪৪।) ১ কামদেব। ১ বসন্তকাল। কেহ কেহ ঈষ্ম এইরূপ পাঠ করেন। ৩ গমন। (ইষ্মঃ কামবসন্তয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

ইষ্ট্যয়ন (ক্লী) ইষ্টিভিরয়নং গমনং যত্র বহুব্রী। যাগবিশেষের অনুষ্ঠান। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি। অগ্নিদৈবত্য প্রভৃতি, ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে।

ইষ্য (পুং) ইষ-বরণে ক্যপ্‌। বসন্তকাল। (বসন্ত ইষ্যঃ সুরভিঃ পুষ্পকালো বলাঙ্গকঃ। হেম ২। ৭০।)

ইষ্ব (পুং) ইষ (সর্ব্বনিঘৃষ্বেত্যাদিনা। উণ্ ১। ১৫৩।) ইতি বন্। আচার্য্য। (ইষ্বঃ পুংস্যুপদেষ্টরি। শব্দাব্ধি।) উজ্জ্বলদত্ত ঈষ্ব ঐইরূপ পাঠ করেন।

ইষ্বগ্র (ক্লী) ৬তৎ। বাণের অগ্রভাগ, ডগা। গহাদিং ইষ্বগ্রীয়। (ত্রি) বাণের অগ্রেভব পদার্থ, বাণের ডগায় যাহা হয়।

ইষ্বনীক (ক্লী) ৬তৎ। বাণের অবয়ব।

ইষ্বসন (ক্লী) ইষু-অস করণে-ল্যুট্‌। ধনুক, যাহা দ্বারা বাণক্ষেপ করা যায়।

ইষ্বস্ত্র (ক্লী) ইষুরেবাস্ত্রং। বাণাস্ত্র।
(ইষস্ত্রে জ্যেষ্ঠো বভূব। রামায়ণ।)

ইষ্বাস (ত্রি) ইষবোঽস্যন্তে অনেন ইষু-অস-করণে-ঘঞ্‌। কর্ত্তর্য্যণ্‌, বা। ১ বাণক্ষেপক, যে বাণক্ষেপ করে। তীরন্দাজ। ২ ধনুক। (ধনুশ্চাপৌ ধন্বশরাসনকোদণ্ডকার্ম্মুকম্। ইষ্বাসঃ। অমর।)

ইস্ (অব্য) ইং কাম স্যতি ই-সো-ক্বিপ্‌, নিপাৎ আলোপঃ। ১ কোপ। ২ সন্তাপ। ৩ দুঃখ অনুভব করা। ৪ ভাবনা। (ইর্দুঃখে ভাবনায়াং চ কোপে সন্তাপনেঽব্যয়ম্। শব্দাব্ধি।)

ইষম (পুং) কামদেব।

ইসপগুল, এক প্রকার বৃক্ষবীজ (Plantago ispaghula) এই বীজ পারস্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার বীজই ব্যবহারে লাগে। ইহার গুণ শীতল ও নরম। প্রদাহ ও পিত্তকর, পাকযন্ত্রীয় রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া তৈল ও তিলে মিশ্রিত করিবে, উহার পুলটিশ করিয়া বাত বা গ্রন্থিবাতের স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন উদরাময়ে ইহা বড় হিতকর। ইহার ক্বাথ কাশরোগে প্রয়োগ করা যায়।

এই বীজ পারস্য দেশ হইতে বোম্বাই সহরে বিস্তর আমদানী হয়।

হাকিমীমতে ইহার গুণ—চট্‌চটে, শীতল, সঙ্কোচক; মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, আমরক্ত, রক্তাতিসার উন্মাদ, দাহ, প্রলাপ ও মাদকতানিবারক।

ইসেরমূল, (বাঙ্গালা) এক প্রকার গাছ। (Aristolochia Indica) ইহার সংস্কৃত নাম—অর্কপত্র, অর্কমূলা, সুনন্দা, বিষাপহা।

ইহার ফুলে কেশরের পূর্ব্বে গর্ভকেশর এবং অন্যান্য অধিকাংশ স্থলে গর্ভকেশরের পূর্ব্বে পরাগকোষ পরিপক্ক হয়।

এই গাছ প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার মূল ও কাণ্ড ব্যবহার্য্য।

কবিরাজীমতে ইহার গুণ—মলহা, রজোনিঃসারক, বাতনাশক ও বালকদিগের দন্তোদ্গম কালে উদররোগে বিশেষ উপকারী। পর্ত্তুগীজেরা যখন ভারতবর্ষে বাস করিত,

তাহারা ইহাকে রেজ্-ডি-কোব্রা (Kaiz de cobra) বলিয়া ডাকিত। উহা কিন্তু এক জাতীয় সাপের নাম। ঐ সাপ কামড়াইলে ইসের মূলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এই জন্য বোধ হয় ইসের মূল ঐ সাপের নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বান্দা-প্রদেশে অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহার সার ব্যবহৃত হয়।

এদেশে বেদের কাছে ও বেনিয়ার দোকানে ইসের মূল পাওয়া যায়। তাহারা মূল ও কাণ্ড উভয়ই বিক্রয় করে।

এই গাছের ছাল পুরু। তাহা কটু ও কর্পূরবৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট।

ইস্‌মাইল, ইমাম্ জাফর সাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুসলমান-দিগের ইস্‌মাইলী ধর্ম্মসংপ্রদায় ইহাঁরাই প্রবর্ত্তিত। পিতার জীবদ্দশায় ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইস্‌মাইলীরা ইহাঁকে সপ্তম ইমাম বলিয়া থাকে।

ইস্‌মাইল আদিল শাহ, সুলতান য়ুসফ আদিল শাহের পুত্র। ইহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজয়-পুরের রাজা হন। ইনি ২৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইস্‌মাইল নিজাম শাহ, আহ্মদনগরাধিপ বুর্হান্ নিজাম শাহের পুত্র। বুর্হান্ তদীয় ভ্রাতা মুর্ত্তজা নিজামকে রাজ্য-চ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। শেষে তাঁহাকে অকবরের কাছে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। মুর্ত্তজা তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম ও ইস্‌মাইলকে লোহাগড়ে কয়েদ করিলেন। মীরান্ হুসেন শাহের মৃত্যু হইলে জমাল খাঁ ইস্মাইলকে আহ্মদনগরের রাজা করিলেন। (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে)। বুর্হান্ এই সংবাদ শুনিলেন। তিনি অক-বর পাদশার সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন; আবার পুত্রের কাছেও হার মানি-লেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইস্‌মাইলের প্রধান উজীর জমাল খাঁ নিহত হইলেন। ইস্‌মাইল প্রায় দুই বর্ষ রাজত্ব করিয়া শেষে পিতাকর্ত্তৃক বন্দী হইলেন।

ইসর, বিহারস্থ দোসাধ ও বাঁস ফোঁড় ডোমের মধ্যে একটী পঙ্গৎ বা শাখা।

ইস্‌লাম খাঁ মষদী, বঙ্গদেশের একজন সুবাদার। প্রথমে ইনি মষদে বাস করিতেন। তৎকালে সকলে ইহাঁকে মীর আবদুস্ সলাম বলিয়া ডাকিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, ইনি পাঁচ হাজারী মুসবদার এবং বাঙ্গালার সুবে-দারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট্ শাহজহানের সময় ইনি ছয় হাজারী, মোতম্ উদ্দৌলা উপাধি ও দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। শাহজহান ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনিই ইহাঁকে ইস্‌লাম খাঁ নাম দেন। ইনি মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সাত হাজারী মন্সবদার এবং উজীরের পদলাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। আরঙ্গবাদে ইহার গোরস্থান আছে। কেহ কেহ ইহাঁকে ইস্‌লাম খাঁ রুমী বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ নামটী ভুল। ইস্‌লাম খাঁ রুমী অপর এক ব্যক্তির নাম, তিনি বসরা-নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের যুদ্ধে ইস্‌লাম খাঁ রুমী নিহত হন।

ইস্‌লাম গড়, রাজপুতনার প্রান্তভাগে, বহাবলপুরের অন্ত-র্গত একটী দুর্গ। খাঁপুর হইতে জশলমের যাইবার পথে এই দুর্গটী আছে। এটী বহুদিনের প্রাচীন, পূর্ব্বে জশল-মেরের রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে বহাবলপুরের খাঁয়েরা কাড়িয়া লয়।

ইসলামনগর, বুদায়ুনপ্রদেশের অন্তর্গত বিসৌলি পরগণার একটী নগর। অক্ষা ২৮° ১৯′ ৪৫″ উঃ, দেশা ৭৮° ৪৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরটীর চারিদিকে আমের বাগান। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৮৯০।

ইসলামাবাদ, চট্টগ্রামের একটী প্রধান নগর। [চট্টগ্রাম দেখ।]

ইসলামাবাদ, কাশ্মীরের একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৪১′ উ এবং দেশা° ৭৫° ১৭′ পূঃ মধ্যে, জিলম্ নদীতীরে অব-স্থিত। এই নগর গিরিশৃঙ্গের উপর। এই গিরির নিম্নে প্রস্রবণ আছে। লোকে বলে, বিষ্ণু এই প্রস্রবণটী সৃষ্টি করেন। ইহার প্রাচীন নাম অনন্তনাগ। অম্বরনাথ যাইবার যাত্রীরা এইখান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই নগরটীর নাম ইস্‌লামাবাদ রাখে। এখানে কাশ্মিরী শাল ও নানা প্রকার তুলা ও পশমের কাপড় আমদানী হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর জাফরাণ পাওয়া যায়।

ইসাখেল, আফগান জাতিবিশেষ। মোগলপাদশাহদিগের রাজত্বকালে এই জাতি পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বড় উপদ্রব করিত। শেষে দেরাগাজী খাঁর নবাব কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

২ ইসাখেল জাতীর নামানুসারে পঞ্জাবস্থ বন্নু জেলার একটী জায়গা আছে, ঐ স্থান বিচালী ও ময়দানী গিরিপুঞ্জ হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে নিয়াজাই নামক আফগান জাতিই অধিক, তাহারা অধিক দিন হইতে এখানে থাকায়, আপনাদের মাতৃভাষা ভুলিয়া পঞ্জাবীভাষায় কথা কয়। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৭,৫৪৬।

ইসাখেল পরগণার প্রধান নগর ইসাখেল। উহা অক্ষা° ৩২° ৪০´ ৫০´´ উঃ, এবং দেশা° ৭১° ১৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অনুমান ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই নগরটী স্থাপন করেন।

ইস্কাতর (ফরাশী ইস্ক্রিটোয়র Escritoire শব্দের অপভ্রংশ) এক প্রকার লিখিবার বাক্স। ইহার নীচের দিকে খানিকটা বাহির করা থাকে, তাহারই উপর ভাগে লেখার স্থান। এদেশে পূর্ব্বে ইস্কাতরের অধিক চলন ছিল, এখন আর তেমন দেখা যায় না।

ইস্কার্দো (স্কার্দ) কাশ্মীর রাজ্যের বল্‌তি নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৫° ১২´ উঃ, এবং দেশা° ৭৫° ৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। এই নগরে একটী দুর্গ আছে, তাহা পাহাড়ের উপর, নিকটস্থ সিন্ধুনদী হইতে ৮০০ ফিট্‌ উচ্চে। এখানকার শেষ রাজা আহ্মদ শাহের নিকট হইতে এই নগর তৎকালীন কশ্মীররাজ গোলাপ সিংহ কাড়িয়া লন, তদবধি কশ্মীরের সামিল হইয়াছে।

ইস্তক্ (হিন্দী) এইখানে।

ইস্তক্‌লাগাদি (অব্য) (হিন্দী-আরব্য) এখান হইতে ওখান পর্য্যন্ত।

ইস্তাহার (আরব্য) বিজ্ঞাপন। ঘোষণা।

ইস্তিআমাল (আরব্য) দৈনিক কার্য্য, অভ্যাস।

ইস্তিম্‌রারী (আরব্য) পুনঃ পুনঃ, অনবরত।

ইস্ত্রি (সম্ভবতঃ ইংরাজী Steel শব্দের অপভ্রংশ। লোহার পাত। ধোবারা এই সমান পাত তাতাইয়া কাপড়ের উপর দেয়, তাহাতে কাপড় সোজা হয় ও পরিষ্কার হয়।

ইস্তিয়াফা (আরব্য) ১ ক্ষমা। ২ ছাড়।

ইস্পন্দ (পারস্ত) এক জাতীয় বীজ।

ইহ (অব্য) ইদম্ (ইদমোহঃ। পা ৫। ৩। ১১) ইতি হঃ। এই স্থানে এই কালে এই দেশে এই যুগে ইত্যাদি ইদম্‌-শব্দের ৭মীর অর্থ বুঝাইবে। "পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো-ভূত্বেহ জায়তে"। পতি শুক্ররূপে ভার্য্যাগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহকাল (পুং) ইদম্ (ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৫। ৩। ১৪) ইতি প্রথমায়া হঃ, ততঃ কর্ম্মধা। এইকাল, বর্ত্তমান সময়।

ইহতন (ত্রি) ইদম্‌-ভবার্থে টুল্ তুট্ চ। এই জগতে যাহা জন্মে।

ইহতিআৎ (আরব্য) অভাব। প্রয়োজন।

ইহতিরাৎ (আরব্য) মিতাচার।

ইহত্য (ত্রি) ইহ-ভবং (অব্যয়াত্ত্যপ্। পা ৪। ২। ১০৪) ইতি সপ্তম্যন্তাৎ ত্যপ্। এইকালে যাহা হয়।

ইহলোক (পুং) ইদম্ প্রথমায়া হঃ কর্ম্মধা। এই জগৎ। মনুষ্যলোক।

ইহদ্বিতীয়া (স্ত্রী) (ময়ূরব্যংশকাদয়শ্চ। পা ২। ৪। ৭২।) ইতি সমা। এই কালের দ্বিতীয়া।

ইহপঞ্চমী (স্ত্রী) ময়ূ° স। এখানকার পঞ্চমী।

ইহল (পুং) ইহ-লা-ক। চেদিদেশ।

ইহসান্ (আরব্য) দয়া।

ইহস্থান (ক্লী) এই জগৎ।

ইহা (বাঙ্গালা) ইদম্ শব্দের প্রথমার একবচন। এই।

ইহামুত্র (অব্য) দ্বন্দ্ব স। ইহলোক ও পরলোক।

ঈ

ঈ (চতুর্থ স্বরবর্ণ) ঈ তালুতে উচ্চারিত হয়, এজন্য তালব্য বর্ণ বলে। ইহার উচ্চারণ কখনও দীর্ঘ, কখন বা প্লুত হয়। তন্ত্রের মতে, ইনি স্বয়ং কুণ্ডলিনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ ইহাতে বাস করেন। ইহার উপা-সনায় চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। (কামধেনুতন্ত্র।)

ঈ লিখিবার নিয়ম—উপর-নীচ ও মধ্যদিকে কিছু কুঞ্চিত হইবে এবং অধোগত তিনটী কোণ হইবে, ঐ কোণ দক্ষিণ-দিক্ হইতে উপর দিকে কুঞ্চিত হইবে। উপরের দক্ষিণ কোণে কোণযুক্ত আর একটা রেখা কুঞ্চিত ভাবে টানিতে হইবে। ইহাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আছেন। ইহার মাত্রা শক্তি। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) ইহার এই কয়টী নাম তন্ত্রে লিখিত আছে—ত্রিমূর্ত্তি, মহামায়া, লোলাক্ষী, বামলোচন, গোবিন্দ, শেখর, পুষ্টি, সুভদ্রা, রত্নসংজ্ঞা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, প্রহাস, বাগ্বি-শুদ্ধ, পরাপর, কালোত্তরীয়, ভেরুণ্ডা, রীতি, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, শিবোত্তম, শিবা, তুষ্টি, চতুর্থী, বিন্দু, মালিনী, বৈষ্ণবী, বৈন্দবী, জিহ্বা, কামকলা, সনাদকা, পাবক, কোটর, কীর্ত্তি, মোহনী, কালকারিকা, কুচদ্বন্দ্ব, তর্জ্জনী, শান্তি, ত্রিপুরসুন্দরী। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকান্যাসে ইহার স্থান বাম চক্ষু (ঈং নমো বামচক্ষুষি)

ঈ (অদা° পর° সক° অনিট্) ১ ইচ্ছা ক্র। ২ গমন ক্র।

৩ ক্ষেপ ক্ত। ৪ ব্যাপ্তি। ৫ ভক্ষণ। ৬ (সকং) প্রজন, গর্ভধারণ। লট্ এতি ঈতঃ, ইয়ন্তি। লট্ ইয়ায়। লুট্ এতা। লোট্ এতু। লৃট্ এষ্যতি। লুঙ্ ঐষীৎ।

ঈ (দিবাঃ আত্মং সক০ অনিট্) গমন। লট্-ঈয়তে। ইত্যাদি।

ঈ (অব্য) ১ বিষাদ। ২ অনুকম্পা, কৃপা। (ঈ বিষাদেঽনুকম্পায়াম্। মেদিনী।) ৩ ক্রোধ। ৪ দুঃখানুভব, ক্লেশাদিবোধক। ৫ প্রত্যক্ষ। ৬ সন্নিধি, নিকট।

ঈ (স্ত্রী পুং) অস্ত বিষ্ণোঃ পত্নী অ-ঙীপ্। ১ কামদেব। ২ লক্ষ্মী। (ঈ লক্ষ্ম্যাংপুনরনব্যয়ম্। মেদিনী।)

গোবিন্দশ্চ ত্রিমূর্ত্তীশঃ শান্তিঃ স্যাদ্বামলোচনঃ।
নৃসিংহাস্ত্রং তথা মায়াং ঈকারোঽপি সুরেশ্বরঃ॥
মাতৃকাকোষ।

১ গোবিন্দ। ২ ত্রিমূর্ত্তীশ। ৩ শান্তি। ৪ বামলোচন। ৫ নৃসিংহাস্ত্র। ৬ মায়া। ৭ সুরেশ্বর (ইন্দ্র)। ঈকারের এই কয়টী তান্ত্রিক অর্থ। ৮ কন্যাযুগ্ম। ৯ কর্কট। ('ঈ কন্যাযুগ্মকর্কটৌ।' পঞ্চপক্ষী।)

ঈকার (পুং) ঈ-স্বার্থে কার। চতুর্থ বর্ণ ঈ।

ঈক্ষ (ভ্বাঃ আত্ম° সক° সেট্) ১ দর্শন ক্ত। ২ পর্য্যালোচনা ক্ত। লট্-ঈক্ষতে। লিট্-ঈক্ষাঞ্চক্রে। লুঙ্ ঐক্ষীষ্ট।

"নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্॥" মনু ৪।৩৭।)

উঠিবার সময়ে, অস্ত যাইবার সময়ে, গ্রহণের সময়ে এবং জলে প্রতিবিম্বিত ও দুই প্রহরের সময়ে নভোমণ্ডলের সূর্য্য কথনই দেখিবে না। অধি পূর্ব্বক বিশ্বাস। অনু পশ্চাৎ গমন। ("অন্বীক্ষমাণো রামস্তু।" রামায়ণ ২।৪০।৩৯।)

ঈক্ষক (ক্লী) ঈক্ষ-কন্। দর্শক।

ঈক্ষণ (ক্লী) ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ দর্শন। করণে ল্যুট্। ২ চক্ষু।

(লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরক্ষিণী।
নির্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণম্॥ অমর।)

৩ নিরূপণ। ৪ পর্য্যবেক্ষণ। ("শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।" মনু ৯।১১।)

ঈক্ষণিক (পুং) ঈক্ষণং হস্তপদাদি রেখা দর্শনেন শুভাশুভং অস্তি অস্মিন্ ঈক্ষণ-ঠন্। ১ দৈবজ্ঞ। যাহারা হস্তপদাদির রেখা দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের শুভাশুভ ঘটনা বলিতে পারে তাহাদিগকে ঈক্ষণিক বলে। (সাম্বৎসরো জৌতিষিকো মৌহূর্ত্তিকো নিমিত্তবিৎ। দৈবজ্ঞগণকাদেশিজ্ঞানি কার্ত্তান্তিকা অপি। বিপ্রশ্নিকেক্ষণিকৌ চ। হেম।৩।১৪৬।) (ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ। মনু।৯।২৫৮।)

ঈক্ষণিকা (স্ত্রী) ঈক্ষণিক-টাপ্। গণকের স্ত্রী। (বিপ্রশ্নিকস্ত্বীক্ষণিকা দৈবজ্ঞা। অমর। ৮। ২০।) বিপ্রশ্নিকা, ঈক্ষণিকা, দৈবজ্ঞ। এই কএকটী দৈবজ্ঞ স্ত্রীর নাম।

ঈক্ষা (স্ত্রী) ঈক্ষ দর্শনে। (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩।) ইতি অঃ টাপ্ চ। দর্শন, দেখা।

ঈক্ষিত (ত্রি) ঈক্ষ-তৃচ্। দ্রষ্টা, যিনি দেখেন।

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যৎ ত্বং কল্যাণমন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥" মনু ৮।৯১।

ঈখ, ঈখি (ভ্বা° উভ° সক° সেট্) গমন করা। ঈখতে। ঈঙ্খতি, ঈঙ্খতে।

ঈঙ্ (দিবা° আত্ম° সক° সেট্) গমন করা।

ঈজ (ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্।) ১ গমন করা। ২ নিন্দা করা।

ঈজাদ (আরব্য) প্রকাশ। আবিষ্কার।

ঈজিক (পুং) জনপদ বিশেষ। ঈজক এইরূপ ভিন্ন পাঠও দেখা যায় (ভীষ্মপর্ব্ব।) ঐস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি বাস করে।

ঈড় (চুরা° পর° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা। ঈড়য়তি, ঐড়িড়ৎ, ঈড়ঞ্চকার।

ঈড় (অদা° আত্ম° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা।

ঈড়া (স্ত্রী) ঈড়-অ-টাপ্। স্তুতি, প্রশংসা। ঘোষণা। (উচ্চৈর্ঘুষ্টং বর্ণনেড়া। হেম ২।১৮৩।)

ঈড্য (ত্রি) ঈড়-(ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ। পা ৬।১।২১৪। ঈড়, বদি বৃঙ্, শংসু ও দুহ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ করিলে তাহার আদি উদাত্ত হয়।) ইতি ণ্যৎ। স্তব করিবার বা প্রশংসার উপযুক্ত।

ঈড়িত (ত্রি) ঈড়-কর্ম্মণি ক্ত। স্তুত, প্রশংসিত। যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। (ঈলিত-শস্ত-পণায়িতপনায়িত প্রণুতপণিতপনিতানি। অপি গীর্ণ বর্ণিতাভিষ্টুতেড়িতানি স্তুতার্থানি। অমর। ১৩।১০৯।)

ঈতয়োপদ্রব (পুং) অনাবৃষ্ট্যাদি।

ঈত (ভ্বা° পর° সক° সেট্) ই ইৎ। বন্ধন করা, বাঁধা। ঈন্ততি, ঈন্তাঞ্চকার, ঐন্তীৎ।

ঈতি (স্ত্রী) ঈয়তে গম্যতে ঈ-ভাবে ক্তিন্। ১ ডিম্ব, ডিম্। ২ প্রবাস। ৩ অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার উপদ্রব। (ঈতি ডিম্বে প্রবাসেঽতিবৃষ্ট্যাদি ষট্সু চ স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।"

স্মৃতিতে এই ছয় প্রকারকে ঈতি বলা হইয়াছে। যথা— অতিবৃষ্টি (অধিক বর্ষা হওয়া), অনাবৃষ্টি (একবারেই বৃষ্টি না

হওয়া), শলভ (পতঙ্গের দৌরাত্ম্য, ইঁদুরের দৌরাত্ম্য, খগ (পাখির দৌরাত্ম্য) এবং শত্রুরাজা নিকটে থাকা, এই ছয় প্রকার উপদ্রব হইলে শস্যাদি জন্মে না। তাহাতে প্রজাদিগের বড়ই কষ্ট হইয়া উঠে। "নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।"

ঈদ্ (আরব্য) মুসলমানদিগের ধর্ম্মোৎসব দিন।

ঈদৃক্ (ত্রি) ইদমিব দৃশ্যতে ইদম্। (ইদং কিমোরীশ্কী। পা ৬।৩।৯০) দৃশ্-ক্বিপ্। ইতি ঈশ্ ইত্যাদেশঃ। দৃক্ দৃশ্ বতু পরে থাকিলে ইদম্ শব্দ স্থানে ঈশ্, কিম্ শব্দ স্থানে কী এইরূপ আদেশ হয়।) ইহার ন্যায়, এবম্ভূত, এইরূপ। (ইদমীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রথমং বক্তুমুপক্রমেতকঃ।)

ঈদৃক্ত্বা (স্ত্রী) ঈদৃশো ভাবঃ, ঈদৃশ্ তল্ টাপ্। এইরূপের ভাব অর্থাৎ এইরূপ। (বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা। রঘু ১৩।৫।)

ঈদৃক্ষ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ক্স। পূর্ব্ববদন্যৎ। এইরূপ, এমন।

ঈদৃশ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ঘঞ্। ইহার মত, এমন।

ঈন্ত (ধা) বন্ধন করা।

ঈপ্সা (স্ত্রী) আপ্-সন্-অঙ্-টাপ্। পাইতে ইচ্ছা, বাঞ্ছা।

ঈপ্সিত (ত্রি) আপ্তুমিষ্টং আপ-সন্ কর্ম্মণি ক্ত। বাঞ্ছিত, যাহা পাইতে ইচ্ছা হয়।

ঈপ্সু (ত্রি) আপ-সন্ উ। পাইতে ইচ্ছুক, ইচ্ছু। ("ধর্ম্মেপ্সবস্ত ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।" মনু। ১০। ১২৭।) যাহারা ধর্ম্ম কামনা করে এবং সাধুদিগের বৃত্তি অনুষ্ঠান করে তাহারাই ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক।

ঈয়ংমৃগ (পুং) ১ মৃগ। ২ বৃক্ষ।

ঈয়িরস্ (ত্রি) ঈ-লিটঃ ক্বসু নিপাতঃ সাধু। যিনি গিয়াছেন।

ঈর্ (অদা৹ আত্ম৹ সেট্) ঈর্ত্তে ঐর্ত্ত। ঐরিষ্ট। (চু৹ পর৹ সক৹ সেট্) ঈরয়তি। ঐরিয়ৎ ঈরয়ামাস। (অদা৹)। ১ গমন করা। ২ কম্পন। (চু৹) ৩ প্রেরণ করা। ৪ ক্ষেপণ করা, ফেলে মারা। এই ধাতু উৎ-পূর্ব্বক হইলে এই কয়টী অর্থ হয়—যথা ১ উৎক্ষেপণ। ২ কথন, বলা। ৩ উচ্চারণ। ৪ প্রকটন, প্রকাশ করা। প্র-পূ ৫। প্রেরণ। অভ্যুদ্-পূ। ৬ বলা। (উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ। রঘু।)

ঈরণ (ত্রি) ১ উষর। ২ শূন্য। (ঋত্বিক্কন্যাদীরণ ঋগ্ ষষ্ঠী ভবতীতি। নিরু। ৩। ১৯।)

ঈরমা (স্ত্রী) নদী বিশেষ। (ভারত বন)

ঈরিকা (স্ত্রী) ঈর-ণ্বুল্ অত ইৎ, টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ।

ঈরিণ (ক্লী) ঈর-গতৌ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) ১ শূন্য আকাশ। ২ উষর, ক্ষারভূমি। বৃক্ষ লতাতৃণাদি শূন্য স্থানকে উষর বলে। (ঈরিণং শূন্য উষরে। হেম ৩। ১৯৩)

ঈরিত (ত্রি) ঈর-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া। ২ প্রেরিত, পাঠান। ৩ কম্পিত। ৪ গত। ৫ কথিত। ৬ বিসর্জ্জিত। ৭ বিক্ষিপ্ত। ৮ চালিত (নুন্ননুত্তাস্তনিষ্ঠ্যূতাস্যাবিদ্ধং ক্ষিপ্তমীরিতম্। হেম ৬। ১১৮।)

ঈরিন্ (ত্রি) ঈর-ইনি। গমনশীল ব্যক্তি। যে ভালরূপে গমন করিতে পারে।

ঈর্ক্ষ্য (ভ্বা৹ পর৹ অক৹ সেট্) ঈর্ষ্যা করা; অন্যের ভাল দেখিতে না পারা।

ঈর্ম্ম (পুং ক্লী) ঈর-বাহুলকাৎ মক্। (উণ্ ১। ১৪৪। সূত্র-বৃত্তি।) ব্রণ বিশেষ। ব্রণ দুই প্রকার, শারীরিক ও আগন্তুক। রক্তাদি দূষিত হইলে শারীরিক ব্রণ জন্মে। অস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা আগন্তুক ব্রণ, অর্থাৎ হঠাৎ কোথাও কাটিয়া যাওয়া বা বৃক্ষাদি হইতে পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি। (অথ ক্ষতং ব্রণঃ। অরুরীর্ম্মং ক্ষণানুশ্চ। হেম। ৩। ১২৯।)

ঈর্য্যা (স্ত্রী) ঈর্য্যতে গুরোঃ শাস্ত্রোপাসনয়া জ্ঞায়তে ঈরি গতৌ যাচনে চ ণ্যৎ টাপ্। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি। গুরুর নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়।

ঈর্য্যাপথ (পুং) ৬ তৎ। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি শিখিবার উপায়। (চর্য্যাত্বীর্য্যাপথস্থিতি। হেম। ৬। ১৩৭।)

ঈর্ব্বারু (পুং স্ত্রী) ঈরুং বীজমিরর্ত্তি ঈরু-ঋ বাহ৹ উণ্। কর্কটী, কাঁকুড়। ইহা স্বয়ং ফাটিয়া যায়, এই জন্য ইহার নাম ফুটী হইয়াছে।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা (স্ত্রী) ঈর্ষ্যণং। ঈর্ষ্য-ঘঞ্। হসাল্লোপঃ ইতি যলোপঃ।

ঈর্ষ্য-অচ্ টাপ্। ১ রীষ। ২ পতির অন্য স্ত্রী সহবাসজনিত কোন চিহ্নাদি দেখিয়া স্ত্রীর অভিমান বিশেষ। পরশ্রীকাতরতা, অক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ। অন্যের সৌভাগ্য সুখ সমৃদ্ধি দর্শনে অসুখানুভব। (ঈর্ষা স্ত্রিয়ামক্ষমায়ামীর্ষ্যাক্ষমাবিসর্জ্জনে। শব্দাব্ধি।)

ঈর্ষালু, ঈর্ষ্যালু (ত্রি) ঈর্ষাত্যস্যেতি ঈর্ষ্য-আলুচ্। (ঈর্ষ্যস্পৃহি গৃহীতি। পা ৩। ২। ১৫৮।) আলুচ্। ১ অক্ষম। পরশ্রীকাতর, হিংসাযুক্ত। (ঈর্ষালুরক্ষমে ত্রিষু। ঈর্ষ্যালুরক্ষান্তিশীলঃ। শব্দাব্ধি।)

ঈর্ষী, ঈর্ষ্যী (ত্রি) ঈর্ষা-ঈর্ষ্য ছ, ইনি। ঈর্ষাবিশিষ্ট। ঈর্ষ্যাশীল, কোপনস্বভাব। হিংসাযুক্ত।

ঈর্ষিত (ত্রি) ঈর্ষাস্য সংজাতা ঈর্ষা-ইতচ্। সঞ্জাতের্ষ্যা,

যাহার ঈর্ষা জন্মিয়াছে। ("পত্যুর্বার্দ্ধক্যমীর্ষিতং ... প্রসবনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ।" হিতোপদেশ। পতি বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে স্ত্রীর ঈর্ষা জন্মে এবং তখন যদি গর্ভ হয় তবে ঐ গর্ভ রমণীর বিনাশের কারণ হইয়া উঠে।

ঈলি (স্ত্রী) ঈড্যতে স্তূয়তে ঈড়-কি। ডস্য লঃ। খড়্গাকার ছুরিকা বিশেষ। খড়্গের মতন এক প্রকার ছুরি। হ্রস্বগদাকৃত হস্ত-দণ্ড বিশেষ। সোঁটা, করছুরী, একধারা নামক যবনাস্ত্র বিশেষ। (রায়মুকুট ও ভরতমল্লিক 'ইলি' এইরূপও পাঠ করেন।)

ঈলিকা (স্ত্রী) ঈ.ল-স্বার্থে কন্ টাপ্। [ঈলি দেখ।]

ঈলিত (ত্রি) ঈড-ক্ত। স্তুত, যাহার স্তব করা হইয়াছে, প্রশংসিত।

ঈলী (স্ত্রী) ঈড়-কি ঙীপ্। [ঈলি দেখ।] ইহার এই কএকটা পর্য্যায় পাওয়া যায়—ঈলি। ঈলিকা। ঈলী। করপালী। করপালিকা। গুপ্তিকা। এই অস্ত্র অতি যত্নের সহিত লোকে সর্ব্বদা হাতে রাখে, সুতরাং উহার নাম করপালিক ও গুপ্তা হইয়াছে।

ঈশ (অদা° আত্ম° অক° সেট্) ১ ঐশ্বর্য্য। ২ প্রভুত্ব। ঈষ্টে, ঈশিষে। ঈশিধ্বে। ঈশাঞ্চক্রে। ঐশিষ্ট। অধীগত্যর্থদয়েশাং কর্ম্মণি। পা ২। ৩। ৫২। স্মরণার্থ ও দয় ঈশ ধাতুর যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। যথা সর্পিষ ঈষ্টে। ঈশঃ সে। পা। ৭। ৭৭। স পরে থাকিলে ঈশ ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। ঈশিষে। ঈশিষ্ব। নেড্বশি কৃতি। পা ৭। ২। ৮। বশ্ প্রত্যাহার কৃৎ পরে থাকিলে ইট্ আগম হয় না। যথা ঈশিতা। ঈশিতুম্।

ঈশ (ত্রি) ঈশ-ক। ১ ঈশ্বর, প্রধান। ২ প্রভু, স্বামী। ৩ শিব, মহাদেব। ৪ বিষ্ণু। ৫ নেতা, নায়ক। (ঈশঃ প্রভৌ মহাদেবঃ। (মেদিনী।)

ঈশলাঙ্গলিয়া, লতাবিশেষ। (Gloriosa Superba) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাদেশে জন্মে, বঙ্গদেশে ইহাকে ঈশেলাঙ্গলিয়া বা বিষলাঙ্গলিয়া বলে। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায়—গর্ভঘাতিনী। অগ্নিজিহ্বা। অগ্নিমুখী। লাঙ্গলী। শৈরি। দীপ্তা। হলিনী। কলিহারী। বহ্নিচক্রা। করহারী। কলিনী। শুক্রপুষ্পিকা। বিশল্যা। অগ্নিশিখা। ইন্দ্রপুষ্পা। প্রথমা। বিদ্যুজ্জ্বলা। কলিকারী। হলা। নক্তা। অনন্তা। বহ্নিচক্রা। গর্ভনুৎ। ইন্দ্রপুষ্পিকা। বিদ্যুজ্জ্বালা। ব্রণহৃৎ। পুষ্পসৌরভা। স্বর্ণপুষ্পা। বহ্নিশিখা। অগ্নিজ্বালা। লাঙ্গলিকা।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সারক, কফ ও বাতনাশক, গর্ভান্তঃশল্যনিষ্ক্রামক। শাকের গুণ—তীক্ষ্ণ; কটু, তেজ, গরম, তুবর, রেচক, ক্ষার, হাল্কা, পিত্ত ও কফকর এবং কফ, শোথ, ব্রণ, শূল, কৃমি ইত্যাদি রোগনাশক। গর্ভপাতক।

এই গাছ (মুসলমান) হাকিমী গ্রন্থে লাঙ্গলী ও কুলহারী নামে গৃহীত হইয়াছে। এই লতা ভয়ানক বিষাক্ত বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, যে ইহাতে কোনরূপ বিষজনক অনিষ্ট ঘটে নাই। তৎপরিবর্ত্তে সারক, পরিবর্ত্তক ও জ্বরনাশক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই লতানিয়া গাছ বর্ষাকালে উদ্গত হয়। ইহার ছাল কষায় ও কিঞ্চিৎ কটু।

ঈশসখ (পুং) ঈশস্য সখা, ততষ্টচ্ সমাসান্তঃ। কুবের।

ঈশা (স্ত্রী) ঈশ-অ-টাপ্। (অমরটীকায়াং ঈষা-ক টাপ্। ইতি তালব্যান্তশ্চ।) ১ লাঙ্গলদণ্ড। (ঈশলাঙ্গলদণ্ডঃ স্যাৎ। অমর। ১১। ১৪) ঈশস্য ভার্য্যা আপ্। ২ শিবপত্নী, দুর্গা। ঈশস্য প্রভোঃ পত্নী। ৩ স্বামীর স্ত্রী। প্রভুর স্ত্রী।

ঈশত্ব (ক্লী) ঈশস্য ভাবঃ ত্ব। ঈশিত্ব, নায়কের ভাব।

ঈশন (ক্লী) ঈশ-ল্যুট্। নিয়মন। শাসন, শিক্ষা।

ঈশাদণ্ড (পুং) ৬তৎ। গাড়ী প্রভৃতির চাকার মধ্যে যে দণ্ডাকার কাঠ দিতে হয় তাহার নাম ঈশাদণ্ড।

"যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম॥" বিষ্ণুপু। ২। ৮। ২।

নয় যোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যরথ বিস্তৃত। ইহার ঈষাদণ্ড তাহার দ্বিগুণ। (১৮ হাজার।)

ঈশাদন্ত (পুং) ঈশেব দীর্ঘো দন্তোঽস্য বহুব্রী। হস্তী।

ঈশাধ্যায় (পুং) ৬তৎ। ঈশোপনিষৎ।

ঈশান (ক্লী) ঈশ-চানশ্। জ্যোতিঃ। (ঈশানং জ্যোতিষি ক্লীবং পুংলিঙ্গঃ স্যাৎ ত্রিলোচনে। মেদিনী।) ঈশশক্তিসম্পন্ন বুঝাইলে (ত্রি) তিন লিঙ্গই হয়।

ঈশান (পুং) ঈশ-(তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। পা ৩। ২। ১২৯।) ইতি চানশ্। ১ মহাদেব। ২ একাদশ রুদ্রের মধ্যে রুদ্রবিশেষ। ৩ শিবের অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি। ৪ রুদ্রসংখ্যা (১১)। ৫ আর্দ্রা নক্ষত্র। ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ঈশান;—ঈশানশব্দে আর্দ্রাকেও বুঝায়। ৬ সাধ্য দেববিশেষ।

ঈশানকোণ (পুং) ঈশানাধিষ্ঠিতঃ কোণঃ শাকতৎ। পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কোণ। ঐ কোণের অধিপতি শিব।

ঈশানজ (পুং) ঈশানে ইন্দ্রস্য কল্পে জাতঃ, ঈশান-জন ড। ঈশানকল্পভব। (সৌধর্ম্মেশান-মাহেন্দ্র-ব্রহ্মলান্তকজাঃ। শুক্রসহস্রারানতপ্রাণতজা আরণাচ্যুতজাঃ। হেম। ২। ৭।)

ঈশানবর্ম্ম, একজন প্রাচীন মৌখরীরাজ। ইহাঁর মহিষীর নাম লক্ষ্মীবতী। মগধরাজ কুমারগুপ্ত ইহাঁকে পরাজয় করেন। (F. Fleets, Inscrip. Ind. III. 209, 221)

ঈশানাদিপঞ্চমূর্ত্তি (স্ত্রী) ঈশান আদির্যাসাং তাদৃশঃ পঞ্চমূর্ত্তয়ঃ। মহাদেবের পাঁচটী মূর্ত্তির নাম—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত। (তন্ত্রসার)।

ঈশানাধ্যুষিত (পুং) ঈশানেন অধ্যুষিতঃ। তীর্থবিশেষ। (ভারত। ৩। ৮৪। ৮।)

ঈশানী (স্ত্রী) ঈশানস্য পত্নী ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ শমীবৃক্ষ।

ঈশাবাস্য (ক্লী) ঈশা বাস্যং পদং বর্ত্ততে অর্শ আদ্যচ্। উপনিষৎগ্রন্থভেদ।

ঈশিতৃ (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ-তৃচ্। অধিপতি, প্রভু।

ঈশ্বর, প্রধান, সমর্থ। "অধিপস্ত্বীশো নেতা পরিবৃঢ়োঽধিভূঃ। পতীন্দ্রস্বামীনাথার্য্যাঃ প্রভুঃ ভর্ত্তেশ্বরো বিভুঃ। ঈশিতেনো নামকশ্চ। হেম। ৩। ২৩। (তদীশিতারং চেদীনাং ভবাংস্তমবমংস্ত মা।" মাঘ।)

ঈশিতব্য (ত্রি) ঈশ-তব্য। ১ অধীন, যাহার প্রতি আধিপত্য করা যায়, সেই ব্যক্তি বা বস্তু। ভাবে তব্য। ২ ঐশ্বর্য্য।

ঈশিতা (স্ত্রী) ঈশিন্-ভাবে—তল্। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রথম ঐশ্বর্য্য। সকলের উপর আধিপত্য খাটান। (ঈশিতাচাষ্টমৈশ্বর্য্যে। শব্দাব্ধি।)

ঈশিত্ব (ক্লী) ঈশিনো ভাবঃ ঈশত্ব। ঐশ্বর্য্য, যাহাতে স্থাবর জঙ্গমাদি জীবজন্তু সকল বশীভূত হয়, তাদৃশ যোগজন্য ধর্ম্মবিশেষ, ঐ শক্তি জন্মিলে জগৎ বশ্য হইতে পারে। (লঘিমাবশিতেশিত্বম্। হেম। ২। ১১৬।)

ঈশিন্ (ত্রি) ঈশ-ণিনি। ১ ঈশ্বর। ২ পতি। ৩ প্রভু। (শংসেদ্গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে। মনু ৭। ১১৬।)

ঈশোপনিষদ্ (স্ত্রী) ঈশা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থা উপনিষদ্-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্ কর্ম্মধা। ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিবার প্রধান উপায় জানিবার শাস্ত্র বিশেষ।

ঈশ্বর, সঙ্গীতশাস্ত্রকার। ভরত মুনি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন। ২ রামস্তোত্র ও বিষ্ণুস্তুতি নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ঈশ্বর (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ—(স্থেশভাসেতি। পা ৩। ২। ১৭৫।) বরচ্। ১ শিব। ২ ব্রহ্ম। ৩ পরমেশ্বর। ৪ কামদেব। ৫ নিয়ন্তা। ৬ প্রভবাদির মধ্যে একাদশ বৎসর। ৭ আঢ্য। ৮ স্বামী। ৯ ঐশ্বর্য্যশালী। ১০ রাজবিশেষ। (ঈশ্বরঃ শম্ভুকাময়োঃ। নাঢ্যঃ প্রভৌ তু ত্রিলিঙ্গম্। শব্দাব্ধি।) (ঈশ এবাহমত্যর্থং ন চ মামীশতে পরে। দদামি চ সদৈশ্বর্য্যং ঈশ্বরস্তেন কীর্ত্ত্যতে। স্কন্দপুং।) আমিই সকলের অতিশয় নিয়ন্তা, আমার নিয়ন্তা নাই, আমি সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্য দান করি, এ জন্য লোকে আমাকেই ঈশ্বর বলে।

। *। জগতের প্রথম অবস্থায় মানব যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিত, যাহাকে দেখিলে প্রফুল্ল হইত, যাহাকে দেখিলে ভয় পাইত, যাহা দ্বারা তাহাদের উপকার হইত; তাহাকেই ভক্তি করিত, পূজা করিত। কালে যতই তাহাদের একটু জ্ঞানোন্মেষ হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিয়া দেখিল—যাহাদের ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা জন্মে, তাহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? তাহাদের পিতার পিতা কে? কে তাহাদের সৃষ্টি করিল?—এই যে তরুগুল্মলতা দেখিতে পাই, ইহারা কি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়াছে? এই যে অগ্নি দাহ করিতেছে, ইহার দাহিকাশক্তি কোথা হইতে আসিল? আকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারাসকল উঠিতেছে, তাহাদের রূপে জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিকট কতই উপকার পাইতেছি। কে তাহাদের স্রষ্টা? যে শক্তিতে চন্দ্রসূর্য্য উদিত হয়, যে শক্তিবলে তাহারা কিরণ দান করিতেছে, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? এইরূপ চিন্তা যখন মানবের মনে উদিত হইল, তখনই তাহারা এক অজ্ঞাত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তখন হইতে তাহারা সেই অজ্ঞাত পুরুষকে জানিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইল;—ইহাই ঈশ্বরত্বের প্রথম সোপান। আমাদের চিরারাধ্য বেদসংহিতায় এই মহাতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, সোম, বনস্পতি প্রভৃতির আরাধনা করিতেন। সেই সময় হইতে আর্য্য ঋষির মনে ঈশ্বরচিন্তা উদ্ভূত হইল, আর্য্যঋষি ভাবিলেন—

"অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্ত স্তম্ভ ষ [illegible] মা রজাংস্যজস্য
রূপে কিমপি স্বিদেকং॥ ঋক্‌সংহিতা ১। ১৬৪। ৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জ্ঞানিগণের কাছে জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি; যিনি এই ছয়লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি এক অজ রূপে বাস করেন?

আর্য্যঋষি স্থির করিলেন, সেই অসীম অনন্তময় দৌষ্পিতা হইতে সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই তিনি প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেন—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষং
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥"

(ঋক্ ১।৮৯।১০, বাজসনেয় ২৫।২৩, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৩।৩, নিরুক্ত ৪।৪।২।)

অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা ও পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চ শ্রেণীলোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

সামসংহিতায় ঈশ্বরতত্ত্ব আরও সুপরিষ্কার হইল—ঋষি গাইলেন—

২ ১।২। ৩২ ৩১। ২। ৩২
"যদ্দ্যাব ইন্দ্র! তে শত ৺ শতং ভূমী রুত স্যুঃ।
১ ২ ৩২৩ ২৩ ২৩২৩১২৩ ১২
ন ত্বা বজ্রিংৎ সহস্র ৺ সূর্য্যা অনু ন জাত মষ্ট রোদসী ॥"

সাম ১।৩।২।৪।৬।

হে ইন্দ্র! তোমার পরিমাণার্থে যদি সমস্ত দ্যুলোক শত সংখ্যক হয় এবং সমস্ত পৃথিবীও শত সংখ্যক হয়, তবু তাহারা তোমায় ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। হে বজ্রিন্! তোমায় সহস্র সহস্র সূর্য্যও অনুভব করিতে পারিতেছেন না, অধিক কি দ্যাবাপৃথিবীও তোমাকে ব্যাপিয়া উঠিতে পারেন না।

সেই প্রাচীন কালেই আর্য্য ঋষি স্থির করিলেন, সেই পরমাত্মাই (ঈশ্বর) জ্ঞান দান করেন। ঋষি সামগান করিলেন—

২৩ ১২৩১২ ৩২ ৩২৩ ১২
"ইন্দ্র! ক্রতুন্ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
১৩ ৩১ ২৩ ১২ ৩১ ২।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত! য়ামনি জীবা জ্যোতি রশীমহি ॥"

সাম ১।৩।২।২।৭।

হে ইন্দ্র! সর্ব্বভূত-প্রকাশকপরমাত্মন্! পিতা যেমন পুত্রদিগকে বিদ্যা বা ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে আত্মবিষয়ক জ্ঞানধন প্রদান কর। হে পুরুহূত! আমরা জীবগণ যেন সকলের পাইবার যোগ্য পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পরজ্যোতিঃ সেবা করি।

(সায়ণভাষ্যসঙ্গত অনুবাদ. *)

অথর্ব্বসংহিতায় কালই ঈশ্বরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নামসমাহিতম্।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭।

অথর্ব্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৫৩ সূক্ত।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ বেদের সংহিতাভাগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের আভাস মাত্র দেখাইলেন।

যে বীজ সংহিতায় অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম,—বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশে তাহাই যেন মুকুলিত হইল।

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের প্রথমাংশে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষি দেখিলেন, কেবল কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইতে পারে সত্য, সেই মহাপ্রভুও প্রীত হইতে পারেন এবং আমরাও যথেষ্ট ইহসুখ লাভ করিতে পারি; কিন্তু সেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কি? কিরূপ আচরণ করিলে মানব অনন্তসুখ লাভ করিবে, ঈশ্বরে বিলীন হইবে? তখন সকলেই জ্ঞানের জন্য লালায়িত হইয়াছেন; জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য, জ্ঞানতত্ত্বে ঈশ্বরকে জানিবার জন্য, জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে বিলীন হইবার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় জ্ঞানময় ঈশ্বরের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সময় বুঝিয়া বৈদিক ঋষি জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্র ও সোম প্রভৃতি দেবতা পরমাত্মার নাম মাত্র।

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।" ঋক্ ১০।১১৪।৫।

পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছে, বুদ্ধিমান্ কবিগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্ব্বক নানাপ্রকার বর্ণনা করেন। [নিরুক্ত ৭।৪ দেখ।]

উপনিষদে ঐ পরমাত্মতত্ত্বটী সুন্দররূপে বুঝান হইল। জ্ঞানপিপাসু জানিতে পারিলেন—

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥"

কঠবল্লী ৩।১১।

মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবীর আদি বীজ সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা

* যদি ঋক্সংহিতা ও অপরাপর বেদে ইন্দ্রের জন্মকথা ও তাঁহার পিতামাতার কথা পাওয়া যায়; তাহা বৈদিক ঋষিগণের প্রথম অবস্থার কথা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহার পরেই ইন্দ্র অজর, অমর, অসীম ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩।২) ইন্দ্রের উক্তিতে আছে—ইন্দ্রই প্রাণ, তিনিই প্রত্যজ্ঞাত্মা! সেই প্রত্যজ্ঞাত্মার ধ্যান করিলে অক্ষয় ও অমর স্বর্গলাভ হয়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।১।১ দেখ]

পরমাত্মা আরও সূক্ষ্ম হন, সেই পুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছু নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" কঠ ২। ১৮।

সেই পরম পুরুষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোন কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। তিনি আপনিও আপনার কারণ নন। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে তিনি বিনষ্ট হন না।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ ২। ১। ৩।

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥" ঐ ২।১।৪।

অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্ সকল কর্ণ, তাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্যই বেদ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

এইরূপে জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত হইল। ঋষিগণ প্রচার করিলেন, আত্মাই ঈশ্বর। কিন্তু এই ঈশ্বরকে কে দেখিতে পায়?

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"
কঠোপনিষৎ ৩। ১২।

আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও অবিদ্যার মায়াতে আচ্ছন্ন থাকায় অজ্ঞানীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মূর্খলোকে আত্মার দর্শন পান না, সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। [পরমাত্মা শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।] তখন ঋষিগণ মানবকে শিক্ষা দিলেন।

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥"
কঠ ৩। ৮।

যাঁহার বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ, যাঁহার মনোরূপ রজ্জু নিজবশে থাকে, যিনি সর্ব্বদা সংকর্ম্মান্বিত, তিনিই পরমপদ (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন, সে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না।

উপনিষদে যেরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, যেরূপে মানব ঈশ্বরে লয় হইবে, যেরূপে ইহসংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, মায়া মোহ দূর হইবে, তাহা সকলই নির্ণীত হইল। এই সময়ে জ্ঞানস্রোতে ভাসিয়া কল্পনার তরঙ্গে ভাবভরা হইয়া মানবের মনে ঈশ্বরবিষয়ক নানাপ্রকার ভাব উদিত হইতে লাগিল। নানাভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা, কেহ বা আরণ্যক ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই মতবিভিন্নতার জন্য ক্রমে আর্য্যঋষিগণের মধ্যে নানাপ্রকার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কোন ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিয়া বনবাসী ঋষিগণকে যাগাদি কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কোন ঋষি গৃহ্যসূত্র প্রচার দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মকাণ্ডের রীতি নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সময় একদিকে যেমন কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য বাড়িল, অপরদিকে সেইরূপ ঋষিগণ দর্শনসূত্র প্রণয়ন করিয়া জ্ঞানবলে ঈশ্বরের সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকল দর্শনসূত্রেও মতবিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্যসূত্রে কপিলমুনি স্থির করিলেন—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" ১। ৯২।

যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।"
৫। ২।

ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কারণে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফলরূপ পরিণামের নিষ্পত্তি সপ্রমাণ হয় না।

"নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ।"
৫। ৬৫।

আত্মা বা অবিদ্যা উভয়েই জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কেননা (আত্মা) নিঃসঙ্গ।

"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।" ৬। ৪৫।

পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।" ৫। ১০।

নিত্যেশ্বর আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণের (প্রত্যক্ষের) অভাব রহিয়াছে। তবুও যদি বল নিত্যেশ্বর আছেন, তাহা হইলে—

"স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।" ৫। ৩।

সামান্য লোকের ন্যায়, তাহার নিজের স্বার্থপূরণের জন্য অধিষ্ঠান। (কেন না তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন।)

"লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।" ৫। ৪।

(তবে নিশ্চয়ই তিনি) লৌকিক রাজার ন্যায় হইতেছেন। (তাহা হইলে তিনি জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।)

"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।" ১। ৬৯।

মূলের (প্রকৃতির) মূল নাই, সুতরাং মূল (প্রকৃতি) মূলশূন্য। (অতএব মূলশূন্য প্রকৃতই জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে।)

"প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ।"

বস্তুতঃ প্রকৃতিতে পুরুষের অধ্যাসসিদ্ধ হইয়াছে, কেননা বেদই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পুরুষ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল, (আত্মা হইতে নয়।)

ঈশ্বরবাদী ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভশব্দে যেমন ঈশ্বরকে বুঝেন, কপিল সেইরূপ সমুদয় জীবের এক আদিবীজ পুরুষকে স্বীকার করিলেন।

"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" ৩। ৫৭।

এই প্রকার (প্রকৃতিলীন) জন্যেশ্বর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

"প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-কুঙ্কুমবহনবৎ।"

(সেই) প্রধানের জগৎসৃষ্টি অপরের জন্য, কারণ উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের মত তিনি নিজে ভোক্তা নন।

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" ৫। ৭২।

প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া, সকলি অনিত্য। (অতএব প্রকৃতি-পুরুষই জগতের উপাদান কারণ হইতেছেন।)

অবশেষে মহর্ষি কপিল স্থির করিলেন, ধারণা, ধ্যান, আসন, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্য দ্বারাই মোক্ষ হয়। [সাংখ্যসূত্র ৩। ৩০-৩৬ দেখ।]

যোগসূত্রে পতঞ্জলি মুনি প্রকাশ করিলেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" ১। ২৪।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কালত্রয় হইতে পৃথক্ ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" ১। ২৫।

তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" ১। ২৬।

তিনি পূর্ব্বতন (আদি সৃষ্টিকর্ত্তা) দিগেরও গুরু। কোন কালের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নন।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ১। ২৭। প্রণব তাঁহার বোধক।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" ১। ২৮।

সেই প্রণবের জপ ও তাঁহার অর্থের ধ্যান করাই উপাসনা।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" ১। ২৯।

(পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া আসে) তখন তাহার প্রত্যক্‌চৈতন্যের জ্ঞান (অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মাসম্বন্ধীয় জ্ঞান) জন্মে। তখন আর কোন বিঘ্নই থাকে না, (নির্ব্বিঘ্নে সমাধিলাভ হয়।)

কণাদ ঋষি ঈশ্বর অথবা পুরুষ নামে কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, (এজন্য অনেকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন) কিন্তু তিনিও যে গৌণরূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে—

"বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্।" বৈশেষিক ৫। ২। ৭।

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চার হয়, অদৃষ্টই তাহার কারণ।

"অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।" ৫। ২। ১৭।

অপসর্পণ, উপসর্পণ, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সংযোগ অদৃষ্ট হইতেই উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া অন্যান্য স্থলে অদৃষ্টকে অনেক বস্তুর কারণ বলা হইয়াছে। ইহাতে এই জানা যায়, কণাদ-কথিত অদৃষ্টই অর্থাৎ যাহার কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাই ঈশ্বর। কণাদমতে অদৃষ্ট-কারণ-বিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। [পরমাণু দেখ।]

মহর্ষি গৌতমের মতে—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।" ন্যায়সূত্র ২। ১। ১৯।

ঈশ্বর কারণ, কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না। [ন্যায় দেখ।]

গৌতমের মতে পরমেশ্বরের নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কতিপয় গুণ আছে। তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন। জৈমিনি ঋষির মতে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। তৎকৃত পূর্ব্ব মীমাংসায় (১২। ১। ৩৬) "ব্রহ্মাপীতি চেৎ।" এই সূত্রের দ্বারা তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি বাদরায়ণ সমগ্র উপনিষদের সার গ্রহণ করিয়া বেদান্তসূত্রে সুন্দররূপে ঈশ্বরতত্ত্বের মীমাংসা করিলেন।

তিনি কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" বেদান্ত ১।১।২।

যাঁহা হইতে জন্মাদি (উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ) তিনিই ব্রহ্ম।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" ১।১।১২।

পরমাত্মবিষয়ে আনন্দ শব্দের বহু উচ্চারণ দেখা যায়, (সেই হেতু শ্রুতি-উক্ত আনন্দময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নন।)

"নেতরোঽনুপপত্তেঃ।" ১।১।১৬।

কেননা, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। (পরমাত্মা ও জীব ভিন্ন।)

"গতিসামান্যাৎ।" ১।১।১০।

সমানরূপে চেতনেরই জগৎ কারণতা প্রতীত হয়।

"শ্রুতত্বাচ্চ।" ১।১।১১।

শ্রুতির মতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগৎকারণ।

"অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।" ১।২।৩।

ব্রহ্মে জীবধর্ম্ম খাটিতে পারে, কিন্তু জীবে ব্রহ্মধর্ম্ম খাটান যায় না।

"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" ২।৩।৪১।

কি কর্ত্তৃত্ব কি ভোক্তৃত্ব সমস্তই পরমাত্মার অধীন।

[পরমাত্মা ও বেদান্ত দেখ।]

প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব মত ছাড়া, বেদান্তের অপরাপর মত অনেকাংশে সাংখ্যের সহিত ঐক্য দেখা যায়।

যাহা হউক, এতদিন যে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল, দর্শনকারগণের মধ্যে স্ব স্ব বিভিন্ন মত লইয়া বিবাদ চলিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই গোলযোগ নিবারণ করিলেন, সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্গত বিশুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিলেন। বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের একত্র মিলন হইল, শ্রীকৃষ্ণ-প্রোক্ত ভগবদ্গীতা তাহার পরিচায়ক। বাস্তবিক ভগবদ্গীতার তুল্য সার্ব্বজনিক উপদেশশাস্ত্র এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

গীতায় ভগবান্ সাংখ্যের 'প্রধান' যোগের 'ঈশ্বর', বৈশেষিকের 'পরমাণু', ন্যায়ের 'কারণ', মীমাংসার 'ব্রহ্ম'কে, ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড উভয়ের দ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

তাঁহার মতে—

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ ২১
যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ২৪

গীতা ৪ অঃ।

"যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও পরিগ্রহ সকল পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভোগী হন না। যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, শত্রুবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে জড়িত হন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্রুক্ স্রবাদি পাত্রসকল ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। এই প্রকার কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।"

এইরূপে ভগবান্ কর্ম্মযোগীকে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। পরে প্রকাশ করিলেন—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" গীতা ৬।৩।

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়।

এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের মিলন হইল, একটী অভাবে অপরটী হইতে পারে না, তাহাই গীতায় ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মতে (উপনিষদোক্ত) যিনি অজ, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ তিনিই ব্রহ্ম। [গীতা ৮।২] তিনি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও মায়ায়

অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে প্রলয়কাল বিলীন কর্ম্মাদি-পরবশ ভূতসকল সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি সেই সকল সৃষ্টির আয়ত্ত নন। মায়া তাঁহার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। * তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। [গীতা ৮। ৯] তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। †

ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবে ডাকেন, তিনি সেই ভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোক সকলেই সেই পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। [গীতা ৯। অঃ দেখ]

এইরূপে গীতায় সর্ব্ববাদিসম্মত ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হইল। গীতায় ঈশ্বরের অবতারের কথা নির্দ্দিষ্ট হইলে, পুরাণে সেই মহাপুরুষের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইল। সকল পুরাণের মতে ঈশ্বর নিজ মায়ায় সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

মাৎস্যে লিখিত আছে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, ও তমোগুণ রুদ্রস্বরূপ। তিন দেবতা রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

"সত্ত্বরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৪
কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥ ১৫
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥"

মাৎস্য ৩ অঃ ॥

পুরাণে ঐ তিন দেবতার উপাসনাই বর্ণিত আছে এবং ঐ ত্রয়ীমূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরভাবে পূজিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহামায়া লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী ও অনেকগুলি দেবতার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধিবিশিষ্ট পরাতীত পরব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

সকল পুরাণেই ঈশ্বরের সাকার উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। পুরাণ মতে এই উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে দেশে জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ্ ও দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে স্থানে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানপ্রধান দেশে সেই জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরের রূপকল্পনা কিরূপে অবধারিত হইল? যাঁহাকে নিরাকার বলা হইল, তাঁহার আবার আকার কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি?

পুরাণকার ব্যাসদেব দেখিলেন, যেমন সময় পড়িয়াছে, তদনুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা প্রচার করা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে অনেকেই যাইতে চাহেন বটে, কিন্তু সহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন না, কিরূপে আমরা সেই পরমেশ্বরের কল্পনা করি। কর্ম্ম করিতেছি বটে, জ্ঞানালোচনাও করিতেছি বটে, কিন্তু কৈ, মন ত তৃপ্ত হইতেছে না। আমি সংসারী, সংসারবন্ধনে প্রায় নিয়তই জড়ীভূত! যেটুকু সময় পাই, তাহাতে মন এমন স্থির হয় না, যাহাতে সেই নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ভাবিতে পারি। সংসারে এমন নিভৃত স্থান খুঁজিয়া পাই না, যেখানে থাকিয়া মনকে স্থির করি, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারি। যেটুকু সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করি, তাহাতে ত মন শান্ত হয় না, প্রাণে ত ভক্তি আসে না, কেবলমাত্র সংসার-বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়! তবে সংসারে থাকিয়া কিরূপে সেই

---

* বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ (গীতা ৯ অঃ)

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা পরবশ প্রাণিসমূহকে বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমি সেই সৃষ্ট কর্ম্মের আয়ত্ত নই। আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমার অধিষ্ঠান হেতুই জগৎ নিয়তই পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন) হইতেছে!

† "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৮ (গীতা ৪ অঃ)

আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও নিত্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মারে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

পরম পিতাকে জানিতে পারিব? এই সংসারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, যাহাতে তাহারা সহজেই ঈশ্বরকে বুঝিতে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্তই ভক্তিপ্রধান অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সকলের কল্পনা সৃষ্টি হইল।

ইতি পূর্ব্বেই ভগবান্ গীতায় প্রচার করিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" ৯।২৬।

যে ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযমী ব্যক্তির দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি।

পুরাণে তাই পত্র, পুষ্প, ফল ও জল লইয়া সহজ উপাসনা প্রচারিত হইল। তখন পৌরাণিক ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া সাকার উপাসনা প্রচার করিলেন। যাহার যে রূপে ভক্তি হইবে, সে সেই রূপকেই পূজা করিবে, এই জন্য পুরাণকার ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। * ইহাও সকলকে বারংবার বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ নহে, কল্পনা মাত্র। (মার্ক পু ৪ অঃ।)

পুরাণের মতে তিনিই পুরুষ, দ্বিজাতিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহেন এবং লয়কালে তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন।

"পুরাণে পুরুষঃ প্রোক্তো ব্রহ্ম প্রোক্তো দ্বিজাতিষু।
ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তমুপাস্যমুপাস্মহে॥"

গরুড় ২ অঃ।

এখন পুরাণে গীতার সেই মূল তত্ত্বটী প্রচারিত হইল।

"ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"

গীতা ১২ অঃ।

যাহারা আমার (ঈশ্বরের) প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা জিতেন্দ্রিয়, সকলকে সমান দেখে ও যাহারা অক্ষর, অনির্দ্দিশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ ও নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহী অতি-কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ। যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ পায়। যাহারা আমার প্রতি সকল নির্ভর করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

* আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের শরীর সম্বন্ধীয় যে যে কথা বলা হইয়াছে সে সমস্তই রূপক। বেদান্তসূত্র স্পষ্ট বলিতেছেন—

"আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত গৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ।" ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১ ইত্যাদি।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে স্পষ্টই জানা যায়, যে পুরাণোক্ত ঈশ্বরের অবতারে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত সত্যঘটনা নয়, সমস্তই রূপক। এখানে একটী প্রমাণ দেওয়া গেল,—

ভগবানের কূর্ম্ম অবতারে সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান পাঠে ইহাই উপলব্ধি হয়—

"দেহিমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত। তাহার কর্ত্তব্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিবেকাদি দেবতার সাহায্যে কৈবল্যরূপ অমৃত উৎপাদন করা। কিন্তু এ বড় সাধারণ কথা নয়! ইন্দ্রিয়রূপী অসুরগণ সহজে বশীভূত হয় না। কাজেই ভগবান্ প্রথমে বিবেকাদি দেবতাগণের সহিত তাহাদের মিলন করাইলেন। তখন ইন্দ্রিয়াদির অধি-পতি মোহ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সন্ধি করিয়া উভয় দলে বুদ্ধিকে মন্থন দণ্ড এবং আশাকে রজ্জু করিয়া শ্রুতিসমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইল। আত্মা কূটস্থ, তাই কূর্ম্ম উপাধিবিশিষ্ট আত্মা মন্দার নামক দেহকূটে অবস্থিত রহিলেন। মন্থনে প্রথমেই উপসর্গরূপ কালকূটের উৎপত্তি হয়, মহাদেবরূপ তমোলয়কারী গুরুদেব তাহা পান করিয়া শিষ্যগণের ব্যাঘাত নিবারণ করিলেন। (কারণ প্রথমে গুরুকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে শিষ্যের জ্ঞান জন্মে।) পরে নির্ব্বিঘ্নে বেদাভ্যাস আরম্ভ হইল। ক্রমে যজ্ঞরূপ সুরভি, ঐশ্বর্য্যরূপ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সাংখ্যযোগরূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাঙ্গযোগরূপ অষ্ট দিগ্-হস্তী, অষ্টসিদ্ধিরূপা অষ্টহস্তিনী, জীবোপাধিক কৌস্তুভ মণি, আত্মো-পাধিক পদ্মরাগ মণি, চিত্তোল্লাসজনক আনন্দময় পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা, শ্রদ্ধাদি অপ্সরাগণ, চিৎশক্তিরূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যারূপী বারুণী উৎপন্ন হইলেন। পরিশেষে কৈবল্যামৃত হস্তে জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ অমৃতরূপ কৈবল্য প্রাপ্তির অযোগ্য। তাই ভগবান্ বিদ্যারূপা মোহিনীর বেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া, বিবেকাদি দেববর্গকে তৎপ্রদানে চিরজীবী করিলেন। এই সময় তমঃ * গুপ্তভাবে অমৃত পান করে, রজঃ ও সত্ত্বরূপী চন্দ্রসূর্য্য উহার পরিচয় দেন। তখন অন্তর্যামী ভগবান্ জ্ঞানতত্ত্বরূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

* রাহুর একটী নাম তমঃ।

এখন সংসারী বুঝিতে পারিল ভক্তিসহকারে সেই ইষ্ট-দেবের উপর সকল সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধ্যান উপাসনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে পুরাণে ঈশ্বরের নানারূপ কল্পিত হইয়াছে, উহা কেবল সাধকের সুবিধার জন্য। বস্তুত ঐ নানারূপ কল্পনা রূপক মাত্র। পুরাণে যে ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি নানা দেহধারণপূর্ব্বক অবতার হইবার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়; তৎবিবরণ পাঠে এই উপলব্ধি হয় যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সুর, নর, তির্য্যগাদি যাবতীয় জীবের আভাস-রূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহার পরিচায়ক। তন্ত্রে সেই ঈশ্বরকে আকর্ষণশক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"কালাকর্ষণরূপা চ বুদ্ধ্যাকর্ষণরূপিণী।
অহঙ্কারাকর্ষিণী চ সর্ব্বাকর্ষস্বরূপিণী॥
রসাকর্ষণরূপা চ গন্ধাকর্ষণরূপিণী।
চিত্তাকর্ষণরূপা চ ধৈর্য্যাকর্ষণরূপিণী॥
বীজাকর্ষস্বরূপা চ তথা চাকর্ষিণী পুনঃ।
অমৃতাকর্ষিণী দেবী শরীরাকর্ষিণী তথা॥"

বারাহীতন্ত্রে ৬ পটল।

তাই সাধক তন্ত্রে ঘোষণা করিলেন—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ পঃ ৬ অঃ।

চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল ও অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতের জন্য।

এইরূপে সাকার উপাসনা প্রচলিত হইল। সাকার উপাসনার প্রচার হইবার প্রধান কারণ, মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। বিশেষতঃ নিরাকার অক্ষয় অব্যয় ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরের নাম শুনিলে প্রথমে তাঁহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং যাহাতে সহজেই কোনরূপ ধারণা হইতে পারে, এরূপ সাকার মূর্ত্তি হওয়া চাই, সেই আকার অবলম্বন করিলে ধ্যানার্চ্চনা উভয়েই চলিতে পারে। মন নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, নিয়তই নব নব ভাব গ্রহণ করিতে প্রয়াসী। এই জন্য সংসারী সাকার-উপাসক নানামূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করেন। আজ ষোড়শোপচারে দশভুজার মূর্ত্তি পূজা করিলেন, দুইদিন পরে আবার ভয়ঙ্করা ভীষণা মহাকালীর মূর্ত্তি পূজা করিলেন, কিন্তু সাধক জানে যে সেই এক মহাশক্তির উপাসনা করিতেছে, কেবল রূপভেদ ও উপাধিভেদ মাত্র।

এই সময় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীর উদয় হইল।

শাক্ত স্তব করিলেন—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৭
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" ইত্যাদি

মার্কণ্ডেয় ৮৫ অঃ।

"নমো দেবি মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি।
অনাদিনিধনে চণ্ডি! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণন্তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে।"

দেবীভাগবত ১। ৯। ৪০–৪১।

শৈব ডাকিলেন—

"তং প্রপদ্যে মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
বিভূতিঃ সকলং যস্য চরাচরমিদং জগৎ॥"

শিবপু-বায়ুসংহিতা ১। ৭।

বৈষ্ণব ডাকিলেন—

"অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে॥" ইত্যাদি।

বিষ্ণুপু ১। ২। ১৪।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন নামে উপাস্য দেবতাকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সকলেই যে সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই স্তুতি করিতেছেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—

"নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণোঽহং সদাশিবঃ॥
সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥"

মুণ্ডমালা তন্ত্রে ৭ পটল।

সত্য বটে, প্রকৃতি নির্গুণা এবং আমিও (শিব) নির্গুণ; যখন তুমি সগুণা হও, তখন আমি সগুণ (অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্) হই। দেবী যে সগুণা ইহাও সত্য, শিবও নির্গুণ। কিন্তু উপাসকের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই উভয়ে সগুণরূপে কল্পিত হন।

এই সাকার উপাসনা এখনকার সকল সংসারী ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাথমকল্পিক মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দেশ করিতেছে—

"অর্চ্চদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্বস্থিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২০।২৫।

আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য, যাবৎ সে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে আমাকে অবস্থিত জানিতে না পারে।

কিন্তু যখন দেহী জানিতে পারিবে, ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, যখন দেহী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে, তখন আর তাহার প্রতিমার্চ্চনা আবশ্যক নাই। ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২৭।

অনন্তর আমি সর্ব্বভূতে আছি, (জানিতে পারিলে) সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান ও মিত্র জ্ঞান করিবে, এবং সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে (আত্মতুল্য) দেখিবে, (ইহাই আমার প্রকৃত পূজা।)

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা একে একে প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণে চার্ব্বাকাদি ভিন্ন সম্প্রদায়গণ যেরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহাও দেখা আবশ্যক।

চার্ব্বাকের মতে,—ঈশ্বর নাই, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, এ ছাড়া স্বতন্ত্র আত্মা নাই। লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ।

জৈনসম্প্রদায় ঈশ্বর মানেন না। তাঁহাদের মতে জিনদেবই সর্ব্বজ্ঞ মুক্তিদাতা, তিনি সকল প্রাণীর হৃদিপদ্মে জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। জৈনদিগের আচারাঙ্গ ও ভগবতীসূত্র মতে, এক আত্মা সকলের দেহে আছে, এ কথা কি প্রকারে সম্ভব? কারণ, এক আত্মা যদি সকলের দেহে থাকে, তবে একজন সুখী হইলে অপরে কেন সুখী হয় না?—জীব, লোক, সিদ্ধ ও সিদ্ধিতত্ত্ব জানিলে লোক ধর্ম্মপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রাচীন জৈনশাস্ত্রের মত। এখনকার নব্য জৈনেরা সম্পূর্ণ নাস্তিক, তাহারা ঈশ্বর হইতে জগৎ অথবা তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত অনেকটা চার্ব্বাকের মতের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [জৈনতত্ত্বাদর্শ ২ পরিচ্ছেদ দেখ।]

বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়, হীনযান ও মহাযান। হীনযানেরা গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে দেহ ক্ষণভঙ্গুর; ধ্যান, ধারণা ও যোগ দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়, তৎপরে নির্ব্বাণ হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মহাযানেরা শূন্যবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর কথা আদৌ উল্লেখ নাই। যদিও পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা হিন্দুদিগের তন্ত্রোক্ত দেবদেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন—আত্মা, ভোগী, বিনাশী ও ক্ষণস্থায়ী। শূন্যতাই নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়। শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ অবধি অভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের আত্মদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব অভাব-স্বভাব জানিয়া ভবার্ণব অতিক্রম করাই মুমুক্ষুর ধর্ম্ম। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল শূন্য ছিল, তাই শূন্যের আশ্রয় প্রয়োজন। শূন্যব্যতীত সকল মিথ্যা। শূন্যে মনঃসংযোগ করিয়া সমাধিস্থ হইলে ক্রমে দেহী নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। [সমাধিরাজ, মাধ্যমিকসূত্রবৃত্তি ও অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ।]

উক্ত জৈন ও বৌদ্ধ ব্যতীত পূর্ব্বে আরো অনেক সম্প্রদায় ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বর স্বীকার করিত, কেহ বা ঈশ্বরের জড়রূপ স্বীকার করিত, কেহ বা আদৌ ঈশ্বরকে স্বীকার করিত না। [তাহাদের বিবরণ আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় দেখ।]

বৌদ্ধ ও জৈনের প্রাধান্য বাড়িলে, ভারতবর্ষ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হয়। এই সময় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বিধর্ম্মীর করাল কবল হইতে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার করিলেন। তিনি বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভ্রান্তমত নিরাকরণ করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে—

"ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ। অস্মৎ প্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ।" শারীরিকভাষ্য ১।১।

আত্মা যে একবারেই অবিষয়, কোন প্রকার বিষয় (জ্ঞানগোচর) নন, এমন নয়। এই জীবাবস্থায় অস্মদ্ প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন অহং (আমি) এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা

যায় না এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। অবিদ্যা-কল্পিত অহং যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি অহং বৃত্তির বিষয়। আত্মা অপ্রত্যক্ষ নন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ, কেননা জীবমাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং (আমি) রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। বালকেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তাহার মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। অতএব আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহাতে আত্মার অধ্যাস হওয়া বাধা নাই।

"যোৎপত্তিব্র্হ্মণঃ কারণাৎ তত্রৈব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ তে গৃহ্যন্তে। ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বান্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যোবাঽভাবাদ্বা সংসারিণো বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।" শারীরকভাষ্য ১।১।২।

ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি এবং ব্রহ্মেই ইহার লয় হইতেছে। ঐরূপ ঈশ্বর ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড় প্রকৃতি হইতে কিংবা পরমাণু হইতে, অথবা জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীব হইতে এরূপ জগতের এ প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন মত খণ্ডন করিয়া এইরূপে বিশুদ্ধ বেদান্ত মত প্রচার করিলেন—

"অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ॥ ১০৭
অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ॥ ১০৮
বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোষেষন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাং ব্রজেৎ।
বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যাধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
নিয়মস্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্॥ ১০৯
পঞ্চদশী ৬ পরিঃ।

ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নয়, এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলা যায়। যে হেতু, সমস্ত প্রাণিদিগের বুদ্ধি বাসনা সেই ঈশ্বরে অবস্থিত। বুদ্ধি বাসনায় এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে। অতএব বুদ্ধি বাসনা ঈশ্বরের পরাধীন, সুতরাং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। বিজ্ঞান-ময় প্রভৃতি কোষ ও অন্যান্য বস্তুসমূহের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যথানিয়মে নিযুক্ত করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায়। যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর হন, ধীময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি বুদ্ধির অন্তরস্থ হইয়া বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন।

"নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে॥" ১১৯

পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নয়, এ প্রকার আশঙ্কা করিও না, কেননা ঈশ্বরই পুরুষরূপে পরিণত হন।

"রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে।
তুষ্ণীভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ॥" ১২৩

যেমন দিবা ও রাত্রি, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, এবং তুষ্ণীভাব ও মনোরাজ্য প্রভৃতিতে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবকে প্রলয় ও উৎপত্তি বলা যায়।

"মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ॥
আনন্দময় ঈশোঽয়ং বহুস্যামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ॥ ১৩০।

মায়াবী ঈশ্বর নিজ মায়ায় বদ্ধ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব সৃজন করেন। তিনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থাভেদে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তেমনি আমি বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইব এই সঙ্কল্প দ্বারা তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়াছেন।

"ঈশসূত্রবিরাট্ বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥" ১৩৪।

ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষি, অশ্বত্থ, বট, আম্র, যব, ধান্য, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী ও কুদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব হয় এবং পূজিত হইয়া শুভফল প্রদান করে।

"অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্॥
আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্॥"১৩৬

ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতন ও অচেতনাত্মক এই জগৎ সমুদায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে মায়াকল্পিত স্বপ্নস্বরূপ, কারণ আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব উভয়ই মায়া দ্বারা

কল্পিত। এই উভয় হইতে এই সমুদায় বিশ্ব রচিত হইয়াছে।

"ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ॥" ১৩৭

সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প হইতে সর্ব্ববস্তুতে প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ অবস্থাদি হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকল্পিত। [ব্রহ্ম ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

কিছুকাল পরে পূজ্যপাদ রামানুজ প্রচার করিলেন,— ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী। জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্মভাবে তাঁহার অঙ্গরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে। সেই চিৎ ও অচিৎ স্থূলরূপে পরিণত হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তর্যামী হন। ঈশ্বর জীবসমূহ ও জড় জগতের নানা উপকরণে বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন।

চৈতন্যদেবকে রামানন্দ এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বলেন—

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আহ্লাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনী যার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

পরমসাধক রামপ্রসাদ বলেন, মা (শক্তি)ই মূলাধার। তিনি যা করেন, তাই হয়। তাঁহার রূপ কল্পনা করা যায় না। মনেই তাঁহাকে বুঝা যায়, মনে তাঁহার দর্শন হয়। প্রকৃতি পুরুষই বিশ্বের স্রষ্টা। প্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"মন গরিবের দোষ কি আছে?
তুমি বাজীকরের মেয়ে গো শ্যামা,
যেমন নাচাও তেমনি নাচে॥
তুমিই ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
তুমিই ক্ষিতি তুমিই জল ফল ফলাচ্ছ ফলাগাছে॥
প্রসাদ বলে, কর্ম্মসূত্র সূতোর কাট্‌না কেটেছে।
মায়াডোরে বেঁধে জীবে ক্ষেপা ক্ষেপী খেল্ খেলেছে॥"

আবার একদিন তিনি গাহিয়াছিলেন—

"কে জানে কালী কেমন।
ষড়্দর্শনে না পায় দর্শন॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,
ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥"

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মতে, ব্রহ্মের কালীকৃষ্ণাদি রূপধারণ কেবল মায়ার কার্য্য; সেইজন্য ভক্ত কেবল রূপ নামে বদ্ধ থাকেন না। ঈশ্বরকে জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ জানিয়া ভক্ত তটস্থ লক্ষণেও তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। বাদ্যোদ্যম, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, বেদমন্ত্রযুক্ত দেবোৎসবেও তাঁহার আবির্ভাব দর্শনপূর্ব্বক সাধক তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হন। যাঁহার মন ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তিনি সকল রকমে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রতিমাদি অর্চ্চনা, এমন কি ব্রত হোমাদি কর্ম্ম পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরভক্তির উদ্দীপক। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টি প্রকৃতিতে বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্রই ভগবান্‌কে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবকে হৃদয়ে স্পর্শ করেন। ঈশ্বরের শক্তি বড়ই বিচিত্র, তিনি নরলোকের মঙ্গলের জন্য অবশ্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ, জীবে অবতীর্ণ, সেইরূপ স্বেচ্ছারচিত শরীরযোগেও অবতীর্ণ হইতে পারেন। শাস্ত্রে রামকৃষ্ণাদি সেই প্রকার অবতার কথিত আছে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মতে "বেদের ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কর্ম্মশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মশীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে বেড়ান না। এ কার্য্য একবার, ও কার্য্য একবার, করেন না। ঈশ্বর তোমার মুখে আমার মুখে প্রকাশ্যরূপে অন্ন তুলিয়া না দিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়া অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি গূঢ় নিয়মে আমাদের সমুদায় অভাব মোচন করিতেছেন। নগর, সহর, দেশ, গ্রামে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের পূজা করিব, অথচ তাঁহাকেই আমরা ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্বমধ্যে নিগূঢ় কল্যাণের কৌশলে কার্য্যের স্রোত নিয়ত চলিতেছে। সেই কল্যাণের কৌশলে নিপীড়িত ভক্তকে সুখী করে ও সত্যকে জয়ী করে।

[সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ।]

ঈশ্বর অজর, অমর, তাহাতে দিন নাই, রাত্রি নাই শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। তবে তাঁহার রূপকল্পনা করিয়া লোক পূজা করে কেন? কেশব বলেন—"দেখ, এই কম্মেক

দিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণ দুর্গাকে নমস্কার করিল, পূজা করিল, তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুর ঘর আলোকিত হইল। এমন সুন্দর বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্জ্জন করিয়া কালীদেবীর পূজা করিতে গেল কেন?...অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব ও মতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবী প্রকৃতি একই; যিনি দুর্গা, তিনিই কালী। শক্তি এক, যিনি পূজা করিলেন তিনি দুয়েতেই শক্তি দেখিলেন। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিফলিত করিল। যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বে ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত! এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে, ভক্তি-পূর্ব্বক শুন। একবার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিয়া এই মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকার, এক নিরাকারে সকল একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে, অন্ধকারের ভিতরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালীমূর্ত্তি; দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান।"

[সেবকের নিবেদন ৪র্থ খণ্ড ১৪৭-৮ পৃঃ।]

পরমহংস রামকৃষ্ণ সে দিন বলিয়া গিয়াছেন,—সচ্চিদানন্দ হরি বহুরূপী। তিনি এক, তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান্। যে তাঁহাকে দেখে নাই, যে তাঁহার মর্ম্ম বুঝে নাই, সেই সাকার নিরাকার লইয়া তর্ক করে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন, হাঁ ইনি সাকার, ইনি নিরাকার। ব্রহ্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার যে নামে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। আমিত্ব দূর হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন।

খৃষ্টানদিগের বাইবেলের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন। তাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। [খৃষ্টান দেখ।]

কোরাণের মতে ঈশ্বর দেবদূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের স্রষ্টা, তিনি মানব জাতিকে টাট্‌কা রক্ত হইতে সৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, অসীম, অমর ইত্যাদি।

[মুসলমান দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টানদিগের মধ্যে নানাশ্রেণীর ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে। কেহ ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও মতে স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে নয়। কেহ বা সংযোগবিয়োগের দ্বারা পৃথিবীর উৎপত্তি স্থির করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন। রুষদেশে নিহিলিষ্ট নামে এক দল শূন্যবাদী আছে, তাহারা পূরা নাস্তিক। [উপাসনা দেখ।]

ঈশ্বরকৃষ্ণ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইহাঁর সাংখ্যকারিকা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ৫৫৭—৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চন্-তি (পরমার্থ) কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণকে কেহ কেহ কালিদাস বলিয়া গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ইনি খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ যে গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লইয়া গিয়া অনুবাদিত হইল, সেই গ্রন্থ ঐ সময়ের অন্ততঃ পঞ্চাশ বা এক শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, বরং এরূপ স্বীকার করা যায়। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবামাত্র কিছু চীনে যায় নাই, উহা নানাস্থানে বিখ্যাত হইলে চীনদেশের লোক এ দেশে আসিয়া লইয়া যায় এবং অনুবাদ করে। অতএব ষষ্ঠ শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণ সাংখ্যচন্দ্রিকা নাম্নী টীকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষু আর্য্যভাষ্য নামে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্গদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের একজন রাজা। রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি রূপবান্, বলবান্ ও বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনবশতঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়। গিরীশচন্দ্র নামে তাঁহার একটী পুত্র হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সভায় বাকৃপতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ থাকিতেন, তিনি সারদামঙ্গল নামে একখানি বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের ২য় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। তাঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠিতে চাকুরী করিতেন।

১৭৩২ শকে (১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র বড় দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। কিন্তু এই বালককাল হইতেই

তাঁহার কবিতা লিখিবার সখ হয়। তখন গ্রামস্থ অপরাপর বালকেরা পার্শী পড়িত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদের মুখে ঐ পার্শী কবিতার অর্থ শুনিয়া নিজেই আবার বাঙ্গালায় কবিতা বাঁধিতেন। বালককালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্বদাই কবিতার লড়াই হইত। বাস্তবিক মহেশচন্দ্র একজন সুকবি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলেন, "দাদা! লেজ লুকালে কেন?" মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"ওরে দুই ভায়ের দুই থাক্‌লে লেজ,
থাকৃত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোণার লঙ্কা ছারখার॥"

তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র মহেশকে বড় ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কলম ধরিবেন না; বস্তুতঃ মহেশ এই বাক্য পালন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে 'মহেশাপাগলা' বলিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইলেন; এই কষ্ট না যাইতে যাইতে, তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহে তিনি বড়ই চটিয়া যান। শুনা যায়, তাঁহার পিতা বিবাহ করিয়াই কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসেন, নববধূ গৃহে আসিলে হরিনারায়ণের মাতা বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিতে যান। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন মহা রাগ, আর একজনকে মা বলিতে হইবে, এ বড়ই কষ্টকর। তিনি বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া একটি রুল ছুঁড়িলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাকে না লাগিয়া অন্যত্র গিয়া পড়িল। তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া বিলক্ষণ দুই এক ঘা জুতা কসাইলেন। পরে তাঁহার মাতামহ আসিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বলেন, "ঈশ্বর, তোদের মা নাই, মা হইল, বেশ হইল। তোদের যত্ন আয়ত্তি করিবে।" তা বলিলে কি হয়, এ কটী কথা তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিল। একে তিনি বরাবর নকলের উপর চটা, তাহাতে আজ নিজের মাকে ভুলিয়া নকলকে মা বলিতে হইবে, এ কি রকম কি রকম ঠেকিল। তিনি আর বেশী দিন কাঁচড়াপাড়ায় থাকিলেন না, কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন। এখানে থাকিয়া ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ আঁটা না থাকায় বড় কিছু হইল না। তিনি জন্ম কবি। পাঠাবস্থায় তিনি কেবল কবিতার চর্চ্চা করিতেন। কবিতাই যেন তাঁহার জীবন, কবিতাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। যেমন তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার সেইরূপ শ্রুতিশক্তি বড় চমৎকার শুনা যায়। যখন তাঁহার ১৭।১৮ বর্ষ বয়স, দেড় মাস মধ্যে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থের সহিত মুখস্থ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহবংশের কিছু আত্মীয়তা ছিল। সেই সূত্রে তিনি ঠাকুরবাড়ীতে সদা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। ক্রমে পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়ে সমবয়স্ক। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্রমোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল।

১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণিকে দেখিতে বড় ভাল নয়, হাবা বোবার মত। ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ধরিল না, বিবাহের পর হইতে স্ত্রীর সহিত আর কথা কহিলেন না, উভয়েই চিরদিন মনাগুনে জ্বলিতে লাগিলেন।

১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে, যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদপ্রভাকর" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। মধ্যে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ায় সংবাদপ্রভাকর উঠিয়া যায়। ঐ বর্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক "সংবাদরত্নাবলী" প্রকাশ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পত্রিকায় বিশেষ সাহায্য করিতেন।

কিছুদিন পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনমানসে কটকে যাত্রা করেন। এইখানে তাঁহার খুড়া শ্যামামোহন রায়ের বাটীতে থাকিয়া একজন দণ্ডীর কাছে তন্ত্রাদি শিক্ষা করেন। ১২৪২ সালে বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই বর্ষে ২৭এ শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। দেশীয় প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। এই সময় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সহর ও মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ নানাপ্রকারে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) 'রসরাজ' নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাষণ্ডপীড়নপত্রে ভাস্কর-সম্পাদকের কবিতার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে

উভয়ে অনেক দিন ধরিয়া কুৎসাপূর্ণ কবির লড়াই চলিয়াছিল। কিছুদিন পরে উভয় পত্রই বন্ধ হইয়া যায়।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালে ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণের কবিতা ও প্রবন্ধাদি ছাপা হইত।

১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি করিয়া বৃহৎ কলেবর প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এইখানি প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইত, ইহা কেবল তাঁহার স্বীয় কবিতায় পূর্ণ থাকিত। এই স্বতন্ত্র মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এই কারণে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়েই কোন বাগানে অতিবাহিত করিতেন। শারদীয়া পূজার পর প্রায়ই জলপথে বাহির হইতেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার কবিতা রচনা করেন, এ ছাড়া আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১০ বর্ষকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা কবির জীবনবৃত্তাদি উদ্ধার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তিনি 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, ঐ গ্রন্থ ১লা ভাদ্রে শেষ হয়। তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে 'হিতপ্রভাকর' ও 'বোধেন্দু-বিকাশ' ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করেন।

তৎপর বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ, রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহার একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে সুপুরুষ, তাঁহার দেহকান্তি মনোহর, কথার স্বর বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহার মুখখানি সদাই হাসিমাখা। সংসারে থাকিয়াও সংসার-বৈরাগী; তিনি স্বদেশীয়কে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার কবিতাতে প্রকাশ আছে—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥"

অপর রসে তেমন প্রাধান্য না থাকিলেও হাস্যরসের কবিতা-রচনায় তিনি অদ্বিতীয়; হাস্যরসে কবিতা লিখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি এখনকার মত, তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা ও দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভার সভ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সব সভায় মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। আবার তখনকার কলিকাতা ও নিকটস্থ সখের কবি ও হাফ্-আখড়াই দলের সংগীত-সংগ্রামের সময় কোন না কোন পক্ষে থাকিয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। তিনি যে পক্ষে থাকিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। বাস্তবিক ঈশ্বরগুপ্ত এ কাল আর সেকালের সন্ধিস্থানে বর্ত্তমান ছিলেন। তখনকার রুচি এখনকার মত ছিল। সে সময়ে সকলেই অশ্লীলতাপ্রিয় ছিল, এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতার ভাগ অধিক। তাহা বলিয়া তাঁহার মন অশ্লীল ছিল না। তাঁহাকে একজন সাধুপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অনেক সময়ে অনেক টাকা রোজগার করিতেন। কিন্তু সে সকলই সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় হইত। শুনা যায়, তাঁহার বাড়ীতে সমস্ত দিন উনান জ্বলিত, যে আসিত, সেই পরিতোষের সহিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না, অনেক সময়ে অনেক টাকা পাইলেও, তিনি কখন বাবুয়ানা করিতেন না। সহর ও মফঃস্বলের সকল সম্ভ্রান্ত লোকই ঈশ্বরচন্দ্রকে ভাল বাসিত, মহাসম্ভ্রান্ত জমিদার অবধি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সামান্য সতরঞ্চে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেন।

মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র প্রভাকরের সম্পাদক হন। এই সময় সেই মহেশচন্দ্র দুঃখ করিয়া লেখেন—

"সাত মেড়াতে জড়ো হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরেনিকো, রাম হ'ল এডিটর ॥
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর ॥"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে

১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বিদ্যাসাগর বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। গভীর গবেষণা ও ধীশক্তি-প্রভাবে অল্পদিবস মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতির নিকট বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট স্মৃতি, নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পরে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইঁহার পিতা তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না ; সেই কারণে বালককাল হইতে পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে, ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধানপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে, ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের (Assistant Secretary) পদ প্রদান করেন। কিন্তু তৎপর বর্ষেই বিদ্যাসাগর ঐ পদ হইতে অবসর লইলেন।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন, এবার তথাকার 'হেড রাইটার' (Head writer) কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া, তৎকালীন এ দেশস্থ সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের যত্নে পরবর্ষের প্রারম্ভেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হইলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন।

তৎপরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে, কলেজের অধ্যক্ষতাসত্বেও গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সাধারণ বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Special Inspector of Schools) ভার সমর্পণ করেন। উভয় কার্য্যেই ইনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থানকালে কাপ্তেন মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তৎপর হইতে ইনি ইংরাজী শিক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। তৎকালে সিবিলিয়নদিগকে শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দীভাষা প্রয়োজন হইত। এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে, তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরী হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতিসপ্তাহে একদিন করিয়া বিদ্যাসাগরকে লইয়া যাইতেন, অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর 'স্কুল ইন্স্পেক্টর' হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাবিভাগের চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল, এই কুড়িটী বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, ইনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময়ে ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০।৬০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচপত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইলেন ; যাঁহার উৎসাহে ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেবও তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

তৎকালে বিদ্যাসাগরের একজন বন্ধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। যিনি যে কোন বিষয় তত্ত্ববোধিনীর জন্য লিখিয়া পাঠাইতেন, তিনি তাহা দেখিয়া দিতেন, পরে তাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইত। বিদ্যাসাগর ঐ বন্ধুর নিকট ইংরাজী আলোচনা করিতে যাইতেন ; ঐ বন্ধুবরের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিতে দিতেন। ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর লেখকগণ বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়া তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুরোধ করেন এবং আপনি তৎকালে যে যে গ্রন্থ লিখিতেন বিদ্যাসাগরের দ্বারা সংশোধন করাইয়া প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ

বিদ্যাসাগরের সাহায্যে অক্ষয়কুমারের রচনাপ্রণালী তত প্রাঞ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইনিই সর্ব্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। * তৎকালে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের অনুরোধে তথাকার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কোন বিশেষ কারণে তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব ত্যাগ করেন।

তৎপূর্ব্বে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে, বিদ্যাসার নিজ জন্মভূমি বীরসিংহে তত্রত্য গরীব বালকবালিকাদিগের উপকারার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাখাল-বালকেরা সমস্ত দিন অবকাশ পাইত না বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য রাত্রিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কৃতশিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব ও বাঙ্গালী ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। ইনি তখনকার অনেকানেক কৃতবিদ্যগণের মত খণ্ডন করেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃতশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। বিদ্যাসাগরের জয় জয়কার হইল, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন। এই সময়ে যাহাতে সহজেই লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর সহজ সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন।

বিদ্যাসাগর কেবল স্ত্রী-শিক্ষা ও সাধারণ গরীবের শিক্ষাপক্ষে যত্নবান্ ছিলেন, এমন নয়। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সেই সময়ে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ইহাঁর শাস্ত্রপারদর্শিতা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে ইহাঁর মত গ্রহণ করিলে, এই মত অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সময়ে হিন্দুসমাজের অনেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর দেশীয় লোকের গ্লানি, কুৎসা ও নিন্দাবাদ অকাতরে সহ্য করিয়াও প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে ও চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট বিধবা-বিবাহ প্রচলনার্থ ১৮৫৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ করিলেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে কএকটী বিধবাবিবাহ সমাধা হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সমাজের একটী বিশেষ হিতকর কার্য্যে মনোযোগ করেন। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, এই তামসিক কার্য্যে হিন্দুসমাজের কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বহু বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎকালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বহু বিবাহ রহিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল ইনেস্পেক্টরের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে আপন তত্ত্বাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন নামে ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবগণ জাঁক করিয়া বলিতেন, যে বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। ইংরাজ ভিন্ন কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ ক্লাস খুলিলেন; এই কলেজ লইয়া ই সি বেলির সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ই সি বেলি বলেন, "বিদ্যাসাগর! কিরূপে নিজ কলেজ চালাইবেন? ইংরাজসাহায্য ভিন্ন ইংরাজী কলেজ চলিতে পারে না।" বিদ্যাসাগর বলেন, তিনি আপন ছাত্রকে ইংরাজী-বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাস করাইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয়। ফলে তাহাই হইল। এখন ইহাঁর যত্নে স্থাপিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী বিদ্যালয় ও একটী কলেজ চলিতেছে।

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সুগম ছিল

* বিদ্যাসাগর-বিরচিত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার অনুবাদ দৃষ্টে তাঁহার পরামর্শ মতে পণ্ডিতগণের সাহায্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

না, তখন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার মত পরিশুদ্ধ হয় নাই। সাধারণে যাহাতে সহজেই বাঙ্গালাভাষা শিখিতে পারে, এই উদ্দেশে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

পুস্তকের নাম।	রচনাকাল।	
বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭	খৃঃ অব্দ।
বাঙ্গালার ইতিহাস	১৮৪৮	"
জীবনচরিত	১৮৫০	"
বোধোদয়	১৮৫১	"
উপক্রমণিকা ব্যাকরণ	১৮৫২	"
ঋজুপাঠ (তিন ভাগ)	ঐ	"
ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ	১৮৫৩	"
ঐ ২য় ও ৩য় ভাগ	১৮৫৪	"
শকুন্তলা	১৮৫৫	"
বিধবা-বিবাহ ১ম,	১৮৫৫	"
ঐ ২য়,	ঐ	"
বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)	ঐ	"
কথামালা	ঐ	"
সংস্কৃত প্রস্তাব	ঐ	"
চরিতাবলী	১৮৫৭	"
মহাভারতের উপক্রমণিকা	১৮৬০	"
সীতার বনবাস	১৮৬২	"
ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ	১৮৬২	"
আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ	১৮৬৪	"
ঐ ২য় ভাগ	১৮৬৮	"
ঐ ৩য় ভাগ		
ভ্রান্তিবিলাস	১৮৭০	"
বহু বিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কি না)	১৮৭২	"

বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই তাহার আদি, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান বঙ্গীয় অনেক লেখক নানা ছাঁদে নানা ভাবে বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাহা বিদ্বান্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কেবল তাহাই নয়। ইহাঁর পরোপকারিতা ও দানশীলতা বঙ্গদেশের মহাধনবান্ হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেশীয় বিপন্ন, দরিদ্র ও বিধবাদিগকে প্রতিমাসে অনেক টাকা দিয়া থাকেন। ইনি প্রকাশ্যে কিছু দান করেন না, ইহাঁর দানকার্য্য গুপ্তভাবেই সম্পন্ন হয়। ইনি ধনাঢ্য না হইলেও বাহাত্তর মন্বন্তরের সময়ে অজস্র অর্থ বিতরণ করিয়া যেরূপে বীরসিংহের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়, তাহাতে বিদ্যাসাগরের উদারচরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে ইনি প্রায় ছয়মাস কাল বীরসিংহে প্রত্যহ সহস্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বস্ত্রহীন দরিদ্রদিগকে প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র দান করেন। ইহাঁর এই দানশীলতা ও পরদুঃখকাতরতা আপন মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। শুনা যায়, ইহাঁর মাতা নাকি অতিশয় দয়াশীলা ছিলেন, কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, যে কোন প্রকারে হউক দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। সেই সদাশয়া জননীর যেরূপ নানা গুণ ছিল, বিদ্যাসাগরে সেই সকল গুণ দেখা যায়। ইনি বলেন,—"দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে!" বাস্তবিক দরিদ্রের দরিদ্রতা ও বিধবার দুঃখ দেখিলে নয়নজলে ইহাঁর বক্ষ ভাসিয়া যায়, দুঃখীর দুঃখ যখন কাহারও নিকট বর্ণনা করেন, তখনও অশ্রু প্লাবিত হয়। এই ছত্র কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিও না। ইহা চাক্ষুব প্রত্যক্ষ। মুক্তকণ্ঠে বলিতে কি, এমন হৃদয়বান্ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইনি সামান্য রাখাল হইতে অতিবড় রাজা, সকলেরই বন্ধু। যে কেহ হউক, আপনার বিপদ বিদ্যাসাগরকে জানাইলে ইনি অর্থ দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, অপর লোকের সাহায্য দ্বারা, অথবা যে কোন উপায়ে হউক, সাধ্য মতে সেই ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথের নিকটে কর্ম্মাটাঁড় নামে একটী স্থান আছে। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে গিয়া বাস করেন। ইনি এখানকার সাঁওতালদিগকে বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহাঁকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করে।

ইহাঁর হৃদয় ভক্তিময়, পিতামাতাকে ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতামাতাই ইহাঁর আরাধ্য দেবতা। যখন কেহ ইহাঁর কাছে পিতামাতার কথা উথাপন করেন, তখন দেখা গিয়াছে,—পুলকে, ভক্তিতে অথবা তাঁহাদের অদর্শন-নিবন্ধন দুঃখেতে এই মহাত্মার হৃদয় প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে কি, ইনি একজন শাস্ত্রবিশারদ, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক এবং দেশহিতৈষী মহাপুরুষ। অধিক কি, ইনি বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-জগতের পিতাস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত সাতবর্ষ হইতে ইনি পীড়িত, যে ব্যক্তি বৈদ্যবাটী হইতে বীরসিংহ গ্রামে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এখন তিনি বাটীর বাহির হইতে কষ্ট বোধ করেন। এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রর্থনা, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে চিরজীবী করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে উপকৃত করুন!

ঈশ্বরতীর্থ, সিংহগিরির শিষ্য। শৃঙ্গগিরির শাঙ্কর সম্প্রদায়ের একজন গুরু।

ঈশ্বরত্ব (ক্লী) ঈশ্বর-ত্ব [ঈশিতা দেখ।]

ঈশ্বরনিষেধ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের নিষিদ্ধ কার্য্য, অনিষ্টজনক কার্য্য।

ঈশ্বরদাস, জ্যোতিষরায়ের পুত্র। মুহূর্ত্তরত্নাকর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ঈশ্বরনিষ্ঠ (ত্রি) ঈশ্বরে নিষ্ঠা দৃঢ়তা বা ভক্তির্যস্য বহুব্রী। ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বর বিষয়ে যাহার একান্ত ভক্তি।

ঈশ্বরপরায়ণ (ত্রি) ঈশ্বর এব পরং মুখ্যং অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য বহুব্রী। ঈশ্বরনিষ্ঠ, যে কেবল ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছে, ভক্ত।

ঈশ্বরপুরী, একজন সাধু। গয়াধামে ইহাঁর কাছে চৈতন্য-দেব দীক্ষিত হন।

ঈশ্বরপূজক (ত্রি) ৬তৎ। ঈশ্বরের উপাসক।

ঈশ্বরপূজা (ত্রি) ৬তৎ। ভগবানের আরাধনা।

ঈশ্বরপ্রসাদ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ঈশ্বরবিভূতি (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, অংশ। সংসারের সর্ব্বত্র ইহা বিরাজ করিতেছে। আত্মজ্ঞান ইহার প্রমাণ।

ঈশ্বরশর্ম্মা, ব্যবস্থাসেতু নামক স্মৃতিগ্রন্থকার।

ঈশ্বরসদ্মন্ (ক্লী) ৬তৎ। ত্রিভুবন।

ঈশ্বরসাক্ষিন্ (পুং) ঈশ্বর এব সাক্ষী কর্ম্মধা। বৈদান্তিক মতসিদ্ধ মায়াবৃত চৈতন্যবিশেষ। যথা, ("ঈশ্বরসাক্ষী তু মায়োপহিতং চৈতন্যং তচ্চৈকং তদুপাধিভূতমায়ায়া একত্বাৎ।" বেদান্তপরিভাষা।) মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত চৈতন্যকে ঈশ্বরসাক্ষী বলে, কারণ ঈশ্বরের উপাধি নামান্তরস্বরূপ, মায়া ও তাদৃশ চৈতন্য একই পদার্থ।

ঈশ্বরসাধন (ক্লী) ৬তৎ। ভগবৎপূজা।

ঈশ্বরসুমতি, পার্ব্বতীপরিণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ঈশ্বরসেবা (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের উপাসনা।

ঈশ্বরা (স্ত্রী) ঈশ্বরস্য স্ত্রী ঈশ্বর-টাপ্। দুর্গা। ("উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরা।" অমর। ১।৩১।) "বিস্রস্তমঙ্গলমহৌষধিরীশ্বরায়াঃ স্রস্তো রণপ্রতিসরেণ করেণ পাণিঃ।" ভারবি।

ঈশ্বরানন্দ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের আমোদ, লীলাখেলা।

ঈশ্বরী (স্ত্রী) অশ-(অশ্নোতেরাশুকর্ম্মণি বরট্ চ। উণ্ ৫। ৫৭।) ইতি বরট্, চকারাৎ উপধায়া ঈত্বম্, টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ লক্ষ্মী। সরস্বতী। ৪ সকল প্রকার শক্তি ৫ লিঙ্গিনী বৃক্ষ। ৬ বন্ধ্যাকর্কোটকী বৃক্ষ। ৭ রুদ্রজটা লতা। ৮ নাকুলীকন্দ। ৯ ঐশ্বর্য্যান্বিত স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরোপাসনা (স্ত্রী) ৬তৎ। আরাধনা, ভগবানের পূজা।

ঈষ (তুদা০ পর০ সক০ সেট্) ১ উঞ্ছবৃত্তি, লোড়া কুড়ান, জীবিকার্থে ধান্যাদি খুটিয়া লওয়া। ঈষতি। (ভ্বা০ আত্ম০ সক০ সেট্।) ২ দান। ৩ দর্শন। ৪ গমন। ৫ হিংসা।

ঈষ (পুং) ঈষ-ক। ১ উত্তমমনুর পুত্র। ২ আশ্বিনমাস। (অমরটীকায় মথুরানাথ।)

ঈষৎ (অব্য) ঈষ-বাহু০ অতি। অল্প। কিঞ্চিৎ। মনাক্। সূক্ষ্ম। (কিঞ্চিন্মনাগীষচ্চ কিঞ্চন। হেম ৬। ১৭২।)

ঈষৎকর (পুং) ঈষৎ-কৃ-খল্। ১ অত্যল্প। ২ লেশ। ৩ অনুবন্ধ। যাহা ধাতু হইতে চলিয়া যায়। ৪ অল্প প্রয়াসসাধ্য বস্তু। ৫ অল্পকারী, যিনি অল্পকার্য্যাদি করেন। (ঈষৎকরো-ঽনুবন্ধে স্যাৎ স্বল্পকারিণি চ ত্রিষু। শব্দাব্ধি।) ৬ উপপদ। গন্ধ (ত্রিকাণ্ড।)

ঈষৎপাণ্ডু (ত্রি) ঈষৎ চাসৌ পাণ্ডুশ্চ। ১ ধূসরবর্ণযুক্ত দ্রব্যাদি। ধূলার রঙ্। (ঈষৎপাণ্ডুস্তু ধূসরঃ। অমর।)

ঈষদুষ্ণ (ত্রি) ঈষৎ চ তদুষ্ণঞ্চেতি কর্ম্মধা ১ অল্পতপ্ত। ২ ঈষদুষ্ণদ্রব্যাদি। ঈষদুষ্ণের এই কএকটী পর্য্যায়—কোষ্ণ, কবোষ্ণ, মন্দোষ্ণ, কদুষ্ণ।

ঈষদ্রক্ত (পুং) সমাস পূর্ব্ববৎ। অত্যল্প রক্তবর্ণ, যাহার রক্তের ভাগ অল্প প্রকাশ পায় তাদৃশ বর্ণ, অব্যক্ত রাগ, অরুণ।

ঈষা (স্ত্রী) ঈষ-ক-টাপ্। ১ লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ্। ২ রেথাদির দীর্ঘ দণ্ড, যে লম্বা কাঠে ঘোড়া প্রভৃতি যুড়িয়া দেয়। (ঈষা সীতে তদ্দণ্ডপদ্ধতী। হেম ৩। ৫৫৫।) ("একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যৎ।" ঋক্ ১০। ১৩৫। ৩।) রথ।

ঈষাদন্ত (পুং) ঈষা ইব দন্তোঽস্য বহুব্রী। বড় দাঁতবিশিষ্ট হস্তী। (উদগ্রদন্তীষাদন্তঃ। হেম ৪। ২৮৯।)

ঈষাধার (পুং) ৬তৎ। লাঙ্গল, রথ প্রভৃতি।

ঈষিকা (স্ত্রী) ঈষ-ইকন্ আপ্। ১ হস্তির নেত্রগোলক, হস্তির চক্ষের গোলাকার পদার্থ, মণি। ২ তুলিকা, তুলী। ৩ একপ্রকার অস্ত্র। ৪ কাশতৃণ, খড়কে। (অমরে ইষীকা এইরূপ লিখিত আছে। গোবর্দ্ধন মতে ঈষিকা এইরূপ হইবে। *। ঈষীকা তুলিকেষিকা। হেম। ৩। ৫৮৪।) "শরৎ সময়মিব রোচমানেষীকং জয়মঙ্গলনামানং দ্বিরদবরমারোঢ়ুং কাময়তি।"

ঈষির (পুং) ঈষ-কিরচ্ ইতি কেচিৎ। অগ্নি। (উজ্জ্বল-দত্ত হ্রস্বাদি লিখিয়াছেন।)

ঈষীকা (স্ত্রী) [ঈষিকা দেখ।]

ঈষ্ম (পুং) ঈষ (ইষুবুধীত্যাদি। উণ্ ১। ১৪৪।) ইতি মক্। ১ কামদেব। ২ বসন্ত ঋতু, বসন্ত (উজ্জ্বলদত্ত হ্রস্বাদি লিখিয়া 'কেচিৎ ঈষ্ম গত্বাবিতি পঠন্তি' লিখিয়াছেন।)

ঈস্‌পগোল (পারস্য) একপ্রকার বীজ। বেণিয়ার দোকানে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় শীতল, মেহ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের ঔষধে লাগে। [ইসপগুল দেখ।]

ঈহ্ (ভ্বা॰ আত্ম॰ অক॰ সেট্) চেষ্টা, যত্ন। লট্ ঈহতে। লিট্ ঈহাঞ্চক্রে বভূব আস। লুঙ্ ঐহিষ্ট। ঐহিষং ঐহিষ্যম্। ণিচ্—ঐজিহৎ। (সুগ্রীবমৈজিহৎ। ভট্ট।) সম্‌পূর্ব্বকঃ সকর্ম্মকঃ। (যজ্ঞকর্ম্ম সমীহন্তাং ভবন্তঃ। রামায়ণ।)

ঈহ (ত্রি) ঈহ-ক। সঞ্চায়ক, চেষ্টাকারী।

ঈহা (স্ত্রী) ঈহ-ভাবে অ টাপ্। ১ উদ্যম। ২ বাঞ্ছা, ইচ্ছা ৩ চেষ্টা। (আশেচ্ছেহা তৃট্ মনোরথাঃ। হেম ৩। ৯৪।) ("ইচ্ছয়া জায়তে কাম ঈহয়ার্থো বিবর্দ্ধতে।" রামায়ণ। ইচ্ছায় কামনা জন্মে, চেষ্টায় ধন বাড়ে।)

ঈহামৃগ (পুং) ঈহামৃগঃ শাকতৎ। ১ নেকড়ে বাঘ। ঈহামৃগের এই কএকটী পর্য্যায়—কোক, বৃক, অরণ্যশ্বা, বনকুক্কুর। ইহাদের আকৃতি ঠিক্ কুকুরের মত, বর্ণ পীত অথচ নীল, অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ। ইহারা হরিণ প্রভৃতি মারিতে পারে। ২ রূপক নাটকবিশেষ। নায়ক মৃগের ন্যায় নায়িকা খুজিয়া লয়, এজন্য ঈহামৃগ নাম হইয়াছে। ঈহামৃগ নাটক চারিটী অঙ্কবিশিষ্ট। ইহাতে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ উভয় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হয়। ইহাতে মনুষ্য অথবা দেবতা নায়ক ও প্রতি-নায়ক উভয় হইতে পারে। নায়ক গূঢ়ভাবে নায়িকা অন্বেষণ করে। নায়ক মনুষ্য ও নায়িকা দেবতা। নায়ক উদ্ধতগুণযুক্ত ও নায়িকা ক্রুদ্ধা হইবে। বলাৎকার বা ছলনাদি দ্বারাও নায়িকা সংগ্রহ হয়। কিছু কিছু শৃঙ্গার রস থাকা আবশ্যক, প্রতিনায়কের ক্রোধ জন্মাইয়া বা কোন কার্য্যচ্ছলে নিবৃত্ত করিবে। ইহাতে মহাত্মা বধ্য হইলে বধ বর্ণনীয়। একাঙ্কে দেব বিষয় থাকে। দিব্যহেতু যুদ্ধ বর্ণনীয়। এ ছাড়া অন্য দুটী নায়ক থাকিবে।

ঈহাবৃক (পুং) [ঈহামৃগ দেখ।]

ঈহিত (ত্রি) ঈহ-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ অপেক্ষিত। ভাবে ক্ত। ৩ উদ্যোগ। ৪ চরিত।

উ

উ (হ্রস্ব উকার) স্বরবর্ণ মধ্যে পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। "ওষ্ঠজাবুপূ"। (শিক্ষা।) হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ এবং পবর্গ ওষ্ঠজাত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ ভেদে নয় প্রকার, আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে আঠার প্রকার। উকার স্বয়ং কুণ্ডলিনী। বর্ণ চাঁপাফুলের মত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় ও চতুর্ব্বর্গফলদায়ক। (কামধেনু তন্ত্র।)

লিখিবার নিয়ম—ঊর্দ্ধ, অধো ও মধ্যস্থানে বামদিগ্‌গামি তিনটী কুব্জরেখা থাকিবে। ঐ রেখাতে অগ্নি বায়ু ইন্দ্র বাস করেন। মাত্রায় শক্তি থাকেন (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) মাতৃকান্যাসে ইহার স্থান দক্ষিণকর্ণ। ইহার এই কএকটী নাম—শঙ্কর, বর্ত্তুলাক্ষী, ভূত, কল্যাণ, অমরেশ, দক্ষকর্ণ, ষড়্‌বক্ত্র, মোহন, শিব, উগ্র, প্রভু, ধৃতি, বিষ্ণু, বিশ্বকর্ম্মা, মহেশ্বর, শত্রুঘ্ন, চটিকা, পুষ্টি, পঞ্চমী, বহ্নিবাসিনী, কামঘ্ন, কামন, ঈশ, মোহিনী, বিঘ্নহৃৎ, মহী, উঢ়স্থ, কুটিলা, শ্রোত্র, পারদ্বীপী, বৃষ, হর।

"অমরেশস্তথা বিষ্ণুর্ঋদ্ধিকাচগজাঙ্কুশঃ।
দক্ষকর্ণশ্চ বিজয় ওকারো মন্মথাভিধঃ॥" মাতৃকাকোষ।

১ অমরেশ। ২ বিষ্ণু। ৩ ঋদ্ধি। ৪ কাচ। ৫ গজাঙ্কুশ। ৬ দক্ষিণ কর্ণ। ৭ বিজয়। ৮ মন্মথ।

উ (ভ্বা॰ আত্ম॰ অক॰ অনিট্) শব্দ। লট্ অবতে। লিট্-উবে। লুঙ্-ঔষ্ট।

উ (অব্য) উ-কিপ্ তুগভাবঃ। ১ সম্বোধন। ২ কোপপ্রকাশ। ৩ অনুকম্পা, দয়া। ৪ নিয়োগ, অনুমতি। ৫ পদপূরণ, বাক্য-পূরণ। ৬ কোপযুক্ত কথা। ৭ অঙ্গীকার। ৮ প্রশ্ন। ৯ বিতর্ক। ১০ বিমর্শ। ১১ বিকল্প। ১২ সম্ভাবনা। (উ সম্বোধন রোষোক্ত্যোরনুকম্পা নিয়োগয়োঃ। পদস্য পূরণে পাদপূরণে-ঽপি চ দৃশ্যতে॥ মেদিনী।)

(স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ। ঋক্ ১। ১৬৪। ১৬।) উ-য়ের একাচ্ প্রযুক্ত প্রগৃহ্য হয়, তজ্জন্য সন্ধি হয় না। উ উত্তিষ্ঠ। উ উমাপতে। (উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা। কুমার। ১। ২৬।)

উ (পুং) অত-ডু। ১ শিব। ২ ত্রাস। (উ পুমাংস্তু শঙ্করে ত্রাসে। শব্দাব্ধি।)

উঃ (অব্য) ক্রোধসূচক। দুঃখসূচক

উঁআচুআঁ (দেশজ) রাঁধিবার কালে চুঁইয়া যাওয়া।

উঁচু (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ।)

উঁচু, উপরিভাগ।

উচঁকপালীয়া (দেশজ) যাহার কলাপ উঁচ। কেহ কেহ 'উচুঁকপালে' বলে।

উঁচন (দেশজ) উঠান, তোলা, উত্তোলন, উত্থাপন।

উঁচনীচ (উচ্চনীচ শব্দের অপভ্রংশ।) অসমান, আব্‌ড়্‌থাব্‌ড়া।

উঁচল (দেশজ) চালন, ঝাড়ন, তৃণাদি উড়াইয়া ধান্যাদি একত্র করা।

উঁচলাইতে (দেশজ) উড়াইয়া ফেলিতে।

উঁচলান (দেশজ) উড়ান, উঠান, উছান।

উঁচা (দেশজ, উঞ্ছশব্দের অপভ্রংশ ?) ১ নিকৃষ্ট।

উঁচান (দেশজ) উঠিয়া ফেলান। তোলা।

উঁছাউঁছি (দেশজ) উঠাউঠি, রোকারুকি, পরস্পর বিবাদ।

উঁছান (দেশজ) উঠাইয়া ফেলা, উচ্ছন্ন। ২ তোলা। যেমন কাহাকে মারিবার জন্য লাঠি উঁছান।

উঁছোট (দেশজ) ঠোকর লাগা, পদাঙ্গুলিতে আঘাত লাগা।

উঁধিপোকা (গ্রাম্য) উইপোকা। [উই দেখ।]

উঁহ (সর্ব্বনাম) উনি। যেমন, "উঁহারে বলিলাম।"

উঁহুঁ (অব্য) অসম্মতিসূচক, না।

উই (দেশজ) এক প্রকার পিপীলিকা, উইপোকা, (Termes bellicosus) পিপীলিকা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটের ন্যায় ডিম্ব হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে প্রথমাবস্থায় ইহাদের কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেবল ছানা বেলায় চক্ষু উঠে না ও পক্ষ হয় না। উইপোকা পৃথিবীর নানা স্থানে বাস করে, তন্মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু অধিক। ইহাদের মাথা গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়। দুইটী প্রধান চক্ষু ব্যতীত, দেহের উপরিভাগে আরো তিনটী চক্ষু থাকে। ইহাদের মাথা হইতে পেটের উপর পর্য্যন্ত স্পর্শেন্দ্রিয় ১৮ গাঁইটে বিভক্ত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উইপোকার বড় উৎপাত। ইহারা সহস্র সহস্র একত্র দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক। নপুংসকের ডানা উঠে না, কিন্তু তাহারা অপরের অপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। নপুংসকেরাই সমস্ত কার্য্য করে ও অপর সকলকে রক্ষা করে। ইহারা সরিষা প্রমাণ মাটি আনিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতাকার করে। উপরে মাটি ঢাকা থাকে, ভিতরে সুন্দর সুন্দর বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসা কোন অসভ্য জাতির বাসা বলিয়া বোধ হয়। বাসায় এত কারিকুরি থাকে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বাসার মধ্যস্থলে উইপোকার রাজা ও রাণী থাকে। রাজা ও রাণী অপরগুলি অপেক্ষা অধিক বড়। এই পোকা নিগ্রো ও হটেণ্টত জাতির বড় প্রিয়। তাহারা ইহাদের বাসায় চূণ অথবা বিষ দিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করে। কেহ কেহ উই ধরিয়া খায়। নূতন মেঘ হইলে উই উড়িয়া উপরে উঠে। তখন পাখীরা ধরিয়া খায়। এজন্য চলিত কথায় বলে "উইপোকার পাখ্‌না উঠে মরিবার তরে।" ইহাদের পেটে ঠিক্ দুধের মত একপ্রকার পদার্থ থাকে, টিপিলে বাহির হয়।

উইপোত (দেশজ) উয়ের ঢিপি। বল্মীক। [বল্মীক দেখ।]

উক (উল্কাশব্দের অপভ্রংশ) ১ উল্কাপিণ্ড। ২ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ৩ অস্ত্রবিশেষ। [উখ দেখ।]

উকঞ্ছি, এক প্রকার গাছ (Ageratum cordifolium)

উকট (উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) উৎকট; কঠিন। অতিশয়।

উকনাহ (পুং) পীতরক্ত মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট ঘোটক, কাল ও রক্তবর্ণ ঘোড়া। (উকনাহস্ত পুংস্ত্বয়স্। পীতরক্ত-তুরঙ্গে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।)

উকলক্ষেত্র, বদায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত সোরণের প্রাচীন নাম।

উখ (ক) মণ্ডল, গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম ভূভাগ। মহাভারতোক্ত 'অনূপ' নামক দেশ। [আর্য্যাবর্ত্ত মানচিত্রে অনূপ দেখ।] জরাসন্ধের উৎপাতে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। (Burgess, Arch. Sur. of Western India, Vol. I. P. 130; Indian Antiquary I. 234.)

পিণ্ডারক, দ্বারকা প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থস্থান এই ভূভাগের মধ্যে।

এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে,—"কৃষ্ণ ওক নামক অসুরকে এইখানে বিনাশ করেন, সেই অসুরের নামানুসারে ইহার নাম ওকমণ্ডল হইয়াছে।" এই ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলময় ও অধিক নাবাল। এখানে ৫টী দুর্গ ও ২৭।২৮টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে বট, পসিত্রা, ভুর্ব্বল, দ্বারকা, ধত্রী প্রভৃতি কএকটী স্থানই প্রধান। বটগ্রামটী দ্বীপাকার। পুরাণাদিতে বটদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে। এখানেও প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে।

প্রাচীন কাল হইতে উকমণ্ডল জলদস্যুদিগের আবাস বলিয়া বিখ্যাত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। বিশেষতঃ এই স্থানে অসংখ্য নদী, নালা ও গিরিপথ থাকায় দস্যুদিগের

বিশেষ সুবিধা। তাহারা দ্বারকেশ্বরের (রঞ্ছোড়জীর) নাম করিয়া ডাকাইতী করিতে বাহির হয়, যে দিন যাহা লাভ করে, তাহা হইতে কিছু দ্বারকেশ্বরের পূজার জন্য রাখে। ১০৫৪ খৃঃ অব্দে হিরোল ও চোবার রাজপুতেরা উকমণ্ডল ভাগ করিয়া লয়। তৎপরে মাড়োবারের রাঠোর রাজপুতেরা আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিকার করে।

১৮০৩, ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এখানকার দস্যুগণ ইংরাজদিগকে ক্রমান্বয়ে তিনবার তাড়াইয়া দেয়। তৎপরে কর্ণেল লিন্‌কন্‌ ষ্টানহোপ্‌ অনেক যত্নের পর, বটদ্বীপের বধাইল সামন্ত সংগ্রামসিংহকে হস্তগত করেন।

এখানকার বাঘের ও বধাইলরাই প্রসিদ্ধ ডাকাইত। কচ্ছরাজবংশীয় কোন সামন্তের ঔরসে নীচজাতীয় কন্যার গর্ভে বাঘের জাতির উৎপত্তি। বাঘেরগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের সহিত আরব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও হিঙ্গলাজের বণিক্‌দিগের সংস্রব দৃষ্ট হয়।

উকমণ্ডলের মাটী রাঙ্গা। এখানে জোয়ারা ও বজরা উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে একজাতীয় নিকৃষ্ট অশ্বতর পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে ক্ষীরিকা ও বাবুল গাছই অধিক জন্মে। এখানকার পাহাড়ে লোহা পাওয়া যায়।

উকৃড়ী (গ্রাম্য) অসভ্য স্ত্রীলোকের কপালে যে ক্ষত করিয়া দাগ করে সেই দাগ। উল্‌কী।

উকমনা (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উকা (উল্কা শব্দের অপভ্রংশ।) [উখ দেখ।]

উকার (পুং) উ স্বরূপার্থে কার। উ দেখ।] ১ মহেশ্বর। (অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ মনু ৪।৭৬।) ব্রহ্মা বেদ হইতে ওঙ্কারের অবয়ব স্বরূপ আকার, উকার, মকার এবং ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক প্রকাশ করেন।

উকি (দেশজ) ১ গোপনে থাকিয়া দেখা। (উদ্গীর শব্দের অপভ্রংশ) ২ উদ্গার। ছর্দ্দি।

উকি-উঠন (দেশজ) ঢেঁকুর তোলা।

উকিঝুকি (দেশজ) এদিক্‌ ওদিক্‌ চাওয়া। দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

উকীল (আরব্য) ব্যবহারজীব।

উকীলী (আরব্য) উকীলসম্বন্ধীয়।

উকুণ (উৎকুণ শব্দের অপভ্রংশ।) কেশকীট। উৎকুণের এই কএকটী সংস্কৃত পর্য্যায়—মৎকুণ, কোলকুণ, উৎকুণ, উদ্দংশ, কিটিভ (মৎকুণস্তু কোলকুণ উদ্দংশঃ কিটিভোৎকুণৌ। হেম ৪।২৭৫) (Anoplura) এই পোকা প্রায় ৫০০ প্রকার। তন্মধ্যে মনুষ্যের দেহে প্রধানতঃ দুইপ্রকার দেখা যায়—একপ্রকার মাথায় (Pediculus capitis), আর একপ্রকার শরীরে (Pediculus vestimenti) জন্মে। কোন কোন স্থলে পীড়িত ব্যক্তির চর্ম্মমধ্যে আর একজাতীয় (P. tabescentium) দেখা যায়, ইহারাই বড় ভয়ানক, এই পোকা জন্মিলে অনেক স্থলে রোগীর প্রাণসংশয় হয়। সাধারণতঃ এই পোকা পশুপক্ষীতেও অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহের আয়তন চেপ্টা। ১১।১২টী খাঁজ থাকে। তন্মধ্যে শুঁড়ের ৩টী অংশ। প্রত্যেকের ২টী পা, স্পর্শেন্দ্রিয়ে ৫টী গাঁইট। মাথার দুই ধারে এক বা দুইটী করিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু। ইহাদের দুইটী হুল থাকে, এই হুলের দ্বারা পশুপক্ষীর চুলে বা পালকে বেড়াইয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে ঐ হুল ফুটাইয়া ঠোঁট দিয়া পশুপক্ষীর রক্ত চুষিয়া খায়। শিশুদিগের মাথায়ই প্রায় উকুণ জন্মে। ইহারা চুলের উপর বিন্দু বিন্দু ডিম পাড়ে, আট দিন তা দিলেই ডিম ফোটে, একমাসের মধ্যেই বড় হইয়া উঠে। শরীরে যে উকুণ হয়, তাহাদের স্ত্রীজাতি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬।৭ শত ডিম ফুটাইয়া ছানা বাহির করে।

চক্ষুর পাতায় একজাতীয় উকুণ জন্মে, (ইহারা কখন মাথার চুলে জন্মে না।) ইহারাও বড় অনিষ্টকর। বাঁদরের লোমে একপ্রকার উকুণ জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারা কখন কখন সিন্ধু-ঘোটকের গাত্রেও দৃষ্ট হয়।

উকুনচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

উকুনীয় পোকা, এক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট। এই পোকার স্পর্শেন্দ্রিয়ে ৮টী গ্রন্থি থাকে। মাথার গ্রন্থি অপেক্ষাকৃত বড়। ঠোঁটটী কিছু লম্বা ও নীচের দিকে বাঁকা এবং পা ছোট হয়। এই পোকা শস্যক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহারা শস্যের অনিষ্ট করে।

এই পোকা যব অথবা গমে হুল ফুটাইয়া তন্মধ্যে গর্ত্ত করে, এই গর্ত্তে ডিম পাড়ে। ক্রমে ডিম ফুটিয়া ছানা হয়, ঐ ছানাগুলি শস্যের সমস্ত শাঁস খাইয়া কেবল তুষ আস্ত রাখে। এই জাতীয় আর একপ্রকার পোকা ধান্য মধ্যে ঐরূপে ডিম পাড়ে, তাহাতে ধানের ক্ষতি হয়। ইহাদের দেখিতে রক্তবর্ণ।

আমেরিকায় এক জাতীয় উকনীয়া পোকা আছে, ইহারা শিশুকালেই প্রায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বড় হয়। ইহাদের দেখিতে মিস্‌ কাল; কেহ কেহ এই ছানা খায়।

উকুনবাড়ি (দেশজ) ধান হইতে ছোট ছোট খড় ও ময়লা ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবার লাঠি।

উক্করিকা (স্ত্রী) মিষ্টান্ন বিশেষ। (দিব্যাবদান ৫০০।২৩।)

উক্করী (দেশজ) বাদ্যবিশেষ।

উকলী [উক্করী দেখ।]

উক্ত (ত্রি) বচ বা ব্রূ-ভাবে ক্ত। ১ বলা, কথা কওয়া। কর্ম্মণি ক্ত। ২ যাহা বলা হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি বা বস্তু। ৩ একাক্ষরী ছন্দোবিশেষ। (উকৃথা এরূপও কেহ কেহ পড়িয়া থাকেন।) (উক্তমেকাক্ষরচ্ছন্দস্যুক্তঃ স্যাৎ ভাষিতে ত্রিষু। মেদিনী।) ভাষিত, উদিত, জল্পিত, আখ্যাত, অভিহিত, লপিত, গদিত, নিগদিত, ঈরিত, উদীরিত, ভণিত, লড়িত, রপিত, ভটিত, রটিত, ব্যাহৃত এই কএকটা উক্ত শব্দের পর্য্যায়।

উক্তপুংস্ক (ত্রি) উক্তঃ পুমান্ যেন বহুব্রী, সমাসান্তঃ কশ্চ। "ভাষিতপুংস্কং যদ্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্ততে। ভবেন্নপুংসকে বৃত্তির্ভাষিতপুংস্কং তদুচ্যতে॥" কারিকা।

যে শব্দ বিশেষণ হইয়া স্ত্রী পুং ক্লীবলিঙ্গ হয় তাহাকে ভাষিতপুংস্ক বলে।

উক্তবৎ (ত্রি) বচ-ক্ত-বতু। কথিত, কথনবিশিষ্ট।

উক্তানুক্ত (ত্রি) উক্তং চ কিঞ্চিৎ অনুক্তঞ্চ কিঞ্চিৎ। কথিত ও অকথিত, যাহার কিছু বলা হইয়াছে এবং কিছু হয় নাই।

উক্তি (স্ত্রী) বচ-ভাবে কর্ম্মণীতি ক্তিন্। কথা, বাক্য। (ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্‌বাণী সরস্বতী। ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ॥ অমর। ১। ১৫১।) ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গির্, বাক্, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন, বচস্।

উকৃথ (ক্লী) বচ (পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উণ্ ২। ৭।) ইতি থক্। ১ সামবেদ। ২ সামবেদের অংশ বিশেষ। সামবিশেষ। (উকৃথতোটকে। অমর। *। "স্তোমাসঃ শস্তমানাস উকৃথৈঃ।" ঋক্ ৬। ৬৯। ৩।

৩ অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তব। স্তব দুই প্রকার প্রগীত মন্ত্রসাধ্য ও অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য।

"ইন্দ্রায় নূনমর্চতোকৃথানি চ ব্রবীত ন।" ঋক্ ১। ৮৪। ৫। *। উকৃথানি অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যানি স্তোত্রাণি। ভাষ্য।)

উকৃথপত্র (পুং) উকৃথানি পত্রং বাহনমিব যস্য বহুব্রী। ১ একপ্রকার যজ্ঞ। ঐ যজ্ঞ কেবল স্তব দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উকৃথপত্র নাম হইয়াছে। ২ যজ্ঞকর্ত্তা। ("সমিদ্ধে অগ্নৌ অধিঃ মামহান উকৃথপত্র ঈড্যো গৃভীতঃ।" যজুঃ ১৭। ৫৫।)

উকৃথপাত্র (ক্লী) উকৃথস্য পাত্রং ভাজনং ৬তৎ। যজ্ঞ-কারী। (মামহান উকৃথপাত্রং, মমহান ইতি বা। পা ৬। ১। ৭ বার্ত্তিক।)

উকৃথভৃৎ (ত্রি) উকৃথানি বিভর্ত্তি সম্যক্ বিভজতে উকৃথ-ভৃ-কিপ্। অপ্রগীত স্তবের বিভাগকারী মুনিবিশেষ। (উকৃথভৃতং সামভৃতং বিভর্ত্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎ প্র বদাত্যগ্রে।" ঋক্ ৭। ৩৩। ১৪। উকৃথভৃতং উকৃথানাং সংভর্ত্তারম্। সায়ণ।)

উকৃথবর্দ্ধন (পুং) উকৃথৈর্ব্বর্দ্ধ্যতে উকৃথ-বৃধ-ণিচ্ কর্ম্মণি ল্যুট্। ইন্দ্র। উকৃথ দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করা হয় এজন্য ইন্দ্রের ঐ নাম হইয়াছে। ("ত্বং হি স্তোমবর্দ্ধন ইন্দ্রাস্যুকৃথ-বর্দ্ধনঃ।" ঋক্ ৮। ১৪। ১১। *। উকৃথৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বর্দ্ধনীয়ঃ। ইন্দ্রায়েন্দ্রার্থং বর্দ্ধনং বৃদ্ধিসাধনং উকৃথং শস্ত্রম্। সায়ণ।)

উকৃথবাহস্ (পুং) উকৃথ-বহ-অসুন্ ণিচ্ চ। শস্ত্রপাঠক। (ঋক্ ৮। ১২। ১৩।)

উকৃথাশাস (পুং) উকৃথানি শংসতি উকৃথ-শন্স্ (মন্ত্রে শ্বেতবহোকৃথশস্পুরোডাশো ণ্বিন্। পা ৩। ২। ৭১। ন লোপশ্চ নিপা°। মন্ত্র বিষয়ে শ্বেতবহ, উকৃথশস্ পুরোডাশ, এই সকলের উত্তর ণ্বিন্ প্রত্যয় হয়।) ইতি ণ্বিন্। যজমান, যাজ্ঞিক। (ব্রাহ্মণেন বিদথ উকৃথশাসা। ঋক্ ২। ৩৯। ১।)

উকৃথা (স্ত্রী) উকৃথ-টাপ্। একাক্ষরী ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দ দুই প্রকার, ১ম সর্ব্বগুরু-শ্রী-স্তে। সাহংস্তাম্। (ছন্দোমঞ্জরী।) ২য় সর্ব্বলঘু—উর। বতু। ছন্দোহর্ণব।

উকৃথাদি, উকৃথ, লোকায়ত, ন্যায়, ন্যাস, পুনরুক্ত, নিরুক্ত, নিমিত্ত, দ্বিপদা, জ্যোতিষ, অনুপদ, অনুকল্প, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, চর্চ্চা, ক্রমেতর, শ্লক্ষ, সংহিতা, পদক্রম, সংঘট্টা, বৃত্তি, পরিষদ, সংগ্রহ, গণ, গুণ, আয়ুর্ব্বেদ। এই কএকটা উকৃথাদিগণ। পা ৪। ২। ৬০ সূত্রে ঐ সকল শব্দের উত্তর অধ্যয়ন ও জানা এই অর্থে ঠক্ হয়।

উক্ষ (ভ্বা° সক° পর° সেট্) সেচন, বর্ষণ, জলঢালা বা ছেচা। লট উক্ষতি। লিট্ উক্ষাঞ্চকার আস বভূব। লুঙ ঔক্ষীৎ। (উক্ষাম্প্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্। ভট্টি। ৩। ৫।) উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে।

অব—হস্ত বক্রভাবে সেচন।
আ—সর্ব্বতোভাবে বা ঈষৎ সেচন।
অভি—অধোমুখ, (উবুড়) হাতে সেচন।
প্র—হাত চিত করিয়া ছেচা।
পরি—ঘুরিয়া ফিরিয়া ছেচা।
নিস্—সমস্ত সেচন।
উপ—নিকটে থাকিয়া সেচন।
উদ্—উপরে থাকিয়া সেচন।
বি—ভাল করিয়া সেচন।
সম্—সম্যক্ সেচন।

উক্ষ (ত্রি) উক্ষ-অচ্। ১ সিক্ত, শোচনীয়। ধৌত। ২ সেককারী।

উক্ষণ (ক্লী) উক্ষ-ভাবে লুট্। সেচন, সেক। প্রোক্ষণ, শুদ্ধ, ধৌত। (বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাৎ। রঘু। ৫। ২৭। *। উক্ষণং সেচনে মতম্। শব্দাব্ধি।)

উক্ষতর (পুং) উক্ষ (বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চ তনুত্বে। পা ৫।৩। ৯১) ইতি ইতি ষ্টরচ্। ছোট বৃষ, যাহারা ভার বহিতে শিখে নাই। মহাবৃষ। (মহোক্ষঃ স্যাদ্বৃদ্ধোক্ষতরঃ। হেম ৪।৩২৪।)

উক্ষতরী (স্ত্রী) উক্ষতর-ঙীপ্। ১ বাছুর। ২ বৃদ্ধগবী। বুড়োগাই।

উক্ষা [ন্] (পুং) উক্ষ-শ্বন্ (শনুউক্ষনিত্যাদি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্। ১ বৃষ, ষাঁড়, বলদ। ২ ঋষভ নামক ওষধি। (উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দ ঋষভো বৃষঃ। অমর বৈশ্য ৫৭।) (ত্রি) সেচক। ("উক্ষা সমুদ্রো অরুষঃ সুপর্ণঃ।" ঋক্ ৫।৪৭।৩।)

উক্ষাল (ত্রি) ১ ত্বরিত। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ করাল, দন্তুর। ৪ উৎকট। (পুং) ৫ বানর (উক্ষালত্বরিতে শ্রেষ্ঠে করালোৎকটয়োরপি, বাচ্যলিঙ্গে বানরে চ পুংস্যানেব নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

উক্ষিত (ত্রি) উক্ষ-ক্ত। ১ সিক্ত, জল দ্বারা ধৌত। ২ লিপ্ত।

উখ (ভ্বাঃ পরং সকং সেট্।) গমন। লট্ ওখতি। লিট্ উবোখ, উখতু উখাঞ্চকার। লুঙ্ ঔখীৎ। (উখ, উঙ্খ, উংখ, উখি একরূপ কার্য্য হইবে।) লুঙ্ ঔখিষ্যৎ।

উখ (ত্রি) উখ-ক। গমনকারী।

উখ (দেশজ) কর্ম্মকারের ঘর্ষণী, যাহা দ্বারা ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ঘষিয়া ধার করে, তাদৃশ অস্ত্র।

উখ (ত্রি) উৎ-খন-ড নিপাং তৎলোপঃ। যাহারা উর্দ্ধদিকে খনন করে, কেচো প্রভৃতি।

উখড় (উৎখ্যাতি শব্দের অপভ্রংশ) বঙ্গদেশের কুলীনদের কুলদোষ বিশেষ।

উখড়া (দেশজ) একপ্রকার মুড়্কি।

উখড়াকুখড়া (দেশজ) উঙ্কাখুকা, অসমান।

উখড়ী (দেশজ) ১ নারিকেল মালা প্রভৃতি ও শলা দ্বারা নির্ম্মিত একপ্রকার হাতা। দেশবিশেষে উহাকে 'ওড়ঙ্' বলে। ২ কোথাও কোথাও কপালাদিতে চিহ্নিত দাগকে উখড়ী বলে।

উখরা (দেশজ, উৎখণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।) ১ মুড়্কি।

উখর্বল (পুং) পৃষো°। একপ্রকার তৃণ। উখল, ভুরিপত্র, তৃণোত্তম, সুতৃণ। ইহা ভক্ষণে পশুগণের রুচি বৃদ্ধি, বল এবং শারীরিক হিতসাধন হয়।

উখল (পুং) ভূরিপত্র তৃণ। [উখর্বল দেখ।]

উখা (স্ত্রী) উখ-ক-টাপ্। ১ হাঁড়ী। পাকপাত্র। ২ উনান, চুলা। (স্থাল্যুখা পিঠরং কুণ্ডং। হেম ৪।৮৫।)

উখুলী (দেশজ) উদূখল।

উখ্য (ত্রি) উখায়াং সংস্কৃতং উখা-যৎ। স্থালীপক্কমাংসাদি। (শূল্যমুখ্যঞ্চ হোমবান্। ভট্টি। ৪। ৯।) উখ্যের নামান্তর পৈঠর (উখ্যং তু পৈঠরম্। অমর, বৈশ্য ৪৫।) "উখ্যান্ হস্তেষু বিভ্রতঃ।" অথর্ব্ব ৪। ১৪। ২।

উগরণ (উদ্গীরণ শব্দজ) বমন, ন্যাকার।

উগরাণ (উদ্গীরণ শব্দজ) বমি করান।

উগান (উদ্গমন শব্দের অপভ্রংশ) কোন কিছুর উঠা।

উগ্র (পুং) উচ্যতি ক্রোধেন সম্বধ্যতে অর্থাৎ বনি সর্ব্বদাই ক্রোধযুক্ত। উচ্ (মিলন)—(ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রকুব্রচুব্রক্ষুরখুরভদ্রোগ্রভেরমেরশুক্রশুক্লগৌরবক্রেরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮ এই সূত্রানুসারে রক্ ও নিপাতনে চ স্থানে গ হইল।) ১ শিব। শিবের বায়ুমূর্ত্তি। ২ রাজবিশেষ। ৩ ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন জাতিবিশেষ, যাহাকে আগুরি কহে। ("ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ মনু ১০। ৯) ইহাদিগের কার্য্য গর্ত্তস্থিত গোধা (সর্পবিশেষ) প্রভৃতির বধ ও বন্ধন। (ক্ষত্ত্রগ্রপুক্কসানান্ত বিলৌকো বধবন্ধনম্।) ৪ পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা ও ভরণী নক্ষত্র। ৫ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ৬ কেরল দেশ। ৭ স্বনামখ্যাত দানববিশেষ (বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্রব্যগ্রো মহাসুরঃ। হরিবংশ ৩৭৩ অঃ)। ৮ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত আদি ১১৭ অধ্যায়)। ৯ নরেন্দ্রাদিত্য নামক কাশ্মীররাজের গুরু। ১০ বিষ্ণু। (ভারত অনু ১৪৯ অধ্যায়)। (ত্রি) ১১ উৎকট (উগ্রঃ শূদ্রাসুতে ক্ষত্রাৎ রুদ্রে পুংসি ত্রিষূৎকটে। মেদিনী)। ১২ যে যষ্টি প্রভৃতি ধারণ করে। ১৩ যে অতিশয় দারুণ কার্য্য করে ("চিকিৎসকস্য মৃগয়ো ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ। উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দশম্॥" মনু ৪। ২১২। এই শ্লোকের টীকায় "উগ্রো দারুণকর্ম্মা" এইরূপ ব্যখ্যাত আছে।) ১৪ (ক্লী) বৎসনাভ নামক বিষ। (স্ত্রী) ১৫ বচ। ১৬ ধনিয়া ১৭ জোয়ান। ১৮ তীক্ষ্ণবীর্য্য বস্তু। (স্ত্রী) ১৯ যোগিনী বিশেষ। (ত্রি) ২০ উৎকৃষ্ট। ২১ দীর্ঘ।

উগ্র, ১ শৈবসম্প্রদায় বিশেষ, ইহারা বাহুতে ডমরু ধারণ করে। ২ তীর্থ বিশেষ।

"উগ্রং কনখলঞ্চৈব কেদারং ভৈরবন্তথা।" রেবাখণ্ডে ২অঃ

উগ্রক (ত্রি) উগ্র-সংজ্ঞায়াং কন্ প্রত্যয়ঃ। ১ বলবান্ (পুং) ২ নাগবিশেষ (ভারত আদি ৩৫ অধ্যায়)।

উগ্রকর্ম্মন্ (ত্রি) উগ্রং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। ১ হিংস্রস্বভাব পশু প্রভৃতি। ২ প্রাণিহিংসাকারী। ৩ খল।

উগ্রকাণ্ড (পুং) উগ্রঃ কাণ্ডো যস্য বহুব্রী। করেলা।

উগ্রগন্ধ (স্ত্রী) উগ্রো গন্ধো যস্য বহুব্রী। ১ হিঙ্গু, হিঙ্। (পুং) ২ রশুন। ৩ কট্ফল। ৪ অর্জ্জক বৃক্ষ। ৫ চম্পক। (ত্রি) ৬ উৎকট গন্ধযুক্ত। ৭ (স্ত্রিয়াং টাপ্।) অজমোদা, জোয়ান। ৮ বচ। ৯ ছিক্কিকৌষধি। ("উগ্রগন্ধাঽজমোদায়াং বচায়াং ছিক্কিকৌষধৌ।" মেদিনী)।

উগ্রচণ্ডা (স্ত্রী) উগ্রা চণ্ডা কোপনা স্ত্রী কর্ম্মধা। ১ ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব যথা—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতিথিতে কোটি যোগিনীর সহিত অষ্টভুজামূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। (উগ্রচণ্ডা তু যা মূর্ত্তিরষ্টাদশভুজাভবৎ। সা নবম্যাং পুরা কৃষ্ণপক্ষে কন্যাং গতে রবৌ। প্রাদুর্ভূতা মহাভাগা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।") এই মূর্ত্তিই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দক্ষ দ্বাদশবর্ষ নিষ্পন্ন যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষ (অস্থিমালাধারী বলিয়া) শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই ও তাহার পত্নী সতীও কপালীপত্নী এই হেতু নিজ কন্যা হইলেও দক্ষের নিমন্ত্রিতা হন নাই। এইজন্য সতী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগানন্তর সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়া কোটিযোগিনীগণের সহিত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শিবের অনুচরগণ ও স্বয়ং শিবের সহিত যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। (কালিকাপুরাণ) ২ দুর্গার আবরণ বিশেষ।

উগ্রতা (স্ত্রী) উগ্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা তল্। ১ উগ্রের ভাব। ২ উগ্রের কর্ম্ম। ৩ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারী গুণবিশেষ। অপরাধাদি জন্য যে রোকা মেজাজ হওয়া তাহাকে উগ্রতা কহে। এই উগ্রতা ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, তর্জ্জন, তাড়না প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত হয়। ("শৌর্য্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডত্বমুগ্রতা। তত্র স্বেদশিরঃকম্পঃ তর্জ্জনাতাড়নাদয়ঃ॥" সাহিত্যদর্পণ ৩ পরিচ্ছেদ।)

উগ্রতারা (স্ত্রী) উগ্রভয় হইতে যিনি ভক্তদিগকে ত্রাণ করেন। উগ্র-তৃ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ১ ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। তাহার উৎপত্তি যথা—

কোন সময়ে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ করিয়াছিল ও তাহারা স্বয়ংই দিক্পাল হইয়াছিল। তখন সমস্ত দেবতা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া হিমালয়ে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গাবতার নিকটে সকলে মহামায়া ভগবতীর স্তব করিলেন। তখন ভগবতী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! তোমরা এই স্থানে কোন স্ত্রীর স্তব করিতেছ এবং তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ। তিনি এই রূপ বলিতেছেন এই সময়ে এক দেবী তাঁহার শরীর কোষ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন যে দেবগণ আমারই স্তব করিতেছে। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই দানব দেবগণকে বাধা দিতেছে। এজন্য তাহাদের বধের নিমিত্ত দেবগণ এ স্থানে আসিয়া আমারই স্তব করিতেছে। মাতঙ্গপত্নীর শরীর হইতে সেই দেবী বাহির হইলে পর সেই হিমালয়স্থিতা গৌরবর্ণা মাতঙ্গী তৎক্ষণাৎ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকেই উগ্রতারা বলিয়া থাকেন। উগ্রচণ্ডার এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালাধারিণী, ইহার দক্ষিণ দিকের উপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে চামর এবং বামদিকের উপরের হাতে কাতারী ও নীচের হাতে খর্পর। মাথায় আকাশভেদী একটী জটা আছে, মাথা ও গলায় মুণ্ডমালা। বুকে সাপের হার, চক্ষু রক্তের ন্যায় লাল, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, কটীদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে ভূষিত, বামপদ শবের বুকে ও দক্ষিণ পদ সিংহের পৃষ্ঠে আছে। স্বয়ং শবশরীর চাটিতেছেন।

উগ্রত্ব (ক্লী) [উগ্রতা দেখ।]

উগ্রধন্বা [ন্] (পুং) উগ্রং ধনুর্যস্য অনঙ্। ১ শিব। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) শত্রুর অসহ্য ধনুবিশিষ্ট। ("বাহু শর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা।" ঋক্ ১০।১০৩।৩।) (পুং) মগধরাজ নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। শকটাল কর্ত্তৃক ইনি মগধের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত নেপালরাজ পর্ব্বতেশ্বরের সাহায্যে উগ্রধন্বাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে উগ্রধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করেন। পরে পর্ব্বতেশ্বরের সহিত যুদ্ধে উগ্রধন্বা প্রাণত্যাগ করেন।

উগ্রপুত্র (পুং) উগ্রস্য শূরস্য পুত্রঃ। ১ শূরবংশজাত। (উগ্রপুত্রঃ শূরান্বয়ঃ। শতপথব্রাহ্মণ ভাষ্য ১৪।৬।৮।২) ২ শিবপুত্র, কার্ত্তিকেয়। ৩ গভীর জলাশয়। ("আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসত।" ঋক্ ৮।১৭।১১। উগ্রপুত্রে উগ্রাঃ উদ্গূর্ণা পুত্রা যস্মিন্ তস্মিন্ উদকে। সায়ণ।)

উগ্রম্পশ্য (ত্রি) উগ্র-দৃশ্-খশ্, মুম্। উগ্র-দৃষ্টিযুক্ত বন্য জন্তু ব্যাঘ্রাদি। ('উগ্রম্পশ্যাকুলেহরণ্যে।" ভট্টি।) (স্ত্রী) টাপ্। অপ্সরা বিশেষ। (অথর্ব্বসংহিতা। ৬।১১৮।১)।

উগ্ররেতাঃ [স্] (পুং) রুদ্র বিশেষ। (ভাগবত)।

উগ্রশক্তি, রাজবিশেষ, অমরশক্তির পুত্র। (পঞ্চতন্ত্র।)

উগ্রশেখরা (স্ত্রী) উগ্রশেখর। (অর্শআদিভ্যোঽচ্।

পা ৫।২।১২৭) ইতি অচ্। গঙ্গা। (ত্র্যধ্বগাগোঙ্কিনী গঙ্গা হেমবত্যুগ্রশেখরা। ত্রিকাণ্ড-শে ২।২।৩৯)।

উগ্রশ্রবাঃ [স্] (পুং) ১ লোমহর্ষণ, সৌতি। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

উগ্রসেন (পুং) ১ পরীক্ষিৎপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। (শতপথ ব্রা ১৩।৫।৪।৩।) ২ মথুরাদেশের একজন রাজা। আহুকের পুত্র, কংসের পিতা। তাঁহার পত্নীর নাম কর্ণী। কংস উগ্রসেনকে রাজচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করে। পরে কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রদান করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

উগ্রসেনজ (পুং) কংস। [কংস দেখ।]

উগ্রসেনা (স্ত্রী) অক্রূরের স্ত্রী। (হরিবংশ)।

উগ্রাদেব (পুং) একজন বৈদিক রাজর্ষি। (ঋক্ ১৷৩৬৷১৮।)

উগ্রায়ুধ (পুং) একজন প্রাচীন পৌরব রাজা। কৃতের পুত্র। তৎপুত্র ক্ষেম্য। তিনি নিজ বাহুবলে যুদ্ধক্ষেত্রে নীপবংশ ও অন্যান্য রাজাদিগের প্রাণসংহার করেন। যখন কুরুবীর ভীষ্ম পিতৃবিয়োগে কাতর ছিলেন, উগ্রায়ুধ তাঁহার নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠান—"ভীষ্ম! তোমার জননী গন্ধকালী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তাঁহাকে আমায় প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিব।" তখন ভীষ্ম কিছু বলিলেন না। পিতার অশৌচ কাল গত হইলে, তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উগ্রায়ুধকে বিনাশ করেন। (হরিবংশ ২০ অঃ)। ২ ধৃতরাষ্ট্রের একজন পুত্র।

উগ্রেশ (পুং) উগ্রাণাং ঈশঃ। শিব।

উঘারণ (দেশজ) খোলা। অনাবরণ।

উঙ্কুণ (পুং) উৎকুণ, উকুণ।

উঙ্কোশ (পুং) নূতন নূতন আলাপ, আভাস।

উচ (দিবা॰ পরং সক॰ সেট্) সমবায়। মিশ্রণ।

উচ (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ) উন্নত। উপরিভাগ।

উচকা (গ্রাম্য) দুরন্ত, সাহসী, রোকা।

উচক্রা (দেশজ) দুষ্ট, দুরন্ত, নিষ্ঠুর।

উচনয়না (দেশজ) একজাতীয় মাছ। (Latianus Polata)

উচলন (উচ্চলন শব্দের অপভ্রংশ) নড়া। কাঁপা। চলস্বভাব।

উচলান (দেশজ) উথলান। উথলে উঠা।

উচহর, (উচাহর) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য, এখন ইহাকে নাগোধ বলে। মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের শিলাফলকোক্ত 'উস্তানক' নামক জনপদ এই উচহর বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে এখানে পরিহার রাজপুতদিগের রাজত্ব ছিল।

উচাটন (উচ্চাটন শব্দের অপভ্রংশ।) দুঃখ, সন্তাপ।

উচিত (ত্রি) ১ যোগ্য, কর্ত্তব্য। ২ পরিচিত, অভ্যস্ত।

উচুঙ্গা (গ্রাম্য) উইচিংড়ী, উচ্চিঙ্গড়া।

উচোট (গ্রাম্য) হোঁচট। যাইতে যাইতে হঠাৎ কিছু লাগিয়া পড়া।

উচ্চ (ত্রি) উচ্চিনোতীতি উৎ-চি-ড (অথবা অর্ণআদিভ্যোহচ্) ইতি টিলোপঃ। ১ উপরি, উন্নত, উঁচু। (পুং) ২ রাশিভেদ।

"মেষো বৃষো মৃগঃ কন্যা কর্কমীনতুলাধরাঃ।
ভাস্করাদের্দ্দবস্তাচ্চা রাশয়ঃ ক্রমশস্ত্রিমে॥" জ্যোতিস্তত্ত্ব।

৩ অংশ, ভাগ। যথা—

"স্বোচ্চাচ্চ সপ্তমং নীচং প্রাগ্‌ভাগৈর্ব্বিনির্দ্দিশেৎ।
উচ্চাস্তঃ স্বচ্চসংজ্ঞঃ স্যাৎ নীচান্তে তু সুনীচকঃ॥"

উচ্চকৈঃ [স্] (অব্য) উচ্চৈস্-অকচ্। অতিশয় উচ্চ, উন্নত (মাঘ ১।১২)।

উচ্চক্ষুঃ [স্] (ত্রি) উৎক্ষিপ্তমুৎপাটিতং বা চক্ষুর্যস্য প্রাদি বহু॰। ১ যে চক্ষু উপর দিক্ দেখিতেছে। ২ যে চক্ষু উৎপাটন করা হইয়াছে।

উচ্চঙ্গম (পুং) উচ্চগামী পক্ষী, বিহঙ্গম। (দিব্যাবদান ৪৭৬.১০)

উচ্চটা (স্ত্রী) উৎ-চট-অচ্-টাপ্। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ ভূঁই আমলা। ৩ একপ্রকার লশুন। নাগরমুথা। ৫ দম্ভ। ৬ চর্চ্চা। (উচ্চটা দম্ভে চর্য্যায়াং প্রভেদে লশুনস্য চ। হেমঃ অনে ৩। ১৫৪।) ৭ স্বভাব। ৮ একপ্রকার তৃণ, এ দেশে চোচ্ বা চেচুয়া বলে। (Cyperus compressus) ইহার এই কএকটী পর্য্যায়—নির্ব্বিষী, চূড়ালা, চক্রলা, অম্বুপত্রা, জটিলা, শুক্রলা, উত্তানক। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শীতল, কষায় ও অম্ল। ইহাতে পিত্ত, প্রমেহ, দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

এই গাছ ছোটনাগপুর, আসাম, লক্ষ্ণৌ এবং সিংহলের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে জন্মে।

উচ্চণ্ড (ত্রি) উৎ-চড-অচ্। ত্বরান্বিত, তাড়াতাড়ি। (উচ্চণ্ডং ত্ববিলম্বিতম্। হেম ৫।১১৪)

উচ্চতরু (পুং) উচ্চ উন্নতস্তরুঃ। ১ বড়গাছ। ২ নারিকেল গাছ।

উচ্চতাল (ক্লী) গানাদিতে নৃত্য।

(মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীসকং হি তৎ।
পানগোষ্ঠ্যামুচ্চতালঃ রণে বীরজয়ন্তিকা॥ হেম ২।১৯৫।)

উচ্চদেব (পুং) উচ্চঃ প্রধানো দেবঃ। বিষ্ণু।

উচ্চধ্বজ (ক্লী) তুষিত নামক স্বর্গস্থ বুদ্ধের নাম।

উচ্চনীচ (ত্রি) উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, ভালমন্দ, উন্নত অবনত। "দ্রষ্টারমুচ্চনীচানাং কর্ম্মভির্দেহিনাং গতিম্॥" (ভারত অশ্বমেধ)

উচ্চন্দ্র (পুং) উৎ স্বল্পং অবশিষ্টশ্চন্দ্রো যত্র প্রাদি বহু°। শেষরাত্রি, রাত্রিশেষ। (উচ্চন্দ্রস্তপররাত্রঃ। হেম ২। ৫৭।)

উচ্চপদ (ক্লী) সম্মানের পদ। উন্নতাবস্থা।

উচ্চভাষী [ন্] (ত্রি) যে কড়া কথা বলে, মন্দবক্তা।

উচ্চন্ত (হিন্দী) উপহাসজনক। বিদ্রূপকর।

উচ্চয় (পুং) উৎ-চি-অচ্। ১ চয়ন। ২ পরিধান বস্ত্রগ্রন্থি। (উচ্চয়ো নীবী বরস্ত্র্যর্দ্ধোরুকাংশুকম্। হেম ৩। ৩৩৭) ৩ রচনা। যেমন, কেশোচ্চয়—কেশাদির রচনা। (পাশো রচনা ভার উচ্চয়ঃ। হেম ৩। ২৩২।) ৪ রাশি, পুঞ্জ।

"বাক্যং স্যাদযোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।" সাহিত্যদর্পণ।

উচ্চরিত (ত্রি) উৎ-চর্-কর্ম্মণি ক্ত। কীর্ত্তিত, কথিত। শব্দিত।

উচ্চল, (ক্লী) উৎ চল-অচ্। মন (হৃচ্চেতো হৃদয়ং চিত্তং স্বান্তং গূঢ়পথোচ্চলে। হেম ৬। ৫।)

উচ্চাটন (ক্লী) উৎ-চট্-ণিচ্ ল্যুট্। ১ উৎপাটন। ২ উচাটন, চঞ্চলকরণ। ৩ ষট্‌কর্ম্মান্তর্গত অভিচার বিশেষ। এই কার্য্যের দেবতা দুর্গা, তিথি কৃষ্ণা অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী, বার শনি, জপমালা সাধুর চুলে গাঁথা ঘোড়ার দাঁত। (শারদাতিলক) ৪ উৎকণ্ঠা। ৫ বিবাদ।

উচ্চার (পুং) ১ মল, বিষ্ঠা, হাগা।

"উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানে ভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ॥" স্মৃতি।

উচ্চারক (ত্রি) উচ্চার স্বার্থে কন্। উচ্চারণকারী।

উচ্চারণ (ক্লী) উৎ-চর-ণিচ্-ল্যুট্। কথন, শব্দপ্রয়োগ।

উচ্চারিত (ত্রি) উচ্চার (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য-ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ইতি ইতচ্। কথিত, শব্দায়িত।

উচ্চার্য্য (ত্রি) উৎ-চর-ণিচ্-ল্যপ্। ১ উচ্চারণযোগ্য, কথনীয়।

উচ্চাবচ (ত্রি) উদক্ উৎকৃষ্টঞ্চ অবাক্ নিকৃষ্টঞ্চ (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৭২) ইতি নিপা° সাধু। ১ বিবিধ, নানাপ্রকার। ২ অসমান, উচুনীচু। ৩ ভালমন্দ। (উচ্চাবচং নৈকভেদে। হেম ৬। ৮৫) "উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ।" নিরুক্ত ৭। ৩।

উচ্চিঙ্গট (পুং) ১ তৃণগড়মৎস্য। চিংড়ীমাছ। ২ কোপনস্বভাব। (উচ্চিঙ্গট কোপনে মীনভিত্ত্যপি। হেম° অনে ৪। ৫৭।)

উচ্চিঙ্গ্‌ড়া (উচ্চিটিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ) উইচিংড়ী, এক প্রকার পোকা। এই পোকা তিন চারি জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় (Acheta domestica) সহরে বিশেষতঃ পল্লিগ্রামেই অধিক থাকে। ইহাদিগকে দেখিতে কটা। ইহারা উষ্ণস্থানে থাকিতে ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে বাহির হয়। ঠাণ্ডা লাগিলেই নিজ আবাসে আশ্রয় লয়। গরম না পাইলে ঠাণ্ডায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। ইহারা নিশাচর, সন্ধ্যার পর আহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই গ্রাম্য উচ্চিংড়া অপেক্ষা বন্য অথবা ক্ষেতের উচ্চিংড়া (Acheta campestris) অনেক বড় ও দেখিতে মিস্ কাল। ইহারা ৭। ৮ হাত মাটির নীচে গর্ত্ত করে। রাত্রিকালে গর্ত্তের মুখে বসিয়া প্রথমে অল্প অল্প ডাকে, তৎপরে প্রণয়িনী আসিয়া যোগ দান করিলে উভয়ে উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে থাকে। ইহাদের স্বর দূর হইতে মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলে অতি মিষ্ট লাগে, তাহাতে সঙ্গীতের নানা প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। এক একটী উচ্চিংড়ার স্ত্রী প্রায় দুইশত ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে, ছানার আকার প্রায় বড় ধেড়ে উচ্চিংড়ার মত, কেবল তাহাতে ডানা উঠে না।

আর এক জাতীয় উচ্চিংড়া আছে, ইহারা উক্ত উভয় জাতি অপেক্ষা বড় হয়। ইহাদিগকে এদেশে ঘুঘুর বা ঘুঘুরা পোকা বলে। [ঘুঘুর দেখ।]

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে উচ্চিংড়া (উচ্চিটিঙ্গ) বিষাক্ত কীট, ইহার দংশনে বায়ুজন্য রোগ জন্মে। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩য় ও ৮ম অধ্যায়।)

উচ্চিটিঙ্গ (পুং) পতঙ্গ বিশেষ। [উচ্চিঙ্গ্‌ড়া দেখ।]

উচ্চুঙ্গ (দেশজ) উইচিংড়া [উচ্চিঙ্গ্‌ড়া দেখ।]

উচ্চূড় [ল] (পুং) উন্নতা চুড়া যস্য ড়স্য লত্বম্। ধ্বজের উপরিভাগের বস্ত্র খণ্ড, নিশানের পাগ।

উচ্চৈঃ [স্] (অব্য) ১ উচ্চ, উন্নত। ২ যথেষ্ট, অধিক।

উচ্চৈর্ঘোষ (ত্রি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাবিশিষ্ট। উচ্চশব্দ। (যদুচ্চৈর্ঘোষস্তনয়ন্‌ববাকুর্বন্নিব দহতি। ঐতরেয় ব্রা ৩। ৪)

উচ্চৈশিরঃ [স্] (ত্রি) উচ্চৈরুন্নতং শিরোঽস্য। উচ্চমস্তক, মহত্তর।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ [স্] (পুং) ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনে ইহার উৎপত্তি।

উচ্চৈর্ঘুষ্ট (ক্লী) উচ্চৈস্ ঘুষ ভাবে ক্ত। সকলকে জানাইবার জন্য ঘোষণা। ঢেঁট্‌রা।

উচ্ছ (তুদা° ইদিৎ পর° সক° সেট্) উঞ্ছ।

উচ্ছ্ (তুদা° পর° সক° সেট্) ১ বন্ধ। ২ সমাগম। ৩ অতিক্রম। ৪ ত্যাগ।

উচ্ছন্ন (ত্রি) উৎ-ছদ্-ক্ত। নষ্ট।

উচ্ছন্নসন্ধি (স্ত্রী) সন্ধিবিশেষ। কোন রাজার উত্তম রাজ্য কাড়িয়া লইয়া পরে তাঁহার সহিত যে সন্ধি হয়।

উচ্ছয় (ক্লী) ত্রিকোণের পশ্চাৎ পদ।

উচ্ছরখি, বঙ্গদেশস্থ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রের একটী গাঁই।

উচ্ছল (ত্রি) উৎ-শল-অচ্। আধার অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে প্লাবিত হওয়া। উথলে উঠা।

উচ্ছলিত (ত্রি) উৎ-শল-ক্ত। উৎক্ষিপ্ত। উত্থিত। উর্দ্ধে উঠা।

উচ্ছা (দেশজ) ফল বিশেষ। এদেশে উচ্ছে করলা এরূপও বলিয়া থাকে। (Momordica charantia)। ইহা দুই প্রকার, এক প্রকার বড়, অপর প্রকার ছোট। কিন্তু উভয়েই এক জাতীয়। এদেশে ছোটকে উচ্ছা ও বড়কে করেলা বলে। করেলা হিন্দী শব্দ, হিন্দুস্থানীরা এই শব্দে উভয় প্রকারকেই বুঝিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, সুশবী, স্থকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, কারবেল্ল, নাসা-সম্বেদন, পটু। কোন কোন কবিরাজ বলেন, সংস্কৃত কারবল্লী শব্দে কেবল উচ্ছাকে বুঝাইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায় ও গরম, কফ, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, ক্ষত, রক্তদোষ, বাত ইত্যাদি রোগনাশক। বিশেষতঃ উচ্ছের দীপক ও লঘু গুণ আছে, করলার তাহা নাই। (ভাবপ্রকাশ)

হাকিমীমতে, ইহার গুণ বলকর, পাকস্থলীর হিতকর। ইহা গ্রন্থিবাত, প্লীহা ও যকৃৎরোগে ব্যবহার করা যায়। কুষ্ঠরোগে উচ্ছে ও উচ্ছের পাতা বাটিয়া লেপন করিলে উপকার হয়।

এই লতা বর্ষাকালে জন্মে। এদেশের সকলেই প্রায় উচ্ছে খায়। ইহা খাইতে কিছু তিক্ত বটে, কিন্তু বড় স্বাস্থ্য-কর। এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উচ্ছে করলার নানা প্রকার আচার প্রস্তুত হয়।

উচ্ছাদন (ক্লী) উচ্ছাদ্যতে মলোঽনেন ইতি উৎ-ছদ-ণিচ্‌-ল্যুট্। ১ গাত্রমার্জ্জন, শরীরের মলাতোলা। ২ আচ্ছাদন।

উচ্ছাস্ত্র (ত্রি) উৎ উৎক্রান্তং শাস্ত্রং। শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী [ন্] (ত্রি) শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারী।

"নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ কচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ১৪০।

(উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী শাস্ত্রমতিক্রম্য ব্যবহরতি। মনুভাষ্যে মেধা-তিথি ৪। ৮৭।)

উচ্ছিখ (ত্রি) উন্নতা শিখা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। ১ উন্নত শিখা। ২ প্রজ্বলিত আগুন।

"মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।" রঘু। ১৬। ১৭।
(পুং) নাগবিশেষ। (ভারত আদি)

উচ্ছিঙ্ঘন (ক্লী) নস্যের ন্যায় নাসিকায় টানিয়া লওন।

"বিধ্যতো যোঽন্যপার্শ্বেঽক্ষস্তং রুদ্ধা নাসিকাপুটং।
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ॥"
সুশ্রুতে উত্তর ১৭ অঃ।

উচ্ছিত (ত্রি) উৎ-শি-ক্ত। রুদ্ধ।

উচ্ছিত্তি (স্ত্রী) উৎ-ছিদ ভাবে ক্তিন্। উচ্ছেদ, বিনাশ।

উচ্ছিন্ন (ত্রি) উৎ-ছিদ-ক্ত। সমূলে উৎপাটিত, বিনাশিত, উন্মূলিত।

উচ্ছিরস্ (ত্রি) উন্নতং শিরোঽস্য। ১ উন্নত, মহিমান্বিত। (পুং) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উরুমুণ্ডের একটী পর্ব্বত।

উচ্ছিলীন্ধ্র (ক্লী) উদ্গতং শিলীন্ধ্রম্। কোঁড়ক, ছাতা। (ত্রি) প্রস্ফুটিত, শিলীন্ধ্রযুক্ত।

উচ্ছিষ্ট (ত্রি) উৎ শিষ্যতে যৎ উৎ-শিষ-ক্ত। ১ ভুক্তাব-শিষ্ট, এঁটো। (পাত্রস্থমন্নমাস্যস্পর্শদূষিতমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে। মেধাতিথি।) শাস্ত্রে এঁটো খাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন—

"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ॥" ২। ৫৬।

কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিবে না, সায়ং প্রাতর্ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না। অতিশয় আহার করিবে না। উচ্ছিষ্টমুখে কোথাও যাইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্ট স্পর্শ অথবা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

"অজ্ঞানাদ্যস্তু ভুঞ্জীত শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥" আপস্তম্ব।

যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"অন্নানাং ভুক্তশেষস্তু ভক্ষিতো যৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধঞ্চ ক্রমাত্তেষাং বিশোধনম্॥"

দ্বিজাতি অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে ক্রমান্বয়ে চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, বা তাহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"চাণ্ডালপতিতাদীনামুচ্ছিষ্টান্নস্য ভক্ষণে।
দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেৎ পরাকেণ শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি॥"

চাণ্ডাল, পতিত প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাঁরা পরাক এবং শূদ্র কৃচ্ছ্র দ্বারা

শুদ্ধ হইবে। (জ্ঞানতঃ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি।)

"শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে মাসং পক্ষমেকং তথা বিশঃ।
ক্ষত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্॥" শঙ্খ ১৭। ৪২।

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এক মাস, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এক পক্ষ, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে সপ্তাহ এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে একদিন ব্রত করিবে।

"শ্বশূকরান্ত্যচাণ্ডালমদ্যভাণ্ডরজস্বলা।
যদ্যুচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেত্তত্র কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ॥" কাশ্যপ।

কুক্কুর, শূকর, শূদ্র, চণ্ডাল, মদ্যভাণ্ড ও রজস্বলার উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্র ও সান্তপন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথমে ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, তাহার যদি কোন সংক্রামক রোগ থাকে, যে ব্যক্তি পরে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহাকেও সহজেই পূর্ব্ব ব্যক্তির রোগ আক্রমণ করিতে পারে। অতএব উচ্ছিষ্ট ভোজন না করাই ভাল।

২ ত্যক্ত। ৩ দত্তাবশিষ্ট।

"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং যোগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাৎ দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥"
শ্রাদ্ধতত্ত্বে ব্রহ্মপুরাণ।

৪ মধু। ("উচ্ছিষ্টং শিবনির্মাল্যং...শ্রাদ্ধে প্রশস্যতে।"

উচ্ছিষ্টগণপতি, কাঞ্চুলিয়া বা হেরম্ব সম্প্রদায়। ইহাদের মতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক, তাহাদের সংযোগবিয়োগে পাপ নাই।

উচ্ছিষ্টগণেশ (পুং) তন্ত্রোক্ত গণেশমূর্ত্তিভেদ। [গণেশ দেখ।]

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মাতঙ্গীদেবীর মূর্ত্তি বিশেষ। [মাতঙ্গী দেখ।]

উচ্ছিষ্টভোজন (পুং) দেব-নৈবেদ্য-বলিভোজন-কর্ত্তা। (হেম ৩। ৫২১)। (ক্লী) ২ অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া।

উচ্ছিষ্টভোজী [ন্] (ত্রি) যে নীচলোকের ভুক্তাবশিষ্ট খায়।

উচ্ছিষ্টমোদন (ক্লী) উচ্ছিষ্টং মধু তেন মোদতে। সিক্থ। মোম। [মোম দেখ।]

উচ্ছীর্ষক (ক্লী) উৎ উর্দ্ধস্থং শীর্ষং যেন ইতি কন্ বহুব্রী। ১ মাথার বালিশ, উপাধান। (উচ্ছীর্ষকমুপাধান-বর্হো। হেম ৩। ৩৪৭।)

২ মস্তক, শিরস্থান। (উচ্ছীর্ষকং প্রসিদ্ধদেবতাশরণং শীর্ষস্থানং। মেধাতিথি।)

"উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাৎ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোঃ পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥" মনু ৩।৮৯।

৩ উন্নত মস্তক, মাথা উঁচু।

"উচ্ছীর্ষকে সমুন্নাহং বস্তিঃ কুর্য্যাচ্চ মেহনম্।"
সুশ্রুতে চিকিৎসা ৩৬ অঃ।

উচ্ছুষ্ক (ত্রি) ১ উপরিভাগে শুষ্ক। উস্কখুস্ক। ("উচ্ছুষ্ক মাংসরুধিরত্বচ স্নায়ুনদ্ধঃ।" ললিতবিস্তর।) ২ সন্তপ্ত।

উচ্ছূন (ত্রি) উৎ-শ্বি-ক্ত। ১ স্ফীত, ফুলা। ২ উন্নত। ৩ উচ্ছ্বসিত।

উচ্ছৃঙ্খল (ত্রি) উদ্গতং শৃঙ্খলং যস্য। বিশৃঙ্খল, নিয়মরহিত, অবাধ। (অবাধোচ্ছৃঙ্খলোদ্দামান্যযন্ত্রিতমনর্গলং। হেম ৬। ১০২)

উচ্ছেত্তা [তৃ] (ত্রি) উৎ-ছিদ্-তৃচ্। উচ্ছেদকারক, নাশক।

উচ্ছেদ (পুং) উৎ-ছিদ্-ভাবে ঘঞ্। ১ উৎপাটন, উন্মূলন। ২ বিনাশ, ধ্বংস। ("সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে।" রঘু।)

উচ্ছেষ (পুং) উৎ-শিষ্-ঘঞ্। অবশেষ।

উচ্ছেষণ (ক্লী) উৎ-শিষ্-কর্ম্মণি ল্যুট্। উচ্ছিষ্ট।

"উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে॥"
মনু ৩। ২৪৬।

শ্রাদ্ধকার্য্যে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা সরল, আলস্যশূন্য অকুটিলহৃদয় দাসবর্গের প্রাপ্য ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উচ্ছেষ্য (ত্রি) উৎশিষ্-(ছন্দসিনিষ্টর্ক্য...পৃড়ানি। পা ৩। ১। ১২৩) ইতি নিপাৎ ক্যপ্। অবশেষণীয়।

উচ্ছোচন (ত্রি) উৎ-শুচ্-ল্যুট্। শোকোদ্গম।

উচ্ছোষণ (ত্রি) উ-শুষ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সন্তাপক। ২ উর্দ্ধশোধক। যথা—

"ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্—
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।" গীতা ২। ৮।

(ক্লী) ভাবে ল্যুট্। সম্যক্‌শোষণ। ("উচ্ছোষণং সমুদ্রস্য পতনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।" রামায়ণ ৩। ৩৬। ২১।)

উচ্ছোষুক (ত্রি) উৎ-শুষ-বাহুলকাৎ উকঞ্। উর্দ্ধশোষযুক্ত।

উচ্ছ্রয় (পুং) উৎ-শ্রি অচ্। ১ উচ্চতা। ২ উন্নতি। ৩ উচ্চ সংখ্যা। (উচ্ছ্রয়েণ গুণিতং চিতেঃ ফলম্।" লীলাবতী।

উচ্ছ্রয়ণ (ক্লী) উৎ-শ্রি-করণে ল্যুট্। ১ উন্নতি। উৎ-শ্রি-

কর্ত্তরি ল্যু। (ত্রি) উৎকৃষ্ট। (উচ্ছ্রয়ণানি উৎকৃষ্টানি। নারায়ণকৃত আশ্বলায়নগৃহ্যবৃত্তি ৪। ৯।)

উচ্ছ্রায় (পুং) উৎ-শ্রি-(উদি শ্রয়তিযৌতিপূদ্রুবঃ। পা ৩। ৩। ৪৯।) ইতি ঘঞ্। উচ্ছ্রয়, উচ্চতা। আরোহ, সমুচ্ছ্রয়, উৎসেধ, উদয়। (উৎসেধ উদয়োচ্ছ্রায়ৌ। হেম ৬। ৬৭)

উচ্ছ্রিত (ত্রি) উৎ-শ্রি-ক্ত। ১ উন্নত, উন্নমিত, সমুন্নত, উদিত। ২ সঞ্জাত, উৎপন্ন। ৩ প্রবৃদ্ধ। (উচ্ছ্রিতং ত্রিষু সঞ্জাতে সমুন্নতপ্রবৃদ্ধয়োঃ। মেদিনী।) ৪ ত্যক্ত।

উচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) উৎ-শ্রি-বাহুং করণে ক্তিন্। ১ উচ্ছ্রায়। ২ উৎকর্ষ। ("বজ্রার্থং নিধনং প্রাপ্য প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ।" মনু ৫। ৪০) ৩ উচ্চসংখ্যা। (লীলাবতী।)

উচ্ছ্বসিত (ত্রি) উৎ-শ্বস্-ক্ত। ১ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ২ স্ফীত। ৩ জীবিত। ৪ উচ্ছ্বাসযুক্ত। ৫ কম্পিত। ৬ আশ্বাসযুক্ত। (ক্লী) ১ উচ্ছ্বাস। ২ কম্পন। ৩ স্ফুরণ।

উচ্ছ্বাস (পুং) উৎ-শ্বস্-ঘঞ্। ১ অন্তর্মুখ শ্বাস। (সোঽন্তর্মুখ উচ্ছ্বাস আহরঃ, আনঃ। হেম ৬। ৪।) ২ আশ্বাস। ৩ বিশ্লেষ। ৪ বিকাশ। ৫ স্ফীতি। ৬ আকাঙ্ক্ষা। ৭ ফাঁক। ৮ প্রাণন। ৯ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ।

(উচ্ছ্বাসঃ প্রাণনে শ্বাসে গন্থপচ্ছান্তরেঽপি চ। হেম০ অনে০ ৩। ৭৪৬।)

উচ্ছ্বাসী [ন্] (ত্রি) উৎ-শ্বস-ণিনি। ১ ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত। ২ উদ্গত। ("উচ্ছ্বাসিকাণাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ।" কুমার।)

উছ (তুদা০ ইদিৎ পর০ সক০ সেট্) উঞ্ছ। উঞ্ছতি ঔঞ্ছীৎ। (তুদা০ পর০ সক০ সেট্) ১ বন্ধ। ২ সমাপন। ৩ বিরাম। উচ্ছতি, ঔচ্ছীৎ ইত্যাদি।

উছনিয়া (দেশজ, উচ্ছন্ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ নষ্ট। ২ যে সমস্ত বৃথা অপব্যয় বা নষ্ট করে, উড়নচণ্ডী।

উছি (গ্রাম্য) উচ্ছা, উচ্ছে। [উচ্ছা দেখ।]

উজ (উজ্জ শব্দের অপভ্রংশ) সমান, সরল।

উজই (গ্রাম্য) নদী প্রভৃতিতে ভাসিয়া বেড়ান, সাঁতার।

উজড় (দেশজ, উৎজটশব্দের অপভ্রংশ) নির্ম্মূল।

উজড়ন (দেশজ) ১ খালি। ২ নির্ম্মূল। ৩ বমন।

উজড়িয়া (দেশজ) অপব্যয়কারী, খরচিয়া।

উজন (দেশজ) ১ বিপরীত, উল্টা। ২ স্রোতের বৈপরীত্য।

উজনীয় (দেশজ) বর্ষাকালে মাছের ভাসান দেওয়া; ভাসিয়া উঠা।

উজর্ (আরব্য) ওজর। আত্মসমর্থন।

উজল (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য নড়ান বা কাঁপান। ২ স্রোত ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ৩ (উজ্জ্বল শব্দের অপভ্রংশ, ব্রজবুলিতে প্রয়োগ দেখা যায়।)

উজলন (দেশজ) চলন। কম্পন।

উজলপাজল (দেশজ) গোলমাল। এলোমেলো।

উজলা, বঙ্গদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের একটী গাঁই।

উজলান (দেশজ) কাঁপান। নড়ান।

উজা (উজ্জ শব্দের অপভ্রংশ) সোজা। সরল।

উজাইন্, বেহারনিবাসী সূর্য্যবংশীয় রাজপুতদিগের শ্রেণীভেদ।

উজাউজি (দেশজ) সোজাসুজি।

উজার (দেশজ, উৎজট শব্দের অপভ্রংশ।) উজড়, নির্ম্মূল।

উজান (দেশজ) ১ স্রোতের বৈপরীত্য। ২ উচ্চজনপদ, পাহাড়িয়া দেশ।

উজি (গ্রাম্য) কাণাকাণি, সাধারণে জানা।

উজীর (আরব্য) রাজ্যের মন্ত্রী।

উজীরী, মন্ত্রীর পদ।

উজুটী (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Bileria ciliata) এদেশে পল্লিগ্রামে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

উজুষিয়া (গ্রাম্য) একস্থান হইতে অন্য স্থানে উঠা। যেমন, বর্ষাকালে কইমাছ উজুষিয়া থাকে।

উজ্জট (উৎজট শব্দের অপভ্রংশ) নষ্ট, নির্ম্মূল, খালি।

উজ্জড়ীয় [উজড়ীয় দেখ।]

উজ্জন (ক্লী) স্থূল বা বলিষ্ঠ হওন।

উজ্জয়(য়ি)নী (স্ত্রী) মালবরাজ্যের রাজধানী। শিপ্রা-নদীর দক্ষিণকূলে ২৩°১১'১০" উত্তর অক্ষা, ও ৭৫°৫১'৪৫" পূর্ব্ব দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। দেশের লোকে "উজৈন্" বলিয়া থাকে। এক্ষণে উজ্জয়িনী গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে আফিম রপ্তানি হইয়া থাকে। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা ৩২,৯৩২।

উজ্জয়িনী একটী অতিপ্রাচীন নগরী, অবন্তিরাজ্যের রাজধানী। মহাভারতের সময়ে এই নগরটী 'অবন্তী' নামে বিখ্যাত ছিল। (ভারত ভীষ্ম।) পৌরাণিক সময় হইতে উজ্জয়িনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

উজ্জয়িনীর এই কএকটী পর্য্যায়—বিশালা, অবন্তী, পুষ্পকরণ্ডিনী। [অবন্তি দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক টলেমি ও পেরিপ্লাস্ এই নগর ওজিনি (Ozene) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি লিখিয়াছেন—ওজিনি তিয়াস্তনের রাজধানী। [Ptolem. Geog. Bk. VII. c. I, 53] তিয়াস্তন 'চষ্টান' শব্দের অপলিপি, পূর্ব্বে চষ্টান নামে একজন রাজা মালব ও

ধারার নিকটস্থ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপির দ্বারা জানা গিয়াছে। পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন—বারিগজের (বর্ত্তমান বরোচ) পূর্ব্বে ওজিনি, এইখানে রাজা বাস করিতেন। এই স্থান হইতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বারিগজনগরে অকীক পাথর, বাসন, উৎকৃষ্ট মলমল, কস্তুরবর্ণের কাপাস বস্ত্র এবং নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্যের আমদানী হইত।

প্রাচীন কালে অনেক রাজচক্রবর্ত্তী এই উজ্জয়িনীতে বসিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়। সিংহলীদিগের মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পিতার রাজপ্রতিনিধি হইয়া কিছুকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎকালে অশোকের পিতা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন। (২৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দ।) তৎপরে প্রায় শতাব্দী গত হইলে (১৫৭ খৃঃ পূঃ), একজন বৌদ্ধ যতি প্রায় ৪০০০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি-মঠ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করেন।

তৎপরে আমরা রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হই। এই সময় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন উজ্জয়িনী উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর প্রভৃতি যেমন ভারতের সমৃদ্ধিশালী প্রধান রাজধানী ছিল, বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীরও তদ্রূপ সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্, উজ্জয়িনী (উ-যে-যেন্-ন) দর্শন করিতে আসেন। তখনও উজ্জয়িনী বহুলোকের বাসভূমি এবং রত্নশালিনী ছিল। তখনও এখানে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বাস করিতেন এবং হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। হিউএন্-সিয়ঙ্ নগরের নিকটেই অশোক-রাজনির্ম্মিত একটী স্তূপ দেখিয়া যান।

কিন্তু এখন আর সে সমৃদ্ধি কোথায়? কালে লোপ হইয়াছে। সেই প্রাচীন উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত এখন ভূগর্ভে প্রোথিত! রত্নগর্ভা আপনার সমস্ত রত্ন হারাইয়া দুঃখে লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিলেন না, তাই বুঝি মাতা বসুন্ধরার কোলে অন্তর্হিতা হইলেন। এখন সেই প্রাচীন বিশালা নগরী নাই, তাহারই উত্তর পার্শ্বে একটী নূতন নগরী স্থাপিত হইয়া উজ্জয়িনী নাম ধারণ করিতেছে। প্রাচীন উজ্জয়িনী কতকাল হইল ভূমি মধ্যে নিহিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথবা কি কারণে ভূমিসাৎ হইল, তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে কেবল নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর দক্ষিণে বনমধ্যে প্রাচীন উজ্জয়িনী বিলুপ্ত হইয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে প্রায় ১০।১২ হাত নীচে এখনও প্রাচীন নগরের চিহ্ন পাওয়া যায়। এখনও মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তরের অভগ্ন স্তম্ভসকল প্রোথিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান নগর কে স্থাপন করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলাউদ্দীন্ খিল্‌জীর সময় হইতে এই নগর মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১২৯৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত একজন রাজপ্রতিনিধির উপর ইহার শাসন-ভার ছিল। ১৩৮৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির স্বাধীন হইলেন। ১৫৩১ খৃঃ অব্দ অবধি তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তৎপরে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ অধিকার করেন। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে অকবর পাদশাহ এই স্থান জয় করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরের নিকটেই আরঙ্গজিব ও দারা উভয় ভ্রাতায় ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৭৯২ খৃঃ, হোলকর এই স্থান অধিকার করে এবং ইহার অনেকস্থান পোড়াইয়া দেন। তৎপরে সিন্ধিয়ার হস্তগত হইল। ১৮১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া-রাজগণ ভোগ দখল করেন।

উজ্জয়িনী একটি পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের পুণ্যতীর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের অবন্তিখণ্ডে এই তীর্থের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

এখানে মহাকাল নামক শিবলিঙ্গ আছে। স্কন্দ, মৎস্য, নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণে ঐ মহাকাল শিবলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই লিঙ্গের নিমিত্ত ইহা একটি পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাকালের মন্দিরে দিবারাত্রি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রতি সোমবারে মন্দিরের সেবকেরা পঞ্চমুখী-মুকুট লইয়া মহাসমারোহে কুণ্ডাভিমুখে গমন করে, তৎকালে মন্ত্রপাঠ, বাদ্যধ্বনি ও সাধারণের জয়ধ্বনি হইতে থাকে। দুই পার্শ্ব হইতে পাণ্ডারা ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যজন করে। কুণ্ডে আনীত হইলে প্রধান পুরোহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মুকুটটিকে ধৌত করেন, তৎপরে পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে মন্দিরে আনিয়া মহাকালের মাথায় পরাইয়া দেন। তখন মহাকাল কৌষেয় বস্ত্র ও মণিমাণিক্যাদি ভূষিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। মহাকাল মন্দিরের সমস্ত কার্য্যের ভার তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ ও বাহোরী নামে কতকগুলি মাড়োয়ারীর উপর। এই লিঙ্গকে সাধারণে অনন্ত-কল্পেশ্বর বলিয়া থাকে।

মহাকাল শিবের মন্দিরও অতি বৃহৎ। এই সুন্দর মন্দির দর্শন করিলে হিন্দুশিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুবৃহৎ দেবালয় রক্ষার জন্য এবং মহাকালের

সেবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সিন্ধিয়া মাসিক প্রায় তিন শত, দেবাসের পুয়ারগণ প্রায় মাসিক ৫০৲।৬০৲, গাইকবার মাসিক ১২০৲ এবং হোলকর মাসিক ৬০৲ হিসাবে দিয়া থাকেন।

মহাকালের মন্দির তিন শত বৎসর ধরিয়া নির্ম্মিত হয়। ফিরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে কথিত আছে, এই মন্দির সোমনাথের সমতুল্য, ইহার বৃহৎ স্বর্ণস্তম্ভসমূহ মণি-মাণিক্য খচিত ছিল। গর্ভগৃহ মধ্যে একটি সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলে সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দির যেন সূর্য্যালোকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সেই অসংখ্য রত্নরাজিপূর্ণ মন্দিরের এখন আর পূর্ব্বমত অনুপম শোভা নাই। আল্‌তমাস্ মন্দিরের সমস্ত মণিমাণিক্য রত্নাদি লুট করিয়া মন্দিরের বিস্তর ক্ষতি করিয়া যায়। এই সময়ে পাণ্ডারা অশেষ যত্নে লিঙ্গমুর্ত্তিকে গুপ্তভাবে স্থানান্তর করিয়া রক্ষা করেন। প্রায় শত বৎসর হইল, রামচন্দ্রবাপু নামক এক ব্যক্তি মন্দিরের পুনঃসংস্কার করাইয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের স্বর্ণকলস দুর হইতে যাত্রিগণের নয়ন আকর্ষণ করে।

উজ্জয়িনীর কেদারেশ্বর নামে শিবের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, অবন্তিখণ্ডের মতে এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়। এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে,—"কোন সময়ে হিমশৃঙ্গবাসী দেবগণ মহাদেবকে আসিয়া বলিলেন, দেবদেব! দারুণ হিমে আমাদের বড়ই আকুল করিয়াছে, আমরা চিরদিন হিম সহ্য করিতে পারি না। আপনি যাহা ভাল হয়, তাহার উপায় করুন। তখন মহাদেব হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, চিরকালই এরূপ দারুণ হিম হইবার কারণ কি? হিমালয় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আমার উপরে আসিয়া বাস করুন, আমি চিরকাল আপনার পূজা করিব এবং আট মাস আমাদের প্রভাব কমাইব। মহাদেব গিরিশৃঙ্গের একটি উষ্ণকুণ্ডের নিকট আসিয়া অবস্থান করিলেন। তথায় যোগিঋষিগণ কেদারেশ্বর নামে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগি-লেন। কালে পৃথিবী মানবের পাপে কলুষিত হইল। দেবাদি-দেবও অন্তর্ধান হইলেন। একদিন কতিপয় ঋষি কেদারেশ্বর দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা তথায় কেদারশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—হায়! কোথায় আমরা সেই হৃদয়েশ্বরের দেখা পাইব? আর কি তিনি দয়া করিয়া দেখা দিবেন, পরম দয়াল ব্যতীত কে আমাদের শান্তি প্রদান করিবে? এই সময় দৈববাণী হইল—"মহাকাল বনে যাও, তথায় শিপ্রা নদীর উপর তাঁহার দেখা পাইবে।" অনন্তর ঋষিগণ উল্লাসহৃদয়ে উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন, শিপ্রা নদীতীরে আসিয়া প্রেমভরে দেবাদিদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন স্রোতস্বতীর বক্ষে একটী শিলা ভাসিয়া উঠিল, ঋষিগণ তাঁহাকেই কেদারেশ্বরের লিঙ্গ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে উজ্জয়িনীতেও পাপস্পর্শ করিল। কেদারেশ্বর পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। ভীম একজন ঋষির সহিত পরামর্শ করিলেন, কি প্রকারে পুনরায় কেদারেশ্বরকে পাওয়া যাইবে। ঋষি ভীমকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, এবং রাজ্যের সমস্ত বৃষ তাঁহার নীচে দিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। ভীমও তাহাই করিলেন। সমস্ত বৃষই একে একে চলিয়া গেল। শেষে একটা আর কিছুতে যাইতে চাহিল না। ভীম তাহাকে ধরিবার জন্য যেমনি অগ্রসর হইবেন, অমনি সেই বৃষরূপী কেদারেশ্বর ভূমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। কিছুদিন পরে কেদারেশ্বর হিমালয়ে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার মস্তক হিমালয়ে এবং দেহ উজ্জয়িনীতে রহিল।

উজ্জয়িনীতে অসংখ্য ভৈরবমূর্ত্তি ও কতকগুলি ভৈরব-মন্দির আছে। শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে ভৈরবগড়, তাহার আকার অশ্বখুরের মত। শিপ্রার ধারে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত গড়ের প্রাচীর ও কতকগুলি বড় বড় দ্বার আছে। পশ্চিম দ্বার দিয়া ভৈরব গড়ে প্রবেশ করিলে, ডানদিকে একটি বৃহৎ দেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। এই দেবালয়ে কালভৈরবের মূর্ত্তি আছে, এই মূর্ত্তি বহুকালের প্রাচীন এবং অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে, কালভৈরব উজ্জয়িনীকে রক্ষা করিতেছেন। মধুজী সিন্ধিয়া কালভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

উজ্জয়িনীর দশাশ্বমেধঘাটের নিকট "অঙ্কপাত" নামে একটি তীর্থস্থান আছে, এই স্থানটি বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়। বৈষ্ণবেরা বলেন, এইখানে কৃষ্ণবলরাম সান্দীপনী মুনির নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। এইখানে কৃষ্ণবলরাম প্রথমে অঙ্কপাত লিখিতে আরম্ভ করেন, এই জন্য ইহার নাম 'অঙ্কপাত' হইয়াছে। অঙ্কপাতে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি আছে। মলহররাও, কাহারও মতে রঙ্গরাও আপ্পা অঙ্কপাতের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অহল্যা বাইয়ের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে এখানে প্রত্যহ ১০ জন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

অঙ্কপাতের কিছুদূরে দামোদর, গোমতী, বিষ্ণুসাগর প্রভৃতি কএকটী প্রাচীন কুণ্ড আছে।

উপরোক্ত মন্দিরাদি ব্যতীত মঙ্গলেশ্বর, সহস্রধনুকেশ্বর, পিশাচমোচন, দত্তাত্রেয়, চামুণ্ডা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবমন্দিরও প্রসিদ্ধ। অনন্তখণ্ডে ২৪ মাতা ও ৩ জন দেবের পূজা উল্লেখ আছে, একণে কেবল লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। [নারদীয়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ৭৮ অঃ দেখ।]

সরস্বতী দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন, এই মন্দিরে অনেকগুলি মাতৃকামূর্ত্তি আছে। বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে আসিয়া দেবীপূজা করিতেন।

উজ্জয়িনীর কালিয়দী (কালিয়দীঘী) দেখিবার জিনিস। বৃন্দাবনে কালিয়দহে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে, এই কালিদীঘীতেও সেইরূপ দেবস্থল দৃষ্টিগোচর হয়। কালিয়দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর জল-প্রাসাদ রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানেও বিষ্ণুমন্দির ছিল। মিরাট ইস্কন্দরী নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে, ঐ জল-প্রাসাদ নাসির উদ্দীন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাসাদ যে অনেক প্রাচীন, তাহা দেখিলে সহজেই জানা যায়।

কালিদাস তাঁহার ঋতুসংহারে 'জলযন্ত্রমন্দিরের' উল্লেখ করিয়াছেন—

"নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।" ১।২।

কালিদাসের 'জলযন্ত্রমন্দির' উক্ত জলপ্রাসাদ বলিয়াই বিলক্ষণ অনুমান হয়। তাহা হইলে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও ঐ জলপ্রাসাদটী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। বোধ হয়, রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্মকালে জলপ্রাসাদে বাস করিতেন, কালিদাস স্বচক্ষে দেখিয়া ঋতুসংহারে লিপিবদ্ধ করেন। যদিও এখন এই প্রাসাদের চারিদিকে কোন ফোয়ারা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে যে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জলপ্রাসাদের নির্ম্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। যে মালমসলায় এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট। জলের স্রোতে ইহার চিহ্নমাত্র বিকৃত হয় না। ইহার প্রাচীরের গায়ে সর্পোপরি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে গোপীগণ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান,—দূর হইতে এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

জলপ্রাসাদে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে। পূর্ব্বে এইখানেই (অবন্তিখণ্ডোক্ত) ব্রহ্মকুণ্ড ছিল। বোধ হয় ব্রহ্মকুণ্ডের কালিয়দী নাম হইয়াছে; কারণ এই নাম অবন্তিখণ্ডে নাই। কিন্তু আবুল-ফজল প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক কালিয়দীঘী উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ টমাস্ রো জাহাঙ্গীর পাদশাহের সহিত এইখানে আসিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর সিদ্ধনাথের ঘাট অতি মনোরম স্থান। এখানকার সরোবরে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শুনা যায়, ঐ সরোবরে নাগকন্যাগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, তাহাদের উপরিভাগ নারীমূর্ত্তি এবং নিম্নভাগ মৎস্যের মত। (Journal As. Soc. Bengal. vol. vi. 820).

এখানে জৈনদিগেরও কতকগুলি মঠ আছে। তন্মধ্যে শ্বেতাম্বরীদিগের ১০টি ও দিগম্বরীদিগের ৮টি, কতকগুলি জৈনমঠ একণে হিন্দুদিগের হইয়াছে, তন্মধ্যে জবরেশ্বর ও জৈনভঞ্জনীশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

উজ্জয়িনীতে গুজরাটী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে রামসনেহী, দাদু, কবীরপন্থী, রামাৎ, রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

উজ্জয়িনীর প্রায় প্রতি গাছের তলে সতীস্তম্ভ দেখিতে পাইবে। সতীর যে কত আদর, কত সম্মান তাহা ঐ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই জানিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণক্রমে ঐ প্রস্তরে স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ব্রাহ্মণ জাতির পরিচয়ের জন্য গো, ক্ষত্রিয়ের পরিচয়ের জন্য অশ্ব প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে অঙ্কিত থাকে। এখানকার ধার্ম্মিকা রমণীগণ সতীস্তম্ভের পূজা করিয়া থাকে।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যোগসহীদ নামে একটী পাহাড় আছে, অনেকে বলিয়া থাকেন ইহারই নীচে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন প্রোথিত ছিল। এই পাহাড়ে উঠিলে নগরের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনীতে মানযন্ত্র ছিল, এ দেশের প্রাচীন ভৌগলিকগণ সেই যন্ত্র দ্বারা এই স্থান হইতে প্রথম যাম্যোত্তরবৃত্ত গণনা করিতেন। অকবরের পিতামহ বাবর ঐ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (Erskine's Bader 51) কিন্তু এখন আর কেহ ঐ যন্ত্রের কথা বলিতে পারেন না, বোধ হয় প্রাচীন উজ্জয়িনী সঙ্গে তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। এখনও এখানে জয়সিংহের মানমন্দির আছে। কিন্তু তাহারও অবস্থা বড় শোচনীয়। কে তাহার উদ্ধার করিবে? [জয়সিংহ দেখ।]

উজ্জয়িনীতে প্রত্নতত্ত্ববিদের দেখিবার জিনিষও অনেক আছে। এই স্থান হইতে প্রাচীন গ্রীক্, বাহ্লিক, শক এবং এ দেশীয় হিন্দু নরপতিগণের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এখনও প্রাচীন উজ্জয়িনী বনস্থলী খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথর, হীরা, জহরৎ, অকীক পাথর, স্বর্ণ ও

রৌপ্যমুদ্রা এবং স্ত্রীলোকের অলঙ্কার মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই জন্যই এই স্থানকে লোকে 'রোজগার কা সদাব্রত' বলিয়া থাকে।

উজ্জয়িনী নগরের পার্শ্বে রাজা ভর্তৃহরির গুহা। রাজা ভর্তৃহরি সংসারত্যাগ করিয়া প্রথমে এইখানে আশ্রয় লন। কেহ কেহ বলেন, এইখানেই ভর্তৃহরির প্রাসাদ ছিল, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। গুহার মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে থাম আছে; থামে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানে স্থানে কএকটী লিঙ্গমূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে কেবল কেদারেশ্বরের লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহায় দুইটী কাল পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একটী কিছু উচ্চে, অপরটী তাহারই নীচে। এখানকার লোকে বলে, উপরে গোরখনাথ, নীচে তাঁহারই শিষ্য ভর্তৃহরি।

উজ্জয়ন্ত, কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি পবিত্র পাহাড়। ইহার বর্ত্তমান নাম গির্ণার। জুনাগড় হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে। ২১°৩১´ উঃ অক্ষাং এবং ৭০°৪২´ পূঃ দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই পাহাড় হিন্দু ও জৈনদিগের পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে—

"প্রভাসঞ্চোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসাচরিতং শিবম্।
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান্ ॥ ২১
পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগপক্ষিনিষেবিতে।
উজ্জয়ন্তে স্ম তপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥" ২৩

বনপর্ব্ব ৮৮ অঃ।

সমুদ্রের তীরে সুরাষ্ট্রের নিকটে দেবগণের প্রভাসতীর্থ আছে। এইখানে পিণ্ডারক তীর্থ ও আশুসিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত পরিলক্ষিত হয়। মৃগপক্ষিসমাকুল সুরাষ্ট্রদেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—

"সোমনাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান্।
তস্য পশ্চিমভাগে তু রৈবতক ইতি স্মৃতঃ॥"

§ ২৮৬। ১। ৯।

"উজ্জয়ন্তে পদং গত্বা ততঃ স্বর্গং নিরাময়ঃ।" § ২। ৯।

"ঐরাবতপদাক্রান্তো উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ।
সুস্রাব তোয়ং বহুধা গজপাদোদ্ভবং শুচি ॥"

§ ৩০৩। ২। ৮।

উজ্জয়ন্তং গিরিবরং মৈনাকস্য সহোদরম্।
সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতং যুগাদৌ প্রথমস্থিতম্ ॥"

§ ৩১। ১। ১৩।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা উজ্জয়ন্ত গিরির মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। এই পাহাড়ের কাছেই সুপবিত্র বস্ত্রাপথক্ষেত্র, এই স্থানকেও এক্ষণে গির্ণার বলে।

প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থ শ্রেষ্ঠ, আবার প্রভাসতীর্থ অপেক্ষা বস্ত্রাপথ সমধিক পুণ্যপ্রদ।

"পরং দেব ত্বয়া পুণ্যং প্রভাসং কথিতং মম।
তস্মাদপ্যধিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং ত্বয়া ॥"

§ ২৮৯। ১। ১২-১৭।

প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"উত্তরে তু নদী ভদ্রা পূর্ব্বস্যাং যোজনদ্বয়ম্।
দক্ষিণে চ বলিস্থানমুজ্জয়ন্তীনদীমনু।
অপরস্যাং পরং নদ্যোঃ সঙ্গমং বামনাৎ পুরাৎ।
এতদ্বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
ক্ষেত্রস্য বিস্তরো জ্ঞেয়ো যোজনানাং চতুষ্টয়ম্ ॥"

§ ৩০৩। ২। ১১-১২।

উত্তরে ভদ্রানদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুই যোজন অবধি বিস্তৃত বলিস্থান, তাহারই পশ্চাতে উজ্জয়ন্তী নদী; এবং পশ্চিমে বামনপুর হইতে উভয় নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত। এই স্থান মধ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বস্ত্রাপথক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বিস্তার চারি যোজন।

প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে—

"একদিন কৈলাসে শিব ও পার্ব্বতী বসিয়া আছেন। পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমাকে দয়া করিয়া বলুন, কি প্রকার কার্য্যের দ্বারা মানব আপনাকে পূজা করে, কি প্রকার আচরণ করিলে, কিরূপ উপাসনা করিলে, আপনি সন্তুষ্ট হন? শিব কহিলেন, যে জীবহিংসা করে না, যে সর্ব্বদা সত্য কথা কয়, যে কখন কুকর্ম্ম করে না, যে যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে অগ্রসর হয়, আমি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হই। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু শিবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যদিগকে বর প্রদান করেন, সেই বরপ্রভাবে তাহারা নিয়তই মনুষ্যের অনিষ্টাচরণ করে। তাহারা

সদাই আমার পালনকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। পৃথিবীর পালন আমা দ্বারা আর ঘটিয়া উঠে না। এক্ষণে কে আমার পদগ্রহণ করিবে? শিব কহিলেন, আমি আশুতোষ, অল্পেই আমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, আমার এ স্বভাব যাইবার নয়। তোমাদের যদি ভাল না লাগে, তবে আমি চলিলাম। এই বলিয়া শিব কৈলাস হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন পার্ব্বতী কহিলেন, তিনিও শিব ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিবেন না। তখন দেবগণ পার্ব্বতীর সহিত শিবের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিকে শিব বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে আসিয়া আপনার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং তথায় অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী ও দেবগণ খুঁজিতে খুঁজিতে বস্ত্রাপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু গরুড় ছাড়িয়া রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করিলেন, পার্ব্বতী উজ্জয়ন্ত গিরি-চূড়ায় বিশ্রাম করিলেন। এই সময় নাগরাজ এবং গঙ্গাদি নদীসমূহ পাতাল হইতে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবগণও নিজ নিজ মনোনীত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে শিবস্তোত্র গান করিতে লাগিলেন। আশুতোষ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না, পার্ব্বতীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিলেন। দেবগণ তাঁহাকে কৈলাসে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব বলিলেন, তিনি যাইতে পারেন, কিন্তু দেবগণও পার্ব্বতীকে এই বস্ত্রাপথে থাকিতে হইবে। দেবতারা তাহাই করিলেন। শিব নিজের অংশ রাখিয়া কৈলাসে চলিলেন। সেই পর্য্যন্ত বিষ্ণুর রৈবতকে এবং পার্ব্বতী অম্বা নামে উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করিতেছেন।"

বস্ত্রাপথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে—

"ভোজ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ভদ্র নামে একজন মুনি অপর কতিপয় মুনির সহিত সেই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পূতনীরা গঙ্গায় স্নান করিয়া মুনিবর ধ্যানে বসিলেন। এই সময়ে রাজা ভোজ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রে ভোজ-রাজের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি মুনির নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভদ্র রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। ভোজ সস্ত্রীক মুনিবরের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মুনিবর! মানব সংসার-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া জন্মমরণরূপচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভগবন্! আপনি কি দয়া করিয়া বলিতে পারেন, কিরূপে মানব নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে?' মুনি কহিলেন, 'পৃথিবীতে গঙ্গা প্রভৃতি অনেক পুণ্যতোয়া নদী এবং বিষ্ণু ও শিবের তীর্থ আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নদীতে স্নান ও তীর্থদর্শনে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু বস্ত্রাপথ তীর্থযাত্রীকে নিত্যই অনন্ত সুখময় স্বর্গ প্রদান করে। একদা আমি বস্ত্রাপথ দর্শনে গমন করি। তথায় বিষ্ণু অবস্থান করেন। তিনি আমাকে বলেন, সকল তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন কি? বস্ত্রাপথের দামোদর দর্শন ও দামোদরকুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থের ফল হয়। বিষ্ণুর আদেশ মত আমি সেই তীর্থ দর্শন করিতে যাই।' তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! বস্ত্রাপথক্ষেত্র কোথায়? এই স্থানে কোন্ কোন্ পর্ব্বত, কোন্ কোন্ নদী, কি কি বন আছে?' মুনি কহিলেন, 'এই ক্ষেত্রের চারিদিকে সমুদ্র। ইহাতে অনেকগুলি নগর আছে। এখানে ভবনাথের নিকটে উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত, তাহার পশ্চিমে রৈবতক, এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে স্বর্ণরেখা নদী নির্গত হইয়াছে। পাতাল হইতে স্বর্ণরেখার উৎপত্তি। শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ সস্ত্রীক এই ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। দামোদরের নিকটে রৈবতক কুণ্ড, উহা রেবতী নির্ম্মাণ করেন। এইখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। দামোদর এই কুণ্ডে স্নান করিতে আসেন। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পঞ্চ প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তিনি পাঁচ হাজার বর্ষ নিরাময় স্বর্গে বাস করেন। রৈবতকের সন্নিকটে দুই ক্রোশ বিস্তৃত অন্তর্গৃহক্ষেত্র *। এই ক্ষেত্র অধিকতর পুণ্যপ্রদ। এখানকার জলে শবের অস্থি পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিলীন হয়, এজন্য ইহাকে বিলীয়ক বলে। এখানে অনেক সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী বাস করেন।' ভদ্র এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ও রাণী বস্ত্রাপথে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে এখানে পৌঁছিলেন। তথায় স্নান করিয়া রাজা ভবনাথ ও দামোদর দর্শন করিলেন। স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছিল; রাজা ও রাণী স্বজনসহ সেই রথে আরোহণ করিয়া নিরাময় স্বর্গে গমন করিলেন।"

বস্ত্রাপথ বা গির্ণারে গমন করিলে, হিন্দুদিগের যে যে স্থান দেখা উচিত, তাহাও প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে—

"বস্ত্রাপথের পশ্চিমে উন্নবিষ্ক গিরি, এই খানে ভীম

* অন্তর্গৃহক্ষেত্র কর্ণকুব্জের পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা নদী হইতে উজ্জয়ন্ত গিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে এই তীর্থগুলি আছে,—দামোদর, ভবনাথ, বিষ্ণু, স্বর্ণরেখা, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, কালমেঘ, ইন্দ্রেশ্বর, রৈবতক, উজ্জয়ন্ত, রেবতীকুণ্ড, কুন্তীশ্বর, ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর। (প্রভাসখণ্ড।)

উন্নক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। এখানে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও স্বর্ণের খনি আছে। তীর্থযাত্রী এখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া, মঙ্গলগিরির পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতে স্নান করিবেন। পরে তথাকার গঙ্গেশ্বরের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিবেন। তৎপরে তিনি একে একে সিদ্ধেশ্বরের পশ্চিমস্থিত ইন্দ্রেশ্বর দর্শন, অনন্তর মঙ্গলগিরির পশ্চিমে যক্ষবনস্থ যক্ষেশ্বরী দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন। পরে তিনি রৈবতকে উপনীত হইবেন। এখানে রেবতী ও ভীমকুণ্ডে স্নান করিয়া দামোদর দর্শন করিবেন। দামোদর দর্শনান্তে ভবনাথে আসিবেন। তথায় মৃগী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া উজ্জয়ন্ত গিরিতে আরোহণ করিবেন। হেথা অম্বাদেবী, হস্তিপদ, রসকূপিকা, সপ্তকুণ্ড, গোমুখ, গঙ্গা, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীর কর্ত্তব্য পুণ্যকর্ম্মাদি করিবেন।" এই ত গেল হিন্দুদের কথা।

জৈনেরাও, এই গির্ণারকে আপনাদের একটি অতিপবিত্র তীর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। উজ্জয়ন্ত বা গির্ণারে প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র জৈন তীর্থ করিতে আসেন। এখানে তীর্থঙ্করদিগের অনেকগুলি মন্দির আছে। তন্মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই অতি প্রাচীন। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের একবার সংস্কার হইয়াছিল, এখানকার শিলালিপির দ্বারা জানা যায়, বস্তুপাল ও তেজোপাল উভয় ভ্রাতা দ্বারা নির্ম্মিত একটি প্রাচীন অতি বৃহৎ মন্দিরও আছে। জৈনশাস্ত্রের মতে এই তীর্থ-দর্শন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব্বকালে এই উজ্জয়ন্তে বৌদ্ধেরাও তীর্থ করিতে আসিত। বৌদ্ধরাজ অশোকের শিলালিপি এই গিরিতে খোদিত ছিল। ঐ অনুশাসনপত্রে প্রাচীন গ্রীক ও বাহ্লিক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্ এই গিরি দর্শন করিতে আসেন। তিনি ঐ গিরি দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"উজ্জয়ন্ত (যুহ্-চেন-তো) গিরির উপরে (বৌদ্ধদিগের) সঙ্ঘারাম আছে। এখানকার আশ্রমাদি পাহাড়ের পার্শ্ব খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাহাড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কএকটী নদী ইহার শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে সিদ্ধগণ যাতায়াত করেন। আত্মজ্ঞানী ঋষিগণ একত্রে অবস্থান করিয়া থাকেন।" হিউএন্সিয়ঙ্-বর্ণিত সেই প্রাচীন সঙ্ঘারাম এখন আর নাই।

উজ্জানক (পুং) ১ কাশ্মীরের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ। বর্ত্তমান নাম স্বাৎ (সুয়াৎ) মহাভারতের মতে, উজ্জানক একটি পবিত্র তীর্থ।

"উজ্জানক উপস্পৃশ্য আর্ষ্টিসেনস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গায়াশ্চাশ্রমে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥"

অনুশাসন ৫। ৫০।

পূর্ব্বকালে এই দেশ বিতস্তা নদীর পশ্চিমতট অবধি বিস্তৃত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে ইহার নাম উজ্জিহান।

"বেদমন্ত্রা বিমাণ্ডব্যাঃ শাল্বনীপাস্তথা শকাঃ।
উজ্জিহানাস্তথা বৎসা ঘোষসংখ্যাস্তথা খশাঃ ॥" ৫৮।৬।

[আর্য্যবর্ত্তের মানচিত্রে উজ্জিহান দেখ।]

মহাভারতে লিখিত আছে, "কার্ত্তিকেয় ও বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে কুশবান্ নামে হ্রদ, যাহাতে প্রচুর কুশেশয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।"

(বনপর্ব্ব ১৩০ অঃ)।

পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মও বড় প্রবল ছিল। ফাহিয়ান্ সুঙ্-যুন্, হিউএন্-সিয়ঙ্ প্রভৃতি চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সুঙ্-যুন লিখিয়াছেন, 'এই দেশ উত্তরে সুঙ্-লিঙ্ পর্ব্বত ও দক্ষিণ সীমা ভারতবর্ষে মিলিত হইয়াছে। এখানকার আব হাওয়া উষ্ণ অথচ মনোরম। রাজ্যটি প্রায় শত ক্রোশ বিস্তৃত। অধিবাসী ও উপাদেয় দ্রব্য বিস্তর। ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইখানে পেলো (বেসন্তর) রাজা নিজ পুত্রকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে বোধিসত্ত্ব নিজ দেহ ব্যাঘ্রীকে খাইতে দেন। এখানকার রাজা শাকান্নভোজী, পরম ধার্ম্মিক, সায়ং ও প্রাতঃকালে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; তৎকালে ঢাক, ঢোল, বীণা প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠে। মধ্যাহ্নকালে তিনি রাজকার্য্য দেখিয়া থাকেন। এখানকার লোকেরা যথাকালে নদীর বান আসিতে দেয়, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। সন্ধ্যাকালে সকল মঠ হইতে বাদ্য বাজিয়া উঠে, শ্রমণবর্গ বুদ্ধদেবের পূজা করিতে থাকেন। বুদ্ধ উজ্জানকে উপস্থিত হইলে প্রথমে নাগরাজের মঠে গমন করেন। নাগরাজ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ করিল। বৃষ্টিতে বুদ্ধের সঙ্ঘাটি ভিজিয়া গেল। বৃষ্টি থামিলে বুদ্ধদেব একখানি পাথরের উপর অবস্থান করেন। এইখানে তিনি আপনার কষায় বসন শুকাইয়া ছিলেন, সেই শুষ্ক কষায় এখনও সেই পাথরের নিকট রহিয়াছে। বহু কাল গত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের কষায়বাস এখনও তেমনই আছে। যেখানে বুদ্ধ বসিয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার স্মরণার্থ একটি মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজধানী

হইতে প্রায় ৩ পোয়া উত্তরে পাহাড়ের উপর বুদ্ধের পাদুকার চিহ্ন রহিয়াছে। এখানেও মঠ হইয়াছে। নগরের উত্তরে তারামন্দির। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দেবদেবী ও উপাসকগণের মূর্ত্তি আছে। রাজধানী হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে আট দিন যাত্রা করিলে একটি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাওয়া যায়। এইখানে বুদ্ধ তপস্যা করিতেন। এইখানেই তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রকে আপনার দেহের মাংস খাইতে দিয়াছিলেন। হেথায় কল্পতরু জন্মে। রাজধানী হইতে প্রায় ৮৯ ক্রোশ দূরে একটি তীর্থ আছে, এইখানে বুদ্ধ লিখিবার নিমিত্ত আপনার দেহের চর্ম্ম খুলিয়া লয়েন। ঐ পবিত্র স্থান রক্ষা করিবার জন্য রাজা অশোক একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।" ইত্যাদি।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্গের মতে, হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ সমস্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশ এবং চিত্রল হইতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত দরদ রাজ্য উজ্জানক দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্গ্ লিখিয়াছেন, এই রাজ্য দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৫০০০ লি (প্রায় ২১৭ ক্রোশ), গিরিপুঞ্জ ও উপত্যকায় সম্মিলিত। উচ্চ সমতল ভূমিতে থাকে থাকে উপত্যকা ও জলাশয় আছে। এখানে নানাপ্রকার বীজ রোপিত হয়, কিন্তু তাদৃশ শস্য উৎপন্ন হয় না। আঙ্গুর ও ইক্ষু বিস্তর জন্মিয়া থাকে। ভূমিতে লৌহ ও স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। এখানকার জমি হলুদ চাসের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

এখানে শীত গ্রীষ্ম সমান; যথাকালে বর্ষা হইয়া থাকে। অধিবাসীরা মৃদুভাষী, লাজুক ও চতুর। তাহারা বিদ্যার সুখ্যাতি করে, অথচ কার্য্যে কিছু করে না। ইন্দ্রজালবিদ্যা সকলেই প্রায় শিখিয়া থাকে। অনেকেই প্রায় মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এখানে পাঁচপ্রকার হীনযান সম্প্রদায় দেখা যায়। যথা—সর্ব্বাস্তিবাদী, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয় ও মহাসাঙ্ঘিক। এখানকার ভাষা অনেকটা ভারতবর্ষের মত। লিখনপ্রণালীও তদ্রূপ। তৎকালে এখানে ৪।৫টা প্রধান নগর ছিল। রাজা মঙ্গলী নগরীতে বাস করিতেন। ঐ রাজা শাক্যবংশীয়। তৎকালে এখানকার সুবাস্ত (বর্ত্তমান স্বাৎ) নদীর উভয় তীরে প্রায় ১৪০০ সঙ্ঘারাম ছিল। তৎকালে মঙ্গলী নগরীর চারিদিকে অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখা যাইত। তখনও এখানে ১০টি হিন্দুদের দেবমন্দির ছিল। [Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol, I, p. 119-134 দেখ।]

এই প্রদেশে মৈত্রেয়বুদ্ধের অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন, ঐ মূর্ত্তি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৩৮০ বর্ষ পরে (অশোকরাজের সময়ে) নির্ম্মিত হয়। হি-উএন্-সিয়ঙ্গ এই মূর্ত্তি ১০০ ফিট্ উচ্চ দেখিয়া যান।

ফা-হিয়ান ও সুঙ্গ-য়ুন্ এই স্থানকে 'উচঙ্গ্' এবং হিউন্ সিয়ঙ্গ 'উচঙ্গ্-ন' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জুঁলে, কানিংহাম প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ চীনপরিব্রাজকোক্ত উক্ত শব্দগুলির সংস্কৃত নাম 'উদ্যান' বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

[Cunningham's Anc. Geog India, P. 81 দেখ।]

কিন্তু এই মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত নাম সংস্কৃত 'উদ্যান' না হইয়া 'উজ্জানক' হওয়াই অধিক সম্ভবপর। বিশেষতঃ মহাভারত পুরাণাদি ও চীনপরিব্রাজক নিরূপিত স্থানে উভয়ে সমধিক ঐক্য থাকায়, উজ্জানক ও 'উ-চঙ্গ্' যে একই নাম, ভিন্ন দেশে উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালীভেদে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়।

এখনকার পাঁজকোরা, বিজাবর, স্বাৎ ও বুনীর প্রদেশ প্রাচীন উজ্জানক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। [স্বাৎ শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

২ মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটী সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি। (হরিবংশ ১১ অঃ)। মৎস্যপুরাণের মতে এই মরুস্থলের মধ্য দিয়া নলিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। (মৎস্যপু° ১২৩ অঃ।)

উজ্জালক, মহাভারত ও হরিবংশের স্থানে স্থানে উজ্জানক শব্দের পরিবর্ত্তে উজ্জালক লিখিত হইয়াছে। [উজ্জানক দেখ।]

উজ্জাসন (ক্লী) উৎ-জস-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ, বধ।

উজ্জিঘ্র (ত্রি) উৎ-ঘ্রা-শ। আঘ্রাণকর্ত্তা।

উজ্জিতি (স্ত্রী) উৎ-জি-ক্তিন্। ১ উৎকৃষ্ট জয়। (উজ্জিতিমনুপহতবিঘ্নেন হবিঃ স্বীকরণরূপমুৎকৃষ্টজয়ম্। বেদদীপে মহীধর।)

উজ্জিহান (পুং) দেশবিশেষ। খশ দেশের নিকট। কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে। [উজ্জানক দেখ।]

উজ্জিহানা (স্ত্রী) একটি প্রাচীন নগরী। ভরত রাজগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিবার কালে এই নগরী হইয়া আসেন। তখন এই নগরী প্রিয়ক বৃক্ষ ও উপবনে শোভিত ছিল।

"তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ॥"

রামায়ণ ২। ৭১। ১২।

এই নগরী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডে ছিল।

উজ্জীবী [ন্] (ত্রি) উৎ-জীব-ণিনি। যে পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠে।

উজ্জৃম্ভ (ত্রি) উৎ-জৃম্ভি-ঘঞ্। প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (প্রবুদ্ধোজ্জৃম্ভফুল্লানি ব্যাকোশং বিকচং স্মিতম্। হেম ৪। ১৯২।) ২ হাইতোল।

উজ্জৃম্ভণ (ক্লী) উৎ-জৃম্ভি-ভাবে ল্যুট্। মুখবিকাশ, হাইতোলা।

উজ্জৃম্ভিত (ত্রি) উৎ-জৃম্ভি-ক্ত। বিকাশিত। ২ বেষ্টিত। (উজ্জৃম্ভিতমুৎফুল্লে চেষ্টিতেঽপি চ। হেম০ অনে ৪। ১৩১।) (ক্লী) ভাবে ক্ত। ১ চেষ্টা। (উজ্জৃম্ভিতং ত্রিষূৎফুল্লে চেষ্টায়াঞ্চ নপুংসকম্। মেদিনী।) ২ হাইতোলা।

উজ্জেষ (পুং) উৎ-জিষ গত্যর্থে, ভাবে ঘঞ্। উন্নতি, উৎকর্ষপ্রাপ্তি। ভাবে অচ্ (ত্রি) উৎকৃষ্ট জয়যুক্ত।

উজ্জেষী [ন্] (ত্রি) উৎ-জিষ-ণিনি। উৎকৃষ্ট জয়শীল।

উজ্জ্য (ত্রি) আরোপিত জ্যা। (উজ্জ্যধন্বা আরোপিজ্যধনুষ্কাঃ। কাত্যা০ শ্রৌ০ ভাষ্যে কর্কাচার্য্য।)

উজ্জ্বল (ত্রি) উৎ-জ্বল-অচ্। ১ দীপ্তিমান্, দীপ্ত। ২ বিমল, বিশদ। ৩ বিকাসী। (পুং) ৪ শৃঙ্গাররস। (উজ্জ্বলস্তু বিকাসিনি, শৃঙ্গারে বিশদে দীপ্তে। হেম০ অনে০ ৩। ৬২৬) (ক্লী) ৫ স্বর্ণ, সোণা।

উজ্জ্বলদত্ত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি উণাদিসূত্রের বৃত্তি রচনা করেন। ঐ বৃত্তিতে প্রাচীন কোষ ও স্থানে স্থানে প্রমাণরূপে প্রাচীন কাব্য সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলদত্ত কোন্ সময়ের লোক, ঠিক বলা যায় না। মহেশ্বর ১১১১ খৃঃ অব্দে বিশ্বপ্রকাশ প্রণয়ন করেন, ঐ কোষ উজ্জ্বলদত্ত আপন বৃত্তিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার ১৪৩১ খৃঃ অব্দে রায়মুকুট অমরকোষের টীকায় উজ্জ্বলদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে উজ্জ্বলদত্ত সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উজ্জ্বলন (ক্লী) উৎ-জ্বল-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্দীপ্তি। ২ নির্ম্মলতা।

উজ্ঝ (তুদা০ পর০সক০ সেট্) ত্যাগ। উজ্ঝতি, ঔজ্ঝীৎ।

উজ্ঝ (পুং) উজ্ঝ-অচ্। ত্যাগ, বিসর্জ্জন। (মনু ১১।৫৬।)

উজ্ঝন (ক্লী) উজ্ঝ-ল্যুট্। বিসর্জ্জন। (মিতাক্ষরা)

উজ্ঝিত (ত্রি) উজ্ঝ-ক্ত। ত্যক্ত, বর্জ্জিত।

উঞ্ছ (পুং ক্লী) উছি-ঘঞ্। ১ ধান্যকণা গ্রহণ, জীবিকানির্ব্বাহার্থ ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। (উঞ্ছো ধান্যকণাদানং। হেম ৩। ৪২৯।)

"শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোঽজীবন্ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়াংস্ততোঽপ্যুঞ্ছঃ প্রশস্যতে॥"
মনু ১০। ১১২।

ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে শিলাঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কারণ অসৎপ্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আরও প্রশস্ত।

"কুশূলকুম্ভীধান্যো বা ত্র্যৈহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ১২৮।

(একৈকধান্যাদি গুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ। কুল্লুক।) (পুং) উঞ্ছশীল।

উঞ্ছন (ক্লী) উছি-ল্যুট্। খুঁটিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া।

উঞ্ছশিল (ক্লী) 'উঞ্ছশ্চ শিলশ্চেতোকবদ্ভাবঃ।' উঞ্ছবৃত্তি। ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া কাজ।

"ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।" মনু ৪। ৫।

উঞ্ছশীল এইরূপ পদও হইয়া থাকে।

উট (পুং) ১ ঘাস পাতা। ২ (দেশজ, উষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ) ক্রমেল, উষ্ট্র।

উটকৃকরা (গ্রাম্য) উটকৃকারা। অজ্ঞান। মূর্খ। অজানিত।

উটঙ্গন (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উটজ (পুং) উটাঃ তৃণপর্ণাদয়স্তেভ্যো জায়তে জন-ড। ১ পর্ণশালা। (পর্ণশালোটজঃ। হেম ৪। ৬০) ঘাস পাতা নির্ম্মিত মুনিদিগের কুটীর।

("মৃগৈর্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু।" রঘু ২। ৫২।)

২ গৃহমাত্র। (অমরমালা।)

উট্‌ন (দেশজ) কোন জিনিস ধারে লওয়া।

উট্‌না (দেশজ) ধারে ক্রয় করণ।

উট্‌কন, উট্‌কান (দেশজ) কোন দ্রব্যের জন্য অন্বেষণ।

উট্‌কান্‌পাটকান্ (দেশজ) কোন জিনিস পাইবার জন্য ঘাঁটা।

উট্‌কানীয়া (দেশজ) যে কোন জিনিস উট্‌কাইয়া বাহির করে।

উট্‌কো (দেশজ) ১ ভ্রম, ভ্রান্ত, না জানিয়া যে ঘোরে। ২ নির্ব্বোধ।

উটঙ্ক (দেশজ) নিশানা, ছুতানতা।

উঠ (ভ্বা০ পর০ সক০ সেট্।) উপঘাত। আঘাত।

উঠন (দেশজ) ১ গাত্রোত্থান। ২ উঠান।

উঠনি (দেশজ) উত্থান, আরোহণ।

উঠাউঠি (অব্য, দেশজ) পুনঃপুনঃ।

উঠান (দেশজ) ১ উত্থান। তোলন। ২ বাড়ীর মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড।

উঠানঘাটা (উত্থানঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ।) নদী প্রভৃতি হইতে উঠিবার স্থান।

উঠানি (দেশজ) কোন স্থানে পৌছান।

উঠাপড়া (উত্থান ও পতন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উত্থান ও পতন। ২ অতিশয় তৎপর।

উঠ্তি (দেশজ) ১ দ্রব্যাদির বিক্রয়। ২ উন্নতি। ৩ যৌবন। যেমন, উঠ্তি বয়স।

উড় (পর॰ সক॰ সেট্) সংহতি।

উড়কী (দেশজ) ১ ওড়ঙ্গ্। [উকৃড়ী দেখ।] ২ উল্কী, স্ত্রীলোকের কপালে যে দাগ থাকে।

উড়কুড় (দেশজ) আদ্যন্ত। শেষ।

উড়ঞ্চড়ীয়া (দেশজ) উড়নচণ্ডীয়া।

উড়ন (উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উপরে উঠা বা পলায়ন। ২ উঠিয়া যাওয়া।

উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডীয়া (দেশজ উড্ডয়ন ও চণ্ড শব্দের অপভ্রংশ) অতিশয় চণ্ড। উগ্রস্বভাব। বৃথা অপব্যয়কারী।

উড়নী (দেশজ) এ দেশে প্রচলিত গাত্রে দিবার চাদর।

উড়পড়ন (দেশজ) যাইতে যাইতে উঠাপড়া।

উড়া (দেশজ, উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ।) ১ উর্দ্ধে উঠা। ২ নষ্ট, দূষিত। ৩ মৈথুনজনিত রোগবিশেষ। [উপদংশ দেখ।]

উড়ান (উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ।) কোন কিছু উর্দ্ধে তোলা। যেমন ঘুড়ি উড়ান।

উড়ানচণ্ডীয়া, [উড়নচণ্ডী দেখ।]

উড়ানী (দেশজ) ১ অপব্যয়, খরচ। ২ উড়নী, চাদর। [উড়নী দেখ।]

উড়াবাও (দেশজ) উপদংশরোগ, উড়া। [উপদংশ দেখ।]

উড়িধান (দেশজ) ধান্যবিশেষ। এই ধান চাস ব্যতীত আপনি জন্মে।

উড়িয়া (ওড্র শব্দজ) উড়িষ্যার লোক। [উৎকল দেখ]

উড়িষ্যা, উৎকল দেশ। [উৎকল দেখ।]

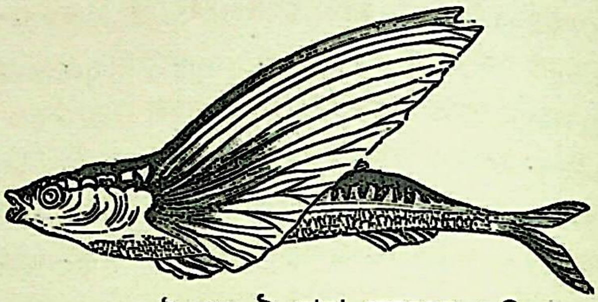
উড়ী (দেশজ) ১ বস্ত্র। ২ উড়িধান। ৩ সংস্কার।

উড়ীগাব (দেশজ) এক জাতীয় গাব গাছ (Diospyros ramiflora)

উড়ীধান [উড়িধান দেখ।]

উড়ু (স্ত্রী, ক্লী) উ-ড়ী (মিতদ্ব্বাদিত্বাৎ) ইতি ডু। ১ নক্ষত্র। ("ইন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ।" (রঘু ক্লী) ২ জল।

উড়ুকমৎস্য, একজাতীয় মৎস্য (Exocetus) এই মাছ সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০।২৫ হাত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এই জন্য ইহার নাম উড়ুক মৎস্য বা উড়ামাছ। দেখিতে বাটা মাছের মত। ইহার দেহ দীর্ঘাকার, কিন্তু স্থূল নয়, চক্ষু অতি বৃহৎ। উভয় পার্শ্বের ডানা অধিক লম্বাচৌড়া। কেহ



কেহ বলেন, ঐ মাছ ঐ ডানা অবলম্বন করিয়াই উড়িতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহা নহে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, এই মাছ দৈহিক পেশীর অধিকতর শক্তিপ্রযুক্ত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, বস্তুতঃ পাখীর মত উর্দ্ধে উড়িতে পারে না। ডলফিন নামক সমুদ্রমৎস্য ইহাদের পশ্চাতে তাড়া করে, তখন ইহারা প্রাণভয়ে জল হইতে ১৫।২০ হাত পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিয়া কিছু দূরে গিয়া পড়ে। জল ছাড়িয়া এক মিনিটের অধিককাল শূন্যে থাকিতে পারে না। ভূমধ্যস্থ সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে এই জাতীয় কএক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়ুচক্র (ক্লী) নক্ষত্রমণ্ডল।

উড়ুপ (ক্লী) উড়ূনি জলে পাতি রক্ষতি, উড়ু-পা-ক। ১ প্লব, ভেলা। পর্য্যায়—প্লব, কোলি, উড়ুপ, ভেলক, তরণ, তারণ, তারক। ২ (পুং) চন্দ্র। (উড়ুপঃ প্লবশশিনোঃ। হেম॰ অনে॰। ৩। ৪৫০)

"অপশুদ্ধদনং তস্য -রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।" ভারত। ৩ চামড়ার পানপাত্র। (চর্ম্মারনদ্ধমুড়ুপং প্লবঃ কাষ্ঠং করণ্ডবৎ। সজ্জন।)

উড়ুপতি (পুং) উড়ূনাং পতিঃ। ১ চন্দ্র। ২ সমুদ্র। ৩ বরুণ।

উড়ুপথ (পুং) আকাশ। (হেম॰ ২। ৭৭)

উড়ুম্বর (ক্লী) উড়ুং বৃণাতীতি উড়ু-বৃ-অচ্। ১ তাম্র, তামা। (তাম্রং শুল্বমুড়ুম্বরং। রত্নমালা।) ২ দেশবিশেষ [উদুম্বর দেখ।] ৩ কার্ষা, দুই তোলা পরিমাণ। (পুং) ৪ উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ ও ঐ গাছের ফল। ৫ দেহলী। [উদুম্বর দেখ।]

উড়ুম্বরপর্ণী (স্ত্রী) উড়ুম্বরস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ গৌরাদি॰ ঙীষ্। দন্তী বৃক্ষ।

উড়ুরাট্ [জ্] (পুং) চন্দ্র।

উড়ুলোমা [ন্] (পুং) প্রবর ঋষিভেদ্। (প্রবরাধ্যায়)

উড়ূপ (পুং, ক্লী) [উড়ুপ দেখ।]

উড্ডয়ন (ক্লী) উৎ ডী-ল্যুট্। আকাশবিহার,শূন্যে গমন, উড়া।

উড্ডামর (ত্রি) ১ উদ্ভট, শ্রেষ্ঠ। ২ (পুং) তন্ত্রবিশেষ। [ডামর দেখ।]

উড্ডীং (দেশজ) লাফাইয়া অগ্রসর হওয়া।

উড্ডীংফুড্ডীং (দেশজ) লাফালাফি।

উড্ডীন (ক্লী) উৎ-ডী-ক্ত। নভোগতি, উড্ডয়ন, শূন্যে গমন। (প্রডীনোড্ডীনসংডীন-ডয়নানি নভোগতৌ। হেম° ৪। ৩৮৪) (ত্রি) ঊর্দ্ধগামী।

উড্ডীয়ন (ক্লী) উড্ডঃ স ইবাচরতি ক্যঙ্, উড্ডীয়-ভাবে ল্যুট্। উড্ডয়ন, উড়ন।

উড্ডীয়মান (ত্রি) উৎ-ডী-শানচ্। উড়ন্ত, আকাশগামী।

উড্ডীশ (পুং) ১ শিব। ২ তন্ত্রশাস্ত্রভেদ। (উড্ডীশঃ চণ্ডীশে শাস্ত্রভিত্যপি। হেম° অনে° ৩। ৭১৬।)

উড়্তি (দেশজ) ১ ঊর্দ্ধগামী। ২ উন্নতিশীল। ৩ অনর্থক, বৃথা।

উড্র (ওড্র) (পুং) উড়িষ্যাদেশ। [উৎকল দেখ।]

উণক (ত্রি) ওণ অপসারণে ণ্বুল্, নিপাং হ্রস্বঃ। অপসারক। *। (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ইতি ঙীষ্ উণকী।

উণাদি (পুং) যাহার আদিতে উণ্ প্রত্যয় হয়। শাকটায়ন ও পাণিনি উক্ত উণ্ প্রত্যয় সমুদায়। উজ্জ্বলদত্ত উণাদি সূত্রের বৃত্তি করিয়াছেন।

উণ্ডুক (পুং) দেহস্থ কোষ্ঠভেদ। সুশ্রুত লিখিয়াছেন—

"স্থানান্যামগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥"

চিকিৎসা ২ অঃ।

আশয় সাতটী—আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস্।

"শোণিতফেনজঃ ফুস্ফুসঃ শোণিতকিট্টপ্রভবউণ্ডুকঃ।"

ফুস্ফুস্ রক্তফেনজাত এবং উণ্ডুক রক্তমল হইতে উৎপন্ন।

উণ্ডেরক (পুং) পিষ্টকাদি।

"মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবোণ্ডেরকস্রজঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ১। ২৮।

কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'উণ্ডেরক' স্থানে 'তথৈবের-ণ্ডিকাঃ স্রজঃ।' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

উৎ (অব্য) উ-ক্বিপ্। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (উৎ স্যাৎ প্রশ্নে বিতর্কে চ। মেদিনী।) ৩ সমুচ্চয়। ৪ অধিক। ৫ সন্দেহ।

উত (অব্য) উ-ক্ত। ১ অত্যর্থ, অত্যন্ত। ২ বিকল্প। ৩ সমুচ্চয়। ৪ বিতর্ক। ৫ প্রশ্ন। ৬ অহো। (উতাত্যর্থ-বিকল্পয়োঃ, সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ পাদপূরণে। মেদিনী।) ৭ আরো।

("নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্।" ঋক্ ২। ২৮। ৮।) (ত্রি) তন্তুবায়নির্ম্মিত, গ্রথিত।

উতঙ্ক (পুং) ১ বেদ নামক মুনির একজন শিষ্য। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও বড় গুরুভক্ত ছিলেন। মহাভারতে উতঙ্ক সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে—

জনমেজয় ও পৌষ্য নামক রাজদ্বয় বেদকে আপনাদের উপাধ্যায় রূপে বরণ করেন। কোন সময়ে বেদ উতঙ্ককে গৃহে রাখিয়া ও তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া প্রবাসে গমন করিলেন। একদিন বেদপত্নী উতঙ্ককে ডাকিয়া বলিলেন, উতঙ্ক! তোমার গুরু গৃহে নাই, তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, এখন যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তাহা কর। গুরুপত্নী অনুরোধ করিলেও, তিনি এরূপ কুকর্ম্ম করিলেন না। গুরু গৃহে আসিয়া উতঙ্কের বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিলেন। তিনি উতঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, গমন কর। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। গুরু কহিলেন, বৎস উপমন্যু! গুরুদক্ষিণা আর কি দিবে? তবে যদি নিতান্তই তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তোমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিও। গুরুপত্নী তাহাকে কহিলেন, পৌষ্যরাজের ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন, তাহাই আনিয়া দাও।

উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আপনার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা প্রদান কর। রাজা কহিলেন, কুণ্ডল আমি দিতেছি, কিন্তু আপনি অতি সাবধানে লইয়া যাইবেন; কারণ এই কুণ্ডলের উপর নাগরাজ তক্ষকের সর্ব্বদাই নজর আছে।

উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে একজন উলঙ্গ ক্ষপণককে আসিতে দেখিলেন। সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির জন্য সরোবরে গমন করিলেন, ইতিমধ্যে ক্ষপণকরূপী তক্ষক কুণ্ডল লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করিল। উতঙ্ক স্নানান্তে উঠিয়া দেখিলেন যে কুণ্ডল নাই; পৌষ্যরাজের কথা স্মরণ হইল। তিনি বহুকষ্টে ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে গমন করিলেন, তথা হইতে কুণ্ডল আনিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করিলেন। তিনি নাগলোকে যে সমস্ত দেখিয়াছিলেন, গুরুকে তাহা বলিলেন। গুরু কহিলেন,

"বৎস! তুমি তথায় যে দুটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অরযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল বস্ত্র দেখিয়াছ, উহা দিবা ও রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তাহা পর্জ্জন্য। অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ দেখিয়াছ, তাহা নাগরাজ ঐরাবত। অশ্বোপরি যে পুরুষ ছিলেন, তিনি ইন্দ্র। তুমি এখান হইতে যাইবার সময় বৃষের যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। অমৃতপ্রভাবেই তুমি নাগলোকে যাইতে সমর্থ হইয়াছ, আর ঐ কুণ্ডল আনিতে পারিয়াছ।" উতঙ্ক গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট আগমন করিলেন। এখানে তক্ষককে বিনাশ করিবার জন্য রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করিয়া তাহা দ্বারা সর্পযজ্ঞ করাইলেন। (ভারত আদি ৩ অঃ।)

২ গৌতম মুনির শিষ্য, একজন মহর্ষি। ইহাঁর জীবনীও অনেকটা পূর্ব্বোক্ত উতঙ্কের ন্যায়। ইনিও গুরুপত্নী অহল্যার বাক্যে সৌদাস রাজপত্নীর কুণ্ডল আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। ইনি ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। গৌতমও অপর সকল শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্ককেই অধিক ভালবাসিতেন। এমন কি যথাসময়ে অপরাপর শিষ্য পাঠশেষ করিয়া গৃহে গমন করিল; কিন্তু গৌতম স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহে যাইবার আদেশ করিলেন না। উতঙ্কও গুরুভক্তিতে গৃহের কথা ভুলিয়াছিলেন। প্রায় শত বৎসর গত হইল। একদিন উতঙ্ক দূর বন হইতে কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি আশ্রমের নিকট আসিয়া যেমন কাষ্ঠভার ফেলিতে যাইবেন, কাষ্ঠের সহিত তাঁহার একগাছি চুল ছিঁড়িয়া পড়িল। তিনি ছেঁড়া চুলগাছি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌতম আসিয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'আমার চুল পাকিল, আমি এখানেই বৃদ্ধ হইলাম, তথাপি গুরুদেব আমাকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন না। তখন গৌতম বলিলেন, 'তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তোমার শুশ্রূষায় আমি বড় প্রীত আছি, তাই তোমাকে ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, গৃহে গমন কর।' তৎপরে গৌতম আপনার কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিলেন। (ভারত, আশ্বমেধিক।)

উতথ্য (পুং) মুনিবিশেষ। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উতথ্য মমতাকে বিবাহ করেন। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে এক পুত্র হয়। [দীর্ঘতমা দেখ।]

উতথ্যানুজ (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

উতাহো (অব্য) দ্বন্দ্ব সঃ। ১ বিকল্প। ২ প্রশ্ন। ৩ বিচার। (উতাহো পরিপ্রশ্নবিচারয়োঃ। মেদিনী।)

উৎক (ত্রি) উৎ-ক নিপা°। উৎসুক, উৎকণ্ঠিত। (উৎকস্তূৎসুক উন্মনাঃ। হেম ৩।১০০।)

উৎকচ (ত্রি) উদ্গতঃ উন্নতো কচোঽস্য। ১ কেশশূন্য। ২ উন্নতকেশ। [ঘটোৎকচ দেখ।]

উৎকট (ত্রি) উৎ-কট-অচ্। ১ তীব্র। ("যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।" সুশ্রুত।) ২ মত্ত। (উৎকটস্তীব্রমত্তয়োঃ। মেদিনী।) (পুং) ৩ ভিন্নকট গজ। ৪ তেজপাত। ৫ শর। ৬ রক্তেক্ষু। ৭ (ক্লী) দারুচিনি।

উতর্ (দেশজ, উত্তর শব্দের অপভ্রংশ) উত্তর।

উতর্খানা (দেশজ) উত্তরণ স্থান, আড্ডা।

উতরডাঙ্গা (দেশজ) সরাই, খাইবার আড্ডা।

উতরা (দেশজ) পৌছান।

উতলপাতল (অব্য) ১ উপর নীচে, উজলপাজল। ২ সাঁতরাইবার কালে ডোবা উঠা। ৩ জল ঠেলা।

উতলা (দেশজ) ১ উৎকণ্ঠিত। ২ চিন্তিত। ৩ জলে ভাসিয়া যাওয়া।

উতারা (দেশজ) আদর্শ, একখানি দেখিয়া সেইরূপ আর খানি লিখিয়া রাখা।

উতাস (দেশজ) একজাতীয় গাছ। (Echites cymosa)

উৎকটা (স্ত্রী) সৈংহলী লতা।

উৎকণ্ঠ (পুং) উদ্গতঃ কণ্ঠো যস্য। আসন, শৃঙ্গারের যোড়শবন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ।

"নারীপাদৌ চ হস্তেন ধারয়েদ্গলকে পুনঃ।
স্তনার্পিতকরঃ কামী বন্ধশ্চোৎকণ্ঠসংজ্ঞকঃ॥" রতিমঞ্জরী।

(ত্রি) উৎগ্রীব। ("রথস্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকিয়ে তপোবনে।" ১৫।১১।)

উৎকণ্ঠা (স্ত্রী) উৎকণ্ঠি-অ-টাপ্। ঔৎসুক্য। (ঔৎসুক্যং রণরণকৌৎকণ্ঠে আয়ল্লকারতী। হেম ২।২২৮।) ভাবনা। উদ্বেগ।

উৎকণ্ঠিত (ত্রি) উৎকণ্ঠা জাতাঽস্য, উৎকণ্ঠা—(তারকাদিভ্যঃ) ইতচ্। উদ্বিগ্ন। উৎসুক।

উৎকণ্ঠিতা (স্ত্রী) নায়িকা ভেদ।

"সঙ্কেতস্থলং প্রাপ্তি ভর্ত্তৃরনাগমনকারণং চিন্তয়তি যা।"

সঙ্কেতস্থানে যে নায়িকা নায়কের আগমন জন্য দুঃখিত

হয়। অরতি, সন্তাপ, হাই, অঙ্গাকর্ষণ ও কম্পন, রোদন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (রসমঞ্জরী) বিরহোৎকণ্ঠিতা।

"আগন্তুঃ কৃতচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।
তদাগমনদুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥"
সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°।

প্রিয় আসিবে নায়িকা এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া আছে, কিন্তু দৈবাৎ যদি প্রিয় না আসে, তাহার আগমন জন্য দুঃখিত হইলে তাহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা কহে।

উৎকতা (স্ত্রী) উৎক-তল্। ১ গজপিপুল। ২ উৎকণ্ঠা।

উৎকন্ধর (স্ত্রী) উন্নতঃ কন্ধরোঽস্য, প্রাদিবহুব্রী। উন্নত-গ্রীব।

উৎকম্প (পুং) কামাদিজনিত কম্পন। ("সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি।" মাঘ।) (ত্রি) উৎকম্প-অচ্। উৎকম্পান্বিত।

উৎকম্পী [ন্] (ত্রি) উ-কম্প-ণিনি। কম্পান্বিত। ("কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।" রামায়ণ।)

উৎকর (পুং) উৎ-কৃ-অপ্। ১ রাশি, সমূহ, কাঁড়ি। (পুঞ্জোৎকরৌ সংহতিঃ। হেম ৬। ৪৭) ২ প্রসারণ। ৩ বিক্ষেপ। (কর্ম্মণি অচ্) ৪ বিক্ষিপ্ত ধূল্যাদি।

উৎকরাদি, পাণিনিকথিত একটি গণ। উৎকর, সংফল, শফর, পিপ্পল, পিপ্পলীমূল, অশ্মন্, সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব, অণক, ত্রৈবণ, পিচুক, অশ্বত্থ, কাশ, ক্ষুদ্র, ভস্ত্রা, শাল, জন্তা, অজির, চর্ম্মন্, উৎক্রোশ, ক্ষান্ত, খদির, শূর্পণায়, শ্যাবনায়, নৈবাকব, তৃণ, বৃক্ষ, শাক, পলাশ, বিজিগীষা, অনেক, আতপ, ফল, সম্পর, অর্ক, গর্ত্ত, অগ্নি, বৈরাণক, ইড়া, অরণ্য, নিশান্ত, পর্ণ, নীচায়ক, শঙ্কর, অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র, অরীহণ, খণ্ড, বাতাগর, মন্ত্রণার্হ, ইন্দ্রবৃক্ষ, নিতান্তাবৃক্ষ, আদ্রবৃক্ষ, এইগুলি উৎকরাদি। •। উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ৯০। চতুরর্থে উৎকরাদি-গণের উত্তর ছ হয়। যেমন উৎকর-ছ=উৎকরীয়।

উৎকর্কর (পুং) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। (হেম শে ৮৬)

উৎকর্ণ (ত্রি) উন্নতঃ কর্ণো যস্মিন্ যস্য বা। যে কাণ খাড়া করিয়া আছে। (রথস্বনোৎকর্ণমৃগঃ। রঘু ১৫। ১১)

উৎকর্ত্তন (ক্লী) উৎ-কৃত-ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ উৎপাটন। সুশ্রুতোক্ত মূঢ়গর্ভচিকিৎসোপায়। [মূঢ়গর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষ (পুং) উৎ-কৃষ-ঘঞ্। ১ অতিসার। ২ শ্রেষ্ঠতা, উৎকৃষ্টতা। ("উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ।" মনু ৯। ২৪।) ৩ বৃদ্ধি, উন্নতি। (ত্রি) ১ উন্নত। ২ উৎকর্ষনিমিত্ত। অতিশয়যুক্ত।

উৎকর্ষক (ত্রি) উৎ-কৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ উন্নতিকারক। ২ (উৎ-কৃষ-ণ্বুল্।) উৎপাটনকারী। ৩ কর্ষণকারী।

উৎকর্ষণ (পুং) উৎ-কৃষ-ল্যুট্। ঊর্দ্ধে আকর্ষণ। সুশ্রুতোক্ত মূঢ়গর্ভচিকিৎসার একটি উপায়। [মূঢ়গর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষী [ন্] (ত্রি) উৎ-কৃষ-ণিনি। ১ ঊর্দ্ধাকর, ঊর্দ্ধে আকর্ষণকারী। ২ উৎকর্ষান্বিত।

উৎকল, ভারতবর্ষের একটি অতিপ্রাচীন রাজ্য। ওড্র-দেশ। ইহার বর্ত্তমান নাম উড়িষ্যা। এখন উড়িষ্যা প্রদে-শের উত্তর সীমা—বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম, ধল-ভূম ও মেদিনীপুর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মান্দ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জম, গুমসর জেলা এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত শোণপুর, রাধাখোল, বামরা ও বোনাই জেলা। ৮৩°৩৬´৩০´´ হইতে ৮৭°৩১´৩০´´ পূঃ দেশান্তর এবং ১৯°২৮´ হইতে ২২°৩৪´১৫´´ উঃ অক্ষান্তর মধ্যে অবস্থিত।

উড়িষ্যা প্রদেশ বৃটীশ ও কএকজন করদরাজার অধি-কারভুক্ত। তন্মধ্যে কটক, বালেশ্বর ও পুরী এই তিনটী জেলা বৃটীশ শাসনাধীন। ১ অঙ্গুল, ২ আঠগড়, ৩ আঠ-মালিক, ৪ বাঙ্কি, ৫ বরম্বা, ৬ বোদ, ৭ দশপাল্লা, ৮ ঢেঙ্কা-নল, ৯ হিন্দোল, ১০ কুঞ্জর (কেউনঝর), ১১ খণ্ডপাড়া, ১২ ময়ূরভঞ্জ, ১৩ নরসিংহপুর, ১৪ নীলগিরি, ১৫ নয়াগড়, ১৬ পাললহরা, ১৭ রণপুর, ১৮ তালচের, ১৯ তিগরিয়া, এই উনিশটী জেলা করদরাজাদিগের শাসনে আছে।

বৃটীশ উড়িষ্যার ভূমিপরিমাণ ৯০৫৩ বর্গমাইল। করদ-রাজ্যের সহিত ১৫,১৮৭ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের সংখ্যানু-সারে) উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ১৪,৬৯, ১৪২।

অকবর পাদশাহের সময়ে প্রধানতঃ এই কয়েকটী সর-কার ছিল—১ জলেশ্বর, ২ ভদ্রক, ৩ কটক, ৪ কলিঙ্গ, দণ্ডপাৎ ও ৫ রাজমহেন্দ্রী। [আইন-ই-অকবরী, ২। ২০৯ পৃঃ দেখ।] প্রত্যেক সরকার আবার অনেকগুলি মহলে বিভক্ত ছিল। [জলেশ্বর, প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

রাজা অনঙ্গভীমের সময়ে, উত্তরে ভাগীরথীর উপকূল, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে শোণপুরের জঙ্গল, পূর্ব্বে সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত উড়িষ্যারাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উৎকলের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। কেহ বলেন, উৎ-কল=কটিল কাটা, এইরূপে উৎকল হইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে, উৎকলের অপর নাম 'ওড্র' এই শব্দটী সংস্কৃত 'উত্তর' শব্দের প্রাকৃতরূপ।

পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, উট্+কোল বা ওড়্-জাতীয় কোল হইতে উৎকল নাম হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত মতগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় মতের সহিত মিলিতেছে না। হরিবংশাদির মতে, অতি প্রাচীনকালে সুদ্যুম্নপুত্র উৎকল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম উৎকল হইয়াছে।

"সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত ॥
উৎকলশ্চোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা।
দিক্পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়পুরী ॥" হরিবংশ ১০ অঃ।

সুদ্যুম্নের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে, উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। উৎকল উৎকল, বিতনাশ্ব পশ্চিম দিক্ এবং গয় পূর্ব্বদিকে গয়পুরী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন।

মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের অন্তর্গত বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥ ৪
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥" বন ১১৪ অঃ।

হে কৌন্তেয়! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী নদী প্রবাহিত হইতেছে। হেথায় ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই বৈতরণীর উত্তর তীর দ্বিজাতিসেবিত, ঋষিগণের ব্যবহারযোগ্য যজ্ঞীয় উপকরণসংযুক্ত ও গিরিমালায় পরিশোভিত।

পঞ্চ পাণ্ডব তীর্থযাত্রাকালে গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই বৈতরণী নদীতটে প্রথমে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎকালে কলিঙ্গরাজ্য চিত্রাঙ্গদের অধিকারভুক্ত ছিল। (শান্তিপর্ব্ব ৪ অঃ) [কলিঙ্গ দেখ।]

পূর্ব্বকালে এই স্থানেই কলিঙ্গের রাজধানী কলিঙ্গনগরী স্থাপিত হয়, তাহা প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বর্ত্তমান ভুবনেশ্বর বা উহার নিকটে কলিঙ্গনগরী ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

উৎকল বা ওড্র দেশের নামও বহুপ্রাচীন, রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪১ অঃ, ভারত দ্রোণ ৪ অঃ।)

সম্ভবতঃ কালিদাসের সময়ে, উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গ হইতে পৃথক্ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। রঘুবংশের এই শ্লোকের দ্বারা অনুমিত হয়—

"স তীর্ত্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥" রঘু ৪। ৩৮।

তিনি (রঘু) হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া সসৈন্যে কপিশানদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকলদেশবাসী রাজগণের সাহায্যে গমনপথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বহুকাল হইতে উৎকল পবিত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কপিলসংহিতার মতে—

"বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকলঃ শ্রুতঃ।
উৎকলস্য সমো দেশো দেশো নাস্তি মহীতলে ॥"
১ অঃ ৮ শ্লোঃ।
"সর্ব্বপাপহরং দেশমোড্রং দেবৈস্তু কল্পিতম্ ॥" ২ অঃ ২ শ্লোঃ।

বর্ষ সকলের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ, দেশের মধ্যে উৎকল। উৎকলের সমান দেশ পৃথিবীতে আর নাই। এই সর্ব্বপাপহর ওড্রদেশ দেবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"সাগরস্যোত্তরতীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥" ১ অঃ।

বাস্তবিক ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকল একটি মহাতীর্থ স্থান। অতি পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী অকাতরে বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া, এমন কি জীবনকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া এই মহাতীর্থ দর্শনে আসিতেছেন।

উৎকলের মধ্যে চারিটি ক্ষেত্রই প্রধান,—১ যাজপুরের পার্ব্বতী বা বিরজাক্ষেত্র, ২ ভুবনেশ্বরের একাম্র বা শাম্ভব ক্ষেত্র, ৩ কণারকের অর্ক বা পদ্মক্ষেত্র এবং ৪ পুরীর পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্র। এই চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা সন্নিকটে হিন্দুদিগের দেখিবার অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। উৎকলখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, শিবউপপুরাণ, একাম্রপুরাণ, কপিলসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মতে,—বৈতরণী, রৌহিণকুণ্ড, বনেশ্বর, শঙ্খাকার, কপালমোচন, শবরাগার, বিরজমণ্ডল, বিন্দুতীর্থ, কপোতেশস্থলী, বিঘ্নেশ, মহাদেবী, বটসাগরসঙ্গম, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ, কপিল, সোমতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশস্থলী, গন্ধবতী, মেঘেশ্বর, নীলাচল, স্বর্ণকূট, স্বর্ণরেখা, ঋষিকুল্যা, মহানদী, চিত্রোৎপলা, ব্রাহ্মী, ভার্গবী, পুষ্পভদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি তীর্থই উৎকলের মধ্যে প্রাচীন। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি অপ্রাচীন তীর্থও আছে। [একাম্র, বিরজা, কণারক, জগন্নাথ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যহিন্দুগণ যেমন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করিতেন, তৎপরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধগণও আপনাদের পবিত্র স্থান ভাবিয়া এই স্থানে আসিতেন। দাথাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, "ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে ক্ষেম তাঁহার চিতা হইতে দন্ত আনিয়া কলিঙ্গ-রাজ ব্রহ্মদত্তকে সমর্পণ করেন। কলিঙ্গরাজ মহাযত্নে দন্তপুরে মণিমুক্তাবিভূষিত শত শত গৃহসংযুক্ত একটী সুবৃহৎ স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহার অভ্যন্তরে ঐ পবিত্র দন্ত স্থাপন করিবার জন্য একখানি মণিমাণিক্য-বিজড়িত জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন রক্ষা করিলেন। কলিঙ্গরাজ দিবারাত্র ঐ পবিত্র দন্তের পূজা করিয়া থাকেন।" ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর হইতেই উৎকলস্থ দন্তপুর বৌদ্ধপীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইল। তখন হইতে বৌদ্ধগণ পীঠদর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিতে লাগিলেন। খণ্ডগিরির শিলাতে বৌদ্ধরাজ অশোকের অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. p. 27.) এই শিলা-লিপির দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, তৎকালে খণ্ডগিরিতে নানা দেশীয় লোক বিশেষতঃ বৌদ্ধতীর্থযাত্রী উপস্থিত হইত।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গ উড়িষ্যায় আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, উড্ (উ-চ) রাজ্যের পরিমাণ ৭০০০ লি (প্রায় সাড়ে পাঁচশত ক্রোশ।) এখানকার লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখানে প্রায় শত সঙ্ঘারাম এবং ২০,০০০ বৌদ্ধযতি বাস করিতেন। সকলেই মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত। সে সময়েও এখানে ৫টি দেবমন্দির ছিল। সেই সময়ে হিউএন্-সিয়ঙ্গ এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত পর্ব্বতোপরে স্থাপিত পুষ্পগিরি* নামক সঙ্ঘারামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—উপবাসের দিন সেই গিরি হইতে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হইত, তাহা দেখিবার জন্য নানা স্থানের লোক আগমন করিত। সেই স্থান হইতে তিনি চরিত্রপুরে † (চে-লি-ত-লো) আগমন করেন। এই স্থান সমুদ্রের নিকট হওয়ায় তৎকালে এখানে নানা দেশের লোক বাণিজ্য করিতে আসিত।

বৌদ্ধদিগের রাজত্বকালে উৎকলদেশ যে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধানস্থান ছিল, তৎপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান জগন্নাথদেবের পবিত্র মূর্ত্তিকে অনেকে বৌদ্ধকল্পিত ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ ছিল না। এই প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে উৎকলবাসীরা শিক্ষা করেন। সেই প্রথা এখনও জগন্নাথক্ষেত্রে চলিতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জাতিভেদ প্রথা এখনও বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু কেবল এই ক্ষেত্রধামে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাও। এক-জন চণ্ডাল আসিয়া তোমার মুখে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইবে, তুমি অত্যুক্তি করিবে না, তোমার মনে ঘৃণা হইবে না, তুমি সাদরে উহা গ্রহণ করিবে। এমন সাম্যভাব আর কোথায় আছে?

যবনগণও (Ionion) পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় যাতায়াত করিত। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ প্লিনি বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়াই কলিঙ্গ (Coliugo) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন *। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, সেবকদেবের রাজত্বকালে (১৫০ শকে) যবনেরা পুরী আক্রমণ করিয়াছিল। আবার শোভনদেবের রাজত্ব-কালে (২৪৫ শকে) রক্তবাহু নামে একজন যবন জাহাজে করিয়া এখানে আসে। তাহার প্রবল পরাক্রম শুনিয়া রাজা শোভনদেব † জগন্নাথমূর্ত্তি লইয়া শোণপুরে পলাইয়া ছিলেন। ঐখানে তিনি জগন্নাথদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। রক্তবাহু বিনা আয়াসে পুরী অধিকার করে। কিছুকাল পরে যবনবীর সসৈন্যে সমুদ্র মগ্ন হয়। তৎপরে শোভনের পুত্র চন্দ্রদেব রাজা হইলেন। কিন্তু যবনের অত্যাচার থামিল না। যবনের ষড়যন্ত্রে চন্দ্রদেব জীবন হারাইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ও যবনগণ উড়িষ্যার চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিল।

* পুষ্পগিরি সঙ্ঘারাম সম্ভবতঃ উদয়গিরির বর্ত্তমান রাণীনুর নামক গুহা বলিয়া বোধ হয়। এখনও এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের চিহ্ন রহিয়াছে। এই গিরির কিছু দূরে কপিলসংহিতোক্ত পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হইতেছে। [কপিলসংহিতা ২০।১০ দেখ।]

† চরিত্রপুরের বর্ত্তমান নাম চোরপুর, ইহা বাগারী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত।

* প্লিনির মতে, ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ (Modocolingo) ও মঘকলিঙ্গ (Maccocolingo)। ইহার মধ্যে কলিঙ্গ গঞ্জম্ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত। [Pliny Hist. Nat. II. 75.] [কলিঙ্গ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

† বৌদ্ধদিগের দাথাবংশ নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে, ঠিক এই সময়ে রাজা গুহশিব ভিন্নমতাবলম্বীর আক্রমণ ভয়ে নিজ রাজ্য হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত স্থানান্তর করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, শোভনদেবের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধরাজও বাস করিতেন এবং বৌদ্ধগণ প্রবল ছিল।

তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্য পরম ভাগবত যযাতি-কেশরী মগধ হইতে উড়িষ্যায় আগমন করিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও যত্নে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইল। যেখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের মঠ ও সঙ্ঘারাম ছিল, এখন সেই সেই স্থানে বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইল।

৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) যযাতিকেশরী উড়িষ্যার রাজা হইলেন। তিনি কেশরীবংশের প্রথম রাজা। তিনিই জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার বংশের অনেকগুলি রাজপুত্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তি এখনও উৎকলের নানা তীর্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অলাবুকেশরীর সময়ে (৫৯৯ শকে) ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ অলাবুকেশ্বরের মন্দির, কুণ্ডলকেশরীর সময়ে (৭৫০ শকে) পুরীর মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির, মৎস্যকেশরীর সময়ে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী আঠারনালা এবং শালিনীকেশরীর সময়ে তৎপত্নী কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির নির্ম্মিত হয়। কেশরী-বংশ অস্তমিত হইলে গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের প্রথম রাজা চোড়গঙ্গ।

তৎপুত্র গঙ্গেশ্বর পিপ্‌লীর নিকটস্থ কৌশল্যাগঙ্গা নামক সরোবর খনন করাইয়া দেন। তাঁহার পুত্র একজটা-মহাদেব কেশরীরাজদিগের নির্ম্মিত মন্দিরগুলির রীতিমত মেরামত করাইতে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় ৫ম রাজা অনঙ্গভীমদেব। তাঁহার গুণগ্রামের কথা বিস্তর আছে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নব-কোটি কর্ণাটক বর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর প্রতাপশ্রী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। [অনঙ্গভীম দেখ।]

এই বংশের ৭ম রাজা নাঙ্গড়িয়া নৃসিংহ ১২০৪ শকে কণারকের অরুণস্তম্ভ স্থাপন করেন। তৎপুত্র কেশরীসিংহ বলগণ্ডী নদী ভরাট করিয়াছিলেন। ১৬৭৪ শকে এই বংশের লোপ হইলে কপিল নামে সূর্য্যবংশী একজন লোক কপিলেন্দ্রদেব নাম ধারণপূর্ব্বক উড়িষ্যার রাজা হইলেন। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি দখল করেন। এই বংশে প্রতাপরুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রদর্শনে আসেন। প্রতাপরুদ্রের পৌত্র কথারুয়া দেবের রাজত্বের পর কপিলবংশ বিলুপ্ত হয়। ১৫৫২ খৃঃ অব্দে মুকুন্দদেব রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের অন্তিম-কালে দেবদ্বেষী কালাপাহাড় উড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। মুকুন্দের পুত্র গৌড়িয়াগোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুট করিতে যায়। এই সময় গোবিন্দ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড় পারিকুদে পলায়ন করেন। তৎপরে ১৯ বৎসর অরাজকে কাটিয়া যায়। অনন্তর ভূয়া-বংশীয় রামচন্দ্রদেব নামে এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি জগন্নাথের অবশিষ্ট মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন করিয়া যান। [জগন্নাথ দেখ।] (১)

(১) জগন্নাথের মাদলাপঞ্জী নামক পুথিতে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে পর পর যে সকল হিন্দুরাজা উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল	
১ যুধিষ্ঠির (২)	১২	১০৮—১২০	কল্যব্দ
পরীক্ষিৎ	৭৫৭	১২০—৮৭৭	„
জনমেজয়	৭১২	৮৭৭—১৫৮৯	„
* শঙ্করদেব (১ম রাজা)	৪৮০	১৫৮৯—১৯৮৯	„
গোতমদেব	৩৭০	১৯৮৯—২৩৫৯	„
মহেন্দ্রদেব	২১৫	২৩৫৯—২৫৭৪	„
ইষ্টদেব	১৩৪	২৫৭৪—২৭০৮	„
* সেবকদেব	১৫০	২৭০৮—২৮৫৮	„
বজ্রনাভদেব	১১৭	২৮৫৮—২৯৭৫	„
নৃসিংহদেব	১১৫	২৯৭৫—৩০৯০	„
মনকৃষ্ণদেব	১২২	৩০৯০—৩২১২	„
ভোজরাজ	১২৭	৩২১২—৩৩৩৯	„
* বিক্রমাদিত্য ও শকাদিত্য	১৩৫	৩৩৩৯—৩৪৭৪	„
কর্ম্মাজিতদেব	৬৫	১—৬৫	শকাব্দ
হাটকেশ্বর	৫১	৬৫—১১৬	„
বীরভুবনদেব	৪৩	১১৬—১৫৯	„
নির্ম্মলদেব	৪৫	১৫৯—২০৪	„
ভীমদেব	৩৭	২০৫—২৪১	„
* শোভনদেব	৪	২৪১—২৪৫	„
চন্দ্রদেব	৫	২৪৫—২৫০	„
(যবনভোগ)	১৪৬	২৫০—৩৯৬	„
* যযাতি-কেশরী	৫২	৩৯৬—৪৪৮	„
সূর্য্যকেশরী	৫৭	৪৪৮—৫০৫	„
অনন্তকেশরী	৪০	৫০৫—৫৪৫	„
* অলাবুকেশরী	৫৪	৫৪৫—৫৯৯	„
কনককেশরী	১৬	৫৯৯—৬১৫	„

(২) মাদলাপঞ্জীর সহিত রাজতরঙ্গিণীর অনৈক্য হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর মত ধরিলে কলির ৬৫৩ গতাব্দে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান ছিলেন।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।" রাজতরঙ্গিণী ১।৫১

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল।	
ধীরকেশরী	৮	৬১৫—৬২৩	শকাব্দ।
পদ্মকেশরী	৫	৬২৩—৬২৮	,,
বদ্ধকেশরী	৯	৬২৮—৬৩৭	,,
বটকেশরী	১১	৬৩৭—৬৪৮	,,
গজকেশরী	১২	৬৪৮—৬৬০	,,
বসন্তকেশরী	২	৬৬০—৬৬২	,,
গন্ধর্ব্বকেশরী	১৬	৬৬২—৬৭৬	,,
জনমেজয়কেশরী	৯	৬৭৬—৬৮৫	,,
ভরতকেশরী	১৫	৬৮৫—৭০০	,,
কলিকেশরী	১৪	৭০০—৭১৪	,,
কমলকেশরী	১৯	৭১৪—৭৩৩	,,
কুন্দলকেশরী	১৮	৭৩৩—৭৫১	,,
চন্দ্রকেশরী	১৭	৭৫১—৭৬৮	,,
বীরচন্দ্রকেশরী	১৯	৭৬৮—৭৮৭	,,
অমৃতকেশরী	১৫	৭৮৭—৭৯৭	,,
বিজয়কেশরী	১৫	৭৯৭—৮১২	,,
চণ্ডপালকেশরী	১৪	৮১২—৮২৬	,,
মধুসূদনকেশরী	১৭	৮২৬—৮৪২	,,
ধর্ম্মকেশরী	১০	৮৪২—৮৫২	,,
জনকেশরী	১১	৮৫২—৮৬৩	,,
নৃপকেশরী	১২	৮৬৩—৮৭৫	,,
মকরকেশরী	৮	৮৭৫—৮৮৩	,,
ত্রিপুরকেশরী	১০	৮৮৩—৮৯৩	,,
মাধবকেশরী	১৮	৮৯৩—৯১১	,,
গোবিন্দকেশরী	১০	৯১১—৯২১	,,
নৃত্যকেশরী	১৪	৯২১—৯৩৫	,,
নৃসিংহকেশরী	১১	৯৩৫—৯৪৬	,,
কূর্ম্মকেশরী	১০	৯৪৬—৯৫৬	,,
* মৎস্যকেশরী	১৬	৯৫৬—৯৭২	,,
বরাহকেশরী	১৫	৯৭২—৯৮৭	,,
বামনকেশরী	১৩	৯৮৭—১০০০	,,
পরশুকেশরী	২	১০০০—১০০২	,,
চন্দ্রকেশরী	১২	১০০২—১০১৪	,,
সুজনকেশরী	৭	১০১৪—১০২১	,,
শালিনীকেশরী	৫	১০২১—১০২৬	,,
পুরঞ্জনকেশরী	৩	১০২৬—১০২৯	,,
বিষ্ণুকেশরী	১২	১০২৯—১০৪১	,,
ইন্দ্রকেশরী	৪	১০৪১—১০৪৫	,,
সুবর্ণকেশরী	৯	১০৪৫—১০৫৪	,,
(অরাজক)	১		
* চোরগঙ্গা	১৯	১০৫৫—১০৭৪	,,
* গঙ্গেশ্বর	১৪	১০৭৪—১০৮৮	,,
* একজটা-কামদেব	৫	১০৮৮—১০৯৩	,,
* মদন-মহাদেব	৪	১০৯৩—১০৯৭	,,

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল।	
* অনঙ্গভীমদেব	২৭	১০৯৭—১১২৪	শকাব্দ।
রাজরাজেশ্বরদেব	৩৫	১১২৪—১১৫৯	,,
* নাঙ্গুড়িয়া নৃসিংহদেব	৪৫	১১৫৯—১২০৪	,,
* কেশরীনৃসিংহ	২৫	১২০৪—১২২৯	,,
প্রতাপনৃসিংহ	২০	১২২৯—১২৪৯	,,
গতিকান্ত	২	১২৪৯—১২৫১	,,
কপিলনৃসিংহ	১	১২৫১—১২৫২	,,
* শঙ্খভাস্কুরনৃসিংহ	৭	১২৫২—১২৫৯	,,
শঙ্খবাসুদেব	২৪	১২৫৯—১২৮৩	,,
* বলিবাসুদেব	২১	১২৮৩—১৩০৪	,,
বীরবাসুদেব	১৯	১৩০৪—১৩২৩	,,
কলিবাসুদেব	১৩	১৩২৩—১৩৩৬	,,
* নেঙ্গট্‌ঝাঁটা বাসুদেব	১৫	১৩৩৬—১৩৫১	,,
নেত্রবাসুদেব	২৩	১৩৫১—১৩৭৪	,,
* কপিলেন্দ্রদেব	২৭	১৩৭৪—১৪০১	,,
* পুরুষোত্তমদেব	২৫	১৪০১—১৪২৬	,,
* প্রতাপরুদ্র	২৮	১৪২৬—১৪৫৪	,,
কানুয়াদেব	১	১৪৫৪—১৪৫৫	,,
কথারুয়াদেব	১	১৪৫৫—১৪৫৬	,,
গোবিন্দবিদ্যাধর	৭	১৪৫৬—১৪৬৩	,,
চক্রপ্রতাপ	৮	১৪৬৩—১৪৭১	,,
নৃসিংহ	১	১৪৭১—১৪৭২	,,
রঘুরাম ছোট্‌রা	১	১৪৭২—১৪৭৩	,,
* মুকুন্দদেব	৮	১৪৭৩—১৪৮১	,,
* গৌড়িয় গোবিন্দ	২	১৪৮১—১৪৮৩	,,
(অরাজক)	১৯	১৪৮৩—১৫০২	,,
* রামচন্দ্রদেব	২৯	১৫০২—১৫৩১	,,
পুরুষোত্তমদেব	২১	১৫৩১—১৫৫২	,,
* নৃসিংহদেব	২৫	১৫৫২—১৫৭৭	,,
গঙ্গাধরদেব	১	১৫৭৭—১৫৭৮	,,
বলভদ্রদেব	৮	১৫৭৮—১৫৮৬	,,
* মুকুন্দদেব	২৮	১৫৮৬—১৬১৪	,,
দ্রব্যসিংহদেব	২৩	১৬১৪—১৬৩৭	,,
* কৃষ্ণদেব	৫	১৬৩৭—১৬৪২	,,
গোপীনাথদেব	৭	১৬৪২—১৬৪৯	,,
* রামচন্দ্রদেব	১১	১৬৪৯—১৬৬০	,,
* বীরকিশোরদেব	৩৭	১৬৬০—১৬৯৭	,,
দ্রব্যসিংহদেব (২য়)	১৮	১৬৯৭—১৭১৫	,,
* মুকুন্দদেব	১৯	১৭১৫—১৭৩৪	,,
* রামচন্দ্রদেব	৪৭	১৭৩৪—১৭৮১	,,

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ বিশ্বকোষে তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইল গাজী মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আইসে। কিন্তু সে সময়ে মুসলমানেরা আধিপত্যস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তখনও হিন্দুরাজগণের প্রবল প্রতাপ ছিল। কালাপাহাড়ের সময় হইতে উড়িষ্যার রাজারা নানাপ্রকারে হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কররাণী উড়িষ্যার অনেক স্থান জয় করেন।

১৫৭৪ খৃঃ অব্দে অকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা তোড়রমল উড়িষ্যা আক্রমণে আসিলেন। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব দাউদের সহিত তাহাদের জলেশ্বরের নিকট মোগলমারীতে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ পরাস্ত হন। তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহার অকবরের হইল। দাউদ কেবলমাত্র উড়িষ্যার নবাব রহিলেন। [দাউদ দেখ] মধ্যে দাউদের প্ররোচনায় আফগানেরা পুনরায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। মোগল পাঠানে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে, অকবর মসুম খাঁ কাবুলীকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মসুম খাঁ পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়া মোগলদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তৎপরে কুত্‌লু খাঁ নামে একজন পাঠান উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিলেন। অকবর কুত্‌লুর বিরুদ্ধে মোগলসেনা পাঠাইয়া দেন। সলিমাবাদে কুত্‌লু খাঁ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা নজাৎকে পরাজয় করেন। [কুত্‌লু খাঁ দেখ।]

১৫৯০ খৃঃ অব্দে, রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। বর্ষাকালে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ গড়মান্দারণে অবস্থান করিয়া উড়িষ্যাবিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ধরপুরে কুত্‌লু খাঁর সহিত যুদ্ধ হয়। সেবারও মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বন্দী হইলেন, কুত্‌লু খাঁ বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন। অল্পদিন পরেই সহসা কুত্‌লু খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান উজীর ঈশা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। এই সময়ে পুরী অকবরের অধিকারভুক্ত হইল।

১৫৯২ খৃঃ, সুলেমান ও ওস্‌মান নামক কুত্‌লু খাঁর দুই পুত্র সন্ধিভঙ্গ করিয়া পুরী আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। বনাপুরে মোগলপাঠানে আবার দেখাদেখি হইল। এবারেও পাঠানসৈন্য পরাভূত হইল। অবশেষে সুলেমান ও ওসমান পুনরায় অবশিষ্ট পাঠানসৈন্য একত্র করিয়া সারণগড়ে যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা আর মোগলতেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। এই স্থানেই মোগলপাঠানে শেষ যুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সুলেমান ও ওস্‌মান মানসিংহের কাছে অবনত হইল। উড়িষ্যারাজ্য অকবরের অধিকারে আসিল। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি হইলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার দেশীয় রাজা রামচন্দ্রদেব অকবর কর্ত্তৃক মহাসম্মান প্রাপ্ত হন। অকবরের অধিকারে আসিলে উড়িষ্যা, (বাঙ্গালা ও বেহারের সহিত) একজন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত।

১৬০৭ খৃঃ উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হইল। হাশিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা হইলেন।

১৬১১ খৃঃ রাজা কল্যাণমল উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। এই সময়ে, ওসমান পুনরায় লুপ্ত-স্বাধীনতা উদ্ধারে প্রয়াসী হইলেন। তিনি পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ফিরিতে হইল না, সুবর্ণরেখাতীরে তিনি রণশয্যায় শয়ন করিলেন।

এতদিন খোরদা ও রাজমহেন্দ্রী ছাড়া উড়িষ্যার সকল স্থানই অকবরের অধীন হইয়াছিল। ১৬১৮ খৃঃ, মুকরম খাঁ নামক তৎকালীন শাসনকর্ত্তা খোরদার রাজাকে পরাস্ত করিয়া খোরদাও দিল্লীসম্রাটের অধিকারভুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী স্বাধীন রহিল।

১৬২১ খৃঃ, শাহজহান বিদ্রোহী হন। তিনি নিজ পিতা জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আহ্মদবে-কে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। এখানে পাঠান সামন্তেরা শাহজানের সঙ্গে যোগ দেয়।

১৬২৪ খৃঃ, শাহজহান ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে জাহাজ লইয়া বাণিজ্য করিতে আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ ইংরাজদিগকে বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পিপলী নামক স্থানে কেবল জাহাজ লাগাইতে আদেশ দেন।

১৭০৬ খৃঃ, বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর জেলা স্বতন্ত্র করিয়া লয়েন। ইতিপূর্ব্বে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

১৭২৫ খৃঃ, মহম্মদ তকি খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এই সময়ে খোরদার হিন্দুরাজা রামচন্দ্রদেব মুসলমান বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অনেক যুদ্ধের পর হিন্দুরাজ কটকে বন্দী হইলেন, এই সময়ে জগন্নাথের পাণ্ডারা মুসলমান ভয়ে দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন।

১৭৩৪ খৃঃ, মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বকার মত তেমন খাজনা আদায় হয় না ; ইহার প্রধান কারণ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি পুরীতে না থাকায়, দূর দেশান্তর হইতে যাত্রিগণ আর আসে না। পূর্ব্বে যাত্রীদের গমনাগমন থাকায় খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল। তখন মুর্শিদকুলী পাণ্ডাদিগকে মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, তদনুসারে জগন্নাথের মূর্ত্তি পুনরায় আনীত হইল। খাজনাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৭৩৯ খৃঃ, সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তৎপরবর্ষেই আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করিলেন।

১৭৪১-৪২ খৃঃ, মার্হাট্টাদিগের উৎপাত আরম্ভ হয়। মুর্শিদকুলীর দেওয়ান মীর হবীব মার্হাট্টাদিগকে গুপ্তভাবে উড়িষ্যায় আহ্বান করিল। আলীবর্দ্দী তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য অনেক বার যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় কিছু হইল না। ১৭৪৫ খৃঃ রঘুজী ভোন্‌সলা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসেন। এই সময়ে উড়িষ্যা তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি মীর হবীবকে প্রতিনিধি রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৭৪৭ খৃঃ মিরজাফর মার্হাট্টাদিগকে কটক হইতে বিদূরিত করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না। মার্হাট্টারা আফগানদিগের সহিত মিলিত হইল।

১৭৫১ খৃঃ, আলীবর্দ্দী মার্হাট্টাদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সসৈন্যে কটকে উপস্থিত হইলেন। মার্হাট্টাগণ পরাস্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দেশত্যাগ করিতে চাহিল না। তখন আলীবর্দ্দী অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশের চৌথ হিসাবে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

মার্হাট্টাদিগের মধ্যে শিবভাট শাস্ত্রী প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাঁহারা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। ইতিমধ্যে মার্হাট্টা পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

১৮০৩ খৃঃ ১৪ অক্টোবর ইংরাজেরা কটকের দুর্ভেদ্য দুর্গ হস্তগত করেন। এই দিবসের যৎসামান্য যুদ্ধে তাহারা মার্হাট্টাদের হস্ত হইতে উড়িষ্যার শাসনভার কাড়িয়া লইলেন। মার্হাট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ সেই দিবস হইতে উড়িষ্যা রাজ্য পরিত্যাগ করিল। উড়িষ্যা অধিকার হইল বটে, কিন্তু যাহাদের লইয়া রাজ্য তাহারা কোথায়? ভূম্যধিকারি নাই যে ভূমির খাজনা দিবে, কৃষক নাই যে শস্য উৎপাদন করিবে। ইংরাজ দেখিল শত শত গ্রাম মানবশূন্য পড়িয়া আছে ; শৃগাল তাহার রাজা, কুক্কুর তাহার প্রহরী। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন, প্রজাদের আর কোন ভয় নাই, যে যেখানে থাক, আসিয়া নিজ নিজ ভূমি উপভোগ কর। প্রথমে বড় একটা কেহ ঘেঁসে নাই। ক্রমে ক্রমে প্রজা আসিয়া জুটিল, পূর্ব্বে যেমন সমৃদ্ধিশালী ছিল, আবার সেইরূপ হইয়া উঠিল।

ইংরাজের হাতে আসিলে প্রধানতঃ তিন নিয়ম প্রচলিত হইল। ১ম, খণ্ড নামক অসভ্যজাতির প্রতি কোন প্রকার কর বা নিয়ম ধার্য্য হইবে না ; তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া রক্তপাত না করে এইজন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের উপর ইংরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষের নজর থাকিবে। ২য়, করদরাজদিগকে রীতিমত কর দিতে হইবে, তাহাদিগের প্রতিও গবর্ণমেণ্ট করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। ৩য়, কটক, পুরী ও বালেশ্বর এই তিনটি গবর্ণমেণ্টের খাসমহল থাকিল, উপস্বত্ব গবর্ণমেণ্ট পাইবেন।

আবহাওয়া—উড়িষ্যার আবহাওয়া বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মত। এখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতঋতুই প্রধান। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে তীর্থযাত্রীদের জনতার জন্য এখানে সচরাচর ওলাউঠা দেখা দেয়।

বাণিজ্য—উড়িষ্যা ভারতের সমুদ্রতটস্থ হওয়ায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে এখানে মুদ্রার পরিবর্ত্তে কড়ি ও মুক্তা দ্বারা আদান প্রদান চলিত।

এখানকার শস্যের মধ্যে চাউল সর্ব্বপ্রধান। এই স্থান হইতে নানা দেশে চাউল ও কার্পাস রপ্তানী হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্—উড়িষ্যায় নানা প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিশু, শাল, পিয়াশাল, কেন্দু, গম্ভারী, পনস, জেওত, কদম্ব, কেলিকদম্ব, দেবদারু, ঝাউ, বট, তিনিশ, পিপুল, ইটা প্রভৃতিই প্রধান। ফুলের মধ্যে মল্লিকা, মালতী রঙ্গণী, কাটচাঁপা, গোলাপ, চাঁপা, পদ্ম, সিমুল, অপরাজিতা, সূর্য্যমুখী, কেয়া, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, মন্দার, জাতি, গাংসিউলী প্রভৃতি।

ফল মূল ও শাক সবজীর মধ্যে—আম, গোলাপজাম, নিচু, কদলী, কামরাঙ্গা, আতা, তাল, খেজুর, নারিকেল,

কন্দমূল, করমচা, মূলা, পিচ, মউল, তেঁতুল, কাগজীনেবু, কমলানেবু, বাতাপীনেবু, তরমুজ, খরা, নারকুলী, আমড়া, চিচিঙ্গা, উচ্ছা, করোলা, ঝিঙ্গা, খরবুজ, কাকুড়, ফুটী, কুমড়া, লাউ, পেঁপিয়া, খামআলু, কৎবেল, বেল, আনারস, পিয়ারা, তিখুর, সকরকন্দ, পিঁয়াজ, লশুন, অড়হর, বুট, গম, রাই-সরিষা, সরিষা, মক্কা, পাণ, সুপারি, পুঁইশাক, নটিয়াশাক ইত্যাদি।

ঔষধের ব্যবহারযোগ্য এই কয়েকটি দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে—ঘৃতকুমারী, সাদাধুতুরা, কালধুতুরা, ভেজিবেগুন, অক্রান্তি, নাভি-অঙ্কুরী, ফুটকুটিয়া, কুচিলা, নির্ম্মলী, আকন্দ, মেঁদি, অনন্তমূল, খদির, বাবুল, পুদীনা, তুলসী, কালতুলসী, (রুকুণী হাড়পোড়া), চন্দ্রচূড়, পলাশ, গোক্ষুর, চিতা, গাঁজা, বচ, গাব, পাণমৌরী, জোয়ান, গুগগুল, দাড়িম, গিলা, নিম, বাদাম, বএড়া, গুলঞ্চ, হরীতকী, বাগভেরেণ্ডা, হাড়ভাঙ্গা, সোঁদাল ইত্যাদি।

উৎকল, উড়িয়া জাতিবিশেষ। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পঞ্চম। [গৌড় দেখ।] এই জাতি উৎকলদেশে বাস করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মত জাতিভেদপ্রথার উপর উড়িয়া ব্রাহ্মণদের তত আঁটাআঁটি নাই। কিন্তু ইহারা বড় অহঙ্কারী, স্ব স্ব জাতির গৌরব করিতে ভালবাসে। ইহারা স্বভাবতই চতুর, কার্য্যকুশল ও পরিশ্রমী। উড়িয়া-ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকার ব্যবসাই করিয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-দিগের মত, কিন্তু এদেশের মত শুদ্ধাচারী নয়।

উৎকলদেশে চারিশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়;—১ দক্ষিণশ্রেণী, ২ পণ্যারিশ্রেণী, ৩ যাজপুরশ্রেণী, ৪ উৎকলশ্রেণী।

উহাদিগের এই কয়েকটি উপাধি পাওয়া যায়,—মিশ্র, তেওয়ারী, ষট্পথী, পাঁড়ে, রাহা, নন্দ, ওঠ, দাস, সরঙ্গী, মহাপাত্র, পাণ্ডা, সাবুগ, সেনাপতি, নেকাব, মেকাব, পাঠী, পান্নী, সৌথা, পশুপালক, বরু, মুখিরথ, পরিহারী, খুণ্টিয়া, গরা-বরু, নাহাক, ত্রিপতী, আচার্য্য, উপাধ্যায় ইত্যাদি।

এখন উড়িয়ারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিতেছে। (ত্রি) উৎ-কল-অচ্। ভারবাহক। মুটে।

উৎকলাপ (ত্রি) উচ্চ ময়ূরপুচ্ছ ("তীরস্থলী বর্হিভিরুৎ-কলাপৈঃ।" রঘু ১৬। ৬৪।)

উৎকলিকা (স্ত্রী) উৎ-কল-বুন্-টাপ্। ১ উৎকণ্ঠা। ২ ঊর্ম্মি, ঢেউ। ৩ ফুলের কুঁড়ি। ৪ হেলা। উৎকলিকোৎকণ্ঠা হেলা সলিলবীচিষু। মেদিনী।)

উৎকলিকাপ্রায় (ক্লী) সমাসযুক্ত গদ্যভেদ। ("ভবে-দুৎকালিকাপ্রায়ং সমাসাঢ্যদৃঢ়াক্ষরম্।" ছন্দোম০)

উৎকলিত (ত্রি) উৎ-কল্-ক্ত। ১ উৎকণ্ঠিত। ২ বুদ্ধিমান্।

উৎকর্ষণ (ক্লী) উৎ-কর্ষ-ল্যুট্। কর্ষণ। (মেঘদূত ১৬)

উৎকা (স্ত্রী) উৎ-কন্-টাপ্। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

উৎকাকা (স্ত্রী) উৎক-অক-অচ্-টাপ্। প্রতিবর্ষ প্রসূতা গাভী।

উৎকাকুৎ (ত্রি) উন্নতং কাকুদমস্য। (উদ্বিভ্যাং কাকুদস্য। পা ৫।৪।১৪৮। উদ্ ও বি ইহার পর কাকুদ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে অন্তের লোপ হয়।) উন্নত তালুযুক্ত।

উৎকার (পুং) উৎ-কৄ-(কৄ ধান্যে। পা ৩।৩।৩০।) ইতি ঘঞ্। ধান্যোৎক্ষেপণ, ধানসারা।

উৎকারিকা (স্ত্রী) উৎ-কৄ-ণ্বুল্। সুশ্রুতোক্ত শোফাদি নিবারক এক প্রকার পাচন। যথা

"নিবর্ত্ততে ন যঃ শোফো বিরেকান্তৈরুপক্রমৈঃ ॥
তস্য সম্পাচনং কুর্য্যাৎ সমাহৃত্যৌষধানি তু।
দধিতক্রসুরাসুক্তধান্যৈর্যোজিতানি তু ॥
স্নিগ্ধানি লবণীকৃত্য পচেদুৎকারিকাং শুভাং ॥
সৈরণ্ডপত্রয়া শোফং নাহয়েদুষ্ণয়া তয়া ॥" চিকিৎসিত ১অঃ

উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি ভাল না হয়, তবে দধি, তক্র, সুরা, সুক্ত, কাঞ্জি, ঘৃত ও লবণ মিশাইয়া উৎকারিকা উষ্ণ পাক করিবে। উষ্ণ থাকিতে এরণ্ড পত্র সহযোগে শোফে বাঁধিয়া দিবে।

উৎকাস (পুং) উৎকমস্তি অস-অণ্। কাশরোগ বিশেষ, ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মোৎক্ষেপক রোগ। কাসী। ণিচ্ ল্যুট্। উৎকাসন।

উৎকির (ত্রি) উৎ-কৃ-কর্ত্তরি শ। উৎক্ষেপক।

উৎকীর্ণ (ত্রি) উৎ-কৃ-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ উল্লিখিত। ৩ ক্ষত, বিদ্ধ। ৪ ক্ষোদিত।

উৎকীর্ত্তন (ক্লী) ঘোষণা। প্রচার।

উৎকুঞ্চিকা (স্ত্রী) ওষধিভেদ। কালজীরা। [কাল-জীরা দেখ।]

উৎকুট (পুং) উন্নতং কুটো যত্র। উত্তানশয়ন, চিৎ হইয়া শোয়া।

উৎকুণ (পুং) উৎ-কুণ হিংসনে অদ০ চুরা০ কর্ম্মণি অচ্। কেশকীট, উকুণ [উকুণ দেখ]

উৎকূজ (পুং) কোকিলের শব্দ।

উৎকূট (পুং) ছত্র, ছাতা।

উৎকৃতি (স্ত্রী) ২৬ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

উৎকৃত্ত (ত্রি) উৎ-কৃৎ-ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ উৎখাত।

উৎকৃষ্ট (ত্রি) উৎ-কৃষ্-ক্ত। ১ প্রশস্ত। ২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। ৩ উৎকর্ষান্বিত। ৪ কর্ষণবৎ ক্ষেত্রাদি।

উৎকোচ (পুং) উৎ-কুচ সঙ্কোচে ক। ঘুস। ঢৌকন। (প্রাভৃতং ঢৌকনং লম্বোৎকোচঃ কৌশলিকামিষে। উপাচারপ্রদানন্দাহারো গ্রাহ্যয়নে অপি॥ হেম ৩। ৪০১।)

উৎকোচক (ত্রি) উৎকোচ-কন্। যে ঘুস্ দেয়। (পুং) ধৌম্যাশ্রম নিকটস্থ তীর্থবিশেষ। (ভারত০ আদি০ ১৮৩ অঃ)

উৎক্রম (পুং) উৎ-ক্রম-অচ্। ব্যতিক্রম। বৈপরীত্য। (ব্যুৎক্রমস্তূৎক্রমোৎক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৭।)

উৎক্রমণ (ক্লী) উৎ-ক্রম-ল্যুট্। অপসরণ।

"দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।" মনু ৬। ৬৩।

উৎক্রান্ত (ত্রি) উৎ-ক্রম-ক্ত। ১ উদ্গত। ২ অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত।

উৎক্রান্তি (স্ত্রী) উৎ-ক্রম-ক্তিন্। দেহ হইতে অপসরণ। ("ম্রিয়মাণস্যোৎক্রান্তিপ্রকারঃ।" মধুসূদন সরস্বতী।)

উৎক্রোশ (পুং) উৎ-ক্রুশ-অচ্। জলচর পক্ষিবিশেষ। কুররপক্ষী। ২ চীৎকার।

উৎক্ষিপ্ত (ত্রি) উৎ-ক্ষিপ-ক্ত। ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত। (পুং) ধুতরাফল।

উৎক্ষিপ্তকম্পন (ক্লী) ভূমিকম্পবিশেষ; এই প্রকার কম্প হইলে ভূমি যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

উৎক্ষিপ্তিকা (স্ত্রী) উৎ-ক্ষিপ-ক্তিন্-কন্-টাপ্। কর্ণালঙ্কারবিশেষ। কাণকড়া, কাণতড়্কা। (উৎক্ষিপ্তিকা তু কর্ণান্দু। হেম ৩। ৩২০।)

উৎক্ষেপ (পুং) উৎ-ক্ষিপ-ঘঞ্। ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) উৎক্ষেপকারক।

উৎক্ষেপক (ত্রি) উৎ-ক্ষিপ-ণ্বুল্। ১ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপকারী। ২ যে ঊর্দ্ধে ফেলিয়া দিয়া অপহরণ করে।

"উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ২৭৭।

উৎক্ষেপণ (ক্লী) উৎ-ক্ষিপ-ল্যুট্। ১ ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। ২ উদঞ্চন, ধান্যোৎক্ষেপণ বস্ত্র। ৩ ষোড়শপণ। (উৎক্ষেপণমুদঞ্চনং, পণং ষোড়শকে। হেম০ অনে ৪। ৭৫।) ৪ ব্যজন। ৫ ন্যায়মতে পঞ্চকর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মবিশেষ।

"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥" ভাষাপরি০ ৬।

উৎখলা (স্ত্রী) উৎ-খল-অচ্-টাপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। [মুরা দেখ।]

উৎখাত (ত্রি) উৎ-খন-ক্ত। ১ উন্মূলিত। ২ উৎপাটিত। ("রথেনানুৎখাতস্তিমিতগতিনা।" শকুন্তলা।) (ক্লী) ৩ উৎখনন।

উৎখাতকেলি (পুং) কেলিবিশেষ, শৃঙ্গাদি দ্বারা বৃষগজাদির ন্যায় মৃত্তিকাখনন।

উৎখেদ (পুং) উৎ-খিদ-ভাবে ঘঞ্। ছেদন।

উত্ত (ত্রি) উন্দ ক্লেদনে ক্ত, নুদবিদেতি পক্ষে নত্বাভাবঃ। আর্দ্রবস্ত্র, ভিজা।

উত্তংস (পুং) উৎ-তসি-অচ্, হলশ্চেতি ঘঞ্ বা। ১ কর্ণভূষণ, কাণের গহনা। ২ শিরোভূষণ, শিরোপা। (আপীড়শেখরোত্তংসাবতংসাঃ শিরসঃ স্রজি। হেম ৩। ৩১৮)।

উত্তংসিক (পুং) নাগবিশেষ।

উত্তপ্ত (ক্লী) উৎ-তপ-ক্ত। ১ শুষ্কমাংস। ২ সন্তাপ। (ত্রি) ১ তপ্ত। ২ সন্তপ্ত, দগ্ধ। ৩ পরিপ্লুত। (উত্তপ্তং শুষ্কমাংসেঽথ ত্রিষু তপ্তে পরিপ্লুতে। মেদিনী।)

উত্তভিত (ত্রি) উন্নমিত।

উত্তম (ত্রি) উৎ-তমপ্। ১ উৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" গীতা। ২ অন্ত্য। (উত্তমশব্দোঽন্ত্যার্থঃ। সি০ কৌ০)।

(পুং) ৩ বিষ্ণু। ৪ উত্তানপাদরাজপুত্র সুরুচির গর্ভজাত। কুবেরের হস্তে তিনি নিহত হন। ৫ প্রিয়ব্রতপুত্র, তৃতীয় মনু। ৬ একবিংশতি ব্যাস। ৭ জনপদ বিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ) ইহা বিন্ধ্যপ্রদেশে ছিল। (পুরাণান্তরে উত্তমর্ণ, উত্তামার্ণ এইরূপ পাঠ লক্ষিত হয়।)

উত্তমফলিনী (স্ত্রী) উত্তম-ফল-ণিনি-ঙীপ্। দুগ্ধিকাবৃক্ষ, ক্ষীরাই।

উত্তমর্ণ (পুং) উত্তমমৃণমস্য। ঋণদাতা, মহাজন। উত্তমং দেয়ত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। উত্তমর্ণিক।

"রাজ্ঞাধমর্ণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতম্।
পঞ্চপঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যুত্তমর্ণিকঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৪৩।

উত্তমসংগ্রহ (পুং) ১ সম্যক্ সংগ্রহণ। ২ নির্জ্জনে পরস্ত্রীসহ পরস্পর আলিঙ্গন উপবেশনাদিরূপ প্রেমালাপ।

উত্তমসাহস (পুং) স্মৃত্যুক্ত দণ্ড বিশেষ। ১০০০ বা ৮০০০ পণ দণ্ড। ১,৮০,০০০ পণ দণ্ড।

"পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতে তূত্তমসাহসম্।" যাজ্ঞবল্ক্য।

উত্তমা (স্ত্রী) উৎ-তমপ্-টাপ্। ১ উৎকৃষ্টা স্ত্রী। ২ স্বীয়াদি নায়িকা ভেদ, ইহার লক্ষণ মন্দকারিণী হইলেও প্রিয়তমের প্রতি হিতকারিণী। ৩ দুগ্ধিকা বৃক্ষ, ক্ষীরাই।

উত্তমাঙ্গ (ক্লী) উত্তমং প্রশস্তমঙ্গং, কর্ম্ম। ১ মস্তক। [মস্তক দেখ।] ২ মুখ।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্‌ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।" মনু ১। ৯৩।

উত্তমারণী (স্ত্রী) ইন্দীবরী, শতমূলী।

উত্তমৌজা [স্] (পুং) ১ দশম মনুপুত্র ভেদ। ২ একজন মহাবীর। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (ভারত)

উত্তম্ভ (পুং) উৎ-স্তন্ভ-ঘঞ্। ১ স্তম্ভীভাব, থামা। ২ নিবৃত্তি। ৩ অবলম্ব।

উত্তম্ভন (ক্লী) উৎ-স্তন্ভ-ল্যুট্। অবলম্বন। করণে ল্যুট্। ঠেকো, খুঁটি।

উত্তর (ক্লী) উৎ-তৃ-অপ্, উৎ-তরপ্ বা। ১ প্রতিবাক্য, জবাব। ("প্রশ্নশ্চোত্তধি যা পৃচ্ছা তস্য খণ্ডনমুত্তরম্।" যাজ্ঞবল্ক্য) ২ দোষভঞ্জন বাক্য। ৩ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন মত প্রকাশ। ৪ কেহ আহ্বান করিলে তৎশ্রবণসূচক বাক্য।

(ত্রি) ৫ ঊর্দ্ধ। ৬ উদীচী, উত্তরদিক্। ৭ প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৮ অনন্তর।

(পুং) ৯ শিব। ১০ বিরাটরাজপুত্র। কৌরবেরা বিরাটরাজের গোহরণ করিলে ইনি অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে যান। ১১ পর্ব্বতবিশেষ।

উত্তরকাল (পুং) ১ ভবিষ্যৎকাল। ২ গৌণকাল।

উত্তরকুরু (পুং) জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। কুরুবর্ষ। বর্ত্তমান রুষতাতার, তুর্কস্থান ও তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশকে অতি পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বলিত।

উত্তরকুরু সম্বন্ধে অনেকের মত ভেদ আছে। অধ্যাপক লাসেনের মতে এই জনপদ তিব্বতের মধ্যে, ব্রহ্মপুত্র (সানপু) নদের উভয় তীরে। (Karte von Alt Indien দেখ)। উইলফোর্ডের মতে হিমালয়ের সানুদেশে, তিব্বতের একটি নগর। (As. Researches, Vol. IX 63. 67 : XIV. 387) ভৌগোলিক সেণ্টমার্টিন এই স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, ইহা একটি কল্পিত স্বর্গ। (E'tude sur la Géographie Grecque et Latine de'l Inde, 413-414)। কিন্তু এতন্নামক স্থান যে পূর্ব্বকালে ছিল, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি পাঠ করিলে সহজেই স্বীকার করা যায়। যথা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮। ১৪।

"যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি।"

রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে ৩৯। ১৮।

"উত্তরাংশ্চ কুরূন্ পশ্যন্ পশ্যংশ্চৈব নগোত্তমান্।
দেবদানবসঙ্ঘৈশ্চ সেবিতং হ্মৃতার্থিভিঃ॥" ইত্যাদি।

মহাভারতের মতে সুমেরুর উত্তর ও নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরকুরু অবস্থিত। ভীষ্ম ৫ অঃ)

জৈনদিগের অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত হরিবংশে লিখিত আছে—

"নীলমন্দরমধ্যস্থা উত্তরাঃ কুরবো মতাঃ।" ৫। ১৬৬।

নীল ও মন্দর পর্ব্বতের মধ্যে উত্তরকুরু। (বিষ্ণু-পু ২। ২। ১৭)

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে বর্ত্তমান কোন স্থান হইতে কতদূর অবধি উত্তরকুরু নিরূপিত হইয়াছে। আমাদের হরিবংশে লিখিত আছে—

"ততোঽর্ণবং সমুত্তীর্য্য কুরূনপ্যুত্তরান্ বয়ম্।
ক্ষণেন সমতিক্রান্তা গন্ধমাদনমেব চ॥" ১৭০। ১৩।

"সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকুরু প্রদেশ, তৎপরে ক্ষণকাল মধ্যে গন্ধমাদন অতিক্রম করিলাম।" উক্ত শ্লোকের দ্বারা অনুমান হইতেছে, সমুদ্রতীর হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় ভূখণ্ড পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বা কুরুবর্ষ বলা হইত।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কাম্বোজ, ভূঃখার *, দরদ, স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিলে উত্তরকুরুবাসীরা ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে পলাইয়া যায়।

"ভূঃখারাঃ শিখরশ্রেণীর্যান্তঃ সন্ত্যজ্যবাজিনঃ।
কুণ্ঠভাবস্তহৃৎকণ্ঠাং নিন্যুদৃ'ষ্ট্বা হয়াননাম্॥
চিন্তা ন দৃষ্ট্বা ভৌট্টানাং বক্ত্রে প্রকৃতিপাণ্ডুরে।
তস্য প্রতাপো দরদাং ন সেহেঽনারতং মধু॥
স্ত্রীরাজ্যদেবাস্তস্যাগ্রে বীক্ষ্য কম্পাদিবিক্রিয়াম্।
উত্তরাকুরবোঽবিক্ষংস্তত্ত্বয়াজ্জন্মপাদপান্॥" ৪।১৬৭-৭৫।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীরাজ্যের পরই উত্তরকুরু নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্ত্রীরাজ্য গন্ধমাদনের উত্তরপশ্চিমে, উহার বর্ত্তমান স্থান তিব্বতের পশ্চিমাংশে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে স্ত্রীরাজ্য ও গন্ধমাদন দেখ।]

টলেমি ওত্তরকোর্হ (Ottarokorrha) নামক একটি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সংস্কৃত উত্তরকুরু শব্দের রূপান্তর মাত্র। তাঁহার মতে এই স্থান সেরিকা (চীনে)র কিয়দংশ। (Ptolemy, Geog. VI. 16.)

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে—

"তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্য কীচকা নাম বেণবঃ॥
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥" ৪৩। ৩৭-৩৮।

সেইস্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নাম্নী নদী, সেই নদীর উভয়তীরে কীচক নামক বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণু দ্বারা নদীর পূর্ব্ব ও পরপারে গমনাগমন করেন। উত্তরকুরু সেই নদীর নিকটবর্ত্তী, তথায় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন।

* ভূঃখারার বর্ত্তমান নাম বোখারা, তাতার রাজ্যের অন্তর্গত।

রামায়ণোক্ত শৈলোদা নদী মহাভারতের কোন কোন স্থানে শিলানামে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ শিলিস্ (Silis) নামে একটী নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদীর সহিত মহাভারতের শিলা নদীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ঐ শিলিস্ নদীর বর্ত্তমান নাম জক্সর্তেশ বা সরীকুল (Ukert Geographie der Griechen and Romer, Vol. iii. 2. p. 238) এক্ষণে এই সরীকুল নদী আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ভূবেত্তারা বলেন, পূর্ব্বকালে আরল ও কাস্পিয়সাগর একত্র মিলিত ছিল। (London Geogr. Journal) পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ ষ্ট্রাবোর মতে এখনকার কাস্পিয়সাগর পূর্ব্বকালে উত্তরমহাসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণে লিখিত আছে, উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্র।

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাংনিধিঃ।"

কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩। ৫৪।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতেও এই স্থানের উত্তরে উর্ম্মিসমাকুল সমুদ্র। যথা—

"উত্তরাণাং কুরূণান্তু পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তুত্তরঃ।
সমুদ্রঃ সোর্ম্মিমালোক্য নাগাসুরনিষেবিতাম্॥" ব্রহ্মাণ্ডপু ৫০অঃ

উক্ত প্রমাণসমূহের দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বর্ত্তমান কাস্পিয়সাগরের দক্ষিণতীর হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের উত্তরাংশ অবধি বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের মতে এই স্থান মণিময় ও কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন, স্থানে স্থানে হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য রমণীয় ভূমিখণ্ড আছে। এখানে কামফলপ্রদ বৃক্ষ সকলের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানকার ক্ষীরী নামক বৃক্ষ ক্ষীর বর্ষণ করে, এই বৃক্ষের ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হয়। হেথা পুষ্করিণী সকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম, এই জন্য সকল সময়েই সুখস্পর্শা হইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশসম্ভূত। স্ত্রীগণ অপ্সরাসদৃশ। সকলে ক্ষীরিবৃক্ষের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। চক্রবাকচক্রবাকীর ন্যায় দম্পতী এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, কেহ কাহারে কখন পরিত্যাগ করে না। মৃত্যু হইলে ভারুণ্ড পক্ষিসকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। * (মহাভারত, ভীষ্ম ৭ অঃ; রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩ সর্গ।)

* প্লিনি অত্তকোরম্ নামে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার সহিত সংস্কৃত উত্তরকুরুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়—

"*Gens hominum Attacorum, apricis ab omnio noxio afflatu seclusa collibus, eadem, qua Hyperborei degunt, temperie,'* Pliny, His. Nat. vi. 17. অর্থাৎ তপনতাপিত গিরিমালা-বিঘ্নকারি-বায়ু হইতে অত্তকোরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মেখলারূপে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। তাহারা উত্তরপ্রান্তদেশবাসীর ন্যায় চিরবসন্ত উপভোগ করে।

উত্তরকোশল, প্রাচীন জনপদবিশেষ। বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। (রামায়ণ উত্তরা ১০৭ সর্গ।)

উত্তরকোশলা (স্ত্রী) অযোধ্যানগরী।

উত্তরকেন্দ্র (পুং) পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত।

উত্তরক্রিয়া (স্ত্রী) ১ উত্তরকালকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২ সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য।

উত্তরঙ্গ (ক্লী) উত্তরমঙ্গম্ কর্ম্মং শকন্ধ্বা০। দ্বারোর্দ্ধস্থ দারু। দ্বারের উপরিস্থ বক্রকাষ্ঠ, কুনীরকা। (তির্য্যগ্দ্বারোর্দ্ধদারুত্তরঙ্গং। হেম০ ৪। ৭২) (ত্রি) উদ্গততরঙ্গ, তরঙ্গিত। ("অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।" কুমার ৩। ৪৮।)

উত্তরচ্ছদ (পুং) কর্ম্মধা। শয্যার উপরি আস্তরণবস্ত্র; বিছানার চাদর। (নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলশ্চোত্তরচ্ছদঃ হেম ৩। ৩৪০।)

উত্তরজ্যোতিষ (পুং) ভারতের পশ্চিমদিকৃস্থ জনপদবিশেষ।

"কৃৎস্নং পঞ্চনদঞ্চৈব তথৈবামরপর্ব্বতম্।
উত্তরজ্যোতিষঞ্চৈব তথা দিব্যকটং পুরম্॥"

ভারত, সভা ৩১ অঃ।

উত্তরণ (ক্লী) উৎ-তৃ-ল্যুট্। ১ উত্তরণ, নদ্যাদি পার হওয়া। ২ কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া।

উত্তরণ-স্থান (ক্লী) সরাই, আড্ডা, যে স্থানে পৌছান যায়।

উত্তরদায়ক (ত্রি) উত্তরং দদাতি দা-ণ্বুল্। ১ প্রত্যুত্তরদাতা, যে জবাব দেয়। ২ যে ভৃত্যাদি প্রভুর সমক্ষে জবাব দিয়া নিজ দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে।

"পরপুংসি রতা নারী ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥" হিতোপদেশ।

উত্তরদিক্ (স্ত্রী) দিক্‌বিশেষ। উদীচী।

উত্তরদিক্‌কাল (পুং) রবিবারে উত্তরদিগ্‌স্থিতকালচক্র।

উত্তরদিক্‌পাশ (পুং) বৃহস্পতিবারে উত্তরদিকে যাত্রা-যুদ্ধাদি নিষেধজ্ঞাপক পাশচক্র। (রত্নসার)

উত্তরদিগীশ (পুং) ১ কুবের। ২ বুধ।

উত্তরদিগ্বলী [ন্] (পুং) উত্তরস্যাং দিশে বলী। ১ শুক্র। ২ চন্দ্র।

উত্তরপক্ষ (পুং) ১ বিচারপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক সিদ্ধান্তপক্ষ। ২ উত্তরবিকল্প। ৩ কৃষ্ণপক্ষ।

উত্তরপট (পুং) ১ উত্তরীয়, উড়ানী। ২ বিছানার চাদর।

উত্তরপথিক (ত্রি) উত্তরঃ তদ্দেশভবঃ পন্থানং (পথঃ কন্। পা ৫।১।৭৫।) ইতি কন্। পথিক। উত্তরদেশবাসী।

উত্তরপদ (ক্লী) ১ সমাসের শেষ পদ। ২ সমাসযোগ্য পদ।

উত্তরপশ্চিম (পুং) উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্ত্তী স্থান। নৈর্ঋত কোণ।

উত্তরপাড়া, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলাস্থ একটি নগর। বালির উত্তরে হুগলীনদীর পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত। (১৮৮১ সালের গণনানুসারে) লোকসংখ্যা ৫৩০৭, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, কেবল ১৪২ জন মুসলমান। এখানে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

উত্তরপাড়ার পুস্তকাগার প্রসিদ্ধ, উহা মৃত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরপাদ (পুং) চতুষ্পাদ ব্যবহারান্তর্গত দ্বিতীয়পাদ।

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃত।" বৃহস্পতি।

উত্তরপূর্ব্ব (পুং) ঈশানকোণ।

উত্তরফল্গুনী, উত্তরাফাল্গুনী (স্ত্রী) উত্তরা ফলতি ফল (ফলেগুর্ক্ চ। উণ্।) ইতি উনন্ গুক্ চ গৌরাদিং ঙীষ্ ফল্গুনশব্দাৎ স্বার্থে অণ্ ঙীষ্—ফল্গুনী।) দ্বাদশনক্ষত্র। (*B Leonis*) ইহার রূপ দক্ষিণোত্তর মিলিত পর্য্যঙ্কাকৃতি তারকদ্বয়। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অর্য্যমা। এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে মানুষ দাতা, দয়ালু, সুশীল, কীর্ত্তিমান্, সুমতি, শ্রেষ্ঠ, ধীর ও অত্যন্ত মৃদুস্বভাব হয়। ইহার প্রথম পাদ সিংহরাশি, উত্তরপাদত্রয় কন্যারাশি।

উত্তরভাদ্রপদ (পুং) ষড়্‌বিংশনক্ষত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা, অহির্ব্রধ্নদেবতা (*a Andromedæ.*) পর্য্যঙ্করূপ অষ্টতারাত্মক। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে ধনী, কুলীন, কার্য্যকুশল, রাজমান্য, বলবান্, মহাতেজস্বী, সৎকর্ম্মকারী ও বন্ধুভক্ত হয়

উত্তরমানস (ক্লী) মানসের উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ।

"কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্।
অভ্যেত্য যোজনশতাভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে॥"
ভারত অনু° ২৫ অঃ।

উত্তরমীমাংসা (স্ত্রী) উত্তরস্য বেদান্তর্ভাগস্য উপনিষদ্-রূপস্য মীমাংসা। পঞ্চাঙ্গন্যায়োপেত বাক্যসমূহাত্মক বিচার-বিষয়কগ্রন্থ। অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। [মীমাংসা দেখ।]

উত্তররাঢ়ী ১ বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের মধ্যে শ্রেণী বিশেষ। ইহারা রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস করিত বলিয়া উত্তররাঢ়ী নাম হইয়াছে। ২ চব্বিশ পরগণাস্থ কামারদিগের একটী শ্রেণী। ৩ চাসাধোপা ও নাপিতদিগের একটী শ্রেণী। ৪ বঙ্গদেশীয় হেলে-কৈবর্ত্ত ও মুচীদিগের মধ্যে একটী শ্রেণী।

উত্তরবস্তি (পুং) সুশ্রুতোক্ত মূত্রাশয়ে স্নেহপ্রয়োগ করিবার যন্ত্রবিশেষ। সুশ্রুত বলেন, "এই যন্ত্র রোগীর অঙ্গুলির চতুর্দ্দশাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ, অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃন্তের ন্যায় এবং ইহাতে সরিষার মত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে। উত্তর-বস্তিতে স্নেহের পরিমাণ এক কুঁচ। রোগী ২৫ বৎসরের কম হইলে বিবেচনাসঙ্গত স্নেহমাত্রা প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোকের অপত্যপথের চারি অঙ্গুলি অন্তরে মূত্রনালী, তাহার ছিদ্র পরিমাণ মুদ্গতুল্য ও দশাঙ্গুলি দীর্ঘ। উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে অপত্যপথের ৪ আঙ্গুল ও মূত্রনালী মধ্যে ২ অঙ্গুল ও অল্পবয়স্কা কন্যা হইলে ১ আঙ্গুল নল প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে ঔরভ্র বা শূকরের বস্তিই ব্যবহার্য্য, অভাবে পক্ষীদের গলদেশের চর্ম্ম, তদভাবে হরিণের পায়ের চর্ম্ম, বা অন্য কোন প্রকার কোমল চর্ম্ম ব্যবহার করিবে। রোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ঘৃত দুগ্ধসহ যথাশক্তি যবাগূ পান করাইবে। পরে জানু পরিমিত স্থানে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া (উপবিষ্ট ভাবে) এবং বস্তি ও মুষ্কদেশ উষ্ণ তৈলে অভ্যক্ত করিয়া মেঢ্রনলে দৃঢ় ও ঋজু করিবে। তৎপরে মেঢ্র মধ্যে অগ্রে শলাকা দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঘৃতাক্ত শলাকা ৬ অঙ্গুলি পরিমাণে অল্প অল্প প্রবিষ্ট করিবে। বস্তি প্রয়োগ করিয়া পুনরায় নল অল্প অল্প নির্গত করিবে। স্নেহ বাহির হইলে অপরাহ্নে দুগ্ধ, যুষ, বা মাংসরস পরিমিত মাত্রায় ভোজন করাইবে। এই নিয়মে তিন কি চারি বস্তি প্রয়োগ করিবে। দূষিত শুক্র বা শোণিত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, শর্করা-শ্মরী, বস্তিশূল, বঙ্ক্ষণশূল ও মেঢ্রশূল এই সমস্ত এবং মেহরোগ ভিন্ন অন্যান্য উৎকট বস্তিজাত রোগ উত্তরবস্তি দ্বারা আরোগ্য হয়।

উত্তরবস্ত্র (ক্লী) উত্তরীয়। চাদর।

উত্তরবাদী [ন্] (ত্রি) উত্তর-বদ-ণিনি। প্রতিবাদী, আসামী।

"সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু ভবন্তি পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭।

উত্তরবারেন্দ্র (পুং) বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-মধ্যে শাখা-ভেদ। [বারেন্দ্র দেখ।]

উত্তরবেদি (স্ত্রী) ১ বেদোক্ত বেদিভেদ। ("দ্বে বেদী দ্বাবগ্নী ভবতঃ। স উত্তরস্যামেব বেদৌ উত্তরবেদিম্ উপকিরতি ন দক্ষিণস্যাম্।" শতপথব্রাঃ ২।৫।২।৬।) ২ কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থের অপর নাম। ভারতে বন ৮৩ অঃ।

"তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে॥"

তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই কএক স্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থান কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চক, উহাই পিতামহের উত্তর-বেদি বলিয়া বিখ্যাত।

উত্তরসক্থ (ক্লী) একদেশিতৎ। সক্থির উত্তর ভাগ।

উত্তরসাক্ষী [ন্] (ত্রি) সাক্ষিভেদ।

"সাক্ষিণামপি যঃ সাক্ষ্যং স্বপক্ষং পরিভাষতাম্।
শ্রবণাচ্ছ্রাবণাদ্বাপি স সাক্ষ্যুত্তরসংজ্ঞকঃ॥" নারদ।

উত্তরহনু (পুং) চোয়ালের উপরিভাগ। (অথর্ব্ব ৯।৭।২।)

উত্তরা (স্ত্রী) ১ উত্তর দিক্। বিরাটরাজকন্যা, অভিমন্যুর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম।

উত্তরাধর (ত্রি) উচ্চ নীচ। ("উত্তরাধরা ইব ভবন্তো-যন্তি।" শতপথব্রাঃ ৫।৩।৪।২১।)

উত্তরাধিকারী [ন্] (ত্রি) পূর্ব্বস্বামীর অভাবে তাঁহার ধনাদির অধিকারী পুত্র প্রভৃতি। এ দেশে স্মৃতির মতে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে তাহার পুত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র পুত্রের ন্যায় সমান অধিকারী হয়। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নী, তাহার অভাবে স্বামি-কুল, তদভাবে পিতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। এই ধনে স্ত্রী জীবিত-সত্ব ভোগ করিবে, নিজ স্ত্রীধনের মত দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তাহার অভাবে তাহার কুমারী, তদভাবে বাগদত্তা, তদভাবে বিবাহিতা (পুত্রবতী) বা যাহার পুত্র হইবে এমত সম্ভাবনা আছে। (কন্যা, পুত্র-হীনা ও বিধবা ইহারা অধিকারিণী হয় না।) বিবাহিতা দুহিতা অভাবে দৌহিত্র। তদভাবে পিতা। তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, প্রথমে সোদর, সোদর না থাকিলে বৈমাত্রেয়। সোদরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র, তাঁহার পুত্র না হইলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র। সোদরের মাতৃবিষয়ে প্রথমে আপন সোদর, তদভাবে বৈমাত্রেয়। এইরূপে বিমাতার বিষয়ে প্রথমে বিমাতৃপুত্র, তদভাবে তাহার অসংসৃষ্ট পুত্র। ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র। ভ্রাতৃপুত্রা-ভাবে ভ্রাতৃপৌত্র। তদভাবে পিতৃদৌহিত্র অর্থাৎ নিজ ভগিনীপুত্র বা বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্র, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদরভ্রাতা, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তদভাবে পিতার সহোদর-পুত্র, তদভাবে পিতার সহোদর পৌত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় পুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় পৌত্র ইত্যাদি ক্রমে অধিকারী হইবে। পিতার কুলে কেহ না থাকিলে পিতামহদৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহদৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী। তাহার অভাবে পিতামহের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অধিকারী। এই ভাবে পিণ্ডদগণের অভাবে মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র ক্রমান্বয়ে অধিকারী। তদভাবে অধস্তন সগোত্রীয়, আহারদাতা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অধিকারী। তদভাবে ঊর্দ্ধতন সগোত্রীয় ধনী, দত্তঅন্নভুক্, বৃদ্ধপ্রপিতা-মহাদি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অধিকারী। তদভাবে চতুর্দ্দশ পুরুষের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় অধিকারী। ধনীর আপনার উভয়কুলে কেহ না থাকিলে তাহার গুরু, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সতীর্থ, তদভাবে একগ্রামভুক্ত গ্রামবাসী। এরূপ কেহ না থাকিলে রাজা উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন।

উত্তরাপথ (পুং) উত্তরা উত্তরস্যাং পন্থাঃ অচ্। ভারত-বর্ষের উত্তরস্থিত দেশ।

"উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীক্ষিতঃ।"
হরিবংশ ১১।১৪।

উত্তরাভাস (পুং) দুষ্ট উত্তর, অসদুত্তর।

উত্তরায়ণ (ক্লী) উত্তরা উত্তরস্যাং অয়নং সূর্য্যাদেঃ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩।) ইতি ণত্বম্। সূর্য্যের উত্তরদিগ্-গমনকাল, মকরসংক্রান্তি হইতে ছয় মাস।

"ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

"শিশিরশ্চ বসন্তোঽপি গ্রীষ্মঃ স্যাদুত্তরায়ণে।"
হারীত ১।৪ অঃ।

উত্তরায়ণে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণান্তবৃত্ত, সূর্য্যের উত্তরে গতির সীমানির্ণায়ক রেখা, বিষুবরেখার ২৩।০ অংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে (Tropic of Cancer)।

উত্তরার্দ্ধ (ক্লী) উৎকৃষ্টমর্দ্ধম্। ১ দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ শেষার্দ্ধ। "মধ্যে নৈবোত্তরার্দ্ধেনাজ্যমবেক্ষতে।" শতপথব্রা ১।২১।১৩।

উত্তরাশা (স্ত্রী) উত্তর দিক্।

উত্তরাশ্ম [ন্] (পুং) পার্ব্বতীয় দেশ বিশেষ। (রাজ-তরঙ্গিণী ৪।১৫৭।)

উত্তরাষাঢ়া (স্ত্রী) উত্তরা-আষাঢ়া। একবিংশ নক্ষত্র

ইহার রূপ সূর্য্যের ন্যায়, ১ তারাযুক্ত, ইহার অধিদেবতা বিশ্ব। কাহারও মতে গজদন্তবৎ ৮টী তারকাযুক্ত। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দাতা, দয়াবান্, বিজয়ী, বিনীত, সৎকর্ম্মী, ধনশালী ও স্ত্রীপুত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হয়।

উত্তরাসঙ্গ (পুং) ঊর্দ্ধে আসজ্যতে উত্তর-আ-সঞ্জ-ঘঞ্। উত্তরীয়ক (হেম ৩। ৩৩৫), উড়ানী, চাদর।

উত্তরাহ (পুং) উত্তর-অহঃ-টচ্। পরদিন।

উত্তরিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। ভরত রাজগৃহ হইতে অযোধ্যা আসিবার কালে সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে এই নদী পার হইয়া আসেন। 'উত্তরগা' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। (রামায়ণ, অযোধ্যা ৭১। ১৪।)

উত্তরীয় (ক্লী) উত্তরস্মিন্ দেহভাগে (গহাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ১৩৮।) ইতি ছ। উত্তরীয় বস্ত্র, উড়ানী, দোছট।

উত্তরেদ্যুঃ [স্] (অব্য) পর দিনে, কল্য, আগামী দিবসে।

উত্তরোত্তর (ক্রি বিং) উত্তরস্মাদুত্তরঃ। ক্রমে ক্রমে, পর পর।

উত্তরো(রৌ)ষ্ঠ (পুং) উপরের ওষ্ঠ।

উত্তর্জ্জন (ক্লী) উচ্চৈস্তর্জ্জনম্, প্রাদি-স। উচ্চৈঃস্বরে ভর্ৎসনা।

উত্তলিত (ত্রি) উৎ-তল-ক্ত। উৎক্ষিপ্ত।

উত্তান (ত্রি) উদ্গতস্তানো বিস্তারো যস্মাৎ। ১ ঊর্দ্ধমুখে শায়িত, চিৎ। ২ অগভীর।

(উত্তানমগভীরে স্যাদূর্দ্ধাস্য শয়িতে ত্রিষু। মেদিনী।)

৩ ঊর্দ্ধতল।

উত্তানক (পুং) উৎ-তন-ণ্বুল্। উচ্চটাবৃক্ষ।

উত্তানপত্রক (পুং) রক্ত এরণ্ড বৃক্ষ, লাল ভেরাণ্ডা।

উত্তানপদ্ (স্ত্রী) ১ বৃক্ষ। ২ শক্তি। (ঋক্‌সংহিতামতে, উত্তানপদ্ হইতে দিক্ ও পৃথিবী জন্মে। ঋক্ ১০। ৭২। ৩-৪)

উত্তানপাদ (পুং) স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র, ধ্রুবের পিতা। এই রাজার দুই পত্নী, সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু, সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মে। (হরিবংশ, বিষ্ণুপুং, ভাগবত)

উত্তানপাদজ (পুং) উত্তান-পাদ-জন-ড। ধ্রুব। [ধ্রুব দেখ।]

উত্তানশয় (ত্রি) উত্তানঃ ঊর্দ্ধমুখঃ শেতে শী-অচ্। অতিশিশু (হেম ৩। ২) (ত্রি) যে চিৎ হইয়া শয়ন করে।

উত্তানশীব [ন্] (ত্রি) উত্তানস্থিত। (অথর্ব্ব ২। ২১। ১০)

উত্তাপ (পুং) উৎ-তপ ঘঞ্। ১ উষ্ণতা। ২ তাপ, উষ্মা।

উত্তার (পুং) উৎ-তৃ-ণিচ্-ঘঞ্। ১ মহান্, উদ্ভট, উত্তম। ২ বমন। ৩ উল্লঙ্ঘন। ৪ পারে গমন। ৫ (ত্রি) অত্যন্ত উচ্চ শব্দাদি।

উত্তারক (ত্রি) উৎ-তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। যে পার হইয়াছে।

উত্তারণ (ক্লী) উৎ-তৃ-ণিচ্-ল্যুট্। পারে গমন, উত্‌রন। কর্ত্তরি ল্যু। বিষ্ণু। (ত্রি) উপরে গমনকারী।

উত্তারী [ন্] (ত্রি) উৎ-তৃ-ণিনি। চপল।

উত্তাল (ত্রি) উৎ-চুরাং তল-ঘঞ্। ১ বিকস্বর। (বিকস্বরোত্তালয়োঃ। হেম' অনে ৩। ৬২৮।) ২ উৎকট, ৩ শ্রেষ্ঠ, মহান্। ৪ প্লবঙ্গ। (উত্তাল উৎকটে শ্রেষ্ঠে বিকরালে প্লবঙ্গমে। মেদিনী।)

উত্তিষ্ঠদ্ধোম (পুং) যজ্ঞবিশেষ, উপবেশন না করিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়।

উত্তিষ্ঠমান (ত্রি) উৎ-স্থা-শানচ্। ১ উত্থানশীল। ২ বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান।

উত্তীর্ণ (ত্রি) উৎ-তৃ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ পারগত। ২ জল হইতে উত্থিত। ৩ নির্গত। ৪ অতিক্রান্ত। ৫ উপস্থিত। ৬ কৃতকার্য্য। ৭ মুক্ত, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত।

উত্তুঙ্গ (ত্রি) উৎ-অতিশয়েন তুঙ্গঃ। উচ্চ, উন্নত, অত্যুচ্চ।

উত্তুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুণা জেলার একটি নগর। ১৯° ১৭' উঃ অক্ষাং এবং ৭৪° ৩' ৩০" পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫১৮০।

এই স্থানের নিকটে দুইটি দেবমন্দির আছে, একটী তুকারাম সাধুর গুরু কেশবচৈতন্যের উদ্দেশে, অপরটি মহাদেবের। প্রতিবর্ষে ভাদ্র মাসে এই মহাদেবের উৎসব হইয়া থাকে, তৎকালে বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। মাহারাট্টাদের শাসনকালে এই স্থানের চারিদিক্ ভীল জাতির উৎপাতে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

উত্তুষ (পুং) উদ্গতঃ তুষোঽস্মাৎ। লাজ, খই।

উত্তেজনা (স্ত্রী) উৎ-তিজ-ণিচ্-যুচ্। ১ শাণাদি দ্বারা তীক্ষ্ণীকরণ। ২ উস্‌কন, প্রেরণা। ৩ প্রবর্ত্তন। ৪ ধমকান। ৫ উদ্দীপন। ৬ উৎসাহদান। ৭ সজীবকরণ। ৮ উৎপীড়ন।

উত্তেজিত (ত্রি) উৎ-তিজ-ণিচ্-ক্ত। ১ উদ্দীপিত। ২ প্রেরিত। ৩ শাণিত। ৪ উত্ত্যক্ত। ৫ বিরক্ত। ৬ প্রবর্ত্তিত। (ক্লী) ৭ অশ্বগতিবিশেষ।

উত্তেরিত (ক্লী) উৎ-তৃ-ভাবে ইতচ্। ১ অশ্বগতিভেদ। (পুং) ২ অশ্ব।

উত্তোরণ (ত্রি) উন্নতং তোরণমত্র। উচ্চপুরদ্বারযুক্ত নগরাদি।

উত্তোলন (ক্লী) উৎ-তুল-ভাবে ল্যুট্। উত্থাপন, ঊর্দ্ধে তোলা।

উত্তোলিত (ত্রি) উৎ-চুরাং তুল-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত, উঠান।

উত্ত্যক্ত (ত্রি) উৎ-ত্যজ্-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত। ২ বিরক্ত। ৩ ঊর্দ্ধ ক্ষিপ্ত।

উত্রাস (পুং) উৎ-ত্রস্-ঘঞ্। অতিভয়।

উত্থ (ত্রি) উৎ-স্থা-ক। ১ উত্থিত। ২ উন্নত। ৩ উদ্গত। ৪ উৎপন্ন।

উত্থান (ক্লী) উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে পতন। ২ উদ্যম। ৩ উদয়। ৪ উন্নতি। ৫ উঠান। ৬ তন্ত্র। ৭ পৌরুষ। ৮ পুস্তক। ৯ যুদ্ধ। (উত্থানমুদ্যমে তন্ত্রে পৌরুষে পুস্তকে রণে। মেদিনী।)

উত্থানৈকাদশী (স্ত্রী) চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশী। [একাদশী দেখ।]

উত্থাপন (ক্লী) উৎ-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উত্তোলন। ২ প্রেরণ। ৩ প্রবোধন। ৪ উপস্থিত করণ। ৫ ক্ষোভণ।

উত্থাপিত (ত্রি) উৎ-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ উত্তোলিত। ২ প্রেরিত। ৩ প্রবোধিত। ৪ ক্ষোভিত। ৫ যাহা উত্থাপন করা হইয়াছে।

উত্থিত (ত্রি) উৎ-স্থা-ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ উদ্গত। ৩ উদ্যত। ৪ বৃদ্ধিযুক্ত, বর্দ্ধিত।

উত্থিতাঙ্গুলি (পুং) ১ বিস্তৃতাঙ্গুলি। ২ করতল। ৩ চপেট, চাপড়।

উৎপট (পুং) উৎ-পট-অচ্। বৃক্ষাদির ত্বক্ ভেদ করিয়া উদ্গত নির্য্যাস।

("ত্বচ এবাস্ত রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।" শতপথব্রা ১৪।৬।৯।৩১। 'উৎপটঃ বৃক্ষনির্য্যাসঃ।' ভাষ্য।)

উৎপত (পুং) উৎ পততি উর্দ্ধে গচ্ছতি উৎ-পত-অচ্। পক্ষী।

উৎপতন (ক্লী) উৎ-পত-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে গমন। ২ উৎপত্তি। ৩ উদয়। ৪ উত্থান। ৫ উৎপ্লবন। (উৎপতমুৎপত্তৌ তথোর্দ্ধগমনেঽপি চ। মেদিনী।)

উৎপতনিপতা (স্ত্রী) উৎপত নিপত ইত্যুচতে যস্যাং ক্রিয়ায়াম্। (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২।) ইতি ময়ূ, সমা। উৎপতনাদি নিদেশার্থ ক্রিয়া।

উৎপতাক (ত্রি) উত্তোলিতা পতাকা যস্মিন্। উত্তোলিত পতাকাযুক্ত পুরাদি।

"উৎপতাকধ্বজচ্ছত্রশোভিযুগ্যার্পিতাসনম্।"

রাজতরঙ্গিণী ৫।৪৭০।

উৎপতিত (ত্রি) উৎ-পত-ক্ত। ১ উত্থিত। ২ উদ্গত।

উৎপতিষ্ণু (ত্রি) উৎ-পত-ইষ্ণুচ্। উৎপতনশীল।

উৎপত্তি (স্ত্রী) উৎ-পত-ক্তিন্। ১ উদ্ভব, জন্ম। ২ আবির্ভাব। ৩ উর্দ্ধপতন। (উৎপত্তির্জন্মজন্মনী। হেম ৬।৩।)

উৎপত্তিক্রম (পুং) জগতের উৎপত্তি-পরিপাট্য। যেমন উপনিষদের মতে, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপত্তিব্যুৎক্রম (পুং) বিপরীত ভাবে উৎপত্তি।

উৎপথ (পুং) শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ন্যায় অতিক্রম।

("প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্।" মনু ২।২১৪।)

২ অসৎপথ, কুপথ।

উৎপথপ্রতিপন্ন, উৎপথপ্রবৃত্ত (ত্রি) যে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে, অসৎ, মন্দ।

উৎপদ্যমান (ত্রি) উৎ-পদ-যৎ-শানচ্। জায়মান, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপন্ন (ত্রি) উৎ-পদ-ক্ত। ১ জাত, উদ্ভূত। ২ উত্থিত।

উৎপল (ক্লী) উৎ-পল-অচ্। জলজাত লতাবিশেষ, জলপুষ্প। সংস্কৃত পর্য্যায়—পদ্ম, নল, নলিন, অম্ভোজ, অম্বুজন্ম, অম্বুজ, শ্রী, অম্বুরুহ, অম্বুপদ্ম, সুজল, অম্ভোরুহ, সারস, পঙ্কজ, সরসীরুহ, কুটপ, পাথোরুহ, পুষ্কর, বার্জ্জ, তামরস, কুশেশয়, কঞ্জ, কজ্জ, অরবিন্দ, শতপত্র, শতদল, বিসকুসুম, সহস্রপত্র, মহোৎপল, বারিরুহ, সরসিজ, সলিলজ, পঙ্কেরুহ, রাজীব, কমল।

হিন্দীতে কমল, বোম্বাইয়ে কনবল, তামিলে অম্বল, ও তিব্বতে উৎপল বলে। (Nelumbium speciosum) ইহার ফুল বহুকাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিত্র পুষ্প বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। বেদসংহিতাতেও "কমলায় স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭।৩।১৮।১ দেখ।]

মহাভারতের মতে ভগবানের নাভি হইতে পদ্ম উত্থিত হয়, ইহা হইতে আবার ব্রহ্মা বাহির হন।

"প্রধানসমকালস্ত প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ।
ধ্যানমাত্রে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ॥
ততশ্চতুর্ম্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতঃ।"

মহাভারত বন ২৭১।৪১-৪২।

পদ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়।

পাশ্চাত্যগণের মধ্যে থিওফ্রেষ্টেশ 'Kuamos Aigyptios (ইজিপ্টের সিম) এবং 'নীলুফর' নামে আরব্য ও পারস্য-বাসিগণ উল্লেখ করিয়াছে। এই লতা আমেরিকা, কাস্পীয় সাগরের তটস্থ প্রদেশ, ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন ও মিসর দেশে জন্মে। তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্ম ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, পারস্যে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে জন্মে। নীলপদ্ম কেবল কাশ্মীরের উত্তরাংশে, তিব্বতের অন্তর্গত গন্ধমাদনে এবং চীনের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশেই অধিক পদ্ম দেখা যায়। চীনেরা ইহার মূল খাইতে ভালবাসে।

উৎপল তিন প্রকার শ্বেত, রক্ত ও নীল।

শ্বেতপদ্মের নাম—শতপত্র, মহাপদ্ম, পুণ্ডরীক, শিতাম্বুজ, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল। বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—শীতল, মধুর, কফ ও পিত্তনাশক।

রক্তপদ্মের নাম—কোকনদ, রক্তোৎপল, হল্লক, রক্তসন্ধিক, রক্তসরোরুহ, রক্তাম্ভ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অরবিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্তবারিজ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, শীতল, সন্তর্পণ, বৃষ্য। পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। শ্বেত অপেক্ষা রক্তের গুণ কম।

নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর, নীলোৎপল, মৃদুৎপল, কুবলয়,



নীলাব্জ, নীলমুৎপল, ভদ্র। রক্তোৎপল অপেক্ষা ইহা অল্পগুণযুক্ত।

পদ্মের বীজকোষের নাম কর্ণিকর, মধুর নাম মকরন্দ, পদ্মের পাপ্‌ড়িকে কিঞ্জল্ক এবং নালকে মৃণাল কহে।

হাকিনীর মতে ইহার গুণ—তিক্ত ও শৈত্যকারক।

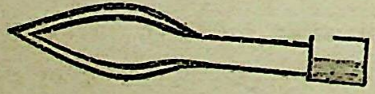
পারস্ত দেশ হইতে নানা স্থানে পদ্মবীজ রপ্তানি হইয়া থাকে। পদ্মফুল ভারতবর্ষের নানাস্থানের দেবমন্দিরে ও ভোটানে পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বকালে ইজিপ্টীয়গণও পদ্মকে পবিত্র পুষ্প ভাবিয়া পূজায় ব্যবহার করিত।

২ কুমুদাদি। ৩ কুষ্ঠৌষধি। ৪ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ। [ভট্টোৎপল দেখ।] ৫ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নরক। (দিব্যাবদান ৬৭। ২৩।)

উৎপলগন্ধি (ক্লী) গোশীর্ষ, চন্দনবিশেষ।

উৎপলপত্র (ক্লী) ১ তিলকভেদ। ২ স্ত্রীলোকের স্তনে নখক্ষত। ৩ কুবলয়দল।

উৎপলপত্রক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিশেষ। পূর্ব্ব-



কালে এই অস্ত্র ছেদ বা ভেদ করিবার সময়ে ব্যবহৃত হইত। (সুশ্রুত সূত্র' ৮ অঃ)

উৎপলপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটি প্রাচীননগর। উৎপল কর্ত্তৃক স্থাপিত ; (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৬৯৪)

উৎপলভেদ্যক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণবন্ধাকৃতি ভেদ।

"বৃত্তায়তসমোভয়পালিরুৎপলভেদ্যকঃ।" (সুশ্রুত)

উৎপলশারিবা (স্ত্রী) শ্যামালতা।

উৎপলষট্‌ক (ক্লী) অরাতিসার রোগের ঔষধবিশেষ।

উৎপলাক্ষ (পুং) কাশ্মীরের একজন প্রাচীন রাজা। সিদ্ধের পুত্র। ইতি ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল ২১৭৮ কল্যব্দ। (রাজতরঙ্গিণী ১। ২৮৬)

উৎপলাদি, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। রক্তপদ্মের মূল, লাল কার্পাসমূল, করবীমূল, গন্ধমাত্রা, জীরক, রক্তচন্দন এই সমুদয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। ইহা চেলুনীর জল দিয়া খাইতে হয়। সেবনে রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটিশূল, প্রদর ও কুক্ষিশূল সত্বর নিবারিত হয়।

উৎপলাপীড় (পুং) কাশ্মীররাজবিশেষ। অজিতাপীড়ের পুত্র। ৩১ বৎসর রাজত্বের পর ইনি রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরে অবন্তিবর্ম্মা রাজা হইলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৭০৮-৭১৫)

উৎপলাবন (ক্লী) পাঞ্চালস্থ একটি অতি প্রাচীন তীর্থ। (ভারত অনুশাসন ২৫। ৩৩)

"পাঞ্চালেষু চ কৌরব্য কথয়স্ত্যুৎপলাবনম্।" বনপর্ব্ব ৮৭।১৪।

এখানে নারদরূপী লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

"বশিষ্ঠশ্চ বিদাভূম্যাং নারদশ্চোৎপলাবনে।"

প্রভাসখণ্ড ৮০অঃ।

উৎপলিনী (পুং) জলজ পুষ্পবিশেষ। হিন্দিতে ছোটি কোঞি বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কৈরবিণী, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, ইন্দিবরিণী, নীলোৎপলিনী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল ও তিক্ত। তৃষ্ণা, শ্রম, বমি, কাস, ক্ষয়, যক্ষ্মা, কফ, বাত, পিত্ত, আমরক্ত, রক্তাতিসার, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। বীজের গুণ—স্বাদু, রুক্ষ, শীতল, গুরু। ২ ছন্দোবৃত্তিভেদ। ৩ নদীবিশেষ। ৪ কোষগ্রন্থবিশেষ।

উৎপলেশ্বর (পুং) মহানদীর নামান্তর। [মহানদী দেখ।]

উৎপবন (ক্লী) ১ প্লাবন। ('প্লাবনমুৎপবনমাহুঃ।' মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৫। ১১৫।) ২ যজ্ঞীয় পাত্রাদি সংস্কারভেদ। (আশ্ব-গৃহ্য-সূ ১। ৩। ২। ৩) ৩ কুশাদিদ্বারা জলোৎক্ষেপণ।

উৎপশ্য (ত্রি) ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি। (উৎপশ্য উন্মুখঃ। হেম ৩। ১২১।)

উৎপাট (পুং) উৎ-পট-ঘঞ্। উৎপাত।

উৎপাটক (পুং) রোগবিশেষ। কাণের পাটায় এই রোগ

হয়, ইহাতে কাণ চড়্চড়্ করিতে থাকে। (সুশ্রুত সূত্র ১৬।)

উৎপাটন (ক্লী) উৎ-পট-ণিচ্-ল্যুট্ ভাবে। ১ উন্মূলন, উপড়ান। ২ সুশ্রুতোক্ত ব্রণবেদনা ভেদ।

উৎপাটিকা (স্ত্রী) উৎ-পট-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইৎ। বৃক্ষের শুষ্ক ছাল। (ত্রি) উৎপাটনকর্ত্রী।

উৎপাটিত (ত্রি) উৎ-পট্-ণিচ্-ক্ত। উন্মূলিত।

উৎপাত (পুং) উৎ-পত-ভাবে ঘঞ্। ১ উর্দ্ধপতন। উৎ-পত-৭। ২ প্রাণীদিগের অশুভসূচক অকস্মাৎ দৈবঘটনা। তাহা দিব্য, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমভেদে তিন প্রকার। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রাস-আদি দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরীক্ষ্য ও ভূমি-কম্পাদি ভৌম।

উৎপাতক (পুং) উৎ-পত-ণিচ্-ণ্বুল্। উর্দ্ধপতনশীল জন্তু-বিশেষ। মৃগ। ("দংশোৎপাতকভল্লুকগন্ধিকামশকাবৃতম্।" ভারত স্বর্গা ২ অঃ) উৎ-পত-ণ্বুল্, (ত্রি) উর্দ্ধপতনশীল।

উৎপাতকেতু (পুং) অমঙ্গল চিহ্ন; উল্কাপাত, ভূমিকম্প। উপদ্রবপাতনিমিত্তক উদিত ধূমকেতু প্রভৃতি।

উৎপাদ (পুং) উৎ-পদ-ভাবে ঘঞ্। উৎপত্তি।

উৎপাদক (পুং) উর্দ্ধস্থিতাঃ পাদা অস্য উৎ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। পশুবিশেষ। অষ্টপাদ, শরভ, গজারাতি।

(শরভঃ কুঞ্জরারাতিরুৎপাদকোঽষ্টপা অপি। হেম ৪।৩৫২।) (ত্রি) উৎপত্তিকারক, জনক। (মনু ২।১৪৬।)

উৎপাদন (ক্লী) উৎ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। জন্মান, উৎপত্তিকরণ।

উৎপাদপূর্ব্ব (ক্লী) জৈনশাস্ত্রোক্ত ১৪ পূর্ব্বের প্রথম। (হেম ২।১৬১।)

উৎপাদশয়ন (পুং স্ত্রী) উৎপাদ-শী-ল্যু। টিট্টিভপক্ষী, টিটির পাখী। (টিট্টিভস্তু কটুকাণ উৎপাদশয়নশ্চ সঃ। হেম ৪।৩৯৬।)

উৎপাদিকা (স্ত্রী) উৎ-পদ্-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইৎ। ১ দেহিকানামক কীট। ২ হিলমোচিকা, হিঞ্চাশাক। ৩ পূতিকা, পুঁইশাক।

উৎপাদ্য (ত্রি) উৎ-পদ-ণিচ-ণ্যৎ। জননীয়, উৎপাদনযোগ্য।

উৎপারণ (ক্লী) উত্তরণ, লাফাইয়া পার হওন। (অথর্ব্ব ৫।৩৩।১২।)

উৎপালী (স্ত্রী) উৎ-পল-ঘঞ্-ঙীপ্। আরোগ্য।

উৎপিঞ্জল (ত্রি) ১ অতিশয় ব্যাকুল। (উৎপিঞ্জলসমুৎ-পিঞ্জপিঞ্জলাভৃশমাকুলে। হেম ৩।৩০।) ২ পিঙ্গলবর্ণ।

উৎপিষ্ট (ত্রি) উৎ-পিষ-ক্ত। ১ উন্মথিত। ২ সুশ্রু-তোক্ত সন্ধিমুক্তরূপ অস্থিভঙ্গবিশেষ। সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয় পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিতে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদান ১৫ অঃ।)

উৎপীড় (ত্রি) উৎ-পীড় ভাবে ঘঞ্। ১ উত্তেজ। ২ সংঘর্ষণ। ৩ বাধা। ৪ উন্মথন। ("আকাঙ্ক্ষন্তীঃ নয়ন-সলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্।" মেঘদূত।)

উৎপীড়ন (ক্লী) উৎ-পীড়-ল্যুট্। ১ উত্তেজন। ২ ঠাসাঠাসি। ৩ প্রবর্ত্তন। ৪ আধিক্য, ছাপাছাপি। ৫ পীড়াপীড়ি, উপদ্রব, ক্লেশ দেওয়া।

উৎপুটক (পুং) উৎ-পুট-কন্। কর্ণপালীগতরোগ বিশেষ। ইহাতে কাণের পাটা পিট্ পিট্ করে। সুশ্রুত কহেন, এই রোগ হইলে সোঁদাল ছাল, সজিনার ছাল, নাটাকরঞ্জার ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা, বন্য শূকরের, গরুর ও হরিণের পিত্ত এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে, অথবা তৈল পাক করিয়া দিবে। (সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ)

উৎপ্রভ (ত্রি) প্রভাবিত, উদর্চ্চিঃ। (পুং) অগ্নি। (উদ-র্চ্চিরুৎপ্রভোঽগ্নৌ চ। হেম° অনে° ৩।৭৪৭।)

উৎপ্রাস (পুং) উৎ-প্র-অস-দীপ্ত্যাদৌ ঘঞ্। উপহাস।

উৎপ্রেক্ষণ (ক্লী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্ভাবন। ২ সম্ভাবনা। ৩ উর্দ্ধদৃষ্টি।

উৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-অ-টাপ্। ১ অনবধান। উপেক্ষা। ২ বিতর্ক। ৩ কাব্যালঙ্কার বিশেষ।

(উৎপ্রেক্ষাঽনবধানেঽপি কাব্যালঙ্করণান্তরে। মেদিনী।)

প্রকৃত বস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনা।

"সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য সমেন যৎ।" কাব্যপ্রকাশ।

এই অলঙ্কার দুই প্রকার। বাচ্যা ও প্রতীয়মানা। 'যেন' 'ন্যায়' প্রভৃতি বাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে বাচ্যা। আর যদি তাহা না থাকে, কিন্তু প্রতীয়মান হয়, তাহাকে প্রতীয়মানা কহে।

উৎপ্লবন (ক্লী) উৎ-প্লু ল্যুট্। ১ উল্লম্ফন; লাফান। ২ অভি-মন্ত্রিত কুশাদিযুক্ত বারি দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি।

উৎপ্লবা (স্ত্রী) উৎ-প্লু-অচ্-টাপ্। নৌকা।

উৎফাল (পুং) উৎ-ফল-ঘঞ্। লম্ফ।

উৎফুল্ল (ত্রি) উৎ-ফল-ক্ত, উৎফুল্লসংফুল্লয়োরুপসংখ্যান-মিতি নিষ্ঠা তস্য লঃ। ১ প্রফুল্ল, বিকসিত। ২ স্ফীত, বর্দ্ধিত। ৩ স্ত্রীলোকের করণবিশেষ। ৪ উত্তান।

(উৎফুল্লং করণে স্ত্রীণামুত্তানেঽপি বিকস্বরে। মেদিনী।)

উৎরৌলা, অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটি বিভাগ। ২৬°২৩´ হইতে ২৭° ২৫´ উঃ অক্ষা° মধ্যে এবং ৮২°৮´ হইতে ৮২°৩৮´ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। ভূমি-

পরিমাণ ১৪৪৮ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৯৮৭ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৫৫৬৭০৯, তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এই বিভাগ বা তহসীল ৭টী পরগণায় বিভক্ত— উৎরৌলা, সাহল্লানগর, বুড়াপাড়া, বহ্নিপুর, মাণিকপুর, বলরামপুর ও তুলসীপুর। বার্ষিক খাজনা ৭,৫৮,২৭০৲ টাকা।

২ গোণ্ডা জেলার পরগণা বিশেষ। ইহার উত্তরে রাপ্তি নদী, পূর্ব্বে বস্তি জেলা, দক্ষিণে কুবানা নদী ও পশ্চিমে বলরামপুর পরগণা। পরগণার মধ্য দিয়া শুভাবন নদী প্রবাহিত হইতেছে, এই নদী ও কুবানা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান 'উপরহার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে রবি, খরীফ ও হেমন্ত শস্য বেশ উৎপন্ন হয়। শুভাবন নদীর তীর কঙ্করময়। এখানকার লোকসংখ্যা ৯০,৮৩৬; তন্মধ্যে আহীর, কুর্ম্মী, কোরি প্রভৃতি নীচজাতীয় হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এ গুলি মুসলমানদিগের আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু-রাজারা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মুসলমানরাজের আদিপুরুষ আলী খাঁ নামে একজন পাঠান এই স্থান একজন রাজপুতের নিকট হইতে জয় করেন। মোগল পাদশাহেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, এখানকার পাঠানরাজ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অবশেষে আলী খাঁ অকবরের বশীভূত হইয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ হইল। আলী খাঁ আপন পিতার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ দিল্লীতে পাঠাইলেন এবং পিতৃমূর্ত্তির স্মরণার্থ একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। ২০ বৎসর রাজত্বের পর, তৎপুত্র দাউদ খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাঁর রাজত্বকালে উৎরৌলা বহ্নিপুরের কহ্লন রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বরাজবংশীয় সলিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দারুণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সলিম বিবাদ মিটাইবার জন্য রাজ্য ৫ অংশে ভাগ করিলেন। ফতে খাঁ, পাহাড় খাঁ, রুস্তম খাঁ ও মুবারক খাঁ এই চারি পুত্রকে চারি অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে এক অংশ রাখিলেন। সলিম খাঁর প্রপৌত্র মহাবত (দিলার খাঁ) গোণ্ডরাজ দত্তসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বাণসি রাজের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে বাণসিরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। পাহাড় খাঁর বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে উৎরৌলায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান রাজার নাম মুম্তাজ আলী খাঁ।

৩ গোণ্ডজেলার একটি নগর। উৎরৌলা পরগণার মধ্যে প্রধান স্থান। ২৭°১৯´ উঃ অক্ষা, এবং ৮২°২৭´২৫″ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৮২৫। রাজপুতেরা এই নগর স্থাপন করেন, তাঁহাদের সময়ে এই স্থানে পরিখা-পরিবেষ্টিত সুন্দর দুর্গ ছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নগরটি আম্র-উপবনে সমাকীর্ণ। এখানে বিদ্যালয়, থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

উৎস (পুং) উনত্তি জলেন উন্দ (উন্দিগুধিকুষিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬৮। উন্দ, গুধ, কুষ এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর স এবং তাহা কিৎ হয়।) ইতি স-কিৎ। ১ খাত। কূপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩।) ২ উৎসরণ। (নিরুক্ত ১০।৯।) প্রস্রবণ। যে স্থানে মন্দবেগে অজস্র জল প্রবাহিত হয়। (উৎসঃ স্রবঃ প্রস্রবণং। হেম ৪।১৬২।)

উৎসঙ্গ (পুং) উৎ-সন্ঞ্জ-ঘঞ্। ১ ক্রোড়, কোল। (অঙ্কক্রোড় উৎসঙ্গ। হেম ৩।২৬৬।) ২ পর্ব্বতের শিখরদেশ। সানু। (রঘু ৬।৩) ৩ অট্টালিকার উপরিভাগ, ছাদ। (মেঘদূত ২৯।) ৪ অভ্যন্তর ভাগ। (কুমার ১।১০) ৫ ঊর্দ্ধতল। ৬ বহির্ভাগ। (রঘু ৪।৭৫) ৭ সঙ্গম। ৮ আলিঙ্গন। ৯ একশত সংখ্যা=বিবাহ। (ব্যুৎপত্তি ১৮৫)। ১০ ব্রণের ভিতরভাগ, শোষ। (সুশ্রুত, সূত্র) ১১ গর্ত্ত। (ভারত অশ্ব ৬৮।১৮)

উৎসঞ্জন (ক্লী) উৎ-সন্‌জ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ ঊর্দ্ধে সংযোজন, উৎক্ষেপণ।

উৎসত্তি (স্ত্রী) উৎ-সদ্-ক্তিন্। উচ্ছেদ।

উৎসধি (পুং) উৎসো ধীয়তে অত্র। ধা-কি। জলপ্রবাহশীল কূপ। (ঋক্ ১।৮৮।৪)

উৎসন্ন (ত্রি) উৎ-সদ-ক্ত। ১ উচ্ছিন্ন, সমূলচ্ছেদন। ২ নষ্ট। ৩ অনায়াসসাধ্য। (শতপথব্রা, ২।৫।২।৪৮)

উৎসর্গ (পুং) উৎ-সৃজ-ঘঞ্। ১ ত্যাগ। ২ দান। ৩ সামান্যবিধি। ৪ ন্যায়। (উৎসর্গঃ পুংসি সামান্যে ন্যায়ে চ ত্যাগদানয়োঃ। মেদিনী।) ৫ সাগ্নিক কর্ত্তব্য ক্রিয়াবিশেষ। স্নান, সন্ধ্যা ও আচমনাদির পরে প্রথমে নারায়ণ, নবগ্রহ ও গুরুপূজা করিয়া প্রদান করিতে হয়। দ্রব্য বামহস্তে ধারণ করিবে। দক্ষিণ হস্তে তিনবার পূজা করিয়া তত্তদ্ব্যাধিপতি দেবতাকে সম্প্রদান করিবে, পরে সঙ্কল্প করিয়া কুশ, তিল ও জলত্যাগপূর্ব্বক দান করিবে। এই ক্রিয়ার নাম বৈধোৎসর্গ। ৬ মলমূত্রাদি ত্যাগক্রিয়া। (মনু ১২।১২১)।

উৎসর্জ্জন (ক্লী) উৎ-সৃজ-ল্যুট্। ১ দান। ২ ত্যাগ।

(দানমুৎসর্জ্জনং ত্যাগঃ। হেম ৩। ৫০।) ৩ বেদোৎসর্গ রূপ ছয় মাস কর্ত্তব্য বৈদিকদিগের ক্রিয়াবিশেষ। পূর্ব্বকালে বেদশিক্ষার্থিগণ এই ক্রিয়া করিতেন। মনু লিখিয়াছেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি ॥
যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈকমহর্নিশম্ ॥
অত ঊর্দ্ধন্তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ ॥"

মনুসংহিতা ৪। ৯৫-৯৮।

শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপনান্তর সার্দ্ধ চারি মাস বেদাধ্যয়ন করিবে। ঐ সময়ের পর পৌষ মাসের পুষ্যা-নক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া উৎসর্গক্রিয়া (বিসর্জ্জন হোমাদি) করিবে। অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্ণে ঐ উৎসর্গ কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘের শুক্ল প্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন। গ্রামের বহির্ভাগে এইরূপে যথাশাস্ত্র বেদের উৎসর্গ করিয়া একপক্ষ অহোরাত্র বেদা-ধ্যয়নে বিরত থাকিবে। এই উৎসর্গক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে সংযতভাবে বেদপাঠ করিবে। কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ পাঠ করিবে।

উৎসর্পণ (ক্লী) উৎ-সৃপ-ভাবে-ল্যুট্। ১ উল্লঙ্ঘন। ২ ঊর্দ্ধ-গমন। ৩ ত্যাগ।

উৎসর্পী [ন্] (ত্রি) উৎসর্পতি ণিনি। ১ ঊর্দ্ধগামী। ২ উল্লঙ্ঘনকারী।

উৎসর্পিণী (স্ত্রী) উৎ-সৃপ-ণিনি-ঙীপ্। জৈনদিগের কালাবভাগ। [অবসর্পিণী দেখ।] (ত্রি) ঊর্দ্ধগমনশীলা।

উৎসর্য্যা (স্ত্রী) উৎ-সৃ-ণ্যৎ টাপ্। ঋতুমতী বা গর্ভযোগ্যাবস্থা গো, যে গাভীর পাল লইবার সময় হইয়াছে। (জটা০)

উৎসব (পুং) উৎ-সূ-অচ্। ১ আরম্ভ। (ঋক্ ১। ১০০। ৮) ২ আনন্দজনক ব্যাপার। ৩ আনন্দ। ৪ উৎসেক। ৫ ইচ্ছা-প্রসব। ৬ কোপ। (উৎসবো মহ উৎসেকে ইচ্ছাপ্রসব-কোপয়োঃ। মেদিনী।) ৭ উন্নতি। ৮ অভ্যুদয়।

উৎসবসঙ্কেত (পুং) ১ পুষ্করারণ্যবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত সভা ৩১ অঃ) ২ ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ, ইহারা সাত প্রকার। ভারতের উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা বাস করিত, ইহাদের জনপদকেও উৎসবসঙ্কেত কহে। (ভারত সভা, ২৬ অঃ, ভীষ্ম ৯ অঃ)

উৎসাদন (ক্লী) উৎ-সদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উৎসারণ। ২ স্থানান্তর করণ। (কাত্যা° শ্রৌ° সূ ১৪। ১। ১৭) ৩ উদ্বর্ত্তন, তৈলাদি দ্বারা পরিশোধন। ৪ বিনাশন। ৫ উন্মূ-লন। (ভারত-বন ১০২ অঃ) ৬ মহাবীরাদি পরিত্যক্ত দেশ। ("উৎসাদনদেশং প্রতি আগচ্ছন্তি উৎসাদনং মহাবীরাণাং পরিত্যাগঃ স যত্র দেশে বিহিতঃ। কাত্যীয় শ্রৌতসূত্রভাষ্যে কর্ক ২৬। ৩। ১০)

উৎসাদি, উৎস-আদি। পাণিনি-উক্ত একটি গণ। উৎস, উদপান, বিকর, বিনদ, মহানদ, মহানস, মহাপ্রাণ, তরুণ, তলুন, (বস্কয়াসে), পৃথিবী, ধেনু, পঙ্ক্তি, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জনপদ, ভরত, উশীনর, গ্রীষ্ম, পীলুকুণ, (উদস্থান দেশে), পৃষদংশ, ভল্লকীয়, রথন্তর, মধ্যন্দিন, বৃহৎ, মহৎ, সত্বৎ, কুরু, পঞ্চাল, ইন্দ্রাবসান, উষ্ণিহ, ককুভ, সুবর্ণ, দেব, (গ্রীষ্মা-দচ্ছন্দসি।) এইগুলি উৎসাদি] * । উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪। ১। ৮৫ উৎস প্রভৃতি শব্দের উত্তর প্রাতিপদিকে অঞ্ প্রত্যয় হয়। উৎস-অঞ্ = ঔৎস।

উৎসাদিত (ত্রি) উৎ-সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ উন্মূলিত। ২ উদ্বর্ত্তিত। ৩ পরিষ্কৃত।

উৎসারক (পুং) উৎ-সৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। দ্বারপাল। (দৌবারিক প্রতীহারো বেত্র্যুৎসারকদণ্ডিনঃ। হেম ৩। ৩৯৫।) (ত্রি) অপসারক।

উৎসারণ (ক্লী) উৎ-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। দূরীকরণ, সরাইয়া দেওয়া।

উৎসারিত (ত্রি) উৎ-সৃ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূরীকৃত। ২ চালিত। ৩ স্থানান্তরিত।

উৎসাহ (পুং) উৎ-সহ-ঘঞ্। ১ উদ্যম। ২ অধ্যবসায়। ৩ স্থির-যত্ন। কোন কার্য্যে দৃঢ় প্রযত্ন হওয়া। ৪ বীররসের স্থায়িভাব। "উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহঃ স্থায়িভাবকঃ।" সাহিত্যদ০। ৫ রাজার গুণবিশেষ। ("চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈব চ কর্ম্মণাম্।" মনু ৯। ২৯৮।) ৬ কল্যাণ। ৭ সূত্র। (উৎসাহস্তূদ্যমে সূত্রে। মেদিনী।) ৮ হর্ষ। ৯ সংরম্ভ। ১০ সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত ধ্রুবকবিশেষ। ইহার লক্ষণ—হাস্যরস, কেন্দুক তাল, বংশবৃদ্ধিকর ত্রয়োদশাক্ষর পাদ।

উৎসাহবর্দ্ধন (ক্লী) উৎসাহ-বৃধ-ল্যুট্। ১ উদ্যম বৃদ্ধি। বীরত্ব।

উৎসিক্ত (ত্রি) উৎ-সিচ্-ক্ত। ১ গর্ব্বিত। ২ বর্দ্ধিত। ৩ উদ্রিক্ত। ৪ উদ্গত।

উৎসুক (ত্রি) উৎ-সু-ক্বিপ্‌-কন্‌। ১ ইচ্ছুক, অভীষ্ট বিষয়ে উদ্‌যুক্ত। ২ উৎকণ্ঠিত। (উৎকণ্ঠ উৎসুক উন্মনাঃ। হেম ৩।১০০)

উৎসূত্র (ত্রি) উৎক্রান্তঃ সূত্রম্‌ অত্যা-স। বিধান-সূত্রের বহির্ভূত, অন্যায়।

উৎসূর (পুং) অতিক্রান্তং সূরং সূর্য্যম্‌। দিনাবসান। বিকাল। (দিনাবসানমুৎসূরো বিকালঃ সবলী অপি। হেম ২।৫৪।)

উৎসৃজন (ক্লী) উৎ-সৃজ-ল্যুট্‌। ১ ত্যাগ। ২ সমর্পণ।

উৎসৃষ্ট (ত্রি) উৎ-সৃজ-ক্ত। ১ ত্যক্ত, বিসৃষ্ট। ২ দত্ত।

উৎসেক (পুং) উৎ-সিচ্‌-ঘঞ্‌। ১ গর্ব্ব, অহঙ্কার। ২ উদ্রেক। ৩ উপরিসেক।

উৎসেচন (ক্লী) উৎ-সিচ্‌-ল্যুট্‌। ঊর্দ্ধসেক, উথ্‌লন, উপরে উঠা।

উৎসেধ (ত্রি) উৎ-সিধ-ঘঞ্‌। উচ্চ। (উৎসেধমুচ্চং পর্ব্বতাদিকং। প্রাসাদ। শতপথব্রা° ভাষ্যে হরিস্বামী।)

(পুং ক্লী,) ১ পর্ব্বত বৃক্ষাদির দৈর্ঘ্য, উচ্চতা। (কুমার ৫।৮) ২ উপরিভাগ। (ক্লী) ৩ শরীর। ৪ সংহনন, (উৎসেধস্তূচ্ছ্রয়ে নস্ত্রী ক্লীবং সংহননেঽপি চ। মেদিনী)

উদ্‌ (অব্য) উ-ক্বিপ্‌-তুক্‌। ১ প্রকাশ। ২ বিভাগ। ৩ লাভ। ৪ উৎকর্ষ। ৫ ঊর্দ্ধ। ৬ প্রাবল্য। ৭ আশ্চর্য্য। ৮ শক্তি। ৯ প্রাধান্য। ১০ বন্ধন। ১১ ভাব। ১২ মোক্ষ। ১৩ ব্রহ্ম। ১৪ অস্বাস্থ্য।

(উৎপ্রকাশে বিভাগে চ প্রাবল্যাস্বাস্থ্যশক্তিষু।
প্রাধান্যে বন্ধনে ভাবে মোক্ষে লাভোর্দ্ধকর্ম্মণোঃ। মেদিনী)

উদ (ক্লী) উন্দ-অচ্‌ নিপা°। জল। যেমন চলিত কথায় বলে—'উদ খেতে ক্ষুদ নেই।' ("সহস্তরাত্রীরুদবাসতৎপরা।" কুমার ৫।১৬।)

উদক্‌ [চ্‌] (অব্য) উত্তরদিক্‌।

উদক (ক্লী) উন্দো ক্লেদনে উন্দ-(উদকঞ্চ। উণ্‌ ২।৩৯।) ইতি ক্বুন্‌। ১ জল। [জল দেখ।]

উদককৃচ্ছ্র (পুং) ব্রতভেদ।

উদকক্রিয়া (স্ত্রী) শাস্ত্রবিহিত জলাদি দ্বারা তর্পণ। [তর্পণ দেখ।]

উদকপরীক্ষা (স্ত্রী) বিবাদাদি কালে লৌকিকপ্রমাণ অভাবে জলমজ্জনাদি দ্বারা শপথ করান। (স্মৃতিশাস্ত্রে দিব্যতত্ত্ব দেখ।]

উদকমেহ (ক্লী) মেহরোগবিশেষ। ইহাতে শ্বেতবর্ণ জলের মত মেহ নিঃসৃত হয়, তাহাতে বেদনা হয় না। [মেহ দেখ।]

উদকষট্‌পল ঘৃত,—বৈদ্যকোক্ত ঘৃতবিশেষ। যবক্ষার, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, প্রত্যেক ১ পল লইয়া কল্ক করিবে। তিনগুণ জল ও ৴৪ সের দুগ্ধ দ্বারা ৴৪ সের ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃতে জ্বর, অর্শ, প্লীহা ও কাস নষ্ট হয়।

উদকীর্ণ (পুং) মহাকরঞ্জ।

উদকোদর (পুং) জলোদর রোগ। [উদর দেখ]

উদক্ত (ত্রি) উদ-অন্‌চ ক্ত। কূপ হইতে উত্তোলিত। (সি. কৌ.)

উদক্‌প্রবণ (ত্রি) ১ ক্রমশঃ দক্ষিণ হইতে উত্তরে নিম্ন। (কাত্যা. শ্রৌ. সূ. ২১।৩।১৬) ২ উত্তরমার্গগামী।

("উদকপ্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবম্বিদ্‌ ব্রহ্মা ভবতি।" ছান্দোগ্য উপ ৪।১৭।৯। * 'উদক্‌প্রবণঃ উত্তরমার্গং প্রতি হেতুরিত্যর্থঃ।' ভাষ্য।)

উদক্য (ত্রি) উদকমর্হতি উদক-(দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬) ইতি য। ১ জলযোগ্য ব্রীহি প্রভৃতি। ২ জল-স্নানার্হ, অশুচি।

উদক্যা (স্ত্রী) উদক-সংজ্ঞায়াং (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪। ৩।৫৪।) ইতি যৎ-টাপ্‌। রজস্বলা, ঋতুমতী। [ঋতুমতী দেখ।]

"নোদক্যয়াভিভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্নচাবৃতঃ।" মনু ৪।৫৭।

উদখণ্ড, যুসুফজের অন্তর্গত ও হিন্দ নামক স্থানের সম্ভবতঃ প্রাচীন নাম। [ওহিন্দ দেখ।]

উদক্‌সেন (পুং) রাজবিশেষ।

উদগদ্রি (পুং) উত্তরগিরি, হিমালয়। (হেম ৪।৯৩)

উদগয়ন (ক্লী) উত্তরায়ণ। (মনু ১।৬৭)

উদগদশ (ক্লী) উদক্‌ উত্তরা দশা যস্য। উত্তরাগ্র বস্ত্র। (আশ্ব° গৃহ্য° ৪।৪।)

উদগ্‌ভূম (পুং) উদক্‌-উন্নতা প্রশস্তা বা ভূমির্যত্র।

(কৃষ্ণোদকপাণ্ডুসংখ্যা পূর্ব্বায়া ভূমেরজিষ্যতে। পা ৫।৪।৭৫ সূত্রে সি. কৌ° ১। কৃষ্ণ, উদক, পাণ্ডু এবং এক, দ্বি ইত্যাদি সংখ্যার পর ভূমি শব্দ থাকিলে সমাসান্তে অচ্‌ হয়।) ইতি অচ্‌। উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা, সদ্ভূমি। (হেম ৪।১৯)।

উদগ্র (ত্রি) উৎ-অগ্র। ১ উচ্চ, উন্নত। ২ বৃদ্ধ। ৩ উদ্ধত। ৪ দীর্ঘ। ৫ বিশাল। ৬ মহৎ।

উদগ্রদন্‌ [ৎ] (পুং) উৎ-অগ্র (অগ্রান্তশুদ্ধশুভ্রবৃষবরাহেভ্যশ্চ। পা ৫।৪।১৪৫। অগ্র, অন্ত, শুদ্ধ, শুভ্র, বৃষ, বরাহ ইহাদের পর দন্ত শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে দন্ত শব্দ স্থানে দতৃ আদেশ হয়।) ইতি দতৃ। উচ্চদন্তহস্তী। (ত্রি) উচ্চদন্ত-যুক্ত।

উদগ্রাভ (পুং) উদকগ্রাহী মেঘ। ("মদামোদগ্রাভস্য

নময়ন্মধবৈঃ।" ঋক্ ৯। ৯৭। ১৫।*। 'উদকগ্রাভমুদকগ্রাহিণং মেঘম্।' সায়ণ।)

উদকচমস (পুং) উদকস্থাপনযোগ্য চমসাকার পাত্রভেদ। (শতপথব্রা ৭। ২। ১। ১৭)

উদঙ্ক (পুং) উৎ-অন্চ-ঘঞ্। ১ চর্ম্মময় ঘৃতাদি পাত্র, কুপা। ২ সন্দংশ। সাঁড়াশি। ("হৃদয়োদঙ্কসংস্থানং কৃতান্তানামসন্নিভম্।" ভট্টি।) ৩ একজন ঋষি। (শতপথব্রা ১৪। ৬। ১০।২)

উদঙ্মুখ (ত্রি) উদক্ উত্তরস্যাং মুখমস্য। উত্তরমুখ। (মনু ২। ৫২।)

উদঙ্‌মৃত্তিক (পুং) উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা, সভূমি। (হেম ৪১। ৯।)

উদজ (পুং) উৎ-অজ (সমুদোরজঃ পশুষু। পা ৩। ৩। ৬৯।) ইতি পশুবিষয়কে ধাত্বর্থে অপ্। পশুপ্রেরণ। (উদজঃ পশূনাং প্রেরণম্। সি° কৌ°) (ত্রি) জলজাত।

উদজন (Hydrogen)। সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'উ' (H)। সূক্ষ্মাংশের গুরুত্ব ১। দহনকালে ইহা হইতে জল উৎপন্ন হয় বলিয়া উদজন বা জলজান (Hydrogen) নাম হইয়াছে। (Lavosier)।

উদজনের গুরুত্বকে স্বরূপ ধরিয়া অপরাপর রূঢ় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হইয়াছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অপর সকল পদার্থ অপেক্ষা লঘু; বায়ুর গুরুত্ব ১ হইলে উদজনের ০·০৬৯২ হয়। সচরাচর ১০০ ভাগ ওজনের জলে ১১ ভাগ ওজনে উদজন পাওয়া যায়।

ইহা একটি অধাতব রূঢ় পদার্থ। প্রাচীন রসায়নবেত্তারা মনে করিতেন, উদজন সংযুক্ত অবস্থায় থাকে, অসংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন, উদজন আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত বাষ্প, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে। ক্যাবেণ্ডিস্ সাহেব প্রকাশ করেন—লৌহ গন্ধকদ্রাবকে দ্রব হইলে একটি বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহা এক প্রকার দাহ্য বাষ্প। দহনকালে এই বাষ্প হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহাই উদজন। উদজন অম্লজনের সহিত মিলিত হইলে জল উৎপন্ন হয়। আবার তাড়িত দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে উদজন ও অম্লজন নামক দুইটি বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লৌহ, দস্তা, টিন প্রভৃতি ধাতু লবণদ্রাবক বা গন্ধকদ্রাবক মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলে উদজন নির্গত হয়। ইহা সঞ্চয় করিতে হইলে প্রায়ই দস্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহা বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্পীয় পদার্থ। বায়ু অপেক্ষা ১৪·৪৭ গুণ লঘু। বাতি দিবার পূর্ব্বে উদজন বায়ু কিংবা অম্লজনের সহিত মিশ্রিত করিলে, সেই মিশ্রণ ক্রমে ক্রমে জলিয়া উঠে। ২ ভাগ ওজনের উদজন ১ ভাগ ওজনের অম্লজন অথবা ৫ ভাগ ওজনের বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিলে একটি ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়। তৎকালে উদজন ও অম্লজন জলীয় বাষ্পাকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে রাসায়নিকগণের বিশ্বাস ছিল যে, উদজন তরল হইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী রসায়নবেত্তারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা তরল ও কঠিন উভয় প্রকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কঠিন হইলে ইহার উপরিভাগে ধাতুর আকার ধারণ করে। চাপ ও শৈত্য সহযোগে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

উদজনে কোন রাসায়নিক গুণ দেখা যায় না, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা হরিতীন (Chorine) ও অম্লজনসংযুক্ত থাকে। উদজন স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামী। এইজন্য একটি রবরের বাঁশী উদজনে পূর্ণ করিয়া এবং উত্তমরূপে মুখবন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বাঁশী ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই নিমিত্ত ব্যোমযান উড়াইবার জন্য অনেক স্থলে উদজন ব্যবহৃত হয়।

উদঞ্চন (ক্লী) উৎ-অঞ্চ ভাবে-ল্যুট্। ১ ঊর্দ্ধক্ষেপণ। ২ উদ্গমন। ৩ আচ্ছাদন, ঢাকন। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) উৎক্ষেপক।

উদঞ্চিত (ত্রি) উৎ-অঞ্চ-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ পূজিত। ৩ উর্দ্ধে গত।

উদণ্ডপুর (ক্লী) ১ মগধদেশের একটি নাম। ২ বিহারনগর। 'উদণ্ডপুর' নাম প্রাচীন শিলালিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

উদণ্ডপাল (পুং) উত্তিষ্ঠাণ্ডস্য পালো গমনং পলায়নং যত্র। ১ মৎস্য, ইহারা অণ্ড হইতে নির্গত হইয়াই পলায়ন করে। ২ সর্প। (উদণ্ডপালো মৎস্যাহিভেদয়োঃ। হেম অনে ৫।৪৫।)

উদদ্যা (স্ত্রী) উৎ-অদ-বাহু°যৎ। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

উদধি (পুং) উদকানি ধীয়ন্তেঽস্মিন্ উদ-ধা+"কর্ম্মণ্যধিকরণে চ।" ৩। ৩। ৯৩। ইতি কি। (পেষংবাসবাহনধিষু চ। পা ৬। ৩। ৫৮। পেষম্, বাস, বাহন ও ধি ইহাদের উত্তর উদ আদেশ হয়।) ১ সমুদ্র। ২ তট। ৩ মেঘ। ৪ সূর্য্য ("সংসূর্য্যেণ দিদ্যুতদুদধির্নিধিঃ।" বাজসনেয়স° ৩৮। ২২।)

উদধিক্রা (পুং) উদধি-ক্রম-বিট্। সমুদ্রাক্রমণকর্ত্তা।

উদধিমান (পুং) ফেন, সাগরের ফেনা।

উদধিমেখলা (স্ত্রী) চারিদিকে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী।

উদধিসুতা (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

উদন্ (ক্লী) (পদ্দন্নোমাস্হৃন্নিশসন্যূষন্দোষন্যকঞ্জকন্নুদন্নাসঞ্ছস্প্রভৃতিষু। পা ৬। ১। ৬৩। এই সূত্রানুসারে উদক শব্দ স্থানে উদন্ আদেশ হইল।) উদক।

উদন্ত (পুং) ১ বার্ত্তা, বৃত্তান্ত। ২ সাধু। (উদন্তঃ সাধুবার্ত্তয়োঃ। মেদিনী।) ৩ বৃত্তিযাজন। (ত্রি) ৩ পাক করিয়া শেষে যাহা পাওয়া যায়।

উদন্তক (পুং) উদন্ত-স্বার্থে কন্। সংবাদ, বার্ত্তা।

উদন্তিকা (স্ত্রী) উদন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্। তৃপ্তি। (হারা°)

উদন্যা (স্ত্রী) উদন্যতি উদকমিচ্ছতি (অশনায়োদন্যধনায়াবুভুক্ষাপিপাসাগর্দ্ধেষু। পা ৭।৪।৩৪।) ইতি ক্যচ্ প্রত্যয়ে পরে আত্বং নিপাত্যতে। ১ পিপাসা। (পিপাসা তৃট্তৃষোদন্যা। হেম ৩।৫৮।)

বেদে বাহুলকাৎ ক্যচ্। ২ জলানয়ন। (ত্রি) ৩ জলসম্বন্ধিনী।

উদন্যু (ত্রি) উদন্য-উন্। জলেচ্ছু, পিপাসু। ("হরিং নবন্তেৎব তা উদন্যবঃ।" ঋক্ ৯।৮৬।২৭।*। উদন্যবঃ উদকেচ্ছাবন্তঃ। সায়ণ।)

উদন্বান্ [ৎ] (পুং) উদকানি সন্ত্যত্র উদক (উদন্বানুদধৌ চ। পা ৮।২।১৩) ইতি মতুপ্ মস্য বঃ। ১ সমুদ্র। (তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপূরুষঃ।" রঘু।) ২ ঋষিবিশেষ। (সি° কৌ°) (ত্রি) ৩ উদকযুক্ত। (ঋক্ ৫।৮৩।৭)

উদপাত্র (ক্লী) জলপূর্ণ পাত্র।

"ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সংকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্।" মনু ৩।৯৬।

উদপান (পুং, ক্লী) উদকং পীয়তেঽত্রেতি উদক-পা-অধিকরণে ল্যুট্। কূপ।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" গীতা ২।৪৬।

উদগান (পুং) মানভেদ।

উদয় (পুং) উদয়ন্তি চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহা যস্মাৎ, উৎ-ই-অচ্। ১ পূর্ব্বপর্ব্বত, উদয়াচল। ২ ভাবে অচ্। সমুন্নতি। (উদয়স্তু পুমান্ পূর্ব্বপর্ব্বতে চ সমুন্নতৌ। মেদিনী।) ৩ মঙ্গল। (উদাত্তস্বরিতপরস্যেতি বক্তব্যং উদয়গ্রহণমঙ্গলার্থম্। পা ৮।৪।৬৭। তত্র বার্ত্তিক।) ৪ দীপ্তি। ৫ আবির্ভাব। ৬ বৃদ্ধি। ৭ লাভ। ৮ ফলসিদ্ধি। ৯ লগ্ন, গ্রহগণের প্রকাশ। [সূর্য্যাদি গ্রহশব্দে গ্রহের উদয় বিবরণ দেখ।]

উদয়গিরি (পুং) উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, সামান্য বনপথ মধ্যে থাকায় উহা খণ্ডগিরি হইতে স্বতন্ত্র। অতি পূর্ব্বকাল হইতে (প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দ) এই পাহাড় পবিত্র গুহার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

উদয়গিরির রাণীহংসপুর, গণেশগুম্ফা, স্বর্গপুরী, ভজন, জয়া, বিজয়া, অনন্ত, হাতিগুম্ফা, পবনগুম্ফা ও ব্যাঘ্রগুম্ফা নামক গুহাগুলিই প্রধান। এই সকল গুহায় পাহাড় কাটিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও এখন গুহাগুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ, গৃহগুলি প্রায় অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, যদিও এই সকল স্থান এখন কেবল ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস হইয়াছে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ঐ সকল গুহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যতি ও সন্ন্যাসীদিগের বাসস্থান ছিল। অনেকগুলি গুহা সঙ্ঘারাম নামে বিখ্যাত ছিল। এই সকল স্থান দেখিবার জন্য পূর্ব্বকালে অনেক বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গ উড়িষ্যায় আগমন করেন। তিনি পুষ্পগিরি নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামটি উদগিরির উপরে অথবা নিকটেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

২ একটি পাহাড়, বেশনগরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং সাঞ্চি হইতে ২৸০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই পাহাড় প্রায় এক মাইল স্থান যুড়িয়া আছে। ইহার উপরে অনেক দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মূর্ত্তিই বৃহৎ। এক স্থানে স্বর্গ হইতে গঙ্গা যমুনার অবতরণের দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার; যেখানে গঙ্গাযমুনা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সেখানে উভয় দেবীর মকরবাহনা ও কূর্ম্মবাহনা মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ এই তীর্থস্থান দর্শন করিতে আসেন, এই পাহাড়ে চন্দ্রগুপ্ত (২য়) রাজার ১০৬ গুপ্তকালের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। বেশনগরের নিকটস্থিত গৃহাদির প্রাচীর এই পাহাড়ের পাথরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জামের একটি তালুক। লোকসংখ্যা ৩৫১৫৪, খণ্ড ও শবর জাতির সংখ্যাই অধিক।

৪ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেল্লোর জেলার একটি বিভাগ। ভূমিপরিমাণ ৮৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৮৬,৩২৬।

উদয়গিরি (বা কোণ্ডয়পলম্) (পুং) মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেল্লোর জেলার একটি গ্রাম ও পাহাড়। ১৪°৫২′ উঃ অক্ষা, ৭৯°১৯′ পূঃ দেশা। লোকসংখ্যা ৩৮৮৫। পূর্ব্বে লাঙ্গুলিয়া জগপতির রাজত্বকালে এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধরগণ ১৫০৯ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে এই স্থান কয়েকজন সামান্যাবস্থাপন্ন স্বাধীন সামন্তের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শাসিত হয়; পরে আর্কটের নবাব জায়গিরি বিলি করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা জায়গিরদারদিগের নিকট হইতে এই স্থান কাড়িয়া লয়েন।

উদয়ন (পুং) ১ অগস্ত্য। ২ শতানীকপুত্র, ইহার পত্নীর

নাম বাসবদত্তা, পুত্রের নাম নরবাহন। (নৃসিংহপু ২৩। ১২) মতান্তরে ইনি শতানীকের পৌত্র, ইহার অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী, কৌশাম্বীনগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ইহাঁর ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন।

৩ বৃষভরাজ। ৪ বৎসরাজ। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) উত্থান, উদয়।

উদয়নাথত্রিবেদী কবীন্দ্র, দুয়াবের অন্তর্গত আমেঠীর একজন প্রধান কবি। কালিদাসত্রিবেদীর পুত্র। প্রথমে ইনি আমেঠীর রাজা হিম্মতসিংহের সভায় থাকিয়া কবিতা রচনা করিতেন। ইহার বিরচিত রসচন্দ্রোদয় বা রতিবিনোদ নামক হিন্দী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সেই অবধি উদয়নাথ 'কবীন্দ্র' উপাধি লাভ করিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ১৮০৪ সম্বতে লিখিত হয়। পরে তিনি আমেঠীর রাজা গুরুদত্তসিংহ, ভগবন্ত রায় খীচী, আজমীঢ়ের গজসিংহ এবং বুন্দীর বুদ্ধরায় প্রভৃতি রাজার সভায় মহাসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম দুলহ ত্রিবেদী, তিনিও একজন সুকবি ছিলেন; তৎকৃত কবিকুলকণ্ঠাভরণ নামক হিন্দীগ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলে সমাদৃত হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্য (পুং) কুসুমাঞ্জলি নামক সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণেতা। লঘুভারতরচয়িতার মতে, ইনি তীর্থপর্য্যটনকালে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং গৌড়দেশে আনিয়া প্রচার করেন।

"স এবোদয়নাচার্য্যশ্চিকায় কুসুমাঞ্জলিম্।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্গৌড়ে প্রচারিতম্ ॥"

ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থের মতে—

"ভগবানপি তত্রৈব মিথিলায়াং জনার্দ্দনঃ।
শ্রীমদুদয়নাচার্য্যরূপেণাবততার হ ॥" ২১। ২৩।
"বৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধান্তমুখার হিতকারিণীম্।
ব্যক্তেনে বিদুষাং প্রীত্যৈ বিমলাং কিরণাবলীম্ ॥" ৩১। ৩।
"অদ্যাপি মিথিলায়াস্ত তদন্বয়ভবা দ্বিজাঃ।
বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রসম্পন্নাঃ পাঠয়ন্তি গৃহে গৃহে ॥" ৩১। ৮১।

ভগবান্ জনার্দ্দন মিথিলায় উদয়নাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধদিগের সুখবিধানের জন্য এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রীতির জন্য মঙ্গলময়ী কিরণাবলী রচনা করেন। এখনও তাঁহার বংশধর শাস্ত্রবিদ্ বিদ্বান্ দ্বিজগণ মিথিলার ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া থাকেন।

আবার ভাদুড়িদিগের বংশাবলী নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

"বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে ॥
খ্যাত উদয়নাচার্য্য বভুব শঙ্করো যথা।
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্।
স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী ॥
কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা।" ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, উদয়নাচার্য্য কুল্লূক ও ময়ূর ভট্টের সমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধবিধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বারেন্দ্রসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস 'বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্তমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠাতা' উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও কুসুমাঞ্জলিকার অভিন্ন ব্যক্তি। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থের মতে রাজসাহীর অন্তর্গত নিসিন্দাগ্রামে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল। কিন্তু খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বলেন, মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বালীয়াটী গ্রামে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী থাকিতেন, ঐ গ্রামে এখনও একটি উচ্চ স্থান আছে, লোকে উহাকে 'ভাদুড়ীর ভিটা' বলিয়া থাকে।

এখানে একটু গোলযোগ ঘটিতেছে। ভক্তিমাহাত্ম্য নির্ণয় করিতেছে, মিথিলায় উদয়নাচার্য্যের জন্মস্থান, আবার সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে নিসিন্দাগ্রামে তাঁহার নিবাস। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া অনুমান করেন। [বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড ৪৮৮ পৃঃ দেখ।]

কিন্তু মিথিলায় যে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এই মতই অধিক বিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয়। কুসুমাঞ্জলির কারিকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌমও তাঁহাকে মিথিলাদেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন অথবা এইস্থানে আসিয়া তাহার বংশধরগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। অদ্যাপি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধরগণ বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতেছেন। ঘটককারিকার মতে, উদয়নাচার্য্য দুইবার পাণিগ্রহণ করেন, প্রথম পক্ষে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি এবং রুদ্রপতি নামে চারি পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। উদয়ন প্রথমপক্ষের চারি পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতিকে কুলশ্রেষ্ঠ করিয়া যান। উদয়নের লীলাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে, বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা অতি বিদ্যাবতী ছিলেন, তিনি পতিশোকে অধীর হইয়া করুণরসাশ্রিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থের অনুলিপি অদ্যাপি খল্লির ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট রহিয়াছে।

উদয়নাচার্য্য কোন্ সময়ের লোক, তাহা ঠিক বলা যায় না। 'ন্যায়সারবিজয়' নামক গ্রন্থকার ভট্টরাঘব উদয়নাচার্য্যের

গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন, এই গ্রন্থ ১২৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। আবার দেখা যায়, বাচস্পতিমিশ্র ১০৩২ সম্বতে (১০৮৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন, উদয়নাচার্য্য এই বাচস্পতিমিশ্র বিরচিত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে স্বীকার করা যায়, উদয়নাচার্য্য ১০৮৮ খৃঃ ও ১২৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তিলোক। খল্লির ভট্টাচার্য্যদিগের বংশাবলী অনুসারে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ২১ পুরুষ অতীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তা ৩৪ বৎসর ধরিলে, উদয়নাচার্য্য হইতে ৭১৪ বৎসর গত হইয়াছে ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে তিনি ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন।

ভক্তিমাহাত্ম্যের মতে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় পুরীর পাণ্ডারা মাল্যচন্দনাদির দ্বারা উদয়নাচার্য্যকে পূজা করিয়াছিলেন। ৮শ্রীকাশীধামে ইঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

উদয়নাচার্য্য-বিরচিত কুসুমাঞ্জলি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ, ইহাতে বৈদান্তিক, সাংখ্য, মীমাংসক ও বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তৎকৃত কিরণাবলী নামক গ্রন্থখানি কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা হইতে উদয়নাচার্য্য যেরূপ ভাবে বিস্তৃত মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, সেরূপ কোন টীকা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মাত্রেই উভয় গ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধমত সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উদয়পুর (ক্লী) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় রাজার শাসনাধীনস্থ একটি করদ রাজ্য। অক্ষা ২২°৩´৩০´´ হইতে ২২°৪৭´ উঃ মধ্যে এবং দেশা ৮৩°৪´৩০´´ হইতে ৮৩°৪৯´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তর সীমায় সরগুজা, পূর্ব্বে রায়পুর জেলা ও যশপুর রাজ্য, দক্ষিণে রায়গড় এবং পশ্চিমে বিলাসপুর জেলা। ভূমিপরিমাণ ১০৫৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩৩,৯৫৫।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অপাসাহেবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি-অনুসারে উদয়পুর ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই যুদ্ধের সময়ে এখানকার সর্দ্দার ও তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং এই স্থান জয় করিয়া কিছুদিন এখানে রাজত্ব করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনরায় অধিকার করেন এবং সর্দ্দারের উত্তরাধিকারীকে আণ্ডামানদ্বীপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করিলেন। সিপাহিযুদ্ধের সময় সরগুজার রাজা ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই মহৎ কার্য্যের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহাকে প্রতিবর্ষে ৫৩৩৵৪॥ কর দিতে হয়।

এই রাজ্যের রাজধানী রাবকোব, এই নগর মান্দ নদীর তীরে অবস্থিত।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর পরিমাণে লক্ষা উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন কার্পাস, নির্যাস, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ধান্য, লৌহ ও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখানে একটী বিস্তৃত কয়লার খনি আছে।

উদয়পুর (বা মেবার) (ক্লী) রাজপুতনার অন্তর্গত দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত একটি করদরাজ্য। ইহার উত্তরসীমা বৃটিশ শাসনাধীন আজমীঢ় মেরবারা, দক্ষিণে বংশবারা, ডুঙ্গড়পুর, প্রতাপগড়; পূর্ব্বে বুন্দী, কোটা, জাবদ, নিমচ, নিম্বেরা জেলাস্থ তোঙ্ক ও প্রতাপগড়; পশ্চিমে আরাবল্লী পর্ব্বত এবং দক্ষিণপশ্চিমে মহীকান্তা। ২৩°৪৯ উঃ অক্ষা মধ্য হইতে ২৫°৫৪´ এবং ৭৩°ু´ হইতে ৭৫°৫১´ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১২,৬৭০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৪, ৯২২০, তন্মধ্যে হিন্দু ও জৈনের সংখ্যাই অধিক, এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে—মহের, ভীল ও মিনা।

ইতিহাস—বহুকাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মহারাণা নামে আখ্যাত। রামচন্দ্র হইতে অধস্তন পুরুষ বলিয়া তাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন। কনকসেন এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাণারাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। মুসলমান পাদশাহগণের আধিপত্যকালে রাজপুতনার প্রধান প্রধান প্রায় সকল রাজাই কোন না কোন দিল্লীসম্রাটের নিকট অবনত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই কন্যাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যবংশীয় প্রবল প্রতাপশালী উদয়পুরের রাণাগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার অথবা আপন আপন কন্যা মুসলমানদিগকে দান করিয়া জাতীয় গৌরব নষ্ট করেন নাই। উদয়পুরের রাণাগণ রাজপুত জাতির গেহলোট শ্রেণীর অন্তর্গত শিশোদীয় শাখাভুক্ত।

৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় বাপ্পারাবল সর্ব্বপ্রথমে মেবারে রাজ্য স্থাপন করেন। চিতোররাজ সমরসিংহের মৃত্যু হইলে ১২০১ খৃঃ, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রাহুপ রাজা হইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ডুঙ্গড়পুরের জঙ্গলে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বে উদয়পুরের রাজা-

দিগের রাবল (রাও) উপাধি ছিল, রাহুপ রাজা হইলে রাবলের পরিবর্ত্তে রাণা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

১২৭৫ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ রাজত্ব করেন। এই সময়ে আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করিতে আইসেন। ১৩০৩ খৃঃ, বীরকেশরী হামীর রাজা হইলেন। তিনি মহ্মূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং দিল্লীসম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া যবনকবলিত মেবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সময়ে মাড়োবার, জয়পুর, বুন্দী ও গোয়ালিয়ারের রাজগণ হামীরকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

রাজপুতবীর সঙ্গরাণার সময় অকবরের পিতামহ বাবর চিতোর অবরোধ করিতে যান। সঙ্গরাণা ফতেপুর সিক্‌রীর নিকট অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি আর দেশে ফিরিলেন না, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া কেবল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ছিল, যত দিন না তিনি যুদ্ধে মোগলরাজকে পরাজয় করিতে না পারিবেন, ততদিন আর দেশে ফিরিবেন না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল, অল্পদিন মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৫৩০ খৃঃ, তৎপুত্র রত্ন রাণা হন। তিনিও বুন্দীরাজের সহিত সম্মুখসমরে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধকালে চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গে যাবতীয় মান্যগণ্য রাজপুতনারী আশ্রয়গ্রহণ করেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যাইতেছে না, শীঘ্রই ম্লেচ্ছকবলিত হইবে। তখন প্রায় দুই সহস্র রাজপুতবালা চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। দুর্গস্থিত রাজপুত বীরগণ যখন দেখিলেন, তাঁহাদের চিরারাধ্য জননী, প্রাণপ্রতিমা দয়িতা এবং স্নেহের ও আদরের রত্ন কন্যাগণ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুতকুলগৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তখন সেই তেজস্বী বীরগণ দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মুসলমান সৈন্যসাগরে ঝাঁপ দিলেন। এক একজন শত শত মুসলমান বিনষ্ট করিয়া রণশয্যায় চিরনিদ্রিত হইলেন। চিতোর মুসলমানের হস্তগত হইল।

হুমায়ুনের প্রতাপে বাহাদুর গুজরাটে ফিরিয়া যাইলেন। বিক্রমাদিত্য চিতোর পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট করিল। বনবীর নামক একব্যক্তি রাণা হইলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই সঙ্গরাণার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ মেবারের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

উদয়সিংহের রাজত্বকালে অকবরসা চিতোর জয় করেন। উদয় চিতোর হারাইয়া আরাবলীর পর্ব্বতোপরি গির্বা উপত্যকায় উদয়পুর নামক নগর স্থাপন করিলেন, এই স্থান সেই অবধি মেবারের রাজধানী হইয়া আসিতেছে। উদয়ের মৃত্যু হইলে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার মত উচ্চহৃদয়, স্বদেশপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু বীরপুরুষ অতি অল্পই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য অনেকবার অকবর পাদশাহের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সকল যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইলেও তিনি মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া আপনার রাজ্যধন হারাইয়াছিলেন, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন, গিরিগুহায় বাস করিয়াছিলেন। এমন সম্বল ছিল না যে,তাহা দ্বারা কায়ক্লেশেও দিন যাপন করেন। বহু কষ্টের পর বিধাতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়ে ভামশাহ নামক তাঁহার একজন মন্ত্রী তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিলেন। প্রতাপ পুনরায় রাজপুতদিগকে একত্র করিয়া দেবার নামক রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং রণদক্ষতায় মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত মেবার উদ্ধার করিলেন। সমস্ত মেবারের একেশ্বর হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অমর রাজা হইলেন।

জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট্ হইলে তিনি মেবাররাজ্য আপনার বশে আনিতে অনেকবার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি রাণা অমরসিংহের নিকট দুইবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অবশেষে প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সুগ্রসিংহকে লওয়াইয়া তাঁহাকে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। সাতবর্ষ পরে সুগ্রসিংহ জাতীয় বিদ্বেষের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং মেবারের প্রাচীন রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিয়া অমরকে প্রদান করিলেন। এই সংবাদে জাহাঙ্গীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্র পারবিজকে সসৈন্যে অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। পারবিজও পরাস্ত হইলেন। তখন মোগলসেনানায়ক মহাবত খাঁ মেবারাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। সঙ্গে বিপুলবাহিনী চলিল। শাহজহান এই বাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার যুদ্ধ করিয়া রাজপুতসৈন্য ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এখন অসংখ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে

হইবে। রাজপুতবীরগণ দেখিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। তবু একবার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সকলেই অস্ত্রধারণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুতেরা পরাজিত হইলেন। রাণা অমর বাধ্য হইয়া দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। জাহাঙ্গীর অমরকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরের পক্ষে যবনের অধীনতা অসহ্য হইয়া উঠিল। যবনের আজ্ঞাবহ হওয়া অপেক্ষা রাজপদত্যাগ তাঁহার পক্ষের সুখের বলিয়া বোধ হইল। তিনি আপন পুত্র করণসিংহকে মেবাররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ১৬২৮ খৃঃ করণসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জগৎসিংহ রাণা হইলেন। জগৎসিংহের পুত্র বীরকেশরী রাজসিংহ ১৬৫৪ খৃঃ অব্দে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সম্রাট্ অরঙ্গজিব জিজিয়াকর প্রচলিত করেন। এই কর মেবারে চালাইবার জন্য মোগলসৈন্য প্রেরিত হয়। রাজপুতের মধ্যে কেহই জিজিয়াকর দিতে চাহিল না। তাহাতে যুদ্ধ ঘটিল। রাজসিংহ পুনঃ পুনঃ মোগল সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। ১৬৮১ খৃঃ অরঙ্গজিব জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। এই বর্ষেই রাজসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র অমর (২য়) রাণা হইলেন। এই রাণার সময়ে মাড়োবার, মেবার ও জয়পুরের রাজগণ একত্র হইয়া মোগল রাজ্য উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। মুসলমানেরা যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মসজিদ তুলিয়াছিল, ১৭১২ খৃঃ অব্দে একত্র রাজপুত রাজগণ সেই সেই মসজিদ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই শুভদায়ক জাতীয় মিলন বহুদিন স্থায়ী হইল না। ভারতের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, চিরদিন অধীনতা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া এমন শুভমিলনে বিচ্ছেদ ঘটিল। মাড়োবাড়ের রাজা অজিতসিংহ সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে রাণা অমরও দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ১৭১৩ খৃঃ, অমরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সংগ্রামসিংহ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগলসম্রাটের অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে থাকে। মাহাট্টারা মোগল পাদশাহের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে লাগিল। ১৭৬৩ খৃঃ, পেশোবা বাজিরাও রাণার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, এই সন্ধিপত্রানুসারে রাণা মাহাট্টাদিগকে ১,৬০,৬০০৲ টাকা চৌথ হিসাবে দিতে সম্মত হন।

যে যে রাজপুত মুসলমানকে কন্যাদান করিয়াছে, তাহাদের সহিত উদয়পুরের রাণাবংশীয়গণ বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতেন না। সেই জন্যই উদয়পুরের রাণাগণ এত গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে অপর রাজপুতরাজগণের চক্ষু টাটাইত। তাঁহারা যাহাতে উদয়পুরের রাণাগণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদয়পুরের রাণাগণ কন্যাদান করিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এই নিয়ম করিলেন— যে রাণাবংশীয় কন্যা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। অপরাপর রাজপুত-রাজগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া আদান প্রদান করিতে লাগিলেন।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরীসিংহ রাজা হইলেন। কিন্তু রাণার ভগিনীর গর্ভে জয়সিংহের মধুসিংহ নামে একটি কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই মধুসিংহকে রাজা করিবার জন্য অনেকেই যত্নবান্ হইলেন। রাণা ঈশ্বরীসিংহের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিলেন। সিন্দিয়ার সাহায্যে ঈশ্বরী রাণাকে পরাস্ত করিলেন। তখন রাণা ঈশ্বরীকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য হোলকরের সাহায্য লইলেন। বিষপ্রয়োগে ঈশ্বরী বিনষ্ট হইলেন, মধুসিংহ রাজ্য পাইলেন।

১৭৫২ খৃঃ, রাণা জগৎসিংহের মৃত্যু হইল, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ রাণা হইলেন। এই সময় হইতে মেবাররাজ্যে মাহাট্টাদের উৎপাত আরম্ভ হয়। প্রতাপসিংহের পর তৎপুত্র রাজসিংহ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পিতৃব্য উরুসিংহ রাণা হইলেন। উরুসিংহের উপর সর্দার-গণ বিরক্ত হইয়া রাজসিংহের বালকপুত্র রত্নসিংহকে মেবারের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মেবারে দুই দল হইল, এক দল উরুসিংহের পক্ষ, অপর দল রত্নসিংহের পক্ষ। উভয় দলে মাহাট্টাদিগের সাহায্য চাহিল। সিন্দিয়া উরুসিংহের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীর নিকট কএকবার যুদ্ধ হইয়া গেল। রাণা পরাস্ত হইলেন। সিন্দিয়া উদয়পুর অবরোধে প্রবৃত্ত হইল। রাণার দেওয়ান অমরচাঁদ বর্বার বুদ্ধিকৌশলে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সিন্দিয়া ৬৩,৫০,০০০৲ টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন, তন্মধ্যে নগদ ৩,৩০,০০০৲ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার জন্য জবদজিরম্, নিমচ্ ও মরবুন জেলা বন্ধক স্বরূপ পাইলেন।

রাণা উরুসিংহ মৃগয়াকালে বুন্দীর যুবরাজ কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার বালকপুত্র হামীর রাণা হইলেন। ১৭৭৮ খৃঃ,

হামীরের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা ভীমসিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী পরম রূপবতী ছিলেন, তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া জয়পুরের রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। ভীমসিংহও এই শুভকার্য্যে সম্মত হন। কিন্তু এই সময়ে মাড়বারের রাজা মানসিংহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, উদয়পুরের পূর্ব্বতন রাজগণ মাড়বারের রাজাকে কন্যাদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত আছে। অতএব সেই অঙ্গীকার অনুসারে এখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা উচিত। ভীমসিংহ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এখন কাহাকে কন্যা দান করেন ? জয়পুরের রাজাকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে তাঁহার কথা লঙ্ঘন হয়, এদিকে মানসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ না দিলে, তাঁহার পিতৃপুরুষের অবমাননা করা হয়। তখন উদয়পুরের রাজমন্ত্রী উপদেশ দিলেন, এরূপ স্থলে কন্যার প্রাণবিনাশ করা শ্রেয়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। ভীমসিংহ মন্ত্রীর কথামত কার্য্য করিলেন। বিষপ্রয়োগে অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর কুমারীজীবনের অবসান হইল। এই সময় হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ অবধি মাহাট্টাগণ সময়ে সময়ে আসিয়া মেবার রাজ্যে লুটপাট আরম্ভ করে। তৎপর বর্ষ হইতে ইংরাজের শাসনে এই উৎপাত নিবারিত হয়।

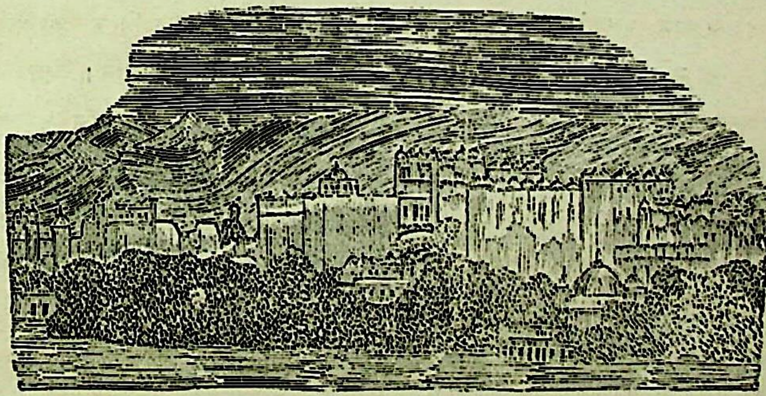
১৮২৮ খৃঃ, ভীমসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র যুবনসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্রাদি না থাকায়, তাঁহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় সর্দ্দার সিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপসিংহ মেবার রাজ্য লাভ করিলেন। ১৮৬১ খৃঃ, স্বরূপসিংহের দত্তকপুত্র শম্ভুসিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৭৪ খৃঃ, তিনি আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সুজ্জনসিংহের উপর রাজ্যভার দিয়া ইহ সংসার ত্যাগ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ, ২৩এ ডিসেম্বর মাসে সুজ্জনসিংহের মৃত্যু হয়, তৎপরে ফতেসিংহ উদয়পুরের মহারাণা হইলেন।

উদয়পুরের মহারাণাগণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৯টী তোপ পাইয়া থাকেন। কেবল বর্ত্তমান মহারাণা তাঁহাদিগের অপেক্ষা দুইটি অধিক তোপ পাইতেছেন।

মহারাণার অধীনে ১৩৩৮ গোলন্দাজ, ৬২৪০ অশ্বারোহী এবং ১৩,১০০ পদাতি আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—উদয়পুর রাজ্যে জুয়ার, বজরা, ধান্য, যব, গম, ছোলা, ইক্ষু, আফিম, কার্পাস, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

২ উদয়পুর রাজ্যের রাজধানী। উদয়পুর অক্ষা০ ২৪ঃ ৩৫´১৯´´ উঃ এবং দেশা০ ৭৩ঃ৪৩´ ২৩´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অকবর পাদশাহ চিতোর আক্রমণ করিলে মহারাণা উদয় সিংহ এই স্থানে আসিয়া নূতন বাস করেন, তাঁহারই নামানুসারে ঐ উদয়পুর নাম হইয়াছে। এই নগর পাহাড়ের উপর স্থাপিত বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ হ্রদ প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর ও অতি মনোরম। এখানকার রাজপ্রাসাদ নানাবর্ণের পাথরে নির্ম্মিত। এই রাজভবন হ্রদের তীর



উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ।

হইতে কিছু উর্দ্ধভাগে এবং পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত, দূর হইতে ইহার শোভায় দর্শকের মন মোহিত হয়। ভবনের চারিদিক্ ৫০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উদয়পুরনগর সমুদ্র হইতে ২০৬৪ ফিট উচ্চে। এখানকার রাজভবন ব্যতীত যুবরাজের গৃহ, সর্দ্দারদিগের ভবন এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরও দেখিবার যোগ্য। পচোলা হ্রদের মাঝখানে যজ্ঞমন্দির ও যজ্ঞবাস নামক দুইটি জলপ্রাসাদ আছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জগৎসিংহ উক্ত উভয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নগরের নিকটেই আহর নামে একটি গ্রাম আছে, ইহার স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বোধ হয়, যে এখানে নগর ছিল। এখানে মহাসতীস্তম্ভ আছে, প্রধান

প্রধান সামন্তগণের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের সহিত পত্নী ও তাঁহাদের সখীগণ চিতারোহণ করিতেন, তাঁহাদিগেরই স্মরণার্থ মহাসতীস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাণা অমরসিংহের স্মরণার্থ যে মহাসতীস্তম্ভ আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

নগরের দক্ষিণপার্শ্বে একলিঙ্গগড়। তাহারই দক্ষিণে গোবর্দ্ধন বিলাস।

উদয়পুরের ছয় ক্রোশ উত্তরে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের মধ্যে একলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির আছে। [একলিঙ্গ দেখ।]

উদয়পুর (ক্লী) মালবরাজ্যের অন্তর্গত পাথরি হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর। বর্ত্তমান নগর প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত। এখানকার চান্দেলিদ্বার অতিপ্রাচীন। নগরের দক্ষিণদিকে অনেকগুলি সতীস্তম্ভ রহিয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বড় মন্দির অতি প্রাচীন, রাজা উদয়াজিৎ ১১১৬ সম্বতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এখানে একটি প্রবাদ আছে—দিল্লীর বাদশাহ অরঙ্গজীব দক্ষিণাপথ জয় করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ঐ মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। কিন্তু পরদিনে অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে ভয় হইল বুঝি মন্দিরস্থ মহাদেবের আক্রোশে তাঁহার এরূপ হইয়াছে, তখন তিনি মন্দির ভাঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। পরে তাঁহার আদেশে মন্দিরের পার্শ্বেই একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইল। তিনি আদেশ করিয়া যান, যে কোন মুসলমান এই মস্‌জিদে আসিবে, সে খালিপায়ে অগ্রে মন্দিরের মহাদেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারিবে!

উদয়পুর (ক্লী) ১ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের একটি বিভাগ। লোকসংখ্যা ৩১,১২৫।

২ পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। অক্ষা০ ২৩°৬১´ ২৫´´ উঃ এবং দেশা০ ৯১´ ৩১´ ১০´ পূঃ মধ্যে গোমতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই গ্রামে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির থাকায় এই স্থান একটি তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত এই দেশের নাম ত্রিপুরা হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে এই তীর্থ দর্শন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এখানে কার্পাস, তক্তা ও দণ্ডবষ্টি বিস্তর আমদানী হয়।

উদয়পুর (ক্লী) প্রাচীন পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন নগর। এই নগরটি এখন ধ্বংসপ্রায়। ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্থানে রাজা উদয়মাণিক্যের রাজধানী ছিল। এখানে একটী শিবমন্দির আছে, ঐ মন্দিরে সময়ে সময়ে নানাদেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়া থাকে।

উদয়প্রভসূরি (পুং) একজন বিখ্যাত জৈনগ্রন্থকার। প্রবচনসারোদ্ধারবিষমপদব্যাখ্যা ও ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়কাব্য বা সঙ্ঘপতিচরিত নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি আবুর প্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরনির্ম্মাতা রাজমন্ত্রী বস্তুপালের সম্মানার্থ লিখিত হয়। ইনি শ্রীবিজয়সেনসূরির শিষ্য ও নরচন্দ্রসূরির সমসাময়িক।

উদয়ভদ্র (পুং) একজন বৌদ্ধরাজা, ইনি ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর সময় বৌদ্ধদিগের প্রধান বিনয়াচার্য্য উপালি বিদ্যমান ছিলেন। অশোকের অনুশাসন মতে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৬০ বৎসর পরে ইহাঁর অস্তিমকাল উপস্থিত হয়।

উদয়মাণিক্য (পুং) ত্রিপুরার একজন রাজা। ইনি তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে প্রাচীন উদরপুর নগর স্থাপিত হয়।

উদয়রাজ (পুং) খৈরাবাদের একজন রাজা। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কিম্বদন্তী আছে, উদয় বা উদী শালিবাহনের পুত্র রসালুর একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। কোন সময়ে রসালু আপনার রাজধানীতে উপস্থিত না থাকায় উদয় রসালুর প্রধান পত্নী কোকিলকুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। রাণীও উদয়ের ভালবাসায় মুগ্ধ হইসা আত্মসমর্পণ করেন। রাণীর একটি পোষা পায়রা ছিল, সে পরপুরুষের সহিত সহবাস করিতেছে বলিয়া কোকিলকুমারীকে বিস্তর ভৎ'সনা করিতে লাগিল। অবশেষে রাণী তাহার শিকল কাটিয়া দিলেন। সে জুল্‌নাকম্পন নামক স্থানে উড়িয়া আসিল। এখানে রসালু নিদ্রিত ছিলেন। পাখী তাঁহার শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রসালুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পাখী তাঁহাকে একে একে সমস্ত কথা বলিল, তৎপরে রসালু আপন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে উদয়কে বিনাশ করিলেন।

উদয়কে কেহ উদী, কেহ বা হুদী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, এই উদয় হইতে তোচারি বা য়তি (যুচি) জাতি এবং রসালু হইতে শক বা শু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যুতি ও শু এই উভয় জাতিতে পরস্পর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

উদয়সিংহ (পুং) মেবারের রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র। বনবীরের অল্পকালস্থায়ী রাজত্বের পর উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে

আরোহণ করেন। ইহাঁর সময়ে চিতোররাজলক্ষ্মী বিচলিত হইলেন; ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বীরভোগ্য চিতোরনগর অকবর অধিকার করিলেন। সেই সময়ে চিতোরের অযোগ্য রাণা উদয়সিংহ চিতোরধাম পরিত্যাগ করিয়া রাজপিপ্‌লীর বনমধ্যে গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে আরাবল্লী গিরিমালামধ্যস্থ গিরবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই উপত্যকার পুরোভাগে উদয়সাগর নামে একটি বিস্তৃত সরোবর খনন করাইলেন। এই উদয়সাগরের পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গিরিশৃঙ্গের শিরোদেশে 'নচৌকি' নামে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখন সেই রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সৌধবাসগৃহ উত্থিত হইয়া উদয়পুর নগরে পরিণত হইল। উদয়সিংহ ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গোগুণ্ডা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ২৪টি পুত্র জীবিত ছিল, তন্মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহের নামই ভারতে বিখ্যাত হইয়াছে [প্রতাপসিংহ দেখ।] (Tod's Rajasthan, I. 290-91; তারিখী আল্‌ফি, তবকাৎ-ই-অকবরী ও মুন্তখবু-ল্‌লুবাব।)

উদয়সিংহ (পুং) মাড়োবাড়ের একজন রাজা। মালদেবের পুত্র। তিনি অকবর পাদশাহের একজন প্রধান সভাসদ্ ছিলেন; ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান সলিম (জাহাঙ্গীর) সহ আপন কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজহানের জন্ম। অকবর মাড়োবার (যোধপুর) রাজ্য উদয়সিংহকে জায়গিরি দেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হয়, তাঁহার চারি পত্নী সঙ্গে চিতারোহণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সূর্য্যসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। উদয়সিংহের পৌত্র গজসিংহ, প্রপৌত্র যশোবন্ত সিংহ।

উদয়াদিত্য (পুং) চালুক্যরাজ ভুবনৈকমল্লের সেনাপতি। পরে বনবাসী নামক স্থানের রাজা হন। ১০৬৯ হইতে ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়াশ্ব (পুং) মগধরাজ অজাতশত্রুর পৌত্র। ইনি পাটলীপুত্র নগর স্থাপন করেন। (বিষ্ণু) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ইহাঁর নাম উদয়ভদ্র, ইনি অজাতশত্রুর পুত্র।

উদয়িভদ্র (পুং) অজাতশত্রুর পুত্র। [উদয়ভদ্র দেখ।]

উদর (ক্লী) উৎ-দৃ বিদারণে (উদিদৃণাতেরলচৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উণ্ ৫।১৯। উৎ পূর্ব্বে থাকিলে দৃ ধাতুর উত্তর অল্ ও অচ্ প্রত্যয় হয় এবং পূর্ব্বপদের অন্তের লোপ হয়।) ইতি অচ্। জঠর, কুক্ষি, পেট।

সুশ্রুতাদি প্রাচীন বৈদ্যগণের মতে, উদর একটি অঙ্গ। ইহাতে পেশী, গুদ, বস্তি ও নাভি এই মর্ম্ম, ২৪ শিরা, ৩০ ধমনী, ৭ আশয় (বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয় এবং মূত্রাশয়, স্ত্রীলোকের দেহে অতিরিক্ত একটী গর্ভাশয় থাকে) ইহাতে বলয় নামক অস্থি ও অন্ত্র আছে। [নাভি, কোষ্ঠ ও গর্ভ দেখ।]

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে, ঊর্দ্ধ সীমায় বক্ষ ও উদরবিচ্ছেদক স্নায়ু (Diaphragm) এবং অধোদেশে বস্তিকোটরের অস্থিসমূহ ইহার মধ্যে উদরগহ্বর। এই গহ্বরের মধ্যে পক্বাশয়, অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, বৃক্ক ও (Pancreas) থাকে। ইহার সমস্ত স্থানে পাতলা, কিন্তু ঘন ও দৃঢ় সূক্ষ্ম ঝিল্লী সারি দিয়া আছে, ঐ ঝিল্লীকে অন্ত্রাবরকঝিল্লী (Peritoneum) বলে।

২ যুদ্ধ। (উদরং জঠরে যুধি। মেদিনী)

উদর (পুং) উদরম্ আশ্রয়ত্বাৎ অর্শআদিভ্যোঽচ্ ইতি অচ্। পেটের ভিতরে যে সকল রোগ জন্মিলে পেট বড় হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে উদররোগও কহে।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের এই নামকরণ মধ্যে বড় গোল। তাঁহারা আট প্রকার উদররোগের যে সকল লক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণ দ্বারা বিশেষ কোন পীড়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেগুলি অন্য অন্য নানা প্রকার পীড়ার লক্ষণ মাত্র।

আলোপাথী মতের আসাইটিস্ (Ascites অর্থাৎ জলোদর) এই নামের ভিতরেও অনেক গোল। কারণ পেটের ভিতরে জলসঞ্চয় হওয়া নিজে একটি বিশেষ পীড়া নহে, কিন্তু ইহা অন্য অন্য নানাপ্রকার রোগের চরম দশার একটা উৎকট উপসর্গ মাত্র।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদের গুণও অনেক, দোষও অনেক। ইহাতে বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক পীড়ার ভালরূপ মীমাংসা নাই, তাই এক উদররোগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।

চরকসংহিতার সংগ্রহকারের মতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়াই সকল প্রকার উদররোগের প্রধান কারণ। চরকে লিখিত আছে—"অগ্নিদোষান্মনুষ্যাণাং রোগসঙ্ঘাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
মলবৃদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে বিশেষেণোদরাণি তু॥"

মানুষের অগ্নিদোষ হইতেই পৃথক্ পৃথক্ নানাপ্রকার রোগ জন্মে; বিশেষতঃ ঐ কারণে মল বদ্ধ হইলে সকল প্রকার উদররোগ জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু এই মত ধরিলে এখনকার চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে

সামঞ্জস্য করা দুর্ঘট হয়। উদররোগের লক্ষণ দেখিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার ভিতরে অনেক রকম রোগ রহিয়াছে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি (dilatation of the stomach); পাকস্থলীর ও অন্ত্রের ভিতরে উপপদার্থ (foreign bodies in the stomach and intestines); পাকস্থলী, অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রভৃতি স্থানের কর্কটরোগ (cancer of the stomach, peritoneum &c.); পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে ছিদ্র (perforation of the stomach and intestines); প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধি (chronic enlargement of the spleen, ague-cake; leucocythæmia); প্লীহার তরুণ প্রদাহ (acute splenitis); যকৃতের প্রদাহ (suppurative pepatitis); যকৃতে স্ফোটক (abscess of the liver); যকৃতের বিশুষ্কতা (cirrhosis); যকৃতে হাইটেডিড্ নামক কীটাণুর কোষার্ব্বুদ (Hytadid cysts of the liver); অন্ত্রের স্থান বিশেষে স্ফোটক; অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (peritonitis); অন্ত্রাবরক ঝিল্লী ও পেটের অন্য অন্য স্থানে টিউবর্কেল নামক বিচর্চ্চিকাসঞ্চয় (tubercular deposits in peritoneum, intestines &c.); অন্ত্রাবরোধ (abstruction of the bowels); স্ত্রীলোকের জরায়ুর প্রদাহ (metritis); অণ্ডাধারে জলসঞ্চয় (ovarian dropsy); বৃক্কের পীড়া (diseases of the kidneys); এই প্রকার অনেক পীড়া উদররোগের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের মতে উদর রোগ আটপ্রকার—১ বাতজনিত, ২ পিত্তজনিত, ৩ কফজনিত, ৪ ত্রিদোষজনিত, ৫ প্লীহোদর, ৬ বদ্ধগুদ, ৭ আগন্তুক, ৮ দকোদর। (ক)

চরকে লিখিত আছে যে,—অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, অত্যন্ত লবণমিশ্রিত দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য, দাহজনক উগ্র দ্রব্য এবং অত্যন্ত অম্ল রস খাইলে; বমন বিরেচনাদি সংশোধনের পরে অনিয়মিত ভোজন করিলে; রুক্ষ, বিরুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ দ্রব্য খাইলে; প্লীহা, অর্শঃ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে; বমনাদি ক্রিয়ার বিভ্রম ঘটিলে; কোন কোন পীড়ার যথাসময়ে প্রতীকার না হইলে; রুক্ষতা, বেগরোধ, স্রোত সকলের দোষজনক ক্রিয়া; আমদোষ, সংক্ষোভ; অতিভোজন; অর্শঃ, বায়ুর ও মলের রোধ; অন্ত্রের স্ফুটন ও ভেদ; দোষের অতিশয় সঞ্চয় এবং পাপ কর্ম্ম করিলে ও মন্দাগ্নি হইলে উদররোগ জন্মে। (খ)

উদররোগের সামান্য লক্ষণ এইগুলি—

"কুক্ষেরাধ্মানমাটোপঃ শোথঃ পাদকরস্য চ।
মন্দোঽগ্নিঃ শ্লক্ষ্ণগণ্ডত্বং কার্শ্যঞ্চোদরলক্ষণম্।" চরক।

পেট ফাঁফা, পেট ডাকা; হাতে পায়ে শোথ; অগ্নিমান্দ্য, গণ্ড চিক্কণ ও কৃশ হইয়া যাওয়া, এইগুলি উদররোগের লক্ষণ।

মাধবকর লিখিয়াছেন যে,—

"আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ।
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জাঠরেষু ভবন্তি হি।"

পেট ফাঁপা, চলিতে অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, শরীরের অবসন্নতা, বায়ুরোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ এবং তন্দ্রা এই গুলি সকল প্রকার উদররোগেই ঘটিয়া থাকে। (গ)

উদররোগ জন্মিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—ভালরূপ ক্ষুধা হয় না; সুস্বাদু, সিদ্ধ এবং গুরু অন্ন খাইলে অনেক বিলম্বে তাহার পরিপাক হয়; কোন দ্রব্য খাইলে পেটের ভিতরে গরম হইয়া পরে তাহার পরিপাক হয়; ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়াছে কি না রোগী তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারে না। ভোজন করিতে বেশ রুচি ও তৃপ্তি হয় না; পা একটু একটু ফুলিয়া উঠে; অল্প শ্রম করিলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে; মলবদ্ধ হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি; উদাবর্ত্তজনিত পেটের যন্ত্রণা; বস্তিশূল, সন্ধিস্থানে বেদনা; অল্প ভোজন করিলেও পেট ফাঁফিয়া উঁচ হয় এবং মোচড়াইতে থাকে। পেটের উপরে রেখা দেখা দেয় এবং

(ক) পৃথক্‌সমস্তৈরপি চেহ দোষৈঃ
প্লীহোদরং বদ্ধগুদং তথৈব।
আগন্তুকং সপ্তমমষ্টমঞ্চ
দকোদরঞ্চেতি বদন্তি তানি॥ (সুশ্রুত)

(খ) সুশ্রুতে সংক্ষেপে ঠিক ঐরূপ কারণই লেখা হইয়াছে—
"দুর্ব্বলাগ্নেরহিতাশনস্য
সংশুষ্কপূত্যন্ননিষেবণাদ্বা।
স্নেহাদিমিথ্যাচরণাচ্চ জন্তো-
র্বৃদ্ধিং গতাঃ কোষ্ঠমভি চ প্রপন্নাঃ॥
গুল্মাকৃতিব্যঞ্জিতলক্ষণানি
কুর্ব্বন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দোষাঃ॥"
যাহার ভালরূপ অগ্নির তেজঃ নাই তেমন ব্যক্তি কুৎসিত দ্রব্য ভোজন করিলে কিংবা অতি ভোজন করিলে; কিংবা সর্ব্বদা কড়কড় ও পান্তভাত খাইলে; অথবা স্নেহাদি দ্রব্যের অযথা ব্যবহার করিলে কোষ্ঠাশ্রিত দোষের অধিক বৃদ্ধি হইলে গুল্মরোগের মত উদররোগ জন্মে।

(গ) শোথ সকল প্রকার উদররোগের সামান্য লক্ষণ বলিয়া ধরিলে পিত্তোদর প্রভৃতির লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া পড়ে।

পেট চড়া দিয়ে উঠে বলিয়া তাহাতে আর ত্রিবলী থাকে না। চরক। (ঘ)।

এগুলি অনেক প্রকার পীড়ার পূর্ব্বরূপ। বিশেষতঃ আলোপ্যাথী মতে যাহাকে ডিস্পেপ্‌সিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্যরোগ কহে, ইহাতে তাহারই লক্ষণ অধিক। আবার এই পূর্ব্বরূপ মধ্যে লেখা রহিয়াছে যে, "ঈষচ্ছোথপাদয়োঃ"। চরক। "পাদগতস্ত শোফঃ।" সুশ্রুত। পায়ে অল্প শোথ হইয়া থাকে। তাহা হইলে এ লক্ষণকে কোন ব্যাধির পূর্ব্বরূপ বলিয়া ধরা যায় না। কারণ যকৃতের, হৃৎপিণ্ডের, বৃক্কের কিংবা অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রথমে একটি রোগ কিছুকাল সঞ্চিত থাকে। তাহার পর হয় দেহের স্থানবিশেষে কিংবা সর্ব্বাঙ্গে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন হইতে পায় না; কিংবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও গ্রন্থি প্রভৃতির নিঃসৃত রস উপযুক্ত মত শুষ্ক হয় না; অথবা স্বেদমূত্র প্রয়োজনানুরূপ নির্গত হইতে পারে না, তাহা হইলেই শরীরে শোথ জন্মে। কাজেই শোথ কোন পীড়ার পূর্ব্বরূপ নহে।

উপরে যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, যকৃতের বিশুষ্কতা রোগ কিছুকাল থাকিলে এরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা।

চরকে বাতজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—কোঁকে, হাতে, পায়ে এবং অণ্ডকোষে শোথ; পেটে সূচ ফোটার মত বেদনা; কখন শরীরের বৃদ্ধি এবং কখন শরীরের হ্রাস হয়; কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, পর্ব্বভেদ, শুষ্ক কাসি, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শরীরের অধোভাগে গুরুতা, বায়ু এবং মলমূত্র বদ্ধ হইয়া থাকে; নখ, চক্ষু, মুখ, ত্বক্ এবং মলমূত্র, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণমিশ্রিত এবং রক্তবর্ণ হয়; পেটে সূক্ষ্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়; পেটের উপরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভিস্তির মত শব্দ হইতে থাকে এবং বায়ু ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদিকে বেদনা জন্মাইয়া বিচরণ করে।

মাধবকরও লিখিয়াছেন—(তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু) বাতোদরে হাতে, পায়ে, নাভিতে এবং কুক্ষিতে শোথ হয়। (ঙ)

এখানে বড় গোল। কোন পীড়ার সঙ্গে উপরের লক্ষণগুলির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে? নাভিতে এবং কুক্ষিতে শোথ, এমন কথা বলিলে, নাভির এবং কুক্ষির উপরে শোথ—এরূপ কখন ঘটিতে পারে না। ইহার দ্বারা পেটের ভিতরে অন্ত্রাবরক ঝিল্লীতেই জলসঞ্চয়ের কথা বলা হইতেছে। ঐ ঝিল্লীতে জল জমিলে নাভিতে এবং কুক্ষিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হয় না; এক স্থানের শোথেই সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। কেবল রোগী ভিন্ন ভিন্ন রকমে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে নিজের গুরুত্ব হেতু জল নিম্নদিকে গিয়া পড়ে। জল অধিক হইলে উহা সমস্ত উদর ব্যাপিয়া থাকে। জল অল্প হইলে রোগী যদি উঠিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে উহা নাভির নিম্নদিকে আসিয়া পড়ে। রোগী বাম পাশে শুইলে বাম কোঁকে আসে; দক্ষিণ পাশে শুইলে দক্ষিণ কোঁকে আসে, দুই হাতের এবং দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চতুষ্পদ জন্তুর মত দাঁড়াইলে নাভির মধ্যস্থলে আসিয়া জল ঠেলিয়া উঠে। আবার মাটিতে মাথা রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে পা তুলিলে বুকের দিকে জল সরিয়া আসে। কাজেই নাভিতে ও কুক্ষিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হইতে পারে না।

তাহার পর আরও গোল রহিয়াছে। যদি বাতোদরেও পেটে জলসঞ্চয় হয়, তবে উদকোদর হইতে ইহার প্রভেদ কি? এখন এ কথার মীমাংসা করা কঠিন। কারণ উপরের লিখিত লক্ষণগুলি যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্যেরা শোথকে অন্যরূপ বলিয়া জানিতেন।

বাতোদরের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন যান্ত্রিক রোগের সামঞ্জস্য করা দুষ্কর। তবে উদর মধ্যে কর্কটাদি রোগে হাতে পায়ে শোথ, জলোদরী, এবং তাহার উপরে আধ্মান থাকিলে ঐরূপ লক্ষণ ঘটিতে পারে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি রোগেও ঐরূপ লক্ষণ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই রোগের বমন একটি প্রধান উপসর্গ।

একটি লোকের যকৃতের বিশুষ্কতা রোগ হইয়াছিল। প্রথমে অগ্নিমান্দ্য, অপরাহ্নে অল্প অল্প জ্বরবেগ, তাহার পরে প্রথমে পায়ে শোথ, শেষে বৃষণে এবং হাতে শোথ এবং পেট জলে পরিপূর্ণ হইল। এই অবস্থায় কোন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাহাকে দেখিয়া রোগটি বাতোদর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু রোগীর পেট হইতে অন্যূন পনর সের জল বাহির করা হইল।

(ঘ) সুশ্রুতও প্রায় এইরূপ পূর্ব্বরূপ লিখিয়াছেন—
তৎপূর্ব্বরূপং বলবর্ণকাঙ্ক্ষা
বলীবিনাশো জঠরে হি রাজ্যঃ।
জীর্ণাপরিজ্ঞানবিদাহবত্যো
বস্তৌ রুজঃ পাদগতস্ত শোফঃ।

(ঙ) সুশ্রুতে বাতোদরের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
সংগৃহ্য পার্শ্বোদরপৃষ্ঠনাভী-
র্যদ্বর্দ্ধতে কৃষ্ণশিরাবনদ্ধম্
সশূলমানাহবদুগ্রশব্দন্।
সতোদভেদং পবনাত্মকন্তম্

অন্য একটি লোকের প্রস্রাবের পীড়ার জন্য হাতে, পায়ে এবং মুখে শোথ হইয়াছিল। পরে এক দিন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহার বায়ুশূল (Flatulent colic) উপস্থিত হয়। জনৈক প্রথিতনামা বৈদ্য রোগটি বাতোদর বলিয়া স্থির করিলেন।

অতএব যাঁহারা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন, এইরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে বড় গোলে পড়িতে হয়।

পিত্তোদরের লক্ষণেও এইরূপ গোল। চরকসংহিতায় লিখিত আছে যে, এইরূপ উদররোগে রোগীর দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও অতীসার এবং ভ্রম হইয়া থাকে। মুখে কটু আস্বাদ হয়। নখ, চক্ষু, মুখ, ত্বক্ এবং মলমূত্রের সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। পেটে নীল, পীত, হরিত এবং তাম্রবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। আর দাহ তাপ উদ্গারে ধূমনির্গম উষ্ণবোধ, ঘর্ম্ম, ক্লেদ নিঃসরণ এবং টিপিলে কোমল বোধ হয় ও শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

পিত্তোদরে পেটের কোন স্থান পাকিয়া থাকে, সুশ্রুতে এমন কথা লিখিত হয় নাই। উহাতে সংক্ষেপে এই কয়টি লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—পিত্তোদরে মুখশোষ, তৃষ্ণা, জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে। শরীর পীতবর্ণ হয়। শিরা সমস্ত পীতবর্ণ এবং চক্ষু, নখ, মুখ ও মলমূত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ অল্পে অল্পে বহুদিনে বৃদ্ধি হয়। (চ)

সঞ্চিত যকৃতের পীড়ায় পরিণামে উহা যদি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

চরকে শ্লেষ্মজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—ইহাতে রোগীর ভারবোধ, অরুচি, অপাক ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। দেহের বেশী সাড় থাকে না। হাতে, পায়ে এবং মুখে শোথ হয়। গা বমি বমি করিতে থাকে। সর্ব্বদা নিদ্রাবাল্য এবং কাসি ও শ্বাস হয়। নখ, চক্ষু, মুখ ও মলমূত্র এবং ত্বক্ শ্বেতবর্ণ হয়। পেটে শুক্লবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়। ইহাতে উদর গুরু, স্তিমিত, স্থির ও কঠিন হইয়া থাকে। (ছ)।

নানা প্রকার মূত্ররোগে এবং হৃদ্‌রোগে এই প্রকার লক্ষণ ঘটিতে পারে।

ত্রিদোষজনিত উদররোগে বাতোদর, পিত্তোদর এবং কফোদর এই তিন প্রকার উদররোগের লক্ষণ একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে।

প্লীহোদর সম্বন্ধে চরকে লিখিত হইয়াছে—

অসিতস্যাতিসংক্ষোভাদ্যানযানাভিচেষ্টিতৈঃ।
অতিব্যবায়ভারাধ্ববমনব্যাধিকর্ষণৈঃ।
বামপার্শ্বাস্থিতঃ প্লীহাচ্যুতিঃ স্থানাৎ প্রবর্দ্ধতে।
শোণিতং বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধস্তং বিবর্দ্ধয়েৎ।

ইতি তস্য প্লীহা কঠিনোঽষ্ঠিলেবাদৌ বর্দ্ধমানকচ্ছপসংস্থান উপলভ্যতে। স চোপেক্ষিতঃ ক্রমেণ কুক্ষিং জঠরমগ্ন্যধিষ্ঠানঞ্চ পরিক্ষিপন্নুদরমভিনির্বর্ত্তয়তি।

ভোজনের পরে অঙ্গাদির অধিক চালনা; যানে গমন; যানে শরীরের অধিক সঞ্চালন; অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ; ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারবহন; অধিক পথ ভ্রমণ; এবং বমন ও ব্যাধিদ্বারা শরীর অধিক গ্লানিযুক্ত হইলে পাঁজরের বাম পার্শ্বস্থিত প্লীহা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া বাড়িতে থাকে কিংবা রসাদি দ্বারা রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে সেই বর্দ্ধমান প্লীহা আরও বাড়িয়া উঠে।

[প্লীহোদরের লক্ষণ এবং প্লীহাযন্ত্রে যে সমস্ত পীড়া জন্মিতে পারে, সে সকলের বিবরণ প্লীহা শব্দে দেখ। যকৃৎ উদরের লক্ষণ যকৃৎ শব্দে দেখ।]

চরকে বদ্ধোদরের লক্ষণ এবং নিদান এইরূপ লিখিত হইয়াছে—খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে চক্ষুর লোম কিংবা চুল পেটে গেলে উদাবর্ত্ত; অর্শঃ, এবং অন্ত্রসমূর্চ্ছন প্রভৃতি কোন রোগ থাকিলে মলদ্বার বদ্ধ হয়। তাহাতে অপান বায়ুর পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা কুপিত হইয়া ধাত্বগ্নি, মল, পিত্ত এবং বেগ রুদ্ধ করে। তজ্জন্য বদ্ধোদর রোগ জন্মে।

ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর এবং মুখশোষ ও তালুশোষ হয়। উরু অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্বাস, কাস, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অপাক, মলমূত্র বদ্ধ, আধ্মান, বমি, কম্প, শিরঃপীড়া, হৃদয়ে বেদনা, নাভিশূল এবং উদরে বেদনা হয়। এই পীড়ায় উদর স্থির হইয়া থাকে। পেটের উপরে রক্তবর্ণ এবং নীলবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। কিংবা রেখাগুলি

(চ) যচ্ছোষতৃষ্ণাজ্বরদাহযুক্তং
পীতং শিরা যত্র ভবন্তি পীতাঃ।
পীতাক্ষিবিণ্মূত্রনখাননস্য
পিত্তোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি॥

(ছ) সুশ্রুতেও লিখিত হইয়াছে—
যচ্ছীতলং শুক্লশিরাবনদ্ধং
গুরুং স্থিরং শুক্লনখাননস্য।
স্নিগ্ধং মহচ্ছোফযুতং সসাদং
কফোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি॥

কফোদরে উদর শীতল, শুক্লবর্ণ শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ এবং স্থির হইয়া থাকে। ইহাতে নখ এবং মুখ শুক্লবর্ণ হয়। এবং পেট স্নিগ্ধ ও মহাশোথযুক্ত হইয়া উঠে। আর দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই উদররোগ অনেক বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নাভির উপরে গোপুচ্ছের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া বাড়িতে থাকে। ইহাকে বদ্ধোদর বা বদ্ধগুদোদরও কহে।

এইটী ডাক্তারি মতের অন্ত্রাবরোধ পীড়া (obstruction of the bowels) পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে কর্কটরোগ, পুরাতন রক্তামাশয় রোগ প্রভৃতি অনেক কারণে অন্ত্রপথ বদ্ধ হইতে পারে।

অন্নাদির সঙ্গে কাঁকর, তৃণ, কাঠ, হাড়, কাঁটা প্রভৃতি দ্রব্য খাইলে হাঁচি এবং অতিভোজন দ্বারা পরে অন্ত্রে ছিদ্র হইয়া যায়, তখন অন্নব্যঞ্জনাদি ভুক্তদ্রব্য সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া মলদ্বার ও অন্ত্র পূরণ করে, ক্রমে সেই রস নাভির নিম্নে জমিয়া উদকোদর এবং বাতাদি যে দোষের আধিক্য হয় সেই দোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। এই প্রকার উদররোগে নীল, পীত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ ও অপক্ব মল নির্গত হয় এবং হিক্কা, শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, প্রমেহ, অরুচি, অপরিপাক ও দৌর্ব্বল্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক)। এই উদররোগ ডাক্তারি মতের Perforation of the bowels and stomach.

অজ্ঞান শিশুরা অনেক প্রকার দ্রব্য মুখে পুরিয়া খাইয়া ফেলে। পাগলেরাও চুল, দড়ী, ছোট পাথর খাইয়া থাকে। ডাক্তার পোনক একটী উন্মত্ত বালিকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বালিকাটীর বয়ঃক্রম ১৮ আঠার বৎসর। তাহার পেটের উপরে আবের মত কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। ভোজন করিলে পর বমন হইত। ইহাই তাহার উপসর্গ, কিছু দিন পরে বালিকাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া দেখেন, পাকস্থলীর অধিকাংশ স্থান চুলের ও দড়ীর গোছাতে পরিপূর্ণ। কতকগুলা চুল ও দড়ী পাকস্থলীর দক্ষিণ দিকের মুখে বদ্ধ হইয়া আছে, আর এক গোছা চুল ও দড়ী দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্রের মধ্যে এবং শূন্যান্ত্রের উপরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বফ্‌নিল একটি উন্মত্ত অপস্মার রোগীর কথা লিখিয়াছেন। ২২ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে অন্ত্রবেষ্টঝিল্লির প্রদাহ রোগে (peritonitis) তাহার মৃত্যু হয়। পাকস্থলীর স্বল্পবক্রাংশে (lesser curvature) আধুলি পরিমিত একটি ছিদ্র হইয়াছিল। ছিদ্রের চারিদিকে ক্ষত এবং ক্ষত স্থান দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পাকস্থলী কাটিলে তাহার ভিতর হইতে সাত সের ওজনের চূণ সূতা এবং নারিকেলের ছোব্‌ড়া বাহির হইল।

হেমান লিখিয়াছেন যে, একটি শিশু মুখ ব্যাদন করিয়া শুইয়া ঘুমাইতে ছিল। হঠাৎ একটি নেংটী ইন্দুর আসিয়া তাহার মুখের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কিন্তু পরিশেষে ইন্দুরটা পচিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহাতে কোন উপসর্গ ঘটে নাই।

সোনি-এ-মোরে একটী স্ত্রীলোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। সে এগার তাড়া পেরেক এবং ছোট ছোট কাঁসার কুচি গিলিয়াছিল। জন্‌ মার্শাল লিখিয়াছেন যে, একটী স্ত্রীলোকের পাকস্থলীতে প্রায় পাঁচ ছটাক সূচ ছিল, তদ্ভিন্ন দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রেও অনেকগুলি সূচ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

পোলাণ্ড একটি রোগীর কথা লিখিয়াছেন, তাহার দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের সম্মুখ দিকে ছিদ্র হইয়া যায়। তাহার পাকস্থলীর ও অন্ত্রের মধ্যে পাঁচ পোয়া ওজনের চামিচা ভাঙ্গা, পেরেক, পাথর প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য ছিল।

ঐ সকল কারণ ভিন্ন আরও অনেক কারণে পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রে ছিদ্র হইতে পারে। পাকস্থলীতে, যকৃতে এবং প্লীহাতে ফোড়া হইলে পাকস্থলীতে ছিদ্র হইতে পারে। কর্কট রোগে, পুরাতন রক্তাতিসারে এবং অন্ত্র জ্বর প্রভৃতি রোগেও অন্ত্রে ছিদ্র হয়। যকৃৎ হইতে বড় পাথুরী নামিয়া অন্ত্রের কোন স্থানে বদ্ধ হইয়া গেলে সেখানে ক্ষত ও ছিদ্র হইতে পারে।

অন্ত্রে ছিদ্র হইবার সময়ে হঠাৎ রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। পেটে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়। কাহার অধিক কাহারও অল্প হিক্কা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন রোগীর কিছুই হিক্কা হয় না। ঘন ঘন ওয়াক উঠে ও বমন হয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হয়; কাহারও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে ভাসিয়া যায়। রোগী পা গুটাইয়া সুস্থির ভাবে শুইয়া থাকে; নড়িতে চড়িতে কিম্বা কথা কহিতে চায় না। নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট বোধ হয়। নাড়ী ক্ষীণ, চঞ্চল এবং চাপা হইয়া পড়ে, মুখশ্রী বিবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা, পেট অল্প চাপিলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এই অবস্থায় রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করে। কাহারও অবস্থা দিন কতক একটু ভাল বোধ হয়, কিন্তু পরিশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অন্ত্রে ছিদ্র হইলে কোন কোন রোগীর অন্ত্রবেষ্টঝিল্লির প্রদাহ হয়।

উদকোদর, দকোদর, জলোদর—চলিত কথায় ইহাকেই আমরা উদরী বলিয়া থাকি। চরকে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি অধিক স্নেহ পান করে, কিম্বা যাহার অগ্নির তেজঃ নাই এবং যে ক্ষীণ ও কৃশ হইয়াছে, তেমন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে জল পান করিলে ক্ষুধামান্দ্য হয়, তখন বায়ু ক্লোম স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকে, ক্রমে স্রোত সকলের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ পীত জলের দ্বারা কফও বাড়িয়া

উঠে। পরিশেষে উভয়েই স্বস্থান হইতে পীত জলের বৃদ্ধি করিয়া উদররোগ জন্মায়। এই উদররোগে ভোজনে ইচ্ছা থাকে না। তৃষ্ণা, গুদস্রাব, শূল, শ্বাস, কাস, দৌর্ব্বল্য এবং পেটে নানা বর্ণের রেখা ও শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে জলপূর্ণ ভিস্তির মত কম্প অনুভব করা যায়।

এইটি ডাক্তারি মতের আসাইটিস্ (Ascites) রোগ। দকোদর নিজে একটি বিশেষ ব্যাধি নয়, ইহা অন্য অন্য রোগের শেষ অবস্থার একটি লক্ষণ মাত্র। যকৃতের বিশুষ্ক রোগ, পুরাতন প্লীহা রোগ, পুরাতন অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ, পুরাতন রক্তাতিসার প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের শেষদশায় উদরী হইতে পারে। তবে শৈত্য লাগিয়া ও কোন কোন ব্যক্তির উদরী হয়। এই প্রকার উদরী সুসাধ্য।

কোন সঞ্চিত পীড়ায় শিরাসমূহে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন না হইলে কিম্বা রক্তে আণ্ডলালিক পদার্থ স্বল্প হইয়া পড়িলে অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে জল সঞ্চয় হয়; কিন্তু প্রথমেই উদরে জল বৃদ্ধি হয় না। আগে হাতে পায়ে শোথ হয়, অবশেষে উদরে জল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যকৃতের পীড়ায় হাতপায়ে শোথ না হইলেও উদরী হইতে পারে।

কোন কোন রোগীর পেটে অল্প পরিমিত জল থাকে; কোন কোন রোগীর পেটে অর্দ্ধমণেরও অধিক জল থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটি উদরী রোগীর পেটে জলের সঙ্গে ছয়টা বড় বড় পোকা ছিল। আমাদের দেশের সার গাদায় কিম্বা পুরাতন পচা সজিনাগাছে যেপ্রকার ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ বড় বড় ও মোটা মোটা কীট থাকে, ঐ পোকাগুলা দেখিতে ঠিক সেই রকম। মুখ ও মাথা কৃষ্ণবর্ণ মলদ্বার কৃষ্ণবর্ণ। পিঠের উপরে সারি সারি গাঁইট। প্রায় তিন অঙ্গুলি লম্বা, দেড় অঙ্গুলি বেড়। মুখে কাতুরীর মত তীক্ষ্ণ দাড়া। সকলগুলিই জীবিত ছিল। জল ও খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে অনেক কীট উদরস্থ হয় এবং পেটে সেই সকল কীট মরিয়া না গেলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। বোধ করি ঐ সকল কীট কোন প্রকারে উদরস্থ হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষুদ্রাবস্থায় অন্ত্র ভেদ করিয়া অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লিতে প্রবেশ করে। পরিণামে উহারই উগ্রতা হেতু উদরী রোগ জন্মিয়া থাকিবে। উদরী হইলে রোগী প্রায় দশবৎসর জীবিত ছিলেন।

উদরীর জল অনেক স্থানে বেশ পরিষ্কার। কোন কোন রোগীর জল ঘোলা এবং কাহারও পেটে হরিদ্রাবর্ণ জল থাকে। ঐ জলের সন্তাপ গায়ের সন্তাপের সঙ্গে সমান। উহাতে লবণাংশ, আণ্ডলালিক পদার্থ এবং ফিব্রিন্ থাকে। পেটে অধিক জল সঞ্চিত হইলে যকৃৎ, প্লীহা এবং বৃক্ক নীরক্ত ও ছোট হইয়া যায়। হৃদয় ও উদর মধ্যে বেষ্ট (diaphragm) উপরদিকে ঠেলিয়া উঠে।

উদরী হইলে প্রথমে পেটে ভার বোধ হয়। ক্ষুধা মান্দ্য হইয়া থাকে; কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না। প্রস্রাব ভালরূপ পরিষ্কার হয় না। ক্রমে জলের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িলে শ্বাসকৃচ্ছ্র হইতে থাকে। ক্রমে পেট আরও বড় হইলে পেটের উপরে ও অণ্ডকোষে এবং পুরুষাঙ্গে শোথ হয় এবং পেটের উপরে শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে টল টল করিতে থাকে।

উদর রোগের একটি সামান্য চিকিৎসাবিধি আছে, ইহাতে বিশেষ কিছুই করিবার যো নাই। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদর রোগ নিজে একটি স্বতন্ত্র পীড়া নয়। অতএব মূল পীড়া নিশ্চিত করিয়া তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চরকে উদররোগের অসাধ্য লক্ষণগুলি বেশ ভাল করিয়া লেখা আছে। যথা

তদাতুরমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি ছর্দ্যতেঽতীসারতমক-
তৃষ্ণা-শ্বাস-কাস-হিক্কা-দৌর্ব্বল্যপার্শ্বশূলারুচি
স্বরভেদমূত্রসঙ্গাদয়স্তথাবিধমচিকিৎস্যং বিদ্যাদিতি।

বমন, অতীসার, তমক, পিপাসা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দৌর্ব্বল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মূত্ররোধ প্রভৃতি এইরূপ উপসর্গ হইলে সে প্রকার রোগীকে অচিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

পক্ষাদ্বদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং যথা।
প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রং বোদরং নৃণাম্।

বদ্ধগুদোদর, সকল প্রকার জলোদরী এবং ছিদ্রান্ত্রোদর রোগ হইলে প্রায় এক পক্ষের পরে মানুষের মৃত্যু হয়।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষীণঞ্চ সন্ত্যজেৎ ॥
শ্বয়থুঃ সর্ব্বমর্ম্মোত্থঃ শ্বাসো হিক্কারুচিঃ সতৃট্।
মূর্চ্ছাছর্দ্যতিসারশ্চ নিহন্ত্যুদরিণং নরম্ ॥

চক্ষুতে শোথ হইলে, পুরুষাঙ্গ বক্র হইয়া পড়িলে, চর্ম্ম ক্লেদযুক্ত ও পাতলা হইলে এবং বল, রক্ত, মাংস এবং ক্ষুধা নিস্তেজ হইলে সেইরূপ উদররোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

সকল মর্ম্ম স্থান হইতে শোথ হইলে, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমন, অতিসার, প্রভৃতি উপসর্গ হইলে সে উদরী রোগীর মৃত্যু হয়।

উদররোগে বিরেচক ঔষধ, পিচকারি প্রয়োগ এবং স্বেদই বৈদ্যশাস্ত্রের প্রধান চিকিৎসা। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য অনেক প্রকারও ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

বৈদ্যকরসেন্দ্রসারসংগ্রহে যথা,

জলোদরারিরস।

"পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্।
স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং তুল্যজৈপালবীজকম্॥
নিষ্কং খাদেদ্বিরেকং স্যাৎ সদ্যো হন্তি জলোদরম্।
রেচনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্নং স্তম্ভনে হিতম্॥
দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদ্গযূষকম্॥"

পিপ্পলী, মরিচ, (মারিত) তাম্র, ধনিয়া, হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া এক দিবস সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ইহার সহিত জয়পাল বীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে জলোদর রোগ সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বিরেচনেই দধিযুক্ত অন্ন, বিরেচন স্তম্ভন করে অতএব এই ঔষধ সেবনে দিনান্তে দধিযুক্ত অন্ন অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাকে জলোদরারি-রস কহে।

উদর রোগাধিকারে ইচ্ছাভেদী রস যথা।

"শুণ্ঠী মরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণং।
জৈপালো দ্বিগুণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ।
পিবেত্তু চুল্লকান্ যাবৎ তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ॥"

শুণ্ঠি মরিচ (শোধিত) পারদ, গন্ধক, সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ ও জয়পালবীজ দুই ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুই দুই রতি পরিমাণে চিনির সহিত খাইবে। ইহার নাম ইচ্ছাভেদী রস। এই ঔষধ খাইয়া যত গণ্ডূষ জল পান করা যায় তত বার বিরেচন হইয়া থাকে॥

পেটে জল জমিলে এখনকার ডাক্তারদের মত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেরাও সেই জল বাহির করিয়া দিতেন। "জাতং জাতং জলং স্রাব্যমেবং তৎপাতয়েদ্ভিষক্।" জাতোদক উদররোগে জল জমিলেই চিকিৎসক সেই জল বাহির করিয়া দিয়া তাহার নিপাতন করিবেন।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা কি প্রকারে জল বাহির করিয়া দিতেন, হারীত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যথা,—

"তস্মান্নাভের্বলীভাগে বর্জ্জয়িত্বাঙ্গুলদ্বয়ম্।
জলনাড়ীঞ্চানুমন্য কুশপত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥
এরণ্ডজলনালঞ্চ তত্র সঞ্চারয়েদ্বুধঃ।
অন্তর্গতং জলং স্রাব্যং ততঃ সন্ধারয়েদ্দ্রুতম্॥
যদা ন ধরতে তচ্চ তদা দাহঃ প্রশস্যতে॥
কণাকল্কং পরিস্রাব্য ঘৃততঃ দেয়ং চতুর্গুণং।
শুণ্ঠিবিষা সমং পাচ্যং পানমালেপনং হিতম্॥
শস্ত্রকর্ম্ম ভিষক্‌শ্রেষ্ঠো বিজ্ঞাতেনৈব কারয়েৎ।
দুষ্করং শস্ত্রকর্ম্মৈব নকুর্য্যাদ্ যত্র তত্র তু॥
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
তস্মাদবশ্যকর্ত্তব্যমীশ্বরং সাক্ষিকারিণা॥"

সেই হেতু নাভির বলির দিকে দুই অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া জলনাড়ী ঠিক করিয়া কুশপত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ভেরেণ্ডা পত্রের নল তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অন্তর্গত জল বাহির করিয়া দিবে, তদনন্তর সত্বর তাহা বন্ধ করিয়া দিবে; যদি জল নির্গমন বন্ধ না হয় তবে দাহ করাই প্রশস্ত। জল নিঃস্রাব করিয়া জীরকের কল্ক ও চতুর্গুণ ঘৃতের সহিত সমভাগ শুঁঠ ও বিষার সহিত পাক করিয়া পান ও আলেপন করিলে উপকার হইবে। আর এক কথা এই যে, অতিশয় নিপুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অস্ত্র কার্য্য করাইবে, অস্ত্র কর্ম্ম অত্যন্ত দুষ্কর, যেখানে সেখানে তাহা প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে অস্ত্র কর্ম্ম না করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়, কিন্তু অস্ত্র কর্ম্ম করিলে সংশয় হয় অর্থাৎ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। অতএব ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অবশ্যই জলোদরে অস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

জল বাহির করিলে অনেক স্থলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে না, ইহাতে কেবল যন্ত্রণার লাঘব হয়। জল বাহির করিলে অল্প দিন পরেই পুনর্ব্বার জলে পেট পরিপূর্ণ হয় এবং শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ভিতরে বিশেষ কোন যান্ত্রিক পীড়া না থাকিলে এই প্রক্রিয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

উদরগ্রন্থি (পুং) উদরস্য গ্রন্থিরিব। গুল্মরোগ। (গুল্মঃ স্যাদুদরগ্রন্থিঃ। হেম ৩। ১৩৩।)

উদরত্রাণ (ক্লী) উদরস্য ত্রাণো যস্মাৎ। কোমরবন্ধ, নাগোদ। (নাগোদমুদরত্রাণং। হেম ৩। ৪৩২।)

উদরথি (পুং) উৎ-ঋ-(উদর্ত্তেশ্চিৎ। উণ্ ৪। ৮৮।) ইতি অথিন্ -চিৎ। ১ সমুদ্র। ২ সূর্য্য। (ভবেদুদরথিঃ পুংসি সমুদ্রে চ বিয়ন্মণৌ। মেদিনী।)

উদরপরতা (স্ত্রী) রোগ বিশেষ, ইহাতে অতিশয় খাইতে ইচ্ছা হয়।

উদরপরায়ণ (ত্রি) উদরং উদরপূরণমেব পরং অয়নং প্রধানাশ্রয়ো যস্য যদ্বা উদরে বিষয়ে পরায়ণ আসক্তঃ। পেটুক, উদরপূরণে ব্যগ্র।

উদরপিশাচ (ত্রি) উদরায় তৎপূরণায় পিশাচ ইব।

যথেচ্ছাহারী, যে যাহা পায় তাহাই খায়। সর্ব্বান্নভক্ষক। (উদরপিশাচঃ সর্ব্বান্নীনঃ সর্ব্বান্নভক্ষকঃ। হেম ৩। ৯২।)

উদরভঙ্গ (পুং) উদরস্য ভঙ্গঃ। পেট ভাঙ্গা, ভেদ হওয়া।

উদরম্ভরি (ত্রি) উদরং বিভর্ত্তি উদর (পা ৩। ২। ২৬ সূত্রাৎ "আত্মনোমুমাগম ইন্‌প্রত্যয়শ্চ। অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চকার। ইতি সিং কৌ°) ইন্-মুম্ চ। আত্মম্ভরি, পেটুক। (কুক্ষিম্ভরিরাত্মম্ভরিরুদরম্ভরিঃ। হেম ৩। ৯১।)

উদররোগ (পুং) উদরী। [উদর দেখ।]

উদরশাণ্ডিল্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত সভা ৩ অঃ।)

উদরাধ্মান (ক্লী) উদরস্য আধ্মানং। পেট ফাঁপা।

উদরাময় (পুং) উদরস্য আময়ঃ। রোগবিশেষ। পেটের পীড়া। [অতিসার দেখ।]

উদরাবর্ত্ত (পুং) উদরে আবর্ত্ত ইব। নাভি।

উদরাবেষ্ট (পুং) ক্রিমি।

উদরিল (ত্রি) উদর-(তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫। ২। ১১৭।) ইতি ইলচ্। উদরী, ভুঁড়িয়া। (পিচণ্ডিলো বৃহৎকুক্ষিস্তুন্দি-তুন্দিক-তুন্দিলাঃ। উদর্য্যুদরিলে। হেম ৩। ১১৪।)

উদরিণী (স্ত্রী) উদর-ইনি-ঙীপ্। গর্ভবতী। অন্তঃসত্ত্বা। (অন্তর্ব্বত্নী গুর্ব্বিণী স্যাৎ গর্ভবত্যুদরিণ্যপি। হেম ৩। ২০২।)

উদরী [ন্] (ত্রি) উদর-ইনি। ভুঁড়িয়া। [উদরিল দেখ।]

উদর্ক (পুং) উৎ-ঋচ-ঘঞ্। ১ উত্তরকাল। ২ ভাবিফল। ৩ মদনকণ্টক বৃক্ষ, ময়না গাছের কাঁটা। (উদর্ক এষ্যৎকালে তৎফলে মদনকণ্টকে। মেদিনী।) ৪ অন্তিম, শেষ (ঋক্ প্রাতি ১৫। ৮।)

উদর্চ্চিঃ [স্] (পুং) উদ্গতমর্চ্চিঃ শিখা যস্য। ১ অগ্নি। (বিভাবসুঃ সপ্তোদর্চ্চিঃ। হেম। ৪। ১৬। ৬।) ২ শিব। উদ্গতং প্রভা যস্মাৎ (ত্রি) উৎপ্রভ, প্রভান্বিত, প্রজ্জলিত। ("কৃশানোরুদর্চ্চিষঃ।" রঘু ৭। ২১।)

উদর্দ (পুং) উৎ-অর্দ্দ-অচ্। রোগবিশেষ। বোল্‌তা কামড়াইলে দষ্ট স্থানে শোথ জন্মায়। তৎসঙ্গে যদি ব্যথা হয় ও সড়্ সড়্ করিতে থাকে এবং ছর্দ্দি জ্বর ও বিদাহ হয় তাহাকে উদর্দ্দরোগ কহে।

উদলাবণিক (ত্রি) উদলবণ-ঠক্। লবণ ও জল দিয়া সিদ্ধ ব্যঞ্জনাদি।

উদবসিত (ক্লি) উদূর্দ্ধমবসীয়তে স্ম। উদ-অব-ষিঞ্-বহ্ বন্ধনে বা-ক্ত। ভবন, বাটী (আলয়ো নিলয়শালাসভোদবসিতং কুলম্। হেম ৪। ৫৬)

উদবাস (পুং) উদকে ব্রতার্থ বাসঃ (পেষং বাস-বাহনধিষুচ। পা ৬। ৩। ৫৮ পেষম্, বাস, বাহন ও ধি শব্দের উত্তরে থাকিলে উদ আদেশ হয়।) ইতি উদাদেশ। ব্রত পালন জন্য জলে বাস।

উদবাহ (পুং) জলবাহক (ঋক্ ৫। ৪৮। ৩।)

উদশরাব (পুং) জলপূর্ণ শরাব। (ছান্দোগ্য ৮। ৮। ১।)

উদশ্রু (ত্রি) উদ্গতমশ্রু যস্য। প্রা-বহুব্রী। নির্গতাশ্রু, যাহার অশ্রু নির্গত হইয়াছে।

উদশ্বিৎ (ক্লী) উদকেন শ্বয়তি বর্দ্ধতে উদ-শ্বি কিপ্ তুক্। অর্দ্ধ জলযুক্ত, ঘোল।

উদস্ত (ত্রি) উৎ-অস-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ বহিষ্কৃত।

উদহরণ (পুং) উদকং হ্রিয়তে অনেন হৃ-করণে ল্যুট্। কুম্ভ, কলস। ('উদহরণাঃ কলসাঃ।' ইতি কাতীয় শ্রৌত ভাষে কর্কাচার্য্য ৯। ২। ২৩।)

উদহার (ত্রি) উদকং হরতি হৃ-অণ্ উদাদেশ। জলহারক। ভাবে ঘঞ্। জলহরণ।

উদাজ (পুং) উদ-অজ-ঘঞ্ (অজিব্রজ্যোশ্চ। পা ৭। ৩। ৬০ ইতি সূত্রাৎ কবর্গাদেশো ন স্যাৎ।) প্রেরণ। 'উদাজঃ ক্ষত্রিয়াণাম্' (প্রেরণম্) ইতি সি. কৌ।

উদাত্ত (পুং) উৎ-আ-দা-ক্ত। ১ স্বরভেদ। "উচ্চৈরুদাত্তঃ।" পা ১। ২। ২৯। তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষূর্দ্ধভাগে নিষ্পন্নোঽজুদাত্তঃ। সি° কৌ°॥ মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয় তাহাই উদাত্ত। [অনুদাত্ত দেখ।]

২ বাদ্যবিশেষ। ৩ দান। ৪ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। (ত্রি) কর্ত্তরি ক্ত। ১ মহৎ। ২ সমর্থ। ৩ দাতা।

উদান (পুং) উদূর্দ্ধেন আনিতি অনেন। উৎ-আ-অন্-ঘঞ্। কণ্ঠস্থবায়ু বিশেষ। বেদান্তমতে "উদানঃ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ।" বেদান্তসার। উদান উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণবায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে "উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
উর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ করোতি চ বিশেষতঃ॥" নিদান ১ অঃ।

যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু কহে। উদানবায়ু কুপিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত সকল রোগই বিশেষরূপে জন্মে।

যোগার্ণবে উদান বায়ুর ক্রিয়া ও স্থানাদি এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে—

"স্পন্দয়ত্যধরং বক্তুং গাত্রনেত্রপ্রকোপনঃ।
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুতঃ॥

বিদ্যুৎপাবকবর্ণঃ স্যাদুত্থানাসনকারকঃ।
পাদয়োর্হস্তয়োশ্চাপি সর্ব্বসন্ধিষু বর্ত্ততে॥"

উদানবায়ু অধর ও মুখস্পন্দন করে। ইহা চক্ষু ও শরীরের প্রকোপকারী, মর্ম্মের উত্তেজক। ইহার বর্ণ বিদ্যুতাগ্নির স্থায়। ইহা উত্থান ও উপবেশনকারক। হাত পা ও সকল সন্ধিতে এই বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। ২ নাভি। ৩ সর্প। (উদানোঽস্ত্র্যুদরাবর্ত্তে বায়ুভেদে ভুজঙ্গমে। মেদিনী।) ৪ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

উদাপু (পুং) উৎ-আপ-উন্। সহদেব পুত্র, মগধরাজ জরাসন্ধের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২) কোন কোন পুরাণে উদাপি সোমাপি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

উদাপেক্ষী [ন্] (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্র। (ভারত অনু)

উদায়ুধ (ত্রি) উদূর্দ্ধং আয়ুধো যস্য। উদ্ধৃতাস্ত্র, বধার্থ যে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে। (রঘু ১২।৪৪)

উদার (ত্রি) উৎ উৎকৃষ্টং আ সমন্তাৎ রাতি দদাতি। উৎ-আ-রা-আতশ্চেতি ক। ১ দাতা। ২ মহাত্মা। (গীতা ৭।১৮)। ৩ সরল। ৪ উৎকৃষ্ট। ৫ গম্ভীর। ৬ মহোচ্চ। ৭ বদান্য, দয়ালু। ৮ সারবান্। ৯ রম্য। ১০ স্থায্য। ১১ শিষ্ট। ১২ অসাধারণ।

উদারা (সঙ্গীত) সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি সুরকে একত্র করিলে সপ্তকসংজ্ঞা হয়। মনুষ্যদেহে স্বাভাবিক তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই হেতু হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনটি সপ্তকের উল্লেখ আছে। যথা, উদারা, মুদারা, তারা। নাভি হইতে যে সপ্তসুর উচ্চারিত হয়, তাহাকে 'উদরা' (বেদান্তমতে 'অনুদাত্ত') কহে। খাদের সুরসমূহ।

উদারথি (ত্রি) উৎ-আ-ঋ-অথিন্। উর্দ্ধে আগমনকারী।

উদারধী (স্ত্রী) উদারা ধীঃ। ১ উৎকৃষ্টবুদ্ধি। (ত্রি) ২ উৎকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট। ৩ সরল, অকপট (রঘু ৩।৩০) (পুং) ৪ বিষ্ণু।

উদাবৎসর (পুং) বর্ষবিশেষ। এই বর্ষে রৌপ্যদানে মহাফল হয়। [ইদাবৎসর দেখ।]

উদাবর্ত্ত (পুং) উৎ-আ-বৃত-ঘঞ্। রোগবিশেষ, মলমূত্রবায়ুরোধক রোগ। বায়ু, মল, মূত্র, হাই, অশ্রু, কাসি বা হাঁচি, ঢেঁকুর, বমি ও শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণ দ্বারা বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই কারণ ইহাকে উদাবর্ত্ত কহে। (১)

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও শ্বাসের বেগ ধারণেও এই রোগ জন্মে। রূক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত-ভোজনে কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়াও এই রোগ হয়। (২)

সুশ্রুত বলেন, উদাবর্ত্ত রোগে তৃষ্ণার্ত্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষীণ, শূলার্ত্ত ও পুরীষ বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩)

বায়ুর বিপথগমন জন্য এই রোগ জন্মে বলিয়া সকল অবস্থায় বায়ুকে স্বাভাবিক পথে আনাই এই রোগ প্রতিকারের প্রধান উপায়।

বায়ু জন্য উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ ও স্বেদ দিয়া আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। মল রোধ জন্য হইলে আনাহ রোগের চিকিৎসার স্থায় চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ জন্য হইলে এলাইচ বা দুগ্ধ সহযোগে মদিরা পান করিবে। অথবা আমলকীর রস জল দিয়া ৩ দিন খাইবে। অশ্রুধারণ জন্য হইলে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অশ্রুমোক্ষণ করাইবে। উদ্গার রোধ জন্য হইলে টাবালেবুর রস দিয়া সুরাপান করিবে। বমন জন্য হইলে ক্ষার বা লবণসহযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। শুক্ররোধ জন্য হইলে স্ত্রী সহবাস আবশ্যক। অনিদ্রার জন্য হইলে দুগ্ধপান ও যাহাতে নিদ্রা হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত জন্মিলে এবং তৎপ্রযুক্ত হৃৎ ও বস্তিদেশে শূল, দেহের গৌরব, অরুচি, কষ্টে বায়ু মূত্র ও মল নিঃসরণ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিভ্রম প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ জন্য নানাপ্রকার বিকার ঘটে। সুশ্রুতের মতে এরূপস্থলে তৈল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং স্বেদ ও নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। মদন ফল, লাউবীজ, পিপুল, কণ্টিকারী. ইহাদের চূর্ণ নল দ্বারা মলাশয়ে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

উদাবসু (পুং) নিমিপৌত্র, জনকের পুত্র। এই জনক রাজর্ষি জনক হইতে ভিন্ন। (রামায়ণ)

উদাস (পুং) উৎ-অস-ঘঞ্। ১ বিরাগ, সংসারিককার্য্যে বিরক্ত, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। ২ উপেক্ষা, নিরুৎসাহ। ৩ উচ্চতা। ৪ উৎক্ষেপ। (ত্রি) ৫ উদাসীন। ৬ বিরক্ত।

উদাসী, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম্ম-

(১) "বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ব্যাহন্যমানৈরুদিতৈরুদাবর্ত্তো নিরুচ্যতে।" সুশ্রুত, উত্তর ৫৫।

(২) "ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্বাসনিদ্রানামুদাবর্ত্তো বিধারণাৎ। *।
বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রূক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি হি॥"

(৩) "তৃষ্ণার্দ্দিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরভিদ্রুতম্।
শকৃদ্বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ॥"

মতাবলম্বী, মঠে বাস করিয়া থাকে। অপরে রাঁধিয়া দিলে তবে ইহারা খায়। নানকের "গ্রন্থ" নামক ধর্ম্মগ্রন্থই ইহাদের উপাস্য। সকল জাতিকেই এই সম্প্রদায় ভুক্ত দেখা যায়।

উদাসীন (ত্রি) উৎ-আস শানচ্ ঈদাস ইতি ঈত্বম্। ১ বৈরাগী, সংসারত্যাগী। ২ মধ্যস্থ। ৩ স্বতন্ত্র, যে উপস্থিত বিষয়ে লিপ্ত না হইয়া পৃথক্ থাকে। ৪ সম্পর্করহিত। ৫ তটস্থ। ৬ যাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই। ৭ উপেক্ষক।

উদাস্থিত (পুং) উৎ-আ-স্থা-ক্ত। ১ অধ্যক্ষ। ২ দ্বারপাল। ৩ চর। ৪ নষ্টসন্ন্যাস। ৫ প্রব্রজ্যাবসিত। (উদাস্থিতঃ প্রতীহারে প্রব্রজ্যাবসিতে চরে। মেদিনী।)

উদাহরণ (ক্লী) উৎ-আ-হৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ দৃষ্টান্ত, কোন বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য অন্য বিষয়ের উল্লেখ।

"সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্।"

সাধ্যসাধর্ম্ম্য হইতে তাহার ধর্ম্মাদি প্রকাশক দৃষ্টান্তকে উদাহরণ কহে।

ন্যায় মতে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই দুই প্রকার উদাহরণ। সাধনবৎ অপ্রযুক্ত সাধ্যবত্তানুভাবক অবয়বকে অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা অন্বয়ী, এবং সাধ্যসাধন ব্যতিরেকে ব্যাপ্তিপ্রদর্শন দ্বারা যে দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায় তাহাকে ব্যতিরেকী। ২ নিদর্শন। ৩ উল্লেখ। ৪ বর্ণন। ৫ সন্দর্ভ। ৬ কথাপ্রসঙ্গ। ৭ নাট্যশাস্ত্রোক্ত গর্ভাঙ্কবিশেষ।

উদাহার (পুং) উৎ-আ-হৃ-ঘঞ্। উদাহরণ, যুক্তি ও ব্যাপ্তি দ্বারা দৃষ্টান্ত।

উদাহৃত (ত্রি) উৎ-আ-হৃ-ক্ত। ১ উল্লিখিত, যাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ২ দৃষ্টান্তরূপে কথিত। ৩ উচ্চারিত। ৪ বর্ণিত। ৫ উপন্যস্ত।

উদিত (ত্রি) উৎ-ইন-ক্ত। ১ উদ্গত। ২ উচিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন। ৫ উদয়প্রাপ্ত, প্রাদুর্ভূত। (বদ-ক্ত।) ৬ উক্ত। কথিত। উৎ-ইন্ ভাবে ক্ত। ৭ রাশির উদয়, লগ্ন।

উদিতি (স্ত্রী) উৎ-ই-ক্তিন্। উদয়।

উদিতোদিত (ত্রি) উদিতে কথিতে শাস্ত্রে অভ্যুদিতঃ। শাস্ত্রোক্ত।

উদীচী (স্ত্রী) উৎক্রান্তং দৃষ্টিপথং অঞ্চতি, উৎ-অঞ্চ-ঋত্বিগাদিনা ক্বিন্, উগিতশ্চেতি ঙীপ্। উত্তরদিক্।

উদীচীন (ত্রি) উদীচী-খ। উত্তরদিক্সম্বন্ধীয়, উদীচ্য। (উদগুদীচীনম্। হেম ২।৮২।)

উদীচ্য (ত্রি) উদীচী-ভবার্থে যৎ। ১ উত্তরদেশীয়। ২ উত্তর দিগ্‌দেশ কালভব। ৩ কর্ম্মসমাপ্তি। (পুং) ৪ সরস্বতী নদীর উত্তরপশ্চিমস্থ দেশ। (ক্লী) ৫ বালানামক গন্ধদ্রব্য।

উদীচ্যবৃত্তি (স্ত্রী) বৈতালীয় ছন্দোভেদ।

"ষড়্ বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমে স্যুর্নো নিরন্তরাঃ।
ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥
উদীচ্যবৃত্তির্দ্বিতীয়লঃ সক্তোঽগ্রেণ ভবেদযুগ্ময়োঃ।"

বৃত্তরত্নাকর।

উদীপ (ত্রি) উদ্গতা আপো যতঃ অচ্ সমা. ঈত্বম্। উদ্গতজল।

উদীরণ (ক্লী) উৎ-ঈর্-ল্যুট্। ১ উচ্চারণ। ২ কথন। ৩ উদ্দীপন। ৪ প্রেরণ। ৫ বিজৃম্ভন। ৬ উৎপত্তি। ৭ উল্লেখ, নির্দ্দেশ, বর্ণনা। ৮ উৎক্ষেপণ।

উদীরিত (ত্রি) উৎ-ঈর্-ক্ত। ১ কথিত। ২ উদ্রিক্ত। ৩ প্রেরিত।

উদীর্ণ (ত্রি) উৎ-ঋ-ক্ত। ১ উদিত। ২ উদ্রিক্ত। ৩ প্রবল, উৎকট। ৪ উদর। ৫ উদ্ধত। (পুং) ৬ বিষ্ণু।

উডুম্বর (পুং) উড়ুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর। (Ficus glomerata.) পর্য্যায়—জন্তুফল, তপসাঙ্গ, ক্রিমিফল, শীতবল্কল, যজ্ঞাঙ্গ, বিষবৃক্ষ, হেমপুষ্প, ক্ষীরবৃক্ষ, জন্তুবৃক্ষ, সদাফল, হেমদুগ্ধক, কালস্কন্দ, যজ্ঞযজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য।

পশ্চিমাঞ্চলে গুলর বা উম্বর কহে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, রূক্ষ, গুরু, মধুর, কষায় ও বর্ণকারী। ব্রণশোধক ও পূরক। প্রদর, পিত্ত, কফ ও রুধিরনাশক।

ইহার পক্ক ফলের গুণ—মধুর, শীতল, ক্রিমিকর; রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, পিত্ত, শ্রম, শোষ, অপস্মার ও উন্মাদ রোগনাশক।

কাঁচার গুণ—কষায়, অগ্নিদীপক, রুচ্য, মাংসবর্দ্ধক ও রক্তবিকারনাশক।

ছালের গুণ—শীতল, কষায়, গর্ভরক্ষক ও স্তনদুগ্ধকর। ব্রণ, ক্ষত, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগনাশক।

২ কুষ্ঠবিশেষ। ৩ দেহলী, গোবরাটের নীচের কাঠ। ৪ পণ্ডক। (ক্লী) ৫ তাম্র।

উডুম্বরস্তু দেহল্যাং বৃক্ষভেদে চ পণ্ডকে।
কুষ্ঠভেদেঽপি চ পুমান্ তাম্রে তু স্যান্নপুংসকম্॥ মেদিনী।

উডুম্বরদলা (স্ত্রী) উডুম্বরস্য দলমিব দলমস্যাঃ। দন্তীবৃক্ষ।

উডুম্বরপর্ণী (স্ত্রী) উডুম্বরস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। দন্তীবৃক্ষ।

উডুম্বরাবতী (স্ত্রী) হরিবংশোক্ত নদীবিশেষ।

উডুম্বল (পুং) উডুম্বর।

উদূখল (ক্লী) ১ উলূখল, উখলি. ধান্যাদি কাঁড়িবার জন্য পাত্রবিশেষ। এই পাত্রে তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষল প্রহার দ্বারা পরিষ্কার করে। ২ গুগ্গুল। (উদূখলং গুগ্গুলৌ স্যাদুলূখলেঽপি নদ্বয়োঃ। মেদিনী)।

উদূঢ় (ত্রি) উৎ-বহ-ক্ত। ১ উঢ়, বিবাহিত। ২ স্থূল। (উদূঢ়ঃ উঢ়ে স্থূলে। মেদিনী।) ৩ ধৃত, বাহিত। ৪ উন্নত।

উদেজয় (ত্রি) উৎ-এজ-ণিচ্-খশ্। ১ উদ্বেগকারক। ২ ভয়প্রদ। ৩ উৎকম্পজনক।

উদৌদন (পুং) জল দিয়া সিদ্ধ অন্ন।

উদ্গত (ত্রি) উৎ-গম-ক্ত। ১ উত্থিত। ২ উৎপন্ন। ৩ উদিত।

উদ্গতশৃঙ্গ (পুং) যে পশুর শিঙ্ উঠিয়াছে।

উদ্গতা (স্ত্রী) বিষমবৃত্তি ছন্দোভেদ।

"সজসাদিমে সলঘুকে চ নসজগুরুকেঽপ্যথোদ্গতা।
অঙ্ঘ্রি গতভনজলগাগযুতাঃ সজসা জগৌ চ চরণমেকতঃ পঠেৎ।"
বৃত্তরত্নাকর।

উদ্গতি (স্ত্রী) উৎ-গম-ক্তিন্। ১ ঊর্দ্ধগতি। ২ উদয়। ৩ উৎপত্তি।

উদ্গন্ধি (ত্রি) উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত।

উদ্গম (পুং)
উদ্গমন (ক্লী) } ১ উত্থান। ২ উৎপত্তি। ৩ উদয়।

উদ্গমনীয় (ক্লী) উৎ-গম-অনীয়র্। ১ ধৌতবস্ত্রদ্বয়, ধোয়া যোড়।

উদ্গাঢ় (ক্লী) উৎ-গাহ-ক্ত। অতিশয় অধিক। (ত্রি) অতিশয়যুক্ত।

উদ্গাতা [ঋ] (পুং) উৎ-গৈ-তৃচ্। ১ সামবেদগায়ক। ২ ঋত্বিগ্‌ভেদ।

উদ্গার (পুং) উৎ-গৃ-(উন্ন্যোর্গ্রঃ। পা ৩।৩।২৯। উৎ ও নি ইহার পর গৃ ধাতু থাকিলে ঘঞ্ হয়।) ইতি ঘঞ্। ১ বমন। ২ মুখ হইতে বায়ুনির্গম, ঢেঁকুর। ৩ নিঃসরণ। ৪ উচ্চারণ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ বড়িশ।

উদ্গারশোধন (পুং) উদ্গারং শোধয়তি শুধ-ণিচ্-ল্যু। কৃষ্ণজীরা।

উদ্গারী [ন্] (ত্রি) উৎ-গৃ-ণিনি। উদ্গারযুক্ত। ("যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণাম্।" মেঘদূত)

উদ্গিরণ (ক্লী) উৎ-গৃ-ল্যুট্ নিপা. ইত্বম্। ১ উদ্গার, ঢেঁকুর। ২ কণ্ঠস্বরভেদ।

উদ্গীত (ত্রি) উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈঃস্বরে গীত।

উদ্গীতি (স্ত্রী) উৎ-গৈ-ভাবে ক্তিন্। ১ উচ্চৈঃস্বরে গান। কর্ম্মণি ক্তিন্। ২ মাত্রাবৃত্ত ভেদ।

"আর্য্যাশকলদ্বিতয়ং ব্যত্যয়রচিতং ভবেদ্যস্যাঃ।
সোদ্গীতিঃ কিল গদিতা তদ্বদ্‌ব্যত্যংশভেদসংযুক্তা॥" বৃত্তরত্না।

উদ্গীথ (পুং) উৎ-গৈ-(গশ্চোদি। উণ্ ২।১০। উৎ উপপদে গৈ উত্তর থক্ হয়।) ইতি থক্। ১ সামগানাবয়বভেদ।

সামের পঞ্চ, কাহারও মতে সপ্ত অবয়ব; প্রস্তাব১, উদ্গীথ২, প্রতিহার৩, উপদ্রব৪, নিধন৫, হিঙ্কার ৬, প্রণব ৭। উদ্গাতা যে সাম গান করে, তাহাকে উদ্গীথ কহে। [সাম দেখ।] বর্ষাকালে উদ্গীথ গান করিতে হয়। উপনিষৎমতে, পশুর মধ্যে উদ্গীথ অশ্ব, পঞ্চপ্রাণের মধ্যে চক্ষু, সপ্তবিধ বাকের মধ্যে উদ্ভূত শব্দ।

ছান্দোগ্যের মতে "উদ্গীথই সাম, যে উদ্গীথ (ওঁ) গান করে, তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বয় না। 'উৎ' প্রাণ, কারণ এই প্রাণবায়ু দ্বারা লোকে উঠিয়া থাকে। 'গী' বাক্; 'থ' অন্ন, কারণ অন্নদ্বারা সকলের স্থিতি আছে। 'উৎ' স্বর্গ, 'গী' আকাশ, 'থ' পৃথিবী। 'উৎ' সূর্য্য, 'গী' বায়ু, 'থ' অগ্নি। 'উৎ' সামবেদ, 'গী' যজুর্ব্বেদ, 'থ' ঋগ্বেদ। লোকে উদ্গীথের ধ্যান করুক।" (১ প্র ৩ খঃ)

(উদ্গীথঃ সামবেদধ্বনিঃ প্রণবঃ। ইতি সুভূতিচন্দ্র।) ১ ভবপুত্র। (বিষ্ণুপু ২।১।৩৮।)

উদ্গীর্ণ (ত্রি) উৎ-গৃ-ক্ত। ১ বমিত। ২ উচ্চারিত। ৩ উদ্গত। ৪ অনুরঞ্জিত। ৫ অনুবিদ্ধ। ৬ নির্গত। ৭ প্রতিবিম্বিত।

উদ্গূর্ণ (ত্রি) উৎ-গূর্-ক্ত। ১ উত্তোলিত, উছান। ২ উদ্যত।

উদ্গ্রথিত (ত্রি) উৎ-গ্রন্থ-ক্ত। উপরিভাগে বদ্ধ, ঊর্দ্ধে গ্রথিত।

উদ্গ্রন্থ (ত্রি) ১ উন্মুক্ত। (পুং) উৎ-গ্রন্থ-ঘঞ্। উন্মোচন।

উদ্গ্রভণ (ক্লী) উৎ-গ্রহ-ল্যুট্ বেদে হস্য ভঃ। ১ গ্রহণ। ২ উপরে ধরিয়া দান। (কাত্যায়-শ্রৌ ১৫।৫।১১।)

উদ্গ্রাভ (পুং) উৎ-গ্রহ-ঘঞ্ বেদে হস্য ভঃ। ১ গ্রহণ। ২ তৎনির্ব্বন্ধ। ৩ দান। (বাজস্য মা প্রসব উদ্গ্রাভেনোগ্রভীৎ।" বাজসনেয় ১৩।৩।৮। উদ্গ্রাভেণ ঊর্দ্ধং বিগৃহ্য দীয়তে উদ্গ্রাভণম্ দানম্।' মহীধর।)

উদ্গ্রাহ (পুং) উৎ-গ্রহ-ঘঞ্। ১ দান। ২ বাদভেদ, বিদ্যাবিচার।

উদ্গ্রাহিণী (স্ত্রী) উৎ-গ্রহ-ণিনি ঙীপ্। পাশরজ্জু।

উদ্গ্রাহিত (ত্রি) উৎ-গ্রহ-ণিচ্-ক্ত। ১ উপরে নীত। ২ বদ্ধ। ৩ উদীর্ণ। ৪ অন্তঃকরণে অর্পিত। ৫ আক্রান্ত। ৬ উন্নমিত। ৭ গ্রাহিত। (উদ্গ্রাহিতমুদীর্ণে স্যাদ্‌বদ্ধগ্রাহিতয়োস্ত্রিষু। মেদিনী।)

উদ্ঘ (পুং) উৎ-হন-ড। ১ অগ্নি। ২ প্রশংসা। ৩ প্রশস্ত।

৪ দেহবায়ু। ৫ করপুট। (উদ্বঃ স্যাদ্দেহজানিলে, অগ্নৌ হস্তপুটে শস্তে। মেদিনী।) (উদ্বাদয়শ্চ নিয়তলিঙ্গা ন তু বিশেষ্যলিঙ্গঃ। সি. কৌ.)

উদ্বট্টক (পুং) উদ্বট্ট-কন্। তাল।

উদ্বট্টন (ক্লী) উৎ-ঘট্ট-ল্যুট্। ১ আঘাত, ধাক্কামারা। ২ উদ্ঘর্ষণ দ্বারা চালান। ৩ উন্মোচন।

উদ্ঘন (পুং) ঊর্দ্ধং স্থাপ্য হন্যতেঽত্র উৎ-হন-আধারে-অপ্ নিপা°। কাষ্ঠময় আধার, কর্ম্মকারেরা এই কাষ্ঠের উপর কাষ্ঠ রাখিয়া পরিষ্কার করে। (স উদ্ঘনো যত্র কাষ্ঠে কাষ্ঠং নিক্ষিপ্য তক্ষতে। হেম ৩। ৫৮৩।)

উদ্ঘর্ষণ (ক্লী) উৎ-ঘৃষ-ল্যুট্। উপরি ঘর্ষণ, ইষ্টকাদি কঠিন দ্রব্যের দ্বারা গাত্রাদি মার্জ্জন।

"সিরামুখবিবিক্তত্বং ত্বক্স্থস্যাগ্নেশ্চ তেজনম্।
উদ্ঘর্ষণোৎসাদনাভ্যাং জায়েয়াতামসংশয়ম্॥".
সুশ্রুত।

উদ্ঘস (ক্লী) উৎ-অদ-অপ্ ঘসাদেশঃ। ১ মাংস। ২ ভক্ষ্যবস্তু।

উদ্ঘাট (পুং) উৎ-ঘট-ঘঞ্। ১ উদ্ঘাটন। ২ পণ্যাদি দ্রব্য দেখাইবার খোলা জায়গা। ৩ রাজস্ব গ্রহণ স্থান। ৪ কুতঘাট।

উদ্ঘাটক (পুং, ক্লী) উৎ-ঘট-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র; ঘটী। ২ ঘুরণা। ৩ চাবি। (ত্রি) ১ উন্মোচনকারী। ২ প্রকাশক।

উদ্ঘাটন (ক্লী) উৎ-ঘট-ভাবে ল্যুট্। ১ উন্মোচন, খোলা। ২ উল্লেখ। ৩ প্রকাশকরণ। ৪ করণে ল্যুট্। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য রজ্জু সহিত চর্ম্মপাত্র। (ত্রি) যাহার দ্বারা খোলা যায়।

উদ্ঘাটিত (ত্রি) উৎ-ঘট-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রকাশিত, আবরণ রহিত, [illegible]।

উদ্ঘাত (পুং) উৎ-হন-ঘঞ্। ১ প্রতিঘাত, ঠোকর লাগা। ২ বাধা। ৩ আরম্ভ। ৪ পাদস্খলন। ৫ কুম্ভক। ৬ সূচনা, অধ্যায়। ৭ মুদ্গর। ৮ অরঘট্ট। উত্তুঙ্গ। ১০ নিদর্শন।

'উদ্ঘাতস্তু পুমান্ পাদস্খলনে সমুপক্রমে।
পবনাভ্যাসযোগায় কুম্ভকাদি ত্রয়েঽপি চ।
উত্তুঙ্গে মুদ্গরেঽপি।' মেদিনী।

উদ্ঘোষ (পুং) উৎ-ঘুষ-ঘঞ্। উচ্চ শব্দকরণ।

উদ্দংশ (পুং) উৎ-দন্‌শ-অচ্। কেশকীট, উকুণ।

উদ্দণ্ড (ত্রি) ১ প্রচণ্ড। ২ উন্নতদণ্ডযুক্ত। (পুং) উন্নত দণ্ড।

উদ্দণ্ডপাল (পুং) ১ উন্নত দণ্ডাকার সর্পবিশেষ। ২ মৎস্য-বিশেষ।

(উদ্দণ্ডপালঃ পুংসি স্যাৎ সর্পমৎস্যপ্রভেদয়োঃ। মেদিনী।)

উদ্দন্তুর (ত্রি) অতিশয়েন দন্তুরঃ। ১ উত্তুঙ্গ। ২ করাল। উৎকটদন্ত। (মেদিনী)

উদ্দান (ক্লী) উৎ-দো-ভাবে ল্যুট্। ১ বন্ধন। ২ উদ্যান। ৩ চুল্লী। ৪ বড়বাগ্নি। ৫ মধ্য। ৬ লগ্ন।

(উদ্দানমুদ্যমে চুল্ল্যাং বেলগ্নৌ মধ্যলগ্নয়োঃ। বিশ্ব।)

উদ্দান্ত (ত্রি) উৎ-দম-ক্ত। অতিদমিত, শান্ত।

উদ্দাম (ত্রি) উদ্গতং দাম্নঃ। ১ উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনরহিত। ২ স্বতন্ত্র। ৩ উৎকট।

উদ্দামন্ (ত্রি) উৎ-দামন্ বন্ধনং। ১ উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধন-রহিত। ২ উৎকট। ৩ অতিশয়। ৪ যত্ন।

উদ্দাল (পুং) উৎ-দল-ণিচ্-অচ্। ১ বহুবার বৃক্ষ। ২ বনকোদ্রব (উদ্দালঃ কোদ্রবঃ কোরদূষকঃ। হেম ৪। ২৪৩।) ৩ কুড়। ৪ ধান্যবিশেষ।

উদ্দালক (পুং) ঋষিবিশেষ, তাহার পুত্রের নাম শ্বেত-কেতু। ইনি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। ২ বহুবারক বৃক্ষ।

উদ্দালকব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

উদ্দালকায়ণ (পুং) উদ্দালকস্য গোত্রাপত্যং ফক্। ঋষি-ভেদ, শ্বেতকেতু।

উদ্দিত (ত্রি) উৎ-দো-ক্ত। বদ্ধ।

উদ্দিষ্ট (ত্রি) উৎ-দিশ-ক্ত। ১ উপদিষ্ট। ২ অভিপ্রেত। ৩ যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ৪ যাহার লক্ষ্য করা হইয়াছে। (ক্লী) উপায়ভেদ।

"উদ্দিষ্টং দ্বিগুণানাদ্যাদুপর্য্যঙ্কান্ সমালিখেৎ।
লঘুস্থা যে তু তত্রাঙ্কাস্তৈ সৈকৈর্ম্মিশ্রিতৈর্ভবেৎ।" বৃত্তরত্ন।

উদ্দীপক (ত্রি) উৎ-দীপ-ণিচ্-ণ্বুল। ১ উদ্ভাবক, প্রকা-শক। ২ উত্তেজক।

উদ্দীপন (ক্লী) উৎ-দীপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ প্রকাশ। ২ উত্তেজন। ৩ বর্দ্ধিতকরণ। ৪ কামক্রোধাদিকে প্রবল করা। ৫ উসকে দেওয়া। ৬ অলঙ্কারোক্ত বিভাববিশেষ।

"রত্যাদ্যুদ্বোধকালোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।
আলম্বনোদ্দীপনাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥
আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা।" সাহিত্যদর্পণ।

উদ্দীপ্ত (ত্রি) উৎ-দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশান্বিত। ৩ প্রজ্ব-লিত। ৪ বর্দ্ধিত।

উদ্দীপ্র (পুং) উৎ-দীপ-রন্। গুগ্গুলু। (ত্রি) উদ্দীপ্ত।

উদ্দৃপ্ত (ত্রি) উৎ-দৃপ-ক্ত। উদ্ধত, গর্ব্বান্বিত।

উদ্দেশ (পুং) উৎ-দিশ-ঘঞ্। ১ অনুসন্ধান। ২ লক্ষ্য। ৩ অভিলাষ। ৪ উপদেশ। ৫ বার্ত্তা, সংবাদ। ৬ উল্লেখ। ৭ নামকথন। ৮ আধারে ঘঞ্। উপদেশদেশ, প্রদেশ। ("উদ্দেশমনতিক্রম্য যথোদ্দেশম্। উদ্দেশ উপদেশদেশঃ। অধিকরণসাধনশ্চায়ম্। যত্র দেশে উপদিশ্যতে তদ্দেশঃ।" নাগেশ।) ৯ সংক্ষেপ। ১০ তন্ত্রাধিকরণভেদ। ১১ উৎকৃষ্ট দেশ।

উদ্দেশক (পুং) উৎ-দিশ-ণ্বুল্। ১ উপদেশক। ২ উদাহরণ বাক্য। ৩ প্রচ্ছক। ("উদ্দেশকালাপবদিষ্টরাশিঃ।" লীলাবতী।)

উদ্দেশ্য (ত্রি) উৎ-দিশ-ণ্যৎ। ১ লক্ষ্য, উদ্দেশ করিবার যোগ্য। ২ অভিপ্রেত। ৩ অনুবাদ্য। (ক্লী) তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়।

উদ্দেশ্যাসিদ্ধি (স্ত্রী) ৬তৎ। অনুমিত দোষভেদ। অভিপ্রেতসিদ্ধি।

উদ্দেহিক (পুং) ১ দেশবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ কীটবিশেষ।

উদ্দ্যোত, উদ্যোত (পুং) উৎ-দ্যুত-ঘঞ্-বা দলোপঃ। ১ প্রকাশ।

উদ্দ্যোতকরাচার্য্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি 'ন্যায়বার্ত্তিক' ও 'ন্যায়ত্রিসূত্রিবার্ত্তিক' নামে দুইখানি ন্যায়সূত্রের বার্ত্তিক লিখিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিকের টীকা লিখিয়াছেন।

উদ্দ্রাব (পুং) উৎ-দ্রু-ঘঞ্। ১ প্রস্থান, দ্রুতপদে পলায়ন। ২ উৎকৃষ্ট গতিযুক্ত। (উপক্রমঃ সমুৎপ্রেভ্যোদ্দ্রাবঃ। হেম ৩। ৪৬৭।)

উদ্ধত (পুং) উৎ-হন্-ক্ত। রাজমল্ল। (ত্রি) ১ অবিনীত, দুরন্ত। ২ উত্থিত। ৩ উৎক্ষিপ্ত। ৪ আহত। ৫ চালিত। ৬ নিবিড়, ঘোর। ৭ উৎকট।

উদ্ধতমন (ক্লী) অভিমান, গর্ব্ব।

উদ্ধতি (স্ত্রী) উৎ-হন গতৌ-ক্তিন্। ১ উদ্গতি। ২ উন্নতি। হন আঘাতে ক্তিন্। ৩ উৎপতন, ঠোকর লাগা। ৪ ঔদ্ধত্য। ৫ ধৃষ্টতা। ৬ গর্ব্ব।

উদ্ধম (ত্রি) উৎ-ধ্মা-শ ধমাদেশঃ। কৃতশব্দ।

উদ্ধয় (ত্রি) উৎ-ধেট-শ। যে উঠাইয়া পান করে। ("মধূনামুদ্ধয়ৈর্ভৃশম্।" ভট্টি।)

উদ্ধরণ (ক্লী) উৎ-হৃ-ল্যুট্। ১ উদ্ধার, মুক্তি। ২ ঋণশোধ। ৩ উন্মূলন। ৪ উত্তোলন, উত্থাপন। ৫ বমন। ৬ নিরাকরণ। ৭ ব্যসনাদি হইতে বিমোচন। (রঘু ২।২৫।) (উদ্ধরণমুন্নয়ে, ভুক্তোজ্ঝিতোন্মূলনয়োঃ। হেম° অনে ৪।১৫।) ৮ পরিবেষণ। ৯ উৎপাদন।

উদ্ধর্ত্তা [র্ত্তৃ] (ত্রি) উৎ-হৃ-তৃচ্। ১ উদ্ধারকারক। ২ উন্মূলন। ৩ তারণকারক।

"বিরোতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুরবীতকে।" যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭১।

উদ্ধর্ষ (পুং) উদ্গতো হর্ষো যস্মিন্। উৎসব। (রথোৎসবে মহঃ ক্ষণোদ্ধবোদ্ধর্ষাঃ। হেম ৬। ১৪৪।) ২ হর্ষ। ৩ উৎকৃষ্ট। (ত্রি) জাতহর্ষ।

উদ্ধর্ষণ (ক্লী) উৎ-হৃষ্-ল্যুট্। রোমাঞ্চ, রোমহর্ষণ। (রোমোদ্গম উদ্ধর্ষণমুল্লসনমিত্যপি। হেম ২। ২২০) ২ প্রোৎসাহন। ৩ হর্ষযুক্ত করণ।

উদ্ধর্ষী [ন্] (ত্রি) উৎ-হৃষ-ণিচ্-ণিনি। উদ্ধর্ষকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বসন্ততিলক নামক বর্ণবৃত্তভেদ।

"উক্তা বসন্ততিলকা তভজা জগৌগঃ।
সিংহোন্নতেয়মুদিতা মুনিকশ্যপেন।
উদ্ধর্ষিণোয়মুদিতা মুনিসৈতবেন॥" বৃত্তরত্নাকর।

উদ্ধব (পুং) উৎ-ধূঙ্-অচ্। ১ যজ্ঞাগ্নি। ২উৎসব। ৩ কৃষ্ণমাতুল। যাদববিশেষ (উদ্ধবঃ কেশবমাতুলে, উৎসবে ক্রতুবহ্নৌ। হেম. অনে. ৩। ৬৯৫।) ইনি সত্যকের পুত্র। বৃহস্পতির শিষ্য। ইহাঁর আর একটি নাম দেবশ্রবাঃ। ইনি অন্তিমদশায় বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর নিকট জ্ঞানোপদেশ বর্ণনা করেন। (ভাগবত ১১ স্কন্দ।)

উদ্ধস্ত (ত্রি) উৎক্ষিপ্তৌ হস্তৌ যেন, প্রাদিবহু। উৎক্ষিপ্তহস্ত, উর্দ্ধবাহু।

উদ্ধান (ক্লী) উদ্ধীয়তেঽস্মিন্নগ্নিঃ উৎ-ধা-ল্যুট্। ১ চুল্লী, উনান। (ত্রি) কর্ম্মণি ল্যুট্। ২ উদ্গত। (উদ্ধানমুদ্গতে বাচ্যলিঙ্গং চুল্ল্যাং নপুংসকম্। মেদিনী।) ৩ বমিত।

উদ্ধান্ত (পুং) উৎ-ধন-ণিচ্-ক্ত। মদশূন্য হস্তী।

উদ্ধার (পুং) উদ্ধ্রিয়তে উৎ-হৃ-ভাবে-ঘঞ্। ১ মুক্তি, পরিত্রাণ। ২ ঋণশোধ। ৩ পতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ। ৪ নষ্ট বস্তুর পুনরধিকার। কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ অংশভেদ। মনু উদ্ধারের (অংশের) এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন—

"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্।
ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাৎ তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ॥
জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্।
যেঽন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমং ধনম্॥
সর্ব্বেষাং ধনজাতানামাদদীতাগ্র্যমগ্রজঃ।

যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরম্‌ ॥
উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্ম্মসু ।
যৎকিঞ্চিদেব দেয়ন্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনম্‌ ॥
এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্‌ প্রকল্পয়েৎ ।
উদ্ধারেঽনুদ্ধৃতে ত্বেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা ॥
একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ ।
ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠবৃষাস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ ॥
৯ 'অ ১১২-১২৩ শ্লো।'

পৈত্রিক ধন বিভাগকালে বিংশ ভাগ জ্যেষ্ঠের, চত্বারিংশদ্‌ ভাগ মধ্যমের এবং অশীতি অংশ কনিষ্ঠের প্রাপ্য। অবশিষ্টাংশ সকলের সমভাগে প্রাপ্য। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যগত অপর সকল ভ্রাতা চত্বারিংশদ্‌ ভাগের অধিকারী। জ্যেষ্ঠ যদি গুণবান্‌ হন, তবে সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু সকল এবং ১০টী গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাভীটা তাঁহার প্রাপ্য। সকল ভ্রাতা সমান গুণসম্পন্ন হইলে জ্যেষ্ঠ দশম পদার্থ পাইতে পারেন না, তবে জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষার্থে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া উচিত, অবশিষ্ট সকল ধন ভ্রাতৃগণ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। পৈত্রিক ধন বিভাগকালে জ্যেষ্ঠের দ্বিগুণ, মধ্যমের দেড়গুণ, তদ্ভিন্ন সকলে এক এক অংশ পাইবে। (যদি প্রথম বিবাহিতা পত্নীতে কনিষ্ঠ সন্তান হয় আর পশ্চাৎ পরিণীতা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্মে, তবে প্রথম স্ত্রীগর্ভজাত সন্তান কনিষ্ঠ হইলেও এক শ্রেষ্ঠ বৃষ উদ্ধাররূপে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে অপর পত্নীগর্ভজ সন্তানগণ মাতার কনিষ্ঠত্বানুসারে অপকৃষ্ট বৃষ পাইবে। ইত্যাদি।

উদ্ধারণ (ক্লী) উৎ-ধৃ-ণিচ্‌-ল্যুট্‌। ১ উত্থাপন। উৎ-হৃ-ণিচ্‌-ল্যুট্‌। ২ উদ্ধার সাধন।

উদ্ধারণ দত্ত (পুং) চৈতন্যদেবের একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। ১৪০৩ শকে ত্রিবেণীতীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী। ইহাঁর গোত্র শাণ্ডিল্য। শ্রীপাদসমুদ্র নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে উদ্ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়—

"শ্রীকর-নন্দন দত্ত উদ্ধারণ
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস
শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত ॥
বিষয় বাণিজ্য সংসারিক কার্য্য
মল প্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে রাখিয়া আবাসে
হইলা বিবেকাচারী ॥
নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে
সদা ইতি উতি ধায়।
আশা ঝুলি লয়ে ভিখারী হইয়ে—
প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥"

উদ্ধি (পুং) উৎ-ধা-কি। ঊর্দ্ধে ধারণ।

উদ্ধুর (ত্রি) উৎ-ধুর্‌-ক, প্রাদি-বহু। ১ ভারশূন্য। ২ দৃঢ়। ৩ উচ্চ। (উচ্চমুন্নতমুদ্ধুরম্‌। হেম ৬।৬৪।)

উদ্ধুষণ (ক্লী) উৎ-ধুষ-ল্যুট্‌। রোমাঞ্চ। উদ্ধর্ষণ। (হেম ২।২২০)

উদ্ধূত (ত্রি) উৎ-ধূ-ক্ত। ১ উৎকম্পিত। ২ উৎপাটিত। ৩ নিরস্ত। ৪ উৎক্ষিপ্ত।

উদ্ধূনন (ক্লী) উৎ-ধূ-ণিচ্‌-নুক্‌ ভাবে ল্যুট্‌। ১ কম্পন। ২ উৎক্ষেপণ।

উদ্ধূপন (ক্লী) উৎ-ধূপ্‌-ভাবে ল্যুট্‌। ১ উর্দ্ধে সঞ্চালন। ২ ভাবরা দেওয়া। করণে ল্যুট্‌। ৩ ভাবরা দিবার দ্রব্য।

উদ্ধূলন (ক্লী) উৎ-ধূলি-ণিচ্‌, উদ্ধূল্যতে ততঃ ভাবে ল্যুট্‌। ১ চূর্ণকরণ, ধুলির মত মর্দ্দন। ২ মশালার গুঁড়া। (পাকশাস্ত্র)

উদ্ধূষণ (ক্লী) উৎ-ধূষ্‌-ল্যুট্‌। রোমাঞ্চ। (ত্রি) রোমাঞ্চিত।

উদ্ধৃত (ত্রি) উৎ-হৃ-ক্ত। ১ পৃথক্‌কৃত। ২ মোচিত। ৩ উচ্ছেদিত, উঠাইয়া দেওয়া। ৪ সমাজে গৃহীত। ৫ ভুক্তোজ্‌ঝিত, উদ্বৃত্ত।

উদ্ধৃতপাণি (ত্রি) উত্তরীয় হইতে বহিষ্কৃত হস্ত।

উদ্ধৃতি (স্ত্রী) উৎ-হৃ-ক্তিন্‌। ১ উৎক্ষেপণ। ২ উত্তোলন।

উদ্‌ধ্মান (ক্লী) উৎ-ধ্মা-ল্যুট্‌। চুল্লী, উনান।

উদ্ধ্য (পুং) উজ্‌ঝত্যুদমিতি ক্যপ্‌ (ভিদ্যোদ্ধ্যৌনদে। পা ৩।১।১১৫।) ইতি নিপাতনাৎ সাধু। নদ। (ভিদ্য উদ্ধ্যঃ সরস্বাংশ্চ। হেম ৪।১৫৭।) ২ (ক্লী) জলোৎক্ষেপণ।

উদ্বদ্ধ (ত্রি) উৎ-বন্ধ-ক্ত। ১ উর্দ্ধে বদ্ধ, টাঙ্গান। ২ বন্ধনভ্রষ্ট।

উদ্বন্ধক (পুং) বর্ণশঙ্কর জাতি বিশেষ। ধোপা।

উদ্বন্ধন (ক্লী) উৎ-বন্ধ-ভাবে ল্যুট্‌। ১ গলায় দড়ি দিয়া উর্দ্ধে বন্ধন। ২ মরিবার ইচ্ছায় গলায় দড়ি দেওয়া। ৩ বন্ধনচ্যুতি। (ত্রি) বন্ধনভ্রষ্ট।

উদ্বাহু (ত্রি) উর্দ্ধবাহু, যে উর্দ্ধে হাত তুলিয়াছে।

উদ্বিল (ত্রি) উদ্ভিন্ন। (উদ্বিলৈঃ উদ্ভিন্নবিলৈঃ। ইতি রামায়ণতিলকে রামানুজ ২।৩৩।১৯।) বিল হইতে উদ্‌গত।

উদ্বুদ্ধ (ত্রি) উৎ-বুধ-ক্ত। ১ প্রস্ফুটিত, বিকসিত। ২ উদ্দীপিত। ৩ প্রবুদ্ধ। ৪ উদিত। ৫ অনুস্মৃত, যাহা মনে পড়িয়াছে।

উদ্বোধ (পুং) উৎ-বুধ-ঘঞ্। ১ কিঞ্চিৎ জ্ঞান। ২ ন্যায়াদি-মতে পূর্ব্বজ সংস্কারের উদ্দীপন। ৩ অনুস্মরণ, বিস্মৃত বিষয়ের কোন কারণ প্রযুক্ত পুনরায় স্মরণ।

উদ্বোধক (ত্রি) উৎ-বুধ-ণিচ্-ণ্বুল। ১ প্রকাশক, জ্ঞাপক। ২ উদ্দীপক। ৩ যে উদ্বোধ জন্মায়। কোন ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের নিকট এক শ্মশ্রুল পুরুষকে দেখিয়াছিল। সে প্রদেশান্তরস্থিত স্বীয় গ্রামে অবস্থান করিতেছিল। পরে অন্য এক শ্মশ্রুল পুরুষকে দেখিয়া কাশীর বিশ্বেশ্বরকে তাহার মনে পড়িল। এখানে ঐ শ্মশ্রুল পুরুষ তাহার বিশ্বেশ্বর-স্মরণের প্রতি উদ্বোধক হইল। (পুং) সূর্য্য।

উদ্বোধন (ক্লী) উৎ-বুধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বোধোৎপাদন, জ্ঞাপন। ২ (ত্রি) জ্ঞাপক, জ্ঞানোৎপাদক।

উদ্ভট (ত্রি) উৎ-ভট-অপ্। ১ মহাশয়। ২ উদার। ৩ শ্রেষ্ঠ। (মহেচ্ছোদ্ভটোদারাঃ। হেম ৩।৩১।) (পুং) ৪ গ্রন্থবহির্ভূত। ৫ কচ্ছপ। ৬ পূর্ব্ব। (উদ্ভটঃ কচ্ছপে পূর্ব্বে। মেদিনী।)

উদ্ভব (পুং) উৎ-ভূ-ভাবে অপ্। ১ উৎপত্তি। (হেম ৬।৩।)

"স্থলজোদকশাকানি পুষ্পমূলফলানি চ।
মেধ্যবৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নেহাংশ্চ ফলসম্ভবান্॥"
মনু ৬। ১৩।

২ কর্ত্তরি অচ্ (ত্রি) উৎপত্তিমান্। ৩ সংসারাতীত। (পুং) বিষ্ণু।

উদ্ভাবন (ক্লী) উৎ-ভূ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ কল্পন। ২ উৎপাদন। ৩ চিন্তন। ৪ উৎপ্রেক্ষণ। ৫ অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ। (ত্রি) প্রকাশক। চিন্তাকারক।

উদ্ভাস (পুং) উৎ-ভাস্-ভাবে ঘঞ্। ১ উদ্দীপ্তি, প্রকাশ। ২ শোভা।

উদ্ভাসন (ক্লী) উৎ-ভাস্-ল্যুট্। ১ উদ্দীপন। ২ উজ্জ্বল-করণ। (ত্রি) প্রকাশক, দীপ্তিকারক।

উদ্ভাসিত (ত্রি) উৎ-ভাস-ক্ত। ১ দীপ্ত। ২ শোভিত।

উদ্ভিজ (ত্রি) উদ্ভিজ্জ।

উদ্ভিজ্জ (ত্রি) উদ্ভিনত্তি ক্বিপ্ উদ্ভিৎ তথা সন্ জায়তে জন-ড। যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরু গুল্মাদি।

উদ্ভিৎ [দ্] (ত্রি) উৎ-ভিদ-ক্বিপ্। ১ উদ্ভিজ্জ; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লী, তৃণাদি। উদ্ভিদ্যতে পশুফলমনেন। ২ যাগভেদ।

উদ্ভিদ্বিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা (স্ত্রী) (Botany)

যে শাস্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদ্বিষয়ক সকল তত্ত্ব জানা যায়, তাহাকে উদ্ভিদ্বিদ্যা কহে। ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটী শাখা। উদ্ভিদ্ সকলের রীতি ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করাই ইহার উদ্দেশ্য।

উদ্ভিদ্গণ সজীব ও বর্দ্ধিষ্ণু, তাহারা প্রাণিগণের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে আবার সময় হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদ্ভিদ্গণের মস্তিষ্ক নাই, তথাপি তাহাদের অনুভব শক্তি আছে। সূর্য্যাস্ত হইলে কোন কোন উদ্ভিদ্ পত্র মুদিত করিয়া নিদ্রিত হয়। তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে কি হইতেছে তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে। আমাদের দেহে রক্ত যেরূপ, তাহাদের রস সেইরূপ রক্তের ন্যায় কার্য্য করে। আমাদের যেমন জ্ঞাতিসম্পর্কীয় থাকে, উদ্ভিদ্গণেরও সেইরূপ খুড়াখুড়ি ভ্রাতা প্রভৃতি এবং অনেক মিত্র ও শত্রু আছে।

উদ্ভিদ্ প্রথমে বীজরূপে থাকে। ঐ বীজ ভূমিতে পড়িলেই অঙ্কুরিত হয়, এই সময় উত্তাপ, জল ও বায়ুর যথোচিত সাহায্য প্রয়োজন। তাপ, জল ও বায়ু না পাইলে বীজস্থ অঙ্কুর (অণ্ডস্থ ভ্রূণ) আর বাড়িতে পারে না।

অঙ্কুরোৎপত্তির প্রথমাবস্থায়—যখন উদ্ভিদ্ ভ্রূণ, স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে বীজান্তর্গত সঞ্চিত খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হইতে থাকে। উদ্ভিদ্ ভ্রূণের এক পার্শ্বে একপ্রকার কোমল পদার্থ বীজের অধিকাংশ অঙ্গ ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে শ্বেতসার বা ধাতুবিশেষ (Albumen) কহে। অঙ্কুরোৎপত্তির সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ঐ শ্বেতসার চিনির আকার ধারণ করে, এই চিনি জলে দ্রব হইলে বালোদ্ভিদ্ উহা সহজে চুষিয়া খায়। অঙ্কুরোৎপত্তিকালে উদ্ভিদ্গণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যাহারা তৎকালে কেবল এক বীজপত্র উৎপাদন করে, তাহাদিগকে একপর্ণিক (Monocotyledon), আর যাহাদের দুই বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে দ্বিপর্ণিক (Dicotyledon) বলা যায়।

একপর্ণিক উদ্ভিদ্ যতকাল জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার মেরুদণ্ডের অন্তিমভাগ না বাড়িয়া তন্মধ্যভাগ হইতে কতকগুলি পত্রাদি বাহির হইয়া বাড়িতে থাকে, কিন্তু দ্বিপর্ণিকের ঐ ভাগটি লম্বা হইয়া মাটিতে শাখা প্রশাখা ছাড়িতে থাকে। অধিকাংশ একপর্ণিকের ডাল নাই, কেবল মাথার দিকে কতকগুলি পত্র থাকে। তাল খর্জ্জূরাদি একপর্ণিক বা একপত্রোৎপত্তিক। আর আম, জামাদি দ্বিপর্ণিক বা দ্বিপত্রোৎপত্তিক।

এই পত্র সকলকে সাধারণতঃ তিন ভাগ করা যায়, ১ কিশলয়, ২ বৃন্ত, ৩ বৃন্তকোষ। বীজপত্রের বৃন্ত ও বৃন্ত-কোষ অধিক বাড়িলে মেরুদণ্ড বাহির হইয়া পড়ে। বীজের উপর অঙ্কুরোৎপাদক শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদের মূল বাড়ে।

বীজ হইতে প্রথমে যে ইন্দ্রিয় বাহির হয়, তাহাই মূল।

একপর্ণিকের অন্তিম ভাগ বিস্তৃত হইয়া যে মূল উৎপন্ন হয়, তাহাকে গৌণ এবং দ্বিপর্ণিকের ঐ ভাগ স্বয়ং লম্বা হওয়াতে যে মূল উৎপন্ন হয় তাহাকে মুখ্য কহে। মূল প্রধানতঃ দুই প্রকার, মিশ্র বা শাখান্বিত এবং তান্তবিক অর্থাৎ তন্তুবৎ বহু শাখাযুক্ত। মূল অধোগামী। মূলের অন্ত্যভাগের রসাকর্ষণ শক্তি আছে। প্রত্যেক মূলেরই অন্ত্যভাগ বর্দ্ধিষ্ণু ও রসাকর্ষী। মূল তিন প্রকার মৃন্মূল, জলীয়মূল ও বায়বমূল। যে মূল মাটিতে থাকে তাহাকে মৃণ্মূল, এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ই পৃথিবী মধ্যে অধিক। যে উদ্ভিদ্ কেবল জলে বাস ও অঙ্কুরোৎপত্তি করে তাহাদের মূল ভূমি ভেদ না করিয়া জলে ভাসে, এই মূলকে জলীয়মূল বলা যায়। যেমন পানা প্রভৃতি। কোন কোন উদ্ভিদ্ মাটিতে প্রবেশ বা জলে বাস করে না; তাহারা আলোক ও বায়ু পাইবার জন্য বল্কলে বা পর্ব্বতের বিবরে থাকে। তাহাদের মূল সবুজ ও অনেকটা কাণ্ডের মত। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার মূল আছে, তাহাকে পরভৃতমূল বলা যায়, কারণ তাহারা অন্য তরুর ত্বগ্ ভেদ করিয়া যেখানে পুষ্টিকর রস পায়, সেখানেই গিয়া থাকে। বট প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে ঈষৎ পীতবর্ণ মূল ঝুলিতে দেখা যায়,—ইহা সাধারণ মূল নয়। উদ্ভিদ্তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে অসাধারণ বা অনিয়ত মূল বলিয়া থাকেন।

কাণ্ডের প্রথম অবস্থায় তাহাকে মুকুল (Plumule) বলে। তাহার অন্ত্যভাগে একটী কলিকা থাকে, তাহাকে অন্ত্যকলিকা বা মাজ বলা যায়। ঐ কলিকার উপর কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহা হইতে বীজপত্র বা পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। কাণ্ড এই কয় প্রকার—১ ভূপৃষ্ঠশায়ী, ২ উর্দ্ধগ, ৩ লতানিয়া, ৪ লম্বমান ও ৫ আরোহী। [প্রত্যেক শব্দে তত্তৎবিবরণ দেখ।] মূলে পত্র, বল্কল বা অন্য উপকরণ থাকে না, কিন্তু কাণ্ডে ঐ সকল আছে। কাণ্ডের যে যে গাঁইট হইতে পাতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পর্ব্বসন্ধি (Node), সন্ধিদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভাগকে অন্তঃপর্ব্ব (Inter-node) কহে। কাণ্ডের এক অংশ মাটির ভিতর থাকে। মূলের কলিকা বিকাশের ক্ষমতা নাই। মৃণ্মধ্যস্থ কাণ্ড হইতে কোন গাছের তেউড় বাহির হয়। যেমন কলাগাছ। অনেকে ভ্রান্তিক্রমে মাটির মধ্যের কাণ্ডকে মূল বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ যাহাকে কদলীকাণ্ড বলা যায়, তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত পত্রবৃন্ত সমূহের কঠিন কাণ্ডাকার হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাকে মূলাকার কাণ্ড (Rhizoma) কহে। চক্ষুঃসংযুক্ত মৃণ্মধ্যস্থ কাণ্ডকে স্ফীতকাণ্ড (Tuber) বলে। যেমন বিলাতী আলু। কখন কখন কাণ্ডের পত্রগুলি সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়া এক বা ততোধিক কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে কন্দ (Balb) কহে, উহা অনেকটা মূলাকার কাণ্ডসদৃশ। যেমন মানকচু। কাণ্ড দুই প্রকার—দারুময় ও রসাল।

উদ্ভিদ্শরীরে গোলাকার বস্তু আছে, তাহাকে বুদ্বুদ্ (Shell) কহে। বুদ্বুদ্গুলি অতি পাতলা চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি, তন্মধ্যে কোন কঠিন বা দ্রব পদার্থ থাকে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের দেহগঠন একত্র দৃঢ়বদ্ধ বুদ্বুদ্ স্তর দ্বারা নির্ম্মিত। বাস্তবিক কোন জীবিত পদার্থের ধারণা করিতে হইলে প্রথমে বুদ্বুদ্গুলির চিন্তা করিতে হয়। কমলালেবুর শাঁস দেখিলে বুদ্বুদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বুদ্বুদের পরিমাণ এক বুরুলের চারিশত ভাগের এক হইতে দুই তিন বুরুল পর্য্যন্ত। কোন কোন উদ্ভিদের স্ক্রুপের ন্যায় খাঁজকাটা নালি (Spiral vessel) ঐরূপ আকারবিশিষ্ট ও সঞ্চিত পদার্থযুক্ত বুদ্বুদ্গুলির সংযোগ এবং গোল বুদ্বুদের সংযোগ দ্বারা (Anular vessel) মণ্ডলাকার নালি উৎপন্ন হয়। যে বুদ্বুদ্গুলি তন্মধ্যস্থ সঞ্চিত পদার্থ কঠিন হওয়াতে নালাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারই নাম কাষ্ঠ। কাষ্ঠের বহিঃস্থিত ব্যাবর্ত্তক স্তরকে ত্বগ্ এবং বুদ্বুদ্বিশিষ্ট মধ্য স্তম্ভকে মজ্জা কহে। একপর্ণিক উদ্ভিদ্ দারুময় কাণ্ডবিশিষ্ট হইলে নারিকেল গাছের ন্যায় এবং দ্বিপর্ণিক আমগাছের মত দেখায়।

মজ্জা ও বল্কলের অব্যবহিত নিম্নে অনুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে কাষ্ঠস্তর দৃষ্ট হয়। উহাই ত্বগ্ ও কাষ্ঠ বৃদ্ধির প্রধান স্থান। এখানে বুদ্বুদ্গুলি অতি সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট ও তদুপরিস্থ সঞ্চিত পদার্থ বিহীন। এই নূতন কাষ্ঠস্তরের নির্ম্মাতা বুদ্বুদ্গুলি কেবল লম্বা হইতে এবং পদার্থ সঞ্চয় দ্বারা পরিমাণে কঠিন ও জলদ্বারা অভেদ্য হইতে পারে। এই অন্তরস্থ কঠিন কাষ্ঠস্তরকে সার বা আন্তরিক কাষ্ঠ (Heart wood) কহে। উহা নানাবর্ণের হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরস্থ স্তরকে তন্তুৎপাদক প্রদেশ (Liber) বলে। কারণ কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে গাছের ঐ ভাগ লইয়া প্রাচীন কালের লোকেরা লেখাপড়া করিতেন। তন্তুৎপাদক প্রদেশের বাহিরে একটি আল্‌গা সবুজ ও প্রস্ফুট বুদ্বুদ্স্তর আছে, উহার নাম হরিৎস্তর। হরিৎস্তরের বাহিরে ছিপি-উৎপাদক স্তর (Cortical lair) সর্ব্ববহিঃস্থিত স্তরকে চর্ম্ম (Epidermis) কহে। শেষোক্ত স্তর অধিকাংশ বালকাণ্ডে দৃষ্ট হয়। নারিকেল বা তাহার ন্যায় গাছের যখন মাঝের পত্রগুলি বিকসিত হয়, তখন কাণ্ডের নববর্দ্ধিষ্ণু অংশের

অগ্রভাগের নিকটস্থ কতকগুলি বুদ্বুদ্ সঞ্চিত পদার্থ দ্বারা কঠিন হইয়া নালিরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরে ঐ নালিগুলি এক বুদ্বুদ্স্তর দ্বারা রক্ষিত হয়। ঐ নালি ও কঠিন বুদ্বুদ্ সকল একত্র স্তবকে স্তবকে যুক্ত হইয়া কাণ্ডে চোঁচ বা তন্ত উৎপাদন করে।

কোন কোন কাণ্ডের সমস্ত কলিকা এককালে ব্যক্ত হইয়া ডাল হয় না। অনেকগুলি লুপ্ত থাকে এবং যতদিন বর্দ্ধিষ্ণুগুলির অনিষ্ট না হয়, তাবৎ দেখা দেয় না। কতকগুলি পরিবর্ত্তিত কলিকা কঠিন ও সূচ্যগ্রবৎ হইলে কণ্টক উৎপত্তি হয়।

আতা ও অশ্বত্থ গাছে প্রত্যেক পর্ব্বসন্ধিতে এক একটি পত্র জন্মে, এই ক্রমকে একোত্তরক্রম কহে। আকন্দ, শিউলী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে প্রত্যেক পর্ব্বসন্ধিতে দুইটি পত্র জন্মে তাহাদিগকে প্রতীপস্থ বলা যায়।

কাণ্ড আদিম অবস্থায় কলিকায় থাকে। তন্মধ্যস্থিত ভাঁজবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রগুলি যথাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্য, বর্ণোৎকৃষ্ট ও সদ্গন্ধ দ্বারা প্রকৃতিকে মাতাইয়া তোলে।

এই পত্রগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যতই ইহাদের উৎপত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, ততই প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আমোদের সঞ্চার হয়, তখন ভাবি সেই বিশ্বপাতা জগদীশ্বর ভিন্ন কাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে! আমরা যেমন রক্ত শোধন করিবার জন্য শ্বাস গ্রহণ করি। তেমনি পত্রগুলি বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবগণের শ্বাসযন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা বায়ু গ্রহণ ও রেচন ব্যতীত অধিক পরিমাণে জলও নিঃসেক করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল পড়িয়া প্রথমে মাটিতে প্রবেশ করে, উদ্ভিদ্মূল তাহাই চুষিয়া লয়। প্রত্যেক বৃক্ষ সহস্র সহস্র পত্রবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক পত্র এক এক বিন্দু জল প্রদান করে। এইরূপে অসংখ্যবৃক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে জল নিক্ষিপ্ত হয়। এই জল যদি পত্রদ্বারা বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রদত্ত না হইত, তবে অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে বায়ুমণ্ডল শুষ্ক হইয়া নিতান্ত উষ্ণভাব ধারণ করিত।

পত্রদল অর্থাৎ অন্ত্যকিশলয়ের ভূমি, অগ্রবিন্দু ও দুই তল আছে। একতল আকাশের দিকে, অপর তল মাটির দিকে। দলের প্রান্তভাগকে ধার কহে। একটি বৃন্ত বা দণ্ড পত্রদলটিকে ধরিয়া থাকে। এই দণ্ড কাণ্ডের সহিত সংযোগস্থলে বিস্তৃত হইয়া বৃন্তকোষ উৎপাদন করে। সবৃন্তক পত্রে একটা বড় স্পষ্ট রেখা দলমধ্য দিয়া গমন করে। উহাকে মধ্যরেখা কহে। বৃন্তদণ্ড স্বয়ং দলমধ্যে বিস্তৃত না হইয়া প্রায় ঠিক প্রবেশকালে দুই বা অধিক শিরায় বিভক্ত হয়। ঐ রেখাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান এবং উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রসারিত অথবা দলমধ্যে কিঞ্চিৎ সরল বা বক্র হয়। প্রধান রেখা বা শিরাগুলি হইতে বহু শাখা পরে পরে উদ্গত হইয়া পত্রদলের সকল দিকে কেশাকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা ছড়াইয়া ফেলে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ দ্বারা একটি জাল প্রস্তুত হয়। যে সকল উদ্ভিদের পত্র এইরূপ জালবিশিষ্ট, তাহাদের দুই একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই দ্বিপর্ণিক, আর যাহারা ঐ জালবিহীন ও পত্রদল মধ্যে সমান্তর শিরাবিশিষ্ট তাহারা একপর্ণিক। জটিল শিরাযুক্ত পত্রকে জালাকৃতি (Reticulate) এবং অপরগুলিকে অজালাকৃতি (Non-reticulate) কহে। তন্মধ্যে অশ্বত্থ, কাঁঠাল প্রভৃতি জালাকৃতি এবং বাঁশ, আদা ও সর্ব্বজয়া অজালাকৃতি। বৃন্তদণ্ড স্বয়ং পত্রদল মধ্যে বিস্তৃত হয়, উহা দলকে দুইভাগে বিভক্ত এবং দক্ষিণে ও বামে ধার পর্য্যন্ত শাখা নির্গত করে। তাহার মধ্যরেখাটি পালকের মধ্যাংশের ন্যায় হয়, তাহাকে পক্ষাকার (Pinate) কহে। আবার বৃন্তদণ্ড পত্রদলমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বিদীর্ণ হইয়া দুই বা অধিক শিরা উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি ছত্রের শিকের ন্যায় প্রসারিতাকার, (Radiate) কতকগুলি করাকার (Palmate) আর কতকগুলি বক্রশিরাযুক্ত (Curve-nerved) আর কোন কোন দলের মধ্যরেখা সমান্তর শিরাযুক্ত (Parallel-veined)। পত্র দুই প্রকার সরল ও যৌগিক। যে পত্রে একের অধিক গ্রন্থি থাকে, তাহাকে যৌগিক কহে। অবৃন্তক পত্রের কর্ণাকার (Auriculate) আকৃতি লক্ষিত হয়। সবৃন্তক পত্রের ভূমি নানাপ্রকার, কোনটি হৃতনাকৃতি (Corvate) কখন তীক্ষ্ণ ও ছুঁচাল বা শুণ্ডাকৃতি, পল তোলা, দন্তুর, ক্রকচাকৃতি (Lorate) কিম্বা এক একটি বড় খিলানের অন্তর্গত ছোট ছোট খিলানাকারে খণ্ডিত (Crenate)। পত্রের পর্শুকা বা শিরাগুলির সহিত তৎছিন্নধারের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে জানা যায় না। ছেদগুলির পরিমাণ অধিক হইলে পত্রটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন দেখা যায় খণ্ডিত পত্রের আকার পর্শুকা বা শিরাগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। খণ্ড পত্রগুলির সংখ্যা যদি হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা অপেক্ষা ন্যুন হয় তখন দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যখন পত্রে দলটি এরূপ খণ্ডিত হয়, তাহাকে ব্যবচ্ছিন্ন (Dissected) পত্র কহে—যেমন ওলপাতা।

যৌগিক পত্রের পাতাগুলি সহজে বৃন্তদণ্ড হইতে পৃথক্

একপর্ণিকের অন্তিম ভাগ বিস্তৃত হইয়া যে মূল উৎপন্ন হয়, তাহাকে গৌণ এবং দ্বিপর্ণিকের ঐ ভাগ স্বয়ং লম্বা হওয়াতে যে মূল উৎপন্ন হয় তাহাকে মুখ্য কহে। মূল প্রধানতঃ দুই প্রকার, মিশ্র বা শাখান্বিত এবং তান্তবিক অর্থাৎ তন্তুবৎ বহু শাখাযুক্ত। মূল অধোগামী। মূলের অন্ত্যভাগের রসাকর্ষণ শক্তি আছে। প্রত্যেক মূলেরই অন্ত্যভাগ বর্দ্ধিষ্ণু ও রসাকর্ষী। মূল তিন প্রকার মৃন্মূল, জলীয়মূল ও বায়ব-মূল। যে মূল মাটিতে থাকে তাহাকে মৃন্মূল, এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ই পৃথিবী মধ্যে অধিক। যে উদ্ভিদ্ কেবল জলে বাস ও অঙ্কুরোৎপত্তি করে তাহাদের মূল ভূমি ভেদ না করিয়া জলে ভাসে, এই মূলকে জলীয়মূল বলা যায়। যেমন পানা প্রভৃতি। কোন কোন উদ্ভিদ্ মাটিতে প্রবেশ বা জলে বাস করে না; তাহারা আলোক ও বায়ু পাইবার জন্য বল্কলে বা পর্ব্বতের বিবরে থাকে। তাহাদের মূল সবুজ ও অনেকটা কাণ্ডের মত। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার মূল আছে, তাহাকে পরভৃতমূল বলা যায়, কারণ তাহারা অন্য তরুর ত্বগ্ ভেদ করিয়া যেখানে পুষ্টিকর রস পায়, সেখানেই গিয়া থাকে। বট প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে ঈষৎ পীতবর্ণ মূল ঝুলিতে দেখা যায়,—ইহা সাধারণ মূল নয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে অসাধারণ বা অনিয়ত মূল বলিয়া থাকেন।

কাণ্ডের প্রথম অবস্থায় তাহাকে মুকুল (Plumule) বলে। তাহার অন্ত্যভাগে একটী কলিকা থাকে, তাহাকে অন্ত্যকলিকা বা মাজ বলা যায়। ঐ কলিকার উপর কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহা হইতে বীজপত্র বা পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। কাণ্ড এই কয় প্রকার—১ ভূপৃষ্ঠশায়ী, ২ উর্দ্ধগ, ৩ লতানিয়া, ৪ লম্বমান ও ৫ আরোহী। [প্রত্যেক শব্দে তত্তৎবিবরণ দেখ।] মূলে পত্র, বল্কল বা অন্য উপকরণ থাকে না, কিন্তু কাণ্ডে ঐ সকল আছে। কাণ্ডের যে যে গাঁইট হইতে পাতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পর্ব্বসন্ধি (Node), সন্ধিদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভাগকে অন্তঃপর্ব্ব (Inter-node) কহে। কাণ্ডের এক অংশ মাটির ভিতর থাকে। মূলের কলিকা বিকাশের ক্ষমতা নাই। মৃন্মধ্যস্থ কাণ্ড হইতে কোন গাছের তেউড় বাহির হয়। যেমন কলাগাছ। অনেকে ভ্রান্তিক্রমে মাটির মধ্যের কাণ্ডকে মূল বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ যাহাকে কদলীকাণ্ড বলা যায়, তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত পত্রবৃন্ত সমূহের কঠিন কাণ্ডাকার হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাকে মূলাকার কাণ্ড (Rhizoma) কহে। চক্ষুঃসংযুক্ত মৃন্মধ্যস্থ কাণ্ডকে স্ফীতকাণ্ড (Tuber) বলে। যেমন বিলাতী আলু। কখন কখন কাণ্ডের পত্রগুলি সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়া এক বা ততোধিক কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে কন্দ (Balb) কহে, উহা অনেকটা মূলাকার কাণ্ডসদৃশ। যেমন মানকচু। কাণ্ড দুই প্রকার—দারুময় ও রসাল।

উদ্ভিদ্‌শরীরে গোলাকার বস্তু আছে, তাহাকে বুদ্বুদ্ (Shell) কহে। বুদ্বুদ্‌গুলি অতি পাতলা চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি, তন্মধ্যে কোন কঠিন বা দ্রব পদার্থ থাকে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের দেহগঠন একত্র দৃঢ়বদ্ধ বুদ্বুদ্ স্তর দ্বারা নির্ম্মিত। বাস্তবিক কোন জীবিত পদার্থের ধারণা করিতে হইলে প্রথমে বুদ্বুদ্‌গুলির চিন্তা করিতে হয়। কমলালেবুর শাঁস দেখিলে বুদ্বুদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বুদ্বুদের পরিমাণ এক বুরুলের চারিশত ভাগের এক হইতে দুই তিন বুরুল পর্য্যন্ত। কোন কোন উদ্ভিদের স্ক্রুপের ন্যায় খাঁজকাটা নালি (Spiral vessel) ঐরূপ আকারবিশিষ্ট ও সঞ্চিত পদার্থযুক্ত বুদ্বুদ্‌গুলির সংযোগ এবং গোল বুদ্বুদের সংযোগ দ্বারা (Anular vessel) মণ্ডলাকার নালি উৎপন্ন হয়। যে বুদ্বুদ্‌গুলি তন্মধ্যস্থ সঞ্চিত পদার্থ কঠিন হওয়াতে নালাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারই নাম কাষ্ঠ। কাষ্ঠের বহিঃস্থিত ব্যাবর্ত্তক স্তরকে ত্বগ্ এবং বুদ্বুদ্‌বিশিষ্ট মধ্য স্তম্ভকে মজ্জা কহে। একপর্ণিক উদ্ভিদ্ দারুময় কাণ্ডবিশিষ্ট হইলে নারিকেল গাছের ন্যায় এবং দ্বিপর্ণিক আমগাছের মত দেখায়।

মজ্জা ও বল্কলের অব্যবহিত নিম্নে অনুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে কাষ্ঠস্তর দৃষ্ট হয়। উহাই ত্বগ্ ও কাষ্ঠ বৃদ্ধির প্রধান স্থান। এখানে বুদ্বুদ্‌গুলি অতি সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট ও তদুপরিস্থ সঞ্চিত পদার্থ বিহীন। এই নূতন কাষ্ঠস্তরের নির্ম্মাতা বুদ্বুদ্‌গুলি কেবল লম্বা হইতে এবং পদার্থ সঞ্চয় দ্বারা পরিমাণে কঠিন ও জলদ্বারা অভেদ্য হইতে পারে। এই অন্তরস্থ কঠিন কাষ্ঠস্তরকে সার বা আন্তরিক কাষ্ঠ (Heart wood) কহে। উহা নানাবর্ণের হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরস্থ স্তরকে তন্তূৎপাদক প্রদেশ (Liber) বলে। কারণ কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে গাছের ঐ ভাগ লইয়া প্রাচীন কালের লোকেরা লেখাপড়া করিতেন। তন্তূৎপাদক প্রদেশের বাহিরে একটি আল্‌গা সবুজ ও প্রস্ফুট বুদ্বুদ্‌স্তর আছে, উহার নাম হরিৎস্তর। হরিৎস্তরের বাহিরে ছিপি-উৎপাদক স্তর (Cortical lair) সর্ব্ববহিঃস্থিত স্তরকে চর্ম্ম (Epidermis) কহে। শেষোক্ত স্তর অধিকাংশ বালকাণ্ডে দৃষ্ট হয়। নারিকেল বা তাহার ন্যায় গাছের যখন মাঝের পত্রগুলি বিকসিত হয়, তখন কাণ্ডের নববর্দ্ধিষ্ণু অংশের

অগ্রভাগের নিকটস্থ কতকগুলি বুদ্বুদ্ সঞ্চিত পদার্থ দ্বারা কঠিন হইয়া নালিরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরে ঐ নালিগুলি এক বুদ্বুদ্স্তর দ্বারা রক্ষিত হয়। ঐ নালি ও কঠিন বুদ্বুদ্ সকল একত্র স্তবকে স্তবকে যুক্ত হইয়া কাণ্ডে চোঁচ বা তন্তু উৎপাদন করে।

কোন কোন কাণ্ডের সমস্ত কলিকা এককালে ব্যক্ত হইয়া ডাল হয় না। অনেকগুলি লুপ্ত থাকে এবং যতদিন বর্দ্ধিষ্ণুগুলির অনিষ্ট না হয়, তাবৎ দেখা দেয় না। কতকগুলি পরিবর্ত্তিত কলিকা কঠিন ও সূচ্যগ্রবৎ হইলে কণ্টক উৎপত্তি হয়।

আতা ও অশ্বত্থ গাছে প্রত্যেক পর্ব্বসন্ধিতে এক একটি পত্র জন্মে, এই ক্রমকে একোত্তরক্রম কহে। আকন্দ, শিউলী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে প্রত্যেক পর্ব্বসন্ধিতে দুইটি পত্র জন্মে তাহাদিগকে প্রতীপস্থ বলা যায়।

কাণ্ড আদিম অবস্থায় কলিকায় থাকে। তন্মধ্যস্থিত ভাঁজবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রগুলি যথাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্য, বর্ণোৎকৃষ্ট ও সদ্‌গন্ধ দ্বারা প্রকৃতিকে মাতাইয়া তোলে।

এই পত্রগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যতই ইহাদের উৎপত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, ততই প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আমোদের সঞ্চার হয়, তখন ভাবি সেই বিশ্বপাতা জগদীশ্বর ভিন্ন কাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে! আমরা যেমন রক্ত শোধন করিবার জন্য শ্বাস গ্রহণ করি। তেমনি পত্রগুলি বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবগণের শ্বাসযন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা বায়ু গ্রহণ ও রেচন ব্যতীত অধিক পরিমাণে জলও নিঃসেক করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল পড়িয়া প্রথমে মাটিতে প্রবেশ করে, উদ্ভিদ্‌মূল তাহাই চুষিয়া লয়। প্রত্যেক বৃক্ষ সহস্র সহস্র পত্রবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক পত্র এক এক বিন্দু জল প্রদান করে। এইরূপে অসংখ্যবৃক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে জল নিক্ষিপ্ত হয়। এই জল যদি পত্রদ্বারা বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রদত্ত না হইত, তবে অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে বায়ুমণ্ডল শুষ্ক হইয়া নিতান্ত উষ্ণভাব ধারণ করিত।

পত্রদল অর্থাৎ অন্ত্যকিশলয়ের ভূমি, অগ্রবিন্দু ও দুই তল আছে। একতল আকাশের দিকে, অপর তল মাটির দিকে। দলের প্রান্তভাগকে ধার কহে। একটি বৃন্ত বা দণ্ড পত্রদলটিকে ধরিয়া থাকে। এই দণ্ড কাণ্ডের সহিত সংযোগস্থলে বিস্তৃত হইয়া বৃন্তকোষ উৎপাদন করে। সবৃন্তক পত্রে একটী বড় স্পষ্ট রেখা দলমধ্য দিয়া গমন করে। উহাকে মধ্যরেখা কহে। বৃন্তদণ্ড স্বয়ং দলমধ্যে বিস্তৃত না হইয়া প্রায় ঠিক প্রবেশকালে দুই বা অধিক শিরায় বিভক্ত হয়। ঐ রেখাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান এবং উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রসারিত অথবা দলমধ্যে কিঞ্চিৎ সরল বা বক্র হয়। প্রধান রেখা বা শিরাগুলি হইতে বহু শাখা পরে পরে উদ্গত হইয়া পত্রদলের সকল দিকে কেশাকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা ছড়াইয়া ফেলে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ দ্বারা একটি জাল প্রস্তুত হয়। যে সকল উদ্ভিদের পত্র এইরূপ জালবিশিষ্ট, তাহাদের দুই একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই দ্বিপর্ণিক, আর যাহারা ঐ জালবিহীন ও পত্রদল মধ্যে সমান্তর শিরাবিশিষ্ট তাহারা একপর্ণিক। জটিল শিরাযুক্ত পত্রকে জালাকৃতি (Reticulate) এবং অপরগুলিকে অজালাকৃতি (Non-reticulate) কহে। তন্মধ্যে অশ্বত্থ, কাঁঠাল প্রভৃতি জালাকৃতি এবং বাঁশ, আদা ও সর্ব্বজয়া অজালাকৃতি। বৃন্তদণ্ড স্বয়ং পত্রদল মধ্যে বিস্তৃত হয়, উহা দলকে দুইভাগে বিভক্ত এবং দক্ষিণে ও বামে ধার পর্য্যন্ত শাখা নির্গত করে। তাহার মধ্যরেখাটি পালকের মধ্যাংশের ন্যায় হয়, তাহাকে পক্ষাকার (Pinate) কহে। আবার বৃন্তদণ্ড পত্রদলমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বিদীর্ণ হইয়া দুই বা অধিক শিরা উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি ছত্রের শিকের ন্যায় প্রসারিতাকার, (Radiate) কতকগুলি করাকার (Palmate) আর কতকগুলি বক্রশিরাযুক্ত (Curve-nerved) আর কোন কোন দলের মধ্যরেখা সমান্তর শিরাযুক্ত (Parallel-veined)। পত্র দুই প্রকার সরল ও যৌগিক। যে পত্রে একের অধিক গ্রন্থি থাকে, তাহাকে যৌগিক কহে। অবৃন্তক পত্রের কর্ণাকার (Auriculate) আকৃতি লক্ষিত হয়। সবৃন্তক পত্রের ভূমি নানাপ্রকার, কোনটি হরতনাকৃতি (Corvate) কখন তীক্ষ্ণ ও ছুঁচাল বা শুণ্ডাকৃতি, পল তোলা, দন্তুর, ক্রকচাকৃতি (Lorate) কিম্বা এক একটি বড় খিলানের অন্তর্গত ছোট ছোট খিলানাকারে খণ্ডিত (Crenate)। পত্রের পর্শুকা বা শিরাগুলির সহিত তৎছিন্নধারের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে জানা যায় না। ছেদগুলির পরিমাণ অধিক হইলে পত্রটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন দেখা যায় খণ্ডিত পত্রের আকার পর্শুকা বা শিরাগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। খণ্ড পত্রগুলির সংখ্যা যদি হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন হয় তখন দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যখন পত্রে দলটি এরূপ খণ্ডিত হয়, তাহাকে ব্যবচ্ছিন্ন (Dissected) পত্র কহে—যেমন ওলপাতা।

যৌগিক পত্রের পাতাগুলি সহজে বৃন্তদণ্ড হইতে পৃথক্

হয়। কিন্তু সরল পত্রের দণ্ডগুলি শুকাইলেও বৃন্তদণ্ড হইতে সহজে খসিয়া পড়ে না।

পত্র, মুকুল ও পুষ্পবিশিষ্ট কাণ্ড শ্বাসগ্রহণ ও পুনরুৎপাদনের কার্য্য করে। পুষ্পগুলিই পুনরুৎপত্তির সাধন। পুষ্পকলিকা প্রধান প্রধান বিষয়ে পত্রকলিকা সদৃশ। যে পত্রের কক্ষে পুষ্পকলিকা উৎপন্ন হয় তাহাকে পুষ্পোৎপাদক পত্র (Bract) কহে। পুষ্পোৎপাদক পত্র প্রায়ই সবুজ ও অপর পত্রের মত, কখন কখন উহার বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহাকেই পুষ্প বলিয়া ভ্রম হয়। পত্রকলিকার কক্ষে অন্য পত্রকলিকা, আবার সেইস্থানে অপরাপর কলিকা পর্য্যায় ক্রমে বাহির হইতে পারে, কিন্তু পুষ্পকলিকা হইতে কেবল একটি পুষ্প কিম্বা পুষ্পস্তবকযুক্ত শিখা উৎপন্ন হয়। প্রস্ফুটিত পত্রকলিকার মেরুদণ্ডকে শাখা বলে। পুষ্পকলিকার উহাকে মুখ্যবৃন্ত (Pidancle) এবং উহার গৌণ প্রশাখাগুলিকে গৌণবৃন্ত (Pedicele) কহে। কলিকা ও পুষ্পগুলির যথাস্থানে যথাক্রমে সন্নিবেশের নাম পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence)। বৃক্ষাদির যে অংশ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই পুষ্প। পুষ্প চারি স্তবক ও পরিবর্ত্তিত পত্র দ্বারা নির্ম্মিত। সর্ব্ববহিঃস্থ দুই স্তবক অন্য স্তবকদ্বয়ের চারি পাশে রক্ষাবরণ রূপে থাকে। মধ্যস্থিত দুই স্তবক স্ত্রীপুং জাতিভেদক উদ্ভিদিন্দ্রিয়। উদ্ভিদ্ তত্ত্বজ্ঞেরা এই দুইটিকে প্রধান ইন্দ্রিয় বলেন। পুষ্পের উপরোক্ত চারি স্তবকের মধ্যে সর্ব্ববাহিরে যেটি থাকে তাহাকে বহিরাবরণ (Calyx) ও তৎপরেরটিকে অন্তরাবরণ (Corolla) কহে। অন্তরাবরণের নিকটে পুংস্তবক বা পুংকেশর (Stamen) এবং তাহার অন্তরে বৃন্তদণ্ডের অন্ত্যভাগে স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর (Pistil)। বহিরাবরণ কতকগুলি পরিবর্ত্তিত পত্র নির্ম্মিত, এই পত্রগুলিকে বহিশ্ছদ (Sepal) কহে। এইগুলি অন্তরাবরণের খণ্ড বা দলাপেক্ষা বড় ও অধিক সুরঞ্জিত হয়। অন্তরাবরণও কতকগুলি পত্র বা পত্রখণ্ডনির্ম্মিত। ঐ গুলিকে পুষ্পদল (পাবড়ি) (Petal) কহে। অন্তরাবরণ অপেক্ষা বহিরাবরণ অপেক্ষাকৃত মনোরম্য হইলেও ইহা স্থায়ী হয় না। পুংকেশর অন্তরাবরণের মধ্যে এবং প্রায় সর্ব্বদা পাবড়িগুলির সহিত একোত্তর ক্রমে সুতরাং বহিশ্ছদগুলির সম্মুখেই থাকে। পাবড়ি ও বহিশ্ছদের সহিত পত্রের যেরূপ সাদৃশ্য আছে, পুংকেশরের সহিত সেরূপ নাই। স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর পুষ্পের মেরুদণ্ডের অন্ত্যভাগে থাকে, উহার খণ্ড বা পত্রগুলিকে কিঞ্জল্ক (Carpel) কহে।

শিখায় বিন্যস্ত বৃন্তহীন পুষ্প সকলকে মঞ্জরী কহে। যখন মঞ্জরীর সমস্ত পুষ্প পুং বা স্ত্রীজাতি হয়, তখন তাহাকে একজাতীয় (Catkin) বলে, যেমন তুঁত মঞ্জরী। যদি উহা একটি বড় পুষ্পোদক পত্রের মধ্যে বেষ্টিত থাকে, তবে উহাকে ত্রিজাতীয় (Spadix) কহে—যেমন কচু ফুল। ত্রিজাতীয়ের নিম্নস্থিত পুষ্পগুলি স্ত্রীজাতি, মধ্যস্থলে পুং জাতি এবং উপরিস্থগুলি ক্লীব অর্থাৎ উৎপাদক গুণরহিত।

মুখ্যবৃন্তগুলির দৈর্ঘ্য অসমান হইলে শিখাযুক্ত রূপকে সামতলিক বলা যায় (Corymb) পুষ্পোপাদক পত্রের কক্ষস্থিত অনির্দ্দিষ্ট কলিকা হইতে পুষ্পোৎপন্ন না হইয়া কোন স্থলে গৌণ শিখাসকল সম্ভূত এবং ঐ শিখাগুলি হইতে জাত পুষ্পোপাদক পত্রের কক্ষা হইতে ফুল উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে শিখাযুক্ত মঞ্জরী ও সমতালিক রূপ সরল না হইয়া যৌগিক হইয়া থাকে। ফুলিকপি সমতালিক রূপের উদাহরণ।

কোন কোন স্থলে ছত্রাকার (Umbel), মস্তকাকার (Capitulum) ইত্যাদি অব্যক্ত শিখারূপ প্রকাশ পায়। একটি সাধারণ মস্তকোপরিস্থিত কতকগুলি পুষ্প একটি ফুলের ন্যায় দেখায়, উহাকে যৌগিক পুষ্প বলা যায়। উহার এক একটিকে পুষ্পক কহে। ছত্রাকার বা মস্তকাকার প্রভৃতি ব্যাবর্ত্তক পুষ্পোৎপাদক পত্রস্তবককে পত্রাচ্ছাদন (Involucre) কহে। যখন ফুলের কলি অনির্দ্দিষ্ট পত্রকলিকার মত বিস্তৃত হইয়া পাতার কক্ষায় পুষ্প প্রসব করে না এবং উহার বোঁটার অন্ত্যভাগে কেবল একটি ফুল থাকে, তখন তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস বলা যায়। কিন্তু যদি পার্শ্বিক কুসুম উৎপন্ন হয় এবং তাহার ভিতরের ফুলটি ফুটিবার পর তাহার নিম্নে আবার পার্শ্বিক কুসুম জন্মে, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ অন্ত্যভাগের বৃদ্ধি স্থগিত ও পার্শ্বভাগ বর্দ্ধিত হইলে, তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস সদৃশ বহু শিখান্বিত পুষ্পবিন্যাস কহা যায়। আকন্দ গাছের পুষ্পিত শিখা ঠিক পাতার কক্ষায় থাকে না, উহা দুইটি বৃন্তের মধ্যে থাকে, এরূপ পুষ্পবিন্যাসকে অকাক্ষিক কহে। প্রধানতঃ আদর্শপুষ্প পত্রের কক্ষা হইতে উঠে। ঐ পত্রটি পুষ্পোৎপাদক পত্র। যখন পুষ্পের বাহিরে একের অধিক পুষ্পোৎপাদক পত্র স্তবকাকারে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহাদের একটি অতিরিক্ত বহিরাবরণ বা উপাবরণ (Epicalyx) দেখা যায়। যেমন জবাফুলের পুষ্পোৎপাদক পত্রের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ দলের সম্মুখে দুইটি দুইটি করিয়া বহিশ্ছদ থাকে। আদর্শ পুষ্পের সর্ব্ব নিম্নে বহিরাবরণ তৎপরে অন্তরাবরণ, তৎপরে পুংকেশর এবং সর্ব্বোপরি গর্ভকেশর দেখা যায়। গর্ভকেশরের সহিত পুংকেশরের সম্বন্ধানুসারে পুষ্পসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ

করা যায়—১ম অবজাত (Hypogynous) অর্থাৎ আদর্শ রূপ বিশিষ্ট কহে। এরূপ পুংকেশর পুষ্পাধারের ঠিক উপরে ও গর্ভকেশরের নিম্নে থাকে। চাঁপাফুল ছিঁড়িয়া ফেলিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ২য়, পরিজাত (Perigynous) ইহার তিনটি বহিঃস্তবক যুক্ত হইয়া পুষ্পাধারে আসিবার পূর্ব্বে একটি নল জন্মায়। যেমন গোলাপ, তেঁতুল প্রভৃতি। ৩য়, উজ্জাত (Eypigynous) এরূপস্থলে উক্ত নলটি গর্ভকেশরকে বেষ্টন করে এবং পুংকেশর গর্ভকেশরের উপর উত্থিত বলিয়া বোধ হয়—যেমন পেয়ারা ও জামের ফুল। যখন কেশরগুলি যুক্তদলান্বিত অন্তরাবরণের উপরে থাকে তাহাকে দলোজ্জাত (Epipetalous) কহে। কেশরের স্থানানুসারে দ্বিপর্ণিক উদ্ভিদ্গণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম, অবজাত ও পুষ্পাবরণ বিযুক্ত হইলে সেই কেশরগুলিকে চতুর্ব্বিযুক্তস্তবকী (Thalamifloræ)। ২য়, বহিরাবরণ, অন্তরাবরণ ও কেশর একত্র যুক্ত হইয়া নলাকার এবং কেশর উজ্জাত বা পরিজাত হইলে তাহাকে ত্রিযুক্তবহিঃস্তবকী (Calicifloræ), ৩য় দলোজ্জাত কেশর গর্ভকেশরের উপর বা চারিপার্শ্বে থাকিলে ও অন্তরাবরণযুক্ত দল হইলে দ্বিযুক্তান্তঃস্তবকী (Corollifloræ) কহে।

ফুলের চারিটি স্তবক থাকিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ বলা যায়। অসম্পূর্ণ ফুলের প্রথমে বহিরাবরণ ও অন্তরাবরণ থাকে না, দ্বিতীয়তঃ অন্তরাবরণের অভাব এবং তৃতীয় একজাতি কেশরবিশিষ্ট অথবা উভয়কেশরের অভাব থাকে। কেবল পুংকেশর বিশিষ্ট ফুলকে কেশরী এবং কেবল গর্ভকেশরবিশিষ্টকে স্ত্রীকেশরী বলা যায়। যদি এক গাছের সমস্ত ফুল পুংকেশরী এবং ঐরূপ অপর একটি গাছের সমস্ত ফুল স্ত্রীকেশরী হয়, তবে সে গাছকে একলিঙ্গভাক্ (Diæcious) কহে। যেমন কাঁকুড় ও তুঁতগাছ।

বহিরাবরণের অংশ অর্থাৎ বহিশ্ছদগুলি প্রায়ই অবৃন্তক। যখন বহিশ্ছদগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, তখন বহিরাবরণকে বহুচ্ছদ (Poly-sepalous) এবং ঐগুলি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে যুক্ত হইয়া নলাকার হইলে যুক্তচ্ছদক (Gamo-sepalous) কহে। ঐ নলের মুখাগ্রে বিযুক্ত অংশগুলিকে অঙ্গ (Limb) বলে। পুষ্পবিকাসের পর বহিরাবরণ খসিয়া যায়। (যেমন পোস্তফুল ও বড় শেয়ালকাঁটা) অথবা যতদিন কিশলয় থাকে ততদিন বা তাহার কিছু পরেও বর্ত্তমান থাকে। অন্তরাবরণই পুষ্প রক্ষা করিবার অন্তঃস্তবক। উহার পত্রাকার ইন্দ্রিয়কে দল বা পাবড়ি কহে। অন্তরাবরণের পাবড়িগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইলে উহাকে যুক্তদলক (Gamo-petalous) এবং বিযুক্ত হইলে বহুদলক (Poly-petalous) কহে। অন্তরাবরণের নিয়ত রূপ পাঁচ প্রকার, ১ নলাকার (Tabulary), ২ সুড়ঙ্গাকার (Hypocrateriform), ৩ চক্রাকার (Rotate), ৪ ঘণ্টাকার (Campanulate), ৫ ধুস্তূরাকার (Iufundibuliform)। অন্তরাবরণের অনিয়তরূপ তিন প্রকার, যথা—১ ওষ্ঠাকার (Labiate), ২ ছদ্মাকার (Personate) ৩ জিহ্বাকার (Lingulate)। যদি অন্তরাবরণ বহিরাবরণ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তবে কোন স্থলে উহা সত্বর খসিয়া যায়। যেমন জাম ফুলের অন্তরাবরণ ফুটিবার পূর্ব্বেই পড়িয়া থাকে। ধুতুরা ফুলের পুংকেশরের কার্য্য শেষ হইলে অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ আড়ে আড়ে পৃথক্ হইয়া খসিয়া পড়ে। অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ এক বর্ণের হইলে তাহাকে সমবেশ (Perianth) বলা যায়। একপর্ণিক উদ্ভিদ্গণ প্রায়ই এইরূপ।

রক্ষক বা প্রধান ইন্দ্রিয়বিহীন পুষ্পকে লগ্ন বলা যায়। সমুদয় কেশরগুলিকে পুংস্তবক (Androcæum) এবং সমস্ত গর্ভকেশরকে স্ত্রীস্তবক (Gynæcium) কহে। কেশরগুলি পাবড়ি ও গর্ভকেশরের মধ্যে থাকিয়া দুই অংশ বিশিষ্ট হয়, প্রথম অংশ বৃন্তদণ্ডের মত একটি বোঁটা, উহাকে সূক্ষ্মবৃন্ত বা তন্তু (Filament) এবং অতি অল্প বিস্তৃত তাহারই অন্তভাগকে রেণুকোষ বা পরাগকোষ (Anther) বলে। যেমন বৃন্তদণ্ড অনেকস্থলে পত্রদল মধ্যে বিস্তৃত হয়, তেমনিই তন্তুও অনেকস্থলে পরাগকোষ মধ্যে বিস্তৃত থাকে। পত্রের মধ্যে পাঁজরার মত এই অংশকে যোজক (Connective) বলে। পরাগ নামে খ্যাত রেণুৎপাদক পরিবর্ত্তিত পুষ্প পত্রের নাম কেশর। রেণু পরাগকোষের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। যখন পরাগকোষের গর্ত্ত প্রস্তুত হয়, তখন মধ্যগত আল্গা বুদ্বুদগ্রন্থন পরিবর্ত্তিত হইয়া রেণু জন্মিয়া থাকে। পরাগ নামক রেণুৎপাদন করাই কেশরের কার্য্য। কারণ গর্ভকেশরের মধ্যগত বীজ বা অণ্ড পূর্ণ করিবার জন্য পরাগের প্রয়োজন। অতএব পরাগকোষ পরিপক্ক হইলে, তখন বিদীর্ণ হইয়া রেণু বাহির হয়। পরাগকোষের বিদীর্ণ হওয়াকে প্রস্ফোটন (Dehiscence) বলে। যখন কেশরগুলি সংখ্যায় চারি অর্থাৎ দুটি ছোট ও দুটি বড় হয়, তখন দ্বিদ্বন্দ্বক (Didynamous) এবং চারিটি লম্বা ও দুটি ছোট, তখন তাহাদিগকে ত্রিদ্বন্দ্বক (Tetradynamous) কহে। এ ছাড়া কেশরগুলি একত্র এক রাশি বা আঁটিতে যুক্ত থাকিলে একগুচ্ছ (Mon-adelphous) যেমন জবাফুল। এইরূপ অধিক আঁটি যুক্ত হইলে দ্বিগুচ্ছ (Dia-delphous), ত্রিগুচ্ছ

(Tri-adelphous), বহুগুচ্ছ (Poly-adelphous) ইত্যাদি—যেমন ভেরেণ্ডা ফুল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গর্ভকেশরের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডকে কিঞ্জল্ক কহে। এই কিঞ্জল্কের নিম্নদিকে একটি গর্ত্ত থাকে, তাহার নাম অণ্ডাধার বা ডিম্বকোষ অথবা বীজকোষ (Ovary), তন্মধ্যে নবডিম্ব (Ovule) বা আদিবীজ নিহিত থাকে। অণ্ডাধারের উপরে আশয়দণ্ড (Style) নামে খ্যাত একটি লম্বা সূক্ষ্ম নল থাকে। আশয়দণ্ডের শেষভাগে স্থিত চ্যাপ্টা গোলাকার অথবা দীর্ঘাকার একটি বস্তুকে আশয় (Stigma) কহে। কিঞ্জল্কগুলি কখন বিযুক্ত হয়। (যেমন চাঁপাফুল) অথবা কখন গর্ভকেশরের জায়গায় একটি মাত্রা কিঞ্জল্ক থাকে, তাহাকে নিভৃত বা বিবিক্ত (Solitary) বলা যায়—যেমন তেঁতুল ফুল।

কিঞ্জল্কের সমুদয় দৈর্ঘ্য দিয়া মধ্য পর্শুকার বিপরীত দিকে ভাজ করা ও সংলগ্ন ধারগুলি দ্বার গঠিত একটি কিছু কঠিন আল থাকে, উহাকে নাড়ী (Placenta) বলা যায়। উহাই নব কলিকার ন্যায় ছোট বুদ্বুদবিশিষ্ট উন্নত বস্তু সকলকে পুষ্ট ও প্রকাশিত করে। অণ্ডাধারের মধ্যে নাড়ীর উপরে ডিম্ব নামক বুদ্বুদবিশিষ্ট উন্নত বস্তুগুলি উৎপন্ন হয়, ঐ বুদ্বুদগুলি বড় হইলে সামান্যতঃ গোল এবং ক্রমে একটি বৃন্ত কর্ত্তৃক ধৃত হয়। এই বৃন্তের নাম কৌশিকবৃন্ত (Funiculus)। যে সময়ে তাহারা গোল ও বৃন্তযুক্ত হয়, সেই সময়ে তাহারা অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ দ্বারা বেষ্টিত হয়। ঐ আবরণদ্বয় অল্পাংশ ছাড়িয়া সর্ব্বাংশ ঢাকিয়া ফেলে। সেই অল্প স্থান কৌশিকবৃন্ত হইতে ডিম্বের বিপরীতে শেষভাগে নলস্বরূপ হয়। ঐ নল বা দ্বারকে কৌশিকনলী (Micopyle) কহে। ডিম্বের বৃদ্ধিকালে উহার মধ্যস্থ একটি বুদ্বুদ অত্যন্ত বড় এবং তাহার মধ্যগত পদার্থ বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উৎপন্ন করে। অভ্যন্তরের এই কঠিন বুদ্বুদবিশিষ্ট বস্তুকে ভ্রূণস্থলী কহে। ইহার মধ্যে পরাগরেণু নীত ও ডিম্বের সহিত সংলগ্ন হইলে উদ্ভিদ্‌ভ্রূণ (Embrsyo) উৎপন্ন হয়। পরাগরেণুর শক্তির দ্বারা ভ্রূণস্থলী মধ্যে ভ্রূণ ব্যক্ত হওয়াকে বীজোৎপাদন (Fertilization) কহে। ভ্রূণ প্রকাশিত হইলে ডিম্বগুলিকে বীজ (Fruit) এবং গর্ভকেশরকে ফল (Seed) বলে।

পরাগরেণু পরিপক্ক হওনের পরে পূর্ব্ববর্ণিত কোন এক রীত্যনুসারে পরাগকোষ বিদীর্ণ হওয়ায় ঐ রেণু বহির্গত হইতে পায়। এক পুষ্পস্থ পুংকেশর দ্বারা সেই পুষ্পস্থ স্ত্রীকেশরের প্রায়ই সংযোগ হয় না। যদি হয় তবে ভাল বীজ উৎপন্ন হয় না। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞেরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অধিকাংশ স্থানে এক পুষ্পস্থ পুংকেশর দ্বারা তাহারই গর্ভকেশর সসত্ত্বা হওয়া উদ্ভিদ্‌গণের অভিপ্রেত বা স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। এক পুষ্পের পরাগরেণু অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হইয়া তাহার গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন করে। অনেকেই বলিতে পারেন, এক পুষ্পের রেণু কি প্রকারে অপর পুষ্পে যাইতে পারে? বাস্তবিক পতঙ্গ ও বায়ু উভয়ে দূতীর কার্য্য করিয়া একটি পুংকেশরের পরাগরেণ অপর একটি গর্ভকেশরে লইয়া গিয়া রেণু ও গর্ভকেশরের মিলন কার্য্য সমাধা করে। যদি সেই পতঙ্গ প্রথমে স্ত্রীপুষ্পে বসিয়া পরে পুংপুষ্পে গমন করে, তবে কোন কার্য্যই হয় না। প্রথমে পুংপুষ্পে বসিয়া তাহার পরাগাচ্ছাদিত হইলে পরে স্ত্রীপুষ্পে গমন করিলে পতঙ্গ কর্ত্তৃক আনীত পরাগ আশয়ে সংলগ্ন হইয়া বীজোৎপাদন করে। অনেক স্ত্রীপুষ্প ফলবতী হয় না অর্থাৎ পাকিতে না পাকিতে বাল্যাবস্থায় পতিত হয়। ইহার কারণ এই তাহারা পুংপুষ্পের পরাগ প্রাপ্ত হয় না। এক এক উদ্ভিদ্‌ভক্ত এক এক পতঙ্গ আছে। উহা ফুলের কাছে আসিয়া বা তাহার উপর বসিয়া স্বীয় পুরস্কারস্বরূপ একবিন্দু মধু লইয়া যায়। এইরূপে প্রফুল্লচিত্তে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ পতঙ্গ পরাগরেণু স্থানান্তরিত করে। তাহাতেই বীজোৎপাদন হয়। পতঙ্গের পুনঃ পুনঃ সমাগম লাভের জন্য পুষ্প সকল সুরঞ্জিত ও সুগন্ধি হইয়া আপন মধু উপহার দিয়া পতঙ্গকে ভুলাইয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডারুইনের মতে পতঙ্গের জন্যই পুষ্পের বিবিধ বর্ণ হয়। বস্তুতঃ পুষ্প না পাইলে পতঙ্গগণ অন্য কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু পতঙ্গের সাহায্য না পাইলে উদ্ভিদ্‌গণ বীজোৎপাদন করিতে পারে না। স্থল বিশেষে সঙ্কর বা মিশ্রজাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় পতঙ্গ কর্ত্তৃক সম্পর্কীয় বা সমধর্ম্মি উদ্ভিদ্ রেণু না আসিয়া ভিন্ন জাতীয় পরাগরেণু উহার গর্ভকেশরে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহাতেই সঙ্কর গাছের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কর গাছ বীজের দ্বারা তদ্বংশ স্থায়ীকরণের চেষ্টা করে না, কারণ তাহার বীজ বন্ধ্যা। অথবা যদি বন্ধ্যা না হয়, তবে তদ্দ্বারা উদ্ভূত গাছ ক্রমশঃ আদি উদ্ভিদ্দ্বয়ের একটির আকার প্রাপ্ত হয়।

ফলের তিনটি আবরণ,—অন্তরাবর্ত্তক (Endocarp) বা আভ্যন্তরীণ স্তর, মধ্যাবর্ত্তক (Mesocarp) বা মধ্যস্তর ও বহিরাবর্ত্তক (Epidermis) ছাল। উদ্ভিদ্ বিচার মতে এই

তিন স্তরের আদ্য ও অন্ত্যটিকে কিঞ্জল্কপত্রের চর্ম্ম (Pericarp) ও মধ্যটিকে বুদ্বুদ্গ্রন্থন কহে।

ফলসকল শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় নাই, কারণ পৃথিবীতে নানা জাতীয় ফল আছে। এখনো কিছু লোকে সকল জানিতে পারে নাই বা তাহাদের তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এখন মোটামুটি ফলশ্রেণী পাঁচ প্রকার ধরিয়া লওয়া যায়—১ কঠিন ফল (Nut), ২ নীরস ফল (Capsule), ৩ শিম্ব (Pod), ৪ নিরস্থিক ফল (Berry), ৫ সাস্থিক ফল (Drupe)।

নাড়ীগুলি হইতে আল্গা বুদ্বুদ্ ব্যক্ত হইয়া শাঁস (Hesperidium) হয়।

অনেক স্থলে বীজ সুপক্ব হইলে উহার চতুর্দ্দিকে এক অতিরিক্ত বা তৃতীয় স্তর নিক্ষিপ্ত হয়। এই স্তরকে উপস্তর (Aril) বলে। যদি তাহা বীজের বোঁটা হইতে আরম্ভ হইয়া কৌশিকনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে তাহাকে উপস্তর (Arilus) এবং কৌশিকনলী হইতে বৃন্তের দিকে বিস্তৃত হইলে উপস্তরনল (Arilode) কহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে উদ্ভিদ্গণ ভোজন, পান ও শ্বাস গ্রহণ করে কি না? করে বৈকি। মূলই উদ্ভিদের প্রধান আকর্ষকেন্দ্রিয়, উহাই মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদ্গণের খাদ্যের অধিকাংশ তথা হইতে সংগ্রহ করে। মূল রস আকর্ষণ করিয়া কাণ্ড ও পত্রে প্রেরণ করে। উদ্ভিদ্ শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা দিবসে অম্লজান ও রাত্রিতে অঙ্গারাম্ল নির্গত করে। তবে একটু প্রভেদ আছে যে সূর্য্যালোকে হরিৎ উদ্ভিদ্সকল নিজ শক্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারাম্লের উপাদান পৃথক্ করিয়া অঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক অম্লজান বিমুক্ত করে। দিবসে যে অঙ্গারাম্ল নির্গত হয়, তাহা জানা যায় না। ইহাতে দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ্গণ বায়ুমণ্ডলকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখে, তাহাতে আমরা বিশেষ উপকার পাই। কারণ বায়ুতে অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল থাকিলে আমাদের জীবন সংশয় হইত। উদ্ভিদ্গণ শ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ অম্লজান রাখিয়া অঙ্গারাম্ল বাহির করে। রাত্রিতে এই কার্য্য হয় বলিয়া, শয়নাগারে অনেকগুলি উদ্ভিদ্ রাখিলে স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটে। এই নিমিত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে "রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" রাত্রিকালে দূর হইতে বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে। উদ্ভিদের মূল দ্বারা পীত রসকে আমরস এবং নিম্নগ রসকে পক্ব বা জীর্ণরস কহে। জীর্ণরসের দ্বারা উদ্ভিদ্ পুষ্ট হয়। অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গার ও জল ব্যতীত উদ্ভিদ্গণের যে যে বস্তু প্রয়োজন, তাহা মাটিতে থাকা আবশ্যক। যখন কোন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বিশেষ বস্তুগুলি ক্ষেত্রে না থাকে, তখন তাহার চাস করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে কোন ফল হয় না। সকল উদ্ভিদ্ মাটী হইতে এক পদার্থ গ্রহণ করে না। প্রত্যেক উদ্ভিদের স্ব স্ব উপযোগী মাটি আছে।

কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ কেবল রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হয় না। তাহারা কীটাদি জীবগণকে ধৃত ও হত করিয়া ভক্ষণ করে। বেহার অঞ্চলে মাঠের ও শৈলের ঢালু জায়গায় এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ দেখা যায়, তাহার পত্রগুলি ছোট, গোল, ঈষৎ লাল, সুন্দর ও লম্বিত বৃন্ত দ্বারা ধৃত। যখন ঐ পত্রোপরি কীটাদি বসে, এক ঘণ্টা বা অল্পকাল মধ্যে সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার পর তাহার কেশজাল কেন্দ্রাভিমুখে ভিতরদিকে বাঁকিয়া থাকে। আমেরিকা দেশের গাছও বড় চমৎকার, তাহাতে পোকা ধরিয়া খাইবার বড় সুন্দর কৌশল আছে। প্রতি পত্রের উপরিভাগ একটি গ্রন্থি দ্বারা পৃথক্কৃত এবং উহার ধার তীক্ষ্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত, তাহার তলার উপর কতকগুলি ছোট ছোট কাঁটা নানাদিকে ফিরিয়া থাকে এবং পোকা ধরিবার জন্য উহার মধ্যরেখা রক্তবর্ণ হয়। এই মনোহর পত্রোপরি কোন পোকা বসিবামাত্র পত্রটি মুদিত হইয়া উহাকে বধ করে। এ দেশের পুষ্করিণীতে যে ঝাঁঝি দেখা যায়, উহাও এক জাতীয় মাংসাশী বা পতঙ্গঘাতক উদ্ভিদ্। উপাস নামে এক প্রকার বিষ গাছ আছে, শুনা যায়, তাহারা নাকি পশুপক্ষী এমন কি মানবজাতিরও প্রাণ সংহার করিতে পারে। [উপাস দেখ।]

কোন উদ্ভিদের অনুভব শক্তি অধিক, যেমন লজ্জাবতীলতা, সোলা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি।

উদ্ভিদে যে নানাপ্রকার বর্ণ দেখা যায়, সূর্য্যই তাহার উৎপাদক। সূর্য্যাংশু তিন অংশ বিশিষ্ট-রক্ত, পীত ও নীল; ঐ তিন বর্ণ একত্র হইয়া রামধনুকের ন্যায় নানাপ্রকার বর্ণের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ্গণেরও রক্ত ও পীতের সমযোগে পিচ্ছিল বর্ণ, পীত ও নীল বর্ণের যোগে হরিদ্বর্ণ এবং নীল ও রক্তের যোগে বেগুণে রঙ্গ হয়। দুই এক জাতীয় উদ্ভিদ্ আলোকাভাবে বর্ণ বিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। প্রকৃতরূপে সূর্য্যই উদ্ভিদের বর্ণোৎপাদন করিয়া থাকেন।

জগতে নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ আছে, প্রত্যেকের নিকট হইতেই কোন না কোন বিষয়ে আমরা উপকার প্রাপ্ত হই। এস্থলে তাহার পরিচয় অনাবশ্যক।

এই ত গেল য়ুরোপীয় বর্ত্তমান উদ্ভিদ্বেত্তাগণের মত।

এখন দেখা যাউক, আমাদের এই ভারতভূমে উদ্ভিদ্বিদ্যার চর্চ্চা ছিল কি না? পূর্ব্বতন ঋষিগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কিরূপ জানিতেন।

প্রাচীনকাল হইতে মুনিগণ উদ্ভিদ্‌কে স্থাবরজীব বলিয়া জানিতেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে—

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।" ৬।৩।১।

সকল ভূতের মধ্যে তিন প্রকার বীজ আছে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।*

মহাভারতে লিখিত আছে, "কালপর্য্যয়ে যাহা পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তাহাকে উদ্ভিজ্জ ভূত বলা যায়।"

"ভিত্ত্বা তু পৃথিবীং যানি জায়ন্তে কালপর্য্যয়াৎ।
উদ্ভিজ্জানি চ তান্যাহু র্ভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ॥"

ভগবান্ মনু উদ্ভিদ্ জাতি—ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান ও বল্লী এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" মনু ১।৪৬-৪৯।

সমুদয় উদ্ভিদই স্থাবর (জীব)। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে ও কতকগুলি রোপিত কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। যাহারা বহুপুষ্পযুক্ত ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদের নাম ওষধি। (যেমন ধান যব প্রভৃতি)। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্পিত হউক বা ফলবান্ হউক উভয় প্রকারকে বৃক্ষ কহে। গুচ্ছ (মল্লিকাদি) ও গুল্ম (বংশাদি) নানাপ্রকার আছে। তৃণজাতিও বিবিধ। প্রতান (লাউ, কুমড়া প্রভৃতি) ও বল্লী (গুড়ূচ্যাদি) নানাবিধ। ইহারা বহুরূপ কর্ম্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহারা সুখ দুঃখও অনুভব করে।

শার্ঙ্গধর এইরূপে উদ্ভিদ্বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন—

"বনস্পতিদ্রুমলতাগুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ।
বীজাৎ কাণ্ডাত্তথা কন্দাৎ তজ্জন্ম ত্রিবিধং বিদুঃ॥
তৃণান্যোষধয়শ্চৈব পৃথক্ জাতিঃ প্রদিশ্যতে।
জন্মাদিভেদাত্তেষাং বৈ পার্থক্যমনুমীয়তে॥
* * * *
তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনাপুষ্পৈঃ ফলন্তি যে।
দ্রুমাশ্চান্যে নিগদিতাঃ পুষ্পৈঃ সহ ফলন্তি যে॥
প্রসরন্তি প্রতানৈর্যাস্তা লতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বহুস্তম্বাঃ বিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
জম্বুচম্পকপুন্নাগনাগকেশরচিঞ্চিনী।
কপিত্থবদরীবিল্বকুস্তকারীপ্রিয়ঙ্গবঃ॥
পনসাম্রমধূকাদ্যাঃ করমর্দ্দাশ্চ বীজজাঃ।
তাম্বূলী সিন্ধুবারাশ্চ তগরাদ্যাশ্চ কাণ্ডজাঃ॥
পাটলা দাড়িমী প্লক্ষকরবীরবটাদয়ঃ।
মল্লিকোডুম্বরৌ কুন্দো বীজকাণ্ডোদ্ভবা মতাঃ॥
কুঙ্কুমার্দ্রসো নালুকাদ্যাঃ কন্দসম্ভবাঃ।
এলাপদ্মোৎপলাদীনি বীজকন্দোদ্ভবানি হি॥"
বৃহৎশার্ঙ্গধরধৃত পাদপবিবক্ষাপ্রকরণ।

পাদপজাতি* চারি প্রকার—১ বনস্পতি, ২ দ্রুম, ৩ লতা, ৪ গুল্ম। কতক বীজ হইতে, কতক কাণ্ড হইতে, কতক বা কন্দ হইতে জন্ম লইয়া থাকে। তৃণ ও ওষধি নামক তৃণান্তর সকল পৃথক্ জাতি বলিয়া দর্শিত হইয়াছে। কেননা, পাদপজাতির সহিত উহাদের জন্ম মরণাদির সাম্য নাই। যাহাদের পুষ্প হয় না, অথচ ফল হয়, তাহারা বনস্পতি। যাহাদের পুষ্প ও ফল উভয় হয়, তাহারা দ্রুম। যাহারা প্রসারিত বা প্রতানিত হয়, তাহারা লতা। যাহারা স্তম্বযুক্ত অর্থাৎ যাহাদের বড় বড় ডাল হয় না, তাহারা গুল্ম। জাম, চাঁপা, পুন্নাগ, নাগকেশর, চিঞ্চা, কপিত্থ, কুল, বেল, কুলথ, প্রিয়ঙ্গু, আম, মধূক ও করমচা প্রভৃতি বীজজ। পান, সিন্ধুবার ও তগর প্রভৃতি কাণ্ডজ। পাটলা, দাড়িম, পাকুড়, করবীর ও বট প্রভৃতি এবং মল্লিকা, যজ্ঞডুম্বুর ও কুঁদ প্রভৃতি উভয়জ অর্থাৎ ইহারা বীজ হইতে ও কাণ্ড হইতে জন্মে। কুঙ্কুম, আদা, লশুন ও আলু প্রভৃতি কতকগুলি কন্দজ। এলাইচ, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি বীজ ও কন্দ উভয় হইতেই জন্মে।

যাত্যনুসারে পদ্মাগকোষ... তে "বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ হইতে পায়। এক পুষ্পজানি। ৫।৩।" [অথর্ব্ববেদ ৭।১২।১ দেখ।] স্ত্রীকেশরের প্রায়ই সংযোগ

* "কুরুণ্ট্যাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্ধজাসল্লকীমুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহাঃ সম্মূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকায়স্য ষড়েতা মূলজাতয়ঃ॥" হেম ৪।২৬৬-২৬৭।

অঙ্কুর—"অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি। তথাহি লোকে ক্ষিতিজলপবনসমবধানজন্মাপ্যঙ্কুরঃ ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যুচ্যতে।" বাচস্পতিমিশ্র।

কৃষিশাস্ত্রের মতে, উদ্ভিদকে এই কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা ১ অগ্রবীজ অর্থাৎ যাহাদের আগা কাটিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয়। (ইহার অপর নাম কাণ্ডজ বলা যাইতে পরে।) ২ মূলজ অর্থাৎ যাহাদের মূল পুতিলে গাছ জন্মে। (কন্দজ)

৩ পর্ব্বযোনি অর্থাৎ যাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ হয়। (ইহা কাণ্ডজ জাতির অন্তর্গত।)

৪ স্কন্দজ (যাহা অন্য গাছের গুড়িতে জন্মে।)

৫ বীজরুহ অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে যাহাদের গাছ হয়।

৬ সম্মূর্চ্ছজ—ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ পরস্পর সমবহিত হইয়া কর্দ্দম মৃত্তিকাকে পাক করিলে এবং তাহা হইতে যে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহারাই সম্মূর্চ্ছজ।

আমাদের ঋষিগণ উদ্ভিজ্জের জাতি, শ্রেণী, নাম ও লক্ষণ উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারাই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বীজ, অঙ্কুর মূলাদি উৎপত্তির বিষয় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতই অবগত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ্‌গণ অপেক্ষা সমধিক জানিতেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ পর্য্যালোচনা করিলেই সবিশেষ জানা যায়। রাঘবভট্ট লিখিয়াছেন—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুষ্মবিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহ্যমানা তু বীজত্বং প্রতিপাদ্যতে॥
তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভসা পুনঃ।
উচ্ছূনত্বং মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং প্রয়াতি চ॥
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাত্মকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ॥"

জল সিক্ত ভূমি অভ্যন্তরস্থ উষ্মা দ্বারা পচমান হইলে সেই পাকজনিত বিকার বিশেষ যখন বায়ু কর্ত্তৃক গৃহীত বা সংঘাত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিদ্ জন্মের বীজ অর্থাৎ উপাদান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ অব্যক্ত বীজ হইতে প্ররোহ জন্মে। সেই প্ররোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজ উৎপন্ন হয়। ব্যক্ত বীজ সকল জলে আর্দ্র হইলে প্রথমে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং মৃদুত্ব বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহাই ভবিষ্যদঙ্কুরের মূলস্বরূপ হইয়া উঠে। সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের পরিণামে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে তাহার আত্মা বা দেহভাগ (কাণ্ড) আবার কাণ্ড হইতে প্রসব (পুষ্পফলাদি) জন্মে।

এ ছাড়া প্রাচীন শাস্ত্রে ত্বক্‌সার, অন্তঃসার, নিঃসার প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায়, সহজেই স্বীকার করিতে হয়, যে প্রাচীন ঋষিগণ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব অবশ্যই অবগত ছিলেন। [কৃষিপরাশর, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ দেখ।]

চরকমুনির এই বচনটিও প্রাচীন উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের পরিচায়ক।

"মূলত্বক্‌সারনির্য্যাসনালস্বরসপল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ॥
পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদো গণঃ॥

উদ্ভিদ (পুং) উৎ-ভিদ-ক। ১ বৃক্ষাদি। (ক্লী) ২ পাংশু লবণ, পাঙ্গা লুন।

উদ্ভিদজল, শীতল জল বিশেষ। মরুভূমিতে পান্থপাদপ নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, ঐ গাছের কোন স্থান ছেদন করিলে এক প্রকার স্নিগ্ধ শীতল জল পাওয়া যায়। উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি দিয়া যাইবার সময়, পথিকেরা সেই জল খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহারই নাম উদ্ভিদজল।

উদ্ভিন্ন (ত্রি) উৎ-ভিদ-ক্ত। ১ উৎপন্ন। কর্ম্মণি ক্ত। ২ দলিত, দ্বিধাকৃত। ৩ উত্থিত।

উদ্‌ভূত (ত্রি) উৎ-ভূ-ক্ত। ১ উৎপন্ন, জাত। ২ ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ যোগ্য। ৩ স্পষ্ট। ৪ ব্যক্ত।

উদ্‌ভূতরূপ (ক্লী) সঞ্জাতরূপ, যেরূপ নয়নের সম্মুখে প্রকাশিত হয়।

"উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরং
দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্বসংখ্যা।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বং
স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্।
ক্রিয়া জাতী যোগবৃত্তী সমবায়ঞ্চ তাদৃশম্।
গৃহ্ণাতি চক্ষুঃ সম্বন্ধাদালোকোদ্‌ভূতরূপয়োঃ।"
ভাষাপরিচ্ছেদ।

উদ্‌ভূতি (স্ত্রী) উৎ-ভূ-ক্তিন্। ১ উৎপত্তি। ২ উত্তম-বিভূতি। ৩ উন্নতি।

"বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্‌ভূতয়ে বিধিঃ।" কুমার।

উদ্ভেদ (পুং) উৎ-ভিদ-ঘঞ্। ১ ভেদ করিয়া প্রকাশ। ("পুষ্পোদ্ভেদঃ সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিশেষাৎ।" মেঘদূত।) ২ উদয়। ৩ স্ফূর্ত্তি। ৪ আবিষ্কার। ৫ রোমাঞ্চ। ৬ মেলন। ("গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।" ভারত বন ৮৪ অঃ।)

উদ্ভেদন (ক্লী) উদ্-ভিদ্-ভাবে ল্যুট্। প্রকাশন। ('উদ্ভেদনং প্রকাশনম্।' ইতি শবরভাষ্য।)

উদ্‌ভ্রম (পুং) উৎ-ভ্রম করণে-ঘঞ্। নোদাত্তোপদেশেতি ন বৃদ্ধিঃ। ১ উদ্বেগ। ২ বুদ্ধিলোপ। ৩ ব্যাকুলতা। ৪ ঊর্দ্ধ-ভ্রমণ। ভাবে ল্যুট্। উদ্‌ভ্রমণ।

উদ্‌ভ্রান্ত (ত্রি) উৎ-ভ্রম-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ভ্রান্তিযুক্ত। ৩ হতবুদ্ধি। ৪ আঘূর্ণিত। ৫ ব্যস্ত। ৬ উচ্ছৃঙ্খল। ৬ বাহুর উদ্যমে মণ্ডলাকারে খড়্গাদি ঘুরান।

উদ্য (ত্রি) বদ-ক্যপ্। কথনীয়। (পুং) নদ। (ভিদ্য উদ্যঃ সরস্বান্। হেম ৪। ১৫৭।)

উদ্যৎ (ত্রি) উৎ-ইন্-শতৃ। ১ গমনশীল। ২ উদয়শীল।

উদ্যত (ত্রি) উৎ-যম-ক্ত। ১ উদ্যুক্ত। উদ্‌গূর্ণ। ২ উত্তোলিত। ৩ উদ্যমিত। ("প্রবৃক্তস্তেজ উদ্যত আশ্বিনঃ"। যজুঃ ৩৯। ৫। •। 'উদ্যম্যতে ইত্যুদ্যতঃ।' মহীধর।) ৪ তৎপর। ৫ প্রবৃত্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৬ উদ্যম।

উদ্যতি (স্ত্রী) উৎ-যম-ভাবে ক্তিন্। উদ্যম। (ঋক্ ১। ১৯০। ৩।)

উদ্যম (পুং) উৎ-যম-ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। ১ প্রয়াস, যত্ন। ২ উদ্যোগ (উদ্যমো প্রৌঢ়িরুদ্যোগঃ। হেম ২। ২১৪।) ৩ উত্তোলন। ৪ উৎসাহ।

উদ্যমন (ক্লী) উৎ-যম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উৎক্ষেপণ। ২ উত্তোলন।

উদ্যমিত (ত্রি) উৎ-যম-ণিচ্-ক্ত। ১ উত্তোলিত। ২ যত্নে প্রেরিত।

উদ্যান (পুং ক্লী) উৎ-যা-আধারে ল্যুট্। (অর্দ্ধর্চ্চাঃ পুংসিচ। পা ৩। ৪। ৩১।) ১ আক্রীড়, আরাম, কেলিবন। ২ নিঃসরণ। কর্ম্মণি ল্যুট্। ৩ প্রয়োজন। (উদ্যানস্ত্বন্নিঃসরণে বনভেদে প্রয়োজনে। হেম° অনে° ৩। ৩৬০।)

উদ্যানপাল (ত্রি) উদ্যানং পালয়তি উদ্যান-পালি-অণ্। উদ্যানরক্ষক, মালী। (কুমার ২। ৩৬।) ণ্বুল্। উদ্যানপালক। স্ত্রিয়াং টাপ্। অতইত্বং। উদ্যানপালিকা।

উদ্যাপন (পুং ক্লী) উৎ-যা-ণিচ্-ল্যুট্ অর্দ্ধর্চ্চাদি। ১ আরম্ভ। ২ ব্রতসমাপন।

উদ্যাম (পুং) উদ্যম্যতেঽনেন উৎ-যম-করণে ঘঞ্ বা বৃদ্ধিঃ। রজ্জু প্রভৃতি, যদ্দ্বারা ঊর্দ্ধে লইয়া যায়।

উদ্যাব (পুং) উৎ-যু-(উদিশ্রয়তিযৌতিপূদ্রুবঃ। পা ৩। ৩। ৪৯।) ইতি উপপদে ঘঞ্। ঊর্দ্ধে মিশ্রণ।

উদ্যাস (পুং) উৎ-যস-ঘঞ্। ১ উদ্যমকর্ত্তা। সংজ্ঞায়াং ঘঞ্। ২ দেবতাভেদ। (বাজসনেয় সং ৩৯। ১১।)

উদ্যোগ (পুং, ক্লী) উৎ-যুজ-ঘঞ্-অর্দ্ধর্চ্চাদি। ১ চেষ্টা। ২ উৎসাহ, অধ্যবসায়।

"জাতিরূপবয়োবৃত্তিবিদ্যাদিভিরহঙ্কৃতঃ।
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্ম্মণা মনসা গিরা॥" যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১৫১।

৩ আয়োজন। ৪ মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ।

উদ্যোগী [ন্] (ত্রি) উৎ-যুজ্-ঘিণুন্। ১ উদ্যোগযুক্ত, সচেষ্ট। ২ উৎসাহী।

উদ্যোজক (ত্রি) উৎ-যুজ-ণ্বুল্। প্রবর্ত্তক।

উদ্যোত (পুং) আলোক। [উদ্দ্যোত দেখ।]

উদ্র (পুং) উন্দ ক্লেদনে। (দৃপিবন্দ্যুন্দি°। উণ্ ২। ১৩।) ইতি রক্। ১ জলচর। (উদ্রো জলচরঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ উদ্বিড়াল।

(উদ্রস্তু জলমার্জ্জারঃ পানীয়নকুলো বসী। হেম ৪। ৪১৬)

উদ্রঙ্ক (পুং) সৌভপুর। (ব্যোমচারিপুরং সৌভমুদ্রঙ্কঃ প্রতিমার্গকঃ। জটাধর।)

উদ্রঙ্গ (পুং) ১ নগরপ্রতিমার্গ। (উদ্রঙ্গঃ প্রতিমার্গে-স্যাৎ। শব্দাব্ধি) ২ হরিশ্চন্দ্রপুর। (ত্রিংশে ১। ২। ২৪।)

উদ্রথ (পুং) উদ্‌গতো রথো যস্মাৎ। ১ রথকোল, রথকীল। ২ তাম্রচূড় পক্ষী।

(উদ্রথো রথকোলে স্যাৎ তাম্রচূড়াখ্যপক্ষিণি। মেদিনী।)

উদ্রপারক (পুং) নাগবিশেষ। (ভারত আদি ৫৭ অঃ।

উদ্রাব (পুং) উৎ-রু-ঘঞ্। ১ উচ্চধ্বনি। ২ পলায়ন।

উদ্রী [ন্] (ত্রি) জলযুক্ত, জলীয়। (ঋক্ ২। ২৪। ৪)

উদ্রিক্ত (ত্রি) উৎ-রিচ্-ক্ত। ১ স্ফুট। ২ স্পষ্ট। ৩ চিহ্নিত। (উদ্রিক্তস্তু স্ফুটে বৃদ্ধিচিহ্নিতে তু ত্রিলিঙ্গকঃ। শব্দাব্ধি।)

উদ্রেক (পুং) উৎ-রিচ্-ঘঞ্। ১ বৃদ্ধি। ২ অতিশয়। ৩ উপক্রম।

উদ্রেকা (স্ত্রী) উৎ-রিচ্-ঘঞ্-টাপ্। মহানিম্ব।

উদ্বংশীয় (ক্লী) সামভেদ। (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।)

উদ্বৎসর (পুং) ১ বৎসর। (হেম ২। ৭৩) ২ উদাবৎসর, বর্ষভেদ।

উদ্বপন (ক্লী) উৎ-বপ্-ল্যুট্। ১ দান। ২ উত্তোলন, তোলা। ৩ উৎপাটন।

উদ্বমন (ক্লী) উৎ-বম্-ল্যুট্। বমন।

উদ্বয়ঃ [স্] (ত্রি) উদ্‌গতং বয়ো যস্মাৎ প্রাদি-বহু। অন্নোৎপাদক বায়ু। (উদ্‌গতং বয়োঽন্নং যস্মাৎ বায়োঃ স উদ্বয়াঃ বায়ুঃ বায়ুনৈব হি ধান্যানি নিষ্পদ্যন্তে। ইতি বাজসনেয়ভাষ্যে মহীধর।)

উদ্বর্ত্ত (পুং) উৎ-বৃত-ঘঞ্। ১ অতিরিক্ত, বাড়া। আয়োজন দ্রব্যের শেষে যাহা বাড়্‌তি থাকে। ২ আধিক্য, উপচান।

উদ্বর্ত্তন (ক্লী) উৎ-বৃত-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ উৎপতন। ২ ঘর্ষণ। ৩ বিলেপন। (উদ্বর্ত্তনং পতনে বিলেপনে

ঘর্ষণে ক্লীবম্। মেদিনী।) ৪ ঊর্দ্ধগতি। (শব্দাব্ধি।) ৫ শরীর নির্ম্মলীকরণ গন্ধ দ্রব্যাদি। ৬ দ্রব্য দ্বারা স্নেহাদি অপহারক কার্য্য।

"যবাশ্বগন্ধাযষ্ট্যাহ্বৈস্তিলৈশ্চোদ্বর্ত্তনং হিতম্।
শতাবর্য্যশ্বগন্ধাভ্যাং পত্রৈস্তৈরগুজীবনৈঃ॥" সুশ্রুত।

৭ উল্লুণ্ঠন। ৮ সেবন, আবটন।

উদ্বর্ত্তনীয় (ত্রি) উদ্বর্ত্তন-ছ। মার্জ্জনীয় গোধূমচূর্ণাদি।

উদ্বর্দ্ধন (ক্লী) উৎ-বৃধ্-ল্যুট্। ১ অন্তর্হাস। (ত্রিংশে, ২।২।৮৭) পিচ্ ল্যুট্। ২ বৃদ্ধতাসাধন। (ত্রি) ল্যু। বৃদ্ধি-সাধক।

উদ্বর্হণ (ক্লী) উৎ-বর্হ-ল্যুট্। ১ উন্মূলন। ২ উৎপাটন। ৩ উদ্ধরণ।

উদ্বর্হিত (ত্রি) উৎ-বর্হ-ক্ত। উদ্ধৃত।

উদ্বহ (পুং) উদূর্দ্ধং বহতি নয়তি উৎ-বহ-অচ্। ১ পুত্র। (উদ্বহোহঙ্গাত্মজঃ সূনুঃ। হেম ৩।২০৬।)

২ সপ্তবিধ বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। প্রবহবায়ুর উপর ইহার স্থিতি।

হরিবংশে সাতপ্রকার বায়ুর নাম পাওয়া যায়—

"আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ॥
তথা পরিবহঃ শ্রীমানুৎপাতভয়শংসিনঃ।
ইত্যেতে ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ॥"
হরিবংশ ২৬৬ অঃ।

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, উদ্বহ ও পরিবহ এই সাতটি উৎপাতসূচক ক্ষুভিত বায়ু।

৩ বিবাহ। ৪ বর। ৫ গায়ক। (ত্রি) ৬ অংশকারক।

উদ্বহন (ক্লী) উৎ-বহ-ল্যুট্। ১ স্কন্ধে করিয়া বহন। ২ বিবাহ।

উদ্বহা (স্ত্রী) উৎ-বহ-অচ্-টাপ্। কন্যা, পুত্রী।

উদ্বাদন (ক্লী) উৎ-বদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উচ্চৈঃস্বরে আবেদন। শতপথব্রাহ্মণে ৩।২।১।৩৯। এই প্রকার উদ্বাদন লিখিত হইয়াছে—"অথৈক উদ্বদতি দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণো দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি নিবেদিতমেবৈনমেতৎসন্তং দেবেভ্যো নিবেদয়ত্যয়ং মহাবীর্য্যোযোযজ্ঞঃ প্রাপদিত্যয়ং যুষ্মাকৈকোঽভূত্তং গোপায়তেত্যেবৈতদাহ ত্রিস্ক্রত্যাহ।" ২ উচ্চ বাদ্যকরণ।

উদ্বান্ [৫] (ত্রি) [বৈ] ১ উৎকর্ষ। ২ উন্নত। ("উদ্বৎ স্বস্মা অকৃণোতনা।" ঋক্ ১।১৬১।১১। 'উদ্বৎ-সূন্নতেষু।' সায়নাচার্য্য।)

উদ্বান (পুং) উৎ-বন-সংভক্তৌ ঘঞ্। ১ উদ্যম। ২ চুল্লী, উনান। (উদ্বানমুদ্গমে চুল্ল্যাম্। হেম' অনে ৩।৩৬১।) ৩ উদ্বমন। (ত্রি) উদ্বমিত, উদ্বান্ত। (রায়মুকুট)

উদ্বান্ত (ত্রি) উৎ-বম-ক্ত। উদ্বমিত, উদ্গত। (পুং) উদ্গতং কান্তং মদো যস্মাৎ। নির্ম্মদহস্তী, মদহীন গজ। (উদ্বান্তো নির্ম্মদগজে পুমানুদ্বমিতে ত্রিষু। মেদিনী।)

উদ্বাপ (পুং) উৎ-বপ-ভাবে ঘঞ্। ১ উন্মূলন। ২ উদ্ধরণ। ৩ শ্রূয়মাণ। ণিচ্-ভাবে অচ্। ৪ মুণ্ডন।

উদ্বায় (পুং) উৎ-বা-ঘঞ্। ১ উদ্বাসন। ২ উপশম। (উদ্বায়তি উদ্বাসনং প্রাপ্নোত্যুপশাম্যতি। ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য।)

উদ্বাস (পুং) উৎ-বস-ঘঞ্। স্বস্থান অতিক্রম করিয়া অস্ত যাওয়া। (বলাদিভ্যো মতুবন্যতরস্যাম্। পা ৫।২।১৩৬) ইতি পক্ষে ইন্ মতুপ্ বা। উদ্বাসিন্, উদ্বাসবৎ।

উদ্বাসন (ক্লী) উৎ-বস-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সংস্কারভেদ। (কাত্যাংশ্রৌ ৯।১।২) ২ মারণ। ৩ বিসর্জ্জন। ৪ নিষ্কাশন। (উদ্বাসনং মারণে চ নিষ্কাশনে চ কীর্ত্তিতম্। শব্দাব্ধি।)

উদ্বাস্য (অব্য) ১ বিসর্জ্জন করিয়া। (ত্রি) উৎ-বস-ণিচ্-ল্যপ্। ২ উদ্ধরণীয়। ৩ উত্তোলনযোগ্য। ৪ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া।

উদ্বাহ (পুং) উৎ-বহ-ঘঞ্। বিবাহ। [বিবাহ দেখ।]

উদ্বাহন (ক্লী) উৎ-বহ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিবাহ। ২ দ্বিসীত্য, দ্বিবারকর্ষিত ক্ষেত্র। ৩ উদ্বর্ত্তন। (উদ্বাহনোদ্বর্ত্তনেষু। মেদিনী।) ৪ উদ্ধারসাধন।

উদ্বাহনী (স্ত্রী) উদ্বাহন-ঙীপ্। ১ বরাটক, কড়ি। (উদ্বাহনং দ্বিসীত্যে স্যাদুদ্বাহনী বরাটকে। হেম' অনে ৪।১৬৫।) ২ রজ্জু।

উদ্বাহিক (ত্রি) উদ্বাহঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রাদি। ("নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু বিধবাবেদনং ক্বচিৎ। মনু ৯।৬৫।)

উদ্বাহিত (ত্রি) উৎ-বহ-ণিচ্-ক্ত। বিবাহিত, যাহার বিবাহ হইয়াছে। আগমের মতে, কলিকালে আগম ব্যতিরেকে অপর শাস্ত্রানুসারে যে নারী উদ্বাহিত হয়, তাহাকে গর্হিতা জানিবে।

"উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা॥"

উদ্বাহিনী (স্ত্রী) উদ্বাহ-ইনি-ঙীপ্। রজ্জু, দড়ি। (রজ্জাবুৎবাহিনী মতা। মেদিনী।)

উদ্বাহু (ত্রি) ঊর্দ্ধবাহু। উদ্বেগ। (হেম' অনে. ৩।১১৯।)

উদ্বাহুলক (ক্লী) ঊর্দ্ধবাহু। (উদ্বেগোঽপ্যুদ্বাহুলকঃ। মেদিনী।)

উদ্বিগ্ন (ত্রি) উৎ-বিজ্-ক্ত। শ্বীদিত ইতি নেট্। ১ উদ্বেগযুক্ত। চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত।

("নোদ্বিগ্নশ্চরতে ধর্ম্মং নোদ্বিগ্নশ্চরতে ক্রিয়াম্।" ভারত, আদি।) ২ ব্যাকুলিত। ৩ ক্ষুভিত।

উদ্বির্বহণ (ক্লী) উৎ-বি-বৃহ-ল্যুট্। উদ্ধারকরণ। (উদ্বিবর্হণং উদ্ধরণম্। শ্রীধরস্বামী।)

উদ্বিড়াল (পুং) ভূচর ও জলচর জন্তুবিশেষ (Lutra)। সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ জলবিড়াল, জলমার্জ্জার, জলনকুল ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিককালে এই জন্তুকে "উদ্র" বলা হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"সুপর্ণস্তে গন্ধর্ব্বাণামপামুদ্রোমানাঙ্কশ্যপো।" ২৪।৩৭।

এই জন্তুবাচক পৃথিবীর ভিন্ন দেশীয় শব্দের সহিত 'উদ্র' নামটির সমধিক ঐক্য লক্ষিত হয়, যথা—বৈদিক 'উদ্র'; হিন্দী 'উদ্'; দিনেমার 'উদ্দর' বা 'ওদ্দর'; ওলন্দাজ, সুইস্ ও জর্ম্মণ 'ওত্তর'; ইংরাজেরা 'ওট্টর্', ফরাসীরা 'লুটর্', ইতালীরা 'লোত্র', 'লোত্রিয়', স্পেনীয়েরা ও লাটিন ভাষায় 'লুট্রা'।

উদ্বিড়ালজাতি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই বাস করে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে উত্তরে হিমগিরি হইতে দক্ষিণে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বস্থানের নদী, খাল ও বিলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের দেহের গঠন অপর সকল জন্তু হইতে বিভিন্ন, অঙ্গ চেপ্টা ও ফাঁক ফাঁক, প্রত্যঙ্গগুলি বড় মজবুত, কিন্তু ক্ষুদ্র। পায়ের গোড়ালি অনাচ্ছাদিত ও চেটো জালাকারে-সংযত। গায়ের লোমাবলী নিবিড় ও ক্ষুদ্র; তন্মধ্যে উপরিভাগের লোম পশমের মত নরম, নিম্নভাগের গুলি অতি চিক্কণ। চক্ষের পাতা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ সূক্ষ্মত্বকে নির্ম্মিত, অনেকটা পক্ষীজাতির মত। দন্ত দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ।

ভারতবর্ষে উদ্বিড়াল তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে যাহাকে 'ধেড়ে'* বলে ইহার সংখ্যাই অধিক।

'ধেড়ে' (Lutra nair) জাতির লোম বাদামী কিম্বা কটা, কোন কোনটির ঐ লোমের উপর শ্বেতবর্ণের টিপ্, কোনটিতে বা পীতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের দিকের লোম পীতাভ শ্বেত অথবা রক্তাভ শ্বেত। মুখখানি অনেকটা সাদা। কাহারও কণ্ঠদেশে কমলালেবুর বর্ণের মত আভা দেখা যায়। কোনটির বা সমস্ত দেহের রঙ্ পাংশুবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের এক্‌টি একটি, লেজ সমেত প্রায় ৩ বা ৩॥ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের বাসস্থান অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নির্ঝরের নিকট পাথরের মধ্যে; অথবা নদনদীর ধারে ১০। ১২ হাত মাটীর নীচে গর্ত্তের ভিতর, এই গর্ত্তের চারিদিকে যাতায়াতের পথ থাকে। ইহারা প্রধানতঃ মাছ খাইয়া জীবন ধারণ করে, যখন মাছ পায় না, তখন পোকা মাকড়, হয়ত ছোট পক্ষী ধরিয়াও খাইয়া থাকে। ইহাদিগকে পুষিলে পোষ মানে। বঙ্গদেশে পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক ধীবর ধেড়ে পুষিয়া থাকে। যখন তাহারা জাল লইয়া মাছ ধরে, ধেড়ে জালের আগে গিয়া তাড়া দিয়া মাছকে জালের নিকট আনিয়া ফেলে। তাহাতে মাছ ধরিবার সুবিধা হয়। যশোরাঞ্চলের একটি লোকের মুখে শুনিলাম তাহার কোন প্রতিবাসী একটি ছোট ধেড়ে পুষিয়াছিল। সেই ধেড়েটি কুকুরের মত প্রভুর কথা শুনিত। প্রভু জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া ইঙ্গিত করিলে সে জলমধ্যে গিয়া মাছ ধরিয়া আনিয়া দিত। যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন তাহার বিক্রম কিছু বাড়িল। গ্রামের মধ্যে কাহারও ঘরে অনেক মাছ রহিয়াছে দেখিতে পাইলেই কাড়িয়া লইয়া আসিত। কামড়াইবার ভয়ে গৃহস্থেরা বড় কিছু বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু তাহার প্রভু ক্রমে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একদিন তাহাকে একটি থোলের মধ্যে পুরিয়া গ্রাম হইতে প্রায় ১০। ১২ ক্রোশ দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসে। তখন ধেড়েটি এক বনমধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। সেই ব্যক্তি নৌকা করিয়া আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টা খানেকের পরেই দেখিল তাহার প্রভুভক্ত 'উদ্বিড়াল' তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পদলেহন করিতেছে! উদ্বিড়ালের এইরূপ প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভোটান ও আসামের উত্তরে পার্ব্বতীয় প্রদেশে এক প্রকার উদ্বিড়াল দেখা যায়, তাহাদের দেহের বর্ণ মেটে বা কটা অথবা বাদামী; মুখ, মাথা ও সমস্ত কণ্ঠদেশ সাদা; মাঝে মাঝে হরিৎ বা হরিতাভ পিঙ্গলবর্ণের বিন্দু আছে। তাহাদের শাবকগুলির নিম্নভাগ ঈষৎ পিঙ্গল, ধাড়ির নিম্নভাগ প্রায়ই সাদা। তাহাদের এক একটি, লাঙ্গুল ছাড়া ১৫০ হাত এবং কেবল লাঙ্গুল এক হাতেরও অধিক বড় হয়। এই জাতীয় উদ্বিড়াল মাঝে মাঝে দুই একটি বঙ্গদেশেও দেখা যায়।

হিমালয়ের হিমপ্রধান স্থানে আর এক জাতীয় উদ্বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের লোম বড় ও অপরিষ্কার,

* হিন্দুস্থানীরা পাণিকুট, মাহাট্টারা জলমাঞ্জার, তৈলঙ্গীরা নীরুকুক অর্থাৎ জলকুকুর, কনাড়ীরা নীরনাই ও হিন্দীভাষায় উদ, উদ্‌নি, ও উদবিল্লো কহে।

উহা পিঙ্গলাভ কৃষ্ণবর্ণ। নিম্নভাগে লাঙ্গুলের অন্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ, তাহাতে ধূসর ও পিঙ্গলাভ মিশ্রিত বর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহাদের এক একটি, লাঙ্গুল ব্যতীত দুই হাত, ও লাঙ্গুল প্রায় দেড় হাতের উপর হয়। এই জাতীয় উদ্বিড়াল (Lutra vulgaris) য়ুরোপেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকায় এক জাতীয় উদ্বিড়াল দেখা যায়, তাহা উপরোক্ত সকল প্রকার উদ্বিড়াল অপেক্ষা বৃহৎ, দেখিতে অনেকাংশে বিবরের মত। ইহার লোম অধিক মূল্যবান্, ঐ লোমের আকার ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরিবর্ত্তিত হয়,—গ্রীষ্মকালে ছোট হয়, তখন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; শীতকালে মনোহর রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণ। কিন্তু বিবরের লোমের মত বড় হয় না। ইংলণ্ডে প্রতিবর্ষে এই জাতীয় উদ্বিড়াল ৭।৮ হাজার প্রেরিত হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে এবং উত্তর আমেরিকার নিকটস্থ সাগরসমূহে এক জাতীয় 'সামুদ্রিক উদ্বিড়াল' দেখা যায়। ইহার লোম অপর সকল জাতীয় উদ্বিড়াল অপেক্ষা সমধিক চিক্কণ ও অধিক মূল্যবান্। ইহারা সাগরের মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। প্রায় দুই শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে রুষগণ এই উদ্বিড়াল ধরিয়া আনিয়া বহু মূল্যে ইহার লোম বিক্রয় করিত; তাহাতে তাহাদের সমধিক লাভ হইত। এই সংবাদ য়ুরোপীয়েরা শুনিল। তখন তাহারাও চারিদিক্ হইতে জাহাজে করিয়া 'সামুদ্রিক উদ্বিড়াল' ধরিতে বাহির হইল। ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণের এই ব্যবসায়ে আগ্রহ থাকায় লোমের মূল্য অধিক হ্রাস হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগণ এই লোম ক্যাণ্টন নগরে চালান দিতেন।

পূর্ব্বে এদেশের অসভ্য জাতিরা উদ্বিড়াল খাইত। রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মাংস ভক্ষণ নিষেধ থাকিলেও 'উদ্বিড়াল মাংস' পরিত্যক্ত হয় নাই, তাঁহারা এই মাংস আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিতেন। ইহার মাংস উগ্র ও মৎস্যবৎ স্বাদু।

উদ্বীক্ষণ (ক্লী) উৎ-বি-ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি। করণে ল্যুট্। ২ দর্শন, নেত্র।

উদ্বীত (ত্রি) উৎ-বি-ই-ক্ত। ১ উদ্গত। ২ প্লাবিত। ৩ উদ্বেলিত, উচ্ছ্বলিত।

উদ্বৃত্ত (ত্রি) উৎ-বৃত-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ উত্তোলিত। ৩ জাত। ৪ ক্ষুভিত। ৫ অতিরিক্ত। ৬ উদ্বান্ত, উদ্গত। ৭ ভুক্তবর্জ্জিত, যে জন্য আয়োজন হয় তাহা নির্ব্বাহ হইয়া যাহা শেষ থাকে। ৮ দুর্বৃত্ত। ৯ শোধিত। (উদ্বৃত্তং ভুক্তবর্জ্জিতে, ঊর্দ্ধক্ষিপ্তে শোধিতে চ দুর্বৃত্তে পরিকীর্ত্তিতম্। শব্দাব্ধি।)

উদ্বেগ (পুং) উৎ-বিজ্-ভাবে ঘঞ্। ১ চিন্তা, উৎকণ্ঠা। ২ ভয়। ৩ উদ্বেজন, উদ্ভ্রম। ৪ চমৎকার। ৫ বিরহজন্য দুঃখ। ৬ ঊর্দ্ধবাহু। ৭ উদ্গমন। (ক্লী) ৮ গুবাক, গুপারি। (ত্রি) ৯ শীঘ্রগামী। ১০ স্তিমিত। (উদ্বেগঃ পূগিকাফলে, উদ্বেগস্তূদ্বেজনে স্যাৎ স্তিমিতশীঘ্রগামিনি। উদ্বাহৌ চ ভয়েঽপি স্যাৎ। হেম. অনে° ৩। ১১৮, ১১৯।)

উদ্বেজন (ক্লী) উৎ-বিজ্-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্বেগ। (মনু ৮। ৩৫২।) ২ ভয়। ৩ কম্পন। ৪ কষ্ট। (ত্রি) ৫ ভয়-প্রদর্শক। ৬ উদ্বেগকারক।

"স্থানপ্রাপ্তিবিহীনা হি গীতবৎ কুলকন্যকা।
উদ্বেজনী পরস্যাপি শ্রূয়মাণৈব কর্ণয়োঃ॥" কথাসরিৎ ২৪।২৫।

উদ্বেজিত (ত্রি) উৎ-বিজ-ণিচ্-ক্ত। ১ ক্লেশিত। ২ উত্যক্ত। (কুমার ১। ১১।) ৩ ভয়াকুল। ৪ কৃতোদ্বেগ।

উদ্বেদি (ত্রি) উন্নতা বেদির্যত্র। উন্নতবেদিযুক্ত। (রঘু ১৭।৯।)

উদ্বেয় (ত্রি) বায়ুর সহিত মিশ্রণযোগ্য।

উদ্বেল (ত্রি) উৎক্রান্তো বেলায়াম্ অত্যা-স। ১ যাহা উথলে উঠিয়াছে। ২ সীমাতিক্রান্ত। ৩ কূলাতিক্রান্ত। "অসময়োদ্বেলজলরাশিজলৈঃ।" কথাসরিৎ।

উদ্বেলিত (ত্রি) উদ্বেল-ণিচ্-ক্ত। [উদ্বেল দেখ]

উদ্বেষ্টন (ক্লী) উৎ-বেষ্ট-ল্যুট্। ১ হাত পা বাঁধা। ২ উন্মোচন। ৩ আলিঙ্গন। ("হৃদয়োদ্বেষ্টনং তন্দ্রা নালাশ্রুতিররোচকঃ।" সুশ্রুত।)

উদ্বোঢ়া [ঋ] (পুং) উৎ-বহ্-তৃচ্। বর, বিবাহকারী।

"উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

উধঃ [স্] (ক্লী) বহ প্রাপণে উন্দ ক্লেদনে বা অসুন্। উধঃ, গরুর পালান (মোড়)।

উন, দেলবার, (ক্লী) বোম্বাই প্রদেশের অধীনস্থ কাথিয়াবাড়ের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত দুইটি নগর। অক্ষা ২০° ৪৯´ উঃ, দেশা ৭১° ৫´ পূঃ।

উন নগরের প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'উন্নতনগর'। * বর্ত্ত-

* হণ্টর সাহেব প্রাচীন নগরের নাম 'উনত দুর্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উন্নতনগর নামই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। এই প্রাচীন নগরের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে কোন মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশিত না হওয়ায় স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড হইতে সমস্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে—

"ততো গচ্ছেন্মহাদেবি! উন্নতস্থানমুত্তমম্।
তস্যৈবোত্তরদিক্‌ভাগে ঋষিতোয়া তটে শুভে॥
এতৎ স্থানং শুভং দেবি! বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বলাৎ।
সর্ব্বসীমাসমাযুক্তং চণ্ডীগণহরক্ষিতম্॥

মান উননগরের পার্শ্বেই ছিল। ঐ প্রাচীন স্থানকে তৎপরবর্ত্তীকালে দেলবার বলা হইত। এই দুইটি স্থান পাশাপাশি থাকায়, 'উন-দেলবার' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ঐ প্রাচীন নগরটি অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ঋষিতোয়া নামক নদীর তটে এই নগর স্থাপন করেন। এই নগর ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্য নির্ম্মিত হয়। তৎকালে এখানে স্থলকেশ্বর নামে একটি জাগ্রত শিবলিঙ্গ ছিল।

মুসলমানদিগের আসিবার পূর্ব্বে উনদেলবারে উনেবাল নামক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বাস করিতেন। কোন সময়ে তাঁহারা বেজল-বাজো নামক একজন সামন্তের নবপরিণীতা ভার্য্যার নিন্দাবাদ করেন, তাহাতে বেজলবাজো ক্রুদ্ধ হইয়া উন্নতনগর আক্রমণ করেন এবং তথাকার বহুসংখক অধিবাসীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া দারুণ ক্রোধের শান্তি করেন। উন্নতনগরে ব্রহ্মহত্যা হইলে, পুণ্যভূমি পাপময় বলিয়া পরিগণিত হইল। ব্রাহ্মণমাত্রেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দেলবার নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দেব্যুবাচ।
কথমুন্নতনামাস্ত বভূব সুরসত্তম!
কথং ত্বয়া বলাদ্দত্তং কিয়ৎসীমাসমন্বিতম্॥
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব সংক্ষেপান্নাতিবিস্তরাৎ।
ঈশ্বর উবাচ।
শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
যাং শ্রুত্বা মানবো দেবি! মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥
এতৎ পূর্ব্বং পুরা প্রোক্তং স্থানং সঙ্কেতকারণম্।
তৃতীয়ে ব্রাহ্মণে খণ্ডে সৃষ্টিসংক্ষেপসূচকে॥
তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাচ্ছৃণু পার্ব্বতি!
উন্নামিতং পুনস্তত্র যত্র লিঙ্গং মহোদয়ম্॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তুপস্তেপু র্মহর্ষয়ঃ।
ধ্যায়মানা মহেশানমনাদিনিধনং পরম্॥
তেষু বৈ তপ্যমানেষু কোটিসঙ্খ্যেষু পার্ব্বতি!
ঋষিতোয়াতটে রম্যে পবিত্রে পাপনাশনে॥
ভিক্ষুর্ভূত্বা গতশ্চাহং পুনস্তত্রৈব ভামিনি!
ত্রিকালদর্শিভিস্তত্র রোষরাগবিবর্জ্জিতৈঃ॥
তপস্বিভিস্তদা সর্ব্বৈ র্লক্ষিতোঽহং বরাননে!
দৃষ্টমাত্রস্তদা বিপ্রৈর্বিররাম মহেশ্বরঃ॥
ক্ব য়াসি বিদিতো দেব ইত্যুক্ত্বানুযযুর্দ্বিজাঃ।
যাবদায়ান্তি মুনয়ঃ ঈশেশেতি প্রভাষকাঃ॥
ধাবমানাশ্চ তপসা দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ॥
লিঙ্গমেব প্রপশ্যন্তি নাপশ্যন্তি মহেশ্বরম্।
যে যে চ দদৃশুর্লিঙ্গং মূলচণ্ডীশমন্তিকে॥
তদা তে মুনয়ঃ সর্ব্বে শরীরৈঃ স্বর্গমাযযুঃ।
যদা ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং দৃষ্টং বৈ শতযজ্বনা॥
আযাচন্ত তথৈবান্যে মুনয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ।
এতদন্তরমাসাদ্য সমাগত্য মহীতলে॥
লিঙ্গমাসাদয়ামাস বজ্রেণৈব শতক্রতুঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্॥
স্থিত্বা তদনুপশ্যন্তি লিঙ্গমেতদনুত্তমম্।
শক্রস্তু সহসা দৃষ্টো বজ্রেণৈব সমন্বিতঃ॥
যাবদ্দদাতি শাপং তে তাবন্নষ্টঃ পুরন্দরঃ।
দৃষ্ট্বা চোৎকোপসংযুক্তান্ ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ॥
উবাচ শান্তয়া দেবো বাচা মধুরয়া মুনীন্।
কথং খিন্না দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সদা শান্তিপরায়ণাঃ॥
প্রসন্নবদনা ভূত্বা শ্রূয়তাং বচনং মম।
ভবদ্ভির্জ্ঞানসংযুক্তৈঃ স্বর্গো বিমুচ্যতে কথম্॥
যত্রৈকে বসবঃ প্রোক্তা আদিত্যাশ্চ তথাপরে।
রুদ্রসংজ্ঞাস্তথা চৈকে অশ্বিনাবপি চাপরৌ॥
এতেষামধিপঃ কশ্চিদ্দেব ইন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
স্বপুণ্যস্য ক্ষয়ে প্রাপ্তে যস্মাদ্বৈ ভ্রশ্যতে নরৈঃ॥
এবং দুঃখসমাযুক্তঃ স্বর্গো নৈবোজ্ঝ্যতে বুধৈঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ কুরুধ্বং বচনং মম॥
গৃহ্লীধ্বং নগরং রম্যং নিবাসায় মহাপ্রভম্।
হূয়ন্তামগ্নিহোত্রাণি দেবতাঃ সর্ব্বদা দ্বিজাঃ॥
ঈজ্যতাং বিবিধৈর্যাগৈঃ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্।
আতিথ্যং ক্রিয়তাং নিত্যং বেদাভ্যাসস্তথৈব চ॥
এবং বৈ কুর্ব্বতাং নিত্যং বিজ্ঞানস্য চ সঞ্চয়ৈঃ।
প্রসাদান্মম বিপ্রেন্দ্রাশ্চান্তে মুক্তির্ভবিষ্যতি॥
ঋষয় উচুঃ।
অসমর্থা পরিত্রাণে জিতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ।
নগরৈর্নৈহ কিং কুর্ম্মস্তব ভক্তিমভীপ্সতা॥
ঈশ্বর উবাচ।
ভবিষ্যতি তদা ভক্তি র্যুষ্মাকং পরমেশ্বরে।
গৃহ্লীধ্বং নগরং রম্যং কুরুধ্বং বচনং মম॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেব ঈষন্মীলিতলোচনঃ।
সস্মার বিশ্বকর্ম্মাণং সর্ব্বশিল্পিবিদাম্বরম্॥
স্মৃতমাত্রো বিশ্বকর্ম্মা প্রাঞ্জলিশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ।
আজ্ঞাপয় তু মাং দেবো বচনং করবাণি তে॥
ঈশ্বর উবাচ।
নগরং ক্রিয়তাং ত্বষ্টঃ বিপ্রার্থং সুন্দরং শুভম্।
ইত্যুক্তো বিশ্বকর্ম্মা তাং ভূমিং বীক্ষ্য সমন্ততঃ॥
উবাচ প্রণতো ভূত্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
পরীক্ষিতা ময়া ভূমি র্ন যুক্তং নগরং ত্বিহ॥
অত্র দেবকুলস্যেশলিঙ্গস্য পতনং তথা।
যতিভিশ্চাত্র বস্তব্যং ন যুক্তং গৃহমেধিনাম্॥
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা সপ্তরাত্রং মহেশ্বর!
পক্ষং মাসমৃতুঞ্চাপি অয়নং গৃহমেধিভিঃ॥
পুত্রদ্বারযুতৈস্তীর্থে বস্তব্যং গৃহমেধিভিঃ।
বসত্যূর্দ্ধন্তু ষন্মাসাদ্‌যদা তীর্থে গৃহাধিপঃ!
অবজ্ঞা জায়তে তস্য মনশ্চাপ্যল্পকং ভবেৎ।
তদা ধর্ম্মা বিনশ্যন্তি সকলা গহমেধিনঃ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা দেবস্তেন বৈ বিশ্বকর্ম্মণা।
পুনঃ প্রোবাচ তং তস্য নিশাম্য বচনং শিবঃ।
রোচতে মে ন বাসোঽয়ং বিপ্রাণাং গৃহমেধিনাং॥
যত্র চোন্নামিতং লিঙ্গং ঋষিতোয়াতটে শুভে।
তত্র নির্ম্মাপয় ত্বষ্টর্নগরং শিল্পিনাং বর!॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা ত্বরান্বিত।
গত্বা চকার নগরং শিল্পিকোটিভিরাবৃতম্॥
উন্নতং নাম যং লোকে বিখ্যাতং সুরসুন্দরি!
ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা বিলোক্য নগরং শিবঃ॥
আহূয় ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানুবাচ নতকন্ধরঃ।
ইদং স্থানং বরং রম্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥

তদবধি এই স্থান 'উন' নামে অভিহিত হয়। উন মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে, ইহার দেড় ক্রোশ দক্ষিণে একটি নূতন নগর স্থাপিত হয়, তাহার নামটিও দেলবার রাখা হইল।

গুজরাটের স্থলতান্‌দিগের রাজত্বকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

বর্ত্তমান উননগরের লোকসংখ্যা ৫৭৮০, দেলবারের ৩৩৭৩।

প্রামাণাঞ্চ সহস্রৈস্তু প্রোক্তং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্।
নগরাৎ সর্ব্বতঃ পুণ্যো দেশো নগ্নহরঃ স্মৃতঃ॥
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণ আয়ামব্যাসতস্তথা।
নগ্নো ভূত্বা হরো যত্র দেশো ভ্রান্তো যদৃচ্ছয়া॥
তং নগ্নহরমিত্যাহু দেশং পুণ্যতমং জনঃ।
পূর্ব্বে তু শঙ্করার্য্যা চ পশ্চিমে ন্যঙ্কুমত্যপি॥
উত্তরে কনকাদাচ দক্ষিণে সাগরাবধিঃ।
এতদন্তরমাসাদ্য দেশো নগ্নহরঃ স্মৃতঃ॥
অষ্টযোজনমানেন আয়ামব্যাসতস্তথা।
প্রোক্তোঽয়ং সকলো দেশ উন্নতেন সমং ময়া॥
গৃহ্যতাং চ নরশ্রেষ্ঠাঃ প্রসীদধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
অত্র ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ইত্যুক্তাস্তে তদা সর্ব্বে বিপ্রা ঊচুর্মহেশ্বরম্।
ঈশ্বরাজ্ঞা বৃথা কর্ত্তুং ন শক্যা পরমাত্মনঃ॥
তপোঽগ্নিহোত্রনিষ্ঠানাং বেদাধ্যয়নশালিনাম্।
অস্মাকং রক্ষিতা কোঽস্তি কলিকালে চ দারুণে॥
কো দাতারোগ্যদঃ কশ্চিৎ কো বৈ মুক্তিং প্রদাস্যতি॥

ঈশ্বর উবাচ।

মহাকালস্বরূপেণ নিধীনাং ধনদঃ প্রতি।
যুষ্মভ্যো দাস্যতি দ্রব্যং সম্যগারাধিতোঽপি সঃ॥
আরোগ্যদায়কো নিত্যং দুর্গাদিত্যো ভবিষ্যতি।
মহোদয়ং মহানন্দদায়কং যো ভবিষ্যতি।
সম্যগারাধিতো ব্রহ্মা সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বদা।
সর্ব্বান্ কামাংস্তথামোক্ষং স্বভক্তিঞ্চ প্রদাস্যতি॥

বিপ্রা ঊচুঃ।

যদি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি সুরসত্তম!।
সঙ্গালেশ্বরতীর্থেষু তথা দেবকুলে শুভে॥
কলাবপি মহারৌদ্রে অস্মাকং যজনায় বৈ।
স্থানকং তর্হি গৃহ্ণীমো নান্যথা চ মহেশ্বর!॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দদৌ তেভ্যঃ পুরং শুভম্।
সাপ্তভৌমৈঃ শশাঙ্কাভৈঃ প্রাসাদৈঃ পরিশোভিতম্॥
নানাযানসমাযুক্তং সর্ব্বতঃ শোভয়ান্বিতম্।
এবং তেভ্যো হি নগরং দত্বা দেবো মহেশ্বরঃ॥
দদর্শ বিশ্বকর্ম্মাণং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্॥

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

বিলোক্যতাং মহাদেব! নগরং নগরোত্তমম্।
সৌবর্ণং স্থলমারুহ্য নির্ম্মিতং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥
বিশ্বকর্ম্ম বচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্ত্রিপুরান্তকঃ।
তমারুরোহ স্থলকং দেবৈঃ সর্ব্বমহর্ষিভিঃ॥
নগরং লোকয়ামাস রম্যং প্রাকারমণ্ডিতম্।
ঋষয়ঃ তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে তত্রস্থং ত্রিপুরান্তকম্॥
তানুবাচ মহাদেবো বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্।

উনন, উনান, (দেশজ=সংস্কৃত উদ্ধান শব্দের অপভ্রংশ) ১ চুলা, আখা। ২ দ্রবকরণ, গলান।

উনব, (উনও) লক্ষৌবিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। উত্তরপশ্চিমের ছোটলাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে হরদোই, পূর্ব্বে লক্ষৌ, দক্ষিণপূর্ব্বে রায়বরেলি, দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে ফতেপুর ও কানপুর। অক্ষা ২৬°৮´ ও ২৭°২´ উঃ মধ্যে এবং দেশা ৮০°৬´ ও ৮১°৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১৭৪৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৮,৯৯,০৬৯।

উনও একটি কৃষিপ্রধান স্থান। ইহার প্রধানতঃ এই কয় নগর আছে—১ উনও নগর, ২ পূর্ব্বা, ৩ মৌরান্‌বান, ৪ সফিপুর, ৫ বাঙ্গরমৌ, ৬ মোহন, ৭ কুর্সৎ, ৮ নবলগঞ্জ-মহারাজগঞ্জ, ৯ হর্হ।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে উনও জেলা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এ স্থানের লোকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে মৌরান্‌বান্, পূর্ব্বা ও হর্হ নামক স্থানে ভার জাতির বাস ছিল। এই জেলার অবশিষ্ট জায়গায় লোধ, আভীর, ঠঠেরা প্রভৃতি নীচ জাতিগণ বাস করিত।

মুহম্মদ ঘোরির সময় হইতে রাজপুতগণ নিজ জন্মভূমির মায়া বিসর্জ্জন দিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এক্ষণে যে সকল রাজপুত বাস করিতেছে,—তন্মধ্যে চৌহান, দীক্ষিত, রৈকবার, জনবার ও গৌতম নামক রাজপুত শ্রেণীগণ প্রথমে ১২০০ হইতে ১৪৫০ খৃঃ মধ্যে এই স্থানে আগমন করিলে, তৎপরে পরিহার, গেহলোট, গৌর ও সেঙ্গরেরা আসিয়া উপনিবেশ করে।

মুসলমান্‌দিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে বিষ্ণুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। সরিফ আলাউদ্দীনের পুত্র বহাউদ্দীন এখানকার বিষ্ণুরাজগণকে জয় করেন। তাঁহার সহিত পারসিক ও কাবুলী সৈন্য ছিল। যখন তাহারা এই রাজ্যে আসিল, সেই সময়ে এস্থানের রাজপুত্রের বিবাহ উপস্থিত। ধূর্ত্ত যবনেরা এই সময়ে সুযোগ পাইল। তাহারা ধার্ম্মিক

ঋষয় ঊচুঃ।

যদি তুষ্টো মহাদেব! স্থলকেশ্বরনামভৃৎ॥
অবলোকয়ন্নগরং সদা তিষ্ঠ স্থলে হর!।
তথেত্যুক্ত্বা তদা দেবঃ স্থলকেঽস্মিন্ সদা স্থিতঃ।
কৃতে রত্নময়ং দেবি ত্রেতায়াঞ্চ হিরণ্ময়ম্॥
রৌপ্যঞ্চ দ্বাপরে প্রোক্তং স্থলমশ্মময়ং কলৌ।
এবং তত্র স্থিতো দেবঃ স্থলকেশ্বরনামতঃ॥
সদা পূজ্যো মহাদেব উন্নতস্থানবাসিভিঃ।
মাঘে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষস্তত্র জাগরে॥
ইতি তে কথিতং দেবি উন্নতস্য মহোদয়ম্।
শ্রুতং পাপহরং নৃণাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥"

প্রভাসখণ্ড ২১৬ অঃ। (§ ২৫৫-১৫৭।)

হিন্দুরাজকে বলিয়া পাঠাইল যে, এই বিবাহে তাঁহাদেরও আমোদ আছে, অতএব তাহাদের রমণীদিগকে রাজমহিলাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইতে তাহাদেরও ইচ্ছা হইয়াছে। উনওরাজ সম্মত হইলেন। যবন কামিনীর পরিবর্ত্তে সশস্ত্র সেনাগণ পাল্কী করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অবাধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে রাজপুরুষগণ উৎসবে মত্ত হইয়া অধিকাংশই নেশা করিয়াছিল। যবনেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অসি নিষ্কাসিত করিল। অবিলম্বে রাজদুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। নিরস্ত্র রাজপরিবারবর্গ পশুর ন্যায় নিহত হইতে লাগিলেন। এই দুর্ঘটনার সময়ে রাজপুত্র মৃগয়ার্থ দুর্গের বাহিরে ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ এই দারুণ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মাণিকপুরে তাঁহার একজন জ্ঞাতির আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন। সেখানকার রাজা রাজপুত্রের সাহায্যার্থ মুসলমান বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু রায়বান ও কেলম্বার নামক স্থানে দুইবার পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরও বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে বাইশরাজ তিলকচন্দ্র অযোধ্যাপ্রদেশের দক্ষিণভাগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সৈয়দেরা উনও অধিকার করিয়া তাঁহার পরিতোষার্থ অনেক উপঢৌকন পাঠাইলেন এবং সেই সঙ্গে তিলকচন্দ্রকে জানাইলেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বহাউদ্দীন শাহবুদ্দীনের সহিত কনোজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে যান, একজন বিষ্ণুরাজ অন্যায়ভাবে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা উনও অধিকার করিলেন। তিলকচন্দ্র ভাবিলেন, সৈয়দগণকে চটান ভাল হয় না। কারণ তাহা হইলে হয়ত তাঁহার নিজেরই বিপদ্ ঘটিতে পারে। এইরূপে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের উপহার গ্রহণ করিলেন। পরে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই এবং তাঁহার অধিকারস্থিত কোন রাজপুত তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। এই সময়ে দিল্লীশ্বর সৈয়দদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে 'জমিদারী' সনদ প্রদান করেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানকার অনেকে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জনবারের রাজা যশসিংহ ফতেগড়ে থাকিয়া পলাতক ইংরাজদিগকে নানা সাহেবের কাছে পাঠাইতে থাকেন। ইংরাজ সেনাপতি হাবলক যশসিংহের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। এই যুদ্ধে যশসিংহ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। সিপাহীযুদ্ধ মিটিয়া গেলে, ইংরাজরাজ এখানকার রাজপুত্রদিগকে ফাঁসী দেন এবং এই রাজ্য কাড়িয়া লইয়া স্বীয় করভুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত বৃটীশ শাসনেই আছে।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে রাজপুতের সংখ্যাই অধিক; এ ছাড়া, গোঁসাই, কায়স্থ, বেনিয়া, আহীর, লোধ, পাশী, কাচ্ছী, কোরী, গদাধর, নাই, তেলী, তাম্বুলী, বরহৈ, কুড়মি, ধোবা, কাহার, কুম্ভার, লোহার, ভূর্জী, মালী, কালবার, ধনুক, ভঙ্গী, সেনোর ও মল্ল প্রভৃতি উচ্চ নীচ হিন্দুজাতির বাস। মুসলমানদিগের মধ্যে পাঠান, শেখ ও সৈয়দদিগের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত।

এখানকার জমি দোরসা, মেটো, বালিয়া ও উষর এই কয়ভাগে বিভক্ত। এখানে এক বর্ষ অন্তর গম জন্মে। যে বর্ষে না হয়, সেই বর্ষে যব, কলায়, জোয়ার প্রভৃতির চাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, নীল, শণ, কার্পাস, অহিফেন, তামাক, সরিষা এবং নানাপ্রকার শাক সব্‌জিও উৎপন্ন হয়।

২ উনও জেলার রাজকীয় বিভাগ। অক্ষা ২৬° ১৭´ ও ২৬° ৪০´ উঃ মধ্যে, এবং দেশা ৮০° ২১´ ও ৮০° ৪৪´ মধ্যে অবস্থিত। এই তহসীল ৪টি পরগণায় বিভক্ত—উনও, পরিয়ার, সিকন্দরপুর ও হর্হ। সর্ব্বশুদ্ধ ভূমিপরিমাণ ৩৮৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১,৮৭,৮৯১।

৩ উনও জেলার প্রধান নগর। কাণপুর হইতে প্রায় ৪॥ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা ২৬° ৩২´২৫″ উঃ, দেশা ৮০° ২´ পূঃ। এখানে ১৪ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও ১০টি মস্‌জিদ্ আছে। এই নগরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। পূর্ব্বকালে এই নগর জঙ্গলময় ছিল। প্রায় হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বঙ্গরাজের অধীনস্থ গদসিংহ নামক একজন চৌহান-সৈন্য এই স্থান পরিষ্কার করিয়া 'সরাই গদ' নামে একটি নগর স্থাপন করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করেন। তখন কান্যকুব্জরাজ অজয়পাল এই নগরটি আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। তিনি খাণ্ডেসিংহকে এই স্থানের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। কিছুদিন পরে উনবন্ত সিংহ নামে বিষ্ণু (বিষেণ) জাতীয় এক ব্যক্তি খাণ্ডেসিংহকে বধ করিয়া এই স্থানের স্বাধীন রাজা হন। তিনি আপনার নামানুসারে 'সরাই গদ' পরিবর্ত্তে উনব (উনও) এই নাম রাখিলেন, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তদ্বংশীয় রাজা অমরাবত সিংহের সময়ে সৈয়দেরা ছলে কৌশলে এই নগর আপনাদের হস্তগত করিলেন।"

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ২৯এ জুলাই এই স্থানে সেনাপতি হাবলকের সহিত বিদ্রোহীদের প্রধান যুদ্ধ হয়।

উনা, পঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার উত্তরপূর্ব্ব-বিভাগের তহশীল। ইহার কতকাংশ শিবালিক গিরিমালা ও হিমালয়ের মধ্যে। এই স্থানের চারিদিকেই প্রায় সোহান নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উপত্যকাপ্রদেশ যশবন-দুন্ নামে খ্যাত। এখানে গম, ধান, ছোলা, কার্পাস, নীল, জুয়ার, ইক্ষু, তামাক ও শাকসবজী উৎপন্ন হয়। ভূমির পরিমাণ ৮৬৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২০৮০৮৭।

২ উনা তহশীলের প্রধান আড্ডা ও নগর। অক্ষা ৩১° ৩২´ উঃ, দেশা ৭৬° ১৮´ পূঃ। শিখগুরু নানকের বংশধর বেদী নামক জাতি এই নগরে বাস করিয়া থাকেন। রণজিৎ সিংহের অধিকারকালে বেদী উপাধিধারী বিক্রমসিংহ নামক এক ব্যক্তি শিখরাজের নিকট হইতে এই স্থান এবং নিকটস্থ কতকগুলি স্থান সনদ প্রাপ্ত হন। এই নগর পাহাড়ের উপর সোহান নদীর ধারে স্থাপিত। এখানে হাট বাজার হয়। লোকসংখ্যা ৪৩৮৯।

উনুই (দেশজ) নির্ঝর, ঝরণা।

উন্দধুন্দ (দেশজ) ১ সমারোহ। ২ গোলমাল। ৩ জনতা। ৪ উৎসব। ৫ জাঁকজমক।

উন্দুর, উন্দুরু (পুং) উন্দ-উর উরু বা। [ইন্দুর দেখ।]

উন্দুরকর্ণী (স্ত্রী) উন্দুরস্য কর্ণইব গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। আখু-পর্ণী, ইন্দুরকানী।

উন্দরু (পুং) উন্দ-উরু। ইন্দুর। [ইন্দুর দেখ।]

ইহার এই কয়েকটি সংস্কৃত পর্য্যায়—১ মূষিক, আখু, গিরিক, বালমূষিকা, মূষ, মূষক, মূষিক, খনক, বভ্রু, বৃষ, আখনিক, বৃশ, দীনা, মূষীকা, বিলেশয়, শুষির।

ক্ষুদ্র ইন্দুরের পর্য্যায়—চিক্র, বেশ্মনকুল, চিক্কা, হালাহলা, অঞ্জনিকা।

উন্দিপোকা (গ্রাম্য) উইপোকা।

উন্ন (ত্রি) উন্দ-ক্ত। ১ ক্লিন্ন, সিক্ত। ২ আর্দ্র, ভিজা। ৩ সুব্রত, দয়ালু। (শব্দাব্ধি।)

উন্নত (ত্রি) উৎ-নম-ক্ত। ১ উচ্চ, উত্তুঙ্গ। ২ শ্রেষ্ঠ, মহান্। ৩ বর্দ্ধিত। ৪ গৌরবান্বিত। (ক্লী) দিনপরিমাণজ্ঞাপক উপায়।

"দিবসস্য যদগতং যচ্চ শেষং তয়োর্যদল্পং তদুন্নতসংজ্ঞম্।"

"উদগ্দেশং যাতি যথা যথা নর-
স্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলম্।
উদগ্দিশং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতে-
স্তদন্তরে যোজনজাঃ পলাংশকাঃ॥" সিদ্ধান্তশিরোমণি।

উন্নতকাল (পুং) উন্নতের ছায়া দ্বারা কালনিরূপক প্রক্রিয়া বিশেষ।

"পলশ্রুতিঘ্নস্ত্রিগুণস্য বর্গোদ্যাজ্যেষ্ঠকর্ণাহতিহৃদ্ভবেদ্বা।
ইষ্টান্ত্যকা তদ্রহিতান্ত্যকা বা ভবন্তি যা উৎক্রমচাপলিপ্তাঃ॥
নতাসবস্তে স্বরহর্দলং তৈরূনীকৃতং চেনান্নতকাল এবম্।"
সিদ্ধান্তশিরোমণি।

'নতকালো দিনার্দ্ধবৎ পতিত উন্নতকালঃ স্যাদিত্যুপপন্নম্।'
মিতাক্ষরা।

উন্নতনগর, উন্নতস্থান (ক্লী) একটি অতিপ্রাচীন নগর।

"যত্র চোন্নামিতং লিঙ্গং ঋষিতোয়াতটে শুভে।
উন্নতং নাম যৎ লোকে বিখ্যাতং সুরসুন্দরি!॥"
প্রভাসখণ্ড ২১৬ অঃ। [উন, দেলবার দেখ।]

উন্নতনাভি (ত্রি) উন্নতো নাভির্যস্য। উচ্চনাভিযুক্ত, তুন্দি।

উন্নতানত (ত্রি) উন্নত আনত। উচ্চনীচ, বন্ধুর।

উন্নতি (স্ত্রী) উৎ-নম-ক্তিন্। ১ বৃদ্ধি। ২ উদয়। ৩ সমৃদ্ধি। ৪ উদ্গম। ৫ গরুড়পত্নী। (উন্নতিস্তার্ক্ষ্য যোষিতি। উদয়ে চ সমৃদ্ধাবপি। হেম° অনে ৩।১৫৬।) ৬ গৌরব। ৭ সৌভাগ্য। ৮ উচ্চতা।

নক্ষত্রাদির উদয়ের নাম শৃঙ্গোন্নতি। যথা—

"মাসান্তপাদে প্রথমেঽথ বেন্দোঃ
শৃঙ্গোন্নতির্যদ্দিবসেঽবগম্যা।
তদোদয়েঽস্তে নিশি বা প্রসাধ্যঃ
শঙ্কুর্বিধোঃ স্বোদিতনাড়িকাদ্যৈঃ॥'
সিদ্ধান্তশিরোমণি॥

উন্নতীশ (পুং) উন্নতির স্বামী, গরুড়।

উন্নদ্ধ (ত্রি) উৎ-নহ-ক্ত। ১ উদ্বদ্ধ, ঊর্দ্ধে সংযত। ২ উৎকট। ৩ স্ফীত।

উন্নমন (ক্লী) উৎ-নম-ল্যুট। ১ উন্নতি। ২ উত্তোলন। ৩ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্র দ্বারা ব্রণরুধিরস্রাবসাধক চিকিৎসা কর্ম্ম-বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্র, ৭ অঃ।)

উন্নমিত (ত্রি) উৎ-নম-ণিচ্-ক্ত। ১ উত্তোলিত। ২ ঊর্দ্ধীকৃত। ("অথ প্রযত্নোন্নমিতানমৎফণৈঃ।" মাঘ। ১।১৩)

উন্নম্র (ত্রি) উৎ-নম-রন্। উন্নত। 'উন্নম্রতাম্রপটমণ্ডপ-মণ্ডিতং তৎ।")

উন্নয় (পুং) উৎ-নী-কচিদপবাদ বিষয়ে অচ্। ১ উত্তোলন, কূপাদি হইতে জলতোলা। ২ উত্থান। ৩ সাদৃশ্য।

উন্নয়ন (ক্লী) উৎ-নী-(কৃত্যল্যুটোবহুলম্। পা ৩।৩।১১৩।) ইতি ল্যুট্। ১ উত্তোলন, উঠান, তোলা। ২ পরামর্শ, বিতর্ক। (বিতর্কস্যাদুন্নয়নং পরামর্শো বিমর্শনম্। হেম ২।২৩৬।) ৩ অনুমান। ৪ উন্নতি। ৫ উদ্ভাবন। ৬ ন্যায়শাস্ত্র। ৭ পূতভৃৎপাত্র। ('উন্নয়নে চ।' কাত্যা

১৫।১২।১৪।*। 'উন্নয়ত্যস্মাদিত্যুন্নয়নং পূতভৃদুচ্যতে।' কর্ক।) (ত্রি) উন্নমিতং নয়নং যেন। উন্নমিতচক্ষুঃ।

উন্নবিন্ধ, কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত গির্ণার পাহাড়ের নিকটস্থ একটি প্রাচীন গ্রাম। এইখানে ভীম উন্নক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম ওসম্।

"ততো গচ্ছেন্মহাদেবি! উন্নবিন্ধেতি বিশ্রুতম্।
যোজনস্যান্তরে দেবি! পশ্চিমে মঙ্গলাস্থিতৈঃ॥
উন্নকো যত্র ভীমেন হত্বা ত্যক্তস্তথা প্রিয়ে!।"
প্রভাসখণ্ড (৪ ২৮৮। ২।৪-৫।)

উন্নস (ত্রি) উন্নতা নাসিকা যস্য (উপসর্গাচ্চ। পা ৫।৪ ১১৯।) ইতি বহুব্রীহেঃ সমাসান্তোঽচ্ স্যাৎ। উচ্চনাসাযুক্ত, উগ্রনাসিক। (উন্নসস্তূগ্রনাসিকঃ। হেম ৩।১১৬।)

উন্নাদ (পুং) উৎ-নদ-ঘঞ্। উচ্চশব্দ। (ভারত বন ১৫৮ অঃ।)

উন্নাভ (পুং) রঘুবংশীয় রাজবিশেষ। (রঘু ১৮।১৯।)

উন্নায় (পুং) উৎ-নী-(অবোদৈধৌদ্মপ্রশ্রথহিমশ্রথাঃ... পা ৬।৩।২৬।) ইতি উপপদে ঘঞ্। ১ উত্তোলন, তোলা, উঠান। (ভট্টি ৭।৩৭।)

উন্নায়কত্ব (ক্লী) ন্যায়মতে ১ জ্ঞাপকত্ব। ২ জনকজ্ঞানবিষয়ত্ব। (ন্যায়কো)।

উন্নাহ (পুং) উৎ-নহ-ঘঞ্। কাঞ্জিক, কাঁজি। (হেম ৩।৪০)

উন্নিদ্র (ত্রি) উদ্গতা নিদ্রা স্বপ্নো দুঃখাদিকং বা যস্মাৎ। ১ প্রফুল্ল। ২ বিকসিত। (হেম ৪।১৯৫।) ৩ নিদ্রারহিত। ৪ সতর্ক।

উন্নীত (ত্রি) উৎ-নী-ক্ত। ১ উর্দ্ধে নীত। ২ বিতর্কিত।

উন্নেতা [ঋ] (ত্রি) উৎ-নী-তৃচ্। ১ যে উর্দ্ধে লইয়া যায়। ২ উদ্ভাবক। ৩ (পুং) ষোড়শ ঋত্বিগের অন্তর্গত ঋত্বিগ্‌ভেদ।

উন্নেত্র (ক্লী) উন্নেতৃনামক ঋত্বিকের কার্য্য। (কাত্যা ২৪।৪।৪৬।) (ত্রি) উর্দ্ধনেত্র।

উন্নেয় (ত্রি) উৎ-নী-যৎ। ১ উর্দ্ধে লইয়া যাইবার যোগ্য। ২ উদ্ভাবনীয়।

উন্নেয়ত্ব (ক্লী) ন্যায়মতে ১ জ্ঞাপনযোগ্যত্ব। ২ জন্য জ্ঞানবিষয়ত্ব। (ন্যায়কো)

উন্মজ্জক (পুং) উৎ-মস্জ-ণ্বুল্। ১ তপস্বীভেদ। উন্মজ্জক তাপসগণ একগলা জলে থাকিয়া তপস্যা করিয়া থাকে।

"কণ্ঠদঘ্নে জলে স্থিত্বা তপঃ কুর্ব্বন্ প্রবর্ত্ততে।
উন্মজ্জকঃ স বিজ্ঞেয়স্তাপসো লোকপূজিতঃ॥" যোগসার।

২ (ত্রি) যে জলে ভাসে।

উন্মজ্জন (ক্লী) উৎ-মস্জ-ল্যুট্। প্লবন, ভাসা।

উন্মণ্ডল (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত দিনরাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি জ্ঞাপক মণ্ডলবিশেষ।

"পূর্ব্বাপরক্ষিতিজসঙ্গময়োর্বিলগ্নং
যাম্যে ধ্রুবে পললবৈঃ ক্ষিতিজাদধঃস্থে।
সৌম্যে কুজাদুপরি চাক্ষলবৈর্ধ্রুবেত-
দুন্মণ্ডলং দিননিশোঃ ক্ষয়বৃদ্ধিকারি।" সিদ্ধান্তশি°।

উন্মণ্ডলকর্ণ (পুং) জ্যোতিষোক্ত উন্মণ্ডলস্থ সূর্য্যের ছায়াকর্ণ।

"যুতারনাংশার্কবৃহদ্ভুজজ্যয়া
খরামতিথ্যভ্রভুবো (১০ ১৫ ৩০) হৃতাঃ পরঃ।
পলশ্রুতিঘ্নঃ পলভা বিভাজিতঃ
পরোঽথ বোদ্ধৃত্তগতেরবৌ শ্রুতিঃ॥" সিদ্ধান্তশিরোমণি।

উন্মণ্ডলনৃ (পুং) জ্যোতিষোক্ত অক্ষক্ষেত্র প্রদর্শনার্থ উন্মণ্ডলের শঙ্কু।

উন্মত্ত (ত্রি) উৎ-মদ-ক্ত। ১ উন্মাদগ্রস্ত, পাগল। ২ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ৩ মাতাল। (পুং) করণে ক্ত। ৪ ধুস্তূর, ধুতরা। ৫ মুচুকুন্দ বৃক্ষ।

উন্মত্তক (ত্রি) উন্মত্ত ইব কন্। ১ মাতাল। ২ উন্মাদগ্রস্ত। ("ক্লীবোঽথ পতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।" যাজ্ঞ ২।১৭৩)

উন্মত্তগঙ্গ (ক্লী) দেশবিশেষ। (পা ২।১।২১ সূত্রে সি° কৌ°।)

উন্মত্তগীত (ত্রি) প্রলাপ বলা। প্রলাপপূর্ব্বক গান করা।

উন্মত্তাবন্তি (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। চন্দ্রবর্ম্মা নিহত হইলে শর্ব্বট এবং অপরাপর মন্ত্রিগণ পার্থপুত্র উন্মত্তাবন্তিকে কাশ্মীরের রাজাসন প্রদান করেন। ইহার রাজত্বকালে অত্যাচার ও ব্যভিচার নিয়তই ঘটিতে লাগিল। রাজা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণের কথা না শুনিয়া দুষ্ট লোকের তোষামোদে ভুলিয়া নিতান্ত গর্হিত আচরণ করিতে লাগিল। এই দুরাত্মার ভয়ে ইহার পিতা পার্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া জয়েন্দ্রবিহারে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, তথাকার ভিক্ষুরা যাহা কিছু আহরীয় প্রদান করিত, তাহাতেই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। কিন্তু উন্মত্তাবন্তির তাহাও প্রাণে সহিল না, দুর্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিয়া আপন পূজনীয় পিতা ও জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করিল। এই রাজা এত নিষ্ঠুর, যে গর্ভবতীর পেট চিরিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণকে দেখিত, ও তাহাতে আনন্দ বোধ করিত। অবশেষে রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫ লৌকিকাব্দে (৯৩৯ খৃঃ অব্দে) প্রাণত্যাগ করিল।

উন্মথ (পুং) উৎ-মথ-অপ্। বধ, মারণ।

উন্মথন (ক্লী) উৎ-মথ-ভাবে ল্যুট্। ১ উন্মর্দ্দন। ২ হিংসা,

নিধন। (রঘু ৭। ৪৯) ৩ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রকর্ম্মভেদ। কর্ত্তরি ল্যু। (ত্রি) মর্দ্দনকারক। ("বিপক্ষচিত্তোন্মথনা নখব্রণাঃ।" কিরাত।)

উন্মথিত (ত্রি) উৎ-মথ-ক্ত। ১ মর্দ্দিত। ২ বিনষ্ট।

উন্মদ (ত্রি) উদ্গতো মদো যস্য। উন্মাদযুক্ত। (মাঘ ৬।২৯)

উন্মদিষ্ণু (ত্রি) উৎ-মদ-(অলংকৃঞ্‌নিরাকৃঞ্‌প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্‌। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্‌। উন্মদ, উন্মাদযুক্ত। (শাকুলঃ পিশিতাশুন্মদিষ্ণুস্তূন্মাদসংযুতঃ। হেম ৩। ৯৩।)

উন্মনাঃ [স্] (ত্রি) উৎকণ্ঠিতং মনো যস্য। ১ উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল। ২ বিমনা, অন্যমনস্ক। ("পয়োধরেণোরসি কাচিদুন্মনাঃ।" ভারবি ৮। ১৯।)

উন্মনী (স্ত্রী) উন্মনস্ পৃষোদরাদিং ঙীষ্। যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ, মৌনী।

উন্মন্থ (পুং) উৎ-মন্থ-ঘঞ্। ১ হিংসা, নির্যাতন, মারণ। (নির্যাতনোন্মন্থসমাপনানি। হেম ৩। ৩৫।) ২ সুশ্রুতোক্ত কর্ণপালীর রোগবিশেষ।

"বলাদ্বর্দ্ধয়তঃ কর্ণং পাল্যাং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
গৃহীত্বা সকফং কুর্য্যাচ্ছোফং তদ্বর্ণবেদনম্॥
উন্মন্থকঃ সকণ্ডূকো বিকারঃ কফবাতজঃ।"

চিকিৎসিত স্থান ২৫ অঃ।

বলপূর্ব্বক কর্ণপালি বাড়াইলে কর্ণের প্রান্তভাগে বায়ু কুপিত হয়, তাহাতে কফযুক্ত হইয়া বাতশ্লেষ্মার বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট শোথ জন্মে। এই রোগ কফ বাতজন্য ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। ইহাকে উন্মন্থরোগ কহে। [পালী দেখ।]

উন্মন্থন (ক্লী) উৎ-মন্থ-ল্যুট্। ১ মথন। ২ হনন, মারণ।

উন্মর্দ্দন (ক্লী) উৎ-মৃদ-ল্যুট্। ১ উদ্বর্ষণ। ২ বায়ু বা শূল প্রভৃতি নিবারণার্থ ক্রিয়াবিশেষ। (সুশ্রুত)। করণে ল্যুট্। মর্দ্দনযোগ্য দ্রব্যাদি। যাহা গাত্রে লেপন করা যায়। ("উন্মর্দ্দনমভিষেকেঽবনীয়ৈকে।" কাত্যা° ১৯। ৪। ৮। 'উন্মর্দ্দনচন্দনাদি।' কর্ক।)

উন্মা (স্ত্রী) ঊর্দ্ধমান। বর্দ্ধমান। (শুক্লযজুঃ ১৫। ৬৫)

উন্মাথ (পুং) উন্মথ্যতেঽনেন, উৎ-মথ-করণে ঘঞ্। ১ মৃগবধযোগ্য যন্ত্র, কূটযন্ত্র, ফাঁদ। ভাবে ঘঞ্। ২ মারণ। (ত্রি) ৩ ঘাতক। (উন্মাথো মারণে কূটযন্ত্রঘাতকয়োরপি। হেম° অনে ৩। ৩১৭।)

উন্মাদ (পুং) উৎ-মদ-আধারে ঘঞ্। মত্ততারোগবিশেষ। নানাপ্রকার কারণে মনোবিকার উপস্থিত হইয়া এই রোগ জন্মে। সুশ্রুতের মতে—

"মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

উদ্গত দোষ সকল ঊর্দ্ধগত শিরাপথ আশ্রয় করিয়া মনের মত্ততা জন্মায় বলিয়া এই রোগকে উন্মাদরোগ কহে। ১

মহর্ষি চরকের মতে, এই প্রকারে মানুষ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়—যে অতি ভয়শীল, যাহার সত্ত্বগুণ নাই, যে সকল লোক অখাদ্য ভোজন দ্বারা এক প্রকারে অধঃপাতে গিয়াছে, যে মানসিক ও শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়াদি চালনা করে, যাহার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, অথবা রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে; কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, ভয়, শোক, চিন্তা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তি দূষিতচিত্ত হইয়াছে, বুদ্ধির চঞ্চলতা ঘটিলে দোষসমূহ প্রবলবেগে তাপিত হইয়া হৃদয়স্থানে গমন এবং মনের গতি সকলকে আবৃত করিলে তদ্দ্বারা যাহাদের মন, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, ভক্তি, স্বভাব, চেষ্টা ও আহার প্রভৃতির বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহাদেরই উন্মাদরোগ জন্মে।

উন্মাদরোগ হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—মস্তকের শূন্যভাব, চক্ষুর্দ্বয়ের চাঞ্চল্য, কর্ণে শব্দ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের আধিক্য, মুখ হইতে লাল বাহির হওয়া, খাইতে অনিচ্ছা, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা, বিনা কারণে চিন্তা, অবিপাক, পরিশ্রমবোধ, মোহ, মনের উদ্বেগ, লোমহর্ষণ, জ্বর, মুখভ্রুকুটি দ্বারা চোখ মুখ বক্র হওয়া, ঘুমের সময়ে ভুল হওয়া ও এলোমেলো দেখা; চক্ষু যেন ঘুরিতে থাকে, প্রবল নদীর ঢেউ মধ্যে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয় ইত্যাদি।

চরকের মতে উন্মাদ রোগ পাঁচ প্রকার—১ বাতজ, ২ পিত্তজ, ৩ কফজ, ৪ সন্নিপাতজ ও ৫ আগন্তুজ। (২)

---

(১) "রুক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতু-
ক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদিজুষ্টং হৃদয়ং প্রদুষ্য
বুদ্ধিং স্মৃতিং চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্॥"
চরক চিকিৎসা ১৪ অঃ।

কড় কড়ে বা পান্ত ভাত, বিরেক, ধাতুক্ষয়, উপবাস ইত্যাদি কারণে বায়ু অতি বৃদ্ধি হইয়া চিন্তা দ্বারা হৃদয়কে অত্যন্ত দূষিত এবং শীঘ্রই বুদ্ধি ও স্মৃতির নাশ করে।

(২) সুশ্রুতের মতে "একৈকশঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে।
বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বন্তত্র ভেষজম্॥"

ত্রিদোষ ভিন্ন ভাবে বা একত্র ভাবে কুপিত হইলে অথবা মানসিক দুঃখ জন্য এই পাঁচ কারণে জন্মে বলিয়া উন্মাদরোগ পাঁচ প্রকার। এ ছাড়া বিষপ্রযুক্ত অপর এক প্রকার আছে, এই ছয় প্রকার। স্ব স্ব কারণ দেখিয়া তবে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে।

পিত্তোন্মাদে—ক্রোধ, গর্ব্ব, অসহিষ্ণুতা, যেখানে সেখানে ঢিল, কাঠ বা অস্ত্রাদি ফেলা, ঘুসি মারা, নিজের বা পরের ছায়া দেখা, ঠাণ্ডা জল ও পান্তাভাত খাইবার ইচ্ছা, সর্ব্বদা সন্তাপ বোধ; চক্ষু তামা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, সর্ব্বদাই চক্ষু যেন ঘুরিতে থাকে। *

কফোন্মাদে—বমন, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসন্নতা, অরুচি, কাস, স্ত্রীসংসর্গে অভিলাষ, অল্প অল্প নিদ্রা, কখন খাইতে অনিচ্ছা বা অনাহারী, নির্জ্জন ও গরম থাকিবার অভিলাষ, বীভৎসভাব, মুখে শোথ, চক্ষু সাদা, স্থির ও পিচুটিতে ঢাকা এবং কফের হিতজনক দ্রব্যের বিপরীত দ্রব্য ভোজন করিলে অপকার বোধ হয়।

বায়ুর প্রকোপ জন্য উন্মাদে—দেহের রুক্ষতা, কর্কশতা, শ্বাস, দুর্ব্বলতা, অঙ্গের সন্ধির স্ফুরণ, আস্ফালন, নৃত্য, গীত, রোদন, ভ্রমণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত জন্য হইলে ত্রিদোষেরই লক্ষণ থাকে। সন্নিপাত জন্য উন্মাদ কাহারও মতে আরোগ্য হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

চোর, রাজপুরুষ বা শত্রু দ্বারা অত্যন্ত ভয় পাইলে, অথবা মনের অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিলে অথবা অতিশয় স্ত্রীসংসর্গের অভিলাষ জন্য মনের উৎকট বিকার জন্মে।

বিষজন্য উন্মাদে মূঢ়ভাবে গান, হাস্য বা রোদন, চক্ষু রক্তবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়তেজের হানি, দীনভাব, মুখ কপিশবর্ণ ও সংজ্ঞাহীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন, বাত, পিত্ত ও কফজ উন্মাদে যে সকল কারণ উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কারণ হইতে অতি ভয়ঙ্কর ত্রিদোষজনিত উন্মাদ উৎপন্ন হয়। এই উন্মাদে ত্রিদোষজ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুশ্রুত এই রোগকেই সন্নিপাত জন্য উন্মাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ উন্মাদরোগ (Insanity) প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করেন, ১ম মতিবিভ্রম (Delirium), ২য় উন্মত্ততা (Mania or Hyperphrenic), ৩য় উৎকণ্ঠারোগ বা বিষণ্ণতা (Melancholia), ৪র্থ বিষাদরোগ (Hypochondriasis), ৫ম বুদ্ধিবিপর্য্যয় (Dementia), ৬ জড়তা বা নির্ব্বুদ্ধিতা (Idiotcy).

মতিবিভ্রম হইলে অভিপ্রায় ঠিক থাকেনা, কখন ভাল কখন বিপথে চলিতে ইচ্ছা হয়, মেধাশক্তিও থাকেনা, মন এলোমোলো হয়; অথবা বস্তুর অনুভব ও মোহ হইয়া থাকে।

উন্মত্ততা জন্মিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় অথবা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার ক্রমশঃই অবনতি হইতে থাকে। মানসিক গতি, ইচ্ছা, স্বভাব পরিবর্ত্তিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই প্রকারের উন্মাদরোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়। কখন উন্মাদরোগী স্থিরভাব ধারণ করে, কখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনর্থ সাধন করে।

উৎকণ্ঠারোগে শোক অথবা দুঃখ, মনের ভাব ও মানসিক ক্রিয়া বাড়িয়া উঠে। কখন বা এক বিষয়ের চিন্তাতে মন অস্থির হইয়া এই রোগের উৎপত্তি করে, এরূপ অবস্থাকে ঐকান্তিক উন্মাদ বলা যায়।

বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইলে মানসিক ক্রিয়া হ্রাস হয়, মন বড় দুর্ব্বল ও মানসিক শক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। রোগী কোন কিছু ধারণা করিতে পারে না।

নির্বুদ্ধিতা বা জড়তারোগ হইলে প্রায় এককালেই বুদ্ধিশক্তির লোপ হয়। কোন কোন স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই শৈশব বা বালককালে ঘটিয়া থাকে। জন্মকালীন অথবা কোন বিশেষ কারণে বুদ্ধিবৃত্তির পথ রুদ্ধ হইলে এই রোগ ঘটে।

মহর্ষি চরক বলেন, "যস্তু দোষনিমিত্তেভ্য উন্মাদেভ্যঃ সমুত্থানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবিশেষসমন্বিতো ভবত্যুন্মাদস্তমাগন্তুমাচক্ষতে।" যে উন্মাদ পূর্ব্বোক্ত দোষ নিমিত্ত উন্মাদ হইতে বিশেষ নিদান, পূর্ব্বরূপ ও রূপবিশেষ হয়, তাহাকে আগন্তুজ উন্মাদ কহে। কাহারও মতে পূর্ব্বজন্মের অশুভ কর্ম্মানুসারে আগন্তুজ উন্মাদের উৎপত্তি হয়। এই উন্মাদে দেবতার ন্যায় বল বীর্য্যাদি প্রকাশ পায়। প্রাচীন বৈদ্যকের মতে দেবতাদি ভর দিলে যে রোগ জন্মে, তাহাই এই উন্মাদ। চরক স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"দেবতাগণ দৃষ্টি দ্বারা; গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও ঋষিগণ অভিশাপ দ্বারা, পিতৃলোকের অবজ্ঞা দ্বারা; গন্ধর্ব্বগণের স্পর্শ দ্বারা; যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিয়া, পিশাচগণ দুর্গন্ধ গ্রহণ ও আরোহণ দ্বারা বহন করাইয়া উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে।"

পূর্ব্বোক্ত দেবতাদি দ্বারা উন্মাদের উৎপত্তি এইরূপ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। যথা "পাপকর্ম্মের আরম্ভকালে, পূর্ব্বকৃত পাপের পরিণামকালে, একাকী শূন্যগৃহে বাস সময়ে, চৌরাস্তায়, সন্ধ্যাকালে, অথবা অশুচি অবস্থায় পর্ব্বসন্ধির সময়ে মৈথুনকালে, রজস্বলা স্ত্রীতে অভিগমনকালে; অধ্যয়ন,

* সুশ্রুত পিত্তোন্মাদের লক্ষণ একটু বিশেষ করিয়াছেন—
"তৃট্স্বেদদাহবহুলো বহুভুগ্বিনিদ্রশ্ছায়াহিমানিলজলান্তবিহারসেবী।
তীক্ষ্ণো হিমাম্বুনিচয়েঽপি স বহ্নিশঙ্কো পিত্তাদ্দিবা নভসি পশ্যতি তারকাশ্চ।"
তৃষ্ণা, স্বেদ, দাহ, অতিভোজন, নিদ্রাহীনতা; ছায়া, বায়ু ও জলবিহারে অভিলাষ; তীক্ষ্ণ, হিম, জল প্রভৃতিকে ভয়; দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখা।

বলি-মঙ্গল-হোমাদি কার্য্যে অবৈধাচরণ করিলে; তুমুল যুদ্ধকালে; দেশ, কুল বা নগরাদির বিনাশসময়ে; স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনকালে; নানাপ্রকার ভূত ও অশুচি স্পর্শ করিবার সময়ে; বমন ও রক্তস্রাবের দ্বারা অশুচি হইলে, অশুচি হইয়া চৈত্য ও দেবালয়ে গমন করিলে; মাংস, মধু, তিল, গুড় এবং মদ্য সেবন করিয়া উচ্ছিষ্টাবস্থায় থাকিলে; নগর ও জনপদের চৌরাস্তায় রাত্রিতে গমনকালে; বায়ু অথবা শ্মশানাভিমুখে গমন সময়ে; দ্বিজ, গুরু, দেবতা ও যোগী প্রভৃতির অবমাননা কালে, ধর্ম্মালাপের ব্যতিক্রম করিলে অথবা কোন মঙ্গলকর কর্ম্মের অপ্রশস্ত আরম্ভকালে, দেবতা প্রভৃতি ব্যাঘাত বা উন্মাদ জন্মাইয়া থাকেন।"

আমাদের বৈদ্যগণ বলেন, মোহ, মনের উদ্বেগ, কাণে শব্দ শুনা, দেহের দুর্ব্বলতা, অতিশয় উৎসাহ, অন্নে অরুচি, স্বপ্নে কলুষিত দ্রব্য ভোজন, বায়ু দ্বারা উন্মথন ও ভ্রম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্র উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। (১)

চিকিৎসা—দেবতাদি অথবা গ্রহাদি দ্বারা উন্মাদরোগ জন্মিলে, শান্তি, পৌষ্টিক, আভিচারিক প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা রোগের উপশম হয়। সাধারণ ঔষধে তাহার কোন ফল হয় না। তবে যথার্থ শারীরিক ও মানসিক কারণে এই রোগ হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

"উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্।
পিত্তজে কফজে বান্তিঃ পরোবস্ত্যাদিকক্রমঃ॥"

বাতিক উন্মাদে স্নেহপান ও বিরেচন এবং পিত্তজ ও কফজ উন্মাদে বমন করাইয়া স্নেহপান, বস্তিশোধন ও বিরেচনক্রমে চিকিৎসা করিবে।

প্রাচীন বৈদ্যকগণের মতে, উন্মাদের অপস্মাররোগের মত চিকিৎসা করিলেও চলে। কারণ এই উভয় রোগে দূষ্য ও দোষের তুল্যতা আছে।

সুশ্রুত বলেন, সকল প্রকার উন্মাদেই চিত্তের আনন্দ উৎপাদন করান একান্ত কর্ত্তব্য। মদরোগে অর্থাৎ উন্মাদের প্রথমাবস্থায় মৃদুক্রিয়া করিবে। বিষজন্য রোগ হইলেও মৃদু ক্রিয়া ও বিষঘ্ন ক্রিয়া আবশ্যক। (২)

বামনহাটি, পুরাতন কুমড়া, শঙ্খপুষ্পী ও তুলসী এই সকল পৃথক্ পৃথক্, কুড় ও মধুমিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে উন্মাদরোগের শান্তি হয়।

হিঙ্গু, সাচিলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে দুই পল, কল্ক করিয়া ঘৃত ।৬ সের, চতুর্গুণ (১৷৷৪) গোমূত্রে পাক করিবে, ইহার প্রয়োগে উন্মাদ রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয়।

কবিরাজেরা উন্মাদরোগে, ত্র্যূষণাদ্যবটিকা, কল্যাণকঘৃত, ক্ষীরকল্যাণঘৃত, মহাকল্যাণকঘৃত, চৈতসঘৃত, মহাপৈশাচিক ঘৃত, হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত, লশুনাদ্য ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সমুদায় উন্মাদের মধ্যে, যাহাতে রোগী ক্রোধে ও আক্রোশে হাত তুলিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজের বা অন্যের শরীরে ফেলিয়া দেয়, সেই উন্মাদরোগ অসাধ্য। যে উন্মাদে রোগীর চক্ষু হইতে অশ্রু, মেঢ্র হইতে রক্তপাত, জিহ্বা ক্ষত এবং নাসিকা হইতে জল বাহির হয়, তাহাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অথবা যে উন্মাদে রোগী হাততালি দেয়, সর্ব্বদা গলা ডাকাইতে থাকে ও আপনার মর্ম্মস্থান ছেদন করে; দুর্ব্বল, তৃষ্ণাতুর, দুর্গন্ধ ও হিংস্রক হয় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে। *

উন্মাদগ্রস্ত রোগীকে ঠাণ্ডা করাই প্রথম উপায়। কিন্তু পিত্তজনিত উন্মাদে বমন করান বিশেষ আবশ্যক, বমন ও বিরেচনাদির দ্বারা কোষ্ঠ, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও মস্তক শুদ্ধ হইলে রোগী মনের প্রসন্নতা, স্মৃতি ও সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু শুদ্ধ হওয়ার পরেও যদি রোগী অন্যায় আচরণ করে, তবে তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জন দিবে, এরূপ স্থলে তাড়ন এবং মনঃ, বুদ্ধি দেহের উদ্বেগ অতিশয় হিতকর। যদি রোগী অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া অন্ধকার ঘরে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিবে। ঐ ঘরে ইট কাঠ যেন না থাকে।

উন্মাদরোগী ভাল করিবার প্রধান উপায়—

"তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতে হেতুর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥" চরক।

তর্জ্জন, ভয় দেখান, দান, সান্ত্বনা, হর্ষ জন্মান; ভয় ও বিস্ময় প্রভৃতিতে ভুলিয়া গিয়া মন প্রকৃতিস্থ হয়।

(১) "মোহোদ্বেগৌ স্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রাণামপকর্ষণম্।
অত্যুৎসাহোঽরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনম্।
বায়ুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চ ক্রমতস্তথা।
যস্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোঽধিগচ্ছতি।" সুশ্রুত।

(২) "উন্মাদেষু চ সর্ব্বেষু কুর্য্যাচ্চিত্তপ্রসাদনম্।
মৃদুপূর্ব্বং মদেঽপ্যেবং ক্রিয়াং বিদ্বান্ প্রয়োজয়েৎ।
বিষজে মৃদুপূর্ব্বাঞ্চ বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥"
সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬২ অঃ।

* "সর্ব্বেষপি তু খল্বেষ যো হস্তাবুদ্যম্য রোষসংরম্ভানিঃসংজ্ঞমনোহন্যস্মিন্ বা পাতয়েৎ সোহসাধ্যো জ্ঞেয়স্তথা সাশ্রুনেত্রো মেঢ্রপ্রবৃত্তরক্তঃ ক্ষতজিহ্বঃ প্রস্রুতনাসিকশ্ছিদ্যমানমর্ম্মাপ্রতিহন্যমানপাণিঃ সততং বিকূজনং দুর্ব্বর্ণস্তৃষার্ত্তঃ পূতিগন্ধশ্চ হিংসার্থী উন্মত্তো জ্ঞেয়স্তং পরিবর্জ্জয়েৎ।"
চরক।

ডাক্তারী মতে, উন্মাদ রোগীর পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদা গরম থাকিবে, যেন ভিজা বা শীতল না হয়। দেহের মধ্যভাগে ফ্লানেল জড়ান থাকা ভাল। রোগীকে লোমে নির্ম্মিত অথবা নরম মাদুরে শয়ন করাইবে, মাথায় নরম বালিশ দিবে। শয়নকালে দেহের অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মাথাটি কিছু উচ্চস্থানে ও অনাবৃত রাখা কর্ত্তব্য। রোগী মূর্চ্ছিত হইলে তাহাকে নীচের বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। আহারাদি রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে।

এলোপাথী মতে—উন্মাদ রোগীকে প্রথমাবস্থায় ঠাণ্ডা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। এই অবস্থায় নাইট্রেট অব্ পটাস, মিউরিয়েট অব্ আমোনিয়া, সলিউসন এসেটেট অব্ আমোনিয়া মিশ্র, স্পিরিট অব্ নাইট্রিক্ ইথর, টার্টারাইস্ অঞ্জন ও কর্পূর জুলাপ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। কর্পূর, কালোমেল, ভিনিগার প্রভৃতিও বিশেষ উপকারী। রোগীর অবস্থা অনুসারে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

উন্মাদ (ত্রি) উৎ-মদ-ঘঞ্। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল।

উন্মাদক (ত্রি) উৎ-মদ-ণিচ্-ণ্বুল্। উন্মাদজনক, ধুতুরাদি। যাহাতে উন্মাদ জন্মায়, উন্মত্তকারী।

উন্মাদন (পুং) উৎ-মদ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত একটি বাণ। (ত্রিকা° শে ১।১।৪০) যথা—

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(ক্লী) ২ চিত্তের বিভ্রম জন্মান।

উন্মাদবান্ (ত্রি) উন্মাদ-মতুপ্ মস্য বঃ। উন্মত্ত, পাগল।

উন্মান (ক্লী) উৎ-মা-ভাবে ল্যুট্। ১ পরিমাণ, ওজন।

"ঊর্দ্ধমানং কিলোন্মানং পরিমাণন্তু সর্ব্বতঃ।
আয়ামস্তু প্রমাণং স্যাৎ সংখ্যাবাহ্যা তু সর্ব্বতঃ॥"
বার্ত্তিককারিকা।

২ করণে ল্যুট্। দ্রোণপরিমাণ। (চরক কল্প ১২ অঃ।

উন্মার্গ (ত্রি) উৎক্রান্ত মার্গাৎ। ১ কুপথগামী। (পুং) ২ অসৎপথ পথ। ("উন্মার্গে বাচ্যতাং যান্তি মহামাত্রাঃ সমীপগাঃ।" পঞ্চতন্ত্র।) ৩ গর্হিত আচরণ, অসৎ ব্যবহার।

উন্মার্গগামী (ত্রি) উন্মার্গ-গম-ণিনি। অসদাচারী, অন্যায় আচরণকারী, যে গর্হিত কার্য্য করে।

উন্মিতি (ত্রি) উৎ-মদ-ক্তিন্। উন্মান, ওজন।

উন্মিষ (ত্রি) উৎ-মিষ-ক। ১ প্রকাশ, উদয়। ২ বিকাশ, অল্প চক্ষু খোলা।

উন্মিষিত (ত্রি) উৎ-মিষ-ক্ত। ১ প্রফুল্ল, বিকসিত। ২ উচ্ছুন।

উন্মীলন (ক্লী) উৎ-মীল-ল্যুট্। ১ বিকাশ। ২ উন্মেষ। চক্ষুখোলা, তাকান। হেম°। ২৪২)

উন্মীলিত (ত্রি) উৎ-মীল-ক্ত। ১ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। (কুমার ১।৩২) ২ প্রকাশিত। ৩ অমুদ্রিত। ৪ যে চক্ষু খুলিয়াছে। যথা—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

উন্মুক্ত (ত্রি) উৎ-মুচ-ক্ত। বন্ধনরহিত।

উন্মুখ (ত্রি) উদূর্দ্ধং মুখমস্য। ১ ঊর্দ্ধমুখ। (উৎপশ্য উন্মুখঃ। হেম ৩।১২১) ২ উদ্যত, ব্যগ্র। ৩ উৎসুক। ৪ যত্নবান্। ৫ উদ্যুক্ত। ("তস্মিন্ সংযমিনামাদ্যে জাতে পরিণয়োন্মুখে।) কুমার।"

উন্মুদ্র (ত্রি) উদ্গতা মুদ্রা যস্মাৎ। ১ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ২ মুদ্রারহিত।

উন্মূল (ত্রি) ১ যাহার মূল উদ্গত হইয়াছে। ২ যাহ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ৩ নির্ম্মূল।

উন্মূলন (ক্লী) উন্মূল-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উৎপাটন, মূলসহিত তুলিয়া ফেলা। ২ সমূলে বিনাশকরণ, নির্ম্মূলকরণ।

উন্মুলিত (ত্রি) উন্মূলি-নাম ধা-ক্ত। উৎপাটিত।

উন্মৃজাবমৃজা (স্ত্রী) উন্মৃজ অবমৃজ ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। উন্মার্জ্জন, অবমার্জ্জন ক্রিয়া। মাজা ঘষা।

উন্মৃশ্য (ত্রি) উৎ-মৃশ-ক্যপ্। হাত তুলিয়া স্পর্শযোগ্য।

উন্মেয় (ত্রি) উৎ-মা-যৎ। ১ পরিমেয়, পরিমাণযোগ্য।

উন্মেষ (পুং) উৎ-মিষ-ঘঞ্। ১ প্রকাশ, উদয়। ২ চক্ষু মেলা। (উন্মীলমুন্মেষঃ। হেম ৩।২৪২)

উন্মোচন (ক্লী) উৎ-মুচ-ল্যুট্। ১ মোচন, খোলা। ২ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া। ৩ কারামুক্তি।

উপ (অব্য) কুড়িটি উপসর্গের মধ্যে একটি। ইহা অনেক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। ১ আধিক্য। (উপ পরার্দ্ধে হরেগুর্ণাঃ। পা ২।৩।৯।) ২ হীনতা। ৩ সামিপ্য। ৪ আসন্নতা। ৫ অনুগতি। ৬ পশ্চাদ্ভাব। ৭ অনুকম্পা। ৮ সাদৃশ্য। ৯ আরম্ভ। ১০ সামর্থ্য। ১১ ব্যাপ্তি। ১২ শক্তি। ১৩ পূজা। ১৪ দান। ১৫ দোষাখ্যান। ১৬ আশ্চর্য্যকরণ। ১৭ নিদর্শন। ১৮ মারণ। ১৯ লিপ্সা। ২০ উপালম্ভন। ২১ উদ্যোগ। ২২ ভূষণ।

"উপস্যাদব্যয়ং হীনেঽধিকে সামর্থ্যভূষয়োঃ।
দোষাখ্যানে সমীপে চ দানে মারণলিপ্সয়োঃ॥
ব্যাপ্ত্যাশ্চর্য্যকরণে চ পূজোপালম্ভয়োরপি।" শব্দাব্ধি।

উপকণ্ঠ (ত্রি) উপগতঃ কণ্ঠম্। ১ নিকট, সমীপ। (ক্লী) ২ গ্রামান্ত। ৩ অশ্বের পঞ্চম গতি, আস্কন্দিত। (উত্তেরিত-মুপকণ্ঠমাস্কন্দিতমিত্যপি। হেম ৪। ৩১৫।) ৪ কণ্ঠসমীপ।

উপকথা (স্ত্রী) উপ-কথা। ১ আখ্যায়িকা। ২ সাধারণের রঞ্জনার্থ উপন্যাস।

উপকনিষ্ঠিকা (স্ত্রী) উপগতা কনিষ্ঠিকাম্। অনামিকা অঙ্গুলি। (শিক্ষা ৪৪)

উপকন্যা (স্ত্রী) উপগতা কন্যাম্। কন্যার সখী।

উপকরণ (ক্লী) উপ-কৃ-ল্যুট্। ১ সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, যে কার্য্যে যে দ্রব্যটি অতি প্রয়োজন। ২ রাজাদিগের ছত্র-চামরাদি চিহ্ন। পরিচ্ছদ। (পরিচ্ছদঃ পরিবর্হস্তন্ত্রোপকরণে অপি। হেম ৩। ৩৮০) ৩ উপকার। (ত্রি) ৪ ইন্দ্রিয়ানুগত। (অব্য) ৫ ইন্দ্রিয়ে। ৬ ইন্দ্রিয়নিকটে।

উপকর্ণ (অব্য) কর্ণে বা কর্ণস্য সমীপে ইতি বিভক্ত্যর্থে সামীপ্যে বা অব্যয়ীভাবঃ। ১ কর্ণে। ২ কর্ণের নিকটে।

উপকর্ত্তা [ঋ] (ত্রি) উপ-কৃ-তৃচ্। উপকারক। (রঘু ১৭।৫৮)

উপকলাপ (অব্য) বিভক্ত্যর্থে সামীপ্যে বা অব্যয়ীভাবঃ। ১ কলাপে। ২ কলাপের নিকটে।

উপকল্প (ত্রি) উপগতঃ কল্পম্। কল্পোপগত।

উপকল্পন (ক্লী) উপ-কৢপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্পাদন। ২ আয়োজন।

উপকাদি, পাণিন্যুক্ত একটি গণ। উপক, লমক, ভ্রষ্টক, কপিষ্ঠল, কৃষ্ণাজিন, কৃষ্ণসুন্দর, চূড়ারক, আড়ারক, গড়ুক, উদঙ্ক, সুধায়ুক, অবন্ধক, পিঙ্গলক, পিষ্ট, সুপিষ্ট, ময়ূরকর্ণ, খরীজঙ্ঘ, শলাথল, পতঞ্জল, পদঞ্জল, কঠেরণি, কুষীতক, কাশকৃৎস্ন, নিদাঘ, কলশীকণ্ঠ, দামকণ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গল, কর্ণক, পর্ণক, জটিলক, বধিরক, জন্তুক, অনুলোম, অনুপদ, প্রতি-লোম, অপজঙ্ঘ, প্রতান, অনভিহিত, কমক, বটারক, লেখাভ্র, কমন্দক, পিঞ্জূলক, বর্ণক, মসূরকর্ণ, মদাঘ, কবন্তক, কমন্তক, কদামত্ত, দামকণ্ঠ এইগুলি উপকাদি। *। উপকাদিভ্যো-ঽন্যতরস্যামদ্বন্দ্বে। পা ২। ৪। ৬৯। উপকাদিগণের পর গোত্রাপত্য অর্থে এবং দ্বন্দ্ব ও অদ্বন্দ্ব হইলে লুক্ হয়।

উপকার (পুং) উপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ উপকৃতি, সাহায্য, আনুকূল্য। ২ অনুগ্রহ। ৩ উপকরণ। ৪ বিকীর্ণ কুসুমাদি। (উপকারস্তূপকৃতৌ বিকীর্ণকুসুমাদিষু। হেম অনে ৪।২৪০।)

উপকারক (ত্রি) উপ-কৃ-ণ্বুল্। উপকারকর্ত্তা।

উপকারিকা (স্ত্রী) উপ-কৃ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ উপ-কারকর্ত্রী। ২ পিষ্টভেদ। ৩ কুশূল, মরাই। ৪ রাজভবন। (উপকারিকোপকর্ত্র্যাং পিষ্টভেদে নৃপালয়ে। মেদিনী।

উপকার্য্য (ত্রি) উপ-কৃ-ণ্যৎ। উপকারযোগ্য। স্ত্রিয়াং টাপ্। রাজার বাসযোগ্য গৃহ, রাজভবন।
(উপকার্য্যা রাজসদ্মন্যুপকারোচিতেঽন্যবৎ। মেদিনী।

উপকিরণ (ক্লী) উপ-কৄ-ল্যুট্ নিপাতনাৎ ইত্বম্। ১ ব্যাপ্তি। ২ চারিদিকে বিক্ষেপ, ছড়াইয়া পড়া।

উপকীচক (পুং) বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের অনুজ।

উপকুঞ্চি (স্ত্রী) উপ-কুঞ্চ-কি। ১ ছোট ছোট কালজীরা। ২ সূক্ষ্ম এলা। (উপকুঞ্চ্যপকুঞ্চিকে, কৃষ্ণজীরকভেদে চ সূক্ষ্মৈলায়ামপি স্ত্রিয়ৌ। শব্দাব্ধি।)

উপকুঞ্চিকা (স্ত্রী) উপ-কুঞ্চ-ণ্বুল্-টাপ্ ইত্বম্। ১ তুথ, তুঁত। ২ সূক্ষ্ম এলা। স্বার্থে কন্। ৩ কৃষ্ণজীরক।

উপকুম্ভ (ত্রি) সমীপে কুম্ভস্য। ১ সমীপ, নিকট। (ক্লী) ২ কুম্ভের সমীপ।

উপকুর্ব্বাণ (পুং) উপকুরুতে ইতি উপ-কৃ-শানচ্। ১ কৃতোপকার। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ব্রহ্মচর্য্যার পর যে গৃহস্থ হয়। (ত্রি) ৪ উপকারশীল।

উপকুল্যা (স্ত্রী) উপ-কুল-অঘ্ন্যাদি নিপাত০। পিপ্পলী, পিপুল। (বৈদেহী পিপ্পলী কৃষ্ণোপকুল্যা মাগধী কণা। হেম ৩। ৮৫)

উপকুশ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দন্তমূলগত রোগবিশেষ। দন্তমূল জ্বালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে তদ্দ্বারা দন্ত সকল নড়িতে থাকে, অল্প ঘষিলে তাহা হইতে শোণিতস্রাব হয়, রক্ত-স্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে তাহাকে উপকুশরোগ কহে। এই রোগে বমন, বিরেচন ও শিরো-বিরেচন প্রয়োগ করিয়া কাকডুম্বুরে বা গোঁজিয়া পত্রে শোণিত বিস্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু-সংযোগে প্রয়োগ করিবে। পিপুল, সরিষা, শুঁঠ, নিচুল ফল, এই সকল সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কুলকুচা করিবে, উপকুশরোগে ইহা বড় হিতকারী।

উপকূপ (ক্লী) কূপসমীপ। (পুং) কূপসমীপস্থ জলাশয়। (উপকূপেঽথ দীর্ঘিকা। হেম ৪। ১৫৮।)

উপকূল (ক্লী) কূলস্য সমীপম্। বেলাভূমি, সমুদ্র ও নদ্যাদির ভূপ্রান্তভাগ।

উপকৃত (ত্রি) উপ-কৃ-ক্ত। ১ উপকারপ্রাপ্ত। অনুগৃহীত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ২ উপকার।

উপকৃতি (স্ত্রী) উপ-কৃ-ক্তিন্। উপকার, সাহায্য।
("মোঘা হি নাম জায়েত মহৎস্বপকৃতিঃ কৃতঃ।" ভারত।)

উপকৃষ্ণ (ত্রি) উপগতঃ কৃষ্ণম্। (উপাদ্যজঽজিনঽগৌরা-দয়ঃ। পা ৬। ১। ১৯৪।) ইতি গৌরাদিত্বাৎ নান্তোদাত্তঃ। কৃষ্ণের নিকট, কৃষ্ণসমীপ।

উপকৢপ্ত (ত্রি) উপ-কৢপ-ক্ত। ১ নিয়ত। ২ বিন্যস্ত। ৩ উপভোগ-সমর্থ।

উপকেশ (ক্লী) পরচুলা, কল্পিত কেশ।

উপকোশা (স্ত্রী) উপবর্ষের কন্যা, বররুচির পত্নী।

উপকোশল (পুং) কমলাপত্য ঋষিপুত্রবিশেষ, অপর নাম কামলায়ন। (ছান্দোগ্য উপ ৪। ১০। ১।)

উপক্রম (পুং) উপ-ক্রম-ঘঞ্‌ ন বৃদ্ধিঃ। ১ আরম্ভ। ২ উপায়, জ্ঞানপূর্ব্বক আরম্ভ। ৩ হেতুভেদ। করণে ঘঞ্‌। ৪ সমাদি উপায়। ৫ উপধা। ৬ গমন। ৭ পলায়ন। ৮ বিক্রম। ৯ চিকিৎসা। (উপক্রমস্তূপধায়াং জ্ঞাত্বারম্ভে চ বিক্রমে, চিকিৎসায়াম্‌। মেদিনী।) ১০ উপায়। ১১ উত্তম।

উপক্রমণ (ক্লী) উপ-ক্রম-ভাবে ল্যুট্‌। ১ আরম্ভকরণ। ২ চিকিৎসা। (সুশ্রুত)

উপক্রমণিকা (স্ত্রী) ভূমিকা, প্রথম সূত্রপাত। কোন বাহুল্য বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহার পরিচয়।

উপক্রমণী (স্ত্রী) উপ-ক্রম-ল্যুট্‌-ঙীপ্‌। ভূমিকা।

উপক্রমণীয় (ত্রি) উপ-ক্রম-অনীয়র্‌। ১ আরম্ভণীয়, আরম্ভ-যোগ্য। ২ চিকিৎসাঙ্গ লক্ষণ বিশেষ, কি প্রকারে মানব দীর্ঘায়ু হয়, তদ্বিষয় ইহাতে বর্ণিত।

উপক্রান্ত (ত্রি) উপ-ক্রম-ক্ত। ১ আরব্ধ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। ২ বিস্তৃত।

উপক্রিয়া (স্ত্রী) উপ-কৃ-ভাবে শ। ১ উপকার। ২ কার্য্য, নিয়োগ।

উপক্রোশ (পুং) উপ-ক্রুশ-ঘঞ্‌। পরিবাদ, অপবাদ, নিন্দা। (অবর্ণ উপক্রোশো বাদো নিস্পর্য্যপাৎ পরঃ। হেম ২। ১৮৫) (ত্রি) ২ আসন্নক্রোশ, উপগতক্রোশ।

উপক্রোশক (ত্রি) উপ-ক্রুশ-ণ্বুল্‌। ১ নিন্দাকারক। (পুং) ২ গর্দ্দভ।

উপক্রোষ্টা [ঋ] (পুং) উপ-ক্রুশ-তৃচ্‌। ১ গর্দ্দভ। ২ নিন্দক।

উপক্লেশ (পুং) উপ-ক্লিশ-করণে ঘঞ্‌। মদাদি।

উপক্বণ (পুং) উপ-ক্বণ-(ক্বণো বীণায়াঞ্চ। পা ৩। ৩। ৬৫।) ইতি অপ্‌। বীণানিনাদ, বীণার শব্দ।

উপক্ষয় (পুং) উপ-ক্ষি-অচ্‌। ১ অপচয়, হানি। ২ নিবাস-সমীপাদি। (ত্রি) ক্ষয়মুপগতঃ। ৩ ক্ষয়প্রাপ্তি।

উপক্ষিৎ (ত্রি) উপ-ক্ষি-ক্বিপ্‌। অধিবাসী, নিকটবাসী।

উপক্ষীণ (ত্রি) উপ-ক্ষি-ক্ত। তস্য ন, দীর্ঘশ্চ। হানিগ্রস্ত, অপচয়প্রাপ্ত।

উপক্ষেপ (পুং) উপ-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্‌। ১ আক্ষেপ। ২ নিকটে নিক্ষেপ।

উপক্ষেপণ (ক্লী) উপ-ক্ষিপ-ল্যুট্‌। শূদ্রস্বামিক অন্ন বিপ্রের ঘরে পাকের জন্য সমর্পণ।

উপখাত (অব্য) ১ খাতসমীপে। ২ খাতে।

উপগ (ত্রি) উপ-গম-ড। ১ উপগত। ("ওষধ্যঃ ফল-পাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ।" মনু ১। ৪৬।) ২ উপগন্তা।

উপগত (ত্রি) উপ-গম-ক্ত। ১ স্বীকৃত। ২ উপস্থিত। ৩ জ্ঞাত। ৪ প্রাপ্ত। ৫ অশক্ত। ৬ কৃতমৈথুন। ৭ সন্নিহিত। (ক্লী) ৮ প্রাপ্তি। ৯ প্রাপ্তিসূচক পত্র, রসিদ।

উপগতি (স্ত্রী) উপ-গম-ক্তিন্‌। ১ প্রাপ্তি। ২ জ্ঞান। ৩ স্বীকার। ৪ আসক্তি।

উপগন্তা [ঋ] (ত্রি) উপ-গম-তৃচ্‌। ১ স্বীকারকারী। ২ যে পাইয়াছে। ৩ জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে।

উপগম (পুং) উপ-গম-অপ্‌। ১ অঙ্গীকার। ২ নিকটে গমন। (উপগমঃ স্বীকারেঽন্তিকসর্পণে। মেদিনী।) ৩ জ্ঞান। ৪ আসক্তি। ভাবে ল্যুট্‌। উপগমন। ক্লী, অর্থ ঐ।

উপগহন (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত আদি ৪ অঃ।)

উপগা (পুং) উপ-গৈ-ক্বিপ্‌। ১ যজ্ঞে গানকারী ঋত্বিগ্‌-বিশেষ। ভাবে অঙ্‌। (স্ত্রী) ২ উপগান।

উপগাতা [ঋ] (পুং) উপ-গৈ-তৃচ্‌। যজ্ঞস্থলে উদ্গাতা-সমীপে গানকারী ঋত্বিগ্‌বিশেষ। (বৃহস্পতিরুদ্গাতা বিশ্বেদেবা উপগাতারঃ।" কৃষ্ণযজুঃ ৩। ৩। ২। ১।)

উপগিরি (অব্য) গিরেঃ সমীপস্থ। পর্ব্বতসমীপে। (পুং) দেশবিশেষ। ("তথৈবোপগিরিঞ্চৈব বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ। ভারত, সভা ২৬ অঃ।)

উপগীতি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ, মাত্রাবৃত্তভেদ।
"আর্য্যাদ্বিতীয়কার্দ্ধে যদ্গাদিতং লক্ষণং তৎ স্যাৎ।
যদ্যুভয়োরপি দলয়োরুপগীতিং তাং মুনির্ব্রূতে।" বৃত্তরত্নাকর।

উপগু (পুং) সাত্যরথি পুত্র, রাজবিশেষ। (বিষ্ণুপু ৪।৫।১৩) (অব্য) গোসামীপ্যে। (ত্রি) প্রাপ্তকিরণাদি।

উপগুপ্ত, একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। বৌদ্ধগণ ইহাঁকে 'অলক্ষণক বুদ্ধ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন, সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যোগবলে মারকে পরাজয় এবং সমাধিকালে বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের একশত বর্ষ পরে তিনি কালাশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধ-দিগের প্রথম মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় উপগুপ্তের সময়ে হইয়া-ছিল। ইনি মথুরাতে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বোধি-সত্বাবদানকল্পলতার মতে, উপগুপ্ত মথুরার প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (উপগুপ্তাবদান)

উপগূঢ় (ত্রি) উপ-গুহ-ক্ত। ১ আলিঙ্গিত। ২ গুপ্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৩ আলিঙ্গন। ("বিশ্রামার্থমুপগূঢ়মঙ্গ-প্রম্।" মাঘ।)

উপগূহন (ক্লী) উপ-গুহ-ল্যুট্। আলিঙ্গন।
(আলিঙ্গনং পরিষঙ্গঃ সংশ্লেষ উপগূহনম্। হেম ৬।১৪৩।)

উপগোহ্য (ত্রি) উপ-গুহ-ণ্যৎ। ১ আলিঙ্গনযোগ্য। ২ গ্রাহ্য।

উপগ্রন্থি (পুং) অঙ্গের কোন গ্রন্থির নিকটে বা উপরে যে গ্রন্থি জন্মে।

উপগ্রহ (পুং) উপ-গ্রহ-অপ্। ১ বন্দী, কারাবদ্ধ। ২ উপযোগ। ৩ আনুকূল্য, সাহায্য। (উপগ্রহঃ পুমান্ বন্দ্যামুপযোগেঽনুকূলনে। মেদিনী) ৪ জ্যোতিষোক্ত গ্রহ-তুল্য ভ্রমণকারী জ্যোতিঃপদার্থ রাহুকেতু প্রভৃতি।

"সূর্য্যভাৎ পঞ্চমং ধিষ্ণ্যং জ্ঞেয়ং বিদ্যুন্মুখাভিধম্।
শূলঞ্চাষ্টমগং প্রোক্তং সন্নিপাতং চতুর্দ্দশম্॥
কেতুরষ্টাদশং প্রোক্তমুল্কা স্যাদেকবিংশতিঃ।
দ্বাবিংশতিতমং কম্পস্ত্রয়োবিংশঞ্চ বজ্রকম্॥
নির্ঘাতশ্চ চতুর্বিংশমুক্তা অষ্টাবুপগ্রহাঃ।" জ্যোতিস্তত্ত্ব।

সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র হইতে পঞ্চম বিদ্যুন্মুখ, অষ্টম শূল, চতুর্দ্দশ সন্নিপাত, অষ্টাদশ কেতু, একবিংশতি উল্কা, দ্বাবিংশতি কম্প, ত্রয়োবিংশ বজ্র, চতুর্বিংশ নির্ঘাত নামক নক্ষত্র, এই আটটি উপগ্রহ নামে কথিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মণি ঘঞ্। কারারুদ্ধ, বন্দী।

উপগ্রহণ (ক্লী) উপ-গ্রহ-ল্যুট্। ১ নিকটে গ্রহণ। ২ স্বীকার। ৩ সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ বা অধ্যয়ন। ('ন সব্যেন বেদোপগ্রহঃ।' কর্কাচার্য্য।) ৪ যজ্ঞাদিসাধক আধারকরণ।

('দক্ষিণহস্তস্থস্য সাজ্যস্যৈকদ্রব্যস্য হস্তকম্পনাদিনা স্কন্দনাবরণার্থং সব্যহস্তগৃহীতবেদেনাধারকরণমুপগ্রহণমুচ্যতে। কাতীয় শ্রৌতসূত্রভাষ্যে কর্কাচার্য্য ১।১০।৬)

উপগ্রাহ (পুং) উপ-গ্রহ-ণিচ্-অচ্। ১ উপঢৌকন, ভেট দেওয়া। কর্ম্মণি ঘঞ্। উপহার স্বরূপ যাহা দেওয়া যায়। ("উচ্চাবচানুপগ্রাহান্ রাজভিঃ প্রাপিতান্ বহূন্। ভারত' সভা' ৫১ অঃ। *। 'উপগ্রাহান্ উপহারান্।' নীলকণ্ঠ।)

উপগ্রাহ্য (ত্রি) উপ-গ্রহ-ণিচ্-যৎ। সমীপে লইয়া রাখিবার যোগ্য। (পুং) ভাবে যৎ। উপঢৌকন, ভেট।

উপঘাত (পুং) উপহন্যতে অনেন। উপ-হন-করণে ঘঞ্। ১ রোগ। ২ বিনাশ। ৩ কর্ম্মের অযোগ্যতা সম্পাদন।

"কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোঽপি দেশিতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বাৎ ন শ্বাদিভ্যোঽপি রক্ষতি॥"
মীমাংসাকারিকা।

৪ অপকার। (মনু ১। ১৭৯)। ৫ ইন্দ্রিয়গণের নিজ কার্য্য উৎপাদনের অক্ষমতা। ৬ পাপস্পৃহ। ৭ হোমভেদ।
"চরৌ তু বহুদৈবত্যো হোমঃ স্যাদুপঘাতবৎ।"
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

উপঘাতক (ত্রি) উপ-হন-ণ্বুল্। ১ নাশক। ২ পীড়ক। ৩ অনিষ্টকারক। ("কথং শক্নুন গ্রহীষ্যামি ভূত্বা ধর্ম্মোপঘাতকঃ। ভারত অশ্ব' ৯০ অঃ।)

উপঘ্ন (পুং) উপ-হন-ঘঞর্থে ক। নিকটাশ্রয়। (উপঘ্ন আশ্রয়ে পা ৩।৩।৮৫।) "ছেদাদিবোপঘ্নতরোর্ব্রততৌ।" রঘু।

উপঘ্র (ত্রি) উপ-ঘ্রা-ড। সম্বন্ধীয়, সম্পর্কীয়।

উপচ (ত্রি) উপচিনোতি উপ-চি-ড। অন্ন মাষপিষ্টক-মিশ্রিত। (শতপথ ১।১।১।১০।) চান্দ্রপাঠে বৃদ্ধি-কারকে জাতঃ। অনন্তরজাত।

উপচক্র (পুং) চক্রবাক পক্ষিবিশেষ। অনেকটা দেখিতে চকোরের মত। [চক্রবাক দেখ।]

বৈদ্যকমতে ইহার মাংসের গুণ—লঘু, হৃদ্য, উষ্ণবীর্য্য; পাকে কটু, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

উপচক্ষুঃ [স্] (ক্লী) ১ দিব্যচক্ষু। চস্‌মা। ২ চক্ষুর নিকট।

উপচয় (পুং) উপ-চি-অচ্। ১ বৃদ্ধি। ২ উন্নতি। (মাঘ ২। ৫৫।) ৩ আধিক্য। ৪ পুষ্টি। ৫ সমূহ। ৬ সংগ্রহ। ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থান।
"ষষ্ঠত্রিদশলাভাশ্চ লগ্নাদুপচয়াঃ স্মৃতাঃ।"

উপচর (পুং) উপ চর-অচ্। [উপচার দেখ।] চরস্য সমীপম্। (ক্লী) দূতের নিকট।

উপচরিত (ত্রি) উপ-চর-ক্ত। ১ আরাধিত, সেবিত। ২ লক্ষণ দ্বারা বোধিত।

উপচর্ম্ম (অব্য) উপ-চর-মন্ (নপুংসকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৪। ১০৯।) ইতি অব্যয়ীভাবাৎ টচ্। চর্ম্মসমীপে। (ত্রি) চর্ম্মাপগত।

উপচর্য্য (ত্রি) উপ-চর-কর্ম্মণি যৎ। সেবনীয়, সেবার যোগ্য। ("উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।" মনু ৫।১৫৪)

উপচর্য্যা (স্ত্রী) উপ-চর-ক্যপ্ টাপ্। ১ চিকিৎসা, উপচার। (হেম ৩।১৩৭।) ২ পরিচর্য্যা।
(উপচর্য্যা চিকিৎসায়াং পরিচর্য্যোপচারয়োঃ। শব্দাব্ধি।)

উপচায়ী [ন্] (ত্রি) উপচিনোতি উপ-চি-ণিনি। উপচয়-কারক, বৃদ্ধিকারক।

উপচার্য্য (পুং) উপচীয়তেঽগ্নিরত্র উপ-চি-(অগ্নৌ পরিচার্য্যোপচার্য্যসমূহ্যাঃ। পা ৩।১।১৩১।) ইতি নিপাতনে ণ্যৎ। যজ্ঞাগ্নি। (অমর)

উপচার (পুং) উপ-চর-ঘঞ্। ১ চিকিৎসা, রোগপ্রতিকার। ২ সেবা। ৩ ব্যবহার। (উপচারস্ত সেবায়াং ব্যবহারোপচার্য্যয়োঃ। হেমঃ অনে° ৪।২৪১।) ৪ উৎকোচ। ৫ পরের মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যাকথন। ("উপচারপদং নচেদিদং ত্বামনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ॥" কুমার ৪।৯) ৬ ধর্ম্মানুষ্ঠান। ৭ পূজার উপযোগী দ্রব্যভেদ। সাধারণতঃ ১৮ প্রকার উপচার। যথা—

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘমাচমনীয়কম্।
স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নঞ্চ তর্পণম্।
মাল্যানুলেপনে চৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে॥"

আসন ১, স্বাগত প্রশ্ন ২, পাদ্য ৩, অর্ঘ্য ৪, আচমনীয় ৫, স্নান ৬, কাপড় ও পৈতা ৭, ভূষণাদি ৮, গন্ধ ৯, পুষ্প ১০, ধূপ ১১, দীপ ১২, অন্ন ১৩, তর্পণ ১৪, মাল্য ১৫, অনুলেপন ১৬, নমস্কার ১৭, ও বিসর্জ্জন ১৮, এই আঠার প্রকার উপচার। তন্ত্রসারের মতে ৬৪ প্রকার উপচার।

৮ ন্যায় মতে সহচরণাদি নিমিত্ত তদ্ভাবে তদ্বৎ অভিধান। (বাৎস্যা° ১।২।৫৫)। ৯ জ্ঞান। (গৌতমবৃত্তি ২।১২৪) ১০ লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ। ১১ ছল, চাতুরী। ১২ সম্মান। ১৩ সজ্জা।

উপচারচ্ছল (ক্লী) ন্যায়মতে অযথার্থ প্রয়োগে অর্থ নিরাকরণ ("ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্। গৌতমসূ ১।৫৫।)

উপচার্য্য (পুং) উপ-চর ভাবে ণ্যৎ। ১ চিকিৎসা। ২ সেবা। (ত্রি) ৩ সেবনীয়। ৪ চিকিৎসনীয়।

উপচিকীর্ষা (স্ত্রী) উপ-কৃ (ধাতোঃ কর্ম্মণঃ সমানকর্তৃকাদিচ্ছায়াং বা। পা ৩।১।৭।) ইতি সন্। ততঃ-(অপ্রত্যয়াৎ। পা ৬।৩।১০২) ইতি অ। উপকার করিবার ইচ্ছা, পরের দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তি।

উপচিৎ (ত্রি) উপ-চি-ক্বিপ্। দেহবর্দ্ধক (গোদ প্রভৃতি) ("উপচিতঃ শ্বয়থুগড়ুশ্লীপদাদয়ঃ।" বাজসনেয়ভাষ্যে মহীধর ১২।১৭।)

উপচিত (ত্রি) উপ-চি-ক্ত। ১ সমৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২ দিগ্ধ, লিপ্ত। (ভবেদুপচিতং দিগ্ধে সমৃদ্ধে চাভলিঙ্গকম্। মেদিনী।) ৩ লেপনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত। ৪ সমাহিত। ৫ সঞ্চিত। ৬ রচিত।

উপচিতি (স্ত্রী) উপ-চি-ক্তিন্। ১ বৃদ্ধি। ২ উন্নতি।

উপচিত্র (ক্লী) সমবৃত্তবর্ণ ছন্দোবৃত্তভেদ। ("উপচিত্রমিদং সসসাল্লগৌ।" বৃত্তরত্না°।) ২ অর্দ্ধসমবর্ণ বৃত্তভেদ। ("বিষমে যদি সৌ সলগা দলে ভৌ যুজি ভাদ্গুরুকাবুপচিত্রম্।" বৃত্তরত্নাকর।) ৩ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ।

উপচিত্রা (স্ত্রী) ১ মূষিকপর্ণী, ইন্দুরকানি। ২ স্বাতি। ৩ হস্তানক্ষত্র। ৪ দন্তিবৃক্ষ। ৫ ষোড়শমাত্রাত্মক মাত্রাবৃত্তভেদ। "দ্বিগুণিত বসুলঘুরচলধৃতিরিহ বাণাষ্টবসু যদি লশ্চিত্রা উপচিত্রা নবমে পরযুক্তে।" বৃত্তরত্নাকর।

উপচেয় (ত্রি) উপ-চি-কর্ম্মণি যৎ। চয়নীয়।

উপচ্ছন্দন (ক্লী) উপ-ছদি-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ প্রার্থনা, উপমন্ত্র। ২ উপমন্ত্রণ, ফুসলান। ৩ অনুরোধ।

উপচ্যব (পুং) উপ-চ্যুঙ্-ভাবে অচ্। গৃহ হইতে নির্গত। (শালায়ানির্গমনমুপচ্যবম্। বেদার্থ° প্র° সায়ণ।)

উপজ, সঙ্গীতকালে বাদক বা গায়কগণের ইচ্ছাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান।

উপজন (ক্লী) উপজায়তে জন-অচ্। ১ দেহ, শরীর। ('স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যোপগমনে জায়তে ইত্যুপজনম্।' ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য।) ২ (পুং) স্তোমাদি বৃদ্ধি। (আশ্ব, শ্রৌত ৯।১।১৫।) ৩ উৎপত্তি।

উপজপ্য (ত্রি) উপ-জপ-কর্ম্মণি অর্হার্থে যৎ। ভেদার্হ, ভেদনীয়।
("উপজপ্যানুজপেদ্বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম্।" মনু ৭।১৯৭।)

উপজলা (স্ত্রী) যমুনাপার্শ্বস্থ নদীবিশেষ। (ভারত বন ১৩ অঃ)

উপজল্পী [ন্] (ত্রি) উপ-জল্প-ণিনি। উপদেশক। (ভারত আদি°)

উপজাতি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। উপেন্দ্রবজ্রা ও ইন্দ্রবজ্রা এই দুইটী পাদদ্বয়াদি যোগে ১৪ প্রকার। ই উ উ উ। উ ই উ উ। ই ই উ উ। উ উ ই উ। ই উ ই উ। উ ই ই উ। ই ই ই উ। উ উ উ ই। ই উ উ ই। উ ই উ ই। ই ই উ ই। উ উ ই ই। ই উ ই ই। উ ই ই ই। অন্যান্য মিশ্রিত জাতিতেও এইরূপ ১৪ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

উপজাপ (পুং) উপ-জপ-ঘঞ্। ১ ভেদ, বিচ্ছেদ। (উপজাপঃ পুনর্ভেদঃ। হেম ৩।৪০০) (ভারবি ২।৪৭) ২ কুচক্র। ৩ উপাংশু জপ।
(উপজাপো খলাদীনাং মিথো ভেদকভাষিতে। শব্দাব্ধি।)

উপজাপক (ত্রি) উপ-জপ-ণ্বুল্। ১ ভেদক। ২ প্রোৎসাহক। "ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্দণ্ডৈররীণাঞ্চোপজাপকান্।" মনু ৯।২৭।

উপজিহীর্ষা (স্ত্রী) উপ-হৃ-(ধাতোঃ কর্ম্মণঃ সমানকর্ত্তৃকাদিচ্ছায়াং বা। পা ৩।১।৭।) ইতি সন্, ততঃ (অপ্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩। ১০২।) ইতি অ। অপরের দ্রব্যাদি হরণ করিবার ইচ্ছা।

উপজিহ্বা (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষ, উপদেহিকা। ২ আলজিভ। ৩ জিহ্বাগত রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন—

"জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বামুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ।
প্রসেককণ্ডূপরিদাহযুক্তা প্রকথ্যতেঽসাবুপজিহ্বিকেতি॥"

সুশ্রুত, নিদান ১৬ অঃ।

দুষিত কফ ও রক্ত হইতে অগ্রভাগের ন্যায় জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বাগ্র ফুলিয়া উন্নত হয়, তাহা হইতে লালাস্রাব, কণ্ডূ ও দাহ জন্মে। ইহাকে উপজিহ্বিকা কহে। বৈদ্যক মতে, এই রোগে জিহ্বাগ্র কর্কশ পত্র দ্বারা ঘষিয়া যবক্ষার দিয়া প্রতিসারণ করিবে। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতা এই সকল সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে অথবা ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ও চারি গুণ জল দ্বারা তৈলপাক করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ সত্বরই আরোগ্য হয়।

উপজিহ্বিকা (স্ত্রী) উপজিহ্বা-স্বার্থে কন্। ১ ঘণ্টিকা, আলজিভ। ২ কীটভেদ। ৩ রোগবিশেষ [উপজিহ্বিকা দেখ।]

উপজীব (ত্রি) উপগতো জীবং। জীবনোপগত।

উপজীবক (ত্রি) উপ-জীব-ণ্বুল্। ১ যে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ২ আশ্রয় বা অবলম্বনকারক।

উপজীবকত্ব (ক্লী) ন্যায়মতে ১ কার্য্যত্ব। ২ প্রযোজ্যত্ব।

উপজীবন (ক্লী) উপ-জীব-করণে ল্যুট্। জীবিকা, জীবনোপায়।

উপজীবিকা (স্ত্রী) উপজীব্যতেঽনয়া। উপ-জীব-সংজ্ঞায়াং কন্ কুন্ বা। উপজীবন, জীবনোপায়।

উপজীবী [ন্] (ত্রি) উপ-জীব-ণিনি। ১ আশ্রিত। ২ বেতনভোগী।

উপজীব্য (ত্রি) উপ-জীব-ণ্যৎ। ১ আশ্রয়, যাহা অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ হয়। ("উপজীব্যক্রমাণাঞ্চ বিংশতির্দ্বিগুণীদমঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।)

উপজোষ (পুং) উপ-জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি, আনন্দ, সুখ।

উপজোষম্ (অব্য) উপ-জুষ-অম্। ১ যথাকর্ম্মভোগ। ২ প্রীতি। ৩ কল্যাণ। (উপজোষঃ সুখানন্দানন্তরার্থে সুখেঽব্যয়ম্। শব্দাব্ধি।)

উপজ্ঞা (স্ত্রী) উপ-জ্ঞা-কর্ম্মণি-ঘঞ্। ১ আত্মজ্ঞান, বিনা উপদেশে আপনাপনি যে জ্ঞান জন্মে। ভাবে অঙ্। ("কেকয্যপজ্ঞং...বহ্বনর্থম্।" ভট্টি।) ২ আদিকথন।

উপজ্ঞাত (ত্রি) উপ-জ্ঞা-ক্ত। বিনা উপদেশে জ্ঞাত।

উপজ্যোতিষ (ক্লী) ১ জ্যোতিষশাস্ত্রানুগত গণিতাদি শাস্ত্র। ২ দেশবিশেষ। (বরাহমিহির)

উপঢৌকন (ক্লী) উপ-ঢৌক-ভাবে ল্যুট্। ১ উপহার, ভেট দেওয়া, কাহারও সন্তোষার্থ যাহা দেওয়া যায়। ২ উৎকোচ।

উপতন্ত্র (ক্লী) উপগতং তন্ত্রম্। শিবোক্ত তন্ত্রের ন্যায় ঋষিকৃত তন্ত্র। বারাহীতন্ত্রের মতে—কপিল, জৈমিনি, বশিষ্ঠ, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি, প্রভৃতি মুনিকৃত তন্ত্র উপতন্ত্র।

উপতপ্ত (ত্রি) উপ-তপ-ক্ত। ১ সন্তপ্ত। ২ পীড়িত। ৩ কাতর।

উপতপ্তা [ঋ] (পুং) উপ-তপ-তৃচ্। ১ উপপাতক। ২ উপতাপ। ৩ রোগ। (উপতপ্তোপপাপে স্যাৎ রোগে স্যাদুপতাপকে। শব্দাব্ধি।)

উপতাপ (পুং) উপ-আধিক্যে তপ-আধারে ঘঞ্। ১ ত্বরা। ২ উত্তাপ। ৩ রোগ। (উপতাপো গদে তাপে। হেম০ অনে ৪।২০৭)। ৪ করণে ঘঞ্। অশুভ। ৫ পীড়ন। ৬ দুঃখ, ক্লেশ, মনস্তাপ। (উপতাপোঽশুভোত্তাপপীড়ারোগত্বরাস্বনা। শব্দাব্ধি)

উপতাপক (ত্রি) উপ-তপ ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সন্তাপজনক। ২ কষ্টদায়ক।

উপতাপন (ত্রি) উপ-তপ-ণিচ্-ল্যু। সন্তাপক।

উপতাপী [ন্] উপ-তপ-ণিনি। ১ সন্তাপী। ২ রোগী। ("গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ।" মনু ১।১১) 'উপতাপী রোগী।' ইতি মেধাতিথি। ণিচ্ ণিনি। ৩ সন্তাপকারক।

উপতারক (ত্রি) উপ-তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। সন্তারক। ("যত্রৈতদুপতারকাঃ শঙ্কন্তে।" কৌশিকসূ০)

উপতিষ্য (ক্লী) উপগতং তিষ্যং অত্যা০ স। ১ পুনর্ব্বসু। ২ অশ্লেষা। ৩ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধভেদ, ধর্ম্মপতি নামক একজন ব্রাহ্মণের ঔরসে ও সারীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাঁর অপর নাম সারীপুত্র।

(মহাবস্তবদান)

উপতীর (অব্য) সামীপ্যাদৌ (কূলতীরতূলমূলশালাঽক্ষসমমঽব্যয়ীভাবে। পা ৬।২।১২১।) অব্যয়ীভাবঃ। তীরসমীপে।

উপতৈল (ত্রি) উপগতস্তৈলম্। অভ্যক্ত তৈল।

উপত্যকা (স্ত্রী) উপ সমীপে আসন্না ভূমিঃ, উপ (উপাধিভ্যাং ত্যকন্নাসন্নারূঢ়য়োঃ। পা ৫।২।৩৪।) ইতি ত্যকন্।

ততঃ টাপ্। পর্ব্বতের আসন্ন স্থল, পর্ব্বতের নিকটস্থ ভূমি। (উপত্যকা পর্ব্বতস্যাসন্নং স্থলম্। সিং কৌং।)

উপদংশ (পুং) উপ-দংশ-কর্ম্মণি ঘঞ্। মেঢ্ররোগ বিশেষ, বাওরোগ। এদেশে সাধারণে 'গরমি' রোগ বলিয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলেন, শিশ্নদেশে হস্ত, নখ, বা দন্ত দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, শিশ্ন প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ করিলে, দূষিত যোনিতে মৈথুনকার্য্য করিলে এবং অন্যান্য নানাকারণে শিশ্নদেশে উপদংশ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ পাঁচ প্রকার— বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। (১)

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, অতি মৈথুন বা এককালে সংসর্গ না করা; ব্রহ্মচারিণী, এককালে সংসর্গরহিতা, রজঃস্বলা, জননেন্দ্রিয়ে দীর্ঘ রোমযুক্তা, কর্কশ সঙ্কীর্ণ বা গূঢ়রোমযুক্তা যে সকল স্ত্রীলোক; আর যে সকল স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের দ্বার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ; যাহাদের যোনি দূষিত জলে প্রক্ষালিত বা আদৌ প্রক্ষালিত নহে; যাহাদের যোনি কোনরূপে রুগ্ন বা দূষিত; যে স্ত্রী প্রিয় বা মনের মতন নয়, এই সকল প্রকারের কোন স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করা; নখ, অস্থিখণ্ড, বিষ বা শূক মেঢ্রপথে পতিত হওয়া; মেঢ্রপীড়ন, হস্তমৈথুন, চতুষ্পদ জন্তুর সহিত রমণ, দূষিত জলে প্রক্ষালন, পীড়ন, শুক্র বা মূত্রের বেগধারণ বা মৈথুনান্তে প্রক্ষালন না করা, ইত্যাদি কোন একটি কারণে জননেন্দ্রিয়ের পথে দোষ কুপিত হইলে, ক্ষত হউক বা না হউক জননেন্দ্রিয় ফুটিয়া উঠে। তাহাকেই উপদংশ কহে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ কোন কোন ডাক্তার বলেন,— এ পীড়া সংস্রব ভিন্ন জন্মে না। কিন্তু প্রথমে সংস্রব কোথা ছিল, কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথমে কোন বিশেষ কারণ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনও সেইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে বিনা সংস্রবেও উপদংশ রোগ জন্মিতে পারে। তবে সে কারণ কি? ঘোড়ার Glandus রোগসদৃশ পীড়া হইতে এবং কুকুরের একপ্রকার ক্ষত রোগ হইতে গর্ম্মির পীড়া জন্মে।

স্ত্রীসংসর্গকালীন ইহার লসিকা বা পূয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অথবা পাতলা চর্ম্মে সংলগ্ন হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকের হইলে তৎসংসর্গে পুরুষের এবং পুরুষের হইলে তৎসংস্রবে স্ত্রীর এই রোগ জন্মে। একজনের হইলে অন্যের নিস্তার নাই।

য়ুরোপীয়গণ উপদংশ রোগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয় প্রকারই প্রধান।

১ প্রাথমিক উপদংশ	(Primary Syphilis.)
২ দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশ	(Secondary Syphilis.)
৩ তৃতীয় অবস্থার উপদংশ	(Tertiary Syphilis.)
৪ সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ	(Constitutional Syphilis.)
৫ কৌলিক উপদংশ	(Hereditary Syphilis.)

সচরাচর জননেন্দ্রিয়ের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ত্বকে বা লিঙ্গমুণ্ডে অথবা ত্বকের ও গ্রন্থির মধ্যস্থানে কিংবা ঐ গ্রন্থির অধোভাগে একটি ক্ষুদ্র বটিকাকার পূয় বাহির হয়, তৎপরে উহা ফাটিয়া বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত জন্মে, এই ক্ষত মৈথুনকাল হইতে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে হইয়া থাকে, ইহাকেই উপদংশ বা গরমি রোগ কহে। য়ুরোপীয়গণ ইহাকে প্রাথমিক উপদংশ (Primary Syphilis) বলিয়া উল্লেখ করেন। এই রোগ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার সচরাচর ঘটিয়া থাকে। যথা, সহজ উপদংশ (Simple chancre), কঠিন উপদংশ (Indurated or Hunteran chancre), ক্ষয়কারী উপদংশ (Phagedenic chancre) এবং গলিত উপদংশ (Sloughing chancre) এই চারি প্রকার উপদংশ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই হইতে দেখা যায়।

বৈদ্যক গ্রন্থে যে পাঁচ প্রকার উপদংশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরও প্রত্যেকটির লক্ষণ স্বতন্ত্র।

পুরুষের বাতিক উপদংশে—মেঢ্রদেশে সূচ ফোটার মত ব্যথা, ভেদনবৎ বেদনা এবং ঈষৎ কম্পন সহিত কাল ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের কাঠিন্য, ত্বকের ভেদ, জননেন্দ্রিয়ের স্তব্ধভাব ও বায়ুজন্য নানাপ্রকার বেদনা প্রকাশ পায়। (১)

পুরুষের পৈত্তিক উপদংশে—মেঢ্রদাহ ও বহু ক্লেদযুক্ত পীতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে। স্ত্রীলোকের জ্বর, শোথ, তীব্রদাহ, শীঘ্র পাক, পিত্তযন্ত্রণা এবং পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণ প্রকাশ পায়। (২)

(১) "হস্তাভিঘাতান্নখদন্তঘাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥"
ভাবপ্রকাশ মধ্য ৪র্থ ভাগ।

(১) "সতোদভেদস্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ
স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশম্।" ভাবপ্রকাশ।
"বাতিকে পারুষ্যং ত্বক্‌পরিপুটনং, স্তব্ধমেঢ্রতা বিবিধাশ্চ বাতবেদনাঃ।" সুশ্রুত।

(২) "পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ
পিত্তেন রক্তৈঃ পিশিতাভভাসৈঃ।" ভাবপ্রকাশ।
"পৈত্তিকে জ্বরঃ শ্বয়থুঃ পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশস্তীব্রদাহঃ
ক্ষিপ্রপাকঃ পিত্তবেদনাশ্চ।" সুশ্রুত।

পুরুষের শ্লৈষ্মিক উপদংশে—শ্বেতবর্ণ কঠিন অথচ গাঢ়স্রাবযুক্ত বৃহৎ স্ফোটক দেখা দেয়। স্ত্রীলোকের কঠিন, অল্প বেদনাযুক্ত, শোথ ও কণ্ডূবিশিষ্ট চিক্কণ বর্ণ হয়। (১)

পুরুষের রক্তজ উপদংশে—মাংসপিণ্ডবৎ তাম্র বা কৃষ্ণবর্ণ ফুস্কুড়ি, অধিক রক্তস্রাব এবং পৈত্তিকের ন্যায় সকল লক্ষণ এবং জ্বর, দাহ, শোথ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের রক্তজ উপদংশের লক্ষণ পুরুষদিগের মত, তবে অনেকস্থলে আরোগ্য না হইয়া যাবজ্জীবন থাকিয়া যায়। (২)

পুরুষের সান্নিপাতিক উপদংশে—নানাপ্রকার স্রাব ও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা অসাধ্য। স্ত্রীলোকদিগের হইলেও উক্ত সকল প্রকার লক্ষণ, জননেন্দ্রিয়ে যে শোথ জন্মে তাহা ফাটিয়া যায়, কৃমি জন্মায় এবং প্রায় মরণ ঘটিয়া থাকে।

এই রোগে যাহার মেঢ্র মাংস বিশীর্ণ ও ক্রিমিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, অথবা যাহার সমস্ত মাংস বিশীর্ণ হইয়া অণ্ডকোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চিকিৎসক এককালে পরিত্যাগ করিবেন। (৩)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ১ম সহজ উপদংশে (Simple chancre) গোল অগভীর ও সূক্ষ্ম রক্তাভ রেখাবেষ্টিত ধূসর বর্ণ প্রকাশ পায়; মৈথুনের ৪।৫ দিবস পরে প্রথমে পুরুষাঙ্গের খাঁজের মধ্যে একটি অথবা দুই তিনটি ফুস্কুড়ি হয়, পরে উহা ফাটিয়া গিয়া উপরোক্ত একটি ক্ষত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহাতে লিঙ্গের প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া খুব ফুলিয়া উঠে ও রক্তবর্ণ হয়, কখন বা মুদার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পূয় নির্গত হয়। [মুদা দেখ।]

২য়, কঠিন উপদংশ লিঙ্গমুণ্ডে এবং তাহার উপরের চর্ম্মে হইতে দেখা যায়। ইহার প্রান্ত কঠিন, মধ্যভাগ গভীর, গোলাকার, নিম্নভাগ ধূসরাভ, পার্শ্ব উন্নত।

৩য়, ক্ষয়কারী উপদংশ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে, ইহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ইহার প্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন, আকার অসমান; এই ক্ষত রক্তবর্ণ ও দুর্গন্ধময়, তরল ক্লেদ বাহির হয়, কখন কখন ক্ষত গভীর হইয়া মেঢ্রকে ক্রমে ক্ষয় করিয়া থাকে।

(১) "স কণ্ডূরৈঃ শোথযুতৈর্ম্মহদ্ভিঃ
শুক্লৈর্ঘনৈঃ স্রাবযুতৈঃ কফেন।" ভাবপ্রকাশ।

(২) "রক্তজে কৃষ্ণস্ফোটপ্রাদুর্ভাবোঽত্যর্থমসৃক্প্রবৃত্তিঃ পিত্তলিঙ্গান্যত্যর্থং জ্বরদাহৌ শোষশ্চ যাপ্যশ্চৈব কদাচিৎ।" সুশ্রুত।

(৩) "নানাবিধস্রাবরুজোপপন্নমসাধ্যমাহুস্ত্রিমলোপদংশন্।
প্রশীর্ণমাংসং কৃমিভিঃ প্রজগ্ধং মুষ্কাবশেষং পরিবর্জ্জনীয়ম্॥"
ভাবপ্রকাশ।

ইহাতে বৈদ্যকোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন প্রকার উপদংশের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪র্থ, গলিত উপদংশ প্রায়ই লিঙ্গমুণ্ডে এবং তাহার পরিবেষ্ট চর্ম্মে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ, পরে অতি শীঘ্র বাড়িয়া গলিত হইতে থাকে। কখন বা গলিতাংশ পৃথক্ হইবার সময়ে লিঙ্গের প্রধান শিরা (Dorsal artery) হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। প্রান্তভাগ কাটা কাটা দেখায়। ইহাতে জ্বরপ্রদাহ অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

উপদংশ ক্ষত উৎপন্ন বা শুষ্ক হইবার ১৫।২০ দিন মধ্যে কুঁচকী ফুলিয়া অত্যন্ত বেদনা হয়, ইহার নাম বাঘী। [বাঘী দেখ।] কঠিন উপদংশের পর বাঘী হইলে প্রায় বসিয়া যায়, কিন্তু সহজ উপদংশের পর সচরাচর পাকিয়া থাকে।

উপদংশ ক্ষত প্রকাশ হইতে বাঘীলক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ্য বা প্রাথমিক (Primary syphilis) কহে।

এই বিষ একবার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে সহজে দূর হয় না; কারণ কখন দুই বৎসর, দশ বৎসর এমন কি আজীবন উহার ফল ফলিয়া থাকে, তাহাকে গৌণ বা দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশ Secondary syphilis বলে। উপদংশে প্রথমতঃ রক্ত খারাপ হইয়া এই অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় গায়ে তাম্রবর্ণ পীড়কা, গলক্ষত, চক্ষুঃপ্রদাহ, সন্ধি ও অস্থি বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কখন উক্ত প্রকার উপদংশ তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হয়, তাহাকে তৃতীয়াবস্থার উপদংশ (Tertiary syphilis) বলে। এই অবস্থায় মুখ, গলা ও চর্ম্ম প্রসারিত, ক্ষত ও অস্থিবেষ্ট হয়; মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড যকৃৎ, চক্ষু, অণ্ডকোষ ও অস্থিতে অর্ব্বুদাদি জন্মে এবং স্ত্রীলোকের উপদংশ থাকিলে গর্ভস্রাব হয়। এই রোগে যকৃৎপ্রদাহ ও প্লীহা বৃদ্ধি পায়, কখন কখন মূত্রে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার (Albumen) দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা উপদংশজনিত ফুস্ফুস্পীড়া হইয়া থাকে। এই রোগ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ (Constitutional syphilis) নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় প্রথমতঃ ত্বক্, তালু ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, তৎপরে অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীতে দেখা দেয়। তৎকালে প্রদাহযুক্ত জ্বরের ন্যায় অল্প অল্প জ্বর হইয়া থাকে। এই রোগে সকল প্রকার শক্তি নিস্তেজ ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গৌণ উপদংশের দ্বারা হৃৎপিণ্ড, কণ্ঠনলী, প্লীহা, যকৃৎ, বৃক্কক্ এবং অন্ত্র প্রভৃতি, কখন মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শিরা, ধমনী ও অস্থি ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় শরীরের সকল যন্ত্রেই সময়ে সময়ে নানা রোগের উপসর্গ ঘটে।

পিতামাতা হইতে সন্তানাদির যে উপদংশ জন্মে, তাহাকে কৌলিক উপদংশ (Hereditary syphilis) বলে। শর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, নানাস্থানে ক্ষত, ক্ষয়, গণ্ডমালা, বধিরতা, চক্ষুরোগ প্রভৃতি কৌলিক উপদংশের ভাবী ফল।

চিকিৎসা—এই রোগ হইবামাত্র সাঙ্ঘাতিক ভাবিয়া প্রথম হইতে যথাসাধ্য চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে সহজে প্রকাশ করিতে চান না, কেহ আনাড়ী অথবা হাতুড়ের নিকট হইতে টোট্‌কা টুট্‌কি লইয়া এই রোগ হইতে এড়াইবার চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে ভাল না হইয়া অনেক স্থলে বিষময় ফল ফলিতে দেখা যায়। এই রোগ হইলে প্রথমেই সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বৈদ্যক মতে—এই রোগে স্নিগ্ধস্বেদ দিয়া লিঙ্গ মধ্যে শিরা বেধ করিবে। জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং উর্দ্ধ ও অধঃ শোধন করিবে। যাহাতে উপদংশ না থাকে যত্নপূর্ব্বক এইরূপ প্রক্রিয়া করা একান্ত আবশ্যক। বাতিক উপদংশে—যষ্টিমধু, রাস্না, কুড়, পুণ্ডরিয়া, সরল কাঠ, পুনর্নবা, অগুরু, মুথা এই সকল দ্রব্য পিষিয়া প্রলেপ ও ঐ সকলের ক্বাথে সেচন করিবে। পৈত্তিক উপদংশে—গৈরিক, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন ও উৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে লিঙ্গে প্রলেপ দিবে। শ্লৈষ্মিক উপদংশে—নিম, অর্জ্জুন গাছ, অশ্বত্থ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই সকল গাছের বল্কলের ক্বাথ করিয়া লিঙ্গ ধৌত করিবে এবং ঐ সকলের বল্কল চূর্ণ করিয়া লেপন করিবে।

কুলমূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, আপাং ছাল, বামুনহাটী ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মাড়িবে, তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে উপদংশের ক্ষত শুষ্ক হয়।

কবিরাজেরা এই রোগে ভূনিম্বাদ্যঘৃত, করঞ্জাদ্যঘৃত, আগারধূমাদ্যতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শেলকাঁটার মূল তামাকে সাজিয়া অথবা সোঁদালের মূল পাণের সঙ্গে কিংবা টিক্‌টিকীর লেজ কলার সঙ্গে খাইলেও উপদংশ ভাল হয়।

এলোপাথী মতে—সহজ উপদংশে নাইট্রিক অব্ সিল্‌বার এবং নাইট্রিক্ এসিডও প্রয়োগ করা যায়। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ জন্য যে ক্লেদ উৎপন্ন হয়, তাহা উষ্ণ জল দিয়া পরিষ্কার করিবে। সহজ উপদংশের সহিত মুদার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লেড লোসন অথবা স্পিরিট লোসন ব্যবহার করিবে। স্ত্রীলোকদিগকেও উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অধিক প্রদাহ প্রকাশ পাইলে পুল্‌টিশ, গোলার্ড লোসান, কখন কখন জিঙ্কলোসন ব্যবহার করিবে। দেশীয় ডাক্তারেরা এই মলমটিও ব্যবহার করিয়া থাকেন :—

মোম ২ ড্রাম, নারিকেল তৈল ১ আউন্স, খাসির চর্ব্বি আধ আউন্স, কজ্জলি ১ ড্রাম ও কর্পূর ১ ড্রাম একত্র মিশাইয়া অল্প গরম করিয়া মলম করিবে। এ মলমটি উপদংশে বিশেষ উপকারী। বলকর পথ্য দিবে।

কঠিন উপদংশে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড্ প্রয়োগ করিয়া ব্ল্যাক ওয়াস্ বা ইওলো ওয়াস্ ব্যবহার করিবে। ক্ষতের পীড়া অধিক বোধ হইলে স্পিরিট লোসন দ্বারা ড্রেস করিবে। এই উপদংশে অনেকে পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষয়কারী উপদংশে প্রথমতঃ পুলটিশ ও ওপিয়ম্ লেপিতে দিবে। স্থানিক উত্তেজনা হ্রাস হইলে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড্ ব্যবহার করিবে। রোগীকে ৩ গ্রেণ কুইনাইন ও ১ গ্রেণ আফিম খাইতে দিবে। গলিত উপদংশে চারকোল পুলটিশ, ওপিয়ম্ লোসন দিবসে ৩ বার প্রয়োগ এবং নাইট্রিক এসিড সংলগ্ন করিবে। প্রথম কপার লোসন প্রভৃতি দ্বারা ড্রেস করিবে, গলিতাংশ সারিলে ক্ষত আরোগ্যের জন্য কারবলিক অয়েল ব্যবহার করিবে। জ্বর হইলে প্রথমে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া ১ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল তৎপরে ৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন দিবসে তিনবার খাইতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে সবল করিবার জন্য পোর্টওয়াইন, ব্রাণ্ডি, এরারুট, মাংসের যুষ, রুটী ও দুগ্ধ আহার দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশে পারদের ভাব্‌রা বিশেষ উপকারী। এই রোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে অনেকে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন—

হাইড্রর্জিরাই পরক্লোরাইডম	...	১ গ্রেণ।
নিসাদল ...	...	৫ ঐ।
পটাশ আইওডাইড ...	...	৪০ ঐ।
জল ...	..	২ ড্রাম।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট সার্জি লিকুইডিয়ম	...	৭ আউন্স।
ডিককৃসন সালসা ...	...	৩২ ঐ।

একত্র মিশাইয়া ১ আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেব্য। সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ জন্মিবার সময়ে কিঞ্চিৎ জ্বর হইয়া থাকে, তজ্জন্য মৃদুবিরেচক ফিবার মিক্‌চার, সেলাইন্ মিক্‌শ্চার ও প্রদাহনিবারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। লক্ষণাদি সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে কোন কোন স্থলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বলকর আহার প্রদান করিবে। বার্ক, কুইনাইন, সালসাপেরিলা, লৌহঘটিত ঔষধ প্রভৃতি

প্রয়োগ করে। কৌলিক উপদংশে অনন্তমূলের ক্বাথ (ডিককৃসন) দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিবে। শরীরের উপর ক্ষত থাকিলে, কেলোমেল অইণ্টমেণ্ট, সিটিন্ অইণ্টমেণ্ট প্রয়োগ করিবে।

হোমিওপ্যাথী মতে, পারদ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, উহা দ্বারা সত্বরে ও নির্ব্বিঘ্নে অনেক লোক আরাম হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় মার্ক-সল্, মার্ক-কর ও সিনাবার দ্বারাই উপকার হয়। পারদ কোনরূপে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে নাইট্রিক এসিড্ বা হিপার সলফর্ ব্যবহার করিবে। ক্ষতের উপর ক্লোরেট্ হাইড্রেট, ক্লোরেট অব্ পটাস্ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় এসিড্ নাইট্রিক্, মার্ক, ক্যালি ক্লোরিকম্, ক্যালি হাইড্রো আইওডিকম্, হিপার, সার্জ্জা। তৃতীয় অবস্থায়—অরম্ মিউরেটিকম্, এসিড্ ফস্ফরস্, এসাফেটিডা, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যালি-হাইড্রো, ফস, চায়না কার্ব্বো। কৌলিক উপদংশে উপরোক্ত ঔষধের মধ্যে লক্ষণানুসারে কোন একটি সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হাকিমী মতে—গরমী ব্যারাম হইলে প্রথমে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিবে।

ঔষধ—গোপালফুল ৩ মাষা, মুনক্কা ৭টি, মৌরী ৬ মাষা, সোণামুখীর পাতা ২ মাষা ও শুষ্ক কাকমাচী ৬ মাষা, একত্র মিশাইয়া ফোটাইবে, একবার ফুটিলে তাঁহা নামাইবে, তৎপরে উহাতে ১ তোলা গুলকন্দ মিশাইবে। এই ঔষধ তিন দিন খাইতে দিবে। পথ্য মিছরী।

হিঙ্গুল, মাজুফল, আকরকোরা, নাপোরী অশ্বগন্ধা, সাদা ও কাল মসনা ও ছোট গোখুর গুঁড়া করিয়া জঙ্গলী কুলকাটের আগুনে দিবে, উহার ধুম সপ্তাহকাল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উপদংশের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। উপদংশ পুরাতন হইলে শিরীষের ছাল, বাবলার ছাল ও নিমের ছাল, প্রত্যেক ৵১০ সের, ।৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৪ সের জল থাকিতে নামাইবে। প্রত্যহ আধ পোয়া মাত্রায় সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

উপদর্শক (পুং) উপ-দৃশ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দ্বারপাল। (ত্রি) ২ দর্শক। ৩ সাক্ষী।

উপদা (স্ত্রী) উপ-দা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬।) ইতি অঙ্। ১ উৎকোচ। ২ উপঢৌকন। (হেম ৩।৪০১।) ("প্রত্যর্প্য পূজামুপদাচ্ছলেন।" রঘু ৪।১০।)

(ত্রি) উপঢৌকনদাতা, যে ভেট দেয়। (উপদাম্ উপদানদাতারম্। মহীধর।)

উপদানক (ক্লী) উপদান-স্বার্থে কন্। উৎকোচ।

উপদানবী (স্ত্রী) বৃষপর্ব্বা ও পুলোমার কন্যা। ইহার গর্ভে দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ৩ অঃ ও ৩২ অঃ।)

উপদিক্ (অব্য) বিদিক্।

উপদিশ (পুং) বসুদেবপুত্রভেদ। (হরিবংশ ১১৭ অঃ।)

উপদিকা (স্ত্রী) উপ-দো-ঙীষ্ স্বার্থে কন্ টাপ্। উপজিহ্বা, উপদেহিকা, বল্মী নামক কীটবিশেষ। (হেম ৪।২৭।)

উপদিশ্যমান (ত্রি) উপ-দিশ কর্ম্মণি শানচ্। যে বিষয়ে উপদেশ করা হইতেছে, বা যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

উপদিষ্ট (ত্রি) উপ-দিশ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ উপদেশপ্রাপ্ত, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ২ কথিত। ৩ জ্ঞাপিত। ৪ আদিষ্ট। ৫ প্রদর্শিত। ভাবে ক্ত (ক্লী) উপদেশ।

উপদী (স্ত্রী) উপেত্য দীয়তে খণ্ডাতে উপ-দো-ক-ঙীষ্। বন্দাক, পরগাছা।

উপদীক্ষা [ন্] (ত্রি) উপগতো দীক্ষিণং সামীপ্যেন। ১ যজ্ঞস্থলে দীক্ষিতের নিকটস্থ। ২ দীক্ষাপ্রাপ্ত।

উপদৃক্ [শ্] (ত্রি) উপ-দৃশ্-ক্বিন্। ১ ঊর্দ্ধস্থিত হইয়া যে দর্শন করে, উপদ্রষ্টা। ("ভদ্রা সূর্য্য ইবোপদৃশঃ।" ঋক্ ৮।৯১।১৫।* । 'সর্ব্বস্য লোকস্যোপদ্রষ্টা তত্তৎকর্ম্মণামুপদৃগুপদ্রষ্টা।' সায়ণাচার্য্য।)

উপদেব (পুং) উপগতো দেবম্ সাদৃশ্যেন অত্যাদি। ১ অক্রূর পুত্র। (বিষ্ণু পু ৪।১৪।২।) ২ দেবকরাজের পুত্র। (হরি ৩৮ অঃ।) ৩ ভূতপ্রেতাদি।

উপদেবতা (স্ত্রী) যক্ষভূতাদি।

উপদেবী (স্ত্রী) ১ বসুদেবের ষষ্ঠ স্ত্রী। (হরি ৩৭ অঃ) ২ বিদ্যাধরী প্রভৃতি।

উপদেশ (পুং) উপ-দিশ্-ঘঞ্। ১ পরামর্শ। ২ শিক্ষাদান। ৩ হিতকথন। ৪ আদেশ, অনুশাসন। ৫ মন্ত্রকথন। ৬ দীক্ষা।

"চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥" রামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধপীঠে ও শিবমন্দিরে মন্ত্রকথনকে উপদেশ কহে।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাকারেরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিজ্ঞলোককেই উপদেশ করিতে বলিয়াছেন। শূদ্রের নিকট উপদেশ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনু একস্থানে কহিয়াছেন—

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥" ৮।২৭।

সদর্পে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল ছিটাইয়া দিতে বলিবেন। [মন্ত্র ও দীক্ষা দেখ।] ন্যায়মতে, ৭ শব্দ। (গৌতমবৃত্তি ২।২৫)

উপদেশক (ত্রি) উপ-দিশ্-ণ্বুল্। ১ উপদেশকর্ত্তা। ২ সৎপরামর্শদাতা। ৩ শিক্ষক।

উপদেশী [ন্] (ত্রি) উপদিশতি উপ-দিশ-ণিনি। উপদেষ্টা।

উপদেষ্টা [ঋ] (ত্রি) উপ-দৃশ-তৃচ্। উপদেশকর্ত্তা।

উপদেহ (পুং) উপদিহ্যতে অনেন, উপ-দিহ-ঘঞ্। দেহাদি বৃদ্ধি, যেমন গণ্ডমালা অর্ব্বুদ প্রভৃতি। (সুশ্রুত)

উপদেহিকা (স্ত্রী) বল্মী নামক কীটবিশেষ, উপদিকা।

উপদোহ (পুং) উপ-দুহ-আধারে ঘঞ্। দোহনপাত্র, যে পাত্রে দুগ্ধ দোহা হয়।

"গাঃ কাংস্যোপদোহাশ্চ কন্যাশ্চ বহ্বলঙ্কৃতাঃ।" হরিবংশ।

উপদ্রব (পুং) উপ-দ্রু-ভাবে ঘঞ্। ১ উৎপাত, অমঙ্গল। ২ অত্যাচার, দৌরাত্ম্য। ৩ রোগ থাকিতে দোষ প্রকোপাদি জন্য যে উপসর্গ ঘটে, বিকারবিশেষ।

প্রাচীন বৈদ্যক হারীতের মতে—

"যো ব্যাধিস্তস্য যো হেতুর্দোষস্তস্য প্রকোপতঃ।
যোঽন্যো বিকারো ভবতি স উপদ্রব উচ্যতে॥...
ব্যাধেরুপরি যো ব্যাধিঃ উপদ্রব উদাহৃতঃ।
সোপদ্রবা ন জীবন্তি জীবন্তি নিরুপদ্রবাঃ॥"

যে ব্যাধি জন্মিয়া শরীরে পূর্ব্বস্থিত কোন ব্যাধিকে প্রকোপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উৎপাদন অথবা কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন করে, তাহাকে উপদ্রব কহে। উপদ্রবযুক্ত ব্যক্তি প্রায়ই বাঁচে না; নিরুপদ্রবই বাঁচিয়া থাকে।

উপদ্রষ্টা [ঋ] (ত্রি) উপ-দৃশ-তৃচ্ বাহুলকাৎ। সাক্ষী, উপদর্শক। যিনি নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদাই দেখিতেছেন।

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"গীতা° ১৩।২২।
(অতিশয়েন সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা। শঙ্করাচার্য্য।)

উপদ্রুত (ত্রি) উপ-দ্রু-ক্ত। ১ জাতোপদ্রব, যাহার উপর উপদ্রব করা হইয়াছে। ২ ব্যাকুল। ৩ উৎপাতগ্রস্ত।

উপদ্বীপ (পুং ক্লী) ১ ক্ষুদ্রদ্বীপ। ২ প্রায়োদ্বীপের মত (Peninsula), যে ভূমি তিন দিকে অথবা প্রায় চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত।

উপধর্ম্ম (পুং) উপ-হীনো ধর্ম্মঃ প্রাদি°। ১ অপ্রধান ধর্ম্ম, জঘন্য ধর্ম্ম। ভগবান্ মনুর মতে—

"ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥" ২।২৩৭।

পিতা, মাতা ও গুরু এই তিন জনের প্রিয়কার্য্য সাধন ও তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষাদি সাক্ষাৎ পরমধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি যে সকল পুণ্য কার্য্য আছে, সবই উপধর্ম্ম।

"বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥" ৪।১৪৭।

সময় পাইলেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বেদাভ্যাস করিবে, দ্বিজগণের পক্ষে ইহাই পরমধর্ম্ম, অন্য যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা যায়। [ধর্ম্ম দেখ।] ২ পাষণ্ড।

উপধা (স্ত্রী) উপ-ধা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬।) ইতি অঙ্। ধর্ম্মকামার্থ প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া রাজকর্ত্তৃক অমাত্য সচিবগণের পরীক্ষা।

"ধর্ম্মোপধাভির্বিপ্রাংস্তু সর্ব্বাভিঃ সচিবান্ পুনঃ॥"
কালিকাপু° ৮৫ অ°।

২ ছল। ৩ উপধানে স্থাপন। ৪ অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ। ৫ উপায়।

উপধাতু (পুং) ১ আটটি প্রধান ধাতুর মত অপর ধাতু। উপধাতু সাত প্রকার—স্বর্ণমাক্ষিক, তারামাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর ও শিলাজতু। ইহারা যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, সীসক ও লৌহের উপধাতু। ধাতুর যে যে গুণ উপধাতুরও সেই সেই গুণ, তবে তাহাদের অপেক্ষা অনেক অল্প। কারণ উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্পই থাকে। [মাক্ষিক প্রভৃতি শব্দে উপধাতু সকলের প্রস্তুতপ্রণালী দেখ।]

য়ুরোপীয়দিগের মতে, জর্ম্মন্‌সিল্‌ভার, জর্ম্মন্ গোল্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার উপধাতু আছে, নিম্নে তাহাদিগের নাম ও প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল।

জর্ম্মন্ রৌপ্য। তাম্র দুই ভাগ, দস্তা এক ভাগ, নিকল এক ভাগ একত্র মিশ্রিত করিলে উত্তম জর্ম্মন্ (রৌপ্য) সিল্‌ভার প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা ঘটি, বাটি, চামচ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করা যায়।

জর্ম্মন্ স্বর্ণ। প্লাটিনম্ ষোল ভাগ, তাম্র সাত ভাগ, দস্তা এক ভাগ, এই কয় দ্রব্য একত্র মৃত্তিকার মোছির মধ্যে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে ইহা ঠিক স্বর্ণের ন্যায় নিরেট উজ্জ্বল ও ভারী এক প্রকার ধাতু প্রস্তুত হয়, প্রকৃত স্বর্ণ হইতে ইহাকে সহজে প্রভেদ করা যায় না। ইহা দ্বারা বিবিধ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সোহাগা (বা ম্যানহিম স্বর্ণ)। তাম্র আড়াই ভাগ, দস্তা অর্দ্ধ ভাগ একত্র মৃত্তিকা মোছি মধ্যে গলাইয়া ইহা দ্রব থাকিতে থাকিতে যেরূপ ছাঁচে ঢালিবে সেইরূপ দ্রব্যই প্রস্তুত হইবে।

মোসেক স্বর্ণ। একটি পাত্রে বিশুদ্ধ রাঙ্গ ১২ ভাগ, অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে পারদ ৬ ভাগ মিশ্রিত করিবে। পরে শীতল হইলে নিশাদল ৬ ভাগ এবং গন্ধক ৭ ভাগ; উহাদিগকে একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে গালাইলে পারদ ও নিশাদল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং উজ্জ্বল মোসেক স্বর্ণ অবশিষ্ট থাকে।

পিউটর। টিন দেড় সের, সীসা এক পোয়া, তাম্র দেড় ছটাক, দস্তা অর্দ্ধ ছটাক একত্র অগ্নির উত্তাপে মৃত্তিকার মোছিকায় দ্রব করিয়া লইলে ইহাতে ঠিক রূপার স্তায় এক প্রকার উপধাতু প্রস্তুত হইবে। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার ধাতু দ্রব্য প্রস্তুত করাইলে রূপার দ্রব্য হইতে কিছুতেই প্রভেদ করা যাইবে না।

পিঙ্কবেক। (সোহাসা নামক উপধাতু প্রস্তুত প্রণালীর স্তায়, কেবল ভাগের মতান্তর আছে)

২ শরীরস্থ ধাতুসদৃশ দ্রব্য। বৈছক মতে এই সাতটি শরীরের উপধাতু—

"স্তন্যং রজশ্চ নারীণাং কালে ভবতি গচ্ছতি।
শুদ্ধমাংসভবস্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা॥
স্বেদো দন্তাস্তথা কেশাস্তথৈবৌজশ্চ সপ্তমম্।
ইতি ধাতুভবা জ্ঞেয়া এতে সপ্তোপধাতবঃ॥" শার্ঙ্গধর।

(রস হইতে) স্তনদুগ্ধ, (রক্ত হইতে) স্ত্রীরজঃ কালে হয় আবার যায়, শুদ্ধ মাংসোদ্ভব স্নেহের নাম বসা, (মেদ হইতে) ঘর্ম্ম, (অস্থি হইতে) দন্ত, (মজ্জা হইতে) কেশ এবং (শুক্র হইতে) ওজ, এই ধাতুভব সাতটিকে উপধাতু বলিয়া জানিবে।

উপধান (ক্লী) উপ-ধা-অধিকরণে ল্যুট্। ১ শিরোধান, বালিশ, শয়নকালে যাহাতে মাথা রাখা যায়, গণ্ডুক। ২ বিশেষ। ৩ প্রণয়।

(উপধানং বিশেষে চ গণ্ডুকে প্রণয়েঽপি চ। বিশ্ব) ৪ ব্রত। ৫ বিষ। (উপধানন্ত গণ্ডুকে, ব্রতে বিষে চ প্রণয়ে। হেম০ অনে০ ৪। ১৬৩।) ৬ সমীপস্থাপন। করণে ল্যুট্। (পুং) ৭ উপাধান সাধন।

উপধানীয় (ক্লী) উপধীয়তে য.স্মন্ উপ-ধা-কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ উপধান, বালিশ। (ত্রি) ২ সমীপস্থাপনযোগ্য।

উপধাভৃত (পুং) করবিশেষ। ("জাতশস্যত্রিভাগস্তু গৃহোতশ্চোপধাভৃতঃ।" বৃহস্পতি।)

উপধারণ (ক্লী) উপ-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ অঙ্কুশ দ্বারা আকর্ষণ। ২ সম্যক্ চিন্তন।

উপধাবন (ক্লী) উপ-ধাব-ল্যুট্। ১ উপসরণ। ২ অনুচিন্তন।

উপধি (পুং) উপধীয়তে আরোপ্যতেঽনেন, উপ-ধা-কি। ১ কপট, চাতুরী। ২ ভয়। আধারে কি। ৩ রথচক্র। (উপাধির্ব্যাজচক্রয়োঃ। হেম০ অনে ৩। ৩৪৩।)

উপধূপিত (ত্রি) উপ-ধূপ-ক্ত। ১ আসন্নমরণ, মুমূর্ষু। ২ পরিধূপিত, সুগন্ধীকৃত। (উপধূপিত আসন্নমরণে পরিধূপিতে। মেদিনী।)

উপধূমিত (ত্রি) ধূমো জাতোঽস্য তারকাদিভ্য ইতচ্। জাতধূম, ধোঁয়ান।

উপধূমিতা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত যাত্রাদি বর্জ্জনীয় সূর্য্যগন্তব্য দিক্।

"দগ্ধা দিগৈন্দ্রী জ্বলিতা দিগৈশ্যুপধূমিতা চানলদিক্ প্রভাতে। প্রত্যেকমেকং প্রহরাষ্টকেন ক্রমাদ্দিশোঽষ্টৌ সবিতা ক্রমেত।" বসন্তরাজ।

উপধৃতি (স্ত্রী) উপ-ধৃ-ক্তিন্। ১ জ্যোতিঃ, কিরণ। (জ্যোতির্চ্চিরুপধৃত্যভীশবঃ। হেম ২। ১৩।) ২ সন্ধারণ।

উপধেয় (ত্রি) উপ-ধা-যৎ। মন্ত্রদ্বারা স্থাপনীয় ইষ্টকাদি। (যঃশব্দবন্মন্ত্রোপধেয়াস্বিষ্টকাসু। সি০ কৌ০।)

উপধ্মান (পুং) উপ ধ্মা-করণে ল্যুট্। ওষ্ঠ।

উপধ্মানীয় (পুং) প ফ পরে বিসর্গের স্থানে লেখনীয় গজকুম্ভাকৃতি বর্ণবিশেষ। (উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ। সি০ কৌ০)।

উপধ্বস্ত (ত্রি) উপ-ধ্বন্স-ক্ত। ১ নষ্ট। ২ অধঃপাত। ("সৌম্যাঃ উপধ্বস্তাঃ সাবিত্রা বৎসতর্য্যঃ।" যজুঃ ২৪। ১৪। *। উপধ্বংসনমধঃপতনম্। মহীধর) ৩ মিশ্রিত।

উপনক্ষত্র (ক্লী) রাশিচক্রস্থ তারকাভেদ। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের প্রত্যেকের অনুগত ২৭টী করিয়া তারকা আছে, এই তারকাগুলিকে উপনক্ষত্র বলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে উপনক্ষত্র ৭২৯। [তারা দেখ।]

উপনখ (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত চিপ্পনামক ক্ষুদ্র রোগবিশেষ।

"নখমাংসমধিষ্ঠায় পিত্তং বাতশ্চ বেদনাম্।
করোতি দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ।
তদেব ক্ষতরোগাখ্যং তথোপনখমিত্যপি॥" নিদান ১৩অঃ।

পিত্ত ও বায়ু নখ মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম চিপ্প। ইহা পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে বেদনা ও দাহ জন্মে। ইহাকে ক্ষতরোগ বা উপনখ রোগও বলা যায়।

চক্রদত্তের মতে—

"চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্॥" ৫৫। ১৮।

চিপ্পরোগে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া ছেদন করিয়া তৈলাভ্যঙ্গ করিলে ব্রণের প্রতিকার করে। বৈছক মতে এই রোগে ধুনাচুর্ণ দিয়া বন্ধন করিয়া ব্রণরোগের মত চিকিৎসা

করিবে। এই রোগে সোহাগা ও হাপরমালীর মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নথ উৎপন্ন হয়।

উপনত (ত্রি) উপ-নম-ক্ত। ১ নম্র। ("শৌরেঃ প্রতাপোপনতৈরিতস্ততঃ।" মাঘ ১২।৩৩।) ২ শরণাগত। ৩ উপস্থিত, নিকটাগত। ৪ উপগত। ৫ প্রাপ্ত।

উপনতি (স্ত্রী) উপ-নম-ভাবে ক্তিন্। ১ নমন। ২ উপগম। ৩ উপস্থিতি।

উপনদ (অব্য) নদীসমীপে, নদীর নিকটে।

উপনন্দ (পুং) ১ বসুদেবের পুত্র, মদিরার গর্ভজাত। (বিষ্ণু ৪।১৫।১১) ২ গোপপতি নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৩ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নাগরাজবিশেষ। (স্বয়ম্ভূপুরাণ ৫ অঃ)। ৪ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। ইনি রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুহনের সহকারিতায় যুবরাজ নন্দের প্রাণবধে যত্ন করিয়াছিলেন। (বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৮৫)

উপনন্দক (পুং) উপ-নন্দ-ণিচ্-ণ্বুল্। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি ৬৭ অঃ) (ত্রি) আনন্দজনক।

উপনয় (পুং) উপ-নী-করণে অচ্। ১ উপনয়ন। ২ সংস্কারকর্ম্মবিশেষ। ৩ ন্যায়াবয়বভেদ। উদাহরণাপেক্ষ সাধ্যের উপসংহার। যেমন, যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিমান্ এই প্রকার বাক্য।

গৌতমসূত্রে লিখিত আছে—"উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।" ১।১।৩৮।

উপনয় দুই প্রকার, অন্বয়ী উপনয় ও ব্যতিরেকী উপনয়। (গৌতমবৃত্তি)। ৪ ন্যায়মতসিদ্ধ জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন সন্নিকর্ষভেদ। ইহাতে সন্নিকর্ষরূপ দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তু অলৌকিক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। ৫ জ্ঞান। (গাদাধরী)।

উপনয়ন (ক্লী) উপ-নী-ল্যুট্। ১ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের যজ্ঞসূত্রাদি ধারণরূপ প্রধান সংস্কার।

("গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগাদ্বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥")

এই সংস্কার ত্রিবিধ—নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক। অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত নিত্য ও পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কাম্য এবং পাপাদির অপনোদন জন্য পুনঃসংস্কারকে নৈমিত্তিক বলা যায়।

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥"

গর্ভের সময় হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের নিত্য উপনয়ন বিধেয়। ব্রহ্মতেজকামী ব্রাহ্মণের পঞ্চমে, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠে, এবং ধনকামী বৈশ্যের অষ্টম বর্ষে কাম্য উপনয়ন হওয়া কর্ত্তব্য।

উক্ত সময়ের মধ্যে উপনয়নকে মুখ্য এবং তদতিরিক্ত সময়ে উপনয়ন হইলে তাহাকে গৌণকাল বলা যায়। গৌণ দুই প্রকার মধ্যম ও অধম। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ, ক্ষত্রিয়ের ষোড়শ এবং বৈশ্যের বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যমকাল। ইহার অতীত সময়কে অধমকাল বলা যায়।

পৈঠিনসী বলিয়াছেন—"দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা অবরুদ্ধকালা ভবন্তি।" ব্রাহ্মণাদির ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ, ষোড়শ ও বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে তখন অবরুদ্ধ কাল হয়।

মনু বলিয়াছেন—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" ২।৩৮।

ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশতি, এবং বৈশ্যের গর্ভচতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নকাল উত্তীর্ণ হয় না। এই কাল পর্য্যন্ত যদি সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া সাধুসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং তাঁহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায়।

মহর্ষি ব্যাস বলেন—

"তস্য প্রাপ্তব্রতস্যায়ং কালঃ স্যাদ্দ্বিগুণাধিকঃ।
বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি॥ ২০
দ্বেজন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্বিধিবদ্গুরোঃ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপন্নো বিমুক্তো বাস্যদোষতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ॥" ২২

ব্যাসসংহিতা ১ অঃ।

ব্রাহ্মণের ১৫ বর্ষ ২ মাস, ক্ষত্রিয়ের ২৩ বর্ষ ২ মাস, এবং বৈশ্যের ৩০ বর্ষ ২ মাস অতীত হইলে বেদপাঠ ও উপনয়নসংস্কার রহিত হয়; তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। এই সকল ব্যক্তি ব্রাত্যস্তোমের যোগ্য অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় গায়ত্রীর অধিকারী হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকটে যথাবিধি গায়ত্রী গ্রহণ দ্বারা। এইরূপে তাহারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত এবং অন্য দোষ বর্জ্জিত হয়। তাহারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নের উপযুক্ত।

মহর্ষি নারদের মতে—

"ঋতৌ বসন্তে বিপ্রাণাং গ্রীষ্মে রাজ্ঞাং শরত্যথো।
বিশাং মুখ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্বিজানাঞ্চোপনায়নম্॥"

দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং বৈশ্যের শরৎ ঋতুই প্রশস্ত উপনয়নকাল।

সুরেশ্বরের মতে—মাঘ মাসে উপনয়ন করিলে গুণবান্ ও ধনশালী; ফাল্গুনে বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী; চৈত্রে বেদবিৎ; বৈশাখে সৌভাগ্যশালী ও বিচক্ষণ; জ্যৈষ্ঠে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ; আষাঢ়ে বিপক্ষবিজয়ী, খ্যাতনামা ও মহাপণ্ডিত হয়। এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, বৈশ্যের পক্ষে শরৎকালই প্রশস্ত।

লল্লাচার্য্যের মতে "জন্মলগ্ন নক্ষত্র ও জন্মমাস ও রাশি উপনয়নে প্রশস্ত।" কিন্তু গর্গমুনি একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বিবাহে মেখলাবন্ধে জন্মমাসং বিবর্জ্জয়েৎ।
বিশেষাজ্জন্মপক্ষন্তু বশিষ্ঠাদ্যৈরুদাহৃতম্॥"

বিবাহে ও পৈতায় জন্মমাস ত্যাগ করিবে, বিশেষতঃ বশিষ্ঠাদি মতে জন্মপক্ষ অবশ্য ত্যাগ করিবে।

এখানে লল্লবাক্যের সহিত গর্গের বিরোধ দেখিয়া স্মার্ত্তেরা স্থির করিয়াছেন, গর্গের বচন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নয়।

বৃদ্ধ গর্গের মতে, অনধ্যায় দিবস, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, এবং মাঘ মাসের কৃষ্ণা ও শুক্লা দ্বিতীয়া এই সকল তিথি বাদ দিয়া উপনয়ন হওয়াই বিধেয়।

ঋগ্বেদীর বৃহস্পতিবারে, যজুর্ব্বেদীর শুক্রবারে, সামবেদীর মঙ্গলবারে এবং অথর্ব্ববেদীর সোমবারে উপনয়ন বিধেয়।

গৃহ্যসূত্রাদি ও মনুর মতে—

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী (মাণবক) কৃষ্ণসারচর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী রুরু নামক মৃগচর্ম্ম এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণের অধোবসন শণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম এবং বৈশ্যের মেষ লোমের হইবে। ব্রাহ্মণের মেখলা মৃদুস্পর্শ তিন গাছি মুঞ্জাতৃণে প্রস্তুত করিতে হয়; ক্ষত্রিয়ের ধনুকের ছিলার ন্যায়, মূর্ব্বা গাছে এবং বৈশ্যের শণতন্তু-নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়। মুঞ্জাদি না পাইলে যথাক্রমে কুশ, অশ্মান্তক ও বল্বজ তৃণে মেখলা করা কর্ত্তব্য। যে তিনটি বেষ্টন দ্বারা কটিসূত্র ধারণ করিতে হয়, তাহা কুলাচার অনুসারে এক, তিন অথবা পঞ্চগ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে এবং বৈশ্যের মেষসূত্রে প্রস্তুত করিতে হয়। পৈতা তিন গাছি সূতা ঊর্দ্ধাধোভাবে থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট বা খদিরের দণ্ড এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী পীলু অথবা যজ্ঞডুমুরের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ডপরিমাণ কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসাগ্র পর্য্যন্ত হইবে। উপনয়নের দণ্ড সরল, পরিষ্কার, ছিদ্রহীন, অদগ্ধ, ত্বক্‌যুক্ত, দেখিতে সুশ্রী ও মনোমত হওয়া উচিত। এই মনোমত দণ্ড ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করিবে, তৎপরে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষা করিবে। প্রথমে ব্রহ্মচারী (মাণবক) মাতা বা ভগিনী অথবা মাতার সহোদরা ভগিনী, অথবা দয়াশীলা স্ত্রীলোকের নিকট অগ্রে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। উপনীত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'; ক্ষত্রিয় 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি' এবং বৈশ্য 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষা সংগৃহীত হইলে ব্রহ্মচারী অকপট মনে গুরুকে নিবেদন করিয়া হাত পা ধুইয়া পূর্ব্বমুখে শুচি হইয়া আহার করিবেন।

মনু বলিয়াছেন—

"আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ॥

আয়ুষ্কামী পূর্ব্বমুখে, যশস্কামী দক্ষিণমুখে, ধনার্থী পশ্চিম মুখে এবং সত্যকামী উত্তরমুখে ভোজন করিবেন।

২ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর সংস্কার বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদ শিখিবার পূর্ব্বে এই উপনয়ন করিতে হয়। মহর্ষি সুশ্রুত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যে শুদ্ধ বংশজাত, ষোড়শ বর্ষবয়স্ক, বীরভাবাপন্ন, শুদ্ধাচার, বিনীত, বলবান্, শক্তিসম্পন্ন, মেধাবী, ধৃতিমান্ ও যশঃ-অভিলাষী এবং যাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ পাতলা, দন্তের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, চক্ষু ও মুখ ভাল, যে সর্ব্বদাই প্রসন্ন, কখন পরের অনিষ্ট করে না এবং ক্লেশসহিষ্ণু, এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইলে গুরু তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিবার জন্য শিষ্যভাবে উপনয়ন করিবেন। শুভক্ষণে প্রশস্তদিকে, পবিত্র ও সমতল ভূমিতে চারিকোণযুক্ত ও চারি হস্তপরিমিত একটী বেদী নির্ম্মাণ করিবে। বেদী গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া তাহার উপর কুশ বিস্তার করিবেন। পরে উপনয়নকর্ত্তা পুষ্প, খই, অন্ন ও রত্ন দ্বারা দেবতাগণকে পূজা এবং বিপ্র ও ভিষক্‌দিগকে অভিষেক করিবেন। তৎপরে কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণকে আপনার দক্ষিণভাগে এবং অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন। অনন্তর খদির, পলাশ, দেবদারু ও বিল্ব এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, অথবা বট,

যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ ও মউল এই চারি প্রকার কাষ্ঠে দধি, মধু ও ঘৃত মাখাইয়া, তদ্দ্বারা অগ্নি জ্বালাইবেন। সেই অগ্নিতে আচার্য্য প্রণব ও ব্যাহৃতি মন্ত্রের দ্বারা দেবতা ও ঋষিদিগকে আহ্বান করিবেন এবং শিষ্যকেও ঐরূপ করাইবেন। তৎপরে আচার্য্য শিষ্যকে তিনবার অগ্নিস্পর্শ করাইবেন, এবং অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিবেন, 'কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কর্কশতা, খলস্বভাব, অসত্য, আলস্য এবং নিন্দনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অল্পনখ ও অল্পরোম ধারণ, সর্ব্বদা শুচি, রক্তাম্বর পরিধান, স্ত্রীসঙ্গাদি ত্যাগ এবং গুরুলোকের অভিবাদন এই সকল আচরণ অবশ্যই করিতে হইবে। আমার আদেশ মত গমন, শয়ন, উপবেশন, ভোজন ও অধ্যয়ন করিবে; আমার প্রিয়কার্য্যে তৎপর থাকিবে। যদি ইহার অন্যথা কর, তাহা হইলে তোমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে এবং বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে। তুমি আমার মতানুসারে কার্য্য করিলে তাহাতেও যদি তোমার প্রতি আমি অন্যথাচরণ করি, আমি পাপভাগী হইব এবং আমার বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে।'

ব্রাহ্মণ সকল জাতির, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির, এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যজাতির উপনয়ন করিতে পারেন। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ২ অঃ)

উপনহন (ক্লী) উপ-নহ বন্ধনে ল্যুট্। ১ বন্ধনকরণ। করণে ল্যুট্। ২ বন্ধনযোগ্য বস্ত্রাদি। ("প্রেষ্যতি চ সোমোপনহনমাহর।" কাত্যায়নশ্রৌ০ সূ ৭।৭।১।*। 'সোম উপনহ্যতে বধ্যতে যেন তৎ সোমোপনহনং বাসঃ।' কর্কাচার্য্য।)

উপনাগরিকা (স্ত্রী) বৃত্ত্যনুপ্রাস ছন্দোবৃত্তিভেদ।

"মাধুর্য্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈরুপনাগরিকেষ্যতে।" বৃত্তরত্নাকর।

উপনায় (পুং) উপনীয়তে আচার্য্যসমীপমনেন, উপ-নী-ঘঞ্। উপনয়ন। (হেম)

উপনায়ন (ক্লী) উপ-নী-স্বার্থে ণিচ্ ল্যুট্ করণে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষায়াং কর্ত্তরি (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ইতি ল্যু। উপনয়ন। [উপনয়ন দেখ।]

("গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।" মনু ২। ৩৬।)

উপনায়নং প্রয়োজনমস্য ঠক্। ঔপনায়নিক।

(ত্রি) উপনয়নযোগ্য।

উপনাহ (পুং) উপ-নহ-ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ নিবন্ধন, বীণাদির নিম্নভাগে তন্ত্রীবন্ধনস্থান। ৩ প্রলেপ। ("শোফয়োরুপনাহং কুর্য্যাদামবিদগ্ধয়োঃ।" সুশ্রুত।) ব্রণ প্রভৃতি উপশমনার্থ লেপন দ্রব্য।

'উপনাহো ব্রণালেপপিণ্ডে বীণানিবন্ধনে।' মেদিনী।

উপনাহন (ক্লী) উপ-নহ-স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। প্রলেপাদিবন্ধন। ("বেশবারৈঃ সকৃশরৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্যাদুপনাহনম্।" সুশ্রুত।)

উপনিক্ষেপ (পুং) উপ-নি-ক্ষিপ-কর্ম্মণি ঘঞ্। সংখ্যা ও নামাদি বর্ণনপূর্ব্বক স্থাপিত গচ্ছিত দ্রব্য।

("আধিসীমোপনিঃক্ষেপজড়বালধনৈর্বিনা।" যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৫।

'উপনিক্ষেপো নাম রূপসংখ্যাপ্রদর্শনেন রক্ষণার্থং নিহিতম্। মিতাক্ষরা।')

বিংশতি বর্ষ অতীত হইলেও এই গচ্ছিত দ্রব্যে স্বামীর স্বত্ব যায় না।

উপনিধাতা [ঋ] (ত্রি) উপ-নি-ধা-তৃচ্। ১ উপনিধিরূপে অন্যের নিকট নিজ দ্রব্যস্থাপনকারী। ২ স্থাপক। (উপ-নি-ধা-ণ্বুল্—উপনিধায়ক। উক্তার্থে)।

উপনিধান (ক্লী) উপ-নি-ধা ভাবে ল্যুট্। ১ গচ্ছিত রাখা। ২ স্থাপন। [উপনিধি দেখ।]

উপনিধি (পুং) উপ-নি-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২।) ইতি কি, কিত্বাদাকারলোপঃ। ১ উপন্যস্ত দ্রব্য। অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া মুদ্রাঙ্কিত পেটকাদি গচ্ছিত দ্রব্য।

"আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি॥" ৮। ১৪৯।

বন্ধক, ক্ষেত্রাদির সীমা, বালকের ধন, অজ্ঞাত গচ্ছিত ও জ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয়ের ধন ভোগে নষ্ট হয় না অর্থাৎ ২০ বৎসরের অধিক ভোগ করিলেও তাহার স্বত্ব যায় না।

নারদের মতে—

"অসংখ্যাতমবিজ্ঞাতং সমুদ্রং যন্নিধীয়তে।
তজ্জানীয়াদুপনিধিং নিক্ষেপং গণিতং বিদুঃ॥"

২ বাসুদেবের পুত্র, ভদ্রার গর্ভজাত। (বিষ্ণুপুঃ ৪।১৫।১৩।)

উপনিপাত (পুং) উপ-নি-পত-ঘঞ্। ১ সমীপাগমন। ২ হঠাৎ আগমন। ("কৃতবান্ক্ষ্যোপনিপাতকোশঙ্কঃ।" কিরাত।) ৩ বধ। ("তত্র কাকাগমনং দেবদত্তাগমনস্যোপমানং তালপতনং দস্যুপনিপাতস্য।" পা ৫।৩।১০৬ সূত্রে কৈয়ট।)

উপনিবন্ধন (ক্লী) উপ-নি-বন্ধ-ল্যুট্। ১ সম্পাদন। ২ গ্রন্থন, গাঁথা।

উপনিমন্ত্রণ (ক্লী) উপ-নি-মন্ত্র-ল্যুট্। নিয়োগকরণ, আবশ্যক কর্ম্মে নিযুক্ত করণ।

উপনিবপন (ক্লী) উপ-নি-বপ-ল্যুট্। অগ্নিপ্রণয়ন-কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্ন্যাধানাদি ব্যাপার। ("উপনিবপনান্তমগ্নিপ্রণয়নার্থ্যং কর্ম্ম।' কাত্যা০ শ্রৌ০ ভাষ্যে কর্কাচার্য্য ৮। ৩। ২১।)

উপনিবেশ (ক্লী) উপ-নি-বিশ-ঘঞ্। ১ উপনগর।
("অষ্টযোজনবিস্তীর্ণামচলাং দ্বাদশায়তাম্।
দ্বিগুণোপনিবেশাঞ্চ দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্॥" হরি ১৫৫।২৮।)

২ কৃষিবাণিজ্যাদি ও বাস করিবার নিমিত্ত কোন দূরদেশে যে সকল লোক লইয়া বাস করান যায়। ৩ স্বদেশ ছাড়িয়া অপর স্থানে বাসস্থাপন।

। * । উপনিবেশ বলিলেই অনেক কথা আমাদের মনে পড়ে। আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন হিন্দুগণ স্বদেশ ব্যতীত কোন কোন স্থানে গিয়া বাসস্থান করিয়াছিলেন,—রাজকীয় কার্য্যানুরোধে, বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে, রাজদণ্ডভয়ে কিংবা রাজকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যে যে দূরদেশে গিয়া তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ হিন্দুর না জানিতে ইচ্ছা হয়?

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইবার পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপবাসী আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে কোন্ স্থানে বাস করিতেন? যে স্থানকে আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রথম আদিপুরুষগণের বাসভূমি বলিতে পারি, যে স্থান হইতে তাহারা ক্রমশঃ অপর দেশ বিদেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন, তাহাই এই স্থলে প্রথম বিবেচ্য।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি, [আর্য্যশব্দ ১৭২ পৃষ্ঠা দেখ।] বৈদিক আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে সরস্বতী প্রভৃতি সপ্ত নদীর উৎপত্তি স্থানে বাস করিতেন, কিন্তু এখন অপরাপর নানা অনুসন্ধানের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের উত্তর প্রদেশ হইতে বিন্দুসর (সরীকুল হ্রদ) এবং পশ্চিমে পঞ্চনদের উত্তরপ্রান্তপ্রদেশ অবধি (সমুদয় ভূমি খণ্ডে) আর্য্যগণ গণনাতীতকালে বাস করিতেন। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকেই আমরা আর্য্যদিগের আদিম বাস-ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই ভূমিখণ্ড হইতে তাঁহারা দক্ষিণ পশ্চিমে কীকট (মগধ) পরে অঙ্গ দেশ এবং উত্তরে বাহ্লিক দেশে (বর্ত্তমান বাল্থ) গমন করেন। [অথর্ব্ববেদ ৫।২২।৫-১৪ দেখ।] সেই সময় হইতেই তাঁহারা নানা দেশে উপনিবেশ করিবার আশায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের বাসের জন্যই এই স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইল। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।] ইহা বহুকালের কথা, সময় নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, প্রাচীন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে, অনন্তর ভারতবর্ষ ছাড়িয়া সিংহল প্রভৃতি ভারতমহাসাগরের বিস্তীর্ণ দ্বীপসমূহে কার্য্যানুরোধে গিয়া তথায় কেহ কেহ উপনিবেশ স্থাপন করেন, কেহ বা কিছু কাল সেই দূরদেশে থাকিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

রামায়ণপাঠে জানা যায়, আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথমে মুনিবর অগস্ত্য দক্ষিণাপথে গমন করেন। বোধ হয় এই মহাত্মা হইতেই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণপ্রদেশে আর্য্যসভ্যতা কথঞ্চিৎ বিস্তৃত হয়, কেন না দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বস্থানেই অপরাপর দেবগণ অপেক্ষা অগস্ত্যের মাহাত্ম্যই সমধিক লক্ষিত হয়; এমন কি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে ও অপরাপর প্রাচীন পুস্তকে অগস্ত্যই দক্ষিণদেশের বিবিধ ভাষার সংশোধনকারী ও প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—পরশুরাম আর্য্যব্রাহ্মণগণকে উত্তরদেশ হইতে কেরলে লইয়া যান। ইহা দ্বারাও কতকটা জানা যাইতেছে, পূর্ব্বে আর্য্যব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে যাইতেন না, পরশুরামের সময় হইতে যাইতে আরম্ভ করেন এবং সেই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

রামায়ণ পাঠে আমরা অবগত হই, যদিও তৎকালে আর্য্যগণ দক্ষিণসমুদ্রস্থ দ্বীপাদির বিষয় জানিতেন, কিন্তু আর্য্যেরা যে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে, রামায়ণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ লঙ্কা প্রভৃতি সমুদ্রস্থিত সুদূর দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিতেন। কিন্তু সেই সুদূর দ্বীপসমূহে তাঁহারা যে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? এরূপ আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অধিকারভুক্ত না হইলেও প্রসঙ্গক্রমে দুই একটী তৎসংক্রান্ত কথা বলিতে হইতেছে।

রামায়ণ নির্দ্দেশ করিতেছে, আর্য্যপ্রবর রাম ও লক্ষ্মণ সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত বহুদূরবর্ত্তী দুর্গম লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে দেখা যাউক, এই লঙ্কাদ্বীপ কোথায়? বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দর্শন করিলেই সকলের সন্দেহ দূর হইবে।

"সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।"

মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লো।

'লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা ॥ ২০

ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥" ২১

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪। ১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

রাম কপিসৈন্য সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর নল ১০০ যোজন পরিমিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাভূমি ১০০ যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ। (২)

(১) এখানে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সিংহলদ্বীপ যদি লঙ্কা নয়, তবে লঙ্কা কোথায়? তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে—'মলয় পর্ব্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ড্যনগর, এই নগরের পুরদ্বার সুবর্ণনির্ম্মিত। পরে সাগরের নিকট উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্য-নিবেশিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতযোজন বিস্তৃত অতিশয় প্রভাযুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। যথা—

" * * মলয়স্য মহৌজসঃ ॥
ত্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা ॥
তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।
সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপধারিণী ॥
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।
ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্ ॥
যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্ ॥
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।
চিত্রসানুনঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥
জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ অবগাঢ়ো মহার্ণবম্।
দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥
তত্র সর্ব্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ।
তে হি দেশাস্ত বধ্যস্ত রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ অঃ। ১৫-২৫ শ্লোঃ।

মলয় পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্ব্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাদ্রি বলে। (Caldwell's *Dravidian Grammar*, *Intro*, P. 48) তাম্রপর্ণী নদী তিন্নেবেল্লী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ড্যনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীকভৌগোলিকগণ 'কোলকে' ও 'কোএল' এবং নিকটস্থ সাগরকে কোল-কিকস্ * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত। এই পর্ব্বত সিংহল দ্বীপের বর্ত্তমান মহিন্তল পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্রপর্ণী নদীপ্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাবিদ্‌গণ বলেন, পাণ্ড্যনগর মুক্তা আহরণ জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজসূয়যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসংজ্ঞাস্তথৈব চ।
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্ ॥" সভাপর্ব্ব ৫১।৩৬।

* কোলকিকস্ সাগরের বর্ত্তমান নাম মান্নার উপসাগর। (Lassen)

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনুমানাদি বানরগণ সীতান্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পর্ব্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম 'ঋক্ষবিল।' ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী। বানরগণ এই স্থানে আসিয়া ক্লান্ত ও পথভ্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্ব্বে সুগ্রীবের নিকট শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্ব্বতের পরে, সমুদ্রের পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ। কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা পূর্ব্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে এই ভয়ঙ্কর গহ্বর মধ্যে এক যোজন গমনের পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্য্য, মণি ও পদ্মিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত রহিয়াছে, রজত ও কাঞ্চননির্ম্মিত বিমান সকল শোভা পাইতেছে, মুক্তাজালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রজতনির্ম্মিত গৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি) তাহারা অনতিদূরে একজন তপস্বীনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল—

"ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ।
তেনেদং নির্ম্মিতং সর্ব্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্ ॥
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্ম্মা বভূব হ ॥
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে ॥
পিতামহাদ্বরং লেভে সর্ব্বমৌশনসং ধনম্।
বিধায় সর্ব্বং বলবান্ সর্ব্বকামেশ্বরস্তদা ॥
উবাস সুখিতং কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে।
তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্ ॥
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ।
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যা ৫১ অঃ। ১০-১৫ শ্লোঃ।

মহাতেজা মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে দানবদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপ উশনসরচিত সর্ব্বপ্রকার শিল্পশাস্ত্র লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ে হেমা নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটী বিভাগের নাম ময়। বর্ত্তমান আদমশৃঙ্গ বা শ্রীপাদশৈল ও তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (Tennent's Ceylon, Vol. I. p, 337 *n.*) যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ এক দ্বীপের পর্য্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বঙ্গরাজকুমার বিজয়সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম 'সিংহল' হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে যে এই স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া তাম্রপর্ণ ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়। যাহাহউক মহাবংশ হইতে প্রাচীন উপনিবেশ-বিষয়ে আমরা অনেক প্রকৃত কথাও প্রাপ্ত হইয়াছি।

(২) কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান আদম্‌স ব্রিজকেই কেহ কেহ নল নির্ম্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক লোকদিগের কল্পনামাত্র এবং রামেশ্বর

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে যবদ্বীপের পর মলয়দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী।

"তথাচ মলয়দ্বীপং মেরুমেব সুসংস্কৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরঃ কমলস্য চ।
অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসানুদরীগৃহে।
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে।
নির্য্যূহবহুবিচিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী।
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী।
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিষ্ণা দেববিদ্বিষাম্।"

ব্রহ্মাণ্ডে অনুষঙ্গপাদে ৫৩ অঃ।

লঙ্কাপুরীর আর একটী নাম সুবর্ণদ্বীপ, এই জন্য সাধারণে লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া থাকেন। রামায়ণেও লিখিত আছে—

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্॥" কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।৩০।

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে যবদ্বীপের কাছেই সুবর্ণ ও রূপকদ্বীপ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

যবদ্বীপকে এখন সকলেই যাবা বলিয়া থাকেন। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপটীর অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে যবদ্বীপের নিকটেই যে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে, লঙ্কাপুরী মলয়দ্বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব্বউপদ্বীপের অন্তর্গত শ্যামদেশের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মলয় প্রায়োদ্বীপ বলে, উহা যবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারা সুমাত্রা দ্বীপস্থ মেনঙ্কাবু নামক স্থানে পূর্ব্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদি বাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহারা মলয় বলিত। *

দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান আদমসৃব্রিজকে আমরা নলসেতুর নিদর্শন বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থান সেই নলসেতুর প্রস্তর খণ্ড বলিয়া অনেকে মনে করেন, সেগুলি সমুদ্রস্রোতে স্তূপীকৃত বালি অথবা বেলেপাথর (Sandstone) ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিতান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। (Oud en Nieuw Oost Indien, Ch. XV. p. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বচ্ছসলিল মধ্যে বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ ঐ খণ্ডসকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল।

* Crawfurd's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2. গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersonesus Area অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ বলিতেন।

এই মলয় জাতির ভাষা এখনও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। *

ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপসমূহে প্রায় এক ভাষা প্রচলিত থাকায় সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্ব্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াও কালক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অবস্থাভেদে নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাষী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখন যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ফ্লোরিস দ্বীপে একপ্রকার কদাকার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য জাতি বাস করে, † তাহাদের সকলকেই রক্ক ‡ বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই নরান্তক নামে একটি নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরান্তক § শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দ্বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষ্মণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কনেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে রাবণের রাজত্বকালে সেই গণনাতীত সময়ে লঙ্কারাজ্য বর্ত্তমান সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ¶ অথবা প্রাচীন মলয়জাতি সুদূরবর্ত্তী মাদাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপ সকলে গিয়া উপনিবেশ করিয়া থাকিবে। [মলয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

যাহাহউক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে স্বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরী। রামায়ণের মতে এই মলয়ের নাম সুবর্ণদ্বীপ, উহার বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা।

বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের সানুদেশে ও সমুদ্রের নিকটে 'সোনী লংক্বা' নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা "স্বর্ণলঙ্কা" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই দ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও 'লঙ্কাৎ' বলে। এখনও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে

* English Cyclopaedia, Vol. XI. p. 656.

† English Cyclopaedia (Geography), Vol. II. p. 1045; III. 704.

‡ সংস্কৃত রক্ষঃ শব্দের প্রাকৃত রক্ক।

§ নরান্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস।

¶ এই জন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষের ভৌগোলিকগণ লঙ্কাদ্বীপকে উজ্জয়িনীর সমরেখায় ধরিয়াছেন ?

কাঞ্চনগিরি (Golden Mt.) রহিয়াছে। (১) ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত 'লঙ্কাপুরী' অথবা 'সুবর্ণদ্বীপ' বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্র, যবদ্বীপ ও ফ্লোরিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার বুগী জাতিরা 'লঙ্কাই' সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্দ্বারাও লঙ্কার কতকটা স্থাননির্ণয় হইতে পারে।

যদিও এই সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দুজাতির লেশ মাত্র নাই, যদিও হিন্দুনির্ম্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিম্বা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলাভের আশায় এই স্থানে আগমন করিতেন। (২) এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দুপ্রদত্ত সংস্কৃত নাম নগর ও নদীবিশেষ রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদি জন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রাদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

তৎপরেই যবদ্বীপ। এই স্থানে যে এক সময়ে হিন্দুগণ উপনিবেশ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম যে বিশেষ প্রবল ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি যবদ্বীপের প্রম্বনন নামক স্থানে বহুসংখ্যক দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দির সমূহে এখনও শিব, দুর্গা, গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পাষাণময় ও পিত্তলময় মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইলে এখানকার ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ বালিদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। [যবদ্বীপ দেখ।]

বালিদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম্ম প্রবল রহিয়াছে, অদ্যাপি তথাকার রাজগণ শৈবমতাবলম্বী। এখানে পূর্ব্বকালীন হিন্দু রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে পতি মৃত হইলে সতী তাঁহার সহগামিনী হন। [বালি দেখ।] তবে কত দিন হইতে এখানে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বালিদ্বীপের পরেই লম্বক দ্বীপ। এই দ্বীপও এখন হিন্দু রাজার অধীন, এখানে আমাদের প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে রাজকার্য্য ও বিবাহাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বালিদ্বীপের হিন্দুরা এইখানে আসিয়া উপনিবেশ করেন। [লম্বক দেখ।]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, মলয়দ্বীপের পূর্ব্বে শঙ্খদ্বীপ, তাহাতে গোকর্ণ নামক মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুপুরাণে এই দ্বীপ সৌম্যনামে উক্ত হইয়াছে। এই দ্বীপটি বর্ত্তমান সুম্বব দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অনুমিত হয়। এখানেও যে পূর্ব্বকালে হিন্দুরা আসিতেন তাহা গোকর্ণ নামক দেবতার নামানুসারেই বোধ হইতেছে (?)। এই দ্বীপের পরেই বরণীয় দ্বীপ, বিষ্ণুপুরাণে ইহার নাম বারুণ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে এই দ্বীপ অন্নম্ (আনাম) রাজের অধিকারে ছিল। তৎকালে অন্নম্ অঙ্গদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অঙ্গদ্বীপের বিবরণ পাওয়া যায়—

"অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাজনপদাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্॥
হেমদ্রুমসুসম্পূর্ণং নানারত্নাকরং হি তৎ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাম্ভসা॥" ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ।

এই দ্বীপে অতি পূর্ব্বকালে যে হিন্দুগণ উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন রাজগণ দক্ষিণাংশকে চম্পা বলিত। এখনও এই স্থানে শিব, পার্ব্বতী, হরিহর প্রভৃতি দেবদেবীগণের মূর্ত্তিপূজা হয়। এখানে অনেকগুলি অনুশাসন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি, যে এক সময়ে এই স্থানে অনেক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপন আপন নামানুসারে এই প্রদেশে 'জয়হরিলিঙ্গেশ্বর,' 'শ্রীজয়হরিবর্ম্মলিঙ্গেশ্বর, 'শ্রীইন্দ্রবর্ম্মশিবলিঙ্গেশ্বর' প্রভৃতি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত ও চম্ (চম্পা) ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সেইগুলি অতি প্রাচীন।

[Journal Asiatique (Paris) 1882,-83,-84 দেখ।]

---

(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ' নামে মলয়দ্বীপের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

"তথা কাঞ্চনপাদস্তু মলয়স্যাপরস্য হি।" ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ।

(২) রামের পর হইতে এই লঙ্কাদ্বীপে অনেকেই স্বর্ণলাভাশায় গমনাগমন করিতেন। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

"ভবিষ্যন্তি কলৌ কালে দরিদ্রা নৃপমানবাঃ।
তেঽত্র স্বর্ণস্য লোভেন দেবতাদর্শনায় চ॥ ৪০॥
নিত্যঞ্চৈবাগমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা রক্ষঃকৃতং ভয়ম্।৪১॥ নাগরখণ্ড ৯৪ অঃ।

রাম স্বর্গারোহণ করিলে পর তৎপুত্র কুশ লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও নাগরখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। [নাগরখণ্ড ১৮৮ অঃ, ৯০-৯২ শ্লোক দেখ।]

এই সুমাত্রার পার্শ্বেই রূপৎ নামে একটি দ্বীপ আছে, উহা রামায়ণোক্ত রূপকদ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

বর্ত্তমান অন্নমের পশ্চিমে কম্বোজরাজ্য। এক্ষণে এই স্থানকে সকলেই কাম্বোডিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি হইতেই ইহার কম্বোজ নাম বাহির হইয়াছে।

কম্বোজ জাতিরা বলে 'রোমবিষয়ের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক স্থানের অতি নিকটে একজন ধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র যুবরাজ 'ফ্রথোঙ্গ' কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এইস্থানে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।' (১)

অতএব উক্ত প্রবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে, যে, এই স্থানের প্রাচীন হিন্দুগণ তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তী যে স্থান হইতে এই স্থানে আগমন করেন, সেই স্থানের নামও কাম্বোজ ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দেখ।] তাহারা এই দূরদেশে আসিয়াও জন্মভূমিকে ভুলিতে পারে নাই, স্বদেশ ও স্বজাতির নামানুসারেই এই স্থানের নাম কম্বোজ রাখিয়াছিল। এই স্থানে শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে ৫১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দারা অনুমান করা যায়, কম্বোজনিবাসী হিন্দুগণ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা তাহারাও দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে এইথানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। (২) এখন যদিও এথানে হিন্দুগণবাস করেন না, অথবা সেই হিন্দুগণের বংশধরগণ ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি অসংখ্য শিব, বিষ্ণু, হরিহর, পার্ব্বতী, ব্রহ্মা ও শেষনাগের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে ওঙ্করথোমের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মন্দির অতি চমৎকার।

কম্বোজের নিকটেই শ্যামদেশ, এথানকার লোকেরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু এককালে এথানেও হিন্দুগণ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, মন্দির ও চৈত্যে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এথনও বৌদ্ধমন্দিরে রামলীলা অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্যামদেশের রাজধানীর মধ্যে যে প্রসিদ্ধ গৌতমবুদ্ধের মন্দির আছে, তাহারই পার্শ্বে ৩টি হিন্দুদেবালয় দৃষ্ট হয়, ঐ ৩টি মন্দিরে হরপার্ব্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মূর্ত্তি আছে। একটি মন্দিরে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা উচ্চে ৬ হাতের অধিক। (১) একটি মন্দিরে কেবল গণেশেরই পূজা হয়। এথানকার বটনাক নামক নাগমন্দিরও অতি প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মন্দিরে কথন কথন দুই একটি হিন্দু পাণ্ডা দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই শৈবব্রাহ্মণ, নিকটস্থ কোন গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামেশ্বর হইতে এথানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্যামদেশের রাজসভায় দুই একজন দৈবজ্ঞ হিন্দু অবস্থান করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ১৪০৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে শ্যামে গমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বউপদ্বীপ ছাড়িয়াই ভারতমহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে এমন কি সেলিবিশদ্বীপ অবধি হিন্দুদিগের উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (২)

এই স্থলে সিংহলদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

মহাভারতের সময়ে এথানে সিংহল নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। তত প্রাচীনকাল হইতেই এই দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে মণিমুক্তা প্রেরিত হইত। [মহাভারত সভা ৫১ অঃ।] তৎপরবর্ত্তিকালে যদিও এই স্থানে ভারতবাসিগণ যাতায়াত করিতেন, তথাপি এথানে যে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, 'বঙ্গ দেশের লার (রাঢ়) নামক রাজ্যে সিংহবাহু নামে একজন প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় কোন গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হন। বঙ্গরাজকুমার কতিপয় বন্ধু সঙ্গে লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। জলে ভ্রমণ করিতে করিতে সাগরতীরবর্ত্তী শূর্পারক নামক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এথানে থাকিলে পাছে আবার কোন অনিষ্ট ঘটে, এই ভয়ে তিনি পুনরায় অকূল সমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ প্রবল বাত্যায় বিজয়ের জলযান বিধ্বস্ত হইল। বিজয় ও সহচরবর্গ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে একস্থানে বেলাভূমি প্রাপ্ত হইলেন, এই স্থানের নাম তাম্রপর্ণ (বা সিংহল) তৎকালে এই স্থানে যক্ষের বাস ছিল। বিজয় কুবেণী নাম্নী একজন যক্ষিণীর সাহায্যে এই দ্বীপ অধিকার করিলেন। এই সময়ে যে যে ব্যক্তি বঙ্গরাজকুমারের সহিত আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব নামানুসারে

(১) Die Volker der Oestrichen Asien, Von Dr. A. Bastian, p. 393.

(২) Journ. Anthropological Society of Bombay, Vol. 1. p. 516.

(১) Crawfurd's Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, p. 119.

(২) Crawfurd's Embassy to the History of Celebes, Vol 11. p. 332.

এই দ্বীপে নগরস্থাপন করেন, যেমন অনুরাধপুর, বিজিতনগর প্রভৃতি। এইরূপে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিংহল দ্বীপে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালিউপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। [মহাবংশ ৬ ও ৭ম পরিচ্ছেদ দেখ।] সমাগত বঙ্গবাসিগণ সকলেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাজা অশোকের সময়ে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [সিংহল দেখ।]

এখন দেখা যাউক, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া উত্তর ও পশ্চিমে কতদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজকদিগের বর্ণনানুসারে জানা যায়, যে খৃষ্টের তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাস্পীর সাগরের তীরে হিন্দুধর্ম্মের কিছু কিছু নিদর্শন ছিল, ঐ সময়ে কশ্যপ প্রভৃতি মুনিদিগের আশ্রম বিদ্যমান ছিল। এখন আর তথায় হিন্দুরা বাস করেন কিনা বলা যায় না। ইহাও হইতে পারে যে, বিধর্ম্মিগণের প্রভাবে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। পুরাণপুরী নামক একজন উর্দ্ধবাহু হিন্দুসন্ন্যাসীর বর্ণনায় জানা যায়, যে তিনি কাস্পীয় সাগরের তীরে জ্বালামুখী নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অষ্ট্রাকান, ও পারস্যের দক্ষিণস্থ খরেক নামক দ্বীপেও হিন্দুগণ বাস করিতেন। এমন কি তুরস্ক রাজ্যের বসোরা নগরে অনেক হিন্দু বাস করেন। তথায় কল্যাণরায় ও গোবিন্দরায় নামক দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। [Asiatic Researches, Vol. V. p. 41-42.]

উক্ত পুরাণপুরীর বর্ণনায় আরো জানা যায়, যে তৎকালে য়ুরোপীয় রুষরাজ্যে মস্কৌনগরে তিনি হিন্দুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক সময়ে হিন্দুগণ য়ুরোপীয় রুষরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালে যে হিন্দুগণ য়ুরোপে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ইতিহাস পাঠ করিলে অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়—

জেনোবিয়া নামক একজন সৈরীয় খৃষ্টান খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে আর্ম্মেনিয়া ভাষায় একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান,—ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে—"দেমেতর্ ও কিশানী নামক দুই জন হিন্দু রাজকুমার রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করায় রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ে রাজদণ্ড ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বলর্শকেশ নামক রাজার আশ্রয় লইলেন। সেই রাজা উভয়কে ওরোন নামক রাজ্য প্রদান করেন। এইখানে হিন্দুরাজকুমারদ্বয় বিসর্প (বিসাপ) নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। তৎপরে আষ্টিষট্ নামক স্থানে আসিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর মধ্যে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থায়ী হইলে উভয় ভ্রাতা পরলোক গমন করেন। তৎপরে সেই দেশের রাজা ভ্রাতৃদ্বয়ের তিনটি পুত্রকে সেই রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। তিনটি পুত্রের নাম কুমার, মেঘতি ও হরিণ, তিনজনেই স্ব স্ব নামানুসারে গ্রামপত্তন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এই তিনজনে স্ব স্ব বাসস্থান ছাড়িয়া তরুগুল্মলতাদি পরিশোভিত একটি সুখসেব্য পর্ব্বতে আগমন করিলেন, সেইখানে তাঁহারা আপন পিতৃদেবের স্মরণার্থ দেমিতর ও কেশানী নামক দুইটি বৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন; উহার দুইটি প্রতিমূর্ত্তিই চূড়া ধড়া পরা। * এই সময়ে আর্ম্মেনিয়ার অনেক রাজপুত্র সেই দেবোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্ম তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সেণ্ট গ্রেগারি এই প্রদেশে উপস্থিত হন। এই সময়ে আর্ম্মেনিয়াবাসী হিন্দুগণের সহিত খৃষ্টানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনেক বার যুদ্ধের পর প্রায় চারি পাঁচ সহস্র দেবোপাসক নিহত হন এবং হিন্দুদিগের নানা স্থানের দেবমন্দির বিধ্বস্ত ও চূর্ণীকৃত হয়। সেই সময়ে প্রাণভয়ে কেহ কেহ খৃষ্টান্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।"

প্রকাশানন্দ নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী কাশীতে থাকিতেন। তাঁহার মুখ হইতেই কেহ কেহ শুনিয়াছেন যে, তিনি সমুদ্রপথে আরবের মস্কট নামক নগর পর্য্যন্ত তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মস্কট নগরের স্থানে স্থানে দুই এক জন হিন্দু বাস করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে জোক্তর দ্বীউ (সুখতর দ্বীপ) নামক দ্বীপে কাম্বোজ হিন্দুগণ বাস করেন।

এদিকে সুদূরবর্ত্তী আমেরিকাখণ্ডেও যে হিন্দুগণ এক সময়ে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কলম্বস্ জন্মে নাই, যখন প্রাচীন আরবগণ আমেরিকার সন্ধান পর্য্যন্ত অবগত হয় নাই, তাহারও অনেকপূর্ব্বে হিন্দুগণ আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন। মধ্যআমেরিকায় যে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালী সর্ব্বাংশেই দক্ষিণভারত এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপস্থিত হিন্দু

* সহজেই কৃষ্ণবলরাম বলিয়া মনে হয়।

মন্দিরের মত। (Squire's Serpent Symbol দেখ।) ভারতবর্ষে পাহাড় খুদিয়া যেরূপ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, মেক্সিকোর সিংল নামক স্থানে সেইরূপ প্রস্তরমন্দির দর্শন করিলে সহজেই স্বীকার করিতে হয় যে, হিন্দুগণ সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ সকল শিল্পকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তথায় প্রস্তরখোদিত অনেক মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনেকাংশেই এদেশীয় হিন্দু দেবদেবীর সদৃশ। দক্ষিণ আমেরিকার টিটিকাকার হ্রদের তীরেও ভারতবর্ষীয় শিল্পের চাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। মেক্সিকোবাসীরা গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্ব্বে হস্তী পাওয়া যাইত না, সেই দেশে এই মূর্ত্তি কল্পিত হইতেও পারে না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দুদিগের নিকট হইতেই তাহারা গণেশের মূর্ত্তি পাইয়াছিল। এখনও কম্বোজ, শ্যাম, যব, বলি প্রভৃতি ভারতসাগরীয় দ্বীপে গণেশ-মূর্ত্তি অথবা স্বতন্ত্র গণেশমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, হিন্দুরা কম্বোজ অথবা যবদ্বীপাদি হইতেই আমেরিকায় গমন করিতেন।

আমেরিকার সকল জাতি অপেক্ষা ইঙ্ক জাতিই শ্রেষ্ঠ। ইঙ্কদিগের প্রাচীন বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, মঙ্ক নামক প্রথম ইঙ্ক ইন্তির * আদেশে টিটিকাকার হ্রদের তীরে আগমন করেন, তিনিই অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়া ইঙ্করাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় সকলেই আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই বংশীয়গণ 'রামসীতোয়া' নামে একটি মহোৎসব করিতেন। এই উৎসবের দ্বারাও অনেকটা বোধ হয়, প্রথম ইঙ্ক ভারত অথবা পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ করেন। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণও পৃথিবীর নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। [বৌদ্ধ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

এখন যাহা হউক, প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিগণ কিরূপে এবং কি জন্য নিজ জন্মভূমি হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

য়ুরোপে ফিনিসিয় নামে এক প্রাচীন বণিক্‌জাতির বাস ছিল। তাহারা প্রথমে গ্রীস ও ফিনিসীয় নামক দেশেই বাস করিত। কিন্তু যতই তাহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহারা দেশ ছাড়িয়া জলপথে নূতন আবাস খুঁজিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা নূতন নূতন জনপদ দেখিতে পাইল এবং আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য যে যে স্থানে ভাল বাণিজ্য চলিবে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই এক এক দল লোক অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা সমুদ্র-পথে টায়র, হিপো, হজ্রুমেৎ, টিউক, তুনিস এবং আফ্রিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত উপনিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু যে যে স্থানেই তাহারা অধিকার বা উপনিবেশ করুক, সেই সেই স্থান তাহাদের স্বদেশীয় রাজগণেরই শাসনাধীন বলিয়া পরিচিত হইত। কিন্তু কালে আবার অনেক স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

যে যে ব্যক্তি যে যে দেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া বিলক্ষণ প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই দেশে আপনাকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই জাতি বাণিজ্যদর্পে দর্পিত হইয়া বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রিটের রাজা মাইনস্ তাহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে এককালে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই জাতি সর্ব্বপ্রথমেই সার্দ্দিনিয়ায় উপনিবেশ করে।

সেই সময়ে কার্থেজনিবাসিগণ ভিন্নপ্রণালীতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তাহাদের বাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ছিল না। নানা দেশ জয় করিয়া জন্মভূমির পদানত করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই অভিপ্রায়েই তাহারা আফ্রিকা, সিসিলী, স্পেন প্রভৃতি স্থানে গিয়া উপনিবেশ করে। গ্রীকদিগের উপনিবেশপ্রণালী ফিনিসীয় জাতির মত, তাহারা হয় গৃহবিবাদ হেতু না হয় কৃষি কর্ম্মের সুবিধা, ব্যবসা বাণিজ্যের অনুরোধ অথবা রাজাদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। এই জাতির উপনিবেশ ট্রয় যুদ্ধের পর হইতেই আরম্ভ হয়। তাহারা অতি প্রাচীনকালেই ইতালী, সিসিলী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিল।

আথেন্সের শেষ রাজা কড্রুর মৃত্যু হইলে য়োন (Ionian যবন) জাতি আটিকা হইতে আসিয়া মাইনরের পশ্চিমকূলে গিয়া উপনিবেশ করে, তৎকালে সেই স্থান য়োন জাতির নামানুসারে 'য়োনীয়া' (Ionia—যবন) হইয়াছিল। সেই স্থানে উপনিবেশ করিবার পর হইতে য়োন জাতি সম্পত্তি ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতি পূর্ব্বকালে রোমে যখন

* দক্ষিণ আনামের প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিতে ইন্দ্র উপাধিধারী অনেকগুলি রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (Deguignes) ঐ উপাধিকে অপভ্রংশ করিয়া ইন্তো বা ইন্তি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ইন্তির সংস্কৃত নাম ইন্দ্র বলিয়া বোধ হয়। আমাদের ইন্দ্র পূর্ব্বদিগধিপতি। অপর একটি নাম আদিত্য।

সাধারণতন্ত্র প্রবল ছিল, সেই সময়ে রোমকেরা যে যে দেশ জয় করিত, সেই স্থানে স্বদেশীয়দিগকে উপনিবেশ করিতে পাঠাইত। আবার যেখানে দেখিত, বিজিত জাতিরা বড়ই দুর্দ্দম্য এবং দেশের অবস্থাও বড় ভাল নয়, অথবা যেখানে নগরাদি কিছুই নাই, সেই সেই স্থানে তাহারা ভাল জায়গা খুঁজিয়া নগরাদি স্থাপন করিত এবং ঔপনিবেশিকগণ সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিয়া সেই দেশ রক্ষা করিত। এই প্রণালীতে তাহারা গল (ফ্রান্স) জর্ম্মণী, রুষিয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিল। এইরূপে রোমকগণ ঔপনিবেশকদিগের হস্তে সেই সেই স্থানের শাসনাদির ভার দিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে য়ুরোপের সকল প্রধান জাতিই উপনিবেশ করিবার জন্য এক প্রকার পাগল হইয়া উঠে। তন্মধ্যে ইংরাজদিগের উপনিবেশ অধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল। [আমেরিকা দেখ।]

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার নানাস্থানে, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ করেন।

পর্ত্তুগীজদিগের পরেই ওলন্দাজেরা বাণিজ্যবিস্তারের জন্য নানাস্থানে গিয়া উপনিবেশ করেন, তন্মধ্যে উত্তমাশা অন্তরীপ, মালাক্কা এবং যবদ্বীপ প্রধান। ফরাসীরা কানাডায় গিয়া উপনিবেশ করে, এই উপনিবেশ বড় সুবিধাজনক হয় নাই, পূর্ব্ব অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদের আদৌ মিল হইল না। সুতরাং সুদৃঢ় দুর্গ, গড়খাই ও সেনাদিগকে সর্ব্বত্রই সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইত।

য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা যে যে স্থানে উপনিবেশের পর বসবাস করিয়া আসিতেছেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—'

ইংলণ্ডের উপনিবেশ—বৃটিশ উত্তর আমেরিকা, বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গুয়েনা, সাইরা-লিওন, উত্তমাশা অন্তরীপ, সেণ্টহেলেনা, মরিচদ্বীপ, সিংহল, প্রিন্স অব ওয়েলস্ দ্বীপ, শিঙ্গাপুর, মালাক্কা, অষ্ট্রেলিয়ার ও তাসমনিয়ার কোন কোন স্থান, বান্‌ডাইমনস্ ল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, মাল্টা ও হেলিগোলণ্ড। ভারতবর্ষের অধিকাংশই ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইলেও ইংরাজদিগের উপনিবেশ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ফ্রান্সের উপনিবেশ—সেণ্টপায়র, মিগুলন ও ফরাসী গুয়াডেলোপ দ্বীপপুঞ্জ; আমেরিকার ফরাসীগিনি রাজ্য; আফ্রিকার উপকূলস্থ সেনিগাল ও পোরী, বুর্বনদ্বীপ; ভারতবর্ষে পুঁদিচারী, করিকাল, চন্দননগর; মার্কেসস্ দ্বীপ, নব ক্যালিদোনিয়া, আলজিরি।

স্পেনের উপনিবেশ—মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্ব্বে ছিল, এখন আর নাই। এখন আমেরিকাস্থ কিউবা; পোর্টোরিকো ও ভার্জিন দ্বীপ; আসিয়ার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার প্রেসিডিও ও গিনি দ্বীপপুঞ্জ আছে।

পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ—দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলস্থ অনেক স্থান, অঙ্গোলা, বেঙ্গলা, লোয়াঙ্গো ও মোজাম্বিক, ভারতবর্ষে গোয়া, টিমর দ্বীপের উত্তরাংশ।

ওলন্দাজ উপনিবেশ—কুরাশও দ্বীপ, আমেরিকাস্থ গোয়েনার মধ্যবর্ত্তী ইউষ্টেক ও সুরিনম নামক স্থান; আসিয়ার মধ্যে যবদ্বীপের রাজধানী বটেবিয়া, বোর্ণিও দ্বীপের অনেক স্থান, সুমাত্রা, শিলিবিস, তিমর ও মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ।

দিনেমার উপনিবেশ—ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার মধ্যস্থ সেণ্ট ক্রুজ, সেণ্টজন ও সেণ্ট টমাস এবং গিনি উপকূলে খৃষ্টানবর্গ।

সুইস উপনিবেশ—ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার মধ্যস্থ সেণ্ট বার্থলমিউ দ্বীপ।

উপনিবেশিত (ত্রি) উপ-নি-বিশ-ণিচ্ ক্ত। ১ নিবাসিত। যে সকল ব্যক্তিকে উপনিবেশে বাস করান গিয়াছে।

উপনিষৎ [দ্] (স্ত্রী) উপনিষীদতি উপ-নি-সদ্-ক্বিপ্। অথবা সদ্-ণিচ্-ক্বিপ্। ১ সমীপসদন। ২ রহস্য। (উপনিষদো রহস্যে সমীপসদনে। ত্রি০ শে০ ৩।৩।২০৯) ৩ নির্জ্জন স্থান। ৪ রহস্য। ৫ ধর্ম্ম। ৬ দ্বিজাতি-কর্ত্তব্য ব্রত বিশেষ। ৭ বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

(ভবেদুপনিষদ্‌ধর্ম্মে বেদান্তে বিজনে স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

উপনিষদ্‌কে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়াছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের অন্য অংশে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—

"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্।" ইতি বেদান্তসার।

'উপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ। উপনিপূর্ব্বকস্য ক্বিপ্‌প্রত্যয়ান্তস্য ষদ্ ৯ বিশরণ গত্যবসাদনেষ্বিত্যস্য ধাতোরুপনিষদিতি রূপঃ। তত্রোপশব্দঃ সামীপ্যমাচষ্টে তচ্চ সঙ্কোচকাভাবাৎ সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি পর্য্যবস্যতি। নিশব্দো নিশ্চয়বচনঃ সোঽপি তত্ত্বমেব নিশ্চিনোতি তত্রৈকত্ব বাচ্যুপশব্দসামানাধিকরণ্যাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বসংশীলিনাং

সংসারসারতামতিং সাদয়তি বিবাদয়তি শিথিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োরূপং প্রত্যগাত্মানং সাদয়তি গময়তীতি বা দুঃখজন্মপ্রবৃত্ত্যাদিমূলাজ্ঞানং সাদয়ত্যুন্মূলয়তীতি বোপনিষৎপদবাচ্যা দৈবপ্রমাণং তস্যাঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সর্ব্বশাখাসূত্তরভাগেষূৎপদ্যমানো গ্রন্থরাশিরপ্যুপচারাৎ প্রমাণমিত্যুচ্যতে।" ইতি বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা।

ব্রহ্মাত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয়। উপপূর্ব্বক নিপূর্ব্ব বধ, গতি ও অবসাদনার্থক সদ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ শব্দে সামীপ্য বুঝায়। সঙ্কোচকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সর্ব্বান্তর পদব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাতে বর্ত্তিয়া থাকে। নিশব্দ নিশ্চয়-বোধক, উপ শব্দের সামাধিকরণ্য হেতু তত্ত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব যাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় সংযুক্তচিত্ত নহে, তাহাদের 'সংসার সার' এই বুদ্ধি নাশ করে বা শিথিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা দুঃখ জন্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মূল অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। তাহাই ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ। তাহাই প্রমাণস্বরূপ, ইহার করণভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তরভাগে উৎপদ্যমান গ্রন্থরাশি উপচারহেতু প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

"অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তচ্ছব্দাবয়বার্থস্য বিদ্যায়ামেব সম্ভবাৎ॥
উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে।
সামীপ্যতারতম্যস্য বিশ্রান্তেঃ স্বাত্মনীক্ষণাৎ॥
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোঽপি বিশেষণম্।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাদ্বয়ং যতঃ॥
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
প্রবৃত্তিহেতুন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ॥
যতোঽবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ।
যথোক্তবিদ্যাহেতুত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ॥
ভবেদুপনিষন্নাম্না সলিলং জীবনং যথা।"

উপনিষদ্ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সঙ্গতি হয়। উপ এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য, তারতম্যের বিশ্রান্তির স্বীয় আত্মাতে ঈক্ষণ হেতু তাহা প্রত্যগাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। নিশব্দ ও সদ ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ। জীবাত্মরূপ চৈতন্যকে পরমাত্ম-চৈতন্যের নিকটে লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের সহিত উহার অদ্বয়ত্ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও অবিদ্যাজন্য কার্য্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। এই গ্রন্থ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয় বলিয়া জলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ উপচার হেতু ইহা উপনিষদ্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, 'পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষণ্ণম্।' উপনিষদে মোক্ষলাভরূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

বস্তুতঃ উপনিষদ্ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্ত হয় না, এখনও যে এই সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, উপনিষদ্ই তাহার মূল কারণ। হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপনিষদে রক্ষিত। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানবলে কত নিগূঢ় উচ্চ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই উপনিষদ্ পাঠে আমরা অবগত হই।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মানুযায়ী পুণ্যকর্ম্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে এবং পরলোকে পরম স্বর্গসুখ ও অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং সূত্রভাগে বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মাচরণকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়।

আবার যে ধর্ম্মানুসারে আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করিতে পারি, যে ধর্ম্মোপদেশ গুণে অসার সংসারের মায়ামোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্ম্মানুসরণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম্ম উদ্যাপন করিলে জন্মজরামরণরূপ সংসারে আর আসিতে হয় না, তাহারই নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিবৃত্তি ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অনুযায়ী আচরণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে, ইহার অপর নাম জ্ঞানযোগ।

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরম্।"
'উপনিষদা যোগেন যুক্তশ্চেত্যর্থঃ।' শাঙ্কর ভাষ্য।

আদিম উপনিষদ্ বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত। এখন যে সমস্ত উপনিষদ্ আমরা প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে কতগুলি অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কতকগুলি আবার এত প্রাচীন যে, তাহাদের কাল নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, অতিপ্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি খৃষ্ট জন্মাইবার

৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে। কিন্তু এইমত আমরা স্বীকার করিতে পারি না; দুই একখানি উপনিষদ্ আধুনিক হইলেও মূল উপনিষদ্গুলি যে অতি প্রাচীন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারতের ঘটনা রাজতরঙ্গিণীর মতে ৬৫৩ কল্যব্দ ও শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে ১০৮ কল্যব্দে সংঘটিত হয়। এক্ষণে কলির ৪৯৯১ বৎসর চলিতেছে। মহাভারতে ভূরি ভূরি উপনিষদের প্রয়োগ আছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে উপনিষদ্ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রাচীন উপনিষদ্গুলি ৫০০০ হইতে ১০০০০ বর্ষের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ইহা বলিলেও কতকটা অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, অনেক উপনিষদের মূল মন্ত্র আমরা ঋগ্বেদাদি সংহিতা গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এখন সচরাচর যে সমস্ত উপনিষদ্ পাওয়া যায়; মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসে দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইলেও অনেক স্থলে এক ভাব, এমন কি এক বচন অথবা কিছু বিকৃতাকারে সেই বচনটি রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? বোধ হয়, উপনিষদের মূলসূত্র প্রথমে বেদের সংহিতাভাগে অথবা অপর কোন স্বতন্ত্র আকারে ছিল, প্রাচীনতম ঋষিগণ তাহাই শুনিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছিলেন। তৎকালে লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল না। কালক্রমে যখন সেই মূল উপনিষদ্ ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল, তখন বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিগণ শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় নানা শাখায় ভাগ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মূল উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত হইল। পরে শিষ্যপরম্পরায় নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং তন্মধ্যে নানামুনির নানামত সন্নিবেশিত হইয়া অভিনব আকার ধারণ করিল! এখন আমরা সেই মূল উপনিষদ্ দেখিতে পাই না, প্রাচীন মুনিদিগের শাখা প্রশাখানুসারে ভিন্ন আকারপ্রাপ্ত উপনিষদ্ই সচরাচর দেখিতে পাই। তাই বলিয়া উপনিষদ্‌কে আমরা অভিনব বলিতে পারি না। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া উপনিষদ্ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই তিন চারি হাজার বৎসরের কম নয়। এখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে আমরা প্রাচীনতম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, অথবা আপন আপন ভাষ্যে যে যে উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইগুলিই আমাদের মতে প্রাচীন। বিদ্যারণ্য স্বামী তৎকৃত সর্ব্বোপনিষদর্থানুভূতিপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এইগুলি প্রধান উপনিষদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

১। ঐতরেয় উপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়)।
২। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়)।
৩। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (সামবেদীয়)।
৪। মুণ্ডক উপনিষৎ। (অথর্ব্ববেদীয়)।
৫। প্রশ্ন উপনিষৎ। (অথর্ব্ববেদীয়)।
৬। কৌষিতকী উপনিষৎ। (ঋগ্বেদীয়)।
৭। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ। (শুক্লযজুর্ব্বেদীয়)।
৮। কঠবল্লী উপনিষৎ। (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়)।
৯। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়)।
১০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। (শুক্লযজুর্ব্বেদীয়)।
১১। তলবকার উপনিষৎ। (সামবেদীয়)।
১২। নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষৎ। (অথর্ব্ববেদীয়)।

মুক্তিকোনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। যথা—

১ ঈশ, ২ কেন, ৩ কঠ, ৪ প্রশ্ন, ৫ মুণ্ড, ৬ মাণ্ডূক্য, ৭ তৈত্তিরীয়, ৮ ঐতরেয়, ৯ ছান্দোগ্য, ১০ বৃহদারণ্যক, ১১ ব্রহ্ম, ১২ কৈবল্য, ১৩ জাবাল, ১৪ শ্বেতাশ্বতর, ১৫ হংস, ১৬ আরুণি, ১৭ গর্ভ, ১৮ নারায়ণ, ১৯ পরমহংস, ২০ অমৃতবিন্দু, ২১ অমৃতনাদ, ২২ অথর্ব্বশিরঃ, ২৩ অথর্ব্বশিখা, ২৪ মৈত্রায়ণী, ২৫ কৌষিতকী, ২৬ বৃহজ্জাবাল, ২৭ তাপনী, ২৮ কালাগ্নিরুদ্র, ২৯ মৈত্রেয়ী, ৩০ সুবাল, ৩১ ক্ষুরিক, ৩২ মন্ত্রিক, ৩৩ সর্ব্বসার, ৩৪ নিরালম্ব, ৩৫ রহস্য, ৩৬ বজ্রসূচি, ৩৭ তেজোবিন্দু, ৩৮ নাদবিন্দু, ৩৯ ধ্যানবিন্দু, ৪০ বিদ্যা, ৪১ যোগতত্ত্ব, ৪২ আত্মবোধ, ৪৩ পরিব্রাজ, ৪৪ ত্রিশিখা, ৪৫ সীতা, ৪৬ চূড়া, ৪৭ নির্ব্বাণ, ৪৮ মণ্ডল, ৪৯ দক্ষিণামূর্ত্তি, ৫০ শরভ, ৫১ স্কন্দ, ৫২ মহানারায়ণ, ৫৩ অদ্বয়, ৫৪ রামরহস্য, ৫৫ রামতাপন, ৫৬ বাসুদেব, ৫৭ মুদ্গল, ৫৮ শাণ্ডিল্য, ৫৯ পৈঙ্গল, ৬০ ভিক্ষু, ৬১ মহৎ, ৬২ শারীর, ৬৩ যোগশিখা, ৬৪ তুরীয়াতীত, ৬৫ সন্ন্যাস, ৬৬ পরমহংসপরিব্রাজক, ৬৭ অক্ষমালিকা, ৬৮ অব্যক্ত, ৬৯ একাক্ষর, ৭০ অন্নপূর্ণা, ৭১ সূর্য্য, ৭২ অক্ষ, ৭৩ অধ্যাত্ম, ৭৪ কুণ্ডিকা, ৭৫ সাবিত্রী, ৭৬ আত্মা, ৭৭ পাশুপত, ৭৮ পরব্রহ্ম, ৭৯ অবধূত, ৮০ ত্রিপুরাতাপন, ৮১ দেবী, ৮২ ত্রিপুরা, ৮৩ কঠরুদ্র, ৮৪ ভাবনা, ৮৫ হৃদয়, ৮৬ যোগকুণ্ডলী, ৮৭ ভস্মজাবাল, ৮৮ রুদ্রাক্ষ, ৮৯ গণপতি, ৯০ জালদর্শন, ৯১ তারসার, ৯২ মহাবাক্য, ৯৩ পঞ্চব্রহ্ম, ৯৪ প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৫ গোপালতাপনী, ৯৬ কৃষ্ণ, ৯৭ যাজ্ঞবল্ক্য, ৯৮ বরাহ, ৯৯ শাট্যায়নী, ১০০ হয়গ্রীব, ১০১ দত্তাত্রেয়, ১০২ গারুড়, ১০৩ কলিসন্তরণ, ১০৪ জাবালি, ১০৫ সৌভাগ্য, ১০৬ সরস্বতীরহস্য, ১০৭ বহ্বচ, ১০৮ মুক্তিকা।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপির অনুসন্ধানে প্রায় ২৩৫ খানি উপনিষৎ বাহির হইয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রাচীন, তন্মধ্যে অল্ল নামক উপনিষদ্‌খানি নিতান্ত আধুনিক। বিশ্বকোষ এবং শব্দকল্পদ্রুমে 'অল্ল' শব্দে অল্লোপনিষদ্‌খানি আথর্ব্বণসূক্ত নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। [অল্ল দেখ।] অল্লোপনিষদ্ নামক গ্রন্থখানি উপনিষদ্ অথবা আথর্ব্বণসূক্তবাচ্য হইতে পারে না। এই গ্রন্থখানি আধুনিক সময়ে কোন মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এই অপূর্ব্ব নব্য গ্রন্থ দেখিয়াই বোধ হয় অনেকেই অথর্ব্ববেদকে অশ্রদ্ধা করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ব্ববেদে কোরাণের 'আল্লার' কথা আছে। বোধ হয় এই অল্লোপনিষদ্ পাঠেই তাঁহাদের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই সংস্কার দূর করাও অবশ্যকর্ত্তব্য।

অল্লোপনিষদের অন্তভাগে লিখিত আছে "ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্ব্বণী শাখাং হুং হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।"

উপরে যে'কয়েকটী শব্দ উল্লিখিত হইল, উহার অনেক শব্দ আদৌ সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ নাই। ইল্লা, অকবর এই দুটী প্রকৃত আরবী শব্দ, অথর্ব্ববেদে দূর থাকুক, কোন বৈদিক বা লৌকিক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রয়োগ নাই। বিশেষতঃ ইহার পরেই 'রসুর মহমদ' ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, উহাও যে মুসলমানদিগের কোরাণোক্ত 'রসূল মুহম্মদ' শব্দের উল্লেখ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তবে কেন দেশীয় পণ্ডিতগণ আথর্ব্বণসূক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন? ঐ গ্রন্থের এক স্থলে আছে—

"আদল্লাবুকমেককং। অল্লাং বুকং। নিখাতকং।"

ঐ ছত্রের সহিত অথর্ব্বসংহিতার দুই মন্ত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"আদলাবুকমেককম্। ১।

অলাবুকং নিখাতকম্। ২।" অথর্ব্বসংহিতা ২০।১৩২ পৃঃ।

বোধ হয় এই দুইটি মন্ত্রের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ অল্লোপনিষৎখানি আথর্ব্বণসূক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও তাঁহাদের ভ্রম বলিতে হইবে। অল্লোপনিষদোক্ত অল্লাবুক শব্দ অথর্ব্ববেদ অথবা অপর কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের মতানুসারে অথর্ব্বসংহিতোক্ত অলাবুক শব্দ 'অল্লাবুক' হইতে পারে না এবং অল্লাবুক শব্দের অর্থও সংস্কৃত ভাষানুসারে নিশ্চয় করা কঠিন। অতএব নিশ্চয়ই কোন সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান কর্ত্তৃক এই দারুণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অকবর বাদশাহের সময়েই যে ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থপাঠেই কতকটা অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এরূপ কার্য্য সাধিত হইল? তাহাই এখন অনুসন্ধান করা উচিত।

মুন্তখবুৎ তবারিখ নামক পারস্য গ্রন্থে বদাওনী লিখিয়াছেন, "এই বৎসর (৯৮৩ হিজিরা বা ১৫৭৫ খৃঃ) দক্ষিণ দেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং তিনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেই সময়ে সম্রাট্ আমাকে অথর্ব্বন্ অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। ইসলামধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশের ঐক্য আছে। অনুবাদ কালে এমন অনেক কঠিন স্থান দেখিলাম, শেখ ভাবন অবধি যাহার ভাবপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি এই বিষয় সম্রাট্‌কে জানাইলাম, তিনি ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে * অনুবাদ করিতে অনুমতি করেন। এই গ্রন্থের এক স্থান আমাদের (কোরাণোক্ত) 'লা ইল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ্' [বচনের মত]। অথর্ব্বের এই অংশ লইয়া শেখ ভাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রবলে অনেকেই ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।"

[মুন্তখবুৎ তবারিখ ২ ভাঃ, ২১৩ পৃঃ।]

বদাওনীর উক্ত বিবরণে যেন একটু গূঢ় রহস্য রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন, এমন কিছু বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না যে অথর্ব্ববেদের ন্যায় বৈদিক গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হইবেন। অনুবাদকালে দক্ষিণ দেশবাসী শেখ ভাবনই বোধ হয় তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিল। শেখ ভাবন যাহা বলিত, বদাওনী তাহাই পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতেন। অথর্ব্ববেদের কোন অংশে কোরাণের বাক্য আছে, তাহা বোধ হয় ভাবনই তাঁহাকে বলিয়া থাকিবেন। পরে আপনার কথা রক্ষা করিবার জন্য ভাবনই অল্লোপনিষদ্ বা অল্লশব্দ পরিচায়ক অথর্ব্বণসূক্ত রচনা করিয়া অথর্ব্বসংহিতায় প্রক্ষেপ করেন। কি ভয়ঙ্কর কার্য্য! বিধর্ম্মী দ্বারা দলিত হইয়া অথর্ব্ববেদের কি দুর্দ্দশা ঘটিল! তদবধি সরল হিন্দু অথর্ব্ব সংহিতাকে কোরাণের অংশ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন! ভাবনের চাতুরীতে ভুলিয়া অনেকে মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ

* সহিন্দবাসী হাজী ইব্রাহিম পারস্য ভাষায় অথর্ব্ববেদ অনুবাদ করেন

করিলেন। উপনিষদ্‌গ্রন্থে অকবরের নাম ঘোষিত হইল! হায়! তৎকালে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রের এইরূপ কি পরিণাম হইয়াছিল!

উপনিষাদী [ন্] (ত্রি) উপ-নি-সদ-ণিনি। নিকটে স্থায়ী। (শতপথব্রা° ৯।৪।৩।৩)

উপনিষ্কর (ক্লী) উপ-নিস্-কৃ-ঘ (ইদুপধস্য চাঽপ্রত্যয়স্য। পা ৮।৩।৪১।) ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষঃ। পুরপথ, রাজপথ। (উপনিক্রমণং চোপনিষ্করঞ্চ মহাপথঃ। হেম ৪।৫৩।)

উপনিষ্ক্রমণ (ক্লী) উপ-নিস্-ক্রম করণে ল্যুট্। বিসর্জ্জনীয়স্য ষঃ। ১ রাজপথ। (হেম। ৪।৫৩)। ২ নিক্রমণ নামক সংস্কার। [নিক্রমণ দেখ।]

উপনিহিত (ত্রি) উপ নি-ধা-ক্ত (ধা=হি)। ১ গচ্ছিত, অপরের নিকট যাহা রাখা হইয়াছে। ২ স্থাপিত।

উপনীত (ত্রি) উপ-নী-ক্ত। ১ সংস্কৃত, কৃতোপনয়ন, যাহার উপনয়নসংস্কার হইয়াছে। (রঘু ৩।২৯) ২ জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা জ্ঞাত। ৩ নিকটে প্রাপিত। ৪ আগত, উপস্থিত। ৫ উপস্থাপিত। ৬ আনীত। স্ত্রিয়াং টাপ্। উপনীতা। ৭ পত্নী, সহধর্ম্মিণী।

"লক্ষ্মী যাঁর উপনীতা, শ্রীরামবনিতা সীতা,
সঙ্গে যাঁর অনুজ লক্ষ্মণ।" কবিকঙ্কণ।

উপনীতভান (ক্লী) ন্যায়মতে, ১ উপনীত তত্ত্বাদিবিষয়কত্ব। ২ লৌকিক ও অলৌকিক ভয়সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান। (ন্যা-কো)

উপন্যস্ত (ত্রি) উপ-নি-অস্-ক্ত। ১ বিন্যস্ত। ২ গচ্ছিত। ৩ আরব্ধ। ৪ দত্ত। ৫ উল্লিখিত। ("অকস্মাৎ আপতিতং কিমিদমুপন্যস্তং।" শকুন্তলা।)

উপনেতা [তৃ] (পুং) উপ-নী-তৃচ্। ১ উপনয়নকর্ত্তা, গুরু। (ত্রি) ২ উপঢৌকনকারী। ৩ প্রাপক।

উপনেত্র (ক্লী) উপগতং নেত্রম্, অত্য° স°। চস্‌মা।

উপন্যাস (পুং) উপ-নি-অস-ঘঞ্। ১ বাক্যোপক্রম, কথারম্ভ। (উদাহার উপোদ্‌ঘাত উপন্যাসশ্চ বাঙ্মুখম্। হেম ২।১।১৭৬।) ২ বাক্যপ্রয়োগ। ৩ বিচার।

("বিশ্বজন্যমিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত।" মনু ৯।৩১।) ৪ উপনিধি, বিশ্বাসপূর্ব্বক অপরের নিকট নিজ দ্রব্য গচ্ছিত রাখা। ৫ প্রস্তাব। ৬ দান। শ্রোতা বা পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প, উপকথা।

উপপতি (পুং) উপমিতঃ পত্যা অবাদয়ঃ ক্রুষ্টাদ্যর্থ ইতি সমাসঃ। ভিন্নপতি, পতি থাকিতে যে পরপুরুষে কোন নারী আসক্ত হয়, গুপ্তপতি। ("সন্ধয়ে জারং গেহায়োপপতিম্।" শুক্লযজুঃ ৩০।৯)

উপপত্তি (স্ত্রী) উপ-পদ-ক্তিন্। ১ যুক্তি। ২ সঙ্গতি, সংস্থান। ৩ নির্বৃত্তি। ৪ হেতু। ৫ উৎপত্তি। ৬ উপায়। ("অপেক্ষিতান্যোন্যবলোপপত্তিভিঃ।" মাঘ।) ৭ প্রাপ্তি। ৮ সিদ্ধি। ("অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ।" রঘু।) ন্যায়মতে, ৯ জ্ঞান। (গৌতমবৃত্তি ১। ১।২৩) ১০ গণিতশাস্ত্র মতে, প্রমাণ-করণ।

উপপত্নী (স্ত্রী) উপস্ত্রী, নিজ ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত যে স্ত্রীলোকের প্রতি কোন পুরুষ আসক্ত হয়।

উপপদ (ক্লী) উপোচ্চারিতং পদম্। ১ লেশ। ২ সমীপোচ্চারণীয় পদ। ("ফলন্তি কল্পোপপদাস্তদেব"। মাঘ।) ৩ উপাধি। ৪ ব্যাকরণে প্রত্যয়াদি বিধায়ক সূত্র। ৫ সপ্তম্যন্ত পদের সহিত নির্দ্দিশ্যমান পদ। ৬ সমভিব্যবহৃত স্বার্থপোষক পদ।

উপপন্ন (ত্রি) উপ-পদ্-ক্ত। ১ যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত। ২ প্রাপ্ত। ৩ উৎপন্ন। ৪ উচিত। ৫ সম্পন্ন। ৬ আগত। ৭ মিলিত। ৮ সিদ্ধান্ত, ভাল মন্দ বিচার করিয়া যাহা স্থির হয়। ৯ সম্ভাবিত। ১০ সৎগুণান্তর আধানরূপ সংস্কারযুক্ত। (বাচং)

উপপরীক্ষা (স্ত্রী) নিকটে আনিয়া পরীক্ষা।

উপপশু´কা (স্ত্রী) কৃত্রিম পঞ্জর।

উপপাত (পুং) উপ-পত-ঘঞ্। ১ হঠাৎ আগমন। ২ ফলোন্মুখ। ৩ নাশ। ("কর্ম্মোপপাতে প্রায়শ্চিত্তং তৎকালম্।" কাত্যা° শ্রৌ°। *। 'উপপাতো বিনাশঃ।' তদ্ভাষ্যে কর্কাচার্য্য।)

উপপাতক (ক্লী) উপপাতয়তি নরকে ইতি, উপ-পত-ণিচ্-ণ্বুল্। পাপবিশেষ। ভগবান্ মনু এই সকল কার্য্যকে উপপাতক বলেন—

"গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্যপারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ॥
পরিবিত্তিতানুজেঽনূঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্॥
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ॥
সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ॥
ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা॥
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া।

অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্ত চ ক্রিয়া ॥
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্ ॥”
মনু ১১। ৬০-৬৭।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্য দ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্ম সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, কুমারী কন্যার অঙ্গুলি দ্বারা যোনিবিদারণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ বা উদ্যান কিংবা স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ১৬ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধবত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন, অবিধেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদির খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতির কাজ, ওষধি নষ্ট, ভার্য্যাদির উপপতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্টকরণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যভোজন, অগ্ন্যাধান না করা, সোণা ছাড়া অন্য জিনিস চুরি; দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা; অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা; গান ও বাদ্যে আসক্তি; ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি; মদ্যপায়িনী স্ত্রীগমন; স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা; নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়। [প্রায়শ্চিত্ত শব্দে উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

উপপাতী [ন্] (ত্রি) উপ-পত-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ হঠাৎ আগত। ২ অতর্কিত ভাবে উপস্থিত। (“রন্ধ্রোপপাতিনোঽনর্থাঃ।” শকুন্তলা।)

উপপাদ (পুং) উপ-পদ-ঘঞ্। ১ উপপত্তি। মীমাংসা। (ত্রি) ২ পাদোপগত।

উপপাদক (ত্রি) উপপাদয়তি উপ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ উপপত্তিকারক, মীমাংসক। ২ সম্পাদক। ৩ উপপত্তিযুক্ত।

উপপাদন (ক্লী) উপ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্পাদন। ২ সম্যক্ প্রতিপাদন। ৩ যুক্তি দ্বারা সমর্থন। ৪ মীমাংসাকরণ।

উপপাদিত (ত্রি) উপ-পদ-ণিচ্-ক্ত। ১ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। ২ সম্পাদিত, সাধিত।

উপপাদ্য (ত্রি) উপ-পদ-ণিচ্-যৎ। ১ যুক্তি দ্বারা সমর্থনযোগ্য। ২ উদ্দেশ্য, যথার্থতা নিরূপণ যে প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। (Theorem)

উপপুর (ক্লী) উপ সমীপে পুরম্, প্রাদিসমাসঃ। নগরের নিকটবর্ত্তী শাখানগর। (শাখাপুরং তুপপুরম্। হেম ৪। ৩৮।)

উপপুরাণ (ক্লী) ব্যাসব্যতীত অপরাপর ঋষিকৃত পুরাণসদৃশ ক্ষুদ্রপুরাণ। যথা—

১ সনৎকুমারোক্ত আদি, ২ নারসিংহ, ৩ কুমারভাষিত বায়বীয়, ৪ নন্দীশোক্ত শিবধর্ম্ম, ৫ দুর্ব্বাসসোক্ত দুর্ব্বাসাঃ, ৬ নারদীয়, ৭ নন্দিকেশ্বর, ৮ উশনাঃ, ৯ কাপিল, ১০ বারুণ, ১১ শাম্ব, ১২ কালিকা, ১৩ মাহেশ্বর, ১৪ পাদ্ম, ১৫ দেবী, ১৬ পরাশর, ১৭ মারীচ, ১৮ ভাস্কর।

কূর্ম্মপুরাণের মতে এইগুলি উপপুরাণ—

“আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্।
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্ ॥
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃপরম্ ॥
কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চৈব কালিকাহ্বয়মেব চ ॥
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্।
পরাশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাহ্বয়ম্ ॥”
কূর্ম্ম ১ অঃ ১৭-২০ শ্লোঃ।

১ সনৎকুমারোক্ত আদ্য, ২ নারসিংহ, ৩ কুমারোক্ত স্কন্দ, ৪ নন্দীশপ্রোক্ত শিবধর্ম্ম, ৫ দুর্ব্বাসাঃ, ৬ নারদীয়, ৭ কাপিল, ৮ বামন, ৯ উশনাঃ, ১০ ব্রহ্মাণ্ড, ১১ বারুণ, ১২ কালিকা, ১৩ মাহেশ্বর, ১৪ শাম্ব, ১৫ সর্ব্বার্থসঞ্চায়ক সৌর, ১৬ পরাশরোক্ত, ১৭ মারীচ এবং ১৮ ভার্গব।

হেমাদ্রি কূর্ম্মপুরাণের উক্ত বচন উদ্ধৃত করিবার কালে বামনের স্থানে ‘মানব’ এবং “ভার্গব” স্থানে ‘ভাগবত’ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

দুইখানি ভাগবত সচরাচর পাওয়া যায়, একখানি বিষ্ণুভাগবত অপরখানি দেবীভাগবত। হেমাদ্রি প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে জানা যায়—

“ইদং যৎ কালিকাখ্যন্তু মূলং ভাগবতন্তু তৎ।”

কালিকাউপপুরাণের মূলপুরাণ ভাগবত। প্রধানতঃ কালিকাপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং দেবী ভাগবতকেই মূলপুরাণ বা মহাপুরাণ বলা যায়। [দেবী ভাগবতের নীলকণ্ঠকৃত টীকোপক্রমণিকা দেখ।]

কেহ কেহ বিষ্ণুভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া থাকেন। মূল কথা, কোনখানি উপপুরাণ আর কোনখানি মহাপুরাণ

তদ্বিষয়ে এখনও অনেক সন্দেহ আছে। সন্দেহ হইবারও কথা—কারণ উভয় ভাগবতই দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক।

উপরোক্ত উপপুরাণগুলি ছাড়া ধর্ম্মপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উপপুরাণ আছে।

পুরাণোপপুরাণের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥
অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে॥
পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্॥
বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥
রক্ষাঽচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানুযুগে যুগে।
তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥
মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥
রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ॥
হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ।
যং চানুশয়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥
ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্‌ব্রহ্ম জীববৃত্তিষপাশ্রয়ঃ॥
পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥

১২ স্ক, ৭ অঃ, ৯-২০ শ্লোঃ।

১ সর্গ, ২ বিসর্গ, ৩ বৃত্তি, ৪ রক্ষা, ৫ অন্তর, ৬ অংশ, ৭ বংশানুচরিত, ৮ সংস্থা, ৯ হেতু এবং ১০ অপাশ্রয়; পুরাণবিদেরা পুরাণকে এই দশলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া থাকেন। অধিক ও অল্প ব্যবস্থানুসারে কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থকেও পুরাণ বলিয়া থাকেন।

১ম সর্গ—প্রকৃতির গুণত্রয় সমাহার হইতে মহান, তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ, স্থূল পদার্থসকল এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উৎপত্তি হয়, ইহাকে সর্গ কহে।

২য় বিসর্গ—জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মের বাসনাজাত, ঈশ্বরানুগৃহীত, এই সকল বীজ হইতে বীজোৎপত্তির ন্যায় সমাহাররূপ চরাচর উৎপত্তি হয়, ইহাকে বিসর্গ বা অবান্তরসৃষ্টি কহে।

৩য় বৃত্তি—ইহসংসারে চরাচর প্রাণিসমূহের বাসনাহেতু এবং মনুষ্যদিগের স্বভাব, কাম বা বিধি জন্য যে জীবনোপায় তাহারই নাম বৃত্তি বা স্থিতি।

৪র্থ রক্ষা—যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্য হইতে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য ও ঋষিগণের কার্য্যনাশের উপক্রম হইলে নারায়ণের যে বিশেষ বিশেষ অবতার তাহাকে রক্ষা কহে।

৫ম অন্তর—মনু, দেবতাসকল, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ ও নারায়ণের অংশাবতার যাহাতে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকে, এই ছয় প্রকারকে অন্তর বা মন্বন্তর কহে।

৬ষ্ঠ বংশ—ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শুদ্ধবংশীয় রাজাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালের পুরুষপরম্পরা বর্ণনার নাম বংশ।

৭ম বংশানুচরিত—ঐ সকল রাজা ও তাঁহাদিগের বংশধরগণের চরিত্র বর্ণনাকে বংশানুচরিত কহে।

৮ম সংস্থা—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, স্বভাবতঃই হউক বা ঈশ্বরের মায়াবশতঃই হউক, বিশ্বের যে এই চারি প্রকার বিকার হয়, তাহার নাম সংস্থা বা লয়।

৯ম হেতু—অজ্ঞানবশতঃ কর্ম্মকারী জীব এই বিশ্বের সৃষ্টি আদির হেতু, ইহাই অনুশয়ী, কাহারও মতে অব্যাকৃত।

১০ম অপাশ্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় যিনি জীবরূপে বর্ত্তমান থাকেন; সেই মায়াময় সকল সাক্ষিস্বরূপে যাহার সম্বন্ধে এবং সমাধি প্রভৃতিতে যাঁহার সম্বন্ধ ভাব, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই অপাশ্রয় কহে। যেমন ঘটাদি পদার্থসমূহে মৃত্তিকাদি দ্রব্য ও রূপ, সামাদিতে সত্তামাত্র, তেমনি যিনি গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতে যুক্ত ও অযুক্ত আছেন, তিনিই অপাশ্রয়।

উক্ত লক্ষণগুলি পুরাণের লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে 'প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ' এই বচনের দ্বারা উহা উপপুরাণের লক্ষণ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ পুরাণ পঞ্চলক্ষণাত্মক বলিয়াই সকল পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। [পুরাণ দেখ।]

উপপুষ্পিকা (স্ত্রী) উপগতা পুষ্পিকাম্। বিকাশভাব, সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। জৃম্ভা, হাফিকা, হাই।

উপপ্রদান (ক্লী) উপ-প্র-দা-ল্যুট্। ১ উৎকোচ। (হেম ৩।৪০১) ঘুস্। ২ সন্ধির নিমিত্ত ভূম্যাদি দান। ("সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদো দণ্ডশ্চ তত্ত্বতঃ।" রামায়ণ) ৩ দ্রব্যদান।

উপপ্রলোভন (ক্লী) উপ-প্র-লুভ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রলোভন। প্রলোভন। করণে ল্যুট্। ২ সম্যক্ প্রলোভনযোগ্য দ্রব্য। "উচ্চাবচান্নুপপ্রলোভনানি।" দশকুমার।

উপপ্লব (পুং) উপ-প্লু-অপ্। ১ আকাশ হইতে উল্কাপাতাদি রূপ উপদ্রব। ২ রাহুগ্রহ। ৩ বিপ্লব। (উপপ্লবঃ সৈংহিকেয়ে বিপ্লবোৎপাতয়োরপি। মেদিনী।) ৪ ভয়। ৫ অশুভ, অমঙ্গল। ৬ বিপত্তি। ৭ রাজবিপ্লব, রাজপ্রতিকূলে প্রজাদিগের অভ্যুত্থান। ৮ চন্দ্রাদি গ্রহণ। ৯ উপরে বেষ্টন। ১০ ঔপসর্গিক নরক পীড়ন। ১১ বিকল্প। ১২ প্রতিবন্ধ।

উপপ্লবী [ন্] (ত্রি) উপ-প্লু-ণিনি। ১ ভয়যুক্ত, ভীত। ("নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যঃ।" রঘু ১৩। ৭। *। উপপ্লবিনো ভয়বন্তঃ। মল্লিনাথ।)

উপপ্লব্য (ক্লী) উপ-প্লু আধারে বাহুলকাৎ যৎ। বিরাটনগরের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ। (মহাভারত আদি ২। ২১২, উদ্যোগ ২৩। ১, সৌপ্তিক ১১। ৫, শল্য ৬২। ২৪।)

উপপ্লুত (ত্রি) উপ-প্লু-ক্ত। ১ উপদ্রবযুক্ত। ("উপপ্লুতং পাতুমদো মদোদ্ধতৈঃ।" মাঘ।) ২ রাহুগ্রস্ত। ৩ ভীত। ৪ পীড়িত। ৫ বিপদ্‌গ্রস্ত।

উপবন্ধ (পুং) উপ-বন্ধ-ঘঞ্। ১ বস্ত্রন্তরবন্ধন, কাহারও বন্ধনোদ্দেশে তৎসমীপে অপরের বন্ধন। ২ পদ্মাসন, বন্ধসদৃশ অবান্তরাসন বিশেষ। ৩ সংখ্যাবিশেষ দ্বারা সম্বন্ধ প্রতিপাদন।

উপবহ্ (পুং) উপবহ্যতে আস্তীর্য্যতে উপ-বহ-কর্ম্মণি ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। ১ উপধান, বালিশ। বহ হিংসায়াম্ ভাবে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। ২ উপপীড়ন।

উপবর্হণ (ক্লী) উপবর্হ্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ উপধান, বালিশ। [উপবর্হ দেখ।]

উপবাধা (স্ত্রী) উপ-বাধ-অ-টাপ্। সংপীড়ন।

উপবাহু (পুং) উপগতো বাহুম্। বাহু সমীপবর্ত্তী অঙ্গভেদ। (অব্য) বাহুর নিকটে।

উপব্দ (পুং) উপগতঃ শব্দঃ প্রাদি স। অভিষব শব্দ। ("গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ।" ঋক্ ৭। ১০৪। *। উপব্দে অভিষবশব্দৈঃ। সায়ণ।)

উপব্দি (পুং) বাক্, শব্দ। (নিঘণ্টু ১। ১১) শ্রবণার্হ। (মরুতাং শৃণ্ব আয়তামুপব্দিঃ। ঋক্ ১। ১৬৯। ৭। *। উপব্দিঃ শ্রবণার্হঃ। সায়ণ।)

উপভঙ্গ (পুং) উপ-ভন্জ-ঘঞ্ কুত্বম্। পৃষ্ঠপ্রদর্শন, যুদ্ধাদি হইতে পলায়ন, ছত্রভঙ্গ।

উপভুক্ত (ত্রি) উপ-ভুজ-ক্ত। ১ ব্যবহৃত। ২ ভক্ষিত।

উপভুক্তি (স্ত্রী) উপ-ভুজ-ক্তিন্। উপভোগ।

উপভূষণ (ক্লী) উপমিতং ভূষণেন। ঘণ্টাচামরাদি উপকরণ। "ঘণ্টাচামরকুম্ভাদিপাত্রোপকরণাদিকম্। তদ্ভূষণান্তরে দদ্যাদ্যস্মাত্তদুপভূষণম্॥" কালিকাপু০ ৬৮ অঃ।

উপভৃৎ (স্ত্রী) উপ-ভৃ-ক্বিপ্। চক্রাকার যজ্ঞপাত্র। (অমর)

উপভোগ (পুং) উপ ভুজ-ঘঞ্। নির্ব্বেশ, ভোজনাতিরিক্ত ভোগ। ('প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরো ভাগ্যমিবাচরন্॥' রঘু ১২।২২।) ২ ব্যবহার। ৩ ভক্ষণ।

উপভোগ্য (ত্রি) উপ-ভুজ-ণ্যৎ অশ্নার্থত্বে কুত্বম্। উপভোগযোগ্য।

উপভোজী [ন্] (ত্রি) উপ-ভুজ-ণিনি। উপভোগকারক। ("উচ্ছিন্নবলিভিক্ষেষু ভিন্নকাংস্যোপভোজিষু।" সুশ্রুত।)

উপম (ত্রি) উপমীয়তে উপ-মা-ক। ১ উপমেয়। (ঋক্ ৫। ৩। ৩) ২ উপনমীয়তে সমীপে ক্ষিপ্যতে। মি বাহুলকাৎ ড। অন্তিক। (নিঘণ্টু ২। ১৬), নিকট। ("উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি।" ঋক্ ৮। ৫০। ২।) ৩ অন্তিকস্থিত, সমীপস্থ। ("উপমং ত্বা মঘোনাং জ্যেষ্ঠং চ বৃষভাণাং।" বালখিল্য ৫। ১।)

উপমদ্গু (পুং) শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

উপমন্ত্রণ (ক্লী) উপ-মন্ত্র-ল্যুট্। ১ আমন্ত্রণ, প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রবর্ত্তনারূপ ব্যাপার। (ভাসনোপসংভাষাজ্ঞানযত্নবিমত্যুপমন্ত্রণেষু বদঃ। পা ১। ৩। ৪৭। *। উপমন্ত্রণং রহস্যুপচ্ছন্দনম্।' সি০ কৌ০।) ২ খোসামুদ।

উপমন্ত্রী [ন্] (ত্রি) উপ-মন্ত্র-ণিনি। খোসামুদ। "হসনোমুপমন্ত্রিণঃ।" ঋক্ ৮। ১১২। ৪। *। 'উপমন্ত্রিণঃ উপমন্ত্রণবন্তো নর্ম্মসচিবা হসনামুপহাসযুক্তাং বাচমিচ্ছন্তি।' সায়ণ।)

উপমন্থনী (স্ত্রী) উপমথ্যতেঽনয়া। উপ-মন্থ-করণে ল্যুট্ ঙীপ্। অগ্নিমন্থনসাধক দ্রব্য। (শতপথব্রা০ ১৪। ৯। ৩। ২১।)

উপমন্যু (পুং) আয়োদধৌম্য মুনির একজন শিষ্য। তিনি অতি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশে গোচারণ করিতেন, এই সময়ে তাঁহার ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত। প্রতিদিন সায়াহ্নে গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গুরুর নিকটে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন আয়োদধৌম্য তাঁহাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, উপমন্যু! তোমাকে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। তুমি কি আহার করিয়া থাক? উপমন্যু গুরুকে আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন আয়োদধৌম্য বলিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষাযোগ্য দ্রব্যাদি উপভোগ করা তোমার উচিত নয়। তদবধি উপমন্যু যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, তাহাই গুরুকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার শরীর কিছু কমিল না দেখিয়া আয়োদধৌম্য উপমন্যু যাহাতে সকল প্রকার আহার না পায় তাহার উপায় করিলেন। একদিন গোচারণকালে উপমন্যু ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তখন অপর কিছু না পাইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই পত্রের গুণে তিনি অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে পড়িয়া গেলেন।

এদিকে আয়োদধৌম্য যথাসময়ে উপমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া নানাস্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কূপের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। কূপমধ্য হইতে উপমন্যু আপনার অবস্থা গুরুদেবকে জানাইলেন। আয়োদধৌম্য তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। অশ্বিনীকুমার যুগল তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা উপমন্যুকে এক পিষ্টক দিয়া খাইতে বলিলেন, কিন্তু গুরুভক্ত উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গুরুভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার চক্ষুরত্ন প্রদান করিলেন এবং এই বলিয়া বর দিলেন—"সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সময়ে তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।"—(মহাভারত আদি ৩ অঃ)

উপমর্দ্দ (পুং) উপ-মৃদ-ঘঞ্। ১ আলোড়ন। ২ হিংসন। ৩ নিষ্পীড়ন। ৪ ধান্যাদির নিষ্পলীকরণ, ধানমাড়া। কর্ত্তরি ণ্বুল্। উপমর্দ্দক।

উপমা (স্ত্রী) উপমীয়তে উপ-মা-অঙ্-টাপ্। ১ তুল্যতা, সাদৃশ্য। ২ অর্থালঙ্কার ভেদ, সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় দুইটী বস্তুর তুল্যতা কথন।

"উপমা যত্র সাদৃশ্যলক্ষ্মীরুল্লসতিদ্বয়োঃ।" সাহিত্যদর্পণ।

যেমন "হংসীব ভূপতেঃ কীর্ত্তিঃ স্বর্ণদীমবগাহতে।" রাজার কীর্ত্তি হংসীর ন্যায় স্বর্ণদীতে অবগাহন করিতেছে। এখানে হংসীর উপমা দিয়া রাজকীর্ত্তি বর্ণিত হইল।

উপমাক, বিশাখপত্তন জেলার সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ১৭°২৫´ উঃ, দেশা° ৮২°৪৭´ পূঃ। এখানে একটি অতিপ্রাচীন দেবমন্দির আছে, এখানে ঈশ্বরের আকাশমূর্ত্তি বিরাজমান, আকাশমূর্ত্তি বলিয়া সাধারণে দেবমূর্ত্তির দর্শন পান না। এখানে ফাল্গুনমাসে দেবতার বিবাহ উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। অনেকে এই গ্রামে বিবাহ দিতে আসেন। প্রবাদ এইরূপ, এখানে বিবাহ দিলে স্ত্রীলোক পতিব্রতা ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

উপমাতা [ঋ] (স্ত্রী) উপমিতা মাতা। ১ ধাত্রী, ধাই। (ধাত্রী তু স্যাদুপমাতা। হেম ৩। ২২২।) ২ মাতৃতুল্যা, মাসী, পিসী ইত্যাদি। (ত্রি) উপ-মা-তৃচ্। উপমানকর্ত্তা।

উপমাদ (ত্রি) উপমাদয়তি উপ-মদ-ণিচ্-অচ্। উপনাদক, হর্ষজনক। ("উপমাদমুপমাদকং যজ্ঞম্।" ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৩। ৫। ৫)

উপমান (ক্লী) উপমীয়তেঽনেন উপ-মা-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রমাণ বিশেষ। ২ সাদৃশ্য, উপমা-করণে ল্যুট্। ৩ ন্যায়মতে, সাদৃশ্য জ্ঞানসাধন; যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়। ইহা তিন প্রকার—সাদৃশ্য বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান, অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান, বৈধর্ম্মবিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান। (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়) [গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত উপমানচিন্তামণি গ্রন্থে উপমান শব্দের বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

উপমারণ (ক্লী) উপ-মৃ-ণিচ্-ল্যুট্। যজ্ঞে অবভৃথোদক, নিকটে গিয়া স্বতে জল নিক্ষেপ। (শতপথ ২। ৫। ২। ৪৬)

উপমাস্য (ক্লী) উপমাসং প্রতিমাসভবং যৎ। পিতৃদিগের তৃপ্তির জন্য প্রতিমাসে করণীয় শ্রাদ্ধ। (অথর্ব্ববেদ ৮।১০।১৯)

উপমিৎ (ত্রি) উপ সমীপে মীয়তে ক্ষিপ্যতে উপ-মি-ক্বিপ্। ১ উপনিখাত। ২ উপস্থাপয়িতা। ৩ স্থূণা। ('উপমিৎ স্থূণা।' ঋগ্ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য ৪। ৫। ১।) ৪ উপমাকারী।

উপমিত (ত্রি) উপ-মা-ক্ত। সদৃশ, অনুরূপ।

উপমিতি (স্ত্রী) উপ-মা-ক্তিন্। ১ উপমালঙ্কার। ২ নৈয়ায়িক মতে, অনুভবসিদ্ধ জাতি বিশেষ। (নীলকণ্ঠী)। সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসম্বন্ধ-জ্ঞান। (তর্কসংগ্রহ)। সাদৃশ্যজ্ঞানকরণ জ্ঞান (ন্যায়মঞ্জরী)

উপমেত (পুং) উপমাং ইতঃ। শালবৃক্ষ।

উপমেয় (ত্রি) উপমীয়তেঽসৌ উপ-মা-যৎ। ১ সাদৃশ্যযোগ্য, উপমার বিষয়ীভূত, অপরের সহিত যাহার উপমা দেওয়া যায়। ("নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ম্।" রঘু।)

উপমেয়োপমা (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারবিশেষ।

উপযট্ [জ্] (পুং) উপ-যজ-(বিজুপেচ্ছন্দসি। পা ৩।২।৭৩) ইতি উপপদে ছন্দসি বিচ্। পশুযাগাঙ্গ যজ্ঞবিশেষ (শতপথব্রা ৩। ৮। ৪। ৪)

উপযন্তা [ঋ] (পুং) উপ-যম-তৃচ্। পতি (রঘু ৭। ১) (ত্রি) সংযমনকর্ত্তা।

উপযন্ত্র (ক্লী) উপগতং যন্ত্রম্। শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রবিশেষ। সুশ্রুতের মতে উপযন্ত্র ২৫ প্রকার—দড়ি, বিনান চুল, পাট, চর্ম্ম, গাছের ভিতরের ছাল, লতা, কাপড়, নুড়ী, পাথর, মুদ্গর, হাত, পায়ের চেটো, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, কেশ, ঘোড়ার খুর, গাছের ডাল, থুতু, হর্ষজনক দ্রব্য, এবং ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ এইগুলি উপযন্ত্র। দেহ ও দেহের প্রত্যঙ্গে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠে ও ধমনীমধ্যে যে স্থানে যেটি প্রয়োজন, সেই স্থানে সেটি ব্যবহার করিবে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৭ অঃ)

উপযম (পুং) উপ-যম-(যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬৩) ইতি অপ্। বিবাহ। (পাণিগ্রহণমুদ্বাহ উপাৎ যামযমাবপি। হেম ৩। ১৮২) [বিবাহ দেখ।]

উপযমন (ক্লী) উপ-যম-ল্যুট্। ১ বিবাহ। (নিত্যং হস্তে পাণাবুপযমনে। পা ১। ৪। ৭৭।) ২ সংযমন। ৩ অগ্নির অধঃস্থাপন। করণে ল্যুট্। ৪ বন্ধনসাধক কুশাদি।

উপযমনী (স্ত্রী) উপযম্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্। অগ্ন্যাধানাঙ্গ সিকতাদি। ("যোপযমনী তে শ্রোণিকপালে।" ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১। ২২।) ২ সংযমনী।

উপযষ্টা [ঋ] (পুং) উপ-যজ-তৃচ্। ষোড়শ প্রকার ঋত্বিকের মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিগ্‌বিশেষ, উপযাজ।

(শতপথব্রা° ৩। ৮। ৫। ৫)

উপযাচক (ত্রি) উপ-যাচ্-ণ্বুল্। স্বয়ংযাচক। যে নিকটে যাচ্ঞা করে।

স্ত্রিয়াং টাপ্ অতঃ ইত্বম্। উপযাচিকা, যে স্ত্রী পরপুরুষের নিকটে গিয়া সম্ভোগ প্রার্থনা করে।

উপযাচন (ক্লী) উপ-যাচ-ল্যুট্। দেবতাদির নিকট অভীষ্টাদি প্রার্থনা।

উপযাচিত (ত্রি) উপযাচ্যতেঽনেন উপ-যাচ-ক্ত। ১ প্রার্থিত, যাহা বা যে বিষয়ে প্রার্থনা করা গিয়াছে। ২ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অর্পিত, সমর্পিত।

উপযাচিতক (ত্রি) উপযাচিত-কন্। ১ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতাদির দেয়, ইষ্টোদ্দেশে দেবাদির নিকট যাহা মানা যায়। ২ প্রার্থিত। (ক্লী) দেবদেয় বস্তু। (শব্দাব্ধি)

উপযাজ (পুং) উপ-যজ-ঘঞ্। (প্রযাজানুযাজৌ যজ্ঞাঙ্গে। পা ৭। ৩। ৬২।) ইতি যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ ন কুত্বম্। ১ যজ্ঞাঙ্গ যাগবিশেষ, ইহা ১১ প্রকার।

("একাদশ প্রযাজা একাদশানুযাজা একাদশোপযাজা এতেঽসোমপাঃ পশুভাজনাঃ।" ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ২। ১৮।) ২ কাশ্যপগোত্র ঋষিবিশেষ। (ভারত আদি° ১৬৭ অঃ।)

উপযাত (ত্রি) উপ-যা-কর্ত্তরি ক্ত। আচার্য্যসমীপে আগত। ("উপযাতায়ার্য্যমিতি কোহনীয়া।" গোভিল।) ২ প্রাপ্ত।

উপযান (ক্লী) উপ যা-ল্যুট্। নিকটে গমন, উপসর্পণ। ("উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্।" রামায়ণ।)

উপযাম (পুং) উপ-যম-(যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩। ৩। ৬৩) ইতি বিকল্পে ঘঞ্। ১ বিবাহ। উপ-যম-ণিচ্-অচ্। ২ যজ্ঞাঙ্গ পাত্রবিশেষ। (শুক্লযজুঃ ৭। ৪)

উপযুক্ত (ত্রি) উপ-যুজ-ক্ত। ১ যোগ্য, ন্যায্য। ২ ভুক্ত। ৩ রচিত।

উপযোগ (পুং) উপ যুজ্যতে যুজ-ঘঞ্। ১ আচরণ। ২ ভোজন, জলযোগ। ("পর্য্যাগতে মদনফলমজ্জবদুপযোগঃ।" সুশ্রুত।) ৩ সাহায্য। ("অনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্।" কুমার) ৪ ইষ্টসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মকার্য্য। ৫ আবশ্যকতা, উপযোগিতা। ৬ ভোগ।

উপযোগিতা (স্ত্রী) উপযোগিন্-তল্। ১ আবশ্যকতা, প্রয়োজন। ২ কার্য্যকারিতা। ৩ সাহায্য। ৪ উপযুক্ততা।

উপযোগী [ন্] (ত্রি) উপ-যুজ-(যুজাক্রীড়বিবিচত্যজরজভজাতিচরাপচরামুষাভ্যোঽনশ্চ। পা ৩। ২। ১৪২।) ইতি ঘিনুণ্। ১ উপযুক্ত। ২ উপকারী। ৩ সহায়, অনুকূল। ৪ যোগ্য, অনুরূপ। ৫ কার্য্যকারক।

উপযোষম্ (অব্য) আনন্দ।

উপর (ত্রি) বপ-করণ। ১ উপ্ত, স্থাপিত। (উপহ্বরে যদুপরাঃ অপিন্বন্। ঋক্ ১। ৬২। ৫। *। 'উপরা উপ্তাঃ স্থাপিতাঃ।' সায়ণ।) ২ উপরত, ('উপরা উপরতাঃ।' ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ৫। ২৯। ৫।) উপরি জন্মসময়ত্বেনাস্ত্যস্য (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫। ২। ২৭) ইতি অচ্। ৩ উপরি কালোৎপন্ন। ('উপরাসঃ যজমান জন্মন উপর্য্যুৎপন্নাঃ।' সায়ণ।) ৪ উপল, প্রস্তর। (দেশজ) ৫ ঊর্দ্ধভাগ।

উপরক্ত (পুং) উপ-রন্‌জ-ক্ত। ১ রাহু। ২ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য। (ত্রি) ৩ ব্যসনাসক্ত। ৪ রঞ্জিত। ৫ পীড়াযুক্ত।

উপরক্ষক (ত্রি) উপ-রক্ষ-ণ্বুল্। সৈন্যের সমীপবর্ত্তী রক্ষক, যে সৈন্যের নিকটে থাকিয়া রক্ষা করে, সৈন্যগণের পৃষ্ঠপোষক।

উপরক্ষণ (ক্লী) উপ-রক্ষ-ল্যুট্। সজ্জন, রক্ষণার্থ সৈন্যস্থাপন। (সজ্জনং তুপরক্ষণ। হেম ৩। ৪১৩) ১ রক্ষাকরণ। ৩ চৌকী।

উপরত (ত্রি) উপ-রম-ক্ত। ১ বিরত। ২ নিবৃত্ত। ৩ মৃত, বিগত। ("পিতর্য্যুপরতে পুত্রা বিভজেয়ুর্ধনং পিতুঃ।" দায়ভাগ।) ৪ উপরতিযুক্ত।

উপরতাতি (স্ত্রী) উপরত-তায়-কর্ম্মণি ক্তিন্, বেদে লস্ত রঃ। ১ যুদ্ধ। (উপবৈরুপলৈঃ পাষাণতুল্যৈঃ শরৈস্তায়তে বিস্তীর্য্যতে উপরতাতি যুদ্ধম্। সায়ণ।) ২ মেঘকরকা দ্বারা আচ্ছান্ন অন্তরীক্ষ। (স্বরস্তি তা উপরতাতি। ঋক্ ১০।৫১।৫।)

উপরতি (স্ত্রী) উপ-রম-ক্তিন্। ১ বিরতি। ২ বাসনাত্যাগ, ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য। ৩ বৈরাগ্য। ৪ সন্ন্যাস।

"বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা।" বিবেকচূড়ামণি। যে বৃত্তির কোন প্রকার বহির্বিষয়ে অবলম্বন নাই, তাহাকে উপরতি বলা যায়। ৫ নিবারণ। ৬ বুদ্ধি।

উপরঞ্জক (ত্রি) উপ-রন্জ-ণিচ্-ণ্বুল্। উপরাগকারক।

উপরত্ন (ক্লী) উপমিতং রত্নমেব। মণিসদৃশ কাচাদি।

"উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরোঽশ্মা তথৈব চ।
মুক্তা শুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥
গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥" ভাবপ্রকাশ।

কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি উপরত্ন। উপরত্নের গুণও রত্নের ন্যায়, তবে কিছু ইতর বিশেষ আছে। [কাচ প্রভৃতি দেখ।]

উপরম (পুং) উপ-রম-ঘঞ্ নিপাতনাৎ ন বৃদ্ধি। উপরতি।

উপরব (পুং) উপ-রু-আধারে ঘঞ্। গর্ত্তাকার প্রদেশ, সোমাভিষবের অঙ্গবিশেষ। [শতপথব্রা ৩।৫।৪।১-১৩ দেখ।]

উপরস (পুং) উপমিতো রসেন। পারদতুল্য গন্ধকাদি। রাজনির্ঘণ্টের মতে, পারদ, অঞ্জন, কঙ্কুষ্ঠ, সিন্দুর, গেরিমাটী, ক্ষিতিজ ও শৈলেয় এইগুলি উপরস। ভাবপ্রকাশের মতে, কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, শঙ্খ, হীরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্তি ও বরাটক এইগুলি উপরস। [প্রত্যেক শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

উপরাগ (পুং) উপ-রন্জ ঘঞ্। ১ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র। ২ রাহুগ্রস্ত সূর্য্য। ৩ রাহু। ৪ বিগান। ৫ দুর্ণয়। (উপরাগো রাহুগ্রস্তার্কচন্দ্রয়োঃ, বিগানে দুর্ণয়ে রাহৌ। হেম° অনে° ৪।৪৭।) ৬ পরীবাদ, অপবাদ। ৭ গ্রহকল্লোল। ৮ ব্যসন। (উপরাগস্তু পুংসি স্যাৎ রাহুগ্রাসেঽর্কচন্দ্রয়োঃ। দুর্ণয়ে গ্রহকল্লোলে ব্যসনেঽপি নিগদ্যতে॥ মেদিনী।) ৯ সম্বন্ধ। ১০ নিন্দা। ১১ প্রবৃত্তি।

উপরাজ (পুং) রাজার অধীনস্থ রাজতুল্য মাননীয় ব্যক্তি, রাজপ্রতিনিধি। (অব্য) রাজার নিকটে। (ত্রি) রাজতুল্য। *। ততঃ কাশ্যাদিভ্যঃ ঠঞ্ ঞিঠৌ। পা ৪।২।১১৬ ইতি ঠঞ্= ঔপরাজিক। ১ তৎসম্বন্ধীয়।

উপরাম (পুং) উপ-রম-ঘঞ্ বা বৃদ্ধিঃ। উপরতি। ২ মৃত্যু। ৩ বিরতি। ৪ সন্ন্যাস। (অব্য) রামসমীপে।

উপরি (অব্য) ঊর্দ্ধ-রিল (ঊর্দ্ধস্য উপভাবো রিল্‌রিষ্টাতিলৌ চ। পা ৫।৩।৩১। সূত্রে বার্ত্তিক।) ইতি উপাদেশশ্চ। ১ ঊর্দ্ধে, উপরে। ("মিথ্যা তৎসত্যাদুপরিপ্রুতা ভঙ্গেন।" শুক্লযজু ৭।৩) ২ অনন্তর, পরে।

উপরিচর (পুং) পুরুবংশীয় একজন রাজা। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়াসক্ত ছিলেন। ইন্দ্রের উপদেশক্রমে চেদিরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে স্ফটিক-নির্ম্মিত বিমান ও বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিয়াছিলেন।

উপরিচর ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্ত্তক। তিনি বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, উপরে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া উপরিচর নাম হয়। তাঁহার মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র জন্মে,—১ম বৃহদ্রথ অপর নাম মহারথ, ২য় প্রত্যগ্রহ, ৩ কুশাম্ব ইহার অপর নাম মণিবাহন; ৪র্থ মাবেল্ল ও ৫ম যদু; যিনি যে দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হয়।

উপরিচরের রাজধানীর নিকটে শক্তিমতী নামে নদী ছিল। তিনি কোলাহল নামে একটি পর্ব্বত বিদীর্ণ করিলে শক্তিমতী নদী পর্ব্বতের সেই বিদীর্ণ পথ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেই পর্ব্বতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শক্তিমতী সেই পুত্রকন্যা লইয়া রাজাকে প্রদান করেন। পুত্রটি সেনানী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যথাকালে গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা ও শুচি হইয়া আপন অবস্থা রাজাকে জানাইল। সেই দিবস রাজার পিতৃলোকগণ তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ করেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে মৃগয়ার্থ বাহির হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী গিরিকাকে ভুলিতে পারিলেন না। রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার মৃগয়া মনে রহিল না, গিরিকাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুমূলে উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। তিনি যত্নপূর্ব্বক আপন রেতঃশোধন করিয়া, এক শ্যেনপক্ষীকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি এই রেত লইয়া আমার মহিষীকে প্রদান কর। শ্যেনপক্ষী শুক্র লইয়া আকাশপথে চলিল। সেই সময়ে অপর একটি শ্যেন তাহার চঞ্চুস্থিত রেতকে মাংস মনে করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। উভয়ের বিবাদে রেতঃ চঞ্চুভ্রষ্ট হইয়া যমুনার জলে পতিত হইল। মৎস্যরূপা অদ্রিকা

সেই রেতঃ ভক্ষণ করিল। দশ মাস পরে একজন ধীবর সেই মৎসীকে ধৃত করে। মৎসীর উদর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বাহির হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া উপরিচর রাজার সমক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিল। রাজা ঐ কন্যা ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রটি মৎস্যরাজ এবং কন্যা মৎস্যগন্ধা নামে বিখ্যাত হন। এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী। (ভারত আদি ৬২ অঃ)

উপরিমেখল (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। *। যস্কাদিভ্যো গোত্রে। পা ২। ৪। ৬৩। ইতি যস্কাদিপরস্য গোত্রপ্রত্যয়স্যাণো লুক্। তস্যেদমিত্যণ্। ঔপরিমেখল।

উপরিবৃহতী (স্ত্রী) বৈদিক বৃহতীচ্ছন্দোবিশেষ।

উপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবৃত্তিভেদ। [জ্যোতিষ্মতী দেখ।]

উপরিষ্টাৎ (অব্য) ঊর্দ্ধ (উপর্য্যুপরিষ্টাৎ। পা ৫। ৩। ৩১। ততঃ 'ঊর্দ্ধস্য উপভাবো রিলরিষ্টাতিলৌ চ'। বার্ত্তিক) ইতি রিষ্টাতিল্। উপরি। (উপরিষ্টাদুপর্য্যূর্দ্ধে। হেম ৬।১৬২।)

উপরিসদ্ (পুং) উপরি সীদতি সদ-ক্বিপ্। রাজসূয়যজ্ঞে সোমনেতৃক ধ্রুবস্বন্ নামক দেবতাবিশেষ ("যে দেবা সোমনেত্রা উপরিসদো ধ্রুবস্বন্তস্তেভ্যঃ স্বাহা।" শুক্লযজুঃ ৯। ৩৫।) (ত্রি) ঊর্দ্ধস্থিত।

উপরিসদ্য (ক্লী) উপরি-সদ-ভাবে বাহুলকাৎ যৎ। ১ ঊর্দ্ধে অবস্থান। ২ অন্তরীক্ষে উপবেশন।

("উপরিসদ্য অন্তরিক্ষসদ্যমাকাশে উপবেশনম্। শতপথব্রা° ভাষ্যে হরিস্বামী ৫। ২। ১। ২২)

উপরীতক (পুং) শৃঙ্গারবন্ধনবিশেষ, আসন বাঁধান।

"একপাদমুরৌ কৃত্বা দ্বিতীয়ং স্কন্ধসংস্থিতম্।
নারী কাময়তে কামী বন্ধঃ স্যাদুপরীতকঃ॥" রতিমঞ্জরী।

উপরুদ্ধ (ত্রি) উপ-রুধ-ক্ত। ১ আবৃত, বদ্ধ। ২ প্রতিরুদ্ধ। ৩ উৎপীড়িত। ৪ অনুরুদ্ধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

উপরূপক (ক্লী) উপমিতং রূপকেণ। নাটকবিশেষ। ইহা ১৮ অষ্টাদশ প্রকার যথা—

নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, লাপ্য কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক; বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, ভাণ।

উপরোধ (পুং) উপ-রুধ-ঘঞ্। ১ আবরণ, আচ্ছাদন। ২ প্রতিবন্ধ। ৩ অনুরোধ। ৪ পীড়ন।

"ভূতানামুপরোধেন যৎ করত্যৌর্দ্ধদেহিকম্।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ॥" মনু ১১। ১৮।
(উপরোধো ভক্তবস্ত্রাদিনা যথোপযোগমাহরণম্। মেধাতিথি।)

উপরোধক (ক্লী) উপ-রুধ-ণ্বুল্। ১ গর্ভাগার। ২ বাসগৃহ (শব্দ-রত্নং°) ৩ রস। (শব্দার্থ্ধি)। (ত্রি) উপরোধকর্ত্তা। ৫ আবরক। ৬ প্রতিবন্ধক। ৭ অনুরোধকারী।

উপল (পুং) উপলাতি উপ-লা-ক অথবা উ-পল-অচ্। ১ পাষাণ। ("রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।" মাঘ।) ২ রত্ন। (উপলো গ্রাবরত্নয়োঃ। হেম° অনে ৩৬২৫)

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য (পুং) ১ অবলম্বন। ২ প্রয়োজন। ৩ উদ্দেশ্য।

উপলক্ষক (ত্রি) উপ-লক্ষ-ণ্বুল্। ১ উদ্ভাবক।

("মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।" কামন্দক।)

২ উপাদানলক্ষণ স্বত্বে ইতরবোধক শব্দ। ৩ দর্শক।

উপলক্ষণ (ক্লী) উপ-লক্ষ-করণে ল্যুট্। ১ অজহৎস্বার্থা লক্ষণা। [অজহৎস্বার্থা দেখ।] ২ অন্যের উদ্বোধক লক্ষণ। ৩ বিশেষণ।

উপলধিপ্রিয় (পুং) উপলধিঃ প্রিয়ো যস্য। চমর নামক জন্তু, চামরী গাই। [চমর দেখ।]

উপলব্ধ (ত্রি) উপ-লভ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ জ্ঞাত।

উপলব্ধার্থা (স্ত্রী) উপলব্ধঃ অর্থো যস্যাঃ। আখ্যায়িকা। (আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা। অমর।)

উপলব্ধা [ধৃ] (ত্রি) উপ-লভ-তৃচ্। ১ প্রাপ্তা। ২ জ্ঞাতা। (পুং) ৩ আত্মা। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপলব্ধ্রী।

উপলব্ধি (স্ত্রী) উপ-লভ-ক্তিন্। ১ বোধ, জ্ঞান। ২ মতি। ৩ প্রাপ্তি, লাভ।

(উপলব্ধির্মতৌ প্রাপ্তাবপি জ্ঞানে চ যোষিতি। মেদিনী।)

উপলভেদী [ন্] (পুং) পাষাণভেদী বৃক্ষ। (Plectranthus aromaticus) হিন্দুস্থানীরা পাথর কোড় ও বঙ্গদেশে হাড়জুড়ি বলে।

বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে ইহার পর্য্যায়—শ্বেতা, পলভিৎ, শিলগর্ভজ, অশ্মভেদী, শিলাভেদ, নগভিন্নক, ভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, পাষাণভেদ।

বৈদ্যকের মতে ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কষায়, বস্তিশোধক ও ভেদক; অর্শ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, হৃদ্রোগ, পার্থরী, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল, ব্রণ ও বাতাদি দোষনাশক। এই গাছ ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

উপলভ্য (ত্রি) উপ-লভ-কর্ম্মণি যৎ। ১ প্রাপ্য। (রঘু ৭।২৮) ২ জ্ঞেয়। *। উপাৎ প্রশংসায়াম্। পা ৭। ১। ৬৬। ইতি নুম্। উপলম্ভ্যা।

উপলম্ভ (পুং) উপ-লভ-ঘঞ্। (লভেশ্চ। পা ৭। ১। ৬৪।) ইতি নুম্ ১ অনুভব, বোধ। "সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায়

ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ।” শকুন্তলা।) ২ লাভ। (উপলম্ভস্ত্বনুভবে লাভে চ। শব্দাব্ধি।)

উপলম্ভক (ত্রি) উপ-লভ-ঘঞ্ (লভেশ্চ। পা। ৭।১।৬৪।) ইতি নুম্, ততঃ কন্। অনুভাবক, অনুভবকারী।

উপলম্ভ্য (ত্রি) উপ-লভ-ণ্যৎ (উপাৎ প্রশংসায়াং। পা ৭।১।৬৬।) ইতি নুম্। স্তব্য, স্তবযোগ্য।

উপলা (স্ত্রী) উপ-লা-ক-টাপ্। ১ শর্করা। (উপলাশর্করায়াম্। হেম০ অনে ৩।৬২৬।) ২ প্রস্তরময় ভূমি। (বৈজয়ন্তী।)

উপলিঙ্গ (ক্লী) উপ-লিন্‌গ-ঘঞ্। উপসর্গ, উপদ্রব। (উপলিঙ্গং ত্বরিষ্টং স্যাদুপসর্গ উপদ্রবঃ। হেম ২।৩৯।)

উপলেপ (পুং) উপ-লিপ-ঘঞ্। ১ গোময়াদি দ্বারা লেপন। ২ সকল ইন্দ্রিয়ের অবসাদন। (সুশ্রুত)

উপবক্তা [ঋ] (ত্রি) উপবক্তি উপদিশতি উপ-বচ-তৃচ্। যজ্ঞে পর্য্যবেক্ষক ঋত্বিগ্‌বিশেষ, যজ্ঞতত্ত্বাবধায়ক। ২ সদস্য। “উপবক্তাঽধ্বর্য্যুপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণানুক্তার্থমিদং প্রণয়েত্যাদিরূপস্য বাক্যস্য বক্তা সন্ ব্রহ্মাসি, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামবৈকল্যার্থমুপদ্রষ্টা সদস্যো বাসি। বেদার্থপ্রকাশে সায়ণাচার্য্য।) ৩ উপদেষ্টা, যে উপদেশ দেয়।)

উপবঙ্গ (পুং) উপগতো বঙ্গম্। বঙ্গদেশের সমীপস্থ দেশভেদ (বরাহ০ বৃহজ্জাতক ১৪।৮।)

উপবট (পুং) প্রিয়ালবৃক্ষ, পিয়াশাল গাছ।

উপবন (ক্লী) উতমিতং বনেন। কৃত্রিম বন, উদ্যান, বাগান। [আরাম দেখ।] (অব্য) বনসমীপে।

উপবর্ণন (ক্লী) উপ-বর্ণ-ল্যুট্। সম্যক্ কীর্ত্তন। স্বরূপ লক্ষণ, গুণাদি কথন।

উপবর্ত্তন (ক্লী) উপাগত্য বর্ত্তন্তে অত্র, উপ-বৃত-ল্যুট্। বিষয়, জনপদ, সজল নির্জল স্থানমাত্র।

উপবর্ষ (পুং) পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগের অধ্যাপক ঋষিবিশেষ।

উপবর্হ (পুং) উপ-বৃহ-করণে ঘঞ্। উপধান, শিরোধান, বালিশ। (হেম)

উপবল্লিকা (স্ত্রী) অমৃতস্রবা লতা। রাজ০ নি)

উপবসথ (পুং) উপগত্য বসন্তি অত্র, উপ-বস্ (থাঽথ-ঘঞ্‌ক্তাঽজঽবিত্রকাণাম্। পা ৬।২। ১৪৪।) ইতি অথ। ১ গ্রাম। (“তেঽস্য বিশ্বে দেবা গৃহে নাগচ্ছন্তি তেঽস্য গৃহেষূপবসন্তি স উপবসথঃ।” শতপথব্রা ১।১।১৭।) ২ যাগ পূর্ব্বদিবস।

উপবস্ত (ক্লী) উপ-বস্থ স্তম্ভে উপস্থষ্টত্বাদভোজনে ক্ত। উপবাস। (ঔপবস্ত্রমৌবস্তোপবস্তকে। (শব্দরত্নাকর)

উপবস্তি (স্ত্রী) উপ-বস্ত স্তম্ভে ভাবে ক্তিন্। স্তম্ভ, উপষ্টম্ভ। * । বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২। ইতি জীবতীত্যে-তস্মিন্নর্থে ঠঞ্ = ঔপবস্তিক।

উপবাক (পুং) উপ-বচ-ঘঞ্ কুত্বম্। ১ পরস্পর আলাপ। (“নভস্বস্ত ইতুপবাকমীযুঃ।” ঋক্ ১।১৬৪।১। * । উপবাকমুপেত্য বচনং পরস্পরবচনম্।’ সায়ণ।) উপ-বা-ভাবে ক্বিপ্ তস্মৈ কং জলং যত্র। ২ যব।

(‘উপবাকা যবাঃ।’ বেদদীপে মহীধর ১৯।৯০।)

উপবাকী (স্ত্রী) উপবাক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ইন্দ্রযব।

(“বদরৈরুপবাকীভির্ভেষজং তোক্মভিঃ।” শুক্লযজুঃ ২১।৩০।)

উপবাক্য (ত্রি) উপ-বচ কর্ম্মণি যৎ কুত্বম্। ১ সম্ভাষণীয়। (ঋক্ ১০।৬৯।১২) ২ প্রণম্য, প্রণামযোগ্য।

উপবাদ (পুং) উপ-বদ-ঘঞ্। অপবাদ, নিন্দা। (ত্রি) বদ-ণিনি। নিন্দুক।

(“যেঽল্লাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনঃ।” ছান্দোগ্যউপ)

উপবাস (পুং) উপ-বস-ঘঞ্। ভোজনাভাব।

“উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥”

সর্ব্বভোগবর্জ্জিত হইয়া পাপ হইতে নিবৃত্তির জন্য দয়া, ক্ষান্তি, ধৈর্য্যাদি নিয়মে অবস্থান করাকে উপবাস বলা যায়।

উপবাস দুই প্রকার বৈধ ও অবৈধ। ব্রতাদির জন্য বিধিপূর্ব্বক যে উপবাস করা যায় তাহাই বৈধ; উহা চারি প্রকার।

“সায়মাদ্যন্তয়োরহ্নোঃ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যমে।
উপবাসফলং প্রেপ্সোর্বর্জ্জ্যং ভক্তচতুষ্টম্॥”

উপবাস দিনে এই সকল পরিত্যাগ করিবে—অঞ্জন, গোরোচনা, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অলঙ্কার, দণ্ডধারণ, গাত্রে বা মস্তকে তৈলম্রক্ষণ, তাম্বূল, দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া, মৈথুন, স্ত্রীস্পর্শ। পুত্র না হইলে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিলে দোষ হয় না।

উপবাসের পূর্ব্ব ও পর দিনে এই সকল নিষিদ্ধ—কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংসভোজন, সুরাপান, মধুপান, লোভ, মিথ্যাকথা, ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গ, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্টভক্ষণ, মসূরভক্ষণ, পুনর্ভোজন, পথভ্রমণ, যান, পরিশ্রম, দ্যূতক্রীড়া, তৈলমর্দ্দন, পরান্ন, তৈল, চণক, কোদ্রবধান্য, শাক, অধিক ঘৃত, অধিক জলপান।

উপবাসে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দিতে হয়। পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা ও ভার্য্যা, ইহাদের অভাবে ব্রাহ্মণ উপনিধি হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে,—উপবাসে একান্ত অসমর্থ হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। [একাদশী প্রভৃতি দেখ।]

উপবাসক (ত্রি) উপ-বস-ণ্বুল্। অনাহারী, উপবাসকারী।

উপবাসন (ক্লী) উপ-বাস উপসেবায়াং ভাবে ল্যুট্। উপসেবন। ("যদা সন্ধ্যামুপাধানে যদ্বোপবাসনে কৃতম্।" অথর্ব্ব ১৪।২।২৬।)

উপবাসী [ন্] (ত্রি) উপ-বস-ণিনি। অনাহারী, যে উপবাস করিয়া আছে।

উপবাহন (ক্লী) উপ-বহ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। সমীপগমন।

উপবাহ্য (পুং) উৎ-বহ-ণ্যৎ। ১ রাজযান; রাজবাহক হস্তী। (ক্লী) ২ রাজপথ।

উপবিদ্ (স্ত্রী) উপ-বিন্দতি বিদ্-ক্বিপ্। ১ প্রাপ্তি। ২ জ্ঞান ('উপবিদা উপবেদনে নৈতে হবীংষি দেবার্থং ন প্রযচ্ছন্তীত্যেতজ্জ্ঞানেন।' ইতি সায়ণ।) কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ১ প্রাপ্তা। ২ জ্ঞাতা, বোদ্ধা।

উপবিষ (ক্লী) উপমিতং বিষেণ। চার, গর, কৃত্রিমবিষ। (চারং গরশ্চোপবিষঞ্চ। হেম ৪। ৩৮০।) (পুং) বিষবিশেষ যথা—

"অর্কসেহুণ্ডধুস্তূরা লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনমিত্যেতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥" শার্ঙ্গধর।

আকন্দ, সেহুণ্ড, ধুতরা, বিষলাঙ্গলা, করবীর ও কুঁচের রস এবং অহিফেন এই সাত প্রকার উপবিষ।

[প্রত্যেক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

উপবিষা (স্ত্রী) অতিবিষা, আতইচ্। [অতিবিষা দেখ।]

উপবিষ্ট (ত্রি) উপ-বিশ-কর্ত্তরি-ক্ত। আসীন, যে বসিয়াছে।

উপবীত (ক্লী) উপ-বি-ই-ক্ত। বামস্কন্ধস্থাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা।

"যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয়মুত্তরীয়ার্থং বস্ত্রালাভেঽতিদিশ্যতে॥" আহ্নিকতত্ত্ব।

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কার্য্যে যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন, বস্ত্রের অভাবে যজ্ঞোপবীতে উত্তরীয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। বর্ণভেদে উপবীতেরও ভেদ আছে—

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" মনু ২।৪৪।

ব্রাহ্মণের উপবীত ঊর্দ্ধভাবে ত্রিগুণিত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে এবং বৈশ্যের মেষ লোমে হইবে।

উপবৃংহিত (ত্রি) উপ-বৃনহ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ উচ্ছ্বলিত, উছলে উঠা। ২ বর্দ্ধিত।

উপবেণা (স্ত্রী) নদীবিশেষ, দক্ষিণাপথের কৃষ্ণানদীর একটী শাখা বলিয়া অনুমিত হয়।

"বেণোপবেণা ভীমা চ বড়বা চৈব ভারত।"
ভারত-বন ২২১ অঃ)

উপবেদ (পুং) উপমিতঃ বেদেন। বেদসদৃশ আয়ুর্ব্বেদাদি। চরণব্যূহের "সর্ব্বেষামেব বেদনামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদঃ যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদ উপবেদঃ সামবেদস্য গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদঃ অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি ভবন্তি।"

সকল বেদেরই উপবেদ আছে; ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ব্ববেদ এবং অথর্ব্ববেদের শস্ত্রশাস্ত্র।

"ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদো যজুষশ্চ ধনুস্তথা।
সামবেদস্য গান্ধর্ব্বমস্ত্রশাস্ত্রাণ্যথর্ব্বণঃ॥" দেবীপুরাণ।

সুশ্রুতের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বা উপবেদ।

[আয়ুর্ব্বেদ দেখ।]

উপবেশ (পুং) উপ-বিশ-ভাবে ঘঞ্। ১ স্থিতি, বসা। ২ উপমিতো বেশেন। ২ দেশ।

উপবেশন (ক্লী) উপ-বিশ-ভাবে ল্যুট্। ১ আসন। (ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ।" ভবদেব।) ২ স্থাপন, নিবেশন।

উপবেশি (পুং) উপ-বিশ-ইন্। যজুর্ব্বেদসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক একজন ঋষি। ("অরুণাদরুণ উপবেশে উপবেশেরুপবেশি।"

[শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৯।৪।৩৩ দেখ।]

উপবেশী [ন্] (ত্রি) উপ-বিশ-ণিনি। উপবেশনকারী।

উপবেষ (পুং) উপ-বিশ-করণে ঘঞ্। অরত্নি বা প্রাদেশমাত্র অঙ্গার ভাগ করিবার কাষ্ঠ। 'অঙ্গারবিভজনার্থং কাষ্ঠবিশেষ উপবেষঃ। হরিস্বামী।)

উপবৈণব (ক্লী) উপবেণু-অণ্। ত্রিসন্ধ্যা—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল। (ত্রিসন্ধ্যং তূপবৈণবম্। হেম ২।৫৪।)

উপব্যাখ্যান (ক্লী) উপ-বি-আ-খ্যা-ল্যুট্। ফল, মাহাত্ম্য ও উপাসনাদি কথন।

("ওমিত্যেতদক্ষরং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।"
মাণ্ডুক্য উপ ১।)

উপব্যাঘ্র (পুং) উপমিতো ব্যাঘ্রেণ। ১ চিত্রক, চিতাবাঘ। [চিতাবাঘ দেখ।] (অব্য) ২ ব্যাঘ্রসমীপে।

উপব্যুষস্ (অব্য) 'উষসি বিগচ্ছন্ত্যাম্।' কর্কাচার্য্য। উষঃবিগতে। (কাত্যা শ্রৌ-সূ ২১।৩।১৪)

উপশম (পুং) উপ-শম-অপ্। ১ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ২ তৃষ্ণানাশ। ৩ রোগোপদ্রবশান্তি। ৪ নিবৃত্তি। ("জগত্যুপশমং যাতে নষ্ট যজ্ঞোৎসবাকুলে।" ভারত বন ২০ অঃ)

উপশমন (ক্লী) উপ-শম-ভাবে-ল্যুট্। ১ উপশম। ণিচ্ ল্যুট্ ন বৃদ্ধিঃ। ২ নিবারণ।

উপশয় (পুং) উপ-শীঙ্ অপর্য্যায়ে অচ্। ১ সমীপশয়ন। (উপশয়ঃ সমীপশয়নম্। সিং কৌ°)

২ নিদানোক্ত পীড়া জন্য বিপরীত অর্থকারী ঔষধ ও অন্নাদি হইতে সুখাবহ উপযোগ।

"হেতুব্যাধিবিপর্য্যাসবিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্॥
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ সহি সাত্ম্যমিতি স্মৃতিঃ।" মাধবকর।

উপশল্য (ক্লী) উপগতং শল্যং। গ্রামপ্রান্তভাগ, গ্রামান্ত, ভাগাড়। (রঘু ১৫।৬০)

উপশান্তি (স্ত্রী) উপ-শম-ক্তিন্। নিবৃত্তি, উপশম। ("বলমার্ত্তভয়োপশান্তয়ে।" রঘু ৮।৩১।)

উপশায় (পুং) উপ-শী-(ব্যপয়োঃ শেতে পর্য্যায়ে। পা৩।৩।৩৯) ইতি ঘঞ্। বিশায়, প্রহরীদিগের পালাক্রমে শয়ন।

উপশিঙ্ঘন (ক্লী) উপ-শিঘি-আঘ্রাণে ল্যুট্।১ আঘ্রাণ। নিচ্ ল্যুট্। ২ আঘ্রাপণ, শোঁকান। ("তীক্ষ্ণগন্ধোপশিঙ্ঘনৈঃ।" সুশ্রুত।)

উপশিষ্য (পুং) শিষ্যের শিষ্য।

উপশোভ (ক্লী) উপগতা শোভাং সাদৃশ্যেন অত্যাঃ স। আরোপিতশোভা। ("বিহিতোপশোভমুপযাতি মাধবে।" মাঘ।)

উপশোভিত (ত্রি) উপ-শুভ-ক্ত। ১ শোভাযুক্ত। ২ অলঙ্কৃত, শোভিত।

উপশ্রুৎ (পুং) শ্রূয়তে উপ-শ্রু-ক্বিপ্। উপগতা শ্রুদ্ যস্মিন্। যজ্ঞ। (উপশ্রুতি যজ্ঞে। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ৮।৮৫)

উপশ্রুত (ত্রি) উপ-শ্রু-ক্ত। প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত।

উপশ্রুতি (স্ত্রী) উপ-শ্রু-ক্তিন্। ১ সমীপশ্রবণ। ("যথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর।" ঋক্ ১।১০।৩) ২ দেব প্রশ্ন। (২।১১৭)

"নক্তং নির্গত্য যৎ কিঞ্চিচ্ছুভাশুভকরং বচঃ।
শ্রূয়তে তদ্বিদুর্ধীরো দেবপ্রশ্নমুপশ্রুতিম্॥" হারাবলী ২২।)

রাত্রিতে বহির্গমনকালে যে কিছু শুভাশুভ বাক্য শুনা যায়, সেই দৈবপ্রশ্ন উপশ্রুতি।

উপশ্লেষ (পুং) উপ-শ্লিষ-ঘঞ্। ১ আধার, আধেয়ের একদেশ সম্বন্ধ। ২ আলিঙ্গন। ৩ বঞ্চনা।

উপশ্লেষণ (ক্লী) উপ-শ্লিষ-ল্যুট্। আধান, আধার ও আধেয়ের একদেশ। ('অভ্যাধানমুপশ্লেষণম্।' সিং কৌং)

উপষ্টম্ভ (পুং) উপ-স্তম্ভ-ঘঞ্। ১ পতন প্রতিরোধ, থামান। ২ উপক্রম, আরম্ভ। ৩ স্তম্ভন। ৪ আলম্বন। ৫ আড়ম্বর। ৬ উপলক্ষ।

উপষ্টম্ভক (ত্রি) উপ-স্তভ্নাতি স্তন্ভ-ণ্বুল্। পতনবিরোধক স্তম্ভাদি, থামান। ('উপষ্টম্ভকঃ গৃহস্তেব স্তম্ভাদিলক্ষণঃ।' ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ।)

উপসংক্রমণ (ক্লী) উপ-সম্-ক্রম-ভাবে ল্যুট্। ১ সন্নিবেশ। ২ উপগমন।

উপসংখ্যান (ক্লী) উপ-সম-খ্যা-করণে ল্যুট্। ১ গণনা। ২ সংগ্রহ। ৩ বিশেষণ। ৪ ব্যাকরণ সূত্রের অনুক্ত বাক্যের অর্থ বার্ত্তিকাদি দ্বারা কথন। যেমন 'বিভাষাপ্রকরণে তীয়স্য ঙিৎস্বুপসংখ্যানম্।" পা ১।১।৩৬ বার্ত্তিক।)

উপসংগ্রহ (পুং) উপসংগৃহ্যতে উপ-সম্-গ্রহ-অপ্। ১ পাদ-গ্রহণ, অভিবাদ। (সমাস্ত পাদগ্রহণাভিবাদনোপসংগ্রহাঃ। হেম ৩।৫০৮।) ২ উপকরণ। ৩ সম্যক্ গ্রহণ, সঞ্চয়।

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৩।

উপসংগ্রহণ (ক্লী) উপ-সম্-গ্রহ-আধারে ল্যুট্। ১ পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রণাম। ("ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।" মনু ২।৭২।) ২ সম্যক্সংগ্রহ।

উপসংগ্রাহ্য (ত্রি) উপ-সম্-গ্রহ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, অভি-বাদ্য, পাদধারণপূর্ব্বক প্রণামযোগ্য। (মনু ২।১৩২)

উপসংযম (পুং) উপ-সম্-যম-অপ্। ১ উপসংহার। ২ সম্যক্ নিয়ম। ৩ বন্ধন। করণে ল্যুট্=উপসংযমন। বন্ধনসাধন।

উপসংযোগ (পুং) সামীপ্যেন সংযোগঃ। নিকট সম্বন্ধ।

উপসংরোহ (পুং) উপগতঃ সংরোহঃ প্রাদি। নিকট-প্ররোহ। (সুশ্রুত)

উপসংবাদ (পুং) উপেত্য অঙ্গীকৃত্য সংবাদঃ। পণবন্ধ দ্বারা অঙ্গীকারপূর্ব্বক কথন। ("উপসংবাদঃ পণবন্ধঃ।" সিং কৌং)

উপসংব্যান (ক্লী) উপ-সম্-ব্যেঙ্-করণে ল্যুট্। পরিধান বস্ত্র। (অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। পা ১।১।৩৬।)

উপসংহার (পুং) উপ-সম্-হৃ-ঘঞ্। ২ সমাপ্তি, শেষ। ২ সংগ্রহ। ৩ সম্যক্‌হরণ। ৪ নাশ, মৃত্যু। ৫ আরব্ধ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষ। ৬ আক্রমণ। ৭ নিবর্ত্তন। ৮ সঙ্কোচ।

উপসংহৃত (ত্রি) উপ-সম্-হৃ-ক্ত। যাহার উপসংহার হইয়াছে, সমাপিত।

উপসংহৃতি (স্ত্রী) উপ-সম্-হৃ-ক্তিন্। ১ বিনাশ, ক্ষয়। ২ সঙ্কোচ।

উপসত্তা [ঋ] (ত্রি) উপ-সদ-তৃচ্। ১ আসন্ন, নিকটস্থ। ২ অনুগত। ৩ সেবক। ("উপসত্তা সেবকঃ।" ইতি বেদদীপে মহীধর ২৭।২)

উপসত্তি (স্ত্রী) উপ-সদ-ক্তিন্। ১ সঙ্গ। ২ সেবা। (উপসত্তিঃ সঙ্গমাত্রে সেবায়ামপি যোষিতি। মেদিনী) ৩ নিকটে গমন। ৪ প্রতিপাদন। ৫ আনুরক্তি।

উপসদ্ (পুং) উপ-সদ্ ক্বিপ্। অগ্নিবিশেষ। গার্হপত্যাদি তিনটি মুখ্য অগ্নি ব্যতীত অপর অগ্নি। (ত্রি) উপসীদতি উপ-সদ-ক্বিপ্। সমীপস্থিত। করণে ক্বিপ্। (স্ত্রী) যাগভেদ। (আশ্বলায়নশ্রৌ° সূ ৪। ৮। ১)

উপসদ (পুং) উপসীদন্ত্যস্মিন্ উপ-সদ-বেদে ঘঞর্থে ক। উপসদ্ যাগের দিন, যে দিন যজ্ঞকারী অল্পাহার করিতে পান। (ছান্দোগ্য° উপ ৩। ১৭। ২)

('অল্পভোজনীয়ানি চাহানি আসন্ননীতি প্রশ্বাসোঽশনাদীনামুপসদাঞ্চ সামান্যম্।' শাঙ্করভাষ্য।)

উপসদন (ক্লী) উপ-সদ-ল্যুট্। ১ গৃহসমীপ। ২ উপসেবন, সেবা। ৩ প্রাপ্তি। (মহাভারত বন ৩০৮ অঃ) (অব্য) গৃহসমীপে।

উপসদী (স্ত্রী) উপ-সদ-ঘঞর্থে ক। ঙীপ্। ১ সন্ততি, ধারা। উপসদী দুই প্রকার কালিক ও দৈশিক। সমান এককালিক কার্য্যমাত্র ধর্ম্মীকে কালিকসন্ততি ও বিভিন্নকালীন ঘটপটাদি কার্য্যমাত্র বৃত্তিধর্ম্মীকে দৈশিকসন্ততি কহে।

('যজমানস্য উপসদ্যাং সন্ততৌ।' শতপথব্রা ভাষ্যে ১৪।৯।৪।২৪)

উপসদ্য (ত্রি) উপ-সদ-কর্ম্মণি যৎ। ১ সেবনীয়। ২ নিকটে প্রাপ্য।

উপসদ্বন্ (ত্রি) উপ সদ-ঙ্বনিপ্, বশ্চান্তাদেশঃ। ১ উপসন্ন। ২ সেবক। কর্ম্মণি ঙ্বনিপ্। ৩ সেব্য। (ঋক্ ৭। ১৫। ১)

উপসদ্ব্রত (ক্লী) উপসদ্বিহিত জলব্রত। কেবলমাত্র জলপান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

উপসন্ন (ত্রি) উপ-সদ-ক্ত। ১ উপস্থিত। ২ নিকটাগত। ৩ উপসেবক।

উপসমাধান (ক্লী) উপ-সম-আ-ধা-ল্যুট্। ১ রাশীকরণ। (উপসমাধানং রাশীকরণম্। সিং কৌ°) ২ সমিধ্ নিক্ষেপ পূর্ব্বক জ্বালান। ('উপসমাধায় সমিধঃ প্রক্ষিপ্য প্রজ্বাল্য।' আশ্বলায়নগৃহ্যভাষ্যে নারায়ণ ১। ৮। ৯।)

উপসম্পত্তি (স্ত্রী) উপ-সম্-পদ-ক্তিন্। অভিনব সম্পত্তি। (উপসম্পত্তৌ অভিনবত্বে। পা ৬। ২। ৫৬ সূত্রে সিং কৌ)

উপসম্পন্ন (ত্রি) উপ-সম্-পদ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ মৃত। যজ্ঞার্থ মৃত (পশু)।

"শ্রোত্রিয়ে তুপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।" মনু ৫। ৮১।

উপসম্ভাষা (স্ত্রী) উপ-সম্-ভাষ-ভাবে অ টাপ্। সান্ত্বনা। ('উপসম্ভাষা উপসান্ত্বনম্।' পা ১৩৪৭ সূত্রে সিং কৌ)

উপসর (পুং) উপ-সৃ-অপ্। ১ নির্গমন, অভিগমন। ২ গাভী প্রভৃতির গর্ভাধানার্থ বৃষাদির মৈথুনাভিযোগ। (প্রজনে স্যাদুপসরঃ। হেম ৪। ৩৪০।)

উপসরণ (ক্লী) উপ-সৃ-ল্যুট্। ১ উপসর। সমীপগমন।

উপসর্গ (পুং) উপ-সৃজ-ঘঞ্। ১ ভূকম্পাদি উৎপাত, উপদ্রব। ২ অনিষ্ট, ব্যাঘাত। ৩ রোগবিকার, এক রোগ থাকিতে সেই রোগের সূত্রে অপর রোগের আবির্ভাব।

(উপসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবয়োরপি। মেদিনী)

৪ ব্যাকরণোক্ত প্রপরাদি অব্যয় শব্দ। *। উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে। পা ১। ৪। ৫৯। প্রপরাদি ক্রিয়াযুক্ত হইলে উপসর্গসংজ্ঞক হয়।

প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ এই কয়েকটি উপসর্গ।

উপসর্জ্জন (ত্রি) উপ সৃজ-ল্যুট্। ১ দৈবাদি উৎপাত, উপদ্রব। ২ অপ্রধান, গৌণ।

"উপসর্জ্জনং প্রধানস্য ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে।
পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্ম্মেণ তং ভজেৎ॥" মনু ১।১২৯।

৩ ব্যাকরণে সমাসে প্রথমান্ত নির্দ্দিষ্ট বা এক বিভক্তিযুক্ত পদ। ৪ পাণিনিসূত্রোক্ত শব্দভেদ। (ত্রি) ৫ সন্মার্গসাধক।

উপসর্পণ (ক্লী) উপ-সৃপ-ভাবে ল্যুট্। সমীপগমন। ("ন তাবদয়মুপসর্পণকালঃ।" বিক্রমোর্ব্বশী।)

উপসর্পী [ন্] (ত্রি) উপ-সৃপ-গতৌ ণিনি। সমীপগন্তা। ("একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।" মনু ৭। ৯)

উপসর্য্যা (স্ত্রী) উপস্রিয়তেঽসৌ সৃ-কর্ম্মণি যৎ টাপ্। গর্ভযোগ্যা ঋতুমতী গৌঃ। (উপসর্য্যা কাল্যা প্রজনে। পা ৩। ১। ১০৪)

উপসাগর (পুং) যে সাগরাংশের প্রায় চারিদিকই স্থল দ্বারা বেষ্টিত।

উপসার্য্য (ত্রি) উপ-সৃ-অপ্রজনার্থে ণ্যৎ। ('উপসার্য্যা মথুরা।' পা ৩। ১। ১০৪ সূত্রে সিং কৌ।) প্রাপণীয়।

উপসুন্দ (পুং) নিকুম্ভ নামক দৈত্য পুত্র। সুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। [তিলোত্তমা দেখ।] ২ নরকাসুরের সেনাপতি, ইনি কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হন।

উপসূর্য্যক (ক্লী) সূর্য্যমুপগতং স্বার্থে কন্। সূর্য্য সমীপে মণ্ডলাকার পরিধি। মণ্ডল। (মণ্ডলং তুপসূর্য্যকম্। হেম ২। ১৫।)

উপসৃষ্ট (ক্লী) উপ-সৃজ-ক্ত। ১ মৈথুন। (ত্রি° শে ২।৭।৩২) (ত্রি) ২ উপসর্গগ্রস্ত, উৎপাতগ্রস্ত। ৩ বিসৃষ্ট। ৪ গ্রহোপগ্রস্ত চন্দ্রাদি। ৫ কামুক। ৬ ব্যাপ্ত। ৭ যুক্ত।

উপসেক (পুং) উপ-সিচ-ভাবে ঘঞ্। জলাদিসেচন দ্বারা মৃদুকরণ।

উপসেচন (ক্লী) উপ-সিচ্-লুট্। ১ জলসেক। ল্যু,(ত্রি) ২ উপসেককর্ত্তা। ("ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসঃ।" ঋক্ ৭।১০১।৪)

উপসেন (পুং) বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য, সরিৎকশ্যপের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। [ভদ্রকল্পাবদান ৯ অঃ।]

উপসেবক (ত্রি) উপ-সেব-ণ্বুল্। ১ উপভোগকারী। ২ পরস্ত্রীতে আসক্ত।

("অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১৩৬।)

উপসেবন (ক্লী) উপ-সেব-ভাবে ল্যুট্। ১ পরস্ত্রীতে আসক্তি। (মনু ৪।১৩৪) ২ নিকটে থাকিয়া সেবা।

উপসেবী [ন্] (ত্রি) উপ-সেব-ণিনি। পরিচর্য্যাকারী, যে সেবা করে। ("হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী।" সুশ্রুত।)

উপস্কর (পুং) উপ-কৃ-অপ্ সমবায়ে চেতি সুট্। ১ উপকরণ। ("পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।" মনু ৩।৬৮।*। 'উপস্করঃ গৃহোপযোগিভাণ্ডং কুণ্ডকটাহাদি।' মেধাতিথি।)

২ বেসবার, ব্যঞ্জনাদির বাটনা, বেসার। (বেসবার উপস্করঃ। হেম ৩।৮১) ৩ অসম্পূর্ণ বাক্যবোধক শব্দের অধ্যাহার। ৪ গৃহসংস্কার। ৫ গুণান্তরাধান। ৬ যত্ন।

উপস্করণ (ক্লী) উপ-কৃ-ভাবে ল্যুট্ সুট্। ১ ভূষণ। ২ উপকরণ। ৩ সংঘাত। ৪ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৫ বিকার। ৬ বাক্যাধ্যার। ৭ হিংসন।

উপস্কার (পুং) উপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্ ভূষণাদৌ সুট্। ১ ভূষণ। ২ সংঘাত। ৩ প্রতিযত্নরূপ সংস্কার। ৪ বিকার। ৫ অধ্যাহার।

উপস্কীর্ণ (ত্রি) উপ-কৃ-ক্ত হিংসনে সুট্। হিংসিত।

উপস্কৃত (ত্রি) উপ-কৃ-ক্ত ভূষণাদৌ সুট্। ১ ভূষিত। ২ সংহত। ৩ সংস্কৃত। ৪ বিকৃত। ৫ অধ্যাহৃত।

উপ(ষ্ট)স্তম্ভ (পুং) উপ-স্তন্ভ-ঘঞ্। অবলম্ব, থামান।

উপস্তম্ভন (ক্লী) উপ-স্তন্ভ-ল্যুট্। অবলম্বন। আধারকাষ্ঠ। ('উপস্তভ্যতে প্রতিরুধ্যতে ইত্যুপস্তম্ভনম্।' ইতি শতপথব্রাং ভাষ্যে সায়ণ ৩।৩।৪।২৫।)

উপস্তরণ (ক্লী) উপ-স্তৃ-ল্যুট্। ১ আস্তরণ, বিছান। ২ ভূমিতে সমীকরণ। ('স্তরণমাচ্ছাদনমুপস্তরণং ভূমেঃ সমীকরণম্।' আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে নারায়ণ।)

উপস্তি (পুং) উপ-স্ত্যৈ-ইন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষ। (শুক্লযজুঃ ১২।১৯)

উপস্তুতি (স্ত্রী) উপ-স্তু-ক্তিন্। সমীপ স্তব, শ্রবণযোগ্য স্তুতিবাক্য। (ঋক্ ৪।৫৬।৫)

উপস্ত্রী (স্ত্রী) উপগিতা স্ত্রিয়া। উপপত্নী।

উপস্থ (পুং) উপ-স্থা-ক। ১ মেঢ্র, পুংলিঙ্গ। ("স্নাপনমৌনোপবাসেজ্যাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩৪।) ২ যোনি, স্ত্রীলিঙ্গ।

("দক্ষিণেন পাণিনা উপস্থমভিস্পৃশেৎ।" গোভিল।)

উভয়েন্দ্রিয়। শ্রুতির মতে আনন্দব্যাপারকারক কর্ম্মেন্দ্রিয়। ৩ পায়ু, গুহ্যদ্বার। ৪ অঙ্ক, ক্রোড়। (উপস্থঃ পায়ুমেঢ্রাঙ্কযোনিষু। হেমং অনে ৩। ৩১৭।) ৫ অন্তরাল। ("আত্মন্নুপস্থে ন বৃকস্য লোম। শুক্লযজুঃ ১৯।৯২।) ৬ স্থিতি। (ত্রি) ৭ সমীপস্থিত।

উপস্থপত্র (পুং) উপস্থবৎ যোনিবৎ পত্রাণ্যস্য। অশ্বত্থ বৃক্ষ।

উপস্থাতা [ঋ] (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতীতি উপ-স্থা-তৃচ্। ১ ভৃত্য।

(প্রেষ্যো ভৃত্য উপস্থাতা সেবকোঽভিসরোঽনুগঃ। শব্দমালা।)

২ উপাসক। ৩ উপনত। ৪ যথোক্তকালে উপগত। (পুং) ৫ ঋত্বিক্‌বিশেষ। (চরকং সূত্র ৯ অঃ)

উপস্থান (ক্লী) উপ-স্থা-ল্যুট্। ১ উপস্থিতি। ২ আগমন। ৩ অনুসন্ধান। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১৬০) ৪ উপাসনা, উপসেবা। (কাত্যায়ন শ্রৌং সূং ৫।১২।২) ৫ উপসর্পণ। (উপস্থানং প্রসর্পণম্।' আশ্বলায়নশ্রৌং সূত্রে নারায়ণবৃত্তি ৫।১২।২) ৬ উত্তরণ।

উপস্থানীয় (ত্রি) উপ-স্থা-(ভব্যগেয়প্রবচনীয়োপস্থানীয়জন্যাপ্লাব্যাপাত্যা বা। পা ৩।৪।৬৮।) ইতি অনীয়র্। ১ উপাসক। ('উপস্থানীয়ঃ শিষ্যেণ গুরুঃ।' সিং কৌং) কর্ম্মণি অনীয়র্। ২ উপাস্য।

উপস্থাপক (ত্রি) উপ-স্থা-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ প্রস্তাবক, প্রস্তাবকর্ত্তা। ২ স্মারক, অনুভব দ্বারা চিত্তে অনুসন্ধানকারক।

উপস্থাপন (ক্লী) উপ-স্থা-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ উপস্থিতকরণ। ২ প্রস্তাব। ৩ আনয়ন।

উপস্থাবর (স্ত্রী) উপ-স্থা-বাহুলকাৎ বরচ্। পুরুষমেধ যজ্ঞে উপাস্য দেবতাবিশেষ। (শুক্লযজুঃ ৩০।১৬।)

উপস্থিত (ত্রি) উপ-স্থা-ক্ত। ১ সমীপস্থিত। ২ সমীপাগত। ("হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।" রঘু। ১।৪৫।) ৩ প্রাপ্ত। ৪ বর্ত্তমান, বিদ্যমান, যাহা আছে। ৫ প্রক্রান্ত। ৬ বেদার্থযুক্ত, অনার্ষ। (অপ্লুতবদুপস্থিতে। পা ৬।১।১২৯।*। 'উপস্থিতোঽনার্ষঃ।' সিং কৌং) ৭ স্মৃত। ৮ সেবিত ভাবে ক্ত (ক্লী) ৯ সেবন।

উপস্থিতা (স্ত্রী) দশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ("তো জৌ গুরুণেয়মুপস্থিতা।" ছন্দোম°)

উপস্থিতি (স্ত্রী) উপ-স্থা ক্তিন্। ১ উপস্থান, নিকটে আগমন। ২ বর্ত্তমানতা, বিদ্যমানতা। ৩ উপাসনা। ৪ স্মৃতি। ৫ উত্তরণ, পঁহুছান।

উপস্থেয় (ত্রি) উপ-স্থা-সেবার্থত্বাৎ। কর্ম্মণি যৎ। উপসেব্য। ("যদীদৃশৈরহং বিটৈ প্ররুপস্থেয়ৈরুপস্থিতা।" রামায়ণ ৩,১৪।৯)

উপস্রুত (ত্রি) উপ-স্রু-ক্ত। ক্ষরিত, গলিত।

উপস্নেহ (পুং) স্নিহ-ঘঞ্। ক্লেদ। ("মূত্রযুক্ত উপস্নেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেঽশ্মরীম্।" সুশ্রুত।)

উপস্পর্শ (পুং) উপ-স্পৃশ-ঘঞ্। ১ স্পর্শ। ২ স্নান। ৩ আচমন। ভাবে ল্যুট্। উপস্পর্শন, উক্তার্থে। (উপস্পর্শঃ স্পর্শমাত্রে স্নানাচমনয়োরপি। মেদিনী।)

উপস্রবণ (ক্লী) উপ-স্রু ভাবে ল্যুট্। সম্যক্ ক্ষরণ।

উপস্বত্ব (ক্লী) উপগতং স্বত্বম্। ভূমি প্রভৃতি সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া যায়, আয়, লাভ।

উপস্বাবান্ [ৎ] (পুং) সত্রাজিতের তৃতীয় পুত্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ)। [সত্রাজিৎ দেখ।]

উপস্বেদ (পুং) উপ-স্বিদ-করণে ঘঞ্। ১ অগ্ন্যাদির নিকটস্থ তাপ, উষ্মা। ভাবে ঘঞ্। ২ উপতাপ।

উপহত (ত্রি) উপ-হন-ক্ত। ১ আহত। ২ উৎপাতগ্রস্ত। ৩ তিরস্কৃত। ("করোত্যবজ্ঞোপহতং পৃথগ্‌জনম্।" কিরাত) ৪ অশুদ্ধ। ৫ অভিভূত। ৬ দূষিত। ৭ বিনাশিত। ৮ প্রতিবদ্ধ। ৯ বিঘটিত।

উপহতি (স্ত্রী) উপ-হন-ক্তিন্। ১ উপঘাত। ২ কার্য্যে অসামর্থ্য। ৩ প্রতিহনন।

উপহত্নু (ত্রি) উপহন্তা। (ঋক্ ২।৩৩।১১)।

উপহন্তা (ত্রি) উপ-হন-তৃচ্। উপঘাতক।

উপহরণ (ক্লী) উপ-হৃ-ল্যুট্। ১ পরিবেশন। ২ সমীপে আনয়ন।

উপহর্ত্তা [র্ত্তৃ] (ত্রি) উপ-হৃ-তৃচ্। পরিবেশক। ('সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।' মনু ৫।৫১। 'উপহর্ত্তা পরিবেষকঃ।' মেধাতিথি)

উপহব (পুং) উপ-হ্বে (হ্বঃ সংপ্রসারণং চ ন্যভ্যুপবিষু। পা ৩।৩।৭২।) ইতি অপ্। আহ্বান। ("বীণামুপসরং দৃষ্ট্বা তেঽন্যোন্যোপহবা গুহাম্।" ভট্টি।) ২ যজ্ঞীয় সমিধ্।

উপহব্য (পুং) উপহূয়তেঽত্র উপ-হু-বাহুলকাৎ যৎ। সপ্তদশস্তোমাত্মক পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে যজ্ঞবিশেষ। (অথর্ব্ব ১১।৭।১১)

উপহসিত (ক্লী) উপ-হস-ভাবে ক্ত। উপহাস, ঠাট্টা। নিন্দাপূর্ব্বক হাস্য। কর্ম্মণি ক্ত। (ত্রি) যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে।

উপহস্ত (পুং) হস্তদ্বারা গ্রহণ. প্রতিগ্রহ। *। ততঃ—বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২। ইতি ঠঞ্=ঔপহস্তিক। (ত্রি) যে প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনধারণ করে।

উপহস্তিকা (স্ত্রী) উপগতা হস্তম্, সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। তাম্বূলাধার, পাণের বাটা, পাণের ডিপা। (দশকুমার ১৩৫)।

উপহার (পুং) উপ-হৃ-ঘঞ্। ১ উপঢৌকন, ভেট। ২ উপঢৌকন দ্রব্য। (রঘু ৪। ৮৪) উপগতঃ হারম্। ত্রি, হারসমীপস্থ তদুপশোভক দ্রব্য। (অব্য) হারসমীপে।

উপহালক (পুং) কুন্তলদেশ। (কুন্তলা উপহালকাঃ। হেম ৪। ২৭)

উপহাস (পুং) উপ-হস্-ভাবে ঘঞ্। ঠাট্টা, নিন্দাসূচক হাস্য। (রঘু ১২।৩৭)।

উপহাস্য (ত্রি) উপ-হস-কর্ম্মণি ণ্যৎ। উপহাসাস্পদ, যাহাকে উপহাস করা যায়।

উপহিত (ত্রি) উপ-ধা-ক্ত। ১ নিহিত। ২ অর্পিত। ৩ সমীপস্থাপিত। ৪ আরোপিত। ("পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ।" কুমার।) ৫ উপাধিসঙ্গত, উপলক্ষিত। ৬ দত্ত। ৭ গৃহীত।

উপহূত (ত্রি) উপ-হ্বে-ক্ত। সম্প্রসারণে। দীর্ঘঃ। সমাহূত।

উপহূতি (স্ত্রী) উপ-হ্বে-ক্তিন্ সম্প্রসারণে। আহ্বান।

উপহৃত (ত্রি) উপ-হৃ-ক্ত। ১ উপহারস্বরূপ দত্ত। আনীত। ৩ আহৃত। ৪ উৎসৃষ্ট।

উপহোম (পুং) প্রধান যজ্ঞসমীপে অগ্নিসোমাদি দশ দেবতার প্রত্যেকের উদ্দেশে দেয় দশাহুতি ও দশদক্ষিণাযুক্ত হোম বিশেষ। (শতপথব্রা ১১৷৪।৩.৮-১৭।)

উপহ্বর (ক্লী) উপ-হ্বৃ-আধারে ঘ। ১ নির্জ্জনস্থান, ("চরন্তমুপহ্বরে নত্তঃ।" ঋক্ ৮।৯৬।১৫। *। 'উপহ্বরে অত্যন্ত গুহ্যস্থানে।' সায়ণ) (ক্লী) ২ একান্ত। ৩ সমীপ। (উপহ্বরং সমীপে স্যাদেকান্তে চ নপুংসকম্। মেদিনী) ৪ গন্তব্য। (ঋক্ ১।৮৭।২) ৫ ভূপ্রদেশমাত্র।

উপহ্বান (ক্লী) উপ-হ্বে ল্যুট্। ১ আহ্বান। ২ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান। (কাত্যা° শ্রৌ ৩৪।০১)

উপাংশু (পুং) উপগতা অংশবো যত্র। জপবিশেষ। নারসিংহপুরাণের মতে।

"শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দস্বরং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥"

ঈষদ্ ওষ্ঠ কাঁপাইয়া মৃদুভাবে শীঘ্র শীঘ্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে জপ করিতে হয়, তাহার নাম উপাংশু জপ। [জপ দেখ।] (অব্য) ২ নির্জ্জন। ("পরিচেতুমুপাংশুধারণাম্। রঘু ৮। ১৮।) ৩ অপ্রকাশ। ৪ অনুচ্চারণ। ৫ মৌন। (ত্রি) ৬ নিগূঢ়। (নীলকণ্ঠকৃত ভারতে আদি° টীকা ৩ অঃ)

উপাংশুযাজ (পুং) উপাংশু অনুষ্ঠেয়ো যাজঃ। যজ্ঞবিশেষ। (শতপথ ব্রা ১।৬।৩।২৩)

উপাংশুবধ (পুং) নির্জ্জনে বধ, গুপ্তভাবে বধ।

উপাক (ত্রি) ১ পরস্পর সন্নিহিত। 'উপাকে পরস্পরসমীপগতে।' শুক্লযজুর্ভাষ্যে মহীধর ২৯।৩১) ২ নিকট, অন্তিক। (নিঘণ্টু ২।১৬)

উপাকরণ (ক্লী) উপ-আ-কৃ-ল্যুট্। ১ সংস্কারপূর্ব্বক শ্রুতিগ্রহণ। ২ সংস্কারপূর্ব্বক পশুবধ। ৩ আরম্ভ।

উপাকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) উপ-আ-কৃ-মনিন্। উপাকরণ, সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ। (মনু ৪।১১৯) [উৎসর্গ দেখ।]

উপাকৃত (ত্রি) উপ-আ-কৃ-ক্ত। যজ্ঞে হননার্থ কৃতসংস্কার, দেবোদ্দেশে বধ্য পশু। ২ আরব্ধ। ৩ স্তবস্তুতি দ্বারা প্রেরিত। ৪ উপদ্রুত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৫ উপাকরণ। ৬ যজ্ঞীয় পশুসংস্কার। ৭ আরম্ভ।

উপাক্ষ (ক্লী) উপনেত্র, চস্‌মা। (অব্য) চক্ষুঃসমীপে।

উপাখ্যা (স্ত্রী) উপ-আ-খ্যা ভাবে অ টাপ্। ১ প্রত্যক্ষ। ২ শব্দাদি দ্বারা নির্ব্বাচন।

উপাখ্যান (ক্লী) উপ-আ-খ্যা-ল্যুট্। ১ পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন। ২ বিশেষ কথন।

"চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানং বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"
ভারত আদি ১। ১০১।

৩ উপন্যাস, কল্পিত বৃত্তান্ত।

উপাগম (ত্রি) উপ-আ-গম (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩। ৫৮।) ইতি অপ্। ১ স্বীকার। ২ নিকট গমন।

উপাগত (ত্রি) উপ-আ-গম-ক্ত। ১ স্বয়ং উপস্থিত। ২ অনুভূত। ৩ স্বীকৃত। ৪ প্রাপ্ত।

উপাগ্রহণ (ক্লী) উপ-আ-গ্রহ-ল্যুট্। সংস্কারপূর্ব্বক বেদারম্ভ, উপাকর্ম্ম।

উপাঙ্গ (ক্লী) উপমিতং অঙ্গেন। ১ তিলক, ফোঁটা। ২ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গের অঙ্গ। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে—মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসিকা, চিবুক, বস্তি, গ্রীবা, ইহারা প্রত্যেকে এক একটি; কর্ণ, নাসা, ভ্রূ, শঙ্খ, স্কন্ধ, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুষ্ক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জানু, বাহু ও উরু ইহারা প্রত্যেকে ২টি; অঙ্গুলি ২০টি; ত্বক্ ৭টি; কলা ৭টি; বঙ্ক্ষদ্বয়; কোষদ্বয়; হৃদয়, প্লীহা, ফুসফুস্, যকৃৎ, ক্লোম; আশয় ৭টি; অন্ত্র; দ্বার ৯টি; প্রধান শিরা (কণ্ডরা) ১৬টি, জাল ১২টি; কূর্চ্চ ৬টি; রজ্জু ৪; সেবনী (সেলাই করার মত শিরা) ৭টি; অস্থিমিলনের স্থান ১৫টি; সীমান্ত ১৮টি; অস্থি ৩০০; অস্থিসন্ধি ২১০টি; স্নায়ু ৯০০; পেশী ৫০০; মর্ম্মস্থান ১০৭টি; সিরা ৭০০; ধমনী ২৪টি এবং যোগবহা নাড়ী এইগুলি উপাঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ।

৩ আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে উপাঙ্গ চারি প্রকার—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র। ("পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেতি চত্বার্য্যুপাঙ্গানি।" প্রস্থানভেদ।)

৪ জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ। জৈন শাস্ত্রানুসারে উপাঙ্গ ১২ খানি। যথা—

উপবায়ী সূত্র, রায়পসেনীসূত্র, জীবাভিগমসূত্র, পন্নবণা সূত্র, জম্বুদ্বীপপন্নতি সূত্র, চন্দপন্নত্তি সূত্র, সূর্য্যপন্নত্তি সূত্র, নিরিয়াবলী সূত্র, কপ্পিয়া সূত্র, কপ্পবড়িংসয়া সূত্র, পুপ্পিয়া সূত্র, পুপ্পচুলিয়া সূত্র।

উপাচার্য্য (পুং) আচার্য্যের সহকারী।

উপাজে (অব্য) উপ-অজ-বাহু° কে। দুর্ব্বলের বলাধানে। ("উপজে কৃত্বেতি দুর্ব্বলস্য বলমাধায়েত্যর্থঃ।" সি° কৌ°।)

উপাঞ্জন (ক্লী) উপ-অঞ্জ-ল্যুট্। ১ লেপন। ("মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ম্।" মনু ৫। ১২২) ২ গোময়াদি দ্বারা অনুলেপন। ৩ অঞ্জনাধার হস্তাদি।

উপাত্ত (ত্রি) উপ-আ-দা-ক্ত। ১ গৃহীত। ২ প্রাপ্ত। (পুং) ৩ নির্ম্মদ হস্তী।

উপাত্যয় (পুং) উপ-অতি-ইন্-অচ্। ১ লোকাচার অতিক্রম। ২ ব্যতিক্রম। (হেম ৬। ১৪০) ৩ নাশ।

উপাদান (ক্লী) উপ-আ-দা-ল্যুট্। ১ গ্রহণ, আদান। ২ ন্যায়মতে, সমবায়িকারণ; যে পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অপর বস্তু উৎপন্ন করে, অথবা যে বস্তুতে কোন পদার্থ নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয়। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণ। ৩ সাংখ্যমতে, কার্য্য হইতে অভিন্ন কারণ। ৪ সাংখ্যমত সিদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশেষ।

"আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চনব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥"

উপাদানলক্ষণা (স্ত্রী) অজহৎস্বার্থারূপ লক্ষণাবিশেষ।

"মুখ্যার্থস্যেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেঽন্বয়সিদ্ধয়ে।
স্যাদাত্মনোঽপ্যপাদানাদেষোপাদানলক্ষণা॥" সাহিত্যদর্পণ।

উপাদিক (পুং) উপ-অদ-ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্। কীটভেদ, উই।

উপাদেয় (ত্রি) উপ-আ-দা কর্ম্মণি যৎ। ১ গ্রাহ্য। ২ উত্তম। ৩ উৎকৃষ্ট। (শান্তিশতক ১। ১২)। ৪ বিধেয় কর্ম্ম।

উপাধি (পুং) উপাধীয়স্তে গুণাদয়োঽনেনেতি। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩। ৩। ৯২। ইতি। উপ-আ-ধা-কি। ১ ধর্ম্মচিন্তা। ২ বিশেষণ। ৩ কুটুম্বব্যাপৃত। ৪ জাতি বংশ প্রভৃতি পরিচায়ক শব্দ। ৫ ছল। (উপাধিস্ত ধর্ম্মধ্যানে বিশেষণে, কুটুম্বব্যাপৃতে ছন্দসি। হেম° অনে ৩।৩৪৩) ৬ আধার। ৭ করণ। ৮ সমৃদ্ধি। ৯ ন্যায়মতে জাতিভিন্ন ধর্ম্ম, ইহা দুই প্রকার, সখণ্ড ও অখণ্ড। আকাশত্বাদি সখণ্ড এবং প্রতিযোগিত্বাদি অখণ্ড। (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়)। ৯ ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক। যেমন—"ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদাবার্দ্রেন্ধনমুপাধিঃ।" ধূমবান্ বহ্নি বলিলে যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ ইহার উপাধি। (ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী)। ইহা চারি প্রকার—কেবল সাধ্যব্যাপক; পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক; সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক; উদাসীন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক। (তর্কদীপিকা) ৯ অলঙ্কার মতে জাতিগুণ ক্রিয়াযদৃচ্ছাস্বরূপ।

উপাধেয় (ত্রি) উপ-আ-ধা কর্ম্মণি যৎ। ১ অভিনিবেশনীয়। ২ আরোপযোগ্য। ৩ উপাধির যোগ্য।

উপাধ্যায় (পুং) উপেত্য অধীয়তেঽস্মাৎ, উপ-অধি ই-ঘঞ্। ১ অধ্যাপক। ২ বেদের একদেশাধ্যাপক।

"একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥" মনু ২।১৪১।

যে ব্যক্তি আপনার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বেদের কোন অংশ অথবা বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা যায়।

৩ কনৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতির উপাধিবিশেষ। ৪ ভূক্সা নামক প্রমার রাজপুতদিগের উপাধিবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্ = উপাধ্যায়া। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ — উপাধ্যায়ী। উপাধ্যায়পত্নী।

উপাধ্যায়ানী (স্ত্রী) উপাধ্যায়-ঙীষ্। (ততঃ ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযবযবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্। পা ৪। ১। ৪৯। অত্র 'মাতুলোপাধ্যায়য়োরানুগ্বা।') ইতি বার্ত্তিকসূত্রেণ আনুক্। উপাধ্যায়পত্নী।

উপানঃ[স্] (ত্রি) শকটসদৃশ। ২ পিতৃসদৃশ পিতৃব্যাদি। (বেদ)

উপানৎ [হ্] (স্ত্রী) উপনহ্যতে পদৌ অনয়া ইতি উপ-ণহ-ক্বিপ্ (নহিবৃতিবৃষিব্যধিরুচিসহিতনিষু কৌ। পা ৬। ৩। ১১৬।) ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। চর্ম্মপাদুকা, চামড়ার জুতা। ("কার্ষ্ণী উপানহা উপমুঞ্চতে।" তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫। ৪। ৪। ৪।)

উপানুবাক্য (ত্রি) উপ-অনু-বচ্-ণ্যৎ। ১ পশ্চাৎ কথনযোগ্য (ক্লী) ২ বেদোক্ত বাক্যভেদ।

উপান্ত (ত্রি) উপগতমন্তেন। ১ নিকট, সমীপ (সন্নিধানন্ত্যুপান্তং নিকটোপকণ্ঠে। হেম ৬। ৮৬) (ক্লীং) ২ প্রান্তভাগ। ("উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কঃ"। কুমার।)

উপান্তবর্ণ (পুং) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব-বর্ণ। যেমন—যশস্ শব্দের দন্ত্যসকারের পূর্ব্ববর্ত্তী তালব্য শকারের পরবর্ত্তী যে অকার তাহাই উপান্তবর্ণ।

উপান্তিক (ক্লী) উপ-আধিক্যে অন্তিকম্ প্রাদি। নিকট।

উপান্ত্য (ত্রি) উপ-অন্ত (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪। ৩। ৫৪) ইতি যৎ। নিকটবর্ত্তী।

উপাপ্তি (স্ত্রী) উপ-আপ-ক্তিন্। প্রাপ্তি।

উপাভৃৎ (স্ত্রী) উপ-আ-ভৃ-ক্বিপ্ (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬। ১। ৭১।) ইতি তুক্। উপাহরণ। (ঋক্ ১। ১২৮। ২। *। 'উপাভৃতি উপাহরণে।' সায়ণাচার্য্য।)

উপায় (পুং) উপ-অয়-ভাবে ঘঞ্। ১ উপগম। করণে ঘঞ্। ২ রাজাদিগের শত্রুবশীভূত করিবার হেতু। ইহা চারি প্রকার—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। (ভেদো দণ্ডঃ সামো দানমিত্যুপায়চতুষ্টয়ম্। অমর) কাহারও মতে উপায় সাত প্রকার; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া, উপেক্ষা, ইন্দ্রজাল। শেষোক্ত তিনটি সামান্য উপায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

(মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে ত্রয়ঃ। হেম ৩।৪০২)

এতদ্ভিন্ন আলঙ্কারিকগণ আরও দুই প্রকার উপায় বলিয়া থাকেন। ৩ সাধন, হেতু বা কারণ। ইহা দুই প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক, ঘটাদি নির্ম্মাণের চক্রাদি লৌকিক এবং স্বর্গগমনের পক্ষে যাগযজ্ঞাদি অলৌকিক। ৪ উপার্জ্জন, ধনপ্রাপ্তির সাধন। ৫ ছল। ৬ প্রতিকারের পথ। ৭ উপক্রম।

উপায়ন (ক্লী) উপ-ইন্ বা অয়-ল্যুট্। ১ উপঢৌকন, ভেট। (উপাচ্চারঃ প্রদানং দাহারো গ্রাহায়ণে অপি। হেম ৩। ৪০১) ২ নিকটে গমন। ৩ উপগমন (ঋক্ ২। ২৮। ২। *। 'উপায়নে উপগমনে।' সায়ণ।) কর্ম্মণি ল্যুট। ৪ উপঢৌকনীয় দ্রব্যাদি। ৫ ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা।

উপায়ী [ন্] (ত্রি) উপ-অয়-ইনি। ১ সাধনযুক্ত, উপায়যুক্ত। ইন্-ণিনি। ২ উপগন্তা, উপগমনকারী। (কাত্যায়ন শ্রৌ° সূ ৩। ৫। ১৬)

উপায়ু (ত্রি) উপ-আ-ইন্-উন্। উপগন্তা। (শুক্লযজুঃ ১।১)

উপার (পুং) উপ-ঋ ঘঞ্। সমীপ। (ঋক্ ৭। ৮৬। ৬)

উপারণ (ক্লী) উপ-আ-ঋ-ল্যুট্। অনুপযুক্ত স্থান।

উপারত (ত্রি) উপ-আ-রম-ক্ত। প্রত্যাবৃত্ত।

উপারম্ভ (পুং) উপ-আ-রভ-ঘঞ্। (রভেরশব্ লিটোঃ। পা। ৭।১।৬৩) ইতি নুম্। ১ আরম্ভ।

উপার্জ্জন (ক্লী) উপ-অর্জ্জ-ল্যুট্। ১ অর্জ্জন করা। ২। সেবা। ৩ কৃষি। ৪ বাণিজ্যাদি করিয়া ধনলাভ। ণ্বুল্ (ত্রি) উপার্জ্জক। ৫ উপার্জ্জন কর্ত্তা।

উপালব্ধ (ত্রি) উপ-আ-লভ্-ক্ত। তিরস্কারপূর্ব্বক নিন্দিত।

উপালম্ভ (পুং) উপ-আ-লভ-ঘঞ্ (উপসর্গাৎ খল্ ঘঞোঃ। পা ৭।১।৬৭) ইতি নুম্। ১ নিন্দাপূর্ব্বক তিরস্কার।

(যঃ সনিন্দ উপালম্ভস্তত্র স্যাৎ পরিভাষণং। হেম ২।১৮৮)

উপালি, বুদ্ধদেবের একজন প্রিয় শিষ্য, তিনি জাতিতে নাপিত হইয়াও বুদ্ধের কৃপায় শাক্যভিক্ষুদিগের প্রধান হইয়াছিলেন। (মহাবস্তবদান)

উপাবর্ত্তন (ক্লী) উপ-আ-বৃত-ল্যুট্। পুনর্ব্বার আগমন। ২ ভূমিতে লুণ্ঠন করা।

উপাবাসী (পুং) উপ-আ-বস-ণিনি। ১ উপকারী।

উপাবৃৎ (স্ত্রী) উপ-আবৃত-ক্বিপ্। ১ উপাবর্ত্তন। ২ নিবৃত্তি।

উপাবৃত্ত (ত্রি) উপ-আ-বৃত-ক্ত। ১ ঘূর্ণিত, যে ঘুরিতেছে। ২ প্রতিনিবৃত্ত। ৩ ক্লান্তিনিবারণের জন্য ভূমিতে লুণ্ঠিত অশ্ব।

উপাশ্রয় (পুং) উপ-আ-শ্রি-অচ্। ১ স্থান। (ত্রি) ২ আশ্রয়ের স্থল। (মনু ৯। ৩৩৫।)

উপাশ্রিত (ত্রি) উপ-আশ্রি-ক্ত। ১ যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

উপাস (পুং) একপ্রকার বিষবৃক্ষ। যবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ স্থানে জন্মে। ওক্সার বা 'উপাস' নামে খ্যাত। ইহা ৫০।৬০ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শাখায় স্ত্রীপুষ্প এবং অধঃ-



শাখায় পুংপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহার ত্বক্ অতি স্থূল, তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে নির্য্যাস নিঃসৃত হয়। ঐ নির্য্যাস অতিশয় বিষাক্ত। ইহার কণামাত্র জীবদেহের শরীর স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বশরীরে সেই বিষ সঞ্চারিত হইয়া প্রাণ বিনাশ করে। যবদ্বীপের অধিবাসীরা তাহাদের শরের অগ্রভাগে সেই নির্য্যাস মাখাইয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে, যে কেহ এই শরবিদ্ধ হয়, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

উপাসক (ত্রি) উপ-আস-ণ্বুল্। ১ সেবক। ২ উপাসনাকারক। যথা,—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

উপাসকগণের সিদ্ধির নিমিত্ত সেই চিন্ময়, অদ্বিতীয় নির্গুণ পরব্রহ্মের নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে।

যাহারা সদ্গতি লাভ বা পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদিগকে উপাসক বলা যায়।

এই ভারতবর্ষে নানাপ্রকার উপাসক আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসক প্রধান।

"শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ॥
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥"

তন্ত্রসার ৩য় পরিঃ।

যাহারা বিষ্ণুর পূজা করে তাহারা বৈষ্ণব, যাহারা শক্তির উপাসনা করে তাহারা শাক্ত, শিবোপাসকেরা শৈব, সূর্য্যোপাসকেরা সৌর এবং গণেশের উপাসকেরা গাণপত্য।

এই উপাসকগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার। উক্ত পাঁচ প্রকার উপাসক আবার নানাশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম উদ্ধৃত হইল—

বৈষ্ণবসম্প্রদায়—রামানুজ, শ্রীবৈষ্ণব, আচার, রামানন্দী, সংযোগী, চার, কবীরপন্থী, খাকী, মুলকদাসী, দাদুপন্থী, রয়দাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, মধ্বাচারী, বল্লভাচারী, মীরা, নিমাৎ, বিঠ্ঠল, চৈতন্য, স্পষ্টদায়ক, কর্ত্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনী, সহজী, খুশিবিশ্বাসী, গৌরবাদী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথা, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী, সখীভাবক, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সধ্নপন্থী, মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, বিন্দুধারী, অতিবড়ী, কবিরাজী, সৎকুলী, অনন্তকুলী, যোগিবৈষ্ণব, গিরিবৈষ্ণব, গুরুবাসী বৈষ্ণব, নানা জাতীয় উৎকলবৈষ্ণব, বিরকত, নিহঙ্গ,

অভ্যাগত, কালিন্দী চামার, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, তিঙ্গল, লস্করী, চতুর্ভুজী, ফরারী, বাণশয্যী, পঞ্চধূনী, মৌনব্রতী, দুরাধারী, ঠাড়েশ্বরী, বৈষ্ণবদণ্ডী, বৈষ্ণবব্রহ্মচারী, বৈষ্ণবপরমহংস, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, নিরঞ্জনী, মানভাব, কিশোরীভজনী, অনহদপন্থী, বীজমার্গী, মহাপুরুষীয়, রাতভিখারী, ওয়ারেকরি, টহলিয়া, দশমার্গী, কুলিগায়েন।

শাক্তসম্প্রদায়—করারী, ভৈরব, ভৈরবী, চলিয়াপন্থী, পশ্বাচারী, বীরাচারী, শীতলাপণ্ডিত, জোগ্নি, শাখী।

শৈবসম্প্রদায়—দণ্ডী, সন্ন্যাসী, নাগা, ঘরবারী দণ্ডী, ঘরবারীসন্ন্যাসী, ত্যাগসন্ন্যাসী, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরপন্থী, উর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী, নখী, ঠাড়েশ্বরী, উর্দ্ধমুখী, পঞ্চধূনী, মৌনব্রতী, জলশয্যী জলধারাতপস্বী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, দুধাধারী, অলুনা, অওঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড়, কুকড়, উখড়, অবধূতানী, ঠিকরনাথ, স্বভঙ্গী, আতুরসন্ন্যাসী, মানসন্ন্যাসী, অন্তসন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যোগী, কনফটযোগী, অওঘরযোগী, অঘোরপন্থীযোগী, যোগিনী, সংযোগী, মহেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্তৃহরি, কাণিপাযোগী দশনামীভাট, চন্দ্রভাট, লিঙ্গায়ত, বীরশৈব বা জঙ্গম।

এই সকল ছাড়া নরেশপন্থী, পাঙ্গুল, কেউড়দাস, ফকির, কুস্তপাতিয়া, খোজা, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কতিপয় আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। [প্রত্যেক শব্দে তত্তৎ শব্দের বিবরণ দেখ।]

উপাসকদশ (পুং) জৈনদিগের অষ্টম অঙ্গ। (হেম ১৫৮)

উপাসঙ্গ (পুং) উপাসজ্যন্তে শরা অত্র উপ-আ-সন্জ-ঘঞ্। ১ বাণাধার।

"সমন্তাৎ কলধৌতাগ্রা উপাসঙ্গে হিরণ্ময়ে॥"

ভারত বিরাট ৪২ অঃ। ২ ভাবে ঘঞ্। আসক্তি

উপাসন (ক্লীং) উপাস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে শরা অত্র উপ-অস-ল্যু। ১ বাণনিক্ষেপ অভ্যাস। ২ ভাবে ল্যুট্। চিন্তা। ৩ সেবা। ৪ উপকার।

উপাসনা (স্ত্রী) উপ-আস-যুচ্। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১পূজা। সেবা, শুশ্রূষা। ২ পরিচর্য্যা। ৩ ধ্যানাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার চিন্তনাদি। যথা,—

"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণান্তরাগতা।" ইতি কুসুমাঞ্জলিবৃত্তিঃ।১।

এই উপাসনা অধিকারিভেদ দুই প্রকার। দুর্ব্বল অধিকারিগণ সগুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ মূর্ত্তি প্রভৃতির এবং প্রবল অধিকারিগণ নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা করিবেন। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠার উপযুক্ত হন না। যথা,

"অনন্যচিত্ততা ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্ম্মঠে কথম্।
কর্ম্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি নেতরঃ॥"

অধিকরণমালা। ৩। ৪।

বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রভাবে পরব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি সমাধান করাকে ব্রহ্মনিষ্ঠা বলে, তাহা কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার যোগ্য, অন্য ব্যক্তি নহেন। এই অধিকারিগণের মুক্তিলাভই লক্ষ্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায় নাই, যোগ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। বেদে পরমাত্মসাক্ষাৎকারের তিন উপায় কথিত হইয়াছে। যথা,—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

পরমাত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে।

"শ্রবণং নাম ষড়্‌বিধৈর্লিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি।"

উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি। এই ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ কহে।

"তত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যার্থস্য তদাদ্যন্তয়োরুপাদানম্ উপক্রমোপসংহারৌ। যথা—ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রতিপাদ্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদৌ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্।"

উপক্রম ও উপসংহার—যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে সেই বিষয়ের কীর্ত্তনকে যথাক্রমে উপসংহার কহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইহা দ্বারা পরব্রহ্ম কীর্ত্তিত এবং অন্তেও "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্।" অর্থাৎ সকল বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকরণের আদিতে ও অন্তে ঐ পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

"প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে 'তত্ত্বমসি।' ইতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্।"

অভ্যাস—প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুর, তাহার মধ্যে পুনঃপুন কীর্ত্তনকে অভ্যাস কহে। যথা, ঐ প্রপাঠকে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তুমি ইহা ৯ বার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদিনা উপনিষন্মাত্রবেদ্যত্বপ্রতিপাদানাৎ' মানান্তরাবিষয়ীকরণম্।"

অপূর্ব্বতা—যথা ঐ প্রপাঠকেই "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" অর্থাৎ সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অসম্প্রাপ্তিই অপূর্ব্বত্ব।

"ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যাত্মজ্ঞানস্য তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্। যথা, তত্রৈব আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবদ্বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনং শ্রূয়তে।"

ফল—প্রকরণপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিকে অথবা সেই শ্রূয়মাণ প্রয়োজনকে ফল কহে। যথা, তাহাতেই 'আচার্য্যবান্ পুরুষঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভদ্বারা প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মে জ্ঞানানুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে।

"প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনমর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব উততমাদেশমপ্রাক্ষে যেন শ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ইত্যদ্বিতীয়বস্তুপ্রশংসনম্।"

তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণ প্রশংসাকে অর্থবাদ কহে। যথা ঐ প্রপাঠকেই 'উততমাদেশমপ্রাক্ষে' ইত্যাদি। 'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং' এই শেষ সন্দর্ভদ্বারা যাহা শ্রুত হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না এবং যাহা বিজ্ঞাত হইলে অজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয়, তুমি সেই প্রশ্ন করিয়াছ ইত্যাদি প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রশংসা।

"প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থসাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিরূপপত্তিঃ। যথা, তত্রৈব 'যথা সৌম্যকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ঃ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।' ইত্যাদাবদ্বিতীয়বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে।"

তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যুক্তির উপন্যাসকে উপপত্তি বলে। যথা ঐ প্রপাঠকেই "যথা সৌম্যকেন" ইত্যাদি "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" এই শেষ শ্রুতি বাক্য দ্বারা যেমন এক মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলে মৃণ্ময় পাত্রাদি জানা যায়, বিকার ও নাম কেবল বাক্যমাত্র, মৃত্তিকাই যথার্থ, সেইরূপ পরব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই বাক্যমাত্র, এই প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু প্রতিপাদন বিষয়ে বিকার অর্থাৎ জড় জগতের বাক্যমাত্রস্বরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মনন।

"মননন্তু শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম্॥"

মনন—বেদান্তের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা শ্রুত অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বস্তুর নিরন্তর চিন্তার নাম মনন।

নিদিধ্যাসন।

"বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়বিরহিতাদ্বিতীয়বস্তুসজাতীয়প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্।"

নিদিধ্যাস—বিরোধিজড়পদার্থজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধ বিজ্ঞানের প্রবাহকে নিদিধ্যাসন কহে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ উপাসনা দ্বারা যোগসিদ্ধিলাভ করিয়া পরম পদার্থ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

যোগ দ্বারা উক্ত মনন ও নিদিধ্যাসনাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ, সেই যোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। এক্ষণে অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার বিশেষ বিবরণ উক্ত হইতেছে।

যদাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥"

জ্ঞানযোগাত্মক অর্থাৎ যোগকেই জ্ঞান বলিয়া জানিবে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম যোগ, এই যোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত।

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি! প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥"

হে বরাননে গার্গি! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আট প্রকার যাগাঙ্গ জানিবে।

এই সকলের প্রকার ভেদ আছে। যথা—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
আসনান্যুত্তমান্যষ্টৌ ত্রয়ং তেষূত্তমোত্তমম্॥
প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চধা।
ধারণা পঞ্চধা প্রোক্তা ধ্যানং ষোঢ়াপ্রকীর্ত্তিতম্॥
ত্রয়স্তেষূত্তমাঃ প্রোক্তা সমাধেস্ত্বেকরূপতা।
বহুধা কেচিদিচ্ছন্তি বিস্তরেণ পৃথক্ শৃণু॥"

যম।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া,

আর্জ্জব (সারল্য), ক্ষমা, ধৃতি, পরিমিতাহার ও শৌচ এই দশ প্রকার যম।

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্।"

সত্য—যাহা প্রাণিগণের হিতকর সেই বাক্যই সত্য, কেবল মাত্র যথার্থ ভাষণকে সত্য বলে না।

অস্তেয়—কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্যের প্রতি যে নিস্পৃহা, তাহাকে অস্তেয় বলা যায়।

ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে মৈথুন পরিত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য কহে।

দয়া—কায়, মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহাকে দয়া কহে।

আর্জ্জব—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যে সমভাব, তাহাকে আর্জ্জব কহে।

ক্ষমা—প্রাণিগণের প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে ক্ষমা কহিয়া থাকেন।

ধৃতি—অর্থহানি, বন্ধুবিয়োগাদি শোচনীয় বিষয় সকল পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাকে ধৃতি বলে।

মিতাহার—মুনিগণের অষ্ট গ্রাস, অরণ্যবাসিগণের ষোড়শ গ্রাস, গৃহস্থদিগের ৩২ গ্রাস এবং ব্রহ্মচারিদিগের স্বেচ্ছানুরূপ গ্রাস বিহিত আছে। এই বিহিত গ্রাস ভোজনকে মিতাহার বলে।

শৌচ—শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা গাত্রাদির শৌচকে বাহ্যশৌচ এবং মনঃশুদ্ধিকে আভ্যন্তরশৌচ বলে। ধর্ম্মানুশীলন ও অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা মনঃশৌচ সম্পাদিত হয়।

নিয়ম।

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও ব্রত এই দশ প্রকার নিয়ম।

আসন।

স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহাসন, ভদ্র, মুক্তাসন ও ময়ূরাসন প্রভৃতিকে আসন কহে। ইহা দ্বারা দেহের ও মনের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়।

প্রাণায়াম।

প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম সময়ে রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিনটি প্রক্রিয়া করিতে হয়। ইহা দ্বারা প্রাণবায়ু জয় করিতে পারা যায়।

প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই বিষয়সম্ভোগের নিমিত্ত ধাবমান, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সেই সেই বিষয় হইতে অপহরণ করাকে প্রত্যাহার বলে।

ধারণা।

মন যখন যমনিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন মনের সেই আত্মায় অবস্থানের নাম ধারণা।

ধ্যান।

মনোমধ্যে পরমাত্মার স্বরূপচিন্তনের নাম ধ্যান।

সমাধি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি কহে। অথবা জীবাত্মার পরব্রহ্মে স্বরূপস্বরূপে অবস্থিতির নাম সমাধি। কেহ কেহ কহেন যে, সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে সমাধি দুই প্রকার।

এই সমস্ত উপায় দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে অবশ্যই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। [অন্যান্য উপাসনার বিষয়াদি পূজা শব্দে দেখ।]

উপাসা (স্ত্রী) উপ-আস-ভাবে অ-টাপ্। ১ উপাসনা।

উপাসাদিত (ত্রি) উপ আ-সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ভাবে ক্ত। ২ প্রাপ্তি।

উপাসিত (ত্রি) উপ-আস-ক্ত। ১ পূজিত।

উপাস্তি (স্ত্রী) উপ-আস-ক্তিন্। উপাসনা। যথা,—
("যদুপাস্তি মসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে॥" কুসুমাঞ্জলি। ২।)

উপাস্ত্র (ক্লী) উপগতমস্ত্রম্। অস্ত্রোপকরণ, তূণাদি।

উপাস্থি (ক্লী) শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থির ন্যায় পদার্থ বিশেষ (Cartilage)। ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার, ক্ষণিক, স্থায়ী ও আকস্মিক। জীবদেহের প্রথম অবস্থায় যাহা অস্থির পরিবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ক্ষণিক। সন্ধিতে অথবা অস্থির সংযোগ স্থানে যে উপাস্থি জন্মে, তাহা স্থায়ী। জমাট বাঁধিয়া যদি উপাস্থিক সমাবেশ হয়, তাহাকে আকস্মিক বলা যায়।

উপাস্থিক (পুং) মৎস্যশ্রেণীবিশেষ। যে মৎস্যের কঙ্কালে কাঁটা থাকে না। যেমন বাইন মাছ।

উপাস্য (ত্রি) উপ-আস-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ সেব্য, আরাধ্য, পূজ্য। ২ চিন্তনীয়। (ভারত অনু ৮ অঃ)

উপাহিত (ত্রি) উপ-আ-ধা-ক্ত। ১ আরোপিত। ২ উপআসন্নমাহিতং ফলং যস্য। অগ্ন্যুৎপাত। (উপাহিতোঽনলোৎপাতে পুমানারোপিতে ত্রিষু। মেদিনী।)

উপাহৃত (ত্রি) উপ-আ-হৃ-ক্ত। সঞ্চিত, গৃহীত।

উপুড় (দেশজ) ন্যুব্জ, উল্টান। বিপরীত, বিপর্য্যস্ত, উল্টা।

উপেক্ষ (পুং) শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের ভ্রাতা। (হরিবংশ ৩৫ অঃ)।

উপেক্ষক (ত্রি) উপ-ঈক্ষ-ণ্বুল্। উপেক্ষাকারক, উদাসীন। ("উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ।" মনু ৬।৪৩। *। 'উপেক্ষকঃ শরীরস্য ব্যাধ্যুৎপাদে তৎপ্রতীকাররহিতঃ।' কুল্লূক।)

উপেক্ষণ (ক্লী) উপ-ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ অনাদর, ঔদাসীন্য। ২ ত্যাগ। ৩ রাজাদিগের উপায়বিশেষ। [উপায় দেখ।]

উপেক্ষণীয় (ত্রি) উপ-ঈক্ষ-অনীয়র্। ১ ত্যাজ্য। ২ প্রতীকারের চেষ্টার অযোগ্য। ("নশ্যৎপুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্।" রঘু।)

উপেক্ষা (স্ত্রী) উপ-ঈক্ষ-অ-টাপ্। ১ ত্যাগ। ২ ঔদাসীন্য। ৩ অঙ্গীকার। ৪ সামান্য উপায়। (মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে ত্রয়ঃ। হেম ৩।৪০) ৫ অনাদর। (কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।" রঘু ১৪।৫৪)

উপেক্ষিত (ত্রি) উপ-ঈক্ষ-ক্ত। ১ অনাদৃত। ২ ত্যক্ত। ৩ অবজ্ঞাত। ৪ অস্বীকৃত।

উপেত (ত্রি) উপ-ইন-ক্ত। ১ উপাগত। ২ সমীপগত। ৩ প্রাপ্ত। ৪ উপনীত। ৫ গর্ভাধানের জন্য স্ত্রীতে উপগত। ("গর্ভাধানমুপেতো ব্রহ্মগর্ভং সন্দধাতি।" হারীত)

উপেন্দ্র (পুং) ইন্দ্রমুপগতঃ। বিষ্ণু, বামনাবতারে তিনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম উপেন্দ্র।

"মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ॥"

[বামন দেখ।] হরিবংশ ৭৫। ৪৬।

উপেন্দ্রভঞ্জ, উৎকলদেশের অন্তর্গত গুমসরের একজন রাজা। উৎকলদেশীয় কবিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান। প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

উপেন্দ্রবজ্রা (স্ত্রী) একাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। ("উপেন্দ্রবজ্রা জভজাস্ততো গৌ।" বৃত্তরত্নাকর।

উপেয় (ত্রি) উপ-ইন্-যৎ। ১ উপায়সাধ্য। ২ প্রাপ্তব্য। (মনু ৭। ২১৫) ৩ গম্য। গমনযোগ্য।

উপেয়স (ত্রি) উপগত।

উপোঢ় (ত্রি) উপ-বহ-ক্ত। ১ নিকট। ২ ঊঢ়, বিবাহিত। (উপোঢ়ো নিকটোঢ়য়োঃ। মেদিনী।) ভাবে ক্ত। (ক্লী) ব্যূহ।

উপোতী (স্ত্রী) উপ-বে-ক্ত-ঙীপ্। পূতিকা, পুঁইশাক।

উপোদক (পুং) উপগতমুদকম্। উদকসমীপস্থ। (শুক্লযজুঃ ৩৫। ৬) (অব্য) উদকসমীপে।

উপোদকী (স্ত্রী) উপগতমুদকং (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ইতি ঙীষ্। পূতিকা, পুঁইশাক। [পূতিকা দেখ।]

উপোদিকা (স্ত্রী) উপাধিকমুদকমস্যাম্, উত্তরপদস্য চেত্যুত্তরপদস্যোদাদেশঃ কপ্ ততঃ টাপ্। পূতিকা, পুঁইশাক। [পূতিকা দেখ।]

উপোদিকাতৈল, বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। পুঁই, সরিষা, নিমছাল, মোচা, কুমড়ালতা ও ফুটিলতা এই সমুদয় ভস্ম করিবে, সেই ভস্ম জলের সহিত তৈলে পাক করিবে। পাক কালে সৈন্ধব লবণ দিবে। এই তৈল পাদদারী রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

উপোদ্গ্রহ (পুং) উপ-উদ্-গ্রহ-অপ্। জ্ঞান।

উপোদ্ঘাত (পুং) উপসমীপে উদ্ধননম্ উপ-উৎ-হন-ঘঞ্। ১ উদাহরণ। ২ আরম্ভ। ৩ উপক্রম, মুখবন্ধ। গ্রন্থসঙ্গতিবিশেষ। (উদাহার উপোদ্ঘাত উপন্যাসশ্চ বাঙ্মুখম্। হেম ২।১৭৬)

উপোদ্বলন (ক্লী) উপ-উৎ-বল-ল্যুট্। উত্তেজন, উদ্দীপন।

উপোষ (পুং) উপ-উষ-ঘঞ্।
উপোষণ (ক্লী) উ-উষ-ল্যুট্। উপবাস। অহোরাত্র অনাহারে থাকা।

("উপোষণং নবম্যাঞ্চ দশম্যামেব পারণম্।" তিথিতত্ত্ব) [উপবাস দেখ।]

উপোষিত (ক্লী) উপ-বাস-ক্ত। উপবাস। (মনু ৫।১৫৫) (ত্রি) কর্ত্তরি ক্ত। কৃতোপবাস, যে উপোষ করিয়া আছে।

উপোষধ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উপবাস ব্রত। ইহার অপর নাম পোষধ। ইহা শাক্যসিংহ কর্ত্তৃক প্রচলিত হয়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিমাত্রে এই ব্রত পালন করিতেন। এই ব্রত উপবাসকারীর ইচ্ছামত। [উপোষধাবদান নামক বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপোষ্য (ত্রি) উপ-বস-অকর্ম্মক ধাতুযোগে কর্ম্মসংজ্ঞাবিধানাৎ কর্ম্মণি বাহুলকাৎ ক্যপ্। উপোষ করিয়া থাকিবার যোগ্য। ("ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী যা তু সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ।" কালমাধব।)

উপ্ত (ত্রি) উপ্যতে স্ম ক্ষেত্রাদিষু বপ-ক্ত। ১ কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে। ২ মুণ্ডিত। ("পর্য্যুপ্ত শিরসমিতি।") ৩ পরিস্কৃত। ৪ নিক্ষিপ্ত।

উপ্তকৃষ্ট (ত্রি) বীজবপনের পর কর্ষিত ক্ষেত্র, বীজাকৃত, কাড়ান। (বীজাকৃতং তূপ্তকৃষ্টম্। হেম ৪।৩৫)

উপ্তি (স্ত্রী) বপ-ক্তিন্। বপন।

উপ্তিবিৎ [দ্] (পুং) উপ্তি-বিদ্-ক্বিপ্। বপনবিধিজ্ঞ, যে ভালরূপে বুনিতে পারে।

"বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রে দোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥" মনু ৯।৩৩০।

উপ্তিম (ত্রি) বপ-(ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা ৩।৩।৮৮) ইতি ক্ত্রিঃ ততঃ মপ্। বপনজাত।

উপ্য (ত্রি) বপ্-বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ক্যপ্। বপনীয় (ব্রীহি প্রভৃতি।)

উপ্রায়, বেরারের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত দরিয়াপুরের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। অক্ষা ২১° উ, দেশা ৭৭° ৩৪´ ৩০´´ পূঃ। এই স্থান শাহদাবলের মন্দিরের জন্ত বিখ্যাত, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এই মন্দিরে অর্চনা করিতে আইসে।

উপ্লেতা, কাঠিবাড়ের অন্তর্গত গোণ্ডাল রাজ্যের একটি বন্দর। জুনাগড় হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ১২° ৪৪´ উঃ, দেশা ৭০°২০´ পূঃ। এখানে অনেক ধনবানের বাস।

উব্জ (তুদা-পর-সক-সেট্।) আর্জ্জব, ঋজু করা। উব্জতি উব্জীৎ। (ঋক্ ১।২১।৫)

উব্জক (ত্রি) উব্জ-ণ্বুল্। ঋজুতাযুক্ত।

উভ (তুদা-পর-সক সেট্) পূর্ত্তি। উভতি, উভীৎ, উবোভ। উম্ভতি, উম্ভীৎ।

উভ (ত্রি, দ্বিবচনান্ত) উভ পূর্ত্তৌ-ক। উভয়, দুইজন।

উভয় (ত্রি) উভ-অয়চ্-(উভাদুদাত্তো নিত্যম্। পা ৫। ২।৪৪।) ইতি অয়চ্। দুই, দ্বিত্ববিশিষ্ট।*। এই শব্দ দ্বিত্ববোধক হইলেও কেবল এক ও বহুবচনে প্রয়োগ করা যায়। দ্বিবচনে প্রয়োগ নাই।

উভয়চর (পুং স্ত্রী) উভয়ং চরতি চর-ট। যাহারা জলে ও স্থলে উভয়স্থানে বাস করে। জলচর পক্ষী প্রভৃতি।

উভয়তঃ (অব্য) উভয়-তসিল্। দুইদিকে, দুইপার্শ্বে।

উভয়তোমুখ (ত্রি) উভয়তো মুখে যস্য। দ্বিমুখ গৃহাদি।

উভয়ত্র (অব্য) উভয়-সপ্তমীস্থানে ত্র। দুই দিকে, দুই স্থানে।

উভয়থা (অব্য) উভয়-থাচ্। দুই প্রকারে।

উভয়বেতন (পুং) দূতবিশেষ। যে পূর্ব্বস্বামিকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাহার শত্রুর নিকট প্রচ্ছন্ন ভাবে দাস কার্য্যে থাকিয়া উভয়ের নিকট হইতে বেতন পায়।

"অজ্ঞাতদোষৈর্দোষজ্ঞৈরুদ্দূষ্যোভয়বেতনৈঃ।
ভেদ্যাঃ শাত্রোরভিব্যক্তশাসনৈঃ সামবায়িকাঃ॥" মাঘ।

উম্ (অব্য) উম্-ডুম্। ১ রোষ। ২ অঙ্গীকার। ৩ প্রশ্ন। (মেদিনী)

উমরকোট, সাধারণে অমরকোট বলিয়া থাকে। সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত পারকর জেলার একটি নগর। অক্ষা ২৫° ২১´ উঃ, দেশা° ৬৯° ৪৬´ পূঃ। এই নগর বালুকাময় পাহাড়ের নিকট স্থাপিত। এই স্থান উমরকোট তালুকের প্রধান আড্ডা। এই নগরে একটি ৫০০ ফিট্ আয়তন দুর্গ আছে, পূর্ব্বে ঐ দুর্গ তলপুরমীরদিগের অধিকারে ছিল। অধিবাসীদিগের কৃষি ও পশুপালনই প্রধান কার্য্য। এখানে ঘৃত, উষ্ট্র, গবাদি ও তামাকের ব্যবসা হইয়া থাকে।

সুম্রাজাতীয় উমর নামক একজন সামন্ত এই নগর স্থাপন করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে, এইখানে সম্রাট্ অকবরের জন্ম হয়। ১৮৪৩ খৃঃ হইতে ইংরাজ শাসনাধীন হইয়াছে।

উমরখের, বেরারের অন্তর্গত পুসার তালুকের মধ্যবর্ত্তী প্রধাননগর। অক্ষা° ১৯° ৩৬´ উঃ, দেশা° ৭৭° ৪৫´ পূঃ।

পূর্ব্বে উমরখের পরগণা পেশবার অধিকারে ছিল। ঐ নগরে সাধু মহারাজ নামক একজন ব্রাহ্মণ সাধুর স্মরণার্থ একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে গোমুখী স্বামীর বাস ছিল। শুনা যায়, তিনি প্রত্যহ ৫০০০ অতিথিকে ভোজন করাইতেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে গোদাবরী নদীতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই স্থানে তাঁহার একটি সমাধি মন্দির আছে।

উমরপুর, ভাগলপুর জেলার অধীনস্থ বাঙ্কার মধ্যস্থিত একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ২´২৩´´ উঃ, দেশা° ৮৬° ৫৭´ পূঃ। এই নগরে একটি সুন্দর পুষ্করণীর ধারে শাহসুজার নির্ম্মিত একটি মস্জিদ আছে। ইহার অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে দুমরাও নগর, সেই স্থানে দেবী রাজার একটি অতি প্রাচীন দুর্গ রহিয়াছে। দেবীরাজা হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া যবন কর্ত্তৃক নিহত হন।

ভাগলপুর জেলার সমস্ত ধান্য শস্যাদি উমরপুরে আনীত হইয়া পরে নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

উমা (স্ত্রী) ওঃহরস্য মা লক্ষ্মীরিব, উং শিবং মাতি মিমীতে বা। উ-মা (আতশ্চোপসর্গে।) ইতি ক অজাদিত্বাৎ টাপ্। শিবপত্নী দুর্গা। (উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাদ্-মাখ্যাং সুমুখী জগাম। কুমার) উমার মাতা মেনকা বলিয়াছিলেন উঃ মা আর তপস্যা করিও না, সেই অবধি তাঁহার নাম উমা হইল। বেদে বাহুলকাৎ মক্। ২ হরিদ্রা, হলুদ। ৩ অতসী, মসিনা। ৪ কীর্ত্তি। ৫ কান্তি। ৬ শান্তি। (উমাঽতসী হৈমবতী হরিদ্রা কীর্ত্তিকান্তিষু। মেদিনী) ৭ রাত্রি। (হেম° শে ১৮)

উমাকট (পুং) উমায়া রজঃ। উমা-(অলাবুতিলোত্রমাভঙ্গা-ভ্যোরস্যুপসংখ্যানম্। কাশিকা ৫।২।২৯।) ইতি কট্চ। মসিনার ধুলা।

উমাগুরু (পুং) উমায়া গুরুঃ পিতা। হিমালয়।

উমাচতুর্থী (স্ত্রী) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল চতুর্থ্যাদি।

"জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্তু জাতা পূর্ব্বমুমা সতী।
তস্মাৎ সা তত্র সংপূজ্যা স্ত্রীভিঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে॥"

উমানন্দ (পুং) ১ শিব। ২ ব্রহ্মপুত্রনদের অঙ্কস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, গৌহাটির পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই প্রস্তরময় দ্বীপটি শিবমন্দির জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতিবর্ষে এখানে বহুতর তীর্থযাত্রী আগমন করিয়া থাকে।

উমাপতি (পুং) ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ কবি। কবিবর বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং রাজা শিবসিংহের সভাসদ্। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উমাপতি ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী পণ্ডিত। ইনি বাল্যকালে কাশীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে অযোধ্যায় গিয়া বাস করেন। ইনি সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎকৃত হিন্দুস্থানী ভাষায় দোহাবলী, রত্নাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

উমাবন (ক্লী) পুরবিশেষ। শোণিতপুর, দেবীকোট। (দেবীকোট উমাবনম্, কোটীবর্ষং বাণপুরং স্যাচ্ছোণিতপুরঞ্চ তৎ। হেম ৪।৪৩।)

উমাত্তুর, মহিসুরের একটী গ্রাম। অক্ষা ১২°৪´১০´´ উ; দেশা° ৭৬°৫৬´৪০´´ পূঃ। এই স্থানে পূর্ব্বে বিজয়নগরের রাজাদিগের রাজধানী ছিল, মহিসুরের রাজা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৬১৩ খৃঃ আপনার অধিকারভুক্ত করেন। এই স্থানের আয় চমরাজনগরের দেবমন্দিরের দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

উমাসুত (পুং) উমায়া সুতঃ। কার্ত্তিক। (হেম ২।১২২)

উমাস্বাতিবাচক (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। ইনি প্রশমরতিপ্রকরণ ও তত্ত্বার্থসূত্র নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কোন কোন হস্তলিপিতে উমাস্বামী ভট্টারক এইরূপ নাম পাওয়া যায়। (Perterson's 3rd Report on Sanskrit MSS, p. 47 দেখ)

উমিচাঁদ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমীরচাঁদ (উমিচাঁদ) ও গোপালচাঁদ নামে দুইজন শিখ বণিক্ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহারাই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী কি ইঁহাদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ প্রথমে এদেশে আসেন তাহা জানা যায় না।

বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মাণিকচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বণিক্ তখন এদেশে বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে প্রচুর ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমীরচাঁদ আসিয়াই ইহাদের নিকট বাণিজ্যবিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কার্য্যকুশলতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে আমীরচাঁদ ক্রমশঃ ইহাদের যাবতীয় ব্যবসায়ের এবং তেজারতি কারবারের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন।

এই শেঠবংশে বহুদিবস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আমীরচাঁদও যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। শেষে অপরের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া নিজেই স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা বিহারের সকল স্থানে ইহাঁর বাণিজ্য ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগেরও ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছিল। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান তখন ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। আমীরচাঁদ কলিকাতায় বৃহৎ আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে বহুসংখ্যক দাস দাসী নিযুক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন একদল অস্ত্রধারী পুরুষ সর্ব্বদা বাটীতে অবস্থিতি করিত। আমীরচাঁদ বণিক্ হইয়া রাজা-রাজড়ার মত অবস্থিতি করিতেন। সে সময়ে আমীরচাঁদ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত বণিক্ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের অধিকাংশ দাদন আমীরচাঁদই লইতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ইহাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব ছিল। মুরশিদাবাদে নবাব-সরকারেও আমীর বিশেষ প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছিলেন। নবাবের যত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিল, সকলেই তাঁহার নিকট উপকার পাইত, তিনিও সকলের নিকট আনুগত্য করিতেন। শেষে এই সম্বন্ধ এতদূর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, নবাবের সহিত কোনরূপ গোলমাল বাধিলে ইংরাজেরা পর্য্যন্ত আমীরচাঁদকে মধ্যস্থ মানিতেন। নবাব স্বয়ং আমীরচাঁদকে ভালবাসিতেন।

আমীরচাঁদ কোম্পানীর দাদন লইয়া যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া অন্যায় রূপেও লাভের চেষ্টা করিতেন। একে এই সময় মাহাট্টা-দিগের আক্রমণের উৎপাতে ইংরাজদের ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাঘাত পড়িতেছিল। দিন দিন দ্রব্য সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু জিনিস ভাল পাওয়া যাইতেছিল না; তাহার উপর প্রধান দাদনদার আমীরচাঁদ বেশীলাভের আশায় কুপ্রথা অবলম্বন করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজেরা তাঁহার দাদন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইংরাজের দাদন বন্ধ হইলে আমীরচাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল, কিন্তু এ সময়ে তাঁহার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার কারবার চলিতেছিল, সুতরাং তিনি একেবারে দমিলেন না, বরং যাহাতে নবাবসরকারে স্বীয় প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

এই সময় আলীবর্দ্দী পীড়ায় শয্যাগত। সকলেই বুঝিয়াছিল যে, এবার তিনি আর রক্ষা পাইবেন না ও তাঁহার মৃত্যুর

পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাই বাঙ্গালার নবাব হইবেন। কিন্তু ঢাকার নবাব নওয়াগিস মহম্মদ সিরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদউদ্দৌলার পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নওয়াগিসের বিধবাপত্নী স্বীয় পোষ্যপুত্রের জন্য বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবার আশায় প্রধান মন্ত্রী রাজা রাজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে মুরশিদাবাদের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। আমীরচাঁদ এই সময়ে মুরশিদাবাদে ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ দেখিলেন যে, যদি সিরাজের সহিত যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এখন হইতে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত; সুতরাং তিনি আমীরচাঁদের সহিত ও কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স সাহেবের সহিত বন্ধুতা করিলেন। স্থির হইল, কুমার কৃষ্ণদাস সপরিবারে ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় গমন করিবেন, ইংরাজেরা ও আমীরচাঁদ উভয়েই তাঁহাকে সেখানে থাকিতে সহায়তা করিবেন। ওয়াট্স সাহেব রাজাকে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার কাউন্সিলে এবিষয়ে অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং কুমার কৃষ্ণদাস সপরিবারে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র আমীরচাঁদ তাঁহাকে মহাসমাদরে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন।

অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল তারিখে আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হইবামাত্র সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়াই দুই দিন পরে কলিকাতায় ইংরাজগণের অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কুমার কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সমস্ত ধনরত্নের সহিত মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। নবাবের চরবিভাগের অধ্যক্ষ রামরাম সিংহের ভ্রাতা স্বয়ং এই আদেশপত্র লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহার সহিত আমীরচাঁদের পরিচয় ছিল। সুতরাং ইনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াই আমীরচাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমীরচাঁদ তাঁহাকে কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য ও পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলওয়েল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। সেইদিনেই কাউন্সিলে কথা উঠিল। স্থির হইল পরদিন যথাকর্ত্তব্য স্থির করা হইবে।

পরদিন কাউন্সিলে স্থির হইল যে, কাশিমবাজার হইতে যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, নওয়াগিস মহম্মদের পোষ্যপুত্রের সহিত সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন লইয়া গোলমাল এখন মিটে নাই; সুতরাং এ সময়ে এরূপ আদেশ বা এরূপ পত্রবাহকের সম্মান রাখা যায় না, আর বোধ হয় ইহা সমস্তই আমীরচাঁদের কল্পনামাত্র। তিনিই আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া নিজের লুপ্ত প্রভাব ও সম্বন্ধ পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টায় এই মিথ্যা আদেশপত্র ও লোক ঠিক করিয়াছেন। এইরূপ স্থির হইলে দূতকে বিদায় দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। যে সকল কর্ম্মচারী এই ভার পাইল, তাঁহারা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া বিদায় দিল।

নবাব এই ব্যবহারে ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে যখন কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিলেন, তখন রামরাম সিংহ আমীরচাঁদকে নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লিখিলেন। আমীরচাঁদ এই পত্র ১৩ই জুন তারিখে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন। ইংরাজেরা একেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন; তাহাতে এই ঘটনায় স্থির করিলেন যে, আমীরচাঁদ তাঁহাদের একজন শত্রু বটে, সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুর্গমধ্যে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাঁহার সম্পত্তি গোপনে গোপনে স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহার বাটী সৈন্য দিয়া ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আমীরচাঁদের শ্যালক হুজুরীমল তাঁহার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তিনি ভয়ে অন্তঃপুরে গিয়া লুকাইলেন। পরদিন তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য যখন ইংরাজসৈন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমীরচাঁদের যে ৩০০ জন অস্ত্রধারী প্রহরী ছিল, তাহারা বাধা প্রদান করিল। উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় উভয় পক্ষেই হতাহত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সর্দ্দার জমাদার ইংরাজসৈন্যের হস্তে প্রভুপরিবারের অপমান হইবে ভাবিয়া অন্তঃপুরে অগ্নি প্রদান করিল এবং স্বয়ং ১৩টী স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করিয়া নিজেও প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে নিজবক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। ইংরাজসৈন্যের কতকাংশ এই সময়ে কৃষ্ণদাসকে লইয়া দুর্গে প্রস্থান করিল। অপর কতকাংশ আমীরচাঁদের ধনাগার ও বাটী লুণ্ঠন করিয়া ৪ লক্ষ মুদ্রা, জহরত ও পণ্যাদি অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার উত্তরে পৌঁছিলে আমীরচাঁদের জমাদার তাঁহার সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া পরামর্শ দিল যে, উত্তরাংশ অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ দিয়া নগর আক্রমণ করিলে সুবিধা হইতে পারে, কারণ সেদিকে রক্ষক নাই। জমাদারের কথানুসারে পূর্ব্বদিক্ দিয়াই নগর আক্রান্ত হইল। নবাবসৈন্য ফোর্টউইলিয়মের একপোয়া উত্তর পূর্ব্বে বড়বাজারে আগুন লাগাইয়াছিল। দুর্গের বাহিরে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাই ক্রমাগত ৪ দিন

পর্য্যন্ত কোনরূপে বাধা দিল ; শেষে আর আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল, এই সঙ্গে গবর্ণর ড্রেক ও সেনাপতিত্রয়ও পলায়ন করিলেন।

২০এ জুন তারিখে প্রত্যুষে নবাবসৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে দুর্গ আক্রমণ করিল। যাহারা দুর্গমধ্যে ছিল, তাহারা হলওয়েলকে সেনাপতি করিয়া দুর্গের বাহির হইয়া দৃঢ়তররূপে বাধা দিতে লাগিল। পরে তাহারা হলওয়েল সাহেবকে দিয়া আমীরচাঁদকে অনুরোধ করাইয়া রাজা মাণিকচাঁদের নামে একখানি পত্র লিখিয়া লইল ও সূর্য্যোদয় হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া শত্রুমধ্যে নিক্ষেপ করিল। রাজা মাণিকচাঁদ হুগলীর শাসনকর্ত্তা ও নবাবের একদল বৃহৎ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। আমীর চাঁদ ইংরাজদিগের প্রাণ ও দুর্গ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। পত্রখানি তুলিয়া লওয়া হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামিল না, বেলা ২টার সময় আবার শত্রু দেখা দিল। হলওয়েল সাহেব পুনরায় আমীরচাঁদকে দিয়া দেওয়ান রায়দুর্লভের নামে আবার একখানি পত্র লিখাইয়া ফেলিয়া দিলেন, ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ ছিল।

ঐদিন অপরাহ্লে নবাব দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে আনিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। নবাবসৈন্য নগর লুঠ করিতে লাগিল। লুঠে সাধারণ সৈনিকেরা সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বড় বড় কর্ম্মচারীরা তৃপ্ত হইলেন না। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, কলিকাতায় যথেষ্ট ধনরত্ন আছে। নবাবের আগমনের পূর্ব্বে অধিবাসীরা সতর্ক হইয়া আপনাদের যাহা কিছু সম্পত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজদুর্গে বন্দী ছিলেন বলিয়া তাহা পারেন নাই। আবার তাঁহারই বাটী লুণ্ঠিত হইল। কোষাগারে নগদ ৪ লক্ষ টাকা হীরা মুক্তা জহরতাদি ও বাণিজ্য দ্রব্যাদিও যথেষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই অপহৃত হইল।

২রা জুলাই নবাব মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার দুইদিন পূর্ব্বে তিনি বন্দী ইংরাজগণের মুক্তিঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব আবাসে যাইতে অনুমতি দিলেন। উমিচাঁদ মধ্যস্থ থাকিয়া নবাবকে অনুরোধ করিয়া এই মুক্তি ও আদেশ প্রদান করান। ইংরাজগণেরও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা আবাসে ফিরিয়া গিয়া খাইবেন এরূপ একটী পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না। উমিচাঁদ দয়াপরবশ হইয়া যদিও নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, তথাপি ইংরাজ-দিগকে এই সময়ে অল্পবিস্তর অর্থ সাহায্য করিলেন।

এই ঘটনার পর ইংরাজেরা আবার একটি কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন। একজন সেনাপতি মদ খাইয়া প্রমত্তাবস্থায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেন। যথাসময়ে নবাব সংবাদ পাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে বন্দী করিবে। ইংরাজেরা এই ঘোষণা পাইয়া সকলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে ফরাসী ও দিনেমার-দিগের কুঠীতে, পরে সেখান হইতে পল্‌তায় পলায়ন করি-লেন। ইহাঁরা যাইবার সময় কেহই এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লইয়া যান নাই। সুতরাং মহাবিপদে পড়িলেন। শেষে যখন নবাবসৈন্য ইংরাজের বাণিজ্যাদি লুঠ করিয়া এবং নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর স্ত্রীর অনুরোধে কাশিমবাজারের কুঠির ওয়াট্‌স সাহেবকে মুক্তি দিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গেল, তখন এদেশের লোকেরা সাহস পাইয়া এই সকল পলাতক ইংরাজকে আহারাদি দান করিতে থাকে।

উমিচাঁদকেই এই সমস্ত বিপদের মূল কারণ স্থির করিয়া প্রেসিডেন্সীর ইংরাজেরা তাঁহারই শাস্তিবিধান করিলেন।

এদিকে যাঁহারা পল্‌তায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা মহাবিপদে পড়িয়া মিঃ ম্যানিংহামকে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি মান্দ্রাজকৌন্সিলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুরবস্থা বিবৃত করিলে তাঁহারা আডমিরাল গোফক, ওয়াট্‌সন ও কর্ণেল ক্লাইবকে বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ১৫ই অক্টোবর ক্লাইবের জাহাজ পল্‌তায় উপস্থিত হইল। ক্লাইব যে সকল চিঠিপত্র আনিয়াছিলেন, সেগুলি পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি নিজে ও ওয়াট্‌সন সাহেব উভয়ে মাণিকচাঁদকে একখানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিলেন। ক্লাইবের উপর আদেশ ছিল যে, যদি নবাব এ সকল বিষয়ের কোন প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে তিনি মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবেন। তাঁহার উপর চন্দননগর আক্রমণ করিবারও আদেশ ছিল। মাণিকচাঁদ এই সকল পত্র নবাবের নিকট পাঠাইতে ভীত হইলেন। অবশেষে ২রা জানুয়ারী কাপ্তেন কুট মাণিক-চাঁদের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার পরদিনই ওয়াট্‌সন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন এবং মিঃ ড্রেককেই গবর্ণরপদে নিযুক্ত করিলেন।

১০ জানুয়ারী (১৮৫৭) উমিচাঁদ মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ড্রেকের সহিত দেখা করিলেন। দেখা করিতে যাইবার সময় উমিচাঁদ নিজের দত্তকপুত্র দয়ালচাঁদকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মিঃ ড্রেক,

কর্ণেল ক্লাইব, আডমিরাল ওয়াট্‌সন প্রভৃতি সকলেই কাউন্সিল গৃহে বসিয়াছিলেন, উমিচাঁদ বরাবর সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিয়া অন্যান্য সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হওয়ায় ক্লাইব ভাবিলেন যে, এ সময়ে নবাবের সহিত ভাব রাখিয়া চলাই উচিত, কিন্তু নবাব কলিকাতা জয়ের সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজেরা শেঠদিগকে মধ্যস্থ মানিলেন। শেঠেরা তাঁহাদের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রণজিৎ রায়কে নবাব ও ক্লাইবের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

নবাব কলিকাতা জয় করিয়া যখন মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যান, সেই সময় উমিচাঁদ নবাবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া নবাবের একজন প্রিয়পাত্র মনু-লালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সহায়তায় নবাবের নিকট বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তাঁহার অনেকগুলি উত্তমোত্তম কুঠী থাকায় এখানে তাঁহার বিশেষ টান ছিল, সুতরাং এ সময়ে যাহাতে ইংরাজ ও নবাবের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য পুনরায় মুরশিদাবাদে গমন করিলেন।

এদিকে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে, কিন্তু ওদিকে নবাবসৈন্য ৩০এ জানুয়ারী তারিখে গঙ্গা পার হইয়া হুগলীর দিকে আসিতে লাগিল এবং এই সকল গ্রাম হইতে যাহাতে ইংরাজেরা কি সহরে কি ছাউনিতে খাদ্যাদি না পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। গ্রামবাসীরা কোন প্রকার খাদ্যাদি সহরে বিক্রয় করিতে পারিবে না, ইংরাজসৈন্যের কার্য্য করিবার জন্য কোন লোক যাইতে পারিবে না বা কেহ ভারবহনের জন্য বলদ কি ঘোড়া ভাড়া দিতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল।

ক্লাইব এই সকল ব্যাপারে পড়িয়া রণজিৎরায়কে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি নবাবকে পত্র লিখিতে বলিলেন। সুহৃদ্ভাবে পত্রের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইল না। ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে, নবাব ইংরাজদিগের প্রতিনিধির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকালে কোনরূপ আদেশপত্র আসিল না। পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে, নবাব সহরের উত্তরাংশে এদেশীয় অধিবাসীদের দ্রব্যাদি লুঠ পাট আরম্ভ করিয়াছেন।

মাইহট্টাখাদের উত্তর সীমায় উমিচাঁদের বাগানে নবাবসৈন্য আশ্রয় লইয়াছে, এই বাগান বর্ত্তমান নন্দন-বাগান নামক স্থানের নিকট ছিল। মিঃ ওয়াট্‌সন ও মিঃ ক্র্যাফটন্ ইংরাজের পক্ষ হইতে নবাবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা রায়দুর্ল্লভের সহিত দেখা করেন। ইনি ইহাদিগকে সন্দেহ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করত নবাব সমীপে যাইতে বলেন, কিন্তু ইহারা স্বীকৃত না হওয়ায় পূর্ণ দরবারে নবাবের নিকট লইয়া গেলেন। অল্পবিস্তর কথাবার্ত্তার পর যখন ইঁহারা ফিরিয়া আসিতে-ছেন, তখন উমিচাঁদ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার পরামর্শ হইয়াছে। এই ইঙ্গিতে তাঁহারা আর নবাবের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া গোপনে গোপনে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরিশেষে উমিচাঁদ ও রণজিৎরায়ের মধ্যস্থে ৯ই ফেব্রুয়ারী একটী সন্ধি হইল। নবাব সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ আডমিরাল ওয়াট্‌সন ও কর্ণেল ক্লাইবকে উমিচাঁদের দ্বারা খেলাৎ পাঠাইয়া দিলেন। এই দিনই উমিচাঁদ ইংরাজ-দিগের সহি করা সন্ধিপত্র নবাবকে আনিয়া দিলেন, ক্লাইব কিন্তু এই সময়ে নবাব যাহাতে ইংরাজদিগকে চন্দননগর আক্রমণে অনুমতি দেন, তদ্বিষয়ে ইঁহাকে চেষ্টা করিতে বলেন। মুরশিদাবাদে ওয়াট্‌স সাহেব ইংরাজদিগের পক্ষে প্রতিনিধি হইলেন। এদিকে ক্লাইব চন্দননগর সম্বন্ধে নবাবের নিকট কোনরূপ নিষেধপত্র না পাওয়ায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফরাসীদের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। ফরাসীরা ওদিকে ঠিক এই সময়ে যোগাড় করিয়া নবাবের নিকট হইতে নিষেধপত্র পাঠাইয়া দিল।

উমিচাঁদের শেষ ব্যবহারে ইংরাজেরা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেবের সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। নবাব সসৈন্যে যাইবার সময় অগ্রদ্বীপে পৌঁছিয়া শুনিলেন, ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে-ছেন, অমনি ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ টাকা ও একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং উমিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজেরা সন্ধির নিয়মাদি পালন করিতে প্রস্তুত কি না? উমিচাঁদ উত্তর দিলেন, ইংরাজের সত্যপ্রিয়তা ভুবনবিখ্যাত, মিথ্যা বলিলে ইংরাজ স্বীয় সমাজে অপদস্থ হইয়া থাকেন, কেহ তাঁহাকে আর গ্রাহ্য করে না। এই বলিয়া উমিচাঁদ কোন এক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া এ বিষয়ে শপথ করিয়া বলেন যে, ইংরাজেরা আপনা হইতে কখন সন্ধিভঙ্গ করিবে না।

সিরাজ উমিচাঁদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,

'ক্লাইবকে জানাইও দুই দিন পূর্ব্বে আমি যে সৈন্য পাঠাইয়াছি, তাহা ফরাসীদের সাহায্যের জন্য নয়।' ক্লাইব ও তদুত্তরে লিখিলেন, যে নবাবের সম্মতি ভিন্ন তাঁহারা ফরাসীদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না।

এদিকে নানা কারণে ক্লাইব দেখিলেন, চন্দননগর আক্রমণ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নবাবের নিষেধসত্ত্বেও তিনি ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিলেন। এই সময়ে উমিচাঁদ বিশেষরূপে ইংরাজদিগের স্বার্থ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নবাবের হিন্দু সেনাপতিদিগকে ইংরাজবিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা সকলেই ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নবাবের অনুমতি লইলেন।

২৩এ মার্চ্চ ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণ করিল। এই সময়েই আবার নবাব শুনিলেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য একদল পাঠানসৈন্য আসিতেছে; তাঁহার ভয়ের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি বিনীতভাবে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন সাহেবকে জানাইলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইংরাজের সহিত যেন চিরদিন মিত্রতা থাকে।

অল্পদিন মধ্যেই ইংরাজেরা শুনিলেন যে, নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর নবাবের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। ক্লাইব ওয়াট্‌স সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, এই সুযোগে মীরজাফরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করা আবশ্যক হইয়াছে।

এই সময়ে নবাবের কতকগুলি হিন্দুসভাসদ্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। উমিচাঁদও তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ওয়াট্‌স সাহেবকে সকল খবরাখবর দিতে লাগিলেন।

২৩এ এপ্রেল তারিখে উমিচাঁদ লতি নামক নবাবের একজন সেনাপতিকে আপনাদের দলে পাইলেন। ঐ ব্যক্তির নিকট উমিচাঁদ জানিতে পারিলেন যে, নবাব বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজদিগের নির্ম্মূল করিবার কল্পনা করিয়াছেন। নবাবের প্রধান প্রধান অনেক কর্ম্মচারী নবাবের শত্রুদিগের হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব নবাব পাটনা যাত্রা করিলে, ইংরাজগণ মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন, তিনিও (লতি) ইংরাজদিগকে যথোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত এই মাত্র কথা থাকিবে, মুরশিদাবাদ জয়ের পর তাঁহাকেই নবাব করিতে হইবে। এই সেনাপতির কথা উমিচাঁদ কলিকাতার ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইলেন। ক্লাইব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এদিকে ওয়াট্‌স সাহেব মীরজাফরকেও হস্তগত করিলেন। তাঁহাদের উভয়ে এই স্থির হইল যে, মুরশিদাবাদ জয়ের পর মীরজাফরই নবাব হইবেন। এই সময়ে মীরজাফর ওয়াট্‌স সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তাঁহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উমিচাঁদ ঘুণাক্ষরে না জানিতে পারে; জানিতে পারিলে হয় ত একটা বিভ্রাট ঘটাইতে পারে। ওয়াট্‌স সাহেব মীরজাফরের কথায় সম্মত হইলেও উমিচাঁদের কাছে গোপন রাখিতে পারিলেন না। উমিচাঁদ যখন জানিতে পারিলেন যে, মীরজাফরকে নবাব করা হইবে, তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার অদৃষ্টে বড় কিছু হইতেছে না। মীরজাফর নবাব হইলে ওয়াট্‌স সাহেবেরই কপাল ফিরিবে, আর তিনি যে অর্থের জন্য ধনজন সহায় সম্পত্তি হারাইলেন, তাহার পরিণাম নিষ্ফল হইবে। তিনি ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, নবাবের কোষাগারে যে টাকা আছে, তাহার শতকরা পাঁচ টাকা এবং যত হীরাজহরৎ আদি আছে তাহার এক চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে। যদি তাঁহারা অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে বলিয়া দিবেন।

উমিচাঁদের অভিসন্ধি ব্যক্ত হইবামাত্র ওয়াট্‌স সাহেব প্রভৃতি অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেব কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "তিনি রণজিৎরায়ের মুখে শুনিলেন যে উমিচাঁদ বড় ভয়ানক প্রকৃতির লোক। তাঁহার দুইটা চাতুরী জানা গিয়াছে। একবার তিনি রায়দুর্ল্লভের সাহায্যে নবাবের কোষের কতকটা মীরজাফরকে ঠকাইতে চেষ্টা পান, আর একবার নবাব ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত উমিচাঁদের হস্তে বিস্তর অর্থ প্রদান করেন, উমিচাঁদ ও রণজিৎরায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করেন। উভয়ের যোগাযোগে এই কার্য্য হইলেও উমিচাঁদ রণজিৎরায়কে অবধি ফাঁকি দেন। পাছে ইংরাজেরা জানিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, যাহাতে রণজিৎরায় ইংরাজদিগের কোন সংস্রবে থাকিতে না পায় উমিচাঁদ নবাবের দ্বারা এইরূপ আদেশও বাহির করিয়া লয়েন।" (ওয়াট্‌সের, এই কথাগুলি কতদূর সত্যাসত্য তাহার কোন প্রমাণ নাই।)

তৎপরে অপরাপর কার্য্যের সহিত মীরজাফর ও ওয়াট্‌স সাহেব উভয়ে একখানি চুক্তি বা সন্ধিপত্র স্থির করিলেন, এই পত্রে ইংরাজেরা ১ কোটি, হিন্দুরা ৩০ লক্ষ, আর্ম্মেনিয়গণ ১০ লক্ষ এবং উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা পাইবে এইরূপ লেখা থাকে। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই পত্র ছাড়ছুড় করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিলেন, হিন্দু-

দের কপালে ৩০ লক্ষ স্থানে ২০ লক্ষ, আর্মেনিয়ানদের ১০ লক্ষ স্থানে ৭ লক্ষ, এ ছাড়া সৈন্যদিগকে সাড়ে বাইশ লক্ষ এবং অপরাপর অনুচরবর্গকেও ঐ পরিমাণে টাকা দেওয়া ধার্য্য হইল। কেবল উমিচাঁদের নামে শূন্য পড়িল। ক্লাইব প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিলেন, উমিচাঁদ যেরূপ ধূর্ত্ত, তাঁহার সহিতও সেইরূপ চাতুরী না করিলে চলিতেছে না। সে যেমন আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতে চায়, তাহার দোষের প্রতিফলস্বরূপ চাতুরী দ্বারা তাহাকেই ঠকাইতে হইবে।

এই সময়ে দুইখানি পত্র স্থির হইল। একখানি সাদা কাগজের পত্রে মীরজাফরের সহিত তাহাদিগের যে যে টাকাকড়ি চুক্তি হইল, তাহাই রহিল; ঐ পত্রে আড্‌মিরাল্ ওয়াট্‌সন্ ও কমিটির সভ্যেরা সহি করিলেন। অপর একখানি পত্র লাল কাগজে উমিচাঁদকে ঠকাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। শেষোক্ত পত্রে ওয়াট্‌সন্ সাহেব অথবা কমিটির সভ্যগণ সহি করিলেন না। এই পত্রে ক্লাইব সহি করিলেন, পরে পাছে ওয়াট্‌সনের সহি না দেখিয়া যদি উমিচাঁদ গ্রহণ না করে, এজন্য ক্লাইব লুসিংটন নামক একজন কর্ম্মচারিদ্বারা ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিলেন। হতভাগ্য উমিচাঁদ ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইবের সহি দেখিয়া ঐ লাল কাগজ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। নবাবও তাহার আভাস পাইলেন। নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইংরাজেরা স্ক্রাফ্‌টন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে নবাব জানিতে পারিলেন যে, ইংরাজেরা চিরকালই তাঁহার মিত্র থাকিবে, ইংরাজ হইতে তাঁহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ভীরু সিরাজ ইংরাজদিগের মিষ্ট বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন।

এই সঙ্কটকালে উমিচাঁদও স্থির ছিলেন না, তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগকে বিশ্বাস নাই, তাহারা অনায়াসেই তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারে। তিনি কৌশল করিয়া নবাবকে জানাইলেন যে ফরাসী ও ইংরাজগণ একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে শীঘ্রই অস্ত্র ধারণ করিবে। এই ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য (যে টাকা কলিকাতা লুটের সময় তাঁহার বাটী লুট করিয়া নবাবের সৈন্যগণ লইয়া আসে) মোট ৪ লক্ষ টাকা এবং ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজাকে তিনি যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ধার দেন, সেই টাকা আদায়ের হুকুম বাহির করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেব উমিচাঁদের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন, উমিচাঁদ কখন কি ফ্যাঁসাদ ঘটায়, এই ভয়ে ওয়াট্‌স স্ক্রাফ্‌টন উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এখন উমিচাঁদকে মুরশিদাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করাই আবশ্যক। স্ক্রাফ্‌টন উমিচাঁদকে গিয়া জানাইলেন যে, এই সময়ে তাঁহার মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ এখানে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ওয়াট্‌স সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া অনায়াসেই পলাইতে পারিবেন, কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারিবেন না। এই জন্য তাঁহার অনুরোধ, তাঁহার সহিত অবিলম্বে উমিচাঁদকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কিন্তু তখনও উমিচাঁদ নবাবের কোষাগার হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা হস্তগত করিতে পারেন নাই। তিনি স্ক্রাফ্‌টনকেও এই কথা জানাইলেন। তখন স্ক্রাফ্‌টন উমিচাঁদকে হাতে রাখিবার জন্য আশা দিয়া বলিলেন যে, ঐ সমস্ত টাকা না পাইলে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, নূতন বন্দোবস্ত হইলেই ইংরাজেরা তাঁহাকে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ করিবেন ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া উমিচাঁদকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিল।

যথা সময়ে পলাশী সমরক্ষেত্রে সিরাজের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইল। ইংরাজেরা বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। উমিচাঁদও ভাবিলেন, এইবার বুঝি তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি অচিরে ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইবেন, একি কম আহ্লাদের কথা! উমিচাঁদ ক্লাইবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব বলিয়া ঘোষিত হইল। এখন ক্লাইব 'প্রকৃত' সন্ধিপত্রানুসারে সকল বিষয় নিষ্পত্তি করিবার কথা উত্থাপন করিলেন। মীরজাফরের ভবনে সভা হইল। ক্লাইব, ওয়াট্‌স, স্ক্রাফ্‌টন, মীরণ, রায়দুর্ল্লভ ও উমিচাঁদ সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, কিন্তু উমিচাঁদকে কিছু দূরে বসিতে দেওয়া হইল।

সাদা কাগজের সন্ধিপত্রানুসারে একে একে সকল বিষয় মিটিল। এইবার উমিচাঁদের পালা। উমিচাঁদের অন্তরে কতই সুখস্বপ্ন উদিত হইতেছিল! সকলেই ভাবিতেছিলেন, এখন কিরূপে উমিচাঁদকে ঠকাইবেন। চতুর প্রকৃতি স্ক্রাফ্‌টন সাহেব অবিলম্বে অম্লানবদনে হিন্দিভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "আমীরচাঁদ! লাল কাগজ ফেরেব, আপকো কুচ নাহি মিলেগা।" উমিচাঁদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি যখন শুনিলেন লাল কাগজ জাল—তাঁহার লাভের আশায় ছাই পড়িয়াছে—তখন তিনি নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। যদি সেই

সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে না ধরিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ভূমিতে পতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইতেন। তাঁহার ভৃত্যগণ অতি কষ্টে তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাটীতে আনিলেন। বাটীতে আসিয়া ঘণ্টাখানেক নিস্পন্দভাবে ছিলেন, তৎপরে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সেই অবধি তাহার মন বড়ই খারাপ হইল। তিনি যাহাদের জন্য ধন, জন, সহায়, সম্পত্তি সকলই হারাইয়াছেন, তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল না, তাহারাই তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিব! এ আক্ষেপ এ জীবনে আর গেল না! তৎপরে যখন আবার ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেবারও ক্লাইব অম্লানবদনে বলিয়াছিলেন, "আমীরচাঁদ! তোমার মন খারাপ হইয়াছে, তুমি এখন তীর্থযাত্রায় গমন কর।" তখনও হতভাগ্য উমিচাঁদ ক্লাইবের কথায় তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। ভ্রমণকালে মালদহের নিকট এককালে জ্ঞান হারাইলেন। এই সময়ে কখন তিনি রাজা উজীর সাজিতেন, কখন বা হা হুতাশ করিয়া কাঁদিতেন। কখন যে কি করিতেন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। এই ঘটনার দেড় বর্ষ পরে ৫ই ডিসেম্বর ১৭৫৮ খৃঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উমিচাঁদ বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচিত। তাঁহার বৃহৎ দাড়ি ছিল। এখনও বঙ্গবাসিগণ তাঁহার দাড়ির তুলনা দিয়া থাকেন। যথা

"আমীরচাঁদের দাড়ি, বনমালী সরকারের ছড়ি।
গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী, জগৎশেঠের কড়ি॥"

উমেদার (পারস্য উম্মেদ্‌বার শব্দের অপভ্রংশ) আকাঙ্ক্ষী। প্রত্যাশাকারী, উপকারের যে প্রত্যাশা করে।

উম্‌দৎ উল্ উম্‌রা, কর্ণাটকের নবাব মুহম্মদআলী খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, কর্ণাটকের শাসনভার ইংরাজেরা লইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী আলীহোসেন ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। উম্‌দতের ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমুদ্দৌলা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় ইংরাজেরা তাঁহাকেই তথাকার নবাব করিলেন।

উম্‌দা (আরব্য) সম্পত্তিশালী, ধনী।

উম্‌রা (আরব্য) ধনী, বড়মানুষ।

উম্মেদ্ (পারস্য) আশাকর।

উম্বর (পুং) উম্-বৃ-অচ্। ১ দেহলী, চৌকাটের উপরের কাঠ। (গৃহাবগ্রহণী দেহল্যম্বরোদুম্বরোম্বুরাঃ। হেম ৪। ৭৫।) ২ গন্ধর্ব্ব বিশেষ। (হরিবংশ ১২৮ অধ্যায়)

উম্বর গাঁ, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত থান জেলার বন্দর। অক্ষাং ২০°১১´৫৫´´ উঃ, দেশা ৭২°৪১´৪০´´ পূঃ। বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে এই স্থান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

উম্বী (স্ত্রী) উম্-বা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তৃণাগ্নি দ্বারা পোড়ান। অর্দ্ধপক যবগোধূমমঞ্জরী।

"মঞ্জরী ত্বর্দ্ধপকা যা যবগোধূময়োর্ভবেৎ।
তৃণানলেন সম্প্লুষ্টা বুধৈরুম্বীতি সা স্মৃতা॥" ভাবপ্রকাশ।

বৈদ্যকের মতে, ইহার গুণ—কফকর, বলকর, লঘু; পিত্ত ও বাতনাশক।

উম্য (ক্লী) উমায়া অতস্যা উমা-(বিভাষাতিলমাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪)) ইতি যৎ। ঔমীন। অতসী বা হরিদ্রার ক্ষেত্র। (ঔমীনমুম্যং। হেম ৪।১৩)

উম্লোচা (স্ত্রী) অপ্সরাবিশেষ।

উর্, সৌত্রধাতু (পর° সক° সেট্,) গতি, গমন করা। ওরতি, ঔরীৎ।

উর (পুং) উর-ক। মেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মেষী। ("অত্রা-বিনেমিরেষামুরাম্।" ঋক্ ৮।৩৪।৩। *। উরাং মেষীম্। সায়ণ) (ত্রি) গমনকারী।

উরঃ [স্] (ক্লী) ঋ (অর্ত্তেরুচ্চ। উণ্ ৪। ১৯৪) ইতি অসুন্ কিচ্চ। ১ বক্ষঃ। বক্ষঃস্থল, হৃদয়।

("স্বয়ং দাস উরো অংসাবপি।" ঋক্ ১।১৫৮।৫।) (ত্রি) ২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। (উরস্ বক্ষসি চ শ্রেষ্ঠে। মেদিনী।)

উরঃসূত্রিকা (স্ত্রী) উরসঃ সূত্রমিব কন্। টাপ্ অত ইত্বং। মুক্তাহার। (অমর)

উরগ (পুং) উরসা গচ্ছতীতি উরস্-গম-ড (উরসো লোপশ্চ। পা ৩।২।৪৮ বার্ত্তিক।) ইতি সলোপঃ। ১ সর্প। (রঘু ১।২৮) ২ সীসক। ৩ অশ্লেষানক্ষত্র।

(উরগবিধিশতাখ্যা শর্ব্বরীনাথবারে।" জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

উরগভূষণ (পুং) মহাদেব।

উরগস্থান (ক্লী) উরগাণাং সর্পাণাম্ স্থানম্। পাতাল।

উরগাশন (পুং) উরগান্ সর্পান্ অশ্নাতি উরগ-অশ-ল্যু। ১ সর্পভক্ষক গরুড়। ২ ময়ূর।

উরঙ্গ (পুং) উরসা গচ্ছতি উরস্-গম-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ। সর্প। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উরঙ্গী।

উরঙ্গম (পুং) উরস্-গম-খচ্। সর্প।

উরণ (পুং) ঋ-(অর্ত্তেঃ ক্যুকুশ্চ। উণ্ ৫। ১৭) ইতি ক্যচ্ ধাতোরুচ্চ রপরঃ। ১ মেষ। (হরিবংশ ২৬।২৯) ২ মেষ। (উরণোমেষমেষয়োঃ। উণাদিকোষ ১৮৪) ৩ দদ্রুঘ্ন বৃক্ষ, চাকুন্দ গাছ। [এড়গ দেখ।] ৪ বেদোক্ত অসুর বিশেষ। (ঋক্ ২।১৪।৪)

উরণ, থান জেলার একটি নগর, বোম্বাই নগরের প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং করঞ্জদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°৫২'৪০" উঃ, দেশা° ৭২°৫৯' পূঃ। লোকসংখ্যা দশহাজারের অধিক। এখানে অনেক ধনী লোকের বাস। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ডাকঘর, মন্দির, গির্জ্জা ও মস্‌জিদ প্রভৃতি আছে।

উরণাক্ষ (পুং) উরণস্য মেষস্যাক্ষীব পুষ্পং যস্য। চাকুন্দ গাছ।

উরণাক্ষক (পুং) উরণাক্ষ-স্বার্থে কন্। দক্রঘ্ন বৃক্ষ।

উরভ্র (পুং স্ত্রী) উরু-উৎকটং ভ্রমতি ভ্রম (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। রা°) ইতি ড পৃষোদ°। ১ মেষ। (হেম ৪। ৩৪১) ২ বিষধর কীটবিশেষ। (সুশ্রুত) তস্যেদম্ অণ্=ঔরভ্র।

উরভ্রসারিবা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত কীট বিশেষ। [কীট দেখ।]

উররী (অব্য) উর-বাহুলকাৎ অরীক্। ১ অঙ্গীকার স্বীকার। ২ বিস্তার।

উররীকার (পুং) উররী-কৃ-ঘঞ্। অঙ্গীকার।

উরল (ত্রি) উর-বাহুলকাৎ কলচ্। গতিযুক্ত।

উরল্য (ত্রি) উরল-(বলাদিভ্যো যঃ। পা) ইতি যঃ। উরলসন্নিহিত (দেশাদি) (পুং) অসভ্য জাতি বিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী থোধবল্য গিরিমালায় ইহাদের বাস। এই জাতি এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া শিকার করিতে বড় ভালবাসে, শিকারকালে তাহাদের সঙ্গে পালিত কুকুর এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকে। তাহারা মহিষকে বড় ঘৃণা করে; মহিষ দেখিলেই দূরে সরিয়া যায়। কেহ যদি মহিষকে স্পর্শ করে, তবে তাহার জাতি যায়, অথবা এই জাতির দণ্ডানুসারে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অপর যে জাতি মহিষ স্পর্শ করে, তাহারা এই জাতির নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য। ইহাদের পিতামাতাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। পিতামাতা যাহা আদেশ করে, সন্তানকে প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিতে হয়। ইহারা স্বভাবতঃ লাজুক ও নম্রপ্রকৃতি। অপর জাতির সহিত কিছুতে মিশিতে চায় না।

উরশ (পুং) ১ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। পাণিনি তিকাদি, ভর্গাদি ও বরণাদিগণে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। মৎস্য (১২০। ৪৬) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৪৫ অঃ) এই জনপদ এবং এতন্নিবাসিগণ 'ঔরশ' নামে উক্ত হইয়াছে। বামনপুরাণের মতে উর্দ্ধশ (১৩। ৪১), এবং মার্কণ্ডেয় ও বায়ুপুরাণে এই শব্দ ভ্রষ্ট হইয়া ঔষধ, 'ঔপগ' বা 'ঔতংশ' ইত্যাদি নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই স্থান মহাভারতোক্ত 'উরগ' দেশ বলিয়া অনুমিত হয়। অর্জ্জুন অভিসার দেশে গমন করিলে তন্নিকটস্থ উগরদেশের রাজা আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। (ভারত সভা ২৬ অঃ)

এই জনপদই রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত 'উরসা' নামক স্থান। এই স্থানে কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্ম্মা নিহত হন। (রাজতরঙ্গিণী ৫০। ২২১)।

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভূবেত্তা টলেমি এই স্থান বর্শ (Varsa Regio) দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy, Geog. vii 1. 45) [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে ঔরশ দেখ।] চীনেরা এই স্থানকে উ-ল-শী বলিত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এই রাজ্য ২০০ লি (প্রায় সাড়েতিন শত মাইল) বিস্তৃত ছিল। ইহার প্রধান নগরটি এক মাইলের অধিক। তৎকালে এই স্থান কাশ্মীররাজ্যের অধীনে ছিল। হিউএন্ সিয়াং রাজধানী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অশোকনির্ম্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়া যান। ঐ স্তূপের নিকট মহাযানমতাবলম্বী কয়েকজন বৌদ্ধ বাস করিত। এই জনপদের বর্ত্তমান নাম 'রশ', উহা মুজাফরাবাদের পশ্চিমে। এই প্রদেশের প্রধান নগর মানসের, নৌসহর, কৃষ্ণগঞ্জ বা হরিপুর।

ইহার অধিবাসিগণ অতিশয় বলশালী ও দুর্দ্দান্ত। এখানকার জলবায়ু মনোরম।

উরশ্ছদ (পুং) উরো ছাদ্যতে অনেন উরস্-ছদ-ণিচ্-ঘ। কবচ।

উরসিজ (পুং) উরসি বক্ষঃস্থলে জায়তে উরস্-জন-ড। স্ত্রীলোকের স্তন, মাই।

উরসিল (ত্রি) উরস্-(লোমাদি-পামাদি-পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০) ইতি ইলচ্। যাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত।

উরস্কট (পুং) উরঃ কট্যতে আব্রিয়তে অনেন উরস্-কট-ক। বালকের যজ্ঞোপবীতবিশেষ, বুকবাছাড়।

উরস্তঃ [স্] (অব্য) উরসৈকাদিক্-(উরসো যচ্চ। পা ৪। ৩। ১১৪।) ইতি তসি। হৃদয়জাত (পুত্রাদি।)

উরস্ত্র (ক্লী) উরস্ত্রায়তে ত্রৈ-ক। বক্ষোরক্ষক, কবচ।

উরস্ত্রাণ (ক্লী) উরস্ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্। কবচ। (হারা°)

উরস্য (ত্রি) উরসা নির্ম্মিতঃ উরস্-যৎ (উরসো যচ্চ। পা ৪। ৩। ১১৪) ১ হৃদয়জাত। ২ উরস্-(উরসোঽণ্ চ। পা ৪। ৫। ৯৪) ইতি অণ্। ঔরসজাত। (স্বজাতে ত্বৌরসৌরস্যৌ। হেম ৩। ২১৪) ৩ উরস-য (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৪। ৩। ১০৩।) ইতি যঃ। হৃদয়যোগ্য।

উরস্বান্ [ৎ] (ত্রি) উরস্-মতুপ্, মস্য বঃ। উরসিল, যাহার বক্ষঃ প্রশস্ত। (স্যাদুরস্বানুরসিলঃ। হেম ৩। ৪৫৬)

উরা (স্ত্রী) উরণ, মেষ। (ঋক্ ৮।৩৪।৩)

উরানুঘাই (দেশজ) বৃথা ওজর।

উরাহ (পুং) ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কৃষ্ণজঙ্ঘাবিশিষ্ট অশ্ব।
(উরাহস্তু মনাক্ পাণ্ডুঃ কৃষ্ণজঙ্ঘো ভবেৎ যদি। হেম ৪।৩০৬।)

উরী (অব্য) উর গতৌ বাহুলকাৎ ঈক্। ১ অঙ্গীকার। ২ বিস্তার।

উরীকৃত (ত্রি) উরী-কৃ-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। ২ বিস্তৃত।

উরু (ত্রি) উর্ণু-কু (উর্ণোতের্নুর্লোপশ্চ। উণ্ ১।৩১। ইতি কু নুলোপশ্চ ততঃ মহতি হ্রস্বশ্চ। পা ৪।১।৩২। ইতি হ্রস্বঃ।) ১ মহান্, বড্ড, বড়। ২ বহুল। বিস্তীর্ণ, (পৃথুরুপৃথুলং বৃঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ। হেম ৬।৬৬)

উরুকাল (পুং) উরুর্মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পরিণামেঽস্য। মহাকাল, মাকাল ফলের গাছ। [মাকাল দেখ।]

উরুকালক (পুং) উরুকাল-স্বার্থে কন্। মহাকাললতা।

উরুক্রম (ত্রি) ১ পাদবিক্ষেপযুক্ত। (পুং) ২ বামনরূপী বিষ্ণু। (শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ঋক্ ১।৯০।৯।*। 'যস্য বিষ্ণোরুরুষু বিস্তীর্ণেষু ত্রিসংখ্যকেষু ভূতজাতান্যাশ্রিত্য নিবসন্তি স বিষ্ণুঃ স্তূয়তে।' ১।১৫২।২ ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ। ৩ ঋষভদেব। ("অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।" ভাগবত ১।৩।১৩।)

উরুক্ষয় (পুং) ভরদ্বাজবংশীয় মহাবীর্য্য রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু ৪।১৯।১০।)

উরুক্ষেপ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ, বৃহৎক্ষণের পুত্র। (বিষ্ণুপু ৪।২২।২)

উরুগায় (ত্রি) উরু-গৈ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ সর্ব্বত্র গেয়, বহুদেশে স্তুত। যাহার মহিমা বহুলোকে গান করে (ঈশ্বর) ("শ্রীণৈ্যক উরুগায়ো বি চক্রে। ঋক্ ৮।২৯।৭।*। উরুভির্বহুগাতব্যঃ বহুষু দেশেষু গন্তা বহুকীর্ত্তির্বা। সায়ণ।) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভাগবত ২।৩।২০) ৩ বিস্তীর্ণা গতি। (কঠোপনিষৎ ২।১১) ৪ বহুকীর্ত্তন। (শতপথ ব্রা ১।১। ২।১৪)

উরুগূলা (স্ত্রী) সর্পবিশেষ। (অথর্ব্ব ৫।১৩।৮)

উরুচক্ষু [স্] (ত্রি) ১ মহাদর্শন, ভাল করিয়া দেখা। (ঋক্ ৮।১০১।২) (পুং) ২ সূর্য্য।

উরুজ্মন্ (ত্রি) বহুভূমিযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।৪।৩।)

উরুজ্রয়ঃ [স্] (ত্রি) উরু-জ্রি-করণে অসুন্। বহুবেগযুক্ত। ("উরুজ্রয়সমিন্দুভিঃ।" ঋক্ ৮।৬।২৭।)

উরুজ্রি (ত্রি) বহুবেগবান্। ('উরুজ্রয় প্রভূতগমনাঃ।' ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৭।৩৯।৩)

উরুঞ্জিরা (স্ত্রী) বিপাশা নদীর প্রাচীন নাম। (যাস্ক-নিরুক্ত ৯।২৩)

উরুণ্ড (পুং) ১ বেদোক্ত উপদ্রবকারী অসুরবিশেষ। (অথর্ব্ব ৮।৬।১৫।) ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ব্যক্তি বিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)।

উরুতা (স্ত্রী) ১ বহুতা। ২ বিস্তার।

উরুধার (ত্রি) বহুবেগে নিঃসৃত। (শাঙ্খায়নগৃহ্য ৪।১১।১)

উরুবিল (ত্রি) উরু বৃহৎ বিলমস্য। বৃহচ্ছিদ্রযুক্তপাত্র।

উরুব্জ (ত্রি) বহুজলজনক। (ঋক্ ১।৭৭।৪)

উরুমুণ্ড (পুং) মথুরাপ্রদেশের অন্তর্গত একটি পাহাড়। (বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৭১ অঃ।)

উরুয়া (দেশজ) একজাতীয় মৎস্য (Silurus acutus.)

উরুরী (অব্য) ১ উররী, অঙ্গীকার। ২ বিস্তার।

উরুলোক (স্ত্রী) ১ অন্তরিক্ষ। ("মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু।" ঋক্ ১৯।১২৮।২) ২ শ্রেষ্ঠলোক।

উরুবু (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ (সুশ্রুত)। স্বার্থে কন্—উরুবুক।

উরুবুক (পুং) উরুং বায়তি (উলূকাদয়শ্চ। উণ্) ইতি উকঃ। রক্তেরণ্ড, লালভেরাণ্ডা গাছ। (বৈদ্যক)

উরুবিল্বা (স্ত্রী) নৈরঞ্জন নদীতীরবর্ত্তী একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। বুদ্ধদেব সংসার পরিত্যাগের পর এই স্থানেই প্রথমে আস্ফানক ধ্যানে বসিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান নাম বুদ্ধগয়া।

উরুব্যচাঃ [স্] (পুং) উরু-ব্যচ-অস্। ১ রাক্ষস। (ত্রি) অতিব্যাপক, বিস্তীর্ণ। (ঋক্ ৩।৫০।১)।*। "ব্যচে কুটাদিত্বমনসি। অনসীতি কিম্। উরুব্যচ।" কাশিকা ১।২।১।

উরুষা (ত্রি) উরু-সন্-বিট্, ঙা বেদে যত্বম্। মহাদাতা, বহুদানকারী। (ঋক্ ৫।৪৪।৬)

উরুষ্যা (স্ত্রী) রক্ষণেচ্ছা। (উরুষ্যা রক্ষণেচ্ছয়া। ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৬।৪৪।৭।)

উরূচী (স্ত্রী) অতিব্যাপিকা স্ত্রী। (ঋগ্বেদ)

উরূণাঃ [স্] (ত্রি) দীর্ঘনাসাযুক্ত। (ঋক্ ১০।১৪।১২)

উরোজ (পুং) উরস্-জন-ড। কুচ, পয়োধর, স্ত্রীলোকের স্তন। (স্তনৌ কুচৌ পয়োধরৌ, উরোজৌ চ। হেম ৩। ২৬৭।) [স্তন দেখ।]

উরোভূষণ (ক্লী) উরো ভূষ্যতে অনেন ভূষ-ল্যুট্। হার, বক্ষের অলঙ্কার।

উরোবৃহতী (স্ত্রী) যাস্কমতে দ্বিতীয় চরণের জাগতাত্মক বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

উরোহস্ত (ক্লী) বাহুযুদ্ধ বিশেষ।
("উরোহস্তং ততশ্চক্রে পূর্ণকুম্ভৌ প্রযুজ্য তৌ।"
ভারত সভা ২২ অঃ) [বাহুযুদ্ধ দেখ।]

উর্ণনাভ (পুং) উর্ণা সূত্রং নাভৌ গর্ভে যস্য সমাসে হ্রস্বঃ। উর্ণনাভ, মর্কটক, মাকড়সা। [উর্ণনাভ দেখ।]

উর্ণা (স্ত্রী) উর্ণু-ড ততঃ টাপ্ হ্রস্বঃ। ১ মেষাদিলোম। ২ ললাটের লোমসমূহাত্মক চিহ্নবিশেষ [উর্ণা দেখ।]

উর্দ (ধাতু) সক°। ১ দান করা। ২ আস্বাদ করা। অক° ভ্বাদি° আত্ম° সেট্। ক্রীড়া করা।

উর্দ্র (পুং) উর্দ রক্। জলবিড়াল, উদ্বিড়াল। [উদ্বিড়াল দেখ।]

উর্ব্ব (ধাতু) ভ্বাদি° পর° সক° সেট্। হিংসা করা। উর্ব্বতি।

উর্ব্বট (পুং) উরু-অট্-অচ্। বৎসর।

উর্ব্বরা (স্ত্রী) ঋ-অচ্-টাপ্ বা উর্ব্ব-রা ক্বিপ্। ১ শস্যশালি-ভূমি। ২ ভূমিমাত্র।

(উর্ব্বরা তু ভূমাত্রে স্যাৎ সর্ব্বশস্যাঢ্যভূব্যপি। হেম°অনে ৩৫২৫)

৩ অপ্সরোবিশেষ। (ত্রি) ৪ অধিক।

উর্ব্বরাসা (ত্রি) উর্ব্বরাং ভূমিং সনোতি সন-বিট-ঙা। ভূমিবিভাগকারী (পুত্রাদি)। (ঋক্ ৪। ৩৮। ১)

উর্ব্বর্য্য (ত্রি) উর্ব্বরায়াং ভবঃ যৎ। শস্যশালিভূমিজাত। ("নমঃ উর্ব্বর্য্যায় খল্যায়।" শুক্লযজুঃ ১৬। ১৩)

উর্ব্বশী (স্ত্রী) উরূন্ মহতোঽপি অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বশী-করোতি। উরু-অশ-ক স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্বনামখ্যাত স্বর্গবেশ্যা। নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া সম্ভূত হইয়াছিল, এই জন্য উর্ব্বশী নাম হয়।

(উর্ব্বশী তু হরেঃ সব্যমূরুং ভিত্ত্বা বিনির্গতা। ব্যাড়ি।)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপোনিরত হন। ইন্দ্র ভাবিলেন বুঝি আমারই ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য নর ও নারায়ণ এরূপ ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন। তখন তিনি নর-নারায়ণের তপোবিঘ্নের জন্য কামদেব ও অপ্সরোগণকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলে নরনারায়ণ তাঁহাদের কার্য্যকলাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। কাম প্রভৃতি সমাগত দেবগণ তাঁহার অলৌকিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুতদর্শন সমলঙ্কৃত রমণীমূর্ত্তি দর্শন করাই-লেন। তাহাদের রূপসৌন্দর্য্যে দেবগণ শ্রীহীন হইল। তখন নরনারায়ণ সেই রমণীগণের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে দেবতাগণ উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

বেদের মতে, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হয়।

বৃহদ্দেবতার মতে, মিত্রাবরুণ যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দর্শন করিলে বাসতীবর যজ্ঞে তাঁহাদের রেতঃ স্খলন হয়, তাহাতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণের মতে—

"কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে ঘোরতর তপস্যা করেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন করিবার জন্য অপ্সরোগণের সহিত কাম ও বসন্তকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অপ্সরোগণ বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গে সমর্থ হইল না। তখন কামদেব আপনার উরু হইতে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। উর্ব্বশীই কেবল বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গে সমর্থ হইলেন। তাহাতে ইন্দ্র উর্ব্বশীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎপরে মিত্র ও বরুণ উর্ব্বশীকে কামনা করিলেন। উর্ব্বশী তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে মিত্র ও বরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন। সেই শাপে তিনি মনুষ্যভোগ্যা হইলেন।"

হরিবংশের মতে,—উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হন। তিনি মহারাজ পুরূরবার নিকট আসিয়া তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করেন এবং এই কয়েক কথা বলেন— "যতদিন না আপনাকে নগ্ন দেখিব, যতদিন না অকামা-পত্নীতে রত হইবেন, যতকাল পর্য্যন্ত আপনি একসন্ধ্যা ঘৃত-মাত্র আহার করিবেন, যতদিন দুইটি মেষ আমার শয্যা-সমীপে বদ্ধ থাকিবে; ততদিন আমি ভার্য্যাভাবে আপনার গৃহে বাস করিব। ইহার অন্যথা হইলে আমার শাপ-মোচন হইবে, আমিও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইব।" রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া উর্ব্বশীর সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৫৯ বৎসর গত হইল।

এদিকে গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীর জন্য সকলেই চিন্তান্বিত; কিরূপে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইবেন, কিরূপে পুনরায় স্বর্গে আসিবেন, গন্ধর্ব্বেরা তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশী আপনার মেষ দুইটিকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। একদা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব প্রয়াগে গমন করিয়া রাত্রিকালে উর্ব্বশীর পালিত দুইটি মেষ অপহরণ করিল। উর্ব্বশী আপন পুত্রতুল্য মেষ দুইটিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন। তখন রাজা নগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী পুনঃ পুনঃ মেষের কথা বলায়, রাজা সেই উলঙ্গাবস্থায় গন্ধর্ব্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। উর্ব্বশী রাজাকে উলঙ্গ দেখিয়া

তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরা মেষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রাজা মেষ দুইটিকে পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তথায় উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দোষেই তিনি হৃদয়-হারিণী উর্ব্বশীকে হারাইয়াছেন। * * পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মে, আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু এবং শতায়ু।" (হরিবংশ ২৬ অঃ) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (ঋক্ ১০। ৯৫) উর্ব্বশী ও পুরূরবার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, ও পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন।

কালিদাস উর্ব্বশী ও পুরূরবার উপাখ্যানভাগ লইয়া 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামে একখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন।

উর্ব্বশীতীর্থ (ক্লী) মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ। সোমাশ্রম। (ভারত বন ৮৪ অঃ।)

উর্ব্বশীরমণ (পুং) উর্ব্বশীং রময়তে রম-ল্যু ৬ তৎ। চন্দ্রবংশসম্ভূত বুধপুত্র পুরূরবা।

উর্ব্বারু (পুং) উরু ঋ-উণ্। ইর্ব্বারু, কাঁকুড়।

উর্ব্বী (স্ত্রী) উর্ণুঞ্-(মহতি হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১। ৩২।) ইতি কু নলোপো হ্রস্বশ্চ। গুণবচনাদিতি ঙীষ্। পৃথিবী। ("অনন্যশাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব।" রঘু ১।৩০।)

উর্ব্বীধর (পুং) উর্ব্বীং ধরতি ধৃ-অচ্। পর্ব্বত।

উর্ব্বীভৃৎ (পুং) উর্ব্বী-ভৃ-ক্বিপ তুক্। ১ পর্ব্বত। ২ রাজা।

উর্ব্বীরুহ (পুং) উর্ব্ব্যাং রোহতি রুহ ক ৭ তৎ। বৃক্ষ।

উল (সৌত্র ধাতু) পর° সক° সেট্। দাহ করা।

উল (পুং) উল-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক। মৃগবিশেষ।

(শুক্লযজুঃ ২৪।৩১)

উলঙ্গ (দেশজ) ১ বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন। ২ আবরণহীন।

উলপ (পুং) বলতে বল-(বিটপপিষ্টপবিশিপোলপাঃ। উণ্ ৩। ১৪৫।) ইতি কপঃ সম্প্রসারণম্। ১ বিস্তীর্ণলতা। (প্রতানিন্যাং গুল্মিন্যুলপবী রুধঃ। হেম ৪।১৮৪।) ২ কোমল তৃণ। (উলপঃ কোমলং তৃণম্। উজ্জ্বলদত্ত।) উলুখড়।

উলপ্য (পুং) রুদ্রবিশেষ। (শুক্লযজুঃ ১৬।৪৫।)

উলা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম বা একটি নগর। প্রবাদ আছে, উলুবনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ চর আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হওয়াতেই গ্রামের নাম উলা হয়। জেলার সদরকাছারি নিজ কৃষ্ণনগর হইতে ন্যূনাধিক আট ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চূর্ণী নদীর উপরে স্থিত ও কলিকাতা হইতে প্রায় চাব্বিশ ক্রোশ উত্তর। নগরটি নিতান্ত নদী-তীরস্থ নহে, নদী হইতে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান হইবে। ইহাতে ছোট বড় চারিটি বাজার আছে এবং বহুতর ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বাস, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি অপরাপর ভদ্র জাতিও বিস্তর আছে।

পূর্ব্বে উলার জলবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু এক্ষণে যারপরনাই অস্বাস্থ্যকর ও অনিষ্টজনক হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী বহুতর গ্রাম নগর ও পল্লী, যে মেলিরিয়া নামক জ্বরে প্রায় লোকশূন্য, হতশ্রী ও ধ্বংসপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; ১২৬১ কি ৬২ সালে ঐ জ্বর প্রথমতঃ উলাতে প্রকাশ পায়, এবং ক্রমাগত পাঁচ সাত বৎসর উপর্য্যুপরি সতেজে বিচরণ করিয়া, নগরবিশেষ উলাকে, শ্মশান সমান ও অরণ্যতুল্য করিয়া ফেলে। এরূপ মড়ক হইতে কেহ কখন দেখেন নাই বলিয়া সকলেই ঘোষণা করিয়া থাকে। কোন কোন বাড়ীতে একটি দিবারাত্রির মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছে, কোন কোন পল্লীতে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর প্রকোপ দর্শন করিয়া, ডাক্তার বৈদ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়াছে। এই যাহাকে দেখা গেল আর সে নাই, এই যে ব্যক্তি একজনের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইল, তখনি আর একজন সেই ব্যক্তির অন্তিম দশা দেখিতে চলিল, এই যে একজনকে দাহ করিয়া আসিল, তখনি আর একজন তাহাকে দাহ করিতে চলিল। ক্রমাগত করাল কাল যখন এইরূপে বাহু প্রসারিত করিয়া বিস্তার বদনে নরাস্থি চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন লোকের যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হওয়া দূরে থাকুক, কোন কোন লোকের মৃতদেহ জীবনাবসান-স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবারও আর উপায় রহিল না, যেখানকার দেহ সেইখানে থাকিয়াই ক্রমে শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হইতে লাগিল। দেশের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অবশিষ্ট অধিবাসীরা কে কোথায় প্রস্থান করিল তাহার স্থিরতা রহিল না, ক্রমে জনাকীর্ণ 'বীরনগর' স্বয়ং শ্মশানবৎ হইয়া পড়িল। যদিচ এক্ষণে উলাতে আর মারীভয়ের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই; কিন্তু নগরটি একবারে উৎসন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন অরণ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বৃক্ষ ভস্মীভূত হইলে দাবানল আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হয়, উলারও ঠিক সেই দশা হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর মারীভয়ের পূর্ব্বে যে উলাতে কোন ভোজকার্য্যে এক পংক্তিতে ন্যূনাধিক চারি পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ একত্র ভোজন করিয়াছে, সেই গ্রামে এক্ষণ কোন সাধারণ ভোজ বা জলপানে পাঁচশত ব্রাহ্মণেরও সমাগম হওয়া কঠিন। এই দুর্দান্ত জ্বর ক্রমে বাঙ্গালায় বহুতর স্থান ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল

এবং প্রায় উলার ন্যায় শ্রীহীন করিয়া ফেলিল। এই জ্বর প্রথমতঃ উলায় প্রকাশ পায় বলিয়া অনেকে ইহাকে অদ্যাপি উলুইজ্বর বলিয়া থাকে।

উলা একটি প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় ভাগীরথী গঙ্গা উলার নীচে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রাম চক্রবর্ত্তী স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ে শ্রীমন্ত সওদাগর পিতৃউদ্দেশে সিংহল যাইতেছিলেন, যাত্রা-কালে এই উলার নীচে তাঁহার জাহাজ বাঁধিয়া বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রসিদ্ধ উলুইচণ্ডী ঠাকুরাণীর পূজা করিয়া যান। যথা "বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি।" ইত্যাদি। উলুইচণ্ডী দেবী যে খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ, তাঁহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিবর দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক পুস্তকে উলুইচণ্ডী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং গুপ্তিপাড়া হইতে যে গঙ্গা উলার দিকে প্রবাহিতা ছিলেন, তাহারও উল্লেখ আছে। যথা

"অম্বিকা পশ্চিমপারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
চাতকী নহেন যথা ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষলোক কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্যগীত নানা নাট, দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ,
মানে যে মানস সিদ্ধি হয়॥"

উলার নীচে একটি নদীগর্ভাকার স্থানকে তথাকার লোকে 'বারোমেসে' বলে। অনেকে অনুমান করেন যে, জাহ্নবী (গঙ্গা) পূর্ব্বে সেইস্থানে প্রবাহিত ছিলেন। যদিও প্রতি বৎসর বৈশাখীপূর্ণিমার দিবস উলাতে মহাসমারোহে ঐ চণ্ডীকাদেবীর পূজা হইয়া থাকে, যদিও এক্ষণে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচয়িতার বর্ণনার মত জাঁকজমক ও ধুমধাম দেখিতে পাওয়া যায় না এবং লক্ষ লোকের সমাগমও হয় না, কিন্তু এখনও যেরূপ আড়ম্বর হইয়া থাকে, তাহাও অনেকেরই দর্শনযোগ্য ও বর্ণনার বিষয় সন্দেহ নাই। এই উলা যে পূর্ব্বকালাবধি বহুতর কুলীন ও ভদ্রলোকের বাসস্থান, তাহাও গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

"কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,
কাশীতুল্য হেন ব্যবহার।
দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা,
মুনি যেন হেন কুলাচার॥"

অন্নদামঙ্গলগ্রন্থে শ্রীমন্মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের যে চারিটী সমাজের কথা উল্লিখিত আছে, উলা তাহার মধ্যে একটী প্রধান সমাজ। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের বার ব্রত, ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে উলার একটী পৃথক্ মত প্রচলিত ছিল। উলায় অনেক গ্রন্থকার ও পণ্ডিত লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের রাজসভাপণ্ডিত, বিখ্যাত রসসাগর। বঙ্গদেশবিখ্যাত কর্ত্তাভজাধর্ম্মসম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত ধর্ম্মের আদিপুরুষ আউলিয়া-চাঁদ প্রথমতঃ উলার মহাদেব বারুয়ের পানের বরজে অজ্ঞাতকুলশীল বালকরূপে আবির্ভূত হয়েন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত মহাদেবের গৃহে পুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। উলার মুস্তফী বাবুরা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার। যদিও উক্ত বংশের এক্ষণে তাদৃশ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহা-দিগের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির যে কিছু ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাতেই তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ মান্যগণ্য লোক বলিয়া অনুমিত হয়। অদ্যাপি ঐ বাবুদিগের যে একখানি অত্যাশ্চর্য্য শোভমান চণ্ডীমণ্ডপ আছে, তাহা দেখিলে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, উক্ত মণ্ডপগৃহ যে কেবল তদীয় অধিপতি বাবুদিগেরই পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে এমন নহে, এই হতভাগ্য বাঙ্গালার ও শিল্প-নৈপুণ্যের কিছু কিছু পরিচয় দেয়। ইহাতে যে কত সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য আছে, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না।

উলার আর একটী নাম বীরনগর। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে একদা উলা গ্রামে কোন ধনীর গৃহ ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রধারী একদল দস্যু রজনীতে আক্রমণ করিলে, গ্রাম্য লোকে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক ঐ দস্যুদলের অধিকাংশ লোককে হত ও আহত করায়, তৎকালীন জেলার মাজিষ্ট্রেট সুবিখ্যাত এলিয়ট সাহেব উলার নাম 'বীরনগর' রাখেন। এক্ষণে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুরাই গ্রামের প্রধান। তাঁহাদিগের তুল্য সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান্ বড়মানুষ বাঙ্গালায় বিরল। অদ্যাপি তাঁহারা রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি কএকটা পর্ব্ব অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই তাঁহাদিগের ভবনে বঙ্গদেশবাসী বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে। তদ্বংশীয় প্রধান ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় একজন অধ্যাপকবিশেষ লোক ছিলেন। উলার বাবুদিগের বাটীতে অদ্যাপি হিন্দু সমাজের অনেক প্রাচীন রীত নীত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

তথাকার পুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকেরাও পরস্পর কথাবার্ত্তার সময়ে কৌলীন্যের গৌরব করিয়া থাকেন। যথা—

"উলোর মেয়ে কুলকুহুটী, নদের মেয়ের খোঁপা।
শান্তিপুরে হাতনাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

অর্থাৎ উলোর স্ত্রীলোকেরা কুলের গৌরব করে। শান্তিপুরের মেয়েরা ঝগড়াটে, আর নবদ্বীপের মেয়েরা খোঁপা অর্থাৎ কবরীর বাহার বড় ভালবাসে এবং গুপ্তিপাড়ার মেয়েদিগের কথার কৌশল বড়। উলার লোকেরাও বড় কমবক্তা নন, তাঁহাদিগের অতিবক্তৃতার দোষে উলার দেশবাসীদের একটী পাগলের অপবাদ প্রচলিত আছে। গুণসিন্ধুতনয় বিদ্যাপতি কবিবর সুন্দরের যেমন কিছুতেই চৌরাপবাদ যায় নাই, প্রধান সমাজ উলার লোকেরও কোন মতে পাগল অপবাদ ঘুচিবার নহে। যে সে স্থলে উলার লোক সকল সময়ে বাসস্থলের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ করিয়া থাকেন। উলায় বাস শুনিলেই সকলে 'উলুই পাগল' মনে করিয়া থাকে। একদা কোন সুরসিক লোক কহিয়াছিলেন যে, উলার চারিদিক্ প্রাচীর দিয়া ঘিরিতে পারিলে বেশ একটী পাগলা-গারোদ হয়। বাস্তবিক এটা কেবল পারিহাসিক প্রবাদমাত্র। বোধ হয়, উলার ব্রাহ্মণেরা বড় অক্ষোভ, মুক্তকণ্ঠ ও কৌতুকপ্রিয় বলিয়া এই অমূলক অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

উলার বীরখণ্ডী (মিষ্টান্নবিশেষ) অতি প্রসিদ্ধ।

উলাকান্দী, বা ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ জেলার একটী নগর। ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিং জেলার সীমানায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে লবণ ও পাটের ব্যবসা হইয়া থাকে।

উলিন্দ (পুং) বল-কিন্দঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ১ দেশবিশেষ। কুলিন্দ দেশ। ২ শিব। (হেম° শে ৪৫)

উলু (দেশজ) ১ বিবাহে স্ত্রীলোকের উচ্চার্য্য মঙ্গল শব্দ। ২ উলুখড়।

উলুরখড় (দেশজ) তৃণবিশেষ, এক প্রকার খড়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উলুক, স্থলক, দর্ভ, সূচ্যগ্র, উলপ, উলূপ। বৈদ্যকমতে, ইহার গুণ—মূত্রকারক ও শোথনিবারক।

উলুখল (উদুখল শব্দের অপভ্রংশ) ধানভানিবার কাষ্ঠযন্ত্র, উখলি।

উলুপ (পুং) ১ শাখাপত্রযুক্ত লতা। ২ কোমলতৃণ, উলুখড়।

উলুবেড়িয়া, ১ বাঙ্গালা প্রদেশের হাবড়া জেলার একটী উপবিভাগ। এই বিভাগে ৪টী থানা আছে—উলুবেড়িয়া, আম্তা বাগনান, শামপুর।

২ হাবড়া জেলাস্থ একটি নগর, হুগলী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৮´ উঃ, দেশা° ৮৮° ৯´ ১৫´´ পূঃ। মেদিনীপুর যাইতে হইলে এই স্থান দিয়া যাইতে হয়। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

উলুলি (পুং) উল-উলি। বৃদ্ধিসূচক শব্দ। (বাচ্য)

উলুক (পুং) বল (উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৪১।) ইতি উক সম্প্রসারণঞ্চ। ১ ইন্দ্র। ২ পেচক। ৩ উলুখড়। ৪ দুর্য্যোধনের দূতবিশেষ। ৫ বিশ্বামিত্র পুত্রভেদ। ৬ জনপদবিশেষ। (মার্ক পু ৫৮। ৪০) এই স্থান ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত। অর্জ্জুন দিগ্বিজয়কালে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে এই দেশে বৃহন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। (মহাভারত সভা ২৬ অঃ) মহাভারতের কোন কোন স্থানে ইহা উলূত, (ভীষ্ম ৯। ৫৩) এবং পুরাণাদিতে কুলূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (বামন পু ১৩। ৪২)। এই প্রদেশের বর্ত্তমান নাম কুলু। জ্বালামুখীতীর্থের উত্তরে বিপাশাতট হইতে এই জনপদ আরম্ভ। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে কুলূত দেখ।] ইহার প্রাচীন রাজধানী নাগরকোট, বর্ত্তমান রাজধানী সুলতানপুর। ৭ চট্টগ্রামের একটী প্রাচীন নগর। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১৫। ২০)।

৮ জন্তুবিশেষ। উল্লুক, লাঙ্গুলহীন এক জাতীয় বানর। (Simia longarmed)। উলূকের সর্ব্ব শরীর কাল, কেবল চক্ষের ভ্রূ সাদা হইয়া থাকে। ইহাদের কর্ণ অনেকটা মনুষ্যের মত। সোজা হইয়া চলিয়া বেড়ায়। ইহারা 'উলুক্ উলুক্' শব্দে চীৎকার করে বলিয়া শ্রীহট্ট আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোকে ইহাদিগকে 'উলুক্' বলে। ইহারা বসিয়া থাকিলে এক একটি ১ ফুট বড় দেখায়। পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি ইহাদের আদরের খাদ্য, গাছের কচি পাতা এবং সর্ব্বপ্রকার উপাদেয় ফল খাইতে ভালবাসে। ইহাদিগকে শীঘ্র ধরা যায় না। গ্রীষ্মকালেই ধরিবার সময়, এই সময়ে ইহারা বৃক্ষ ছাড়িয়া ভূমির উপর চরিয়া বেড়ায়। বৃদ্ধ উলুক ধরিলে প্রায় তাহারা আহার জল পরিত্যাগ করে, তাহাতেই মৃত্যু হয়। বাচ্ছারা শীঘ্রই পোষ মানে।

উলুকযাতু (পুং) বেদোক্ত অসুরবিশেষ। (ঋক্ ৭। ১০৪। ২২)

উলুখল (ক্লী) উর্দ্ধং খমুলুখং পৃষোদরাদি° নি-ক। ১ ধান ভানিবার কাষ্ঠময় পাত্র, উখলি। ২ গুগ্গুলি। স্বার্থে কন্। ৩ বিদ্বান্। (ঋক্ ১। ২৮। ৫)

উলুখলসুত (পুং) ৩তৎ। উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস। (ঋক্ ১। ২৮। ১)

উলুগ খাঁ, মাহ্মুদশাহের কার্য্যকুশল মন্ত্রী। তিনি ১৩৪৭ খৃঃ

কালঞ্জর এবং ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে মেবাৎ জয় করেন। ইনি বলবন্ বাদশাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। [বলবন্ দেখ।]

উলূত (পুং) উলতি ছিনত্তি যঃ। উল্-বাহু° উতচ্। ১ অজগর সর্প। ২ জনপদবিশেষ, উরগ দেশ। (ভারত ভীষ্ম ৯ অ°) [উরগ ও কুলূত দেখ।]

উলূপী [ন্] (পুং) শিশুকমৎস্য, শুশুক। [শুশুক দেখ।]

উলূপী (স্ত্রী) ঐরাবতকুলসমুদ্ভূত কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যা। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন বনবাসকালে গঙ্গাদ্বারের নিকট এই নাগকন্যা কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করেন, তথায় তিনি উলূপীর প্রার্থনা মত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উলূপীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে তিনি অর্জ্জুনকে এই বলিয়া বর দেন যে, 'তুমি সমস্ত জলচরগণকে জয় করিতে পারিবে।' (ভারত আদি° ২১৪ অঃ) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্বের সহিত মণিপুরে উপস্থিত হন। এই সময়ে মণিপুরপতি অর্জ্জুনপুত্র বব্রুবাহন পিতার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পিতাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। অর্জ্জুন নিজ পুত্রকে বিনা যুদ্ধসজ্জায় আসিতে দেখিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করেন। বব্রুবাহন তাহাতে দুঃখিত না হইলেও নাগকন্যা উলূপী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃবিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। উলূপীর মায়াতে অর্জ্জুন পুত্রহস্তে নিহত হইলেন, পরে উলূপী প্রদত্ত দিব্যমণি প্রভাবেই তিনি পুনর্জীবন লাভ করিলেন। (আশ্বমেধিক ৭৯-৮১ অঃ) কুমিল্লা ও ত্রিপুরার রাজগণ আপনাদিগকে উলূপীর ও অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। (Asiatic Res. Vol. XIV. 444)

উল্কা (স্ত্রী) ওষতি উষ (শুকবল্কোল্কাঃ। উণ্ ৩। ৪২।) ষকারস্য লত্বম্ ক ততঃ টাপ্। ১ তেজঃপুঞ্জ, জ্বালা। (উল্কা জ্বালাবিভাবসোঃ। সুভূতি।) ২ আকাশ হইতে পতিত অগ্নি।

অনেকেই জানেন, আকাশ হইতে উল্কাপাত হয়, যাহাকে খসা তারা কহে। গণনাতীত কাল হইতে এই নাভস উৎপাত ঘটিয়া আসিতেছে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই অভাবনীয় নৈসর্গিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া নানা লোকে নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া আসিতেছেন।

বৈদিক ঋষিগণ উল্কাকে অগ্নির অংশ বলিতেন এবং সূর্য্যদেব হইতে উল্কার উৎপত্তি তাহাও স্বীকার করিতেন। (ঋক্ * ১০। ৬৮। ৪)

* "অবক্ষিপন্নর্থ উল্কামিব দ্যোঃ।" ঋক্ ১০। ৬৮। ৪। যেন সূর্য্য আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করিতেছেন।

দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে অষ্ট উপগ্রহের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। [উপগ্রহ দেখ।]

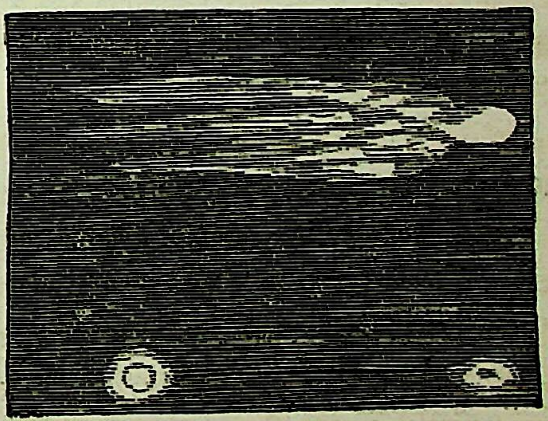
তাঁহাদের মত এই প্রস্তাবের উপসংহারকালে বিবৃত হইবে।

এখন দেখা যাউক, উল্কা বলিলে বর্ত্তমান সময়ের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কিরূপ বুঝিয়া থাকেন।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুদিন ধরিয়া উল্কাসম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য বিস্তর যত্ন করিতেছেন, কিন্তু মূল কথা, তাঁহারা এখনও উল্কার নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

কাহারও মতে তারা খসা (Shooting stars), অগ্নিগোলক (Fare-balls), উপতারা (Asteroids) প্রভৃতি দীপ্তিমান্ বস্তুগুলিই উল্কা। পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। য়ুরোপীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জানিতেন যে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে তারকার ন্যায় কতকগুলি দীপ্তিমান্ বস্তু সময়ে সময়ে দেখা যায়, তাহারা গগনমার্গে দ্রুতবেগে চলিত হয়, তৎপরেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া থাকে। কখন কখন সেই পথে কতিপয় বৃহদাকার বস্তু দেখা যায়, বায়ুর গতিতে তাহাদের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কখন অল্পপরিসর পথে চলিতে চলিতে উজ্জ্বল আলোক ও ধুম প্রকাশ করে; কোন কোনটা দুই তিন খণ্ডে পৃথক্ হয়, আবার কোনটা গভীর গর্জ্জনে ফাটিয়া গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভূমিতল স্পর্শ করে।

উল্কা পৃথিবীতে নানাপ্রকার আকারে পতিত হইতে



আকাশে উল্কা।

দেখা গিয়াছে। কখন, আদৌ মেঘ নাই অথচ গভীর গর্জ্জনে উল্কাপাত হইল। কখন নির্ম্মল আকাশে অল্প সময় মধ্যে মেঘান্ধকার হইয়া তোপধ্বনিবৎ সশব্দে আকাশ হইতে

প্রস্তর সকল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কখন আকাশমণ্ডলে সহস্র সহস্র সর্পাকারে প্রকাশ পাইয়া গভীর গর্জ্জনসহকারে উল্কা পতিত হইয়াছে। উল্কা হইতে যে প্রস্তর অথবা লৌহ পাওয়া যায়, তাহা পার্থিব প্রস্তর অথবা লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। কোন কোন উল্কালৌহের শতকরা ৯৬ ভাগ দ্রবণীয় লৌহ, কোন কোন স্থলে আদৌ ধাতবলৌহ থাকে না।

[লৌহ দেখ।]

উল্কাপ্রস্তর কখন ক্ষুদ্রাকারে, কখন বা অতিশয় বৃহদাকারে পতিত হইতে দেখা যায়। মোগলদিগের বিশ্বাস, চীনদেশের পশ্চিমাংশে পীতনদীর তীরে একটি ৪০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বত আছে, তাহা আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে। (Museum of Science and Art, p. 134. দেখ।]

উক্ত নানাপ্রকার আকারে উল্কাপাত হওয়ায় য়ুরোপীয়েরা প্রথমে উল্কা সম্বন্ধে এই চারিপ্রকার অনুমান করেন।

১ম—তরল পদার্থ হইতে ধূম যে প্রকারে উত্থিত হয়, উল্কাসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি সেইরূপে অতিশয় সূক্ষ্মাকারে পৃথিবী হইতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্থ মেঘে নীত হয় এবং তথায় রাসায়নিক ক্রিয়ায় সংযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব অনুসারে পৃথিবীতে স্তূপাকারে পতিত হয়।

২য়—কেহ অনুমান করেন, উল্কাপ্রস্তরসকল আগ্নেয় গিরি হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ তাহার গতি অনুসারে আকাশমণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করে, অবশেষে তাহাই আবার প্রবলবেগে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩য়—কেহ মনে করেন, কোন কোন সময়ে চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরি হইতে এত অধিক বেগে ধাতু নিঃসৃত হয়, যে তাহা চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছে এবং সেই স্থান হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে আসিয়া পতিত হয়।

৪র্থ—কেহ কেহ আবার বলেন, উল্কা সকলও উপগ্রহ বিশেষ, তাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ কক্ষ মধ্যে ঘুরিতেছে। ঐ কক্ষসকল পৃথিবীর বার্ষিক গতিপথে আড় (বক্রভাবে) ভাবে উত্তীর্ণ হয়। যখন পৃথিবী ঐ কক্ষগুলির অভিমুখবর্ত্তী হয়, তখন ঐ কক্ষস্থ উল্কা নামক উপগ্রহ সকল ভূমিতে আসিয়া পড়ে, অথবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি প্রভাবে অবশেষে ভূমিতে আনীত হয়।

উক্ত চারিপ্রকার মত লইয়া বহুদিন ধরিয়া গোলযোগ চলিতেছিল। অবশেষে প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ হর্শেল সাহেব বহু অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিলেন, যেমন তারকা সকলের চারিদিকে দৃষ্টিবহির্ভূত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীহারিকা-তারা (Nebulæ) আছে, সেইরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকেও নীহারিকাবৎ পদার্থ (Nebulous matter) রাশি ঘেরিয়া আছে। উল্কাপ্রস্তর (Nebuloric stone) ও তারাপাত (Shooting-stars) নামে যে নৈসর্গিক কাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহা সেই নীহারিকাবৎ পদার্থের বিকাশ মাত্র।

যখন ঘটনাক্রমে পৃথিবী কোন একটি উক্ত পদার্থ রাশির নিকট দিয়া গমন করে, তখন সেইটি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণনশীল চন্দ্রবৎ (Sattelite) প্রতীয়মান হয় এবং পৃথিবীসহ চন্দ্রবৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহা সুবৃহৎ হইলেও চন্দ্রবৎ সূর্য্যের আলোকে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। হর্শেল সাহেব বলেন, ঐ চন্দ্রবৎ পদার্থগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও কয়েকটী বৃহদাকার আছে। পৃথিবী ঐরূপ অনেকগুলি সহচর বা অদৃশ্য চন্দ্রগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক একটি এত বৃহৎ ও এত কঠিন যে, তাহাতে সুস্পষ্ট সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয়, তাহারা পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা অল্প সময়ের জন্য চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই,পৃথিবীর ছায়া তাহাতে পতিত হইলে সম্পূর্ণ গ্রহণ হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হয়।

তৎপরে পেটিট সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন, তাহাদের মধ্যে একটি বৃহদাকার উল্কাপ্রস্তর আছে, যাহা দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ পৃথিবীর সহগামী। ভূমধ্য হইতে তাহার কক্ষ প্রায় ৫০০০ মাইল, এবং ভূমধ্যভাগ হইতে প্রায় ৯০০০ মাইল অথবা চন্দ্র অপেক্ষা ছাব্বিশ মাইল নিকট। তাহা ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটে একবার ঘুরিয়া থাকে, সুতরাং প্রতিদিন উহা সাতবার করিয়া পৃথিবীর চারিদিক্ পরিভ্রমণ করে।

আমাদের দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীপতির মতে—

"যাসাং গতির্দিবি ভবেদ্‌গণিতেন গম্যা
তাস্তারকাঃ সকলখেচরতোঽতিদূরে।
তিষ্ঠন্তি যা অনিয়তোদ্‌গতয়শ্চ তারা-
শ্চন্দ্রাদধো হি নিবসন্তি তদন্বিতাস্তাঃ॥
শীতাংশুবজ্জলময়াস্তপনাৎ স্ফুরন্তি
তাশ্চাবহপ্রবহমারুতসন্ধিসংস্থাঃ।
পূর্ব্বানিলৈঃ স্তিমিতভাবমুপাগতেঽস্মিং-
স্তারাঃ পতন্তি কুহচিদ্ গুরুতাবশেন॥"

যাহাদিগের আকাশগতি গণিতশাস্ত্র দ্বারা জানা যায়, যাহারা সমস্ত গগনচারী জ্যোতিষ্কগণের অতিদূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে তারকা কহে। আর যাহাদের

গতির নিয়ম নাই, তাহাদিগকে তারা কহে। তাহারা চন্দ্রের অনুগামিনী হইয়া তাহার অধোভাগে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই তারাগণ চন্দ্রের ন্যায় জলময়ী; সূর্য্যের কিরণ দ্বারা দীপ্তিমতী হইয়া স্ফুরিত হইয়া থাকে, ইহারা আবহ ও প্রবহ এই মারুতদ্বয়ের সন্ধিস্থলে সংস্থিত আছে, এই স্থান যখন স্তিমিত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন গুরুত্ব হেতু পূর্ব্বপবন দ্বারা ভূমির উপর কোন স্থলে পাতিত হইয়া থাকে।

বরাহমিহিরের মতে—"স্বর্গে শুভফল ভোগ করিয়া যাহারা পতিত হয়, তাহাদিগের রূপের নাম উল্কা। ধিষ্ণা উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা ভেদে উল্কা পাঁচ প্রকার। উল্কা ও ধিষ্ণা এক পক্ষে, অশনি তিন পক্ষে এবং বিদ্যুৎ ও তারা ছয় দিনে ফল প্রদান করে। তারা এক চতুর্থাংশ, ধিষ্ণা অর্দ্ধাংশ এবং বিদ্যুৎ, উল্কা ও অশনি সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকে। অশনির আকৃতি চক্রাকার, ইহা গভীর শব্দের সহিত মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, গৃহ, বৃক্ষ ও জন্তু প্রভৃতিতে পতিত হয়। বিদ্যুৎ কুটিলাকার এবং বিস্তৃত, সহসা তট তট্ শব্দে পতিত হইয়া জীবগণের বিনাশ সাধন করে। ধিষ্ণা কৃশ, অল্পপুচ্ছবিশিষ্ট, প্রজ্বলিত অঙ্গারতুল্য এবং পরিমাণে দুই হস্ত। তারা একহস্ত প্রমাণ, দীর্ঘাকৃতি, শুক্ল অথবা তাম্রবর্ণ, আকাশে ঊর্দ্ধ অধঃ বা বক্রভাবে গমন করে। উল্কার শিরোভাগ অধিক বিস্তৃত,—পতিত হইলে বৃদ্ধি পায়, পুচ্ছ কৃশ এবং আকার দীর্ঘ। এই উল্কা নানাপ্রকার।" [বৃহৎসংহিতা ৩৩ অঃ দেখ।]

এক্ষণে কলিকাতাস্থ চিত্রশালিকায় (Museum) অনেকগুলি উল্কাপ্রস্তর দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে গোরক্ষপুরে ১৮৬১ খৃঃ ১২ই মে তারিখে একখানি উল্কাপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহার ওজন দুই মণের অধিক। এতদ্ভিন্ন যশোর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতেও বৃহৎ বৃহৎ উল্কাপ্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে।

উল্কালোহের সহিত অপর ধাতুর সংমিশ্রণে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে। শুনা যায়—পারস্যদেশের বাদশাহের এবং তিব্বতের লামার উল্কালোহনির্ম্মিত তরবারি আছে।

উল্কাগ্নি (পুং) উল্কৈবাগ্নিঃ। উল্কা।

উল্কাচক্র (ক্লী) ১ রুদ্রযামলোক্ত গ্রাহ্যমন্ত্রের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্রবিশেষ। ("উল্কাচক্রং সর্ব্বসারং মন্ত্রদোষাদিনির্ণয়ম্।")

উল্কাজিহ্ব (পুং) উল্কেব জিহ্বা যস্য। রামায়ণোক্ত প্রসিদ্ধ রাক্ষসবিশেষ।

উল্কাপাত (পুং) উল্কানাং পাতঃ। নাভস উৎপাত বিশেষ। আকাশ হইতে তারাদি খসিয়া পড়া। [উল্কা দেখ।]

উল্কামুখ (পুং) উল্কেব মুখং যস্য। ১ প্রেতবিশেষ। ("বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ" মনু ১২। ৭১।) (স্ত্রী ঙীষ্) ২ খেঁকশিয়ালি নামক শৃগালবিশেষ। তৎপর্য্যায়—শৃগালিকা, লোমালিকা, দীপ্তজিহ্বা ও কিখি। [খেঁকশিয়ালী দেখ।]

উল্কামৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ, শুশুক।

উল্কী (দেশজ) স্ত্রীলোকের কপালে কৃত্রিমচিহ্ন।

উল্কুষী (স্ত্রী) উলা দাহেন কুষ্ণাতি, কুষ-ক-ঙীষ্। উল্কা। ("অশনিরেব প্রথমোঽহ্রযাজঃ হ্রাদুনির্দ্বিতীয় উল্কুষী তৃতীয়ঃ।" শতপথ ব্রা° ১১। ২। ৭। ২১। *। 'উল্কুষী উল্কা।' সায়ণ।)

উল্কুষীমান্ (ত্রি) উল্কাবিশিষ্ট। ("যত্র প্রাপাদি শশ উল্কুষীমান্।" অথর্ব্ববেদ ৫। ১৭। ৪।)

উল্টা (দেশজ) বিপরীত।

উল্ব (ক্লী) উৎ-লীঙ্ শ্লেষণ-(উল্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি সাধু। ১ জরায়ু। ২ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম। ৩ গর্ভ। (গর্ভাশয়ো জরায়ুঃ স্যাৎ। হেম ৩।২০৪) "জাতমাত্রং বিশোধ্যোল্বাদ্বানং সৈন্ধবসর্পিষা।" বাভট উত্তরস্থান ১ অঃ।

"গর্ভো জরায়ুণাবৃতঃ উল্বং জহাতি জন্মনা।" শুক্লযজুঃ ১৯।৭৬।

উল্বণ (ত্রি) উৎ-বণ-অচ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ প্রবল, অধিক, উৎকট। ২ উদ্ভট। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ স্ফুট। ("হেতুর্ল্বণসংসর্গাদ্বিত্তাদ্দন্দ্বোল্বণানি চ।" মাধবনিদান) ৫ তীক্ষ্ণ। ৬ প্রকাশ। ৭ নির্ব্বাধ। ("তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ।" রঘু ৪। ৩৩) (ক্লী) ৮ শরীরস্থিত বাত অথবা পিত্তের প্রকোপ জন্য রোগ।

"নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥"

ভারতচন্দ্র—বিদ্যাসুন্দর।

উল্মুক (ক্লী) ওষতীতি। উষদাহে, উল্মু কদর্ব্বোতি নিপাতনাৎ যস্য লঃ মুক প্রত্যয়শ্চ। ১ অঙ্গার। "অন্বাহার্য্য পচনাদুল্মুকমাদায়।" শতপথব্রা ৬।২।৭) ২ বৃষ্ণিবংশীয় রাজবিশেষ। (ভারত সভা ৩৪।১৬।)

উল্মুক্য (পুং) উল্মুকে ভবং-যৎ। অগ্নি। ("অথ হৈক উল্মুক্যেম দহন্তি।" শতপথব্রা° ১২।৫।১।১৬।)

উল্লঙ্ঘন (ক্লী) উৎ-লঘি-ল্যুট্। ১ অতিক্রম করা, ডিঙ্গান। ("সময়োল্লঙ্ঘনেন পরাঙ্গনাসঙ্গতিং প্রবৃত্তে সতি।" কুমার ২।৩৫ শ্লোকের মল্লিনাথটীকা।)

উল্লঙ্ঘ্য (ত্রি) উৎ-লঘি-যৎ। উল্লঙ্ঘনের যোগ্য (বস্তু)।

উল্লঙ্ঘিত (ত্রি) উৎ-লঘি-ক্ত। ১ অতিক্রান্ত। ২ যাহা পার হওয়া গিয়াছে।

উল্লম্ফন (ক্লী) উৎ-রন্‌ফ-ল্যুট্। লাফ দেওয়া।

উল্লল (ত্রি) উৎ-লল-অচ্। বহুলোমযুক্ত, রোমশ।

উল্ললিত (ত্রি) উৎ-লল-ক্ত। ১ উচ্চলিত। ২ তরলিত। ৩ কম্পিত।

উল্লসন (ক্লী) উৎ-লস্-ল্যুট্। ১ হর্ষজনক ব্যাপার। ২ রোমাঞ্চ।

উল্লসিত (ত্রি) উৎ-লস্-ক্ত। ১ স্ফুরিত। ২ উদ্গত। ৩ আনন্দিত।

উল্লাঘ (ত্রি) উৎ-লাঘ্-ক্ত, নিপাতনাৎ। ১ নীরোগ। ২ দক্ষ। ৩ শুচি। ৪ হৃষ্ট।

(উল্লাঘোঽপি শুচৌ হৃষ্টে দক্ষনীরোগয়োস্ত্রিষু। মেদিনী।* কোন কোন মেদিনীতে হৃষ্টের স্থানে "কৃষ্ণ" পাঠও দেখা যায়।)

উল্লাপ (পুং) উৎ-লপ-ঘঞ্। শোক। রোগাদি জন্য আর্ত্তনাদ। কাকুবাক্য। (উল্লাপঃ কাকুবাগন্যোন্যোক্তিঃ সংল্লাপসঙ্কটে। হেম। ২। ২৭৫।)

(খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ।"ভর্ত্তৃহরি ৩।৬)

উল্লাপন (ক্লী) উৎ-লপ্-ণিচ্-ল্যুট্। বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা।

উল্লাপ্য (ক্লী) উৎ-লপ্-ণিচ্-যৎ। প্রেম ও হাস্যবিষয়ক নাটকবিশেষ। উল্লাপ্য "স্বর্গীয় ঘটনা লইয়া রচিত হয়, সংগ্রামবর্ণনই ইহাতে অধিকাংশ; হাস্য, করুণ প্রভৃতি রস এবং সঙ্গীতপরিপূর্ণ। ইহার নায়ক উদাত্তগুণবিশিষ্ট অঙ্ক একটী মাত্র।" কেহ কেহ বলেন, ইহাতে তিনটী অঙ্ক ও একুশটী শিল্পকাঙ্গ থাকে। উল্লাপ্যের মধ্যে 'দেবীমহাদেব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ।

উল্লাস (পুং) উৎ-লস্-ঘঞ্। ১ গ্রন্থবিশেষের পরিচ্ছেদ, যেমন কাব্যপ্রকাশে ১ম উল্লাস প্রভৃতি। ২ আহ্লাদ। ৩ প্রকাশ। ("সৌহিত্যবচনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকৃৎ॥" সাহিত্যদর্পণ।) ৪ উদ্গমন।

("নভোবিলঙ্ঘিভিঃ সেনারক্ষোরাশিভিরুদ্ধতৈঃ।
সপক্ষ ভূভৃদুল্লাসশঙ্কাং কুর্ব্বন্ শতক্রতোঃ॥" কথাসরিৎ ১৪।১৮।
৫ উজ্জ্বলতা। ৬ বৃদ্ধি।

উল্লাসী [সিন্] (ত্রি) উৎ-লস্-ণিনি। ১ উল্লাসযুক্ত।) প্রভাবিশিষ্ট। ৩ আহ্লাদিত। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) ("সুমনসামুল্লাসিনী মানসে।" চন্দ্রালোক।)

উল্লিখতি (ত্রি) উৎ-লিখ-ক্ত। ১ উৎকীর্ণ। ২ তনূকৃত কমান। ("ত্বষ্ট্রেব যন্ত্রোল্লিখিতো বিভাতি।" রঘু ৬।৩২)।* (স্যাদুল্লিখিতমুৎকীর্ণে তনূকৃতে বাচ্যবৎ। মেদিনী।) ৩ চিত্রিত। ৪ উৎক্ষিপ্ত। ৫ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

উল্লু (ত্রি) উৎ-লু-ক্বিপ্। ১ উৎপাটনকারী। ২ (দেশজ) বোকা।

উল্লুক (দেশজ) ১ বানরবিশেষ। [উলুক দেখ।] ২ নীলবানর। ৩ বোকা।

উল্লুঞ্চন (ক্লী) উৎ-লুচি-ল্যুট্। ১ উপড়ান। ২ উন্মূলন। ("পাদকেশাংশুককরোল্লুঞ্চনে চ পণান্ দশ।"যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৭।

উল্লুণ্ঠন (ক্লী) উৎ-লুঠি-ল্যুট্। ১ নিজের অভিপ্রায় গোপন করিয়া অন্যপ্রকারে মনোভাব প্রকাশ করা। ("ধীরাধীরা তু সোল্লুণ্ঠভাষিতৈঃ স্বেদয়েদমুম্")

উল্লেখ (পুং) উৎ-লিখ-ঘঞ্। ১ কথন। ২ খনন। ৩ অলঙ্কারবিশেষ।

"কচিদ্ভেদাদ্গ্রহীতৄণাং বিষয়াণাং তথা ক্বচিৎ।
একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ উচ্যতে॥"
সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ।

অনুভাবক ও বিষয়ের ভেদানুসারে যেখানে এক বস্তুর বহুপ্রকারে উল্লেখ করা হয়, তাহাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলে।

উল্লেখন (ক্লী) উৎ-লিখ-ল্যুট্। ১ বমন। ২ খনন, চাঁচা। ("সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চভিঃ।" মনু ৫।১২৪। ৩ উচ্চারণ। ("মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। উল্লেখনমকুর্ব্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ভবেৎ।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।) ৪ কীর্ত্তন। ৫ নির্দ্দেশ।

উল্লেখ্য (ত্রি) উৎ-লিখ-যৎ। উল্লেখের যোগ্য। ("তদেতৎ সিদ্ধয়ে মন্ত্রং দ্বারোল্লেখ্যং দদামি তে" কথাসরিৎ।)

উল্লোচ (পুং) উর্দ্ধং লোচ্যতে উৎ-লোচ-ঘঞ্। অথবা উর্দ্ধং লোচতি উৎ-লোচ্-ঘঞ্। চন্দ্রাতপ, বিতান, চাঁদোয়া।

উল্লোপ্য (ক্লী) উৎ-লুপ-যৎ। গীতবিশেষ।

উল্লোল (পুং) উল্লোড়ীতি, উৎ-(লোড়্ উন্মাদে) লোড়-ণিচ্-অচ্। বৃহৎতরঙ্গ, মহাঢেউ, কল্লোল।

উবট, প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার। ইনি শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখার ভাষ্য এবং ঋগ্বেদীয় শৌনকপ্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন। যজুর্ব্বেদমন্ত্রভাষ্য পাঠে জানা যায়, উবট বজ্রটের পুত্র, আনন্দপুর তাঁহার জন্মস্থান। যথা—

"আনন্দপুরবাস্তব্যবজ্রটাখ্যস্য সূনুনা।
মন্ত্রভাষ্যমিদং কৃৎস্নং পদবাক্যৈঃ সুনিশ্চিতৈঃ॥"

কাহারও মতে, ইনি ভোজরাজের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে অবন্তিনগরে বিদ্যমান ছিলেন। ভবিষ্যভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মতে, উবট কাশ্মীরদেশবাসী, মম্মট ও কৈয়টের সমসাময়িক।

"উবটো মম্মটশ্চৈব কৈয়টশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
কৈয়টো ভাষ্যটীকাকৃদুবটো বেদভাষ্যকৃৎ॥" S ভক্তিমা ৩১৮ পৃঃ।

কাহারও মতে ঋগ্বেদীয় শৌনকপ্রাতিশাখ্যভাষ্য করিবার পর ইনি ঋগ্‌ভাষ্য করিয়াছিলেন।

উশৎ (ত্রি) বশ-শতৃ। আকাঙ্ক্ষাকারী।

উশতী (স্ত্রী) বশ-শতৃ-ঙীপ্‌ সম্প্রসারণং। ১ আকাঙ্ক্ষিণী। ২ অমঙ্গল বাক্য। (উশতী পুন অশুভাবাক্‌। হেম ২।১৭)

উশনাঃ [স] (পুং) বশকান্তৌ (বশেঃ কনসিঃ। উণ্‌ ৪।২৩৭) বশ-কনসি গৃহ্যাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। ("খ্যাতাশ্চোশনসঃ পুত্ৰাশ্চত্বারোঽসুরযাজকাঃ" ভারত আদি।) [শুক্র দেখ।]

উশানা (স্ত্রী) বশ-চানশ্‌,—তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্‌। পা। ৩। ২। ১২৯) পর্ব্বতজাত যজ্ঞীয় ওষধিবিশেষ। ("তদৈ-ষোশানা নামৌষধির্জায়তে।" শতপথব্রা-৩৪।১৩।)

উশিক্ [জ্‌] (ত্রি) উশ্যতে বশ-ইজিঃ (বশঃ কিৎ। উণ্‌ ২। ৭১।) ইতি কিৎ। ১ কমনীয়। (নিঘণ্টু) ২ মতি, মেধাবী। (নিঘণ্টু ৩। ১৫)। ৩ অগ্নি। ৪ ঘৃত। (উশিগগ্নৌ ঘৃতেঽপি চ। উজ্জ্বলদত্ত।) (স্ত্রী) কক্ষিবানের মাতা।

উশী (স্ত্রী) বশ-ঈ সম্প্রসারণং। অভিলাষ।

উশীক্ (ত্রি) কমনীয়। [উশিক্ দেখ।]

উশীনর (পুং) উশীপ্রদো বাঞ্ছাপ্রদো নরো যত্র। ১ গান্ধার-দেশ। ২ তজ্জনপদবাসী ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পামাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।" ভারত অনু ৩৩। ২৩।)

৩ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ ; ইনি শিবিরাজার পিতা এবং মহামনার পুত্র। ইহাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কথিত আছে যে—

"একদা ইন্দ্র ও অগ্নি উশীনরের ধর্ম্মবল জানিবার জন্য ইন্দ্র শ্যেন এবং অগ্নি কপোতমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। শ্যেন-ভয়ে কপোত রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন শ্যেন বলিতে লাগিল, রাজন্! রাজকুল মধ্যে আপনিই এক-মাত্র ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তিত। আমার ভক্ষ্য কপোত আপনার আশ্রয় গ্রহণ করায় আমি ভোজনাভাবে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব তাহাকে প্রদান করিয়া আপনার ধর্ম্মরক্ষা করুন। রাজা বলিলেন, এই কপোত তোমার ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই আমার আশ্রয় লইয়াছে, ইহাকে পরিত্যাগ না করাই আমার ধর্ম্ম ; যে হেতু বিপ্র, গো ও মাতৃহত্যার সহিত শরণাগতের ত্যাগকে তুল্য পাতক বলিয়া থাকে। শ্যেন বলিল, রাজন্! আহারের জন্যই সর্ব্বপ্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং আহারের দ্বারাই সর্ব্ব-জীব জীবিত রহিয়াছে ; অন্যান্য সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকা যায়, কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া কেহই দীর্ঘকাল বাঁচিতে সমর্থ হয় না। আহার না পাইলে আমার প্রাণরক্ষা হইবে না এবং আমার মৃত্যুতে আমার স্ত্রী পুত্রগণও বিনষ্ট হইবে। অতএব একটি কপো-তের রক্ষার জন্য বহু প্রাণী নষ্ট হইতেছে। যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কুধর্ম্ম ; এই উভয়ের মধ্যে গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। রাজা বলিলেন, পক্ষিন্! তোমার কথানুসারে তোমাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে অধার্ম্মিকের ন্যায় কেন এরূপ অনুরোধ করিতেছ? ক্ষুধা শান্তির জন্য কপোত ব্যতিরেকে অপর যাহা অভিলাষ হয়, বলিবামাত্রই আমি দিতে প্রস্তুত আছি। রাজার ঈদৃশ বাক্যে শ্যেন কপোতপরিমিত রাজার মাংস প্রার্থনা করিল। রাজা অবিচলিতচিত্তে তাহাই স্বীকার করিয়া কপোত পরি-মিত মাংস দিতে দিতে ক্রমে শরীরের সমুদায় মাংসই প্রদান করিয়াছিলেন।" (ভারত বন ১৩১ অঃ।)

উশীর (পুং, ক্লী) বশ-ঈরন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ। (বশঃ কিৎ। উণ্‌ ৪। ৩১) ইতি কিৎ। বেণামূল। বঙ্গে বেণা ও পশ্চিমে খস বলে। উশীরং বীরণীমূলে। হেম ৪। ২২৪) (Andropogon muricatus.) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অভয়, নলদ, সেব্য, অমৃণাল, জলাশয়, লামজ্জক, লঘুলয়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, উষীর, মৃণাল, লঘু, লয়, অবদান, ইষ্টকাপথ, অবদাহেষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীর, বারণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বীরতরু, শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলমেদ, সুগন্ধিক, সুগন্ধিমূলক, কম্বু।

বেণা তৃণ ৫। ৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার মূল পীতাভ পাংশুবর্ণ, গন্ধ তীব্র, আস্বাদ কটু। ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। ইহার মূল পাখা ও খসখসের টাটীর জন্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে যুরোপে ইহা সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় অনেকেই ব্যবহার করেন।

বেণামূল জল দিয়া বাটিয়া বহিঃপ্রয়োগ করিলে জ্বরের অনেকটা শৈত্যসম্পাদন করে।

বৈদ্যক মতে বেণামূলের গুণ—ঘর্ম্ম, দৌর্গন্ধ, দাহ ও রক্তপিত্তরোগনাশক, শীতল, লঘু, তিক্ত এবং পাচক ; মোহ, ভ্রম, জ্বর ও পিত্তনাশক এবং জলের সুগন্ধকারক।

উশীরক (ক্লী) উশীর স্বার্থে কন্‌। [উশীর দেখ।]

উশীরবীজ (পুং) ১ বেণামূলের বীজ। ২ হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্ব্বতবিশেষ, মৈনাক পর্ব্বত।

উশীরস্তম্ব (পুং) বেণামূলের গোছা।

উশীরাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণবিশেষ। বেণামূল তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপাত, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ এই সকল চূর্ণ ৮ গুণ চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া ।।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর যজ্ঞডুমুরের রস দুই তোলা এক আনা চিনি সহ সেবন করিবে।

উশীরাদি পাচন (ক্লী) বেণামূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, লোধ ও বেলশুঁঠ, প্রত্যেক বস্ত ।০ চারি আনা, অর্দ্ধসের পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া সেবন করিলে অরুচি, অতিশয় বেদনাযুক্ত বিবদ্ধ ঘাম, জ্বরাতিসার ও রক্তাতিসার প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

উশীরাসব (ক্লী) বেণামূল, বালা, পদ্মমূল, গাম্ভারীছাল, নালোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরাতা, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শঠী, ক্ষেৎপাপড়া, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল, মোচরস, প্রত্যেক ৮ তোলা, দ্রাক্ষা ১৬০ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, চিনি ।২।।০ সের, মধু /৬।০, জল ৩/৮ সের; সমুদায় একটি নূতন পাত্রে মুখ আবৃত করিয়া একমাস রাখিয়া দিবে, পরে ঐ আসব উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রমেহ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়। রাখিবার পাত্রটি প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচচূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা আবশ্যক।

উশীরিক (পুং) উশীর-(কিসরাদিভ্যঃ ষ্ঠন্, পা ৪।৪।৫৩।) ইতি ষ্ঠন্। উশীর যাহার পণ্য, উশীরের ব্যবসাকারী। বাহুলকাৎ ষ্ঠন্। উশীরসম্বন্ধীয়।

উশীরী (স্ত্রী) উশীর-স্বল্পার্থে ঙীষ্। ছোট কেশে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মিষি, গুঁড়া, অশাল, নীরজ, শর। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল; পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগনাশক।

উশেন্য (ত্রি) বশ-(কৃত্যার্থে তবৈকেনকেন্যত্বনঃ। পা ৩।৪।১৪।) ইতি কেন্য। কমনীয়। ("আ যেমাত্রোরুশেন্যো জনিষ্ট।" ঋক্ ৮।৩।৯)

উষ (ধাতু) সক-ভ্বা°-পরঃ-সেট্। ১ দহন করা। ২ বধ করা। ("দণ্ডেনৈব তমপ্যোষেৎ।" মনু ৯।২৭৩।)

উষ (পুং) উষ-ক। ১ ক্ষারমৃত্তিকা। ২ প্রভাত। ৩ রাত্রির শেষ সময়। ৪ কামী। ৫ গুগ্গুল্। (উষঃ কামিনী গুগ্গুলৌ, রাত্রিশেষে উষাপ্যস্ত কেচিদাহুস্তদব্যয়ম্। উষঃ ক্ষারমৃত্তিকায়াং প্রভাতেঽপি পুমানয়ম্। মেদিনী।) (ক্লী) ৬ পাংশুজলবণ, পাঙ্গা নুন। (রত্নমালা)

উষঙ্গু (পুং) সংহারকর্ত্তা, মহেশ্বর।

উষণ (ক্লী) উষ-বাহুলকাৎ, ক্যুন্ বা। ১ মরিচ। ২ পিপুলমূল। ৩ শুঁঠ। ৪ চই।

উষণা (স্ত্রী) উষণ-টাপ্। ১ পিপ্পলী। ২ শুণ্ঠী। ৩ চবিক, চই।

উষণাদিচূর্ণ (ক্লী) মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুথা, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া এক মাষা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, লোহিতজ্বর, বিস্ফোটক, রোমান্তিকা, জীর্ণজ্বর ও মসূরিকা ভাল হয়।

উষৎ (পুং) যদুবংশীয় একজন রাজা; ইহাঁর পিতার নাম সুযজ্ঞ এবং পুত্রের নাম শিনেয়ু।

উষতী (স্ত্রী) উষ-শতৃ, ঙীষ্, আগমবিধেরনিত্যত্বাৎ নুমভাবঃ। অমঙ্গলবাক্য; যাহা শুনিলে অপরে মনঃকষ্ট পায়। ("যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্।" ভারত, আদি ১।৮৭।৮।)

উষদ্গু (পুং) যদুবংশীয় রাজবিশেষ, ইনি স্বাহিরাজার পুত্র।

উষদ্রথ (পুং) পুরুবংশীয় রাজবিশেষ, তিতিক্ষুর পুত্র, উশীনরের ভ্রাতা। (হরিবং ৩১ অঃ।)

উষপ (পুং) ওষতীতি উষদাহে-(উষিকুটিদলিকচিখজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩।১৪২।) ইতি কপন্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চিতাগাছ। (উষপো বহ্নিসূর্য্যয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

উষর্বুধ (পুং) (উষসি বুধ্যতে) উষস্-বুধ-ক। ১ অগ্নি। ("সূর্য্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্ দেবা উষর্বুধঃ।" ঋক্ ১।১৪।৯) ২ রক্তচিতা। ৩ বালক। (উষর্বুধোঽগ্নিবালশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

উষঃ [স্] (ক্লী) ওষতি হিনস্ত্যন্ধকারমিতি। উষ-(উষঃ কিৎ। উণ্ ৪।২৩৩।) ইতি অসিপ্রত্যয়ঃ। স চ কিৎ। প্রত্যুষকাল। (উষঃ প্রত্যুষসি ক্লীবং। মেদিনী) ("আসীদাসন্ননির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি।" রঘু ১২।১।)

উষসী (স্ত্রী) (উষঃ দিবসং স্যতি বিনাশয়তি) উষস্-সো-ক-ঙীপ্। সন্ধ্যাকাল। (মেদিনী।)

উষস্ত (পুং) চাক্রায়ণ ঋষি। ("ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম।" শতপথ ব্রা°।১৪।৬।৫১।)

উষস্তি (পুং) চাক্রায়ণ ঋষি। [উষস্ত দেখ।]

উষস্য (ত্রি) উষস্-যৎ। বাধ্বৃতুপিত্রুষসো যৎ। পা ৪।২।৩১।) ইতি যৎ। প্রাভাতিক, উষাকালীন।

উষা (স্ত্রী) উষ-স্থিয়াং টাপ্‌। ১ বেদোক্ত দেবতাবিশেষ। ঋক্‌ ও সামসংহিতার অনেক মন্ত্রে এই দেবী স্তুত হইয়াছেন।

ঋক্‌সংহিতার মতে—ইনি আকাশের কন্যা ("দুহিতা দিবঃ।" ১। ৪৮। ১৯।) ভগ ও বরুণের ভগিনী ("ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিঃ।" ১। ১২৩। ৫।) এবং রাত্রির জ্যেষ্ঠা সহোদরা (ঋক্‌ ১। ১২৪। ৮)। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে উভয় ভগিনী "নক্তোষসা" "উষসানক্তা" বলিয়া একত্র উক্ত হইয়াছেন। উষা সূর্য্যের প্রণয়িনী, তিনি মনুষ্যগণের আয়ু দিনে দিনে হ্রাস করিয়া প্রকাশিত হন।

উষা বেদসংহিতায় যেরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছেন, উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকস্থল উদ্ধৃত করা গেল—

"উষা উচ্ছন্তী সমিধানে অগ্না উদ্যন্ত্‌ সূর্য্য উর্বিয়া জ্যোতিরশ্রেৎ।
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি প্রমিণতী মনুষ্যা যুগানি।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনামায়তীনাং প্রথমোষা ব্যদ্যৌৎ॥ ২
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি॥ ৩
উপো অদর্শিশুন্ধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাং॥ ৪
পূর্ব্বে অর্দ্ধে রজসো অপ্ত্যস্য গবাং জনিত্র্যকৃত প্রকেতুম্‌।
ব্যু প্রথমে বিতরং বরীয় ওভা পৃণন্তী পিত্রোরুপস্থা॥ ৫
ঋক্‌ ১মং, ১২৪ সূঃ।

অগ্নি সমিধ্‌ দ্বারা প্রজ্বলিত হইলে উষা অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। তিনি দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য উষা সকলের সমান এবং আগামী উষা সকলের প্রথমা। উষা দ্যুতিলাভ করিয়াছেন। উষা স্বর্গের দুহিতা, জ্যোতি দ্বারা আবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন, সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্‌রূপে ভ্রমণ করেন, তিনি কখনই দিক্‌গণের হিংসা করেন না। সূর্য্য যেমন নিজ বক্ষ প্রকাশ করেন; নোধা ঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উষাও তেমনি আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী জাগিয়া যেমন সকলকে জাগাইয়া থাকেন, উষাও সেইরূপ জগতের সকলকে জাগরিত করেন। তিনি অভিচারিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আগমন করেন। তিনি আকাশের পূর্ব্বভাগে উৎপন্ন হইয়া দিক্‌সমূহের চৈতন্য বিধান করেন। তিনি জনকস্থানীয় স্বর্গ ও পৃথিবীর অঙ্কে থাকিয়া উভয়কে পূর্ণ করিয়া সুবিস্তৃত করেন।

ঋক্‌সংহিতার মতে উষাদেবী প্রতিদিন অশ্বযুক্ত রথে উদিত হইয়া সূর্য্যের ত্রিংশৎ যোজন অগ্রে অবস্থিতি করেন। যথা—

"সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণস্য ধাম।
অনবদ্যাস্ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরিযন্তি সদ্যঃ॥"
ঋক্‌ ১। ১২৩। ৮।

আজও যেমন কালও তেমন, তাঁহারা অনবদ্য। প্রতিদিন উষাগণ বরুণের সূর্য্যের অবস্থিতি স্থান হইতে ৩০ যোজন অগ্রে অবস্থিত হন। এক এক উষা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।*

ঋক্‌সংহিতার অনেক স্থলেই উক্ত আছে যে, ইন্দ্রই উষাকে উৎপন্ন করেন। ("যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান।" ২।১২।৭।) আবার ইন্দ্রই উষাকে বিনষ্ট করেন, এরূপও উল্লেখ আছে। (ঋক্‌ ৪। ৩০। ৮-১১)

বেদের নিঘণ্টু মতে উষার এই কয়েকটী নাম—

বিভাবরী। সূনরী। ভাস্বতী। ওদতী। চিত্রামঘা। অর্জ্জুনী। বাজিনী। বাজিনীবতী। সুম্নাবরী। অহনা। দ্যোতনা। শ্বেত্যা। অরুষী। সূনৃতা। সূনৃতাবতা। সূনৃতাবরী। (নিঘণ্টু ১। ৮)

পূর্ব্বকালে গ্রীক এবং রোমকগণ উষাদেবীর পূজা করিতেন। গ্রীকেরা উষাদেবীকে হিয়স্‌ (Eos) এবং রোমকেরা অরোরা (Aurora) বলিতেন। তিনি হাইপেরিয়ান্‌ ও থেয়ার কন্যা, হিলিয়ন্‌ ও সিলিসের ভগিনী এবং টিটান অস্ত্রিয়সের পত্নী। হোমার উষাকে দিবাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২ প্রত্যূষ। ৩ বাণরাজার কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী। [অনিরুদ্ধ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(উষা রাত্রিস্তদন্তে চ বাণস্যাপি সুতা-তথা। বাচস্পতি।)

উষাকাল (পুং) উষায়াং কলঃ শব্দো যস্য বহুব্রী। কুক্কুট।

উষাপতি (পুং) উষায়াঃ পতিঃ স্বামী ৬-তৎ। অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। [উষা দেখ], [অনিরুদ্ধ দেখ।]

উষিত (ত্রি) বস বা উষ-ক্ত। ১ পর্য্যুষিত। ২ দগ্ধ। ৩ নিরিষ্ট। ৪ ত্বরিত। (উষিতং ব্যুষিতে দগ্ধে। মেদিনী।)

উষিতঙ্গবীন (ত্রি) উষিতা অবস্থিতা গাবো যত্র। যেখানে গোগণ ভোজন করিয়াছে।

উষীর (পুং, ক্লী) উষ-কীরচ্‌। [উশীর দেখ।]

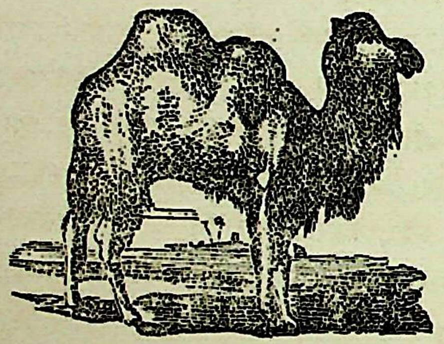
* সায়ণাচার্য্যের মতে সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে সূর্য্য একদণ্ডে ৭৯ যোজন ভ্রমণ করেন। উষা সূর্য্যের ৩০ যোজন পূর্ব্বে গমন করিলে, সূর্য্যোদয়ের সাড়ে বাইস ২২।০ পল পূর্ব্বে উষার উদয় হইতেছে।

উষেশ (পুং) উষায়া ঈশঃ পতিঃ; ৬তৎ। অনিরুদ্ধ। (সুতোঽনিরুদ্ধ ঋষ্যাঙ্ক উষেশো ব্রহ্মসূশ্চ সঃ। হেম ২। ১৪৪)

উষ্ট্র (পুং) উষ-(উষিখনিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪। ১৬১) ইতি ষ্ট্রন্ কিচ্চ। পশুবিশেষ, উট।

সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রমেল, ক্রমেলক, ময়, মহাঙ্গ, দীর্ঘগতি, বলী, করভ, দাসেরক, ধূসর, লম্বোষ্ঠ, বরণ, মহাজঙ্ঘ, জবী, জাঙ্ঘিক, দীর্ঘ, শৃঙ্খলক, মহান্, মহাগ্রীব, মহানাদ, মহাধ্বগ, মহাপৃষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, গ্রীবী, ধূম্রক, শরভ, কণ্টকাশন, ভোলি, বহুকর, অধ্বগ, মরুদ্বীপ, বক্রগ্রীব, বাসন্ত, কুলনাশ, কুশনামা, মরুপ্রিয়, দ্বিককুৎ, দুর্গলঙ্ঘন, ভূতঘ্ন, দাসের, দীর্ঘগ্রীব, কেলিকীর্ণ। সংস্কৃত ক্রমেল শব্দের সহিত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা—

সংস্কৃত 'ক্রমেল', হিব্রু 'গমেল', গ্রীক 'কামিলস্,' রোমক 'কমেলস্,' ইতালীয় 'কম্মেলো', স্পেনীয় 'কমেল্লো', জর্ম্মন্ 'কমীল্,' ফরাসী 'কমু' (Chameau), ইংরাজী 'ক্যামেল' (Camel), আরবী 'জেমল'।



উষ্ট্র।

উষ্ট্রজাতি আরবে, পারস্যে, তুরস্কের দক্ষিণ অংশে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, আফ্রিকাখণ্ডের ইজিপ্ট হইতে মরিতানিয়া দেশ অবধি, ভূমধ্যস্থ সাগরের তীর হইতে সিনিগল নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত এবং কানারি দ্বীপে বাস করে।

উষ্ট্র তিন জাতিতে বিভক্ত—হিগুইন্, বেকেতি, ইল-হৈরি। হিগুইন্ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, ইহারা ১৫ মণ ভার বহন করিতে পারে। বেকেতি হিগুইন্ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহাদের পৃষ্ঠে ককুদাকৃতি দুইটি কুজ হয়, (তন্মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিলে কোন দিকে পড়িতে পারে না), ইহারা ৮। ৯ মণ ভার বহন করিতে পারে।

ইল্‌হৈরি অপর দুই জাতীয় উষ্ট্র হইতে খর্ব্ব হইলেও ভারবহনে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। ইহাদের মত বহুকালব্যাপী দ্রুতগামী পশু আর নাই; আমরা যে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু এই ইল্‌হৈরির দ্রুতগতি অনুধাবন করিলে ইহাদিগকেই সেই 'পক্ষিরাজ' বলিয়া অনুমিত হয়। আরব কবিগণ প্রাণ ভরিয়া ইহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। আরবেরা বলিয়া থাকে, "যদি পথিমধ্যে হৈরি দেখিতে পাও, তাহার স্বামী তোমাকে সেলাম আলেকম্ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তুমি তাহাকে 'আলেকম্ সেলাম' বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইবে; হৈরি তাহার স্বামীকে পৃষ্ঠে করিয়া তোমার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। কারণ ইল্‌হৈরি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী।" ইহারা অষ্টাহের মধ্যে প্রায় ৪৫০ ক্রোশ আফ্রিকার দুর্গম মরুপথ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

উষ্ট্রজাতি—রোমন্থক অর্থাৎ ভুক্ত বস্তু উদ্গীরণপূর্ব্বক পুনশ্চর্ব্বণ করে, কিন্তু দন্ত সংখ্যানুসারে অপর রোমন্থক পশু হইতে ইহাদের লক্ষণ ভিন্ন। অপর রোমন্থকদিগের কেবল অধোমাড়িতে ছেদন-দন্ত হয়, ঊর্দ্ধমাড়ির অগ্রভাগে ছেদনদন্ত হয় না। কিন্তু উষ্ট্রের উভয় মাড়িতেই ছেদন-দন্ত আছে। ইহাদের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪টী দন্ত হয়, ১৬টি ঊর্দ্ধ-মাড়িতে এবং ১৮টি অধোমাড়িতে। ঊর্দ্ধমাড়িতে দুই কসে ২ তীক্ষ্ণ এবং ১২ পেষণদন্ত থাকে, অধোমাড়িতে কসের ৬, তীক্ষ্ণ ৮ এবং পেষণদন্ত ১০টি থাকে। ঊর্দ্ধমাড়িস্থ কসের দন্ত অনেকটা তীক্ষ্ণদন্তের মত।

অপর রোমন্থক পশু হইতে উষ্ট্রের আর একটি লক্ষণ ভিন্ন। ইহাদের ঘন ও নৌকাকার গুল্‌ফাস্থি (Tarsus) ভিন্ন ভিন্ন। অপর রোমন্থকদিগের ন্যায় খুর খণ্ডিত না হইয়া একশফের ন্যায় ইহাদের খুর জোড়া। ইহাদের ওষ্ঠ গন্নার্খ্যাদার মত ছেদিত। চক্ষুগোলক অতিবৃহৎ, তাহার কোটরের অনুপযুক্ত। নাসিকা বক্র ও সঙ্কোচন-যোগ্য। মস্তক বৃহৎ। গ্রীবা ক্ষীণ অথচ দীর্ঘ। পৃষ্ঠ-দেশ কুব্জ। উরু ও জঙ্ঘা অপরিমিত দীর্ঘ। পদ স্থূল, দুই-মাত্র নখবিশিষ্ট, পদতল প্রশস্ত, এজন্য মরু মধ্য দিয়া যাইবার সময় বালুকা মধ্যে মগ্ন হয় না। ইহাদের উপরের ঠোঁট গন্নার্খ্যাদা বলিয়াই ইহারা বালুকাময় অরণ্যস্থিত কণ্টকময় গুল্মাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। নাসিকা বক্র ও সঙ্কোচন-যোগ্য হওয়াতেই ইহারা মরুভূমিতে 'সিমুম্' নামক সাক্ষাৎ কালান্তক বালুকাপ্রবাহ হইতে রক্ষা পায়। যাত্রাকালে যখন 'সিমুম্' নামক বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, তখন আরোহিগণ উষ্ট্র হইতে নামিয়া মাটিতে মুখ লুকাইয়া অতিকষ্টে প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু উষ্ট্রেরা সামান্য নাসিকা সঙ্কোচ করিয়াই উক্ত বায়ু হইতে অনায়াসেই রক্ষা পায়।

উষ্ট্রের পাকস্থলী বড় চমৎকার, উহা অপর সকল জন্তুর পাকস্থলী হইতে ভিন্ন। প্রথমে উহা একটি থলি বলিয়া বোধ হয়, তাহার পশ্চাৎদিকে দুইটি ঘর, মধ্যে একটি কঠিন আলি দ্বারা বিভক্ত আছে, ঐ অংশ অন্ননালীর ছিদ্রপথের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বরাবর নামিয়া গিয়াছে। ঐ থলিতে জলপোরা থাকে, আবশ্যক হইলে উষ্ট্রেরা জল পুনরায় পান করিতে পারে। কোন কোন আরবীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলেন যে, যৎকালে মুহম্মদ টাবক্ নগরে গ্রীকদিগের বিপক্ষে গমন করেন, তৎকালে সৈন্যসামন্তগণ আহার ও পানীয় অভাবে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আপন আপন উষ্ট্রকে বিনাশ করিয়া তাহার পাকস্থলীস্থ জল বাহির করিয়া পান করিয়াছিল। (Sale's Koran, p. 164) কিন্তু য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাণিতত্ত্ববিদেরা উক্ত ঘটনা স্বীকার করেন না।

ইহারা বনের কণ্টকতৃণ খাইতে ভালবাসে, পক্ষাধিক আহার না পাইলেও ইহারা কাতর অথবা ভারবহনে অক্ষম হয় না। অধিক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলে পৃষ্ঠস্থিত ককুদের রক্তমাংস দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উষ্ট্রজাতি মানবের ব্যবহারে আসিতেছে। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরাও উষ্ট্রে চড়িতেন, ঋগ্বেদে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঋক্ ৮।৪৬। ২৮, ৩১) বোধ হয়, যুদ্ধকালেও তাহারা অশ্বাদির ন্যায় উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন, ঋগ্বেদের একস্থানে উক্ত আছে—

"যথা মৃধ উষ্ট্রো ন পীপরোমৃধঃ।" ঋক্ ১।১৩৮।২।

তুমি উষ্ট্রের ন্যায় যুদ্ধে আমাদিগকে নিস্তার কর।

বৈদিক সময় হইতেই রাজগণ অশ্ব, গো এবং ধনাদির ন্যায় উষ্ট্রও দান করিতেন। (ঋক্ ৮।৫।৩৭, ৮।৪৬।৩১ ; ভারত, সভা।)

অশ্বযান ও গোযানের ন্যায় পূর্ব্বকালে উষ্ট্রযানেরও ব্যবহার ছিল। (মনু ২। ২০৪) তৎকালে ব্রাহ্মণেরা উষ্ট্রযানে আরোহণ করিতে পারিতেন না। মনু প্রভৃতির মতে, উষ্ট্রযানে উঠিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয়।

"উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ।
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেণ শুদ্ধ্যতি॥"
মনু ১১।২০২।

ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করিয়া উষ্ট্রযান অথবা গর্দ্দভযানে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

শাস্ত্রে উষ্ট্রমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"গৌধেয়কুঞ্জরোষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বং পঞ্চনখং তথা।
ক্রব্যাদং কুক্কুটং গ্রাম্যং কুর্য্যাৎ সম্বৎসরং ব্রতম্॥"
শঙ্খসংহিতা ১৭।২১।

গোসাপের ছানা, হাতী, উট, পঞ্চনখযুক্ত পশু, মাংসাশী ও গ্রাম্য কুকুড়া খাইলে সম্বৎসর ব্রত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

বাইবেলেও উষ্ট্রমাংস অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"Because he cheweth the cud, but divideth not the hoop: he is unclean unto you."
Leviticus, XI. 4.

উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি, সে জাবর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়।

আরবদেশীয় কবিগণ এই পশুকে 'অরণ্যপোত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অরণ্যপোত আরবদিগের প্রাণের মত প্রিয়, তাহারা ইহাদের মাংসে ও দুগ্ধে জীবন ধারণ করে, লোমে বস্ত্র প্রস্তুত করে ও শিবির প্রস্তুতকরণের উপাদান প্রাপ্ত হয়। ঐ বস্ত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিলাতে উষ্ট্রের লোমে তুলি প্রস্তুত হয়। উষ্ট্রের মল আরবদেশে জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার ধূমে 'নিশাদল' প্রস্তুত হয়।

বৈদ্যক মতে, উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ—লঘু, স্বাদু, লবণাস্বাদ ও দীপন ; ক্রিমি, কুষ্ঠ, আনাহ, শোথ ও উদররোগনিবারক।

উষ্ট্রীঘৃতের গুণ—দীপন ও বাতশ্লেষ্মনাশক, জীর্ণ হইয়া কটুরস প্রাপ্ত হয়। ইহা পান করিলে শোথ, বিষ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, গুল্ম ও উদররোগ নষ্ট হয়।

উষ্ট্রমূত্রের গুণ—শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগনাশক।

উষ্ট্রকণ্টকভোজনন্যায়, (পুং) শমীকণ্টকের ক্ষতজন্য বহু-দুঃখ সহ্য করিয়াও উষ্ট্র যেমন সামান্য ভোজনতৃপ্তি সুখের জন্য শমীকণ্টক ভক্ষণ করে, মনুষ্যও সেইরূপ যৎসামান্য সুখের আশয়ে সাংসারিক বহু দুঃখ ভোগ করে। ইহাই উষ্ট্রকণ্টক-ভোজনন্যায়।

উষ্ট্রকর্ণ (পুং) ১ জনপদবিশেষ। সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত ম্লেচ্ছ দেশবিশেষ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অষ্টকর্ণি (Astaceni) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উষ্ট্রকর্ণিক (পুং) ১ দক্ষিণদিক্‌স্থ যবন দেশ। ২ তদ্দেশীয় লোক।

সহদেবের দিগ্বিজয় বর্ণনে মহাভারতে উক্ত আছে। (অন্ধ্রাংস্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকান্।" (ভারত সভা।)

উষ্ট্রকাণ্ডী (স্ত্রী) উষ্ট্র ইব কাণ্ডোঽস্য জাতিত্বাৎ ঙীষ্। পুষ্প-

বিশেষ, দেশভেদে 'উটাটি' বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপুষ্পী, করভকাণ্ডিকা, রক্তা, লোহিতপুষ্পী ও কর্ণপুষ্পী। রাজনির্ঘণ্টে ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও হৃদ্রোগনাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার বীজ মধুর, রস শীতল, কিন্তু উষ্ণ গুণকারী, শুক্রবর্দ্ধক এবং সন্তর্পণজনক।

উষ্ট্রগ্রীব (পুং) ভগন্দর রোগবিশেষ। সুশ্রুতের মতে,—প্রকোপিত পিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলে রক্তবর্ণ, সূক্ষ্ম, উন্নত, উষ্ট্রগ্রীবাকার পীড়কার উৎপত্তি হয়, তাহাতে চুলকনাবং বেদনা হইয়া থাকে এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পাকিয়া উঠে। মাধবনিদানে ইহা 'উষ্ট্রশিরোধর' বলিয়া উক্ত আছে। [ভগন্দর দেখ।]

উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা (স্ত্রী) উষ্ট্রস্য ধূসরঃ পুচ্ছ ইব পুচ্ছঃ মঞ্জরী যস্যাঃ। ১ বিচুটি নামক বৃক্ষবিশেষ। ২ উষ্ট্রস্য পাদ ইব পাদো মূলং যস্যাঃ। উষ্ট্রপাদী, মদনালী নামক বৃক্ষবিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শাতভীরু, ভদ্রবল্লী, ভূমিমণ্ডা।

উষ্ট্রপক্ষী (স্ত্রী) দ্রুতগামী ভূচরপক্ষিজাতীয় পক্ষিবিশেষ, উট্‌পক্ষী। (Struthio camelus)। উট্‌পাখীর ঠোঁট্ মাঝারি, বিস্তৃত এবং অন্তভাগ গোলাকৃতি; মাথা ছোট, গলা লম্বা, দুই পা অধিক বড় এবং অধিক বলিষ্ঠ। পায়ে দুইটি করিয়া চেটো, একটি ভিতর দিকে অপরটি বহির্দ্দিকে; ভিতরদিকের চেটো অধিক বড় ও থাবার মত। ডানাতে উড়িতে পারে না। কিন্তু দৌড়াইবার সময়ে বড় সুবিধা হয়। ডানায় ও লেজে কোমল পালক থাকে।

উট্‌পাখী অপর সকল পক্ষী অপেক্ষা বড়, এজন্য ইহাকে 'পক্ষিরাজ' বলা যাইতে পারে। ইহাদের এক একটি চারি হইতে ছয় হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। স্ত্রীজাতীয়েরা এককালে প্রায় ১০টি ডিম পাড়ে, এক একটি ডিম ২৪টি মুরগী ডিমের সমান।

ইহাদের ধাড়ি পুরুষের পালক কাল ও চিক্কণ; স্ত্রী ও বাচ্ছার পালক কাল অথচ কটা, মধ্যে মধ্যে সাদা। উট্‌পাখীর ডানার ও লেজের বড় বড় পালকগুলি সাদা, মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবিন্দু দেখা যায়। ইহাদের চক্ষু অতিশয় তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, অধিক দূরের দ্রব্যাদি সহজেই দেখিতে পারে। ইহারা অধিক বলবান্। ঘটনাক্রমে ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে ইহারা পদাঘাতে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। প্রতি ঘণ্টায় ২০ ক্রোশের অধিক চলিতে পারে, অতিশয় দ্রুতগামী হওয়ায় সহজে ইহাদিগকে ধরা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা উট্‌পাখীর ছাল গায়ে দিয়া ইহাদের নিকট অগ্রসর হয়, ইহারা তাহাদিগকেও উট্‌পাখী মনে করিয়া আপনার কাছে আসিতে দেয়। এই উপায়ে তাহারা উট্‌পাখীর নিকটে গিয়া বিষাক্ত তীরপ্রহারে ইহাদিগকে বিনাশ করে।

উট্‌পাখী আরব ও আফ্রিকার মরুভূমিতে বাস করে। ইহারা শীঘ্র তৃষ্ণাতুর হয় না, দুই দশ দিন পরে যখন তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখন মরুভূমির মধ্য হইতে তরমুজ অথবা খরবুজ বাহির করিয়া তাহার জল পান করে। ক্ষুধা হইলে ছোট ছোট পাখী যেমন বালিকণা খুঁটিয়া খায়, ইহারা সেইরূপ বড় বড় পাথর, লোহখণ্ড, ইট, কাচের বাসন, তামার মুদ্রা, এমন কি ছেঁড়া জুতাও গ্রাস করিয়া থাকে। আফ্রিকার লোকেরা উট্‌পাখীর ডিম খায়। প্রাচীন কাল হইতে বিলাতে উট্‌পাখীর পালকের বড় সমাদর। পুষিলে ইহারা পোষ মানে। কিন্তু অচেনা লোককে কাছে আসিতে দেখিলে প্রায়ই তাহাকে আক্রমণ করে। বাইবেলে উট্‌পাখীর মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে। (Leviticus XI. 16.)

উষ্ট্রশিরোধর (স্ত্রী) ভগন্দর রোগবিশেষ। [ভগন্দর দেখ।]

উষ্ট্রস্থান (ক্লী) উষ্ট্রস্য স্থানং ৬তৎ। উষ্ট্রগণের আবাস স্থান।

উষ্ট্রাসিকা (স্ত্রী) উষ্ট্রস্যেব আসিকা আসনমিত্যর্থঃ। উষ্ট্রগণ যেরূপে উপবেশন করে তদ্রূপ আসন।

উষ্ট্রিকা (স্ত্রী) উষ্ট্রস্য আকৃতিরিব আকৃতির্যস্যাঃ। ১ মৃন্ময় সুরাপাত্রবিশেষ। উষ্ট্রস্য স্ত্রী উষ্ট্র কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। ২ উষ্ট্রী। (উষ্ট্রিকা মৃদ্ভাণ্ডভেদে করভস্য চ যোষিতি। হেম ৩। ১১) ("ধূর্ব্বঙ্গবিক্ষেপবিদারিতোষ্ট্রিকা।" মাঘ ১২। ১৬)

উষ্ট্রী (স্ত্রী) উষ-ষ্ট্রন্-ঙীষ্। ১ মদ্যপাত্র। ২ উষ্ট্রের স্ত্রী।

উষ্ণ (পুং, ক্লী) উষ-নক্ (ইন্‌ষিঞ্জিদীঙুষ্যবিভ্যো নক্। উণ্ ৩। ২) ১ গ্রীষ্ম। ২ আতপ। ৩ পলাণ্ডু। ৪ উষ্মা। ৫ অগ্নি। ৬ সূর্য্য। ৭ নরকবিশেষ। ৮ পিত্ত। ৯ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ বর্ষবিশেষ। (ত্রি) ১ অশীতল। ২ তীব্র। ৩ অনলস। (উষ্ণ গ্রীষ্মদক্ষাতপাহিমাঃ। হেম° অনে ২। ১৩৩)

বৈদ্যক মতে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পিত্তপ্রকোপকারী, লঘু এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

উষ্ণক (ত্রি) উষ্ণঃ কার্য্যং যস্য; উষ্ণ-কন্। ক্ষিপ্রকারী। ২ পীড়িত। ৩ প্রণত। ৪ ক্রোধোদ্দীপ্ত। ৫ যাহা শরীরের উষ্ণতা উৎপাদন করে। (পুং) ৬ জ্বর। ৭ গ্রীষ্মকাল। (উষ্ণকস্তু নিদাঘে স্যাদাতুরে ক্ষিপ্রকারিণি। মেদিনী)

উষ্ণকটিবন্ধ (পুং) (Torrid-zone) কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান।

উষ্ণকর (পুং) উষ্ণঃ করঃ কিরণো যস্য, অথবা উষ্ণং করোতি, উষ্ণ-কৃ- অচ্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ উষ্ণকারী।

উষ্ণকাল (পুং) উষ্ণশ্চাসৌ কালশ্চ, কর্ম্মধা। গ্রীষ্মকাল। (" তক্রং নৈব ক্ষতে দদ্যাৎ নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।" সুশ্রুত।)

উষ্ণগ (পুং) গ্রীষ্মকাল। ("চিত্তং রহসি মে সৌম্য নদীকূলমিবোষ্ণগঃ।" রামায়ণ ৫। ৩১। ৩৬।)

উষ্ণগু (পুং) উষ্ণা গৌঃ কিরণো যস্য, ওকারস্য হ্রস্বত্বং। সূর্য্য।

উষ্ণদীধিতি (পুং) উষ্ণা দীধিতয়ঃ কিরণা যস্য। সূর্য্য।

উষ্ণনদী (স্ত্রী) উষ্ণা চাসৌ নদী চেতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। বৈতরণী নদী।

উষ্ণপ্রস্রবণ (ক্লী) যে প্রস্রবণ হইতে উষ্ণ-জল নিঃসৃত হয়, অথবা যে স্থানের জল সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকিয়া প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে যে যে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ থাকায় অতি প্রাচীন কাল হইতে তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

বীরভূমে বক্রেশ্বর নামে পবিত্র তীর্থস্থান আছে, এই পুণ্য স্থানের মধ্যে কমবেশ ৮টি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়, তন্মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড নামক প্রস্রবণ প্রধান। সূর্য্যকুণ্ডের জল উষ্ণ হইলেও ইহার জলে লতা জন্মিয়া থাকে। জলের ঊর্দ্ধভাগে যাহা জন্মে তাহা প্রায়ই সবুজ এবং অধোভাগে অধিক তাপ জন্য কতকটা পিঙ্গলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে ১৬৪° হইতে ৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ লক্ষিত হয়।

থান প্রদেশের ভিবন্দী তালুকের মধ্যে প্রায় ১৫০টি উষ্ণকুণ্ড আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি থান জেলাস্থ বৈতরণী নদীর নিকট। উক্ত কুণ্ডগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানকার পিণ্ডী পর্ব্বতের নিকট অর্জ্জুনকুণ্ড নামে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার তাপ ১৩০°। পিণ্ডীগিরিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উষ্ণকুণ্ড আছে; তাহাদের কর্দ্দম হইতে ধুম নির্গত হইয়া থাকে। সিন্ধুপ্রদেশেও অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে মঞ্চার হ্রদের নিকট ভীলগিরির শিখরদেশে একটি অতিশয় উত্তপ্ত প্রস্রবণ আছে, তাহার জলে হাত দেওয়া যায় না। সিন্ধু প্রদেশের লক্ষ্মী নামক গ্রামেও কয়েকটি তপ্ত গন্ধকপ্রস্রবণ আছে।

পঞ্জাবের উত্তরাংশে হিমালয় পর্ব্বতের নিকট পার্ব্বতী নদীর তীরে মণিকর্ণ নামক তীর্থ, এই পর্ব্বতময় প্রদেশেও অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই সকল পবিত্র প্রস্রবণই বোধ হয় পূর্ব্বকালে উষ্ণীগঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"অপাং হ্রদং চ পুণ্যাখ্যং ভৃগুতুঙ্গং চ পর্ব্বতম্।
উষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয়! সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ॥"
ভারত বন ১৩৫ অঃ।

মণিকর্ণের লোকেরা উষ্ণপ্রস্রবণের তাপে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাদের জ্বালানি কাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না।

কাশ্মীরের উত্তর লাধক প্রদেশও অনেকগুলি ক্ষুদ্র উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। চট্টগ্রামের মধ্যে চন্দ্রনাথগিরির উপর সীতাকুণ্ড নামে একটি পবিত্র প্রস্রবণ আছে, পূর্ব্বকাল হইতে ঐ কুণ্ডটি হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ কুণ্ড হইতে ধুম নির্গত হইয়া থাকে।

উষ্ণরশ্মি (পুং) উষ্ণা রশ্ময়োঽস্য বহুব্রী। ১ সূর্য্য। ২ আকন্দ গাছ।

উষ্ণবারণ (পুং, ক্লী) উষ্ণং আতপং বারয়তি। উষ্ণ-বৃ-ণিচ্-ল্যু। ছত্র, ছাতি। (যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং। কুমার ৫।৫২।)

উষ্ণবীর্য্য (পুং) উষ্ণং বীর্য্যং যস্য। ১ শিশুমার, শুশুক। (ত্রি) ২ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য। ৩ বলবান্ ব্যক্তি।

উষ্ণা (স্ত্রী) উষ্যতে বধ্যতে যয়া; উষ বধে-নক্-টাপ্। ১ ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। ২ সন্তাপ। ৩ পিত্ত।

উষ্ণাংশু (পুং) উষ্ণা অংশবো যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

উষ্ণাগম (পুং) উষ্ণস্য আগমো যত্র। গ্রীষ্মকাল।

উষ্ণালু (ত্রি) উষ্ণ-(শীতোষ্ণতৃপ্রেভ্যস্তন্নসহনে।) ইতি আলুচ্। ১ যে উত্তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ। ২ আতপক্লান্ত। ৩ শীতলপ্রিয়।

("উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী।"
বিক্রমোর্ব্বশী।)

উষ্ণাসহ (পুং) উষ্ণ আতপ আসহ্যতে যত্র; উষ্ণ-আ-সহ-অচ্। ১ হেমন্তকাল। ২ (ত্রি) যে উত্তাপ সহিতে পারে না।

উষ্ণিকা (স্ত্রী) অল্পমন্নমস্যাং, অন্ন-অল্পার্থে। (ব্রাহ্মণকোষ্ণিকে-সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।২।৭১ কন্। ইতি নিপাতনাৎ অন্নশব্দস্য উষ্ণাদেশঃ। টাপ্ অত ইৎ। যবাগূ। শ্রাণা বিলেপী তরলা যবাগূরুষ্ণিকাপি চ। হেম ৩। ৬১।)

উষ্ণিক্ [হ্] (স্ত্রী) উৎ-স্নিহ-কিন্। সপ্তাক্ষর ছন্দোবিশেষ। (গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্চ। ছন্দোমঞ্জরী) এই ছন্দঃ তিন প্রকার; মধুমতী, কুমারললিতা ও মদলেখা।

উষ্ণীগঙ্গ (ক্লী) উষ্ণীভূতা গঙ্গা যত্র। ভৃগুপর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ। (ভারত বন-১৩৫ অঃ) [উষ্ণপ্রস্রবণ দেখ।]

উষ্ণীষ (পুং ক্লী) উষ্ণং ঈষতে হিনস্তি; উষ্ণ-ঈষ-ক। ১ শিরোবেষ্টন, পাগড়ি। বৈদ্যক মতে উষ্ণীষ ধারণের গুণ—কান্তিজনক, কেশবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ধুলি, শীত এবং উষ্ণনিবারক, প্রতিশ্যায় ও শিরঃশূলপ্রশমক এবং বর্ণ তেজ বল প্রভৃতির প্রবর্দ্ধক। ২ কিরীট, মুকুট। ৩ চিহ্নবিশেষ। (উষ্ণীষস্তু শিরোবেষ্টে কিরীটে লক্ষণান্তরে। মেদিনী)

উষ্ণীষধারী (পুং) উষ্ণীষং ধরতি; উষ্ণীষ ধৃ-ণিনি। যে উষ্ণীষ ধারণ করে।

উষ্ণীষী [ষিন্] (ত্রি) উষ্ণীষং অস্ত্যস্য; উষ্ণীষ-ইনি। ১ উষ্ণীষধারী। ২ মহাদেব, ("উষ্ণীষী চ সুবক্ত্রশ্চ উদগ্রো বিনতস্তথা।" ভারত-অনু-১৭ অঃ।)

উষ্ণোদক (ক্লী) উষ্ণঞ্চ তৎ উদকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। উষ্ণজল, গরমজল। ইহা অর্দ্ধাবশেষ. ত্রিপাদাবশেষ. চতুর্থাংশাবশেষ ভেদে অনেক প্রকার। সাধারণতঃ কিছুকাল জ্বাল দিয়াও ব্যবহার করা যায়। বৈদ্যকোক্ত সাধারণ উষ্ণোদকের গুণ—"স্রোতহিতকর, কাস, জ্বর, বিরুদ্ধ কফ বাত এবং আমের প্রশমক, মেদবিনাশী, অগ্ন্যুদ্দীপক ও বস্তিপরিশোধক।" গ্রীষ্মে অর্দ্ধাবশেষ, শরৎকালে একাংশাবশেষ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে অর্দ্ধাবশেষ, বর্ষাকালে অষ্টমাংশাবশেষ উষ্ণোদক পান করা বিধি। পাদাবশেষ উষ্ণোদক পিত্তবিনাশক, অর্দ্ধাবশেষ বাতপ্রশমক এবং ত্রিপাদাবশেষ কফনাশক বলিয়া ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে।

দিবসে যে জল উষ্ণ করা হয়, রাত্রে তাহা গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়, এজন্য দিনের উষ্ণ জল রাত্রিতে ব্যবহার না করিয়া, রাত্রিতে অন্য জল উষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। গরম জলে স্নানও বিশেষ উপকারসাধক, কিন্তু মস্তকে ব্যবহার করিবে না, যেহেতু তাহাতে কেশ ও চক্ষুর অপকার সম্ভাটিত হয়।

উষ্ণোপগম (পুং) উষ্ণ উপগম্যতে অত্র; উষ্ণ-উপ-গম-অপ্। গ্রীষ্মকাল।

উষ্ম (পুং) উষ-মক্। ১ গ্রীষ্মকাল। ২ উত্তাপ। ৩ তীব্রতা। ৪ ক্রোধ। ৫ শ, ষ, স, হ, এই চারিটি বর্ণের নাম উষ্মবর্ণ।

উষ্মক (পুং) উষ্ম-কন্। গ্রীষ্মকাল। (উষ্ণ উষ্ণাগমো গ্রীষ্মো নিদাঘস্তপ উষ্মকঃ। হেম ২। ৭১।)

উষ্মতা (স্ত্রী) উষ্মস্য ভাবঃ, উষ্ণ-তল্। উষ্ণতা।

উষ্মপা (পুং) উষ্মাণং পিবতি, উষ্ম-পা-ক্বিপ্। ১ পিতৃলোকবিশেষ। ২ উষ্মপানকারী তপস্বিবিশেষ। ("শুকালিনো বর্হিষদ উষ্মপা আজ্যপাস্তথা।" স্মৃতি।)

উষ্মবৎ (ত্রি) উষ্ম-মতুপ্, মস্য বঃ। উষ্মবিশিষ্ট, উত্তপ্ত। ("জ্বরদাহোষ্মবতীঃ বুদ্ধিং।" সুশ্রুত।)

উষ্মস্বেদ (পুং) উষ্মশ্চাসৌ স্বেদশ্চেতি কর্ম্মধা। উষ্ণস্বেদ। [স্বেদ দেখ]

উষ্মা [ন্] (পুং) উষ-মনিন্। ১ গ্রীষ্মকাল। ২ উত্তাপ। [উষ্ণ দেখ]

উষ্মাগম (পুং) উষ্মা আগম্যতে যত্র, আ-গম-অপ্। গ্রীষ্মকাল।

উষ্মায় (নামধাতু) উষ্মাণমুদ্বমতি, উষ্মন্-ক্যঙ্। উষ্মা উদ্বমন করা।

উস্র (পুং) বস-রক্, (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকীতি। উণ্ ২। ১৩) ইতি রক্ সম্প্রসারণম্। ১ বৃষ। ২ রশ্মি। ৩ সূর্য্য। ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৫ দেব। (উস্রোরশ্মিদেবশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

উস্রা (স্ত্রী) উস্র-টাপ্। ১ গাভী, (উস্রা গৌঃ। উজ্জ্বলদত্ত) ২ ইন্দুরকাণী নামক লতাবিশেষ। ৩ পৃথিবী।

উস্রি (স্ত্রী) বস-কি। গমনকারিণী।

উস্রিক (পুং) উস্র-ঠন্। ১ জীর্ণ বৃষ।
("যে ত্বাদেবোস্রিকং মন্যমানাঃ পাপাভদ্রমুপজী বজ্রাঃ।" ঋক্ ১। ১০৯। ৫)

উস্রিকা (স্ত্রী) উস্রিক-টাপ্। অল্পদুগ্ধবতী গাভী।

উস্রিয় (পুং) উস্র-অল্লার্থে ঘ। জীর্ণবৃষ।
("বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতী রুদাজৎ।" ঋক্ ৪। ৫০। ৫)

উস্রিয়া (স্ত্রী) উস্রিয়-টাপ্। গাভী। ("আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ সংবেশয়ন্ পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ।" অথর্ব্ব ৩। ৮। ১)

উহ (ধাতু) ভ্বা° পর° সক° সেট্। পীড়িত করা। (উহির্দ্দে। কবিক্র।)

উহ (অব্য) ১ সম্বোধনবাচক। ২ নিশ্চয়ার্থবাণী।

উহান (পুং) দেশবিশেষ।

উহু (অব্য) উহ-কু। ১ খেদসূচক শব্দবিশেষ।
("উহুরিতি কুহূরবধ্বনিভির্যাপতৎ মূর্চ্ছিতা।")

উহু (ত্রি) বাহক। ("হংসাম উহুব উষর্বুধঃ।" ঋক্ ৪। ৪৫। ৪)

উহ্যমান (ত্রি) বহ-শানচ্, কর্ম্মণি। যাহাকে বহন করা হইতেছে। ("যথোহ্যমানং খলু ভোগভোজিনা।" নৈষধ ১।)

উহ্রু (পুং) বহ-রক্ সম্প্র°। বৃষ।

ঊ

ঊ (দীর্ঘ) ১ স্বরবর্ণের ষষ্ঠ অক্ষর। ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে লিখিত আছে—উকারের আকৃতি হ্রস্ব উকারের প্রায় তুল্য, তবে বিশেষ এই যে, উকারের নীচে আর একটী বক্ররেখা বামদিকে অধিক আছে। সমস্ত রেখাগুলিতে যম, অগ্নি ও বরুণ অবস্থিত আছেন। ঊর্দ্ধগত মাত্রাকে লক্ষ্মী বা সরস্বতী বলিয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত ইহার নাম—ঊ, কণ্টক, রতি, শান্তি, ক্রোধন, মধুসূদন, কামরাজ, কুজেশ, মহেশ, বামকর্ণক, অর্ঘীশ, ভৈরব, সূক্ষ্ম, দীর্ঘঘোণা, সরস্বতী, বিলাসিনী, বিঘ্নকর্ত্তা, লক্ষ্মণ, রূপকর্ষিণী, মহাবিদ্যেশ্বরী,

যষ্ঠা, যষ্ঠোভু, কান্তকুব্জক। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। (উস্ত বেট্টকঃ।" কবি॰ক্র)

ঊ (অব্য) বেঞ-ক্বিপ্। ১ সম্বোধন। ২ বাক্যারম্ভ। ৩ দয়া। ৪ রক্ষা। (উ বাক্যারম্ভরক্ষানুকম্পাস্বপি চ দৃশ্যতে। মেদিনী)

ঊ (পুং) অবতি রক্ষতি, অব-ক্বিপ্-ঊট্, (জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা ৬। ৪। ২০) ১ মহাদেব। ২ চন্দ্র। ৩ রক্ষক।

ঊঅট [উবট দেখ।]

ঊখলি (দেশজ) উদূখল শব্দের অপভ্রংশ। [উদূখল দেখ।]

ঊঢ় (ত্রি) বহ-ক্ত। ১ বিবাহিত। ২ যাহা বহন করা হইয়াছে। ৩ ধৃত। ৪ অঙ্গীকৃত। ("ভার্য্যোঢ়ং তমবস্থায় তস্থে সৌমিত্রয়েহসকৌ।" ভট্টি)

ঊঢ়কঙ্কট (ত্রি) ঊঢ়ো ধৃতঃ কঙ্কটো যেন। বর্ম্মযুক্ত। সন্নদ্ধ, বর্ম্মিত, সজ্জ, দংশিত।

ঊঢ়ভার্য্য (পুং) ঊঢ়া ভার্য্যা যেন, বহুব্রী°। বিবাহিত।

ঊঢ়া (স্ত্রী) ঊঢ়-টাপ্। ১ ভার্য্যা। ২ বিবাহিতা কন্যা। ("ঊঢ়াহনূঢ়াসমবায়েহনূঢ়ৈব প্রথমং ধনহারিণী।" স্মৃতি)

ঊঢ়ি (স্ত্রী) বহ-ক্তিন্। ১ বহন। বিবাহ।

ঊত (ত্রি) বে-ক্ত। অথবা উর্ণা তন্তুসন্তানে, উ-ক্ত। ১ কৃতবয়ন, যে সকল বস্ত্র বোনা হইয়াছে। ২ গ্রথিত। অব-ক্ত-ঊট্। ৩ স্যূত, যাহা শেলাই করা হইয়াছে। ৪ রক্ষিত। ৫ বিখ্যাত।

ঊতি (স্ত্রী) অব-ক্তিন্ ঊট্। বে-ক্তিন্। ১ রক্ষা। ২ বয়ন, কাপড়বোনা। ৩ শেলাই কার্য্য। ৪ লীলা। ৫ ক্ষরণ। ৬ (কর্ত্তরি ক্তিচ্) রক্ষাকর্ত্রী। ৭ পুরাণের দশবিধ লক্ষণ মধ্যে কর্ম্মবাসনারূপ লক্ষণবিশেষ। ("মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ।" ভাগবত ২। ২০। ১৪)

ঊধন্ (ক্লী) ঊধস্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সস্য নঃ। পশুদিগের স্তন, পালান, মেড়। ("উতাহং নক্তমুতসোম তে দিবা সখ্যায় বভ্র ঊধনি।" ঋক্ ৯। ১০৭। ২০)

ঊধন্য (ক্লী) ঊধনি ভবম্, ঊধন্-যৎ। দুগ্ধ।

ঊধর্ (ক্লী) ঊধস (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সস্য রঃ। পশুস্তন। ("ঊধর্নগ্না জরন্তে।" ঋক্ ৮। ২। ১২)

ঊধস্ (ক্লী) উন্দ-অসুন্; (ঊধসোনঙ্ ইতি নির্দ্দেশাৎ) উন্দস্য ঊধাদেশঃ। পশুস্তন, আপীন, মেড়। (শতপথব্রাহ্মণ ২।৫।১।৫)

ঊধস্য (ক্লী) ঊধসি ভবম্, ঊধস্-যৎ। ১ দুগ্ধ। (গোরসঃ ক্ষারমূধস্যঃ স্তন্যং পুংসবনং পয়ঃ। হেম ৩। ৬৮) (ত্রি) ২ যে সকল বস্তু দ্বারা পশুস্তন অধিক দুগ্ধশালী হয়, দুগ্ধকর দ্রব্য।

ঊধস্বতী (স্ত্রী) ঊধস্-মতুপ্, মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যে গাভীর পালানে অধিক দুগ্ধ থাকে। ("সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা।" ভাগবত ১।১০।৫)

ঊন (ধাতু) অদা॰-চুরা॰ পর॰ সক॰ সেট্। (ঊনৎক পরিহানে। কবি॰ক্র।) কম করা।

ঊন (ত্রি) ঊন-অচ্; অথবা অব-নক্ (ইণ্‌ষিঞ্জিদীঙুষ্যবিভ্যো নক্। উণ্ ৩। ২) ইতি নক্। (জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামিতি। পা ৬। ৪। ২০) ইতি ঊট্। ১ হীন। ২ ন্যূন। ৩ অসম্পূর্ণ। (ঊনমসম্পূর্ণম্। উজ্জ্বলদত্ত) "ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে।" রঘু ২। ১৪।

ঊনক (ত্রি) ঊন-স্বার্থে কন্। হীন। [ঊন দেখ]

ঊনচত্বারিংশ (ত্রি) ঊনচত্বারিংশতঃ পূরণঃ ডট্। যে সংখ্যা চল্লিশ অপেক্ষা এক সংখ্যা কম অর্থাৎ ৩৯ ঊনচল্লিশ সংখ্যা।

ঊনবিংশতি (স্ত্রী) বিংশতেরূনা। ১৯ উনিশ সংখ্যা।

ঊম্ (অব্য) ঊয়-মুক্। ১ ক্রোধোক্তি। ২ জিজ্ঞাসা। ৩ নিন্দা। ৪ স্পর্দ্ধা। (উমরুষোক্তৌ পৃচ্ছায়াং। মেদিনী)

ঊম (ক্লী) অবতীতি অব-(অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১। ১৪৩) ইতি মন্। ১ নগর। (ঊমং নগরং। উজ্জ্বলদত্ত) দেশবিশেষ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী।) ২ রক্ষক।

ঊয় (ধাতু) ভ্বা॰ আত্ম॰সক॰ সেট্॰। সেলাই করা। (ঊয়ীঙ সেবনে। কবি॰ক্র।)

ঊয়ী (দেশজ) উই, বল্মীক কীট। [উই দেখ]

ঊররী (অব্য) ঊর-বাহুলকাৎ ররীক্। ১ বিস্তার। ২ অঙ্গীকার।

ঊরব্য (পুং) ঊরোর্জাতঃ, ঊরু-যৎ। ব্রহ্মার ঊরুজাত, বৈশ্যজাতি।

ঊরী (অব্য) ঊরু-বাহুলকাৎ রীক্। ১ বিস্তার। ২ স্বীকার।

ঊরীকৃত (ত্রি) ঊরী-কৃ-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। ২ বিস্তৃত। (অঙ্গীকৃতং প্রতিজ্ঞাতমূরীকৃতোররীকৃতে। হেম ৬। ১২৪)

ঊরু (পুং) ঊর্ণূয়তে আচ্ছাদ্যতে (ঊর্ণোতে র্ণুলোপশ্চ। উণ্ ১। ৩১।) ইতি কুঃ ণুলোপশ্চ। জানুর উপরিভাগ, উরৎ।

ঊরুগ্রাহ (পুং) ঊরুং গৃহ্নাতি স্তভ্নাতি, ঊরু-গ্রহ-অণ্। ঊরুস্তম্ভ রোগ। [ঊরুস্তম্ভ দেখ।]

ঊরুজ (পুং) ঊরোর্জাতঃ, ঊরু-জন্-ডঃ। ১ বৈশ্য। ২ ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্ব নামক মুনি। ("রজসা তমসাচৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ।" বিষ্ণু-১। ৬। ৪)

ঊরুদঘ্ন (ত্রি) ঊরু-দঘ্নচ্, (প্রথমশ্চ দ্বিতীয়শ্চ ঊর্দ্ধমানে মতৌ মম। বার্ত্তিক)। ঊরুপরিমিত (গর্ত্তাদি)। ঊরুদঘ্নো দ্বিতীয়ো জানুদঘ্নস্তৃতীয়ঃ।" শত॰ ব্রা॰ ১২। ২। ১। ৩)

ঊরুপর্ব্বা [ন্] (পুং) ঊর্ব্বোঃ পর্ব্বেব ৬তৎ। জানু, হাঁটু।

ঊরুফলক (ক্লী) ঊর্ব্বোঃ ফলকমিব ৬তৎ। নিতম্বদেশ।

ঊরুরী (অব্য) ঊর-ঊরীক্। ১ বিস্তার। ২ অঙ্গীকার।

ঊরুসম্ভব (পুং) ঊরোঃ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য; বহুব্রী॰। ১ বৈশ্য। ২ (ত্রি) যাহা ঊরু হইতে উৎপন্ন হয়।

উরুস্তম্ভ (পুং) উরু স্তভ্নাতি, উরু-স্তন্ভ-অণ্। উরুরোগবিশেষ, বৈদ্যক মতে শীতল, উষ্ণ, দ্রব, শুষ্ক, গুরু ও স্নিগ্ধবস্তুর অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অধিকপরিমাণে পরিশ্রম; শরীরের অধিক পরিমাণে সঞ্চালন, দিবাস্বপ্ন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি কারণে সঞ্চিত বাত, শ্লেষ্মা, মেদ এবং পিত্তকেও কুপিত করে, তখন উরুস্থ অস্থি শ্লেষ্মপূর্ণ হওয়ায়, উরুদ্বয় স্তব্ধ, শীতল, পরকায়ের স্থায় অচেতন, স্থানান্তরে গমন বা পদস্থাপনে অশক্তি, ভার ও অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য মোহ, অঙ্গমর্দ্দ, আর্দ্রবস্ত্র-অবগুণ্ঠনের স্থায় অনুভব, তন্দ্রা, বমন, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে। অতিনিদ্রা, অতিমুগ্ধতা, অলসতা, জ্বর, লোমহর্ষ, অরুচি, বমন, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, এইগুলি উরুস্তম্ভের পূর্ব্বরূপ। যাহার উরুস্তম্ভে দাহ, বেদনা, সূচিবেধবৎ পীড়া এবং সর্ব্বশরীরে কম্প হয়, তাহার তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত উপদ্রব-শূন্য এবং স্বল্পদিনোৎপন্ন উরুস্তম্ভের চিকিৎসা করিবে। কেহ কেহ উরুস্তম্ভকে আঢ্যবাতও বলেন। (মাধবনিদান।)

উরুস্তম্ভে স্নেহক্রিয়া, রক্তস্রাব, বমন, বিরেচন ও বস্তি-কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেরূপ চিকিৎসাতে শ্লেষ্মার নিবারণ হয়, অথচ বায়ুর প্রকোপ না হয়, এই রোগে সেইরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। প্রথমেই রূক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা কফের শান্তি করিয়া, পরে বায়ুপ্রশমের কার্য্য করিবে। ব্যায়াম, উচ্চ স্থানে লম্ফ প্রদান; স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ প্রভৃতি কার্য্যে সমর্থ থাকিলে, কফক্ষয়ের জন্য সেই সকল আচরণ উপকারী।

চিকিৎসা—সর্ষপ ও উইমাটী মধুর সহিত বাটিয়া পুরুমত প্রলেপ দিবে। ত্রিফলা, চৈ, শুঁট, পিপুলমূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত অথবা আমলা, হরীতকী, বহেড়া, শুঁট, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত লেহন করিলে উরুস্তম্ভ রোগের উপশম হয়। এইরোগে 'অষ্টকট্বরতৈল' বিশেষ উপকারী। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত সর্ষপ তৈল ৴৪ সের, তক্র ৸২ সের, দধি ৴৪ সের, পিপুলমূল ২ পল, শুঁঠ ২ পল, (কেহ কেহ বলেন শুঁঠ ও পিপুলমূল মিশিয়া ২ পল) এই কল্কের সহিত পাক করিয়া তৈলাবশেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে। (চক্রদত্ত ২৪ অঃ।)

উরুস্তম্ভা (স্ত্রী) উরোরিব স্তম্ভাকৃতির্যস্যাঃ। কদলীবৃক্ষ। [কদলী দেখ।]

ঊর্জ্জ (ধাতু) চুরা° পর° অক° সেট্°। ১ জীবিত হওয়া। ২ বলিষ্ঠ হওয়া। ("যো হ্যেবান্নমত্তি, স প্রাণিতি তমূর্জ্জয়তি।" শত°ব্রা ৭।৫।১।১৮)

ঊর্জ্জ্ (স্ত্রী) ঊর্জ্জ-কিপ্। ১ বল। ২ অমৃতরস নামক অন্নের সারভূত রস। ৩ (ক্লী) অন্ন।
("তমঃ সমূহাকৃতিমপ্যশেষ্দূর্জ্জা জয়ন্তং প্রণিতপ্রকাশান।" ভট্টি)

ঊর্জ্জ (পুং) উর্জ্জয়তি উৎসাহয়তি শত্রূন্; ঊর্জ্জ-ণিচ্-অচ্। ১ কার্ত্তিক মাস। ২ উৎসাহ। ৩ বল। ৪ দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মধ্যে একজন ঋষি। ৫ নিশ্বাস। ৬ জীবন। ৭ বীর্য্য। (ঊর্জ্জস্ত কার্ত্তিকোৎসাহবলেষু প্রাণনেঽপিচ। মেদিনী।)
("পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।" মনু ২। ৫৫)

ঊর্জ্জ (ক্লী) ঊর্জ্জ্যতে অনেন, ঊর্জ্জ-ঘঞ্। জল।
("নমঃ ঊর্জ্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্ব্বরসাত্মনে॥" ভাগ ৪।২৪।৩৮)

ঊর্জ্জযোনি (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত অনু° ৪ অঃ।)

ঊর্জ্জব্য (পুং) ঋগ্বেদোক্ত রাজবিশেষ। (ঋক্ ৫।৫১।২০)

ঊর্জ্জস্ (ক্লী) ঊর্জ্জ-অসুন্। ১ বল। ২ অন্নরসবিশেষ। (ভারত অনু° ১১২ অঃ)

ঊর্জ্জস্বল (ত্রি) ঊর্জ্জোবলমস্যাস্তীতি, ঊর্জ্জস্ (জ্যোৎস্না-তমিস্রেতি) বলচ্। ১ অতিশয় বলবান্। ("ভোক্তার মূর্জ্জস্বল-মাত্মদেহম্।" রঘু ২।৫০) ২ দৃঢ়কায়।

ঊর্জ্জস্বী [ন্] (ক্লী) ঊর্জ্জস্-বিনি। অলঙ্কারবিশেষ। যাহা দ্বারা অতিশয় রূপে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়, তাহাকে ঊর্জ্জস্বি-অলঙ্কার কহে।

ঊর্জ্জস্বী [ন্] (ত্রি) অতিশয়িতং ঊর্জ্জোবলমস্যাস্তি। ঊর্জ্জস্-বিনি। ১ অতিশয় বলবান্। ২ তেজস্বী।

ঊর্জ্জা (স্ত্রা) ঊর্জ্জ-ভাবে-অ-টাপ্। ১ বল। ২ উৎসাহ। ৩ বৃদ্ধি। ৪ অন্নরস বিকৃতিবিশেষ।

ঊর্জ্জাবান্ [ৎ] (ত্রি) ঊর্জ্জা অস্যাস্তি, ঊর্জ্জা-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ বলবান্। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ("ঊর্জ্জাবতীং মহাপুণ্যাং মধুমতীং ত্রিবর্ত্মগাম্।" ভারত অনু° ২৬)

ঊর্জ্জিত (ত্রি) ঊর্জ্জ-ক্ত। ১ বলশালী। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। ৩ বিখ্যাত। ৪ তেজস্বী। ৫ উৎসাহ। ("উপপত্তিমদুর্জ্জিতাশ্রয়ম্।" কিরাত।)

ঊর্ণ (ত্রি) ঊর্ণা অস্ত্যস্তি, ঊর্ণা-(অর্শ আদিত্বাৎ) অচ্। মেষ-লোম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি, কম্বল প্রভৃতি।
("ঊর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব কীটজং পট্টজং তথা।" ভারতসভা ৫০ অঃ।)

ঊর্ণদেশ, একটি প্রাচীন জনপদ। (ভারত সভা ৫১। ১৮)। এখন কেহ কেহ উনদেশ বলিয়া থাকেন। এই জনপদ কৈলাস ও হিমালয়ের মধ্যে, ইহার পূর্ব্বে রাবণ হ্রদ ও উত্তর পশ্চিমে লাধক প্রদেশ। নীতিঘাট নামক একটি পথ দ্বারা এই স্থান তিব্বত হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। এই পথ প্রায়

অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত, এখানে উদ্ভিদাদি বড় জন্মে না; স্থানে স্থানে কেবল স্তূপাকারে প্রস্তর পড়িয়া আছে।

শতদ্রু নদী পার হইয়া দেব নামক স্থানের কিছু উত্তরে গমন করিলে কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রাম লক্ষিত হয়, গ্রামগুলি নানা বর্ণে নানা ভাবে স্থাপিত, পূর্ব্বে দেব নামক রাজগণ গ্রীষ্মকালে এইখানে আসিয়া বাস করিতেন। উণদেশের মধ্যে এই স্থানটি অতি মনোরম, ইহার অদূরে গিরিমালা হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। সেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি গ্রেনাইট প্রস্তরের, তাহার মধ্যে মধ্যে অকীক প্রস্তরের ন্যায় প্রস্তর খণ্ডসকলও দেখা যায়। এখানকার লোকেরা স্রোতের জলে ধুইয়া স্বর্ণকণা আহরণ করে।

উণদেশে খরগোস বিস্তর, ইহাদের পিছনদিকের পা বড় এবং গায়ের লোমও বড় বড়। বন্য অশ্ব ও গর্দ্দভ প্রায়ই দেখা যায়। এখানে হরিণের মত দেখিতে এক প্রকার জন্তু আছে, ইহা এক একটি ইন্দুরের মত, কাণ দুইটি অতি বড় কিন্তু লাঙ্গুলহীন। যে সকল ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, সেই সকল ছাগ এখানে অনেক পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এই জনপদ সূর্য্যবংশীয় রাজপুতজাতির অধিকারে ছিল। তৎপরে লাধকের উগ্রপ্রকৃতি তাতারগণ এখানকার রাজার প্রাণবিনষ্ট করিলে, রাজবংশীয়গণ চীনসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিছুকাল চীনসম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল, তৎপরে তিব্বতের দলাই লামার হস্তগত হয়।

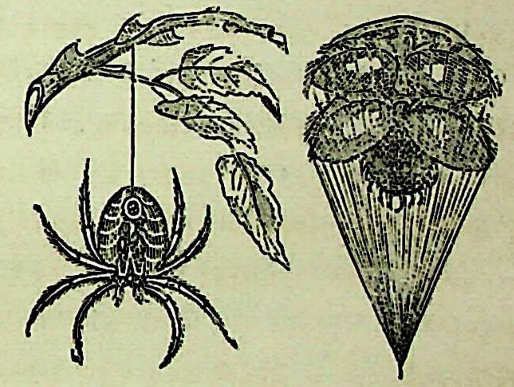
এখানকার অধিবাসীদিগকে উনিয়া (ঊর্ণাভ) বলে।

ঊর্ণনাভ (পুং) উর্ণেব তন্তুর্নাভৌ যস্য। নাভেরুপসঙ্খ্যান-মিত্যচ্। (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩। ইতি হ্রস্বঃ। কীটবিশেষ, লূতা, তন্তুবায়, মর্কটক। এ দেশে 'মাকড়সা,' অথবা 'মাকসা' বলে। মাকড়সা নানাজাতীয় এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পৃথিবীর ক্রান্তিমণ্ডলেই অধিক। বিশেষতঃ কর্কটক্রান্তিতেই বৃহদাকারের দৃষ্ট হয়; তাহাদের এক একটি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট শীকার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, সময়ে সময়ে ছোট ছোট পাখীকেও আক্রমণ করে।

মাকড়সার মস্তকের ও উদরের উপরিভাগের ব্যবধানে বাদামী আকারের একখানি কঠিন ফলক আছে, উদর তাহাতে সংযুক্ত থাকে। উদর ফোলা ও বড় নরম। আটটি পা, প্রতি পায়ে সাতটি করিয়া গাঁইট, শেষ পায়ে কাঁকুইয়ের মত দুই কাঁটা থাকে। ইহাদের সম্মুখের চোয়াল পতঙ্গের মত নয়, উহা সকল দিকেই নড়িতে পারে, চোয়ালের শেষে তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে, উহার নিকটে এক অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া বিষাক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয়। দুইটি চোয়ালের মধ্যে জিহ্বা, ইহা মুখের বহিরিন্দ্রিয়াকারে রহিয়াছে।

সচরাচর মাকড়সার আটটি করিয়া চক্ষু থাকে, কোন কোনটার ছয়টা এবং অতি অল্পসংখ্যকেরই দুইটি থাকে। ইহাদের উদরের উপরিভাগে কিট্‌কি কিট্‌কি দাগ আছে, কোন জাতায়ের সেই স্থানে অতি পরিষ্কার অনাবৃত ছাল দেখা যায়।

মাকড়সার ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় ছিদ্র দুই অথবা চারি, ছিদ্রগুলি উদরের তলভাগে। মলদ্বারের নিকটে তন্তুৎপাদক যন্ত্রগুলি অবস্থিত আছে। উহাদের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তন্মধ্য হইতে অতি সূক্ষ্মাকার তন্তু সকল বাহির হয়, সেই সূক্ষ্ম তন্তু সকল একত্র হইয়া মাকড়সার জালে এক এক গাছি সূতার মত দেখায়। তন্তুৎপাদকযন্ত্রসকল হইতে প্রথমে এক প্রকার চট্‌চটে পদার্থ নির্গত হয়, ঐ পদার্থ বায়ুস্পর্শে তন্তুর আকারে পরিণত হইয়া থাকে।



ঊর্ণনাভ।

তন্তু নির্গত হইলে মাকড়সা তাহাতে নানাকারণে জাল প্রস্তুত করে। কেহ সেই জালে বাস করে, কেহ জালে কীট পতঙ্গ ধরিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, কেহ বা জাল প্রস্তুত করিয়া অপর কীটাদির শীকারের সুবিধা করিয়া দেয়। কেহ কেহ গর্ত্তে বাস করিয়া থাকে।

প্রায় মাকড়সা মাত্রেই গুটির মত কোয়ার মধ্যে আপনার ডিম রাখে, ডিম পরিপুষ্ট হইলে সেই কোয়া কাটিয়া দেয়। যতদিন না ডিম ফুটিবার সময় হয়, কেহ সেই গুটি বা ডিম্বাধার আপনার পৃষ্ঠে করিয়া বেড়ায়, কেহ বক্ষে কেহ বা উদরের উপর অতি যত্নে রক্ষা করে। এক একটি গুটিমধ্যে প্রায় ২০০০ ডিম থাকে। গুটী হইতে বাচ্ছা বাহির হইলে প্রথমাবস্থায় অতি ক্ষুদ্রাকারে তাহাদের আপন মাতার সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া থাকে।

মাকড়সার স্ত্রী নানাপ্রকার, সকলগুলি প্রায় পুরুষ অপেক্ষা বড়। ইহাদের স্ত্রী পুরুষে সহবাস বড় ভয়ানক; তৎকালে পুরুষ স্ত্রীর মন যোগাইতে না পারিলে প্রায়ই স্ত্রীকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

প্রায় সকল দেশেই মাকড়সা নানা আকারের ও নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মাকড়সাই পতঙ্গ অথবা ক্ষুদ্র জীবকে শীকার করিয়া বিনষ্ট করে। গঙ্গাতীরস্থ মুঙ্গের সহরের নিকট সময়ে সময়ে এক জাতীয় বৃহৎ কাল ও লাল মাকড়সা দেখা যায়। তাহাদের জাল দেখিতে উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণ, এক একটী জাল ছয় হাত হইতে বার হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।

হিমালয়ের নিকট এক প্রকার পাটকিলা রঙের বড় বড় মাকড়সা আছে, শুনা যায় তাহাদের জালে পাখী পর্য্যন্ত ধৃত হয়। পাখী ধৃত হইলে, তাহারা বহুসঙ্খ্যক মিলিয়া সেই পাখীকে নিঃশেষ করে।

সিংহলদ্বীপে এক জাতীয় মাকড়সা আছে, তাহাদের পা অতি কঠিন। এমন কি টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত সেই পদ দ্বারা ধৃত হয়।

কোন স্থান ক্ষত হইলে মাকড়সার জাল দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হয়। বিলাতে মাকড়সার জাল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দূর-বীক্ষণযন্ত্রের তাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ঊর্ণনাভি (পুং) [ঊর্ণনাভ দেখ।]

ঊর্ণম্রদ (ত্রি) ঊর্ণমিব ম্রদীয়ঃ; ঊর্ণ-ম্রদীয়স্, নিপাতনাৎ। কম্বলাদির ন্যায় কোমল বস্তু। (ঊর্ণম্রদং প্রথস্ব।" কৌশিক ২।৩।১৩৭।)

ঊর্ণবাভি (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ নস্য বঃ। [ঊর্ণনাভ দেখ]

ঊর্ণা (স্ত্রী) ঊর্ণু-ডঃ-টাপ্ (ঊর্ণোতের্ডঃ। উণ্ ৫।৪৭) ১ মেষাদির লোম, পশম। [পশম দেখ] (ঊর্ণা-মেষাদি রোমাণি। উজ্জ্বলদত্ত) ২ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম রোমরাজীর চিহ্নবিশেষ, এই চিহ্ন আবর্ত্তময় থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী বা মহাযোগী হইয়া থাকে। ৩ চিত্ররথ নাম গন্ধর্ব্বের পত্নী।

ঊর্ণাময় (ক্লী) ঊর্ণা-বিকারার্থে-ময়ট্। মেষলোম নির্ম্মিত সূত্রাদি। ("ঊর্ণাময়ং কৌতুক হস্তসূত্রম্।" কুমার)

ঊর্ণায়ু (পুং) ঊর্ণা অস্ত্যস্য, ঊর্ণা-যুস্, সিত্বাৎ আতো ন লোপঃ। ১ মেষলোমনির্ম্মিত কম্বলাদি। ২ মেষ। ৩ ঊর্ণনাভ। ৪ ক্ষণভঙ্গ। ৫ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

(ঊর্ণায়ুর্ণা ক্ষণভঙ্গে মেষকম্বলমেষয়োঃ। মেদিনী)

ঊর্ণাবন (ত্রি) ঊর্ণা অস্যাস্তি, ঊর্ণা-বনচ্। ১ ঊর্ণাযুক্ত। ২ মেষাদিলোমনির্ম্মিত। ("ঊর্ণাবনমিত্যেতৎ বরুণস্য নাভিম্।" শত ব্রা° ৭।৫।২।৩৫)

ঊর্ণাসূত্র (ক্লী) ঊর্ণা এব সূত্রং। মেষাদিলোম।

("ঊর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি।" শুক্লযজুঃ ১৯।৮০)

ঊর্ণাস্তুক (ত্রি) ঊর্ণাযুক্ত, মেষাদিলোমরচিত।

ঊর্ণু (ধাতু) অদা° উভ° সক° সেট্। আচ্ছাদন করা। (ঊর্ণুঞ্ আচ্ছাদনে। কবি° দ্রু।) (ঊর্ণুনাব স শস্ত্রৌ-ঘৈর্বানরাণামনীকিনীম্।" ভট্টি ১৪।১০৩)

ঊর্ণুবান (ত্রি) যে আচ্ছাদন করিতেছে।

ঊর্দ (ত্রি) ঊর্দ-অচ্ ক্রীড়াযুক্ত।

ঊর্দর (পুং) ঊর্জেন দৃণাতি বিদারয়তি, ঊর্জ-অল্, অচ্ বা। (ঊর্জি দৃণাতেরণচৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উণ্ ৫।৪০) ১ ধীর। ২ রাক্ষস। ৩ ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ, কুশূল। (ঊর্দরঃ শূররক্ষসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত)

ঊর্দ্ধ (ত্রি) উৎ-হাঙ্-ডঃ, পৃষোদরাদিত্বাদূরাদেশঃ। ১ উচ্চ। ২ উৎকৃষ্ট। ৩ উপরিস্থ। ৪ অনন্তর। ৫ পরিত্যক্ত। ৬ উচ্চতা। ৭ ঊর্দ্ধদেশ। ৮ মৃদঙ্গবিশেষ। ৯ উৎপাটিত।

ঊর্দু (হিন্দি) ১ শিবির, নবাবদিগের স্কন্ধাবার। ২ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ভাষা। এই ভাষা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর মুসলমান রাজদরবারে কথিত হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা এই ভাষা ব্যবহার করেন।

আরবী, পারসী ও তুর্কীশব্দে হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া এই ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যাকরণ-প্রণালী আরবী ও পারসী ভাষানুসারে চলিতেছে।

ঊর্দ্ধক (পুং) ঊর্দ্ধঃ সন্ কায়তি শব্দায়তে, ঊর্দ্ধ-কৈ-কঃ। মৃদঙ্গবিশেষ। (মৃদঙ্গো মুরজঃ সোঙ্ক্যালিঙ্গ্যোর্দ্ধক ইতি ত্রিধা। হেম° ২।২০৭)

ঊর্দ্ধকচ (ত্রি) ঊর্দ্ধা উৎপাটিতাঃ কচা যস্য; বহুব্রী। যাহার চুল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহার কেশ ঊর্দ্ধগত।

ঊর্দ্ধকণ্টা (স্ত্রী) ঊর্দ্ধে কণ্টঃ কণ্টকো যস্যাঃ; বহুব্রী। মহা-শতাবরী, শতমূলীবিশেষ। ("মহাশতাবরী চান্যা শতমূলূর্দ্ধ-কণ্টিকা।" ভাব প্র° ১ম)

ঊর্দ্ধকণ্ঠ (ত্রি) ঊর্দ্ধঃ কণ্ঠো যস্য, বহুব্রী। যাহার গ্রীবাদেশ উন্নত করা আছে।

ঊর্দ্ধকর্ম্ম (ক্লী) ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধদেশপ্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্ম। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল শ্রাদ্ধাদি করা হয়।

ঊর্দ্ধকায় (পুং, ক্লী) কায়স্য ঊর্দ্ধম্। ১ কটিদেশের উপরিস্থ অবয়ব। ২ ঊর্দ্ধ উন্নতঃ কায়ো যস্য, বহুব্রী। যাহার উন্নত দেহ।

ঊর্দ্ধকেতু (ত্রি) ঊর্দ্ধ উন্নতঃ কেতুর্যস্য যত্র বা। ১ যাহার

ধ্বজা উত্থিত আছে। ২ যে নগরে বা বাটীতে ধ্বজা উড়িতেছে। (পুং) ৩ জনকবংশীয় রাজবিশেষ। ("ঊর্দ্ধকেতু সনদ্বাজাদজোঽথ পুরজিৎ স্বুতঃ।" ভাগ° ৯। ১২। ১৩) (বাচঃ)

ঊর্দ্ধকেশ (পুং) উর্দ্ধ উন্নতঃ কেশো যস্ত, বহুব্রী। ১ স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত কুশময় ব্রাহ্মণ। ২ (ত্রি) যাহার কেশ উন্নত। ("উর্দ্ধকেশো ভবেদ্‌ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।" স্মৃতি)

ঊর্দ্ধক্রিয়া (স্ত্রী) [ঊর্দ্ধকর্ম্ম দেখ]

ঊর্দ্ধগ (ত্রি) ঊর্দ্ধং গচ্ছতি, ঊর্দ্ধ গম-ড। ১ ঊর্দ্ধগামী। ২ শিরোরোগ।

"ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥" অন্নদামঙ্গল।

৩ স্বর্গগামী। ৪ সৎপথাবলম্বী। ৫ পরমেশ্বর।

ঊর্দ্ধগতি (স্ত্রী) ১ উচ্চগতি। ২ উন্নতস্থানে আরোহণ। ৩ স্বর্গারোহণ। ৪ (ত্রি) ঊর্দ্ধা গতির্যস্ত, উচ্চগতিপ্রাপ্ত। ৫ মুক্ত।

ঊর্দ্ধগপুর (ক্লী) ১ আকাশস্থ গৃহ। ২ পুরনামক অসুরের বাটী। ৩ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী।

ঊর্দ্ধগামী [ন্] (ত্রি) উর্দ্ধ-গম-ণিনি। যে উর্দ্ধে গমন করে।

ঊর্দ্ধচরণ (ত্রি) উর্দ্ধশ্চরণো যস্ত। ১ যাহার চরণ উর্দ্ধগত। ২ অষ্টচরণ শরভ। ৩ উন্নতপদে তপস্তাকারী তপস্বিবিশেষ।

ঊর্দ্ধজানু (ত্রি) উর্দ্ধে জানুনী যস্ত বহুব্রী। উন্নত-জানু, যাহার জানুদ্বয় অধিক উচ্চ। উর্দ্ধজ্ঞু। (উর্দ্ধজ্ঞুরূর্দ্ধজানুকঃ। উর্দ্ধজ্ঞশ্চ। হেম ৩। ১১৯)

ঊর্দ্ধজ্ঞ (ত্রি) উর্দ্ধে জানুনী যস্ত, নিপাতনাৎ সাধুঃ। উর্দ্ধজানু।

ঊর্দ্ধজ্ঞু (ত্রি) উর্দ্ধে জানুনী যস্ত, (উর্দ্ধাদ্বিভাষা। পা ৫। ৪। ১৩০।) ইতি পক্ষে জানুনোজ্ঞুঃ। উর্দ্ধজানু।
("ক্ষণময়মনুভূয় স্বপ্নমূর্দ্ধজ্ঞুরেব।" মাঘ ১১)

ঊর্দ্ধতন (ত্রি) উর্দ্ধে উৎপন্ন উর্দ্ধ-তন। উপরিস্থ।

ঊর্দ্ধতিলকী [ন্] (ত্রি) উর্দ্ধমুন্নতং তিলকং অস্যাস্তি, উর্দ্ধ-তিলক-ইনি। উন্নততিলকবিশিষ্ট।

ঊর্দ্ধথা (অব্য) উর্দ্ধ-থাল্। ১ উর্দ্ধ প্রকারে। ২ উর্দ্ধে।

ঊর্দ্ধদংষ্ট্রকেশ (পুং) উর্দ্ধদংষ্ট্রকানাং ঈশঃ পতিঃ, ৬তৎ। মহাদেব। ("নমোর্দ্ধদংষ্ট্রকেশায় শুক্লায়াবততায় চ।" ভারত শান্তি।)

ঊর্দ্ধদৃষ্টি (ত্রি) উর্দ্ধে দৃষ্টির্যস্ত, বহুব্রী। ১ ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টি-নিক্ষেপকারী। ২ ঊর্দ্ধনেত্র। ৩ (স্ত্রী) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দৃষ্টি। ৪ উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টি। ৫ মৃত্যুকালীন যেরূপ দৃষ্টি হয়, লোকে যাহাকে শিবদৃষ্টি বলে। ৬ যোগবিশেষ।

ঊর্দ্ধদেব (পুং) ঊর্দ্ধ উৎকৃষ্টশ্চাসৌ দেবশ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু।

ঊর্দ্ধদেশ (পুং) ঊর্দ্ধশ্চাসৌ দেশশ্চেতি, কর্ম্মধা। উপরিভাগ।

ঊর্দ্ধদেহ (পুং) ঊর্দ্ধ উত্তরকালীনশ্চাসৌ দেহশ্চেতি, কর্ম্মধা। মরণান্তর যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঊর্দ্ধন্দম (ত্রি) ঊর্দ্ধং-দম্-অচ্। ঊর্দ্ধস্থ। (ঊর্দ্ধঙ্গম। এই পাঠ উত্তম বলিয়া বোধ হয়।)

ঊর্দ্ধনভা [স্] (পুং) ঊর্দ্ধং নভো যস্ত; বহুব্রী। আকাশের মধ্যদেশস্থ বায়ু।

ঊর্দ্ধপাত্র (ক্লী) ঊর্দ্ধং নেতব্যং পাত্রং, মধ্যপদলো°। উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র।

ঊর্দ্ধপাদ (পুং) ঊর্দ্ধাঃ পাদা যস্ত, বহুব্রী। ১ শরভ নামক মৃগ-বিশেষ। [শরভ দেখ] (ত্রি) ২ যাহার পদ ঊর্দ্ধদেশে আছে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (পুং) ঊর্দ্ধ উন্নতঃ পুণ্ড্র ইক্ষুযষ্টিরিব। চন্দনাদির দ্বারা কৃত ললাটস্থ লম্বাকৃতি তিলকবিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে "ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ও শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবে। জল, মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দন দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করা বিধেয়।" দেবীভাগবতে নারায়ণ বলিয়াছেন—"বৈদিক অর্থাৎ বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উর্দ্ধ পুণ্ড্র, ত্রিশূল, বর্ত্তুল, চতুষ্কোণ বা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার প্রভৃতি কোন তিলকই ধারণ করিবেন না।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, অশুচি, অনাচারী ও পাপচিন্তাকারী ব্যক্তিও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। চণ্ডালতুল্য অনাচারী ব্রাহ্মণেরও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।" অনেক পুরাণাদির মতে—জপ, হোম, দান, বেদাধ্যয়ন ও পিতৃকার্য্যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ; কিন্তু কুলাচার তাহা নহে। এইজন্য ব্যাসোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধাদিকালে গন্ধবস্তু দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করাই নিষিদ্ধ; অপরাপর বস্তুতে করিবার কোন বাধা নাই।

ঊর্দ্ধপৃশ্নি (পুং) ঊর্দ্ধাঃ পৃশ্নয়ো বিন্দবো যস্য, বহুব্রী। পশু-বিশেষ।

ঊর্দ্ধবর্হী [স্] (ত্রি) ঊর্দ্ধং প্রাগগ্রং বর্হির্যেষাং বহুব্রী। পিতৃলোক।

ঊর্দ্ধবাহু (পুং) উর্দ্ধ ঊর্দ্ধগতশ্চাসৌ বাহুশ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ উত্তোলিত হস্ত। (ত্রি) উর্দ্ধ উত্তোলিতো বাহুর্যেন। ২ যে বাহু উত্তোলন করিয়াছে। ৩ পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ৪ সন্ন্যাসীসম্প্রদায়বিশেষ। ইহাঁরা এক বা উভয় বাহু ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া রাখেন, এজন্য ইহাঁদের নাম উর্দ্ধবাহু। ইহাঁরা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করেন। কেহ দিগম্বর বেশে, কেহ বা কেবলমাত্র গৈরিক বস্ত্র গাত্রে ঢাকা দিয়া রাখেন। ৫ বশিষ্ঠ পুত্রভেদ। (বিষ্ণু ১। ১০। ১৩)

ঊর্দ্ধবুধ্ন (ত্রি) ঊর্দ্ধবন্ধন। ঊর্দ্ধবোধন। (নিরুক্ত ১২। ৩৮)

ঊর্দ্ধভাক্ (ত্রি) ঊর্দ্ধং ভজতে, ঊর্দ্ধ-ভজ-বিণ্। ১ উপরিভাগস্থ। ২ ঊর্দ্ধদেশস্থ। ৩ (পুং) অগ্নিবিশেষ।

ঊর্দ্ধভাগ (পুং) ঊর্দ্ধ উপরিস্থো ভাগ একদেশঃ কর্ম্মধা। উপরিভাগ।

ঊর্দ্ধম্ (অব্য) উৎ হ্বে ডমু, উরাদেশঃ। [ঊর্দ্ধ দেখ]
("ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।" মনু)

ঊর্দ্ধমনু (পুং) পৌরাণিক জনপদবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু ৪৭। ৪৬, মৎস্য ১২০। ৪৮)

ঊর্দ্ধমন্থী [ন] (পুং) ঊর্দ্ধং উত্তরাশ্রমং মথ্নাতি, মন্থ-ণিনি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম সকল বিনষ্ট হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ঊর্দ্ধমান (ক্লী) ঊর্দ্ধমারোপ্য মীয়তে অনেন। ঊর্দ্ধ মা-ল্যুট্। ১ ওজন করিবার জন্য প্রস্তর বা লৌহনির্ম্মিত বাটখারা। ২ উপরদিকের পরিমাণ।

ঊর্দ্ধমুখ (ত্রি) ঊর্দ্ধং মুখং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার মুখ ঊর্দ্ধ দিকে আছে। ("প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ম্ময়ূখৈঃ।" কুমার) (ক্লী) ২ মুখের ঊর্দ্ধভাগ। ৩ উন্নত মুখ।

ঊর্দ্ধমুখী (পুং) সন্ন্যাসিসম্প্রদায়বিশেষ ; ইহারা ঊর্দ্ধদিকে মুখ রাখেন বলিয়া ঊর্দ্ধমুখী নাম হইয়াছে। রামাৎ ও নিমাৎ প্রভৃতি বৈরাগীদিগের মধ্যেও 'ঊর্দ্ধমুখী' দেখা যায়।

ঊর্দ্ধরেতা [স্] (পুং) ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধগং রেতো যস্য, বহুব্রী। ১ মহাদেব। ২ সনকাদি মুনি। ৩ তপস্বিবিশেষ। ৪ ভীষ্ম। ৫ যাহার কখন রেতঃস্খলন হয় না।

ঊর্দ্ধরোমা [ন্] (পুং) ঊর্দ্ধানি রোমাণি যস্য, বহুব্রী। ১ যমদূত প্রভৃতি। ২ কুশদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (ত্রি) যাহার রোম উন্নত হইয়াছে।

ঊর্দ্ধলিঙ্গ (পুং) ঊর্দ্ধং লিঙ্গং যস্য, বহুব্রী। মহাদেব। ("ষণ্ডঃ কপর্দ্দীশ্বর ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ।" হেম ২। ১১০)

ঊর্দ্ধলোক (পুং) ঊর্দ্ধশ্চাসৌ লোকশ্চেতি, কর্ম্মধা°। স্বর্গ। ("গৌস্ত্রিদিবমূর্দ্ধলোকঃ।" হেম° ২। ১)

ঊর্দ্ধবাত (পুং) ঊর্দ্ধো বাতঃ, কর্ম্মধা°। ঊর্দ্ধগত বায়ু।

ঊর্দ্ধবৃত (ক্লী) ঊর্দ্ধবেষ্টনেন বৃতঃ ৩তৎ। ঊর্দ্ধদিকে আবর্ত্তিত যজ্ঞোপবীত। ("কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" মনু° ২। ৪৪)

ঊর্দ্ধবৃহতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

ঊর্দ্ধশায়ী [ন্] (ত্রি) ঊর্দ্ধ-শী-ণিনি। ১ উত্তানশায়ী ব্যক্তি, যে চিৎ হইয়া শয়ন করে। (পুং) ২ মহাদেব।

ঊর্দ্ধশোষম্ (অব্য) ঊর্দ্ধঃ সন্ শুষ্যতি, ঊর্দ্ধ-শুষ-ণমুল্। ঊর্দ্ধ থাকিয়াই যে সকল বৃক্ষাদি শুষ্ক হয়, তাহাদের শোষণ। ("যদোর্দ্ধশোষং তৃণবত্তিশুষ্কঃ।" ভট্টিঃ ৩)

ঊর্দ্ধশ্বাস (পুং) ঊর্দ্ধশ্চাসৌ শ্বাসশ্চেতি, কর্ম্মধা-। ১ দীর্ঘশ্বাস। ২ মৃত্যুকালীন শ্বাস।

ঊর্দ্ধসানু (পুং, ক্লী) ঊর্দ্ধঞ্চ তৎ সানু চেতি কর্ম্মধা। ১ পর্ব্বতাদির উপরিস্থ সমতল প্রদেশ। উপর্য্যুপরি উচ্চস্থান।

ঊর্দ্ধস্থিতি (স্ত্রী) ঊর্দ্ধা স্থিতির্যত্র, বহুব্রী। ১ অশ্বের পৃষ্ঠদেশ। ঊর্দ্ধে স্থিতির্যস্য। (ত্রি) ২ ঊর্দ্ধস্থ ব্যক্তি। ৩ ঊর্দ্ধস্থান।

ঊর্দ্ধস্রোতা [স্] (পুং) ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধগতং স্রোতো যস্য বহুব্রী। ১ ঊর্দ্ধরেতা মুনিবিশেষ। বৃক্ষাদি।

ঊর্দ্ধায়ন (ত্রি) ঊর্দ্ধং অয়নং গমনং যস্য, বহুব্রী। ১ ঊর্দ্ধগত পক্ষী। ২ প্লক্ষদ্বীপস্থ পক্ষিবিশেষ। (ক্লী) কর্ম্মধা। ৩ ঊর্দ্ধগতি।

ঊর্দ্ধাম্নায় (পুং) ঊর্দ্ধং আম্নায়তে, ঊর্দ্ধ-আ-ম্না কর্ম্মণি ঘঞ্। বেদমার্গের অতিরিক্তবোধক তন্ত্রবিশেষ। ইহাতে গুরুভক্তি, বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার, গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধি, নারায়ণের স্তব এবং গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। নারদ এই তন্ত্রের বক্তা এবং ব্যাসদেব ইহার শ্রোতা।

ঊর্দ্ধাবর্ত্ত (পুং) ঊর্দ্ধং আবর্ত্ততে অত্র, ঊর্দ্ধ-আ-বৃত-ঘঞ্। ১ অশ্বপৃষ্ঠ। ২ আবর্ত্তবিশেষ।

ঊর্দ্ধাসিত (পুং) ঊর্দ্ধং উপরিভাগে অসিতং যস্য বহুব্রী। ১ কারবেল্ল, করলা। ঊর্দ্ধমাসিতং যেন। (ত্রি) ২ ঊর্দ্ধোপবিষ্ট।

ঊর্ম্মি (পুং, স্ত্রী) ঋচ্ছতীতি, ঋ-মি, উরাদেশশ্চ ; (অর্ত্তেরুচ্চ। উণ্ ৪। ৪৪) তরঙ্গ। ২ প্রকাশ। ৩ বেগ। ৪ ভঙ্গ। ৫ কাপড়ের চুনট। ৬ পীড়া। ৭ বেদনা। ৮ উৎকণ্ঠা। ৯ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ, পিপাসা এই ছয়টি। ১০ অশ্বগণের গতিবিশেষ। ১১ ভ্রান্তি। ১২ সঙ্গ। ১৩ সমূহ। ১৪ শীঘ্র। ১৫ অঙ্গুরীয়।
(ঊর্ম্মিঃ স্ত্রীপুংসয়োর্বীচ্যাং প্রকাশে বেগভঙ্গয়োঃ।
বস্ত্রসঙ্কোচরেখায়াং বেদনা-পীড়য়োরপি॥ মেদিনী)

ঊর্ম্ম্য (ত্রি) ঊর্ম্মৌ ভবঃ, ঊর্ম্মি-যৎ। ১ তরঙ্গোৎপন্ন। ২ (স্ত্রী স্ত্রিয়াং টাপ্) রাত্রি। ("তিরস্তমো দদৃশ ঊর্ম্ম্যাসু। ঋক্° ৬। ৪৮। ৬। 'ঊর্ম্ম্যাসু রাত্রিষু।' সায়ণ।) (পুং) ৩ রুদ্রবিশেষ।

ঊর্ম্মিকা (স্ত্রী) ঊর্ম্মি-স্বার্থে কন্, টাপ্। [ঊর্ম্মি দেখ] ঊর্ম্মিরিব কায়তি, ঊর্ম্মি-কৈ-ক-টাপ্। ১ অঙ্গুরীয়ক। ২ ভ্রমরগুঞ্জন।

ঊর্ম্মিন্ (ত্রি) ঊর্ম্মিরস্ত্যস্য, ঊর্ম্মি-ইনি। ১ ঊর্ম্মিযুক্তনদী প্রভৃতি।

উর্ম্মিমান্ [ৎ] (ত্রি) উর্ম্মিরস্ত্যস্তি, উর্ম্মি-মতুপ্। ১ তরঙ্গযুক্ত। ২ বক্র, যাহাকে ঢেউখেলানে বলে।

উর্ম্মিমালী (ন্) (পুং) উর্ম্মীণাং মালা বিদ্যতে যস্য, উর্ম্মি-মালা-ইনি। ১ সমুদ্র।

("চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী।" রঘু° ৫। ৬১)

উর্ম্মিলা (স্ত্রী) লক্ষ্মণের পত্নী, জনকের ঔরসকন্যা।

উর্ব্ব (পুং) ঔর্ব নামক ঋষির পিতা; এই ঋষি স্বীয় উরুদেশে অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নিতুল্য অতি তেজস্বী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ২ বাড়বানল। ৩ বাড়বানলবিশিষ্ট সমুদ্র। ৪ মহৎ। ৫ বিস্তৃত। ("মহশ্চিদগ্ন এনসো অভীক উর্ব্বাৎ।" ঋক্ ৪। ১২। ৫। 'উর্ব্বাৎ বিস্তৃতাৎ।' সায়ণ।)

উর্ব্বরা (স্ত্রী) উর্ব্বরা। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। [উর্ব্বরা দেখ]

উর্ব্বশর (পুং) ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র।

উর্ব্বশী (স্ত্রী) স্বর্গবেশ্যাবিশেষ। [উর্ব্বশী দেখ]

উর্ব্বষ্ঠীব (ক্লী) উরূ চ অষ্ঠীবন্তৌ চ সমা° দ্ব°। উরু ও জানু। (বাচং)

উর্ব্বসী (স্ত্রী) উরৌ উষিতা। (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) [উর্ব্বশী দেখ]

উর্ব্বস্থি (ক্লী) উরোরস্থি, ৬তৎ। উরুদেশের হাড়।

উর্ব্বী (স্ত্রী) উরুদেশের মধ্যস্থ।

("উরুমধ্যে উর্ব্বীনাম, তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্থিশোষণঃ।" সুশ্রুত শারীর)

উর্ব্ব্য (পুং) উর্ব্বে ভবঃ, উর্ব্ব-যৎ। বাড়বানলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রুদ্র।

উর্ব্ব্যঙ্গ (ক্লী) উর্ব্ব্যাঃ পৃথিব্যা অঙ্গমিব। গোময়ছত্রিকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—দিলীর, শিলীন্ধ্রক, বশারোহ, গোলাস। (হারাবলী।)

উর্ব্বা (স্ত্রী) দেবতাড়ক তৃণ।

উলু(লু)পী [ন্] (পুং) ১ শুশুক নামক জলজন্তুবিশেষ। ২ মৎস্যবিশেষ।

উলূক (পুং) উলূক। [উলূক দেখ]

উষ (ধাতু) ভ্বাদি পর° সক° সেট্। পীড়া দেওয়া। (উষ রোগে। কবি° দ্রু)

উষ (পুং) উষ-ক। ১ ক্ষারমৃত্তিকা। ২ কর্ণরন্ধ্র। ৩ চন্দনাদ্রি, মলয় পর্ব্বত। (ক্লী) ৪ প্রত্যূষকাল। ৫ শুক্র, বীর্য্য।

উষক (ক্লী) উষ-স্বার্থে কন্। প্রত্যূষ সময়।

উষণ (ক্লী) উষ-ল্যুট্। ১ মরিচ। ২ শুঁঠ। ৩ পিপুলমূল। ৪ চিতা।

উষণা (ক্লী) উষণ-টাপ্। ১ পিপ্পলী, পিপুল। ২ চবিক, চই।

উষর (ত্রি) উষ-র অথবা উষং ক্ষারমৃত্তিকাং রাতি দদাতি। উষ-রা-ক। লোণা স্থান। ("তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে।" মনু ২। ১১২)

উষরজ (ক্লী) উষরাৎ জায়তে উষর-জন্-ড। ১ পাংশুলবণ। ২ রোমক নামক অয়স্কান্তবিশেষ।

উষবান্ [ৎ] (ত্রি) উষো বিদ্যতেঽস্য উষ-মতুপ্ মস্য বঃ। লোণা স্থান।

উষা (স্ত্রী) উষাকাল। [উষা দেখ]

উষ্ম (পুং) [উষ্ম দেখ]

উষ্মণ (ত্রি) উষ্মোঽস্ত্যস্য উষ্ম-ন। উষ্মযুক্ত পদার্থ।

উষ্মণ্য (ত্রি) উষ্ম নিবারণীয়ত্বেন অস্ত্যাস্তি, উষ্মন্-যৎ। উষ্মনিবারক দ্রব্য।

উষ্ম [ন্] (পুং) উষ-মনিন্। গ্রীষ্ম। ২ তাপ।

উহ (ধাতু) ভ্বাদি° আত্ম° সক° সেট্। সন্দেহ জন্য তর্ক করা। (উহঙ্, বিতর্কে। কবি° দ্রু।)

উহ (পুং) উহ-ঘঞ্। ১ বিতর্ক; শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক, সন্দিগ্ধ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করে, তাহাকেই উহ বলে। ২ অধ্যাহার। ৩ পরীক্ষা। ৪ অনন্বিত বিভক্তি লিঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া অন্বয়যোগ্য বিভক্ত্যাদির কল্পনা। ৫ আরোপ। ৬ সিদ্ধিবিশেষ। ৭ অনুমান।

উহগান (ক্লী) সামগানের গ্রন্থবিশেষ। [সাম দেখ]

উহগীতি (স্ত্রী) সামগানের গ্রন্থবিশেষ।

উহনী (স্ত্রী) উহ-ল্যুট্-ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

উহা (স্ত্রী) উহ-টাপ্। বিতর্ক। [উহ দেখ]

উহাপোহ (ত্রি) উহস্তর্কঃ অপোহঃ অপগতো যত্র, বহুব্রী: ১ তর্কশূন্য। ২ তর্কের দ্বারা যাহার সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে। ৩ অধ্যয়নাদিতে সংশয়হীন। ৪ সুহৃদাদি প্রাপ্তি বিষয়ে কৃতনিশ্চয়। ৫ দানাদিতে দ্বিধামতশূন্য।

উহিত (ত্রি) উহ-ক্ত। ১ তর্কিত। ২ অধ্যাহৃত। ৩ অনুমিত। ৪ সম্ভাবিত।

উহ্য (ত্রি) উহ-ণ্যৎ। ১ তর্কণীয়, যাহা তর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। ২ ব্যবহার্য্য, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অথবা অর্থসঙ্গতি করিবার জন্য যে অনুপস্থিত বাক্য বা শব্দের উল্লেখ করিতে হইবে। ৩ মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত উহবিশেষ।

উহনীয় (ত্রি) উহ-অনীয়র্। তর্কণীয়। [উহ্য দেখ]

উহগান (ক্লী) সামগানের গ্রন্থবিশেষ।

ঋ

ঋ (পুং) ১ স্বরবর্ণের সপ্তম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে ইহা তিন প্রকার। বর্ণোদ্ধার তন্ত্রোক্ত ইহার লিখনপ্রণালী—ঊর্দ্ধদেশে একটা বক্ররেখা দক্ষিণগত হইবে এবং বামদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া একটি ত্রিকোণ চিত্রিত হইবে, পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে অধোগামী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা পরাশক্তি বলিয়া বিখ্যাত, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থান করেন। ঋকারের তন্ত্রোক্ত নাম—পুর, দীর্ঘমুখী, রুদ্র, দেবমাতা, ত্রিবিক্রম, ভারভূতি, ক্রিয়া, ক্রূরা, রোচিকা, নাসিকা, ধ্রুব, একপাদশিরঃ, মালা, মণ্ডলা, শান্তিনী, জল, কর্ণ, কামলতা, মেধঃ, নিবৃত্তি, গণনায়ক, রোহিণী, শিবদূতী, পূর্ণগিরি, সপ্তমী। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ (ঋচঙ্‌হ্রস্বঃ। কবি° দ্র।) ৩ স্বর্গ। ৪ তপন। ৫ (স্ত্রী) দেবমাতা অদিতি। ৬ (অব্য) হাস্য পরিহাস। ৭ নিন্দা। ৮ বাক্য। ৯ প্রাপ্তি। ১০ বাক্যবিকৃতি।

(রোচিকার্দক্ষ নাসা চ ভারভূতিস্ত্রিবিক্রমঃ।
দেবমাতা রিপুঘ্নশ্চ ঋকারস্তপনঃ স্মৃতঃ॥

মাতৃকানিঘণ্টু।)

ঋ (ধাতু) ভ্বাদি° পর° সক° অনিট্°। ১ গমন করা। ২ প্রাপ্ত হওয়া। (ঋ গতৌ প্রাপণে চ। কবি° দ্র।)

ঋ (ধাতু) অদা° পর° সক° অনিট্। গমন করা। ঋ ইরল গত্যাম্। কবি° দ্র।)

ঋ (ধাতু) জুহো° পর° সক° অনিট্। গত্যর্থে। (ঋ রলি গত্যাম্। কবি° দ্র। র বৈদিকঃ।)

ঋ (ধাতু) স্বা° পর° সক° অনিট্ হিংসা করা (ঋ রন হিসংনে। কবি° দ্র।)

ঋক্ (স্ত্রী) ঋচন্তে স্তুবন্তে অনয়া দেবাঃ, ঋচ্-ক্বিপ্। ঋগ্বেদ। ইহার শাখা একবিংশতি। ২ ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র। ৩ স্তুতি। ৪ পূজা।

ঋকৃছস্ (অব্য) ঋচ্-শস্। ঋক্।

ঋকৃণ (ত্রি) ব্রশ্চ-ক্ত, (পৃষোদরাদিত্বাৎ বলোপঃ)। ছিন্ন।

ঋকৃথ (ক্লী) ঋচ্ স্তুতৌ (পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উণ্ ২। ৭) ইতি থক্। ১ ধন। ২ স্বর্ণ। ৪ জ্ঞাতি প্রভৃতির সম্পত্তি যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায়। (হিরণ্যং দ্রবিণং দ্যুম্নং রিকৃথমৃকৃথং ধনং বসু। শব্দার্ণব।)

ঋকৃথহর (ত্রি) ঋকৃথং, হরতি ঋকৃথ-হৃ-অচ্। যে উত্তরাধিকারসূত্রে বিষয় অধিকার করে। অংশভাগী।

ঋক্ষ (ক্লী, পুং) ঋষ্-স (সৃবৃভৃশিচকৃত্যৃষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৬৬।) নক্ষত্র। (ঋক্ষং নক্ষত্রং। উজ্জ্বলদত্ত)

"জৌত্তা গঃ খে শ্বেংহী-রোষাটিম্মূষণ্যঃ স্থমাধানঃ।
রে মৃ ঘা স্বা পোঽজঃ কৃষ্যজ্যেষ্ঠা ইত্যার্ক্ষালিঙ্গৈঃ॥"

জ্যোতিষ (অঙ্গ) ১৮।

২ রাশি। (রঘু ১২। ১৫)

য়ুরোপীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে ঋক্ষ নামক স্বতন্ত্র রাশি আছে, ঐ রাশির নাম উর্সামেজর (Ursa major) এটি উত্তর রাশির মধ্যে একটি, এই রাশিতে সাতটী তারা থাকে। এই রাশির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে কতক দ্বিতারা ও কতকগুলি নীহারিকা আছে।

ঋক্ষ (পুং) ঋক্ষ-অচ্। ১ পর্ব্বতবিশেষ; সপ্তকুলাচল মধ্যে একটি। এই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নর্ম্মদানদী প্রবাহিত হইয়াছে।

"ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্ম্মদাং পিবন্।
সর্ব্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ॥"

রামায়ণ ৬। ৩। ১০।

এই ঋক্ষবান্ পর্ব্বতকে প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি 'ঔক্সেটন' (Ouxeuton) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বাংশ পূর্ব্বে 'ঋক্ষ' 'ঋক্ষবান্' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। হরিবংশের নিম্নলিখিত বচন দ্বারায় কতকটা অনুমান হয়—

"নর্ম্মাদকূলমেকাকী নগরীং মৃত্তিকাবতীম্।
ঋক্ষবন্তং গিরিং জিত্বা শুক্তিমত্যামুবাস হ॥"

হরিবংশ ৩৬। ১৫।

তিনি নর্ম্মদাকূলে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকাবতী নগরী অধিকার করিলেন, পরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বত জয় করিয়া শুক্তিমতীতে বাস করিতে লাগিলেন। [মৃত্তিকাবতী ও শুক্তিমতী দেখ।]

[কুলাচল দেখ]। ২ ভল্লুক। সোণা গাছ। ৪ পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র। ৫ পৌরব বিদূরথের পুত্র। ৬ পুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। (ত্রি) ৭ মেরুর নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (লিঙ্গপু ৪৯। ৪২) ৮ কৃতবেধন। (ঋক্ষঃ পর্ব্বতভেদে স্যাদ্ভল্লুকে শোণকে পুমান্। কৃতবেধনেঽস্ত্রলিঙ্গো নক্ষত্রে পুন্নপুংসকম্। মেদিনী)

ঋক্ষগন্ধা (স্ত্রী) ঋক্ষস্যেব গন্ধো যস্যাঃ বহুব্রী। বিদ্ধড়ক গাছ। ছাগলান্ত্রী. আবেগী, বৃদ্ধদারক, জুঙ্গ, যুগাক্ষিগন্ধা, ছগলা, মহাশ্যামা, জাঙ্গলী, জীর্ণবল্কল, কোটরপুষ্পী, ঋক্ষগন্ধা, ছাগলাস্ত্রী, অন্ত্রী, জুঙ্গা, ছগলী, জুঙ্গক, শ্যামা, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবাহুকা, বৃদ্ধা, অজান্ত্রী (Argyreia speciosa, sweet)

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—রসায়ন, বায়ুনাশক, বলকর, পিচ্ছিল; ইহা শোথ, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বররোগে ব্যবহার করা যায়। ইহার বীজাদি গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ মাষা। এই গাছ ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তর জন্মে। ২ ঋষিজাঙ্গল বৃক্ষ। (রত্নমালা)। ৩ ক্ষীরবিদারী বৃক্ষ।

ঋক্ষগন্ধিকা (স্ত্রী) ঋক্ষগন্ধা-স্বার্থে কন্, টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষীরবিদারী, মহাশ্বেতা ও ক্ষীরিকা। (অমর।)

ঋক্ষগিরি (পুং) ঋক্ষশ্চাসৌ গিরিশ্চেতি, কর্ম্মধা। সপ্তকুলাচল মধ্যে পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বত গণ্ডোয়ানা দেশস্থিত। [ঋক্ষ দেখ।]

ঋক্ষচক্র (ক্লী) ঋক্ষাণাং চক্রং ৬তৎ। রাশিচক্র।

ঋক্ষনাথ (পুং) ঋক্ষাণাং নাথঃ ৬তৎ। নক্ষত্রেশ্বর, চন্দ্র।

ঋক্ষবান্ (পুং) ঋক্ষ-মতুপ্ মস্য বঃ। [ঋক্ষগিরি দেখ]

ঋক্ষর (পুং) ঋষ্ ক্সরন্ (তন্যৃষিভ্যাং ক্সরন্। উণ্ ৩। ৭৫) ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ। (ঋক্ষর ঋত্বিক্। উজ্জ্বলদত্ত।)

ঋক্ষরাজ (পুং) ঋক্ষাণাং রাজা, ঋক্ষ-রাজন্-টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ১৯) ১ চন্দ্র। ২ ভল্লূকরাজ জাম্ববান্। কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর পিতা। (হরি° ৩৮। ৪১)

ঋক্ষলা (স্ত্রী) ঋচ্-সলচ্ গুণাভাবঃ। গুল্ফাধঃস্থিত নাড়ী।

ঋক্ষবন্ত (ক্লী) শম্বরাসুরের রাজধানী।

("তমৃক্ষাবন্তে নগরে নিহত্যাসুরসত্তমম্।" হরি ১৬ অঃ।

ঋক্ষবিল (পুং) একটী বৃহৎ পর্ব্বত গহ্বর। হনুমানাদি বানরগণ সীতান্বেষণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছিল। এখন সিংহল দ্বীপের আদমশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতের নিকট বলিয়া অনুমিত হয়। [উপনিবেশ শব্দে ৪০৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

ঋক্ষীক (ত্রি) ঋক্ষ ইব, ঋক্ষ-ইবার্থে ঈকন্। ভল্লূকের ন্যায় হিংস্র জন্তু।

ঋক্ষেশ (পুং) ঋক্ষাণাং ঈশঃ, ৬তৎ। চন্দ্র।

ঋক্ষেষ্টি (স্ত্রী) ঋক্ষবিশেষমাশ্রিত্য ইষ্টিঃ, মধ্যপদলোপী। নক্ষত্র বিশেষের উদ্দেশে যজ্ঞবিশেষ।

ঋক্ষোদ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

ঋক্‌সংহিতা (স্ত্রী) ঋচাং সংহিতা, ৬তৎ। ঋগ্বেদ। [ঋগ্বেদ দেখ।]

ঋক্‌সম (ক্লী) ঋচা সমং ৩ তৎ। সামবিশেষ।

ঋক্‌সাম (ক্লী) ঋক্ চ সাম চ, দ্বয়োঃ সমাহারঃ, সমা° দ্ব°। ঋক্ ও সামের মিলন।

ঋগয়ন (ক্লী) ঋচাময়নং যত্র, বহুব্রী। ঋক্‌পারায়ণ গ্রন্থবিশেষ।

ঋগয়নাদি (পুং) পাণিনি-কথিত একটি গণ। ব্যাখ্যান, ছন্দোগান, ছন্দোভাষা, ছন্দোবিচিতি, ন্যায়, পুনরুক্ত, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, নিগম, বাস্তুবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, বিদ্যা, উৎপাত, উৎপাদ, উদ্যাব, সম্বৎসর, মুহূর্ত্ত, উপনিষদ্, নিমিত্ত, শিক্ষা ও ভিক্ষা, এইগুলি ঋগয়নাদির অন্তর্গত।

ঋগাবান (ক্লী) ঋচাং আবানং গ্রথনং ৬তৎ। বেদপাঠকালে অর্দ্ধ ঋচ্ প্রভৃতি পূর্ব্বাপরের সহিত সম্মিলন।

ঋগ্‌গাথা (স্ত্রী) ঋচামিব গাথা, উপ°। লৌকিক গীতিবেদ।

ঋগ্মৎ (ত্রি) ঋক্ অস্ত্যাস্য, ঋক্-মতুপ্। ১ স্তাবক। ২ পূজ্য।

ঋগ্মিন্ (ত্রি) ঋক্ অস্ত্যাস্তি, ঋক্-মিনি। স্তোতা। ("নির্ণিজ-মৃগ্মিণো যযুঃ।" ঋক্ ১। ৮৬। ৪৬। *। ঋগ্মিণঃ স্তোতারঃ। সায়ণ।)

ঋগ্বিধান (ক্লী) ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রতবিশেষের বিধান।

ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র জপ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, ঋগ্বিধানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ জগতের আদিগ্রন্থ, এই মহাধর্ম্মগ্রন্থের মন্ত্রাদি প্রাচীন ঋষিগণ কিরূপ সম্মান ও পুণ্যফলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিতেন, ঋগ্বিধান পাঠ করিলে জানা যায়।

অগ্নিপুরাণে এইরূপ ঋগ্বিধান লিখিত আছে—

"জলমধ্যে অথবা হোমকালে প্রাণায়ামপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। যিনি নিশাভোজী হইয়া দশসহস্র গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার সকল পাপ দূর হয়। যিনি হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া লক্ষ গায়ত্রী জপ করেন, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী।

ওঁকার পরব্রহ্ম, প্রণব জপ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যিনি নাভিমাত্র জলে থাকিয়া শতবার ওঁকার জপ করিয়া জলপান করেন, তাহার কোন পাপ থাকে না।

তিন মাত্রা, তিন বেদ, সপ্ত মহাব্যাহৃতি ও সপ্তলোক উল্লেখ করিয়া হোম করিলে সকল জন্মের পাপ দূর হয়। জলমধ্যে মহাব্যাহৃতি ও পরমা গায়ত্রী জপ করার নাম অঘমর্ষণ।

যিনি বহ্নিদৈবত "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" (১।১।১) এই সূক্ত যথাবিহিত এক বৎসর জপ করেন, তাহার সকল ইষ্টলাভ হয়। মেধাকামী "সদসস্যং," মৃত্যুনিবারণেচ্ছু "শুনঃশেপমৃষিং" শক্র ও বিঘ্নদমন অভিলাষী "হিরণ্যস্তূপং" আরোগ্যকামী অথবা রোগী "প্রস্কণ্বমোত্তমং" এবং আসনসিদ্ধির ইচ্ছুক ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে "উত্তমস্তস্য" এই অর্দ্ধ ঋক্ এবং "উদয়ত্যায়ু রক্ষ্যযং তেজঃ" এই পূর্ণ ঋক্, সূর্য্যাস্ত হইলে শক্র

হইতে পরিত্রাণেচ্ছু "নবয়শ্চ" মোক্ষকামী "আধ্যাত্মিকীঃ কঃ" বস্ত্রকামী "ত্বং সোম" পুণ্যকামী মধ্যবেলায় "আপনঃ শোশুচেৎ" ইত্যাদি যাহার যে প্রকার কামনা তদনুযায়ী ঋক্ যথাবিহিত জপ করিলে সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। গর্ভিণী প্রসব কালে "প্রমন্দিন" এই সূক্ত জপ করিলে গর্ভবেদনা অনুভব না করিয়া সুখে প্রসব করিতে পারে। কর্ষণকালে, বপনকালে এবং ছেদনকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের সূক্ত দ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিলে সকল কর্ম্ম অমোঘ হয় এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে থাকে। "বিজিগীষুর্বনস্পতি" এই সূক্ত জপ করিলে মৃতগর্ভা স্ত্রীলোকের অনায়াসে গর্ভমোক্ষণ হয়। [ঋগ্বিধানের বিস্তৃত বিবরণ অগ্নিপুরাণ ২১৮ অঃ দেখ।]

ঋগ্বেদ (পুং) ঋগেব বেদঃ। প্রথম বেদ। ইহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চারিপ্রকার।

ঋক্‌সংহিতাই ঋগ্বেদের আদি গ্রন্থ, উহা সকল বেদ এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন।

ঋক্‌সংহিতার আবার নানা শাখা আছে। বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে লিখিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ প্রদান করেন।

"বিভেদ প্রথমং বিপ্র! পৈল ঋগ্বেদপাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥ ১৬
চতুর্দ্ধা স বিভেদাথ বাস্কলিরপি ! সংহিতাম্।
বোধ্যাদিভ্যো দদৌ তাশ্চ শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥ ১৭
বোধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যপরাশরৌ।
প্রতিশাখাস্তু শাখায়াস্তস্যাস্তে জগৃহুর্মুনে ! ॥ ১৮
ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।
মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা ॥ ১৯
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্‌যযৌ।
বেদমিত্রস্তু সাকল্যঃ সংহিতাং তামধীতবান্ ॥ ২০
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২১
মুদ্গলো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ।
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয় ! সুমহামুনিঃ ॥ ২২
সংহিতাত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূর্ণিরথেতরম্।"

বিষ্ণুপুরাণ ৩। ৪ অঃ।

প্রথমে পৈল ঋগ্বেদরূপ বৃক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলি নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা প্রদান করেন। বাস্কলি আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বোধ্য-আদি শিষ্যকে প্রদান করিলেন। বোধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর এই চারিজনে উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তাহার একাংশ মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরায় ক্রমশঃ ঐ শাখা বিস্তারিত হইয়া পুত্র শিষ্যসমূহে প্রচারিত হইল। বেদমিত্র ও সাকল্য উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তিনি আবার ঐ শাখা হইতে পাঁচ খানি সংহিতা রচনা করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে পাঠ করান। ঐ পাঁচজন শিষ্যের নাম মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য আপন অধীত ঋক্ বিভক্ত করিয়া তিন খানি সংহিতা করিলেন। বাস্কলিও অপর তিন খানি সংহিতা করেন। তিনি কালায়নি, গার্গ ও কথাজব নামক তিনজন শিষ্যকে ঐ তিনখানি অধ্যয়ন করাইলেন।

ঋগ্বেদে ১০টী মণ্ডল আছে; তাহার প্রথম মণ্ডলে ২৪ অনুবাক, ১৯১ সূক্ত; দ্বিতীয়ে ৪ অনুবাক, ৪৩ সূক্ত; তৃতীয়ে ৫ অনুবাক, ৬২ সূক্ত; চতুর্থে ৫ অনুবাক, ৫৮ সূক্ত; পঞ্চমে ৬ অনুবাক, ৮৭ সূক্ত; ষষ্ঠে ৬ অনুবাক, ৭৫ সূক্ত; সপ্তমে ৬ অনুবাক, ১০৪ সূক্ত; অষ্টমে ১০ অনুবাক, ১০৩ সূক্ত; নবমে ৭ অনুবাক, ১১৪ সূক্ত; এবং দশম মণ্ডলে ১২, অনুবাক, ১৯১ সূক্ত; এইরূপে সূক্তসমষ্টি ১০২৮। কিন্তু চরণব্যূহে লিখিত আছে,—

"তত্র ঋগ্বেদস্যাষ্টভেদা ভবন্তি. চর্চ্চা শ্রাবকচর্চ্চকঃ শ্রবণীয়-পারঃ ক্রমপারঃ ক্রমজটাঃ ক্রমরথঃ ক্রমশটঃ ক্রমদণ্ডশ্চেতি চতুষ্পারায়ণমেতেষাং। শাখাঃ পঞ্চ ভবন্তি, আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা মাণ্ডুকাশ্চেতি তেষামধ্যয়নম্। অধ্যায়ানাং চতুঃষষ্টির্মণ্ডলানি দশৈব তু। বর্গাণাং পরি-সংখ্যাতং দ্বে সহস্রে ষড়ুত্তরে। সহস্রমেকং সূক্তানাং নিবি-শঙ্কং বিকিল্পিতম্। দশসপ্ত চ পঠ্যন্তে সংখ্যাতং বৈ পদ-ক্রমাৎ। একশতসহস্রং বা দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রার্দ্ধমেতানি। চতুর্দ্দশবাসিষ্ঠানামিতরেষাং পঞ্চাশীতিঃ। ঋচাং দশস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ। ঋচামশীতি পাদশ্চ পারায়ণং প্রকী-র্ত্তিতম্। একর্চ একবর্গশ্চ নবকশ্চ তথা স্মৃতঃ। দ্বৌ বর্গৌ দ্বিঋচৌ জ্ঞেয়ৌ ঋক্‌ত্রয়ঞ্চ শতং স্মৃতম্। চতুর্ঋচাং পঞ্চসপ্তত্য-ধিকঞ্চ শতং তথা। পঞ্চঋচাং তু দ্বিশতং সহস্রং রুদ্রসংযুতম্। পঞ্চচত্বার্য্যধিকং তু ষড়্‌ঋচাস্তু শতত্রয়ম্। সপ্তঋচাং শতঞ্জেয়ং বিংশতিশ্চাধিকাঃ স্মৃতাঃ। অষ্টঋচাং তু ঞ্চাশৎ পঞ্চাধিকা-স্তথৈব চ। দশাধিকদ্বিসহস্রাঃ পঞ্চশাখাসু নিশ্চিতাঃ। বর্গসংখ্যা ন সূক্ত চত্বারশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ।"

ঋগ্বেদের চর্চ্চা, শ্রাবকচর্চ্চক, শ্রবণীয়পার, ক্রমপার, ক্রমজটা, ক্রমরথ, ক্রমশট ও ক্রমদণ্ড নামক আটটি ভেদ

বা স্থান। ইহাদের চারটি পারায়ণ। আশ্বলায়নী, সাঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুকাভেদে পাঁচটি শাখা। অধ্যায় ৬৪টি দশটি মণ্ডল, বর্গের সংখ্যা ২০০৬; সূক্ত ১০১৭; বাশিষ্ঠের পদক্রমসংখ্যা ১৫২৫১৪; অপরের পদক্রম ৮৫ সংখ্যক। ঋকের ১০৫৮০ পাদকে পারায়ণ বলে। প্রথম অষ্টকে এক বর্গ ও এক ঋক্, দ্বিতীয় অষ্টকে দুই বর্গ ও দুই ঋক্, তৃতীয়ে ১০০ ঋক্, চতুর্থে ১৭৫ ঋক্, পঞ্চমে ১২৪৫ ঋক্, ষষ্ঠে ৩০০ ঋক্, সপ্তমে ১২০ ঋক্ এবং অষ্টমে ৫৫ ঋক্। পঞ্চশাখায় ২০১০। পূর্ব্বকথিত চারিটি বর্গসূক্তের নহে।

বাস্কল শাখা অনুসারে ঋক্সংহিতার সংখ্যাদি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"চতুর্ঋচং সমাখ্যাতং ষট্সপ্তত্যুত্তরং শতম্।
পঞ্চর্চং দ্বাদশশতান্যষ্টাবিংশোত্তরাণি চ ॥
শতত্রয়ং ষড়ৃচঞ্চ সপ্তপঞ্চাশদুত্তরম্।
সপ্তর্চমেকোনত্রিংশদুত্তরং শতমেককম্ ॥
অষ্টর্চাঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্বর্গা স্যুর্নাধিকোত্তরাঃ।"

১	বর্গ (প্রতিবর্গে)	১ ঋক্	(১)
১	”	৯ ”	(৯)
২	”	২ ”	(৪)
৯৩	”	৩ ”	(২৭৯)
১৭৬	”	৪ ”	(৭০৪)
১২২৮	”	৫ ”	(৬১৪০)
৩৫৭	”	৬ ”	(২১৪২)
১২৯	”	৭ ”	(৯০৩)
৫৫	”	৮ ”	(৪৪০)
২০৪২			১০৬২২

এখন ঋগ্বেদের কেবল শাকল শাখা পাওয়া যায়, এই শাখার বর্গ ও ঋকাদি সংখ্যা গণনা করিলে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। শাকল শাখায়—

১	বর্গ (প্রতিবর্গে)	১ ঋক্	(১)
১	”	৯ ”	(৯)
২	”	২ ”	(৪)
৯৭	”	৩ ”	(২৯১)
১৭৪	”	৫ ”	(৬৯৬)
১২০৭	”	৫ ”	(৬০৩৫)
৩৪০	”	৬ ”	(২০৪০)
১১৯	”	৭ ”	(৮৩৩)
৫২	”	৮ ”	(৪৭২)
২০০০			১০৩৮১

শাকলের পদসংখ্যা ১৫৩৭৯২; বালখিল্যের ১২০৭, বর্গসংখ্যা ১৮; আশ্বলায়ন শাখার পদসংখ্যা এইরূপ। সাঙ্খ্যায়ন শাখার পদসংখ্যা ১৫৩৭৩৪; বালখিল্যের ১৮৮৬ বর্গসংখ্যা ১৭।

ঋগ্বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতিসংখ্যকাঃ।

কেহ কেহ বলেন ঋগ্বেদের ২১ শাখা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, প্রধানতঃ পাঁচটিই শাখা, যাঁহারা ২১টি বলেন, তাঁহারা প্রশাখাগুলিও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ঋক্সংহিতার পারায়ণ দুই প্রকার, প্রকৃতিরূপ ও বিকৃতিরূপ। প্রকৃতিরূপ দুই প্রকার—রূঢ় ও যোগ। যেমন "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি রূঢ়; এবং "অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি যোগ।

বিকৃতিরূপ আট প্রকার। যথা—

"জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ব্বা মহর্ষিভিঃ ॥"

জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ, ঘন এই আট প্রকার বিকৃতিক্রম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। জটা-পটলে লিখিত আছে—

"ক্রমে যথোক্তে পদজাতমেব
দ্বিরভ্যসেদুত্তরমেব পূর্ব্বম্।
অভ্যস্য পূর্ব্বঞ্চ তথোত্তরে পদে-
হবসানমেবং জটাভিধীয়তে ॥"

জটা—ক্রম প্রকারে পদজাত পদদ্বয় বা পদত্রয় দুইবার করিয়া পাঠ করিবে। পূর্ব্বপদের ন্যায় উত্তরপদও অভ্যাস করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব ও উত্তরপদ একত্র করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

"ব্রূয়াৎ ক্রমবিপর্য্যাসাবর্ধর্চস্যাদিতোহন্ততঃ।
অন্তং চাদিময়েদেবং ক্রমমালেতি গীয়তে ॥
মালা মালেব পুষ্পাণাং পদানাং গ্রথিনী হিতা।
আবর্ত্তনে ক্রমস্তস্যাং ক্রমব্যুৎক্রমসংক্রমাঃ ॥"

ক্রম প্রকারের বিপরীত ভাবে অর্থাৎ উত্তরভাগে প্রথমে এবং পূর্ব্বভাগ শেষে পাঠ করিবে। ইহাকেই ক্রমমালা বলে। পুষ্পমালার ন্যায় পদমালাও গ্রথিত করিবে, তাহাতে ক্রম, ব্যুৎক্রম ও সংক্রমভেদে ত্রিবিধ আবর্ত্তন-ক্রম আছে।

শিখা—"পদোত্তরাঞ্জটামেব শিখামার্য্যাঃ প্রচক্ষতে।"
আর্য্যগণ উত্তরপদবিশিষ্ট জটাকেই শিখা বলিয়া থাকেন।

লেখা—"ক্রমদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চপদক্রমমুদাহরেৎ।
পৃথক্ পৃথক্ বিপর্য্যস্য লেখামাহুঃ পুনঃ ক্রমাৎ ॥"

প্রথমতঃ ক্রমানুসারে দুই তিন চারি পাঁচ পঞ্চক্রম পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিপরীতভাবে ক্রমবিন্যাসের নাম লেখা।

ধ্বজ—"ক্রমাদাদেঃ ক্রমং সম্যগন্তাদুচ্চারয়েদ্‌যদি।
বর্গে চ ঋচি যত্র স্যাৎ পঠনং স ধ্বজঃ স্মৃতঃ॥"

যে বর্গে ও যে ঋচে আদির ক্রম সম্যক্ উচ্চারণ করিয়া অন্তক্রমের উদ্ধারপূর্ব্বক পাঠ করা হয়, তাহার নাম ধ্বজ।

দণ্ড—"ক্রমমুক্তং বিপর্য্যস্য পুনশ্চ ক্রমমুত্তরম্।
অর্দ্ধর্চাদেব মুক্তোক্তং ক্রমদণ্ডোঽভিধীয়তে॥"

ক্রম শূন্য উত্তরক্রম অর্দ্ধর্চ হইতে বিপরীত পাঠকে ক্রম-দণ্ড বলে।

রথ—"পাদশোঽর্দ্ধর্চশো বাপি সহোক্ত্যাদণ্ডবদ্রথঃ।"

একপাদ বা অর্দ্ধর্চ্চ একত্র দণ্ডের ন্যায় উচ্চারণ করাকে রথ বলে।

ঘন—"জটামুক্ত্বাবিপর্য্যস্য ঘনমাহুর্মনীষিণঃ॥"

পণ্ডিতগণ বিপরীতভাবে জটা উচ্চারণ করাকে ঘন বলিয়া থাকেন।

ঋক্‌সংহিতার যে যে দেবতার নাম উল্লিত হইয়াছে অথবা যে যে দেবতা এবং যে যে ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

অক্ষকিতব। অক্ষা। অগ্নায়ী। অগ্নি, (আহ্বনীয়, জাতবেদা, নির্মথ্য, রক্ষোহা, বৈশ্বানর ও শৌচিক)। অঙ্গিরস অত্রি। অদিতি। অধিষবণ চর্ম্ম বা হরিশ্চন্দ্র। অধ্যেতা। অন্তরিক্ষ। অন্ন। অপাংনপাৎ। অপ্বা। অজা অহি। অভিশাপ। অরণ্যানী। অর্য্যমা। অলক্ষ্মীনাশ। অশ্বা। অশ্বিদ্বয়। অসমাতি। অহিবুধ্ন। অসুনীতি। অহোরাত্র। আত্মা। আদিত্যগণ। আপ, (অপাংনপাৎ, গাব, সোম)। আপ্র। আপ্রিয়। আত্রী। আশীঃ। আসঙ্গ। ইধ্ম। ইন্দু। ইন্দ্র;—(কপীঞ্জলরূপী, বৈকুণ্ঠ)। ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাশ্ব। ইলা। ইষুগণ। ইষুধি। ইন্দ্র্যা। উপমশ্রবা। মিত্রাতিথি পুত্র। উপাধ্যায়। উর্ব্বশী। উলূখল। উশনা। উষা (বা সূর্য্যপ্রভা)। ঋক্ষ। ঋতু। ঋত্বিক্। ঋভুগণ। ওষধি। ক। কবচ। কণ্ডশ্চেদ্য। কাল সম্বৎসরাত্মা। কুৎস। কুরঙ্গ। কুরুশ্রবণ ত্রাসদস্যু। কৃষি। কেশী। কোরযাণ। ক্ষেত্রপতি। গঙ্গা। গর্ত্তার্থিনী। গো। গুঙ্গু। গ্রাবণ। চন্দ্রমাঃ। চিত্র। জ্ঞান। জ্যা। তনুনপাৎ। তার্ক্ষ্য। তিরিন্দির। পারশব্য। ত্রসদস্যু। ত্বষ্টা। দক্ষিণা। দধিক্রা। দম্পীত। দানস্তা। দিক্। দুঃস্বপ্ননাশন। দুন্দুভি। দ্যাবা পৃথিবী। দ্যাবাভূমি। দ্যৌঃ। দ্রবিণোদ-দ্রুঘণ। দ্বারদেবী। ধাতা। নক্তা। নদীগণ। নরাশংস। নির্ঋতি। পণি। পথ্যাস্বস্তি। পরমাত্মা। পর্জ্জন্য। পর্ব্বত। পবমান। পিতৃগণ। পিতৃমেধঃ। পুরীষ্যা। পুরুমীঢ় বৈদদশ্বা। পুরুষ। পুরূরবাঃ ঐল। পূষা। পৃথিবী। পৃশ্নি। প্রজাপতি। প্রতোদ। প্রস্কণ্ব। বর্হিঃ। বৃবুস্তক্ষা। বৃহস্পতি। ব্রহ্মা। ব্রহ্মণস্পতি। ভগ। ভারতী। ভাবযব্য। ভাববৃত্ত। ভূমি। মণ্ডূক। মন্যু। মরুদ্‌গণ। মিত্র। মৃত্যু। মৃত্যুবিমোচনী। যক্ষ্মনাশন। যথানিপাত। যম। যমী। যূপ। রতি। রথ। রথ-গোপা। রশ্মি। রাকা। রাত্রি। রুদ্র। রোদসী। রোমশা। লিঙ্গোক্তদেবতা। বনস্পতি। বরুণ। বসিষ্ঠ। বসিষ্ঠপুত্রগণ। বসুক্র। বাক্। বাগাম্ভৃণী। বামদেব। বায়ু। বাস্তোষ্পতি। বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বামিত্র। বিশ্বাবসু। বিশ্বদেব। বিষ্ণু। বৃষাকপি। বেণ। ব্রশ্চিনী। শচী পৌলমী। শাকধূম। শুক্র। শুন। শুনাসির। শ্যেন। শ্রদ্ধা। শ্বানু। সদসস্পতি। সমিৎ। সরণ্যূ। সরমা। সরস্বতী। সাধ্য-গণ। সাহদেব্য সোমক। সিনীবালী। সিন্ধু। সুবন্ধু। সূর্য্য। সূর্য্যা। সোম;—(পবমান বা পূষা)। স্বাহাকৃতি। হরি। হরিশ্চন্দ্র প্রজাপতি। হবির্ধান। হস্ত। হোত্রা।

ঋক্‌সংহিতার ঋষিগণের নাম—

ঋক্‌সংহিতার কোন কোন স্থলে ৩৩ জন দেবতা, আবার কোন থানে ৩৩৩৯ দেবের উল্লেখ আছে।

অংহোমুগ বামদেব্য, অকৃষ্টা মাষা, অগস্ত্য, অগস্ত্যের স্বসা, অগ্নি, অগ্নিচাক্ষুষ। অগ্নিতাপস, অগ্নিপাবক, অগ্নি-যবিষ্ঠসহের পুত্র, অগ্নিবৈশ্বানর, অগ্নিশৌচীক, অগ্নিযুত স্থৌর, অঘমর্ষণ মধুচ্ছন্দঃ, অঙ্গু ঔরব, অজমীঢ় সৌহোত্র, অত্রি গণ, অত্রিভৌম, অত্রিসাঙ্খ্য, অদিতি, অদিতি দাক্ষায়ণী, অনানত-পারুচ্ছেপি, অনিল বাতায়ন, অন্ধিগু শ্যাবাশ্বি, অপালা আত্রেয়ী, অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, অভিতপা সৌরঃ, অভীবর্ত্ত আঙ্গিরস, অমহীয়ু আঙ্গিরস, অম্বরীষ বার্ষাগির, অযাস্য আঙ্গিরস, অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, অরুণ বৈতহব্য, অর্চন্ হৈরণ্যস্তূপ, অর্চনানা আত্রেয়, অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়, অবৎসার কাশ্যপ, অবস্যু আত্রেয়, অশ্বমেধ ভারত, অশ্বসূক্তি কাথায়ন, অষ্টক বৈশ্বামিত্র, অষ্টাদংষ্ট্র বৈরূপ, অসিত কাশ্যপ, আত্মা, আয়ুঃকাণ্ব, আসঙ্গপ্লা-যোগি, ইত ভার্গব, ইধ্মবাহ দার্ঢ়চ্যুত, ইন্দ্র, ইন্দ্রমুষ্কবান্, ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমতি বাসিষ্ঠ, ইন্দ্রমাতৃ দেবজামি, ইন্দ্রস্নুষা, ইন্দ্রাণী, ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ইষ আত্রেয়, উচথ্য আঙ্গিরস, উৎকীল কাত্য, উপমন্যু বাসিষ্ঠ, উপস্তুত বাষ্টিহব্য, উরুক্ষয় আমহীয়ব, উরুচক্রি আত্রেয়, উর্ব্বশী, উলবাতায়ন, উশনা কাব্য, উরু আঙ্গিরস, ঊর্দ্ধকৃশন যামায়ন, ঊর্দ্ধগ্রাবা আর্ব্বুদি, ঊর্দ্ধনাভা

ব্রাহ্ম, উর্দ্ধসদ্মা আঙ্গিরস, ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ঋজ্রাশ্ব বার্ষাগির, ঋণঞ্চয় ঋষভ, বৈরাজ বা শাক্বর ঋষভ বৈশ্বামিত্র, ঋষি দৃষ্টিলিঙ্গ, ঋষ্যশৃঙ্গ বাতরশন, একদূ নৌধস, এতশ বাতরশন, এবয়া-মরুদাত্রেয়, কক্ষিবান্ দীর্ঘতমাঃ (ঔশিজ), কণ্বঘোর, কত বৈশ্বামিত্র, কপোত নৈঋত, কন্নিক্রত বাতরশন, কর্ণশ্রুদ্বাসিষ্ঠ, কলিপ্রাগাথ, কবষ ঐলুষ, কবি ভার্গব, কশ্যপ মারীচ, কুৎস আঙ্গিরস, কুমার আগ্নেয়, কুমার আত্রেয়, কুমার যামায়ন, কুরুসুতি কাণ্ব, কুল্মলবর্হিষ শৈলূষি, কুশিক ঐষীরথি, কুশিক সৌভর, কুসীদী কাণ্ব, কূর্ম্ম গার্ৎসমদ, কৃতযশাঃ আঙ্গিরস, কৃত্নু ভার্গব, কৃশ কাণ্ব, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, কেতু আগ্নেয়, গয়, আত্রেয়, গয় প্লাত, গর্গ ভারদ্বাজ, গবিষ্ঠির আত্রেয়, গাতু আত্রেয়, গাথী কৌশিক, গৃৎসমদ আঙ্গিরস শৌনহোত্র, গোতম রাহূগণ, গোধা, গোপবন আত্রেয়, গোষূক্তি কাণ্বায়ন, গৌরীবৃতি শাক্ত্য, ঘর্ম্ম শৌর, ঘর্ম্ম তাপস, ঘোর আঙ্গিরস, ঘোষা কাক্ষীবতী, চক্ষু মানব, চক্ষুঃ সৌর, চিত্রমহা বাসিষ্ঠ, চ্যবনভার্গব, জমদগ্নি ভার্গব, জয় ঐন্দ্র, জরৎকর্ণ সর্প ঐরাবত, জরিতা, শার্ঙ্গ, জামদগ্ন্য, জুহু ব্রহ্মণস্পতি, জূতী বাতরশন, জেতা মাধুচ্ছন্দঃ, তপুর্মূর্দ্ধা বার্হস্পত্য, তান্ব পার্থ্য, তিরশ্চীর আঙ্গিরস, ত্রসদস্যু পৌরকুৎস, ত্রিতআপ্ত্য, ত্রিশিরাঃ ত্বাষ্ট্র, ত্রিশোক কাণ্ব, ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ, ত্বষ্টা গর্ভকর্ত্তা, দক্ষিণা প্রাজাপত্যা, দমন যামায়ন, দিব্য আঙ্গিরস, দীর্ঘতমাঃ ঔচথ্য, দুর্মিত্র কৌৎস, দুবস্যু বন্দিন, দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, দেবমুনি ঐরম্মদ, দেবরাত বৈশ্বামিত্র, দেবল কাশ্যপ, দেবরাত ভারত, দেবশ্রবাঃ ভারত, দেবশ্রবাঃ যামায়ন, দেবাতিথি কাণ্ব, দেবাপি আর্ষ্টিষেণ, দ্যুতান মারুতি, দ্যুম্নবিশ্বচর্ষণি আত্রেয়, দ্যুম্নীক বাসিষ্ঠ, দ্রোণশার্ঙ্গ, দ্বিত আপ্ত্য, ধরুণ আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, নভঃ, প্রভেদন বৈরূপ, নর ভারদ্বাজ, নহুষ মানব, নাভাক কাণ্ব, নাভানেদিষ্ট মানব, নারদ কাণ্ব, নারায়ণ, নিধ্রুবি কাশ্যপ, নীপাতিথি কাণ্ব, নৃমেধ আঙ্গিরস, নেম ভার্গব, নোধা গৌতম, পণি নামক অসুরগণ, পতঙ্গ প্রাজাপত্য পরাশর শাক্ত্য, পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি, পর্ব্বত কাণ্ব, পবিত্র আঙ্গিরস, পায়ু ভারদ্বাজ, পুনর্বৎস কাণ্ব, পুরুমীঢ় আঙ্গিরস, পুরুমীঢ় সৌহোত্র, পুরুমেধ আঙ্গিরস, পুরুহন্মা আঙ্গিসস, পুরূরবাঃ ঐল, পুষ্টিগু কাণ্ব, পূতদক্ষ আঙ্গিরস, পূরণ বৈশ্বামিত্র, পূরু আত্রেয়, পৃথু বৈণ্য, পৃশ্নি অজগণ, পৃষধ্র কাণ্ব, পৌর আত্রেয়, প্রগাথ কাণ্ব, প্রচেতাঃ আঙ্গিরস, প্রজাপতি, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি বাচ্য, প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র, প্রজাবান্ প্রাজাপত্য, প্রতর্দ্দন কাশিরাজ দৈবোদাসি, প্রতিক্ষত্র আত্রেয়, প্রতিপ্রভ আত্রেয়, প্রতিভানু আত্রেয়, প্রতিরথ আত্রেয়, প্রথ বাসিষ্ঠ, প্রভুবসু আঙ্গিরস, প্রযস্বন্ত আত্রেয়, প্রয়োগ ভার্গব, প্রস্কণ্ব কাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, বন্ধু গোপায়ন বা লৌপায়ন, বভ্রু আত্রেয়, বাহুবৃক্ত আত্রেয়, বুধ আত্রেয়, বুধ সৌম্য, বৃহদুক্থ বামদেব্য, বৃহদ্দিব আথর্ব্বণ, বৃহন্মতি আঙ্গিরস, বৃহস্পতি আঙ্গিরস, বৃহস্পতি লৌক্য, ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব, ভয়মান বার্ষাগির, ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ভর্গ প্রাগাথ, ভাবযব্য, ভিক্ষু আঙ্গিরস, ভিষগাথর্ব্বণ, ভুবন আপ্ত্য, ভূতাংশ কাশ্যপ, ভৃগু বারুণি, মৎস্য সামদ, মথিত যামায়ন, মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, মনু আপ্সব, মনু বৈবস্বত, মনু সাম্বরণ, মন্যু তাপস, মন্যু বাসিষ্ঠ, মাতরিশ্বা কাণ্ব, মান্ধাতা যৌবনাশ্ব, মান্য মৈত্রাবরুণি, মুদ্গল ভার্ম্ম্যশ্ব, মূর্দ্ধন্বান্ আঙ্গিরস, মৃক্তবাহা দ্বিত আত্রেয়, মৃড়ীক বাসিষ্ঠ, মেধাতিথি কাণ্ব, মেধ্য কাণ্ব, মেধ্যাতিথি কাণ্ব, যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য, যজত আত্রেয়, যজ্ঞ প্রাজাপত্য, যম বৈবস্বত, যমী, যমী বৈবস্বতী, যযাতি নাহুষ, রক্ষোহা ব্রাহ্ম, রাহূগণ আঙ্গিরস, রাতহব্য আত্রেয়, রাত্রি ভারদ্বাজী, রাম জামদগ্ন্য, রেণু বৈশ্বামিত্র, রেভ কাশ্যপ, রোমশাঃ, লব ঐন্দ্র, লুশধানাক, লোপামুদ্রা, বৎস আগ্নেয়, বৎস কাণ্ব, বৎসপ্রি ভালন্দন, বম্র বৈখানস, বরু আঙ্গিরস, বরুণ, বব্রি আত্রেয়, বশ অশ্ব্য, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, বশিষ্ঠপুত্রগণ, বসু ভারদ্বাজ, বসুকর্ণ বাসুক্র, বসুক্রিদ্ বাসুক্র, বসুক্র ঐন্দ্র, বসুক্র বাসিষ্ঠ, বসুক্রপত্নী, বসুমনা রৌহিদশ্ব, বসুশ্রুত আত্রেয়, বসুযব আত্রেয়, বাগ্ আম্ভৃণী, বাতজূতি বাতরশন, বামদেব গৌতম, বিন্দু আঙ্গিরস, বিপ্রজূতি বাতরশন, বিপ্রবন্ধু গৌপায়ন বা লৌপায়ন, বিভ্রাট্ সৌর্য্য, বিমদ, ঐন্দ্র, বিরূপ আঙ্গিরস, বিবস্বান্ আদিত্য, বিবৃহা কাশ্যপ, বিশ্বক কার্ষ্ণি, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, বিশ্ববারা-আত্রেয়ী, বিশ্বসামা-আত্রেত্রী, বিশ্বামিত্র গাথিন, বিশ্বাবসু দেবগন্ধর্ব্ব, বিষ্ণু প্রাজাপত্য, বিহব্য আঙ্গিরস, বীতহব্য আঙ্গিরস, বৃশজার, বৃষগণ বাসিষ্ঠ বৃষাকপি ঐন্দ্র, বৃষাঙ্ক বাতরশন, বেণ ভার্গব, বৈখানস (শত), ব্যশ্ব আঙ্গিরস, ব্যাঘ্রপাদ বাসিষ্ঠ, শংযু বার্হস্পত্য, শকপূত নার্মেধ, শক্তি বাসিষ্ঠ, শঙ্খ যামায়ন, শচী পৌলোমী, শতপ্রভেদন বৈরূপ, শবর কাক্ষীবান্, শশকর্ণ কাণ্ব, শশ্বত্যাঙ্গিরস, শার্য্যাত মানব, শাস ভারদ্বাজ, শিখণ্ডিনী, শিবি ঔশীনর, শিরিম্বিঠ ভারদ্বাজ, শিশু আঙ্গিরস, শুনঃশেপ আজিগর্ত্তি, শুনহোত্র ভারদ্বাজ, শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, শ্যেন আগ্নেয়, শ্রদ্ধা কামায়নী, শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, শ্রুতবন্ধু গৌপায়ন বা লৌপায়ন, শ্রুতিবিদ্ আত্রেয়, শ্রুষ্টিগু কাণ্ব, সংবনন আঙ্গিরস, সংবরণ প্রাজাপত্য, সম্বর্ত্ত আঙ্গিরস, সঙ্কুসুক যামায়ন, সত্যধৃতি বারুণি, সত্যশ্রবা আত্রেয়, সদাপৃণ আত্রেয়, সধ্রি বৈরূপ, সধ্বংস কাণ্ব, সপ্তর্ষি, সপ্তগু আঙ্গিরস, সপ্তবধ্রি আত্রেয়, সপ্তি

বাগন্তর, সপ্রথ ভারদ্বাজ, সরমা দেবশুনী, সর্ব্বহরি ঐন্দ্র, সব্য আঙ্গিরস, সস আত্রেয়, সহদেব বার্ষাগির, সাধন ভৌবন, সারিস্থক শার্ঙ্গ; সার্পরাজ্ঞী, সিকতা নিবাবরী, সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ, সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ, সুকক্ষ আঙ্গিরস সুকীর্ত্তি কাক্ষীবান্, সুতম্ভর আত্রেয়, সুদাস্ পৈজবন, সুদাতি আঙ্গিরস, সুপর্ণ কাণ্ব, সুপর্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র, সুবন্ধু গৌপায়ন, সুমিত্র কৌৎস, সুমিত্র বাধ্র্যশ্ব, সুরাধা বর্ষাগির, সুবেদা শৈরীষি, সুহস্ত্য ঘৌষেয়, সুহোত্র ভারদ্বাজ, সূনু আর্ভব, সূর্য্যা সাবিত্রী, সোভরি কাণ্ব, সোম, সোমাহুতি ভার্গব, স্তম্বমিত্র শার্ঙ্গ, স্যূমরশ্মি ভার্গব. স্বস্ত্যাত্রেয়, হরিমন্ত আঙ্গিরস. হর্য্যত প্রাগাথ, হবির্দ্ধান আঙ্গিরস, হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য, হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস।

ঋকৃসংহিতা পাঠ করিলে আর্য্যজাতির আদিম ইতিহাস, প্রাচীন আচার ব্যবহার, তাঁহাদের ধর্ম্ম. মত ও বিশ্বাস প্রভৃতি হিন্দুজাতির অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানা যায়। ইতিপূর্ব্বে আর্য্যশব্দে এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [আর্য্য দেখ।]

ঋকৃসংহিতায় যে সমস্ত দেবতার স্তব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রধান। অথর্ব্বা ঋষি সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি পূজা প্রচার করেন। (ঋক্ ৬। ১৬। ১৩)

ব্রাহ্মণমাত্রেরই উচ্চার্য্য গায়ত্রী, এই ঋকৃসংহিতারই একটি ঋক্। (৩। ৬২। ১০) এই প্রথম বেদ হইতে বোধ হয় অপর বেদে গৃহীত হইয়াছে। (শুক্লযজুঃ ৩। ৩৫, সাম ২।৮। ১২) [গায়ত্রী দেখ।]

এই ঋকৃসংহিতাতেই হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদির মূল সূত্র অথবা আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যের গতি (১। ১২৩। ৮), সূর্য্যের দ্বাদশরাশি (১। ১৬৪। ১), সৌর ও চান্দ্র বৎসর (১। ২৪। ৮ ও সায়নভাষ্য) প্রভৃতি জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক প্রণালী ঋকৃসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ঋকৃসংহিতার সময়েই ঋষিগণ সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি বিষয় সকল জানিতেন।

সূর্য্যের আলোক হইতে চন্দ্রের আলোক হয় তাহাও এই সংহিতায় সর্ব্বপ্রথম বিবৃত হইয়াছে। সাধারণের কৌতুহল নিবারণের জন্য সেই ঋকৃটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"অত্রাহ গোর মন্বত নামত্বষ্টুরপীচ্যং।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥"

সূর্য্যকিরণ ভ্রমণশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া এইরূপে ত্বষ্টৃতেজ প্রকাশ পাইয়াছিল। এখানে ত্বষ্টৃতেজের অর্থ সূর্য্যতেজঃ। যাস্কমুনিও নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

"তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তিভবতি।" (নিরুক্ত ২। ৬) [অপর বিবরণ বেদ শব্দে দেখ।]

ঋকৃসংহিতা কোন্ সময়ে সংগৃহীত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমাদের মতে, যে সময়ে আর্য্যসভ্যতা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে সুসভ্য আর্য্যগণ অগ্নিপূজা প্রচার করিবার জন্য নানাদেশে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন, যদি শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই প্রাচীনকালে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথম বেদের সংহিতাভাগ সংগ্রহ করেন। মোক্ষমুলর প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ঋগ্বেদের ছন্দস্ ভাগ খৃষ্ট জন্মাইবার ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত হয়। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এই ঋকৃসংহিতাই সমগ্র সভ্যজগতের আদিগ্রন্থ।

"One thing is certain: there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-veda." (Max Muller's Origin and growth of Religion, p. 152)

ঋগ্বেদের প্রতিশাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রাদি এক সময়ে প্রচলিত ছিল. এক্ষণে কেবল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়নগৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ন শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায়। [ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ঋঘা (স্ত্রী) ঋ-ঘন্, গুণাভাবঃ। হিংসা।

ঋঘাবান্ (ত্রি) ঋঘা অস্ত্যস্য, ঋঘা-মতুপ্, মস্য বঃ। হিংস্রক, ("কবীশস্ত ঋঘাবান্।" ঋক্ ১। ১৫২। ২। ঋঘাবান্ হিংসকঃ। সায়ণ।)

ঋচ (ধাতু) তুদা॰ পর॰ সক॰ সেট্। স্তুতি করা। (ঋচ্ শনুত্যাম্। কবি দ্রু।)

ঋচস (ত্রি) ঋচ্-কসুন্। স্তোতা।

ঋচসে (অব্য) ঋচ-কসেন্। স্তব করিবার জন্য।

ঋচীক (পুং) ঋচ-ঈকক্। ১ সবিতাবিশেষ, ইনি দিবের পুত্র। ২ ভৃগুমুনি, জমদগ্নির পিতা।

ঋচীষ (ক্লী) ঋচতীতি, ঋচ-কীষন্। পিটে ভাজিবার পাত্র। (ঋজেষ্ট্রাহম্বরীষনৃচীষমৃজীষং পিষ্টপাকভৃৎ। হেম ৪।৮৬)

ঋচীষম (পুং) ঋচা স্তুত্যা সমঃ, নিপাতনাৎ ঈত্বম্ ষত্বঞ্চ। ঋগ্বিশেষের সমান গুণবিশিষ্ট।

ঋচেয় (পুং) পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের পুত্র।

ঋচ্ছ (ধাতু) তুদা॰ পর॰ সক॰ অকঞ্চ সেট্। ১ গমন করা।

২ মুগ্ধ হওয়া। ৩ কঠিন হওয়া। কেহ কেহ মোহের স্থানে বিলীন হওয়া অর্থ করেন।

ঋচ্ছরা (স্ত্রী) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি পরপুরুষং ঋচ্ছ-(ঋচ্ছেররঃ। উণ্ ৩। ৩১।) ইতি অর স্ত্রিয়াং টাপ্। বেশ্যা। (ঋচ্ছরা বেশ্যা। উজ্জ্বলদত্ত।)

ঋজ (ধাতু) ভ্বাদি° আত্ম° সকং অকঞ্চ সেট্। ১ স্থৈর্য্য। ২ জীবন। ৩ বলবস্তা। ৪ উপার্জ্জন।

ঋজ (ধাতু) ভ্বাদি° আত্ম° সক° সেট্। ভর্জ্জন করা, ভাজা। (ঋজি ঙ ভৃজি। কবি° দ্রু।)

ঋজিপ্য (ত্রি) ঋজু আপ্নোতি গচ্ছতি, আপ-যং (পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সরলগামী, যে সোজাভাবে গমন করে।

ঋজিশ্ব [ন্] (পুং) ঋগ্বেদোক্ত রাজবিশেষ।

ঋজীক (ত্রি) ঋজ-ঈকন্, কিচ্চ (ঋজেশ্চ। উণ্ ৪। ২২) ১ উপহত। (ঋজীক উপহতঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (পুং) ইন্দ্র। ৩ ধূম। ৪ সাধন।

ঋজীতি (পুং) ঋজু গচ্ছতি, ঋজু-ই-ক্তিচ্। (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) ঋজুগামী বাণ।

ঋজীষ (ক্লী) অর্জ্জ্যতে রসোঽস্মাৎ অর্জ-ঈষন্, ঋজাদেশশ্চ। (অর্জেশ্ঋজশ্চ। উণ্ ৪। ২৮) ১ পিটে ভাজিবার পাত্র; (ঋজীষং পিষ্টপচনং। অমর) ২ নরকবিশেষ। ৩ নীরস সোমলতাচূর্ণ। ৪ ধন। ৫ সোমলতা নিঃসৃত রস।

ঋজু (ত্রি) অর্জয়তি গুণান্, (অর্জিদৃশিকম্যমীতি। উণ্ ১।২৮) ইতি সাধুঃ। ১ অবক্র, সোজা। (ঋজুঃ প্রগুণঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অজিহ্ম, প্রগুণ, প্রাঞ্জল ও সরল। ২ অনুকূল। ৩ সুন্দর। (পুং) ৪ বসুদেবের পুত্র বিশেষ। ("ঋজুং সংমর্দ্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্।" ভাগ ৯। ২৪। ৫৪।)

ঋজুকায় (ত্রি) ঋজুঃ কায়ো যস্য, বহুব্রী। ১ অবক্রদেহ ব্যক্তি। (পুং) ২ কশ্যপমুনি।

ঋজুগ (ত্রি) ঋজু যথাস্যাত্তথা গচ্ছতি, ঋজু-গম-ড। ১ সরল ব্যবহারী। ২ যে সোজা চলে। ৩ (পুং) বাণ।

ঋজুতা (স্ত্রী) ঋজোর্ভাবঃ, ঋজু-তল্। ১ সরলতা। ২ অবক্রতা। ৩ অকাপট্য।

ঋজুরেখা (স্ত্রী) ঋজুশ্চাসৌ রেখাচেতি। সরল রেখা।

ঋজুরোহিত (ক্লী) ১ ইন্দ্রধনু। (ধনুর্দেবায়ুধং তদৃজু-রোহিতং। হেম ২। ৯৩) ২ কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রধনু হইতে রক্তবর্ণ ও সরলাকৃতি যে উৎপাতবিশেষ উদয় হয়, তাহাকেই ঋজুরোহিত বলে।

ঋজুবনি (ত্রি) ঋজুহস্ত, অনুকূলহস্ত। (ঋক্ ৫। ৪১। ১৫।)

ঋজুশংস (ত্রি) ঋজু যথা তথা শংসতি কথয়তি ঋজু-শংস-অচ্। সরলভাষী।

ঋজুসর্প (পুং) ঋজুশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি নি° কর্ম্মধারয়। সর্পবিশেষ।

ঋজূক (পুং) ঋজ-ঋকঙ্। দেশবিশেষ, এই দেশ হইতে বিপাশা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ঋজূকরণ (ক্লী) অনৃজু ঋজু-ক্রিয়তে, ঋজু-অভূত তদ্ভাবে চ্বি কৃ-ল্যুট্। পূর্ব্বদীর্ঘঃ। ১ পূর্ব্বে সরল ছিল না এক্ষণে সরল করা। করণে ল্যুট্। ২ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রকর্ম্মবিশেষ।

ঋজূযৎ (ত্রি) ঋজু গচ্ছতি, ঋজু-ক্যচ্, ঋজূয়-শতৃ। ঋজু-গামী। ২ ঋতুং গচ্ছতি বা, ঋতু-ক্যচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ জাদেশঃ) ঋজূয়-শতৃ। ঋজুগামী।

ঋজ্র (পুং) ঋজ-রন্, (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেত্যাদিনা নিপাতনাৎ রন্ গুণাভাবঃ। উণ্ ২। ২৮) ১ নায়ক। (ঋজ্রো নায়কঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (ত্রি) সরলগামী।

ঋজ্বী (স্ত্রী) ঋজু-ঙীষ্। ১ সরলতাময়ী স্ত্রী। ২ গ্রহগণের গতিবিশেষ।

ঋঞ্জসান (পুং) ঋজ-অসানচ্, কিচ্চ। (ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২। ৮৭) মেঘ (ঋঞ্জসানো মেঘঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

ঋণ (ধাতু) তনা° উভ° সক° সেট্। গমন করা। (ঋণহৃঞ গতৌ। কবি° দ্রু।)

ঋণ (ত্রি) ঋণ-ক। গমনকারী। (ঋক্ ৬। ১২। ৫।)

ঋণ (ক্লী) ঋ-ক্ত, (ঋণমাধমর্ণ্যে। পা ৮। ২। ৬০)। ণত্বঞ্চ। ১ কর্জ্জ, ধার, দেনা। পর্য্যুদঞ্চন, উদ্ধার। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ, এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ("জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋ্ণৈঋণী ভবতি ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।" মিতা°) ২ জলদুর্গম ভূমি। (ত্রি) ৩ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ, যে সংখ্যা কোন রাশি হইতে বিয়োগ করার পর অবশিষ্ট থাকে, সেই সংখ্যাযুক্ত পদার্থ।

ঋণকাতি (ত্রি) ঋণবৎ ফলপ্রদা কাতিঃ স্তুতির্যস্য, বহুব্রী। অবশ্যফলদায়ক স্তুতিশালী।

ঋণগ্রস্ত (ত্রি) ঋণেন গ্রস্তঃ, ৩-তৎ। বহুঋণযুক্ত।

ঋণগ্রাহক (ত্রি) ঋণং গৃহ্লাতি, ঋণ-গ্রহ-ণ্বুল্। অধমর্ণ, ঋণকারক, যে ঋণগ্রহণ করে।

ঋণঞ্চয় (পুং) ঋগ্বেদোক্ত রাজবিশেষ।

ঋণচিৎ (পুং) ঋণমিব চিনোতি, চি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ঋণের ন্যায় স্তবেচ্ছুক যজমান।

ঋণদান (ক্লী) ঋণস্য দানং, ৬-তৎ। ঋণপরিশোধ।

ঋণদায়ক (ত্রি) ঋণং দদাতি, ঋণ-দা-ণ্বুল্। ঋণদাতা, উত্তমর্ণ।

ঋণদাস (ত্রি) ঋণেন দাসঃ, ৩-তৎ। দাসবিশেষ, যে ঋণের জন্য দাসত্ব স্বীকার করে।

ঋণমৎকুণ (পুং) ঋণে মৎকুণ ইব, ৭-তৎ। ঋণং পরকৃতর্ণং মমৈব ইতি কুণতি-বদতি, ঋণ-অস্মৎ-কুণ-ক। প্রতিভূ, লগ্নক, জামিন।

ঋণমার্গণ (পুং) ঋণং মার্গয়তে, পরার্থং স্বগতত্বেন প্রার্থয়তে ঋণ-মার্গ-ল্যু। জামিন।

ঋণমুক্ত (ত্রি) ঋণাৎ মুক্তঃ, ৫তৎ। যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

ঋণমুক্তি (স্ত্রী) ঋণাৎ ঋণস্য বা মুক্তির্ভবত্যস্মাৎ। ঋণ-মুচ্-ক্তি। ঋণ পরিশোধ; বিগণন।

ঋণমোক্ষ (পুং) ঋণাৎ মোক্ষঃ, ৫-তৎ। ঋণ পরিশোধ।

ঋণমোচন (ক্লী) ঋণাৎ মোচয়তি, ঋণ মুচ-ণিচ্-ল্যু। কাশীস্থতীর্থবিশেষ। (কাশীখণ্ড)

ঋণলেখ্য (ক্লী) ঋণগ্রহণের উপযোগী পত্র, তমস্সুক। [তমস্সুক দেখ।]

ঋণাদান (ক্লী) ঋণস্য আদানং, ৬-তৎ। ১ অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণের ঋণ আদায়। ২ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদান্তর্গত ব্যবহার বিশেষ।

ঋণাবন্ (ত্রি) ঋণ-বনিপ্ দীর্ঘশ্চ। ঋণী।

ঋণান্তক (পুং) ঋণমন্তয়তি, ঋণ-অন্তি-ণ্বুল্। মঙ্গলগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের আরাধনায় ঋণ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ঋণাপকরণ (ক্লী) ঋণস্য অপকরণং অপনোদনং ৬-তৎ। অপ-কৃ-লুট্। ঋণপরিশোধ।

ঋণাপনোদন (ক্লী) ঋণস্য অপনোদনং, ৬-তৎ অপ-নুদ্-লুট্। ঋণশোধ।

ঋণিক (ত্রি) ঋণমস্যাস্তি, ঋণ-ঠন্। ঋণী।

("দ্বিগুণং প্রতিদাতব্যং ঋণিকৈস্তস্য তদ্ধনম্।" যাজ্ঞ০।)

ঋণিধনিচক্র (ক্লী) তন্ত্রোক্ত গ্রাহ্যমন্ত্রের শুভাশুভ প্রকাশক চক্রবিশেষ।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ।
অকারাদিহকারান্তং লিখেৎ কোষ্ঠেষু তন্ত্রবিৎ॥
প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু।
দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেৎ তত্র বিচারে খলু সাধকঃ॥
শেষেষ্বেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমতস্তু লিখেৎ সুধীঃ।
ষট্কালকালবিয়দগ্নিসমুদ্রবেদ-
খাকাশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ॥
যুগ্মদ্বিপঞ্চবিয়দম্বরবুক্শশাঙ্ক-
ব্যোমাব্ধিবেদশশিনঃ খলু সাধুকর্ণাঃ।
নামাজ্ঝলাদকঠবাদগাজভূক্তশেষং
জ্ঞাত্বোভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ॥"

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	৯ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

প্রথমে একাদশ কোষ্ঠ আঁকিয়া চারিভাগে পূরণ করিবে। সেই সকল কোষ্ঠে অকারাদিক্রমে হকার অবধি লিখিবে। প্রথম পাঁচ কোষ্ঠে হ্রস্ব ও দীর্ঘক্রমে দুই দুই বর্ণ লিখিয়া পরে ক্রমান্বয়ে এক একটী বর্ণ লিখিবে। তৎপরে কোষ্ঠ সকলের উপরে ক্রমান্বয়ে ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০, ০, ৩; ও নীচে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১, এই কয়েকটি অক্ষর লিখিবে। সাধ্য বর্ণসমূহ অর্থাৎ স্বরব্যঞ্জনরূপে পৃথক্ কৃত বর্ণ এবং ৬ প্রভৃতি বর্ণসমূহের সহিত মিলিত অঙ্ক এবং সাধকের নামাক্ষরসমূহ স্বর ব্যঞ্জনরূপে পৃথক করিয়া ২ প্রভৃতি অঙ্কসহ মিলিত করিলে পরে ঐ উভয়কে অর্থাৎ সাধ্য ও সাধকের অঙ্করাশিদ্বয়কে ৮ দিয়া ভাগ করিবে, উভয়ের অর্থাৎ সাধ্যের অঙ্ক অধিক হইলে ঋণ ও সাধকের অধিকে ধন জানিয়া মন্ত্র দিবে।

মনে কর সাধ্যমন্ত্র হ্রীং এবং সাধকের নাম হরি। মন্ত্রের অঙ্ক ৬ আর সাধকের (হ্+অ ইহাদের অঙ্ক ১+২ এবং র+ই ইহাদের অঙ্ক ০+২) অঙ্ক ৫। অতএব দেখা যাইতেছে সাধ্য অঙ্ক ৬ ও সাধকের অঙ্ক ৫, এখানে উভয়েই ৮ আট দিয়া ভাগ হয় না, ইহাতে সাধক অপেক্ষা সাধ্যের অঙ্ক এক অধিক হয়, এই জন্য ঋণ হইল। ইহার বিপরীত হইলে ধন হয়।

মন্ত্র 'ঋণযুক্ত' হইলে শুভপ্রদ এবং ধনযুক্ত হইলে অশুভ-প্রদ হইয়া থাকে। তাহাতে সাধ্য অর্থাৎ মন্ত্রর্ণ অধিক হইলে জপ কর্ত্তব্য। যথা,—

"মন্ত্রো যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাৎ তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
সমেঽপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে॥
শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

মন্ত্রবর্ণ অধিক বা সম হইলে জপিবে। ঋণ অধিক হইলে জপিবে না। আর শূন্যে মৃত্যু জানিবে।

ঋণী [ন্] (ত্রি) ঋণমস্ত্যস্য, ঋণ-ইনি। ঋণগ্রস্ত, যে ধার করিয়াছে। ("জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণী ভবতি।" শ্রুতি)

ঋণোদ্গ্রাহণ (ক্লী) ঋণস্য উদ্গ্রাহণং, ৬-তৎ। অধমর্ণের নিকট ঋণ আদায় করা।

প্রাপ্য ঋণের প্রার্থনা করিলেও যদি অধমর্ণ পরিশোধ না করে, তবে তাহার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম, ব্যবহার, ছল, আচরিত ও বলপ্রয়োগ ইহার উত্তরোত্তর যে কোন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্য অর্থের উদ্ধার করিবে।" অধমর্ণের আত্মীয় সুহৃদ্গণের নিকট প্রিয়বাক্যের দ্বারা অর্থ প্রার্থনা ও তাহার অনুগমন করাকে ধর্ম্ম বলে। আদায়কাল পর্য্যন্ত অধমর্ণকে সাক্ষীদিব্যাদি মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ব্যবহার। ঋণিকের ধনসম্পত্তি কৌশলক্রমে সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা ঋণ আদায়কে ছল কহে। স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া, অথবা তাহার দ্বারদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া আদায় করার নাম আচরিত। নিজের বাটীতে লইয়া আসিয়া তাড়নাদি করাকে বলপ্রয়োগ কহে।"

কাত্যায়ন বলেন,—"রাজা, প্রভু ও বিপ্রের নিকট সান্ত্বনা বাক্যে, জ্ঞাতি ও শত্রুদিগের নিকট ছলে, বণিক্, কৃষক ও শিল্পিগণের নিকট উচ্চবাক্যপ্রয়োগে এবং দুষ্টব্যক্তির নিকট তাড়না করিয়া ঋণ গ্রহণ করিবে।

ঋত (ধাতু) ভ্বাদিং পর, (ঈয়ঙপক্ষে) আত্ম, (গত্যর্থে) সক (অন্যার্থে) অক সেট্। ১ গমন করা। ২ স্পর্দ্ধা করা। ৩ ঐশ্বর্য্য। ৪ ঘৃণা। ৫ দয়া।

ঋত (ক্লী) ঋ-ক্ত। ১ উঞ্ছবৃত্তিকারী ব্যক্তি। ("ঋতমুঞ্ছশীলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্। মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্।" মনু ৪। ৫) ২ জল। ৩ সত্য। (ত্রি) ৪ দীপ্ত। ৫ পূজিত। (ঋতমুঞ্ছশীলে জলে সত্যে দীপ্তে পূজিতে স্যাৎ। মেদিনী) (পুং) ৬ বিষ্ণু। ("সহিসত্যমৃতঞ্চৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ।" ভারত ১। ১। ২৫৩) ৭ সূর্য্য। ৮ পরব্রহ্ম। ৯ রুদ্র। ১০ দেবতাবিশেষ। ১১ যজ্ঞ। ১২ দক্ষকন্যার গর্ভজাত ধর্ম্মপুত্র। ১৩ মিথিলেশ্বর বিজয়ের পুত্র, ইহাঁর পুত্রের নাম শুনক।

ঋতজিৎ (পুং) ঋতং জয়তি, ঋত-জি-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ যজ্ঞবিশেষ। (ত্রি) ২ যজ্ঞজেতা।

ঋতদ্যুম্ন (ত্রি) ঋতং দ্যুম্নং কীর্ত্তির্যস্য, বহুব্রী। সত্যই যাহার কীর্ত্তিস্বরূপ, যে সত্যের জন্য বিখ্যাত।

ঋতধামা [ন্] (পুং) ঋতং ধাম অস্য, বহুব্রী। ১ বিষ্ণু। ২ পরমেশ্বর। ৩ ইন্দ্রবিশেষ, ইনিই ত্রয়োদশ মন্বন্তরের মনু হইবেন।

ঋতধ্বজ (পুং) ১ ব্রহ্মবিশেষ। ২ রুদ্রবিশেষ, একাদশ রুদ্রমধ্যে একজন। ৩ রাজা শত্রুজিতের পুত্র। ৪ বৈদিশ নগরের রাজা। ৫ প্রত্যর্দ্দনের নামান্তর।

ঋতনি (পুং) ঋতং জলং নয়তি, ঋত-নী-ক্বিপ্, হ্রস্বশ্চ নিপাতনাৎ। সূর্য্য।

ঋতপর্ণ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ; ইনি অযুতাশ্বের পুত্র। নলরাজা ইহাঁরই নিকট সারথি হইয়া কলিকোপের শেষকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অক্ষক্রীড়া ও গণনা বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কলিভয়নাশক নামাবলি মধ্যে ইহাঁর নামও কীর্ত্তিত আছে; ("কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ। ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্।")

ঋতপেয় (পুং) ঋতং স্বর্গফলং পেয়ং ভোগ্যমস্মাৎ, বহুব্রী। যজ্ঞবিশেষ।

ঋতপেশা [স্] (পুং) ঋতং জলং পেশো রূপং যস্য, বহুব্রীং। বরুণ। ("বরুণায় ঋতপেশসে দধীত।" ঋক্ ৫। ৬৬। ১)

ঋতপ্সু (পুং) ১ যজ্ঞীয় হবির্ভোজক দেবতাবিশেষ। ২ সত্যস্বরূপ দেবতা।

ঋতম্ (অব্য) ঋত-কমি। সত্য।

ঋতম্ভর (পুং) ঋতং বিভর্ত্তি, ঋতম্-ভৃ-খচ্। ১ সত্যপালক। ২ পরমেশ্বর। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ৩ প্লক্ষদ্বীপান্তর্গত নদীবিশেষ। ৪ নিঃসন্দিগ্ধ সমাধিস্থ প্রজ্ঞাবিশেষ।

ঋতব্রত (পুং) শাকদ্বীপস্থ উপাসকবিশেষ।

ঋতবাদী [ন্] (ত্রি) ঋতং সত্যং বদতি, ঋত-বদ-ণিনি। সত্যবাদী।

ঋতসদ্ (পুং) ঋতে যজ্ঞে সীদতি, ঋত-সদ ক্বিপ্। অগ্নি।

ঋতসদন (ক্লীং) ঋতায় যজ্ঞায় সীদত্যস্মিন্, ঋত-সদ-ল্যুট্। যজ্ঞার্থ উপবেশন স্থান।

ঋতসাপ (ত্রি) যে যজ্ঞপ্রদান করে। ("যে চিদ্ধিপূর্ব্ব ঋতসাপ আসন্।" ঋক্ ১। ১৭৯। ২। *। ঋতসাপ ঋতস্য যজ্ঞস্য পরিতারঃ। সায়ণ)

ঋতস্পতি (পুং) ঋতস্য যজ্ঞস্য পতিঃ, ৬-তৎ। যজ্ঞপতি।

ঋতাবন্ (ত্রি) ঋতমস্যাস্তি, ঋত-বনিপ্, দীর্ঘশ্চ। যজ্ঞবিশিষ্ট।

ঋতাবৃধ (ত্রি) ঋতং যজ্ঞং বর্দ্ধয়তি, ঋত-বৃধ (অন্তর্ভূতণিজর্থে) ক্বিপ্, দীর্ঘশ্চ। যজ্ঞবর্দ্ধক।

ঋতি (স্ত্রী) ঋ-ক্তিন্। ১ কল্যাণ। ২ পথ। ৩ নিন্দা। ৪ স্পর্দ্ধা। ৫ গমন। ৬ অমঙ্গল। ৭ নরমেধ যজ্ঞের দেবতাবিশেষ।

ঋতিঙ্কর (ত্রি) ঋতিং করোতি, ঋতি-কৃ-খচ্, মুম্ চ। ১ শুভকারক। ২ অমঙ্গলকারক।

ঋতীয়া (স্ত্রী) ঋত-ঈয়ঙ্-টাপ্। ১ ঘৃণা। ২ জুগুপ্সা। অর্ত্তন, ত্রিণীয়।

ঋতীষহ্ (ত্রি) ঋতিং পীড়াং শক্রং বা সহতে, ঋতি-সহ-ক্বিপ্, দীর্ঘঃ ষত্বঞ্চ। ১ পীড়াসহ। ২ শক্রসহ।

ঋতু (পুং) ঋ (অর্ত্তেশ্চ তুঃ। উণ্ ১। ৭২) ইতি তুঃ চকারাৎ কিচ্চ। কালবিশেষ। হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এই ছয় কাল। বেদে পঞ্চঋতু এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রে চারি ঋতুর উল্লেখ আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, ঋতু হইবার কারণ কি ?

আমাদের আদিবেদ ঋক্‌সংহিতার মতে, সূর্য্যই ঋতুর বিভাগকারী। যথা—

"উৎসংহায়াস্থাদ্ব্যৃতূঁরদর্ধররমতিঃ
সবিতা দেব আগাৎ।" ঋক্ ২। ৩৮। ৪।

বিরামহীন ও ঋতুবিভাগকারী জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য যখন আবার উদিত হন, তখন মানব শয্যা ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করে।

ঋক্‌সংহিতার মতে ঋতু পাঁচটি, কেহ কেহ ছয়টি বলিয়া থাকেন। যথা—

"পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।
অথে মে অন্য উপরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতং॥" ঋক্ ১। ১৬৪। ১২।

পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য স্বর্গের পরম অর্দ্ধে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী বলে। যখন অপর অর্দ্ধে আসেন, কেহ কেহ ছয় অরযুক্ত সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে অর্পিত কহে।

এখানে পঞ্চপাদের অর্থ পঞ্চ ঋতু। সায়ণের মতে, হেমন্ত ও শিশির এক বলিয়া পঞ্চ ঋতু বলা হইয়াছে।

পৃথিবীর কক্ষের গতি অনুসারে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, ঋক্‌সংহিতায় তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

"পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে
তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ
সনাদেব ন শীর্য্যতে সনাভিঃ॥" ১। ১৬৪। ১৩।

পরিবর্ত্তনশীল পঞ্চ অরযুক্ত চক্রে নিখিল ভুবন লীন আছে, তাহার অক্ষ অধিকতর ভারবহনেও ক্লান্ত হয় না, তাহার নাভি চিরকাল সমান, কখনও শীর্ণ হয় না।

সুশ্রুত লিখিয়াছেন—

"সংবৎসরাত্মনো ভগবানাদিত্যো গতিবিশেষেণাক্ষিনিমেষকাষ্ঠাকলামুহূর্ত্তাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নসংবৎসরযুগপ্রবিভাগং করোতি।" (সূত্রস্থান ৬ অঃ)

ভগবান্ সূর্য্য গতিবিশেষ দ্বারা কালের সংবৎসররূপ দেহকে অক্ষি, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ এই সকল অংশে বিভক্ত করেন।

সুশ্রুতের মতে—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয় ঋতু। দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। শীত উষ্ণ বর্ষাদি ঋতুর লক্ষণ। কাল চন্দ্রসূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটি অয়ন হয়, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়নের সময়ে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতু হয়। এই সময়ে চন্দ্র তেজঃপুঞ্জ হন। সেই জন্য অম্ল, লবণ ও মধুর এই তিন রস অর্থাৎ এই তিন রসের ওষধি সকল বিশেষরূপে জন্মে। প্রাণিমাত্র ক্রমশঃ বলবান্ হয়। উত্তরায়ণ কালে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু হয়। এই সময়ে সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হইয়া থাকেন, তাহাতে তিক্ত, কষায় ও কটু এই তিন রসই বলবান্ হয় এবং প্রাণিদিগেরও বল ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

আয়ুর্ব্বেদমতে—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্ এই ছয় ঋতু। ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্।

ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে নূতন ওষধি সকল জন্মে, কাজেই অল্পবীর্য্য, জলক্লেদযুক্ত ও মৃত্তিকা মলপূর্ণ হয়। এই ঋতুতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভূমি জলে আর্দ্র ও প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র থাকে। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ুসংযোগে অগ্নিমান্দ্য হয়। সুতরাং নূতন অল্পবীর্য্য ওষধি খাইলে কিংবা সেই অপরিষ্কার জল পান করিলে পরিপাকের কালে অম্লরস বৃদ্ধি পায়, তদ্দ্বারা কোন কোন স্থলে গলা জ্বলিয়া উঠে। বিদাহ অজীর্ণ, কারণ এই সময়ে পিত্তের সঞ্চয় হয়। শরৎকালে আকাশ মেঘশূন্য হইলে ও কাদা শুকাইয়া গেলে সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া পৈত্তিক জন্য ব্যাধি জন্মে। হেমন্তকালে ওষধি সকল পরিপক্ব ও বলবান্, জল নির্ম্মল এবং সূর্য্যের তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হয়। কাজেই হিম ও শীতল বায়ু দ্বারা প্রাণিগণের দেহ জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এই কালে স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধিসমূহ ও জল দ্বারা শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়।

বসন্তকালে জীবশরীর অল্প জড়ীভূত থাকে। এইকালে

শরীরে পূর্ব্বসঞ্চিত শ্লেষ্মা সূর্য্যকিরণ দ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপিয়া শ্লেষ্মা জন্য রোগ জন্মায়।

গ্রীষ্মকালে জল লঘু; ওষধি নীরস, রূক্ষ ও লঘু এবং সূর্য্যকিরণে প্রাণিগণের শরীরও শুষ্কপ্রায় হয়। এ প্রকার ওষধিভক্ষণ বা জলপান করিলে নীরস, রূক্ষতা ও লঘুতা হেতু প্রাণিশরীরে বায়ুর সঞ্চার হয়। প্রাবৃট্‌কালে ভূমি জলে আর্দ্র ও প্রাণীর দেহও আর্দ্র হইলে শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বাতিক জন্য ব্যাধির কারণ উপস্থিত হয়। এইরূপে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সঞ্চয়ও প্রকোপের কারণ হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে, হেমন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালে যে দোষ সঞ্চিত এবং শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃট্ ক্রমান্বয়ে পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বাতজন্য যে সকল দোষ কুপিত হয়, তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

কোন কোন দিন প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্ণে প্রাবৃটের লক্ষণ, সন্ধ্যায় বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং রাত্রি অবসানকালে হেমন্তের লক্ষণ লক্ষিত হয়। দিবারাত্রি মধ্যে এরূপ হইলে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রতিকার হইয়া থাকে। ঋতুর ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ যে যে ঋতু যে সময়ে হওয়া উচিত তাহা না হইলে ওষধি ও জলের অবস্থা বিগুণ হয় এবং মানবগণের নানাপ্রকার অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। যথাকালে ঋতু হইলে ওষধি ও জল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাদের ব্যবহার করিলে জীবগণের আয়ু বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ঋতুর অন্যথা হয় না, তবে সময়ে সময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিশেষে এরূপ ঘটিয়া থাকে।

হেমন্ত ঋতুতে উত্তর দিক্ হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে দিক্ সকল ধূম ও ধূলিতে এবং পৃথিবী হিমে আবৃত হয়। এই সময়ে হস্তী প্রভৃতি উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণিগণ বলবান্ হইয়া উঠে। শিশিরকালে অতিশয় শীত হয়, প্রবল বায়ু বহে এবং হেমন্তকালের সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বসন্তকালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু বহে, পৃথিবী নানাপ্রকার উপাদেয় ফল ফুলে পরিশোভিত হয়, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণের সঙ্গীতে প্রকৃতি মনোহর বেশ ধারণ করেন। গ্রীষ্মকালে নৈর্ঋত কোণ হইতে অসুখকর বায়ু বহিতে থাকে; সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ ও ভূমি সকল উত্তপ্ত ও দিক্ সকল প্রজ্বলিত প্রায় দৃষ্ট হয়; বৃক্ষ পত্রশূন্য, জীবজন্তু তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠে। প্রাবৃট্‌কালে পশ্চিমে বায়ু বহে; পশ্চিমদিক্‌স্থ বায়ু কর্ত্তৃক মেঘ আকৃষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, বিদ্যুৎ ও গভীর গর্জ্জনের সহিত জল পড়িয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীসকল জলে পূর্ণ হয়, পৃথিবী বহু শস্যে পরিশোভিত হন, মেঘ অল্প গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করে। শরৎকালে সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকায় আকাশ নির্ম্মল দেখায়; ভূমি সকল শুষ্ক হয় এবং সরোবরে পদ্ম কুমুদাদি জলজ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়।

বসন্তকালে, ষষ্টিক, যব, শীত, মুদ্গ, নীবার, কোদ্রব প্রভৃতি শস্য, লাব, বিষ্কির (কপোত প্রভৃতি) প্রভৃতির মাংস, যূষ, পটোল, নিম্ব, বার্ত্তাকু প্রভৃতির ব্যঞ্জন, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, কটু, ক্ষার, কষায়, শুষ্ক ও উষ্ণদ্রব্য, স্নান, মৈথুন, বল, বিহার প্রভৃতি উপকারী। মধুর রস, স্নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য, এবং দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যব, ষষ্টিক, গোধূম, পুরাতন তণ্ডুল, উষ্ণোষ্ণ মাংস রস গুরুদ্রব্য, বলকর এবং যে সকল দ্রব্য কফকর, ইহাদের ব্যবহার উপকারী। নদীজল, উষ্ণ ও রূক্ষ দ্রব্য, অল্প জলযুক্ত শক্তু, রৌদ্র, ব্যায়াম, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও মদ্য পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যেক ঋতুতে এইরূপ ব্যবহার করিলে, তাহার ঋতু জন্য রোগ উপস্থিত হয় না।

য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে, পৃথিবীর আহ্নিক স্থিতি হইতে তাহার কক্ষের সম্বন্ধানুসারে ঋতুসকল উদিত হইয়া থাকে। সূর্য্য দক্ষিণ-অয়নান্তবিন্দু হইতে মহাবিষুবরেখায় গমন করিলে, ইহার মধ্যবর্ত্তী সময় শীত, মহাবিষুব হইতে উত্তরায়ণান্তবিন্দুতে আসিলে ইহার মধ্যবর্ত্তী সময় বসন্ত; আবার ঐ স্থান হইতে তুলারাশিতে প্রবেশ করিলে ইহার মধ্যবর্ত্তী কাল গ্রীষ্ম, আবার তথা হইতে দক্ষিণ-অয়নান্তবিন্দুতে আসিলে শরৎকাল হয়। সূর্য্যের গতি হইতে উক্ত ঋতু-পরিবর্ত্তন পৃথিবীর গতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

২ স্ত্রীরজঃ। [ঋতুমতী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]
৩ দীপ্তি। ৪ মাস। ৫ সুবীর।
(ঋতুঃ স্ত্রীকুসুমে মাসি বসন্তাদিসুবীরয়োঃ। বিশ্ব' তে ২০।)

ঋতুকাল (পুং) ঋতোঃ কালঃ, (রাহোঃ শির ইত্যাদিবৎ) অভেদ ৬-তৎ। স্ত্রীগণের রজোদর্শনের প্রথম রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত। [ঋতুমতী দেখ।]

ঋতুকালীন (ত্রি) ঋতুকালস্য ইদং, ঈন্। ঋতুকালসম্বন্ধীয়, ঋতুকালে যাহা ঘটিয়া থাকে।

ঋতুগামী [ন্] (ত্রি) ঋতৌ গচ্ছতি, ঋতু-গম-ণিনি। যে ঋতুকালে সঙ্গত হয়।

ঋতুগ্রহ (পুং) ঋতূনাং গ্রহো যত্র, বহুব্রী। যজ্ঞবিশেষ।

ঋতুজিৎ (পুং) মিথিলারাজবংশীয় জনকরাজা, ইনি কুশধ্বজের পরবর্ত্তী সপ্তমপুরুষ।

ঋতুথা (অব্য) কালে কালে। (বিষ্ণু ৫। ১৩)

ঋতুধর্ম্ম (পুং) ঋতুনাং ধর্ম্মঃ ৬-তৎ। ঋতুগণের অবস্থা, যে ঋতুতে যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ঋতুধামা [ন্] (পুং) দ্বাদশমনুকালীন ইন্দ্র। ("রুদ্র-পুত্রস্তু সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ। ঋতুধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্।" বিষ্ণু ২। ৩২)

ঋতুপতি (পুং) ঋতুনাং পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ, ৬-তৎ। বসন্ত ঋতু।

ঋতুপরিবর্ত্ত (পুং) ঋতুনাং পরিবর্ত্তঃ, ৬-তৎ। এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর আগমন।

ঋতুপর্ণ (পুং) রাজবিশেষ। [ঋতপর্ণ দেখ।]

ঋতুপা (পুং) ঋতুন্ পাতি রক্ষতি, পা-ক্বিপ্। ঋতুষু সোমং পিবতি, ঋতুভির্দেবৈঃ সহ সোমাং পিবতীতি বা, পা-ক্বিপ্। বর্ষপালক, ইন্দ্র।

ঋতুপাত্র (ক্লী) অশ্বত্থ প্রভৃতি কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। ("তস্মাদশ্বত্থ ঋতুপাত্রে স্যাতাং কাশ্মর্য্যময়েত্বেব ভবতঃ।" শতব্রা ৪। ৩। ৩। ৪)

ঋতুপ্রাপ্ত (ত্রি) ঋতুঃ তদ্‌যোগ্যঃ পুষ্পাদিঃ প্রাপ্তোহনেন। ১ যে সকল বৃক্ষের ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয়, অবন্ধ্য বৃক্ষ। ২ যাহারা ফলমাত্র ভোজন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ঋতুমৎ (ত্রি) ঋতু-মতুপ্। ঋতুযোগ্যফলপুষ্পবিশিষ্ট।

ঋতুমতী (স্ত্রী) ঋতুরস্যা অস্তীতি, ঋতু মতুপ্-ঙীষ্। ঋতুযুক্তা স্ত্রী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রজস্বলা, স্ত্রীধর্ম্মিণী, অবী, আত্রেয়ী, মলিনী, পুষ্পবতী, উদক্যা। (অমর)। বৈদ্যকোক্ত ঋতু-মতীর লক্ষণ—মুখ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও প্রসন্ন, মুখমধ্যে ও দন্তে অধিক ক্লেদসঞ্চয়, কুক্ষিদেশ, চক্ষুর্দ্বয় ও কেশপাশের শিথিলতা; বাহু, স্তন, নিতম্ব, নাভি, ঊরু, জঘন ও কটীদেশের স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং সেই স্ত্রী সঙ্গমেচ্ছু, প্রিয়ভাষিণী, হর্ষ ও ঔৎসুক্যশালিনী হইয়া থাকে। (চরক।)

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"নিয়তং দিবসেঽতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা॥
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাস্তদার্ত্তবম্।
ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ॥
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্বশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"

সুশ্রুত শারীর।

দিবাবসান হইলে পদ্ম যেমন মুদ্রিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলে নারীদিগের যোনিও মুদ্রিত হয়। আর্ত্তব-শোণিত এক মাসে সঞ্চিত হয়, উহা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া বায়ু কর্তৃক ধমনী দ্বারা যোনিমুখে নীত হয়। স্ত্রীলোকের ঋতু দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে ক্ষয় হয়।

ভাবমিশ্রের মতেও—

"দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাৎ ঋতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥"

ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব খঃ. ১ম ভাগ।

বার বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ভগদ্বারে স্বভাবতই মাসে মাসে আর্ত্তব নির্গত হয়। আর্ত্তব নিঃসরণের প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতু, তাহাই গর্ভগ্রহণযোগ্য কাল।

বৈদ্যকগ্রন্থ হারীতের মতে—

"রজঃ সপ্তদিনং যাবৎ ঋতুশ্চ ভিষজাং বর!"

হে ভিষকৃশ্রেষ্ঠ! সপ্তদিন পর্য্যন্ত যাবৎ রজঃ হয়, তাহা-রই নাম ঋতু।

বাভটের মতে—

"ঋতুস্তু দ্বাদশনিশাঃ পূর্ব্বাস্তিস্রশ্চ নিন্দিতাঃ।"

(শারীরস্থান ১ অঃ)

প্রথম দিবস হইতে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, ইহার প্রথম তিন দিন নিন্দিত।

ভগবান্ মনুর মতেও—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥" মনু ৩।৪৬।

শিষ্টনিন্দিত প্রথম চারিদিন লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ রাত্রি।

সংহিতাকারগণের মতে, ঋতু দুই প্রকার, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ দ্বাদশ বর্ষ হইতে রজোদর্শন হইলে তাহাকে প্রকাশিত ঋতু এবং দ্বাদশ বর্ষের পরে রজঃ প্রকাশিত না হইলে তাহাকে অপ্রকাশিত বা অন্তঃপুষ্প বলা যায়। যথা—

"বর্ষাদ্দ্বাদশকাদূর্দ্ধং যদি পুষ্পং বহির্নহি।
অন্তঃপুষ্পং ভবত্যেব পনসৌড়ুম্বরাদিবৎ॥" কশ্যপ।

যদি বার বর্ষের পর পুষ্প বাহিরে প্রকাশিত না হয় তাহাকে পনস উড়ুম্বরাদির মত অন্তঃপুষ্প বলা যাইতে পারে।

এদেশে ঋতুমতী বা প্রথম পুষ্পোদ্গম হইলে, তাহাকে 'ফল দেখা' বলে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন্ তিথিতে আদ্য ঋতু হইলে কিরূপ ফল হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

প্রতিপদে আন্ত ঋতু হইলে বিধবা, দ্বিতীয়াতে পুত্রবর্দ্ধিনী, তৃতীয়াতে সৌভাগ্যবতী, চতুর্থীতে সুখনাশিনী, পঞ্চমীতে সুভগা, ষষ্ঠীতে সম্পত্তি ও সপ্তমীতে ধননাশিনী, অষ্টমীতে সুখ ও পুত্রদায়িনী, নবমীতে ক্লেশভোগিনী, দশমীতে সুখ, একাদশীতে অর্থনাশ, দ্বাদশীতে রতিবর্দ্ধিনী, ত্রয়োদশীতে মঙ্গলকারিণী, চতুর্দ্দশীতে দুর্ভগা, পূর্ণিমা ও অমাবস্তায় দুঃখ-রোগবিবর্দ্ধিনী হয়। চৈত্রমাসে আন্ত ঋতু হইলে বিধবা, বৈশাখে বহুপুত্রবতী, জ্যৈষ্ঠে রুগ্না, আষাঢ়ে মৃত্যুদায়িনী, শ্রাবণে ধনহারিণী, ভাদ্রে দুর্ভগা এবং ক্লীবা, আশ্বিনে তপস্বিনী, কার্ত্তিকে ধনহীনা, অগ্রহায়ণে বহুপুত্রবতী, পৌষে ব্যভিচারিণী, মাঘে পুত্রসুখান্বিতা এবং ফাল্গুনে সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্না হইয়া থাকে।

আন্ত ঋতুতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র সুখপ্রদ, ভরণী কামবর্দ্ধিনী, কৃত্তিকা দৈন্যতাকারিণী, রোহিণী সুখদা, মৃগশিরা কামভোগকর, আর্দ্রা সুখদা, পুনর্ব্বসু সুখকর পুষ্যা সুখবর্দ্ধিনী, অশ্লেষা অশুভকারিণী, মঘা শোকপ্রদা, পূর্ব্ব ও উত্তরফল্গুনীতে বৈধব্য, হস্তা পুত্রবর্দ্ধিনী, চিত্রা অঙ্গের সৌন্দর্য্যকারিণী, স্বাতি শুভকারিণী, বিশাখা সুখনাশিনী, অনুরাধায় অর্থভোগ, জ্যেষ্ঠায় পতিবিয়োগ, মূলায় অশুভ, পূর্ব্বাষাঢ়ায় অর্থনাশ, উত্তরাষাঢ়ায় সুখ, শ্রবণায় সুখবৃদ্ধি এবং ধনিষ্ঠা প্রভৃতি অবশিষ্ট পাঁচ নক্ষত্র সুখপ্রদ হয়।

ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অশ্রুপাত, স্নান, অনুলেপন, তৈলাদি মর্দ্দন, নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিশয় হাস্ত বা উচ্চৈঃস্বরে কথন, উচ্চশব্দ শ্রবণ, অবলম্বন, বায়ুসেবন ও পরিশ্রম ত্যাগ করিবেন। কারণ গর্ভের সন্তান দিবানিদ্রার দ্বারা নিদ্রাশীল, অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধ, অশ্রুপাতের দ্বারা বিকৃতদৃষ্টি, স্নান ও অনুলেপনে দুঃখিত, তৈলাদি মর্দ্দনে কুষ্ঠযুক্ত, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় কথনে প্রলাপী, অতিশয় শব্দশ্রবণে বধির, অবলেখনে চঞ্চল, বায়ুসেবন ও পরিশ্রম করিলে উন্মত্ত এবং অতিশয় হাস্ত করিলে দন্ত ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কপিশ বর্ণ হয়।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন, করতল, শরাব বা পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন এবং স্বামিসহবাস পরিত্যাগ করিবেন। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অগ্রে পতিকে দর্শন করিবেন। কারণ ঋতুস্নান করিয়া স্ত্রীলোক যেরূপ পুরুষ দর্শন করেন, সেইরূপ সন্তান হয়। অনন্তর সন্তান জন্য যে সকল নিয়ম আছে, পুরোহিত তাহা সমাধা করিবেন। [গর্ভাধান দেখ।] তৎপরে পতি এক-মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে ঘৃত ও দুগ্ধযোগে শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। পত্নীও একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই দিবসে তৈল-মর্দ্দন ও অধিক পরিমাণে মাষকলাই সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন। পরে পতি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া ও পুত্রকাম হইয়া সেই রাত্রে কিংবা ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে পত্নীতে উপগত হইবেন। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যত পরে সহবাস হয়, সন্তান ততই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে আর সমাগম করিবে না।

ঋতুর প্রথম দিবস গমন করিলে আয়ুক্ষয়, দ্বিতীয় দিবসে সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হয় এবং তৃতীয় দিবসে সন্তান অসম্পূর্ণ অঙ্গ বা অল্পায়ু হয়। এতএব ঋতুর তিন দিবস গমন করিবে না; আবার দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনর্ব্বার এক মাসের পর গমন করা উচিত। [গর্ভ দেখ।]

স্মৃতিশাস্ত্রের মতে ঋতুমতী হইলে আদ্য ঋতুতেই মঙ্গলাচার করিবে। যথা—

"প্রথমর্ত্তৌ তু পুষ্পিণ্যাঃ পতিপুত্রবতী স্ত্রিয়াঃ।
অক্ষতৈরাসনং কুর্য্যাত্তস্মিংস্তামুপবেশয়েৎ ॥
হরিদ্রাগন্ধপুষ্পাদীন্ দত্ত্বাতাম্বূলকস্রজঃ।
আশিষো বাচয়েয়ুস্তাঃ পতিপুত্রবতী ভব ॥
দীপৈর্নীরাজনং কুর্য্যাৎ সদীপে বাসয়েদ্‌গৃহে।
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজয়েৎ পশ্চাৎ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥
লবণাপুপমুদ্গাদি দত্ত্বাত্তাভ্যঃ স্বশক্তিতঃ ॥"

প্রয়োগপারিজাত।

ঋতুমতী নারীর প্রথম ঋতুতেই পতিপুত্রবতী নারীগণ, অক্ষত দ্বারা আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহাকে বসাইবেন। অনন্তর হরিদ্রা, গন্ধপুষ্প, তাম্বূল ও মাল্যাদি প্রদান করিয়া "তুমি পুত্রবতী হইয়া পতির সহিত সুখে কালযাপন কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। পরে তাহাকে প্রদীপবিশিষ্ট গৃহে বসাইয়া দীপ দ্বারা আরতি করিবেন। পশ্চাৎ সেই গৃহের গৃহিণীরা ঐ সকল পতিপুত্রবতী রমণীগণকে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া আপন শক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে লবণ, পিষ্টক ও মুদ্গাদি প্রদান করিবেন।

ঋতুমুখ (ক্লী) ঋতুনাং মুখং,৬-তৎ। পৌর্ণচান্দ্রমাসের প্রথম দিন।

ঋতুরাজ (পুং) ঋতুনাং রাজা, ৬তৎ ঋতু-রাজন্-টচ্। (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) বসন্তকাল।

ঋতুলিঙ্গ (ক্লী) ঋতুনাং লিঙ্গং চিহ্নম্, ৬তৎ। ১ ঋতুপর্য্যায়ে বসন্তাদি ঋতুচিহ্ন।

ঋতুবৃত্তি (পুং) ঋতুষু বৃত্তির্যস্য, বহুব্রী০। বৎসর।

ঋতুবেলা (স্ত্রী) ঋতুনাং বেলা কালঃ, ৬তৎ। ঋতুকাল।

ঋতুশস্ (অব্য) ঋতু-শস্। প্রতি ঋতুতে, কালে কালে।

ঋতুসন্ধি (পুং) ঋতোঃ সন্ধিঃ, ৬তৎ। ঋতুদ্বয়ের মিলনকাল, প্রথম ঋতুর শেষ সপ্তাহ এবং পরিবর্ত্তিঋতুর প্রথম সপ্তাহ, এই কালকে ঋতুসন্ধি বলে।

("ঋত্বোরন্ত্যাদি সপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ।" বাভট।)

ঋতুসময় (পুং) ঋতোঃ সময়ঃ, ৬-তৎ। ঋতুকাল।

ঋতুসংহার (পুং) ঋতুনাং সংহারো মেলনং যত্র। বহু০। মহাকবি কালিদাস প্রণীত ষড়্ঋতুবর্ণাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য।

ঋতুসেব্য (ত্রি) ঋতুষু সেব্যঃ। ঋতুভেদানুসারে যখন যাহা ব্যবহার করা যায়।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, বর্ষাকালে প্রাণীদিগের শরীর ক্লিন্ন ও অগ্নি মন্দ থাকে, বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া উঠে; এজন্য ক্লেদবিশোধক ও দোষসংহারক কষায়, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, ঘন, যে বস্তু অধিক স্নিগ্ধ বা অধিক রূক্ষ নহে সেই সকল পদার্থ, উষ্ণ এবং অগ্নির উদ্দীপক ভোজ্য আহার করিবে। এই সময়ে বৃষ্টির জলই পান করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, নতুবা উষ্ণ জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ভূমধ্যস্থ বাষ্প পরিহারের জন্য খাট, চৌকি প্রভৃতিতে শয়ন কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত জলপান, হিমসেবা, মৈথুন, আতপ, ব্যায়াম, দিবানিদ্রা এবং অজীর্ণকর ভোজন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। শরৎকালে কষায়, মধুর ও তিক্তরস, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, মধু, সর্ব্বপ্রকার তণ্ডুলাদি, জাঙ্গল (মৃগাদির) মাংস, নদী, তড়াগ এবং পুষ্করিণী প্রভৃতির জল, হিতকারী; এতদ্ভিন্ন পিত্তপ্রশমনকারক সকল দ্রব্যই ব্যবহার করিবে। তীক্ষ্ণবীর্য্য, অম্ল, উষ্ণ ও ক্ষারদ্রব্য, দিবানিদ্রা, রৌদ্র, রাত্রিজাগরণ ও মৈথুন অহিতকারী। হেমন্ত ও শিশিরকালে লবণ, ক্ষার, তিক্ত, অম্ল ও কটুরস; তৈল, ঘৃত, উষ্ণ অন্ন, তীক্ষ্ণ পান, মাষকলাই, শাক, দধি, মিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুল, সকল প্রকার মাংস, মদ্য ও মৈথুন প্রভৃতি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় না। উষ্ণজলেই স্নান করা বিধেয়।

ঋতুস্তোম (পুং) এক দিবস সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

ঋতুস্থলা (স্ত্রী) অপ্সরাবিশেষ। ("ঋতুস্থলা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচী পূর্ব্বচিত্ত্যপি।" ভার০ আ০ ১২৩।)

ঋতুস্নাতা (স্ত্রী) ঋতৌ ঋতুকালবিহিতচতুর্থদিবসে স্নাতা, ৭তৎ। ঋতুর চতুর্থ দিবসে শুদ্ধ হইবার জন্য যে স্ত্রী স্নান করিয়াছে।

("পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।" সুশ্রুত)

ঋতুস্নান (ক্লী) ঋতৌ ঋতুকালবিহিতদিনে স্নানম্, ৭তৎ। ঋতুকালীন চতুর্থ দিবসে যে স্নান।

ঋতুহরীতকী (স্ত্রী) ঋতুভেদে দ্রব্যবিশেষ সহ মিশ্রিত হরীতকী। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, "বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে শর্করা, হেমন্তে শুঁঠ চূর্ণ, শীতে জীরা চূর্ণ, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ হরীতকীভক্ষণ অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন।"

ঋতে (অব্য) ঋত-কে। ১ ত্যাগ করা। ২ বিনা, ব্যতিরেকে। এই শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ("অবেহি মাং প্রীতমৃতে তুরঙ্গমাৎ।" রঘু ৩। ৬৩।)

("অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ।" কুমার। ২।৫৩)

ঋতেকর্ম্ম (অব্য) ১ ত্যাগ করা। ২ বিনা।

ঋতেজা (ত্রি) ঋতে জায়তে, ঋতে-জন্-বিট্। যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন।

ঋতেয়ু (পুং) ১ ঋষিবিশেষ, বরুণের পুরোহিত। ২ পুরুবংশীয় রাজবিশেষ। (মহাভারত।)

ঋতোদ্য (ক্লী) ঋত-বদ-ক্যপ্। সত্যবাক্য।

ঋত্বিক্ [জ্] (পুং) ঋতৌ যজতে, ঋতু-যজ্ ক্বিন্, (নিপাতনাৎ সাধুঃ)। ১ পুরোহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,— যাজক, ভরত, কুরু, বাগযত, বৃক্তবর্হী, যতশ্রুক, মরুৎ, সবাধ ও দেবযব। ২ কাব্যোক্ত নায়কের ধর্ম্মসহায়বিশেষ ("ঋত্বিক্ পুরোধসঃ স্যুর্ব্রহ্মবিদস্তাপসাস্তথা ধর্ম্মে।" সাহিত্য দ০ ৩।৫১)

ঋত্বিয় (ত্রি) ঋতু-ঘস্, (ছন্দসি ঘস্। পা০ ৫। ১। ১০৬) ১ যাহার ঋতুকাল উপস্থিত। ২ ঋতুকালোৎপন্ন। ৩ ঋতুকালে কর্ত্তব্য।

ঋত্বিয়াবৎ (ত্রি) ঋত্বিয়মস্যাস্তীতি, ঋত্বিয়-মতুপ্, মস্য বঃ, দীর্ঘশ্চ। ১ পুত্রোৎপাদন কর্ম্মযুক্ত। ২ পুত্রোৎপাদনে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মযুক্ত।

ঋত্ব্য (ত্রি) ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ, তত্র ভবঃ বা, ঋতু-যৎ, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ গুণাভাবঃ অজ্বচ্চ। [ঋত্বিয় দেখ।]

ঋদূদর (পুং) মৃদু উদরং যস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্য লোপঃ। ১ সোম। (ত্রি) ২ মৃদু-উদরবিশিষ্ট। (ঋদূদরঃ সোমো মৃদূদরো মৃদূদরেষ্বতি বা। নিরুক্ত। ৬। ৪)

ঋদূপা (ত্রি) ১ অৰ্দ্দনপাতী। ২ গমনপাতী। ৩ দূরপাতি। ৪ মর্ম্মবেধী। ৫ গমনবেধী। ৬ দূরবেধী। (নিরুক্ত ৬। ৩৩।)

ঋদূবৃধ (পুং) [ঋদূপা দেখ]

ঋদ্ধ (ক্লী) ঋধ-ক্ত। ১ মাড়া ধান্য,যাহা খড় হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ২ সিদ্ধান্ত। ৩ বৃদ্ধ। ৪ সমৃদ্ধ। ৫ সম্পন্ন।

ঋদ্ধি (স্ত্রী) ঋধ-ক্তিন্। ১ বৃদ্ধি। ২ সম্পত্তি। ৩ সিদ্ধি।

৪ পার্ব্বতী। ৫ লক্ষ্মী। ৬ দেবতাবিশেষ। ৭ বৈদ্যকোক্ত অষ্টবর্গের অন্তর্গত ওষধিবিশেষ।

ঋদ্ধিমৎ (ত্রি) ঋদ্ধিরস্ত্যাস্তীতি, ঋদ্ধি-মতুপ্। ১ বৃদ্ধিযুক্ত। ২ সম্পত্তিশালী। ৩ সিদ্ধিযুক্ত।

ঋধ্ (ধাতু) দিবা° স্বাদি° পর° অক° সেট্ উদিৎ ইরিচ্চ। বৃদ্ধি। (ঋধ্যানির্ বৃদ্ধৌ। কবি° দ্রু।)

ঋধক্ (অব্য) ১ সত্য। ২ বিয়োগ। ৩ শীঘ্র। ৪ নিকট। ৫ লাঘব।

ঋধৎ (ত্রি) ঋধ-শতৃ। যে বর্দ্ধিত হইতেছে।

ঋফ্ (ধাতু) তুদা° পর° সক° সেট্। ১ দান। ২ প্রশংসা। ৩ হিংসা। ৪ নিন্দা। ৫ যুদ্ধ। (ঋফ শ দানে শ্লাঘহিংসা নিন্দাজৌ। কবি° দ্রু।)

ঋবীস (ক্লী) ঋ-অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। ১ পৃথিবী। ২ পৃথিবীস্থ অগ্নি। (বাচং)

ঋভু (পুং) অরি দেবমাতরি অদিতৌ ভবতি, ঋ-ভূ-ডু। ১ দেবতা। ২ মেধাবী। ৩ যজ্ঞদেবতা। ৪ দেবগণবিশেষ, ইহাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। ৫ সুধন্বার পুত্রগণ।

ঋক্‌সংহিতায় ঋভু ইন্দ্র, অগ্নি ও আদিত্যের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণমতে, ঋভু ব্রহ্মার পুত্র, ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘ ইহার শিষ্য। পৌরাণিক মতে, ইনি চারিজন কুমারের মধ্যে একজন।

আঙ্গিরসগোত্রীয় সুধন্বার তিন পুত্র। এই তিনজন বেদে 'ঋভবঃ' অর্থাৎ ঋভুগণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এক এক জনের পৃথক্ নাম ১ম ঋভুক্ষা, (ঋভু)। ২য় বিভু, ৩য় বাজ। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে, ঋভুগণ সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন, সূর্য্যের রশ্মিরূপে প্রকাশিত হন। ঋক্‌সংহিতামতে ঋভুগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহারা ইন্দ্রের রথ ও অশ্বগণকে শোভান্বিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের পিতামাতার পুনর্যৌবন প্রদান করেন। মোক্ষমূলর সাহেব বৈদিক ঋভুর সহিত গ্রীকদিগের প্রাচীন দেবতা অর্ফিয়সের (Orpheus) সহিত সাদৃশ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

৬ মুনিবিশেষ। ৭ নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ৮ সৈন্যভেদ।

ঋভুক্ষ (পুং) ঋভবঃ ক্ষিয়ন্তি বসন্তি যত্র, ঋভু-ক্ষি-ড। ১ স্বর্গ। ২ বজ্র। ৩ ইন্দ্র।

ঋভুক্ষা [ক্ষিন্] (পুং) ঋভুক্ষঃ স্বর্গঃ বজ্রং বা অস্ত্যস্য, ঋভুক্ষ-ইনি (পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ। পা° ৭।১।৮৫) ইতি 'আ' আদেশঃ। ইন্দ্র।

ঋভুক্ষী [ন্] (পুং) ঋভুক্ষঃ স্বর্গঃ বজ্রং বা অস্যাস্তি, ঋভুক্ষ-ইনি। ইন্দ্র।

ঋভুক্ষীন্ (ত্রি) ঋভুক্ষীব আচরতি, ঋভুক্ষিন্—ক্বিপ্। (অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ। ইন্দ্রের ন্যায় আচারবিশিষ্ট।

ঋভ্ব (ত্রি) উরুভূর্ব্বস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। উরু হইতে উৎপন্ন।

ঋম্ফ (ধাতু) তুদা° পর° সক° সেট্ মুচাদি। বধ করা। (ঋম্ফপশবধে। দুর্গাদাস টীকা)

ঋশ (ধাতু) সৌত্র° পর° সক° সেট্। ১ গমন। ২ স্মৃতি।

ঋশ্য (পুং, স্ত্রী) ঋশ্-ক্যপ্। ১ মৃগবিশেষ। (চমূরুচীনচমরাঃ সমূরৈণর্শ্য রৌহিষাঃ। হেম ৪।৩৬০।) ২ (ত্রি) বধ্য।

ঋশ্যক (ক্লী) ঋশ্য-কঃ (বুঞ্ছণ্‌কঠেতি। পা° ৪।২।৮০)। ১ মৃগসন্নিকৃষ্ট দেশাদি। ২ (ভাবে ক্যপ্) হিংসা।

ঋশদি (পুং) ঋশ্যং হিংসাং দদাতি, ঋশ্য-দা-ক। কূপ।

ঋশ্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত একটি গণ। ঋশ্য, ন্যগ্রোধ, শর, নিলীন, বিনাস, নিবাত, নিধান, নিবন্ধ, বিবন্ধ, পরিগূঢ়, উপগূঢ়, অশনি, সিত, মত, বেশ্মন্, উত্তরাশ্মন্, অশ্মন্, স্থূল, বাহু, খদির, শর্করা, অনডুহ্, অরভু, পরিবংশ, বেণু, বরিণ, খণ্ড, দণ্ড, পরিবৃত্ত, কর্দ্দম ও অংশ এইগুলি ঋশ্যাদি। এই কয়েকটি শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হয়।

ঋষ্ (ধাতু) তুদা° পর° সক° সেট্। ১ গমন। ২ বধ। (ঋষীশ গতৌ। কবি° দ্রু।)

ঋষদগু (পুং) যদুবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি বৃজিনীবতের পুত্র এবং চিত্ররথের পিতা। (ভারত অনু ১৪৭ অঃ।)

ঋষভ (পুং) ঋষ-অভচ্, কিচ্চ। (ঋষিবৃধিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৩। ১২৩।) ১ বৃষ। ২ কর্ণরন্ধ্র। ৩ কুম্ভীরপুচ্ছ। ৪ যে শব্দের পরে সংযুক্ত থাকে, তাহার শ্রেষ্ঠতাবোধক। যেমন পুরুষর্ষভ প্রভৃতি। ৫ ঔষধবিশেষ, ইহার মূলের আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়, মূলই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, শীতল, শুক্র ও কফজনক, মধুর, পিত্ত, দাহনাশক, কাস, বায়ু ও ক্ষয়রোগবিনাশক। হিমালয় শিখর ইহার উৎপত্তি স্থান।

সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃষ, ঋষভক, বীর, গোপতি, ধীর, বিষাণী, দুর্দ্ধর, ককুদ্মান্, পুঙ্গব, বোঢ়া, শৃঙ্গী, ধূর্য্য, ভূপতি, কামী, রুক্ষপ্রিয়, উক্ষা, লাঙ্গুলী, গো, বন্ধুর, গোরক্ষ ও বনবাসী। (ভাব প্র।) ৬ সপ্তস্বরান্তর্গত দ্বিতীয় স্বর, এই স্বর গরুর স্বরের ন্যায়, কেহ বলেন ইহা চাতকের স্বরের ন্যায়; নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়া এই স্বর অনায়াসে ঋষভের স্বরের ন্যায়

নির্গত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ হইতে ঋষভ স্বরের উৎপত্তি। এই স্বরের তিনটি শ্রুতি, দয়াবতী, রঞ্জনী, ও রতিকা। শ্রুতি-জাতিও তিন, করুণা, মধ্যা ও মৃদু। ঋষভ ঋষিবংশীয়, ক্ষত্রিয়জাতি ও পিঙ্গর বর্ণ; ইহার উৎপত্তিস্থান শাকদ্বীপ, ব্রহ্মা ইহার ঋষি ও দেবতা, ছন্দঃ গায়ত্রী। (সঙ্গীতরত্নাকর।) (ঋষভস্তৌষধান্তরে, স্বরভিদ্বৃষয়োঃ কর্ণরন্ধ্রকুম্ভীরপুচ্ছয়োঃ। উত্তরস্থঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠে। (মেদিনী) ৭পর্ব্বতবিশেষ। ৮ বরাহপুচ্ছ। ৯ মুনিবিশেষ। ১০ ভগবানের অবতারবিশেষ। ভাগবতোক্ত ২২ জন অবতারের মধ্যে অষ্টম। ইনি ভারতবর্ষাধিপতি নাভিরাজার ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে, ঋষভদেব জন্মিবামাত্র তাঁহার অঙ্গে ভগবৎ লক্ষণ সকল দেখা গেল; সর্ব্বত্র সমতা, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও মহৈশ্বর্য্য সহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং তেজ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশঃ প্রভৃতি গুণে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। কিছুদিন পরে নাভি রাজা আপন পুত্রকে রাজ্য দিয়া মরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। [নাভি দেখ।] ঋষভদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে জয়ন্তী নামে একটী কন্যা দান করেন। সেই পত্নীর গর্ভে ঋষভদেবের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ, তৎপরে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রপৃশ্, বিদর্ভ, কীকট; ইঁহারা সকলে ভরতের অনুগত। অপর নয় জন কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন, ইঁহারা সকলেই ভাগবতধর্ম্মপ্রদর্শক। অবশিষ্ট ৮১ জন বিনীত বেদজ্ঞ ও যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ হইলেন।

ঋষভদেব আপন জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়া পরমহংসধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য সংসারত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বরবেশে আলুলায়িত কেশে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একাকী তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু তিনি জড়, মুক, অন্ধ, বধির, পিশাচ বা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন কথা কহিতেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুষ্টলোকে তাঁহার গায়ে মল, মূত্র, ধূলা, পাথর নিক্ষেপ করিয়া, তাড়না অথবা ভয় দেখাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই, কারণ তাঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। যখন তিনি বুঝিলেন, সংসারের লোক তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়াছে, তখন তিনি অজগরব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ একস্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্ব্বণ ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর দেহ মলমূত্রে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ মাত্র ছিল না। এইরূপে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি কোঙ্কণ, বেঙ্কট, কুটক ও দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুটকাচলের উপবনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্রশিলা লইয়া মুখের মধ্যে দিলেন। পরে উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই বনে দাবানল উত্থিত হইল। সেই অনলে ঋষভদেব ভস্মীভূত হইলেন।

ভাগবতে ঋষভদেবের এইরূপ ধর্ম্মমত উল্লিখিত আছে—

মনুষ্যগণ মানবদেহ ধারণ করিয়া তাহার সমুচিত আচরণ করিবে। যে সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সদাচার, আর যাহার মন সকলের উপর সমান সেই মহৎ। যাহাদের ধনে স্পৃহা নাই, পুত্রকলত্রাদিতে প্রীতি নাই, যাহারা ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলে তাহারাই মহৎ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই পাপ। কর্ম্মস্বভাব মনই শরীরবন্ধের কারণ। স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলে পরস্পরের প্রতি একপ্রকার প্রেমাকর্ষণ হয়, সেই আকর্ষণে মহামোহ জন্মে, কিন্তু যখন সেই আকর্ষণ আর থাকে না মন নিবৃত্তি পথে অগ্রসর হয়; তখন সংসারের অহঙ্কার দূর হইয়া মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতে লিখিত আছে, ঋষভদেব স্বয়ং ভগবান্ ও কৈবল্যপতি, যোগচর্য্যা তাঁহার আচরণ, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ। (ভাগবত ৫। ৪, ৫, ৬ অঃ)

জৈনেরা এই ঋষভদেবকে আপনাদিগের আদিতীর্থঙ্কর বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের মতে—

ঋষভদেব সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বিমান হইতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নাভির ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে বিনীতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নয় মাস চারি দিনমাত্র গর্ভে ছিলেন। ইঁহার শরীর পরিমাণ ৫০০ ধনুঃ ও অঙ্গকান্তি সুবর্ণপ্রায়। ইনি ইক্ষুরস পান করিয়া শ্রেয়াংসের নিকট ৪০০০ সাধুসহ চৈত্রাষ্টমীতে দীক্ষিত হন। এক বর্ষকাল নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পুরিমতল নামক স্থানে আগমন করেন। এই স্থানে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে তিন দিন উপবাসের পর জ্ঞান-

লাভ করেন। ইঁহার ৮০ জন গণধর, ৮৪০০ সাধু, ৩০০০০০ সাধ্বী, ৯০০০ অবধিজ্ঞানী, ১০০০০ কেবলী, ৩৫০০০০ শ্রাবক, ৫৫৪০০০ শ্রাবিকা, ৪৭৫০ চতুর্দ্দশপূর্ব্বী, ১২৭৫০ মনঃপর্য্যায় ছিল। ইঁহার প্রথম গণধরের নাম পুণ্ডরীক ও প্রথম আর্য্যার নাম ব্রাহ্মী। ইঁহার আয়ুপরিমাণ ৮৪ লক্ষ পূর্ব্ব, ইনি অষ্টপদ নামক স্থানে চৈত্রমাসে কৃষ্ণত্রয়োদশীতে পদ্মাসনে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। (জৈনহরিবংশ ৮ সর্গ, আদিনাথ পুরাণ ও জৈনতত্ত্বাদর্শ ১৯-২০ পৃঃ দেখ।)

ঋষভক (পুং) বৈদ্যকোক্ত অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধ বিশেষ। [ঋষভ দেখ।]

ঋষভধ্বজ (পুং) ঋষভো ধ্বজশ্চিহ্নমস্য, ধ্বজে অস্য বা বহুব্রী। ১ মহাদেব। ২ বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। (ঋষভধ্বজ এবোঽপি শঙ্করে চার্হদন্তরে। মেদিনী)।

ঋষভকূট (পুং) হেমকূট পর্ব্বত।

ঋষভগজবিলসিত (ক্লী) ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। (ভত্রিনগৈঃ স্বরাৎথমৃষভগজবিলসিতম্। বৃত্তরত্না°।)

ঋষভতর (পুং) ভারবহনাসমর্থ বৃষ।

ঋষভদ্বীপ (পুং, ক্লী) ঋষভ ইব শ্বেতঃ দ্বীপঃ মধ্যপদলো°। দ্বীপবিশেষ, শ্বেতদ্বীপ।

ঋষভী (স্ত্রী) ঋষভ-জাতৌ ঙীষ্। ১ নরাকৃতি স্ত্রী। ২ শূকশিম্বী। ৩ বিধবা। ৪ শিরালা, শিরাবিশিষ্টা। (ঋষভস্ত, স্ত্রী নরাকারযোষিতি। শূকশিম্ব্যাং শিরালায়াং বিধবায়াং ক্বচিন্মতা। মেদিনী)

ঋষি (পুং) ঋষতি গচ্ছতি সংসারপারং, ঋষ-ইন্ কিচ্চ। (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯।) ১ জ্ঞানের দ্বারা সংসারপারগত বশিষ্ঠাদি। ২ শাস্ত্রপ্রণেতা আচার্য্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সত্যবচ ও শাপাস্ত্র। ঋষি সাত প্রকার, যথা—মহর্ষি, পরমর্ষি, দেবর্ষি, শ্রুতর্ষি, রাজর্ষি ও কাণ্ডর্ষি। প্রত্যেক মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের নাম যথা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে—উর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও চার্ব্ববীর। উত্তম মন্বন্তরে—প্রমদাদি সপ্ত বশিষ্ঠপুত্র। তামস মন্বন্তরে—জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীবর।

রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও বশিষ্ঠ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও কশ্যপ। সাবর্ণিক মন্বন্তরে—গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস। দক্ষসাবর্ণিক মন্বন্তরে—মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল ও হব্যবাহন। ব্রহ্মসাবর্ণিক মন্বন্তরে—আপ, ভূতি, হবিষ্মান্, সুকৃতী, সত্য, নাভাগ এবং বশিষ্ঠপুত্র অপ্রতিম। ধর্ম্মসাবর্ণিক মন্বন্তরে,—হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, ঋষ্টি, আরুণি, নিশ্চর, অনঘ ও বিষ্টি।

রুদ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে;—দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোনিধি, তপোরতি ও তপোধৃতি। দেবসাবর্ণিক মন্বন্তরে—ধৃতিমান্, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, সুতপা ও নিষ্প্রকম্প। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই ত্রয়োদশ মন্বন্তর রৌচ্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইন্দ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে,—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধব, শুক্র ও অজিত।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ-মতে এই মন্বন্তরের নাম 'ভৌত্য।' পুরাণান্তরে এই সকল সপ্তর্ষিগণেরও নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীসহ বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করেন, এবং মঘার উদয়ে তাঁহাদিগের উদয় হইয়া থাকে।

কাশীখণ্ডমতে—শনিলোকের উর্দ্ধে এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে তাঁহাদিগের অবস্থিতি।

৩ বেদ। ৪ কিরণ। (ঋষির্বেদে বশিষ্ঠাদৌ দীধিতৌ চ পুমানয়ম্। মেদিনী) ৫ ভৃগুপ্রভৃতি মহর্ষি সন্তান।

ঋষিক, ঋষীক (পুং) ঋষেঃ পুত্রঃ ঋষিসংজ্ঞায়াং কন্ পৃ° দীর্ঘশ্চ। ঋষিপুত্র, যে সমস্ত ঋষিপুত্রগণ গর্ভোৎপন্ন, তাঁহাদিগেরই নাম ঋষীক।

ঋষিকুল্যা (স্ত্রী) ঋষীণাং কুল্যা, কৃত্রিমাল্পসরিৎ ইব। ১ গঙ্গা। (ঋষিকুল্যা হৈমবতী স্বর্বাপী হরশেখরা। হেম ৪।১৪৮।) ২ ঋষিদিগের কৃত্রিম জলাশয়। ৩ তীর্থবিশেষ। ৪ (ঋষিকুলায় হিতা ঋষি-কুল-যৎ) (ত্রি) ঋষিগণের হিতজনক মহানদীবিশেষ। ৫ (ঋষিকুলমর্হতি ইতি যৎ) (ত্রি) ঋষিকুলযোগ্য। (স্ত্রী) ৬ সরস্বতী নদী। ৭ ভারতবর্ষস্থ নদীবিশেষ। (মার্ক ৭।৩, মৎস্য ৩১১। ১, বিষ্ণুপু°)

("স এব দেশপ্রবর উৎকলাখ্যো দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্॥"
উৎকলখণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ।)

এই নদী উড়িষ্যায় গুমসর এবং গঞ্জাম প্রদেশে প্রবাহিত, ইহার বর্ত্তমান নাম ঋষিকুলিয়া।

ঋষিগিরি (পুং) মগধদেশীয় রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র

পর্ব্বত। বর্ত্তমান রাজগির। ("এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান্নিত্যমম্বুমান্। নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ। বৈভারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা। তথা ঋষিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ।" ভারত সভা ২০।)

ঋষিগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধবিশেষ।

ঋষিগ্রাম (ক্লী) বারিভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মানসেপী নদীতটে অবস্থিত।

"মানসেপী নদীপার্শ্বে গঙ্গায়াশ্চোত্তরেপি চ।
ঋষিসংজ্ঞকঃ গ্রামঞ্চ স্থাপয়িষ্যতি যত্নতঃ॥"
ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৭। ১০২।

ঋষিজাঙ্গলিকী (স্ত্রী) ঋক্ষগন্ধা বৃক্ষ। [ঋক্ষগন্ধা দেখ।]

ঋষিতর্পণ (ক্লী) ঋষীণাং তর্পণং ৬-তৎ। ঋষিদিগের উদ্দেশে যে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।

ঋষিতীর্থ (পুং) গুজরাটের কারিবাড়ের অন্তর্গত একটী তীর্থ। (প্রভাসখণ্ড § ২২৮। ২। ১১)

ঋষিতোয়া (স্ত্রী) জুনাগড়ের নিকট দিয়া প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর উপকূলে প্রভাসখণ্ডোক্ত উন্নতনগর। (প্রভাস § ২৪৪। ১। ২) [উন্নতনগর দেখ।]

ঋষিপঞ্চমী (স্ত্রী) ঋষীণাং সপ্তর্ষীণাং পূজাঙ্গং পঞ্চমী, ৬-তৎ। ব্রতবিশেষ; এই ব্রতে সপ্তর্ষিদিগের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়, পূজার পর অকৃষ্ট ভূমিজাত শাকমাত্র ভোজন করিবে। এইরূপে সাত বৎসর করিয়া, অষ্টম বর্ষে সপ্তকলসস্থিত প্রতিমাতে সপ্তর্ষিগণের পূজান্তে, যথাবিধি মন্ত্র দ্বারা ১০৮টি তিলের হোম করিতে হয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ-ভোজন কর্ত্তব্য।

ঋষিপট্টন (ক্লী) বারাণসীস্থিত বৌদ্ধদিগের একটী পবিত্র স্থান। (অবদানশতক ৭৬) [সারনাথ দেখ]

ঋষিপ্রোক্তা (স্ত্রী) ঋষিভিঃ প্রোক্তা ভৈষজ্যায় ইতি শেষঃ, ৬-তৎ। মাষপর্ণী বৃক্ষ। [মাষপর্ণী দেখ।]

ঋষিবন্ধু (পুং) ঋষিঃ বন্ধুরস্য বহুব্রী। ১ শরভ নামক ঋষি। ২ ঋষিমিত্র। (ত্রি) ৩ ঋষিবংশীয়।

ঋষিমনা [স্] (পুং) ঋষেম্মন ইব মনোঽস্য মধ্যপদলো°। ঋষির ন্যায় সর্ব্বার্থদর্শী।

ঋষিযজ্ঞ (পুং) ঋষ্যুদ্দেশকো যজ্ঞঃ, মধ্যপদলো°। গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞ মধ্যে যজ্ঞবিশেষ, অধ্যয়নমাত্রই এই যজ্ঞের কার্য্য। মনুর মতে এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থগণের অবশ্য-পালনীয়। ("ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।" মনু। ৪। ২০।)

ঋষিলোক (পুং) ঋষীণাং লোকঃ, ৬-তৎ। সপ্তর্ষিগণের অবস্থিতি স্থান। কাশীখণ্ডের মতে এই স্থান শনিলোকের ঊর্দ্ধ এবং ধ্রুবলোকের অধঃস্থিত।

ঋষিবানর, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি বন্ধহেতুদয়-ত্রিভঙ্গটীকা রচনা করেন।

ঋষিশ্রাদ্ধ (ক্লী) ঋষিভিঃ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং, মধ্যপদলো°। ঋষিদিগের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ; এই শ্রাদ্ধে কার্য্য অপেক্ষা আড়ম্বর অধিক বলিয়া একটি কবিতা শুনা যায়,—("অজাযুদ্ধে ঋষি-শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বা-রম্ভে লঘুক্রিয়া॥" উদ্ভট)

ঋষিষেণ (পুং) রাজবিশেষ।

ঋষিষ্টুত (ত্রি) ঋষিভিঃ স্তুতঃ, আর্ষ্যত্বাৎ ষত্বং। ১ ঋষিগণ যাঁহার স্তবন করেন। (পুং) অগ্নি।

ঋষিসর্গ (পুং) ঋষীণাং সর্গঃ, ৬-তৎ। ব্রহ্মার আদেশানুসারে ঋষিদিগের সৃষ্টি।

ঋষিস্তোম (পুং) একদিবস সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

ঋষিস্বর (পুং) ঋষিভিঃ স্বর্য্যতে স্তূয়তে, ঋষি-স্বৃ-অপ্। ঋষিগণের স্তুতিপাত্র।

ঋষী (স্ত্রী) ঋষি-ঙীপ্। ঋষিপত্নী।

ঋষীবৎ (ত্রি) ঋষিঃ স্তোতৃত্বেন অস্ত্যস্তি, ঋষি-মতুপ্ (ছন্দ-সীরঃ। পা। ৮। ২। ১৫।, ইতি মস্য বঃ, দীর্ঘশ্চ। ১ ঋষি-স্তুত। ২ ঋষিস্তোতা।

ঋষীবহ (ত্রি) ঋষীন্ বহতি, ঋষিংবহ-পচাদ্যচ্ দীর্ঘশ্চ। ঋষিবাহক।

ঋষু (পুং) ঋষ্-কু। ১ অনবরত গতি। ২ সূর্য্যরশ্মি।

ঋষ্টি (স্ত্রী) ঋষ হিংসায়াং ক্তিন্। ১ খড়্গ। ২ সাধারণ অস্ত্রমাত্র। ৩ দীপ্তি। (ত্রি) ৪ গমনাগমনশীল। ৫ (পুং) ধর্ম্মসাবর্ণিক মন্বন্তরের ঋষিবিশেষ। ৬ গ্রহদোষ। ৭ অশুভ।

ঋষ্য (পুং, স্ত্রী) ঋষ-যৎ, নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। ১ মৃগবিশেষ; ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহার বর্ণ নীল। লোকে এই মৃগকে সরোহ বলিয়া থাকে। হিন্দিতে ইহার নাম রৌউ। ইহার মাংস মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও কফপিত্তজনক। ২ কুরুবংশীয় দেবাতিথির পুত্র।

ঋষ্যকেতু (পুং) ঋষ্যঃ কেতৌ যস্য, বহুব্রী। অনিরুদ্ধ; অপর নাম রিষ্যকেতু, বিশ্বকেতু ও ঋষ্যকেতন।

ঋষ্যগতা (স্ত্রী) ঋষ্যেণ ঋষিসমূহেন গতা জ্ঞাতা, ৩-তৎ। ১ শতমূলী। ২ আলকুশী। ৩ অতিবল।

ঋষ্যগন্ধা (স্ত্রী) ঋষ্যস্য মৃগস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্যাঃ, বহু°। [ঋক্ষগন্ধা দেখ।]

ঋষ্যজিহ্ব (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত মহাকুষ্ঠরোগবিশেষ। এই

কুষ্ঠ পৈত্তিক, মৃগজিহ্বার ন্যায় খরস্পর্শ, অত্যন্তদাহ এবং আভ্যন্তরিক উষ্মাবিশিষ্ট, অল্পদিনেই এই কুষ্ঠ পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং ইহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত) [চিকিৎসা কুষ্ঠরোগে দেখ।]

ঋষ্যমূক (পুং) একটি পর্ব্বত। রামায়ণে লিখিত আছে, রাবণ সীতাহরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র নানাস্থান অতিক্রম করিয়া একটি পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে কবন্ধ নামক একজন দানব তাঁহাকে বলেন, পম্পা নদীর তীরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত আছে, সেইখানে সুগ্রীব বাস করেন, তিনি সীতার সংবাদ বলিয়া দিতে পারিবেন। (রামায়ণ অরণ্য ৭২ সর্গ।)

প্রথমতঃ দেখা যাউক, পম্পানদী কোথায়? পম্পানদীর বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থির করিতে পারিলেই ঋষ্যমূক পর্ব্বতের অবস্থিতি অনায়াসেই নির্ণীত হইবে।

অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মতে, পম্পানদী ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাগুণ্ডির নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীতে মিলিত হইয়াছে। (Wilson's Mackenzie-collection, p. 138.)

বেগ্‌লার সাহেবের মতে, পম্পা মধ্যপ্রদেশে, ইহার বর্ত্তমান নাম রাম্প। (Archœological Survey of India. Reports, Vol. XIII. p. 57.)

উক্ত উভয় মতই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে লিখিত আছে—

"এষ রাম শিবঃ পন্থা যত্রৈতে পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
প্রতীচীং দিশমাশ্রিত্য প্রকাশন্তে মনোরমাঃ ॥২
জম্বূপিয়ালপনসা-ন্যগ্রোধপ্লক্ষতিন্দুকাঃ।
অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ ॥৩
ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকানক্তমালকাঃ।
নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৪
অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিভদ্রকাঃ।
* * * *
চংক্রমন্তৌ বরান্ শৈলান্ শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্বনম্ ॥১০
ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্ ॥ ১১
রাম সঞ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্।
তত্র হংসাঃ প্লবাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুররাশ্চৈব রাঘব! ॥১২
বল্গুস্বরা নিকূজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ।" অরণ্য ৭৩ সর্গ।

হে রাম! (পম্পার) পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী ঐ প্রদেশে যাইতে হইলে এই পথই মঙ্গলকর। যাহার চারিদিকে পুষ্পযুক্ত মনোহর বৃক্ষসকল প্রকাশ পাইতেছে, জম্বু, পিয়াল, পনস বট, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র, ধব, নাগকেশর, করঞ্জ, তিলক, নীল, অশোক, কদম্ব, পুষ্পিত করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক, পারিজাত ও অন্যান্য বৃক্ষ যে স্থানে আছে।......হে বীরদ্বয়! আপনারা এক পর্ব্বত হইতে অপর পর্ব্বতে ও একবন হইতে অপর বনে এইরূপে অনেক পর্ব্বত ও অনেক বন অতিক্রম করিয়া পদ্মসমূহে সমাকীর্ণ পম্পা নদী প্রাপ্ত হইবেন। সেই নদী কঙ্করবিহীন, শৈবালশূন্য, বালুকাপরিবৃত, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে শোভিত। পম্পানদীতে হংস, মণ্ডুক, ক্রৌঞ্চ, ও কুরর পক্ষীগণ মনোহর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে।

অপরস্থানে লিখিত আছে—

"ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ।
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ ॥" ৩২
উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্ব্বকালে হভিনির্ম্মিতঃ ॥" ৩৩

দুরারোহণ, নাগশিশুসমাকুল, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, পুষ্পিত; বৃক্ষ শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত সেই পম্পা নদীর সম্মুখে আছে।

"অভ্যন্তরে তু পূর্ব্বোক্তঃ পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ॥ ২৫
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতশ্চিত্রপুষ্পিতপাদপঃ।"
অরণ্য ৭৫ সর্গ।

এই নদীর তীরে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ ধাতুমণ্ডিত ও পুষ্পিত বৃ সমূহে সমাকীর্ণ ঋষ্যমূক পর্ব্বত।

রামায়ণের সময়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এই সকল উদ্ভিদ্ জন্মাইত—

"সৌমিত্রে! পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং পরমশোভিতাম্ ॥ ৭৩
অধিকং শৈলরাজোহয়ং ধাতুভিস্ত বিভূষিতঃ।
বিচিত্রং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্ ॥ ৭৪
গিরপ্রস্থাস্ত সৌমিত্রেঃ সর্ব্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতৈঃ।
নিষ্পত্রৈঃ সর্ব্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তাঃ ইব কিংশুকৈঃ ॥ ৭৫
মুচুকুন্দার্জ্জুনাশ্চৈব দৃশ্যন্তে গিরিসানুষু।
কেতকোদ্দালকাশ্চৈব শিরীষঃ শিংশপা ধবাঃ ॥ ৮১
শাল্মল্যঃ কিংশুকাশ্চৈব রক্তাঃ কুরুবকাস্তথা।
তিনিশা নক্তমালাশ্চ চন্দনাঃ স্যন্দনাস্তথা ॥
হিন্তালাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতাম্ ॥" ৮৩
কিষ্কিন্ধ্যা ১ সর্গ।

হে সুমিত্রানন্দন! পম্পার দক্ষিণভাগে ঐ গিরিসানু

মধ্যে পরম শোভিত সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ দেখ। ঐ শৈলরাজ গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত হইয়া বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত রেণু উৎপন্ন করিতেছে। গিরিসানুর চারিদিকে পুষ্পিত পত্রহীন কিংশুক সকল দীপ্ত হইতেছে। মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, করঞ্জ, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, পুন্নাগ ও তিলক প্রভৃতি পুষ্পিত বৃক্ষ সকল দেখা যাইতেছে।

রামায়ণে আরও দৃষ্ট হয় যে, ঋষ্যমূক ও মলয় উভয় নিকটস্থ, ঋষ্যমূক মলয়ের একদেশবর্ত্তী।

"ঋষ্যমূকাত্তু হনুমান্ গত্বা তং মলয়ং গিরিম্।
আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ" ॥ ১ ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ৫ সর্গ।

হনুমান্ ঋষ্যমূক হইতে মলয় গিরিতে গিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট রঘুবীরদ্বয়ের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর নামক রাজ্যে 'পম্বৈ' নামে একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী যে পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই পর্ব্বতকে কেহ কেহ পশ্চিমঘাট এবং দেশীয়েরা 'অনমলয়' বলে। ঐ নদীই রামায়ণোক্ত 'পম্পা' নদী বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করা যায় এবং ইহার উৎপত্তি স্থানই ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এক্ষণে 'অনমলয়' অর্থাৎ হস্তিগিরি নামে বিখ্যাত।

রামায়ণে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের যে উদ্ভিদাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি এই 'অনমলয়' গিরিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এখানকার মত মনোরম উর্ব্বরা স্থান দক্ষিণাপথে প্রায় দৃষ্ট হয় না।

হণ্টর সাহেব এই গিরিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"The soil supports a flora of extraordinary variety and beauty; while the climate equals in salubrity that of any sanitarium, and......any plantation of Southern India" (Hunter's Imp, Gaz, India, 2nd ed. Vol. I. p. 269.)

অতএব আমাদের মতে, এখানকার 'অনমলয়' পর্ব্বতই রামায়ণোক্ত ঋষ্যমূক।

ঋষ্যশৃঙ্গ (পুং) ঋষ্যস্য মৃগস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমস্য বহু°। ১ মুনিবিশেষ। রামায়ণ ও মহাভারতে ইঁহার বৃত্তান্ত এইরূপ আছে, যথা,—"কাশ্যপবংশীয় মহাতেজা বিভাণ্ডক নামক এক ঋষি ছিলেন, কোন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে তাঁহার রেতঃস্খলন হয়, একটি মৃগী জলমিশ্র সেই রেতঃপান করিয়া গর্ভিণী হইয়াছিল; এই মৃগীও শাপভ্রষ্টা কোন দেবকন্যা। যথাকালে মৃগী এক পুত্র প্রসব করিল, মৃগীগর্ভে উৎপত্তিবশতঃ তাঁহার শৃঙ্গ হইয়াছিল; এ জন্য তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হইলেন। পিতা ভিন্ন কখন অপর ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার মন ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্ত হইত না।

এই সময়ে দশরথবন্ধু অঙ্গেশ্বর লোমপাদ কোন অপরাধবশতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায়, তাঁহার যজ্ঞ কার্য্যাদি বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইন্দ্রও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে বৃষ্টি দান বন্ধ করিলেন। লোমপাদ তখন বিব্রত হইয়া কোন রূপে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার উপদেশ দিলেন। তদনুসারে রাজা এই দুষ্কর কার্য্যে কত গুলি বেশ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে জলপথে আনিবার পরামর্শ করিয়া নৌকাযোগে তপোবন সমীপে উপস্থিত হইল, এবং দূরে নৌকা রাখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গমন করিল। নানারূপ ভাব ভঙ্গি, বিচিত্র মাল্য, বিবিধ বস্ত্রাদি প্রদান ও নানাপ্রকার সুস্বাদু পেয়াদি পান করাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে কামোন্মত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নৌকায় প্রস্থান করিল। পরে বিভাণ্ডক তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের ঐরূপ অবস্থা অবলোকনে তাঁহাকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিলেন। বিভাণ্ডক তপস্যার্থ পুনর্ব্বার গমন করিবামাত্র বেশ্যাগণ আসিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় তুলিয়া অতিসত্বরে লোমপাদের নিকট উপস্থিত হইল। লোমপাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আগমন মাত্রেই সমস্ত রাজ্যে প্রভূত বর্ষণ হইয়া গেল। তখন লোমপাদ কৃতকৃতার্থ হইয়া বিভাণ্ডকের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মিত্র দশরথের শান্তা নামক কন্যা ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্প্রদান করিলেন। এদিকে বিভাণ্ডক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পুত্রের অদর্শনে ধ্যানস্থ হইয়া সমুদায় দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া লোমপাদ রাজ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে যাবতীয় লোক ভীত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। তখন বিভাণ্ডক পুত্রের জন্য কোপ পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র ও পুত্রবধূকে আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নীসহ সেই রাজ্যেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঋষ্যশৃঙ্গই দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় সেই যজ্ঞফলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় প্রতাপশালী এবং যজ্ঞনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। ২ সার্বণিক মন্বন্তরের ঋষিবিশেষ।

ঋষ্যাঙ্ক (পুং) প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ। [অনিরুদ্ধ দেখ] (সুতোঽনিরুদ্ধ ঋষ্যাঙ্ক উষেশো ব্রহ্মসূশ্চ সঃ। হেম ২। ১৪৪)

ঋষ্যাদি (পুং) ঋষিরাদির্যস্য, বহুব্রী। বৈদিক মন্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য ঋষি প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়। সেই পাঁচটির নাম,—আর্ষ, ছন্দ, দৈবত, বিনিয়োগ ও ব্রাহ্মণ। (যোগিযা°।)

ঋষ্যাদিন্যাস (পুং) ঋষ্যাদীনাং ন্যাসঃ, ৬-তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাসসমূহ। মস্তকে ঋষিন্যাস, মুখে ছন্দোন্যাস, হৃদয়ে দেবতান্যাস, গুহ্যদেশে বীজন্যাস, পদদ্বয়ে শক্তিন্যাস ও সর্ব্বাঙ্গে কীলকন্যাস করিবে। (তন্ত্র)

ঋষ্ব (ত্রি) ঋষ্-ব, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ বৃহৎ। ২ মহৎনাম।

ঋহৎ (ত্রি) রহ-শতৃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) খর্ব্বাকৃতি।

ৠ

ৠ, দীর্ঘ ঋকার, এই বর্ণ স্বরবর্ণের অষ্টম অক্ষর; ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে এই বর্ণ তিন প্রকার, এবং অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। ইহার লিখনপ্রণালী প্রায়ই হ্রস্ব ঋকারের ন্যায়, কেবল হ্রস্ব ঋকারের নীচে একটী রেখা দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে বামদিকে গিয়া কুঞ্চিত হইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে আসিবে, এই মাত্র বিশেষ। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম,—ক্রোধ, অতিথীশ, বাণী, বামনী, গো, শ্রী, ধৃতি, ঊর্দ্ধমুখী, নিশানাথ, পদ্মমালা, বিনষ্টধী, শশিনী, মোচিকা, শ্রেষ্ঠা, দৈত্যমাতা, প্রতিষ্ঠাতা, একদন্তা-হ্বয়, মাতা, হরিতা, মিথুনোদয়া, কোমলা, শ্যামলা, মেধী, প্রতিষ্ঠা, পতি, অষ্টমী, পাবক ও গন্ধকর্ষিণী।

(অতিথীশো বামনশ্চ মোচিকা বামনাসিকা।
দৈত্যমাতা চ দৈবজ্ঞ ৠকারস্ত্রিপুরান্তক॥
মাতৃকানিঘণ্টু।)

২ বীজবর্ণাভিধান মতে, ইহা বাম নাসিকার নাম। ৩ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ (চঙ্‌হ্রস্বোঽথঋর্ব্বা। কবি° দ্রু°।)

ৠ (ধাতু) প্রাদি° ক্র্যাদি° পর° সক° সেট্। গমন। (ৠগি গত্যাম্। কবি° দ্রু°।)

ৠ (অব্য) ৠ-ক্বিপ্। ১ বাক্যারম্ভ। ২ রক্ষা। ৩ নিন্দা। ৪ ভয়। (ৠবাক্যারম্ভে রক্ষায়াং বক্ষঃ স্মৃত্যোরনব্যয়ং। দেবাস্থায়াং দনৌ চাপি ভৈরবে দনুজে গতৌ। মেদিনী)

ৠ (ক্লী) ৠ-ক্বিপ্। বক্ষঃ।

ৠ (স্ত্রী) ১ দেবমাতা। ২ দানবমাতা। (ৠ ক্বিপ্) ৩ স্মৃতি। ৪ গমন।

ৠ (পুং) ১ দনুজ। ২ ভৈরব, মহাদেব। ("ৠনন্দদাত্রিঃ প্রমথেশসঙ্গে!" উদ্ভট।)

ঌ

ঌ, ১ স্বরবর্ণের নবম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। এই বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে তিন প্রকার; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে ত্রিবিধ, এবং ইহার অনুনাসিক ও অননুনাসিক এই দুই প্রকার ভেদ আছে। কামধেনুতন্ত্রে লিখিত আছে,—ঌকার কুণ্ডলাকৃতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইহা পঞ্চগুণ ও চারিজ্ঞানময়, এই ঌকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা বাস করেন। ইহার পঞ্চ প্রাণ, তিন গুণ, তিন বিন্দু এবং পীতবিদ্যুল্লতার ন্যায় বর্ণ। ইহার লিখনপ্রণালী—অধোদেশে কুণ্ডলাকৃতি রেখা বক্রভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিকে গমন করিবে। এই বর্ণে অগ্নি, মহাদেব ও বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।)

তন্ত্রোক্ত ইহার নাম—স্থাণু, শ্রীধর, শুদ্ধ, মেধা, ধূম্রাবক, বিয়ৎ, দেবযোনি, দক্ষগণ্ড, মহেশ, কৌস্ত, রুদ্রক, বিশ্বেশ্বর, দীর্ঘজিহ্বা, মহেন্দ্র, লাঙ্গলি, পরা, চন্দ্রিকা, পার্থিব, ধূম্রা, দ্বিদন্ত, কামবর্দ্ধন, শুচিস্মিতা, নবমী, কান্তি, আম্রাতকেশ্বর, চিত্তাকর্ষিণী, কাশ ও তৃতীয়কুলসুন্দরী।

(শ্রীধরশ্চ পরাস্থাণুর্দক্ষগণ্ডস্ত্রিবেদকঃ।
একাজ্যিবঁজ্রদণ্ডশ্চ ব্যোমার্দ্ধ ঌস্বরঃ স্মৃতঃ॥
মাতৃকানিঘণ্টু।)

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ; এই অনুবন্ধ থাকিলে সেই ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তিতে অঙ্ হয়। (ঌরঙ্ বান্। কবি° দ্রু°)

ঌ (অব্য) ১ দেবমাতা। ২ ভূমি। ৩ পর্ব্বত। (ঌকারো দেবতাম্বায়াং ভুবি কুধ্রে চ কীর্ত্তিতঃ। মেদিনী)

ৡ

ৡ (দীর্ঘ ঌকার) ১ স্বরবর্ণের দশম অক্ষর। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ, এবং অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে ইহার দুই প্রকার ভেদ আছে। কামধেনুতন্ত্রের মতে, ৡকার পূর্ণচন্দ্রতুল্য, পঞ্চদেব ও প্রাণাত্মক, তিনগুণ ও তিন বিন্দুবিশিষ্ট, চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও পরম কুণ্ডলী। ইহার লিখনপ্রণালী—ৡকারের রেখা হ্রস্ব ঌকারের ক্রোড় তুল্য, এই রেখা বৈষ্ণবী বলিয়া বিখ্যাত, এই রেখায় দুর্গা, বাণী ও

সরস্বতী অবস্থিতি করেন। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম—কমলা, হর্ষা, হৃষীকেশ, মধুব্রত, সূক্ষ্মা, কান্তি, বামগণ্ড, রুদ্র, কামোদরী, সুরা, শান্তিকৃৎ, স্বস্তিকা, শক্র, মায়াবী, লোলুপ, বিয়ৎ, কুশমী, সুস্থির, মাতা, নীলপীত, গজানন, কামিনী, বিশ্বষা, কাল, নিত্যা, শুদ্ধ, শুচি, কৃতী, সূর্য্য, ধৈর্য্যোৎকর্ষিণী, একাকী ও দনুজপ্রসূ।

(হৃষীকেশো হরঃ সূক্ষ্মো বামগণ্ডঃ কুবেরদৃক্।

অর্দ্ধর্চো নীলচরণ ঌকারশ্চ ত্রিকূটকঃ॥ মাতৃকানিঘণ্টু)

পাণিনি-মতে ঌকারের দীর্ঘত্ব নাই; কিন্তু বার্ত্তিক সূত্রানুসারে আবশ্যকস্থলে ঌকারের স্থানে ৡ করিয়া লইতে হয়। (ঌ তি বা ৡ বা। বার্ত্তিক।) এজন্য তন্ত্র ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে স্বীকৃত দীর্ঘ ৡ বিরুদ্ধ নহে।

ৡ (অব্য) ১ দেবনারী। ২ নার্য্যাত্মা। ৩ মাতা। (ৡকারো দেবনার্য্যাং স্যাৎ নার্য্যাত্মন্যপি মাতরি। মেদিনী)

ৡ (স্ত্রী) ১ দৈত্যস্ত্রী। ২ দনুজমাতা। ৩ কামধেনুমাতা।

ৡ (পুং) ১ সর্প। ২ মহাদেব।

এ

এ, ১ স্বরবর্ণের একাদশ অক্ষর, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দুই প্রকার, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে ত্রিবিধ এবং অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দ্বিবিধ ভেদ আছে। কামধেনুতন্ত্রের মতে—একার পরম, দিব্য, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক, রঞ্জিনীকুসুম-তুল্য, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, বিন্দুত্রয়বিশিষ্ট, চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও পরমকুণ্ডলী। ইহার লিখনপ্রণালী—বামদিক্ হইতে একটী কুঞ্চিত রেখা দক্ষিণ দিকে আসিয়া অধোগত হইবে, পুনর্ব্বার তথা হইতে সেই রেখা বামদিকে যাইবে। এই রেখায় অগ্নি, মহাদেব ও বায়ু অবস্থিতি করেন। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)। একারের তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নাম,—বাস্তব, শক্তি, ঝিণ্টী, সোঠ, ভগ, মরুৎ সূক্ষ্মা, ভূত, অর্দ্ধকেশী, জ্যোৎস্না, শ্রদ্ধা, প্রমর্দ্দন, ভয়, জ্ঞান, কৃশা, ধীরা, জঙ্ঘা, সর্ব্বসমুদ্ভব, বহ্নি, বিষ্ণু, ভগবতী, কুণ্ডলী, মোহিনী, বস, যোষিৎ, আধারশক্তি, ত্রিকোণা, ঈশ, সন্ধি, একাদশী, ভদ্রা, পদ্মনাভ ও কুলাচল। বীজবর্ণাভিধানে—বামগণ্ডান্ত, মাঙ্কবীজ, বিজয়া ও ওষ্ঠ, এই কয়েকটী নাম অধিক আছে।

(ঝিণ্টীশঃ পদ্মনাভশ্চ শক্তিঃ সূক্ষ্মামৃতো ভগঃ।

উর্দ্ধোষ্ঠগঃ কামরূপ একারশ্চ ত্রিকোণকঃ। মাতৃকানিঘণ্টু)

২ ধাতুর অনুবন্ধ বিশেষ (এঃ সিচি অবৃদ্ধঃ। কবি° দ্রু°।)

এ (অব্য) ১ স্মৃতি। ২ অসূয়া। ৩ অনুগ্রহ। ৪ আমন্ত্রণ। ৫ আহ্বান। (এ স্মৃতাবপ্যসূয়ানুকম্পামন্ত্রণহূতিষু। মেদিনী)

এ (পুং) এতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বং বিশ্বং, ইণ্-অচ্। বিষ্ণু।

এই (সর্ব্বনাম ইদম্ শব্দের অপভ্রংশ) সম্মুখস্থিত বা অগ্রবর্ত্তী বস্তুবোধক।

এক (ত্রি, সর্ব্বনাম) এতীতি, ইণ্-কন্, (ইণ্ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩।৪৩।) ১ প্রধান। ২ অন্য। ৩ কেবল। (একস্তু কেবলে শ্রেষ্ঠে ইতরস্মিংস্তু বাচ্যবৎ। বিশ্ব) ৪ আদ্য সংখ্যা। ৫ অদ্বিতীয়। ৬ সত্য। ৭ সমান। ৮ অল্প। ৯ প্রথম। ১০ কোন। ১১ একসংখ্যাবিশিষ্ট। ১২ পরমেশ্বর। ১৩ বিষ্ণু। ১৪ ঐলবংশীয় রাজবিশেষ। (ভাগ° ৯। ১৫।২।) ১৫ অগ্নি। ১৬ সূর্য্য। ১৭ দেবরাজ। ১৮ যম।

পরমাত্মা, বিধু, ক্ষিতি, গণেশদন্ত, শুক্রচক্ষু, এইগুলি এক সংখ্যার্থবোধক শব্দ।

একআড়া (গ্রাম্য) একমাপ।

একক (ত্রি) এক-কন্। অসহায়, একলা, একটি মাত্র ("বিধিরেককচক্রচারিণম্।" নৈষধ। ২।৩৬)

এককর (ত্রি) একং করোতীতি এক-কৃ-ট। (দিবা বিভা নিশেতি। পা ৩।২।২১।) একমাত্রকারক।

এককর্ণ, ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদবিশেষ। (মৎস্য ১১০।২৫, মার্কণ্ডেয় ৫৮। ৩৭)

এককর্ম্মকারী (ত্রি) একং কর্ম্ম করোতীতি, এককর্ম্ম-কৃ-ণিনি। এক কার্য্যকারক।

এককার্য্য (ত্রি) একং সমানং কার্য্যং যস্য, বহুব্রী। সমান কার্য্যকারক।

এককাল (পুং) একশ্চায়ং কালশ্চ, কর্ম্মধা°। ১ এক সময়। ২ সমকাল। (ত্রি) একঃকালোঽস্য বহুব্রী। একসাময়িক।

এককালীন (ত্রি) এককাল-খঞ্। ১ সমকালীন। ২ যাহা একসময়ে অথবা একবারে উৎপন্ন হয়।

এককালীনতা (স্ত্রী) এককালীন-তল্। ১ সমকালীনের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ এক সময়ে হওয়া।

এককুণ্ডল (পুং) একং কুণ্ডলং যস্য, বহুব্রী। ১ বলরাম। ২ কুবের।

(এককুণ্ডল আখ্যাতো বলভদ্রে ধনাধিপে। মেদিনী)

এককুষ্ঠ (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠান্তর্গত কুষ্ঠবিশেষ; যে কুষ্ঠে শরীর কৃষ্ণবর্ণ, অথবা রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠও অসাধ্য। [চিকিৎসা কুষ্ঠে দেখ।]

একোষ্ঠি (ত্রি) যে সকল প্রাণী এককোষ্ঠ চূর্ণময় আধারে অবস্থান করে; ইহাদিগের নাম শিরঃপদী। কটল মৎস্য,

অর্গোনট, বেলেম, নাইট্, অক্টোপস্ প্রভৃতি প্রাণি সকল এককোষ্ঠীর অন্তর্ভূত।

একগম্য (ত্রি) একত্বেন গম্যঃ, এক-গম-যৎ। ১ একমাত্র লভ্য। ২ একমাত্র নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা যে অখণ্ড চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একগুরু (পুং) একো গুরুর্যস্য, বহুব্রী। সতীর্থ, এক অধ্যাপকের ছাত্র।

একগুঁয়ে (দেশজ) একরোখা, যে কাহার অনুরোধে নিজের ঝোঁক ছাড়েনা।

একগ্রাম (পুং) একশ্চাসৌ গ্রামশ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ অভিন্ন গ্রাম। ("একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। পতিনা নীয়মানায়াঃ পুরঃ শুক্রো ন দুষ্যতি।" জ্যোতিঃ)

একগ্রামীণ (ত্রি) একস্মিন্ গ্রামে ভবঃ, একগ্রাম-খঞ্। এক গ্রামের অধিবাসী।

একগ্রামীয় (ত্রি) একস্মিন্ গ্রামে ভবঃ, এক-গ্রাম-ছ; (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ১৩৮।) একগ্রামবাসী।

একঘরিয়া (দেশজ) সমাজভ্রষ্ট, দলভ্রষ্ট।

একচক্র (ক্লী) একং চক্রং যস্য, বহুব্রী°। ১ হরিগৃহ বা শুন্তপুরী নামক পুরবিশেষ।

ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানে লিখিত আছে—

"একচক্রং হরিগৃহং শুন্তপুর্য্যাথ বর্ত্মনি।" ২। ১। ১২।

এখানে হরিগৃহ ও শুন্ত একচক্রের পর্য্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

অধ্যাপক উইলসন্ প্রভৃতি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, শুন্তের (একচক্রার) বর্ত্তমান নাম শম্ভলপুর।

ঐ মত ঠিক নহে, বর্ত্তমান শম্ভলপুর মহাভারতের একচক্রানগরী হইতে পারে না। [একচক্রা দেখ।]

২ (ত্রি) যে একাকী বিচরণ করে। ৩ সূর্য্যদেবের রথ। ৪ একমাত্র রাজবিশিষ্ট দেশ। ৫ (পুং) অসুরবিশেষ, মহাভারতে এই অসুর প্রতিবিন্ধ্য নামে বিখ্যাত। (ভারত সভা° ৬৭। ২২।)

একচক্রা (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত একটি প্রচীন নগর।

জতুগৃহদাহের পর পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর সহিত গুপ্তভাবে গঙ্গাতীরে আগমন করেন। তথায় নৌকাযোগে গঙ্গার পরপারে আসিয়া, ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে এক গভীর অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, এই বনে ভীম, হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করেন। তৎপরে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ব্যাসদেবের আজ্ঞায় একচক্রা নগরীতে রাক্ষসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। (ভারত আদি ১৪৯-১৫৭ অঃ দেখ।)

এখন দেখা যাউক একচক্রা কোথায়? একচক্রা নগরী লইয়া বহুদিন হইতে বড় গোলযোগ চলিতেছে। বঙ্গবাসীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন, একচক্রা মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা নামক গ্রামের নিকট, এখানে এখনও বকরাক্ষসের হাড় আছে। আবার পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বলে, সাহাবাদ জেলায়। এইরূপ অনেক মত প্রচলিত আছে। তবে কাহার মত প্রকৃত তাহাই মীমাংসা করা আবশ্যক।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি গাজীপুর (চেনচু) হইতে মহাসার (মো-হো-স-লো) নামক গ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের পরে একটি স্থানে আসিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, সেই স্থানে পূর্ব্বে এক নরভোজী রাক্ষস বাস করিত। তাহার উৎপাতে সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে বুদ্ধদেব তাহাকে শাসন করেন।

উক্ত মহাসার গ্রামের বর্ত্তমান নাম মাসার, উহা সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত আরা নগরের নিকট অবস্থিত। অতএব চীনপরিব্রাজক মহাসার গ্রাম হইয়া আরানগরে আসিয়াছিল, সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ত্তমানকালে আরাতে একটি প্রবাদ আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীসহ এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানে বক রাক্ষসের বাস ছিল, ভীম তাহাকে নিহত করেন। সুতরাং এই স্থান মহাভারতের একচক্রানগরী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে এখানে নরমাংসভক্ষক রাক্ষস বাস করিত, এই প্রবাদ যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বর্ত্তমান আরার আর একটি প্রাচীন নাম চক্রপুর, ইহার পার্শ্বেই বকরি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এখানকার লোকের বিশ্বাস এই বকরি গ্রামে বকরাক্ষস বাস করিত। মহাভারতেও লিখিত আছে, একচক্রার নিকট বকরাক্ষস বাস করিত।

"সমীপে নগরস্যাস্য বকো বসতি রাক্ষসঃ॥"

আদিপর্ব্ব ১৬০। ৩।

এখানকার ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, ভীম মঙ্গলবারে বক রাক্ষসকে বধ করিয়া চক্রপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই জন্য চক্রপুরের নাম 'আরা'* হইল।

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, একচক্রা নগরীর অনতিদূরে বেত্রকীয়গৃহ নামে একটী নগর ছিল—

"বেত্রকীয়গৃহে রাজা নায়ং নয়মিহাস্থিতঃ।
উপায়ং তং ন কুরুতে যত্নাদপি স মন্দধীঃ॥

* আর শব্দ মঙ্গলগ্রহের একটি নাম।

অনাময়ং জনস্যাস্ত যেন স্যাদস্ত শাশ্বতম্‌॥
এতদর্হা বয়ং নূনং বসামো দুর্ব্বলস্য যে।
বিষয়ে নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ কুরাজানামুপাশ্রিতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ কস্য বাস্তব্যাঃ কস্য বা ছন্দচারিণঃ।"

আদি ১৬২। ৯-১১।

এই নগরের অনতিদূরে বেত্রকীয়গৃহে এক রাজা বাস করেন, তিনি ন্যায় কাহাকে বলে জানেন না, তিনি নিতান্ত অবোধ, এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, এরূপ কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের পাত্র, কিন্তু অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল রাজার রাজত্বে থাকিয়া সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হয়?

উপরোক্ত বর্ণনাপাঠে বোধ হইতেছে, মহাভারতের সময় একচক্রা নগরী বেত্রকীয়গৃহরাজের অধিকারভুক্ত ছিল, পরে বক রাক্ষস আসিয়া অধিকার করিয়া বসে।

বর্ত্তমান আরা নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৫।৭ ক্রোশ দূরে 'বিতা' বা 'বেতা' নামে একটি অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, গ্রামটি ভগবানগঞ্জের ঠিক উত্তরপার্শ্বে পুন্‌পুন্ নদীর ধারে। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। (Archæological Survey of India, Rept. Vol. VIII. p. 29.) বৌদ্ধদিগের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে এখানে বোধ হয় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল, এই 'বিতা' বা 'বেতা' গ্রামই মহাভারতোক্ত 'বেত্রকীয় গৃহ' বলিয়া বোধ হয়। ইহার কিছু দূরে পুন্‌পুন্ নদী অপরপারে আরার নিকট আর একটি 'বিতা' গ্রাম আছে, ইহা দ্বারা অনুমান হয়, প্রাচীন 'বেত্রকীয়' রাজ্য পুন্‌পুন্ নদীর পূর্ব্বপার হইতে বর্ত্তমান আরানগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

একচক্রবর্ত্তিতা (স্ত্রী) একচক্রবর্ত্তিনো ভাবঃ, একচক্রবর্ত্তিন্-তল্‌। সমগ্রপৃথিবীর শাসনকর্তৃত্ব, যে ভূমণ্ডলকে একটি চক্রের ন্যায় করিয়া রাজত্ব করে, তাহার ধর্ম্ম বা কর্ম্ম।

একচর (পুং) একঃ সন্ চরতি, এক-চর-পচাদ্যচ্। ১ যে একাকী বিচরণ করে। ২ সর্পাদি হিংস্রক জন্তু। ৩ গণ্ডার। ৪ যূথভ্রষ্ট।

একচরণ (পুং) একশ্চরণো যস্য বহুব্রী। ১ একপদবিশিষ্ট। ২ একপদবিশিষ্ট মনুষ্যবিশেষ। ৩ জনপদবিশেষ।

একচর্য্যা (স্ত্রী) একস্য চর্য্যা, চর-ভাবে ক্যপ্-টাপ্। একাকী অবস্থায় গমন।

একচারী [ন্‌] (ত্রি) একঃ সন্ চরতি, এক-চর-ণিনি। ১ যে ব্যক্তি একাকী বিচরণ করে। (পুং) ২ বুদ্ধদেবের সহচরবিশেষ।

একচ্ছায় (ত্রি) একা অবিচ্ছিন্না ছায়া আচ্ছাদনং যত্র, হ্রস্বঃ বহুব্রী°। এক-আচ্ছাদনবিশিষ্ট।

একচ্ছায়া (স্ত্রী) অধমর্ণের অর্থাৎ যাহাকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে তাহার সাদৃশ্য।
"একচ্ছায়া প্রবিষ্টানাং দাপ্যো যস্তত্র দৃশ্যতে।" কাত্যা° স্মৃ°।

একচিত্ত (ত্রি) একমেকবিষয়াসক্তং চিত্তং যস্য, বহুব্রী°। ১ অনন্যচিত্ত, যাহার চিত্ত এক বিষয়ে স্থির হইয়া আছে। (একমভিন্নং চিত্তং যস্য) ২ অভিন্নচেতা, যাহার সহিত মনোভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

একচূর্ণি (পুং) মুনিবিশেষ, তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের একজন ভাষ্যকর্ত্তা। সায়ণাচার্য্য তৎকৃত বেদভাষ্যে একচূর্ণির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

একচেটিয়া (দেশজ) একমাত্র ব্যক্তির আয়ত্ত।

একজ (ত্রি) একস্মাৎ জায়তে, এক-জন্-ড। ১ এক হইতে উৎপন্ন। ২ সহোদর-সহোদরা।

একজটা (স্ত্রী) একা একসংখ্যাকা মুখ্যা বা জটা যস্যাঃ, বহুব্রী°। ১ উগ্রতারা।

ধ্যানে ইহার মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—চতুর্ভুজ, কৃষ্ণবর্ণ, মুণ্ডমালাবিভূষণ, দক্ষিণহস্তদ্বয় মধ্যে ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে ইন্দীবর, বামহস্তদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, মস্তকে গগনস্পর্শী একটী জটা, মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা, বক্ষদেশে সর্পহার, আরক্ত নয়ন, কটীদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কৃষ্ণবস্ত্র; বামপদ শবহৃদয়ে ও দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে বিন্যস্ত, অট্টহাস্য, ভীষণ গর্জ্জন ও মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী। ইহার অষ্ট যোগিনী, তাহাদিগের নাম,—মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী। (কালিকাপুরাণ ৬১ অঃ।)

নেপালের বৌদ্ধেরা এই দেবীকেই একজটা-আর্য্যতারা-দেবী নামে পূজা করিয়া থাকেন। নেপালের বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বকে এই দেবীর পূজা বলিয়াছিলেন। (তারাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ।) ২ রাবণনিযুক্তা একজন বিকটাকার রাক্ষসী। (রামায়ণ ৪।২৩।৫।

একজটা কামদেব (পুং) উৎকলদেশের গঙ্গবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি গঙ্গেশ্বরের পুত্র, এবং গঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা চোরগঙ্গের পৌত্র। গঙ্গেশ্বর কোন কার্য্যের জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইলে, তৎপত্নী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া একজটা কামদেবকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কামদেব রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে অনেকগুলি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি পুরীর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া সেইখানে নূতন মন্দির আরম্ভ করেন;

কিন্তু তাহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে না হইতেই কামদেব অকালে কালকবলে নিপতিত হইলেন। মাদলাপঞ্জীর মতে, ইনি ১০৮৮ শক হইতে ১০৯৩ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মদন-মহাদেব। কোন কোন উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্তে একজটার নাম একজটা মহাদেব, কোন কোন গ্রন্থে কামদেব এইরূপ নাম পাওয়া যায়।

একজন্মা [ন্] (পুং) একং মুখ্যমদ্বিতীয়ং বা জন্ম যস্য, বহুব্রী°। ১ রাজা। ২ শূদ্র, ইহাদিগের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় ইহারা দ্বিজশ্রেণী হইতে বিভিন্ন।

একজাত (ত্রি) একস্মাৎ জাতঃ, ৫তৎ। ১ সহোদর, সহোদরা। ২ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন।

একজাতি (পুং) একা জাতি র্জন্ম যস্য বহুব্রী°। ১ শূদ্র।
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" মনু ১০। ৪)
(একা সমানা জাতির্যস্য)। ২ সমানজাতি।

একজাতীয় (ত্রি) একঃ প্রকারঃ, এক-জাতীয়র্; (প্রকারবচনে জাতীয়র্। পা° ৫।৩।৬৯।) একপ্রকার।

একজীববাদ (পুং) বেদান্তদর্শনের বাদবিশেষ, তাহাতে জীব এক বলিয়া সমর্থিত আছে।

একজ্যোতিঃ [স্] (পুং) একং প্রধানং সর্ব্বাভিভবকরং জ্যোতির্যস্য। বহুব্রী। শিব।

একজ্বর (পুং) জ্বররোগবিশেষ। [জ্বর দেখ।]

একটা (দেশজ) একটি বস্তু।

একটি (দেশজ) একত্বসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তু।

একটু (দেশজ) অল্পমাত্র বস্তু।

একটুকু (দেশজ) কিঞ্চিন্মাত্র বস্তু।

একত (পুং) ১ দেববিশেষ। ২ মুনিবিশেষ।

একতঃ (ত্রি) এক-তসিল্। ১ প্রথমতঃ। ২ একপার্শ্বে। ৩ এক হইতে। ৪ এক পক্ষে। ৫ এক দিকে। ("যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ॥" ইতি শকুন্তলা ৪।)

একতন্ত্রী (ত্রি) একং তন্ত্রমস্যাস্তীতি, এক-তন্ত্র-ইনি। সমানকর্ম্ম।

একতম (ত্রি) এক-ডতমচ্, (একাচ্চ প্রাচাম্। পা° ৫। ৩। ৯৪) বহুর মধ্যে এক।
("অন্নাণি বা শরীরং বা ব্রহ্মন্নেকতমং বৃণু।" ভারত° অ°)

একতর (ত্রি) এক-ডতরচ্, (একাচ্চ প্রাচাম্। পা ৫।৩। ৯৪।) দুয়ের মধ্যে একটি।

একতরফ (পারস্য) একদিক্।

একতা (স্ত্রী) একস্য ভাবঃ, এক-তল্-টাপ্। ১ ঐক্য। ২ একত্ব। ৩ অভিন্নতা। ৪ মুক্তিবিশেষ।

একতান (ত্রি) একেন ভাবরসেন তন্যতে, তন-অণ্। ১ একাগ্র, এক বিষয়ে আসক্ত। ৩ একস্বর ও একতালবিশিষ্ট গীতি বাদ্যাদি।

একতার (ত্রি) একা তারা যত্র। বহুব্রী, হ্রস্বঃ। একটিমাত্র তারাবিশিষ্ট। (একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্বর্ত্তব্যো নারদো মুনিঃ। ইতি স্মৃতিঃ।)

একতারা (দেশজ) একতন্ত্রী শব্দের অপভ্রংশ। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ইহাতে অলাবুর খোলে চামড়ার আচ্ছাদন এবং এক বংশদণ্ড সংযোজিত থাকে, বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটি কাণ, ঐ কাণ হইতে আচ্ছাদিত চর্ম্ম পর্য্যন্ত একগাছি লৌহের অথবা পিত্তলের তার সংলগ্ন থাকে। অনেক ভিক্ষুক এই যন্ত্রযোগে গান করিয়া বেড়ায়।

একতাল (পুং) একঃ সমানস্তালো যত্র, বহুব্রী। ১ তানবিশিষ্ট গীতবাদ্যাদি। (ত্রি) ২ (একমাত্রঃ তালস্তালবৃক্ষো যত্র) একমাত্র তালবৃক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতবিশেষ।
("একতাল ইবোৎপাতপবনপ্রেরিতো গিরিঃ।" রঘু ১৫।২৩।)

একতীর্থী [ন্] (পুং) একং সমং তীর্থং আশ্রমো ইস্যাস্য, ইনি। সতীর্থ, এক গুরুর শিষ্য।

একতেশ্বর, (পুং) বাঁকুড়ার ১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার একতেশ্বর নামক শিবমন্দির দেখিবার যোগ্য বটে, ঐ মন্দিরে মহাদেবের একটি লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, লিঙ্গের নাম একতেশ্বর।

একতেশ্বরের মন্দিরের গাঁথনি অতি প্রশংসনীয়, ইহার ভিত্তি যেরূপ দৃঢ়, তেমন আর এ অঞ্চলে দেখা যায় না। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, প্রধানতঃ লালবেলেপাথরে নির্ম্মিত, মধ্যে দুই তিন বার ইহার সংস্কার হইয়াছিল, নচেৎ এতদিন ধূলিশায়ী হইত।

একতোদৎ (ত্রি) একতো দন্তা যস্য, বহুব্রী দৎ-আদেশঃ। একপাটী দন্তযুক্ত পশু-আদি, গরু প্রভৃতি।

একত্র (অব্য) এক-ত্রল্, (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩। ১০।) ১ একস্থানে। ২ একসঙ্গে।

একত্রিক (পুং) যজ্ঞবিশেষ।

একত্রিংশ (ত্রি) ১ একত্রিশ, ত্রিশ অপেক্ষা এক সংখ্যা অধিক। ২ একত্রিশ সংখ্যার পূরণ।

একত্রিংশৎ (ত্রি) একত্রিশ।

একত্ব (ক্লী) একস্য ভাব, এক-ত্ব। ১ একতা। ২ অভেদ। ৩ সাম্য। ৪ মুক্তিবিশেষ।

একদংষ্ট্র (পুং) একা দংষ্ট্রা যস্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ। গণেশ।

একদণ্ডী [ন্] (পুং) একঃ কেবলো দণ্ডোঽস্যাস্তি, এক-দণ্ড ইনি। সন্ন্যাসীবিশেষ। যখন হৃদয়ে সনাতন ব্রহ্ম-মাত্রের নিশ্চয় হয়, তখন বিধি-অনুসারে উপবীত শিখা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী একমাত্র দণ্ড অবলম্বন করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসী মধ্যে হংসশ্রেণীস্থ সন্ন্যাসী-রই একদণ্ডধারণে ব্যবস্থা। [সন্ন্যাসী দেখ।]

একদন্ত (পুং) একো দন্তো যস্য, বহুব্রী। গণেশ; কোন সময়ে গণেশকে দ্বারপাল রাখিয়া শিবদুর্গা কথোপকথন করিতে-ছিলেন; এই সময়ে পরশুরাম শিবদর্শন ইচ্ছায় আসিয়া গণেশকে দ্বার ত্যাগ করিতে বলেন, গণেশ তাহা স্বীকার না করায়, উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই যুদ্ধে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল। সেই অবধি গণেশের নাম একদন্ত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

(দ্বৈমাতুরো গজাস্যৈকদন্তো লম্বোদরাখুগৌ। হেম ২।১২১।)

একদা (অব্য) একস্মিন্ কালে, এক-দা (সর্ব্বৈকান্যকিং যত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫।) ১ একসময়ে। ২ যুগপৎ।

একদিক্ [শ্] (স্ত্রী) ১ একদিক্। ২ একপার্শ্ব।

একদৃক্ [শ্] (পুং) একমভিন্নং পশ্যতীতি, এক-দৃশ-ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ তত্ত্বজ্ঞানী। ৩ ব্রহ্মজ্ঞানী। (একা দৃক্ যস্য) ৪ কাক, রামবাণে কাকের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। ৫ (ত্রি) কাণ। (কাণঃ কনন একদৃক্। হেম ৩।১১৬।) ৬ (ত্রি) (একমেব পক্ষং পশ্যতি যঃ) এক পক্ষাশ্রয়ী।

একদৃষ্টি (স্ত্রী) একা একবিষয়িণী দৃষ্টিঃ, কর্ম্মধা। ১ একমাত্র বিষয়ে দৃষ্টি। ২ (একা দৃষ্টির্যস্য, বহুব্রী।) (ত্রি) ৩ কাক। ৪ কাণা।

একদেব (পুং) একঃ প্রধানো দেবঃ, কর্ম্মধা। পরমেশ্বর।

একদেবত (ত্রি) একা দেবতা যস্য, বহুব্রী। ১ অগ্নিহোত্রাদি। ২ (স্ত্রী) কর্ম্মধা। একদেবতা।

একদেবত্য (ত্রি) একাং শ্রেষ্ঠাং দেবতামর্হতীতি। এক-দেবতা-যৎ। শ্রেষ্ঠ দেবতাপূজক।

একদেশ (পুং) একশ্চাসৌ দেশশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ একস্থান। ২ এক অংশ।

একদেশবিভাবিতন্যায় (পুং) একদেশঃ সাধ্যস্য বিভা-বিতো যেন। স চাসৌ ন্যায়শ্চেতি কর্ম্মধা। যে তর্কে প্রমাণাদি দ্বারা সাধ্যের একদেশ অঙ্গীকৃত করান যায়।

একদেশী (ত্রি) একো ঽভিন্নো দেশো বাসস্থানমনেনাস্যাস্তীতি ইনি। একদেশবাসী।

একদেহ (পুং) একঃ মুখ্যো দেহো যস্য, বহুব্রী। ১ বুধগ্রহ। ২ (একঃ তুল্যো দেহো যস্য) বংশ, গোত্র। ৩ দম্পতী, স্ত্রীপুরুষ। ৪ (কর্ম্মধা) একশরীর।

একদ্বার (পুং) গুজরাট প্রদেশের মধ্যস্থিত বটতীর্থের নিকটস্থ একটি প্রাচীন তীর্থ। (প্রভাস খ ৮০।২।১)

একদ্যু (পুং) একেন পরমাত্মনা দিব্যতি, দিব্-ক্বিপ্-উট্। কেবল পরমাত্মচিন্তক, আত্মারাম নামক ঋষিবিশেষ।

একধর্ম্মা (ত্রি) একস্তুল্যো ধর্ম্মোঽস্যাস্তি, এক-ধর্ম্ম-ইনি। সমানধর্ম্মবিশিষ্ট।

একধন (ক্লী) একমেব ধনম্, মধ্যপদলো°। ১ একমাত্র ধন। ২ (একমযুগ্মং ধনং ধীরমানমুদকং যত্র বহুব্রী।) অযুগ্ম সংখ্যক কলস। ৩ (একং মুখ্যং ধনং কর্ম্মধা) শ্রেষ্ঠধন। ৪ অবিভক্ত ধন। ৫ (একং ধনং যস্য) (ত্রি) একমাত্র ধনশালী।

একধা (অব্য) এক-ধা, (সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫। ৩।৪২।) এক প্রকার।

একধুর (ত্রি) একা ধূর্যস্য, এক-ধুর্-অ। (ঋক্ পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪।) একভারবাহী গরু প্রভৃতি একধুরীণ। একধুরাবহ।

একধুরা (স্ত্রী) একা ন দ্বিতীয়া ধূঃ, কর্ম্মধা°। ১ একভার। ২ (ত্রি) (ধূর্বহতীতি অণ্, তস্য লুক্) একভারবাহকপশু। ৩ (ত্রি, অস্ত্যর্থে অচ্) একভারবিশিষ্ট।

একধুরাবহ (ত্রি) একধুরায়াঃ, বহঃ ৬-তৎ। একভার-বাহক পশু। (অমর)

একধুরীণ (ত্রি) একধুরাং বহতি যঃ এক-ধুর্-খ (একধুরা-ল্লুকচ। পা° ৪।৪।৭৯।) অথবা একস্য রথস্য লাঙ্গ-লাদের্ব্বা ধুরং বহতি যঃ। একভারবাহক। (এক ধুরী-ণৈকধুরাবুভাবেকধুরাবহে। হেম° ৪।৩২৮।)

একনক্ষত্র (ক্লী°) একং নক্ষত্রং যত্র, বহুব্রী°। একটি তারা-বিশিষ্ট নক্ষত্র; আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতিনক্ষত্র একতারময়। ২ অমাবস্যা। ৩ একটি নক্ষত্র।

একনট (পুং) একো মুখ্যো নটঃ, কর্ম্মধা°। প্রধান নাট্য-প্রবর্ত্তক; কথাপ্রাণ।

একনয়ন (ত্রি) একং নয়নং যস্য-বহুব্রী। কাণা, যাহার একটি চক্ষু। [একদৃক্ দেখ।]

একনবতি (স্ত্রী) একেন অধিকা নবতিঃ, মধ্যপদলো°। একানব্বই, ৯১ সংখ্যা।

একনাথ (পুং) একঃ প্রধানঃ নাথঃ। কর্ম্মধা। প্রধান রাজা।

একনাথভট্ট, (পুং) একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। দাক্ষিণাত্যের

প্রতিষ্ঠান (পৈঠান) নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা নামে একখানি চণ্ডীটীকা প্রণয়ন করেন।

একনায়ক (পুং) একঃ প্রধানং নায়কঃ, কর্ম্মধা০। মহাদেব।

একনায়করাজ্যতন্ত্র (ক্লী) এক রাজার মতানুসারে যে রাজ্যশাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

একনিশ্চয় (পুং) ১ কোন এক বিষয়ে বহুজনের ঐক্যমত। ২ (ত্রি) কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়।

একনিষ্ঠ (ত্রি) একা একবিষয়িণী নিষ্ঠা যস্য,বহুব্রী। একাসক্ত, যাহার এক বিষয়ে আসক্তি আছে।

একনীত (ত্রি) রথ। (ভাগ ৪।২৬।২।)

একনেত্র (পুং, ত্রি) [একদৃক্ দেখ]

একপক্ষ (ত্রি) একঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। ১ সহায়। ২ (একঃ অদ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ, কর্ম্মধা) (পুং) একপক্ষ।

একপঞ্চাশ (ত্রি) একপঞ্চাশৎ-পূরণার্থে-ডট্। যে একান্ন সংখ্যার পূরণ করে।

একপঞ্চাশৎ (ত্রি) একেন অধিকা-পঞ্চাশৎ। একান্ন, পঞ্চাশ অপেক্ষা এক অধিক সংখ্যা।

একপতিকা (স্ত্রী) একঃ সমানঃ পতির্যস্যাঃ, বহুব্রী। ক-টাপ্। সপত্নী, একপতির স্ত্রী।

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মনুঃ॥" মনু ৯।১৮৩।

একপত্নী (স্ত্রী) একো অদ্বিতীয়ঃ পতির্যস্যাঃ। ১ পতিব্রতা। ("তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনা তৎপরামেকপত্নীম্।" মেঘ। ৪১০) ২ (একঃ সমানঃ পতির্যস্যাঃ) সপত্নী।

একপত্রিকা (স্ত্রী) একং গন্ধবত্বাৎ শ্রেষ্ঠং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। ক-টাপ্ অত ইঃ। [গন্ধপত্র দেখ]

একপত্রোৎপত্রিক (ত্রি) যে সকল বৃক্ষের অঙ্কুর সময়ে একটী মাত্র পত্র উদ্গত হয়। নারিকেল, খর্জ্জুর, তাল, কদলী প্রভৃতি এই জাতীয় বৃক্ষ।

একপদ (ক্লী) একং পদং পদমাত্রোচ্চারণকালো যত্র, বহুব্রী। ১ তৎক্ষণাৎ, (তৎক্ষণে স্যাৎ একপদম্। বিশ্ব) (একং প্রশস্তং পদং স্থানং, কর্ম্মধা০) ২ বৈকুণ্ঠ। ৩ বিভক্তান্ত পদ। ৪ একস্থান। ৫ বাস্তমণ্ডলস্থ এককোষ্ঠরূপস্থান। ৬ (ত্রি) একপদবাচ্য। ৭ (পুং) শৃঙ্গারবন্ধবিশেষ। ৮ বাস্তযাগের আরাধ্য দেবতাবিশেষ। ৯ (একং পদং চরণং যস্য, ত্রি) একপদবিশিষ্ট। ১০ (পুং, স্ত্রী) একপদবিশিষ্ট মৃগবিশেষ।

একপদবান্ (ত্রি) একপদ-মতুপ্, মস্য বঃ। একপদবিশিষ্ট।

একপদস্থ (ত্রি) একস্মিন্ তুল্যে পদে অধিকারে তিষ্ঠতি, একপদ-স্থা-ক। ১ সমান কার্য্যকারী। ২ তুল্য সম্ভ্রমশালী।

একপদি (অব্য) একপদ-ইচ্, (দ্বিদণ্ডাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।১২৮) নিপাতনাৎ সাধুঃ। একপদের দ্বারা প্রয়োগ করিতে পারা যায়, এরূপ অব্যবিশেষ।

একপদী (স্ত্রী) একঃ পাদো যস্যাঃ, একপাদ-ঙীপ্, ঙীষ্ বা; পাদস্য পদাদেশঃ। ১ পথ। ২ (একঃ পাদো যস্যাঃ) একপদবিশিষ্টা। ৩ ছন্দের একচতুর্থাংশবিশিষ্ট ঋক্।

একপদে (অব্য) ১ অকস্মাৎ। ২ একেবারে। ৩ এক চেষ্টায়।

একপরি (অব্য) দ্যূতক্রীড়ার ব্যবহারবিশেষ, যেরূপ ভাবে অক্ষ পতিত হইলে জয় হয়, তাহার বিপরীত ভাবে পতিত হওয়া।

একপর্ণা (স্ত্রী) একমেব পর্ণং আহারো যস্যাঃ। মেনকাগর্ভসম্ভূত-হিমালয়ের কন্যাত্রয়ের মধ্যে একটী কন্যা; ইনি একটীমাত্র পত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ১৮অঃ।)

একপর্ণিকা (স্ত্রী) একপর্ণ-কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। পার্ব্বতী। ইনি তপস্যাকালে একটীমাত্র পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

একপর্ব্বতক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত সভা ১৯ অঃ। বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডের দক্ষিণস্থিত গিরিমালা।

একপলাশ (পুং) একঃ পলাশো যস্য, বহুব্রী। একমাত্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

একপাটলা (স্ত্রী) একং পাটলং পুষ্পং আহারো যস্যাঃ। হিমালয়ের কন্যা, পার্ব্বতীর ভগিনী। ইনি একটীমাত্র পুষ্প ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

একপাৎ (পুং) একঃ পাদো যস্য, পাদশব্দস্যান্তলোপঃ, (সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য। পা ৫।৪।১৪০।) ১ শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ (ত্রি) যাহার একটী পদ, খঞ্জ, খোঁড়া।

একপাতিন্ (ত্রি) একঃ সন্ পততি, এক-পত-ণিনি। ১ যে একাকী পতিত হয়।

একপাদ (পুং) একশ্চাসৌ পাদশ্চ, কর্ম্মধা। ১ একপদ। ২ (এক পাদোঽস্য) পরমেশ্বর। ৩ একচরণযুক্ত। ৪ অসুরবিশেষ। ৫ একপদে অবলম্বন করিয়া তপস্যাকারী। ৬ জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ। মহাভারতে এই জনপদ দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (সভা ৩০ অঃ।) গ্রীক ঐতিহাসিক মেগেস্থিনিস একপাদ জাতিকে ওকুপেদিস্ (Okupedes) এবং টিসিয়াস্ মনোপোদিস্ (Monopodes) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা সম্ভবতঃ কিরাত জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। [কিরাত দেখ।]

একপাদিকা (স্ত্রী) একপদে অবলম্বন করিয়া পক্ষীদিগের অবস্থানবিশেষ।

("অথাবলম্ব্য ক্ষণমেকপাদিকাম্।" নৈষধ ১ম স।)

একপাদুক (ত্রি) একা পাদুকা যস্য, বহুব্রী। একপাদ, যাহার এক পা।

একপিঙ্গ (পুং) একং পিঙ্গং নেত্রং যস্য, বহুব্রী। কুবের। কুবেরের এক নেত্র সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে;— কুবের অতি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইয়া দেখেন, গৌরী মহাদেবের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তাহা দেখিয়া কুবের চিন্তা করিলেন, এ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী কে? যেরূপ ইহাঁর সৌভাগ্য শ্রী, তাহাতে আমার অপেক্ষাও তপস্যাবল অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রূর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়, তাঁহার বামচক্ষু স্ফুটিত হইয়া গেল। তখন দেবী মহাদেবের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 'এ অতি ভক্ত, অতএব তোমার পুত্রতুল্য' এইরূপ পরিচয় দিয়া কুবেরকে নানারূপ বর দিলেন এবং দেবীর পদতলে পতিত হইতে বলিলেন। কুবের সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, দেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যে তোমার স্ফুটিত বামনেত্রের দ্বারা 'একপিঙ্গ' বলিয়া বিখ্যাত হও।

একপিঙ্গল (পুং) একং পিঙ্গলং নেত্রং যস্য, বহুব্রী। কুবের [একপিঙ্গ দেখ।

একপিণ্ড (ত্রি) একঃ সমানঃ পিণ্ডঃ শ্রাদ্ধাদেঃ পিণ্ডঃ দেহো বা যস্য, বহুব্রী। সপিণ্ড, জ্ঞাতিবিশেষ।

একপিতৃক (ত্রি) একঃ সমানঃ পিতা যস্য, বহুব্রী কঃ। এক পিতার ঔরসজাত।

একপুত্রতা (স্ত্রী) একপুত্রস্য ভাবঃ, একপুত্র-তল্-টাপ্। একমাত্র পুত্র হওয়া।

একপুরুষ (পুং) একঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ কর্ম্মধা। ১ পরমেশ্বর। ২ প্রধান পুরুষ। ৩ একঃ পুরুষো যস্মিন্, বহুব্রী (ত্রি) যেখানে একটি মাত্র পুরুষ আছে। ৪ একঃ পুরুষো ভোক্তা যত্র। এক পুরুষভোগ্য রাজ্যাদি।

একপুষ্কল (পুং) একং পুষ্কলং মুখং যস্য, বহুব্রী। কাহল নামক বাদ্যবিশেষ।

একপুষ্পা (স্ত্রী) একং পুষ্পং যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ; যাহার একটিমাত্র পুষ্প উৎপন্ন হয়।

একপ্রস্থ (পুং) পরিমাণবিশেষ, ৩২ পল, ৴২ দুই সের।

একফলা (স্ত্রী) একং ফলমস্যাঃ, বহুব্রী টাপ্। ঔষধ-বিশেষ।

একফলী (স্ত্রী) একং ফলমস্যাং ঙীষ্। ঔষধবিশেষ।

একভক্ত (ক্লী) একং ভক্তং ভোজনং যত্র, বহুব্রী। ১ ব্রত-বিশেষ; এই ব্রতকালে রাত্রিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া দিবসের দুইপ্রহর সময়ে একবার মাত্র আহার করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই ব্রতের নিয়ম ও ফলাদি এইরূপ লিখিত আছে—"যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ও সর্ব্বজীবে অহিংসা এবং একাহার ও প্রত্যহ 'বাসুদেবায় নমঃ' এই মন্ত্র ৮ শত বার জপ করেন, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি ঐরূপ নিয়মে সম্বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, তিনি পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করেন, এবং দশ সহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া, সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন।"

২ (একমেব ভজতে) (ত্রি) একমাত্র ব্যক্তির অনুগত। ৩ (একং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভজতে) (ত্রি) একমাত্র পরমেশ্বরের ভক্ত। ৪ (একো মুখ্যঃ ভক্তঃ, কর্ম্মধা) প্রধান-ভক্ত।

একভক্তি (স্ত্রী) একা অনন্যবিষয়া ভক্তিঃ, কর্ম্মধা। ১ এক-মাত্র বিষয়ে ভক্তি। একা অনন্যবিষয়া ভক্তির্যস্য বহুব্রী। (ত্রি) ২ নিতান্তভক্ত।

একভঙ্গীনয় (পুং) একামেকরূপাং ভঙ্গীমধিকৃত্য নয়ঃ, মধ্যপদলো। ন্যায়বিশেষ। একরূপ বহু বিষয়ের মধ্যে কোনস্থলে একের প্রবৃত্তি থাকিলে, এই ন্যায়বলে তদ্রূপ অন্য বিষয়েরও প্রবৃত্তি হইতে পারে।

একভার্য্য (পুং) একা ভার্য্যা যস্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ। ১ যাহার একটী পত্নী। ২ (একেন ভার্য্যঃ) (ত্রি) একজনের প্রতিপাল্য।

একভার্য্যা (স্ত্রী) একস্যৈব ভার্য্যা, ৬-তৎ। সাধ্বী, পতিব্রতা।

একভাব (পুং) একশ্চাসৌ ভাবশ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ এক স্বভাব। ২ এক অভিপ্রায়। ৩ অভেদ। ৪ সমভাব। ৫ (একস্মিন্ ভাবঃ) এক বিষয়ে অনুরাগ। ৬ (একস্য ভাবঃ) একের অভিপ্রায়। ৭ একরূপ।

একভূত (ত্রি) ১ একটি ভূত। ২ একবিষয়াসক্ত।

একভূম (পুং) একা ভূমির্যত্র, বহুব্রী। একতলা গৃহ।

একভোজন (ক্লী) একবারমাত্র ভোজন। [একভক্ত দেখ]

একমতি (স্ত্রী) একা অনন্যবিষয়া মতিঃ কর্ম্মধা। ১ এক বিষয়াসক্তমন। ২ (একস্মিন্ বিষয়ে মতির্যস্য, বহুব্রী) (ত্রি) একবিষয়ে চিন্তাশীল।

একমনাঃ [স্] (ত্রি) একস্মিন্ বিষয়ে মনোঽস্য, বহুব্রী। একাগ্রচিত্তে চিন্তাকারী।

একমাত্র (ত্রি) একা মাত্রা যস্য, বহুব্রী। একটিমাত্র বিষয়, কেবল।

একমুখ (ত্রি) একং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ একটি দ্বার

বিশিষ্ট-গৃহাদি। ২ রুদ্রাক্ষবিশেষ। [রুদ্রাক্ষ দেখ]। (ত্রি) ৩ (একং মুখং প্রধানং যত্র) একপ্রধান দ্যূতক্রীড়াদি।

একমূলা (স্ত্রী) একং মূলং যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ শালপাণী। ২ অতসী। ৩ (ত্রি) এক মূলবিশিষ্ট।

একযষ্টিকা (স্ত্রী) একা যষ্টিরিব, উপমি°। হারবিশেষ, একনারী। (হারাবলী।)

একযোনি (ত্রি) একা সমা যোনির্জাতির্যস্য, বহুব্রী। ১ একজাতি। ২ (একা সমা যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য) এক স্থান হইতে উৎপন্ন।

একরজ (পুং) একো মুখ্যো রজঃ রঞ্জনদ্রব্যং, কর্ম্মধা। ভৃঙ্গরাজ। [ভৃঙ্গরাজ দেখ]

একরস (পুং) একোঽনন্যবিষয়কো রসঃ, কর্ম্মধা। ১ একাভিপ্রায়। ২ এক বিষয়ে আনুরক্তি। ৩ (একো রসো যত্র) (ত্রি) অভিন্নস্বভাব। ৪ নাটকাদি; ইহাতে শৃঙ্গারাদির অন্তর্ভূত কোন একটি মাত্র রস অঙ্গী ও অন্যান্য রস অঙ্গীভূত থাকে।

একরাজ্ (পুং) একো রাজতে, এক-রাজ-ক্বিপ্। ১ সার্ব্বভৌম রাজা, সম্রাট্। (একএব রাজতে) পরমেশ্বর।

একরাজ (পুং) একরাজন্-টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ একটি রাজা। ২ প্রধান রাজা।

একরাত্র (ক্লী) এক অহোরাত্র।

একরাশি (পুং) একশ্চাসৌ রাশিশ্চ, কর্ম্মধা। ১ মেষাদি মধ্যে একটি রাশি। ২ কোন বস্তুর একটি স্তূপ। ৩ অধিক।

একরিকৃথী [ন্] (পুং) একস্য পিতুঃ রিকৃথমস্ত্যস্য, এক-রিকৃথ-ইনি। ১ এক পিতার সম্পত্তির অংশিদার। ২ (একং সমানং রিকৃথমস্যাস্তি) তুল্যধনী। ৩ অবিভক্ত ধনী।

একরূপ (ত্রি) একং সমানং রূপং অস্য, বহুব্রী। ১ সমানরূপ। ২ (কর্ম্মধা) একমাত্র রূপ।

একরূপ্য (ত্রি) একস্মাৎ আগতঃ, একরূপ্য, (হেতুমনুষ্যেভ্যোঽন্যতরস্যাং রূপ্যঃ। পা ৪।৩।৮১) ১ একস্থান হইতে আগত। ২ (একমেব রূপ্যম্) একমাত্র রৌপ্য। ৩ (একং রূপ্যং যত্র, বহুব্রী) একমাত্র রৌপ্যবিশিষ্ট।

একরোখা (দেশজ) একগুঁয়ে, শত অনুরোধেও যে নিজের অভিলষিত বিষয় পরিত্যাগ করে না।

একর্চ্ (পুং ক্লীং) একা ঋক্, কর্ম্মধা। ১ এক ঋক্। ২ (একা ঋক্-যত্র, বহুব্রী) (ক্লী) এক ঋক্‌যুক্ত সূক্ত। ৩ (ত্রি) এক ঋক্-আরাধ্য দেববিশেষ।

একর্ত্তু (পুং) এক-ঋতুঃ, কর্ম্মধা। এক ঋতু।

একল (ত্রি) এক-লা-ক। একাকী, একলা।

একলব্য (পুং) একা অঙ্গুলির্ব্যা গুরুদক্ষিণাত্বেন ছেত্ত্বা যস্য। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। হরিবংশের মতে—ইঁহার পিতার নাম শ্রুতদেব; কিন্তু নিষাদ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় নিষাদপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ গুরুভক্তি দেখাইয়া একলব্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে,—"একলব্য অস্ত্রশিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিষাদপুত্র জানিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না; তখন একলব্য কোন অরণ্য মধ্যে গিয়া দ্রোণাচার্য্যের কাষ্ঠময় একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন এবং অনন্য মনে তাঁহার আরাধনা করিয়া যোগবলে অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। যোগবল জন্যই হউক বা গুরুভক্তিবলেই হউক, বাণ প্রয়োগে একলব্যের অতিশয় লঘুহস্ততা জন্মিল। দ্রোণশিষ্য কৌরব ও পাণ্ডুপুত্রগণ গুরুর সহিত সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের একটি কুক্কুর হঠাৎ একলব্যকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মলিন দেহ, কৃষ্ণাজিন ও জটাপাশ দর্শনে চীৎকার আরম্ভ করিল। একলব্য অতি লঘুহস্তে সেই কুক্কুরের মুখে সাতটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কুক্কুর শরপূর্ণ বদনে পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সেই বাণক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার শিক্ষার উৎকর্ষ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্য তাঁহাদিগকে হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। কুরুপাণ্ডবগণ যথাসময়ে প্রত্যাগত হইয়া আচার্য্যের নিকট সমুদায় বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্যকে নির্জ্জনে পাইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন, আমা অপেক্ষা আপনার ভাল শিষ্য হইবে না, বলিয়াছিলেন, তবে নিষাদকুমার এরূপ হইল কেন? দ্রোণ এই প্রশ্নে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনসহ একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; একলব্যও নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনাদি সম্পাদন করিয়া "আমি আপনার শিষ্য" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, যদি প্রকৃতই তুমি আমার শিষ্য, তাহা হইলে আমার দক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য বলিলেন, গুরো! অনুমতি করুন, কি দক্ষিণা দিব, আমার অদেয় কিছুই নাই। একলব্য এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে, দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, যদি দক্ষিণাদান তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তোমার দক্ষিণ

হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আমায় প্রদান কর। একলব্য এইরূপ গুরু আজ্ঞাতেও অবিচলিতচিত্তে হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। তাহাতে তাঁহার বাণপ্রয়োগ একেবারে বন্ধ হইল না বটে, কিন্তু তাদৃশ লঘুহস্ততা আর রহিল না।” (ভারত আদি° ১৩৪ অঃ।)

একলাই (দেশজ) কাজকরা সাদা চাদর।

একলিঙ্গ (ক্লী) একং লিঙ্গং যত্র, বহুব্রী। ১ সিদ্ধিসাধন স্থানবিশেষ, পঞ্চক্রোশ মধ্যে যেখানে অন্য লিঙ্গ দেখা যায় না, তাহাকেই একলিঙ্গ কহে, সেই স্থান অতিশয় সিদ্ধিপ্রদ। ২ (পুং) (একং লিঙ্গং পুংস্ত্বাদি যস্য) একলিঙ্গক শব্দ, যাহাকে অজহল্লিঙ্গ বলে, এই শব্দ অন্যলিঙ্গক শব্দের বিশেষণ হইলেও তাহার লিঙ্গের পরিবর্ত্তন হয় না। ৩ (পুং) একং পিঙ্গলনেত্ররূপং চিহ্নং যস্য। কুবের। [একপিঙ্গ দেখ]

৪ মেবারের রাজপুতগণের প্রধান উপাস্য দেবতা। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৪ ক্রোশে উত্তরে গিরিপথ মধ্যে একলিঙ্গদেবের মন্দির স্থাপিত। এই মন্দিরের চারিপাশে গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ, তাহাদের মধ্য হইতে অনেকগুলি সুনির্ম্মল নির্ঝর অবিরাম গতি প্রবাহিত হইতেছে, এই গিরিমালায় যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাও একলিঙ্গদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। একলিঙ্গদেবের মন্দির সাধারণ শিবমন্দিরের মত, নিম্নতল শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরে অলঙ্কৃত, মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভসমূহে শোভমান, মধ্যে সংহাররূপী মহাদেবের মূর্ত্তি, তাহাই একলিঙ্গ নামে বহুকাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। লিঙ্গের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দীমূর্ত্তি। একলিঙ্গদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণের চারি ধারে অন্যান্য দেবতার মন্দিরও আছে।

একলিঙ্গভাক্ (ত্রি) ১ যে বৃক্ষের পুষ্পসকল একজাতীয় কেশরবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র পরাগকেশর বা গর্ভকেশরবিশিষ্ট হয় তাহাকে একলিঙ্গভাক্ বৃক্ষ বলে।

একলু (পুং) একং লুনাতি, লূ-ক্বিপ্। ঋষিবিশেষ।

একবক্ত্র (পুং) একং ভীষণত্বেন মুখ্যতমং বক্ত্রং অস্য, বহুব্রী। ১ অসুরবিশেষ। ২ (ক্লী) একমুখী রুদ্রাক্ষ।

একবচন (ক্লী) একমেকত্বং উচ্যতে অনেন, বচ্ করণে ল্যুট্। ব্যাকরণোক্ত একত্ববাচক বিভক্তি। সু, অম্, টা, ঙে, ঙসি, ঙস্, ঙি, এই ৭টি বিভক্তি একবচনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

একবৎ (ত্রি) একোঽস্যাস্তি, এক-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ এক সংখ্যাবিশিষ্ট। ২ (অব্য) একস্যেব, এক-বতি। একটির ন্যায়।

একবদ্ভাব (পুং) একেন তুল্যো ভাবঃ ভবনং, ৩-তৎ। শব্দনিষ্ঠ একবচনান্তরূপ কার্য্য।

একবর্ণ (ত্রি) একো বর্ণো যত্র, বহুব্রী। ১ একমাত্র বর্ণবিশিষ্ট। ২ ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদশূন্য কাল, কলিকালের শেষ অবস্থা। ৩ (একঃ বর্ণঃ স্বরূপং যস্য) একস্বরূপ, একরূপ। ৪ (পুং) একএব বর্ণঃ। শুক্লাদি মধ্যে একটি বর্ণ। ৫ ব্রাহ্মণাদি মধ্যে একটি জাতি। ৬ একটি অক্ষর। ৭ (পুং) (একো মুখ্যো বর্ণঃ) শ্রেষ্ঠবর্ণ। ৮ শ্রেষ্ঠজাতি। ৯ বীজগণিতোক্ত তুল্য বর্ণবিশিষ্ট সজাতীয় দ্রব্যবিশেষ।

একবর্ণসমীকরণ (ক্লী) একবর্ণে তুল্যরূপো-সমীক্রিয়তে অনেন, ক্ল-ল্যুট্। বীজগণিতোক্ত বীজচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী বীজবিশেষ।

একবর্ণিক (ত্রি) একবর্ণং অর্হতি, একবর্ণ-ঠক্। অসাধারণ, একমাত্র দ্বিজাতিদিগের প্রতিপাল্য সত্যধর্ম্ম।

একবর্ণী (স্ত্রী) একমেব শব্দং বর্ণয়তীতি, একবর্ণ-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাদ্যবিশেষ, করতালী।

একবর্ষিকা (স্ত্রী) একো বর্ষো যস্যাঃ, একবর্ষ-কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। একবৎসর বয়সের বকনা।

(চতুস্ত্রৈহায়ণী ত্ব্যেকাদ্ব্যাদ্যেকাদিবর্ষিকা। হেম° ৪।৩৩৮।)

একবসন (ত্রি) একং বসনং যস্য, বহুব্রী। ১ উত্তরীয় বস্ত্রশূন্য, একমাত্র পরিধেয়ধারী। ২ একঞ্চ তৎ বসনঞ্চেতি, কর্ম্মধা (ক্লী) কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্র। ৩ একখানি বস্ত্র। ৪ একজাতীয় বস্ত্র। ৫ (ত্রি) একজাতীয় বস্ত্রবিশিষ্ট।

একবস্ত্র (ত্রি) [একবসন দেখ]

একবাক্য (ক্লী) একং একার্থং বাক্যং, কর্ম্মধা। ১ এক অর্থবোধক বাক্য। ২ অবিসম্বাদী বাক্য। ৩ (একং অবিসম্বাদি বাক্যং যস্য, বহুব্রী) (ত্রি) একমতানুসারি বাক্যযুক্ত।

একবাক্যতা (স্ত্রী) একবাক্য-তল্-টাপ্। বাক্যের ঐক্য।

একবাদ (পুং) একোঽভিন্নস্বরো বাদঃ বাদ্যম্, কর্ম্মধা। ডিণ্ডিম নামক বাদ্যবিশেষ।

একবাদ্য (ক্লী) একমভিন্নস্বরং বাদ্যম্। ডিণ্ডিম।

একাবাসা [স] (পুং) একং বাসোঽস্য, বহুব্রী। [একবসন দেখ।] ("নান্নমদ্যাদেকবাসাঃ।" মনু ৪।৪৫।)

একবিংশ (ত্রি) একবিংশতঃ পূরণঃ, একবিংশৎ ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮।) একবিংশতির পূরণ, যে সংখ্যার দ্বারা একুশ সংখ্যা পূর্ণ হয়।

একবিংশতি (স্ত্রী) একেন অধিকা বিংশতিঃ, মধ্যপদলো°। বিংশতি অপেক্ষা এক সংখ্যা অধিক, একুশ (২১)।

একবিংশতিতম (ত্রি) একবিংশতি-তমট্, (বিংশত্যাদিভ্যস্তমডন্যতরস্যাম্। পা ৫।২।৫৫।) একবিংশতির পূরণ।

একবিংশতিধা (অব্য) একবিংশতি-প্রকারার্থে-ধা। (সংখ্যায়াঃ বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২।) একবিংশতি প্রকার।

একবিংশস্তোম (পুং) একবিংশশ্চাসৌ স্তোমশ্চ, কর্ম্মধা। বিংশতি-মন্ত্রপরিমিত সামবেদোক্ত পৃষ্ঠ্যাদি নামক স্তুতিবিশেষ।

একবিধ (ত্রি) একা বিধা প্রকারোঽস্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ। এক-প্রকার, এক রকম।

একবিলোচন (ত্রি) একং বিলোচনং চক্ষুর্যস্য, বহুব্রী। ১ কাণা। ২ (পুং) জনপদবিশেষ। ৩ কুবের [একপিঙ্গ দেখ] ৪ (পুং স্ত্রী) কাক। ৫ (ক্লী) (কর্ম্মধা) একটি চক্ষু।

একবিষয়ী [ন্] (ত্রি) একো বিষয়ো ঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ একটিমাত্র বিষয়ে আসক্ত। ২ একমাত্র বিষয়বিশিষ্ট।

একবীজপত্রিক (ত্রি) যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুরোৎপত্তিকালে একটিমাত্র পত্রোদ্গম হয়। ইহার অপর নাম একপর্ণিক, ইংরেজি নাম 'মনোকটিলিডন' (Mono-cotyledon.)

একবীর (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহাবীর, সক্তুবীর ও সুবীরক। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ,—মদকারক, অতিশয় উষ্ণ, কটু, বেদনা ও বাতনাশক, কটিপৃষ্ঠাশ্রিত বাত-ব্যাধি এবং পক্ষাঘাতবিনাশক। (ত্রি) ২ (একোঽদ্বিতীয়ো বীরঃ কর্ম্মধা।) প্রধানবীর, অতিশয় বীর্য্যবান্।

একবীরাকল্প (পুং) তন্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রে বীরাচারদিগের আরাধ্য দেবতার রহস্য উক্ত আছে।

একবৃক্ষ (পুং) একো বৃক্ষোঽত্র বহুব্রী। ১ স্থানবিশেষ, চারি ক্রোশের মধ্যে যেখানে অপর বৃক্ষ দেখা যায় না, সেই স্থানকে একবৃক্ষ কহে। ২ (কর্ম্মধা) একটি মাত্র বৃক্ষ।

একবৃৎ (স্ত্রী) একধৈব বর্ত্ততে, বৃত-কর্ত্তরি ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ১ একরূপে বর্ত্তমান। ১ (একধা বর্ত্ততে অত্র, আধারে ক্বিপ্) স্বর্গলোক। ৩ (একধৈব বর্ত্ততে, ভাবে ক্বিপ্) একরূপ আবর্ত্তন।

একবৃন্দ (পুং) ১ সুশ্রুতোক্ত কণ্ঠগত মুখরোগবিশেষ। কণ্ঠমধ্যে গোলাকার, উন্নত, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট যে শোথ হয়, তাহাকে একবৃন্দ বলে, ইহা কঠিনস্পর্শ, গুরু এবং অপাকী অর্থাৎ পাকে না। এই রোগে প্রথমতঃ যে কোন উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিবে, পরে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার্য্য। দারুহরিদ্রা, নিমছাল, শালবৃক্ষের ছাল ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অৰ্দ্ধ তোলা, ৷৷০ অৰ্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে সেই জল পান করিবে। অথবা কটকী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক দ্রব্য ৷৴০ আনা অৰ্দ্ধ সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে ঐ কাথ পান করিবে। ২ (ক্লী) একরাশি।

একবৃষ (পুং) একোঽদ্বিতীয়ো বৃষঃ, কর্ম্মধা। ১ একটি বৃষ। ২ (একো বৃষো যস্য, বহুব্রী) (ত্রি) যাহার একটি বৃষ।

একবেণি [ণী] (স্ত্রী) একীভূতা সংস্কারাভাবেন জটাবৎ সংহতিং প্রাপ্তা বেণীঃ, কর্ম্মধা। প্রোষিতভর্তৃকার বেণী। নায়িকার পতিসহ বিচ্ছেদকালে একবেণিধারণ কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধ। ("ধৃতৈকবেণিঃ।" শকুন্তলা ৭ অঃ।)

একবেশ্ম [ন্] (ক্লী) একেনৈবাধিষ্ঠিতং বেশ্ম গৃহম্, কর্ম্মধা। যে গৃহে একটিমাত্র প্রাণী থাকে।

একশত (ক্লী) একমিতং শতম্, কর্ম্মধা। ১ একশ, ১০০। (ত্রি) (একেনাধিকং শতম্) ২ একাধিক শত। ৩ একশত সংখ্যাযুক্ত।

একশতক (ত্রি) একশতং পরিমাণমস্য, একশত-কন্। ১ একশত পরিমাণবিশিষ্ট। ২ (ক্লী) (স্বার্থে-কন্) একশত।

একশতধা (অব্য) একশত-ধা। (সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২।) একশত প্রকার।

একশফ (পুং, ক্লী) একং শফঃ খুরো যস্য, বহুব্রী। ১ (ত্রি) যাহাদিগের খুর জোড়া, অর্থাৎ খণ্ডিত নহে। ২ (পুং) অশ্ব।

একশঃ (অব্য) এক-শস্। একবার।

একশাখ (ত্রি) একা শাখা যস্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ। ১ বেদের তুল্যশাখাবিশিষ্ট। ২ একটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষাদি।

একশাল (পুং) গ্রামবিশেষ। ভরত রাজগৃহ হইতে অযো-ধ্যায় আসিবার কালে এই গ্রামে উপস্থিত হন। এই স্থান স্থাণুমতী নদীতীরে অবস্থিত। ("একশালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।" রামায়ণ ২।৭১।১৬।)

একশিতিপাদ্ (পুং) একঃ শিতিঃ কৃষ্ণঃ পাদোঽস্য, বহুব্রী। অশ্ববিশেষ; যাহার একটি পা সাদা, অশ্বমেধ যজ্ঞে এই অশ্ব বরুণদেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয়।

একশৃঙ্গ (পুং) একং শৃঙ্গং যস্য, বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অকাল প্রলয় উপস্থিত হইলে বিষ্ণু একশৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (কালিকাপু॰ ৩২ অঃ।) ২ একটি শৃঙ্গবিশিষ্ট পশু। ৩ পিতৃগণবিশেষ। (লিঙ্গপু॰ ৪৯।৪৭, ৫০।৭) ৪ একটি শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বত। ৫ গণ্ডার। [গণ্ডার দেখ।]

বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ঋষিবিশেষ, পঞ্জাবপ্রান্তে সহরিবাহল নামক স্থানে ইহার একটি স্তূপ আছে। [একশৃঙ্গী দেখ।]

একশৃঙ্গী, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একজন ঋষিকুমার, কাশ্যপের বীর্য্যে হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের মত ইঁহারও জন্ম হয়। ইঁহার মাথায় একটি শৃঙ্গ থাকায় ইঁহার একশৃঙ্গ নাম হইল। কাশ্যপরাজের কন্যার সহিত একশৃঙ্গের বিবাহ হয়। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্প-লতার মতে, ইনিই বুদ্ধ। (নলিনী-অবদান দেখ।)

একশেষ (পুং) একঃ শেষো ঽবশিষ্টো যস্য, বহুব্রী। ১ দ্বন্দ্ব

সমাসবিশেষ, এই সমাসে দুই বা ততোধিক শব্দের একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে দ্বিবচন বা বহুবচন যুক্ত হয়। যেমন মাতা চ পিতা চ পিতরৌ। ২ (একঃ শেষঃ মূলমস্য) একশিকড়যুক্ত বৃক্ষবিশেষ। ৩ অতিশয়।

একশৈল (ক্লী) বরঙ্গলের প্রাচীন নাম।

একশ্রুতি (ত্রি) একা শ্রুতির্যস্য, বহুব্রী°। ১ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরের মিশ্রিত শব্দ। ২ (স্ত্রী) একমাত্র স্বরশ্রুতি। ৩ এককর্ণবিশিষ্ট। ৪ (একা শ্রুতিঃ। কর্ম্মধা) (স্ত্রী) একবেদ।

একষষ্ট (ত্রি) একষষ্ট্যাঃ পূরণম্, একষষ্টি-ডট্। যে সংখ্যা দ্বারা একষষ্টি সংখ্যা পূর্ণ হয়।

একষষ্টি (স্ত্রী) একেন অধিকা ষষ্টিঃ, মধ্যপদলো°। ৬০ ষাট অপেক্ষা একসংখ্যা অধিক; একষট্টি, ৬১।

একশিরা (দেশজ) কোষবৃদ্ধিরোগ; কাহারও কাহারও কেবল একদিকের কোষ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার একশিরা নাম হইয়াছে। সাধারণতঃ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তি-দিন হইতে এই রোগের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, তাহাতে কোষে অতিশয় বেদনা এবং ২ দিন ৩ দিন একজ্বর হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে 'বাতশিরা' বলিয়া থাকে। বৈদ্যক মতে ইহার নাম বৃদ্ধি, এই রোগ বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত মেদঃ, মূত্র ও অন্ত্র এই সাতটি কারণে উৎপন্ন হয়। এই সকল দোষের অন্যতম কোন দোষ কুপিত হইয়া, কোষবাহিনী ধমনী আশ্রয় করে, তজ্জন্যই কোষদ্বয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বরূপ, বস্তি, কটী, মুষ্ক ও মেঢ্রদেশে বেদনা, বাত নিরোধ ও ফলকোষের বৃদ্ধি হয়।

বাতবৃদ্ধি—বায়ু পরিপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় বিস্তৃত, কর্কশাকার ও অকারণ বেদনাবিশিষ্ট হয়। পিত্তবৃদ্ধি—পক্ব যজ্ঞডুমুরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, জ্বর, দাহ এবং সন্তাপযুক্ত, অল্পকালেই বৃদ্ধি পায় এবং পাকিয়া উঠে। শ্লেষ্মবৃদ্ধি—কঠিন স্পর্শ, অল্প বেদনাযুক্ত, শীতল ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। রক্তবৃদ্ধি—পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক-সমূহের দ্বারা আবৃত হয়। মেদোবৃদ্ধি—মৃদু, স্নিগ্ধ, কণ্ডু-বিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত ও আকারে তালফলের ন্যায় হইয়া থাকে। মূত্রবৃদ্ধি—মূত্রবেগধারক ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে, এই বৃদ্ধি জলপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় গমনাদি সময়ে সঞ্চালিত হয়, ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, বৃষণদ্বয়ে বেদনা এবং কোষদ্বয় ফুলিয়া উঠে। ভারবহন, বলবান্ জন্তুর সহিত যুদ্ধাদি, বৃক্ষাদি হইতে পতন ও এইরূপ অন্যান্য পরিশ্রম জন্য বায়ু কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অপর স্থূলাগ্রের একদেশের সহিত অধোগত হইয়া, কুঁচ্‌কি স্থানে উপস্থিত হয় এবং তথায় গ্রন্থিরূপে অবস্থান করে। এই সময়ে কোন প্রতিক্রিয়া না হইলেই ক্রমে ঐ বায়ু ফলকোষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুষ্কশোথ উৎপাদন করে; ইহার আকার ফোলা ভিস্তির মত। কোনরূপে কোষস্থান পীড়িত হইলেই, অন্ত্রসহ বায়ু উর্দ্ধগত হয় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্ব্বার অধোগত হইয়া শোথ উৎপাদন করে। ইহারই নাম অন্ত্রবৃদ্ধি। এই অন্ত্রবৃদ্ধিকে অনেকে অসাধ্য বলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ একশিরা প্রথম হইবামাত্র, দোক্তা তামাক-পাতা, কদম্বপাতা ও জয়ন্তীপাতা অগ্নিসন্তাপে রুটির ন্যায় করিয়া তাহার দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে উপশম হয়।

আফুলো চালিতাগাছের দক্ষিণদিকের শিকড় মাদুলি দ্বারা কটিদেশে ধারণ করিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

বাতিক বৃদ্ধি রোগে গুগ্‌গুল ৪ মাসা, এরণ্ডতৈলে পেষণ করিয়া ২ পল গোমূত্রের সহিত সেবন করিবে। কফজ বৃদ্ধিতে গোমূত্র ২ পল ও এরণ্ডতৈল ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। পৈত্তিক বৃদ্ধিতে একমাস কাল এরণ্ড-তৈল ২ তোলা ২ পল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। রক্ত-চন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণামূল, নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক বৃদ্ধির দাহ ও শোথ নিবারিত হয়।

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি আরোগ্য হয়। গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণ সমভাগ অল্পকালমৃত শামুকের মধ্যে রাখিয়া সপ্তাহকাল সূর্য্যকিরণে পাক করিবে, পরে ঐ ঘৃত মালিশ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বৃদ্ধিরোগও আরোগ্য হয়। মূত্রবৃদ্ধিতে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া স্রাব করাইবে। বাম কোষ বৃদ্ধি হইলে সেবনীর দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণ কোষ বৃদ্ধি হইলে বামদিকে অস্ত্র করিতে হয়। (লিঙ্গমূল হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত যে একটি শেলাইয়ের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকেই সেবনী বলে।) সর্ব্বদা পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে টানিয়া নেংটি কিম্বা কাচ, জাঙ্গিয়া, এই সকল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

একসপ্ততি (স্ত্রী) একাধিকা সপ্ততিঃ, মধ্যপদলো°। ৭১ একাত্তর সংখ্যা।

একসভ (পুং) একা সভা যস্য, বহুব্রী। ১ জগদীশ্বর, জগৎরূপ একটি সভার তিনিই অধীশ্বর, এ জন্য তাঁহাকে একসভ বলিয়া থাকে। (ত্রি) একসভাবিশিষ্ট।

একসর্গ (ত্রি) একস্মিন্ বিষয়ে সর্গো নিশ্চয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ একনিশ্চয়, একাগ্রচিত্ত। ২ (কর্ম্মধা°) (পুং) একটি সৃষ্টি।

একসহস্র (ত্রি) একসহস্রং একাধিক সহস্রং বা পরিমাণমস্য, বহুব্রী। এক হাজার বা হাজার এক পরিমাণবিশিষ্ট। ২ (ক্লী) (কর্ম্মধা) একহাজার, ১০০০। ৩ একাধিক হাজার, ১০০১।

একসূত্র (পুং) একং সূত্রং যস্য, বহুব্রী। ডমরু বাদ্য; ইহা এক একটি সূত্রের দ্বারা বাজান যায়।

একসূনু (ত্রি) একোঽদ্বিতীয়ঃ সূনুর্যস্য, বহুব্রী। ১ যাহার একটিমাত্র পুত্র। ২ (কর্ম্মধা) (পুং) একটি পুত্র।

একস্থ (ত্রি) একস্মিন্ তিষ্ঠতি, স্থা-ক। একস্থানে স্থিত।

একহংস (ক্লী) একঃ শ্রেষ্ঠো হংসো যত্র, বহুব্রী। ১ তীর্থ-সরোবর বিশেষ।

("একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।"
ভারত বন ৮৩ অঃ।)

২ (পুং) জীবাত্মা। ৩ (কর্ম্মধা) একটি হংস।

একহায়ন (পুং) একো হায়নো বয়োমানং যস্য, বহুব্রী। এক বৎসরের বাছুর।

একহায়নী (স্ত্রী) একহায়ন-ঙীষ্ (দামহায়নান্তাচ্চ। পা ৪।১।২৭।) ১ এক বছরের বক্না। ২ উদ্ভিদ্‌বিশেষ; যে সকল উদ্ভিদ্ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া একবৎসরের মধ্যে জীবনের যাবতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বীজোৎপাদন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে একহায়নী বা একবর্ষীয় বলে।

একহারা (দেশজ) ১ কৃশ, যাহাকে হাড়ে মাসে জড়িত বলে। ২ একমাত্র।

একহৃদয় (ত্রি) একমভিন্নং হৃদয়ং যস্য, বহুব্রী। ১ অভিন্ন-হৃদয়। যাহার সহিত মনোভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ২ (একস্মিন্ বিষয়ে হৃদয়ং যস্য।) একাগ্রচিত্ত।

একা (স্ত্রী) এক-টাপ্। ১ দুর্গা। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—যেরূপ স্ফটিক বিবিধ বর্ণের প্রভা প্রাপ্ত হইলে, তাহাও বিবিধ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ একমাত্র দেবীও গুণবশেই বহু বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকেন। (দেবীপু° ৪৫ অঃ।) ২ অদ্বিতীয়া। ৩ একাকিনী। ৪ (দেশজ) একাকী।

একাংশ (পুং) এক এব অংশঃ কর্ম্মধা। একভাগ।

একাকার (ত্রি) একস্তুল্য আকারো যস্য, বহুব্রী। ১ সমান আকারবিশিষ্ট। ২ মিশ্রিত।

একাকী [ন্] (ত্রি) এক-আকিনিচ্। (একাদাকিনি-চ্চাসহায়ে। পা ৫।৩।৫২।) অসহায়, একলা, একা, একক, একল। ("একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।" চণ্ডী।)

একাক্ষ (পুং) একমক্ষি যস্য, এক-অক্ষি-ষচ্; (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ১ কাক। পদ্মপুরাণে কাকের একনেত্রত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"বনগমনের পর চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি কালে, একদা রাম, সীতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন এক কামুক কাক সীতার কুচদেশে তীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল; রাম এই দুষ্ট কাকের এইরূপ আচরণদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কাক প্রাণভয়ে নানা স্থানে নানা দেবতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু স্বীয় প্রাণনাশের আশঙ্কায় কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। তখন কাক বিধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় চাহিল, বিধাতা স্বয়ং আশ্রয় দিতে না পারিয়া, তাহাকে রামের শরণাগত হইতে পরামর্শ দিলেন। সেই উপদেশ মত কাক প্রাণভয়ে বিপন্ন অবস্থায় রামের নিকট পতিত হইল; সীতা তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রামকে তাহার জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। রামও করুণার্দ্র হইয়া তাহার একটি চক্ষু মাত্র বাণভোগ্য করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন।" (ত্রি) ২ একনেত্র-বিশিষ্ট, কাণা।

একাক্ষর (ক্লী) একমদ্বিতীয়মক্ষরম্, কর্ম্মধা। ১ একটি স্বরবর্ণ। ২ ওঁকার। ৩ একমক্ষরং যত্র, বহুব্রী। (ত্রি) একটি অক্ষরবিশিষ্ট।

একাক্ষরকোষ (পুং) অভিধান বিশেষ, এক একটি অকা-রাদিক্রমে অক্ষর অবলম্বন করিয়া এই অভিধান লিখিত।

একাগ্র (ত্রি) একং অগ্রং পুরোগতং জ্ঞেয়মস্য, বহুব্রী। ১ অনন্যচিত্ত, এক বিষয়ে আসক্ত। ২ অনাকুল। (একাগ্রমন্যলিঙ্গং স্যাদেকতানেঽপ্যনাকুলে। মেদিনী।)

একাগ্রচিত্ত (ত্রি) একাগ্রং একবিষয়াসক্তং চিত্তং যস্য, বহুব্রী। একমনাঃ, এক বিষয়েই যাহার চিত্ত আসক্ত।

একাগ্রতা (স্ত্রী) একাগ্র ভাবঃ, একাগ্র-তল্-টাপ্। ১ এক বিষয়ে আসক্তি। ২ ত্রিগুণাত্মকচিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক এবং রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপ, তন্দ্রাদির অভাব হইলে বিষয়ান্তরের অবলম্বনরূপ সংসর্গশূন্যচিত্তের ধর্ম্মবিশেষ।

একাগ্রত্ব (ক্লী) একাগ্রস্য ভাবঃ, একাগ্র-ত্ব, (তস্য ভাব-স্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) [একাগ্রতা দেখ]

একাগ্রদৃষ্টি (ত্রি) একস্মিন্নেব অগ্রে পুরোগতে দৃষ্টিরস্য, বহুব্রী। ১ একমাত্র বিষয়ে যাহার দৃষ্টি। ২ (কর্ম্মধা) (স্ত্রী) এক বিষয়ে দৃষ্টি।

একাগ্রমনাঃ (ত্রি) একাগ্রং একবিষয়াসক্তং মনো যস্য, বহুব্রী। একাগ্রচিত্ত।

একাগ্র্য (ত্রি) একং অগ্র্যং যস্য, বহুব্রী। একাগ্র। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—একতান, অনন্যবৃত্তি, একায়ন, একসর্গ, একাগ্র ও একায়নগত।

একাগ্নী (স্ত্রী) একটিমাত্র বীরঘাতক বাণবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—এই বাণ কর্ণ ইন্দ্রকে স্বীয় কবচ দান করিয়া অর্জ্জুন বিনাশের জন্য তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটোৎকচের ভীষণ সমরে ভীত হইয়া এই বাণে তাহাকেই বিনাশ করেন।

একাঙ্গ (পুং) একং সুন্দরত্বেন মুখ্যং অঙ্গমস্য, বহুব্রী। ১ বুধগ্রহ। ২ (ক্লী) চন্দন। একমদ্বিতীয়মঙ্গং, কর্ম্মধা। ৩ এক অঙ্গ। একং শ্রেষ্ঠমঙ্গং। ৪ মস্তক। (পুং, স্ত্রী) একমভিন্নং অঙ্গং চিত্তং শরীরং বা যয়োঃ। ৫ দম্পতী।

একাণ্ড (পুং) একমণ্ডস্য, বহুব্রী। একবৃষণবিশিষ্ট অশ্ববিশেষ।

একাত্মা (পুং) একো হভিন্ন আত্মা, কর্ম্মধা। ১ অদ্বিতীয় আত্মা। একোঽভিন্ন আত্মা যস্য বহুব্রী। (ত্রি) ২ অভিন্নহৃদয়। এক আত্মা স্বরূপং যস্য। ৩ একরূপ। (এক অসহায় আত্মা যস্য) ৪ সহায়শূন্য আত্মা।

একাত্মবাদী [ন্] (ত্রি) একএব আত্মেতি বক্তুং শীলমস্য, এক-আত্মন্-বদ-ণিনি। ১ বেদান্তমতাবলম্বী। বেদান্তে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত আছেন। ২ বেদান্তশাস্ত্র।

একাদশ [ন্] (ত্রি) একেন অধিকা দশ, মধ্যপদলো°। ১ দশ হইতে একসংখ্যা অধিক; এগার ১১। (একাদশন্ পূরণার্থে ডট্) একাদশং। ২ যে সংখ্যার দ্বারা একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। ৩ একাদশ সংখ্যাযুক্ত।

একাদশক (ত্রি) একাদশ পরিমাণমস্য, একাদশ-কন্। একাদশ পরিমাণবিশিষ্ট।

একাদশকৃত্বস্ (অব্য) একাদশন্-কৃত্বসুচ্ (সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিগণনে কৃত্বসুচ্। পা ৫।৪।১৭) একাদশবার।

একাদশদ্বার (ক্লী) একাদশদ্বারাণি রন্ধ্রাণ্যস্য, বহুব্রী°। শরীর; শরীর মধ্যে চক্ষু কর্ণ নাসিকায় দুইটি করিয়া ছয়, মুখ এক ব্রহ্মরন্ধ্র এক, নাভি এক ও অধোদেশে গুহ্য ও মেঢ্র দুই, এই একাদশটি ছিদ্র আছে। সাধারণত ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি বাদ দিয়া লোকে নবদ্বার বলিয়া থাকে।

একাদশাহ (পুং) একাদশানাং অহ্নাং সমাহারঃ একাদশ—অহন্-টচ্। ১ এগারদিনের সমাহার। ২ (একাদশাহো অস্ত্যস্য অচ) একাদশ দিবসসাধ্য যজ্ঞবিশেষ। ৩ ব্রাহ্মণদিগের একাদশ দিবসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ।

একাদশতনু (পুং) একাদশ তনবো যস্য, বহুব্রী°। মহাদেব; একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ জন্য ইঁহার নাম একাদশতনু ও একাদশরুদ্র। একাদশ নাম যথা—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর।

একাদিক্রম (ত্রি) একাদিরেক প্রভৃতিঃ ক্রমো যস্য, বহুব্রী। আনুপূর্ব্বিক, অনুক্রম।

একাদিক্রমে (দেশজ) প্রথম হইতে।

একাদশিন্ (ত্রি) একাদশসংখ্যা পরিমাণ মস্যাস্তীতি, একাদশ-ডিনি। একাদশ সংখ্যা-পরিমিত।

একাদশী (স্ত্রী) একাদশানাং পূরণী, একাদশন্-ডট্-ঙীপ্। ১ তিথিবিশেষ; এই তিথিতে শুক্লপক্ষে সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা নির্গত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ইহার নামান্তর হরিদিন ও হরিবাসর।

তন্ত্রে একাদশীর এইরূপ ব্যবস্থা আছে—বৈষ্ণব, সপুত্রক, গৃহী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণএকাদশীতে উপবাসের নিত্য অধিকার। বৈষ্ণব ও তাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের হরিশয়নের মধ্যবর্ত্তি-সময়ে কৃষ্ণএকাদশীতে নিত্য অধিকার। অপুত্রক গৃহীদিগের সকল একাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য। কাম্য উপবাসে সকলেরই সমান অধিকার। নিত্য উপবাসে রবি শুক্রাদি দোষ মানিবার আবশ্যক নাই। অষ্টম বর্ষ হইতে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত মানব এই উপবাসে অধিকারী। বিধবাদিগের সমুদায় একাদশীতেই নিত্য অধিকার, তাহাতে মলমাসাদি কোন দোষই বাধক হয় না।

একাদশীর উপবাসবিধি,—পারণ দিনে দ্বাদশী পাইলে পূর্ণা ত্যাগ করিয়া খণ্ডা একাদশীতে গৃহী উপবাস করিবে; কিন্তু তাহা না হইলে গৃহী পূর্ণা দিনে ও তদ্ভিন্ন অপর দিনে এবং বিধবাগণ পর দিনে উপবাস করিবে। যে দিন উদয়ের দুই দণ্ড পূর্ব্ব হইতে একাদশী আরম্ভ হয়, তাহাকেই পূর্ণা একাদশী বলে। পূর্ব্ব দিন দশমী ও পর দিন দ্বাদশীযুক্ত হইলে পরদিনেই উপবাস কর্ত্তব্য। অরুণোদয় কালে দশমী থাকিলে, তাহাকে বিদ্ধা একাদশী কহে। বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। এরূপ অবস্থায় দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা উচিত।

হরিভক্তিবিলাস-মতে উপবাস-ব্যবস্থা,—বৈষ্ণবগণ উপবাসের পূর্ব্ব দিনে প্রাতঃ স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি সুবেশ করিবে, তৎপরে—

"দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব।
ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব॥"

"হে দেবদেবেশ! আমি দশমী দিন হইতে তোমার ব্রত করিব, এই তিনদিন আমায় নির্ব্বিঘ্ন কর।"

এই মন্ত্র বলিয়া, মহোৎসব সহকারে সঙ্কল্প করিবে। হরিবাসরে ক্ষারলবণ পরিত্যাগ করিয়া একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, মৃত্তিকাশয়নে শয়ন করিবে এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমকে স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে।

স্কন্দপুরাণে দশমী দিবসে কাংস্য পাত্র, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাবাক্য, দুইবার ভোজন, পরিশ্রম ও পারণ দিনের নিষিদ্ধ কার্য্য সকল নিষিদ্ধ।

দেবলোক্ত উপবাসদিন-কর্ত্তব্য,—

উত্তরাস্য হইয়া জলপূর্ণ উড়ুম্বর পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে তিন অঞ্জলি পুষ্পদান ও মন্ত্রপূত জল পান করিয়া উপবাস গ্রহণ করিবে।

মন্ত্র—"একাদশ্যাং নিরাহারা স্থিতাহমপরেঽহনি।

ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

হে পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত ! আমি একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব, তুমি আমার আশ্রয় হও। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই নিরাহার, সমাহিত চিত্ত, সম্যক্ বিধানানুসারে স্নান, স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রপরিধান, জিতেন্দ্রিয়তা অবলম্বন করিয়া, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বহুবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, স্তোত্র, মনোরম নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি সহকারে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। স্কন্দপুরাণেও রাত্রি-জাগরণের ব্যবস্থা ঐরূপ লিখিত আছে, বিশেষতঃ রাত্রির প্রত্যেক প্রহরে হরির আরতি করিবার বিধান আছে।

পারণ-দিনে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শ্রীহরির পূজা সমাপনপূর্ব্বক—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।

প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"

'হে নাথ কেশব ! এই ব্রতের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তুমি অজ্ঞান-তিমিরান্ধকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান কর।' এই মন্ত্রপাঠ করিয়া উপবাস সমর্পণ করিবে, তাহার পর হরিকে স্মরণ করিয়া ব্রত সিদ্ধির জন্য পারণ করিবে। যে ব্যক্তি পারণ দিনে দ্বাদশী অতিক্রম করিয়া, ত্রয়োদশীতে ভোজন করে, তাহার শত জন্ম পর্য্যন্ত নরকবাস হইয়া থাকে। দ্বাদশী অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে অরুণোদয় সময়ে এবং অত্যল্প হইলে নিশীথ কালের পর পারায়ণ কর্ত্তব্য। দ্বাদশীর প্রথম অংশেরও নাম হরিবাসর, অতএব ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া পারণ করা উচিত। স্কন্দপুরাণে দ্বাদশীতে এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য, যথা— মধু, মাংস, সুরা, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্য, তাম্বুল, লোভ, নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন, মিথ্যাবাক্য, প্রবাস, দিবাস্বপ্ন, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য, মসূর, দ্যূতক্রীড়া, হিংসা, ছোলা, কোরদূষক ও ঔষধ।

একাদশীতে উপবাসে অসমর্থ হইলে, পুত্র অথবা অপর ব্রাহ্মণকে উপবাস করাইবে। কিম্বা যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। (বায়ুপু°)

মার্কণ্ডেয় বলেন—বালক, বৃদ্ধ ও আতুরগণ, একবার আহার অথবা ফলমূল আহার করিয়াও একাদশী করিবে। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে—শয়ন, উত্থান, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন এবং একাদশীতে ফলমূলাহার কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বসাগরের মতে— একাদশীতে উপবাসের ন্যায় অপর কোন পুণ্য কার্য্যই নাই, ইহা স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য ও পুত্রপ্রদ।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—যে ভক্তিসহকারে একাদশী ব্রতে করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোক ও বিষ্ণুস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

নানা পুরাণে একাদশীর ষড়্‌বিংশটি নাম কথিত আছে। যথা,—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণএকাদশীর নাম উৎপন্না ১, শুক্লা মোক্ষা ২, পৌষের কৃষ্ণা সফলা ৩, শুক্লা পুত্রদা, ৪, মাঘের কৃষ্ণা ষট্‌তিলা ৫, শুক্লা জয়া ৬, ফাল্গুনের কৃষ্ণা বিজয়া ৭, শুক্লা আমর্দকী ৮, চৈত্রের কৃষ্ণা পাপমোচনী ৯, শুক্লা কামদা ১০, বৈশাখের কৃষ্ণা বরূথিনী ১১, শুক্লা মোহিনী ১২, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা অপরা ১৩, শুক্লা নির্জ্জলা ১৪, আষাঢ়ের কৃষ্ণা যোগিনী ১৫, শুক্লা পদ্মা, ১৬, শ্রাবণের কৃষ্ণা কামিকা ১৭, শুক্লা পুত্রদা ১৮, ভাদ্রের কৃষ্ণা অজা ১৯, শুক্লা বামনা ২০, আশ্বিনের কৃষ্ণা ইন্দিরা ২১, শুক্লা পাপাঙ্কুশা ২২, কার্ত্তিকের কৃষ্ণা রমা ২৩, শুক্লা প্রবোধিনী ২৪, মলমাসের শুক্লা সুমদ্রা ২৫, কৃষ্ণা কমলা ২৬।

স্মৃতিশাস্ত্রে কৃষ্ণা একাদশীতে মাতাপিতার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস মতে বৈষ্ণবদিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের ব্যবস্থা এই, একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে সেদিন শ্রাদ্ধ না করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে, দাতা, ভোক্তা ও প্রেতলোক নরকস্থ হইয়া থাকে।

একাদশীতে জন্মগ্রহণ করিলে সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধী, ক্লেশসহ, সুভাবী, যজ্ঞকারী, স্বজনপ্রতিপালক, মহামতি, দেবতা ও গুরুজনপ্রিয় এবং হৃষ্টচেতা হইয়া থাকে। (কোষ্ঠী-প্রদীপ)। (ত্রি) ২ এগার সংখ্যাবিশিষ্ট। ("একাদশ ধার্ত্তরাষ্ট্রী কৌরবাণাং মহাচমূঃ।" ভারত ভীষ্ম ১৬।২১।)

একাদশীতত্ত্ব (ক্লী) স্মৃতিশাস্ত্রের অংশবিশেষ, এই অংশে একাদশীর বিষয় বর্ণিত আছে।

একাদশীব্রত (ক্লী) একাদশীমধিকৃত্য ব্রতম্, মধ্যপদলো°। একাদশী তিথিতে উপবাসাদি ধর্ম্মকার্য্য। [একাদশী দেখ]

একাদি (ত্রি) এক আদির্যস্য, বহুব্রী°। ১ এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা। ২ ঐ সংখ্যাবিশিষ্ট।

কবিকল্পলতায় একাদি সংখ্যাবাচক কতকগুলি শব্দ সংগৃহীত আছে, যথা—১ এক, ব্রহ্ম, ইন্দ্রহস্তী, ইন্দ্রাশ্ব, গণেশদন্ত, শুক্রচক্ষু। ২ দ্বয়, পক্ষ, নদীকূল, অসিধারা, রামনন্দন। ৩ ত্রয়, কাল, অগ্নি, ভুবন, গঙ্গামার্গ, ঈশদৃক্, গুণ। ৪ চতুর্, বেদ, ব্রহ্মাস্য, জাতি, সমুদ্র, হরিবাহু, ঐরাবতদন্ত, সেনাঙ্গ, উপায়, যাম, যুগ, আশ্রম। ৫ পঞ্চ, পাণ্ডব, রুদ্রাস্য, ইন্দ্রিয়, স্বর্গতরু, ব্রত, অগ্নি। ৬ ষষ্ঠ, বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র, তর্কাঙ্গ, দর্শন, চক্রবর্ত্তী, কার্ত্তিকেয়াস্য, গুণ, রস। ৭ সপ্ত, পাতাল, ভুবন, মুনি, দ্বীপ, সূর্য্যাশ্ব, বার, সমুদ্র, নৃপ, রাজ্যাঙ্গ, ব্রীহি, বহ্নি, শিখাদ্রি। ৮ অষ্ট, যোগাঙ্গ, বসু, ঈশমূর্ত্তি, দিগ্‌গজ, সিদ্ধি। ৯ নব, অঙ্ক, দ্বার, ভূখণ্ড, ছিন্নরাবণমস্তক, ব্যাঘ্রীস্তন, সুরাকুণ্ড, সেবধি, অঙ্ক, রস, গ্রহ। ১০ দশ, হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমৌলি, কৃষ্ণাবতার, দিক্, বিশ্বেদেবা, অবস্থা, চন্দ্রাশ্ব। ১১ একাদশ, রুদ্র, কুরুরাজসেনা। ১২ দ্বাদশ, সূর্য্য, রাশি, সংক্রান্তি, কার্ত্তিকেয়বাহু, শারীরকোষ্ঠ, কার্ত্তিকেয়নেত্র, রাজমণ্ডল। ১৩ ত্রয়োদশ, তাম্বূল, গুণ। ১৪ চতুর্দ্দশ, বিদ্যা, মনু, ত্রিদিব, রাজা, ভুবন, ধ্রুবতারকা। ১৫ পঞ্চদশ, তিথি। ১৬ ষোড়শ, চন্দ্রকলা। ১৯ অষ্টাদশ, দ্বীপ, বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি, ধান্য। ২০ বিংশতি, রাবণহস্ত, অঙ্গুলি। ১০০ শত, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, শতভিষকৃতারকা, পুরুষায়ুঃ, রাবণাঙ্গুলি, পদ্মদল, ইন্দ্রযজ্ঞ, সমুদ্রযোজন। ১০০০ সহস্র জাহ্নবীপথ, অনন্তশীর্ষ, পদ্মদল, রবিবাণ, অর্জ্জুনহস্ত, বেদশাখা, ইন্দ্রচক্ষু।

একাদেশ (পুং) একশ্চাসৌ আদেশশ্চ, কর্ম্মধা°। ১ ব্যাকরণোক্ত উভয় শব্দ বা উভয় স্থান গ্রহণ করিয়া একটিমাত্র আদেশ। ২ এক আজ্ঞা।

একাদ্‌নবিংশতি (ত্রি) একেন নবিংশতিঃ, এক-আদুক্; (একাদিশ্চৈকস্য চাদুক্। পা ৬।৩।৭৬।) অনুনাসিকো বিকল্পঃ। একোনবিংশতি, উনিশ, ১৯।

একাধিপতি (পুং) একঃ প্রধানো অধিপতিঃ। প্রধান অধিপতি, চক্রবর্ত্তী রাজা, সম্রাট্।

একানংশা (স্ত্রী) একো ন অংশো যস্যাঃ, বহুব্রী°। পার্ব্বতী; হরিবংশে লিখিত আছে, যশোদা-গর্ভে যোগমায়া এই নাম গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একানুদিষ্ট (ত্রি) একমনুদ্দিষ্টম্। একের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ।

একান্ত (ক্লী) একস্মিন্নেব অন্তঃ সমাপ্তির্যস্য, বহুব্রী°। ১ অত্যন্ত, অতিশয়, ভর, অতিবল, ভৃশম্, অত্যর্থ, অতিমাত্র, উদ্‌গাঢ়, নির্ভর, তীব্র, নিতান্ত, গাঢ়, বাঢ়, দৃঢ়। ২ (ত্রি) অত্যন্ত বিশিষ্ট। ৩ যাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ৪ নির্জ্জন। (একান্তং ক্লীবমত্যর্থে নির্জ্জনে তদ্‌যুতে ত্রিষু। শব্দাব্ধি।)

একান্তচারী [ন্] (ত্রি) একান্ত-চর-ণিনি। নির্জ্জনে ভ্রমণকারী।

একান্ততা (স্ত্রী) একান্ত-তল-টাপ্। ১ আতিশয্য। ২ নির্জ্জনতা।

একান্তত্যাগবাদ (পুং) বৌদ্ধদিগের বাদবিশেষ; বস্তুর এক স্বরূপতা আছে, এই সম্বন্ধের ত্যাগপ্রতিপাদক বাদ।

একান্তদুঃষমা (স্ত্রী) দুষ্টা সমা বর্ষঃ দুঃষমা, একান্তং দুঃষমা, ২ তৎ। বৌদ্ধকল্পিত কালবিশেষ।

একান্তর (ত্রি) একমন্তরং ব্যবধানম্ যস্য, বহুব্রী°। ১ একান্তরবর্ত্তী। ২ একদিন ব্যবধানে ভোজনরূপ ব্রতবিশেষ। ৩ একদিন ব্যবধানে উৎপন্ন জ্বরবিশেষ, সাধারণতঃ ইহাকে পালাজ্বর কহে। বৈদ্যকোক্ত ইহার নাম তৃতীয়ক জ্বর। ("তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি।" মাধবনি°।)

একান্তসুষমা (স্ত্রী) সুষ্ঠু সমা বর্ষঃ সুষমা, একান্তং সুষমা, ২ তৎ। বৌদ্ধোক্ত মতানুযায়ী কালবিশেষ।

একান্তী [ন্] (ত্রি) একান্তমস্যাস্তি, একান্ত-ইনি। ১ অতিশয়যুক্ত। ২ বিষ্ণুভক্ত বিশেষ।

("একান্তেনাসমো বিষ্ণুর্যস্মাদেষাং পরায়ণঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥"
গরুড়° ১৩১ অঃ।)

একান্ন (ত্রি) একং এককালপক্কং অন্নং যত্র, বহুব্রী°। ১ একবার খাইয়া ব্রতপালন। ২ (একমবিভক্তমন্নং যস্য) একান্নভুক্ত পরিবার। ৩ (একমেকবারং অন্নং ভোজনং যস্য) একবার-ভোজী। ৪ সহভোজী। ৫ (দেশজ) একপঞ্চাশৎ, ৫১।

একান্নবিংশতি (ত্রি) একেন নবিংশতিঃ চাদুক্, অনুনাসিকশ্চ। একোনবিংশতি, ১৯।

একান্নভুক্ (ত্রি) একান্নং ভুনক্তি, একান্ন-ভুজ্-ক্বিপ্। [একান্ন দেখ।]

একাম্র (ক্লী) একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্তেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিভোঃ॥" ১২ অঃ।
"চতুর্দ্দেহস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণীময়ঃ।
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্॥" ১৩অঃ।

উক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, একাম্রকানন উৎকল দেশে এবং নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে অবস্থিত। এখন দেখা যাউক, এই স্থানের এরূপ নামকরণ হইবার কারণ কি?

কপিলসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ।
তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্ ॥ ৫৫
মহোচ্ছ্রায়ঃ সুশাখী চ নববিক্রমপল্লবঃ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষকামাশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ ॥ ৫৬
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার মুরনাশনঃ।
তস্য মূলে মহেশস্তু তন্নাম্না খ্যাতিমাগতঃ ॥" ৫৭

১৩ অধ্যায়।*

পুরাকল্পে সেই স্থানে মুক্তিদায়ক এক আম্রবৃক্ষ ছিল। সেই বনে কেবলমাত্র একটি আম্র বৃক্ষ থাকায়, তাহার নাম 'একাম্রবন' হইয়াছে;—এই বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ, সুন্দর শাখাবিশিষ্ট এবং নব নব কিশলয় ও পল্লবশোভিত। তাহার ফল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গফলপ্রদায়ক। সেই গোপনীয় বৃক্ষ স্বয়ং মুরারি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এখন একাম্রকাননে ভূমি পরিমাণ এবং চতুঃসীমা নির্ণয় করা আবশ্যক।—কপিলসংহিতার মতে, ইহার পরিমাণ একক্রোশমাত্র।

"সমন্তাৎ ক্রোশমাত্রে চ কোটিলিঙ্গাবৃতা মহী ॥" ১১।৩। একাম্রচন্দ্রিকা-নামক একখানি আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থের মতে—

"ক্ষেত্রস্য পূর্ব্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্ ॥
ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে ॥"

একাম্র-চন্দ্রিকায় এই স্থানের যেরূপ চতুঃসীমা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা এক ক্রোশ বিস্তৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

"খণ্ডাচলঃ সমাসাদ্য যত্রান্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহীদেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি ॥"

খণ্ডগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কুণ্ডলেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত এবং বারাহীদেবীর মন্দির হইতে বহিরঙ্গেশ্বরের মন্দির অবধি মণ্ডলাকার ভূমিই একাম্রকানন।

স্কন্দপুরাণের মতে, এই একাম্রক্ষেত্রের অপর নাম শাম্ভব-ক্ষেত্র। পুরাকালে ভগবান্ শম্ভু এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—

"ইত্থমেতৎ পুরাক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্।"

উৎকলখণ্ড ১৩শ অঃ।

এই স্থানে ভগবান্ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এই লিঙ্গের নামানুসারে সকলেই এই পুণ্যক্ষেত্রকে 'ভুবনেশ্বর' বলিয়া থাকেন। এখন এই স্থান পুরীজেলার অন্তর্গত এবং ২০°৪´৪৪´´ উত্তর অক্ষরেখায় ও ৪৫°৫২´২৬´´ পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখন দেখা যাউক, এই ভূমিখণ্ড পূর্ব্ব-কালে কেন বিখ্যাত হইয়াছিল, কেনই বা কাশীসদৃশ বলিয়া অভিহিত হইত?

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এই বিবরণ উক্ত হইয়াছে,—

"পুরাকালে ভগবান্ দেবাদিদেব পার্ব্বতীসহ শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছিলেন। দেবী নিত্য নিত্য অভিনব আমোদে পতিকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। একদা কয়েকজন পুরস্ত্রী দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সতি! তুমি অতি সৌভাগ্যবতী, তোমার বৃদ্ধ পতি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যৌবনোন্মত্তা তোমার ন্যায় কামিনীর সহিত নিয়ত রমণ করিতেছেন। তাঁহার কোন ভাবনা চিন্তা নাই, শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ইচ্ছামত দেবভোগ উপভোগ করি-তেছেন। কবে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবেন? তখন পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, আমি তপস্যার বরে সেই নিষ্কুল নির্ধন বৃদ্ধকে লাভ করিয়াছি। রাত্রি আসিলে, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারি না, তাই তিনি এখানে আছেন। পার্ব্বতীর মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসে! তোমার পতির কোন্ গুণ আছে, যে গুণে তুমি পতির প্রসাদ লাভ করিবার জন্য এত ব্যগ্র? তুমি বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া আমার গৃহে অব-স্থান কর।'

পতিনিন্দা শুনিয়া পতি-সোহাগিনী সতী পতির নিকট আসিয়া কহিলেন, স্বামিন্! তোমার আর শ্বশুরালয়ে বাস করা উচিত নহে। (চিরকালই কি এখানে থাকিতে হইবে?) তোমার বাসযোগ্য স্থান কি জগতে নাই? দেবীর কথায় মহাদেব সকলই বুঝিতে পারিলেন। তখন উভয়ে বৃষভে আরোহণ করিয়া মধ্যদেশে গমন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বতীর্থ অতিক্রম করিয়া গঙ্গার উত্তরতীরে উপস্থিত হই-লেন। এই স্থানে মহাদেব গৌরীর বাসের জন্য পরম রমণীয় পঞ্চক্রোশপরিমিত বারাণসী নামক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

* ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ নামকরণ লক্ষিত হয়—
"একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে দ্বিজোত্তমাঃ।
নাম্না তস্যৈব তৎক্ষেত্রমেকাম্রক ইতি স্মৃতম্ ॥"
৩৯ অঃ; ১২ শ্লোঃ।

* * * দ্বাপর যুগে এই কাশিধামে কাশিরাজ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করেন। তৎকালে তাঁহাকে মহাদেব এই বর দেন যে, যুদ্ধকালে বৃষে আরোহণ করিয়া কাশিরাজের হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন। ...এক সময়ে চক্রধর বিষ্ণু কাশিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত কাশীধামে চক্র নিক্ষেপ করেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষার জন্য প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন-চক্র-প্রভাবে প্রমথগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অমোঘ পাশুপত অস্ত্রও ব্যর্থ হইল; কাশীধাম দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। কাশীধাম দগ্ধ হয় দেখিয়া মহাদেব বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণু গরুড়াসনে আরোহণ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ধূর্জ্জটি! তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? একজন সামান্য কীটাণুকীট রাজার হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ! আমার কি প্রভাব তাহা কি তুমি জান না? সত্য তোমার পাশুপত অস্ত্র দুর্জ্জয়; কিন্তু আমার ক্রোধরূপ চক্রের নিকট তুমিও পরিত্রাণ পাইতে পার না! আমায় অবজ্ঞা করিয়া 'তুমি তাই' এখনও জীবিত রহিয়াছ! তুমি কি জান না, বহুতর তপস্যা করিয়া আমার শরীরাংশ লাভ করিয়াছ? এখন যদি তোমার গৌরীর সহিত থাকিতে বাসনা থাকে, যদি বারাণসী পুরী চিরকাল রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আমার আজ্ঞায়, আমার নামে বিখ্যাত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন কর। তথায় নীলগিরির উত্তরে একাম্রনামক বনে গিয়া পার্ব্বতী-সহ সুখস্বচ্ছন্দে বাস কর।' বাসুদেবের কথা শুনিয়া মহাদেব অবনতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, 'দেবদেব জগন্নাথ! তোমার আদেশ পালন করা শ্রেয়। আমি মূঢ়, তাই তোমার অপমান করিয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রধামে গমন করিব।' অনন্তর মহাদেব এই স্থানে আগমন করিলেন। এই স্থান পুরাকালে মহাদেবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সর্ব্ব-পাপ দূর হয়।"

কপিলসংহিতায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"পুরাকালে কাশীস্থ মহেশ্বর মুনিবর নারদকে বলিয়াছিলেন, 'নারদ! আর এখানে থাকিব না, এই কাশীধাম শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; এখন এই স্থান জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে।' (জনাকীর্ণ স্থানে বাস করা উচিত নহে।) জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা উপদ্রব করিতেছে। ধর্ম্ম আর থাকে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হইতেছে। হবির্ভাগও এখানে লোপ হইল। পার্ব্বতীর জন্য অতিযত্নে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলাম। পার্ব্বতীর রুচিকর স্থান আমার হর্ষদায়ক বটে, কিন্তু আর এখানে থাকিতে মন সরিতেছে না। কোথায় পরম স্থান আছে, এখনই আমায় বল।' নারদ কহিলেন, 'লবণসমুদ্রের তীরে নীলশৈল নামে একটি বিখ্যাত পর্ব্বত আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাম্রক্ষেত্র। সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত জগদ্‌গুরু রমানাথ "বাসুদেব" নাম ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সেই পরম গুহ্য স্থান প্রজাপতি এমন কি, আপনি পর্য্যন্ত জানেন না; দেবতা-দিগেরত কথাই নাই। জগন্নাথের কোলে থাকিয়াও স্বয়ং লক্ষ্মী সেই পরমগুহ্য একাম্রক্ষেত্র অবগত নহেন। জনার্দ্দন সেই স্থানে থাকিয়া অনন্তের সহিত সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন। সেই স্থানে রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ ও বলরাম সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। আমি বহুদিন-ব্যাপী তপস্যা দ্বারা বাসুদেবকে তুষ্ট করিয়া সেই স্থান অবগত হইয়াছি। আমি অনন্ত ও জগন্নাথ, আমাদের তিনজনেরই কেবল সেই স্থানে গতিবিধি আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণের কোন সম্পর্ক নাই।'

মহাদেব নারদের কথা শুনিয়া একাম্রকাননে যাইতে উদ্যত হইলেন। পার্ব্বতীকে সাজ-সজ্জায় ভূষিত হইতে বলিলেন। অনন্তর কাশীনাথ কাশী পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী-সহ একাম্র-কাননে গমন করিলেন। শিব পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে পরমানন্দ পদ্মনাভ সুলোচন! হে ত্রয়ীমূর্ত্তিধর হরি! তোমায় নমস্কার! হে নীলজীমূতকলেবর! ত্রৈলোক্যনায়ক! দেবগণের বর-দাতা! পীড়িত ভীত-ত্রাণকারিন্‌! একাম্রনিবাস পীতাম্বর! হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্‌! তোমায় নমস্কার। করুণাসাগর ভক্তবন্ধো জগন্নাথ! তুমিই জগতের আদিকারণের কারণ! তোমার সহস্র সহস্র রম্যস্থান আছে জানি, কিন্তু এই একাম্রে তোমার গুপ্তরূপ জানিলাম না? হরি! তুমিই আমায় বলিয়া-ছিলে, আমি তোমার অর্দ্ধ-শরীর, কিন্তু এখন কেন আমায় স্বতন্ত্র করিলে? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ আর তোমার শয্যা অনন্ত, এই দুজনেই কেবল এই স্থান জানিয়াছে; কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম না। হরি! আমার প্রতি আর অনুগ্রহ নাই। লীলাময়! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে? তোমার প্রেমভক্ত-গোপীগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল, আর সনকাদি ঋষিগণ মুক্তিলালসায় অদ্যাপি আপনার ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বর!

আমায় একবার করুণানয়নে অবলোকন কর। আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয় স্থানে আমাকেও বাস করিতে দাও।' পার্ব্বতীপতি এইরূপে স্তব করিলে, বিষ্ণু চক্ষু মেলিয়া হাসামুখে বলিলেন, 'শম্ভো! তোমার হিতের জন্য যাহা বলি শুন। আমি আনন্দের সহিত তোমায় থাকিতে দিব। কিন্তু তোমাকে একটি সত্য করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল, আর কাশী যাইবে না, স্বগণের সহিত এই মনোহর কাননে বাস করিবে?' শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়া আমি কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করি? সেখানে যে আমার জাহ্নবী এবং সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। বাসুদেব উত্তর করিলেন, 'মহেশ্বর! এইখানে আমার সম্মুখে পাপনাশিনী নাম্নী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। আমার অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা গঙ্গা-যমুনা নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিত হইতেছে। নারদ অথবা অনন্ত, কেহই ইহার বিষয় অবগত নহে। এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ আছে, সে সকলও একে একে তোমায় বলিব। এখন আমার কাছে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে? শঙ্কর কহিলেন, 'সত্য, মধুসূদন! সত্য আমি বলিতেছি, সত্যই আমি তোমার কাছে থাকিব, আমি পুনরায় সত্য করিতেছি, বারাণসী অথবা অপর কোন ক্ষেত্রে আর যাইব না।" এই বলিয়া শঙ্কর বিষ্ণুর দক্ষিণপার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গ,—স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীল-মূর্ত্তি।' (এই মূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর বা ভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত।)

শিবপুরাণে আবার ভিন্নপ্রকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে,—

"একদিন পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! এই কাশীধামসদৃশ আর কোথায় আপনার পুণ্যতীর্থ আছে? স্বর্গে মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে, যেখানেই থাকুক, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করুন। তখন শঙ্কর পার্ব্বতী-দেবীকে প্রেমানন্দে আপনার অঙ্কে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'দেবি! তুমি নানা প্রকারে আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, তাই আজ তোমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিগুহ্য ক্ষেত্রের বিষয় বলিব। দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট মহাক্ষেত্র উৎকলক্ষেত্রের মধ্যে বিন্ধ্যপাদনিঃসৃতা একটি পুণ্যসলিলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর নাম গন্ধ-বতী। ইহাই সাক্ষাৎ গঙ্গা। এই নদীর তীরে পুণ্যতম পুণ্যক্ষেত্র 'একাম্র' বিরাজ করিতেছে। এই কানন সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ষড়ঋতুপরিষেবিত এবং কৈলাসের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী; এখানে অশোক, বকুল, তিলক, কর্ণিকার, চন্দন, উপচন্দন, বিল্ব, বট, পনস, পিচুমর্দ্দ, আম্র, আম্রাতক, নাগরঙ্গ, নারি-কেল, কোবিদার, পূগবৎকর, গুবাক্, কদলী, কদম্ব, চম্পক, কেশর, নাগকেশর, কেতকী, তুলা, আমলক, মালতী, মাধবী, দ্রাক্ষা, মরিচ, জাতী, যূথী, মল্লিকা, করবীর, কুরুণ্টক, কুন্দ, মন্দার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষলতাদি আছে, সকল ঋতুতেই এই সকল বৃক্ষ ফল ফুলে শোভিত হয়। হে দেবি! শুক, সারী, কপোত, ময়ুর, টিট্টিভ, চক্রবাক, চকোর, জলকুক্কুট, কদম্ব, কলহংস প্রভৃতি পক্ষী সকল তথায় মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। এইখানে স্বচ্ছসলিল সরোবর সকল চারিধারে দিব্য সোপানে অলঙ্কৃত, কুমুদ ও পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আমার এই পরমক্ষেত্র একাম্রকানন সুরাসুর নরগণের দুষ্প্রাপ্য। এই কানন বারাণসীসদৃশ কোটি-লিঙ্গ-বিভূষিত। কল্যাণি! তোমার প্রীতির জন্যই এই গুপ্তস্থান বর্ণনা করিলাম।' পার্ব্বতী কহিলেন, 'ভগবন্ শম্ভো! তোমায় নমস্কার। হে ভুবনে-শ্বর! আমায় রক্ষা কর। তোমার মুখে পরম কাহিনী শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নাথ! তোমার গুপ্ত বন দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। যদি তুমি অনুমতি দাও, তাহা হইলে, সেই পরম কানন একবার দেখিয়া আসি।' মহাদেব উত্তর করিলেন, 'যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু হে পার্ব্বতি! সেই পরম রমণীয় স্থানে তোমাকে একাকিনী যাইতে হইবে। সেই স্থানে তুমি যে যে রূপ ধারণ করিবে, সেই সেই রূপে আমিও তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। তুমি অগ্রে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন কর, আমিও প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া তথায় যাইতেছি।'

ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া, মৃগনয়না দেবী পার্ব্বতী সিংহে আরোহণ করিয়া একাম্রক্ষেত্রে গমন করিলেন। মহাদেব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্তই দেখিতে পাই-লেন। আহা! সিদ্ধ-দেবর্ষি-সবিত, নানাবিধ-তরুগুল্মাদি শোভিত বিবিধ-পক্ষিসমাকুল স্বর্ণকুট কি মনোহর! দেবী এইখানে শ্বেত-কৃষ্ণ-অরুণ-বর্ণাভ লিঙ্গবর দর্শন করিলেন। পরে এই ক্ষেত্রে ত্রিভুবনেশকে দর্শন করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন। এই বনান্তরে তিনি হ্রদমধ্য হইতে বিনির্গত সহস্রসংখ্যক গাভী দেখিতে পাইলেন। ঐ গাভীগণ একটি লিঙ্গের নিকট আসিয়া প্রত্যহ ক্ষীর প্রদান করিত। পরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া বরুণলোকে চলিয়া যাইত। আজ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা দেবী পার্ব্বতী স্বচক্ষে সেই ঘটনা দেখিলেন। তিনি এক যষ্টি দ্বারা ঐ গাভীগণকে তাড়াইয়া ত্রিভুবনেশ্বরের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাদের ক্ষীর

দ্বারা লিঙ্গবরকে স্নান করাইয়া নয়ন মুদিত করিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। ঘটনাক্রমে একদিন সেইখানে কীর্ত্তি ও বাস নামে দুইজন অসুর আগমন করিল। উভয় সহোদর রূপ-যৌবন-সম্পন্না দিব্যকুণ্ডলধারিণী গন্ধ-মাল্যচর্চ্চিতা সুবেশা পীনোন্নত-পয়োধরা মৃগনয়না চন্দ্রাননা গোপীরূপা দেবী গৌরীকে দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ উভয়ে অনঙ্গ-বশবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, হে চন্দ্রমুখি! সন্তাপদায়িকে! তুমি কে? তুমি গান্ধর্ব্বী, রাজকন্যা, না সমুদ্রতনয়া? কিংবা কামবিমোহিনী রতি? না ইন্দ্রের মনোহারিণী শচী? আমরা বিনতি করি, বল, তুমি কে? তখন গোপী কহিলেন,—'আমি সমুদ্রতনয়া নই, আমি পুলোমাকন্যা শচীও নই, আমি রাজ-কন্যা অথবা গান্ধর্ব্বীও নই। আমি একজন সামান্য গোপা-লিনী।' উভয় ভ্রাতা দেবীর পরিচয় পাইয়া বিনীতভাবে বলিল,—'অয়ি সুন্দরি! আমাদের উভয়কে একবার কৃতার্থ কর। তোমার সুন্দর-ভ্রূভঙ্গী ও অধরস্ফুট আধ-আধ হাসি দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। তোমার অঙ্গ-স্পর্শ-জনিত সুখবারি পান করিবার আশায় আমরা আকুল হইয়াছি।' 'ধিক্! পরস্ত্রীলোলুপ মূঢ়বুদ্ধি পাপী, এরূপ অসদভিপ্রায় কেন তোদের মনে উদয় হইল? শীঘ্রই তোদের যমালয়ে যাইতে হইবে।' এই বলিয়া গিরিসুতা তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন উভয় ভ্রাতা অবাক্ হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—একি? কাহাকে আমরা দেখিলাম? সেই মায়াময়ী অবলা কে?…এ দিকে দেবী আপনার অবস্থা জানাইবার জন্য শিবকে স্মরণ করিলেন। মহাদেব কাশীধামে ক্ষণকালের জন্য আর অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আপন প্রমথগণকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া নীলোৎপল শ্যামবেশে মুরলী বাজাইতে বাজাইতে একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। সুমধুর বেণুনিনাদে সমুদয় কানন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; শুক, সারী, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল; গো ও মৃগসকল চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল, তরুলতা কুসুমভূষণে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ত্রিনয়না গোপী হাসিতে হাসিতে গোপবেশধারী পতির নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পুরুষ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' তদু-ত্তরে গোপরূপধর হর প্রসন্নবদনে দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে গোপরমণি! মধুরভাষিণি! আমি জিজ্ঞাসা করি, বল, তুমি কে?'

গোপবেশধারী ত্রিপুরারির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দেবী তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, 'গোকুলপতে! আমি তোমারই গৃহিণী! তোমার বিম্বাধরের অমৃতরস দান করিয়া আমায় তোমার দাসী কর। প্রভো! আমি তোমার কথা-মত আসিয়াছি! কিন্তু দুষ্ট অসুরদ্বয় আমার বিঘ্ন জন্মাই-তেছে। সেই দুষ্ট অসুরদ্বয়কে বিনাশ কর, আর আজ্ঞা কর, কিরূপে আমি তোমার সেবা করিব?' শঙ্কর কহিলেন,—'পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে ক্রমিল নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিবিধ যাগযজ্ঞাদি করেন; তদুপলক্ষে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণাদিদ্বারা পরিতুষ্ট করেন, তাহাতে দেবগণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন—'হে রাজন্! তোমার অভিলাষমত বর প্রার্থনা কর।' রাজাও চাহিয়াছিলেন,—দেবগণ! আমার পুত্রদ্বয় পুরুষ অথবা অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট না হয়।' দেবগণও 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বর প্রদান করিয়াছিলেন। এখন তুমি গিয়া সেই দুই পুত্রকে বিনাশ কর।' শঙ্করের আজ্ঞা পাইয়া দেবী গোপা-লিনী পুষ্পচয়নের নিমিত্ত পুষ্পশোভিত লতিকাবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অসুরদ্বয় মৃগনয়নাকে দেখিতে পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল,—'হে বরকল্যাণি! দেবি! তুমিই আমাদের জীবন! আমরা বহুদিন হইতে তোমাকে পাইবার জন্য বহুকষ্টে যাপন করিতেছি।' তখন দেবী কহিলেন, 'হে মহাবীরদ্বয়! আমার একটি ব্রত আছে, যদি তোমরা সেই ব্রত পূর্ণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের রমণী হইব। আমি যাহার স্কন্ধে ও মস্তকে পদভর দিয়া দাঁড়াইব, সে ব্যক্তি যদি আমাকে তুলিতে সমর্থ হয়, আমি তাহারই পত্নী হইব।' গোপীর বাক্য শুনিয়া সানন্দে অসুরপুত্র উভয়ে দেবীকে তুলিবার আশায় তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল। উভয়ে মস্তক নত করিয়া দেবীকে আরোহণ করিতে বলিল। মহাদেবী সেই অসুরদ্বয়কে পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা দেবীকে তুলিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন দেবী পুনরায় উভয়কে পদতলে দলন করিলেন; অসুরদ্বয় দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। পার্ব্বতী কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে অসুরদ্বয় নিহত হইয়াছিল, অদ্যাপি তথায় দেবী পুণ্যসলিল সুনির্ম্মল হ্রদরূপে * অবস্থান করিতেছেন।" (শিব উপপুরাণ ২৬ অঃ।)

* এই হ্রদের নাম বিন্দুহ্রদ। একাম্রপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদির মতে, এই হ্রদে অবগাহন করিলে সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়।

"তত্র বিন্দুসরস্তীর্থং তীর্থবিন্দুভিপূরিতম্।
তস্য মজ্জনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্॥" ব্রহ্মপুরাণ।

সাধারণে ঐ জলাশয়কে গোসাগর বলিয়া থাকে।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে মহাদেবের একাত্রকাননে আগমন-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই একাত্রকানন অতি পূর্ব্বকাল হইতে যে একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আদিপুরাণ ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীসমপ্রভম্॥"
একাত্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্॥" ৩৯ অঃ

এই শ্লোকের দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে এই ক্ষেত্র বারাণসীসদৃশ পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, শিব ও একাত্রপুরাণ, কপিলসংহিতা, উৎকলখণ্ড, একাত্রচন্দ্রিকা ও ভুবনেশ্বরমাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মতে এখানে বহুসংখ্যক তীর্থ ছিল, তন্মধ্যে বিন্দুতীর্থ, গন্ধবতী, শঙ্করবাপী, কপিলতীর্থ ও সোমতীর্থ সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও পাঁচ ছয় শত দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরই একাত্রকাননের প্রধান মন্দির। এই মন্দির উচ্চে প্রায় ১৫০ ফিট্। এই মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রাচীন হিন্দু শিল্পিগণ অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ



ভুবনেশ্বরের মন্দির।

করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে,—উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরটি যেরূপ নির্জ্জন স্থানে, বিশেষতঃ যেরূপ ধরণে নির্ম্মিত, দেখিলেই কাশীধাম অথবা ইন্দ্রভবন বলিয়া মনে হয়। আহা! পুণ্যসলিল বিন্দুহ্রদ কেমন ধীরভাবে এই মন্দিরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে! নৌকায় চড়িয়া এই হ্রদের মধ্য হইতে, মন্দির দর্শন করিলে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। এই নির্জ্জনপ্রদেশে আগমন করিলে আর সংসারে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, যেন চিরদিন জীবনের অন্তিম দশা অবধি এই পুণ্যক্ষেত্রে থাকিয়া সেই পরম পিতার অপূর্ব্বলীলা প্রাণ ভরিয়া মানসনেত্রে অবলোকন করি! এখানে আসিলে সংসারের রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, প্রকৃতই ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী চিরবিরাজমান রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরে আরও কয়েকটি বৃহৎ দেবালয় আছে, যথা—রামেশ্বর উচ্চে ৭৮ ফিট, যমেশ্বর ৬৭ ফিট, রাজরাণী ৬৩ ফিট, অনন্তবাসুদেব ৬০ ফিট, ভগবতীমন্দির ৫৪ ফিট, সারিদেউল ৫৩ ফিট, নাগেশ্বর ৫২ ফিট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফিট,

কপিলেশ্বর ৪৬ ফিট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফিট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফিট, মুক্তেশ্বর ২৫ ফিট, কোপারি ৩৫ ফিট এবং সোমেশ্বরের মন্দির উচ্ছ্রায়ে ২৩ ফিট।

ভুবনেশ্বরের নাট-মন্দির যযাতিকেশরীর বংশধর শালিনী কেশরী নির্ম্মাণ করেন। ভোগমণ্ডপ ৭৯২-৮১১ খৃঃ মধ্যে কমলকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

শ্রীক্ষেত্রের পঞ্জীর মতে, ভুবনেশ্বরের মোহন বা চাঁদনির নির্ম্মাণকার্য্য যযাতিকেশরীর সময়ে প্রারব্ধ হয়, এবং ৫৮৮ শকে (?) ললাটেন্দু বা অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে সুসম্পন্ন হয়।

একাম্রচন্দ্রিকার মতে মহাদেব এই মন্দির ও ইহার নিকটস্থ তীর্থ (সরঃ) নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার অলাবুনির্ম্মিত ভিক্ষা পাত্রের জল হইতে এই তীর্থ হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অলাবুতীর্থ হইয়াছে।

"অস্মিন্ ক্ষেত্রবনে রম্যে ভৈক্ষপাত্রঞ্চ মামকং।
কুণ্ডঞ্চ উদকাধারং তীর্থভূতং ভবিষ্যতি॥
অলাবুতীর্থং বিখ্যাতং ত্বৎপ্রসাদাদিবাস্ত মে।
ভূতানাং হিতমত্যর্থং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥
এবমস্ত্বিতি দেবেশস্তমলাবুং দ্বিজেরিতম্।
স্পর্শয়ামাস হস্তেনাহভবদ্দিব্যো মহাহ্রদঃ॥
ভূয়ঃ প্রাহ হরস্তুষ্ট এষ মে নির্ম্মিতঃ স্বয়ং।
যত্রাভবন্মুনিশ্রেষ্ঠঃ পরিপূর্ণশ্চ পাবনঃ॥
অলাবুতীর্থমিদং লোকে বিখ্যাতং জনপাবনম্।
অষ্টায়তনমধ্যেহন্দো গতিমিষ্টাং প্রদায়কম্॥
দেবপিতৃমনুষ্যাণাং তোষণার্থায় নির্ম্মিতম্।"

মাদলাপঞ্জীর মতে—প্রসিদ্ধ অলাবুকেশ্বরের মন্দির ৫৭৭ শকে অলাবুকেশরী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে প্রায় ৮০০ ফিট।

স্বর্ণাদ্রিমহোদধি নামক গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের যাত্রাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। প্রথমে তীর্থযাত্রী বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া পরে পরে নিম্নলিখিত মন্দিরে গিয়া দেবলিঙ্গ দর্শন করিবেন—১ অনন্তবাসুদেব; ২ গোপালিনী; ৩ চণ্ডরুদ্র; ৪ কার্ত্তিকেয়; ৫ গণেশ; ৬ বৃষভ; ৭ কল্পবৃক্ষ; ৮ সাবিত্রী; ৯ লিঙ্গরাজ; ১০ একাম্রেশ্বর; ১১ উগ্রেশ্বর; ১২ বিশ্বেশ্বর; ১৩ চিত্রগুপ্তেশ্বর; ১৪ শবরেশ্বর; ১৫ লড্ডুকেশ্বর; ১৬ শক্রেশ্বর; ১৭ ঈশানেশ্বর; ১৮ ভারভূতীশ্বর; ১৯ শ্রীকণ্ঠেশ্বর; ২০ লাঙ্গলীশ্বর; ২১ সোমেশ্বর; ২২ শিখণ্ডীশ্বর; ২৩ দর্দ্দুরেশ্বর; ২৪ অনন্তেশ্বর; ২৫ সোমসুত্রেশ্বর;—২৬ কপিলকুণ্ড; ২৭ মুর্ত্ত্যেশ্বর; ২৮ বরুণেশ্বর; ২৯ যোগমাতাহ্রদ; ৩০ ঈশানেশ্বর; ৩১ দ্বিতীয়েশানেশ্বর; ৩২ যমেশ্বর; ৩৩ গঙ্গাযমুনা; ৩৪ লক্ষ্মীশ্বর; ৩৫ ভুলোকেশ্বর; ৩৬ রুদ্রেশ্বর; ৩৭ কোটিতীর্থেশ্বর; ৩৮ স্বর্ণজলেশ্বর; ৩৯ শবরেশ্বর; ৪০ সুরেশ্বর; ৪১ সিদ্ধেশ্বর; ৪২ মুক্তীশ্বর; ৪৩ শক্রেশ্বর প্রভৃতি; ৪৪ কেদারেশ্বর; ৪৪ কেদারকুণ্ড; ৪৬ মরুতেশ্বর; ৪৭ হাটকেশ্বর; ৪৮ দৈত্যেশ্বর; ৪৯ চন্দ্রেশ্বর; ৫০ ব্রহ্মেশ্বর; ৫১ ব্রহ্মকুণ্ড; ৫২ গোকর্ণেশ্বর; ৫৩ উৎপলেশ্বর; ৫৪ ভাস্করেশ্বর; ৫৫ কপালমোচকেশ্বর; ৫৬ পরশুরামেশ্বর; ৫৭ অলাবুকেশ্বর; ৫৮ উত্তরেশ্বর; ৫৯ ভীমেশ্বর; ৬০ যজ্ঞভক্ষেশ্বর; ৬১ বাসিষ্ঠ ও বামদেব;—৬২ রামরামেশ্বর; ৬৩ সীতা. মারুতেশ্বর; ৬৪ গোসহস্রেশ্বর; ৬৫ পরদারেশ্বর; ৬৬ ঈশানেশ্বর; ৬৭ ভদ্রেশ্বর; ৬৮ কুক্কুটেশ্বর; ৬৯ কপালিনী; ৭০ শিশিরেশ্বর; ৭১ পূর্ব্বেশ্বর; ৭২ বৈদ্যনাথ; ৭৩ অষ্টসূক্ষ্মেশ্বর; ৭৪ আম্রাতকেশ্বর; ৭৫ মধ্যমেশ্বর; ৭৬ ভীমেশ্বর; ৭৭ ভৈরবেশ্বর; ৭৮ সুন্দরেশ্বর; ৭৯ কপিলেশ্বর; ৮০ সূক্ষ্মেশ্বর; ৮১ বহিরঙ্গেশ্বর।

প্রত্যেক বৃহদ্দেবালয়ের নিকটেই এক একটি পুণ্যতোয় সরোবর আছে; তাহাদের মধ্যে বিন্দুসাগর, পাপনাশিনী, গঙ্গা-যমুনা, কোটিতীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, মেঘকুণ্ড, অলাবুকুণ্ড, রামকুণ্ড ও কপিলহ্রদই প্রধান ও পুণ্যপ্রদ।

একায়ন (ত্রি) একময়নমাশ্রয়ো যস্য বহুব্রী°। ১ একাগ্র। ২ একবিষয়াসক্তচিত্ত। ৩ (একময়নং স্থানং, কর্ম্মধা) (ক্লী) একস্থান।

একায়নগত (ত্রি) একস্মিন্নয়নে গতং জ্ঞানমস্য বহুব্রী°। ১ একাগ্র। ২ (একময়নং গতং প্রাপ্তং যেন) একস্থানগত।

একার (পুং) স্বরবর্ণের একাদশ অক্ষর [এ দেখ]

একারণ (দেশজ) এইজন্য।

একার্থ (পুং) একো অদ্বিতীয়ঃ অর্থঃ কর্ম্মধা°। এক প্রয়োজন। ২ এক অভিধেয় শব্দ। ৩ এক পদার্থ। (ত্রি) ৪ (একোহর্থো যস্য, বহুব্রী°) এক প্রয়োজনযুক্ত। ৫ এক অভিধেয়।

একার্থতা (স্ত্রী) একার্থস্য ভাবঃ, একার্থ-তল্-টাপ্। অর্থের বা উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা না থাকা।

একার্থসমুপেত (ত্রি) একার্থেন অভিন্নার্থেন সমুপেতং যুক্তং, ৩তৎ। ১ অর্থবিশিষ্ট। ২ এক উদ্দেশ্যযুক্ত।

একাব্দা (স্ত্রী) একো অব্দো যস্যাঃ, বহুব্রী°। এক বৎসর বয়স্কা বকনা।

একাবয়ব (ত্রি) একমভিন্নমবয়বং যস্য বহুব্রী। ১ এক শরীরবিশিষ্ট। ২ (একং সদৃশং অবয়বঃ যস্য) তুল্য শরীর বিশিষ্ট। ৩ (কর্ম্মধা) (ক্লী) একটিমাত্র অঙ্গ।

একাবলী (স্ত্রী) একা শ্রেষ্ঠা আবলী মালা, কর্ম্মধা। ১ একনর মালা। ২ অলঙ্কারবিশেষ, ইহার লক্ষণ, যথা সাহিত্যদর্পণে,—

"পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরম্।
স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধা॥"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের প্রতি পর পর পদ যদি বিশেষণরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে একাবলী অলঙ্কার কহে।

৩ একাদশাক্ষরা ছন্দোবৃত্তিবিশেষ। এই ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার একাদশ বর্ণে এক চরণ, ষষ্ঠে ও নবমে যতি হইবে। যেমন—

"উচ্চৈঃস্বরে সদা তোমাকে ডাকি।
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে আঁখ॥
মম দুখে দুখী পাষাণকায়।
প্রাতধ্বনিচ্ছলে কাঁদিছে হায়॥" সদ্ভাবশতক।

প্রতি চরণের অষ্টমে যতি হইলে, তাহাকে ভঙ্গ একাবলী কহে। যথা—

"যখন দহন দহে গহন।
পবন সহায় হয় তখন॥
সেই বায়ু হরে দীপশিখায়।
ক্ষীণের গৌরব বল কোথায়॥"

মিশ্র একাবলীতে যতির নিয়ম থাকে না। যেমন—

"বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আর নহে তোমার॥" বিদ্যাসুন্দর।

একাশীতি (স্ত্রী) একেনাধিকা অশীতিঃ, মধ্যলো°। একাধিক অশীতি, একাশী ৮১।

একাশীতিপদ (ক্লী) একাশীতিঃ পদান্যত্র, বহুব্রী। প্রথম গৃহারম্ভ বা গৃহপ্রবেশকালে বাস্তুপূজার জন্য যে বাস্তুমণ্ডল করা হয়; ইহাতে তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধপ্রদেশে দশটি রেখার দ্বারা একাশীটী কোষ্ঠ করা হইয়া থাকে। [বাস্তুমণ্ডল দেখ।]

একাশ্রয় (ত্রি) এক আশ্রয় আধারো অবলম্বনং বা যস্য, বহুব্রী। ১ অনন্যগতি। ২ একজনের আশ্রিত। ৩ এককার্য্যাবলম্বী। ৪ (কর্ম্মধা) (পুং) এক আধার।

একাশ্রিত (ত্রি) একমাশ্রিতঃ; ২ তৎ। একের শরণাপন্ন। ২ অনন্যগতি।

একাশ্রিতগুণ (পুং) একস্মিন্ পদার্থে আশ্রিতো গুণঃ। একবৃত্তিধর্ম্ম। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে নিম্নোক্ত পদার্থগুলি একবৃত্তিধর্ম্ম বলিয়া উক্ত আছে, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমাণ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ।

একাষ্টকা (স্ত্রী) ১ মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। ২ এই অষ্টমীতে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। ৩ শচী। (অথর্ব্ববেদ)। ৪ প্রজাপতির কন্যাবিশেষ।

একাষ্ঠীল (পুং) একমস্থি লাতি, লা-ক। বকবৃক্ষ।

একাষ্ঠীলা (স্ত্রী) একাষ্ঠীল-টাপ। ১ বকবৃক্ষ। ২ পাঠা, আকনাদি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, পাঠা, কুচেলা, পাপচেলিকা, বরা, তিক্তা, প্রাচীনোকা ও শিবাবুকা। (একাষ্ঠীলা বনতিক্তিকৌষধৌ পুংসি বকপুষ্পে চ। মেদিনী।)

একাসনিক (ত্রি) একাসনস্যায়ং, একাসন-ইকন্। একাসনের উপযুক্ত।

একাহ (পুং) একমহঃ, এক-অহন্-টচ্। (উত্তমৈকাভ্যাঞ্চ। পা ৫।৪।৯০) ইত্যনেন নাহ্নাদেশঃ। ১ একদিন। ২ একদিন-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞবিশেষ।

একাহগম (পুং) একাহেন গম্যতে, গম্ কর্ম্মণি অচ্। একদিবসে গম্য স্থান।

একাহার (পুং) একো অদ্বিতীয় আহারঃ, কর্ম্মধা। এক-দিবসে একবারমাত্র ভোজন।

একাহারী [ন্] (ত্রি) এক এবাহারোঽস্যাস্তি, এক-আহার-ইনি। যে একবারমাত্র ভোজন করে।

একাহিক (ত্রি) একাহ-ঠন্। একদিনসাধ্য।

একি (দেশজ) ১ একমাত্র। ২ তুল্য, সমান। ৩ আশ্চর্য্য-সূচক শব্দ।

"একি লো একি লো একি লো দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।" ভারত° বিদ্যাসুন্দর।

একীকরণ (ক্লী) এক-অভূত তদ্ভাবে চ্বি-কৃ-ল্যুট্। একত্রী-করণ, অনেক বস্তু একত্র করিয়া রাখা।

একীভাব (পুং) এক-অভূততদ্ভাবে চ্বি-ভূ-ঘঞ্। এক হওয়া, মিলিত হওয়া।

একীয় (ত্রি) একস্মিন্ তিষ্ঠতীতি, এক-ছ। ১ একপক্ষ। ২ সহায়। ৩ এক সম্বন্ধীয়।

একুন (দেশজ) সমষ্টি, মোট।

একুনে (দেশজ) সমষ্টিতে। মোটে।

একুশ (দেশজ) একবিংশতি, একাধিক কুড়ি।

একুশে (দেশজ) মাসের একবিংশ দিন বা তারিখ।

একেএকে (দেশজ) একটি একটি করিয়া।

একেক্ষণ (পুং) একমীক্ষণং যস্য, বহুব্রী। ১ কাক। ২ কাণা। ৩ শুক্রাচার্য্য। পুরাণে ইঁহার একনেত্র সম্বন্ধে এই-রূপ লিখিত আছে যে,—বলিরাজ যে সময়ে শুক্রাচার্য্যের নিষেধ না শুনিয়া বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিতে

উদ্যত হইলেন, তখন জল ব্যতিরেকে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য্য সূক্ষ্মরূপে জলপাত্রের মুখ অবরোধ করিয়াছিলেন; বামনদেব এই চাতুরী অবগত হইয়া কুশদ্বারা জলপাত্রের ছিদ্র অন্বেষণ ছলে তাঁহার একনেত্র নষ্ট করিয়া দেওয়ায় শুক্রাচার্য্য একনেত্র হইয়াছেন।

একেশ্বর (ত্রি) একোঽদ্বিতীয় ঈশ্বরঃ। ১ প্রধান অধিপতি। ২ একাকী।

ঐকৈক (ত্রি) ১ এক একটি। ২ এক একজন।

ঐকৈকশঃ (অব্য) ঐকৈক-শস্। ১ এক একটী করিয়া। ২ এক একবার।

ঐকেষিকা (স্ত্রী) আকনাদি লতা।

একোজী, তঞ্জোরের প্রথম মহারাষ্ট্র রাজা। শাহজীর পুত্র, তুকাবাইয়ের গর্ভজাত; প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর বৈমাত্রেয়। ১৬৩৮ খৃঃ, শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী ও দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৬৫৩ খৃঃ, চন্দ্রগিরিদুর্গ অধিকার করিতে গিয়া শম্ভুজী কালগ্রাসে পতিত হন। কর্ণাটক জয় হইলে শাহজী বাঙ্গালোর জায়গীর পাইলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৬৬৪ খৃঃ, তুকাবাইয়ের যত্নে একোজী পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন।

১৬৭৪ খৃঃ, তৎকালীন তঞ্জোররাজকে ভয় দেখাইয়া কৌশলপূর্ব্বক বিনা রক্তপাতে তঞ্জোরদুর্গ হস্তগত করিয়া সমস্ত দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। [তঞ্জোর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

একোজীর তিন পুত্র ১ম শাহজী, ২ শরভোজী, ৩য় তুকাজী। ১৬৮৭ খৃঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজী রাজা হন।

একোদক (পুং) একং তুল্যমুদকং যস্য, বহুব্রী। এক গোত্রজ ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ।

একোদর (পুং, স্ত্রী) একং অভিন্নং উদরং জন্মক্ষেত্রং যস্য, বহুব্রী। ১ সহোদর সহোদরা। ২ (ক্লী) তুল্য উদর।

একোদ্দিষ্ট (ক্লী) একঃ প্রেত এব উদ্দিষ্টো যত্র, বহুব্রী°। প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধবিশেষ; মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে কর্ত্তব্য। মনু লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বাহ্নে বৈদিক, অপরাহ্নে পার্ব্বণ ও মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে।

"পূর্ব্বাহ্নে দৈবিকং শ্রাদ্ধমপরাহ্নে তু পার্ব্বণং।
একোদ্দিষ্টং তু মধ্যাহ্নে প্রাতর্বৃদ্ধিনিমিত্তকম্॥" মনু।

কুতপের প্রথমভাগে ও আবর্ত্তনের নিকটবর্ত্তিকালে একোদ্দিষ্ট আরম্ভ করিবে। পশ্চিমদিগবস্থিত ছায়া যে সময়ে পূর্ব্বদিকে যাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ের নামই আবর্ত্তন কাল। একোদ্দিষ্ট কালে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, অন্য মাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রই অধিকারী, পুত্রের অভাবে পত্নী, ও পত্নী অভাবে সহোদর পিণ্ড জল দান করিবে। যদিও পুত্র শব্দের দ্বারা দ্বাদশ প্রকার পুত্রই শ্রাদ্ধাধিকারী হইবার সম্ভাবনা, তথাপি কলিতে অন্য পুত্রের নিষেধ থাকায় ঔরস ও দত্তকপুত্র বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, পত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, ভগিনী, ভাগিনেয়, সপিণ্ড ও সোদক, ইহাদিগের পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাব হইলে উত্তরোত্তর ব্যক্তি শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে। কিন্তু যেখানে পিতার পরে পিতামহের মৃত্যু হইবে, সে সকল স্থলে পিতামহের দত্তকাদি পুত্র না থাকিলেই পৌত্রের অধিকার। দাক্ষিণাত্য গ্রন্থে লিখিত আছে, পত্নী ও দৌহিত্র উভয় বিদ্যমান থাকিলে, পত্নীর অধিকার; দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয় বিদ্যমানে, বিভক্তান্ন হইলে, দৌহিত্র এবং অবিভক্তান্ন হইলে ভ্রাতুষ্পুত্র; ভ্রাতা, ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয় বিদ্যমানে কনিষ্ঠ হইলে ভ্রাতা, এবং ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ হইলে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রাদ্ধ করিবে।

[শ্রাদ্ধ দেখ।]

একোদ্দেশ (পুং) একস্য উদ্দেশঃ, ৬তৎ। একের উদ্দেশ, একবিষয় লক্ষ্য করা।

একোন (ত্রি) একেন উনং অল্পম্, মধ্যপদলো°। এক সংখ্যা কম; যেমন একোনবিংশতি, একোনচত্বারিংশৎ ইত্যাদি।

একোশিকা (স্ত্রী) একা মুখ্যা উশিকা কমনীয়া, কর্ম্মধা°। আকনাদি বৃক্ষ।

একোঘ (পুং) একঃ অবিচ্ছিন্নঃ ওঘঃ প্রবাহঃ, কর্ম্মধা°। অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ।

একরার্ (আরব্য) অঙ্গীকার।

একরার্‌নামা (পারস্য) অঙ্গীকারপত্র।

এখ্‌তিয়ার (আরব্য) ক্ষমতা, অধিকার।

এখন (দেশজ) এই সময়ে।

এখানে (দেশজ) এই স্থানে।

এগানা (পারস্য) ১ এক, এক আনে, একলা। ২ কেবল।

এগার (দেশজ) একাদশ, ১১।

এগারই (দেশজ) মাসের এগার দিন।

এগুয়ান (দেশজ) অগ্রবর্ত্তী হওয়া।

এঙ্গাপেঙ্গা (দেশজ) অঙ্গভঙ্গি করা।

এজ্ (ধাতু) ভ্বাদি আত্ম° অক° সেট্। দীপ্তি। (এজৃঙ্-দীপ্তৌ। কবি° দ্রু°।)

এজ্ (ধাতু) ভ্বাদি পর° সক° সেট্। কম্পন। (এজৃ কম্পে। কবি° দ্রু°।)

এজথু (পুং) এজ্-অথু। কম্প।

এজন (ক্লী) এজ্-ভাবে ল্যুট্। কম্পন।

এজন্য (দেশজ) এই নিমিত্ত।

এজি (ত্রি) এজ-ইন্। বাতরোগগ্রস্ত।

এজেহার (আরব্য) প্রকাশ করণ, গুপ্ত ব্যক্ত করা।

এজ্য (ত্রি) আ-যজ্-ক্যপ্ সম্প্রসারণ। সম্যক্‌রূপে যজনীয়।

এটে (দেশজ) কলাগাছের মূল। ২ শক্ত করিয়া।

এঠ্ (ধাতু) ভ্বাদি আত্ম° সক° সেট্। বাধা দেওয়া। (এঠঙ্ বাধনে। কবি° দ্রু°।)

এড় (পুং) ইল-স্বপ্নে-অচ্ ডলয়োরৈক্যম্। অথবা আ-ঈড়্-ঘঞ্। বধির, কালা। (অকর্ণ এড়ো বধিরঃ। মেদিনী)

এড়ক (পুং) এড় স্বার্থে-কন্। ইল্-ণ্বুল্ বা। ১ মেষ। ২ বনছাগল।

এড়কা (স্ত্রী) এড়কস্য স্ত্রী, টাপ্। মেষী।

এড়গজ (পুং) এড়ো মেষ এব গজো যস্য, ভক্ষকত্বাৎ। চক্রমর্দ্দক, চাকুন্দে গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, চক্র ও পুন্নাট। (Cassia Tora) বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, ত্বক্‌দোষ, গুল্ম, উদররোগ ও অর্শোরোগনাশক এবং কটু। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

এড়মূক (ত্রি) এড়বৎ মূকশ্চ, কর্ম্মধা। ১ বাক্‌শক্তি ও শ্রবণশক্তি শূন্য; কালা ও বোবা। ২ শঠ, প্রতারক। (এড়মূকোঽন্যলিঙ্গঃ স্যাৎ শঠে বাক্‌শ্রুতিবর্জ্জিতে। মেদিনী।)

এড়ান (দেশজ) ১ রক্ষা পাওয়া। ২ বাদ দেওয়া।

এড়ুক (ক্লী) ঈড়-উক (উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বশ্চ। ১ অন্তর্গত অস্থি। ২ অন্তর্গত কঠিনদ্রব্য। ৩ ছিটেবেড়া।

এড়ূক (ক্লী) উলূকাদয়শ্চ। উণা ৪।৪১। ইতি সাধুঃ। [এড়ুক দেখ] এড়ূক শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ("এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ।" ভারত বন ১৯০।৬৩।)

এড়োক (ক্লী) [এড়ূক দেখ।]

এণ (পুং, স্ত্রী) এতি দ্রুতং গচ্ছতীতি; ই-বাহুলকাৎ ণ। ১ হরিণ। ২ কৃষ্ণমৃগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে কৃষ্ণমৃগকে এণ বলিয়া লিখিত আছে। বৈদ্যকোক্ত ইহার মাংস গুণ,—কষায়, মধুররস, পিত্ত-রক্ত, কফ ও জ্বরবিনাশক, সংগ্রাহী, রোচক, হৃদ্য ও বলকারী। (রাজবল্লভ।)

এণক (পুং) এণ স্বার্থে কন্। কৃষ্ণমৃগ।

এণতিলক (পুং) এণো মৃগস্তিলকমিব যস্য, বহুব্রী। মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।

এণদৃক্ (ত্রি) এণস্য দৃগিব দৃক্ চক্ষুর্যস্য, বহুব্রী। মৃগনেত্র, যাহার চক্ষু মৃগচক্ষুর ন্যায়।

এণভৃৎ (পুং) এণং বিভর্ত্তীতি, এণ-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। চন্দ্র। (জৈবাতৃকোঽব্জশ্চ কলাশশৈণচ্ছায়াভৃদিন্দুর্বিধুরত্রিদৃগ্‌জঃ। হেম ২।১৯।)

এণরিপু (পুং) এণস্য রিপুঃ শত্রুঃ ৬ তৎ। সিংহ।

এণাজিন (ক্লী) এণস্য অজিনং চর্ম্ম ৬তৎ। মৃগচর্ম্ম।

এণীপচন (ক্লী) এণী পচ্যতে অত্র, পচ-ল্যুট্। দেশবিশেষ। তদ্দেশবাসিগণ অবধ্য-স্ত্রী-পশু হত্যা করিয়া ভোজন করে বলিয়া তাহাদিগের দেশ এণীপচন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এণীপদ (ত্রি) এণ্যাঃ পাদাবিব পাদৌ অস্য, বহুব্রী। মৃগীপদাকার পদবিশিষ্ট।

এত (ত্রি) আ-ইণ্-ক্ত। ১ আগত। ২ নানাবিধ বর্ণযুক্ত। ৩ (দেশজ) অধিকপরিমাণ বিশিষ্ট।

এত (পুং) আ সম্যক্ এতীতি, আ-ই-কর্ত্তরি ক্ত। ১ মৃগ। ২ মিশ্রিতবর্ণ। (এতঃ কর্ব্বুর আগতে। মেদিনী।)

এতশ্ব (পুং) ১ বিচিত্র অশ্ব। ২ সাধারণ অশ্বমাত্র।

এতৎ (ত্রি) ইণ্-(এতেস্তুট্ চ। উণ্ ১।১৩২।) অতোঽদিঃ তুড়াগমশ্চ। এই, অগ্রবর্ত্তিবিষয়বোধক সর্ব্বনাম শব্দ।

এতত্তুল্য (ত্রি) এতেন তুল্যঃ ৩ তৎ। ইহার তুল্য।

এতৎসম (ত্রি) এতেন সমঃ তুল্যঃ, ৩ তৎ। ইহার সমান।

এতদ্ (ত্রি) ইণ-অদি-তুড়াগমশ্চ (এতেস্তুট্ চ। উণ্ ১।১৩২) এই, অগ্রবর্ত্তিবোধক সর্ব্বনাম শব্দ।

এতদতিরিক্ত (ত্রি) এতস্মাদতিরিক্তো ঽধিকঃ, ৫ তৎ। ইহা অপেক্ষা অধিক।

এতদনন্তর (ত্রি) এতস্মাদনন্তরং, ৫ তৎ। ইহার পর।

এতদন্ত (ত্রি) এষো অন্তঃ অবসানং যস্য, বহুব্রী। এই পর্য্যন্ত। ("এতদন্তাস্তু গতয়ো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ।" মনু ১।৫০।)

এতদন্তর (ত্রি) এতস্মাদন্তরং, ৫ তৎ। ইহার পর।

এতদপেক্ষা (অব্য) ইহা অপেক্ষা, এর চেয়ে।

এতদবধি (ত্রি) এষঃ অবধিঃ সীমা যস্য, বহুব্রী। ১ এই পর্য্যন্ত। ২ এই হইতে।

এতদবস্থ (ত্রি) এষা অবস্থা যস্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত।

এতদরিক্ত (ত্রি) অন্ততঃ, শেষ পক্ষে।

এতদর্থ (ত্রি) এইজন্য।

এতদর্থে (অব্য) এই কারণে।

এতদাত্ম্য (ত্রি) এষ আত্মা স্বভাবো যস্য তস্য ভাবঃ, ভাবার্থে ষ্যঞ্। এতদ্রূপতা এইরূপের ভাব।

এতদাদি (ত্রি) এষ আদির্যস্য, বহুব্রী°। এই হইতে যাহার আদি।

এতদিতর (ত্রি) এতস্মাদিতরঃ, ৫তৎ। ইহা ভিন্ন।

এতদীয় (ত্রি) এতস্য ইদং, এতদ্-দৃঃ। এতৎসম্বন্ধীয়, ইহার।

এতদুত্তম (ত্রি) এতস্মাদুত্তমঃ, ৫তৎ। ইহা অপেক্ষা উত্তম।

এতদেব (অব্য) এতদ্-এব। এই-ই।

এতদ্গত (ত্রি) এতস্মিন্ গতঃ প্রবিষ্টঃ, ৭তৎ। ইহার মধ্যবর্ত্তী।

এতদ্ধেতুক (ত্রি) এষ হেতুর্যস্য, বহুব্রী° কপ্। এই কারণ-বিশিষ্ট।

এতদ্ভিন্ন (ত্রি) এতস্মাৎ ভিন্নং, ৫তৎ। ইহা ভিন্ন।

এতদ্রূপ (ত্রি) এতদেব রূপং স্বরূপং যস্য। এইরূপ।

এতদ্বৎ (ত্রি) এতদ্-বতুপ্। এতদ্বিশিষ্ট। চৃৎ। (অব্য) এইরূপ।

এতন (পুং) আঙ্-ই-তন। নিঃশ্বাস। (নিঃশ্বাসঃ পান এতনঃ। হেম° ৬।৮।)

এতন্মধ্যে (অব্য) ইহার মধ্যে।

এতন্মাত্র (ত্রি) এতদ্-মাত্রচ্ (প্রমাণেদ্বয়সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচ্। পা ৫।২।৩৭) এই পরিমাণ।

এতর্হি (অব্য) ইদম্-র্হিল্, এতাদেশশ্চ। (ইদমোর্হিল্। পা ৫।৩।১৬। এতেতৌ রথোঃ। পা ৫।৩।৪। এই-কালে, সম্প্রতি।

এতশ (পুং) ইণ্-তশন্ (ইণস্তশনতশসুনৌ। উণ্ ৩।১৪৯।) ব্রাহ্মণ। (এতশো ব্রাহ্মণঃ। উজ্জ্বলদত্ত)

এতশস্ (পুং) ইণ্-তশসুন্। (ইণস্তশনতশসুনৌ। উণ° ৩।১৪৯।) ব্রাহ্মণ।

এতস (পুং) ইণ্-বাহুলকাৎ তসন্ ব্রাহ্মণ। (বেদগর্ভঃ শমীগর্ভঃ সাবিত্রো মৈত্র এতসঃ। হেম° ৩।৪৭৭)

এতাদৃক্ (ত্রি) এতদিব দৃশ্যতে, এতদ্-দৃশ-কিন্। ইহার ন্যায়।

এতাদৃক্ষ (ত্রি) এতদিব দৃশ্যতে, এতদ্-দৃশ-ক্স। এইরূপ।

এতাদৃশ (ত্রি) এতদিব দৃশ্যতে, এতদ্ দৃশ-টক্। ইহার মত।

এতাবৎ (ত্রি) এতদ্-বতুপ্ (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা ৫।২।৩৯) এই পরিমাণ।

এতাবতা (অব্য) ইহার দ্বারা।

এতাবন্মাত্র (ত্রি) এতাবৎ-মাত্রচ্। এই পরিমাণ মাত্র।

এতাবা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন আগ্রা বিভাগের একটি জেলা। অক্ষা° ২৬°২১´ এবং ২৭°২৫´´ উঃ মধ্যে, দেশা° ৭৮° ৪৭´২০´´ এবং ৭৯° ৪৭´২০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই জেলার উত্তরে মৈনপুরী ও ফরখাবাদ; পশ্চিমে যমুনা নদী, আগ্রাজেলা, চম্বল, কুমারী নদী ও গোয়ালিয়র রাজ্য; দক্ষিণে যমুনা ও পূর্ব্বে কানপুর। ভূমি পরিমাণ প্রায় ১৬৩৯ বর্গমাইল।

এই জেলার মধ্য দিয়া পাণ্ডু, রিন্দ, বা অরিন্দ, সেঙ্গর, যমুনা, চম্বল, কুমারী (কুয়ারী), এই কয়েকটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চম্বল নদীর জল স্বচ্ছ কাচের মত পরিষ্কৃত।

এতাবার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। অন্তর্বেদীর সমতল ক্ষেত্র ও যমুনার তটপ্রদেশ হইতে চম্বল নদীতটস্থ গিরিসঙ্কট ও খাত সকল বিন্ধ্যগিরির বহির্ভাগ রূপে বিরাজ করিতেছে।

এই ভূভাগের স্থানে স্থানে সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূমি, আবার কোন স্থান উষররূপে পরিণত রহিয়াছে। নানা-স্থানেই নতোন্নত পাদপরাজি শোভা পাইতেছে। এই ভূ-ভাগের পূর্ব্বাংশ ব্যতীত অন্যত্র প্রায়ই বন জঙ্গল। এখানে বাঘ, নেকড়ে, শিয়াল, নীলগাই, হরিণ, বন শূকর, সজারু প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু এবং নানা জাতীয় পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। বিষধর সর্পের মধ্যে কেউটিয়া ও করাত সাপ প্রায়ই বাহির হয়। জলে নানা জাতীয় মৎস্য, কচ্ছপ, শিশুক, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে গম, যব, জোয়ার, বজরা, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, নীল ও স্থানে স্থানে ধান্য জন্মে।

ইতিহাস—অতি পূর্ব্বকাল হইতে এখানে হিন্দুরাজদিগের রাজত্ব ছিল। প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাঁহাদের কয়েক-জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। (Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 101; Jour. Beng. As. Soc. Vol. XLII. pt. I. p. 314, দেখ।]

এক সময়ে এইস্থান যে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রাচীন নগরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। এখানকার রাজপুত জাতির মুখে শুনা যায় যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এতাবাতে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তৎপরেই কনোজব্রাহ্মণগণ আসিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে রাজপুত ও কনোজব্রাহ্মণেরাই এখানকার জমিদার।

শুনা যায়, গিজনীর মামুদ এবং কুতবউদ্দীন্ উভয়েই এক

এক বার এখানে পদার্পণ করিয়াছিল। কিন্তু এখানকার তৎকালীন দেশীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, সেই দারুণ দুঃসময়ে মুসলমানদিগের অক্ষুণ্ণ আধিপত্যকালেও এখানকার হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা নষ্ট করেন নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে মোগলবীর বাবর এই জেলা আক্রমণ করেন এবং তাহা হুমায়ুনের পলায়নকাল পর্য্যন্ত মোগলদিগের হস্তগত ছিল। শেরশাহ এখানকার নানাস্থানে রাস্তা প্রস্তুত ও স্থানে স্থানে প্রহরী স্থাপন করিয়া, হাতকাঠ নামক স্থানে ১২০০০ অশ্বারোহী নিযুক্ত করেন। অকবর পাতশাহ এইস্থান আগ্রা, কনোজ, কাল্পি ও ইরিচের সরকার ভুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দিল্লীর শাসনাধীন করিতে পারেন নাই।

মোগলদিগের অবস্থা মন্দ হইলে, মহারাষ্ট্রগণ এতাবা হস্তগত করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য তাহাদের বেদখল হইল। সেই সময়ে এই স্থান আগ্রাদুর্গের সৈন্যদিগকে বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় এইস্থান অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃঃ নজফ খাঁ প্রবল হইলেন, তিনি মহারাষ্ট্রদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন; এদিকে অযোধ্যার নবাব উজীর গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া এইস্থান তাঁহারই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই গোলযোগের সময়ে এতাবা কখন নবাব উজীর, কখন বা মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, শেষে অযোধ্যারাজ্যের শাসনাধীন হইল।

এই সময় ঠগীদের উৎপাত বিলক্ষণ ছিল। ১৮০১ খৃঃ এতাবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসিলে ঠগীদের উৎপাত কথঞ্চিত নিবারিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষে এই স্থান একবারে উৎসন্ন গিয়াছিল। গঙ্গার পয়ঃ-প্রণালী খুলিবার পর হইতেই দেশের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৫৭ খৃঃ, এখানেও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। মীরাটের যুদ্ধ সংবাদ ২ দিন পরে এখানে আসিয়া পৌছিল। বিদ্রোহীরা সপ্তাহকাল মধ্যে উত্তেজিত হইয়া প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর প্রাণবিনাশ করিতে লাগিল। কিছু দিন পরেই বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া যশোবন্তনগর অধিকার করিল। ২৩ এ মে তারিখে, এখানকার সৈন্যনিবাস স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু সেই দিনই যাত্রাকালে সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে; ইংরাজকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের রমণীগণ অতিকষ্টে বড়পুরে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। ঝাঁন্সীর বিদ্রোহীদল এতাবা অধিকার করিয়া মাইনপুরীতে উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা অনেক কষ্টে ও অনেক যুদ্ধের পর ১৮৫৮ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী এতাবাসহর উদ্ধার করেন, কিন্তু তখন এতাবাজেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ ও সেরগড়নামক স্থান বিদ্রোহীরা দখলে রাখিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা কিছু করিতে পারেন নাই। ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অযোধ্যা হইতে একদল বিদ্রোহী এই প্রদেশে আগমন করে, তাহাদের অধিনায়ক ফিরোজশা, ঐ ব্যক্তি হরচন্দ্রপুর নামক স্থানে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। তৎপরে বিদ্রোহের গোলযোগ ক্রমে ক্রমে থামিয়া যায়। বিদ্রোহের সময়ে এতাবার অধিবাসীরা ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল, তাহাদের রাজভক্তি গুণে অনেক ইংরাজসৈন্য প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। এতাবা জেলায় প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বণিক্, গদরিয়া, কাচ্ছী, লোধী, কোরী, ধানক, তেলী, নাই, বারুই, ধোপা, চামার, কুমার, ও লোহার জাতি বাস করে।

এতাবা জেলার এই তিনটি প্রধান নগর—এতাবা, ফফুন্দ, ঔরয়া। এতাবা হইতে ২৯৪৭৩০৲ টাকা কর আদায় হয়।

এতাবা, এতাবা জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ৪৫´ ৩২´´ উঃ, দেশা ৭৯° ৩´ ১৮´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরে প্রায় পয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস। এখানে হাট-বাজার, মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, পুলিসের আড্ডা, ঔষধালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

এখানকার কুরমী জাতিরা ঘৃত, ছোলা, সরিষা ও তুলার ব্যবসা করিয়া থাকে। এই নগর পেঠা নামক মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে 'আস্থল' নামে একটি বৃহৎ মন্দির আছে, প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে গোপালদাস নামক একজন ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে নরসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এ ছাড়া শিবমন্দির, জৈন মন্দির ও মুসলমান মস্‌জিদ্ আছে।

এতেক (দেশজ) এতদ্ শব্দের অপভ্রংশ। এই। এইপরিমাণ।

এতেলা (আরব্য) খবর দেওয়া।

এৎলানামা (পারস্য) ১ সংবাদপত্র। ২ খবরের চিঠি।

এৎবার (পারস্য) ১ বিশ্বাস। ২ রবিবার।

এৎবারী (আরব্য) বিশ্বাসী।

এৎমাম (আরব্য) আবাদি জমী।

এৎমামদার (পারস্য) কৃষক, জোদ্দার।

এৎমামদারী (পারস্য) জোতদারি কার্য্য।

এথা (দেশজ) এইস্থানে।

এদর (ইদর) গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি প্রধান রাজপুত রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরসীমা—শিরোহী ও

উদয়পুর, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বোম্বাইপ্রদেশ এবং পূর্ব্বে ডুঙ্গরপুর। এখানকার লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের উপর তন্মধ্যে প্রায় ১১ হাজার ভীল জাতি।

কোলি জাতির সংখ্যাই বেশী, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেনিয়া, কুনবি প্রভৃতি জাতিও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে মুসলমান, জৈন এবং দুই এক ঘর পার্শীও বাস করে।

পূর্ব্বকালে এখানে কোলিজাতির রাজত্ব ছিল, রাজাদের নাম ভলসুর কোলি। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম শম্বলা। তিনি অতিশয় লম্পট ও পাপাচারী ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রী ষড়যন্ত্র করিয়া সোণাগরাওকে আহ্বান করেন, তিনি এখানে আসিয়া শম্বলাকে বিনাশ এবং ইদররাজ্য অধিকার করেন। সোণাগরাও হইতে ১২ পুরুষের পর জগন্নাথরাও ইদরের রাজা হন। এই সময়ে মুরাদ বকস গুজরাটের সুবাদার। ১৬৫৬ খৃঃ, মুরাদের দৌরাত্ম্যে জগন্নাথ রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তৎপরে মুরাদ এখানে একজন দেশাই (সহকারী) নিযুক্ত করেন।

১০২৯ খৃষ্টাব্দে, যোধপুররাজের দুই ভাই আনন্দসিংহ ও রায়সিংহ কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্বল্লায়াসে ইদর জয় করিলেন। এখন হইতে ইদরে রাজপুত অধিকার স্থাপিত হইল। ইদররাজ্য প্রধানতঃ সাতটি জেলায় বিভক্ত হয়—১ ইদর, ২ আহ্মদনগর, ৩ মোরাস, ৪ বায়াদ, ৫ হরসোল, ৬ পরান্তিজ, ৭ বিজাপুর এ ছাড়া অপর পাঁচটি জেলা ইদররাজ্যের করদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ঘটনার কয়েক বর্ষ পরে পূর্ব্বোক্ত 'দেশাই' আপনার হৃতরাজ্য পুনরায় পাইবার আশায় পেশোবাকে উত্তেজিত করেন। তিনি বাছাজী দুবাজী নামক এক ব্যক্তিকে ইদর জয় করিতে পাঠাইলেন, যথাসময়ে বাছাজী ইদররাজ্যে পৌছিলেন, সুযোগ পাইয়া জগন্নাথ রাওয়ের কতকগুলি রাজপুত কর্ম্মচারী বাছাজীর সঙ্গে মিলিত হইল। যুদ্ধে আনন্দসিংহ নিহত হইলেন, বাছাজীর জয় হইল। তিনি কতকগুলি সৈন্যসামন্ত রাখিয়া আহ্মদাবাদে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রায়সিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইদররাজ্য পুনরায় অধিকার করিলেন। আনন্দসিংহের পুত্র শিবসিংহ রাজা হইলেন, রায়সিংহ তাঁহার অভিভাবক থাকিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ রায় সিংহের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে পেশোবা ইদর রাজ্যের পরান্তিজ, বিজাপুর এবং মোরসা, বায়াদ, ও হরসোল এই তিন জেলার অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইলেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক গাইকোয়াড়ের হাতে পড়িল; তিনি এককালে দখল না করিয়া শিবসিংহের সহিত করের বন্দোবস্ত করিলেন, প্রতি বর্ষে ইদরের নিমিত্ত ২৪০০০৲ টাকা, এবং আহ্মদনগরের জন্য ৮৯৫০৲ টাকা কর ধার্য্য হইল। ১৭৯১ খৃঃ, শিবসিংহের মৃত্যু হয়, তাঁহার পাঁচ পুত্র; জ্যেষ্ঠ ভবানসিংহ রাজা হন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার দশ বৎসরের বালকপুত্র গম্ভীররায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহাতে শিবসিংহের অপর পুত্রগণ কেহ আহ্মদনগর গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হইলেন, কেহ মোরসাসুর প্রভৃতি দখল করিয়া কিছুকাল ভোগ দখল করিলেন। শিবসিংহের দ্বিতীয় পুত্র, সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র করণসিংহ আহ্মদনগর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৩৫ খৃঃ, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র তক্তসিংহ উত্তরাধিকারী হন। ১৮৪৩ খৃঃ, ইনি আবার যোধপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তদবধি তিনি যোধপুরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু আহ্মদনগরের দাবী ছাড়িলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত অনুসারে আহ্মদনগর, মোরসা ও বায়াদ পুনরায় ইদর রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তৎকালে ইংরাজভক্ত মহারাজ যুবানসিংহ (K. C. S. I.) ইদরের রাজা ছিলেন, ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়, ১৮৮২ খৃঃ, তৎপুত্র কেশরীসিংহ ইদরের মহারাজা হইলেন। ইনি ইদর রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; ইহাঁর সম্মানার্থ ১৫টী তোপ বরাদ্দ আছে। এখনও ইদরের রাজারা গাইকোয়াড়রাজকে ৩০৩৪০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

২ ইদর রাজ্যের প্রধাননগর অক্ষাঃ ২৩ঃ৫০´ উঃ এবং দেশা ৭২ঃ৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোক সংখ্যা ছয় হাজারের উপর। এখানে ডাকঘর ও ঔষধালয় আছে।

এধ্ (ধাতু) ভ্বাদিঃ আত্ম অক॰ সেট্। বৃদ্ধি। (এধণ্ বৃদ্ধৌ। কবিঃ দ্রুঃ।

এধ (পুং) ইধ্যতে অনেনাগ্নিঃ, ইন্ধ-ঘঞ্ (হলশ্চ। পাঃ ৩। ৩। ১২১ নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ইন্ধন, জ্বালানি কাষ্ঠ।

এধঃ [স্] (ক্লী) এধ-অসুন্। ইন্ধন।

এধতু (পুং) এধ-চতুঃ (এধিবহোশ্চতুঃ উণ্ঃ ১। ৭৭।) ১ পুরুষ (এধতুঃ পুরুষো মতঃ। উজ্জ্বলদত্ত) ২ অগ্নি। (এধতুঃ পুরুষে হগ্নৌ না। (মেদিনী) ৩ (ত্রি) বৃদ্ধিযুক্ত।

এধমান (ত্রি) এধ-শানচ্। বর্দ্ধমান, যে বর্দ্ধিত হইতেছে।

এধা (স্ত্রী) এধ্ বৃদ্ধৌ অ-টাপ্। সমৃদ্ধি।

এধার (দেশজ) ১ এদিক্। ২ এতীর। ৩ এই পার্শ্ব।

এধিত (ত্রি) এধ-ক্ত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

এনঃ [স্] (ক্লী) এতি-গচ্ছতি-প্রায়শ্চিত্তাদিনা, ইণ-অসুন্, নুড়াগমশ্চ। ১ পাপ। ২ অপরাধ। ৩ নিন্দা।

এপ্রকারে (অব্য) এইরূপে।
এপ্রযুক্ত (ত্রি) এইজন্য।
এফোঁড় ওফোঁড় (দেশজ) একদিক্ হইতে অন্যদিক্ পর্য্যন্ত।
এম (ত্রি) ইণ-কর্ম্মণি ম। প্রাপ্য বিষয়।
এমত (দেশজ) এইরূপ।
এমন্ (ক্লী) ইণ্-মনিন্। ১ পথ। ২ অবস্থিতি স্থান। ৩ গমন।
এমারৎ (আরব্য) অট্টালিকা।
এমারতী (আরব্য) অট্টালিকার কার্য্য, রাজমিস্ত্রীর ব্যবসায়।
এমুড়া (দেশজ) এদিকের শেষ।
এমুড়া ওমুড়া (দেশজ) এদিক্ হইতে ওদিকের শেষ পর্য্যন্ত।
এয়ো (দেশজ) সধবা স্ত্রী।
এর (দেশজ) ইহার।
এরকা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গুন্দ্রমূলা, শিম্বী, গুন্দ্রা ও শরী। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, শীতল, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারী, বায়ুকোপক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী দাহ ও পিত্তরক্ত নাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)। চক্রদত্তের টীকাকার এরকা শব্দে 'হোগ্‌লা' অর্থ লিখিয়াছেন।
এরঙ্গ (পুং) এরতি সম্যক্ ভ্রমতীতি, আ-ঈর-অঙ্গচ্। মৎস্য-বিশেষ, রাঙ্গা মৎস্য। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী। ভোজনে পেট ফাঁপে। শীতল ও গুরুপাক। (ভাবপ্রকাশ।)
এরণ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার একটি প্রাচীন নগর; বীণানদীর বামধারে, এবং বেত্রবতী নদী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে; অক্ষা ২৪° ৫´ ৩০´´ উঃ ও দেশা ৭৮° ১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এরণ আজকালের নগর নহে। যে সময়ে হিন্দুরাজগণ প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করিতেছিলেন, যে সময়ে স্বাধীন গুপ্তরাজগণ ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়। তৎকালে ইহার নাম 'এরকৈন' * ছিল, তাহা প্রাচীন শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে। নগরের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার তিনদিকে স্বচ্ছসলিলা বীণা নদী প্রবাহিত হইতেছে;—এইরূপ মনোহর স্থান দেখিয়াই প্রাচীন হিন্দুরাজগণ নগরাদি স্থাপন করিতেন।

হিন্দুরাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও এরণনগরে শোভা পাই-তেছে। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে যে, রাজা ভরত ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ বুধগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতা মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণু উভয়ে যে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকারজনক, ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই শিলা-স্তম্ভের পাদদেশে খোদিত লিপি রহিয়াছে, ঐ শিলালিপির শেষভাগে লিখিত আছে "শতে পঞ্চ-ষষ্ট্যাধিকে বর্ষাণাং ভূপতৌ চ বুধগুপ্তে। আষাঢ়মাস-শুক্ল-দ্বাদশ্যাং সুরগুরোর্দি-বসে।" বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ (গুপ্ত) সম্বতে আষাঢ়মাসে শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে (এই স্তম্ভ স্থাপিত হয়)। স্তম্ভের শিরোদেশে দুইটি যুগল মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, একটি মন্দিরের দিকে পশ্চিমমুখী, অপরটি নগরের দিকে পূর্ব্বমুখী হইয়া রহিয়াছে। পশ্চিমভাগে অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মন্দিরে বিষ্ণুর মহাবরাহমূর্ত্তি বিরাজমান, মূর্ত্তি উচ্চে ১০ ফিট, দর্শন করিলে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। সেই বরাহমূর্ত্তির মধ্যদেশে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ধন্যবিষ্ণুর নাম ও পরিচয় খোদিত হইয়াছে। তাহার অদূরে রাজা তোরমাণের অনুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই মন্দিরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, নানাস্থান পড়িয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও আর বুঝি থাকে না। সেই মন্দিরের ভগ্ন স্তম্ভ সকল অবলোকন করিলে প্রাচীন হিন্দু শিল্পিগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই স্তম্ভগুলি যে সুচারুরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন "The ornamentation is, perhaps, too elaborate, but several parts of it are very rich and beautiful."

বরাহমন্দিরের উত্তরদিকে বিষ্ণু, নরসিংহ প্রভৃতির কয়েকটি মন্দিরও আছে।

নগরের তোরণদ্বারের দক্ষিণদিকে কিছুদূরে দানাবীর নামে একটি বৃহৎ স্তূপ এবং কয়েকটি সতীস্তম্ভ আছে।

এরণ্ড (পুং) এরয়তি বায়ুম্, আ-ঈর-অণ্ডচ্। বৃক্ষবিশেষ, ভেরাণ্ডা গাছ। (Ricinus Communis.) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যাঘ্রপুচ্ছ, গন্ধর্ব্বহস্ত, উরুবুক, রুবুক, চিত্রক, চঞ্চু, পঞ্চাঙ্গুল, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যড়ম্বক, রুবুক, রুবক, বুক, অমণ্ড, আমণ্ড, ব্যড়ম্বন, কাণ্ড, তরুণ, শুক্ল, বাতারি ও দীর্ঘপত্রক। (রাজনির্ঘণ্ট।)

এরণ্ড শ্বেত ও লোহিত ভেদে দ্বিবিধ। আমণ্ড, চিত্র,

* এই স্থানে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোনটিতে 'এরকণ্য' নাম দৃষ্ট হয়। (Archæological Survey of India, Repts. Vol. X. p. 77.)

গন্ধর্ব্বহস্ত, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, অদণ্ড, বাতারি, তরুণ ও রুবূক, এই কয়েকটি পর্য্যায় শ্বেত এরণ্ডবোধক। রুবুক, উরুবু, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক, এই কয়েকটি রক্ত এরণ্ডবাচক।

এরণ্ড পত্রের গুণ—বাতঘ্ন, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, এবং পিত্তরক্তের প্রকোপক। কচিপাতা গুল্ম, বস্তি-শূল, কফ, বাত, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ বিনাশক।

এরণ্ড ফলের গুণ—অতিশয় উষ্ণ, গুল্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও অর্শোরোগ নাশক, কটু ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

এরণ্ডমজ্জাও ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, ভেদক এবং বাত-শ্লেষ্ম জন্য উদররোগ বিনাশক। (ভাবপ্রকাশ।)

এরণ্ডকে আরব্য ভাষায় 'খিরূবা' ও পারসীতে 'বেদাঞ্জির' কহে। হাকিমীমতে শ্বেত ও রক্ত এরণ্ডের মধ্যে রক্ত এরণ্ডই অধিক ফলদায়ক। ১০টি বীজের শাঁস মধুর সহিত বাটিয়া খাইতে দিলে জোলাপের কাজ হয়। সকল প্রকার বাতরোগে ও স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করাইবার সময় স্তনে অধিক ব্যথা বোধ হইলে ইহার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার পাতারও গুণ বীজের ন্যায়, তবে কিছু অল্প। কেহ অহিফেন অথবা কোন প্রকার বিষ খাইলে এরণ্ডের রস ব্যবহারে বমন হইয়া বিবাদি উঠিয়া যায়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকের মতে এরণ্ডবীজ কটু ও ভেদক। রইল সাহেবের মতে, ইহা বাইবেলে 'গোর্ড' (Gourd) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাক্তার উইলিয়ম লিখিয়াছেন, পশ্চিম আফ্রিকার স্ত্রীলোকেরা স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। (Lancet, Sept. 1850) কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে এরণ্ড পাতা স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ সঞ্চয় কমাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (Dymock's Materia Medica of Western India, p. 579 দেখ।)

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এরণ্ডগাছ জন্মে। বাজারে দুই প্রকার এরণ্ডবীজ পাওয়া যায়, ছোট ও বড়। ছোট বীজ হইতে উত্তম তৈল পাওয়া যায়। তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বড় বীজের তৈল এদেশে প্রদীপে জ্বালাইয়া থাকে।

এরণ্ডক (পুং) এরণ্ড-স্বার্থে কন্। এরণ্ডবৃক্ষ।

এরণ্ডজ (ত্রি) এরণ্ডাজ্জায়তে, এরণ্ড-জন্-ড। এরণ্ড বৃক্ষজাত।

এরণ্ডতৈল, এরণ্ডবীজোৎপন্ন তৈলবিশেষ, ভেরাণ্ডার তৈল। (Castor oil.)

এই তৈল তিন প্রকার উপায়ে প্রস্তুত হয়—১ নিষ্কর্ষণ দ্বারা, ২ সিদ্ধ করিয়া এবং ৩ সুরাসার প্রয়োগ দ্বারা। নিষ্কর্ষণ করিয়া যে তৈল পাওয়া যায়, তাহাই খুব পরিষ্কার হয়। শিশুগণের পক্ষে ইহাই বড় উপকারী।

এরণ্ডতৈলে ৭৪·০০ ভাগ অঙ্গার, ১০·২৯ ভাগ উদজন, ১৫·৭১ ভাগ অম্লজন থাকে।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, এরণ্ডতৈলের গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, বয়ঃস্থাপক, ত্বকের স্বাস্থ্যকর, শান্তিজনক, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, ঈষৎ কষায় রস, সূক্ষ্ম, যোনিশোধক, শুক্রদোষনিবারক, আমগন্ধি, স্বাদুরস, স্বাদুপাক, তিক্ত, কটু ও ভেদক। ইহা ব্যবহার করিলে বিষম জ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠশূল, গুহ্যশূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিবেদনা, আমবাত ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হাকিমী মতে—পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, শূল, আধ্মান, বাত, উদরী ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব রোগে এরণ্ডতৈল বিশেষ উপকারী।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে—অজীর্ণ রোগে পাক-স্থলী ও অন্ত্রের ব্যথা হইলে প্রত্যহ আধ ছটাক এরণ্ডতৈল বিশেষ উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এরণ্ডতৈলে যেরূপ উপকার হয়, এমন আর কোন ঔষধে হয় না। তাঁহারা বায়ু ও উদরশূলেও এরণ্ডতৈল প্রয়োগ করেন।

এরণ্ডপত্রিকা (স্ত্রী) এরণ্ডস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, কন্। টাপ্ অত ইত্বম্। দন্তীবৃক্ষ।

এরণ্ডফলা (স্ত্রী) এরণ্ডস্য ফলমিব ফলমস্যাঃ, দন্তীবৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লঘুদন্তী, বিশল্যা, উডুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকূলক।

এরণ্ডা (স্ত্রী) আ-ঈর-অণ্ডচ্-টাপ্। পিপ্পলী। [পিপ্পলী দেখ।]

এরণ্ডী, নদীবিশেষ। এই নদী নর্ম্মদা নদীতে মিলিত হই-য়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের মতে, এই তীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। এই নদীতীরে এরণ্ডীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন।

"এরণ্ডীসঙ্গমে স্নানে পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে।
এরণ্ডীশ্বরলিঙ্গস্ত সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥" রেবাখণ্ড ৩২। ৪।

এরু (ত্রি) আ-ঈর-উণ্। গন্তা, গমনকারী।

এর্ব্বারু (পুং) আ-ঈর-ক্বিপ্, এরং বৃণোতি বারয়তি বা, বৃঞ্-উণ্। কাঁকুড়বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যালপত্রা, লোমশা, স্থূলা, তোয়ফলা, হস্তিদন্তফলা ও কর্কটী। বৈদ্য-কোক্ত ইহার গুণ,—স্বাদু, শীতল, ঈষৎ ক্ষার; কফ ও বায়ু-কারক, ঈষৎ পিত্তকর, রুচিকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, দাহনাশক

গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী। পক্ব এর্ব্বারু দাহ, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিবিনাশক। (হারীত ও চরক।)

এলক (পুং) এলতি ক্ষিপতি বলিরূপেণ আত্মানম্, এল-ণ্বুল্। বন্ধা, এড়ক ডলয়োরৈক্যম্। মেষ।

এলগিন্, (James Bruce, Earl of Elgin and Kincardine),—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ১৮১১ খৃঃ লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ বিদ্যাবলে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪১ খৃঃ রাজকীয় কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ মার্চ মাসে জ্যামেকার শাসনকর্ত্তা হইয়া যান। এখানে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। অল্পদিন পরেই সেক্রেটরী অব দি ষ্টেট্ লর্ড এলগিন্‌কে কানাডার গভর্ণর জেনারেল পদে নিয়োগ করিলেন। কানাডায় তিনি যেরূপ রাজনীতি ও শাসন কৌশল দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ আর কোন গভর্ণর পারেন নাই। তাঁহার শাসনে মুগ্ধ হইয়া অতি বড় শক্রও তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে কানাডার আত্মশাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার সময় হইতে বৃটীশ আমেরিকার সহিত ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের বাণিজ্য ব্যবসা প্রচলিত হয়। ১৮৫৫ খৃঃ জন্মভূমিতে ফিরিয়া যান, এই সময়ে তিনি ফাইফ্‌সায়রের লর্ড-লেফ্‌টেনেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৭ খৃঃ চীনরাজ্যের কাণ্টন নগরে ইংরাজ ও চীনসৈন্যে যুদ্ধ বাধে। লর্ড এলগিন্ সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত (Plenipotentiary Extraordinary) হইয়া সসৈন্যে কাণ্টনের ইংরাজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি পথে শুনিলেন, ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত। তখন তিনি লর্ড ক্যানিংএর সাহায্যের জন্য তাঁহার সৈন্যদলকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহ মিটিলে লর্ড এলগিন্ চীনে উপস্থিত হইলেন। তিনসিন্ নামক স্থানে ফরাসীদূত বেরন গ্রসের সহযোগে সন্ধি হইল, সেই সন্ধিপত্রানুসারে ইংরাজেরা নির্ব্বিবাদে বিনা ব্যয়ে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি জাপানের সহিত সন্ধি করিলেন যে ইংরাজেরা অল্প মাশুলে বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে, লর্ড এলগিন্ টকুদুর্গের ইংরাজদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, তথাকার চীনেরা তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এলগিন্ সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। এবার চীনের রাজধানী পেকিন নগরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। চীনের গোলযোগ মিটিয়া গেল।

এদিকে লর্ড ক্যানিংএর শাসনকাল ফুরাইল। ১৮৬২ খৃঃ ১২ই মার্চ লর্ড এলগিন্ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমে যাত্রা করিলেন। আগ্রায় দরবার হইল। উত্তরপশ্চিমের রাজগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। তৎপরে তিনি সিমলা শৈলে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় পীড়িত হইলেন; হিমালয়ের একটি ধর্ম্মশালায়, ১৮৬৩ খৃঃ ২০এ নবেম্বর তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এলঙ্গ (পুং) এরঙ্গ-রস্য লঃ। মৎস্যবিশেষ; দেশভেদে ইহাকে এলাঙ্গা, রায়কড়া ও রায়খাঁড়া বলিয়া থাকে। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, মলবদ্ধকারক, কফ ও বায়ুনাশক, মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিকারক, শীতল, গুরু ও শ্লেষ্মপ্রসাদক। (চক্র° দ্রব্যগুণ)

এলবালু (ক্লী) এলেব বলতে, এলা-বল্-উণ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালুকা।

("শৈলবালু পরিপেলব মোচাঃ।" বাভট। ১। ১৫ অঃ)

এলবালুক (ক্লী) এলবালু-স্বার্থে কন্। গন্ধদ্রব্য, বালুকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, বালুক, হরিবাস্থক, আস্থক, এল্ববালুক, কপিত্থত্বক্, গন্ধত্বক্ ও কুষ্ঠগন্ধি। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ, অতিশয় উগ্র, কষায়, কফ, বায়ু, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহনাশক, অতিশয় রুচিকারক; কণ্ডূ, ব্রণ, ছর্দ্দি, পিপাসা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ ও ক্রিমিবিনাশক।

এলবাস (আরব্য) যাবনিক পরিচ্ছদবিশেষ।

এলবিল (পুং) কুবের।

এলা (স্ত্রী) ইল-অচ্-টাপ্। এলাচি। (Cardamom) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বহুলগন্ধা, ঐন্দ্রী, দ্রাবিড়ী, কপোতপর্ণী, বালা, বলবতী, হিমা, চন্দ্রিকা, সাগরগামিনী, গান্ধালীগর্ভ, এলীকা ও কায়স্থা। এলা দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম; স্থূল এলাকে বড় এলাচি ও সূক্ষ্ম এলাকে ছোট এলাচি বা গুজরাটি এলাচি বলিয়া থাকে। ছোট এলাচির সংস্কৃত পর্য্যায়—উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, ত্রিপুটা, ত্রুটি, বয়স্থা, তীক্ষ্ণগন্ধা, সূক্ষ্মৈলা ও ত্রিপুটী। বড় এলাচির পর্য্যায়—পৃথ্বিকা, চন্দ্রবালা, নিষ্কুটি, বহুলা, স্থূলা, মালেয়া ও তাড়কাফল। এলাদ্বয়ের বৈদ্যকোক্ত গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি, পিত্তরোগ ও কফনাশক, হৃদ্রোগকারক এবং মলভেদ, বমন ও শুক্রনাশক। উভয় এলাচি মধ্যে বড় এলাচির বিশেষ গুণ—শূল, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, ছর্দ্দি ও বায়ুনাশক।

সূক্ষ্ম এলার বিশেষ গুণ—কফ, শ্বাস, কাশ, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।



এলাচ গাছ।

এলাচিগাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। দক্ষিণ দেশেই কিছু অধিক। আমরা সচরাচর তিন প্রকার এলাচ দেখিতে পাই, ছোট, মাঝারি ও বড়। মাঝারি ও বড় একজাতীয়, ছোট এলাচ স্বতন্ত্রজাতীয়।

ছোট এলাচ (Elettaria cardamomum) দাক্ষিণাত্যে বিস্তর জন্মে। ত্রিবাঙ্কুরের বনে এক এক স্থানে প্রায় ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট্ জমি ব্যাপিয়া এলাচ গাছের ঝাড় দৃষ্ট হয়। এই গাছ চারি বর্ষে বড় হইয়া থাকে এবং সপ্তম বর্ষে ফল হয়। ফল হইলে কৃষকেরা শাখা প্রশাখা হইতে বীজকোষ ছিঁড়িয়া আনে। ত্রিবাঙ্কুরের গ্রেণাইট প্রস্তরময় জমীর উপর এলাচ গাছ জন্মে। প্রথমে য়ুরোপে এলাচ ছিল না, এদেশ হইতে লইয়া যায়। মুসলমান লেখকগণ 'কাকুলা' ও 'হিল' নামে এলাচের উল্লেখ করিয়াছেন, হাকিমী গ্রন্থে দুই প্রকার এলাচের উল্লেখ পাওয়া যায়, শিঘার (ছোট) ও কিবার (বড়); ছোট স্ত্রীজাতীয় ও বড় পুংজাতীয়। ছোট এলাচের মণ ৭৫৲ হইতে ৯০৲ টাকা। কাগচি, মালাবারী, গুজরাটী, পৈতিকি ও সিংহলী এই কয় প্রকার ছোট এলাচ। বোম্বাই ও কলিকাতায় মালাবারী ও গুজরাটী ছোট এলাচের চলন বেশী। ব্যঞ্জনাদি সদ্‌গন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বড় এলাচ বঙ্গদেশে জন্মে। পান ও মিষ্টান্নে এই এলাচ দেয়। বড় এলাচের মণ ১০৲—১২৲ টাকা।

এলাক (পুং) মুনিবিশেষ।

এলাকা (আরব্য) সীমানা, অধিকৃত স্থান।

এলাকাদার (পারস্য) সীমানাদার।

এলাঙ্গ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus marginatus.)

এলাচ (চি) (দেশজ) এলা। [এলা দেখ।]

এলাদি গণ (পুং) এলাইচ, তগর, পাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুক, পদ্মনখী, শঙ্খিনী, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, গুড়ত্বক্, চোর কাঁচকি, বালা, গুগ্‌গুলু, ধূনা, শিলারস, কন্দুরখোটী, অগুরু, গন্ধপিড়িঙ, বেণারমূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পন্নাগ পুষ্প। এই সকল বস্তু বায়ু, কফ ও বিষের শান্তিকারক, শরীরের বর্ণ প্রসাদক, এবং কণ্ডু, পিড়কা ও কোষ্ঠ রোগের নিবৃত্তিকর।

এলাদিগুড়িকা (স্ত্রী) রক্তপিত্তাধিকারের ঔষধবিশেষ। বড় এলাচি, তেজপত্র, দারুচিনি, প্রত্যেক ১ তোলা; পিপ্পলি অর্দ্ধপল; মিছরি, যষ্টিমধু, খর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা, প্রত্যেক একপল, চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ বটিকা করিবে, ইহা সেবনে রক্তপিত্তাদি বহু রোগ বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত রক্তপিত্ত।)

এলাপর্ণী (স্ত্রী) এলায়াঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। রাস্না, দেশভেদে ইহাকে কাঁটা আসরুলি বা এলানি বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবহা, রাস্না ও যুক্তরসা।

এলাপত্র (পুং) এলাপত্রমিব আকারো যস্য, বহুব্রী°। সর্পবিশেষ। মহাভারত ও পুরাণাদিমতে কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহার জন্ম।

বৌদ্ধগ্রন্থেও এলাপত্র নাগরাজরূপে অভিহিত হইয়াছে। ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, "বুদ্ধদেব যৎকালে তুষিত নামক লোকে ছিলেন, তখন তিনি দুইটি শ্লোক বলিয়াছিলেন। বুদ্ধ জন্মাইবার পূর্ব্বে কেহই সেই শ্লোক পড়িতে পারিত না। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলে অনেকেই শ্লোক পড়িতে পারিত, কিন্তু বুঝিতে পারিত না। স্বর্ণপ্রভাস নামে কোন নাগরাজ সেই শ্লোক তক্ষশিলাবাসী এলাপত্রকে দেখাইয়া বলেন, তুমি সর্ব্বত্র গমন কর, যে ইহার অর্থ করিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ টাকা দান করিবে। এলাপত্র তাঁহার কথায় নানা স্থান হইয়া বারাণসীর ঋষিপত্তন নামে এক মনোরম স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নলদ নামে এক ব্যক্তি

বুদ্ধের নিকট ঐ শ্লোক লইয়া গিয়া তাঁহারই মুখ হইতে ইহার অর্থ শ্রবণ করিলেন। পরে এলাপত্র নলদের মুখে শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর কয়েক দল বৌদ্ধ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গান্ধার রাজ্যে যাইতেছিল, এই সময়ে একদল ভোটসৈন্য ভিক্ষুকগণের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। বৌদ্ধভিক্ষুক একটি হ্রদের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে নাগরাজ এলাপত্র বৃদ্ধ মনুষ্যের বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দেন। তাঁহারা আপন আপন দুঃখ জানাইয়া বলিল যে, তাঁহারা আপনাদিগের জীবনরক্ষা ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য গান্ধাররাজ্যে যাইতেছে। এলাপত্র বলিলেন, এই স্থান হইতে গান্ধার ৪৫ দিনের পথ, তোমাদের নিকট দেখিতেছি ১৫ দিনের পথ্য আছে, অবশিষ্ট দিন কিরূপে অতিবাহিত করিবে? ভিক্ষুকগণ বুঝিল সমূহ বিপদ, তখন সকলেই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এলাপত্র সকলকে থামাইয়া বলিলেন, তোমরা কাঁদিওনা, ধর্ম্মের জন্য আমি জীবন দিতে পারি। দেখ, এই হ্রদের উপর আমি সেতু হইয়া থাকিব, তোমরা অনায়াসেই অল্প দিন মধ্যে গান্ধারে পৌঁছিতে পারিবে। তৎপরে এলাপত্র বৃহদাকার সর্পবেশ ধরিয়া সেই হ্রদের উপর শয়ন করিলেন, ভিক্ষুকগণ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া হ্রদ উত্তীর্ণ হইল। সেই অবস্থায় এলাপত্র প্রাণ পরিত্যাগ করেন। হ্রদ শুকাইয়া গেলে তাহার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ হইল।"

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএনসিয়াং তক্ষশিলায় "এলাপত্রহ্রদ" দেখিয়া গিয়াছিলেন। (Fo kwo ki. ch. XXXV.; Si-yu-ki, Bk. III.) কানিংহাম সাহেব বর্ত্তমান হসন-আবদালের 'বাবাবলি' নামক প্রস্রবণকে বৌদ্ধোক্ত প্রাচীন এলাপত্রনাগের হ্রদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (Archæological Survey of India, Vol. II. p. 135.)

এলাপুর, একটি প্রাচীন গিরি বা গিরিদুর্গ। প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে এই দুর্গ বা গিরিতে পহ্লবরাজ কৃষ্ণ বাস করিতেন। ইহার নিকটে স্বয়ম্ভূ মন্দির ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে বর্ত্তমান বেরাবল বা সোমনাথপত্তনের অপর নাম এলাপুর। (Ancient Geography of India, p. 319) কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিটের মতে, এই স্থান উত্তর কানাড়ার অন্তর্গত, ইহার বর্ত্তমান নাম য়েল্লাপুর, অক্ষা ১৪°৫৯´ উঃ ও দেশা ৭৪°৪৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। (Indian Antiquary, Vol. XI. p. 124)

এলাবতী (স্ত্রী) এলা প্রসবত্বেন অস্ত্যস্যাঃ, এলা-মতুপ্, মস্য বঃ। এলালতা।

এলাহিয়ৎ (আরব্য) স্বর্গ।

এলীকা (স্ত্রী) আ-ইল-ঈকন্-টাপ্। সূক্ষ্মৈলা, ছোট এলাচ।

এলুক (ক্লী) ইল-উক। গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

এলুয়া (দেশজ) শিথিল, আল্‌গা।

এলেন্‌বরা, (Edward Law Ellenborough),—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। তিনি প্রথম লর্ড এলেনবরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃঃ, লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃঃ, ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের শাসনকালে এলেন্‌বরা বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি হন। ১৮৪২ সালে ভারতবর্ষের শাসন ভার লইয়া এদেশে আগমন করেন। যে সুখ্যাতি লর্ড অক্‌লাণ্ডের ভাগ্যে ঘটে নাই, এলেন্‌বরা সেই সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নির্ব্বিবাদে সুখস্বচ্ছন্দে কার্য্য চালাইয়া যাইবেন,—কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সেরূপ ঘটিল না। ১৫ই মার্চ, তিনি প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বৃটীশ গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সামরিক মর্য্যাদা পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে। যাহাদের জন্য বৃটীশসৈন্য অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, যাহাদের হস্তে বৃটীশ নরনারী অপমানিত হইয়াছে, অনেকে বন্দী থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; সেই দুর্বৃত্ত আফগানদিগকে শাসন করিতে হইবে। জেলালাবাদ, গিজনী, খিলাত-ই-খিলজী ও কান্দাহার হইতে ইংরাজসৈন্য স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া আসুক। আফগানিস্থানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। যে রাজাকে (শাহসুজাকে) আমরা আফগানরাজ্যে বসাইয়া ছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে, সে ব্যক্তি আপন স্বজাতির নিকট উপযুক্ত নয়।"

এই সময়ে আফগানপ্রান্তে রণবাদ্য বাজিতেছিল। উত্তরভাগে বৃটীশের জয়নাদে আফগান ভূমি ঘন ঘন কাঁপিতেছিল;—আবার দক্ষিণভাগে বৃটীশের হাহাকার ধ্বনিতে সমস্ত বৃটীশরাজ্য প্রমাদ গণিতেছিল। লর্ড এলেনবরা প্রধান সেনাপতিকে লিখিবার পরেই শুনিলেন, সেনাপতি সেল ও পোলকের সমরকৌশলে জেলালাবাদে বৃটীশসৈন্য জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণে ভারী বিপদ, সেনাপতি ইংলণ্ড পিসীন উপত্যকা হইয়া হিকল্‌জই নামক প্রদেশ দিয়া যাইতেছিলেন, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থানে তিনি বিপক্ষ হস্তে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহার ৫০০ শত সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তিনি কোয়েটায় পলাইয়া আসিয়া গড়খাই করিয়া স্বদলে আত্মরক্ষা করিতেছেন।

এলেন্‌বরার মত ফিরিল, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,

"২৮এ মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ডের সেনাদল যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়। এখন সেনাপতি নট সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সেনাদলকে যত শীঘ্র পারেন ভারতের সংলিপ্ত নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিউন।"

সেনাপতি পোলক ও নট সাহেব অসমসাহসে আফগানদিগকে পরাস্ত করিতেছিলেন, এক্ষণে গভর্ণরের আদেশপত্র পাইয়া উভয়ে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু এই বীরদ্বয় ভগ্নোৎসাহ হইবার লোক নহেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য সেনাধ্যক্ষেরাও এই সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কেহই সৈন্যদিগকে জানিতে দিলেন না। তাঁহারা জানিতেন, সেনাগণ যদি এই সংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে পলাইয়া আসিবার জন্য তাহাদিগের উৎকণ্ঠা বাড়িবে। তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ যথাসময়ে রসদাদি না পাইয়া হয় ত পথি মধ্যে সকলকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহারা যে জন্য আফগানিস্থানে ছিলেন, তাহাতেই মনোযোগ দিলেন। লর্ড এলেন্‌বরা আপনার মত আর পরিবর্ত্তন করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি ইংরাজেরা আফগানিস্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসে, যদি বন্দী ইংরাজকর্ম্মচারী মুক্তিলাভ করিতে না পারে এবং আফগানেরা রীতিমত শাসিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও সামরিক সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে ঘৃণা করিবেন। এ সকল জানিয়াও তিনি এই সময়ে বলিতে লাগিলেন, "ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দূরদেশে সৈন্যসামন্তগণ বহু দিন থাকিলে চলিবে না। ইহাতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইবে এবং আমাদেরও রাজকার্য্যে ব্যাঘাত হইবে। সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে অগ্রে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য।"

এদিকে যাহার জন্য আফগানিস্থানে এত যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই শাহসুজাকে কয়েক জনে মিলিয়া বিনাশ করিল। পোলক ও নট সাহেব নানাস্থানে জয় লাভ করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জুলাই, এলেন্‌বরা নটসাহেবকে লিখিলেন, "আফগানিস্থানের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিয়া আমি আপনাদিগকে ফিরাইয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার সৈন্যসামন্তের অবস্থা ক্রমশঃই ভাল দেখিতেছি, এখন আমার মত স্বতন্ত্র, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। যদি আপনি গিজনী, কাবুল ও জেলালাবাদ অভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে রসদ, শকট ও সমস্ত খরচা পাইবেন। আমাদের উচ্চ আশা আছে, যদি এই মহাব্রত উদ্যাপন করিতে পারি, স্বদেশ এবং এই সুদূর আসিয়াখণ্ডে কি শত্রু কি মিত্র সকলের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব। কিন্তু যদি চেষ্টা নিষ্ফল হয়, তবে নিঃসন্দেহই সর্ব্বনাশ হইবে; এখন বিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে, লাভ যেমন লোকসানও ততোধিক।"

সুবিজ্ঞ এলেন্‌বরা এইরূপে দুইদিক্ রাখিলেন। যদি ইংরাজ সেনাপতি বিফল হন, তাহা হইলে দোষ তাহারই হইবে, আবার যদি সফল হন, তাহা হইলে এলেন্‌বরার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তিনি ফাঁকতালে সুখ্যাতি লাভ করিবেন।

সেই দিন হইতে সকলে জানিলেন, এলেন্‌বরার মনোভাব ফিরিয়াছে। এলেন্‌বরা আদেশ প্রচার করিলেন, "যদি আপনারা বাহুবলে গিজনী ও কাবুল জয় করিতে পারেন; যদি সেই হিন্দুবিদ্বেষী সুলতান মান্মুদের কবর হইতে তাহার যষ্টি এবং সোমনাথমন্দিরের সুবর্ণদ্বার লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই সমস্ত ভারতবর্ষ জানিবে আপনাদিগের বীরত্ব অসীম, আপনাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়।"

শুভদিনে লর্ড এলেন্‌বরা ভারতে আসিয়াছিলেন। যথার্থই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; যে রঙ্গভূমে লর্ড অক্‌লাণ্ড নিষ্ফল হইয়া হতাশ অন্তরে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ লর্ড এলেন্‌বরা সেই স্থানে বসিয়া শুনিলেন আফগানরাজ্য জয় হইয়াছে, বৃটীশসৈন্য মুক্ত হইয়াছে, আর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। বৃটীশসৈন্য মহাসমারোহে ফিরিয়া আসিলেন। লর্ড এলেন্‌বরা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সম্মান বিতরণ করিলেন। তাঁহারা মান্মুদের কবর হইতে সিংহদ্বার আনিয়া বড়লাটকে উপহার দিল। লোকে ঘোষণা করিল, সোমনাথের সিংহদ্বার আবার ভারতে ফিরিয়া আসিল। সাধারণেও তাহাই বিশ্বাস করিল। কিন্তু সেই দ্বার সোমনাথের সিংহদ্বার কি না তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ঐ দ্বার সোমনাথের নহে। "The gates were not those of Somnath, and their date was much more recent than the time of Mahmood of Ghuznee." (Beveridge's History of India, Vol. III. p. 459.)

আফগানিস্থানের গোলোযোগ মিটিল বটে,—কিন্তু লর্ড এলেন্‌বরা স্থির হইতে পারিলেন না। সিন্ধুপ্রদেশের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল। পূর্ব্ব হইতে সিন্ধুদেশের আমীরগণ ইংরাজদিগের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, মধ্যে লর্ড মিণ্টোর সহিত সন্ধি হওয়ায় সিন্ধুদেশে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়। এখন আমীররা রেসিডেণ্টের উপর

বিরক্ত হইয়া তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য সার চার্লস্‌ নেপিয়ার প্রধান সেনাপতি হইয়া সিন্ধুদেশে প্রেরিত হইলেন। ১৮৪৩ খৃঃ ২৪এ মার্চ আমীরগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। সিন্ধুদেশ ইংরাজের অধিকারে আসিল।

ঠিক্‌ এই সময়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। ১৮৪৩ খৃঃ জনকজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষের বিধবা পত্নী নিকটসম্পর্কীয় ভগীরথ রায় নামে একজন বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেন। মামাসাহেব নামে জনকজীর এক পিতৃব্য ছিলেন। ইংরাজ রেসিডেন্টের সহিত তাঁহার কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল। রেসিডেন্টের সাহায্যে ইনি ভগীরথ রায়ের অভিভাবক হইয়া গোয়ালিয়র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এদিকে মহারাণী কোনদিকে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিয়া যাহাতে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই পক্ষ হইল, একপক্ষ মহারাণীর দিকে, অপরপক্ষ মামাসাহেবের দিকে। বিবাদ অল্পে ক্ষান্ত হইল না। শেষে রাজ্যের শত্রুগণ একত্র হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিল। গোয়ালিয়রের গৃহবিবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চতুর্দ্দিকস্থ অপর রাজ্যসমূহের শান্তিভঙ্গ হইতে লাগিল। লর্ড এলেন্‌বরা দেখিলেন যে, এই অবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত, নহিলে ভবিষ্যতে ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

তখন লর্ড এলেন্‌বরা স্বয়ং সসৈন্যে গোয়ালিয়র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ২৩এ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রের নিকট মহারাজপুর নামক স্থানে বিপক্ষেরা সম্মুখীন হইল। ইংরাজ ও গোয়ালিয়ার-সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি গফ, এবং লিট্‌লার, ভেলিয়ান্ট ও ডেনিস প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর সৈন্যনাশের পর ইংরাজদিগের জয় হইল। এদিকে ইংরাজ সেনাপতি গ্রে সাহেব গোয়ালিয়রের দক্ষিণপশ্চিম সীমা অতিক্রম করিতেছিলেন, এই সময়ে ১২০০০ মহারাষ্ট্রসৈন্য ১৪টি তোপ লইয়া পুনিয়ার নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এখানে গ্রেসাহেবের নিকট তাহারাও পরাস্ত হইল।

এতদিন ইংরাজেরা গোয়ালিয়রকে একটি স্বাধীন রাজ্য ভাবিতেন; কিন্তু এখন লর্ড এলেন্‌বরা ঐ রাজ্য আপনার করতলগত মনে করিলেন। আজ হইতে গোয়ালিয়রের মহারাণী ইংরাজরাজের বৃত্তিভোগী হইলেন। লর্ড এলেন্‌বরার আদেশে গোয়ালিয়রের রাজকীয় ক্ষমতা ইংরাজের হাতে আসিল, নামে মাত্র একজন বালক সিংহাসনে বসিতেন। এই সময়ে লর্ড এলেন্‌বরা এদিকে যেমন গোয়ালিয়র রাজ্য লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন, ওদিকে বিলাতে কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টার তাঁহাকে তৎপদের অনুপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তাঁহার অপ্রকৃত সোমনাথের দ্বারের কথা বিলাতে রাষ্ট্র হয়, তাহাতে সকলেই ভাবিলেন যে তাহার অভিজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষতঃ তিনি যে সিন্ধুদেশের আমীরদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগকে পীড়ন করেন, তাহাও ডাইরেক্টারেরা অন্যায় ভাবিলেন। এ ছাড়া সকল বিষয়েই ডাইরেক্টারদিগের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল।

১৮৪৪ খৃঃ ২১এ এপ্রেল, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সার রবার্ট পীল লিখিলেন, "গত বুধবার মহারাণী কোর্ট অব ডাইরেক্টারদিগের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, যে আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতাবলে তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছামত ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেলকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন।"

এলেন্‌বরার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তাঁহার আশা ভরসা, রাজনীতি, কৌশল ব্যর্থ হইল। সময় না হইতেই ম্লানমুখে বিলাত যাত্রা করিলেন। তথায় ১৮৪৫ খৃঃ তিনি জলযুদ্ধবিভাগের প্রধান সচিব (First Lord of the Admiralty) হইলেন। ১৮৪৬ খৃঃ ঐ পদ স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তৎপরে যে কয়দিন বাঁচিয়া ছিলেন, পার্লিয়ামেন্টের লর্ড সভায় মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের কথা তুলিয়া তাহারই আলোচনা করিতেন। ১৮৭১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এলেম (আরব্য) ১ চাতুরী। ২ স্মৃতিশক্তি। ৩ বুঝিবার ক্ষমতা।

এলেমবাজ (পারস্য) ১ বুদ্ধিমান্‌। ২ চতুর। ৩ কার্য্যনিপুণ।

এলো (দেশজ) শিথিল, আল্‌গা।

এল্ববালুক (ক্লী) [এলবালুক দেখ।]

এব (অব্য) ইণ-বন্‌, (ইণশীঙ্‌ভ্যাং বন্‌। উণ্‌ ১। ১৫২) ১ নিশ্চয়। ২ সাদৃশ্য। ৩ নিয়োগ। ৪ বাক্যপূরণ। ৫ দূতপ্রয়োগ। ৬ বিনিগ্রহ। ৭ অনিয়োগ। ৮ পরিভব। ৯ ঈষদর্থ। ১০ অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদ। ১১ অযোগ ব্যবচ্ছেদ। ১২ অত্যন্তাযোগ ব্যবচ্ছেদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—এবং, তু, পুনঃ, এবং, বা। ১৩ (ত্রি) গমনকারী। ১৪ (ক্লী) গমন।

এবঙ্গুণ (ত্রি) এবং গুণো যস্য, বহুব্রী°। এইরূপ গুণযুক্ত।

এবম্‌ (অব্য) ১ সাম্য। ২ সাদৃশ্য। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বৎ, বা, যথা, তথা, ইব। ৩ অঙ্গীকার। ৪ অর্থ প্রশ্ন। ৪ পরকৃতি। ৫ জিজ্ঞাসা। ৬ এই প্রকার। ৭ অনুপ্রশ্ন। (এবম্প্রকারে স্যাদঙ্গীকারেঽবধারণে। অনুপ্রশ্নেপ্রকৃতাবুপমা পৃচ্ছয়োরপি। মেদিনী।) ৮ নিশ্চয়। ৯ নির্দ্দেশ।

এবম্বিধ (ত্রি) এবম্ বিধা প্রকারো যস্য বহুব্রী°। এই প্রকার।

এবম্ভূত (ত্রি) এবং ভবতীতি ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। এইরূপ।

এবংরূপ (ত্রি) এবং রূপমস্য, বহুব্রী°। ১ এইপ্রকার। ২ (কর্ম্মধা) (ক্লী) এইপ্রকার রূপ।

এবমাদি (ত্রি) এবমাদির্যস্য, বহুব্রী°। ১ এই নিমিত্ত। ২ এই হইতে।

এবয়া (ত্রি) এব এবং অবনং বা যাতি, যা-ক্বিপ্; (পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) রক্ষক।

এবয়ামরুৎ (পুং) এবয়া রক্ষকো মরুদ্ যস্য, বহুব্রী। ঋষি-বিশেষ।

এবযাবন্ (পুং) যা-বনিপ্; এবস্য এবম্প্রকারস্য যাবা। ১ রক্ষক। ২ বিষ্ণু। ৩ এইরূপ গমনশীল।

এব্‌রা (আরব্য) নামঞ্জুর।

এবার (পুং) এব এবমৃচ্ছতি, ঋ-অণ্। সোমবিশেষ।

এবার (দেশজ) এই সময়।

এবারৎ (আরব্য) ১ ভাষার পদ্ধতি। ২ বাক্যাংশ।

এবাবদ (পুং) এবমেবমাবদতি, এব-আ-বদ-অচ্। ১ ঋচ্-বিশেষ। ২ (আরব্য) এইজন্য।

এষ্ (ধাতু) ভ্বাদি° আত্ম° সক° সেট্°। গমন। (এষৃঙ্গতৌ। কবিক্র°।)

এষ্ (স্ত্রী) এষ্-ভাবে-ক্বিপ্। ১ গতি। ২ ইচ্ছা।

এষ (পুং) এতদ্-সু। অগ্রবর্ত্তি পুরুষ।

এষণ (পুং) ইষ্-ল্যুট্। ১ লৌহনির্ম্মিত বাণ। ২ গমন। ৩ অন্বেষণ। ৪ ইচ্ছা। ৫ নিক্তি।

এষণা (স্ত্রী) ইষ-ণিচ্-ভাবে যুচ্। ১ ইচ্ছা। ২ প্রেরণা।

এষণিকা (স্ত্রী) ইষ্যতেঽনয়েতি। ইষ্-ল্যুট্। স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বঞ্চ। ১ নিক্তি। ২ অস্ত্রবিশেষ, [এষণী দেখ।]

এষণী (স্ত্রী) ইষ্-ল্যুট্-ঙীষ্। ১ নিক্তি। ২ সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র-বিশেষ; এই অস্ত্র ব্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিয়া পুযাদি স্রাব করাইতে হয়, ইহার মুখদেশ কেঁচোমুখের ন্যায়। সাধারণ কথায় ইহাকে শলাকা বলিয়া থাকে।

(এষণী ব্রণমার্গানুসারিণ্যাঞ্চ তুলাভিদি। মেদিনী।)

এষণীয় (ত্রি) ইষ-বা এষ্-অনীয়র্। ১ গম্য। ২ বিস্রাব্য, যে ব্রণ স্রাব করাইবার উপযুক্ত। ৩ বাঞ্ছনীয়।

এষা (স্ত্রী) ইষ-অ-টাপ্। ১ ইচ্ছা। ২ অগ্রবর্ত্তিনী স্ত্রী।

এষাবীর (পুং, স্ত্রী) এষায়াং প্রতিগ্রহেচ্ছায়াং বীরঃ, ৭তৎ। স্থানাস্থানবিবেচনাশূন্য হইয়া প্রতিগ্রাহক নিন্দিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ।

এষিন্ (ত্রি) ইষ ণিনি। ইচ্ছুক, অভিলাষকারী।

এষিতা [তৃ] (ত্রি) ইষ-তৃচ্। ইচ্ছুক।

এষ্টব্য (ত্রি) ইষ্-তব্য। বাঞ্ছনীয়।

এষ্টা [তৃ] (ত্রি) ইষ-তৃচ্। অভিলাষুক।

এষ্টি (স্ত্রী) আ-যজ-ইষ বা ক্তিন্। ১ অভিযজন। ২ অভি-কামনা।

এষ্য (ত্রি) ইষ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ বাঞ্ছনীয়। ২ (ভাবে ণ্যৎ) (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত অষ্টবিধ শল্য কর্ম্মের একটি কর্ম্মবিশেষ। অভ্যন্তরস্থ শল্যাদির অন্বেষণ করাকেই এষ্যকর্ম্ম কহে; এই কর্ম্ম ঘুণ ধরা কাষ্ঠে, অথবা বংশ, নল, নাড়ী ও শুষ্ক অলাবু প্রভৃতিতে শিক্ষা করিতে হয়। ৩ (ত্রি) এষণকার্য্যসাধ্য রোগবিশেষ। ৪ গন্তব্য।

এস্‌রার ও এস্‌রাজ্, (আরব্য) সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সেতার ও সারঙ্গী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের অনুকরণে উৎপত্তি। এই যন্ত্রের খর্পর হইতে দণ্ড পর্য্যন্ত সমুদায় অবয়বটি কাষ্ঠনির্ম্মিত। খর্পরটি কতকাংশে সারঙ্গীর ন্যায় এবং দণ্ড অবিকল সেতা-রের দণ্ডানুরূপ। সেতারের ন্যায় ইহারও পাঁচটী তার আছে, অধিকন্তু সুরসহযোগিতার নিমিত্ত ইহাতে পিত্তলের কতক-গুলি পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটী কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির গানের মধুরতাবর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রয়োজন এবং তাহাদিগের গীতানুবর্ত্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপেও বাদিত হইয়া থাকে। এস্‌রারের আকৃতি ময়ূরের মত করিলে তাহাকে হিন্দিভাষায় "তাউস্" কহে।

এসিয়া, পৃথিবীর চারিটি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি মহাদ্বীপ। য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকার পূর্ব্ব হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অতি পূর্ব্বকালে এই মহাদ্বীপের নাম এসিয়া ছিল না, তৎকালে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে আর্য্য ঋষিগণ সুদর্শন অথবা জম্বুদ্বীপ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এসিয়া নামটি যবনপ্রদত্ত। য়ুরোপীয় ভূগোলবেত্তারা বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান এসিয়া মাইনরের একটি ক্ষুদ্র জেলাকে পূর্ব্বকালে 'এসিয়া' বলিত। গ্রীসদেশের যবনগণ ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বদিক্-বিজয়ে অগ্রসর হন। এসিয়া মাইনরের পূর্ব্বদিকে যতদূর তাহারা জয় করিয়াছিল অথবা যে যে স্থানের সন্ধান পাইয়া-ছিল, তাহারা এই সমস্ত ভূভাগের নাম এসিয়া রাখিয়াছিল। কালে এই বিস্তীর্ণ মহাদ্বীপ এসিয়া নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এসিয়া নামটি নিতান্ত আধুনিক নয়, গ্রীসের আদিকবি হোমার এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন—

"Not less their number than the embodied carnes,
Or milk-white swans in Asius' * wat'ry plains,
That, o'er the windings of Cayster's springs,
Stretch their long necks, and clap their rustling wings."

Pope's Iliad, Bk. II. 540-4.

কোন কোন গ্রীকভাষাবিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, হোমার যে 'এসিয়াস্' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তৎপাঠে এমন বোধ হয় না যে এসিয়া নামে কোন ভূভাগ তাঁহার জানা ছিল। তিনি 'এসিয়াস্' (Asias) নামে লিদীয় দেশের রাজারে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে আমরা বাদানুবাদে ইচ্ছুক নহি, সত্য মিথ্যা য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। যাহা হউক আমরা গ্রীসের প্রাচীন কবি হিসিয়দের পুস্তকে এসিয়া নাম পাইয়াছি। তাঁহার মতে এসিয়া একজন অপ্সরার নাম, তিনি ওসেনস্ (Oceanus) ও টেথিসের (Tethys) কন্যা, প্রমিথিয়সের (প্রমন্থ) ভার্য্যা। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, গ্রীকদের মতে প্রমিথিয়স্ পত্নীর নামানুসারে এসিয়াখণ্ডের নাম হইয়াছে। কিন্তু লিদীয়ানরা এই মত স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন কোটিস্ (Cotys) পুত্র এসিয়াস্ (Asias) হইতে 'এসিয়া' নাম হইয়াছে। তাঁহাদের মত সপ্রমাণ করিবার জন্য, তাঁহারা সার্দ্দিশের এসিয়ান্ জাতির উল্লেখ করিয়া থাকেন।" (Herodotus, Melpomene, XLV.) ঐতিহাসিক ষ্ট্রেবোর মতে, লিদীয়ার প্রাচীন নাম এসিয়া।

ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, এসিয়া শব্দের অর্থ সূর্য্য এবং এসিয়ান্ শব্দের অর্থ সূর্য্যলোকবাসী অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌বাসী।

এখন দেখা যাউক প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ এসিয়ার বিষয় কিরূপ জানিতেন।

হোমারের বর্ণনায় জানা যায়, ট্রয়যুদ্ধের অনেক পূর্ব্ব হইতে এসিয়া ও য়ুরোপে সংস্রব ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধ বন্ধুভাবে নয়, ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিষম শত্রুতা। সেই প্রাচীন গ্রীকজাতি এসিয়ামাইনর অবধি জানিতেন, এই স্থানে আসিয়া আয়োনীয় গ্রীকজাতি উপনিবেশ করে। তাহারাই প্রাচীন হিন্দুজাতির নিকট যবন বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্ট জন্মের ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পারস্যসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তৎকালে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বে বেলুরতাঘ পর্ব্বত, উত্তরে কাস্পীয় সাগর এবং দক্ষিণে সিন্ধুনদ ইহার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থান লইয়া পারস্যসাম্রাজ্য হয়। লিদীয়ারাজ্য পারস্য-প্রকোপে ধ্বংস হইল, নিরুপায় অসহায় গ্রীকযবনেরা পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিল। তখন হইতে তাহারা অধীন প্রজারূপে আসিয়া এসিয়াখণ্ডের সন্ধান পাইতে লাগিল। এই সময়ে গ্রীক যবনেরাই অনেক স্থানে গিয়া সেই স্থানের বিষয় অবগত হইয়াছিল। তৎকালে কোন কোন স্থানের মানচিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতসের পুস্তক পাঠ করিলে, পারস্য সাম্রাজ্যের ভূবৃত্তান্ত জানা যায়। হিরোদোতস্ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশসকলের বিষয় বড় লেখেন নাই, যাহাও বা অল্প লিখিয়াছেন, তাহাও ভ্রমপূর্ণ।

পারস্যসম্রাট্ কাইরসের সমসাময়িক জেনোফন, সম্রাটের সঙ্গে থাকিয়া পারস্যসাম্রাজ্যের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎকৃত গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবীর আলেক্‌সান্দার এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্য দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, ডিশিয়ার্কাস্ নামক তাঁহারই একজন সমরসহচর একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই সেই দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদ নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে আলেক্‌সান্দার তাঁহার নৌসেনাপতি নিরর্কাসকে সিন্ধুনদের মোহানা দিয়া ইফ্রেতিস্ নদীতে পাঠাইয়া দেন। এই নৌসেনাপতির জলযাত্রায় গ্রীকগণ অনেকস্থানের ভূবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

ফিনিসীয়জাতি অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এসিয়াখণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ অনেক স্থানেই বাণিজ্যের অনুরোধে যাতায়াত করিতেন। য়ুরোপীয় প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে ফিনিসীয়েরা অধিক পরিমাণে এসিয়াখণ্ডের নানাদেশের বিষয় অবগত ছিল; সেই পূর্ব্বকালে তাহারা যে যে দেশে যাতায়াত করিত সেই সেই দেশের বিবরণ মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। সেই সময়ে টায়র নগরে ফিনিসীয় বণিক্‌দিগের বাণিজ্যভাণ্ডার ছিল। মাকিদনবীর টায়রনগর ধ্বংস করিলে, বণিক্‌গণ আলেক্‌সেন্দ্রিয়া নগরে বসবাস আরম্ভ করে। তাহাদের নিকট হইতে গ্রীকবণিক্‌গণ এসিয়াখণ্ডের প্রধান প্রধান বন্দরের সংবাদ পাইয়া অনেকেই জলপথে গমনাগমন করিতে থাকে। ক্রমে ইজিপ্টের লোকেরাও জলপথে মলয়বর, সিংহল প্রভৃতি জনপদে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সিংহল অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই। সিংহলবাসীদের নিকট তাহারা কলিঙ্গ প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্বউপ-

* মূলগ্রন্থে (Asius) স্থানে (Asias) পাঠ আছে।

কূলস্থ জনপদের সন্ধান পায়। এই বণিক্‌দের নিকট ইজিপ্টের গ্রীকগণ রত্নগ্রন্থ ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের পরিচয় পাইল।

আলেক্‌সান্দারের পরে সিরীয় অধিপতি সিলুকস্ নিকেটর গঙ্গানদী তীরস্থ জনপদসকল অধিকার করিতে প্রয়াসী হন, তিনি মেগেস্থিনিস্ নামক এক ব্যক্তিকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূত করিয়া পাঠান। তৎকালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে ছিল। মেগেস্থিনিস্ বহুদিবস মগধের রাজসভায় থাকিয়া ভারতবর্ষের জনপদাদির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি ভূবৃত্তান্ত রচনা করেন, গ্রীকগণ সেই পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষের বিবরণ কতকটা জানিতে পারিল।

গ্রীকগণ এসিয়ায় আসিয়া অনেক নগর জনপদাদির গ্রীক ভাষায় নাম রাখিয়াছিল। রোমকেরা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহারা গ্রীকদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীর উপকূল প্রদেশ হইতে আর্মেনিয়ার পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মিথ্রিদতেশের সহিত যুদ্ধকালে রোমকসৈন্যদল ককেসস্ পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হয়। ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চলের বিষয় কেহই জানিত না। তাহারা ক্রমাগত কাস্পীয় সাগরের তীরে আসিয়া শুনিল, এখানে এক বিস্তৃত পথ আছে, সেই পথ দিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যাদি চলিয়া থাকে। তথায় আর একটি পথের অনুসন্ধান হইল; এই পথ দিয়া সমস্ত মধ্য এসিয়ায় গতিবিধি চলে, এই পথ খশঘরের নিকটে অদ্যাপি রহিয়াছে। এইরূপে রোমকেরা এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান অবগত হইল। অনন্তর গ্রীক ও রোমক ভৌগোলিকগণ পূর্ব্ব ও নবসংগৃহীত এসিয়ার বিবরণ একত্র করিয়া ভূগোল প্রচার করিলেন। তাঁহাদের অনেকেরই পুস্তক লোপ হইয়াছে, কেবল ষ্ট্রেবো, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি কয়েকজনের গ্রন্থমাত্র আমরা দেখিতে পাই। টলেমির পূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ভারতমহাসাগরের পূর্ব্বাংশস্থিত দ্বীপসমূহ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপের বিষয় অবগত ছিলেন না। টলেমির গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি উক্ত হইয়াছে।

তৎপরবর্ত্তীকালে মুসলমানগণ এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত সংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছিল। যখন মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রভাবে এসিয়ার অনেক স্থানের লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মক্কাদর্শন অতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া ভাবিত। তাই অনেকেই দূরদেশান্তর হইতে পথপর্য্যটনে মক্কায় যাইত, গমনকালে অনেক নূতন স্থান তাহাদের চক্ষে পড়িত; বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সেই স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের গ্রন্থও এখন লুপ্তপ্রায়, যাহাও বা আছে, তাহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে ইবন্ হকল, এদ্রিসি, ইবন্ বতুতা প্রভৃতি কয়েকজনের গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ ইবন্ বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে রুষরাজ্যের ইউরল পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত অনেক স্থানের ভূবৃত্তান্ত জানা যায়। ভিনিসদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট্ কবলাই খাঁর রাজসভায় বহুদিন ছিলেন, তিনি উক্ত সম্রাট্ কর্ত্তৃক দূতরূপে এসিয়ার নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাতার, মোগলীয়া, চীন, জাপান, তিব্বত, পেগু, বাঙ্গালা, মহাচীন, সপ্তদ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, মলয়বর, অর্মজ, আদেন, প্রভৃতি নানাস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ভৌগোলিকগণ তাঁহাকেই সমগ্র এসিয়া মহাদ্বীপের আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

তৎপরে পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণ ক্রমান্বয়ে এসিয়ায় আসিতে লাগিলেন, নানাস্থান অধিকার করিলেন, নানাস্থানে আসিয়া উপনিবেশ করিলেন, এবং অনেক স্থানের ভূবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা যে এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত জানিতে পারি, তাহা য়ুরোপীয় ভৌগোলিকদিগের পরিশ্রমের ফল। [ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ ভারতবর্ষ ছাড়া এসিয়ার অপরাপর ভূভাগের কি প্রকার ভূবৃত্তান্ত জানিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জম্বুদ্বীপ শব্দে দেখ।]

সীমা—এসিয়ার উত্তরসীমা উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে প্রশান্তমহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে য়ুরোপ, কৃষ্ণসাগর, আর্কিপেলেগো, ভূমধ্যসাগর, এবং লোহিতসাগর। উত্তর পূর্ব্বের প্রান্তভাগে বেরিংপ্রণালী দ্বারা কামস্কট্‌কা ও উত্তর আমেরিকা স্বতন্ত্র হইয়াছে, এইরূপ দক্ষিণপশ্চিমে সুয়েজ খালের দ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার প্রভেদ হইয়াছে। ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ একত্র করিয়া লইলে সমস্ত এসিয়াখণ্ড প্রায় চতুষ্কোণাকার দেখায়। এসিয়ার ভূমিপরিমাণ প্রায় ২০,০০০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫ কোটি।

এই মহাদেশ অপর সকল মহাদ্বীপ হইতে যেমন আয়তনে বড়, তেমন জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এসিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্য হইতে ভিন্ন। আফ্রিকা পরিদর্শন করিলে প্রধানতঃ দুইভাগ দেখা যায়,

উত্তর ভাগ নিম্ন ও দক্ষিণভাগ সমতল। য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ক্ষেত্রসকলের মধ্যে মধ্যে গিরি শৈলাদি দূরে দূরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আমেরিকায় যাও দেখিতে পাইবে, দক্ষিণ হইতে পশ্চিম দিয়া যত উত্তরে যাইবে, ততই উচ্চতম স্থান নয়নগোচর হইবে। কিন্তু এসিয়ার আকৃতি উক্ত তিনটি হইতেই স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যভাগ সমতলভূমি, সমুদ্রতট হইতে অধিক উচ্চে। ঐ সমতল ভূমির চারিদিকে আবার নিম্নভূমি রহিয়াছে। সমতল ভূমির মাঝে মাঝে উচ্চ পর্ব্বতমালা, যদিও ঐ পর্ব্বত অতি বৃহৎ ও অতি উচ্চ, কিন্তু সমতলভূমির আয়তন অনুসারে অতি অল্পস্থান জুড়িয়া আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এসিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট সমতল ভূমি দুইপ্রকার, কোন স্থান উচ্চ, আবার কোন স্থান নিম্ন। পূর্ব্বভাগে তিব্বতের মালভূমি ও গোবি মরুভূমি ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। পশ্চিমাংশে ইরাণের মালভূমি ৪০০০ ফিটের অধিক উচ্চ নয়। পূর্ব্বভাগের আয়তন প্রায় ৭,৬০০,০০০ বর্গমাইল এবং পশ্চিম ভাগে প্রায় ১,৭০০,০০০ বর্গমাইল।

উক্ত সমতল ভূমির উত্তরপশ্চিম সীমা টরস্ ও ককেসস্ পর্ব্বত, এলবর্জ পর্ব্বত এবং কাস্পীয়সাগরবর্ত্তী তাহারই ঢালু ভূমি। উত্তরে সাইবেরিয়াস্থ অল্টাই পর্ব্বত এবং উত্তর পশ্চিমে দৌবিয়া নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশ। পূর্ব্বে চীনরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী তুষার গিরিমালা, দক্ষিণে হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। পশ্চিমে বেলুচিস্থানের পর্ব্বতমালা, পারস্যরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পারস্যোপসাগরের নিকটস্থ জগ্রস পর্ব্বত, এই পর্ব্বত ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিম মুখে গিয়া টরস্ ও আর্মেনস্ গিরিশৃঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেতিস নদী উৎপন্ন হইয়াছে। সমতল ভূমির দক্ষিণস্থ হিমালয়গিরি পৃথিবীর সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ, ইহার এক একটি শৃঙ্গও অতি উচ্চ যথা—ধবলগিরি (২৭,৬০০ ফিট), কাঞ্চনশৃঙ্গ (২৮, ১৭৮), গোঁসাই স্থান (২৪,৭০০ ফিট্), যমুনোত্তরী (২৫, ৬৬৯ ফিট্), নন্দাদেবী (২৫,৬৯৩ ফিট্), চমলারি (২৩,৯২৯ ফিট্), জৈমিনী (২১,৬০০ ফিট্) এবং পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম শৃঙ্গ দেবডঙ্গ (২৯,০০২ ফিট্।)

এসিয়ার উত্তরাংশে সাইবেরিয়া নামক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, এই স্থান সমস্ত য়ুরোপ খণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ।

ইরাণের মালভূমি তিনভাগে বিভক্ত, ইরাণ, আর্ম্মেণিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশ, এবং এনাটোলিয়ার সমতলভূমি। প্রথম ভাগ ৩০০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার অধিকাংশই কঙ্কর ও বালুকাময় লবণক্ষেত্র, চারি দিকে গিরিমালা প্রাচীররূপে বেষ্টিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে আর্ম্মেণিয়ার গিরিরাজ্য, কুর্দ্দিস্থান ও অজরবিজান। এই ভূভাগেই প্রসিদ্ধ আরারাট পর্ব্বত আছে। তৃতীয় ভাগ এনাটোলিয়া, এই ভূভাগ কৃষ্ণসাগরের তটস্থ পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণপশ্চিমে টরস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণসাগরের নিকটস্থ কোন কোন স্থান বন জঙ্গলে পরিবৃত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথের মালভূমি ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট্ উচ্চ। উহা পশ্চিমে মলয়বর উপকূল হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং পূর্ব্বে করমণ্ডল উপকূল হইতে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও মালভূমি আছে।

এসিয়ার ছয়টি নিম্নভূমি প্রধান। ১ম, উত্তরে সাইবিরিয়ার নিম্নভূমি, অল্টাই ও ইউরাল্ পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত, ইহার অনেকস্থানই শীতপ্রধান, অন্ধকারময় ও উষর। ২য়, বুচারের নিম্নভূমি কাস্পীয় সাগর ও আরাল হ্রদের মধ্যে। এই ভূভাগ কেবল কঙ্করময়। ৩য়, সিরীয় ও আরবের নিম্নভূমি, ইহার দক্ষিণ অংশ শুষ্ক মরুময়, কিন্তু উত্তরাংশে ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীর জল পাওয়া যায়। ৪র্থ, ভারতবর্ষের নিম্নভূমি, ইহার মধ্যেই ৪০০ মাইল বিস্তৃত মরুস্থলী; এবং বঙ্গদেশের বিস্তৃত উর্ব্বরক্ষেত্র। ৫ম, কাম্বোজ, শ্যাম ও ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতী নদীপ্রবাহিত ভূভাগ। ৬ষ্ঠ, চীনের নিম্নভূমি প্রায় ২,১০,০০০ বর্গমাইল, পিকিন নগরের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান অতিশয় উর্ব্বরা, চীনেরা এই স্থানকে জগতের উদ্যান বলিয়া থাকে।

এসিয়াখণ্ডে নিম্নলিখিত দেশাদি আছে—

দেশ।	প্রধান নগর।
তুরুষ্ক......	স্মিরণা, আলেপো, দামাস্কাস, জেরুজিলাম, বোঘদাদ, মোসল, বসোরা, ত্রিবিজন্দ।
আরব (তুরস্কের অধিকৃত)...	মক্কা, মেদিনা, জিদ্দা।
ঐ (স্বাধীন)...	মস্কট, আদন, মোচা, র‍্যাধ, দরায়া।
পারস্য...	তিহরান, ইস্পাহান, বুসহর, সিরাজ, হমদান।
আফগানিস্থান...	কাবুল, কান্দহার, হিরাট, বদক্সান।
বেলুচিস্থান...	কেলাৎ।
ভারতবর্ষ...	কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বারাণসী, আলাহাবাদ, লাহোর, সুরাট, বোম্বাই, মান্দ্রাজ।
ব্রহ্ম...	মান্দালয়, আবা, অমরাপুর, রেঙ্গুণ, মার্তাবান, মৌলমেন, মাগুঁই, মলয়, শিঙ্গাপুর।

শ্যাম ... ... বঙ্কক।
কাম্বোজ ... ... সৈগান।
আনাম ... ... হিউ, কেশো।
লেয়স ... ... লঞ্চন্।
চীন ... পেকিন্, নান্‌কিন্, সঙ্গেঃ, নিংপো, আময়, কণ্টন।
তিব্বত (চীনের অধীন)...লাশা।
স্বাধীনতাতার...বুখারা, খীবা, খশঘর, ইরর্কন্দ, খোতেন।
রুষ... { (সাইবেরিয়া)...তোবলস্ক, ইর্কটস্ক, সমরকন্দ, খোকন্দ, বটম, কার্‌স্, আর্দাহন।
জাপান ... ... জেডো, য়োকহামা।
পিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ... মানিল্লা।
(যব) ... ... বটবীয়া।
সুমাত্রা ... ... অচীন।

[প্রত্যেক দেশের বিস্তারিত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ।]

অন্তরীপ—পূর্ব্ব অন্তরীপ বেরিং প্রণালীর নিকট। সেবেরো—সাইবেরিয়ার উত্তর। লোপট্‌কা—কামাস্কাটকার দক্ষিণ। নিংপো—চীনের পূর্ব্ব। কাম্বোডিয়া—আনামের দক্ষিণ। রোমানিও—মলয়ের দক্ষিণ। কুমারী—ভারতবর্ষের দক্ষিণ। মসন্দিম—অমর্জ প্রণালীর মধ্যে। রসুলহদ্—আরবের পূর্ব্বে।

দ্বীপ—সাইপ্রস ও রোডস্। শেলিবিস্, বোর্ণিওর পূর্ব্বে। মলক্কাস্ বা স্পাইস্ দ্বীপ শেলিবিসের পূর্ব্বে। মানিল্লা-দ্বীপপুঞ্জ বর্ণিওর উত্তরপূর্ব্বে। বর্ণিও, যব ও সুমাত্রা ভারত-মহাসাগরে। সিংহল ভারতবর্ষের দক্ষিণ। আন্দামান ও নিকোবর বঙ্গোপসাগরে। লাক্ষা ও মালদ্বীপ, ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমে। হেনান ও হংকং চীনের দক্ষিণ। ফর্মোসা, চুসাম ও লুচুদ্বীপ, চীনের পূর্ব্বে। জাপান দ্বীপ, চীনতাতারের পূর্ব্বে। কিউরাইল দ্বীপ জাপান ও কামস্কাট্‌কার মধ্যে। নব সাইবেরিয়া।

উপদ্বীপ—এসিয়া মাইনর, আরব, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, মলয়প্রায়োদ্বীপ, কোরিয়া, কামস্কাট্‌কা।

পর্ব্বত—ইউরল, ককেসস্, আর্ম্মেণিয়ান্, টরস, লেবেনন, হোরেব, সিনাই, এল্‌বর্জ্জ, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, হিমালয়, কারাকোরম্, পমির, চীন-গিরিমালা, তিয়ান্‌সন, অল্‌টাই ও য়ব্লোনই।

হ্রদ—কাস্পীয়, আরল, লবনর, বল্‌কস্, বৈকাল, মরু, বাণ, উর্ম্মিয়া, পাল্টি।

নদী—অক্ষর্তেস (স্যাইহুণ); ওক্‌সস্ (আমু); লেনা, ওবি, এনিসি; ইউফ্রেতিস্, তাইগ্রীস্; গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদ; ইরাবতী, সেলুএন্ অপর নাম থেলুএন্; মিনাম, কাম্বোডিয়া; হোয়াংহো, ইয়ংসিকিয়ং, পিহো, চুকিয়াং অপর নাম কাণ্টন; আমুর অপর নাম সেঘেলিয়ন।

বিদেশীয় অধিকার—এখন এসিয়ার নানাস্থান বিদেশীয়েরা অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, পিনাং, মলয়, শিঙ্গাপুর, আণ্ডামান, নিকোবর, সিংহল, লেবুয়ান দ্বীপ, আরবের আদেন বন্দর, পেরিমদ্বীপ, হংকং ও সাইপ্রস্ দ্বীপ ইংরাজের অধিকারে। দক্ষিণ কাম্বোজ; ভারতবর্ষের পুঁদিচারি, মহী ও চন্দননগর ফরাসী অধিকারে। সুমাত্রার দক্ষিণাংশ, যব, শেলিবিস্ ও মালাক্কাস্ দ্বীপ ওলন্দাজের অধিকারে। ভারতবর্ষের গোয়া ও পঞ্জিম পর্ত্তুগীজদের অধিকারে এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ স্পানিস্‌দিগের অধিকারে।

এসিয়াখণ্ডে নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ ও নানাপ্রকার জীবজন্তু বাস করে, সমস্ত উদ্ভিদ্ ও সমস্ত জন্তু এখন প্রকৃতরূপে শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই। [সাইবেরিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ দেশের উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর বিবরণ দেখ।]

জাতি—এসিয়াখণ্ডে নানাজাতির বাস। য়ুরোপীয়গণ এই সকল জাতিকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—মোগলীয়, আর্য্য ও সেমিতিক। [আর্য্য, মোগলীয় ও সেমিতিক দেখ।] তৎপরে ইহাদের ভাষার উচ্চারণ অনুসারে আবার এই কয়েকটি বিভাগ হইয়াছে—

১ম, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, পূর্ব্ব উপদ্বীপের উত্তরাংশে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা একাক্ষর ভাষা ব্যবহার করে। ২য়, মধ্য এসিয়া এবং উত্তরাংশে কতকদূর পর্য্যন্ত তুরুষ্ক, মোগল ও তুঙ্গস্ জাতির বাস, ইহাদের ভাষায় আরবী অক্ষর এবং অনেক আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩য়, কামস্কাট্‌কাবাসী সোমোইদ জাতি, ইহারা এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করে। ৪র্থ, ভারত মহাসাগরীয় মলয় ও পলিনেসীয় জাতি ইহারা মলয়ভাষা অথবা মলয়মিশ্রিত অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করে। ৫ম, আর্য্যজাতি—ইহাদের মূলভাষা সংস্কৃত, পারস্য অথবা আর্মেণিয় মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করে। ৬ষ্ঠ, ককেসস্ জাতি—ইহাদের ভাষাতত্ত্ব এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। ৭ম, দাক্ষিণাত্য জাতি—তামিল, কর্ণাট, ত্রৈলঙ্গ ও সিংহলী ভাষা ব্যবহার করে। ৮ম, সেমিতিকজাতি—ইহারা হিব্রো ও আরবী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম—এসিয়াখণ্ডে যেমন নানাজাতির বাস, তেমনি ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী, চীনের

লোকেরা বুদ্ধ, কন্‌ফুচি ও লাওচির উপাসক; তিব্বতের বৌদ্ধগণ দলাই-লামার পূজক; আরব, পারস্য ও ভারতের কোন কোন জাতি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী; আর্ম্মেণিয়া, সিরীয়া, কুর্দ্দিস্থান এবং ভারতের কতকগুলি লোক খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী, সাইবেরিয়ার লোকেরা গ্রীকমতাবলম্বী এবং এসিয়ার উত্তর-প্রান্তবাসীগণ জড়োপাসক। [হিন্দু, বৌদ্ধ, লামা, মুহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

পৃথিবীর মধ্যে এসিয়ার লোকেরাই প্রথমে সুসভ্য হন। তাহাদের মধ্যে আর্য্যজাতিরাই গণনাতীত কাল হইতে সমধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। [আর্য্য দেখ।]

এস্তাহার (আরব্য) বিজ্ঞাপন পত্র।

এহ (ত্রি) আ-ঈহ-অচ্। ১ সম্যক্‌চেষ্টাযুক্ত। ২ (পুং) ক্রোধ।

এহি (স্ত্রী) আ-ঈহ-ইন্। সম্যক্ চেষ্টাশীলা স্ত্রী।

এহীড় (ক্লী) যে সকল কর্ম্মে 'এহি ঈড়ে' এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

এহেতুক (দেশজ) এইজন্য।

ঐ

ঐ ১ দ্বাদশস্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। ঐকার দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ, এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদেও ইহার ত্রিবিধ ভেদ, তাহাতে আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক এই দ্বিবিধ ভেদ আছে। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে, "ঐকার পরম, দিব্য, মহাকুণ্ডলিনী, কোটি চন্দ্রতুল্য, পঞ্চপ্রাণময়, ব্রহ্মাবিষ্ণু ও রুদ্রময়, বিন্দুত্রয়-যুক্ত এবং সদাশিবময় বর্ণ।" ইহার লেখনপ্রণালী—একারের দক্ষিণ ভাগে মধ্যদেশ হইতে একটি ঊর্দ্ধগত বক্ররেখা দিতে হয়। ঐ সমস্ত রেখায় চন্দ্র, ইন্দ্র ও সূর্য্য অবস্থিতি করেন। ইহার মাত্রা দুর্গা, বাণী ও সরস্বতী এই ত্রিবিধ-শক্তিময়ী। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র।)

তন্ত্রে ঐকারের এই কয়েকটি নাম আছে—লজ্জা, ভৌতিক, কান্তা, বায়বী, মোহিনী, বিভু, দক্ষা, দামোদরপ্রজ্ঞ, অধর, বিকৃতমুখী, ক্ষমাত্মক, জগদ্‌যোনি, পর, পরনিবোধকারী, জ্ঞান, অমৃতা, কপর্দ্দিশ্রী, পীঠেশ, অগ্নি, সমাতৃক, ত্রিপুরা, লোহিতা, রাজ্ঞী, বাগ্‌ভব, ভৌতিকাসন, মহেশ্বর, দ্বাদশী, বিমল, সরস্বতী, কামকোট, বামজানু, অংশুমান্, বিজয় ও জটা। বীজবর্ণাভিধানোক্ত নাম—দন্তাস্ত ও যোনি।

(নানামৃতো ভৌতিকশ্চাধরো দামোদরস্তথা।
বাগীশো বর্ম্মভয়দা ঐকারস্ত্রিপুরস্তথা॥ মাতৃকাকোষ।)

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, ঐকার অনুবন্ধযুক্ত যজাদিগণ মধ্যে পঠিত; তাহাতে ঐ সকল ধাতুর লিট্ প্রভৃতি বিভক্তিতে সম্প্রসারণ হইয়া থাকে।

ঐ (অব্য) এতীতি, আ-ইণ্-বিচ্। ১ আহ্বান। ২ আমন্ত্রণ। ৩ স্মরণ।

(ঐ শব্দো দৃশ্যতে হূতৌ স্মৃত্যামন্ত্রণয়োরপি। মেদিনী।)
৪ সম্বোধন। ৫ দূরস্থ বস্তুবোধক।

ঐ (পুং) এতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বম্, আ-ইণ্-বিচ্। মহেশ্বর। (ঐকারো না বিরূপাক্ষঃ। ইত্যেকাক্ষরকোষ।)

ঐক (ত্রি) এক-স্বার্থে অণ্। ১ একার্থবোধক। ২ এক সম্বন্ধীয়।

ঐকতান (ক্লী) একতান-অণ্। বাদ্যবিশেষ; কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একস্বরে বাদিত হইলে, তাহাকে ঐকতান বলে।

ঐকতানবাদন (ক্লী) কতকগুলি ভিন্নজাতীয় যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বরসংযোগে এককালে বাদিত হইলে ঐকতানবাদন কহে। আমাদের দেশে "আখড়াই বাদ্য" "নৌবত"* ও রৌসন-চৌকী" প্রভৃতি অনেক প্রকার বাদ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বরসংযোগ না থাকায়, উহারা ঐকতানবাদন মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, মহাদেব চারিহস্তে রুদ্রবীণা, ডমরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহা একপ্রকার ঐকতান-বাদন বলা অসঙ্গত নয়; কিম্বা রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরাপর পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধ জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র এককালে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাকেও একপ্রকার ঐকতানবাদন বলা অযুক্ত নহে।

ঐকতানবাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক। অনাবৃত স্থানে বাজাইতে হইলে বৃহদাকৃতিযন্ত্রনিঃসৃত উচ্চস্বরের আবশ্যক, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এসরার প্রভৃতি বাজাইলে সুমিষ্ট লাগে। বিরাট-পর্ব্বের বিরাট রাজদুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল।

হিন্দুরাজগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐকতান-বাদনের আদর করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের নানাস্থানে মন্দির ও গুহাচৈত্য প্রভৃতিতে খোদিত মূর্ত্তিসকল

* ফরা, হালি ও বাহারি আজম্ তোয়ারেখ ও পারস্য লোগদগ্রন্থে লেখা আছে যে সেকেন্দর বাদশাহ 'নৌবত' প্রচলন করেন।

দর্শন করিলে তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। নানা প্রকার সঙ্গীত যন্ত্র ঐ সকল মূর্ত্তি সহিত খোদিত বা অঙ্কিত রহিয়াছে। [যন্ত্র, বাদ্য, সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

মুসলমান রাজাদিগের সময়ে একতান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ-বাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতনরূপ ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হয়। সম্রাট্ আকবরের নাকারাখানা অর্থাৎ নাগারা-শালায় ঐকতান-বাদনের জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত। যথা—(১) কুবর্গা ইহার সাধারণ নাম দামামা। এই যন্ত্র অন্যূন আঠার যোড়া থাকিত।

(২) চল্লিশটী নাকারা অর্থাৎ নাগারা।

(৩) চারিটি ডুহল।

(৪) অন্যূন চারিটী করণা; এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অন্য কোন ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত।

(৫) ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্ণা। এই যন্ত্র নয়টি এক সঙ্গে বাদিত হইত।

(৬) ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং য়ুরোপীয় নাফির যন্ত্র।

(৭) গোশৃঙ্গাকৃতি পিত্তলের শিং অর্থাৎ শৃঙ্গ যন্ত্র।

(৮) তিন যোড়া সাঁজ অর্থাৎ বৃহৎ করতাল।

সম্রাট্ আকবর শাহ ঐকতান-বাদনের উন্নতির জন্য নিজে খেয়ারি জমাইত সুরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক সুবিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদন ক্রিয়ায় তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

আসিরীয় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের কর্ত্তৃক দেবপূজা এবং মঙ্গলকার্য্যে সঙ্গীত বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। তত্তদ্দেশীয় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি এবং রাজা নেবুকাড্নেজার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণনির্ম্মিত বেল দেবতার নিকট সসঙ্গীত উপাসনাদির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়;—

"তখন জনৈক রাজদূত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মানবগণ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্রের, ঢক্কা প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, তখন মহারাজ নেবুকাডনেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্ত্তি বেল্ দেবতার নিকট সকলে প্রণত হইবে।" (Daniel. III. 4, 5)

উপরি উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমোদের জন্য রাজসভাতেও সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। কারণ জানা গিয়াছে যে, মিদ্বংশীয় রাজা দরায়ুস যখন ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েলকে সিংহ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান-বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। (Dan. VI. 18) ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্রসকল বাদিত হইত।

আসিরীয় ও বাবিলীয়দিগের ন্যায় জেরুসালম রাজসভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত। দায়ূদ ও সলোমন্ ভূপালদ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় ঐকতান ছিল। দায়ূদ-পুত্র সলোমন্ পার্থিব ভোগবিলাসের অসারতা ও অস্থায়িতা সম্বন্ধে তদীয় ঐকতানের উল্লেখ করিয়াছিলেন;—"আমি নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের ন্যায় পুংগায়ক, স্ত্রী-গায়িকা এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা নানাপ্রকার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।" (Eccles. II. 8)

অধুনা পারস্যদেশে হার্প (Harp) যন্ত্র প্রায় দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্রসমূহের মধ্যে উচ্চদরের যন্ত্র ছিল। সার রবার্ট কার্-পোর্টার (Sir Robert Ker-Porter) কার্মান্শা নগরীর নিকটস্থ তক্তিবোস্তা পর্ব্বতে এতৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, ৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্যদেশীয় রাজা খসরু পারভিজ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটী মূর্ত্তি দুইটি উন্নত খিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়দিগের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় আর কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে হার্প যন্ত্র বাজাইতেছে। বণ্টিং সাহেবও পারস্যদেশীয় বীণৈকতানবাদন (Harp Concert) সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। (Bunting's Historical and Critical Dissertation on the Harps in his "General Collection of the Ancient Music of Ireland.")

উপরে কথিত হইল, ৬০০ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত, ঐসকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি মূর্ত্তি ব্যাগ-পাইপ বাজাইতেছে দৃষ্ট হয়; এই যন্ত্র ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে নাগবদ্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। আসিরীয়, হিব্রু, রোমক ও গ্রীক্ জাতিরাও এই যন্ত্র অবগত ছিল।

হিরোদোতস্ (৪৮৪ খৃঃ পূঃ) বলেন যে, মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্ব্বাহ সমূহের মধ্যে বুবস্তিস্ নগরে দায়ানা দেবীর পূজার্থ মেলা হইত। ঐ মেলায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৌকারোহণ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং

সেই সময়ে কতকগুলি পুরুষ বংশী এবং কতকগুলি রমণী ক্ষুদ্র ঢক্কা যুগপৎ বাজাইত। অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দসূচক ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিত।

প্রাচীন মিসরে হার্প, তাম্বুরা, ফ্লুট্ প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদন প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে বার্লিন এবং লিডেন নগরের চিত্রশালায় একটি খোদিত দৃশ্য আছে। লেপসিয়স্ বলেন প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী-দ্বারাও ঐকতানবাদন করিত। (Lepsius's Egyptian Antiquities) বংশী ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। লেপসিয়াসের মতে উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বের হইবে।

ঐকধ্যম্ (অব্য) এককালে, একেবারে।

ঐকপত্য (ক্লী) একপতের্ভাবঃ-ষ্যঞ্। ১ চক্রবর্ত্তিত্ব, একাধিপত্য।

ঐকপদিক (ত্রি) একস্মিন্ পদে ভবঃ, এক-পদ-ঠঞ্। ১ একপদজ। ২ একস্থানোৎপন্ন। ৩ বাক্যবিশেষ।

ঐকপদ্য (ক্লী) একপদস্য ভাবঃ, একপদ-ষ্যঞ্। অনেক পদের একরূপ অর্থ বোধ করান।

ঐকভাব্য (ক্লী) একো ভাবো যস্য, তস্য ভাবঃ; একভাব-ষ্যঞ্। একস্বভাবতা।

ঐকমত্য (ক্লী) একং মতং যেষাং তেষাং ভাবঃ; একমত ষ্যঞ্। ১ একরূপ অভিপ্রায়। ২ সমান সম্মতি। ৩ (ঐক-মত্যমত্রাস্তি, ইতি অচ্) (ত্রি) একমত যুক্ত।

ঐকরাজ্য (ক্লী) একরাজস্য ভাবঃ, একরাজ-ষ্যঞ্। একাধি-পত্য, চক্রবর্ত্তিতা।

ঐকলব্য (পুং) একল্বঃ অপত্যম্, একলূ-ষ্যঞ্) একলূ নামক ঋষির পুত্র।

ঐকবাক্য (ক্লী) একবাক্যস্য ভাবঃ, একবাক্য-অণ্। ১ একবাক্যতা। ২ একবিষয়ে বহুজনের মতের একতা হওয়া।

ঐকশতিক (ত্রি) একশতমস্যাস্তি, একশত-ঠঞ্। যাহার একশত সংখ্যক বস্তু আছে।

ঐকশফ (ত্রি) একশফস্য ইদং, একশফ-অণ্। জোড়া খুর-যুক্ত পশু সম্বন্ধীয়।

ঐকশ্রুত্য (ক্লী) একা শ্রুতি র্যত্র, তস্য ভাবঃ, ঐকশ্রুত-ষ্যঞ্। উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরের সন্নিকর্ষ স্বরবিশেষ।

ঐকসহস্রিক (ত্রি) একসহস্রমস্যাস্তি, একসহস্র-ঠঞ্। একসহস্র সংখ্যক বস্তু যাহার আছে।

ঐকাগারিক (ত্রি) একসহায়মাগারং প্রয়োজনমস্য একাগার-ইকট্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। (ঐকাগারিকট্চৌরে। পা ৫। ১। ১১৩।) ১ চৌর। ২ একগৃহবাসী।

ঐকাগ্র (ত্রি) একাগ্র-স্বার্থে-অণ্। একাগ্রচিত্ত, যাহার চিত্ত একবিষয়ে আসক্ত।

ঐকাগ্র্য (ক্লী) একাগ্রস্য ভাবঃ, একাগ্র-ষ্যঞ্। একাগ্র-চিত্ততা।

ঐকাঙ্গ (ক্লী) একাঙ্গস্য ভাবঃ, একাঙ্গ-অণ্। ১ একাঙ্গতা। ২ শরীরের সাদৃশ্য।

ঐকাত্ম্য (ক্লী) একআত্মা স্বরূপং যস্য, তস্য ভাবঃ, একাত্ম—ষ্যঞ্। ১ ঐক্য। ২ একস্বরূপতা।

ঐকার্থ্য (ক্লী) একার্থস্য ভাবঃ একার্থ ষ্যঞ্। ১ একার্থের স্থাপনা। ২ একপ্রয়োজন।

ঐকাদশিন্ (ত্রি) একাদশানাং সজ্বঃ, একাদশ-ইনি। দেবতা সহিত একাদশ যাজ্ঞিক পশুবিশেষ।

ঐকাধিকরণ্য (ক্লী) একাধিকরণস্য ভাবঃ, একাধিকরণ-ষ্যঞ্। ১ সমানাধিকরণতা। ২ তুল্যবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ের অর্থের অভেদ-বোধকত্ব।

ঐকান্তিক (ত্রি) একান্তমবশ্যং ভাবী, একান্ত-ঠঞ্। ১ নিশ্চিন্ত। ২ প্রগাঢ়। ৩ দৃঢ়। ৪ অত্যন্ত।

ঐকান্যিক (ত্রি) একমন্যং বৃত্তং অধ্যয়নে অস্য। (কর্ম্মা-ধ্যয়নে বৃত্তম্। পা ৪। ৪। ৬৩।) ইতি ঠক্। যাহার অধ্যয়নকালে বিপরীত উচ্চারণ হয় বা উচ্চারণ স্খলিত হয়, সেইরূপ কুছাত্র।

ঐকাহিক (ত্রি) একাহে ভবং, একাহ-ঠক্। ১ একদিন সাধ্য। ২ একদিন অন্তরে উৎপন্ন।

ঐকাহিকজ্বর (পুং) একাহভবো ঠক্। ঐকাহিকো জ্বরঃ, কর্ম্মধাº। একদিন মধ্যে বাদ দিয়া যে জ্বর প্রকাশ পায়। বৈদ্যকে ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে।

("তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ।" মাধব নিº।)

ইহার ঔষধ—'কাকজঙ্ঘা, বলা, শ্যামা, ব্রহ্মদণ্ডী, কৃতাঞ্জলি, পৃশ্নিপর্ণী, অপামার্গ ও ভৃঙ্গরাজ ইহার অন্যতম কোন একটির মূল পুষ্যানক্ষত্রে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রক্তবর্ণ সূতার দ্বারা বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়। বিছুটির মূল ১৷০ দেড় খণ্ড বাসিজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে, অথবা ঐ মূল মস্তকে বাঁধিলে ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়।

ঐক্য (ক্লী) একস্য ভাবঃ, এক-ষ্যঞ্। ১ একতা। ২ সাদৃশ্য।

ঐক্ষব (ত্রি) ইক্ষোর্বিকারঃ, ইক্ষু-অণ্। ইক্ষুবিকার, গুড়াদি। [ইক্ষুদেখ।]

ঐক্ষুক (ত্রি) ইক্ষৌ সাধু,-ইক্ষু-ঠক্ নিপাতনাৎ সাধু। ইক্ষু-বর্দ্ধক ক্ষেত্রাদি, যাহাতে ইক্ষু ভাল হয়।

ঐক্ষুভারিক (ত্রি) ইক্ষুভারং বহতি, ইক্ষুভার-ঠক্। ইক্ষুবাহক।

ঐক্ষ্বাক (পুং) ইক্ষ্বাকোরপত্যম্। ইক্ষ্বাকু-অণ্। ইক্ষ্বাকু-বংশীয়।

ঐঙ্গুদ (ক্লী) ইঙ্গুদ্যাঃ ইদম্, ইঙ্গুদী-অণ্। ইঙ্গুদী বৃক্ষের ফল। এই ফল হইতে একরূপ তৈল উৎপন্ন হয়, ঋষিগণ তাহাই ব্যবহার করিতেন।

ঐচ্ছিক (ত্রি) ইচ্ছয়া নির্বৃত্তঃ ইচ্ছা-ঠক্। ইচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হয়।

ঐড় (পুং) এড়া অস্ত্যত্র। এড়া-অণ্। এড়াশব্দ যুক্ত অধ্যায় বা অনুবাক্।

ঐড়ক (পুং) এড়ক-স্বার্থে-অণ্। ১ মেষাকার পশুবিশেষ। ২ (ত্রি) মেষসম্বন্ধীয়।

ঐড়বিড় (পুং) ১ কুবের। ২ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হওয়ার পর নাড়ীকবচ ক্ষত্রিয়-কুলের মূলস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র ঐড়বিড়। (ভাগবত। ৯।৯।৩২।)

ঐড়ূক (ক্লী) এড়ূক এব, স্বার্থে অণ্। [এড়ূক দেখ।]

ঐণ (ত্রি) এণস্য ইদং, এণ-অণ্। মৃগসম্বন্ধীয়, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি।

ঐণিক (ত্রি) এণং মৃগং হন্তি, এণ-ঠক্। মৃগহন্তা ব্যাধ, সিংহ প্রভৃতি।

ঐণীপচন (ত্রি) এণীপচনদেশে ভবঃ, এণীপচন-অন্। এণী-পচনদেশীয়। [এণীপচন দেখ।]

ঐণেয় (ত্রি) এণ্যা ইদম্, এণী-ঢঞ্। ১ মৃগসম্বন্ধীয় চর্ম্মাদি। ২ রতি বন্ধবিশেষ।

ঐণ্ডিনেয় (পুং) বেদের শাখাবিশেষ।

ঐতরেয় (পুং) ঋগ্বেদের শাখাবিশেষ। ভাষ্যকারদিগের মতে মহিদাস ঐতরেয় নামক একজন ঋষি এই শাখার প্রবর্ত্তক। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে, মহিদাস ঐতরেয় পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে "ইতরায়া অপত্যং ঐতরেয়ঃ" অর্থাৎ ইতরার পুত্র বলিয়া ইহার নাম ঐতরেয়।

সায়ণাচার্য্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যের উপক্রমণিকায় মহিদাস ঐতরেয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কোন মহর্ষির অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একজনের নাম ইতরা, তাঁহার মহিদাস নামে এক পুত্র জন্মে। 'অরণ্য-কাণ্ডোক্ত' তিনিই 'মহিদাস ঐতরেয়'। মহর্ষি অপর পত্নীর পুত্রদিগকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহিদাসকে দেখিতে পারিতেন না। কোন যজ্ঞসভায় তিনি মহিদাসকে উপেক্ষা করিয়া অপর পুত্রগণকে কোলে করেন। ইতরা আপনার পুত্রের ম্লানমুখ দেখিয়া আপন কুলদেবতা ভূমির কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন ভূমিদেবতা দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া যজ্ঞ-সভায় আবির্ভূত হইলেন, মহিদাসকে দিব্য সিংহাসন প্রদান করিয়া এবং সেই সিংহাসনে বসাইয়া সকল পুত্র অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত হইবে এবং এই (ঐতরেয়) ব্রাহ্মণের প্রতিভাষণরূপ বর প্রদান করিলেন।"

এক্ষণে ঐতরেয় শাখার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়।

ঐতিকায়ন (পুং) ইতিকস্য ঋষেরপত্যম্, ইতিক-ফক্। ইতিক ঋষি বংশীয়।

ঐতশ (পুং) ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ। ইনি 'ঐতশ প্রলাপ' নামক বৈদিক গ্রন্থের প্রণেতা।

ঐতিশায়ন (পুং) ইতিশস্য ঋষেরপত্যম্, ইতিশ-ফক্। ইতিশ ঋষিবংশীয়।

ঐতিহাসিক (ত্রি) ইতিহাসাদাগতঃ, ইতিহাস-ঠক্। ১ ইতিহাসগ্রন্থ হইতে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। ২ (ইতিহাসং বেত্ত্যধীতে বা ঠক্) ইতিহাসবেত্তা। ৩ ইতিহাসপাঠক।

ঐতিহ্য (ক্লী) ইতিহ-স্বার্থে ষ্যঞ্, (অনন্তাবসথেতিহভেষজা ঞ্যঃ। পা ৫।৪।২৩।) পারম্পর্য্য উপদেশ, বহুদিন হইতে বহুমুখে যে উপদেশ বাক্য চলিয়া আসিতেছে। ইতিহ।

("ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশো বেদাদিঃ।" চরক।)

পৌরাণিকদিগের মতে ঐতিহ্য একটি প্রমাণ। এই বটবৃক্ষে যক্ষিণী বাস করে এইরূপ পরম্পরাগত বাক্যই ঐ বৃক্ষে যক্ষিণীবাসের প্রমাণ।

ঐদংযুগীন (ত্রি) অস্মিন্ যুগে সাধু, ইদংযুগ-খঞ্। এই যুগের উপযোগী।

ঐনস (ক্লী) এন এব, স্বার্থে অণ্। পাপ।

ঐন্দব (ক্লী) ইন্দুর্দেবতা অস্য, ইন্দু-অণ্। ১ মৃগশিরা নক্ষত্র। ২ (ত্রি) চন্দ্রসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ চান্দ্রায়ণ নামক ব্রতবিশেষ। ৪ চান্দ্রমাস।

ঐন্দবী (স্ত্রী) ঐন্দব-ঙীপ্। সোমরাজী নামক বৈদ্যকোক্ত দ্রব্যবিশেষ।

ঐন্দ্র (ক্লী) ইন্দ্রো দেবতা অস্য, ইন্দ্র-অণ্। ১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ২ মূলবিশেষ, সাধারণতঃ বনআদা বলে ; ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—বনার্দ্রকা, বনজা ও অরণ্যজার্দ্রকা। বৈদ্যক মতে

ইহার গুণ, কটু, অম্ল, রুচি, বল ও অগ্নিকারক। (রাজনির্ঘণ্ট) ৩ (ত্রি) ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। ৪ ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুত হবিঃ প্রভৃতি। ৫ (পুং) ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, অর্জ্জুন ও বালিবানর প্রভৃতি। ৬ ইন্দ্রকৃত ব্যাকরণ। ৭ বৃষ্টির জল।

ঐন্দ্রজালিক (পুং) ইন্দ্রজালেন ক্রীড়তীতি, ইন্দ্রজাল-ঠক্। ইন্দ্রজালকারক, বাজীকর। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,— প্রতীহারক. মায়াকারক, কৌসৃতিক, মায়াবী, ব্যসক, মায়ী ও মায়িক।

ঐন্দ্রদ্যুম্ন (ক্লী) ইন্দ্রদ্যুম্নমধিকৃত্য কৃতমাখ্যানং। ইন্দ্রদ্যুম্ন-অণ্। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত ঘটিত মহাভারতের আখ্যানবিশেষ।

ঐন্দ্রলুপ্তিক (ত্রি) ইন্দ্রলুপ্ত-ঠক্। টাকরোগবিশিষ্ট। খল্লোট, খলতি।

(খলতিস্তু খল্বাট ঐন্দ্রলুপ্তিকঃ। হেম ৩। ১১৬।)

ঐন্দ্রবায়ব (ত্রি) ইন্দ্রবায়ূ দেবতে অস্য; ইন্দ্রবায়ু-অণ্। ১ ইন্দ্রবায়ু সম্বন্ধীয় হবিঃ প্রভৃতি। ২ ইন্দ্রবায়ু সম্বন্ধীয়।

ঐন্দ্রশর্ম্মি (পুং) ইন্দ্রশর্ম্মণোঽপত্যম্ পুমান্-ইঞ্। ইন্দ্রশর্ম্ম নামক রাজার পুত্র।

ঐন্দ্রশির (পুং) হস্তিবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭০। ২২।)

ঐন্দ্রসেনি (পুং) ইন্দ্রসেনস্য অপত্যম্ পুমান্, ইঞ্। ইন্দ্রসেননামক নরপতির পুত্র।

ঐন্দ্রাগ্ন (ত্রি) ইন্দ্রাগ্নী দেবতে অস্য, অণ্। ১ ইন্দ্রাগ্নিসম্বন্ধীয়। ২ ইন্দ্র ও অগ্নি উদ্দেশে আহুত হবিঃ প্রভৃতি।

ঐন্দ্রাপৌষ্ণ (ত্রি) ইন্দ্রাপূষণৌ দেবতে অস্য অণ্। উপধা অতো লোপশ্চ। ১ ইন্দ্র ও সূর্য্যসম্বন্ধীয়। ২ ইন্দ্র ও সূর্য্য উদ্দেশে আহুত হবিঃ প্রভৃতি।

ঐন্দ্রয়াণ (পুং) ইন্দ্রস্যাপত্যম্ পুমান্, ইন্দ্র-ফক্। ইন্দ্রের পুত্র।

ঐন্দ্রায়ুধ (ত্রি) ইন্দ্রপ্রদত্তং আয়ুধং যস্য, বহুব্রী। ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্রবিশিষ্ট।

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব (ত্রি) ইন্দ্রবিষ্ণু দেবতে অস্য অণ্। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় চরু প্রভৃতি।

ঐন্দ্রাসৌম্য (ত্রি) ইন্দ্রসোমৌ দেবতে অস্য ষ্যঞ্। ইন্দ্র ও সোমসম্বন্ধীয়।

ঐন্দ্রি (পুং) ইন্দ্রস্যাপত্যং পুমান্, ইন্দ্র-ইঞ্। ১ ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত। ২ অর্জ্জুন। ৩ বালিবানর। ৪ কাক।

ঐন্দ্রিয় (ত্রি) ইন্দ্রিয়েণ প্রকাশ্যতে, ইন্দ্রিয়-অণ্। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ্য বস্তু, প্রত্যক্ষ বস্তু।

ঐন্দ্রিয়ক (ত্রি) ইন্দ্রিয়েণ অনুভূয়তে, ইন্দ্রিয়-বুঞ্। ১ প্রত্যক্ষ। ২ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (পুং) ৩ ইন্দ্রিয়াশ্রিত ব্যাধিবিশেষ। শব্দাদি বিষয়ের মিথ্যাযোগ, অতিযোগ ও অযোগ জন্য ইন্দ্রিয়ে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয় ব্যাধি বলে। (চরক।)

ঐন্দ্রী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য ইয়ম্, ইন্দ্র-অণ্-ঙীপ্। ১ শচী। ২ দুর্গা। ৩ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা। ৪ পূর্ব্বদিক্। ৫ এলাচ।

ঐন্ধন (ত্রি) ইন্ধনস্য ইদম্ ইন্ধন-অণ্। ইন্ধনসম্বন্ধীয়, কাষ্ঠসম্বন্ধীয়।

ঐন্ধায়ন (পুং) ইন্ধস্য ঋষেরপত্যম্ পুমান্-কক্। ইন্ধনামক ঋষিবংশীয়।

ঐন্য (ত্রি) ইনে সূর্য্যে স্বামিনি বা ভবঃ, ইন-ণ্য। ১ সূর্য্যভব। ২ স্বামিভব।

ঐন্য (পুং) বাবদিগ জাতি। এই জাতি দাক্ষিণাত্যের কুর্গ প্রদেশে বাস করে। ইহারা ছুতার ও কামারের কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে ৩০ ঘর আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কোড়গ জাতির ন্যায়।

ঐভাবত (পুং) ইভাবতোঽপত্যম্ পুমান্-অণ্। ইভাবত নামক ঋষির পুত্র।

ঐভী (স্ত্রী) ইভ ইত্যাখ্যা যস্যাঃ, ইভ-অণ্-ঙীষ্। (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৬। ৪। ৩৮।) হস্তিঘোষা লতা।

ঐম্বকুল বা গোল্লা। দাক্ষিণাত্যের নীচজাতিবিশেষ। ইহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের পোষাক কোড়গজাতির মত, কিন্তু কোড়গদিগের সহিত ইহারা বিবাহের আদান প্রদান অথবা আহারাদি করে না। কুর্গপ্রদেশে ছয় প্রকার গোল্লাজাতি দেখা যায়।

ঐয়া (পুং) নীচজাতিবিশেষ। ইহারা দাক্ষিণাত্যের মদুরা প্রদেশে বাস করে।

ঐর (ত্রি) ইরায়াং ভবঃ, অণ্। ১ অন্নমণ্ড। (ক্লী) ২ ব্রহ্মলোকস্থ সরোবরবিশেষ। (ত্রি) ৩ ভূমিজাত। ৪ জলজাত।

ঐর (পুং) একজন অতি প্রাচীন হিন্দুরাজা।

ঐরক্য (ত্রি) এরকা-ণ্য। এরকাজাত। [এরকা দেখ।]

ঐরাবণ (পুং) ইরয়া জলেন বনতি শব্দায়তে, ইরা-বন পচাদ্যচ্; অথবা ইরা সুরা বনমুদকং যস্মিন্, তত্র ভবঃ অণ্। ১ ঐরাবত হস্তী। ২ জৈনমতে জম্বুদ্বীপের সপ্তম বর্ষ। (জৈনহরিবংশ ৫। ১৮।)

ঐরাবত (পুং) ইরা জলানি সন্ত্যত্র, মতুপ্, মস্য বঃ, ইরাবান্ সমুদ্রঃ, তত্র ভবঃ অণ্। অথবা ইরাবত্যা বিদ্যুতোঽয়ম্, অণ্। ১ ইন্দ্রহস্তী। ঐরাবত শুক্লবর্ণ, চতুর্দন্তবিশিষ্ট, সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন হয়। এইটি পূর্ব্বদিগ্‌গজ। ইহার অপর নাম অভ্রমাতঙ্গ, ঐরাবণ, অভ্রমুবল্লভ, শ্বেতহস্তী, মল্লনাগ,

ইন্দ্রকুঞ্জর, হস্তিমল্ল, সদাদান, সুদামা, শ্বেতকুঞ্জর, গজাগ্রণী ও নাগমল্ল। যথা, বিষ্ণুপুরাণে। ১। ৯। ২৫।

"ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্! প্রযযাবমরাবতীম্॥"

২ নাগরঙ্গ। ৩ লকুচ বৃক্ষ। ৪ নাগবিশেষ।

(ঐরাবতোঽভ্রমাতঙ্গে নারঙ্গে লকুচদ্রুমে। নাগভেদে চ পুংসি স্যাৎ। মেদিনী।) ৫ (ইরাবান্ মেঘঃ, তত্র ভবঃ, অণ্) (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ। ৬ (ইরাবতী অণ্) ইরাবতী নদীর সন্নিকৃষ্ট দেশ।

ঐরাবতক্ষেত্র (ক্লী) কাবেরী নদীতীরস্থ একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। ঐরাবতক্ষেত্র মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই স্থানে আসিয়া তপস্যা করেন এবং লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইন্দ্রের ঐরাবত এই স্থানে শিবের কৃপায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য এই স্থানের নাম ঐরাবতক্ষেত্র হইয়াছে।"

ঐরাবতী (স্ত্রী) ইরাবত ইয়ম্, ইরাবৎ-অণ্-ঙীপ্। ১ বিদ্যুৎ। ২ ঐরাবত স্ত্রী। ৩ বটপত্রীবৃক্ষ। ৪ উত্তরমার্গের নক্ষত্রবিশেষের নামান্তর। ৫ পঞ্চালদেশীয় নদীবিশেষ; এই নদীর আধুনিক নাম রাবী, ইহার বেদোক্ত নাম পরুষ্ণী।

ঐরিকিন, (ক্লী) এরণ নগরের প্রাচীন নাম। কানিংহাম সাহেবের মতে, এরণের প্রাচীন নাম এরকৈন। [এরণ দেখ।]

ঐরিণ (ক্লী) ইরিণে উষরভূমৌ ভবং ইরিণ-অণ্। পাঙ্গালু।

ঐরেয় (ক্লী ইরা-ঢক্। ১ মদ্য। ২ মঙ্গল। ৩ (ত্রি) অন্নাদি।

ঐর্ম্য (ক্লী) ইর্ম্মায় হিতম্, ইর্ম্ম-ষ্যঞ্। সুশ্রুতোক্ত অঞ্জনবিশেষ।

ঐল (পুং) ইলায়া অপত্যম্ পুমান্, ইলা-অণ্। ইলাপুত্র। ইহাঁর অন্য নাম পুরূরবা ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন।

ঐলবালুক (ক্লী) এলবালুক-স্বার্থে অণ্। এলবালুক। [এলবালুক দেখ।]

ঐলবিল (পুং) ইলবিলায়া অপত্যং পুমান্, ইলবিল-অণ। ইলবিলাপুত্র, কুবের। (অমর)

ঐলা, (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (সহ্যাদ্রিখ° বদরীমাহাত্ম্য ২২ অঃ।)

ঐলাক (ত্রি) ঐলাক্যস্য ছাত্রঃ অণ্, যঞ্লোপঃ। ঐলাক্যের ছাত্র।

ঐলিক (পুং) ইলিন্যাং ভবঃ ঠক্। ইলিনীর পুত্র তংসুনামক রাজা, ইনি দুষ্মন্তাদির পিতামহ ছিলেন।

ঐলেয় (ক্লী) ১ এলবালুক। ২ (ইলায়া অপত্যম্ পুমান্) (পুং) পুরূরবা। ৩ মঙ্গল।

ঐশ (ত্রি) ঈশস্য ইদম্, অণ্। ঈশসম্বন্ধীয়।

ঐশানী (স্ত্রী) ঈশানস্যেয়ম্, ঈশান-অণ্-ঙীপ্। ১ ঈশান কোণ। ২ শক্তিবিশেষ। ৩ দুর্গা।

ঐশিক (ত্রি) ঈশস্য অয়ম্, ঈশ-ঠক্। ঈশ্বরসম্বন্ধীয়।

ঐশী (স্ত্রী) ঈশস্য ইয়ম্, অণ্-ঙীপ্। ১ ঈশ্বরসম্বন্ধিনী। ২ দুর্গা।

ঐশ্বরী (স্ত্রী) ঈশ্বরস্য ইয়ম্, অণ্-ঙীপ্। ঈশ্বর সম্বন্ধিনী।

ঐশ্বর্য্য (ক্লী) ঈশ্বরস্য ভাবঃ, ঈশ্বর-ষ্যঞ্। ১ ঈশ্বরধর্ম্ম। ইহার পর্য্যায়—বিভূতি ও ভূতি। ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ, অণিমা ১, লঘিমা ২, প্রাপ্তি, ৩, প্রাকাম্য ৪, মহিমা ৫, ঈশিত্ব ৬, বশিত্ব ৭ ও কামাবসায়িতা ৮। ২ সম্পত্তি। ৩ প্রভুত্ব। ৪ শাসনকর্তৃত্ব।

ঐশ্বর্য্যবৎ (ত্রি) ঐশ্বর্য্যমস্ত্যস্য, ঐশ্বর্য্য-মতুপ্, মস্য বঃ। ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

ঐশ্বর্য্যকর্ম্মা [ন্] (পুং) ঐশ্বর্য্যং কর্ম্ম যস্য, বহুব্রী°। ঈশ্বর কর্ম্মযুক্ত।

ঐষমঃ [স্] (অব্য) অস্মিন্ বৎসরে ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ; (সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষম ইত্যাদি। পা ৫।৩।২২।) বর্ত্তমান বৎসরে।

ঐষমস্তন (ত্রি) ঐষমো ভবঃ, ঐষমস্-তন; (ঐষমোহ্যঃ শ্বসো ঽন্যতরস্যাম্। পা ৪।২।১০৫।) ঐষমসম্বন্ধীয়, এই বৎসরের।

ঐষমস্ত্য (ত্রি) ঐষমো ভবঃ, ঐষমস্-ত্যপ্। এই বৎসরের।

ঐষাবীর (ত্রি) দুর্ব্বল, শক্তিহীন।

ঐষীক (ক্লী) ইষীকমেব, স্বার্থে অণ্। ১ [ইষীক দেখ।] ২ ইষীক সম্বন্ধীয়। ৩ মহাভারতোক্ত পর্ব্বতবিশেষ। ৪ অস্ত্রবিশেষ।

ঐষুকারী (পুং) ইষুকারস্য অপত্যং, ইষুকার-ইঞ্। বাণ নির্ম্মাতার পুত্র; যাহারা বাণ প্রস্তুত করে তদ্বংশীয়।

ঐষুকারিভক্ত (ক্লী) ঐষুকারিণাং বিষয়ো দেশঃ, ঐষুকারিভক্তল্; (ভৌরিক্যাদ্যৈষু কার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪।) ১ ঐষুকারিবিষয়। ২ ঐষুকারি দেশ।

ঐষুকার্য্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ; ঐষুকারি, সারস্যায়ন, চান্দ্রায়ণ, দ্ব্যাক্ষায়ণ, ত্র্যাক্ষায়ণ, ঔড়ায়ন, জৌলায়ন, খাড়ায়ন, দাসমিত্রি, দাসমিত্রায়ণ, শৌদ্রায়ণ, দাক্ষায়ণ, শায়ণ্ডায়ন, তার্ক্ষ্যায়ণ, শৌভ্রায়ণ, সৌবীর, সৌবীরায়ণ, শয়ণ্ড, শৌণ্ড, শয়াণ্ড, বৈশ্বমানব, বৈশ্বধেনব, নড়, তুণ্ডদেব, বিশ্বদেব ও সাপিণ্ডি; এই সকল শব্দ ঐষুকার্য্যাদি গণান্তর্গত। ইহাদিগের উত্তর বিধল্ ও ভক্তল্ প্রত্যয় হয়।

(ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪।)

ঐষ্টিক (পুং) ইষ্টি-ঠক্। ১ ইষ্টির ব্যাখ্যান গ্রন্থ। ২ যজ্ঞের হিতকর বিষয়। ৩ অন্তর্বেদিক কর্ম্মবিশেষ। (ত্রি) ৪ যজ্ঞসাধনে সমর্থ।

ঐহলৌকিক (ত্রি) ইহলোকে ভবঃ, ইহলোক-ঠক্। ১ বর্ত্তমান জন্ম সম্বন্ধীয়। ২ মর্ত্ত্যলোক সম্বন্ধী।

ঐহিক (ত্রি) ইহ ভবং, ইহ ঠঞ্। ১ ইহলোকজাত, ইহলোকের। ২ ইহলোক সম্বন্ধীয়।

ও

ও ১ স্বরবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর; ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে ত্রিবিধ; এবং তাহাতে অনুনাসিক অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। কামধেনুতন্ত্রে লিখিত আছে, ওকার পঞ্চদেবময়, রক্তবিদ্যুতাকার, ত্রিগুণাত্মক, ঈশ্বর, পঞ্চপ্রাণময়, দেবমাতা এবং পরম কুণ্ডলী। ইহার লিখন প্রণালী—বামদিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে কুঞ্চিত হইবে, তৎপরে অধোদেশে পুনর্ব্বার বামদিক্‌গামী হইবে। সেই সকল রেখায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবস্থান। ইহার মাত্রা ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র।)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ওকারের নাম,—সত্য, পীযূষ, পশ্চিমাস্য, শ্রুতি, স্থিরা, সদ্যোজাত, বাসুদেব, গায়ত্রী, দীর্ঘজঙ্ঘক, আপ্যায়নী, ঊর্দ্ধদন্ত, লক্ষ্মী, বাণী, মুখী, দ্বিজ, উদ্দেশ্যদর্শক, তীব্র, কৈলাস, বসুধাক্ষর, প্রণবাংশ, ব্রহ্মসূত্র, অজেশ, সর্ব্বমঙ্গলা, ত্রয়োদশী, দীর্ঘনাসা, রতিনাথ, দিগম্বরা, ত্রৈলোক্যবিজয়া, প্রজ্ঞা ও প্রীতি বীজাদিকর্ষিণী। মাতৃকান্যাসে ঊর্দ্ধদন্ত পঙক্তিতে ন্যাস করা হয় বলিয়া, অভিধানে 'ঊর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তি ওকারের একটি নাম।

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, (ও নিষ্ঠাতনঃ। কবি° দ্রু°)

ও (অব্য) ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। ৩ স্মরণ। ৪ অনুকম্পা। (ও সম্বোধন আহ্বানে স্মরণে চানুকম্পনে। মেদিনী।)

ও (পুং) ১ ব্রহ্মা। ২ (দেশজ) অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি বোধক। ৩ ইতর শ্রেণীর স্ত্রীগণ স্বামীর উদ্দেশে 'ও' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

ওঁ (অব্য) ওঙ্কার, প্রণব। [ওম্ দেখ।]

ওআওআ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষের নাম। (Tetranthera fruticosa.)

ওআক (অব্য) ১ বমন বেগের শব্দ। ২ বকবিশেষ। ৩ বকবিশেষের অব্যক্ত শব্দ।

ওআকবক (দেশজ) বকবিশেষ। (Gallinula rycticorax.)

ওআড় (দেশজ) লেপ, তোষক, বালিশ প্রভৃতির আবরণ বস্ত্র।

ওক (ক্লী) উচ-ক, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গৃহ। ২ আশ্রয়। ৩ (পুং) পক্ষী। ৪ (পুং) শূদ্র, বৃষল।

ওকঃ [স্] (ক্লী) উচ্যতে সমবৈতি অস্মিন্, উচ-অসুন্। ১ আশ্রয়। ২ গৃহ। ৩ স্থান।

ওকণ (পুং) কেশকীট, উকুণ।

ওকণি (পুং) মৎকুণ, উকুন।

(ওকণঃ পুমান্ ওকণিশ্চাপি না যূকে। শব্দাব্ধি।)

ওকরী (স্ত্রী) রাজগৃহের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"কলিযুগের মধ্যে এখানে শস্যজীবী কৃষকজাতি বাস করিবে। কলিকালে ওকরীর নারীগণ বেশ্যা ও দ্বিজগণ বেশ্যাবৃত্তিপরায়ণ হইবেন। এখানকার লোকেরা পাপের জন্য সর্পাঘাতে বিনষ্ট হইবে।" (ব্রহ্মখণ্ড ৩৩। ৫০-৫২ শ্লোঃ)

ওকার (পুং) ও। "বর্ণস্বরূপে কারতকারৌ।" ইতি কারঃ। ও [ও দেখ।]

ওকালৎ (আরব্য) উকিলের কার্য্য।

ওকালতী (আরব্য) উকিলের ব্যবসায়।

ওকালৎনামা (পারস্য) উকিলের নিয়োগ পত্র।

ওকিবস্ (ত্রি) উচ-কসু। সমবেত, একত্রিত।

ওকুল (পুং) উচ-উলচ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। অর্দ্ধপক্ক অপক্ক গোধূম। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ,—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, বলকারক, রক্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক এবং মত্ততা বর্দ্ধক।

ওকোদনী (স্ত্রী) ওকঃ আশ্রয়স্থানমদনং যস্যাঃ, বহুব্রী° ঙীপ্। যূক, উকুণ।

ওকোদশানী (স্ত্রী) প্রাচীর।

ওক্কণী (স্ত্রী) ওচ-কণ-অচ্-ঙীপ্। উকুণ।

ওখলডাঙ্গা (দেশজ) উত্তরপশ্চিমের কুমায়ুন প্রদেশের মধ্যবর্ত্তি একটি গ্রাম। মোরদাবাদ হইতে আলমোরা যাইবার পথে, কোশীলা নদীর ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ১৪´ ২০´´ উঃ, দেশা ৭৯° ৩৯´ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। এই স্থানে অতি উৎকৃষ্ট চাউল পাওয়া যায়।

ওখানে (দেশজ) ঐস্থানে, অগ্রবর্ত্তী স্থানে।

ওগণ (ত্রি) অবগণ্যতে, অব-গণ-কর্ম্মণি-ক, সম্প্রসারণঞ্চ। অবগণ্য, অশ্রদ্ধা সহকারে যাহাকে গণনা করা হয়।

ওগীয়স্ (ত্রি) উগ্র, অত্যন্ততেজস্বী।

ওগো (দেশজ) সম্বোধনসূচক পদ।

ওঘ (পুং) উচ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ সমূহ। ২ নদীবেগ। ৩ পরম্পরা। ৪ উপদেশ। ৫ দ্রুতনৃত্য।

(——ওঘো বেগে জলস্য চ। বৃন্দে পরম্পরায়াঞ্চ দ্রুত-নৃত্যোপদেশয়োঃ। মেদিনী)

ওঘদেব, (পুং) প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত উচ্ছকল্পের একজন মহারাজ, ইহার পত্নী কুমারদেবী (Inscriptionum Indicarum Vol. III. 119)

ওঘরথ (পুং) রাজবিশেষ, ওঘবান্ নৃপতির পুত্র।

ওঘবৎ (ত্রি) ওঘঃ জলবেগাদিরস্ত্যস্য, ওঘ-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ জলবেগাদিযুক্ত। (পুং) ২ রাজবিশেষ, ইনি ওঘরথের পিতা। (ভারত অনু° ২ অঃ।)

ওঘবতী (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত ওঘবান্ রাজার কন্যা; ইনি স্বামীর আজ্ঞানুসারে দ্বিজরূপধারী অতিথি ধর্ম্মকে আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন, তদনুসারে তিনি লোকের উপকারার্থ অর্দ্ধদেহের দ্বারা নদীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ভারত° অনু° ২ অঃ।) কুরুক্ষেত্রস্থ। নদীবিশেষ। (ভারত° ভীষ্ম)

ওগর (পুং) এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা 'যোগী' বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের হাতে দড়িজড়ান যষ্টি থাকে।

ওগরেরা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করে না। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহাকে পোড়ায় না। শবদেহের সমাধি হয়। সিন্ধু-প্রদেশে দুই একজন ওগর যোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

ওঙ্কার (পুং) ওম্-কার। ১ প্রণব। প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া পরে বেদাধ্যায়ন করিতে হয়। ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া প্রথমে ওঙ্কার ও অথর্শব্দ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য এই দুইটি শব্দ মাঙ্গলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। [ওম্ দেখ।] ২ আরম্ভ। ৩ সপ্ত সামাবয়রের প্রথম অবয়ব। ৪ লিঙ্গবিশেষ।

("ওঙ্কারং প্রথমং লিঙ্গং দ্বিতীয়ন্তু ত্রিলোচনম্।" কাশীখণ্ড।)

ওঙ্কারমান্ধাতা (পুং) মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি পবিত্র দ্বীপ। অক্ষা ২২° ১৪´ উঃ, দেশা ৭৬° ১৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ইহার চলিত নাম মান্ধাতা। ওঙ্কারমূর্ত্তিধারী মহাদেবের মন্দির থাকায় এই স্থানকে ওঙ্কারমান্ধাতাও বলে। মান্ধাতার প্রাচীন নাম 'বৈদূর্য্যশৈল' ছিল। স্কন্দপুরাণের রেবা-খণ্ডে লিখিত আছে, রাজা মান্ধাতা ওঙ্কারের নিকট প্রার্থনা করেন, ওঙ্কার লিঙ্গ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বৈদূর্য্যশৈলের পরিবর্ত্তে মান্ধাতা নাম রাখিলেন। *

এই দ্বীপের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার কিছুদূরে কাবেরী নামে নর্ম্মদা নদীর একটি শাখা প্রবাহিত হইতেছে, আবার ঐ নামে আর একটি ছোট নদী নর্ম্মদাতে মিলিত না হইয়া মান্ধাতার নিকট কাবেরী সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এক-স্থানে দুইটি সঙ্গম, এরূপ পবিত্র তীর্থ ভারতবর্ষে অতি অল্প। আমাদের পুরাণাদির তীর্থমাহাত্ম্য মতে, এরূপ তীর্থে বাস করিলে অথবা স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়।

এখানকার নর্ম্মদার উভয়পার্শ্বে সবুজবর্ণের পাহাড় দেখিতে পাইবে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া যেখানে নদী বহি-তেছে, তথাকার জল গভীর, স্বচ্ছ ও শান্ত। এই জলে অসংখ্য কচ্ছপ ও মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এত নির্ভীক বা বিশ্বাসী যে ঘাটের ধারে মুড়ি ছড়াইয়া দিলে নির্ভয়ে আসিয়া খাইতে থাকে। এই দ্বীপের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ বর্গক্রোশ।

ওঙ্কার লিঙ্গ আজ কালের নয়। স্কন্দ, শিব, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে ওঙ্কারের নাম উক্ত হইয়াছে। †

মান্ধাতোবাচ।
* যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ! বরং দাতুং ত্বমিচ্ছসি।
বৈদূর্য্যো নাম শৈলেন্দ্রো মান্ধাতাখ্যাতুমর্হতু॥
দেবস্থানে সমং হ্যেতৎ ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি।
অন্নদানং তপঃ পূজা তথা প্রাণবিসর্জ্জনম্।
যে কুর্ব্বন্তি নরাস্তেষাং শিবলোকনিবাসিতা॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মান্ধাতুঃ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ বচনং দেবো মান্ধাতারং মহীপতিম্॥
সর্ব্বমেতন্নৃপশ্রেষ্ঠ। মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি।
যন্মে চোগ্রং মহীপাল! দৃষ্ট্বা...ত্বয়াঽনঘ॥
তদা প্রভৃতি মান্ধাতা বৈদূর্য্যো গীয়তে গিরিঃ।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যান্মান্ধাতৃপ্রমুখা নৃপাঃ।
সর্ব্বকামসমাপন্না লোকে ক্রীড়ন্তি বৈষ্ণবে।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বাপি হয়মেধফলং লভেৎ॥"

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে ২২ অঃ।

† "ওঙ্কারঞ্চ যথা হ্যাসীৎ তথা চ শ্রূয়তাং পুনঃ।
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে চাত্র নারদো ভগবাংস্তদা॥ ৪২
গোকর্ণাখ্যং শিবং গত্বা আগতো বিন্ধ্যকেশ্বরম্।
তত্রৈব পূজিতস্তেন বহুমানপুরঃসরম্॥ ৪৩
ময়ি সর্ব্বঞ্চ বিদ্যেত ন ন্যূনং হি কদাচন।
ইতি মানং তদা শ্রুত্বা নারদো মানহা তদা॥ ৪৪
নিশ্বস্যসংস্থিতস্তত্র শ্রুত্বা বিন্ধ্যোঽব্রবীদিদম্।
কিং ন্যূনঞ্চ ত্বয়া দৃষ্টং ময়ি নিশ্বাসকারণম্॥ ৪৫
তচ্ছ্রুত্বা নারদো বাক্যমুবাচ শ্রূয়তাং পুনঃ।
ত্বয়ি তু বিদ্যতে সর্ব্বং মেরুরুচ্চতরং পুনঃ॥ ৪৬
দেবেষ্বপি বিভাগোঽস্য ন তবাস্তি কদাচন।
ইত্যুক্ত্বা নারদস্তত্র জগাম চ যথাগতম্॥ ৪৭
বিন্ধ্যশ্চ পরিতপ্তো বৈ ধিগেব জীবিতাদিকম্।
বিশ্বেশ্বরং তথা শম্ভুং সমারাধ্য জপাম্যহম্॥ ৪৮
ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব ওঁকারং যন্ত্রকে স্বয়ম্।
কৃত্বা চৈব পুনস্তত্র পার্থিবীং শিবমূর্ত্তিকাম্॥ ৪৯
আররাধ তদা শম্ভুং ষণ্মাসঞ্চ নিরন্তরম্।
ন চচাল তদা স্থানাচ্ছিবধ্যানপরায়ণঃ॥ ৫০
প্রসন্নশ্চ তদা শম্ভুর্ব্রূহি ত্বং মনসেপ্সিতম্।
তস্মৈ চ দর্শয়ামাস দুর্লভং যোগিনামপি॥ ৫১
রূপং যথোক্তং বেদেষু ভক্তানামীপ্সিতঞ্চ যৎ।
যদি প্রসন্নো দেবেশ! বুদ্ধিং দেহি যথেপ্সিতম্॥ ৫২

শিবপুরাণে লিখিত আছে।—

"কোন সময়ে মহর্ষি নারদ গোকর্ণ তীর্থ হইয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতে আগমন করেন। এখানে বিন্ধ্য বহুসম্মানে তাঁহার পূজা করিলেন। পূর্ব্বে নারদের বিশ্বাস ছিল যে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সকল আছে, কিছুই অভাব নাই, সেই জন্যই বিন্ধ্য 'আমার সব আছে' বলিয়া অহঙ্কার করেন। তাই নারদ নিশ্বাস ফেলিলেন। বিন্ধ্য জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! আমি কি দোষ করিয়াছি যে আপনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।" নারদ কহিলেন; 'বিন্ধ্য তোমার সকলি আছে, কিন্তু তোমার উপর দেবতাগণ বাস করেন না, মেরু তোমা অপেক্ষা উচ্চ, তাহাতে দেবগণ বাস করেন।" এই বলিয়া নারদ যথা হইতে আসিয়া ছিলেন তথায় চলিয়া গেলেন। তখন বিন্ধ্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শিবের পূজা করিবার ইচ্ছায় এখন যেখানে ওঙ্কার বিদ্যমান, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এক মাটির শিব নির্ম্মাণ করিলেন এবং একস্থানে থাকিয়া অচলভাবে ছয়মাস কাল শিবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। আশুতোষ প্রসন্ন হইলেন, বিন্ধ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।' তখন বিন্ধ্য কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'হে দেবাদিদেব! যদি প্রসন্ন হইলে, তবে আমার ইচ্ছামত শরীর বৃদ্ধি করিয়া দাও। প্রভো! তোমার যে জ্যোতির্ম্ময় (ওঙ্কার) রূপ সকল বেদে বর্ণিত হইয়াছে সেই ভক্তবাঞ্ছিত রূপে আমায় দেখা দাও।' মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, মনোভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'কি করি, অশুভ বরদান অন্যের দুঃখজনক হইবে বটে, তথাপি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।' এই সময়ে দেব ও ঋষিগণ শিবের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সেইখানে সেইরূপে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাদেব মানবের সুখের জন্য তথায় রহিলেন। এইরূপে একমূর্ত্তি ওঙ্কার ও পার্থিব লিঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। ওঙ্কার-মূর্ত্তির নাম সদাশিব এবং পার্থিব লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর।"

কিং করোমি যদা তেন ব্রিয়তে দীয়তে ময়া।
ন যুক্তং পরদুঃখায় বরদানং মমাশুভম্॥ ৫৩
তথাপি দত্তবাংস্তত্র যথেপ্সসি তথা পুনঃ।
এবং চ সময়ে দেবা ঋষয়শ্চ তথা হমলাঃ॥ ৫৪
সম্পূজ্য শঙ্করং তত্র স্থাতব্যমিতি চাব্রুবন্।
তথৈব কৃতবান্ দেবো লোকানাং সুখহেতবে॥ ৫৫
ওঁকারে চৈব যন্ত্রে বৈ লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ।
পার্থিবে চ তথারূপে লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ॥ ৫৬
এবং দ্বয়ং সমুৎপন্নং লিঙ্গমেকং দ্বিধাকৃতম্।
প্রণবে চোঙ্কারশ্চ নামাসীৎ স সদাশিবঃ॥ ৫৭
পার্থিবে চৈব যজ্জাতং তদাসীদমরেশ্বরঃ।"

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৬ অঃ।

এখন দ্বীপের মধ্যভাগে ওঙ্কারলিঙ্গের মন্দির এবং নদীর দক্ষিণভাগে অমরেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। এখানকার পূজকেরা ওঙ্কারকে আদিলিঙ্গ বলিয়া থাকেন। রেবাখণ্ডেও ওঙ্কারকে আদিদেব বলা হইয়াছে।

"ওঙ্কারমাদিদেবঞ্চ যে বৈ ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ।" ২২ অঃ।

তীর্থযাত্রীগণ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিবার ইচ্ছায় গমন করিলে অগ্রে ওঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপরে শিবের পার্থিবলিঙ্গ অমরেশ্বর দর্শন করেন।

পশ্চিমের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ওঙ্কার মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের প্রকৃত লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন।

যখন দেববিদ্বেষী সুলতান মান্মুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে, তখনও ওঙ্কার ও অমরেশ্বরের মন্দিরের অবস্থা ভাল ছিল। তখন উক্ত দুই মন্দির ছাড়া, অনেকগুলি লিঙ্গও তাঁহাদের মন্দির বিদ্যমান ছিল। সেই সকল প্রাচীন মন্দির বিধর্ম্মী যবনের উৎপাতে কয়েকটি এককালে নষ্ট, কোনটির ধ্বংসাবশেষ, কোনটি বা অঙ্গহীন অবস্থায় রহিয়াছে। আহা! খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দেববিদ্বেষী যবনেরা এখানে আসিয়া কত যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোনস্থানে গগনস্পর্শী মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে, কোথায় অলঙ্কৃত মন্দির ভবন বিধ্বস্ত হইয়া তথায় কুক্কুরশৃগালের বাসভূমি হইয়াছে, কোথায় ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়াগড়ি যাইতেছে—ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রাণে ব্যথা জন্মাইতেছে। পাহাড়ের উপর সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের সুরম্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবে। এই মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার, প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে ১৪ ফিট উচ্চ ১৪ স্তম্ভ বিশিষ্ট এক একটি মোহন (Porch) শোভা পাইতেছে। মন্দিরের ভিত্তির পাথরের উপরে সারি সারি হাতি আঁকা। এখন কেবল দুইটি হাতি প্রকৃত আকারে আছে, অপরগুলি বিকৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের কিছু দূরে গৌরীসোমনাথের মন্দির। এখন এই মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়। এক সময়ে এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হইত। রেবাখণ্ডে লিখিত আছে—

"সোমনাথং ততো বিদ্ধি কল্পগাতীরমাশ্রিতম্।
সোমেনারাধিতং তীর্থং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥" ৯ অঃ।

সোমনাথ নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী, চন্দ্র এই তীর্থে আরাধনা করিয়াছিলেন, এই তীর্থ ভোগ ও মোক্ষফলদায়ক।

এখানকার পূজকেরা বলেন, যে পূর্ব্বে সোমনাথ শ্বেতবর্ণ

ছিলেন, বিধর্ম্মী যবন এই মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে আসিলে এই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল, সেই প্রতিবিম্বে যবন শূকরের ছায়া দেখিতে পাইল। তখন সেই বিধর্ম্মী মুসলমান ক্রোধে অধীর হইয়া সোমনাথকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল, সেই অবধি সোমনাথ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।

সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সবুজ পাথরের নন্দী-মূর্ত্তি আছে। যবনেরা তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

মান্ধাতাদ্বীপে প্রায় সমস্তই শিবমন্দির; কিন্তু ইহার কিছু দূরে নর্ম্মদার উত্তর তীরে শিব মন্দির ব্যতীত অনেকগুলি বিষ্ণু ও জৈন দেবদেবীর মন্দির আছে। যেখানে নর্ম্মদা দ্বিধারা হইয়াছেন, সেই মুখে বড় বড় অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে ২৪টি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, এ ছাড়া বিষ্ণুর দশাবতার মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্দিরে বিষ্ণুর বৃহদাকার মহাবরাহমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। সেই মন্দিরে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কিছু দূরে রাবণনালা, ঐ নালার মধ্যে ১৮½ ফিট উচ্চ এক কাল পাথরের মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির দশহাত এক মুণ্ড, কেহ কেহ তাহাকে রাবণের মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দশমুণ্ড কুড়ি হাত হইত। তাহা শিবসঙ্গিনী মহাকালীর মূর্ত্তি, তাঁহার বক্ষঃস্থলে বৃশ্চিক, ডান পার্শ্বে ইন্দুর এবং পাদদেশে উলঙ্গ শিব পতিত রহিয়াছে।

নদী হইতে কিছু দূরে আরো কয়েকটি জৈনমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দির মধ্যে কতকগুলি জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, মন্দিরের গায়ে জৈনধর্ম্মের চক্র ও চক্রাদির প্রতিকৃতি খোদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই স্থান ভীল রাজাদিগের অধিকারে ছিল। বর্ত্তমান মান্ধাতার রাজারা বলিয়া থাকেন, ভারতসিংহ নামে একজন চৌহান রাজপুত তাঁহাদের আদিপুরুষ। তিনি ১১৬৫ খৃঃ, নাথুভীলকে পরাস্ত করিয়া মান্ধাতা অধিকার করেন। তিনি নাথুভীলের কন্যাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। এখনও ওঙ্কারের কিছু দূরে পাহাড়ের উত্তরে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির নাথুর বংশধরদিগের অধীনে রহিয়াছে। নাথুভীলের সময়ে দুর্জ্জয়নাথ নামে একজন গোঁসাই ওঙ্কারের পূজা করিতেন। এখানে প্রবাদ আছে যে, তৎকালে কালভৈরব ও মহাকালী নরমাংস আহার করিতেন, সেই ভয়ে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসিতে সাহসী হইত না। যাত্রীগণের হিতের জন্য দুর্জ্জয়নাথ তপোবলে কালীদেবীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে গুহা মধ্যে স্থাপন করিলেন, কিন্তু কালস্বরূপ কালভৈরব সহজে তৃপ্ত হইলেন না, দুর্জ্জয়নাথ তাঁহার সন্তোষের জন্য নরবলির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তদবধি কালভৈরব নরবলি পাইয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে ১৮২৪ খৃঃ, ইংরাজ কর্ম্মচারীর যত্নে এই প্রথা উঠিয়া যায়। দুর্জ্জয়নাথের শিষ্যপরম্পরা ওঙ্কারের পূজা করিয়া আসিতেছেন। প্রতি বর্ষে ১৫ই কার্ত্তিকে ওঙ্কারজীর মহোৎসব হয়।

ওঙ্কারা (স্ত্রী) বুদ্ধ শক্তিবিশেষ।

ওঁছা (দেশজ) ১ কুৎসিৎ। ২ সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ।

ওজ (ধাতু) অদন্তচুরা° পর° অক° সেট্°। বল, তেজঃ। (ওজৎক বলে। কবি°ক্রু°।)

ওজ (পুং) ওজ-অচ্। ১ মেষাদিদ্বাদশরাশির মধ্যে অযুগ্ম রাশি। ২ অযুগ্ম মাত্র।

ওজন (আরব্য) দ্রব্যাদির পরিমাণ করা, তৌল করা।

ওজর (আরব্য) ১ আপত্তি। ২ ছল।

ওজঃ [স্] (ক্লী) উজ আর্জবে-অসুন্, বলোপশ্চ। (উব্জেবর্লে বলোপশ্চ। উণ্ ৪।১৯১। উব্জ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হইয়া বল অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং উব্জের ব লোপ হয়।) ১ বল। ২ দীপ্তি। ৩ অবলম্বন। ৪ প্রকাশ। ৫ মেষাদি দ্বাদশ রাশিমধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ও ১১শ রাশি। ৬ সমাসবাহুল্য এবং পদাড়ম্বরতা কাব্যগুণ; এই গুণযুক্ত রীতির নাম গৌড়ী। ৭ শস্ত্রাদির কৌশল। ৮ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের পটুতা। ৯ রসাদি সপ্তধাতুর সারভাগজ ধাতু বিশেষ। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—সর্ব্বশরীরস্থ, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, শুক্লবর্ণ, কফাত্মক এবং শরীরের বল পুষ্টিকারক। ভ্রমরগণ যেমন ফলপুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, ওজোধাতুও সেইরূপ নানা ধাতু হইতে শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে। অভিঘাত, ক্ষয়, কোপ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধাদ্বারা ওজঃ ক্ষীণ হয়। ওজঃক্ষয়ে শরীর শীর্ণ, সন্ধিস্থানের বিশ্লেষ, গাত্রের অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ওজঃ ব্যাপন্ন হইলে, স্তব্ধগাত্রতা, গাত্রের গুরুত্ব, বর্ণভেদ, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রাধিক্য হয়।

ওজস্বৎ (ত্রি) ওজো হস্ত্যস্য, ওজঃ-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ বলবান্। ২ তেজস্বী। ৩ দীপ্তিশালী।

ওজস্বল (ত্রি) ওজো হস্যাস্তি, ওজঃ-বলচ্। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্।

ওজস্বিতা (স্ত্রী) ওজস্বিনো ভাবঃ, ওজস্-তল্, টাপ্। ১ বলবত্তা। ২ তেজস্বিতা।

ওজস্বী [ন্] (ত্রি) ওজো হস্যাস্তীতি, ওজস্-বিনি। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্তিমান্।

ওজ্মন্ (ত্রি) বজ-ঙ্‌মনিপ্। ১ প্রেরক। ২ (ত্রি) বেগ।

ওজারা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষের নাম।

ওজিষ্ঠ (ত্রি) ওজ-ইষ্ঠন্, (অতিশায়নেতমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্তিশালী।

ওজীয়স্ (ত্রি) ওজ-ইয়সুন্, (দ্বিবচন বিভজ্যোপপদেতর-বীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্ত।

ওঝা (দেশজ) ১ মন্ত্রাদিদ্বারা যাহারা সর্পদষ্ট ভূতগ্রস্ত প্রভৃতি রোগীদিগকে আরোগ্য করিয়া থাকে। ২ যাহারা ভূত নামায়। ৩ বাজীকর। ৪ মৈথিলী ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিশেষ। দাক্ষিণাত্যের চান্দা, রায়পুর, হুসঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা বাস করে, তথায় ভাট, গায়ক অথবা ভিক্ষু-কের বেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

ওঝালি (দেশজ) ওঝার ব্যবসায়।

ওঝিয়াল গোঁড়। মধ্য প্রদেশের গোঁড়জাতির শাখাবিশেষ। রাজপুতনার চারণদিগের ন্যায় ইহারা বীণা বাজাইতে বাজা-ইতে স্বজাতীয় বীরপুরুষদিগের কীর্ত্তি গান করিয়া বেড়ায়। হাতে পাখীর পালক থাকে। ভারুই পাখী ও ধনচিড়া পাখীর চর্ম্ম বিক্রয় করে। এদেশের লোকের বিশ্বাস ধনচিড়া পাখীর ছাল ঘরে রাখিলে ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, তাই অনেকেই ওঝিয়ালদের নিকট হইতে আদর করিয়া ধনচিড়া কিনিয়া লয়। ওঝিয়ালদের স্ত্রীলোকেরা এখানকার অপর হিন্দুরমণীর গায়ে উল্কী করিয়া দেয়, এখানে হিন্দুবালা মনে করেন, যে ওঝিয়ালদের স্ত্রীর হাতে উল্কী পরিলে আর বৈধব্য দশা ভোগ করিতে হয় না।

মানা ওঝিয়াল নামক আর এক শ্রেণীর ওঝিয়াল আছে, তাহারা অপর গোঁড়জাতির সহিত আহার করে না, তাহারা আপনাদিগকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

ওটা (দেশজ) অগ্রবর্ত্তী বস্তুবোধক।

ওঠা (দেশজ, উত্থানশব্দের অপভ্রংশ।) ১ উত্থিত হওয়া। ২ ইতর ব্যক্তিরা বমন হওয়াকে 'ওঠা' বলিয়া থাকে।

ওঠাওঠি (দেশজ) বারম্বার উপবেশন ও উত্থান করা।

ওড়ঘোড় (দেশজ) নানাবিধ গোলযোগ করিয়া কোন বিষয় গোপন করা।

ওড়চাকা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Sonneratia acida)

ওড়চাকা গাছ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে, পূর্ব্ব-বঙ্গে, সিন্ধুপ্রদেশে, সালশেট দ্বীপে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে এবং মলয়, পিনাং, শিঙ্গাপুর, মালাক্কাস্ ও নব গিনি প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এই গাছ ৪০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। এইগাছ হইতে হাল্কা নরম কাঠ পাওয়া যায়। ইহার ফল ছোট ছোট গোলাকার, পাতা ডিম্বাকার অথচ চেটালো, ফুলের বহিরাবরণে ছয়টি ছিদ্র ও ছয়টি পাপড়ি থাকে। ইহার কাঠে জলযান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ওড়ন (দেশজ) উড়িয়া যাওয়া।

ওড়ফুল (দেশজ) ওড্রপুষ্পের অপভ্রংশ, জবাফুল। [জবা দেখ।]

ওড়ব (পুং) পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট রাগ। ইহাতে স° গ° ম° ধ° নি° এই পাঁচটি স্বর থাকে।

ওড়া (দেশজ) উড়িয়া যাওয়া।

ওড়ান (দেশজ) ১ উড়াইয়া দেওয়া। ২ গোপন করা।

ওড়িকা (স্ত্রী) ধান্যবিশেষ, উড়িধান। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ওড়ী ও নীবার। বৈদ্যকমতে ইহারগুণ,—শীতল, রূক্ষ, কফবায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক।

ওড়ী (স্ত্রী) উড়িধান।

ওড্র (পুং) আ-উন্দী-রক্, দস্য ডত্বম্। ১ জবাফুলের গাছ। ২ উড়িষ্যাদেশ। [উৎকল দেখ।] ৩ (ত্রি) উড়িষ্যা-দেশবাসী। (ওড্রঃ পুমান্ বৃক্ষভেদে পুংভূম্নি দেশভেদকে। শব্দাব্ধি) দেশার্থবাচক ওড্রশব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

ওড্রদেশ (পুং) উড়িষ্যাদেশ।

ওড্রপুষ্প (ক্লী) ওড্রঞ্চতৎ পুষ্পঞ্চেতি, কর্ম্মধা°। ১ জবাফুল। ২ ওড্রং পুষ্পমস্য। জবাগাছ।

(ওড্রপুষ্পং জবাবৃক্ষে তৎপুষ্পে চ নপুংসকম্। শব্দাব্ধি।)

ওড্রাখ্যা (স্ত্রী) ওড্রমাখ্যা যস্যাঃ, বহুব্রী°। জবাপুষ্প বৃক্ষ।

ওঢ় (ত্রি) আ-বহ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে যাহা বহন করা হইয়াছে।

ওণি (ত্রি) ওণ-ইন্। অপনয়নকারী।

ওণী (স্ত্রী) ওণি-ঙীপ্। স্বর্গ মর্ত্ত্য।

ওৎ (দেশজ) অন্তরাল, আবডাল।

ওত (ত্রি) আ-বেঞ্-ক্ত। ১ অন্তর্ব্যাপ্ত। ২ যে বস্ত্র বোনা হইয়াছে। ৩ কাপড়ের টানার সুতা।

ওতন্ (আরব্য) বাড়ী, ঘর।

ওতপ্রোত (ত্রি) সর্ব্বস্থানব্যাপ্ত।

ওতপিদরম্। তেনিবল্লী প্রদেশের একটি বিভাগ, ভূমি পরিমাণ ১০৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা তিনলক্ষের কিছু কম। তেনি-বল্লী প্রদেশের তুতিকোরিন নামক প্রসিদ্ধ বন্দর এই তালু-কের অন্তর্গত। ইহার প্রধান নগর ওতপিদরম্।

ওতু (পুং, স্ত্রী) অবতি রক্ষতি গৃহমাখুভ্যঃ, অব-তুন্, (সিতনি-গমিমসিসচ্যবিধাঞ্ ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১।৭০। সি, তন্, গম, মস্, ষচ্, অব, ধা, ক্রুশ, এই সকল ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয় হয়।) ঊট্ (জ্বরত্বরেত্যাদি। পা ৬।৪।২০।) বিড়াল। (ওতুর্বিড়ালঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

ওথা (দেশজ) ঐ স্থানে, অগ্রবর্ত্তী স্থানে।

ওদন (পুং, ক্লী) উন্দ-যুচ্, নলোপশ্চ। (উন্দের্নলোপশ্চ। উণ ২।৭৬। উন্দ ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয় এবং ন লোপ হয়।) ১ অন্ন। ২ ভক্ষ্য। (ওদনো হস্ত্রী ভক্তম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

ওদনপাকী (স্ত্রী) ওদনস্য পাকইব পাকো যস্যাঃ বহুব্রী°। ওদনপাক-ঙীষ্। ১ ওষধিবিশেষ। ২ নীলঝিণ্টি।

ওদনাহ্বয়া (স্ত্রী) ওদনস্য আহ্বা ইব আহ্বা যস্যাঃ, বহুব্রী। মহাসমঙ্গা, বেলেড়া।

ওদনিকা (স্ত্রী) বলা, বেড়েলা।

ওদনী (স্ত্রী) ওদন ইব আচরতি, ওদন-ক্বিপ্-ঙীষ্। বেড়েলা। (বলায়ামোদনী স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।

ওদনীয় (ত্রি) ওদন-ষৎ, (বিভাষাহবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪।) ভক্ষ্য বস্তু।

ওদিক্ (দেশজ) ১ অগ্রবর্ত্তী দিক্। ২ পূর্ব্বকথিত দিক্।

ওদোধান (দেশজ) ধান্যবিশেষ। [ধান্য দেখ।]

ওদ্দর বা বুদ্দর। অসভ্যজাতিবিশেষ। ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ ও মাংসপ্রিয়, বিশেষতঃ বরাহ ও ইন্দুর খাইতে বড় ভালবাসে। শারীরিক পরিশ্রমে ইহারা বড় পটু, যখন যে কাজ পায় তাহাই করে। তবে একটু বাধা এই যে অন্য জাতির সঙ্গে কোন কাজ করিতে ভালবাসে না। ইহারা স্বজাতি সহ একত্র হইয়া কৃষিকার্য্য এ ছাড়া পথ ঘাট কূপ প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্য করে। পূর্ব্বে ইহারা ভূতপ্রেতের পূজা করিত, এখন সকলেই বৈষ্ণব হইয়াছে, তবু যেল্লামা নামক উপদেবতাকে এখনও অত্যন্ত ভয় ভক্তি করে। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার কারণ এই, একজনের অধিক স্ত্রী থাকিলে তাহার আয়ও অধিক হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে।

ওদ্ম (পুং) উন্দ ক্লেদনে,-ভাবে মন্, ন লোপঃ, গুণশ্চ (অবোদৈধোদ্মপ্রশ্রথহিমশ্রথাঃ। পা ৬।৪।২৯।) ক্লেদ।

ওদ্মন্ (ত্রি) উন্দ-মনিন্, ন লোপশ্চ। ওষধি।

ওধস্ (ক্লী) পশুস্তন, পালান।

ওন্দন (পুং) ১ মঙ্গল। ২ কনিষ্ঠ।

ওপাড়া (দেশজ) এক গ্রামের পাড়ান্তর, অপর পল্লী।

ওপার (দেশজ) অপর তীর, নদীর তীরান্তর।

ওম্ (অব্য) অবতি রক্ষতীতি, অব-মন্, টিলোপঃ (অবতেষ্টিলোপশ্চ। উণ্ ১।১৪১। অব ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার টি অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়।) উট্চ (অরম্বরেত্যাদি। পা ৬।৪।২০।) প্রণব।

যোগসূত্রকার লিখিয়াছেন—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ১।২৭।

ঈশ্বরের বাচক প্রণব অর্থাৎ ওঁ বলিলে ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, যে শব্দ উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরকে ডাকা হয় ও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা হয়, শ্রুতি ও স্মৃতিতে এই ওঁ শব্দটি কিরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখায় সর্ব্বপ্রথম 'প্রণব' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"প্রণবৈঃ শস্ত্রাণাং রূপম্পয়সা সোমঽআপ্যতে।" ১৯।২৫।

"ওম্প্রতিষ্ঠ।" ২।১৩। তাহার পর কৃষ্ণযজুঃ প্রভৃতি শাখার সংহিতা ভাগে ওম্ অথবা প্রণব শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বেদের সংহিতা অর্থাৎ প্রাচীনতম ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ওমের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই গণনাতীত কাল হইতেই ঋষিগণ ওঙ্কারতত্ত্ব প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"ওঽমিত্যৃচঃ প্রতিগর এবং তথেতি গাথায়া ওমিতি বৈ দৈবং তথেতি মানুষম্।" ৭।১৮।

সকল বেদের প্রায় সকল উপনিষদেই ওম্ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায় এবং তৎপাঠে ওমের এই কয়প্রকার গূঢ়ার্থ প্রদিপাদিত হইয়াছে।

১ম—সেতু। অথর্ব্ববেদ সংহিতায় ওম্ 'সেতু' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৬।১০, ৮।৪.)

২য়—মন। (ছান্দোগ্য)

৩—কায়। (ছান্দোগ্য)

৪—রথ। (মৈত্রী উপ ২।৬০)

৫—উড়ুগ। (শ্বেতাশ্বতর ২।৮)

৬—উদ্গীথ। (ছান্দোগ্য ১।১)

৭—শ্বাস। (ছান্দোগ্য ৭।২)

৮—অগ্নি, ৯—তেজঃ } "তেজো প্রথম মোঙ্কারাত্মকমাসীৎ। তত্তেজোঽহনেনৈবোমিত্যেব তদ্ব্যধ্বতি।" মৈত্রীউপ।

১০—জ্যোতিঃ। "দীপ্যতোম্ জ্যোতিঃ। প্রকাশনাজ্জ্যোতিঃ। প্রণবাখ্য প্রণেতারমরূপো বিতনিদ্রো বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো ভবতীত্যেবং হ্যাহ" মৈত্রী উপ ৬।২৫।

১১—বাক্, ১২—শব্দ } (ছান্দোগ্য ২।২৩)

১৩—রস। (তৈত্তিরীয় উপ ২।৭)

১৪—জল। "আপো জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" মৈত্রী উপ ৬।৩৫।

১৫—মিথুন। (ছান্দোগ্য ১।৬)

১৬—জ্ঞেয়। (যোগশাস্ত্র)

১৭—যূপ। "ওঙ্কারো যূপঃ।"প্রাণাগ্নিহোত্র উপ°।

১৮—সর্ব্ব। "ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।" তৈত্তিরীয় উপ° ১।৮।

উপরের অর্থগুলি দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে সেই বিশ্বাত্মা

১৯—আরম্ভ। ২০ স্বীকারবাক্য। ২১ অনুমতি। ২২ অপাকৃতি। ২৩ অস্বীকার।

ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য এক 'ওম্' শব্দ নানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।" ৩।১।১।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ তদ্বা এতন্মিথুনং বাগেবর্ক প্রাণঃ সাম যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ।" ছান্দোগ্য ৩।৫।

ওঁ এই অক্ষরস্বরূপ উদ্গীথকে উপাসনা করিবে। যেহেতু ওঁ এই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সামগান প্রভৃতি করা হয়, সেই হেতু এই ওঁকারই উদ্গীথ অতএব ওঁকারের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। ৩।১।১।

বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম এবং ওঁ এই অক্ষরই উদ্গীথ। বাক্য ও প্রাণই ঋক্ ও সামের কারণ বলিয়া ঋক্ ও সাম-শব্দ বাচ্য মিথুন। ৩।১।৫।

"তদ্বা এতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদাবৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামং।"

"আপয়িতাহবৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে।" ৩।১।৬—৭।

যেমন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলনে কামবৃত্তি কৃতার্থ হয়, সেইরূপ বাক্যরূপ স্ত্রী ও প্রাণরূপ পুরুষের যখন মিথুন(মিলন) হয়, তখন তাহাদের পরস্পরের কাম লাভ হয়। ৩।১।৬।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মত দৃষ্টি করিয়া উদ্গীথ ওঁকারের উপাসনা করে সে যখন যাহা ইচ্ছা করে তখনই সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ৩।১।৭।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে লিখিত আছে—

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বং। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যা শ্রাবয়ন্তি। ওমিতিসামানি গায়ন্তি, ওঁশোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুপ্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মাপ্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ। ব্রহ্মোপ্রাপ্নুবানীতি। ব্রহ্মৈবো পাপ্নোতি।" ৮।১।

ওঁকারই ব্রহ্ম, এই সংসারে সকলই ওঙ্কার। সকল কার্য্যের আদিতে ওঁকার প্রয়োগ করিবে। বৈদিক কোন বিষয় শুনাইতে হইলে প্রথমেই ওঁকার উচ্চারণ করিতে হইবে। ওঁকার প্রয়োগপূর্ব্বক সামগান করিতে হয়। শস্ত্র পাঠ করিতে প্রথমে ওঁশোং এই বাক্য পাঠ করিতে হইবে। অধ্বর্য্যুগণ যখন মন্ত্রপাঠ করিবে, তাহার পূর্ব্বে ওঁ উচ্চারণ করিবে। ব্রহ্ম কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিহোত্র যাগ করিতে বলিবে। ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিলে বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়।

প্রশ্নোপনিষদে লিখিত আছে—

"পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার স্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।২। স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি।৩। অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে। সোম লোকং স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে।৪। যঃ পুনরেতস্ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎপরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ।৫। তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ। ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ।৬। ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যত্তৎকবয়ো বেদয়ন্তে। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি" ॥ ৭ ॥ প্রশ্নোপনিষৎ ৫ প্রশ্ন।

ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম, বিদ্বানেরা এই ওঁকার দ্বারা (ওঁকার উপাসনা দ্বারা) পর ও অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।২।

যে ব্যক্তি একমাত্রাবিশিষ্ট ওকারের উপাসনা করে সে অতি সত্বরই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

ওঁকারের প্রথম মাত্রা ঋগ্বেদ স্বরূপ। এই ঋগ্বেদ স্বরূপ প্রথম মাত্রা উপাসকের মনুষ্যলোক প্রাপক (প্রথম মাত্রা উপাসনা করিলে মনুষ্যলোক প্রাপ্তি হয়) এই মনুষ্য লোকে সেই উপাসক ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নানাবিধ মহিমা অনুভব করে॥৩।

যে ব্যক্তি দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট ওঁকারের উপাসনা করিবে সে যজুর্ব্বেদ স্বরূপ দ্বিমাত্রা দ্বারা অন্তরিক্ষলোক প্রাপ্ত হইবে,

তৎপরে সোমলোকে নানাবিধ বিভূতি অনুভব করিয়া ইহলোকে আগমন করিবে। ৪।

যে ব্যক্তি ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার দ্বারা সেই পরমপুরুষকে ধ্যান করে সে সূর্য্যরূপ তেজঃসম্পন্ন হয়। যেমন সর্প প্রাচীন চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কষ্ট হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত উপাসকও সামরূপ ওঁকার কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি উৎকৃষ্ট সেই সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট পরমব্রহ্মকে দেখিতে পায়।

সেই ওঁকারের মৃত্যুমতী তিনটী মাত্রা—অকার, উকার ও মকার। সেই তিনটী আত্মার ধ্যান ক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত তিন মাত্রারই পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এবং ইহাদের এক বিষয়েই প্রয়োগ করা হয়। কোন ক্রিয়াতেই ইহাদের অপ্রয়োগ হয় না, কিন্তু সমুদায় বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যবিধ ক্রিয়াতে প্রয়োগ করাই হয়। যে ব্যক্তি ওঁকারের বিভাগ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত সে কখনও বিচলিত হয় না। ৬। জ্ঞানিগণ ঋক্ স্বরূপ প্রথম মাত্রা দ্বারা ইহলোক, যজুঃস্বরূপ দ্বিতীয় মাত্রা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও সামরূপ তৃতীয় মাত্রা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং ওঁকাররূপ সাধন দ্বারাই জরামৃত্যু-ভয়-বিহীন শান্ত পরমব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়। ৭।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে লিখিত আছে—

"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" "সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মাব্রহ্ম সোঽয়-মাত্মা চতুষ্পাৎ"।

এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, আমাদের যে জীব আত্মা তিনিও ব্রহ্ম, সেই আত্মার অভিন্ন ব্রহ্ম চারি অংশে অবস্থিত। ২॥

যেরূপ রজ্জু প্রভৃতি সর্পাদি বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই মত ওঁকার সমুদয় বাক্‌প্রপঞ্চের একমাত্র আধার (অর্থাৎ এই ওঁকারেতেই সমুদয় বাক্য পরিকল্পিত।) সেই ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু ওঁকার ব্রহ্মের অভিধায়ক। (অভিধায়ক শব্দ অভিধেয় হইতে ভিন্ন নহে) ওঁকার বিবর্ত্ত শব্দাভিধেয় প্রাণ ও ঘটাদি সকলই আত্মার ধর্ম্ম, কিন্তু উক্ত প্রাণাদি অভিধায়ক বাক্য হইতে ভিন্ন নহে, এই জন্য লিখিত আছে "বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং" বাক্য দ্বারা আরব্ধ বস্তুমাত্রই নাম মাত্র। সুতরাং অক্ষরাত্মক ওঁকারই পরিদৃশ্যমান সমুদয় হইতে অভিন্ন, "ওঁকারই সমুদয়" এইরূপ উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ওঁকারের উপাসনা দ্বারা চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখনই ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপ জানিতে পারিবে, তাহা হইলে ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। এই ওঁকার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য সকলই ওঁকার।

"সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। ৮। জাগরিত-স্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯। স্বপ্নস্থান-স্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ। ১০। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽত্মানং য এবং বেদ। ১২।

সেই আত্মা, অক্ষরকে অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে এবং আত্মার পাদ স্বরূপ অকার, উকার ও মকারকে অধি-কার করিয়া অক্ষর (ওঙ্কার) সর্ব্বদা অবস্থিত। আত্মার পাদই ওঙ্কারের মাত্রা। ৮।

যে স্থান হইতে প্রাণিগণ জাগরিত হয়, সেই স্থানই বৈশ্বানর শব্দবাচ্য অকার, এই অকারই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা। যে ব্যক্তি ব্যাপিত্ব ও আদিমত্ব দ্বারা অকার ও বৈশ্বানরের সাম্য উপাসনা করে, সে সমস্ত অভীষ্টফল লাভ করে ও সমুদায়ের আদি হয়। ৯।

স্বপ্নস্থান তৈজসই ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার, ইহাকে যে ব্যক্তি উৎকর্ষ ও প্রাজ্ঞ বিশ্বের মধ্যস্থ জানিয়া তৈজস দৃষ্টি দ্বারা উপাসনা করে তাহার জ্ঞানসন্ততি বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়; তাঁহার পক্ষে শত্রুমিত্র উভয়ই সমান হয়, তাঁহার বংশে কেহই ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হয় না। ১০।

প্রাজ্ঞ নামক সুষুপ্ত স্থানই তৃতীয় মাত্রা মকার। মিতি এবং অপীতি দ্বারা মকার ও প্রাজ্ঞের সাম্য উপাসনা করিলে জগতের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত ও ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হওয়া যায়। ১১।

যিনি তুরীয়ব্রহ্ম তিনি কোন ব্যবহারের বিষয় নহেন, তিনি প্রপঞ্চবিহীন এবং মঙ্গলময়। ইনিই "একমেবা-দ্বিতীয়ং" এই মহা বাক্যের লক্ষ্য এবং ওঁকার স্বরূপ ও সমুদায়ের জীবাত্মভাবে বিরাজ করিতেছেন। যিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন তিনিই স্বীয় জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। ১২।

অথর্ব্ব শিরার মতে—"হৃদি ত্বমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্ত সঃ।" যিনি হৃদয়ে নিত্য আছেন, সেই আপনি প্রণব অ-উ-ম এই তিনমাত্রা। সেই হৃদিস্থিত পুরুষের উত্তর ভাগ ওঙ্কার, তিনিই সর্ব্বব্যাপি, অনন্ত, তারক, শুক্র, সূক্ষ্ম, বৈদ্যুত, ব্রহ্ম; যিনি ব্রহ্ম তিনি এক, তিনিই রুদ্র, তিনিই ঈশান এবং তিনিই মহেশ্বর। অনন্তর অথর্ব্বশিরা নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"অথ কস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ? যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ? যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ।"

অথর্ব্ব শিখোপানিষদে ওঙ্কারের স্বরূপ বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই উপনিষদ্ বলেন *—

"প্রথমতঃ ওঁ এই অক্ষর প্রয়োগ করিয়া ধ্যান করিবে। ওঁ এই অক্ষরের পাদ চারিটী, চতুষ্পাদবিশিষ্ট এই অক্ষরই পরমব্রহ্ম। ইহার অকারস্বরূপ প্রথম মাত্রা পৃথিবী। ঋক্ মন্ত্রদ্বারা উপলক্ষিত বলিয়া ঋগ্বেদ বলে, ইহার ব্রহ্মা, বসু, গায়ত্রী ও গার্হপত্য দেবতা। দ্বিতীয় পাদ উকার অন্তরিক্ষ যজুর্মন্ত্র দ্বারা উপলক্ষিত হয় বলিয়া তাহাকে যজুর্ব্বেদ বলে, ইহার দেবতা বিষ্ণু, রুদ্র, ত্রিষ্টুপ্ ও দক্ষিণাগ্নি। তৃতীয় পাদ দ্যুইটি মকার, সাম মন্ত্র দ্বারা উপলক্ষিত হয় বলিয়া সাম বেদ বলা যায়। দেবতা বিষ্ণু ও আদিত্য, জগতী আহবনীয়। ওঁকারের শেষে যে অর্দ্ধমাত্রা আছে তাহাই লুপ্তঅকার। ইহার বিরাম লোপ পাইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয় না। অথর্ব্বণ মন্ত্রদ্বারা সংযোজিত হয় বলিয়া ইহাকে অথর্ব্ববেদ বলে। ইহার দেবতা সংবর্ত্তক অগ্নি, বায়ু বিরাট্ ও এক ঋষি নামক অগ্নি।

ওঙ্কারের শিরোভাগে মাত্রা অতি রমণীয়া দীপ্তিমতী, এবং স্বপ্রকাশা। ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা (অকার) রক্তবর্ণ, ইহাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মাই ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। দ্বিতীয় মাত্রা (উকার) শুক্লবর্ণ, ইহাতে রুদ্র অবস্থান করেন, ইহার অধিষ্টাতৃদেবতাও রুদ্র। তৃতীয় মাত্রা (মকার) কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন, তাহার অধিষ্ঠাতাও বিষ্ণু। চতুর্থ মাত্রা (লুপ্তমকার, সর্ব্ব বর্ণময়, ইহাতে বিদ্যুৎ বিরাজমান; ঈশ্বরই ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। এই ওঙ্কারের চারিপদ এবং চারিমুখ আছে। নাদসংজ্ঞক লুপ্ত মকাররূপ অর্দ্ধমাত্রা এই ওঁকারের চতুর্থ মাত্রা, ইহাকে সূক্ষ্মমাত্রা বলে। স্থূলমাত্রা হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে তিন প্রকার। ওঁ একমাত্রা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে হ্রস্ব বলা যায় এবং দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট (ওঁ ওঁ) এইরূপ উচ্চারিত হইলে তাহাকে দীর্ঘ বলা যায়। ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট হইয়া (ওঁ ওঁ ওঁ) এইরূপ উচ্চারিত হইলে প্লুত বলা হইয়া থাকে। অনুপমরূপ শান্তভাবাপন্ন স্বপ্রকাশ চতুর্থমাত্রা প্লুত প্রয়োগে অভিব্যক্ত হয়, তাহা কোনও শব্দ দ্বারা অভিভূত হয় না। ওঙ্কার একবার মাত্র উচ্চারিত হইলেই, মনের সহিত সকল প্রাণবায়ুকে ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উর্দ্ধদেশে (শিরোদেশে) উৎক্রামিত করে, এই জন্যই ইহাকে ওঙ্কার বলে।

সকল প্রাণ বায়ুর নম্রতা ও কুম্ভকাদি দ্বারা গতি রোধ করে বলিয়া ওঙ্কারকে 'প্রণব' বলা যায়। ওঙ্কার চারিভাগে অবস্থিত বলিয়া চারিদেবতা (ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু ও ঈশ্বর) ও চারিবেদের (ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্বের) উৎপত্তিস্থান। অকার উকার প্রভৃতি যে ওঙ্কারের পাদ আছে; ধ্যানকালে তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু অকারাদিবিশিষ্ট ওঙ্কারকেই ধ্যান করিবে, তাহা হইলে অকারাদির (অধিষ্ঠাতা) দেবতাগণ সমুদায় দুঃখ ও ভয় হইতে উপাসককে অবশ্যই ত্রাণ করিবেন। ত্রাণকারী বলিয়া স্বয়ং বিষ্ণু, ওঙ্কার ও তাহার মাত্রার ধ্যান করিয়াছিলেন। সেজন্যই তিনি অসুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সংযত করিয়া ওঙ্কারের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়াই পিতামহ ব্রহ্মা (বৃহৎ) হইয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে হেতু ঈশ্বরই সমুদায় সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা, সেই জন্য বিষ্ণু ওঙ্কারাত্মক নাদান্ত শান্তব্রহ্মে মন স্থির করিয়া সেই ওঙ্কারাত্মক জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়াছিলেন। ওঙ্কারাত্মক পরমেশ্বর; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র এবং পঞ্চভূতের সহিত সমুদায় ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকল কারণের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই একমাত্র মঙ্গলময় ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের মধ্যেই একভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই এই অপরিচ্ছিন্ন আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে নাদান্ত প্রণবের কথা বলা হইল, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব এই পাঁচটী

* ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানঃ ধ্যায়িতব্যম্। ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বারো বেদাশ্চত্বারঃ। চতুষ্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম, পূর্ব্বাস্য মাত্রা পৃথিব্যকারঃ স ঋগ্‌ভির্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ। দ্বিতীয়ান্তরিক্ষমূকারঃ, স যজুভির্যজুবেদো বিষ্ণু রুদ্রাস্ত্রিষ্টুপ্ দক্ষিণাগ্নিঃ। তৃতীয়া দ্যৌর্মকার স সামভিঃ সামবেদো বিষ্ণুরাদিত্যাজগত্যাহবনীয়ঃ। যাবসানেঽস্য চতুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা সা . লুপ্তমকারঃ, সোঽথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈরথর্ব্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নির্মরুতে বিরাড়েক ঋষি।' ইত্যাদি।

দেবতা আছে এইরূপ ধ্যানকালে জানিতে হইবে। যেমন অধিক যজ্ঞ করিলে ফলও অধিক হইয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্চাবয়ব ওঙ্কারকে স্থিরচিত্তে ক্ষণকালও ধ্যান করিলে শত শত যজ্ঞফল লাভ করা যায়। সমুদায় জ্ঞান, যোগ ও ধ্যানে এই মঙ্গলময় ওঙ্কারই একমাত্র অবলম্বন।

বৈদিক যত যাগ যজ্ঞ আছে সে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ওঙ্কার অধ্যয়ন করিলে দ্বিজগণ নিশ্চয়ই গর্ভ বাস হইতে মুক্ত হইবে, তাহাকে আর গর্ভবাসজনিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।"

ব্রহ্মোপনিষদে লিখিত আছে—

"আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

আত্মাকে অরণি (নির্ম্মন্থকাষ্ঠ) করিয়া ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নির্ম্মন্থনদ্বারা গূঢ়বস্তুর মত পরমাত্মাকে দেখিবে।

দুইটি কাষ্ঠ পরস্পর মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়—সেই দুইয়ের নীচের টিকে অরণি ও উপরেরটিকে উত্তরারণি বলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ওঁকারই ব্রহ্ম জানিবার একমাত্র উপায়, তাই ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদে ওঙ্কারের স্বরূপবিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
শরীরং তস্য বক্ষ্যামি স্থানং কালং লয়ং তথা॥
তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তিস্রো মাত্রার্দ্ধমাত্রা চ ত্র্যক্ষরস্য শিবস্য চ॥
ঋগ্বেদো গার্হপত্যশ্চ পৃথিবী ব্রহ্ম এব চ।
অকারস্য শরীরন্তু ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
যজুর্বেদোঽন্তরিক্ষঞ্চ দক্ষিণাগ্নিস্তথৈব চ।
বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেব উকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সামবেদস্তথা দ্যৌশ্চাহবনীয়স্তথৈব চ।
ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সূর্য্যমণ্ডলমিবাভাত্যকারঃ শঙ্খমধ্যগঃ।
উকারশ্চন্দ্রসঙ্কাশস্তস্য মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥
মকারশ্চাগ্নিসঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যুতোপমঃ।
তিস্রো মাত্রাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সোমসূর্য্যাগ্নিতেজসঃ॥
শিখাভা দীপসঙ্কাশা যস্মিন্ন পরিবর্ত্ততে।
অর্দ্ধমাত্রা তু সা জ্ঞেয়া প্রণবস্যোপরিস্থিতা॥
কাংস্যঘণ্টানিনাদস্তু যথা লীয়তি শান্তয়ে।
ওঙ্কারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা॥"

ব্রহ্মবাদিগণ যে ওঁ এই অক্ষরকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। তাহার শরীর, স্থান, কাল ও লয় বলিতেছি। সেই অক্ষর মঙ্গলময় ওঙ্কারের তিন দেবতা, তিন লোক, তিন বেদ, তিন অগ্নি, ও সার্দ্ধ ত্রিমাত্রা আছে। ঋগ্বেদ, গার্হপত্যাগ্নি, পৃথিবী ও ব্রহ্মা অকারের শরীর। ইহাই ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ, অন্তরিক্ষ, দক্ষিণাগ্নি ও ভগবান্ বিষ্ণু উকারের শরীর। সামবেদ, স্বর্গ, আহবনীয় ও ঈশ্বর মকারের শরীর। সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ দীপ্তিমান্ অকার শঙ্খের মধ্যে অবস্থিত ও চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিমান্ উকার উক্ত অকারের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ধূমরহিত অর্থাৎ অতিশয় দীপ্তিশালী, অগ্নিসদৃশ এবং বিদ্যুদ্দামের ন্যায় শোভমান মকার। উক্ত ওঙ্কারের তিনটী মাত্রা ক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজঃসম্পন্ন। ইহা হইতে দীপসদৃশ শিখা ও দীপ্তি কখনও বিযুক্ত হয় না। যে মাত্রা ওঙ্কারের উপরিভাগে আছে তাহাকে অর্দ্ধমাত্রা বলে। কাংস্য (কাঁসি) ও ঘণ্টার শব্দ উত্থিত হইলে যেমন চিত্তের শান্তি জন্মে, সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণ করিলে চিত্তে শান্তি অনুভূত হয়, অতএব যে ব্যক্তি সমুদায় ইষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা ওঙ্কারের উচ্চারণ করিবেন।"

লিঙ্গপুরাণে ওঙ্কারের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়পয়োধি মধ্যে শেষ শয্যায় শুইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দেন। তখন বিষ্ণু উঠিয়া হাসিমুখে কহিলেন, 'বৎস ব্রহ্মন্! তোমার কুশল ত? বৎস! তোমার মঙ্গল ত।' ব্রহ্মা বিষ্ণুর এইরূপ সম্বোধনে মনে মনে কিছু চটিয়া বিষ্ণুকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তুমি কোন্ লজ্জায় আমাকে 'বৎস বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছ।' এইরূপ অনেক বাক্ বিতণ্ডা হইতে হইতে শেষে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময়ে উভয়ের সম্মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। তখন উভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ কোথা হইতে আসিল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধোগামী হইলেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া মহাবেগে ঊর্দ্ধগামী হইলেন, কিন্তু তিনিও লিঙ্গের অন্ত পাইলেন না। পরে উভয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গকে প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়ে 'ইহা কি! ইহা কি!' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই লিঙ্গমধ্য হইতে শব্দ হইতে লাগিল।

উভয়ে সেই ওঁ—ওঁ—ওঁ এইরূপ উচ্চারিত প্লুতস্বর শুনিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু 'এই মহাশব্দ কি! এই মহাশব্দ কি' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তখন উভয়ে দেখিতে পাইলেন, লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে আদ্যবর্ণ অকার, উত্তরে উকার, মধ্যস্থলে মকার ও তাহার উপর নাদবিন্দু, পরে তদুপরি তৎসমুদায়ের সমবায়রূপ ওঙ্কার শোভা পাইতেছে। দক্ষিণদিগস্থ অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরস্থিত উকার অগ্নির ন্যায় এবং মধ্যবর্ত্তী মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তেজোময়। উপরে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, ইহা তুরীয় সুতরাং ত্রিগুণাতীত, অমৃতস্বরূপ, নিষ্কল, নিরুপদ্রব, দ্বন্দ্বহীন, কেবল, শূন্য, বাহ্যাভ্যন্তররহিত, ভিতরে ও বাহিরের স্বরূপ, আদি মধ্য ও অন্তরহিত, এবং আনন্দকারণ। অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণ তিন মাত্রারূপে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাই শব্দ ব্রহ্ম; ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ অকার, উকার ও মকার এই তিন মাত্রারূপে অবস্থান করিতেছে। ঐ শব্দব্রহ্মই বিশ্বাত্মা। এই সময় হইতে অতীন্দ্রিয়প্রকাশক বেদ আবির্ভূত হইলেন। এই বেদ হইতে নিখিল জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। বিষ্ণু ঐ বেদবাক্য দ্বারা পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেন। তখন যজুর্ব্বেদ বলিলেন, ভগবান্ রুদ্র অচিন্ত্য; একাক্ষর প্রণব তাঁহারই বাচক, সেই একাক্ষরবাচ্য রুদ্রই পরমকারণ, অমৃতস্বরূপ, ঋতুস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও পরাৎপর পরম ব্রহ্মস্বরূপ। শব্দ ব্রহ্মরূপ একাক্ষর হইতে অকারস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ একাক্ষর হইতেই উকারস্বরূপ বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ঐ একাক্ষর হইতে মকারস্বরূপ ভগবান্ রুদ্র উৎপন্ন হন। ইহার মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, উকাররূপ বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মকাররূপ রুদ্র ঐ দুইজনের প্রতি অনুগ্রহকারী। ইহাদের মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা বীজস্বরূপ, উকাররূপ বিষ্ণু যোনিস্বরূপ এবং মকাররূপ রুদ্র নিষেককর্ত্তা। এই বীজ, যোনি, নিষেকী ও শব্দ ব্রহ্মরূপ মহেশ্বর এই চারি প্রণবাত্মক। শব্দব্রহ্মরূপ নিষেককর্ত্তা মহেশ্বরের স্বেচ্ছানুসারে আপনাকে পৃথক করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই শব্দ ব্রহ্মরূপ ঈশ্বরের লিঙ্গ হইতেই অকারস্বরূপ বীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই বীজ আবার উকাররূপ যোনিতে পতিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে তাহা হইতে এক সোণার ডিম উৎপন্ন হইল। সহস্র বর্ষ পরে মহেশ্বরের ইচ্ছায় উহা দ্বিখণ্ড হইলে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। তাহার উর্দ্ধভাগে স্বর্গ এবং অধোভাগে পাতাল উৎপন্ন হইল। এই যে অকার রূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।" লিঙ্গ ৭ম অঃ। [শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৩ অঃ দেখ।]

ভগবান্ মনুর মতে,—

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াৎ নিরদুহৎ ভূর্ভুবস্বরিতি ত্রিধা॥" ২। ৭৬।

অকার, উকার ও মকারকে এবং ভূঃ, ভুব, স্ব এই ব্যাহৃতিত্রয়কে প্রজাপতি ব্রহ্মা যথাক্রমে তিন বেদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

অক্ষরনির্ঘণ্ট মতে—

"ওঙ্কারো বর্ত্তুলস্তারো বিন্দুঃ শক্তিস্ত্রিদেবতা।
প্রণবো মন্ত্রগর্ভশ্চ পঞ্চদেবো ধ্রুবঃ শিবঃ॥
মন্ত্রাদ্যং পরমং বীজং মূলমাদ্যশ্চ তারকঃ।
শিবাদি ব্যাপকো ব্যক্তঃ পরং জ্যোতিশ্চ সংবিদঃ॥"

ওঙ্কার বর্ত্তুল, তারক, বিন্দু, শক্তি, ত্রিদেবতা, প্রণব, মন্ত্রগর্ভ, পঞ্চদেব, ধ্রুব, শিব, আদিমন্ত্র, পরমবীজ, মূল, আদ্যতারক, শিবাদিব্যাপক, ব্যক্ত, শ্রেষ্ঠ, জ্যোতিঃ ও সংবিদ।

এই ওঁ শব্দ মন্ত্রবিশেষ, এই মন্ত্র ভগবানের অতিপ্রিয়। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥"

গীতা ১৭ অঃ, ২৩-২৬ শ্লোঃ।

পরমাত্মা ব্রহ্মের এই তিনটি নাম আছে ওঁ-তৎ-সৎ। এইজন্য যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা ওঁকারের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন। যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা 'তৎ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত তপ, যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে পার্থ! এই 'সৎ' শব্দটি সাধুভাব বুঝাইবার জন্য বলা হইয়া থাকে, এ ছাড়া যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি প্রশস্ত কার্য্যেও 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়। (অতএব ওঁ-তৎ-সৎ এই ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।)

যোগশাস্ত্র মতে এই ওঁ মন্ত্র জপ না করিলে কোনমতেই

যোগী সিদ্ধ হইতে পারেন না। এই মন্ত্র জপ করিলে পরম-কারুণিক ভগবান্ ভক্তগণের চিত্তের একাগ্রতাসাধক শক্তি প্রদান করেন। যোগসূত্রকার বলিয়াছেন—

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবাশ্চ॥"

সেই প্রণবের জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিলে ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় এবং ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতা, সংশয়, অনবধানতা, আলস্য, ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রবণতা প্রভৃতি অন্তরায় দূর হয়।

ভগবান্ মনু বলেন,—

"প্রাক্‌কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।

প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কার মর্হতি॥" ২। ৭৫।

কতকগুলি কুশ পূর্ব্বমুখে রাখিয়া তাহার উপর বসিয়া দুই হাতে কুশ লইয়া পবিত্র হইবে। পরে পঞ্চদশ হ্রস্বস্বর উচ্চারণের উপযুক্ত সময়ে তিন বার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইলে পর তবে প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয়।

কিন্তু যোগীরা যেরূপ ভাবে ওঙ্কার জপ করেন, তাহা বড় সহজ নয়। যোগী প্রথমে কেবল অকার জপ করেন, রীতিমত অভ্যাস হইলে, পরে অপর অক্ষর উচ্চারণ করিতে হয়। [ওঙ্কারের উচ্চারণপ্রণালী অ ২ পৃষ্ঠা দেখ।]

ওম্ যোগীদের প্রধান অবলম্বন। তাই যোগশিখোপনিষদে লিখিত আছে—

"ওঁ যোগশিখাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবেষু চোত্তমাং।

যদা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽভিজায়তে॥ ১

আসনং পদ্মকং বদ্ধা যচ্চান্যদ্বাপি রোচতে।

কুর্য্যান্নাসাগ্রদৃষ্টিঞ্চ হস্তৌ পাদৌ চ সংযুতৌ॥ ২

মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য ওঙ্কারং তত্র চিন্তয়েৎ।

ধ্যায়তে সততং প্রাজ্ঞো হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্॥ ৩

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগশিখা বলিতেছি,—মন্ত্রের ধ্যান কালে গাত্রকম্প উপস্থিত হয়।

পদ্মাসন অথবা অন্য কোন অভিলষিত আসন করিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন এবং হস্ত, পদ ও মনঃসংযমপূর্ব্বক হৃদয়ে পরমেষ্ঠীকে অবস্থিত করিয়া প্রাজ্ঞগণ ওঙ্কার চিন্তা করিয়া থাকেন।

যোগতত্ত্বোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই—

"ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ঃ সুরাঃ।

ত্রয়োঽগ্নয়ো গুণাস্ত্রীণি স্থিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়াক্ষরে॥ ৬

ত্রয়াণামক্ষরে প্রাপ্তে যোঽধীতেঽপ্যর্দ্ধমক্ষরম্।

তেন সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং লব্ধং তৎপরমং পদম্॥ ৭

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ পয়োমধ্যেঽস্তি সর্পিবৎ।

তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্॥ ৮

হৃদি স্থানে স্থিতং পদ্মং তচ্চ পদ্মমধোমুখম্।

ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুস্তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ॥ ৯

অকারে শোচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে।

মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা॥ ১০

শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং কিঞ্চিৎ সূর্য্যমরীচিবৎ।

লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষোত্তমতৎপরঃ॥" ১১

তিন লোক, তিন বেদ, তিন সন্ধ্যা, তিন দেবতা, তিন অগ্নি, তিন গুণ, এই সমস্তই তিন অক্ষরে সন্নিবেশিত আছে। যে ব্যক্তি এই তিন অক্ষর পাঠ করিয়া, পরে অর্দ্ধ অক্ষর পাঠ করে, তাহার পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। পুষ্পমধ্যে গন্ধ, দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত, তিল মধ্যে তৈল ও পাষাণ মধ্যে কাঞ্চনের ন্যায়, হৃদয়ে অধোমুখ ঊর্দ্ধনাল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে মনের অবস্থান। অকারের দ্বারা পদ্মশোচিত ও উকারের দ্বারা ভিন্ন হইয়া মকারে শব্দ লাভ করে। অর্দ্ধমাত্রা নিশ্চল। ঈশ্বরতৎপর যোগিগণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য কোন এক পদার্থ লাভ করিয়া থাকেন।

নাদবিন্দু উপনিষদের মতে—

"ওম্ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।

মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা॥ ১

আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যেষা বশানুগা॥ ৬

ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।

পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্ব্বুধাঃ। ৭

কলাত্রয়াননা বাপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।

এষ ওঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধত॥ ৮

অকার দক্ষিণ, এবং উকার উত্তরপক্ষ, মকার তাহার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা মস্তক। প্রথম মাত্রা আগ্নেয়ী, দ্বিতীয়া বায়বী, তৃতীয়া ভানুমণ্ডলসমা, এবং অর্দ্ধমাত্রাকে পণ্ডিতগণ বারুণী বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কলাত্রয়াননা মাত্রা প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে ওঙ্কার কথিত হইল, ধারণাদ্বারা অনুভব করিয়া লইবে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে—

"ভূমিভাগে সমে রম্যে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।

কৃত্বা মনোময়ীং রক্ষাং জপ্ত্বা চৈবাথ মণ্ডলম্॥ ১৭

পদ্মকং স্বস্তিকং বাপি ভদ্রাসনমথাপিবা।

বদ্ধা যোগাসনং সম্যগুত্তরাভিমুখঃ স্থিতঃ॥ ১৮

নাসিকাপুটমঙ্গুল্যা পিধায়ৈকেন মারুতম্।

আকৃষ্য ধারয়েদগ্নিং শব্দমেবাভিচিন্তয়েৎ॥ ১৯

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।

দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্য্যাদাত্মমলচ্যুতিম্॥" ২০

সর্ব্বদোষশূন্য সমতল রম্য ভূমিভাগে মনোময়ী রক্ষা-বিধান করিয়া মণ্ডল রূপ করিবে, অনন্তর পদ্মক, স্বস্তিক অথবা ভদ্রাসন নামক যোগাসন করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক, একটি অঙ্গুলিদ্বারা নাসাপুট আচ্ছাদন করিয়া অপর নাসাপুটের দ্বারা বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি শব্দ চিন্তা করিবে। (তৎপরে) ওম্ একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ, এই এক ওম্‌শব্দের দ্বারা রেচক করিয়া দিব্যমন্ত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিবে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"বর্ণত্রয়াত্মিকা হেতে রেচক-পূরককুম্ভকাঃ।
স এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ॥"

রেচক, পূরক ও কুম্ভক, ইহারা তিনটি বর্ণাত্মক, সেই তিন বর্ণ প্রণব, এবং প্রাণায়াম সেই প্রণবময়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

"অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতা এব ত্রয়ো মাত্রাঃ সাত্ত্ব-রাজস-তামসাঃ॥
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধনি লক্ষ্যতে॥ ৪
তথা প্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতির্নির্যাতি মূর্দ্ধনি।
ওথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরো ভবেৎ॥ ৬
প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৭
ওমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্‌সামানি যজূংষি চ॥ ৮
মাত্রাঃ সার্দ্ধাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তস্তু যো যোগী স তল্লয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৯
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে॥ ১০
ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥ ১১
অনেনৈব ক্রমেণৈতা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ॥
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ॥ ১২
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা॥ ১৩
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।"

মার্কণ্ডেয় পুঃ ৪২ অঃ।

অকার, উকার ও মকার, এই তিনটি অক্ষর; সত্ত্ব, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ তিনটিমাত্রা; আরও ইহাতে নির্গুণ যোগিগম্য অর্দ্ধমাত্রা অবস্থিত, গান্ধার স্বরের আশ্রয় জন্য তাহাকে গান্ধারী বলিয়া থাকে, মস্তকে প্রযুক্ত হইলে পিপীলিকা গতিস্পর্শের ন্যায় লক্ষ্য হয়। ওঙ্কার প্রযুক্ত হইলে যেমন মস্তকে প্রতিনির্গত হয়, সেইরূপ ওঙ্কারময় যোগী অক্ষরে অক্ষর হইয়া থাকেন। প্রাণ ধনুঃ স্বরূপ, আত্মা শর-স্বরূপ, এবং ব্রহ্মবেধ্যস্বরূপ; অপ্রমত্ত হইয়া শরবৎ তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলে, ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ওম্ এই শব্দ তিন বেদ, তিনলোক, তিন অগ্নি, ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ও ঋক্ সাম যজুঃ। ইহাতে সাড়েতিন মাত্রা। যে যোগী তাহাতে যুক্ত হয়, তাহার ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে। অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক, এবং সব্যঞ্জন মকার স্বর্লোক; প্রথম মাত্রা ব্যক্তা, দ্বিতীয়া অব্যক্তা, তৃতীয়া চিৎশক্তি ও অর্দ্ধমাত্রা শ্রেষ্ঠপদ বলিয়া কল্পিত। এইরূপে এই সমস্তকে যোগ ভূমি জানিবে। ওম্ শব্দ উচ্চারণে সমুদায় অসৎ সৎ হইয়া যায়। ইহার প্রথম মাত্রা হ্রস্বা, দ্বিতীয়া দীর্ঘা, তৃতীয়া প্লুতা ও অর্দ্ধমাত্রা বাক্যের অগোচর। এই অক্ষয়ময় ব্রহ্মের নাম ওঙ্কার।

গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং শক্তিরোমিতি॥"

আদ্যাশক্তিস্বরূপ প্রণব হইতে তিনটী শক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছিল, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইচ্ছাশক্তি গৌরী (ইনি তমোগুণ অনুসারে মহেশ্বরের সহিত আছেন।) ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী (ইনিই রজোগুণ অনুসারে ব্রহ্মার সহিত সৃষ্টি কার্য্য করিতেছেন।) জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী (ইনি সত্ত্বগুণ অনুসারে বিষ্ণুর সহিত সঙ্গতা থাকিয়া পালন করেন।) গায়ত্রী- [তন্ত্র, প্রণবোপনিষৎ, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, কঠোপনিষৎ দেখ।]

এখন সকলে বুঝিলেন, ওঙ্কার কি?—মূল কথা, ওমই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ভিত্তিস্বরূপ; যিনি ওঙ্কার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনিই হিন্দুধর্ম্ম কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রেও ওম্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভোট দেশের বৌদ্ধগণ 'ওম্ হন্ হুং' এই পবিত্র শব্দ ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ভোট দেশের কোন কোন গৃহের ছাদে ঐ তিনটী কথা খোদিত দেখা যায়। তাঁহারা উহার 'বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ' এই তিন অর্থ করেন। তাহারা কখন কখন 'ওঁ মণি পদ্ম হুম্' এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেমন ওঁ অর্থাৎ অ-উ-ম এই তিন বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ঈশ্বরকে বুঝাইয়া আছেন, প্রাচীন মিশরের লোকেরাও সেই-রূপ 'আমোন্-রা,' 'আমোন্‌নিউ' ও 'পিবেক রা' ঈশ্বরের

পরিচারক এই তিন নাম উচ্চারণ করিতেন। এই ত্রিমূর্ত্তিই প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের জুপিটর, নেপ্‌চুন ও প্লুটো।

ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। তাঁহার আসল নাম আর্থার ওয়েলেস্‌লি। ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন উপাধি মাত্র।

ওয়েলিংটন পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতার নাম গ্যারেট (First Earl of Mornington)। ১৭৬৯ খৃঃ ১লা মে, আয়র্লণ্ডের ডঙ্গন দুর্গনামক স্থানে ওয়েলিংটনের জন্ম হয়। বীরপুরুষের বাল্যকালে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, ওয়েলিংটনের জীবনে তাহার অভাব হয় নাই। তবে কথা এই যে, তিনি বালককাল হইতে রণবিদ্যার যেমন ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি লেখাপড়ায় তেমন উন্নতি করিতে পারেন নাই। তবে যে তাঁহার প্রতি সরস্বতী দেবী এককালে বিমুখ ছিলেন তাহাও নহে।

১৭৮৭ খৃঃ, ওয়েলিংটন সর্ব্বপ্রথমে পদাতিক সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। ছয় বৎসর মধ্যেই তিনি সৈনিক বিভাগে একজন লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে, হলণ্ডে যুদ্ধ উপস্থিত। ওয়েলিংটন ডিউক্‌ অব্‌ ইয়র্কের সাহায্যার্থে একজন সেনানায়ক হইয়া নেদরলণ্ডে গমন করিলেন। তৎকালে যে যে রণক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ খৃঃ, ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েলিংটন সসৈন্যে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। এই বর্ষে ৪টা অক্টোবর, তাঁহার বড়ভাই মার্কুইস্‌ অব্‌ ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। এই সময়, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে তাঁহাদের নামসম্ভ্রম আর থাকে না। টিপু-সুলতান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কয়েকদল ফরাসীসৈন্য সুলতানের সঙ্গে যোগ দিয়াছে; টিপু সুলতান ঘোষণা করিয়াছেন যেরূপে হউক ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিতে হইবে। গবর্ণর জেনারেল প্রথমে মিষ্ট কথায় টিপুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 'ভবি ভোলবার নয়'; টিপু মনে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই করিবেন; তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, কোনমতেই তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবেন না। বরং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কাজেই ইংরাজেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বেল্লুরে ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইল। নিজাম তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। নিজামের কথামত ওয়েলিংটন একজন সেনানায়ক কর্ণেল হইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ, ২৭এ মার্চ্চ তারিখে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। এই যুদ্ধে ওয়েলিংটন রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে ইংরাজেরা শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলেন। ৪ঠা মে তারিখে ঐ স্থান আক্রান্ত হইল। শত্রুগণ পৃষ্ঠ দেখাইলেন। টিপুসাহেব নিহত হইলেন। ওয়েলিংটন শ্রীরঙ্গপত্তনের শাসনভার পাইলেন। মহিসুরের রাজা তাঁহাকে আপন প্রতিনিধিস্বরূপ দেখিতে লাগিলেন। ওয়েলিংটনের কর্ত্তৃত্বকালে মহিসুরের সাময়িক ও রাজনৈতিক উভয় বিভাগেই অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

সেই সময়ে ঢুণ্ডিয়া বাব নামে একজন মহারাষ্ট্র বীর ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপে ইংরাজসেনা অস্থির হইয়া পড়িল। ওয়েলিংটন দুইমাস ধরিয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনিও বড় কিছু করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার অদৃষ্টের বড় জোর কিনা, তাই ঘটনাক্রমে ঢুণ্ডিয়া নিহত হইলেন। ওয়েলিংটনের জয় হইল।

তখন ইজিপ্টের সঙ্গে ইংরাজদের গোলযোগ চলিতেছিল। বিলাত হইতে সংবাদ আসিল ওয়েলিংটনকে ইজিপ্টে যাইয়া তথাকার ইংরাজসৈন্যগণকে সাহায্য করিতে হইবে। ওয়েলিংটনও ইজিপ্ট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহিসুর হইতে বোম্বাই আসিলেন, এখানে আসিয়া লোহিতসাগরে যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সাজা গোজাই সার হইল, তাঁহার ইজিপ্টে যাওয়া ঘটিল না, তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কাজেই তাঁহাকে মহিসুরে ফিরিতে হইল। এখানে তিনি দুইবর্ষ ছিলেন।

১৮০২ খৃঃ, ওয়েলিংটন মেজর জেনারেল হইলেন, তৎপর বর্ষে তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রনায়কাদির মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। পেশোবা বলবান্‌ মহারাষ্ট্রদিগের হাতে পড়িয়া নাম মাত্র উপাধি ভোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে দৌলতরাও সিন্ধিয়া মালব ও খাঁদেশের রাজা ছিলেন; তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ও গোলাগুলি বিস্তর ছিল, হোলকরও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে হোলকর নর্ম্মদা পার হইয়া পুণা-অভিমুখে যাত্রা করেন, এইখানে তিনি পেশোবা ও সিন্ধিয়াকে পরাস্ত করিয়া পুণা অধিকার করিলেন। পেশোবা-গিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইলেন। ইংরাজদিগেরও কতকটা সুবিধা হইল। ওয়েলিংটন সসৈন্যে পুনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে শুনিলেন হোলকর পুনানগরী পোড়াইয়া ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র অশ্বা-

রোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া ৩০ ক্রোশ পথ ৩০ ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনায় পৌঁছিলেন, এইরূপে তিনি পুনানগরী রক্ষা করিলেন। হোলকরের সৈন্যগণ বিনাযুদ্ধে নগর পরিত্যাগ করিল, পরমাসে পেশবা আপন রাজধানীতে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এদিকে সিন্ধিয়া বেরারের রাজার সহিত যোগ দিয়া ইংরাজ ও নিজামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন গবর্ণর জেনারেল ওয়েলিংটনের উপর প্রধান সৈনাপত্যভার অর্পণ করিয়া আদেশ করিলেন,যেরূপ সুবিধায় হউক তিনি পেশোবা ও নিজামের রাজ্য রক্ষা করিবেন। ওয়েলিংটন দশহাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। প্রথম কয়েকবার সিন্ধিয়ার পড়্‌তা পড়িয়াছিল। ওয়েলিংটনের রণকৌশল ও কূটরণনীতি ব্যর্থ হইল। শেষে তিনি পুনা হইতে হটিয়া আসিয়া আহ্মদনগরে উপনীত হইলেন। এখানে সিন্ধিয়ার কয়েকদল সৈন্য আড্ডা করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটন আসিবামাত্র যুদ্ধ হইল, শেষে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ দেখাইল। ২৪এ আগষ্ট, ওয়েলিংটন গোদাবরী পার হইয়া ২৯এ তারিখে আরঙ্গাবাদে পৌঁছিলেন। সেপ্টেম্বর মাস আসিল। ওয়েলিংটন শুনিলেন, সিন্ধিয়া আবার ১৬ দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন; সৈন্যগণ ফরাসী সৈনিক পুরুষ দ্বারা চালিত হইতেছে এবং সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ কেতনা নদীতীরে দলবদ্ধ হইয়াছে। ওয়েলিংটন আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিক্‌ দিয়া তিনি এবং অপরদিকে কর্ণেল ষ্টিভেন্সন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজা আপন আপন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বহির্গত হন, এই সময়ে তাঁহাদের পদাতিগণ তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিল। এই সংবাদ ওয়েলিংটনের কাছে পৌঁছিল, তিনি তখন স্থির করিলেন, অগ্রে তাঁবু আক্রমণ করাই উচিত, কারণ তিনি যেখানে ছিলেন, তথা হইতে বিপক্ষের তাঁবু তিন ক্রোশমাত্র ব্যবধান। তিনি প্রায় দুই ক্রোশ পথ আসিয়া এক উচ্চস্থান হইতে দেখিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার মহারাষ্ট্রসৈন্য কেতনানদীর উত্তরকূলে অবস্থান করিতেছে। ওয়েলিংটন বামধার দিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি নদীর এ পারে কতকগুলি মহিসুরসৈন্য রাখিয়া বাছা বাছা অশ্বারোহী ও পদাতি লইয়া নদীপার হইলেন। পরপারে আসিয়া তিনি আপন সেনাদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন, দুইভাগ পদাতি ও একভাগ অশ্বারোহী। এই সময়ে সিন্ধিয়া আপন সৈন্যদিগকে প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিন্ধিয়ার ঘন ঘন তোপ আঘাতে ইংরাজসৈন্য হত আহত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। ওয়েলিংটন দেখিলেন, এবার ব্যাপার কিছু গুরুতর। তিনি আপন সৈন্যগণকে তোপ ছাড়িয়া বন্দুক চালাইতে আদেশ দিলেন। ঘোর ঘনরবে এককালে সহস্র সহস্র বন্দুক শব্দিত হইতে লাগিল। ওয়েলিংটন অসমসাহসে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রথমে ইংরাজদিগের কিছুমাত্র আশা ছিল না, সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ বন্দুক প্রহারে ছত্রভঙ্গ হওয়ায় ওয়েলিংটন তাহাদের তোপ ও রসদাদি লুটিতে লাগিলেন। এখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু আশয়ী নামক গ্রামে সিন্ধিয়ার অপর সৈন্যগণ একত্র হইয়া ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শত শত ইংরাজসৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কর্ণেল ম্যাক্‌সয়েল্‌ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ওয়েলিংটন উত্তেজিত হইয়া এবং আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া মার মার শব্দে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ওয়েলিংটনের দুইটি রণ-অশ্ব বিনষ্ট হইল, তাঁহার আর্দালির মাথা উড়িয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে আপন প্রাণরক্ষা করিলেন। শেষে ওয়েলিংটনের জয়লাভ হইল, বৃটীশের জয়ঢক্কা বাজিয়া উঠিল। শত্রুগণ যে যেখানে পারিল, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

এইরূপে মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। সিন্ধিয়া আর ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না, এইরূপ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু বেরারের রাজা সহজে থামিলেন না। তিনি সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী সৈন্য ও আপন দলবল সঙ্গে লইয়া আর্গাম রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ২৯ নবেম্বর ১৮০৩ খৃঃ, ওয়েলিংটন আর্গাম ক্ষেত্রে বেরাররাজের সম্মুখীন হইলেন। প্রথমে ইংরাজদিগের বিস্তর সৈন্য হত হইয়াছিল। তবে ওয়েলিংটনের বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এই ভীষণ সমরেও জয়োপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বেরারের রাজা বেগতিক বুঝিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে বেরারের রাজা ইংরাজদিগকে কটক সমেত বালেশ্বর ছাড়িয়া দিলেন। ৩০এ ডিসেম্বর সিন্ধিয়া ও ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ এবং অনেকগুলি দুর্গ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিলেন। পর বর্ষ ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েলিংটন আর একবার গোদাবরী পার হইলেন। এবার কয়েকজন স্বাধীন সামন্তকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণাপথে শান্তিস্থাপন করিলেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষের চারিদিক্‌ হইতে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উঠিল, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ

তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কে, সি, বি, (K. C. B,) উপাধি প্রদান করিলেন।

১৮০৫ খৃঃ, তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও তিনি স্থির ছিলেন না, তখন যে স্থানে ইংরাজ সম্পর্কে কোনরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল,—সেখানেই ওয়েলিংটন উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুখের বিষয় এই যে, জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্টে আসন পাইয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃঃ, ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়েলিংটন আয়ল্ অব লংফোর্ডের তৃতীয় কন্যা ক্যাথারিন্ পাকেহামকে বিবাহ করেন। কিন্তু দম্পতী অল্প দিনই গৃহশান্তি অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ ওয়েলিংটন তৎপরবর্ষেই প্রণয়িনীকে রাখিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। এই সময়ে ফরাসীরা স্পেনদেশে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, ওয়েলিংটন তাহাদিগকে স্পেন হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সসৈন্যে বাহির হইলেন। ভিমিরা নামক সমরপ্রাঙ্গণে তিনি জুনো নামক ফরাসী বীরকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের পর তিনি পর্ত্তুগালের সিন্ত্রা নগরে সন্ধি স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি আয়র্লণ্ডের চিফ্ সেক্রেটরীর পদ পাইলেন। সর্ জন মুরের মৃত্যু হইলে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্বন্ নগরে আসিয়া শুনিলেন, সুল্ট নামক একজন ফরাসীবীর অপর্টো আক্রমণ করিয়াছে। তখন পর্ত্তুগালের যুবরাজের আদেশে ওয়েলিংটন প্রধান সেনাপতি হইয়া ফরাসীসৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তলবেরা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, উভয় পক্ষেই অনেক হত আহত হইলে পর ওয়েলিংটনই জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দুই উপাধি পাইলেন, ১ম বেরন ডৌরো অব্ ওয়েলেস্লি (Baron Douro of Wellesly), ২য় ভাইকাউণ্ট ওয়েলিংটন অব তলবেরা (Viscount Wellington of Talavera)। ১৮১০ খৃঃ, মসিনা নামক ফরাসী সেনাপতি বাছা বাছা ফরাসীসৈন্য লইয়া ওয়েলিংটনের বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। ওয়েলিংটন দেখিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে হয়ত তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বসাকো নামক স্থানে হটিয়া আসিলেন। এখানে ফরাসীরা দুইবার আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বরং বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অবশেষে মসিনা আপন সৈন্যদিগের রসদ সংগ্রহ করিতে না পারায়, সন্তরম্ নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন। এই সময়ে ওয়েলিংটন তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শেষে ফরাসীসৈন্য বিপদ্গ্রস্ত হইয়া মন্দিগো পার হইলেন। এইরূপে ওয়েলিংটনের বীরত্বে পর্ত্তুগালরাজ্য ফরাসীহস্ত হইতে মুক্ত হইল। তৎপরে ওয়েলিংটন অল্মিডা অবরোধ করিলে, ফরাসী-সেনানায়ক মসিনা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অল্মিডা উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ওয়েলিংটন অল্মিডা ধ্বংস করিয়া বদাজোজ অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ৯০০০ সৈন্য মাত্র অবশিষ্ট। তিনি বিলাতে সাহায্যের জন্য লিখিলেন, কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে! মার্সাল বেরেস্ফোর্ড তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "তাঁহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে।" সাহায্য অভাবে ওয়েলিংটন পর্ত্তুগালের সীমায় ফিরিয়া আসিলেন। পরবর্ষে ওয়েলিংটন সিউদাদ্ রড্রিগো-দুর্গ, বদাজোজ এবং অবশেষে শালামাঙ্কা জয় করিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত যে সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। বিশেষতঃ শালামাঙ্কাযুদ্ধে জয় হইলে তাঁহার ধন্য ধন্য সুখ্যাতি পড়িয়া গেল। এই যুদ্ধে তিনি ৭০০০ ফরাসীসৈন্য বন্দী করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটনের এই অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় পাইয়া পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তিনি মার্কুইস্ অব্ ওয়েলিংটন (Marquis of Wellington) উপাধি এবং দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইলেন। যে মাসে স্পেন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, এই সময়ে রাজা জোসেফ সেনাপতি জর্ডনের সহিত সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। ওয়েলিংটন ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে ফরাসীরা পরাস্ত হইল, তাহাদের ১৫১টি কামান ও গোলাগুলি ওয়েলিংটন কাড়িয়া লইলেন। এমন কি রাজা জোসেফের গুপ্তপত্রাদি পর্য্যন্ত ওয়েলিংটনের হস্তগত হইয়াছিল। এতদিন পরে স্পেনরাজ্য শত্রুকবল হইতে মুক্ত হইল।

এখন ওয়েলিংটন ফরাসীসৈন্যের পশ্চাদ্গামী হইয়া ফরাসীরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বহু কষ্ট ও অনেক যুদ্ধের পর পাম্‌প্লোনা নগর অবরোধ করিলেন। এদিকে ১০ই ডিসেম্বর ফরাসী সেনাপতি সুল্ট তাঁহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ৮ দিন চলিয়াছিল। অষ্টম দিবসে সুল্ট পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। ২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৮১৪ খৃঃ, অর্থস্ নগরে ওয়েলিংটন আবার সুল্টকে পরাস্ত করেন। তৎপরে কয়েকবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পারিস নগরে নেপোলিয়ন আপন পদ

ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। [নেপোলিয়ন দেখ।] জর্ম্মন ও রুষের সৈন্যমণ্ডলী তথায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে ওয়েলিংটন পারিসে প্রবেশ করিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ডিউক অব্ ওয়েলিংটন উপাধি এবং চল্লিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইলেন। তদবধি তিনি ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইলেন। ২৮এ জুন, ওয়েলিংটন বিলাতের লর্ড সভায় প্রথম আসন পাইলেন। ১৮১৪ খৃঃ, জুলাই মাসে তিনি ফ্রান্সের রাজসভার প্রধান রাজদূতরূপে নিয়োজিত হইলেন। প্রসিদ্ধ মহাবীর নেপোলিয়ন যখন সমস্ত য়ুরোপ আপনার বশে আনিতে সচেষ্ট হন, যে সময়ে য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর সাহায্যের জন্য একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ওয়েলিংটন বৃটীশ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। লিগ্নি ও কোটার ব্রস্ নামক স্থানে দুইবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে প্রুসিয়া সেনানায়ক ব্লুচার ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু উক্ত দুইটি যুদ্ধেই নেপোলিয়ন বিচলিত হইলেন না, বরং অসংখ্য বৃটীশ ও প্রুসিয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ১৮১৫ খৃঃ, ১৮ই জুন আসিল, য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণ নেপোলিয়নের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সকলে ওয়াটার্লু রণক্ষেত্রে মিলিত হইল। ওয়েলিংটন ও ব্লুচারের উৎসাহে সমস্ত য়ুরোপীয় সৈন্য নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিল। আজ বীরকেশরী নেপোলিয়ন সমগ্র রাজন্যমণ্ডলীর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া পরাস্ত হইলেন। ভাগ্যবান্ ওয়েলিংটন আজ ওয়াটার্লু-বিজেতা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তৎপরে ওয়েলিংটন পারিস নগরে আসিলেন। এখানে সন্ধিপত্রানুসারে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। ওয়েলিংটন তিন বৎসরকাল পারিস নগরে অবস্থান করেন। এখানে অনেকে তাঁহার প্রাণবধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিধি যাহার উপর সুপ্রসন্ন, তাহার কে কি করিতে পারে? ১৮১৮ খৃঃ, সম্মিলিত য়ুরোপীয় সৈন্যগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিল। এই সময়ে রুষ, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার রাজগণ ওয়েলিংটনকে আপনাদের সৈন্যবর্গের ফিল্ড-মার্সাল (Field-marshal) করিয়া দিলেন। ওয়েলিংটন পার্লিয়ামেন্ট হইতে পুনরায় বিশ লক্ষ টাকা উপহার পাইলেন। তিনি ইংলণ্ডের সেনাপতিগণের যুদ্ধাস্ত্রবিভাগের অধিনায়ক পদ (Master-general of the Ordnance) প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেককালে ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের লর্ড হাই কন্‌ষ্টেবল্ (Lord High Constable of England) হইয়াছিলেন।

১৮২৬ খৃঃ, ওয়েলিংটন রাজদূত হইয়া রুষের রাজধানী সেণ্টপিটরস্বর্গে গমন করেন। এই সময়ে গ্রীস ও তুরস্কে বিবাদ চলিতেছিল। ওয়েলিংটন রুষসম্রাট্ নিকোলসকে লওয়াইয়া তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া বিবাদ মিটাইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ ডিউক অব ইয়র্কের মৃত্যু হইল। ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইলেন। এই বর্ষ হইতে তিনি রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চতুর্থ জর্জের আদেশে ক্যানিং শাসনসমিতির প্রধান সচিব হওয়ায় তিনি আপন উচ্চপদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইবার আশা নাই, এরূপ আশা কখন করেন না, এরূপ আশা যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি এতদিন পাগল হইতেন। যাহা হউক ক্যানিংয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন।

১৮৩০ খৃঃ, ফরাসীবিপ্লব ঘটে। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ পার্লিয়ামেণ্ট সংস্করণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ওয়েলিংটন অকুতোভয়ে সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে আপন মত পার্লিয়ামেণ্টে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্যময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। শেষে ওয়েলিংটনের মত রহিল না, ব্রাউহাম নামক এক ব্যক্তির প্রস্তাবে সংস্কার আইন প্রচলিত হইল, ওয়েলিংটন আপন পদ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে লণ্ডনের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ গিয়া তাঁহার বাটীর ঘর জানালা ভাঙ্গিয়া দিল;—পথে দেখিলে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তবে তিনি একজন গোঁড়া সংস্কারক ছিলেন না, তাই অবাধে এই সকল উৎপাত সহ্য করিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ, জানুয়ারী মাসে, তিনি অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্‌সেলার নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বর্ষে নবেম্বর মাসে, কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সার্ রবার্ট পীল রোম্ হইতে ফিরিয়া আসিলে ওয়েলিংটন তাঁহাকে এই পদ সমর্পণ করেন।

রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক কালে ফরাসী সেনাপতি সুল্‌ট লণ্ডনে গিয়াছিলেন। বীর বীরের মর্ম্ম জানে, তাই ওয়েলিংটন যাঁহার সহিত এক সময়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ সেই সুলটকে নিজের বাটীতে লইয়া আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

১৮৪২ খৃঃ, ওয়ালমের দুর্গে স্বয়ং ভিক্টোরিয়া ওয়েলিংটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই বর্ষে পুনরায় তিনি প্রধান সেনাপতিপদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ, তিনি 'শস্যের আইন' উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি 'সামরিক আইনের' পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, এই আইন চালাইবার জন্য তিনি লর্ড সভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাই তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা হইয়াছিল, কারণ আর তাঁহাকে সাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। তিনি ১৮৫২ খৃঃ, ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ালমের দুর্গে অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই দিবস মধ্যাহ্ন কালে স্ত্রী ও দুই পুত্রকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ড আজ তাঁহার এক অমূল্য রত্ন হারাইলেন! মহাসমারোহে ওয়েলিংটনের শবদেহ সেণ্ট পলস্ কাথিড্রাল নামক প্রসিদ্ধ গির্জ্জায় বিখ্যাতবীর নেলসনের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হইল। সমস্ত গ্রেটবৃটন শোকবেশ পরিধান করিলেন।

ওয়েলেস্‌লি (Richard Colley, Marquis of Wellesley.) ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত যোদ্ধা ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৭৬০ খৃঃ, ২০এ জুন, আয়র্লণ্ডের ডবলিন্ নগরে ওয়েলেস্‌লির জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি ভালরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ছিলেন। সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছেন, কোথায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইবেন, না পিতৃহীন হইলেন; সংসারের বিষম ভার ঘাড়ে পড়িল। ওয়েলেসলির পিতা অনেক ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। যুবক ওয়েলেস্‌লি বহু কষ্টে পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন এবং সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব মাতার উপর সমর্পণ করিলেন। ওয়েলেস্‌লির পারিবারিক অবস্থা বড় ভাল নয়, কায়কষ্টে মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় মাত্র; কিন্তু এরূপ গতিক হইয়া পড়িল যে, আর মান সম্ভ্রম রাখা দায়! তখন কি করিবেন, পিতার নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি মাত্র তাঁহার ভরসা। যুবক ওয়েলেস্‌লি কপাল ঠুকিয়া বিলাতের আইরিস লর্ড সভায় প্রবেশ করিলেন। যাহার গুণ থাকে, অবশ্যই সে এক সময় না এক সময়ে লোকের চোখে পড়িতে পারে। ওয়েলেস্‌লি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জের সুনয়নে পড়িলেন। তাহার কারণ এই যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ পীড়িত হইলে কয়েকজন মন্ত্রী প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্‌কে যুবরাজ করিয়া তাঁহার হস্তে রাজক্ষমতা অর্পণ করিতে যত্নবান্ হন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিলেন, আইরিস্ সদস্যগণ সকলই ওয়েলেস্‌লির পক্ষ হইলেন। তৃতীয় জর্জ আরোগ্য হইয়া উঠিলে ওয়েলেস্‌লিকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। রাজার যত্নে ওয়েলেস্‌লির কপাল ফিরিল। তিনি দুই একটা উচ্চপদ গ্রহণের পর আইরিস্ প্রিভি কৌন্সিলের মেম্বর এবং সেণ্ট পাট্রিকের একজন নাইট (Knight) নির্ব্বাচিত হইলেন।

এদিকে কর্ণওয়ালিসের ভারত শাসনকাল উত্তীর্ণ হইল। ১৭৯৭ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর ওয়েলিস্‌লি (লর্ড মর্ণিংটন) ভারতের গভর্ণর জেনালের হইলেন। আজ ওয়েলেস্‌লি উচ্চ সম্মান উচ্চপদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই সম্ভ্রম বজায় রাখা বড় সহজ কথা নয়। এই সময়ে নেপোলিয়ন ইজিপ্ট জয় করিয়া ভারত আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছিলেন। টিপু সুলতান ফরাসীকর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারত হইতে বিদুরিত করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। ওয়েলিস্‌লি দেখিলেন, প্রবল বিপক্ষরূপ বিপদসমুদ্র যেন ভারতের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া ইংরাজদিগকে ভাসাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, এই সময়ে যদি তিনি স্রোতোবেগ সম্বরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মান, সম্ভ্রম, সহায়, সম্পত্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই অতল জলে নিমগ্ন হইবে, ইংরাজদিগের সকল আশা ভরসায় ছাই পড়িবে। প্রথমে ওয়েলেস্‌লি টিপুর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' টিপুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে কি না, তাই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন গভর্ণর জেনারেল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। টিপু বিলম্ব না করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ওয়েলেস্‌লি আর বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দেশীয় ও ইংরাজ সৈন্যের রণদক্ষতায় মালাবেল্লী নামক স্থানে বৃটীশের জয় হইল। তৎপরে একমাস অবরোধের পর শ্রীরঙ্গপত্তন বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইল। টিপু সুলতান নিহত হইলেন। টিপুর অধিকৃত মাঙ্গলোর দুর্গ ও কয়েকটী জেলা ইংরাজদের থাকিল এবং সমস্ত রাজ্য তথাকার প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের উত্তরাধিকারীরহস্তে অর্পিত হইল। তৎপরে ওয়েলেস্‌লি ভারতে বাণিজ্য এবং গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে বড় একটা পীড়ন না করিয়া বাণিজ্য ও অপরাপর নানা উপায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিগুণ আয় বাড়াইয়াছিলেন অর্থাৎ পূর্ব্বে বার্ষিক সাত লক্ষ আয় হইতেছিল, তাঁহার সময়ে ১৫ লক্ষ হইল। ভারতের সহিত এসিয়া খণ্ডের অপর স্থানের সংস্রব রাখিবার জন্য তিনি নানা স্থানে প্রতিনিধি

পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মিষ্ট কথায় কাজ করিতেন, তবে যেখানে শক্ত না হইলে চলিত না, সেখানে সেইরূপ কড়া হইয়া চলিতেন। ১৮০১ খৃঃ, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইজিপ্টে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রেরা ইংরাজদিগের বিপক্ষে উঠিয়াছিল, ওয়েলেস্‌লি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়া সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় তাঁহার তৃতীয় সহোদর ওয়েলিংটন তাঁহার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। [ওয়েলিংটন দেখ।]

ওয়েলেস্‌লি ছয় সাত বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার গবর্ণর জেনারেল পদ যায় নাই। ১৮০৫ খৃঃ তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে গবর্ণমেণ্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। এদিকে বিলাত যাইবামাত্র বিপক্ষগণ তাঁহার দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে তিনি ভারতবর্ষে গিয়া অন্যায় খরচপত্র করিয়া আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজাদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন, বিশেষতঃ অযোধ্যার নবাবের প্রতি তিনি যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গবর্ণর জেনারেলের উপযুক্ত হয় নাই। পল সাহেব ঐ সকল দোষের বিচারের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতে ওয়েলেস্‌লির কোন ক্ষতি হইল না, পল সাহেবের কথা সকলে উড়াইয়া দিলেন। বিলাতে গিয়াও ওয়েলেস্‌লি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এখানে তিনি অনেক উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনেণ্টের পদ ও লর্ড চ্যাম্বর্লেনের পদই শ্রেষ্ঠ।

১৮৪২ খৃঃ, ২৬এ সেপ্টেম্বর, ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ওয়েলেস্‌লির মৃত্যু হয়।

ওর (দেশজ) সীমা, শেষ।

"এ সখি হামার দুখেরি নাহি ওর।

মাহ ভাদর এ ভরবাদর শূন্য মন্দির মোর।" বিদ্যাপতি।

ওরফে (আরব্য) ১ অথবা। ২ প্রতিনিধি। ৩ মারফৎ।

ওরম্বা (দেশজ) ১ যে আপনার কর্ত্তব্য বুঝে না। ২ যে অপকার্য্যে সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

ওরসা (দেশজ) সিক্ত, ভিজা।

ওল (ত্রি) আঙ-উন্দ-কঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) আর্দ্র, ভিজা।

ওল (পুং) স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, শূরণ, কন্দ, কন্দল ও অর্শোঘ্ন। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ— অগ্ন্যুদ্দীপক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডুকারী, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রুচিকারক, কফজন্য অর্শোনাশক, লঘু, প্লীহগুল্মনাশক, অর্শোরোগের বিশেষ হিতকর এবং সমগ্র কন্দশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। (ভাবপ্রকাশ।) দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগ থাকিলে ওল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ওলের হিন্দী নাম জমীন্‌কন্দ, তামিল করুণ ও তেলগু ভাষায় মুঞ্জাকন্দ কহে।

ওলগাছ দুই হইতে চারিহাত পর্য্যন্ত বড় হয়। ভাল জমিতে চাষ করিলে দশ পনর সের বড় ওল পাওয়া যায়। বুনো ওল স্বভাবতঃই কুট্‌কুটে, কিন্তু চাষ করা ওল তেমন নয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ওল জন্মে, প্রায় সকল স্থানের লোকেই ওল খাইয়া থাকে। সিংহল, ব্রহ্ম, মালাকাস্‌ প্রভৃতি স্থানেও ওল জন্মে।

ওলজ (ধাতু) ভ্বাদি° পর° সক° সেট্‌। নিক্ষেপ করা (ওলজি ক্ষেপণে। কবি° দ্রু।)

ওলড (ধাতু) চুরা° উভ° সক° সেট্‌। উৎক্ষেপ করা (ওলডিকি উৎক্ষেপে। কবি° দ্রু।)

ওলা (দেশজ) ১ মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। চিনিতে প্রস্তুত হয়, ইহা পানা করিয়া খায়। বর্দ্ধমান ও তারকেশ্বরের ওলা প্রসিদ্ধ। ২ অবতরণ করা, নামা।

ওলন্দাজ, য়ুরোপের অন্তর্গত হলণ্ড বা নেদরলণ্ড দেশের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে। ওলন্দাজ শব্দ হলণ্ডার্স শব্দের অপভ্রংশ। ইংরেজীতে ইহাদিগকে ডচ্‌ বলে। ডচ্‌ শব্দ জর্ম্মন শব্দের তুল্যার্থবাচক। ওলন্দাজেরা ইন্দো জর্ম্মণবংশোৎপন্ন। ইংরাজী ভাষার সহিত ইহাদিগের ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

"অধ্যবসায়ের অসাধ্য কিছুই নাই," ওলন্দাজেরা এ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। হলণ্ডের অনেক স্থান সমুদ্রের জলে নিমগ্ন থাকিত, ইহারা বাঁধ বাঁধিয়া সে উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে এবং ক্রমেই সমুদ্রকে দূর হইতে দূরতর স্থানে হটাইয়া দিতেছে। এই রূপে বালুকাপূর্ণ বেলাভূমিকেও ক্রমে ক্রমে শস্যশালিনী করিয়া তুলিতেছে। ইহারা অশ্বগবাদির জন্য তৃণপূর্ণ গোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গার্হস্থ্য পশু জাতির যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কৃষি ও শিল্প বিদ্যাতে ইহারা বিশেষ পারদর্শী এবং বস্ত্রবয়ন, জাহাজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ওলন্দাজেরা সৎস্বভাবসম্পন্ন। তাহারা বৃদ্ধ পিতামাতার বিশেষ সম্মান করে এবং সেই জন্য সারসপাখীকেও বড় ভালবাসে। ইহারা মিতব্যয়ী, যদিও সাহসের জন্য তাদৃশ

বিখ্যাত নহে কিন্তু স্বাবলম্বী। বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইহারা সুবিখ্যাত। ইহাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মযাজকদিগের উপদ্রব নাই। সকলেই ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারে। ধর্ম্মযাজকেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানের লোকদিগকেই কেবল ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ওলন্দাজেরা সাধারণতঃ প্রটেষ্টাণ্ট।

ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপে ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। এই সময়ে মার্টিন লুথার রোমের পোপদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রভুতা অস্বীকার করেন। ওলন্দাজেরাও তাঁহার মতাবলম্বী হয়। সুতরাং তাহারা রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িল। তৎকালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ হলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক; কাজেই প্রজাবর্গকে নিজ মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া লুথারশিষ্যদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধান নামক বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রটেষ্টাণ্টদিগকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইতে আদেশ দিলেন। এ কার্য্য দ্বারা সকল প্রজাই তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। ক্রমে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল। এক পক্ষে য়ুরোপের তাৎকালিক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেনাপতি ও সেনানীগণ, অপর পক্ষে দীন, দরিদ্র, সহায়হীন প্রজামণ্ডলী। বহুকাল ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এক সময়ে ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের কিছু সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে জুটফ্রেসের যুদ্ধ ও সর ফিলিপ সিড্‌নির মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যদিও এইরূপে কোথাও কখনও কিছু সাহায্য পাইয়াছে বটে, কিন্তু ওলন্দাজেরা অধ্যবসায়ের বলেই ফিলিপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছিল। তাহারা শতবার পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত হইয়াও পশ্চাৎপদ হয় নাই। শেষে তাহাদেরই জয় হইল। ফিলিপ শত চেষ্টা করিয়াও হলণ্ড বশে আনিতে পারিলেন না। হলণ্ডে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ফিলিপ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্ত্তুগালের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তৎকালে কেবল পর্ত্তুগিজেরাই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিত। ওলন্দাজেরা তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া য়ুরোপের সকল স্থানে বিক্রয় করিত। ইহাতেও তাহাদের প্রভূত লাভ হইত। ওলন্দাজদিগকে জব্দ করিবার জন্য ফিলিপ পর্ত্তুগিজদিগকে ওলন্দাজদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে ওলন্দাজেরা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একাদিক্রমে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য চালাইতে মনস্থ করিল এবং এক বণিক্‌সমিতি কর্ণেলিয়স্ হুটমানকে ৪ খানি জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কর্ণেলিয়স্ মরিচাদি মসলা বোঝাই লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও পর্ত্তুগিজেরা যে সর্ব্বত্রই ঘৃণিত ও অনাহূত হইয়াছে, এই কথা প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া আমাষ্টারডমের বণিকেরা ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ভান নেককে ৮ খানি জাহাজের সহিত এ দেশে পাঠাইলেন ও যবদ্বীপে কুঠি স্থাপন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ভান নেক কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলে অনেকেই ঈর্ষাপরবশ হইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। এই সময়ে সকল ওলন্দাজবণিকেরই বাণিজ্য লোপের আশঙ্কা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সকল বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং সকল দল একত্র করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম দিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব দেশের বাণিজ্য স্থানে সকল বিষয়ে ক্ষমতা পাইলেন, অর্থাৎ স্বাধিকৃত দেশের মধ্যে আবশ্যক মতে আইন প্রস্তুত, জিত দেশ অধিকারে রাখিবার জন্য আবশ্যকমত পূর্ব্বদেশের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এইরূপে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রপাত হইল। ইহাতে একটু নূতনত্ব এই থাকিল যে, তৎকালে পর্ত্তুগিজেরা কেবল স্বদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিত, কিন্তু ওলন্দাজেরা এ দেশেও একটী সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বত্ব রক্ষার জন্য হলণ্ড গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিলেও আপন কার্য্যক্ষেত্রে এক প্রকার স্বাধীন থাকিল।

যত্ন ও পরিশ্রমেই ফললাভ হয়। ওলন্দাজেরাও শীঘ্র শীঘ্র যব ও মালাক্কাস প্রভৃতি দ্বীপে যথেষ্ট প্রতিপত্তি স্থাপন করিল। পর্ত্তুগিজেরা সর্ব্বত্রই ওলন্দাজদিগের নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল। এডমিরাল ওয়ারিক চোদ্দখানি জাহাজ লইয়া যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বটেভিয়া নগরের পত্তন করিলেন। মসলার বাণিজ্য হইতে ১৮২২ সালে পর্ত্তুগিজেরা একবারেই বিদূরিত হইল। ওয়ারিক জাপান, ফিলিপাইন, প্রভৃতি দ্বীপের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন ও বটেভিয়া নগর শীঘ্রই ইহাদের যাবতীয় বাণিজ্যস্থানের কেন্দ্র হইল। ১৬৭৬ সালের পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা বাঙ্গালার সহিত বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার চেষ্টা করে নাই। ১৬৭৬ সালে তাহারা চুঁচুঁড়ায় প্রথম বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে। ইতিপূর্ব্বেই সিংহল প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগিজদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল ও মলয়বর উপকূলে কোচিন প্রভৃতি স্থানও অধিকার করিয়াছিল। তৎকালে লোকে ওলন্দাজ-

দিগকে সম্মান করিত, কেবল তাহাদের সাহসে বা যুদ্ধ নিপুণতার জন্য নহে, ওলন্দাজগণ প্রথমতঃ সত্য ও ন্যায় এতদূর মানিয়া চলিত যে, কোন স্থানের লোকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে সেখান হইতে কুঠী উঠাইয়া লইয়া যাইত। পর্ত্তুগিজেরা প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের লোকদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যাবহার করিত। সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা শীঘ্রই ওলন্দাজদিগের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এসিয়ার জল বায়ুর এমনই গুণ যে, সত্যপ্রিয় ওলন্দাজেরা শীঘ্রই প্রবল অসত্যপ্রিয় ও অত্যাচারী হইয়া পড়িল এবং ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ে শীঘ্রই তাঁহাদের পতন হইল।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় মসলাবাণিজ্যে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময় ইংলণ্ড ও হলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয় কোম্পানির লোক লইয়া একটী সত্বরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিয়া দিলেন ও তদ্বারা আশু সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। কিন্তু এই সভায় ওলন্দাজসভ্যের সংখ্যাই অধিক ছিল, সুতরাং তদ্বারা তাহারা ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্যই চালাইতে লাগিল। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে আম্বয়নায় ইংরাজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া দশজন ইংরাজ ও অপর দশ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিল। বিচারে সকলেরই প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনায় ইংরাজেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। উভয় জাতির মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত মনোমালিন্য থাকিয়া অবশেষে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের নিকট ৮,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। কিন্তু বিবাদ মিটিল না। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের বৈরিতার জন্য ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বা পশ্চিম উপকূলে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত হলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি করে।

অবশেষে ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হইলে তাহাদের প্রতাপের হ্রাস হইয়া যায়। ইংরাজেরা সিংহল প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইয়া অন্যান্য স্থানেও তাহাদের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করেন। সেই পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা কিয়ৎ পরিমাণে হতশ্রী হইল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগকে বাণ্টাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে একচেটিয়া মসলাবাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ১৬৮৭ অব্দে হলণ্ডের প্রিন্স উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হইলে উভয় জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যবিষয়ে ওলন্দাজদিগেরই প্রাধান্য থাকিয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ওলন্দাজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুরোপে যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বরং ওলন্দাজেরা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজদিগকে দূর করিবার জন্য মীরজাফরের অনুরোধে বটেভিয়া হইতে ৭ খানি রণতরি পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা পরাস্ত হইয়া এ মতলব পরিত্যাগ করে। অবশেষে ১৭৮৯ অব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ফরাসী সেনাপতি পিচেগ্রু হলণ্ড অধিকার করিলেন। তদবধি ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগের শাসনাধীন হইল। এদিকে ফরাসীশত্রু ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যস্থানগুলি অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলেন। সিংহল প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইল। যদিও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আমিন্স সন্ধি দ্বারা ওলন্দাজেরা অনেক বিদেশীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি সিংহল ও কেপকলনি ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ হইলে হলণ্ড প্রথমতঃ তাঁহার ভ্রাতা লুইয়ের অধীনে ও পরে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে ওলন্দাজেরা ইংলণ্ড আক্রমণের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন এবং ভারত মহাসাগরে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই উপদ্রব নিবারণের জন্য বটেভিয়া আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। সেই অবধি ওলন্দাজেরা হতশ্রী হইল। যদিও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পারিসের সন্ধিদ্বারা তাহারা উক্তস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইল, কিন্তু পূর্ব্ববৎ আর প্রবল হইতে পারে নাই।

এক্ষণে ওলন্দাজদিগের অবস্থা উন্নত নহে। তাহাদের স্থিতিশীল অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এখনও তাহাদের মসলার বাণিজ্য আছে। বটেভিয়া তাহার প্রধান স্থান। এখানে একজন গবর্ণরজেনারল ও কয়েকজন মন্ত্রিসমাজের সদস্য আছেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিসমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। দ্বীপবাসী ওলন্দাজেরা জাতীয় ভাবে একটু দীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিস্তার চর্চ্চা নাই বলিলে হয়।

ওলাউঠা, কঠিন রোগবিশেষ। ইহাতে পেট নামায় ও বমন উঠে বলিয়া ইহার নাম ওলাউঠা হইয়াছে। কাহারও মতে এই রোগ প্রথমে উলাতে হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ওলাউঠা হয়। [উলা দেখ।]

অনেকে বলেন, "পূর্ব্বে এদেশে ওলাউঠা রোগ ছিল না, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, যশোর প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়; ১৮১৮-১৯ খৃঃ, সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে বিসূচিকা নামে এক প্রকার রোগ ছিল, তাহার লক্ষণ ওলাউঠারই মত, কিন্তু ততদূর সাজ্ঘাতিক নহে। বিসূচিকা রোগ অধিককাল স্থায়ী এবং ইহাতে অল্প লোকেরই মৃত্যু হয়।"

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বৈদ্যকোক্ত বিসূচিকা রোগই এখনকার ওলাউঠা। বিসূচিকার নিদান ও লক্ষণাদি পাঠ করিলে সহজেই স্বীকার করিতে হয়, এখন যাহাকে আমরা ওলাউঠা বলি, অতি প্রাচীনকালে তাহাকেই বিসূচিকা রোগ বলিত। এখন যেমন ওলাউঠা কালসদৃশ ভয়ানক রোগ বলিয়া সকলেই জানেন, প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে বিসূচিকা রোগ মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন—

"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ॥
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচ্যতে তু বিসূচিকা॥"

উত্তর তন্ত্র ৫৬ অঃ।

অজীর্ণ হেতু যদি রোগীর শরীরে সূচী বিদ্ধের ন্যায় বেদনা জন্মাইয়া বায়ু অবস্থিতি করে, তবে বৈদ্যগণ তাহাকে বিসূচিকা বলিয়া থাকেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, অথচ যে পরিমিত আহার করে, তাহার কখনই বিসূচিকা রোগ হয় না। লোভী ইন্দ্রিয়পরবশ, স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও যাহারা অপরিমিত আহার করে, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সুশ্রুতের মতে বিসূচিকারোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—

"মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥"

বিসূচিকা রোগে মূর্চ্ছা, অতিশয় ভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাতেপায়ে খালধরা, হাইউঠা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়বেদনা ও শিরঃশূল হইয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বলেন,—

"মাত্রায়াঽপ্যভ্যবহৃতঃ পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
তং দ্বিবিধমামপ্রদোষমাচক্ষতে ভিষজঃ বিসূচিকামলসকঞ্চ।
তত্র বিসূচিকামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ প্রবৃত্তামদোষাং যথোক্তরূপাং বিদ্যাৎ।
শূলানাহাঙ্গমর্দ্দমুখশোষমূর্চ্ছা ভ্রমাগ্নিবৈষম্যসিরাসঙ্কোচন-স্তম্ভনানি বাতলিঙ্গানি।
জ্বরাতিসারান্তর্দাহতৃষ্ণামদভ্রমপ্রলপনানি পিত্তলিঙ্গানি,
ছর্দ্দিররোচকাবিপাকজ্বরালস্যগাত্রগৌরবানি শ্লেষ্মলিঙ্গানি।"

পরিমিত মাত্রায় সুপথ্য আহার ও পরিপাক না হইয়া দুই প্রকার আমাজীর্ণ উৎপাদন করে। তাহাদিগের নাম বিসূচিকা ও অলসক। বিসূচিকা ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইহাতে ভেদ বমন উভয়ই ঘটিয়া থাকে।

বায়ু জন্য বিসূচিকায় শূল, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অগ্নির বিষমতা, শিরাসঙ্কোচ ও স্তম্ভন হয়।

পিত্ত জন্য বিসূচিকায় জ্বর, অধিক ভেদ, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম ও প্রলাপবাক্য প্রকাশ পায়।

শ্লেষ্ম জন্য বিসূচিকায় ছর্দ্দি, অরুচি, অপরিপাক, শীত জ্বর, আলস্য ও শরীর ভারবোধ হয়। য়ুরোপীয়গণ ওলাউঠাকে কলেরা (Cholera) বলেন। 'কলেরা' গ্রীক শব্দ, ইহা 'কোলে' অর্থাৎ পিত্ত হইতে উৎপন্ন। সর্ব্বপ্রথমে হিপোক্রেটিস্ নামক গ্রীক চিকিৎসক 'কলেরা' রোগের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে 'কলেরা' দুই প্রকার সরস ও নীরস। খাদ্য দূষিত হইয়া কটুতিক্ত রস হইতে সরস 'কলেরা' এবং পাকস্থলীর বায়ু দূষিত হইয়া নীরস 'কলেরা' উৎপন্ন হয়। এখনকার য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ওলাউঠা রোগ প্রধানতঃ দুইভাগ করেন। যথা—বৃটীশ কলেরা (British Cholera) ও এসিয়াটিক কলেরা (Asiatic Cholera)।

এলোপাথী মতাবলম্বী য়ুরোপীয় ডাক্তারেরা আমাদের চরকের মত ওলাউঠা রোগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—পৈত্তিক ওলাউঠা (Bilious Cholera or British Cholera), বাতিক ওলাউঠা (Flatulent Cholera) এবং সান্নিপাতিক ওলাউঠা (Spasmodic Cholera)। পৈত্তিকের (Bilious Cholera) লক্ষণ—পিত্তের অভাব, অতিবেগে ও অতিকষ্টে ভেদ, বমি, উদরের পেশীসমূহে আক্ষেপ ও অতিশয় বেদনা, জিহ্বা শুষ্ক অথবা চট্‌চটে, অতিশয় পিপাসা, অতি অল্প ও ঘোলাটে মূত্রত্যাগ; নাড়ী প্রথমে ঠিক থাকে কিন্তু যেমন রোগ বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে নাড়ীও সূক্ষ্ম ক্ষীণ এবং অতিক্রত হইয়া থাকে। রোগ বাড়াবাড়ি হইলে রোগী শক্তিহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, এলোমেলো, সময়ে সময়ে নাড়ী পাওয়া যায় না। শরীর শীতল হয়, সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন মূর্চ্ছা ঘটে।

গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কখন কখন বসন্তকালেও দেখা দেয়।

বাতিক ওলাউঠায় পেটফাঁপা, অতিশয় পেটব্যথা, পেট খোঁচা, ক্ষণে ক্ষণে বমনের ইচ্ছা, উৎকণ্ঠা, মলিনতা ও বায়ু নিঃসরণের সহিত জলবৎ মল নির্গত হয়। শরীর অসাড় হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসে। বাতিক ওলাউঠা প্রায় সচরাচর হয় না, তবে অতিভোজন, দেহ অতিশয় উষ্ণ থাকিতে থাকিতে শীতল জল পান, অপক্ব ফল, বিশেষতঃ অপক্ব কুল, ফুটি, তরমুজ ও ছাতি প্রভৃতি বিষাক্ত ফল ভক্ষণ, রৌদ্রাদির অধিক উত্তাপ লাগাইয়া তৎক্ষণাৎ দেহ ভিজান, অধিক তৈলাক্ত বা গুরুপাক মৎস্য ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

উক্ত কয়েক প্রকার ওলাউঠার অপেক্ষা 'এসিয়াটীক কলেরা' আরও সাঙ্ঘাতিক। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কোন কোন চিকিৎসক ইহাকেই 'বাতোষ্ণ সান্নিপাত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশের লোকেরা ইহাকে আসল ওলাউঠা বলিয়া থাকেন। এই রোগ ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত এসিয়া-খণ্ডে, তৎপরে য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই রোগ যখন যে গ্রামে অথবা যে দেশে প্রবল হয়, তখনই তথাকার লোকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, নহিলে এক একজন করিয়া অধিকাংশ লোককেই ইহার প্রকোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। এই রোগে প্রথমতঃ মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, পেট গুড় গুড়, অত্যন্ত পেটব্যথা, শরীর কাহিল হইয়া পড়া এবং হৃদয়ে অতিশয় ভার বোধ হয়। রোগ কঠিন হইলে রোগীও অচেতন হইয়া পড়ে। এই রোগে কোন কোন স্থলে অজীর্ণরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময়ে ইহার প্রতিকার না হইলে সঙ্গে সঙ্গে বমন, শূল, শিরাসঙ্কোচ, আক্ষেপ, উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। সচরাচর এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে এবং ১০। ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। এই রোগে প্রথমে দুই একবার জলের মত ভেদ হয়, তৎপরে চেলুনির জলের আকারে মল নির্গত হইতে থাকে। অতিশয় কষ্টদায়ক পাকস্থলীপ্রদাহ ও কখন কখন বক্ষাস্থির নিম্নে প্রদাহ হয়। ঘন ঘন শ্বাস, অতিশয় তৃষ্ণা, শীতল জল পান করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, শীতল জল পান করিলে কিয়ৎকাল আরাম বোধ হয়, আবার ক্ষণকাল পরে বমি হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী ক্রমশঃই অধিক অবসন্ন, অস্থির, উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়, অতিশয় অঙ্গমর্দ্দ, বিশেষতঃ পদদ্বয় সঙ্কোচ হইয়া কাষ্ঠের মত কঠিন হইয়া উঠে। বুক জ্বলিতে থাকে এবং নাড়ী অতি সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। ভেদ হইবার সময় কোন কষ্ট হয় না। যদি ভেদ বারে কম হয়, অথচ দেহের সামর্থ্য ও নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শীঘ্রই জীবন সংশয় হইয়া থাকে। রোগ বৃদ্ধি পাইলেই শেষাবস্থা দেখা দেয়। সেই সময়ে শিরা-সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে পা হইতে সমস্ত অঙ্গ হিম হইয়া থাকে, মুখ ও ঠোঁট কালিমা, নীলবর্ণ ও শীতল হয়, দেহ এবং জিহ্বা কুঁকড়িয়া যায়। সর্ব্বশরীরে চট্‌চটে ঘাম ও রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হয়। স্বর ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া আসে, রোগী সংজ্ঞাহীন হয়। চক্ষের কোণ বসিয়া যায় ও চক্ষু কপালে উঠে, মুখ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, এইরূপে রোগীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো বম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধির্যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায় ॥"

ওলাউঠা ও অলসক রোগীর যদি দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ হয়, চক্ষুর্দ্বয় ভিতরে বসিয়া যায়, মোহ, বমি, ক্ষীণ স্বর ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয়, তবে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদবিশারদ ভাবমিশ্রের মতে—

"নিদ্রানাশোঽরতিঃ কম্পো মূত্রঘাতো বিসংজ্ঞিতা।
অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চদারুণাঃ ॥"

অনিদ্রা, গ্লানি, কম্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা বিসূচী রোগে এই পাঁচটি দারুণ উপদ্রব ঘটিলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

এই রোগের শুভলক্ষণ এই—রোগীর হাব ভাব পরিবর্ত্তন হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উষ্ণ, নাড়ীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল, শ্বাস ফেলিতে কম পরিশ্রম, বমন বন্ধ, সংজ্ঞাহীন না হইয়া শান্তভাব এবং মল চেলুনীজলের মত না হইয়া যদি অল্প পিত্তযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগী ক্রমে ক্রমে আরাম হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অতি সাবধানে চিকিৎসা করিতে হয়। প্রথমে চিকিৎসা না হইলে, যদি রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে, তবে স্বয়ং ধন্বন্তরিও রোগীকে ফিরাইতে পারেন না। এই রোগের প্রথমাবস্থায় অজীর্ণ রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাই দেশীয় চিকিৎসকগণ প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগের মত চিকিৎসা করিতেন।

চক্রপাণি দত্তের মতে—

"বিসূচিকায়াং বমিতং বিরিক্তং সুলঙ্ঘিতঞ্চাপমনুজং বিদিত্বা।
পেয়াদিভির্দীপনপাচনৈশ্চ সম্যক্ ক্ষুধার্ত্তং সমুপক্রমেত ॥"

চক্রদত্ত ৬। ৮০।

বিসূচিকা রোগীকে ঔষধ দ্বারা বমন ও বিরেচন করাইয়া তাহাকে উপবাসী রাখিবে, পরে খুব ক্ষুধা হইলে অগ্নিমান্দ্য-

বিহিত পেয়াদি ও ধান্যপঞ্চকাদি দীপন পাচন প্রয়োগ করিবে। কুড় ও সৈন্ধব সিকিভাগ, চুক্র চারিগুণ ও তৈল ১ প্রস্থ দিয়া তৈল পাক করিলে ঈষদুষ্ণ থাকিতে ওলাউঠা রোগীর উদরে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে খল্বী ও শূল অবশ্য নিবারণ হইবে।

দারুচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, শজিনা, কুড়, বচ ও শুল্ফা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। পিপাসায় কষ্ট না পাইলে লবঙ্গের কাথজল, অথবা জাতিফলের কাথজল অথবা ভাদলামুথার কাথজল, অর্দ্ধেক জাল দিয়া অর্দ্ধশেষ হইলে তাহা পান করিতে দিবে। (চক্রদত্ত)

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, রোগ অসাধ্য না হইলে পদদ্বয় দগ্ধ, অগ্নির তাপ ও তীক্ষ্ণ বমন করাইবে। অন্নপরিপাক হইলে লঙ্ঘন, পাচন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এই সকলের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে মূর্চ্ছা, অতিশয় ভেদ প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়। ইহাতে আস্থাপনও প্রয়োজ্য।*

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এসিয়াটিক কলেরাকে এদেশের কবিরাজেরা "বাতোল্বণ সন্নিপাত" বলিয়া থাকেন।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে—

"বাতোল্বণে সন্নিপাতে দশমূলজলং পিবেৎ।
এরণ্ডতৈলমিশ্রং বা বাতকোপপ্রশান্তয়ে॥"

বাতোল্বণ সন্নিপাত রোগে বাতরোগ শান্তির জন্য এরণ্ড-তৈল মিশ্রিত করিয়া দশমূলের জল পান করিবে।

চক্রদত্তের মতে, রোগী অজ্ঞান হইলে তপ্তশলাকা দ্বারা তাহার দুই পা দগ্ধ করিবে†।

এলোপাথী—রোগের প্রথম অবস্থায় অহিফেন ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু প্রবল হইয়া উঠিলে সেই অহিফেনের সঙ্গে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় কালোমেল মিশাইয়া খাইতে দিবে। যদি আক্ষেপ, তলপেটের উপর ব্যথা এবং অন্তরুষ্মা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তবে প্রথম অবস্থায় গরম জলে তাপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অশুভ লক্ষণ দেখা গেলে এমোনিয়া, কর্পূর, ইথর, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি অতি অল্প পরিমাণ অহিফেনের সহিত প্রয়োগ করিবে। এ অবস্থায় অধিক আফিম ব্যবহার করিবে না। অথবা নিম্ন ঔষধটী খাইতে দিবে।

স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক ... ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা।
সলফিউরিক ইথর ... ... ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা।
ভাইনম্ গালিসাই (ব্রাণ্ডি) ... ৪ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স।
ক্যাম্ফার মিকশ্চার (কর্পূর মিশ্রিত জল) ১ ঔন্স। সমস্ত মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় সেবন করাইবে। রোগীর অবস্থামত যতবার আবশ্যক, প্রয়োগ করিবে।

হোমিওপাথী—ওলাউঠা রোগে হোমিওপাথীক চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধিক ফলদায়ক। এই চিকিৎসায় অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে যথা—

১ম, সামান্য অবস্থা। এই অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ভেদের সহিত মল থাকে সে পর্য্যন্ত 'ক্যাম্ফার' প্রয়োগে অধিক উপকার হয়, এমন কি কেবল এই ঔষধ দ্বারা এই উৎকট রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। গর্ভবতীকে এই ঔষধ অধিক খাওয়াইবে না। মাত্রা—নিতান্ত শিশুর পক্ষে সিকি ফোঁটা বালকবালিকাকে ১ হইতে ৩ ফোঁটা, বয়স বেশী হইলে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা এবং নেশাখোরকে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। এই ঔষধ পরিষ্কার চিনির সঙ্গে খাওয়ান উচিত। বার বার পাতলা ভেদ, বমি হওয়া বা গা বমি বমি কর'; মধ্যে মধ্যে পেট ব্যথা; অল্প পিপাসা, বিশেষতঃ ভেদ অপেক্ষা বমি অধিক হইলে 'ইপিকাক' প্রয়োগ করিবে। প্রথম অবস্থায় গরম ভেদ হইলে 'একোনাইট';—গ্রীষ্মের জন্য ভেদ হইলে 'চায়না';—ঘৃতপক্ক বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়া ভেদ হইলে 'পল্সাটিলা';—পান্তভাত, বাসিরুটী প্রভৃতি আহার অথবা সুরাপান করিয়া ভেদ হইলে 'নক্স-ভমিকা'; ভেদের সময় পেটে ব্যথা না থাকিলে বা পেট ফাঁপা থাকিলে 'রিসিনস্' খাইতে দিবে।

২য়, প্রবল অবস্থা। গাত্রদাহ, ছটফটানি, জিহ্বা শুষ্ক ও কৃষ্ণ-আভা যুক্ত, মুখমণ্ডল রক্তহীন বা কালিমাবর্ণ, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর নীচে কাল দাগ পড়া, পেটের মধ্যে জ্বালা; জলের মত, সবুজ, কাল প্রভৃতি রঙ্গের আভাযুক্ত বমন; পিপাসা অধিক কিন্তু পান করিতে অক্ষম, পান মাত্রেই বমন বা ভেদ; চালুনীর জলের মতন ভেদ; গা ঠাণ্ডা, নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; আঙ্গুলে ও পায়ের ডিমে খিল ধরা, স্বর ভাঙ্গা, মূত্রবন্ধ, অবসন্ন হইয়া পড়া, অল্প অল্প ঘাম; প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠা; মৃত্যু ভয় প্রভৃতি লক্ষণ হইলে "আর্শেনিক" ব্যবহার করিবে। বার বার কুমড়া

* "সাধ্যাসু পার্ষ্ণ্যোর্দহনং প্রশস্ত-
মগ্নিপ্রতাপো বমনঞ্চ তীক্ষ্ণম্।
পক্বে ততোঽন্নে তু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ
সম্পাচনং চাপি বিরেচনং বা॥
বিশুদ্ধদেহস্য হি সদ্য এব
মূর্চ্ছাতিসারাদিরুপৈতি শান্তিম্।
আস্থাপনং চাপি বদন্তি পথ্যম্॥" সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৫৬ অঃ।

† "বিসূচ্যামতিবৃদ্ধায়াং পার্ষ্ণ্যোর্দাহঃ প্রশস্যতে।
বমনং স্বলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা॥"

পচানির ন্যায় বা জলের সহিত সাদা থলথলে জলবৎ ভেদ; বমন; অত্যন্ত তৃষ্ণা; চক্ষু ছোট হওয়া ও বসিয়া যাওয়া; চক্ষের নীচে নীল দাগ পড়া; মুখ ফেঁকাসিয়া, হাত পা জিহ্বা বা সর্ব্বশরীর হিম হওয়া; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম; হাতে, পায়ে, চোয়ালে বা পায়ের ডিমে খিলধরা; নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; মধ্যে মধ্যে হিক্কা; মূত্ররোধ; চেহারা বিবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিলে "ভেরেট্রম্ এলবম্" খাইতে দিবে। যদি পেটের বেদনায় রোগী অস্থির হয় একবার 'আর্সেণিক' ও একবার 'ভেরেট্রম্' পাল্টা পাল্টী খাইতে দিবে। যদি হাতে পায়ে ও আঙ্গুলে অত্যন্ত খিল ধরে, তবে 'কুপ্রম্' প্রয়োগ করিবে।—হাতে, পায়ে, বুকে বা সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরিলে "সিকেল করনিউটম্" দিবে। যদি অধিক পিপাসা হয়, তাহা হইলে কেবল জল না দিয়া ময়দার গুলি আগুনে পোড়াইয়া জলে ফেলিবে, জলের রং পরিবর্ত্তন হইলে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল এক এক ঝিনুক পান করিতে দিবে। বরফ পাইলে ঐরূপ জলের আবশ্যক নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক টুকরা বরফ দিলেই চলিবে। অধিক ঘাম হইলে শুঁটের গুঁড়া দিয়া মালিস করিবে। হাত পা শীতল হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া আস্তে আস্তে বুলাইবে।

৩য়, হিম অবস্থা। যদি রোগী হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে, নাড়ী না পাওয়া যায়, হাত পা অতিশয় ঠাণ্ডা হয়; কপালে বা সর্ব্বাঙ্গে অধিক ঘাম হইতে থাকে, ভেদ ও বমি বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে, এরূপ স্থলে "কার্ব্বভেজিটেবলিস্" দিবে। জিহ্বা, নিশ্বাস ও সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা, নাড়ী না পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ হইলে "একোনাইট" দিবে।

৪র্থ, বিকার অবস্থা। চক্ষু লাল ও ঢুলু ঢুলু, চক্ষুর তারা বড় হওয়া, কখন কখন ভয়ঙ্কর দৃষ্টি; মাথা গরম ও মাথা-ব্যথা, নিকটস্থ লোককে কামড়াইতে যাওয়া; গায়ে থুথু দেওয়া, চুল ধরিয়া টানা, বিছানা হাতড়ান, দাঁত কিড়িমিড়ি, মুখ বিকৃতি, চীৎকার, গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলা প্রভৃতি লক্ষণে "বেলেডোনা" দিবে। ক্রমাগত বকিতে থাকে ও ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতে যায়, এরূপ স্থলে "হাইওশায়ামস" দিবে। সর্ব্বদা নাক খোঁচা ও পেটব্যথা, মুখে জল উঠা, এই সকল লক্ষণে "সিনা" ব্যবহার করিবে। অতিশয় হিক্কা হইলে "সাইকিউটা" এবং মূত্ররোধ ও তজ্জন্য পেট টন্ টন্ করিলে "ক্যান্থারাইডিস্"। ক্রম ৩।

প্রস্রাব করাইতে হইলে জলের জালার মাটি নাভির চারিদিকে দিবে, তলপেটে একখানি ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ওলাউঠা রোগে হরিতাল ভস্ম ব্যবহার করিতেন, এখনও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। পল্লিগ্রামে ওলাউঠার সূত্রপাত হইলে পূর্ব্ব হইতে ছেলেদের কোমরে একটি করিয়া তামার পয়সা ঝুলাইয়া দেয়। বাস্তবিক তাহাতে যে ওলাউঠা নষ্ট হয়, তাহা হোমিওপ্যাথিক 'কুপ্রম্' (Copper) ঔষধের গুণ পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

ওলাউঠা রোগের পথ্য বুঝিয়া দেওয়া সুকঠিন। প্রথমে সাগু বা এরারুট ছাঁকিয়া দুই এক ঝিনুক দিবে, পরে গাঁদালের পাতা বা কচি ডুমুরের ঝোল, তারপর দাদখানি চাউলের ভাত, এরূপ কিছুদিন লঘু পথ্য দিবে।

ওল্ল (পুং) ওল। [ওল দেখ।]

ওষ (পুং) উষ-দাহে-ঘঞ্। ১ দাহ। ২ পাক। ৩ শীঘ্র।

ওষণ (পুং) উষ-ল্যুট্। কটুরস, ঝাল।

(কটুঃ স্যাদোষণো মুখশোধনঃ। হেম। ৬। ২৫।)

ওষণী (স্ত্রী) ওষণ-ঙীষ্। শাকবিশেষ; দেশ ভেদে ইহার সাধারণ নাম পুড়্যাতি বা পুড়িয়া। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—কফ ও বায়ুনাশক।

ওষধি (স্ত্রী) ওষো ধীয়তেঽত্র; ওষ ধা-কি। উদ্ভিদ্‌বিশেষ। ফল পাকিলেই যে সকল উদ্ভিদ্ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকেই ওষধি বলে। ঔষধোপযোগী কতিপয় ওষধির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া সুশ্রুত নাম ভেদ করিয়াছেন, যথা—

"যে সকল ওষধি কপিলবর্ণ, বিচিত্রমণ্ডলবিশিষ্ট, সর্পতুল্য, পাঁচটি পাতাবিশিষ্ট, এবং পরিমাণে পঞ্চ অরত্নি, তাহাদিগের নাম অজগরী। ১। নিষ্পত্র, স্বর্ণবর্ণ, দুই অঙ্গুল পরিমিত মূলবিশিষ্ট, সর্পাকার ও প্রান্তদেশে রক্তিমাযুক্ত ওষধির নাম শ্বেতকাপোতী। ২। দুইটিমাত্র পত্রবিশিষ্ট, মূলে অরুণবর্ণ ও মণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ, দুই অরত্নি পরিমিত, এবং গোনাসিকাকৃতি ওষধির নাম গোনসী। ৩। অধিক আটাযুক্ত, রোমশ, মৃদু, ইক্ষুরসসদৃশ রসবিশিষ্ট এবং ইক্ষুর ন্যায় আকৃতিযুক্ত ওষধির নাম কৃষ্ণকাপোতী। ৪। কৃষ্ণসর্পাকৃতি কন্দসম্ভব ওষধির নাম বারাহী। ৫। একটি পত্রযুক্ত, মহাবীর্য্য, অঞ্জনতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ওষধির নাম ছত্রা। ৬। কন্দসম্ভব, রক্ষোভয়বিনাশক ওষধির নাম অতিছত্রা। ৭। ছত্রা ও অতিছত্রা এই উভয় ওষধিই জরামৃত্যুনিবারক, এবং শ্বেতকাপোতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মনোরম আকৃতি, ময়ূর পক্ষের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, কন্দোৎপন্ন, স্বর্ণবর্ণ আটাযুক্ত ওষধির নাম কন্যা। ৮। অতিশয় ক্ষীরযুক্ত এবং মূলদেশ যাহার গজাকৃতি, হস্তিকর্ণ, পলাশ পত্রের ন্যায় দুইটিমাত্র পত্রযুক্ত,

তাহার নাম করেণু। ৯। যাহার মূলভাগ ছাগী স্তনের ন্যায়, যাহাতে আটার ভাগ অধিক এবং গুল্মের ন্যায় যাহার আকৃতি এবং শঙ্খ কুন্দ প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ তাহাকে অজা বলে। ১০। শ্বেতবর্ণ, বিচিত্র পুষ্পযুক্ত কাকমাচীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ওষধির নাম চক্রকা, ইহা জরামৃত্যু-নিবারক। ১১। প্রশস্ত মূলযুক্ত, পাঁচটিমাত্র রক্তবর্ণ সুকোমল পত্রবিশিষ্ট, এবং সূর্য্যের ভ্রমণ অনুসারে পরিবর্ত্তনশীল ওষধির নাম আদিত্যপর্ণিনী। ১২। স্বর্ণবর্ণ, সক্ষীর, পদ্মিনী-তুল্য ওষধির নাম ব্রহ্মসুবর্চ্চলা; এই ওষধি চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকে। ১৩। অরত্নি পরিমিত, গুল্মাকার, দুই আঙ্গুল পরিমিত পত্রযুক্ত, নীলোৎপলসম পুষ্প এবং অঞ্জনবর্ণ ফলবিশিষ্ট, স্বর্ণবর্ণ, ক্ষীরযুক্ত ওষধির নাম শ্রাবণী। ১৪। শ্রাবণীর ন্যায় অন্যান্য গুণযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ ওষধিকে মহাশ্রাবণী বলে। ১৫। লোমযুক্ত দ্বিবিধ ওষধির নাম গোলোমী ও অজলোমী। ১৬, ১৭। মূলসমুদ্ভব বিচ্ছিন্ন পত্রযুক্ত ওষধির নাম হংসপাদী। ১৮। অপরাপর ওষধির ন্যায় রূপযুক্ত এবং শঙ্খসদৃশ পুষ্পবিশিষ্ট ওষধির নাম শঙ্খপুষ্পী। ১৯। অতিশয় বেগযুক্ত সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ওষধির নাম বেগবতী। ২০। সীম সম ওষধির নাম সোম। ২১। অশ্রদ্ধাশালী, অলস, কৃতঘ্ন ও পাপকর্ম্মা ব্যক্তি এই ওষধি উৎপাটন করিতে পারে না। প্রথমোক্ত সাত প্রকার ওষধি উৎপাটন করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"মহেন্দ্ররামকৃষ্ণাণাং বারণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"

বসন্তকালে আদিত্যপর্ণী, বর্ষাকালে অজগরী ও গোনসী; কাশ্মীরদেশীয় ক্ষুদ্রক মানস নামক দিব্য সরোবরে করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী, অজলোমী ও মহতী শ্রাবণী; কৌশিকী নদীর পূর্ব্বপারে যে যোজনত্রয় বল্মীক-ব্যাপ্ত ভূমি আছে, সেইখানে শ্বেতকাপোতী ও বল্মীকের শিখরদেশে, মলয় পর্ব্বতে, এবং নলসেতুতে বেগবতী প্রাপ্ত হওয়া যায়।" সুশ্রুত।

ওষধিগর্ভ (পুং) ওষধীনাং গর্ভ উৎপত্তির্যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ চন্দ্র। ২ সূর্য্য।

ওষধিজ (ত্রি) ওষধিভ্যো জায়তে, ওষধি-জন-ড। ১ ঔষধি। ২ (পুং) ওষধি হইতে উৎপন্ন অগ্নি।

ওষধিপতি (পুং) ওষধীনাং পতিঃ, ৬-তৎ। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। ৩ সোমলতা।

ওষধিপ্রস্থ (পুং) ওষধিবহুলং প্রস্থং সানুর্যত্র, বহুব্রী। ১ হিমালয়; হিমালয়ে অধিকাংশ ওষধিই উৎপন্ন হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ২ হিমালয়স্থ নগরবিশেষ।

("যত্র গঙ্গা নিপাতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাৎস্বতা।
ওষধিপ্রস্থনগরস্যাদূরে সানুরুত্তমঃ।" কালিকা ৪১)

ওষধী (স্ত্রী) ওষধি-ঙীপ্। [ওষধি দেখ।]

ওষধীপতি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

ওষধীশ (পুং) ওষধীনাং ঈশঃ, ৬তৎ। ১ চন্দ্র ২ কর্পূর।

ওষম্ (অব্য) উষ-ণ মূল্। বারম্বার পাক করিয়া।

ওষিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষাং অতিশয়েন ওষী. ওষীন-ইষ্ঠন্ (অতি-শায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) অতিশয় দাহকারক।

ওষ্ট্রাবিন্ (ত্রি) উষ-ষ্ট্রন্, তদস্যাস্তীতি বিনি। দাহকারী।

ওষ্ঠ (পুং) উষ্যতে দহ্যতে উষ্ণস্পর্শেন, উষ-থন্। (উষিকুষি-গতিভ্যস্থন্। উণ্ ২।৪। উষ্, কুষ্, গৈ, ঋ, এই সকল ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় হয়।) উপর ঠোঁট, যদিও ওষ্ঠ শব্দে উভয় ঠোঁট বুঝাইতে পারে, তথাপি উপর ঠোঁটেই ওষ্ঠ শব্দের ব্যবহার করায় উপর ঠোঁট অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রদনচ্ছদ, দশনবাস, দন্তবাস, দন্তবস্ত্র ও রদ-চ্ছদ। (ওষ্ঠৌ দন্তচ্ছদঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ওষ্ঠ-স্বার্থে কন্ ওষ্ঠক।

ওষ্ঠক (ত্রি) ওষ্ঠে প্রসিতং, ওষ্ঠঃ কন্। (স্বাঙ্গেভ্যঃ প্রসিতে। পা ৫।২।৬৬।) ওষ্ঠে ব্যাপ্ত।

ওষ্ঠকর্ণক (পুং) জনপদবিশেষ।

ওষ্ঠকোপ (পুং) ওষ্ঠস্য কোপো যত্র, বহুব্রী। ওষ্ঠ রোগ। [ওষ্ঠরোগ দেখ।]

ওষ্ঠজাহ (ক্লী) ওষ্ঠ-জাহচ্ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণা-দিভ্য, কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪) ওষ্ঠমূল।

ওষ্ঠপুষ্প (পুং) ওষ্ঠ ইব রক্তিমং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। ১ বন্ধুক ফুলের বৃক্ষ। ২ (ওষ্ঠ ইব পুষ্পং) (ক্লী) বন্ধুক পুষ্প।

ওষ্ঠপ্রকোপ (পুং) ওষ্ঠস্য প্রকোপো যত্র, বহুব্রী। ওষ্ঠরোগ।

ওষ্ঠরোগ (পুং) ওষ্ঠগতো রোগ, মধ্যপদলো০। ওষ্ঠগত-রোগ। বৈদ্যক মতে এই রোগ আট প্রকার, বায়ুজন্য, পিত্ত জন্য, কফ জন্য, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও অভিঘাতজ অর্থাৎ আগন্তু। বাতজ ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠ কর্কশ, খরখরে, স্তব্ধ এবং বাতজ বেদনাবিশিষ্ট হয়, এই রোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া উৎপাটিত হওয়ার ন্যায় যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে। পিত্তজ ওষ্ঠ রোগে, ওষ্ঠ পীতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা ব্যাপ্ত হয়, এবং ঐ সকল পিডকা পাকিয়া উঠে ও অত্যন্ত দাহ হয়। শ্লেষ্মজ ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠসমবর্ণ বেদনাহীন পিড়কার উৎপত্তি হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় পিচ্ছিল, শীতল-স্পর্শ ও গুরু হইয়া থাকে। সন্নিপাত জন্য ওষ্ঠ রোগে

বহুবিধ পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ, কোন স্থানে পীতবর্ণ, ও কোন স্থানে শ্বেতবর্ণ হয়। রক্তজ ওষ্ঠ রোগে খর্জ্জুর ফলবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয়, সেই সকল পিড়কা নিপীড়ন করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং ওষ্ঠদ্বয়ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। মাংসজ ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল, মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত এবং ওষ্ঠদেশে কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদোজ ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতমণ্ড তুল্য, কণ্ডুবিশিষ্ট ও গুরু হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে নির্ম্মল স্ফটিকতুল্য স্রাব নিরন্তর নিঃসৃত হয়। অভিঘাত জন্য ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ অথবা উৎপাটিত হইয়া যায়, সে ব্রণ আরোগ্য হয় না। বায়ুজন্য ওষ্ঠ রোগে তার্পিণ তৈল, ধুনা, গুগ্‌গুল, যষ্টিমধু ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য প্রলেপ দিবে। পৈত্তিকে সর্ব্বপ্রথমে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক, পরে তিক্তরস পান ও তিক্তরস উপকরণের সহিত ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে প্রথমতঃ জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া, শর্করা, খৈ,মধু ও অনন্তমূল সমভাগে দুগ্ধে পেষণ করিয়া, অথবা বেনামূল, রক্তচন্দন ও ক্ষীরকাকোলী এই দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। রক্ত ও অভিঘাত জন্য ওষ্ঠরোগেও পিত্তজন্য রোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কফজন্য হইলে রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ত্রিকটু, সাজিমাটি ও যবক্ষার সমভাগে মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মেদোজন্য ওষ্ঠ রোগে প্রিয়ঙ্গু ও ত্রিফলা পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিবে। কেবল ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ওষ্ঠব্রণই স্ফুটিত হইলে ধুনা, ধুতুরাফল ও গিরিমাটির সহিত তৈল কিম্বা ঘৃত পাক করিয়া ঐ তৈল ব্যবহার করিবে। (চক্রদত্ত মুখ°।)

ওষ্ঠাগতপ্রাণ (ত্রি) ওষ্ঠয়োরাগতাঃ প্রাণা যস্য, বহুব্রী°। মৃতপ্রায়; যাহার প্রাণ বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

ওষ্ঠাধর (পুং) ওষ্ঠশ্চ অধরশ্চ তৌ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনজন্য সংস্কৃতে 'ওষ্ঠাধরৌ' পদ হইবে। উপর ও নীচের ঠোঁট।

ওষ্ঠী (স্ত্রী) ওষ্ঠ ইব আচরতি, ওষ্ঠ-ক্বিপ্-অচ্-ঙীপ্। বিম্বফল, তেলাকুচা।

ওষ্ঠোপমফলা (স্ত্রী) ওষ্ঠোপমানি ফলানি যস্যাঃ, বহুব্রী°। তেলাকুচার লতা।

ওষ্ঠ্য (ত্রি) ওষ্ঠে ভবং, ওষ্ঠ-যৎ। ওষ্ঠ হইতে যাহার উৎপত্তি।

ওষ্ঠ্যবর্ণ (পুং, ক্লী) ওষ্ঠ্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা°। উ ঊ ও ঔ প ফ ব ভ ম এই কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে।

ওষ্ণ (ত্রি) আ-উষ্ণঃ। ঈষৎ উষ্ণ।

ওসার (দেশজ) প্রস্থ, পরিসর।

ওস্থানে (দেশজ) ১ সম্মুখবর্ত্তী স্থানে। ২ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে।

ওহ (পুং) আ-বহ-ক, সম্প্রসারণঞ্চ। ১ সম্যক্‌বহন। ২ (ত্রি) বাহক। ৩ প্রাপক।

ওহব্রহ্মন্ (পুং) উহব্রহ্মযুক্ত। (নিরুক্ত ১৩।১৩)

ওহস্ (ত্রি) আ-উহ-অসুন্। ১ বহন সাধন স্তোত্রাদি।

ওহাবী, মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। মুহম্মদ ইবন্ আবদুল ওহাব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ওহাব ১৬৯১ খৃঃ, আরবের নেজ্‌দ প্রদেশের অন্তর্গত এল আয়না নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যেরাই ওহাবী নামে বিখ্যাত।

ওহাবীরা গোঁড়া ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না। তাঁহাদের মতে মুহম্মদ ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্য, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, অতএব তিনি সাধারণ মনুষ্য হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তিনি পূজা পাইতে পারেন না।

ওহাবের প্রধানশিষ্য বা দাস আপন তরবারি প্রভাবে সমস্ত যেমেন প্রদেশে ওহাবী মত প্রচার করিয়াছিল। ওহাবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আবদুল আজিজ আপন পিতৃমত প্রায় সমস্ত আরবদেশে প্রচার করেন। ১৮০৩ ও ১৮০৪ খৃঃ, ওহাবীরা মক্কা ও মেদিনানগর জয় করিয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি লুট করিয়া লয়। এই সময়ে নবসংস্কারকগণ উত্তেজিত হইয়া প্রাচীন গোরস্থান সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে। ১৮১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ওহাবীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে মুহম্মদ আলীপাশা তাহাদিগের কবল হইতে মক্কা ও মেদিনা উদ্ধার করেন। কিন্তু ওহাবীদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই। ১৮১৪-১৮১৫ খৃঃ, তিনি ওহাবীদিগকে দমন করিবার জন্য আয়োজন করেন। তিনি কায়রো হইতে আপন পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ইব্রাহিমের আক্রমণে ওহাবীরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রধান নায়ক আবদুল্লা ইবন্ সাউদ্ পরাজিত হইলেন। এই সময়ে কতকগুলি ওহাবী ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক বিজ্ঞ মুসলমান্ ওহাবী মত গ্রহণ করিলেন।

খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে বিস্তর লোক ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। উনবিংশতাব্দীর মধ্যভাগে ওহাবীরা পাটনায় মিলিত হয়, তাহারা নানাস্থান হইতে ওহাবী সংগ্রহ করিয়া ইংরাজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, ধর্ম্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ হইতেছে শুনিয়া অনেক মুসলমানই

তাহাদের সহিত যোগ দিল। কেহ বা অর্থ দ্বারা, কেহ বা বাহু দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিল। সকলে পাটনা হইতে সিতানা গিরিমুখে অগ্রসর হইল। এইখানে ১৮৩৭ খৃঃ, ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং বিস্তর ইংরাজসৈন্য রণশয্যায় শয়ন করিল। যুদ্ধের সময়ে পাটনার ওহাবী মৌলবীরা মুসলমানদিগের সাহায্যের জন্য অনেক স্বর্ণ-মোহর ও হুণ্ডী পাঠাইয়াছিলেন। এখনও যদি কোথাও ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়, ওহাবীরা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লাতে নগরে নগরে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়া ইস্লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য আদায় করে। এইরূপে তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুসলমান যোদ্ধাদিগের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেয়। তাহারা ওহাবী, ফরাজী, হিদায়তী, মহদী বা নয়া-মুসলমান নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, বেল্লর, বাঙ্গালোর ও মহীসুরে অনেক ওহাবী বাস করে।

ওহে (অব্য) সম্বোধনসূচক শব্দ। সমবয়স্ক বা যাহার সহিত গুরুলঘু ভেদ না করিয়া ব্যবহার করা যায়, সেই সকল ব্যক্তিকেই 'ওহে' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারা যায়। অন্যত্র স্ত্রীলোকে, 'ওগো' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঔ

ঔ ১ স্বরবর্ণের চতুর্দ্দশ অক্ষর, ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে ত্রিবিধ, তাহাতেও আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দ্বিবিধভেদ আছে। কামধেনু তন্ত্রমতে ঔকার রক্তবিদ্যুল্লতাকার, কুণ্ডলী, পঞ্চপ্রাণ ও সদাশিবময়, ঈশ্বরসংযুক্ত ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ; এইবর্ণে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। ইহার লিখনপ্রণালী—'ওকারের মধ্য-স্থলে দক্ষিণদিক্ হইতে একটী রেখা ঊর্দ্ধগত হইয়া কিঞ্চিৎ বামদিগ্‌গত হইবে। ঐ সকল রেখায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবস্থান; মধ্যগত রেখা শক্তি।' (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র)

ঔকারের তন্ত্রোক্ত নাম,—শক্তিক, নাদ, তৈজস, বাম-জঙ্ঘক, মনু, ঊর্দ্ধগ্রহেশ, শঙ্কুকর্ণ, সদাশিব, অধোদন্ত, কণ্ঠৌষ্ঠ, সঙ্কর্ষণ, সরস্বত, আজ্ঞা ঊর্দ্ধমুখী, শান্ত, ব্যাপিনী, প্রকৃত, পয়ঃ, অনন্তা, জ্বালিনী, ব্যোমা, চতুর্দ্দশী, রতিপ্রিয়, নেত্র, আত্মকর্ষণী, জ্বালা, মালিনিকা ও ভৃগু। বীজবর্ণাভিধানে শেষদশন ও সত্যান্ত এই দুইটী অধিক নাম আছে। মাতৃকা-ন্যাসে অধোদন্তে ন্যাস করিবার বিধান থাকায়, 'অধোদন্ত' একটি নাম হইয়াছে। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ; যে ধাতুর ঔকার ইৎ যায়, তাহার উত্তর ইট্ হয় না। (ঔরনিট্। কবি° দ্রু°।)

ঔ (অব্য) ১ আহ্বান। ২ সম্বোধন। ৩ বিরোধ। ৪ নির্ণয়। (ঔ সম্বোধনে আখ্যাতং বিরোধে২পি সমীরিতম্। নির্ণয়ে অব্যয়মাহ্বানে। শব্দাব্ধি।) ৫ শূদ্রদিগের প্রণব। তন্ত্রসার ধৃত কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—'ঔকার নামক চতুর্দ্দশ স্বর অনুস্বার স্বরবিশেষের দ্বারা শূদ্রদিগের সেতু বলিয়া কথিত হয়।'

("চতুর্দ্দশস্বরো যোঽসৌ সেতুরৌকারসংজ্ঞিতঃ।
স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে।")

ঔ (পুং) ১ অনন্ত। ২ নিস্বন। (স্ত্রী) ৩ পৃথিবী। (স্ত্রী তু বিশ্বম্ভরায়াং স্যাৎ পুমাংস্ত নিস্বনে স্মৃতঃ। (মেদিনী)

ঔকৃথিক (ত্রি) উকৃথং সামাবয়বভেদং বেত্তি অধীতে বা ঔকৃথ-ঠক্। ১ উকৃথ নামক সামবেদাঙ্গের অধ্যেতা। ২ উকৃথবিজ্ঞাতা।

ঔক্ষ (ক্লী) উক্ষ্ণাং বৃষাণাং সমূহঃ, অণ্-টিলোপশ্চ। ১ বৃষসমূহ

ঔক্ষক (ক্লী) উক্ষ্ণাং সমূহঃ, উক্ষন্-বুঞ্ (গোত্রোক্ষোষ্ট্রো-রভ্ররাজন্যেতি। পা ৪। ২। ৩৯।) বৃষসমূহ। (ঔক্ষকং বৃষবৃন্দকে। শব্দাব্ধি।)

ঔখীয় (ত্রি) উখেন প্রোক্তমধীয়তে অণ্। উখলিখিত ব্রাহ্মণাধ্যায়ী।

ঔখ্য (ত্রি) উখায়াং নিষ্পন্নং, উখা-যৎ-স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ যাহা স্থালীতে পাক করা হইয়াছে, অন্নাদি। ২ নগরীবিশেষ।

ঔখ্যেয়ক (ত্রি) উখ্যায়াং জাতং, উখ্যা-ঢকঞ্ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪। ২। ৯৫) স্থালীপক্ক।

ঔগ্রসেনি (পুং) উগ্রসেনস্যাপত্যং পুমান্। উগ্রসেন-ইঞ্ উগ্রসেনের পুত্র কংস।

ঔঘ (পুং) ওঘ-স্বার্থে অণ্। জলসমূহ।

ঔচথ্য (পুং) উতথ্যস্যাপত্যম্ পুমান্ অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঔতথ্য, উতথ্য ঋষির পুত্র, ইহাঁর নাম দীর্ঘতমা।

ঔচিতী (স্ত্রী) উচিতস্য ভাবঃ, উচিত-ষ্যঞ্, ঙীষ্-য লোপঃ; (হলস্তদ্ধিতস্য। পা ৬। ৪। ১৫০।) ১ ঔচিত্য, উপযুক্ততা। ২ সত্য।

ঔচিত্য (ক্লী) উচিতস্য ভাবঃ, উচিত ষ্যঞ্। ১ উপযুক্ততা, যোগ্যতা। ২ সত্য।

ঔচ্চ (ত্রি) উচ্চস্য ভাবঃ, উচ্চ-অণ্। উচ্চতা।

ঔচ্চ্য (ত্রি) উচ্চ-ষ্যঞ্। উচ্চতা, উপরদিকের মাপ।

ঔচ্চৈঃশ্রবস (পুং) উচ্চৈঃ শ্রবস্ স্বার্থে অণ্। ইন্দ্রের অশ্ব। [উচ্চৈঃশ্রবা দেখ।]

ঔজস (ক্লী) ওজস্-স্বার্থে-অণ্। ওজঃ [ওজঃ দেখ।]

ঔজসিক (ত্রি) ওজসা বর্ত্ততে, ওজস্-ঠক্। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্।

ঔজস্য (ক্লী) ওজসো ভাবঃ, ওজস্-ষ্যঞ্। ১ তেজস্বিতা। ২ উগ্রতা।

ঔজ্জয়নক (ত্রি) উজ্জয়িন্যা ইদম্, উজ্জয়িনী-বুঞ্। উজ্জয়িনী-সম্বন্ধীয়।

ঔজ্জিহানি (পুং, ক্লী) উজ্জিহানস্য অপত্যম্, উজ্জিহান-ইঞ্। উজ্জিহানের পুত্রাদি।

ঔজ্জ্বল্য (ক্লী) উজ্জ্বলস্য ভাবঃ, উজ্জ্বল-ষ্যঞ্। ১ উজ্জ্বলতা। ২ দীপ্তি।

ঔড় (ত্রি) উন্দ-ক, নলোপঃ, দস্য ডঃ, ততঃ স্বার্থে অণ্। আর্দ্র।

ঔড়ব (পুং) ওড়ব-স্বার্থে অণ্। পঞ্চমস্বরমিশ্রিত রাগ। [ওড়ব দেখ।]

ঔড়বি (ত্রি) ওড়বমনুশীলয়তি, ওড়ব-ইঞ্। ওড়বরাগের অনুশীলনকারী।

ঔড়ুপ (ত্রি) উড়ুপেন নির্ব্বৃত্তম্, উড়ুপ-অণ্। (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ৭৫) চন্দ্রের দ্বারা উৎপন্ন। ২ ভেলার দ্বারা নিষ্পন্ন।

ঔড়ুপিক (ত্রি) উড়ুপেন প্লবেন তরতি, উড়ুপ-ঠক্। ১ উড়ুপের দ্বারা যে পার হইয়াছে। ২ (উড়ুপস্য ইদম্) উড়ুপসম্বন্ধীয়।

ঔড়ুম্বর (ক্লী) ১ কুষ্ঠ রোগবিশেষ ; এই কুষ্ঠ দাহ ও রক্তিমাযুক্ত কণ্ডূবিশিষ্ট এবং উড়ুম্বরতৈলসদৃশবর্ণযুক্ত। [ইহার চিকিৎসাদি কুষ্ঠে দেখ।] ২ তাম্র। ৩ তাম্রপাত্র। (ত্রি) উড়ুম্বর কাষ্ঠসম্বন্ধীয়। ৪ (পুং) চতুর্দ্দশ যমান্তর্গত যমবিশেষ। ৫ তপস্বিবিশেষ। ৬ দেশবিশেষ।

ঔড়ুলোমি (পুং, স্ত্রী) উড়ুলোম্নোঽপত্যম্। উড়ুলোমন্-ইঞ্। উড়ুলোমার পুত্রাদি।

ঔড্র (পুং) ওড্রদেশানাং রাজা, ওড্র-অণ্। ১ ওড্রদেশের রাজা। ২ ওড্রদেশবাসী।

ঔৎকণ্ঠ (ক্লী) উৎকণ্ঠা-স্বার্থে-ষ্যঞ্। উৎকণ্ঠা।

ঔৎকর্ষ্য (ক্লী) উৎকর্ষস্য ভাবঃ, উৎকর্ষ-ষ্যঞ্। উৎকর্ষতা।

ঔত্তমি (পুং) উত্তমস্যাপত্যম্, উত্তম-ইঞ্। ১ উত্তমের পুত্র মনুবিশেষ। ২ (ত্রি) উত্তম সম্বন্ধীয়।

ঔত্তমেয় (পুং) উত্তম-ঢক্। [ঔত্তমি দেখ।]

ঔত্তর (ত্রি) উত্তরতি অস্মাৎ, উৎ-তৄ-অপ্-স্বার্থে-অণ্। উত্তীর্ণকারী।

ঔত্তরপথিক (ত্রি) উত্তরপথেন গচ্ছতি, উত্তরপথ-ঠক্। ১ উত্তর পথে গমনকারী। ২ (উত্তরপথেন আহৃতম্) উত্তর পথের দ্বারা আহৃত বস্তু। ৩ উপাসকবিশেষ।

ঔত্তরপদিক (ত্রি) উত্তরপদং গৃহ্ণাতি, উত্তরপদ-ঠক্। যে উত্তর পদ গ্রহণ করে।

ঔত্তরবেদিক (ত্রি) উত্তরবেদ্যাং ভবঃ। উত্তরবেদী-ঠক্। উত্তরবেদীতে উৎপন্ন কর্ম্মাদি।

ঔত্তরাধর্য্য উত্তরাধরাণাং ভাবঃ, উত্তরাধর-ষ্যঞ্। ঊর্দ্ধনিম্নতা।

ঔত্তরাহ (ত্রি) উত্তরস্মিন্ ভবঃ, উত্তর-আহঞ্। (উত্তরাদাহঞ্। পা ৪। ২। ১০৪। বার্ত্তিক ৮।) উত্তর কালাদিতে উৎপন্ন।

ঔত্তরেয় (পুং) উত্তরায়া অপত্যং পুমান্ উত্তরা ঢক্। অভিমন্যুপত্নী উত্তরার পুত্র, পরীক্ষিৎ।

ঔত্তানপাদ (পুং) উত্তানপাদস্য অপত্যং পুমান্, উত্তানপাদ-অণ্। উত্তানপাদ রাজার পুত্র, ধ্রুব। [ধ্রুব দেখ।]

ঔত্তানপাদি (পুং) উত্তানপাদস্যাপত্যং পুমান্, উত্তানপাদ-ইঞ্। ধ্রুব।

ঔৎপত্তিক (ত্রি) উৎপত্ত্যা অবিযুক্তঃ উৎপত্তি ঠক্। ১ নিত্য সম্বন্ধ ; শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, সেই নিত্য সম্বন্ধকে ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ বলিয়া থাকে। ২ স্বভাব।

ঔৎপাত (ত্রি) উৎপাতস্য ইদম্, উৎপাত-অণ্। ১ উৎপাত সম্বন্ধীয়। ২ উৎপাতজ্ঞাপক শাস্ত্রবিশেষ।

ঔৎপাতিক (ত্রি) উৎপাতে ভবঃ, উৎপাত-ঠক্। ১ দৈব বিপত্তি জন্য ; দৈববিপত্তিকালে যাহা উৎপন্ন হয়। ২ (উৎপাতায় প্রভবতি, ঠক্) উৎপাতসম্পাদক।

ঔৎপাদ (ত্রি) উৎপাদং তদাবেকগ্রন্থং বা বেত্তি অধীতে বা অণ্। ১ উৎপাদবেত্তা। ২ উৎপাদজ্ঞাপক গ্রন্থাধ্যায়ী। ৩ (উৎপাদে ভবঃ, অণ্) উৎপাদ জন্য।

ঔৎপুট (ত্রি) উৎপুটেন নির্ব্বৃত্তম, উৎপুট-অণ্ ; (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২ ৭৫।) প্রফুল্ল; প্রস্ফুটিত।

ঔৎপুটিক (ত্রি) উৎপুটেন হরতি, উৎপুট ঠক্ (হরত্যুৎসঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪। ১৫।) ঠোঁট বা মুখের দ্বারা হরণকর্ত্তা

ঔৎস (ত্রি) উৎসে ভবঃ, উৎস-অণ্। ১ প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন। ২ (উৎসস্য ইদম্, অণ্) উৎসসম্বন্ধীয়।

ঔৎসঙ্গিক (ত্রি) উৎসঙ্গেন হরতি, উৎসঙ্গ-ঠক্ (হরত্যুৎসঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪। ১৫।) যে ক্রোড় দ্বারা হরণ করে।

ঔৎসর্গিক (ত্রি) উৎসর্গস্য ভাবঃ, উৎসর্গ-ঠঞ্। সামান্য বিধিযোগ্য। ২ ছাড়িয়া দেওয়া। ৩ দেবপূজাদির শেষে উৎসর্গসম্বন্ধীয়।

ঔৎসায়ন (পুং) উৎসস্যাপত্যং পুমান্, উৎস-ফঞ্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) উৎস ঋষিবংশীয়।

ঔৎসুক্য (ক্লী) উৎসুকস্য ভাবঃ, উৎসুক-ষ্যঞ্। ১ উৎকণ্ঠা। ২ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারী ভাববিশেষ, তাহার লক্ষণ—

"ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা।
চিত্ততাপত্বরাস্বেদ-দীর্ঘনিশ্বসিতাদিকৃৎ ॥"

(সাহিত্য দ° ৩। ১৫৬।)

প্রিয়জনের অপ্রাপ্তি জন্য ঔৎসুক্য উপস্থিত হয়, তাহাতে কালক্ষেপ, অধৈর্য্য, মনস্তাপ, ব্যস্ততা, স্বেদোদ্গম ও দীর্ঘ নিশ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩ ইচ্ছা। ৪ আগ্রহ।

ঔদক (ত্রি) উদকেন পূর্ণ তদস্যাস্তি, উদকস্য ইদং বা, অণ্। ১ জলপূর্ণ কুম্ভযুক্ত। ২ জলীয়, জলসম্বন্ধীয়।

ঔদকি (পুং স্ত্রী) উদকস্যাপত্যম্, উদক-ইঞ্। উদক নামক ঋষির পুত্রাদি।

ঔদঙ্কি (পুং স্ত্রী) উদঙ্কস্যাপত্যং, উদঙ্ক-ইঞ্। উদঙ্ক ঋষির পুত্রাদি।

ঔদজ্ঞায়নি (পুং) উদজ্ঞস্যাপত্যম্, উদজ্ঞ ফিঞ্; (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) উদজ্ঞ ঋষির পুত্রাদি।

ঔদঞ্চন (ত্রি) উদচ্যতে উৎক্ষিপ্য ধ্রিয়তেঽস্মিন্; ইতি উদঞ্চনো জলাধারস্তস্যেদম্, অণ্। জলাধারস্থিত জল।

ঔদঞ্চনক (ত্রি) উদঞ্চন-বুঞ্ (বুঞ্ছণ্কঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০।) জলাধারের নিকটস্থ স্থানাদি।

ঔদঞ্চবি (পুং স্ত্রী) উদঞ্চোপরত্যং ইঞ্। উদঞ্চু ঋষির পুত্রাদি।

ঔদঞ্চি (পুং স্ত্রী) উদঞ্চস্যাপত্যম্, ইঞ্। উদঞ্চ ঋষির পুত্রাদি।

ঔদনিক (ত্রি) ওদনং শিল্পমস্য, ওদন ঠঞ্। সূপকার, পাচক।

ঔদন্য (পুং) মুণ্ডিত ঋষি।

ঔদন্যি (পুং) ওদন্যস্যাপত্যং পুমান্, ঔদন্য-ইঞ্। ঔদন্য ঋষির পুত্র।

ঔদপান (ত্রি) উদপানাদাগতঃ, উদপান-অণ্, (শুণ্ডিকাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।৭৬।) ১ রাজগ্রাহ্য করাদি। ২ (উদপানে তন্নামক গ্রামভেদে ভবঃ, অণ্) উদপান গ্রাম সম্বন্ধীয়। ৩ জলধার সম্বন্ধীয়।

ঔদমেধীয় (ত্রি) উদমেধেরিদম্, উদমেধি-ছ; (রৈবতিকাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।৩।১৩১।) উদমেধি সম্বন্ধীয়।

ঔদমেয়ি (পুং) উদমেয়স্যাপত্যং পুমান্ উদমেয়-ইঞ্ উদমেয়ের পুত্র।

ঔদয়িক (ত্রি) উদয়ে লগ্নকালে ভবঃ, উদয় ঠঞ্। লগ্নকালোৎপন্ন।

ঔদরিক (ত্রি) উদরে প্রসিতঃ, উদর ঠক্। ১ উদরপূরণের জন্য সামর্থ্য না থাকায় কেহ নিন্দা করিলেও তাহার প্রতি হিংসাশূন্য পেটুক। ২ সাধারণ পেটুক মাত্র।

ঔদর্য্য (ত্রি) উদরে ভবঃ, যৎ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ উদরস্থিত অনলাদি। ২ অভ্যন্তর প্রবিষ্ট।

ঔদল (পুং) ঋষিবিশেষ; ইনি চিকিতাদি ছয় প্রবরান্তর্গত একজন ঋষি।

ঔদবাপি (পুং, স্ত্রী) উদবাপস্যাপত্যম্। উদবাপ-ইঞ্। উদবাপের পুত্রাদি।

ঔদবাপীয় (ত্রি) ঔদবাপেরিদম্-ছ। ঔদবাপি সম্বন্ধীয়।

ঔদবাহি (পুং) উদবাহস্যাপত্যং, উদবাহ-ইঞ্। ঋগ্বেদীদিগের তর্পণীয় ঋষিবিশেষ।

ঔদশ্বিত (ক্লী) উদশ্বিৎ অণ্, (উদশ্বিতো ঽন্যতরস্যাম্। পা ৪।২।১৯।) লবণজল দ্বারা সংস্কৃত ঘোল।

ঔদশ্বিত্ক (ক্লী) উদশ্বিত-ঠক্; (উদশ্বিতোঽন্যতরস্যাম্। পা ৪।২।১৯) ঠস্য ক, (ইসুসুক্তান্তাৎ কঃ। পা ৭।৩।৫১।) অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল।

ঔদস্থান (ত্রি) উদস্থানং শীলমস্য-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) জলবাসশীল, যে জলে বাস করে।

ঔদার্য্য (ক্লী) উদারস্য ভাবঃ, উদার-ষ্যঞ্। ১ উদারতা। ২ বাক্যের গুণবিশেষ, বাক্যের অর্থ গৌরব। ৩ সাত্বিক নায়কের গুণবিশেষ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটি নায়কের স্বাভাবিক গুণ। নিরন্তর বিনীত ভাবকেই ঔদার্য্য বলে। ৪ বেদান্তোক্ত মনোবৃত্তি বিশেষ। পঞ্চদশীতে লিখিত আছে,—শান্ত, ঘোরা ও মূঢ়া এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি; তন্মধ্যে বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যকে ঘোরা কহে।

ঔদাসীন্য (ক্লী) উদাসীনস্য ভাবঃ, উদাসীন-ষ্যঞ্। ১ উদাসীনতা, বিপদ্ সম্পদে উপেক্ষা। ২ রহিত হওয়া, না থাকা। ৩ অনুরাগের নিবৃত্তি।

ঔদাস্য (ক্লী) উদাসস্য ভাবঃ, উদাস-ষ্যঞ্। ১ বৈরাগ্য। ২ অনুরাগাদি শূন্যতা। ৩ অমনোযোগ। ৪ অবজ্ঞা, উপেক্ষা।

ঔদীচ্য, গুজরাটের ব্রাহ্মণ শ্রেণীবিশেষ। ইহারা ১১ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ সিদ্ধপুর ঔদীচ্য, ২ সিহোর ঔদীচ্য, ৩ তোলকীয় ঔদীচ্য, ৪ কুনবিগর, ৫ মোচিগর, ৬ দর্জ্জিগর, ৭ গন্ধর্ব্বগর, ৮ কোলিগর, ৯ মাড়বারী ঔদীচ্য, ১০ কচ্ছী ঔদীচ্য, ১১ রাগদীয় ঔদীচ্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিতের কার্য্য করে। অনেকে নীচ জাতি পৌরোহিত্য করায় সম্ভ্রান্তলোকেরা ইহাঁদের হাতে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।

ঔদীচ্যেরা কচ্ছ, গুজরাট ও কাম্বে উপসাগরের উপকূলে

বাস করে। ইহারা আবশ্যকমত সকলপ্রকার কার্য্যই করিয়া থাকে।

এই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম তিন শাখাই জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা নীচ জাতির যজন করেন না। ইহাদের মধ্যে শাখাভেদে পরস্পর বিবাহাদি প্রচলিত নাই।

ঔডুম্বর (ত্রি) উডুম্বর-অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪।১ যজ্ঞডুম্বুর সম্বন্ধীয়।

(পুং) ২ উডুম্বরস্য বিকারঃ, উডুম্বর-অণ্। উডুম্বরপাত্র। ৩ উলূখল। (ঔডুম্বর (উলূখলঃ। হেম ৩৫৯০।) ৪ উডম্বরাঃ সন্ত্যস্মিন্ দেশে, (তদস্মিন্নস্তীতি দেশে তন্নাম্নি। পা ৪।২। ৬৭) যে দেশে উডুম্বর জন্মে। মহাভারতোক্ত দেশবিশেষ। (সভা ৫১।১৩)। বরাহমিহিরের বর্ণনায় এইরূপ অনুমান হয় যে, এই জনপদ সম্ভবতঃ পঞ্জাব প্রদেশে ছিল। কাহারও মতে, বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত নুরপুর তহশীলের প্রচীন নাম দহম্বরী বা ঔডুম্বর ছিল। (Archœological Survey of India. Vol. XIV. 116,)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ঔডুম্বর নামে আর একটি জনপদ ছিল, পাশ্চাত্য ভৌগলিক পেরিপ্লাস্ সেই স্থানকে মোম্বরস্ (Mombaros) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এই জনপদ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কচ্ছ প্রদেশে বলিয়া অনুমান করা যায়।

৫ যমের মূর্ত্তিবিশেষ। ৬ কৌশিক মুনির শাখা। (ক্লী) ৬ যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠ। ৭ যজ্ঞডুম্বুর ফল। ৮ কুষ্ঠবিশেষ। [কুষ্ঠ দেখ] ৯ তত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১০ উডুম্বরশাখা।

ঔডুম্বরক (পুং) উডুম্বরস্য বিষয়ো দেশঃ, উডুম্বর-বুঞ্। ১ উডুম্বরবিষয় দেশ। ২ (ক্লী) (উডুম্বরাণাং সমূহঃ, বুঞ্) উডুম্বর সমূহ।

ঔডুম্বরায়ণ (পুং) উডুম্বরস্য অপত্যং পুমান্, উডুম্বর-ফক্। উডুম্বরবংশীয়।

ঔডুম্বরি (পুং) উডুম্বরস্যাপত্যং পুমান্, উডুম্বর-ইঞ্। উডুম্বরবংশীয়।

ঔদ্‌গাত্র (ক্লী) উদ্‌গাতুর্ধর্ম্ম্যম্, উদ্‌গাতৃ-অঞ্। ১ উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিকের কর্ত্তব্য। ২ উদ্‌গাতার কর্ম্ম।

ঔদ্‌গাহমানি (পুং) উদ্‌গাহমানস্য অপত্যং পুমান্, উদ্‌গাহমান-ইঞ্। উদ্‌গাহমানবংশীয়।

ঔদ্‌গ্রভণ (ত্রি) উদ্‌গ্রহণায় সাধু, উদ্‌গ্রহণ-অণ্, ছান্দসত্বাং হস্য ভঃ। উর্দ্ধগ্রহণের উপযুক্ত।

ঔদ্দণ্ডক (ত্রি) উদ্দণ্ড-বুঞ্। উদ্দণ্ডের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

ঔদ্দালক (ক্লী) উদ্দালেন সঞ্চিতম্, উদ্দাল-অণ্-সংজ্ঞায়াং, কন্। ১বল্মীক-কীটসঞ্চিত মধু; বল্মীকমধ্যস্থ কপিলবর্ণ কীটগণ অল্প কপিলবর্ণ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহার নাম ঔদ্দালক মধু। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কটু ও কুষ্ঠরোগবিনাশক (ভাবপ্র°)। ২ তীর্থবিশেষ এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

ঔদ্দালকায়ন (পুং) উদ্দালকস্যাপত্যম্ পুমান্, উদ্দালক-ফক্। ১ উদ্দালক ঋষিবংশীয়।

ঔদ্দালকি (পুং) উদ্দালকস্যাপত্যম্ পুমান্, উদ্দালক-ইঞ্। উদ্দালকপুত্র, গৌতম ঋষি।

ঔদ্দেশিক (ত্রি) উদ্দেশস্য ইদম্, উদ্দেশ-ঠক্। উদ্দেশসম্বন্ধীয়।

ঔদ্ধত্য (ক্লী) উদ্ধতস্যভাবঃ, উদ্ধত-ষ্যঞ্। অবিনীতভাব, ধৃষ্টতা।

ঔদ্ধারিক (ত্রি) উদ্ধারাৎ প্রভবতি, উদ্ধার-ঠঞ্। উদ্ধারের জন্য যাহা প্রদত্ত হয়।

("বিপ্রস্যৌদ্ধারিকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতঃ।" মনু ৯।১৫০)

ঔদ্ধারি (পুং) উদ্ধারস্য ঋষেরপত্যম্, ইঞ্। উদ্ধার ঋষির পুত্র, খণ্ডিক ঋষি।

ঔদ্ভিজ্জ (ক্লী) উদ্-ভিদ্-জন-ড-স্বার্থে অণ্। পাঙ্গা লবণ। [ঔদ্ভিদ্ দেখ।]

ঔদ্ভিদ (ক্লী) উদ্ভিদ-স্বার্থে অণ্। ১ পাঙ্গা লবণ। ২ সম্ভরি লবণ। এই লবণ স্বয়ংই ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ খনিজ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বমনকারক, বায়ুর অনুলোমক, তিক্ত, কটু; কোষ্ঠবদ্ধতা, আনহ ও শূলনাশক।

৩ জলবিশেষ, যে জল নিম্নভূমি হইতে উপরদিকে উত্থিত হয় অর্থাৎ জলাশয়স্থ জল। বৈদ্যকোক্ত এই জলের গুণ—মধুর, পিত্তনাশক ও অবিদাহী। সুশ্রুতে লিখিত আছে, বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের অভাব হইলে ঔদ্ভিদ অর্থাৎ কূপ তড়াগাদির জল ব্যবহার করিবে।

৪ বৃক্ষাদি জাত দ্রব্য। বৈদ্যকে বৃক্ষাদি হইতে মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, নির্য্যাস, ডাঁটা, রস, পল্লব, ক্ষার, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভস্ম, তৈল, কণ্টক, পত্র, কন্দ ও অঙ্কুর; এই সকল দ্রব্যের গ্রহণ বিধি আছে। (চরক° সূত্র°)

ঔদ্ভিদ্য (ক্লী) উদ্ভিদো ভাবঃ, উদ্ভিদ-ষ্যঞ্। বৃক্ষাদির উৎপত্তি।

ঔদ্যাব (ত্রি) উদ্যাবস্য ব্যাখ্যানোগ্রন্থঃ, উদ্যাবে ভবো বা, উদাব-অণ্। ১ উদ্যাব ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ২ উদ্যাবজাত।

ঔদ্বাহিক (ক্লী) উদ্বাহ কালে লব্ধম্, উদ্বাহ-ঠঞ্। বিবাহে প্রাপ্তবস্ত, স্ত্রীধন। এই ধনে জ্ঞাতিগণের অংশ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"পিতৃধনের ক্ষতি না করিয়া, যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে, অথবা মিত্র হইতে বা উদ্বাহকালে যাহা প্রাপ্ত হয়, জ্ঞাতিগণের তাহাতে অংশ নাই।

"পিতৃদ্রব্যাবিনাশেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জয়েৎ।
মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব দায়াদানাং ন তদ্ ভবেৎ॥"

ঔদ্বেপ (ত্রি) উদ্বেপ-অণ্। ১ উদ্বেপ সম্পাদিত। উদ্বেপের নিকটবর্ত্তি দেশাদি।

ঔধস (ত্রি) উধস-ইদম্, উধস-অণ্। ১ উধস্ সম্বন্ধীয়। ২ (ক্লী) পশু-দুগ্ধ।

ঔধস্য (ক্লী) উধসি ভবং, উধস্-ষ্যঞ্। পশু দুগ্ধ।

ঔন্নত্য (ক্লী) উন্নতস্য ভাবঃ, উন্নত-ষ্যঞ্। ১ উন্নতি। ২ উচ্চতা।

ঔন্নেত্র (ক্লী) উন্নেতুঃ কর্ম্ম ভাবো বা, উন্নেতৃ-অণ্। ১ উন্নেতার কার্য্য, উন্নয়ন, উত্তোলন। ২ উন্নেতৃত্ব।

ঔপকর্ণিক (ত্রি) উপকর্ণে ভবঃ, উপকর্ণ-ঠক্। কর্ণ সমীপে উৎপন্ন।

ঔপকলাপ্য (ত্রি) উপকলাপে ভবম্, উপকলাপ-ঞ্য। কলাপ সমীপবর্ত্তী।

ঔপকায়ন (পুং) উপকস্যাপত্যম্ পুমান্, উপক-ফক্। উপকবংশীয়।

ঔপকুলিক (ত্রি) উপকূলস্য ইদম্, উপকূল-ঠক্। উপকূল সম্বন্ধীয়।

ঔপগব (পুং) উপগোরপত্যম্ পুমান্, উপগোরিদম্ বা; উপগু-অণ্। ১ উপগুর পুত্র, উপগুবংশীয়। ২ উপগুসম্বন্ধীয়।

'উপগু' গোপজাতির নামান্তর, লক্ষণাশক্তিদ্বারা তাহার পুরোহিতকেও বুঝায়; আরও হারিত বচনে উক্ত আছে,—

"যং বর্ণং যাজয়েদ্ যস্ত স তদ্বর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

যে যে বর্ণের যাজক, তাহারও সেই বর্ণত্ব জন্মিয়া থাকে। (হারিত।)

ঔপগবক (ক্লী) ঔপগবানাং সমূহঃ, ঔপগব-বুঞ্ (গোত্রোক্ষোরস্রেতি। পা ৪।২।৩৯।) ঔপগব সমূহ।

ঔপগবি (পুং) উপগবস্য গীষ্পতেরপত্যম্ পুমান্, উপগব-ইঞ্। ১ গীষ্পতিপুত্র। ২ বৃহস্পতিছাত্র উদ্ধব।

ঔপগ্রস্তিক (পুং) উপগ্রস্তং গ্রাসকালং ভূতঃ, ঠঞ্। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য।

ঔপগ্রহিক (পুং) উপগ্রহ-ঠঞ্। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্য্য।

ঔপচারিক (পুং) উপচার। ২। (ত্রি) (উপচারস্য ইদম্, ঠঞ্) উপচার সম্বন্ধীয়।

ঔপছন্দসিক (ত্রি) উপছন্দসানিবৃত্তম্, উপছন্দস্-ঠক্। ১ প্রিয়বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন। ২ (ক্লী) মাত্রাবৃত্ত বিশেষ;—

"ষড্ বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমে স্যুর্নো নিরন্তরাঃ।
ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তেরলৌ গুরুঃ॥
পর্য্যন্তে যৌ তথৈব শেষমৌপচ্ছন্দসিকং সুধীভিরুক্তম্॥"

বিষম অর্থাৎ প্রথম তৃতীয়পাদে ৬ মাত্রা ও সম অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ পাদে ৮ আট মাত্রা থাকিলে এবং ঐ সমস্ত মাত্রা কেবল লঘু বা কেবল গুরু না হইলে, অথচ সম অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ মাত্রা তৃতীয়াদি মাত্রার আশ্রিত না হইলে এবং পরিশেষে র (মধ্যবর্ণ লঘু ও তাহার উভয়পার্শ্বস্থ দুইটী গুরু-বর্ণবিশিষ্ট অক্ষরত্রয়ের নাম র) একটি লঘু ও একটি গুরু বর্ণ থাকিলে, তাহাকে বৈতালীয় ছন্দঃ কহে। এই বৈতালীয়ের প্রতিপাদের শেষভাগে য (আদ্যক্ষর লঘু ও পরবর্ত্তী অক্ষরদ্বয় গুরু হইলে তাহার নাম য) ও র গণ থাকিলে ঔপছন্দসিক বৃত্ত হয়।" (বৃত্তর°) ৩ পুষ্পিতাগ্রা নামক ছন্দঃ। [পুষ্পিতাগ্রা দেখ।]

("পুষ্পিতাগ্রাভিধং কেচিদৌপচ্ছন্দসিকং বিদুঃ।" বৃত্তর°।)

কেহ কেহ পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তকেই ঔপছন্দসিক বলেন।

ঔপজানুক (ত্রি) উপজানু জানুসমীপে ভবঃ, উপজানু-ঠক্। জানুর সমীপবর্ত্তী।

ঔপতস্বিনি (পুং) উপতস্বিনস্যাপত্যম্ পুমান্, উপতস্বিন-ইঞ্। উপতস্বিন-পুত্র, রাম নামক ঋষিবিশেষ।

ঔপদেশিক (ত্রি) উপদেশেন জীবতি, উপদেশ-ঠঞ্ (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) ১ উপদেশোপজীবী। ২ (উপদেশেন প্রাপ্তঃ ঠক্) উপদেশানুসারে প্রাপ্ত।

ঔপদ্রবিক (ত্রি) উপদ্রবমধিকৃত্য কৃতঃ, উপদ্রব-ঠক্ উপদ্রববিষয়ক গ্রন্থ; যাহাতে উপদ্রবের বিষয় বর্ণিত আছে। ("অথাত ঔপদ্রবিকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" সুশ্রুত।)

ঔপদ্রষ্ট্য (পুং) উপদ্রষ্ট্ স্বার্থে ষ্যঞ্। পুরুষমেধযজ্ঞীয় দেববিশেষ

ঔপধর্ম্ম্য (ক্লী) উপধর্ম্মস্য ইদম্, উপধর্ম্ম-ষ্যঞ্। ১ উপধর্ম্ম-ষ্যঞ্। ১ উপধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ২ (স্বার্থে ষ্যঞ্) (পুং) উপধর্ম্ম।

ঔপধেনব (পুং) উপধেনোরপত্যম্ পুমান্, উপধেনু-অণ্। ধন্বন্তরি-শিষ্য ঋষিবিশেষ।

ঔপধেয় (ক্লী) উপধি-স্বার্থে ঢঞ্, (ছদিরুপধিবলের্ঢঞ্। পা ৫।১।২৩।) রথের অবয়ববিশেষ।

ঔপনায়নিক (ত্রি) উপনয়নং প্রয়োজনমস্য, উপনয়ন-ঠক্, দ্বিপদবৃদ্ধিশ্চ; অথবা উপনায়ন-ঠক্। ১ উপনয়নে প্রয়োজনীয় বিধান। ২ (উপনয়নায় হিতম্, ঠক্) উপনয়ন-সাধক দ্রব্যাদি।

ঔপনাসিক (ত্রি) উপনাসং ভবঃ, উপনাস-ঠঞ্। নাসিকার সমীপজাত।

ঔপনিধিক (ক্লী) উপনিধি-স্বার্থে ঠঞ্। ১ কি দ্রব্য তাহা প্রকাশ না করিয়া যাহা অপরের নিকট রাখিতে দেওয়া হয়। ২ ভোগ করিবার জন্য প্রীতিপূর্ব্বক যে দ্রব্য অর্পিত হয়।

ঔপনিষৎক (ত্রি) উপনিষদাজীবতি, উপনিষদ্‌-টক্ (বেত-নাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) উপনিষদুক্ত উপদেশানুসারে যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ঔপনিষদ (পুং) উপনিষদ্‌-অণ্। ১ উপনিষদ্ মাত্রের বেদ্য পরমাত্মা। ২ (ত্রি) ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয়। ৩ (ত্রি) ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যাদি। ৪ উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম। ৫ উপনিষদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাদি।

ঔপনীবিক (ত্রি) উপনীবি নীবিসমীপে ভবঃ, উপনীবি-ঠক্। কটীদেশের সমীপবর্ত্তী।

ঔপপক্ষ্য (ত্রি) উপপক্ষস্য ইদম্, উপপক্ষ-ষ্যঞ্। বহুমূল্য সম্বন্ধীয়।

ঔপপত্তিক (ত্রি) উপপত্ত্যা-কৃতম্, উপপত্তি-ঠক্। যুক্তিযুক্ত।

ঔপপাতিক (ত্রি) উপপাতেন সংস্পৃষ্টঃ, উপ-পাত-ঠক্। গোবধাদি উপপাতকে যে লিপ্ত।

ঔপপাদুক (ত্রি) উপপাদুকস্য ইদম্, উপপাদুক-ঠক্। ১ দেবদেহসম্বন্ধীয়। ২ নারকিদেহসম্বন্ধীয়।

ঔপবাহবি (পুং) উপবাহোরপত্যম্ পুমান্, উপবাহু-ইঞ্। উপবাহুবংশীয়।

ঔপভৃত (ত্রি) উপভৃতা পাত্রেণ সঞ্চিতঃ,উপভৃৎ-অণ্। ১ অশ্বত্থকাষ্ঠের যজ্ঞপাত্রে সঞ্চিত। ২ (উপভৃত ইদম্) উপভৃৎসম্বন্ধীয়।

ঔপমন্যব (পুং) উপমন্যোরপত্যম্ পুমান্, উপমন্যু-অঞ্। উপমন্যুপুত্র।

ঔপমিক (ত্রি) উপময়া নির্দ্দিষ্টঃ, উপমা-ঠক্। উপমা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিষয়।

ঔপম্য (ক্লী) উপমা এব, স্বার্থে ষ্যঞ্। সাদৃশ্য; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অনুকার, অনুহার, সাম্য, তুলা, উপমা, কক্ষ, উপমান। চরকসংহিতায় লিখিত আছে, "একের দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য প্রকাশকে ঔপম্য কহে।" (চরক০ বিমান০।)

ঔপযজ (ত্রি) উপযজ-ইদম্, উপযজ-অণ্। পশুযজ্ঞ সম্বন্ধীয়।

ঔপয়িক (ত্রি) উপায়েন জাতঃ, উপায়-ঠক্,হ্রস্বশ্চ। ১ ন্যায্য। ২। উপযুক্ত। ৩ (স্বার্থে ঠক্) উপায়।

("শিবমৌপয়িকং গরীয়সীম্।" ভারবি ২।৩৫।)

ঔপযৌগিক (ত্রি) উপযোগঃ প্রয়োজনমস্য, উপযোগ-ঠঞ্। উপযোগ জন্য।

ঔপরাজিক (ত্রি) উপরাজ-ঠঞ্, (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্ ঞিঠৌ। পা ৪।২।১১৬।) ১ রাজসমীপসম্বন্ধীয়। ২ রাজসদৃশসম্বন্ধীয়।

ঔপরাধ্য্য (ক্লী) উপরাধয়স্য কর্ম্ম ভাবো বা, উপরাধয়-ষ্যঞ্ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪।) ১ উপসেবকের কার্য্য। ২ উপসেবকতা।

ঔপরিষ্ট (ত্রি) উপরিষ্টাৎ ভবঃ, উপরিষ্ট-অণ্। উপরে উৎপন্ন।

ঔপরৈধিক (পুং) উপরেধঃ প্রয়োজনমস্য, উপরেধ-ঠক্। পিলুদণ্ড। (পৈলবস্ত্বৌপরৈধিকঃ। হেম ৩।৪৭৯।)

ঔপরোধিক (পুং) উপরোধঃ প্রয়োজনমস্য, উপরোধ-ঠক্। ১ পিলুদণ্ড। ২ উপরোধসম্বন্ধীয়।

ঔপল (ত্রি) উপলাদাগতঃ, উপল-অণ্ (শুণ্ডিকাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।৭৬।) ১ উপল হইতে আগত। ২ (উপলস্য ইদম্) প্রস্তরসম্বন্ধীয়।

ঔপবসথিক (ত্রি) উপবসথে ভবঃ উপবসথ-ঠঞ্। উপবসথে কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি। [উপবসথ দেখ।]

ঔপবসথ্য (ত্রি) উপবসথে ভবঃ,উপবসথ-ষ্যঞ্। ১ উপবসথে কর্ত্তব্য। ১ (উপবসথস্য ইদম্) উপবাসসম্বন্ধীয়।

ঔপবস্ত্র (ক্লী) উপবস্ত্র-অণ্। উপবাস। (ঔপবস্ত্রউপবাসঃ। হেম ৩।৫০৬।)

ঔপবাস (ত্রি) উপবাসে দীয়তে, উপবাস-অণ্, (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭।) ১ উপবাসব্রতে দেয় বস্তু। ২ (উপবাসস্য ইদম্) উপবাস সম্বন্ধীয়।

ঔপবাসিক (ত্রি) উপবাসে সাধু, উপবাস ঠঞ্; (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।২০৩।) ১ উপবাসের উপযোগী। ২ (উপবাসায় প্রভবতি) উপবাস সমর্থ।

ঔপবাস্য (ক্লী) উপবাস-স্বার্থে-ষ্যঞ্। উপবাস।

("লক্ষ্মণেন যদানীতং পীত্বা বারি সমাহিতঃ।
উপবাস্যং তদাকর্ষীদ্রাঘবঃ সহ সীতয়া॥"
রামা০ ২-৮৭ অঃ।)

ঔপবাহ্য (পুং) উপবাহ্য-স্বার্থে-অণ্। ১ উপবাহন, রথাদি।

ঔপবিন্দবি (পুং) উপবিন্দোরপত্যম্ পুমান্; উপবিন্দু-ইঞ্। উপবিন্দু পুত্র।

ঔপবেশিক (ত্রি) উপবেশেন জীবতি, উপবেশ-ঠঞ্। (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) বেশের দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, বহুরূপী।

ঔপশ্লেষিক (ত্রি) উপশ্লেষেণ নিবৃত্তিঃ, উপ-শ্লেষ-ঠক্। আধারবিশেষ, যাহার একদেশমাত্রে আধেয় অবস্থান করে। (ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকো ঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা।" "সপ্তম্যধিকরণে" ইত্যস্যবৃত্তৌ সি০ কৌ০।) সিদ্ধান্তকৌমুদিতে ত্রিবিধ আধার লিখিত আছে—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক।

ঔপসংক্রমণ (ত্রি) উপসংক্রমণে দীয়তে, উপসংক্রমণ-অণ (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭।)) উপসংক্রমণে দেয় বস্তু। [উপসংক্রমণ দেখ।]

ঔপসংখ্যানিক (ত্রি) উপসংখ্যানস্য ইদম্, উপসংখ্যান-ঠক্। উপসংখ্যান সম্বন্ধীয়। [উপসংখ্যান দেখ।]

ঔপসদ (পুং) উপসৎ শব্দোঽস্ত্যস্মিন্, উপসদ্-অণ্ (বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।২।৬১।) ১ উপসদ্ শব্দ যুক্ত স্বাধ্যায় বা অনুবাক্। ২ (উপসদ্ সমীপস্থানং তৎ অস্ত্যাস্তি, অণ্।) দ্বন্দ্ব।

ঔপসর্গিক (পুং) উপসর্গ-ঠক্। ১ সন্নিপাতজ রোগ। বৈদ্যক মতে,—কফ, অনুলোম বায়ু ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া রোগৎপাদন করিলে রোগী স্বেদ শীতলতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু প্রতিলোম হইলে কিছু স্বাস্থ্য বোধ করে; ইহাকেই ঔপসর্গিক বা সন্নিপাতজ রোগ কহে। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাধির নিদানাদি দ্বারা যে অপর ব্যাধি তাহার সহিত মিলিত হয়, তাহাকে ঔপসর্গিক বলে, এইরোগ উপদ্রব হইতেই উৎপন্ন হয়।" ("ঔপসর্গিক রোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্।" মাধ০ নি০ টীকা) ২ পাপরোগাদি। ৩ ভূতাদির আবেশ জন্য রোগ। ৪ (ত্রি) উপসর্গসম্বন্ধীয়।

ঔপসীর্য্য (ত্রি) উপসীরাদ্ভবঃ, উপসীর-ঞ্য, (গম্ভীরাঞ্ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৫৮। বার্ত্তিক-ঞ্যপ্রকরণে পরিমুখাদিভ্য উপসংখ্যানম্।) লাঙ্গলোৎপন্ন।

ঔপস্থান (ত্রি) উপস্থানং শীলমস্য, উপস্থান-ণ, (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) উপস্থানশীল, উপাসক।

ঔপস্থানিক (ত্রি) উপস্থানেন জীবতি, উপস্থান-ঠক্, (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) সেবাব্যবসায়ী, উপাসনাই যাহাদিগের উপজীবিকা, চাকর।

ঔপস্থিক (ত্রি) উপস্থেন জীবতি, উপস্থ-ঠঞ্। ১ জারকর্ম্মজীবী। ২ (স্ত্রী, টাপ্) বেশ্যা।

ঔপস্থ্য (ত্রি) উপস্থাদ্ভবম্,উপস্থ-ষ্যঞ্। জননেন্দ্রিয় জন্য সুখাদি।

ঔপহারিক (ত্রি) উপহারায় সাধু, উপহার-ঠক্। উপহারের উপযোগী।

ঔপাধিক (ত্রি) উপাধি-ঠঞ্। ১ উপাধিকৃত। ২ উপাধিসম্বন্ধীয়। [উপাধি দেখ।]

ঔপাধ্যায়ক (ত্রি) উপাধ্যায়াদাগতঃ, উপাধ্যায়-বুঞ্; (বিদ্যাযোনিসম্বন্ধেভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।৭৭।) উপাধ্যায় হইতে যাহা লাভ করা যায়।

ঔপানহ্য (পুং) উপানাহ-ঞ্য। ১ মুঞ্জ। ২ চর্ম্ম।

ঔপায়িক (ত্রি) উপায়েন জাতঃ, উপায়-ঠক্। ১ ন্যায্য। ২ উপযুক্ত।

ঔপাবি (পুং) উপাবস্যাপত্যম্ পুমান্। উপাব ঋষির পুত্র। ২ উপাববংশীয়।

ঔপাসন (ত্রি) উপাসনো বিবাহাগ্নিঃ, তত্র ভবঃ, উপাসন-অণ্। বিবাহাগ্নিতে নৈত্যিককর্ত্তব্য হোমাদি; এই হোম প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে দুইবার করিতে হয়। প্রথমে সায়ংকালেই আরম্ভ করা উচিত, আরম্ভের রাত্রিতে ৯ ঘটিকা অতীত হইয়া গেলে আর সে রাত্রিতে আরম্ভ না করিয়া পর রাত্রিতে আরম্ভ করিবে। হোমারম্ভের পূর্ব্বেই যদি বিবাহাগ্নি নিবিয়া যায়,তাহা হইলে বিধানানুসারে স্থালীপাক করিয়া হোম আরম্ভ করিতে হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং চন্দ্র উদিত থাকিতে থাকিতে হোম কর্ত্তব্য। হোমের মুখ্যকাল সম্বন্ধে অত্রি বলিয়াছেন—প্রাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যমূর্ত্তি ভূমি হইতে এক হাত, উত্থিত হওয়া অনুভব না হয় সেই সময়ে এবং রাত্রে ঠিক প্রদোষকালেই হোম সম্পাদন করিবে।" এই হোম অকরণ সম্বন্ধে গর্গ বলিয়াছেন,—"দারপরিগ্রহ করার পর ক্ষণকাল মাত্রও অগ্নিবিনা অবস্থান করিবে না, করিলে পতিত হইতে হয়। স্নান, সন্ধ্যা, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ উপাসনাও অবশ্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি পরিত্যাগ করিয়াও আপনাকে গৃহস্থ বিবেচনা করে, তাহার অন্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

ঔপোদিতি (পুং) উপোদিতস্যাপত্যম্ পুমান্, উপোদিত ইঞ্। উপোদিত ঋষির পুত্র।

ঔম্ (অব্যয়) [ওঁ দেখ।]

ঔমক (ক্লী) উমায়া বিকারঃ, উমা-বুঞ্, (উমোর্ণয়োর্ব্বা। পা ৪।৩।১৫৮। মসিনা বিকার। [উমা দেখ।]

ঔমায়ন (ত্রি) উমায়া নিমিত্তং সংযোগঃ উৎপাতো বা উমা-ফঞ্। ১ মসিনা সংযোগ। ২ মসিনা হইতে উৎপাত।

ঔমীন (ত্রি) উমানাং ভবনং ক্ষেত্রম্বা, উমা-খঞ্, (বিভাষা-তিলমাষোমেতি। পা ৫।২।৪।) ১ মসিনাপূর্ণগৃহ। ২ মসিনার ভূমি।

ঔরগ (ক্লী) উরগস্য ইদম্, উরগ-অণ্। ১ অশ্লেষা নক্ষত্র। (ত্রি) ২ সর্প সম্বন্ধীয়।

ঔরভ্র (পুং) উরভ্রস্য মেষস্য ইদম্, উরভ্র-অণ্। ১ কম্বল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঊর্ণায়ু, আবিক ও খল্লক। ২ মেষমাংস। বৈদ্যকোক্ত মেষমাংসের গুণ,—বৃংহণ, পিত্ত ও শ্লেষ্ম বর্দ্ধক এবং গুরু। ৩ (ক্লী) মেষদুগ্ধ, বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, পিত্তকফবর্দ্ধক, কেবলমাত্র বায়ুর এবং বায়ু জন্য কাসের হিতজনক। ৪ ধন্বন্তরির অন্যতম শিষ্য।

ঔরভ্রক (ক্লী) উরভ্রাণাং সমূহঃ, উরভ্র-বুঞ্; (গোত্রোক্ষোষ্ট্রোরভ্রেতি। পা ৪।২।৩৯।) মেষ সমূহ।

ঔরভ্রিক (ত্রি) উরভ্রঃ পণ্যমস্য, উরভ্র-ঠঞ্। মেষবিক্রয়োপজীবী, যাহারা মেষ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ঔরশ (পুং) উরশজনপদবাসী। [উরশ দেখ।]

ঔরস (পুং, স্ত্রী) উরসা উৎপাদিতঃ, উরস্-অণ্। ১ সমান জাতীয়া বিবাহিতা ভার্য্যাগর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করা হয়, তাহাকেই ঔরস পুত্র কহে, দ্বাদশ প্রকার পুত্র মধ্যে এই পুত্রই শ্রেষ্ঠ। (মনু ৯। ১৬৬।) ২ অসবর্ণা গর্ভে স্বজাত পুত্রও ঔরস নামে অভিহিত হয়।

("অজ্ঞানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।"
ভারত ভীষ্ম ৯১ অঃ।)

৩ (ত্রি) হৃদয়োৎপন্ন।

ঔরসিক (ক্লী) উরস্-স্বার্থে-ঠক্। বক্ষঃ।

ঔরস্য (পুং, স্ত্রী,) উরসো ভবঃ, উরস্-যৎ-স্বার্থে-অণ্। ১ ঔরস পুত্র। ২ (ক্লী) বক্ষঃস্থলজাত।

ঔর্ণ (ত্রি) ঊর্ণায়াঃ বিকারঃ, ঊর্ণা-অঞ্। মেষলোমজাত কম্বল।

ঔর্ণাবত (ত্রি) ঊর্ণাবতো হয়ম্, অণ্। ঋষিবিশেষ।

ঔর্ণনাভ (ত্রি) ঊর্ণনাভস্য ইদম্, ঊর্ণনাভ-অণ্। ঊর্ণনাভ সম্বন্ধীয়।

ঔর্ণিক (ত্রি) ঊর্ণায়া নির্মিতং সংযোগ উৎপাতো বা, ঊর্ণা-ঠঞ্। ১ ঊর্ণানিমিত্ত সংযোগ। ২ ঊর্ণানিমিত্ত উৎপাত।

ঔর্দ্ধকালিক (ত্রি) ঊর্দ্ধকালে ভবঃ, ঊর্দ্ধকাল-ঠঞ্। ১ ঊর্দ্ধ-কালোৎপন্ন। ২ ঊর্দ্ধকালসম্বন্ধীয়।

ঔর্দ্ধদেহ (ত্রি) ঊর্দ্ধদেহস্য ইদম্, ঊর্দ্ধদেহ-অণ্। ঊর্দ্ধদেহ সম্বন্ধীয়।

ঔর্দ্ধদেহিক (ত্রি) ঊর্দ্ধদেহায় সাধু, ঊর্দ্ধদেহ-ঠঞ্। মরণান্তর শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাদি, মৃত্যুর দিন হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিণ্ডাদিদান প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করা হয়।

ঔর্দ্ধদৈহিক (ত্রি) ঊর্দ্ধদেহায় সাধু, ঊর্দ্ধদেহ-ঠঞ্। মৃত্যুর পর প্রেতোদ্দেশে যে সকল কার্য্য করা হয়।

ঔর্দ্ধন্দমিক (ত্রি) ঊর্দ্ধন্দমে ভবঃ, ঊর্দ্ধন্দম-ঠক্। ঊর্দ্ধন্দমোৎপন্ন।

ঔর্দ্ধস্রোতসিক (ত্রি) ঊর্দ্ধস্রোতসি আসক্তঃ, ঊর্দ্ধস্রোতস্-ঠঞ্। শৈব, শিবভক্ত।

ঔর্ব্ব (ক্লী) উর্ব্ব্যা ভবম্, উর্ব্বী-অণ্। ১ ঔদ্ভিদলবণ। ২ (ঊর্ব্ব-র্ষেরপত্যম্) ঊর্ব্ব ঋষির পুত্র। ৩ ভূমিজাত। ৪ (পুং) ভৃগু-বংশীয় ঋষিবিশেষ। ৫ বাড়বানল। ভারতে বাড়বানলের উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে যে "ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ভৃগুর অপমানের পর উর্ব্বঋষি যখন গর্ভমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুপত্নীর গর্ভ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, উর্ব্ব উরুভেদ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রতিহিংসাসাধনের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন; পিতৃপুরুষ তাঁহার সেই উগ্রতপস্যায় সর্ব্ব প্রাণী বিনষ্ট হইবে দেখিয়া পিতৃলোক হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া ক্রোধ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু উর্ব্ব ক্ষত্রিয়গণের সেই হিংসা স্মরণ করিয়া কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন পিতৃগণ বলিলেন, জল সর্ব্বলোকময়, জলেই সর্ব্বলোকের অবস্থান; সর্ব্বলোকের বিনাশ জন্য তোমার যে ক্রোধাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জলে নিক্ষেপ কর, তাহাতেই তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। উর্ব্ব এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া সমুদ্র মধ্যেই সেই ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি সমুদ্র মধ্যে বৃহৎ অশ্বমুণ্ডরূপী হইয়া মুখদ্বারা অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া জলপান করিতে লাগিল।" ৬ ভারতান্তর্গত উপাখ্যানবিশেষ।

ঔর্ব্বশ (ত্রি) উর্ব্বশ্যা ইদম্, উর্ব্বশী-অণ্। ১ উর্ব্বশী সম্বন্ধীয়। ২ (পুং) উর্ব্বশ্যা অপত্যম্ পুমান্। উর্ব্বশী-পুত্র, পঞ্চপ্রবরান্তর্গত মুনিবিশেষ।

ঔর্ব্বশেয় (পুং) উর্ব্বশ্যা অপত্যম্, উর্ব্বশী ঢক্। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখ।]

(অগস্ত্যাঽগস্তিঃ পীতাব্ধির্বাতাপিদ্বিড্ ঘটোদ্ভবঃ।
মৈত্রাবরুণিরাগ্নেয় ঔর্ব্বশেয়াগ্নিমারুতৌ।
হেম° ২। ৩৬-৩৭।)

ঔলপি (পুং) উলপস্য অপত্যম্, উলপ-ইঞ্। উলপ-পুত্র।

ঔলপী [ন্] (পুং) উলপেন প্রোক্তং ছন্দোঽধীতে, উলপ-ণিনি। উলপ-লিখিত ছন্দোগ্রন্থপাঠক।

ঔলান (ক্লী) অবলম্বন।

ঔলূক (ক্লী) উলূকানাং সমূহঃ, উলূক-অঞ্। উলূকসমূহ, পেঁচাসকল।

ঔলূক্য (পুং) উলূকস্য অপত্যম্ পুমান্, উলূক-যঞ্, (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) ১ উলূক ঋষির পুত্র কণাদ, ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা। ২ বৈশেষিক দর্শনজ্ঞ।

(বৈশেষিকঃ স্যাদৌলূক্যঃ। হেম° ৩। ৫২৬।)

ঔলূখল (ত্রি) উলূখলে ক্ষুণ্ণং, উলূখল-অণ্। ১ উলূখলে কুট্টিত বস্তু। ২ (উলূখলে ভবঃ) উলূখলোৎপন্ন শব্দাদি।

ঔবেণক (ক্লী) গীতবিশেষ; যাজ্ঞবল্ক্যে সাত প্রকার গীত উক্ত আছে,—অপরান্তক, উল্লোপ্য, মদ্রক, প্রকরী, ঔবেণক, সরোবিন্দু ও উত্তর।

ঔশনস (ক্লী) উশনসা শুক্রেণ প্রোক্তম্, উশনস্-অণ্। ১ শুক্রাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থ। ২ (ত্রি) (উশনস ইদম্।) শুক্রাচার্য্য সম্বন্ধীয়।

ঔশনসী (স্ত্রী) উশনসোঽপত্যম্ স্ত্রী। শুক্রাচার্য্যের কন্যা, দেবযানী; রাজা যযাতির সহিত ইহাঁর পরিণয় হইয়াছিল।

ঔশিজ (পুং) উশিজ্-স্বার্থে অণ্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ৪। ৩৮।) ১ ইচ্ছাযুক্ত। ২ পঞ্চপ্রবরান্তর্গত ঋষিবিশেষ

ঔশীনর (পুং) উশীনরস্যাপত্যম্ পুমান্, উশীনর-অণ্। উশীনর-পুত্র শিবি প্রভৃতি। উশীনরের পাঁচ ভার্য্যা গর্ভে পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল;—ভার্য্যা নৃগাগর্ভে পুত্র নৃগ, কৃমীগর্ভে কৃমি, নবাগর্ভে নব, দেবাগর্ভে সুব্রত ও দৃষদ্বতীগর্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঔশীনরি (পুং) উশীনরস্যাপত্যম্, উশীনর-ইঞ্। উশীনর-পুত্র। ("ঔশীনরিঃ পুণ্ডরীকঃ শর্য্যাতিঃশরভঃশুচি।" ভারতস০ ৮অঃ।)

ঔশীর (ক্লী) বশ-ঈরন্-স্বার্থে অণ্। ১ শয্যা। ২ আসন। ৩ চামর। ৪ (উশীরং চামরমস্ত্যস্য, উশীর-অচ্) চামরদণ্ড। ৫ (উশীরাদ্ভবম্, অণ্) উশীরজ, বেণামূল দ্বারা নির্ম্মিত। (উশীরঃ শয়নাসনে। উশীরজে চামরে চ দণ্ডেচ। হেম০ অনে০ ৩। ৫২৭।)

ঔশীর (পুং) উশীরস্যায়ম্, উশীর-অণ্। চামরদণ্ড।

ঔষণ (ক্লী) উষণস্য ভাবঃ, উষণ-অণ্। কটুরস, ঝাল।

ঔষণশৌণ্ডী (স্ত্রী) ঔষণে কটুরসে শৌণ্ডী বিখ্যাতা ৭ তৎ। শুণ্ঠী, শুঁট।

ঔষদশ্বি (পুং) ওষদশ্বস্যাপত্যম্, ওষদশ্ব-ইঞ্। ওষদশ্ব রাজার পুত্র, ইহার নাম বসুমান্, ইনি যযাতির দৌহিত্র। (ভারত আদি ৯৩ অঃ।)

ঔষধ (ক্লী) ওষধেরিদম্ ওষধিরেব বা, ওষধি-অণ্ (ওষধেরজাতৌ। পা ৫। ৪। ৩৭।) ১ রোগনাশক দ্রব্য; ইহার বৈদ্যকোক্ত পর্য্যায়—ভেষজ, ভৈষজ্য, অগদ, জায়ু, জৈত্র, আয়ুর্যোগ, গদারাতি, অমৃত ও আয়ুর্দ্রব্য।

বৈদ্যকমতে ঔষধ তিনভাগে বিভক্ত; কতকগুলি কুপিত দোষ দুষ্যের প্রশমক, কতকগুলি তাহাদের শোধক, এবং কতকগুলি সুস্থ অবস্থাতেই উপযোগী। পিচকারীকার্য্যে দেয়, বিরেচক ও বমনকারক দ্রব্য; এবং তৈল, ঘৃত ও মধু, সাধারণতঃ দৈহিক রোগে এই কয়েকটী ঔষধ উপযোগী। মানস রোগে বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও আত্মজ্ঞান ঔষধ।

যে সকল স্থান লাঙ্গলাদি দ্বারা কর্ষিত হয় না, যেখানে বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই এবং যেস্থান স্নিগ্ধ, মৃদু, স্থির, সমতল, কৃষ্ণ, গৌর অথবা লোহিতবর্ণ, সেই সকল স্থানজ ঔষধ গ্রহণ করিবে। গর্ত্ত, প্রস্তর বা কঙ্করাদি বিশিষ্ট, নিম্নোন্নত, বল্মীক, শ্মশান, দেবমন্দির ও বালুকাময় স্থানে যে সকল ঔষধ উৎপন্ন হয়, তাহা উপযোগী নহে। পূর্ব্বোক্ত স্থানজাত হইলেও যদি কীট-জুষ্ট, অথবা অস্ত্র, আতপ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতির আঘাতে মৃত হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিবে না। মূল লইতে হইলে যে সকল মূল সরস, পরিপুষ্ট, মৃত্তিকার বহুদূর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য।

কেহ কেহ বলেন প্রাবৃট্, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে মূল, পত্র, ত্বক্, ক্ষীর, সার ও ফল গ্রহণ করিবে; কিন্তু সুশ্রুত তাহাতে দোষ দেখাইয়া বলিয়াছেন সৌম্য ঋতুতে সৌম ঔষধ ও আগ্নেয় ঋতুতে আগ্নেয় ঔষধ সংগ্রহ করা উচিত। যে সকল ঔষধ বীর্য্যবান্ এবং এক বৎসর অতিক্রম হয় নাই, তাহাই রোগনাশক; কেবলমাত্র মধু, ঘৃত, গুড়, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটি দ্রব্য পুরাতন হইলেই উপকারপ্রদ হয়। পৃথিবী ও জলগুণাধিক্য স্থানের বিরেচক ঔষধ, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণভূয়িষ্ঠ স্থানের বমনকারক, উভয়গুণ ভূয়িষ্ঠ স্থানের বমনবিরেচনকারক এবং আকাশগুণবহুল স্থানের প্রশামক ঔষধ অধিক গুণশালী হইয়া থাকে।

স্থূল মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ছাল এবং সূক্ষ্ম মূল হইলে কাষ্ঠ ছাল সমস্তই গ্রহণ করিবে। বটাদির ছাল, বীজাদির সার, তালিশাদির পত্র, ত্রিফলা প্রভৃতির ফল, চিতার মূল, ওলের কন্দ, ধাতকীর পুষ্প, খদিরাদির সার ও কণ্টকারীর সমস্তই গ্রহণ করিতে হয়। বেলের কচিফল ও শোনালুর পক্কফল গ্রাহ্য। ঔষধের স্থানবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে, মূলই গ্রহণ করিতে হয়। যোগবিশেষে ঔষধের পরিমাণ যেরূপ লিখিত থাকে, কাঁচা বা আর্দ্র ঔষধ দিতে হইলে তাহার দ্বিগুণ দেওয়া উচিত।

কিরূপে কোন্ অবস্থায় কোন্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেই তাহাতে অমৃততুল্য ফললাভ হয়, নতুবা বিষ বজ্র প্রভৃতির ন্যায় অপকার সাধন করে। ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ সাধারণতঃ এই তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিলেই ঔষধ জানা হইয়াছে বলা যায় না; ঐ সমস্ত জ্ঞাতব্যের সহিত ঔষধের যোগ প্রণালীও জানা বিশেষ আবশ্যক, যেহেতু যোগবিশেষের দ্বারা বিষও উপকারী এবং সামান্য ঔষধও বিষের ন্যায় উপকারী হইয়া থাকে।

জলপান করিয়া উপবাসের পর, ক্ষীণ অবস্থায়, অজীর্ণ সত্ত্বে, আহারের পর এবং পিপাসাকালে সংশোধন প্রভৃতি কোন ঔষধই সেবন কর্ত্তব্য নহে। সাধারণতঃ অন্নহীন ঔষধই সেবনের ব্যবস্থা, তাহাতে ঔষধের অধিক বীর্য্য প্রকাশ ও নিঃসন্দেহ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও মৃদু ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা করিবে না, তাহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত গ্লানি ও বলক্ষয় হইতে পারে।

আহারের কিছু পূর্ব্বে তাঁহাদিগের ঔষধ সেবন করা উচিত, তাহাতে ঔষধ অনাবৃত হওয়ায় বারম্বার মুখ দিয়া

উঠিতে পারে না, পরিপাকও শীঘ্র হয় এবং বলহানিও হইতে পারে না।

ঔষধ পরিপাক হইলে, বায়ুর অনুলোম, সুস্থতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রকাশ, মন প্রফুল্ল, শরীর হাল্কা বোধ, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল ও উদ্গারশুদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধ সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইতেই, অথবা আহারের সম্যক্ পরিপাক না হইতেই ঔষধ সেবন করিলে পীড়ার শান্তি না হইয়া অন্যান্য রোগেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে ঔষধের পরিপাক না হইলে, শরীরের ক্লান্তি, দাহ, অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, অসুখবোধ ও বলহানি হয়।

ঔষধ সেবনে মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; দোষ, অগ্নি, বল, বয়স, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়।

[ঔষধের পরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় পরিভাষা দেখ।]

২ বিষ্ণুর নামান্তর। ৩ (ত্রি) ওষধিজাত তণ্ডুলাদি।

ঔষধাজীব (ত্রি) ঔষধেন আজীবতি, ঔষধ-আ-জীব-অচ্। ঔষধবিক্রেতা, ঔষধ বিক্রয়ই যাহার উপজীবিকা।

ঔষধালয় (পুং) ঔষধানাং আলয়ঃ, ৬তৎ। যেখানে নানা-বিধ ঔষধ বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তত করিয়া রাখা হয়।

ঔষধি (স্ত্রী) আ-ওষধিঃ। ১ সম্যক্ ওষধি। ২ (ওষধেরিয়ম্, ইঞ্) ওষধি সম্বন্ধীয়। ৩ যে সকল উদ্ভিদ্ ফল পাকি-লেই বিনষ্ট হইয়া যায়। (ওষধিঃস্যাদৌষধিশ্চ ফলপাকাব-সানিকা। হেম০ ৩। ১১৭।)

ঔষর (ক্লী) উষরে ভবম্, উষর-অণ্। ১ পাংশু লবণ। ২ অয়-স্কান্ত বিশেষ। ৩ উষর মৃত্তিকোৎপন্ন।

ঔষরক (ক্লী) উষর-স্বার্থে কন্। মৃত্তিকা লবণ, সাধারণতঃ ইহাকে খারী লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সার্ব্বগুণ, সর্ব্বসংসর্গলবণ, ঊষরক, সাম্বর বহুলবণ, মেলকলবণ ও মিশ্র। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—কটু, ক্ষার, তিক্ত, বিদাহী, বায়ু ও কফনাশক, পিত্ত এবং মলবদ্ধতা ও মূত্রশোধনকারক।
(রাজনির্ঘণ্ট।)

ঔষস (ত্রি) উষসি ভবঃ, উষস্-অণ্। ১ উষাকালোৎপন্ন। ২ (উষস ইদম্, অণ্।) উষাসম্বন্ধীয়।

ঔষস্য (ত্রি) উষস্-ষ্যঞ্। ১ উষাকালোৎপন্ন। ২ উষা-সম্বন্ধীয়।

ঔষস্ত (ত্রি) উষস্তেরিদম্, উষস্তি-অণ্। ১ উষস্তি ঋষি-সম্বন্ধীয়। ২ ছান্দোগ্যোপনিষদের উষস্তিচরিত নামক ব্রাহ্মণ কাণ্ডবিশেষ।

ঔষস্ত্য (ত্রি) উষস্তেরিদম্, উষস্তি-ষ্যঞ্। [ঔষস্ত দেখ।]

ঔষসিক (ত্রি) উষসি ভবঃ, উরসঃ ঠঞ্। উষাসম্বন্ধীয়।

ঔষিক (ত্রি) উষসি ভবঃ, ঠঞ্। উষাকালোৎপন্ন।

ঔষ্ট্র (ক্লী) উষ্ট্রস্য ইদম্, উষ্ট্র-অণ্। উষ্ট্রসম্বন্ধীয়। বৈদ্যকোক্ত ঔষ্ট্রদুগ্ধের গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, কিঞ্চিৎ লবণ রস, স্বাদু, লঘু, এবং শোথ গুল্ম উদর অর্শঃ ক্রিমি কুষ্ঠ ও বিষনাশক। ঔষ্ট্র দধি—পরিপাকে কটুরস, ঈষৎ ক্ষার, গুরু, বিরেচক, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদর রোগনাশক। ঔষ্ট্র মূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, উদর ও উন্মাদ রোগ এবং বায়ু ও কৃমিনাশক। (সুশ্রুত।)

ঔষ্ট্রক (ক্লী) উষ্ট্রাণাং সমূহঃ, উষ্ট্র-বুঞ্ (গোত্রোক্ষোষ্ট্রোরভ্ররাজ-রাজন্যেতি। পা ৪। ২। ৩৯।) ১ উষ্ট্রসমূহ। ২ (উষ্ট্রস্যেদম্, বুঞ্) উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ট্ররথ (ক্লী) উষ্ট্ররথস্যেদম্, উষ্ট্ররথ-অঞ্ (পত্রপূর্ব্বাদঞ্। পা ৪। ৩। ১২২।) উষ্ট্ররথ সম্বন্ধীয়।

ঔষ্ট্রায়ণ (পুং) উষ্ট্রস্যাপত্যম্, উষ্ট্র-ফক্। উষ্ট্রবংশীয়।

ঔষ্ট্রিক (ত্রি) উষ্ট্রে ভবঃ, উষ্ট্র-ঠক্। উষ্ট্রজাত দুগ্ধ প্রভৃতি। [উষ্ট্র দেখ।]

ঔষ্ঠ (ত্রি) ওষ্ঠবদাকারোঽস্যাস্য, ওষ্ঠ-অণ্। ওষ্ঠের আকারের ন্যায় কাষ্ঠাবয়ব যুক্ত আশ্বিন গ্রহপাত্র।

ঔষ্ঠ্য (ত্রি) ওষ্ঠে ভবঃ, ওষ্ঠ-ষৎ-স্বার্থে অণ্। ১ ওষ্ঠজাত। ২ ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চার্য্য বর্ণ—উ ঊ প ফ ব ভ ম ও ঔ এই কয়েকটি ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ঔষ্ণ (ক্লী) উষ্ণস্য ভাবঃ, উষ্ণ-অণ্। ১ উষ্ণতা। ২ উত্তাপ। ৩ সন্তাপ।

ঔষ্ণিজ (ক্লী) উষ্ণিজ-স্বার্থে অণ্। ১ পাগড়ী। ২ (ত্রি) পাগড়ীসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ণিহ (ত্রি) উষ্ণিহি ভবঃ, উষ্ণিহ-অঞ্ (উৎসাদিভ্যো ঽঞ্। পা ৪। ১। ৮৬) ১ উষ্ণিক্ ছন্দোজাত। ২ উষ্ণিক্ ছন্দঃসম্বন্ধীয়। ৩ উষ্ণিক্ছন্দো দ্বারা যে দেবতার স্তব করিতে হয়, সূর্য্য।

ঔষ্ণীক (ত্রি) উষ্ণীষে শোভতে, উষ্ণীষ-অণ্ (পৃষোদরা-দিত্বাৎ।) ১ উষ্ণীষধারী। ২ উষ্ণীষধারী দেশবিশেষ। ৩ উষ্ণীষধারী নৃপতি।

ঔষ্ণ্য (ক্লী) উষ্ণস্য ভাবঃ, উষ্ণ-ষ্যঞ্ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫। ১। ১২৮।) উষ্ণতা; তেজের স্বাভাবিক গুণ। বৈদ্যকমতে পিত্তেরও স্বাভাবিক গুণ ঔষ্ণ্য।

ঔষ্ম্য (ক্লী) উষ্মণো ভাবঃ, উষ্মন-ষ্যঞ্। ১ উষ্ণতা। ২ উষ্ণ-স্পর্শ। তেজোগুণবহুল পদার্থ মাত্রেই উষ্মতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব শরীর স্পর্শেও যে উষ্ণতা অনুভব হয়, তাহা শরীরের নহে, যেহেতু মৃতশরীরে রূপাদি সমস্তগুণ সত্ত্বেও

উন্মতা অনুভূত হয় না, এইজন্য সেই উন্মতা জীবাত্মার বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

অং (২)

অং (২) তন্ত্রমতে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ, ইহার নাম অনুস্বার। এই বর্ণের অক্ষর সমাম্নায় সূত্রে যোগ না থাকিলেও ইহা ষত্ব ণত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া পাণিনিমতে ইহাকে অযোগবাহ বলে। মুগ্ধবোধ মতে ইহার নাম 'নু'। বিন্দুমাত্র ইহার আকৃতি, ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে, ন ও ম স্থানে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়। কামধেনুতন্ত্রের মতে "অংকার বিন্দুযুক্ত, পীতবর্ণ বিদ্যুৎতুল্য, পঞ্চপ্রাণাত্মক, ব্রহ্মাদি দেবময়, সর্ব্বজ্ঞানময় ও বিন্দুত্রয়যুক্ত।" অংএর লিখন প্রণালী—"অকারের উপরিভাগে দক্ষিণদিকে একটি বিন্দুমাত্র। রেখাসমূহে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র অবস্থান করেন; বিন্দুময়ী রেখাকে আদ্যাশক্তি কহে।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।)

তন্ত্রোক্ত ইহার নাম—অংকার, চক্ষুষ, দন্ত, ঘটিকা, সমগুহ্যক, প্রদ্যুম্ন, শ্রীমুখ, প্রীতি, বীজযোনি, বৃষধ্বজ, পর, শশী, প্রমাণীশ, সোমবিন্দু, কলানিধি, অক্রূর, চেতনা, নাদপূর্ণা, দুঃখহর, শিব, মঙ্গলময়, শম্ভু, নরেশ, সুখদুঃখপ্রবর্ত্তক, পূর্ণিমা, রেবতী, শুদ্ধ, কন্যাচর, বিয়দ্রবি, অমৃতকার্ষিণী, শূন্য, বিচিত্রা, ব্যোমরূপিণী, কেদার, রাত্রিনাশ, কুব্জিকা ও বুদ্বুদ।

অং (ক্লী) ১ পরব্রহ্ম। ২ মহেশ্বর।

("বিন্দুবিসর্গঃ সুমুখঃ শরঃ সর্ব্বায়ুধঃ সহঃ।"
ভারত অনু। ১৭। ১২৬।)

অঃ

অঃ (ঃ) বিসর্গ, দুইটী বিন্দুমাত্র, তন্ত্রমতে ষোড়শ স্বরবর্ণ। অকার উচ্চারণের জন্য ইহারও উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। পাণিনিমতে এইবর্ণও অযোগবাহ। মুগ্ধবোধমতে ইহার নাম বিঃ, স্ ও র্ স্থানে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কামধেনুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, অঃকার পরমেশ, রক্তবর্ণ, বিদ্যুৎতুলা, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত, মূর্ত্তিমান্ কুণ্ডলী, বিন্দুত্রয়বিশিষ্ট ও শক্তিত্রয়যুক্ত; ঐ সকল শক্তি কিশোরবয়স্কা শিবপত্নী। ইহার লিখনপ্রণালী,—অকারের দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশে দুইটিবিন্দু। ঐ সকল রেখায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ অবস্থান করেন। ইহার মাত্রা শক্তি এবং বিন্দুদ্বয়যুক্ত রেখা আদ্যাশক্তি। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম—অঃ, কণ্টক, মহাসেন, কালাপূর্ণা, অমৃতা, হরি, ইচ্ছা, ভদ্রা, গণেশ, রতি, বিদ্যামুখী, সুখ, দ্বিবিন্দু, রসনা, সোম, অনিরুদ্ধ, দুঃখসূচক, দ্বিজিহ্ব, কুণ্ডল, বজ্র, সর্গ, শক্তি, নিশাকর, সুন্দর, সুযশা, অনন্তা, গণনাথ ও মহেশ্বর।

অঃ (পুং) মহেশ্বর।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

